

করাধরে বন্দিনী করিয়া
কোথায় লইয়া যাও ?
দৈত্যরাজপত্নী গর্ভবতী,
এ হেন দুর্গতি কেন তার ?

ইন্দ্র ।—মুনিদ্র !

শক্রজায়া এ রমণী,
গর্ভে এর শক্রর কুমার ;
প্রসূত হইলে এ দানবী,
সেই পুত্র করিব বিনাশ,
অরিপুত্র অরি মোর, প্রভু !
ইহা হাড়া এ রমণী প্রতি
অন্য মতি নাহি মোর ।
পুত্রে এর করিয়া বিনাশ,
পরিভ্যাগ করিব ইহারে ।

নারদ ।—হে হরেন্দ্র !

কেন এত ভয় ?
না হ'বে দুর্জয় এই গর্ভজাত শিশু,
বরঞ্চ সে শিশু হ'তে
শঙ্কা ভব হইবে মোচন,
তৈই কহি, সহস্রলোচন !
স্থির কর মন,
জীবহত্যা-আশা পরিহর,
পরিভ্যাগ কর করাধরে ;—
যা'বে দূরে বিপদ তোমার ।
কভু মিথ্যা নয়—জানিও নিশ্চয়
পরম বৈষ্ণব শিশু এই গর্ভকোষে
হরির ধ্যানাক্তে নিমগন ।

ইন্দ্র ।—হে দেবর্ষে !

সুরাসুরে চিরশত্রু-ভাব,
এই সে কারণ
অরিনুতে অরি ভাবি ।
এবে তোমার বচনে
করাধরে কৈনু পরিহার ।
করাধু,
যাও নিজ স্থান ।

করাধু ।—স্থান নাহি মোর,

মরণ মঙ্গল এবে ।

স্বামী মোর রাজা তাজি'
মন্দর ভূধরে করে তপ ।
সুযোগ বুঝিয়া ভূমি
শ্রাশান করিলে দৈত্যপুত্রী,
কত দৈত্যে করিলে বিনাশ,
আত্মীয় স্বজন আর তিন পুত্র মোর
আহত তোমার শরে ।
বল,
তবে কোন্ প্রাণে
সে শ্রাশানে করিব গমন ?
এ ছার জীবন নাহি চাই,
গর্ভস্থ শিশুর সনে
বধ মোরে বজ্রে, দেবরাজ !

নারদ ।—রাণি,

গর্ভবতী রাজরাণী ভূমি,
পুত্রহত্যা মহাপাপ ।
ভয় নাই,
চল এবে আমার আশ্রমে,
কন্যা স্নেহ পালিব তোমারে ।
মা আমার,
বড় ভাগ্যবতী তুমি,
তোর গর্ভে ভক্তচূড়ামণি,
হরিনাম বিলাইতে মহাপাপিগণে
তোর পুণ্যময় গর্ভে
আবির্ভূত হ'বেন আপনি হরি ।
আয় মা, আমার সাথে
শূন্যপথে হরিবোল বলি' ।
নিজস্থানে যাও, দেবরাজ !
আপন মঙ্গল তরে
দেবলোকে ভক্তিময় প্রাণে
বিলাও অমূল্য হরিনাম ।
ভুলোক অচিরে
হরিনাম-নীরে ভেসে যা'বে,
স্বর্ণ মর্ত্য একাকার হ'বে
প্রেমময় হরিনামে ।

ইন্দ্র ।— হরিহরিবোল !

নারদ ।— হরিহরিবোল ! হরিহরিবোল ।

[ইন্দ্রের প্রস্থান ।

[কয়াদুকে লইয়া অপর দিক দিয়া

নারদের প্রস্থান ।

পঞ্চম দৃশ্য ।

মন্দর পর্বতের গুহা ।

ধ্যানমগ্ন হিরণ্যকশিপু ।

হিরণ্য ।— বহুবর্ষ গত হ'ল,

ভবুও যে বিধাতা দেখা দিলেন না ।

গ্রীষ্মে পকাতপে, শীতে জলমধ্যে,

বর্ষায় বৃষ্টিধারায়, হেমন্তে দারুণ হিমে

ক্রমাগত কখন পদ্মাসনে,

কখন একপদে,

কখন উর্দ্ধবাহু হ'য়ে,

অনাহারে তাঁ'কে এত ডাক্চি,

ভবুও যে তিনি সদয় হ'লেন না ।

হা বিধাতঃ,

প্রষ্টা হ'য়ে—পিতা হ'য়ে

পুল্লকে আরো কত ভুংখ দেবে ?

প্রাণ যায়, তাও স্বীকার,

তবু তোমার ধ্যান বিস্মৃত হ'ব না ।

(পুনর্বার ধ্যান)

শূন্যপথে হংসবাহনে ব্রহ্মার প্রবেশ ।

ব্রহ্মা ।— বৎস !

সকুট হ'য়েছি তোর তপে,

লহ বর, দৈত্যবর !

হিরণ্য ।— (প্রণাম করিয়া)—প্রভো !

ধন্য আমি আজ,

ধন্য মোর ব্রহ্মতপ, তপোময় !

কিঙ্করের প্রতি, প্রজাপতি, ভূষ্ট যদি,

কৃপাস্বরী' দাও হে অমর বর ।

ব্রহ্মা ।— বৎস !

বাঁরিব অমর বর দিতে,

অন্য বর করহ প্রার্থনা ।

হিরণ্য ।— (স্বগত)—ওহো, এত কষ্ট করি

ভূষ্ট তবু নারিন্তু করিতে বিধাতারে ।

ভাগ, অস্তুরূপে করিব প্রার্থনা

অভীষ্ট অমর বর ।

(প্রকাশে)—পদ্মযোনি !

বুকিন্তু, অমর-বর-যোগ্য নহি আমি,

দাও এই বর—

ব্রহ্মা ।— বল বৎস !

হিরণ্য ।— প্রভো !

তব পুত্র হুহুহর, মানব, দানব,

রাক্ষস, পিশাচ, দৈত্য, পশু, পক্ষী, কীট,

পতঙ্গ কাহারো হস্তে না মরিব আমি ।

আলোকে, আঁধারে কিংবা দিব্যায়, নিশায়

না মরিব, দয়াময় !

অস্ত্রে শস্ত্রে মৃত্যু নাহি হ'বে মোর

গৃহে বা বাহিরে, পথে, ঘাটে, মাঠে,

কিংবা জলে, স্থলে, মরুদব্যোমে

অথবা অনলে অনিলে না মরিব, প্রভো !

এই বর মাগি তব পাশে ।

ব্রহ্মা ।— তথাস্ত ।

হিরণ্য ।— প্রণিপাত করি রাজ্য পায় ।

ব্রহ্মা ।— যাও, বৎস ! নিজ রাজ্যে,

ব্রহ্মলোকে চলিলাম আমি ।

[শূন্যে ব্রহ্মার প্রস্থান ।

হিরণ্য ।— (হর্ষে ও ক্রোধে)—

এইবার পূর্বকাম আমি,

কে আঁটিবে মোরে ?

বিকু ! রক্ষা তোর নাহি আর,

মৃত্যু তোর শিরের বসিল ।

[প্রস্থান ।

ষষ্ঠ দৃশ্য ।

রাজপথ ।

নারদ ও কয়াদুর প্রবেশ ।

নারদ ।— মা ।

প্রজ্ঞাদ-চরিত্র ।

যা ব'লেম, মনে যেন থাকে,
সাবধান, সাবধান,
মহারাজকে বোলো না যে
তোমার গর্ভস্থ শিশুকে হত্যা ক'রবে ব'লে
ইন্দ্র তোমাকে বন্দিনী ক'রে নিয়ে গিয়েছিল।
ব'লে, সর্বনাশ হ'বে,
ইন্দ্র উৎসন্ন যা'বে,
দেবতারাগু সেই সঙ্গে বিপদগস্ত হ'বে।
বরদা ব'ল,
দেবতারি নৃক ক'রে এসেছিলো ব'লে
নারদ নৃষি বড় রাগ ক'রেছিলেন;
দেবতারি নারদের কাছে ঘাট মেনেচে,
শ্রুতরাঃ আর যেন দৈত্যরাজ
তা'দের পীড়ন ক'রে না যান।
কি বল মা, বলবে তো ?

কয়াবু।—তপোধন,
আপনি পিতার স্মরণ,
আপনার কথা আমি অবশ্যই পালন করবো।
নারদ।—তা বটেই তো,
তা নইলে আমি তোকে মা বলি কেন ?
মাগের মত কাজ না ক'লে
লোকে যে তোকে আমার মত-মা বলবে।
চল এখন, অস্তঃপুরে যাই,
দৈত্যপতি ব্রহ্মার কাছে বর লাভ করেছেন,
বোধ হয়, আজি কিরূবেন।

কয়াবু।—ঠাকুর,
আর এ আশানে প্রবেশ ক'রে ইচ্ছে হয় না।
নারদ।—মহারাজ এলেই
এ আশান আবার সর্গভূবন হ'বে।

কয়াবু।—পিতা,
আমার ছেলেরা কোথায় ?
নারদ।—আমি সকলকে এনে
রাজ্যস্তঃপুরে রেখেছি।
চল, দেখবে চল।
এই যে মহারাজ আসছেন।
মা, খুব সাবধান,

দেখিস, যেন ভুলিসনে।
(স্বগত)—ভুললেই সর্বনাশ হ'বে,
ইন্দ্র, চন্দ্র, যম, বরুণ প্রভৃতি
তেত্রিশ কোটি দেবতা কারাগারে যা'বেন।
দেবতাদের জন্য যত কষ্ট আমার,
না বুকে বিপদ ঘটান তাঁ'রা,
আর আমি বাই মারা।

(প্রকাশে)—মা, মনে আছে তো ?
কয়াবু।—পিতা, কোন ভয় নাই।
আমি মহারাজকে শান্ত করবো।

হিরণ্যকশিপুর প্রবেশ ।

হিরণ্য।—তপোধন ! প্রণতি চরণে।
নারদ।—মঙ্গল হোক।
হিরণ্য।—মহিষি !

দেবযির চরণ পূজা করেছ তো ?
নারদ।—করেছেন।
হিরণ্য।—মহিষি !

তুমি এত শীর্ণ হ'য়েছ কেন ?
নারদ।—বলুন দেখি,
আপনি কতকাল রাজ্যছাড়া হ'য়েছিলেন।
পতিগত-প্রাণা এতেও কি স্থখে থাকে ?
হিরণ্য।—তপোধন !

আমার রাজ্য কেন এমন হতশ্রী ?
নারদ।—চন্দ্র বিনা রজনী কি লাভণ্যময়ী হয় ?
হিরণ্য।—আপনাকে কথায়
কেউ আঁটতে পারে না।

নারদ।—(স্বগত)—নৈলে নারদ কেন ?
(প্রকাশে)—মহারাজ !

আপনার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হ'য়েছে তো ?
হিরণ্য।—আপনার আশীর্ব্বাদে
আমি পূর্ণমনোরথ।

নারদ।—বড় সুখের কথা।
চলুন এখন সকলে রাজ্যগৃহে যাই।
হিরণ্য।—এস, মহিষি !
পুত্রেরা কেমন আছে ?

নারদ ।—সবাই ভাল আছে ।

চলুন চলুন ।

[সকলের প্রস্থান । মন্দির মধ্য হইতে ।—বাবা, দোহাই বাবা ।

সপ্তম দৃশ্য ।

হরিমন্দির ।

মন্দিরমধ্যে হরিপূজক ব্রাহ্মণ ।

শম্বরাদি দৈত্যগণের প্রবেশ ।

শম্বর ।—দৈত্যগণ !

রাজার আদেশ—

হরিনাম না র'বে সংসারে,

হরিতত্ত্বকুল হইবে নির্মূল,

হরিমূর্তি কোটিখণ্ডে চূর্ণ হ'বে,

না র'বে না র'বে হরিপূজা ;

দৈত্যকুল-অরি হরি ।

অন্য ঠাই আমি যাই,

উড়াই ওঁড়াই হরিমূর্তি ।

চূর্ণ কর এ মূর্তি তোমরা ।

[প্রস্থান ।

১ম দৈত্য ।—ভাঙ্ ভাঙ্—

কর টুকরো—কর টুকরো—

ওঁড়িয়ে ধুলো কর—

সেই ধুলো রাস্তায় দে ছড়িয়ে—

চল মাড়িয়ে—ফেল উড়িয়ে ।

সকলে ।—তোল মুগুর—ভাঙ্ ঠাকুর ।

(সকলের মন্দিরমধ্যে প্রবেশ ও

মন্দিরমধ্যে সভয় চীৎকার শব্দ)

(হরিমূর্তি চূর্ণকরণ)

১ম দৈত্য ।—ওরে দ্যাখ্ দ্যাখ্—কে দ্যাখ্—

২য় দৈত্য ।—ওরে, এ ব্যাটা পুজোরী রে,

টিকি ধোরে বাইরে টেনে আন ।

৩য় দৈত্য ।—টিকি ধোরে বাদর নাচাবো—

৪য় দৈত্য ।—আমি ওর টিকি বেঁধে

ঐ অশখ গাছে ঝুলিয়ে দেবো ।

নিরে আয় টেনে ।

আমি বুড়ো, বাবা !

আমি তোমাদেরই, বাবা !

১ম দৈত্য ।—চোপ্ রও ।

(রুদ্ধ হরিপূজককে বাহিরে আনয়ন)

আজ তোর কেষ্ঠর সঙ্গে

তোকেও কেষ্ঠ পাওয়াযো ।

রুদ্ধ ।—না, বাবা !

১ম দৈত্য ।—ব্যাটার বামুন নৈবিদ্যি খেয়ে

মোটা হ'য়েচে কত—বাবা রে বাবা !

২য় দৈত্য ।—এইবার খাবি খাওয়াই খাবা খাবা

(রুদ্ধ হরিপূজকের প্রতি সকলের

অত্যাচার)

রুদ্ধ ।—হরি, কোথায় আছ হে,

একবার দেখা দাও, রক্ষা কর, প্রভো !

তুমিই সাক্ষী ।

১ম দৈত্য ।—তবে রে বাটা ! হরি সাক্ষী ।

[প্রহার করিতে করিতে রুদ্ধ হরি

পূজককে লইয়া সকলের প্রস্থান

হিরণ্যকশিপু ও নমুচির প্রবেশ ।

হিরণ্য ।—নমুচি !

এত দিনে হিরণ্যকশিপু অমর ;

আর ভয় নাই ।

তুমি অবিলম্বে দৈত্যগণকে নিয়ে

পৃথিবীর সর্বত্র ভ্রমণ কর ;

যেখানে বিষ্ণুর নামগন্ধও পাবো,

সেখানে আমার নাম ক'রে

সকলকে বিষ্ণুপূজা ত্যাগ ক'রে বলবে ।

যদি না শোনে,

তৎক্ষণাৎ সকলকে অস্ত্রাঘাতে

সংহার ক'রবে ;

বিষ্ণুসম্বন্ধীয় ষাণ্ ষষ্ঠ নষ্ট ক'রবে ;

বিষ্ণুর নামকীর্তন রহিত ক'রবে ;

বিষ্ণুর কোন সম্বন্ধ আর রাখ'বে না ।

এরূপ ক'লে বিষ্ণু হতগর্ভ ও হতবল হ'বে,

আমার প্রতাপের জয়ডাক।

ত্রিভুবনে ঘোষিত হ'বে ।

তার পর আমি বিষ্ণুকে নিজের অধীন ক'রে

যা ইচ্ছা তাই ক'ন্তে পারবো,

কারাগারে রাখ'তে পারবো,

বিনাশ ক'ন্তে পারবো ।

নমুচি !

তুমি নিশ্চয় কেনো—

আমার ভাতৃহন্তা বিষ্ণুর আর নিস্তার নাই ।

আমার বৈরনির্ঘাতন-ইচ্ছা।

আমার প্রাণের চেয়েও প্রিয়,

প্রাণও যদি যায়,

তবু

বৈরিনির্ঘাতন যাবে না, যাবে না, যাবে না ।

[উভয়ের প্রস্থান ।

বৈষ্ণবগণের প্রবেশ ।

বৈষ্ণবগণ ।— (গীত)

হরিবোল বল' মন্ আমার ।

হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল,—

•হরিবোল বল' মন্ আমার ।

(জয়) কেশব মধুসূদন গায়,

মুক্তিদাতা ভক্তিদাম,

যোগিজনগণ-প্রাণ-আরাম,

নন্দনাভিরাম করুণাধার ;—

(জয়) জীবজীবন, যদনমোহন,

ভবধব বন-কুসুম-হার ।

দৈত্যগণের পুনঃপ্রবেশ ।

১ম দৈত্য ।—ধরু ধরু ব্যাটাদের,

গলা টিপে হরিবোল বারু কর ।

২ম বৈষ্ণব ।—আমরা তো তোমাদের

কোন অনিষ্ট করিনি, তবে—

১ম দৈত্য ।—আমরাই তোদের ইষ্টসাধন করি।

(প্রহারোদ্যোগ)

২য় বৈষ্ণব ।—কেন, বাবা ?

১ম দৈত্য ।—মোছ তো ব্যাটার ভেলোক-ছাবা

[বৈষ্ণবগণকে প্রহার করিতে করিতে

লইয়া দৈত্যগণের প্রস্থান ।

অষ্টম দৃশ্য ।

ক্ষীরোদ-সমুদ্র ।

অনন্ত-শয্যায় বিষ্ণু শয়ান ও

লক্ষ্মী তদীয় পদসেবায় নিযুক্তা ।

ইতস্ততঃ জলদেবীগণ দণ্ডায়মানা ।

ব্রহ্মা ইন্দ্র আদি দেবগণের প্রবেশ ।

(গীত)

দেবগণ ।—(কুতাজ্জলিপুটে)—

জয় শঙ্কটভঞ্জন, কৃষ্ণ নীলাঞ্জন,

দুর্জয়গঞ্জন, সজ্জনগঞ্জন ।

জলদেবীগণ ।—(কুতাজ্জলিপুটে)—

জয় জয় দেব হরে !

দেবগণ ।—(কুতাজ্জলিপুটে)—

জয় ক্ষীরোদমাধব, শায়ী দয়াকর,

দুর্গতিচরহর, নৃপূরভঞ্জন ।

জলদেবীগণ ।—(কুতাজ্জলিপুটে)—

জয় জয় দেব হরে !

ব্রহ্মা ।—(ইন্দ্রের প্রতি)—হের, দেবরাজ !

অনন্ত ক্ষীরোদ সিদ্ধ তেজে উজ্জলিরা

অনন্ত-শয্যায় হরি অনন্ত সৈন্যর ।

হের কিবা দৈব প্রভা দিগন্তে ছুটি'ছে,

নীল জলে নীল তরু,

আহা, পদপাশে হাসে রমা চম্পক বরণী

জলদে বিজলী যেন খেলে ।

নীরব নীরব চারি ধার,

কেবল ওঙ্কার রব ছুটে,

সে রবে কতই ছুটে ওঠে

আকাশে স্বজনী শীলা,

আহা, অপরূপ অকৃত শোভা ।

(বিষ্ণুর প্রতি)—

কীলাময় হরি !

ধন্য লীলা, ধন্য খেলা তব ;

অনন্ত ভুবন আর কিছু নয়,

তবু তব লীলা ।

(পুনর্বার হিন্দুর প্রতি)—

হের হের, পুন্দর !

নবীন সূঠাম, নটবর শ্রাম,

পীতধড়া, চাক চুড়া, বনমালা গলে

মুদিত কমল নেত্র,

হরি নিজায় বিভোর ।

না না,

অনন্ত কর্মের কণী যিনি,

নিজা কোথা তাঁ'র ?

কার্য্যই যাঁহার প্রাণ,

তাঁ'র নেত্র চিরজাগরিত ।

তবে যে মুদিত চক্ষু দেখ,

সে কেবল কার্য্য-সূত্র-ধারণ বিধান

কার্য্যময় হরি কার্য্য বই নাহি জানে,

মুদিত নয়ানে

সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করি'ছে,

কতই গড়িছে কত ঠাঁই—সংখ্যা নাই

এতই ব্রহ্মাণ্ড নব নব ।

আমাদেরো চিহ্নার অভীত

অনিবার্য্য কার্য্য শ্রীহরির ।

নিদ্রাহীন চিরদিন হরি ;

নিদ্রিত হইলে হরি

কার্য্য-সূত্র ছিঁড়ে বা'বে,

ব্রহ্মাণ্ড বিচূর্ণ হ'বে,

নাহি র'বে জীব বা জীবন ।

তবে

নিদ্রা-ভঙ্গ-ভয়ে কেন ভীত মোরা ?

এস—ডাকি এক প্রাণে—একতানে ।

লে।—(বৈদিক্ত হুরে)—

ও নমস্তে সত্য ব্রহ্মরূপায়,

ও হরে ওম্ ! ও হরে ওম্ ! ও হরে ওম্ !

বিষ্ণু।—(উপবিষ্ট হইয়া)—দেবগণ !

কি মনন করি' আইলে হেথা ?

ব্রহ্মা।—প্রভো !

দারুণ বিপদ উপস্থিত,

এ ভুবন হইল স্তম্ভিত,

জীবগণ ভীত অতিশয়,

সৃষ্টি তব যায় একেবারে

দৈত্যের ভীষণ অত্যাচারে ।

বিষ্ণু।—কে সে দৈত্য ?

ব্রহ্মা।—হিরণ্যকশিপু !

বিষ্ণু।—সংহারিণী লীলা পুনরায় ।

দেবগণ।—জয় জয় সংহারাবতার !

হিন্দু।—হে কেশব !

ভগবান্ বৃদ্ধা আজ বড়ই লজ্জিত,

বরদানে সে দৈত্যের দর্প বাড়াইয়া

পদ্মযোনি পরিতপ্ত অতি,

তাই, লক্ষ্মীপতি !

আসিতে শঙ্কিত তব পাশে ।

বিষ্ণু।—(ওক্ষার প্রতি)—

কিবা শঙ্কা, বৃদ্ধযোনি ?

হিরণ্যকশিপু দৈত্যে বরদান করি'

লীলার মহিমা যোর করিলে বিস্তার ।

গোমা হ'তে এবে

হরিলীলা হইবে ধরায় ।

বাও সবে নিজ নিরু স্থান,

ভক্ত মোর পা'বে ত্রাণ,

পা'বে প্রাণ জীবগণ ।

দেবগণ।—হরিহরিলোল ।

(জলদেবীগণ।—) (গীত)

হরিনামের গুণ তুলি বটে ।

গভীর আঁখারে আলোক ফোটো ॥

ভক্তিতে ডাকলে পরে হরি হরি বোলো,

দয়াল হরির কদম গলে ;

হরি আর রইতে পারে, তত্ব তরে

উপাও হ'লে আপনি ছোটো ॥

তত্ব ছেড়ে ধরায় সেতু আপনি ভগবান্,

কোদল দেখে কষ্ট না'য়ে ভক্ত করে ত্রাণ

আহা! এহি হরিনাম, এহি হরির প্রাণ,—

আম সকলে হরি বোলো,

হরির পায়ে পড়ি হুটে ॥

[সকলের প্রস্থান ।

দ্বিতীয় অঙ্ক ।

প্রথম দৃশ্য ।

রাজানুপুংস প্রাঙ্গণ ।

প্রজ্ঞাদ ।

প্রজ্ঞাদ ।— (গীত)

তোর নাম রেখেছি হরিবোলা ।

মনের মাধে, ও আমার মন,

শেল না হরিনামের খেলা; ॥

প্রেমে মেখে ভক্তি-মাটি,

গহু না হরির চরণ হুঁটি,

আম হুঁজনে, সেই চরণে

পারিয়ে দি বন-ফুলের মালা ।

না আমার কপালে একটি টিপ দিয়েছেন,

এ টিপ-টি মায়ের মনের মত,

কিন্তু আমার মনোমত হয় নি ।

হরিতত্ত্ব বৈফবরা তো এমন টিপ পেরেন না,

তাঁরা কপালে কেমন চন্দনের তিলক পরেন,

আমিও তাই পরি ।

ওই যা—চন্দন এখন পাই কোথা ?

কাজ কি আমার চন্দনে ?

আমি এই ধূলোর তিলক পরি ;

হরি আমার সর্বনাশী,

তিনি এই ধূলোর উপর দিয়ে যান,

এ ধূলা অমূল্য—

এ ধূলা প্রজ্ঞাদের কপালের মাণিক ।

(ধূলা লইতে গিয়া বিষয় ও আনন্দে)—

অঁগা।—তাইতো—না ভাব্লেম, তাই !

এই যে আমার দয়াল হরির চরণ-চিহ্ন—

আহা, এই যে ধজবজ্রাক্রুশ-চিহ্ন !

প্রজ্ঞাদ রে !—প্রজ্ঞাদ রে !

একবার প্রাণ ভোরে হরি হরি বল ।

(করতালি দিয়া নাচিতে নাচিতে হুরে,—

হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল !

(মৃত্তিকা লইয়া)—

হরি আমাকে বড় ভালবাসেন,

যেমন ব'লেম—

এই ধূলোর উপর দে হরি চ'লে যান,

অগ্নি চ'লে গেলেন ।

এইবার আমি তিলক পরি,

অনন্ত জগতের অনন্ত স্বর্গরেখুর চেয়েও

এই পবিত্র ধূলি শ্রেষ্ঠ,

প্রজ্ঞাদ রে !

এমন ধূলি আর পাবি না—

মনের মাধে তিলক পর ।

(তিলক পরিতে পরিতে)—

হরি ! হরি ! হরি ! হরিবোল হরি !

(পুনর্বার করতালি দিয়া নাচিতে নাচিতে)—

বোল হরিবোল ।—বোল হরিবোল ।—

হরিহরিবোল !—বোল হরিবোল !

করাদুর প্রবেশ ।

করাদুর।—আরে আরে, কি করিস, বাছা ?

চুপ—চুপ—;—সর্বনাশ ঘটবে এখনি ।

প্রজ্ঞাদ।—কই মা, আমি কি ক'ছি ?

করাদুর।—চুপ্ চুপ্ ।

যদি শুনে রাজা,

নিদারুণ শাস্তা দিবে তোর কোমল শরীরে ;

সর্বনাশ ঘটবে রে !

প্রজ্ঞাদ।—কিসের শাস্তা ?

কিসের সর্বনাশ, মা ?

বোল হরিবোল—বোল হরি—

করাদুর।—(হস্তে প্রজ্ঞাদের মুখ আবরণ করিয়া)—

আরে আরে হুরত কুমার !

পুন সেই নাম উচ্চারণ ।

কাজ হ' রে—শান্ত হ' রে—
রাখ্ তোর মায়ের বচন ।

প্রহ্লাদ।—মাগো, কেন কর ভয় ?

হরিনামে জয় চিরদিন ।

কয়াধু।—বাপ্ রে আমার,

এ যে দৈতাপুরী,

হরি-অরি কৈতাগণ ।

প্রাণেও অধিক তুই মোর,

সর্বনাশ ঘোর যদি হয় তোর,

মা'র প্রাণ সহিবে কেমনে ?

প্রহ্লাদ।—মা গো,

যে থাকে ভালবাসে,

সে তা'র জন্ত অস্থির হয় ;

তুই আমাকে ভালবাসিস্,

তাই এত অস্থির হকিস্ ;

আমিও যে হরিকে ভালবাসি,

তবে আমি তা'র জন্ত অস্থির হ'ব না কেন ?

মা, তোর পায়ে পড়ি,

হরিবোল বলা আমার বন্ধ করিস্ নি ।

কয়াধু।—(স্বগত)—শিশুর রসনা

এ কি কহে অপূর্ণ ভারতী !

বিশ্বয় মানিল মন ;

ভূনি নি কখন হেন অলৌকিক কথা ।

এখন কি করি ?—কিরূপে নিবাবি এরে ?

সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাই,

থাকিলে হেথায়, যাটবে বিপদ ঘোর ।

(প্রকাশ)—আয় বাপ্ মোর সাথে ।

প্রহ্লাদ।—মা, আমি এখন যাব না ।

অমূল্য নিধি পেয়েচি,

ফেলে গেলে আর পাব না ।

কয়াধু।—কি অমূল্য নিধি, বাছা ?

প্রহ্লাদ।—ঐ দেখ্ না মা, ঘুলোর উপর ।

কয়াধু।—(সবিস্ময়ে)—আহা, এ কি এ কি !

এ কি দেখি নব্বুন রে !

কে আঁকিল এ চারু চরণ-চিহ্ন ?

প্রহ্লাদ।—যে তোর প্রাণে পুত্রস্নেহ এঁকেচে,

যে আমার প্রাণে পিতৃমাতৃভক্তি এঁকেচে,

যে আমার প্রাণের প্রাণে

এই শ্রীচরণ-চিহ্নের

অচল অটল প্রেম এঁকেচে,

মা গো,

সেই এঁকেচে এ অপূর্ণ ছবি ।

এই দেখ্ মা, কেমন ধ্বজবজ্রাক্ষুণপতাকা ।

মা ! প্রণাম কর্ না ।

তুই না প্রণাম ক'লে

আমি তোর হাতে কিছু বাধো না—

ভক্তিগ্নে থাকবো ।

কয়াধু।—(স্বগত)—নারদের বচন সফল,

হরিভক্ত এই শিশু ।

চারিটি কুমার মোর,

তা'র মাঝে কনিষ্ঠ প্রহ্লাদ ।

আহা,

বাছা মোর পবিত্র করিল দৈত্যকুল ।

হরি ! ভক্তে তব নারিব বারিতে,

পাপ হ'বে, যদি আর করি নিবারণ,

কিছু তব অরিপূরে

কেমনে নিশ্চিত্ত রাখি প্রহ্লাদে আমার ?

অবলা আমি হে,

না জানি উপায় ;

দয়াময়, প্রহ্লাদের হুমিই জীবন—

কয়াধু হুমিই জাণা ।

প্রহ্লাদ।—মা, তুই প্রণাম করবি নি ?

তবে আমি এই চ'য়েম ।

(গমনোদ্ভোগ)

কয়াধু।—দাঁড়া রে প্রহ্লাদ !

উভয়ের সাধ মিটাই, বাছা রে !

হরি ! ভুল না ভক্তেরে ।

(প্রণাম)

প্রহ্লাদ।—জয় হরি দয়াময় !

(প্রণাম)

মা, এইবার আমি দাদাদের সঙ্গে খেলিগে

কয়ালু।—সাবধান, বাছা !

চৌচিয়ে চৌচিয়ে হরি বলিস্ নি ।

পিতা তোর বড়ই কঠিন ।

প্রজ্ঞাদ।—(সুর—কীৰ্ত্তনাস্ত)—

হরিনামে পাষণ গলে,

মাগো, আমার কিসের ভয় ?

যখন বলবো গিয়ে পিতার কোলে,

বলবো হরি বাজ তুলে,

পিতাও আমার—ও মা—

হরিনামে যা'বে তুলে ।

কয়ালু।—(ব্যাকুল হইয়া)—

ওরে প্রজ্ঞাদ ! এ কি বলিস্ ?

তুই হরিভক্ত হ'য়ে

মাতৃভক্তি তুলে গেলি ?

তোর হরি কি তোকে মা ভুলতে ব'লেচে ?

মার কথা রাখি নি ?

তোর হরিকে দেখলে বলবো—

প্রজ্ঞাদ থাকে কাঁদায় ।

প্রজ্ঞাদ।—না মা, না মা !

হরিকে এ কথা বলিস্ নি,

হরি রাগ ক'রবেন,

আমার হরিবোল বলা কেড়ে নেবেন ।

আজ্ঞা, আমি আর চৌচিয়ে হরি বলবো না ।

কয়ালু।—এ কথা ভুলি নি হো ?

প্রজ্ঞাদ।—তোমার কাছেও হরি বলবো না ?

কয়ালু।—আমার কাছে বলি ।

আর কারো কাছে নয় ।

প্রজ্ঞাদ।—(করতালি দিয়া নাচিতে নাচিতে

কীৰ্ত্তনাস্তে)—

ভূমিও আমার মা, হরিও আমার মা,

মায়ের কাছে বলবো হরি,

হরির কাছে বলবো মা !

[প্রজ্ঞাদের প্রস্থান ।

কয়ালু।—আহা, যে হরির পদচিহ্ন

ব্রহ্মা, শিব, সহস্রলোচন

অনুরূপ দেখিবারে চায়,

সে চিহ্ন পাইয়া আজ, হায়,

পতিভয়ে হইল আকুল ।

আহা, যুজিতে হইল পদ-চবি ।

ঐ যে আসেন মহারাজ,

কাজ নাই, মুছে গেলি ।

(হরিপদচিহ্নগুপ্তন)

হিরণ্যকশিপুৰ প্রবেশ ।

হিরণ্য।—রাগি ! প্রজ্ঞাদ কোথায় ?

কয়ালু।—শৈশব খেলার কাল,

বাছা মোর আনন্দে খেলায় ।

হিরণ্য।—খালি খেলা ভাল নহে আর,

ক্রমে ক্রমে হইতেছে বড়,

এ সময়ে যদি

বিদ্যাশিক্ষা নাহি হয় তা'র,

অজ্ঞান আঁধার না ঘুচিবে পরে ;

শিশুমন নবনী সমান,

না আঁকিবে, অঙ্কিত হইবে তাই ;

বয়সের সনে জ্ঞানরক্তি হইবে কঠিন,

সে দিন কদিন অতি বিদ্যা অধ্যয়নে ।

বিশেষতঃ প্রজ্ঞাদ আমার বড় বুদ্ধিমান,

মোর জ্যেষ্ঠ স্ততত্ত্বয়

জ্ঞানে নয় তাহার সমান ।

দৈত্যের আঁধার গৃহে

উজ্জ্বল আলোক মোর কনিষ্ঠ কুমার ।

রাগি ! আজ শুভদিন,

প্রজ্ঞাদের বিদ্যা শিক্ষিবারে

পাঠাইব গুরুগৃহে ।

ব্রাহ্ম, সংহ্রাদ, অনুব্রাহ্ম

তিন পুত্র মোর গুরুগৃহে অধ্যাপিত হয়,

তা সবার সনে

কনিষ্ঠ তনয় শিশুক ত্রিবিধ বিদ্যা ।

পিতার কর্তব্য কাজ করি,

তা'র পর যেরা হয় হ'বে ।

দেখিস্, ভাই,

ভারী ব্যাটাকে চোকের আড়াল করিস্নি ।

তা হ'লেই বুঝেছিস্ তো ?—

অমর্ক ।—(সহাস্যে)—ওঃ—তা খুব বুঝি ।

যশ ।—(সহাস্যে)—আচ্ছা, কি বল্ দেখি ?

অমর্ক ।—ভারী ব্যাটা কুম্ মস্তরের চোটে

ভরা ঝোড়া খালি ক'রে বসবে !

যশ ।—তবে কে বলে ডায়ার বুদ্ধি নেই !

অমর্ক ।—তবু, দাদা, তোমার চেয়ে নয় ।

যশ ।—(সহাস্যে)—হাজার হোক্,

আমি দাদা—তুই ভাই ।

অমর্ক ।—তোমরা ওদিক দিয়ে যাও—

আমি এদিক দিয়ে যাই ।

[সকলের প্রস্থান ।

দ্বিতীয় দৃশ্য ।

রাজপথ ।

ভারস্কন্ধে জনৈক ভারবাহকের প্রবেশ ।

ভা-বা ।—আজ শুভক্ষণ কুভক্ষণ দুইই ;—

পেলুর শুভক্ষণ=হাতে খড়ি,

যশাস্কর শুভক্ষণ=এই জিনিষের কাঁড়ি,

কিন্তু আমারই কুভক্ষণ=

চিনির বলদের খড়ি !

কেবল বওয়াই সার—

হা রে কপাল আমার !

উ—আমি যদি যশাস্কর হতুম

তো এখন এইগুণো বেতুম,

তা হলো কই ?

কেউ খায় দধি, কেউ খায় দই !

হাতের কুভক্ষণ—হাতের কুভক্ষণ !

(ভূতলে ভাররক্ষা)

বেগে শ্মশর্কণ প্রবেশ ।

অমর্ক ।—আরে বেলিক ব্যাটা !

কি ভক্ষণ ক'মি ?

ভা-বা ।—(সবিস্ময়ে বিরক্ত হইয়া)—হাম্মাও !

তুমি কি কাণা ঠাকুর ?

না বল্লেও বাঁচিনি—হঃ ।

কি আমি খাচ্ছি ?

অমর্ক ।—এই যে

কি ভক্ষণ কি ভক্ষণ ক'চ্ছিলি, ব্যাটা !

ভা-বা ।—ও ! কাণা কালা দুইই তুমি।

কি ভক্ষণ—না কুভক্ষণ ?

অমর্ক ।—বুভক্ষণ কি, রে বাঁকুড় ?

ভা-বা ।—যেমন যশের ভাই অমর্ক,

তেমনি বুভক্ষণের ভাই কুভক্ষণ,

এই বই আর কি ঠাকুর ?

যাক্ সে কথা—

এক্ষেণে জিগ্গেসা ক'চ্চি কি—

আপুনি তো ছেলে বুড়ো সর্ব্বলেন্দি

হাতে হাতকড়ি—খুড়ি, কাঠখড়ি দাও,

এক্ষেণে আমার ছেলেটার কি হ'বে ?

অমর্ক ।—তোর ছেলের নাম কি ?

ভা-বা ।—বাবার নাম যদি বাঁকুড় হয়,

তবে ছেলের নাম কি হ'তে পারে ?

অমর্ক ।—কুকুর ।

ভা-বা ।—সে ঠাকুর হ'লে কুকুর হয়,

বাঁকুড়ের বোলায় তা নয় ।

অমর্ক ।—তবে কি ?

ভা-বা ।—কাঁকুড় ।

অমর্ক ।—হুঁ ।

ভা-বা ।—তা নয় তো কি ?—বাঁকুড় কাঁকুড় ।—

আহা, শুভতে কেমন মিটি !

তোমাদেগো নাম শুভতে মিটি হ'তো

যদি তোমাদের বাপ শুকুর

তোমাদের নাম রাখতো কুকুর ।

তা না হ'য়ে অণ্ড বণ্ড লণ্ড ভণ্ড !

অমর্ক ।—দূর ব্যাটা বেলিক ।

ভা-বা ।—তা যাই বল,

এক্ষেণে ছেলেটাকে তোমার টোলে পাঠাবো

অমর্ক ।—ও কাঁকুড় কাঁকুড়ের বিদ্যে হয় না ।

ভা-বা ।—সে কি, ভট্টচাঁদ মশর ?

তোমারা হু' ভাই মনে ক'লে

পাকপকীকেও—এমন কি মশামকীকেও—

অমর্ক —যা যা বকিস্ নি,

এখন চল—তার তোল ।

ভা-বা ।—ভাবের তার তো আমার,

তার জন্যে আপনকার তার কি ?

এক্ষেণে এ গরিবের ছেলের ভারটা

আপনকাকে নিতেই হ'বে ।

অমর্ক ।—গুরুদক্ষিণের ভাব কি নিবি ?

ভা-বা ।—ওঃ—ও বড় ভারী,

আমি কোথা পাবো ?—বড় গরিব ।

তবে এই পারি—

আপনকার এঁটো পাত ফেলবো

আর হু' সন্ধ্যা পেসাদ পাবো ।

অমর্ক ।—হু' !—যা'রি শীল—তা'রি নোড়া,

তা'রি ভাঙি দাঁতের গোড়া ।

তো'র নিকুচি ক'রেচে—

ভার তোল—তোল, ব্যাটা, তোল—

দে'রি কর'বি তো রাজাকে বল'বো ।

ভা-বা ।—না না—চল চল ।

(স্বগত)—দশটা নাড়ুও চুরি কর'বো,

তোমার ভয় দেখানো দেখিয়ে দে'বো ।

[উভয়ের প্রস্থান ।

তৃতীয় দৃশ্য ।

যণ্ডামর্কের পাঠশালা ।

যণ্ড, প্রজ্ঞাদ ও ছাত্রগণ ।

যণ্ড ।—(ছাত্রগণের প্রতি)—বল্ সিকি ?

ছাত্রগণ ।—গিল্লি ।

যণ্ড ।—রস্তু ?

ছাত্রগণ ।—রস্তু ।

যণ্ড ।—অ আ ই ঐ উ ?

ছাত্রগণ ।—অ আ ই ঐ উ ।

যণ্ড ।—উ ঋ ঌ ?

ছাত্রগণ ।—উ ঋ ঌ ।

যণ্ড ।—ইল্লি ।

ছাত্রগণ ।—ইল্লি ।

১ জন ছাত্র ।—(মুহুরের)—ভাজা মাছটা গিল্লি ।

যণ্ড ।—(তনিয়া)—কে রে ? কে রে ?

ছাত্রগণ ।—(নীরব)

যণ্ড ।—ব্যাটারা, কেউ যে কথা ক'স্ না ?

(এক জন ছাত্রের প্রতি)—

তুই ভাজা মাছটা গিল্লি ?

সেই ছাত্র ।—না গুরুমশায়,

(পার্ববর্তী বালককে দেখাইয়া)—এ গিল্লি ।

যণ্ড ।—(রোষে)—কেন গিল্লি ?

সেই ছাত্র ।—আমি গিল্লিনি, গুরুমশায় !

যণ্ড ।—গিল্লি, তবু গিল্লিনি বল'চিস্ ?

আয় এগিরে আয়,

আজ বেতিয়ে বাড়ীদাণা কর'বো ।

পড়'বার সময় কটি নষ্ট ।

(মুখতর্জি করিয়া)—ভাজা মাছটা গিল্লি ;

এই বার এই বেত পাছলিও দে'বো ।

কই আস'চিস্ নে যে ?

তবে রে হারামজাদা !

(বেগে সেই ছাত্রের নিকট গিয়া হস্ত ধরিয়া,

টানিতে টানিতে)—আমার সঙ্গে ঠাট্টা !

সেই ছাত্র ।—(চতুরতা করিয়া)—

হাতে যা—হাতে যা—

তোমার হাতে পু'ষ লেগেচে, গুরুমশায় !

যণ্ড ।—(বিকৃতমুখে হস্ত ছাড়িয়া দিয়া)—

শিব ! শিব !

সেই ছাত্র ।—কেমন ফাঁকি দিগেচি,

এই বার ধর—বেত মারো ।

[বেগে প্রস্থান ।

যণ্ড ।—অ্যা আমাকে ফাঁকি—গুরুকে ফাঁকি ।

ওরে, ধ'রে নিয়ে আয় ব্যাটাকে ।

[দুই জন ছাত্রের বেগে প্রস্থান ।

সেই ছাত্র।—গুরুশায়, আমিও বাঁবো ?

যশ।—না না—বোস্।

সেই ছাত্র।—আমার বক্ত বাহে পেয়েচে।

যশ।—লেখা পড়ার সময়

রোজই তো বাছে করিস্।

সেই ছাত্র।—এবার সত্যিকের বাছে পেয়েচে,

গুরুশায় !

যশ।—না না, পায় নি।

সেই।—হি গুরুশায়, পেয়েচে ;

তুমি বরং দেখবে চল।

যশ।—তুই হাগবি, আমি দেখবো ?

সেই ছাত্র।—তুমি যে বিশ্বাস করো না।

যশ।—দুর্গা দুর্গা !—ছ্যা !

ব্যাটার কি ধর্ম কর্ণ,

তাই আবার বিবাস ক'তে হ'বে !

দূর হ—দূর হ ;—বা পালা—বা হাগ্গে।

সেই ছাত্র।—(স্বগত)—হঁ হঁ !

হাগা গুরুশায়ের বাঘা।

আমি আবার হাগবো,

বাই, কুল পেড়ে বাইগে।

[বেগে প্রস্থান।]

আর এক জন ছাত্র।—(চীৎকার করিয়া)—

উ—হ—হ—হ !

যশ।—তোরও আবার হাগা না কি ?

সেই ছাত্র।—না, গুরুশায়,

(পার্ব্বতী বালককে দেখাইয়া)—

রুক আমার কান কামড়ে দিলে,

বক্ত জাল্চে।

যশ।—আরে মর ! কাণে কামড় !

তা কামড়াবে বই কি,

রুক অর্ধে বাঘ যে।

হ্যাঁরে বেদকা ! কাণ কি খাবার জিনিষ ?

উঠে আর এ দিকে।

(সঁপের নিকট রুক বালকের গমন)

ই ওর কাণ কামড়ালি কেন ?

রুক।—স্বপ্নের ঘোরে কামড়েছি।

যশ।—পড়তে বোসে স্বপ্নের ঘোর !

জলজীয়ন্ত চোক দুটো ক্যাল ক্যাল ক'চে,

ব্যাটার স্বপ্নের ঘোর !

ঘোর কাটিয়ে দিচ্—এগিয়ে আয়।

রুক।—বাট হয়েচে, গুরুশায় !

যশ।—বাটে মাঠে মানবে না,

তুই যেমন ওর কাণ কামড়েচিস্,

তেমনি নিজে নিজের কাণ কামড়া।

রুক।—(বিস্ময়ে ও ভয়ে)—সে কি, গুরুশায় ?

নিজের কাণ নিজে কি ক'রে কামড়াবো ?

যশ।—ওর কাণ কামড়ালি কি ক'রে ?

রুক।—ও যে পরের কাণ।

যশ।—তেমনি তোরও কাণ ;

কামড়া—নিজে কামড়া।

রুক।—দাঁত বাঁবে কেন ?

যশ।—কেন বাঁবে না ? অগ্নিশিখা বাঁবে।

(মুখ কাঁকাইয়া)—এমি ক'রে কামড়া।

রুক।—কই পাল্লে না, গুরুশায় !

যশ।—(স্বগত)—তাই তো,

আমার কি বুঝি রে !

(প্রকাশে)—আজ্ঞা কাণ কামড়ে কাজনি।

(নিজ কর্ণ মলিতে মলিতে)—

এমি ক'রে নিজের কাণ নিজে মল।

অমরকো প্রবেশ।

অমরক।—(সবিস্ময়ে)—এ কি, দাদা !

আপ্না আপ্নি কাণ মল্‌চো কেন ?

যশ।—গুরুশায়গিরি অগ্নি নয়, ভায়া !

সব বিদ্যেই শেখা চাই—শেখানো চাই।

অমরক।—কাজনি আমার গুরুগিরি, বাবা !

এই নাকে থং !

(স্বস্তিকার উপর নাকে থং দেওন)

যশ।—ভয় কি, ভায়া ?

তুমিও বা ক'লে,

ওটাও গুরুগিরির একটা অঙ্গ।

মর্ক ।—ও বাবা !

এগুলোও নির্বংশের ব্যাটা,

পেছুলেও তাই !

।—তা হোক, এখন এক কাজ কর,

ছোঁড়াগুলো কোথা গেলো,

ধোরে আনো তো !

মর্ক ।—আমার কর্ত্ত্ব নয়, দাদা !

শালারা আমার বড় ঢিল মারে ।

।—আরে চুপ চুপ,

ছাত্র যে ছেলের তুলা,

শালা বলতে নেই ।

মর্ক ।—ও কথা শিকেন তুলে রাখ,

ঢের ঢের বাবা দেখেছি,

ছেলেকে উঠতে বোসতে শালা বলে ।

।—সে সব বাবা শালার ব্যাটা শালা !

মর্ক ।—তাঁদের চোদপুরুষ শালা !

।—যাও তুমি, ছেলেগুলোকে ধ'রে আনো ।

মর্ক ।—পেন্সাদকে যে পড়াছো না, দাদা ?

।—ওহো, ভুলে গেছি ।

পেন্সাদ যে এখানে আছে,

তা' আমার মনেই নেই ।

ও চুপ ক'রে একধারে ব'সে কি ভাবে,

কা'রও সঙ্গে কথাও কয় না—

নড়েও না—চড়েও না ।

মর্ক ।—ও কি ভাবে, দাদা ?

।—আমার মুণ্ড, তোমার পিণ্ড ।

ও পেন্সাদ !

আমার কাছে এসে বোসো তো, বাবা !

যেণ্ডের নিকট প্রহ্লাদের গমন ও উপবেশন)

মর্ক ।—বিবি ছেলেটি, দাদা !

—খাসা ছেলে,

তবে কোষ কি জান—আধবোবা ।

।—আধবোবা আবার কি ?

—এই লোকের সঙ্গে কথা কওয়া নেই,

কিন্তু একলা আপ'না আপনি কথা কওয়া,

তা'রই নাম আধবোবা ।

তা যাকগে,

পেন্সাদ ! বল তো 'ক' ?

প্রহ্লাদ ।—কএ কৃষ্ণ বিষ্ণু হরি ব্রহ্ম সনাতন ।

মুক্তিলাভ হয় কৈলে ক'র উচ্চারণ ॥

যণ্ড ।—কি ? কএ কৃষ্ণ ?

ছিছি, ও কথা বল না ।

কৃষ্ণ হোমার পিতার পরম শত্রু,

এমন শত্রুর নাম উচ্চারণ ক'তে নেই ।

প্রহ্লাদ ।—কএ কৃষ্ণ কৃপাময়, কাহারই শত্রু নয়,

প্রেমময় বহু তিনি জগত-জীবের ;

বহুতার ডোরে তাঁ'র বাঁধা এই ত্রিসংসার,

দীনবন্ধু কৃষ্ণ নামে ঘুচে কর্মকের ।

যণ্ড ।—বারণ ক'লে বারণ-শুনি নি কেন ?

কেন যদি কৃষ্ণ কৃষ্ণ বল'বি

তো বেত খাবি ।

বল' শুধু 'ক' ?

প্রহ্লাদ ।—কএ কৃষ্ণ ভয়তাতা তজের জীবন,

কি ভয় দেখাও. গুরু ? কৃষ্ণে দাও মন ।

অমর্ক ।—দাদা ! যা ভেবেছিলাম, তা নয়,

ছেলেটা ভিজ্জে বেরাল ।

যণ্ড ।—তাই তো, ভায়া,

ঘরের ঢেঁকি কুমীর হ'লো যে !

হ্যা ব্যাধ পেন্সাদে !

আহ্লাদে আর কাজ নি,

ভাল চান্ তো কৃষ্ণ নাম ভুলে যা ।

প্রহ্লাদ ।—কএ কৃষ্ণ স্মৃতি বুদ্ধি চিন্তা জ্ঞান ধ্যান,

হেন কৃষ্ণে কে ভুলিবে ? কে হেন অজ্ঞান ?

কেন বুঝা, গুরুদেব ! কর গওগোল !

একবার প্রাণ ভোরে বল হরিবোল ॥

যণ্ড ।—(সরোষে)—আরে মোলো,

বড় বাড়াবাড়ি আরম্ভ ক'লি যে ।

শিবের নাম গেলো—দুঃখিনাম গেলো,

হরিবোল বল'বো ?

শ্রীমাকেও কি পেন্সাদে পেরেছিল ?

অমরক ।—দাদা !

পেন্সাদে আশ্বাসে ;
সোজা আঙুলে ঘি বেরোয় না,
মুখের ধমকে কিছু হ'বে না—
পটাপট্ বেতের ধমক লাগাও,
এখনি ওর কেঁট পর্যন্ত কেঁট পাবো !

ষণ্ড ।—তাইতো, ছোঁড়া হ'লো কি ?

অমরক ।—ভারি জ্যাঠা !

ষণ্ড ।—জ্যাঠার বাবা !

মারবো এক খাবা !

পেন্সাদে ! কেঁটা কেঁটার নাম ছাড়্,

শিব বল—ব্রহ্মা বল—দুর্গা বল !

প্রহ্লাদ ।—গুরুদেব ! শাস্ত্রপাঠী তুমি,

ভেদবুদ্ধি কেন তবে ?

হরি শিব—হরি ব্রহ্মা—হরি দুর্গা, গুরু !

হরি ব্রহ্ম, তা বই কিছুই নাই,

সর্বদেবময় হরি !

এক হরি নামে

সকল দেবতা জাগে,

এক হরি নামে

তরে জীব পাপ-প্রোত হ'তে ।

ষণ্ড ।—অমরক ভায়া হে,

গতিক বড় ভাল নয় ।

অমরক ।—এক রত্তি ছেলে এত ভেঁকো !

ও কো ছেলে হ'লে না জানি—

ষণ্ড ।—ভোঁপো ভোঁপো—

কেঁট নামের বক্তৃতা দিয়ে

সাত ঘাটের জল এক ঘাটে কতো ।

দাসীর প্রবেশ ।

দাসী ।—ও দাদা ঠাকুরবো,

ছোট রাজপুত্রের কত বিদ্যে হ'য়েচে ?

ষণ্ড ।—এ পার আরও পার,—দেখা যায় না ।

দাসী ।—বিদ্যে কি একটা নদীর মত ?

ষণ্ড ।—একটা নদী তো কোন্ ছার, দিদি !

সাত সমুদ্র তেরো নদী !

দাসী ।—আরে বাপ !

পেন্সাদ এরি মধ্যে এতো শিকেচে ?

অমরক ।—দিদি, ছেলে কেমন চৌকোশ !

দাসী ।—আহা, মা কালি !

পেন্সাদকে বাঁচিয়ে রাখো ।

মহারাজ আজ কত সুখী হ'বে ।

ষণ্ড ।—তুই গিয়ে খবর দিবি না কি ?

দাসী ।—তা কেন ?

তিনি যে আজ তোমাদের

হু' ভাইকে ডেকেচে ।

ষণ্ড ।—কেন ?

দাসী ।—পেন্সাদকে তোমরা

রাজসভায় নিয়ে যা'বে,

রাজা ছেলের বিদ্যে পরীক্ষা করবে ।

ষণ্ড ।—(স্বগত)—তবেই রে,

ছেলে যদি রাজার কাছে কেঁট কেঁট করে

তবেই তো আমাদেরো কেঁট পেতে হ'বে

আমি যা'বো না,

কৌশল ক'বে ভায়াকে পাঠাই ।

(প্রকাশে)—ভায়া !

অমরক ।—দাদা !

ষণ্ড ।—পেন্সাদকে নিয়ে, হয় তুমি যাও,

আমি গরুর জাব দি,

নয় আমি—দু'ল্লে—গরুর জাব দি,

তুমি একে নিয়ে যাও—কেমন ?

অমরক ।—আচ্ছা, আমিই যাচ্ছি ।

এইবার পাতভাড়ি শুড়োও, পেন্সাদ !

দাসী ।—ও গো,

রাজা তোমাদের দু'জনকেই ডেকেচে,

একজন গেলে হু'বে না ।

ষণ্ড ।—দু'জনকেই ?

দাসী ।—তিনবের সে কথা বোলে দিয়েচে ।

ষণ্ড ।—হঁ—আচ্ছা—জয় দুর্গা !

চল, ভায়া !

শালকটকটা দিদি !

তুই পেন্সাদকে কোলে নে ।

সী।—(প্রহ্লাদের প্রতি)—

এস, দাদামণি আমার !

(প্রহ্লাদকে ক্রোড়ে গ্রহণ)

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

রাজসভা।

হিরণ্যাকশিপু ও যুবমন্ত্রী।

হিরণ্য।—মন্ত্রী, বিলম্ব কি হেতু এত ?

অগ্রসর হ'য়ে দেখ।

ম।—যথা আজ্ঞা, মহারাজ !

(গমনোদ্যোগ)

এই যে আসেন তব প্রাণের কুমার।

হিরণ্য।—কই কই ?

আয় আয়, প্রহ্লাদ রে !

প্রহ্লাদ ও যোগমর্কের প্রবেশ।

আয় কোলে, জীবনের ছায়া !

(প্রহ্লাদকে ক্রোড়ে গ্রহণ)

গুরুগৃহে এতো দিন থাকি'

কি শিখিলি, শুনা রে আমার ?

মাতা-পিতার জানে তোরে অতি বুদ্ধিমান,

আমারও সেই জ্ঞান,

আনন্দবর্দ্ধন প্রাণের নন্দন !

আনন্দ বর্দ্ধন করু আমা দোহাকার

শুনা'য়ে অধীত বিদ্যা।

(ষণ্ডের প্রতি)—গুরুপুত্র !

শু।—মহারাজ !

হিরণ্য।—ত্রিবর্গ-সামান-স্বত্ব

অধ্যাপিত করেছ কি প্রহ্লাদে'রে ?

শু।—না, মহারাজ,

এখনো অত দূর হয় নি।

হিরণ্য।—কেন ?

শু।—“শনৈঃ পদ্মা, শনৈঃ কন্দা,

শনৈঃ পর্জতলজ্জন্ম।”

অমরক।—(স্বগত)—দাদা ক'রে

একটা সংস্কৃত শ্লোক ঝাড়লে,

হয় তো খাসা বিদেয় পা'বে,

আর আমার বেলা বৃষ্টি নব-ডঙ্কা ?

না বাবা, তা হ'বে না,

আমিও একটা ঝাড়ি।

(ষণ্ডের প্রতি)—কি শ্লোকটা ব'লে, দাদা ?

ষণ্ড।—“শনৈঃ পদ্মা, শনৈঃ কন্দা,

শনৈঃ পর্জতলজ্জন্ম।”

(হস্তে তাল দিতে দিতে)—

অমরক।—শনৈঃ তিস্তা, শনৈর্ধিস্তা,

তাধিক্ৰিস্তা তরকটাতাং।

হিরণ্য।—(সহাসে)—কনিষ্ঠ গুরুপুত্রের কণ্ঠে

সাক্ষাৎ সরস্বতী বিরাজমানা।

অমরক।—ভবৎ প্রসাদাৎ—ভবৎ প্রসাদাৎ।

হিরণ্য।—তা যাক্।

প্রহ্লাদ, যা শিক্ষা করেছ, তাইই বল ?

প্রহ্লাদ।—পিতা !

ত্রিসংসারে কিবা শিক্ষা আছে

মহাশিক্ষা হরিনাম বই ?

হিরণ্য।—(ভূতলে প্রহ্লাদকে নিষ্কেশ

করিয়া সক্রোধে)—

কি ? হরিনাম ?

ধিক্ ধিক্ কুলাঙ্কার !

অযোগ্য তনয় তুই মোর,

দৈত্যকুল মহাবিপু হরি,

তা'রি নাম মহাশিক্ষা তো'র ?

ছি ছি, অপবিত্র হৈনু আমি

তো হেন পাপিষ্ঠ পুত্রলাভে।

প্রহ্লাদ।—পুন্যবান্ পিতা তুমি,

তেই তব এ কৌন কুমার

তোমার গুণসে জন্মি' পাপ ধরাভলে

ভক্তিভরে হরি হরি বলে।

ধন্য তুমি পিতা মোর,

ধন্য আমি পুত্র তব,

তেই সে শিবিহু হরিনাম।

হিরণ্য :—(স্বকর্ণে হস্ত চাপিয়া)—

ছি ছি, পুন সেই কথা,
বড় ব্যথা বাজিল মরমে,
শরমে না সরে ভাষ ।
প্রহ্লাদ !
নাহি কি রে ত্রাস ?
হরিদেয়ী হিরণ্যকশিপু,
হিরণ্যকশিপু-রিপু হরি,
জেনে শুনে, তবু মজিলি হরির নামে ।
ওহো, শিশু তুই,
ভালমন্দ না বুঝিস্,
তেই অবিরাম শত্রু নাম মুখে তোর ।
যাক, এইবার হ' রে সাবধান—
হরিনাম না আনিস্ মুখে ।

প্রহ্লাদ :—পিতা !

মুখ তো আমার নয়,
কৃষ্ণ যে স্বজিল এই মুখ,
হরির স্বদিত মুখে হরিনাম ওঠে,
প্রাণে ছোট্টে হরি-নাম-ধারা,
জন্মর মাঝারে কোটে
শ্রী হরির পাদপদ্ম হুঁটি,
আহা, অতুল বাতুল সে চরণ ।
বাতুল হ'য়েছে প্রাণ,
পায় ধালি হরিনাম গান,
আমি কি করিব, পিতা ?
প্রহ্লাদ হরির ক্রৌতদাস,
হরি প্রভু মোর ;
বল তবে, পিতা,
দাস হ'রে প্রভুদোহী হইব কেমনে ?

হিরণ্য :—কি শাশ্বৎ !

হরি তোর প্রভু ?
বিশ্বপতি হিরণ্যকশিপু মুহুর্জয়,
তুই পুত্র হ'রে তার
• হরিদাস বলিস্ নিজে ।
ছিছি, বড় ঘণা—বড় লজ্জা !
রাজপুত্র কৃষ্ণের কি কর !

ছিছি, ছিছি, ধিক্ ধিক্,—
গেল মান, গেল কীর্তি—
গেল গেল গৌরব-সৌরভ,
গর্ভ ধর্ক এত দিনে !
আরে আরে ছুরাচার,
এখনো বচন ধর,
পরিহর পরিহর অরি হরিনাম ।

প্রহ্লাদ :—পিতা, একি তব রীত,

হিতে ভাবো বিপরীত ?
দীনবন্ধু জগবন্ধু হরি,
ছি ছি, তাঁ'রে ভাবো অরি ?
কি ক'রে পাইবে ত্রাণ ?
ক'দিন জীবন ?—ক'র এ জীবন ?
ক'দিন শোণিত র'বে দেহে ?
দেহ-গেহে ক'দিন থাকিবে তুমি ?
তুমি ক'র ?—কে তোমার ?
আমি তব কেবা ?
পিতা ! মহারাজ চক্রবর্তী তুমি,
কি ক'দিনের তরে ?
কোথা হ'তে এলে—কোথা পুন যাবে,
দেখ ভেবে একবার ;
পিতা, বিন্দু হ'তে বিন্দু তুমি,
আব্দ-বায়ু ভরসা তোমার,
কিস অবিরাম গতি বায়ু
কালাকাশে যেতেছে বহিয়া
টানিয়া লইয়া তব অতিমুদ্র প্রাণ,
আহা, কোন মতে নাহি ত্রাণ,
কাল-প্রোতে দিবে ভাসাইয়া,
প্রাণ সহ দিবে মিশাইয়া
অহঙ্কার গর্ভ তেজ প্রতাপ তোমার ।
পিতা ! শূন্যে শূন্যে গিয়ে
শূন্যে মিশাইয়ে শূন্য হ'রে যাবে,
নাহি র'বে কিছুই তোমার,
কেবল আঁধার—অনন্ত আঁধার—
অভেদ্য আঁধার ।
অহো ! সে আঁধার বড়ই ভীষণ—

অনন্ত নরক সেই,
 দ্বিতীয় নরক নেই,
 তবে, তা হ'তে নিস্তার পাবে কিমে ?
 কি ক'রেছ তাহার উপায় ?
 পরি পায়, বল সত্য করি ।
 পিতা, পুত্র আমি তব,
 অঙ্গ তব—এ হেতু অঙ্গজ নাম,
 প্রবন্ধনা কর না আমারে,
 অঙ্গজে বন্ধনা করা আত্মপ্রবন্ধনা,
 তেই বলি, বল সত্য করি—
 সে আধাব নরক হইতে
 মুক্তির উপায় কি ভাবিলে ?
 কই, পিতা, না দাও উত্তর কেন ?
 রাজমুখ কি হেতু নীরব ?
 দুখিয়াছি, পিতা !
 নরকের ভয়ে, তব চিত হইয়াছে ভীত ।
 কেন কর ভয় ?—কিসের বা ভয় ?
 নরকের ভয় ঘুটিবে নিশ্চয়—
 একবার ভক্তিতরে বল হরিবোল ।
 ধর্ম্য ।—(সরোষে)—অহো, এতক্ষণে দুখিয়াছি
 শিশু-দুষ্টি এতো কথা পারে কি কহিতে ?
 প্রজ্ঞাদের দোষ নয়,
 দোষী এই মহাভণ্ড ব্রাহ্মণ দু'জন ।
 জানি আমি, ব্রাহ্মণ বড়ই লোভী,
 নহে, কত লক্ষপতি দ্বিজ—
 প্রাণাপেক্ষা মূল্যবান্ যেই মান,
 তারে পদে বিদলিয়া
 ভিক্ষা মাগে পরের হুয়ারে ?
 ঠিক, এই দুই লোভী বিপ্রাশম
 বিষ্ণু-পাশে লইয়া উৎকোচ
 প্রজ্ঞাদেরে শিখাইল বিষ্ণুনাশ ।
 আরে আরে মুখ দ্বিজ,
 এ কি ছো-দোহার ঘৃণিত ব্যভার ?
 লোভী,
 মোর অঙ্গে ধরিয়া জীবন
 আমারই সর্বনাশ-আশা ?

এক শূলে দিব দুই জনে;
 কে আছে—আইস ভরা ।
 যণ্ডামর্ক ।—(সভয়ে)—দোহাই, মহারাজ !
 দোহাই, দোহাই !
 আমরা কিছুই জানি নি !
 যণ্ড ।—(সভয়ে)—প্রজ্ঞাদ !
 এই কি তোমার মনে ছিল, বাবা !
 পরিব দুটোকে শূলে দিলে ।
 বাবা, এক যা বেত মেরেছিলুম বলে কি
 এই তার গুরুদক্ষিণে !
 অমর্ক ।—(সভয়ে)—দাদা, কি হ'বে !
 যণ্ড ।—ওরে বাবা, মন্ত শূল !
 অমর্ক ।—অ্যা-অ্যা !
 দাদা,
 আমি সাধ ক'রে কি গুরুগিরিতে
 নাক-খং দিয়েছিলুম ।
 যণ্ড ।—এইবার তুলনই আবার দি ।
 মহারাজ ! এই নাকে খং—
 আর কখন গুরুগিরি—না না—
 গুরুগিরি করবো না ।

(ভুতলে নাগাধর্ম্য)

প্রজ্ঞাদ ।—পিতা,
 ব্রাহ্মণের হেন শাস্তি কেন ?
 দোষী নয় আচার্য্য উভয় ।
 নিজে আমি শিখিয়াছি হরিনাম-গান,
 ব্রাহ্মণের কেন ল'বে প্রাণ ?
 পিতা, হরিনাম কে শিখায় ক'রে ?
 হরিই আমার শিক্ষাগুরু ।
 ছেড়ে দাও এ দুই ব্রাহ্মণে,
 হরির শপথ ক'রে বলি,—
 হরিবেদী এ দুই ব্রাহ্মণ,
 উভয়ে তোমার আজ্ঞাকারী ।
 হিরণ্য ।—(জ্বোষে)—কি পাষণ্ড,
 নিজেই শিখিলি হরিনাম ?
 ভাল,

উপযুক্ত শাস্তি পাবি,
হরিবোল বলা বুচাইব তোর ।

(স্নেহে)—প্রহ্লাদ !

এখনও কথা রাখ,

ভুলে যা সে পাপ নাম ।

প্রহ্লাদ ।—কি, পিতা ? হরিনাম পাপ নাম ?

তবে পুণ্যময় নাম কিবা ?

পিতা, প্রাণ যতক্ষণ,

ততক্ষণ কখনই ভুলিব না—

সত্যবীজ হরিনাম ।

হিরণ্য ।—কি ? যতক্ষণ প্রাণ,

ততক্ষণ না ভুলিব হরিনাম ?

ভাল,

প্রাণ সহ বুচাইব হরি বলা ।

যাও, মন্ত্রী,

আনহু ষাতুকগণে ।

সু-ম ।—প্রহ্লাদ, পিতার কথা রাখো,

হরিনাম আর মুখে এনো না ।

প্রহ্লাদ ।—কেন, মন্ত্রী,

সামান্য অর্থের লোভে আত্মহারা হও ?

কেন নাহি তাব পরকাল ?

কে তুমি রজ্জ্বার ?

রাজাই বা কে তোমার ?

ইহলোকে পরলোকে যে তব আপন,

হুখে হুখে চিরমন্ত্রী,

সে হরিরে হুমিও ভাবিলে পর ?

হিরণ্য ।—যাও, মন্ত্রী, তরা যাও,

কি হেতু বিলম্ব কর ?

প্রহ্লাদ আমার পুত্র নয়,

হরি সম মহাশত্রু ।

হেন পুত্রে কে চাহে জীবিত ?

গৃহে মোর পাপ-অবতার এই দুরাচার,

করিব সে পাপ-নাশ ।—যাও, মন্ত্রী ।

[মন্ত্রীর প্রস্থান ।

প্রহ্লাদ ।—পিতা, পাপ-অবতার আমি বটে,

সেই হেতু ডাকি নিশি দিন

দীনবন্ধু পাপিত্রাতা দয়াল হরিরে

পাপের নরক হ'তে পাইবারে ত্রাণ ।

পিতা, মরিব এখনি,

আর না দেখিতে পাব তব শ্রীচরণ,

নাহি পাব পিতা বলি ডাকিতে তোমায়,

পিতা, অন্তিম বিদায় ;

কিন্তু, পিতা, এ দীন তনয়

তোমা হ'তে আইল সংসারে,

তোমা হ'তে পাইল শ্রীহরিনাম,

আহা, তোমা হ'তে এতো উপকার,

কিন্তু, পিতা, হুজু আমি—শিশু আমি,

এখনো জীবন মোর অদৃষ্ট কৌরক সমান

নারিমু করিতে পিতৃসেবা,

না পেযু সময়

তিলমাত্র করিতে তোমার উপকার,

এই দুঃখ রয়ে গেলো মনে ।

তবু, পিতা, অন্তিম সম্বন্ধ

তব পদে এই নিবেদন—

একবার মোর সনে বল হরিবোল ।

তব মুখে হরিনাম শুনিতে শুনিতে—

নিজমুখে হরিবোল বলিতে বলিতে

ছাড়ি এ পাপের ভরা ধরা ।

ষাতুকগণের সহিত যুবমন্ত্রীর

পুনঃপ্রবেশ ।

পিতা, আইল ষাতুকগণ,

অজ্ঞান প্রাণ মোর ;

পিতা, শেষ ভিক্ষা এই—

মস্তকচ্ছেদন কালে

একবার বল হরিবোল ।

হিরণ্য ।—ষাতুক !

ভীষণ মশানে ত্বরা এয়ে ল'য়ে যা',

শাতখণ্ডে কাটি দুরাক্ষারে ।

বিলম্ব করিলে,

তোদেরো মস্তক যা'বে ।

দৃঢ়রূপে বাঁধ পাগাআরে,

অবিলম্বে যুগ এরে এনে দে আয়ার ।

(প্রজ্ঞাদের হস্তবন্ধন)

[সিন্ধুকণিকা প্রস্থান ।

[হস্তবন্ধ প্রজ্ঞাদকে লইয়া যাতুকগণ ও
যুবমন্ত্রী প্রস্থান ।

পঞ্চম দৃশ্য ।

স্থান ।

প্রজ্ঞাদ ও যাতুকগণের প্রবেশ ।

১ম যাতুক ।—(অপর যাতুকগণের প্রতি)—

তাই, আহা আহা,

কেমন ক'রে এমন কোমল শরীরে

অত্যাঘাত করবো ?

২য় যাতুক ।—(প্রজ্ঞাদের প্রতি)—রাজকুমার !

প্রাণের চেয়ে তোমার হরি বড় নয়,

কেন তবে হরিনাম ছাড়'চো না ?

প্রজ্ঞাদ ।—না ভাই যাতুক, তা নয়,

প্রাণের চেয়ে আমার হরি অনেক বড়,

তাই তো আমি

প্রাণের মূল্য অতি সামান্য ভাব'চি,

২য় যাতুক ।—তোমার হরি যদি তেমন বড়,

তবে তোমায় ম'তে বেধেও

চূপ ক'রে রৈলো ?

তোমার হরি আমাদের চেয়েও নিদয় ।

প্রজ্ঞাদ ।—(কীর্তনের হুরে)—

না, ভাই, এমন বল না হে,

দয়াল হরি নিদয় নহে ।

হরি যদি নিদয় হোতো,

কে তবে হরি বলতে পেতো ?

তাই বলি এমন বল না হে ।

১য় যাতুক ।—(২য় যাতুকের প্রতি)—ও ভাই,

কি আশ্চর্য্য,

রাজার হুকুম, এখনি মাথা বাঁধে,

তবুও প্রজ্ঞাদ এ কি বলে ?

২য় যাতুক ।—তাই তো, পাগল হ'লো না কি ?

রাজকুমার, এখনো কথা রাধ,

কেন হরিরে জেনো প্রাণ ধোয়া'বে ?

আহা, বাপ মা ভাই বন্ধ,

এমন জগৎ সংসার

আর যে দেক্তে পা'বে না ।

প্রজ্ঞাদ ।—(কীর্তনের হুরে)—

হরিই আমার পিতা মাতা,

হরিই আমার ভগ্নী ভ্রাতা,

হরিই আমার প্রাণের সখা,

এমন হরির সনে আজ হ'বে দেখা

কাজ কি আমার হেণায় থকা ?

কাজ কি এ ছার জীবন রাখা ?

হরির জীবন হরিকে বেবো,

হরির পায়ে মিশা'য়ে র'বো,

মস্তুর শরীর ছেড়ে হরির হ'বো ।

এ সংসারে আমার কেহই নাই,

কাজ কি এমন সংসারে, ভাই ?

কাট, ভাই ! হরির নিকটে যাই ।

১ম যাতুক ।—(সভয়ে)—

ও ভাই, আমাদের দেরি দেখে

হয় তো মহারাজ এখানে এখনি আশবেন

প্রজ্ঞাদ তো কথা শুন্লে না,

তবে আমরা কেন

ওব জনো প্রাণে মারা যাবো ?

ওর যেমন বিরে হয় নি—মাথ ছেলে নেই

আমাদের তো আছে ।

২য় যাতুক ।—এটা বড় এক ও'য়ে ছেলে,

ম'ববে, তবু হরি বলা ছাড়'বে না ।

প্রজ্ঞাদ ! তবে আমাদের আর দোষ নেই,

তোমার বাবা এসে পড়'বন,

বল, এখনো কি করবে ?

প্রজ্ঞাদ ।—ভাই, কেন তোমরা

আমার জন্য প্রাণ হারা'বে ?

আমার পিতার বাক্য পালন কর।

২য় স্বাতুক।—তবে আর কি করবো বল ?

চোক বুজে বসো।

(প্রজ্ঞাদের ভূদ্রপ উপবেশন)

প্রজ্ঞা।—ভাই স্বাতুক, একটু দাঁড়াও,

আমি জন্মের মত হরিকে ডেকে নি।

(মুর—কথকতাক)—

কোথায় আছ হে পদ্ম-পলাশ-লোচন,

হরি হে—আমার প্রাণের হরি,

মরি তাতে ক্ষতি নাই,

কিন্তু সাধ যে পূরিল না হে—

আমার হরিবলা সাধ পূরিল না—

সাধের হরিবলা আধা র'য়ে গেলো।

হরি, বড় সাধের সাধ মিটল না হে,—

মুহূর্ত্ত জীবন আজ অকূল পাথরে

ভেসে গেলো—ভেসে গেলো হে,

ও কাঙালের নাথ !

যায় বাক, তায় ক্ষতি নাই,

কেবল এই চাই—হরি, এই চাই,

যেন তোমার চরণে শান্তি পাই।

(কথার)—স্বাতুক ! অত্যাঘাত কর।

২য় স্বাতুক।—হে শিব,

আমাদের অপরাধ নিও না ;

প্রজ্ঞাদেকে শ্রীচরণে স্থান দাও।

(প্রজ্ঞাদের গ্রীবায়া অস্ত্রাঘাত কিন্তু

অস্ত্র ভগ্ন হওন)

(বিশ্বের অস্ত্রাত্ম স্বাতুকগণের প্রতি)—

ও ভাই, এ কি হলো !—

তলওয়ার ভেঙে গেলো !

১ম স্বাতুক।—অ' ! বলিস্ কি !—ভাই তো !

২য় স্বাতুক।—ভাই,

কড় শত বড় বড় অস্ত্রানি ডাকাত

এই তলওয়ারের চোটে ও-ক'য় হলো,

কিন্তু এই এক রসি ছেলেটার

যাডের চামড়া কি লোহা-বাধানো ? অ' !

ছেলেটার আখাণোড়। হাড়।

১ম স্বাতুক।—(প্রজ্ঞাদের পায়ে হস্ত দিয়া)—

আরে না না,

কেমন কচি তলতলে মাস,

তুই বলিস্ কি না হাড় !

তোর হস্তাধারনা মোটে পড়া ভোতা।

এই দ্যাখ্ আমার তলওয়ারের চোট।

২য় স্বাতুক।—নে শিগগির নে,

রাজা এলো—রাজা এলো।

১ম স্বাতুক।—এই এও গেলো—এও গেলো।

(প্রজ্ঞাদের গ্রীবায়া অস্ত্রাঘাত, কিন্তু

অস্ত্র ভগ্ন হওন)

২য় স্বাতুক।—(পরিহাসে)—কেমন !

বড় ধার না ?

১ম স্বাতুক।—নিশ্চয় ছেলেটা অমর।

বাবা, আমাদের কারু নয়,

রাজা নিজে এসে যা হয় করুক।

হিরণ্যকশিপু ও যুবরাজীর প্রবেশ।

হিরণ্য।—(সবিস্ময়ে)—এ কি, অস্ত্র ভগ্ন কেন ?

২য় স্বাতুক।—কোপ মাধুতে ভেঙে গেলো।

হিরণ্য।—অসম্ভব কথা, মিথ্যা কথা।

১ম স্বাতুক।—(স্বগত)—এই রে,

ভাতা তলওয়ারে

আমাদেরই বা গর্দান যায় !

হিরণ্য।—বল্ সত্য, নৈলে প্রজ্ঞাদের সঙ্গে

তোদেরো যুগু দ্বিগু হ'বে।

২য় স্বাতুক।—(স্বগত)—যা ভেবেচি, তাই যে !

১ম স্বাতুক।—(মোড়হস্তে)—মহারাজ !

মস্তক যায় ঘাবে, কিন্তু মিথ্যা বলি নি।

আপনার পুত্র হরিমজ্জ অপ ক'রে

যেমনকার তেমনি রইলো,

কিন্তু তলওয়ার হু'খানা ভেঙে গেলো।

হিরণ্য।—কি ? হরিমজ্জ অপ ক'রে ?

প্রজ্ঞা।

এখনো হরিনাম !

ভিছি, ও পাপ নাম ছাড় ;

যা হ'য়েছে,—তা হ'য়েছে,

আমি তোকে কমা ক'রেম,

ছাড় ছাড় ঘুণাময় হরিনাম ।

প্রজ্ঞান ।—(কীর্তনের হুরে)—

পিতা, ছাড় ভ্রম—ছাড় ভ্রম,

ভেলের কণা রাখ, গো !

একবার মনের চোখে চেয়ে দেখো—

কণা রাখ ।

আচ্চা, যে হরির মধুর অমর নামে

মর জীব দেখ অমর হয়,

পিতা, ম'রে ম'রে জীব বেঁচে রয়,

সেই হরি এই দীনে সদয়,

কেন তবে তাঁ'রে ভাব অবি ?

বদন ভ'রে বল হরি—

একবার বদন ভ'রে বল হরি—

পিতা, বদন ভ'রে বল হরি ।

বণা ।—(সংকোচে)—

বিক পাপিষ্ঠ !

আবার সেই নাম—আবার সেই নাম !

মস্তিন ! আর সহ্য হয় না,

প্রজ্ঞান আমার পরম শত্রু,

শীঘ্র এ শত্রু নিপাতের অন্য উপায় বল ?

।।—মহারাজ !

আমি পূর্ণে এরূপ ভাবিনে যে

প্রজ্ঞান মনজীবী ।

এখন আর নিশ্চিন্ত থাকি উচিত নয় ;

মন্তজীবী সব ক'ন্তে পারে ।

মন্তবলে আপনার যাব-পর-নাই

অহিতও ক'ন্তে পারে ।

এখন এক কাজ করুন,—

অন্তে শস্ত্রে কিছু হ'বে না,

কেন না অস্ত্র শস্ত্র মন্তের বশীভূত,

আপনার সেই মদমন্ত বৃহত্তম হস্তীর পদতলে

একে নিধেপ করুন,

মন্ত তন্ত খাটবে না,

অথচ হরিভক্ত শত্রু নিপাত হ'বে ।

হিরণ্য ।—উদয় পরামর্শ ।

বাহুকগণ ! অবিলম্বে প্রজ্ঞানকে

হস্তিপালের নিকট নিয়ে যা ;

তা'কে আমার আজ্ঞামত কার্য্য ক'ন্তে বল ।

২য় বাহুক ।—বণা আজ্ঞা, দৈত্যরাজ !

[নিকলের প্রস্থান ।

যষ্ঠ দৃশ্য ।

হস্তিশালা ।

মাল্লত ও একটা মদমন্ত হস্তী ।

মাল্লত ।—(হস্তীর প্রতি)—পাগলা !

আজ তুই চুপ ক'রে দাড়িয়ে কেন ?

মশা খাচ্ছে—তাই বুঝি আরাম হ'চ্ছে ?

ছোট ছোট চোক ছোটো মিটি মিটি ক'ছে,

চোকের কোণ দিয়ে জল ন'ক'ছে,

কেন রে পাগলা ?

ও—হো, যিদে পেয়েচে—না ?

আহা, পেট'টি প'ড়ে গেছে ।

ইঁহিহি ! এত নাদলি কেন ?

চার গুণ বা বি—সিকি গুণ নাদবি,

তবে তো ঠাণ্ডা থাকবি ।

তা না হ'য়ে উঠে—

খাবি চার গুণ তো নাদবি আটগুণ,

এতে পেট' পড়বে না তো কি ?

অত খাদনি—ছি—অত খাদনি ।

একটি বালকের প্রবেশ ।

বালক ।—ও মাউং ! আমায় হাতী চড়াও না ।

মাল্লত ।—আগে রামছাগলে চোড়'তে শেখ,

তা'র পর হাতী ।

বালক ।—তোমায় একটা পরমা

আর এক কনকে চাল দেবো ।

এই দেখো, এনেচি ।

মাহত।—কই দে।

(পরস্পর ও চাউলগ্রহণ)

বালক।—এইবার চড়াও।

মাহত।—তুই আপনি চড় না।

বালক।—কি ক'রে চড়বো?

দোতলা সমান উচু' য়ে।

মাহত।—এক লাফ মার।

বালক।—ও বাবা! যে দু'দিকে দুটো ভুঁড়?

সাঁড়াসীর মত কঁচাক'রে ধ'বে

আর অগ্নি পটাস' ক'রে এক আছাড়।

মাহত।—(স্বগত) চাল পরস্পর তো লাভ হ'লো,

ছোঁড়াটাকে দিয়ে

আর একটা কাজ সেয়ে নি।

(প্রকাশে)—আমি তোকে হাতী চড়াবো,

কিন্তু একটা কাজ যদি করিস।

বালক।—কি, মাউং?

মাহত।—হাতীর জন্যে

কতকগুলো অশোণ্ডাল নিয়ে আয়।

বালক।—আচ্ছা—আচ্ছা।

দুড়ী দাও—দা দাও।

মাহত।—ঐ কোণে আছে, নিয়ে যা।

বালক।—(অক্লান্তে)—

মাথায় ক'রে ডাল আনবো,

রাজার মত হাতী চড়বো।

আজ মজা হ'বে—খুব মজা হ'বে।

[বালকের বেগে প্রস্থান।

হস্তবদ্ধ প্রহ্লাদকে লইয়া বাতুকগণের

প্রবেশ।

মাহত।—(দেখিয়া)—অ্যা!—এ কি!

রাজার ছেলের হাত বাঁধা।

১ম বাতুক।—(মাহতের কাণে কাণে কি বলিল)।

মাহত।—শিব! শিব!

ছিছি—বল কি?—অ্যা!

এ কাজ, ভাই, আমা'হ'তে হ'বে না।

আহা, যে প্রহ্লাদকে কোলে তুলে

হাতীর পিঠে চড়িয়ে বেড়াই,

আজ তা'কে

হাতীর পায়ের তলায় ফেলবো!

রাজা আমায় খুন করেন কখনু,

তবু আমি পারবো না—পারবো না।

আমি চাকুরী ছেড়ে দিয়ে চ'লেম।

[প্রস্থান

১ম বাতুক।—(২য় বাতুকের প্রতি)—

ও ভাই, মাহত তো পালালো,

এখন উপায়?

২য় বাতুক।—আমরাই কাজ সারি আয়,

নৈলে আমরাই হাতীর পায়।

১ম বাতুক।—তবে—তাই নে।

রাজকুমার! চোক বুকে কি ভাবচো?

প্রহ্লাদ।—কি কি? বিশদ কর, ভাই,

হরিনাম করি রে মরণ,

তার পর

নিষ্পেষিত কর মোরে হস্তিপদতলে।

(গীত)

প্রাণ আমার! আমার ছেতে করিণি গমন।

যাবার সময় বেলে যা রে অঁহরি মদুমদন।

দেখায আমার ভিন্ন হ'ব,

কি জানি, ভাই, কোথায় যাব,

তোরে দেখা আর নাহি পাব,

হিজলবনের অদর্শন।

তাই বলি, প্রাণ! ছ'জন মিলে,

কৈদে ডাকি হরি ব'লে,

হানি পাব তার চরণতলে,

হরির চরণ ভরনিবারণ;—

দুহবে করি-পদের বিশদ, কোয়ে হরি-ঐশ্বর্য আশ্রয়।

১ম বাতুক।—আর দেরি ক'তে পারিনি,

আবার এখনি তোমার বাবা এসে পড়বে।

প্রহ্লাদ।—কর্মরূপী হরি! কর্ম অবতারে

পৃথিবীর তার ধরিত্রাছ পিঠে;

আনির্ভাব হও মোরে দেহে,

মদমক বারণের পদ

কুম্ভ সমান হোক,

নয়, প্রভু, বধ প্রজ্ঞাদেশে ;

হে মাধব ! যাহা ইচ্ছা তব, ইউক পূরণ তাই।

ইচ্ছাময় হরি,

তব ইচ্ছা কে করে বারণ ?

যাহুক !—ঐ আবার রাজা আস্চেন।

প্রজ্ঞাদ।—যাহুক !

মৃত্যুর সময় কর কিছু উপকার।

হরি হরি ব'লে

ফেল মোরে করিপদতলে।

বল হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল।

কতিপদতলে প্রজ্ঞাদকে নিক্ষেপ, কিন্তু

প্রজ্ঞাদের গাত্রস্পর্শে পদোত্তোলন

করিয়া হস্তীর অবস্থান)

যাহুক।—ওই যা,

হাতী যে পা তুলে দাঁড়ালো !

শুভযোগে প্রজ্ঞাদকে তুলিয়া স্বীয় স্কন্ধে—

পরি হস্তীর উপবেশন করাওন)

যাহুক।—যা চোলে,

একবারে পার তলা থেকে ঘাড়ের ওপর !

ও বাবু !

ছেলেটা সব রকম মস্তুর জানে—আঁ।

বেগে যুবমন্ত্রী ও বুদ্ধমন্ত্রীর সহিত

হিরণ্যকশিপুর প্রবেশ।

হিরণ্য।—আমি স্বচক্ষে দেখেচি—

হস্তী প্রজ্ঞাদকে শুভযোগে

স্কন্ধোপরি উত্তোলন করেছে।

ওঃ, কি ভয়ানক রহস্য !

প্রজ্ঞাদ !

সত্য বল, কিরূপে বাঁচলি ?

প্রজ্ঞাদ।—পিতা,

হরির সেই সুধামাধা নাম উচ্চারণ করে।

পিতা, এখনো মোহ ছাড়—মায়া ছাড়,

আমার মত তোমাবো বিপদ ঘটবে।

(কীর্তনের সুরে)—

পিতা, একবার হরি হরি বল,

মনের মুখে হরি বল,

প্রাণের মুখে হরি বল,

ভক্তির মুখে হরি বল,

পিতা, যে মুখে দাও গালাগালি—

আমার হরিকে হে—

যে মুখে দাও গালাগালি,

সেই মুখে একবার হরি বল—

হরি হরি হরি বল—

কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ বল হে—

সবাই মিলে হরি বল।

হিরণ্য।—ছি ছি, অশ্রাব্য বচন,

না পারি শুনিতে আর।

(যুবমন্ত্রীর প্রতি)—কি মন্তব্য দিলে মন্ত্রি ?

নিষ্কল—নিষ্কল !

বু-ম।—মহারাজ !

অল্প বয়সের মন্ত্রী কাজ নয়,

পাকাচুলো বই এ সব কঠিন কাজ

কখনই নিক হয় না।

বাহু ক্রিয়ায় প্রজ্ঞাদ মরবে না,

মরবে অন্ত্য ক্রিয়ায়।

প্রজ্ঞাদ।—(কীর্তনের সুরে)—

ক্রিয়াশূন্য হরি আমার,

কত ক্রিয়া জানা আছে তোমার ?

বিকল ক্রিয়ায় কেন মাত হে ?

সকল ক্রিয়ায় কেন না মাত ?

সকল ক্রিয়ায় ক্রিয়া যিনি,

নাম-গান-ক্রিয়া কর হে তাঁর

এই ব'লে—হরি হরি হরি বোল।

(অন্যসুরে)—হরিবোল হরিবোল হরিবোল।

হিরণ্য।—মন্ত্রি ! না চাই থাকিতে হেথা আর,

বধ বধ পাপিষ্ঠ কুমারে

যে কোন উপায়ে পার।

[হিরণ্যকশিপুর বেগে প্রস্থান।]

সিদ্ধান্তের প্রজ্ঞাদকে হইল—

সপ্তম দৃশ্য ।

যশোরের বাটীর বহির্ভাগ ।

একজন সাপুড়ের প্রবেশ ।

সাপুড়ে ।—(স্বরোধে) —

সাপে বাঁদরে খেলা করে,

ওগো নয়্য নয়্য সাপ,

টোড়া, মোড়া, ঘোড়া গোড়া,

বিশহাভ লম্বা চক্ৰছাড়া,

ফোঁস ফোঁস গোখরো, ফোঁস ফোঁস কেউটে,

ভুঁমুখো সাপ, তেঁমুখো সাপ,

ভুঁমুখো সাপ তিনটে ;

থোয়ে গোখরো—দোয়ে গোখরো—

ফলারে গোখরো তরু বেতরো—

ওগো দেখে যা গো দেখে যা,

আমার সাপের পাঁচ পাঁচ পা,

রঙ বেরঙের হিলিমিলি গা ।

ওগো সাপে বাঁদরে খেলা করে ।

বগুপত্নীর প্রবেশ ।

বগুপত্নী ।—ও সাপ-খেলানে,

তুই মিলে মিথো কথা এতও জানিস্ ।

সাপুড়ে ।—কি এমন মিথো বল্লম, মা ঠাকুরুণ ?

বগুপত্নী ।—জলজীৱন্ত মিথো ।

সাপুড়ে ।—ভাল, বলই না গা ?

বগুপত্নী ।—বলচিস, সাপে বাঁদরে খেলা করে,

কিন্তু খালি সাপ যে,

বাঁদর কই রে মিলে ?

সাপুড়ে ।—(সহাস্তে নিজ বক্ষস্থলে চপেটাঘাত
করিতে করিতে) —

এই যে, মা ঠাকুরুণ !

বগুপত্নী ।—আমর মিলে !

অমকের প্রবেশ ।

(অমরকে দেখিয়া সাপুড়েকে দেখাইয়া) —

ঠাকুরপো বাঁদর !

অমর ।—একটা ছিল, দুটো হ'ল,

এখন নাচার কে ?

বগুপত্নী ।—আমার ক'য় নয়, তাই,

ডোমার দাদাকে ডাকি—রসো ।

না, আর মিছে ফটি নটিতে কাজ নি ।

একে সাপ খেলাতে বল না ?

অমর ।—ওরে, খেলা একবার ।

সাপুড়ে ।—যে এজ্ঞে ।

(সাপুড়ের সর্পকীড়া)

(খেলা শেষ করিয়া) — ঠাকুর মশয়,

দয়া ক'রে যদি —

অমর ।—কি ? কি ?

সাপুড়ে ।—চাটি পেসাদ ।

অমর ।—আজ না—আজ না—যা,

আর এক দিন দেখা যাবে ।

[প্রস্থান]

মা ঠাকুরুণ, বড় খিদে পেয়েচে,

তুমিই যদি এক মুঠো—

বগুপত্নী ।—হেখেল উঠে গেচে ।

সাপুড়ে ।—(বিরক্ত হইয়া) — উঠে গেচে ?

যাক্ যাক্—চিরকালের জন্যেই যাক্ ।

বগুপত্নী ।—(ক্রোধে) — হতভাগা মিলে,

তুই সাপ দিচ্চিস্ ?

সাপুড়ে ।—এই কতক্ষণ

আমায় না মিথো কথা বলেছিলে ?

তুমিই আকাট মিথোবাদী,

সাপ আমার পুঁজী,

ওঁ কে দেবো—আ—হা—হা ।

এক মুঠো পেসাদের বেলায় নেই,

সাপ নেবার বেলায় হড়োতডি ।

বামুণের বৌ বলে চুপ ক'রে রইলুম,

নৈলে এক কথায় দশ কথা শুনিয়ে দিচ্চুম ।

বগুপত্নী ।—তবে রে হতজ্ঞে রে আঁটকুড়ীর পো

জানিস, বামুণের মেয়ে আমি,

এজুপি এগি সাপ দেবো ।

সাপুড়ে ।—(পেতে হইতে একটা সাপ তুলিয়া—

আর আমার বুঝি নেই ?

তোমার মরা সাপ,

আমার জ্যোন্তো সাপ ?

কা'র বিষ বেশী দেখি।

(যুগপত্তীর সম্মুখে সর্প নিক্ষেপ)

গুপ্তী।—(ভয়ে)—মা গো, মা গো,

খেলে গো—খেলে গো!

ওমা, কি চকর!—আঁউ হাউ!

[বেগে পলায়ন।]

পুড়ে।—(লাফাইয়া উঠিয়া)—

ফোঁস—ফোঁস—ফোঁস!

(সর্প ধরিয়া কণ্ঠকমণ্ডে রক্ষা)

রুক্মজ্ঞী ও যুবমন্তীর প্রবেশ।

ম।—কি রে ব্যাটা,

কি পাখলামি কচ্চিন্ ?

পুড়ে।—বগু ঠাকুরের বৌ মশয়।

ম।—বগু ঠাকুরের বৌ মশায় কি ?

পুড়ে।—হিঁ মশয়!

তিনি গুরু-মশয়—ইনি বৌ-মশয়!

ম।—দূর ব্যাটা!

পুড়ে।—হিঁ মশয়!—না মশয়!

ম।—(যুবমন্তীর প্রতি)—হৃদয়ে হ'য়েচে।

আর কণ্ঠালপটীতে যেতে হ'লো না।

অহিতুণ্ডকের কাছেই বিষ ক্রয় করি।

ম।—উত্তম পরামর্শ, মহাশয়!

ম।—ওরে!

পুড়ে।—এজ্জ!

ম।—ধানিকটে কালসর্পের বিষ নেতো,

মূল্য দিচ্চি;—কত নিবি ?

পুড়ে।—না, মশয়, উটি মাণ কর,

আমি সাপের বিষ বেচতে পারবো নি,

মহারাজা জান্তে পান্নে,

আমায় ছা পোয়ের সাথে

এক গাড়ে গাড়বে,—বাপ্!

—ব্যাটা, দিবি নি ?

আমাদের চিন্তে পাচ্চিস্ নি ?

সাপুড়ে।—(ভাল করিয়া দেখিয়া)—

ও—মন্তীর মশয়রা!

আরে বাপ্! বিষ তো বিষ,

এই সাপকে সাপ—

পেতে শুদ্ধ নেও।

রু-ম।—না, সাপ চাই নি; শুধু বিষ।

সাপুড়ে।—আজ বুঝি

কোন ডাকাংকে ফাঁস দেবা ?

রু-ম।—তা নইলে বিষ কি হ'বে ?

সাপুড়ে।—ও—ভয়ে ভুলে ব'লেচি।

এই নেও বিষ।

(বিষ প্রদান)

রু-ম।—ওরে, এ বিষ খুব তেজস্কর তো !

সাপুড়ে।—একটু চেকে দেখেন না ?

রু-ম।—আমরা যে বিষ নিলেম,

এ কথা কা'কেও বলিস্ নি।

সাপুড়ে।—বাপ্!—আপনারা না ব'লে বাঁচি।

[সকলের প্রস্থান।]

অষ্টম দৃশ্য।

কারাগার।

প্রজ্ঞাদ।

× প্রজ্ঞাদ।—হা, আমি কারাগারে !

দয়াময় হরি !

তোমার শুদ্ধাধীন প্রজ্ঞাদ কারাগারে !

পিতার সঙ্গে ছুই মন্ত্রিগণ পরামর্শ ক'রে

আমাকে কারাকুদ্ধ ক'রে !

হা, প্রজ্ঞাদের ভাণ্ডে কারাগার !

না না,—আমি কেন দুঃখ ক'রি ?

এতো সামান্য কারাগার—

লৌকিক কারাগার।

লোকের কারাগার কি আমার কারাগার !

কিন্তু, হরি !

তোমার কৃত্ত ভব-কারাগারে

তোমারই কৃত 'আগি' যে বড় কষ্ট পাচ্ছি ।

এ ছুছ কারাগার অপেক্ষা

সে কারাগার যে বড় যন্ত্রণার স্থান !

(কীর্তনের স্থরে)—

হরি হে ভব এ দাসে কবে

একবার দয়ার নয়নে চাবে ?

ভব-কারাগার বড়ই আঁধার—

পথ যে নাই,

যে দিকে চাই, কেবলি আঁধার—

পথ যে নাই,

হরি ! হেন কারাগার কবে ভাঙিবে ?

আহা, হরি ! আহা আমার মত

এত শত জীব আকুল হ'য়ে

আঁধারে ঘুটিয়ে কতই কান্দে

তব কৃত ঘোর ভব-কারাগারে !

আহা, হরি, তারা কেমনে উঠিবে ?

আমার মত কি কেবলি কান্দিবে ?

না না, জীব ! আর কেঁদ না রে,

ভব-কারা-স্থ ঘুটিবে রে,

প্রাণ ভ'রে, জীব ! বল হরিবোল—

হরি-হরি-হরি-হরি-হরি-বোল—

(নাচিতে নাচিতে)—

নেচে নেচে বল হরি-হরি-বোল—

করতালি দিয়ে, কান্দিয়ে কান্দিয়ে

বল হরিবোল—

হরির প্রেমে বল হরিবোল,

ভব-কারা-স্থ ঘুটিবে রে ।

বিষাদপূর্ণিত পাত্রহস্তে ধাত্রীর প্রবেশ ।

ধাত্রী।—(সহঃখে)—আহা, বাছা রে আমার !

তোর পিতার প্রাণ কি করিন,

হৃদয় কি পান্য !

আহা, এমন নদীর পুতুলকে কি-না

কারাগারে রেখেচে !

• শিক্, মহারাজ ।

কুমি শিঙা নামের অধোগ্য ।

ছিছি,

তোমার মত রাজার নাম ক'লেও পাণ হয় ।

প্রহ্লাদ রে !

আর তোর এ কষ্ট দেন্তে পারি নি,

বাবা ! হরিনাম ভুলে যা রে ।

প্রহ্লাদ।—ধাই মা !

তুই আমাকে স্তনহস্ত দিতে

কবে ভুলেছিলি ?

ধাত্রী।—বাবা, স্তনহস্ত যে শিশুর জীবন,

তাও কি কখন ভুলতে পারা যায় ?

প্রহ্লাদ।—মা, হরিণ্ড যে আমার জীবন,

তাও কি কখন ভুলতে পারা যায় ?

মা, আর ও কথা বলিস্নি,

বরং বল,—

'প্রহ্লাদ রে, তোকে আগি দূর ধাইয়ে

পালন ক'রেচি—ঋণী ক'রেচি,

এখন সেই ঋণ শোধ কর ।

ধাত্রী।—বাছা রে, তুই এখন শিশু,

কোথায় কি পা'বি যে ঋণ শোধি ?

প্রহ্লাদ।—কেন, ধাই মা,

আমি যে মহামায়া হরিনাম পেয়েচি,

ভক্তিরূপ হাত পাত, মা,

সেই অমল্য রত্ন দি—

(করতালি দিঃ নাচিতে নাচিতে)—

বোল ! হরিবোল—হরিহরিবোল—

মহামায়া হরিনাম—

বোল হরিবোল—বোল হরিবোল ।

ধাত্রী।—(করযোড়ে)—

হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল ।

উভয়ে।—হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল ।

বেগে যুবমন্ত্রীর প্রবেশ ।

যু-ম।—ধাত্রী ! এ কি ?

ধাত্রী।—কই কি ?

বেগে যুজ মন্ত্রীর প্রবেশ ।

যু-ম।—হুটে !

প্রজ্ঞানের কথা গেয়েছে বলে

তোর হাতে অন্ন দিবে পাঠালেম,

তুই এখনো খেতে দিচ্চিস না ?

প্রজ্ঞান অতি শিষ্ট,

কুখ্যাত কাতর হচ্ছে,

তবু তুই রথা বিলম্ব করিস ?

শীঘ্র অন্ন দে !

দ্বী।—(স্বগত)—নিষ্ঠুর রক্ত !

তোর তিন কাল গেছে, এক কাল বাকি,

তবু কি একটু ধর্মভর্য হলো না ?

পাপিষ্ঠ ! নরকেও তোদের স্থান হবে না ।

দ।—ধারি ! এখনো চূপ করে দাঁড়িয়ে—

দ্বী।—এই নেও তোমার অন্নপাত,

আমি চলেম ।

(স্বগত)—আহা, আমি প্রজ্ঞানের ধাত্রী—

বাহার জীবনদায়িনী,

কোন প্রাণে জীবনযাতিনী হ'বো !

হরি ! হুমি সর্পাস্ত্রদায়ী,

প্রজ্ঞানের প্রাণ ।

।—(স্বগত)—মন্ত্রী মহাশয় !

ধাত্রী যাব-পর-নাই নিষ্ঠুরা,

জন্মে দয়ার লেশও নাই ।

।—তা থাকলে ক্ষুধিতকে খেতে দেয় না ?

অমন পাপিষ্ঠার মুখ দেখলেও

মহাপাতক হয় ।

।—(স্বগত)—দিক বড়ঘরী হুঁচকারা !

আমি পাপিষ্ঠা, না তোরা পাপিষ্ঠ ?

মনে ভেবেচিস,

আমি তোদের এই প্রাণঘাতী অন্নের

মর্ম দুর্জতে পারি নি ?

দস্য ! এ যে বিষমাণা অন্ন !

(বিশ্রান্নপাত্র রাখিয়া প্রকাশে)—আমি চলেম ।

(সকাতরে স্বগত)—হরি !

তোমার হাতে

প্রজ্ঞানকে মর্মে দিবে গেলেম ।

। প্রস্থান ।

স্ব-স্ব।—প্রজ্ঞান !

কাল রাতে কিছু খাব নাই,

আজ বেলাও অনেক হয়েছে ;

আহা, তোমার বড় কুখ্যা শেনেছে,

এই অন্ন ভক্ষণ করে কুখ্যাজি কর ।

দেখ, প্রজ্ঞান,

এইবার মহারাজের রাগ পড়েছে,

তিনি তোমার জন্য এখন বড় দুঃখ করছেন ।

যদি বল যে, তিনি ভবে এলেন না কেন ?

না আসবার কারণ আর কিছুই নয়—

কেবল পাছে হুমি

তাঁকে দেখে অভিমানে না খাও ।

আমরা তোমাকে খাইয়ে হুঁহু করে

তাঁর নিকট নিয়ে যাবো ।

আর এক কথা—

যদি বল যে, তোমরাও তো

রাজার কথার সাগু দিয়ে

আমাকে বিনষ্ট করতে চেষ্টা করছিলেন,

কিন্তু, প্রজ্ঞান !

সেটা আমাদের মনোগত চেষ্টা নয়,

কেবল রাজার মনস্তত্ত্বের জন্য ।

তুমি কি বুঝচো না যে

আমারও কত পুত্র—কত পৌত্র—

কত প্রপৌত্র আছে,

সম্রাটের মায়া আমি খুব বুঝি,

ছিছি, আমিও এ কাজ করতে পারি ?

এখন খাও ।

প্রজ্ঞান।—(স্বগত)—আমার বড় সন্দেহ হচ্ছে,

এ কবার লোক শত্রু হ'লে আর মিত্র হয় না ।

আরো সন্দেহ—

ধাত্রী কেন অন্ন রেখে

মলিনমুখে চলে গেলো ?

তাঁর মুখের ভার যে

তাঁর মনের ভার জাকিয়ে দিয়ে গেলো ।

(প্রকাশে)—মন্ত্রী !

এ অন্ন খেতে আমার কোন সাহা নাই ।

(অশ্রু হরে) —

হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল ।

হিরণ্য ।—পাপিষ্ঠ !

পিতার সঙ্গে পরিহাস ?

প্রহ্লাদ ।—(কীর্তনের হরে) —

ছিছি, পিতা, এ কি বল ?

এমন কথা আর বল না ।

পিতা তুমি—ওরু তুমি,

ছিছি, এমন কথা আর বল না ।

যে পিতা হ'তে জনম ল'রে

হরধোয় ধন হরি পেয়েছি,

ছিছি, সে পিতাকে পরিহাস করিব ?

পিতা এমন কথা আর বল না ।

হিরণ্য ।—(সগত) —কি আশ্চর্য্য !

এ কি হ'ল ?—প্রহ্লাদ কে ? প্রহ্লাদ কে ?

কে ?—শত্রু—আমার মহাশত্রু ।

ক্রমে ক্রমে দুই পুত্র বড় অত্যাচারী হ'লো,

কোন মতেই আনার নিষেধ শুন'চে না ।

ওঃ—আমি বুঝিচি,

ওর হরি ওকে ঘেঁকালে দেখা দিচ্ছে,

সে কালে অবশ্য সে ওর পরামর্শদাতা ।

আমার কুলদ্বার পুত্র

তা'রি বৃত্তিমত আমাকে বিরক্ত ক'চ্ছে—

প্রাণ পাচ্ছে—

দৈত্যপুত্র হরিনাম প্রচার ক'চ্ছে ।

আর না—আর না—আর সহ হয় না ।

আমি দেখিচি—

প্রহ্লাদের অবলম্বন হরি—

হরির অবলম্বন প্রহ্লাদ ;

উভয়কেই বিনাশ করবো ।

অগ্রে গৃহশত্রুকে নিপাত করি,

পরে বহিঃশত্রুর মস্তকচ্ছেদন করবো ।

পরশক্রু অপেক্ষা বরশক্রু ভয়ানক ।

(প্রকাশে) —প্রহ্লাদ !

বোধ হয়, এখন তোর প্রাণের মারা জন্মেছে,

হরিনাম ছাড়—প্রাণ পানি ।

প্রহ্লাদ ।—পিতা,

তুমি আমার প্রাণ রাধবার চেষ্টা ক'রে,

আমার প্রাণ যায় ;

কিন্তু তুমি আমার প্রাণ বধ করবার চেষ্টা ক'রে,

আমার প্রাণ থাকে ।

পিতা, আবার বিষাম দাও,

আমি এখন আমার প্রাণের প্রাণ

মহাপ্রাণ হরিকে দেখতে পাবো ।

(গীত)

ভক্তিমূলে হরি মিলে,

ভক্তি নহিলে হরি মিলে না ।

ভক্তিহীন জন,

কুহুম চন্দন

বতই ঢালুক, হরি মিলে না ।

ভক্তি বাঁধ আছে,

হরি তা'র কাছে,

মোলোক ছাড়িয়ে ছুটিয়ে আসে,—

বিষারও দিলে,

নেয় হাত তুলে,

স্বধা স্বধা বলে, জুড়ায় রসনা ।

পিতা, একবার বল—

(হরে) —হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল ।

হিরণ্য ।—(সক্ৰোধে) —কে আছ, শীঘ্র এস,

পাপাঙ্ককে এখনি বেঁধে নিয়ে চল ।

আজ দুইটের নিস্তার নাই ।

কে আছ ?

র-ম ।—(ভূতলে পতিতাবস্থার ধাক্কা) —

মহারাজ ! আমরা গিয়েছি—

আর উঠ'তে পাচ্ছি নি ।

হিরণ্য ।—কে ? মন্ত্রী ?—কি হ'য়েছে ?

র-ম ।—অনেক কথা, মহারাজ !

এর পর বলবো ।

আমাদের তুলুন আসে ।

(উভয় মন্ত্রীকে হিরণ্যকশিপুর্ন উত্তোলন)

হিরণ্য ।—মন্ত্রিন্ !

শীঘ্রই দুরাঙ্কাকে বেঁধে নিয়ে

আবার মশানে চল ।

আজ ওর নিশ্চয় শেষ দিন ।

সু-ম।—মহারাজ !

আমাদের চেঁচায় আর কিছু হয় না ।

হিরণ্য।—আচ্ছা,

আমিই পাপিষ্ঠকে বেঁধে নিয়ে যাচ্ছি ।

প্রজ্ঞান।—পিতা, আমি যে পুত্র ।

হিরণ্য।—তুই শত্রু ।

(প্রজ্ঞানের হস্তবন্ধন)

[প্রজ্ঞানকে লইয়া সকলের প্রস্থান ।

তৃতীয় অঙ্ক ।

প্রথম দৃশ্য ।

শাশান ।

বণ্ডামর্ক ।

বণ্ড।—(অমরকের প্রতি)—ভায়া,

পরের মন্দ ক'ত্তে গেলে

আপনার মন্দ আগে হয় ।

পেন্নাদে যেমন

আমাদের মন্দ ক'ত্তে গিয়েছিলো,

তেমি আপুনি এইবার ম'লো ।

অমর্ক।—দাদা,

মন্দ ব'লে মন্দ—প্রাণে যা !

মনে কর দেখি—

সে দিম কেউ কেউ ব'লে

ব্যাটার ছেলে কি কাণ্ডটাই করেছিলো ।

আমরা পাশে নেই বনেই তো

শূলের খোঁচা থেকে বেঁচে গেলেম,

নৈলে কি আন্ত থাক্তেম ?

বণ্ড।—এইবার যেমন কম ভেমি কল—

ব্যাটার ছেলেকে জ্যাভো পোড়াবো ।

এই আমি আভিচারিক অরি এনেছি,

এই আগুনে চিত্তে জ্বোলে

হুটকে পোড়াবো—কেউ নাম শুকাবো ।

(চিত্তপ্রজ্ঞান)

অমর্ক।—রাজা কিরূপ পারিতোষিক দেবে, দাদা ?

বণ্ড।—রাজা কলতরু হ'বেন বলেচেন ।

অমর্ক।—হুঁ !—বাঃ !—বা চাবো, তাই পাবো ।

বাহবা—বাহবা !

তবে আর দেরি কেন ?

পেন্নাদেটাকে আনাও না ?

বণ্ড।—দৈত্যেরা তা'কে এখনি আনবে ।

অমর্ক।—দাদা,

বামুণে কপাল—পলকে প্রলয়,

দেরি হ'লে যদি কোসকে যায় ?

বণ্ড।—এতো আর যুবমন্ত্রী বুদ্ধমঞ্জীর

পরামর্শ নয়, তাই !

এ দেবগুরু বৃহস্পতির শত্রু

দৈত্যগুরু শুক্রেয় মহাপণ্ডিত পুত্র

যেওর নির্ধাত মুক্তি ।

পেন্নাদ ভো পেন্নাদ—

পেন্নাদের বাবাও মুক্তি পায় না ।

এই যে পেন্নাদেকে আনচে ।

অমর্ক।—ছেলেটা দেক্তে বেশ ।

বণ্ড।—মাকাল ফলও দেক্তে ভাল,

তা' ব'লে কি ব্যবহারে আসে ?

অমর্ক।—তা বটে ।

(কিঞ্চিৎ ভাবিয়া)—দেব, দাদা,

কেউ কেউ আমাদের হুঁতাইকেও

মাকাল ফল বলে কেন ?

বণ্ড।—যে বলে তা'র বাবা মাকাল ফল,

অমর্ক।—তা'র চোদপুরুষ মাখাল ফল ।

বন্দী অবস্থায় প্রজ্ঞানকে লইয়া

দৈত্যগণের প্রবেশ ।

প্রজ্ঞান।—আচার্য্য ।

এ কার খব দাহ ক'চ্চেন ?

বিনা কখনো আসনারা এ কি ক'চ্চেন ?

আর যে সময় নেই,

শবের পরকালের জন্য কি সন্ধান দিলেন ?

পৃথিবীতে অনেক দাতা আছেন,

কিন্তু যিনি অকাতরে ভক্তিতরে
হরিনাম দান করেন,
তাঁর মত দাতা আর নাই।
সমস্ত জগৎ দান ক'লে যে কল,
একবার ভক্তির সহিত হরিনাম দান ক'লে
তাঁর চেয়ে কোটিগুণ ফল হয়।
ওরু, চিতার নিকটে দাঁড়িয়ে
আমার সঙ্গে একবার হরিহরি বল।
(হুরে)—হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল।

যণ্ড।—রাখ্ রাখ্ তোর হরিনাম!

প্রহ্লাদ।—ওরুদেব! অমন কথা বল না,

লোকে পাষণ্ড নাস্তিক বলবে।

যণ্ড।—বলে বলবে, তোর বাবার কি?

অমরক।—তোর চোদ্দপুরুষের কি?

যণ্ড।—তোর বাহান্নপুরুষের কি?

অমরক।—তোর ছাশান্নপুরুষের কি?

যণ্ড।—(স্বগত)—এবার কৌশল ক'রে

এরি ফাঁদে একে কেলি।

(প্রকাশে)—প্রহ্লাদ!

তুমি যদি এক কাজ কর,

তবে আমরা হরি বলতে পারি।

প্রহ্লাদ।—কি করবো বলুন?

যণ্ড।—এই জলচ্ছিত্তায় তুমি যদি কাঁপ দাও,

অথচ পুড়ে না মর,

তবে আমরা হরি বলতে পারি।

প্রহ্লাদ।—(স্বগত)—ওঃ, এতক্ষণে বুঝ্লেম,

এঁরা পিতার সঙ্গে পরামর্শ ক'রে

আমাকে জীবন্ত দহ্ন করবেন।

ভাল, তাই হোক।

(প্রকাশে)—ওরুদেব!

আচ্ছা, আমি কাঁপ দেবো।

(কীর্তনের হুরে)—

হরি! একবার দয়া কর,

ওরু আমার বলবে হরি,

ওরুর মুখে শুনবো হরি।

হরি! যদি মরি আমি—

চিতায় পুড়ে মরি আমি—

তবে আর হরিনাম কেউ বলবে না হে!

কিন্তু যদি প্রাণে বাঁচি,

ওরু আমার বলবে হরি,

ওরুর মুখে শুনবো হরি,

ওরুর সনে বলবো হরি,

ওরুশিষ্যে বলবো হরি,

হরিনাম-সুধার স্রোতে

ভাসবো, হরি, সাধ্ মিটা'য়ে।

আজ্ দেখবো, হরি, দয়া তোমার,

এই বাসনা মনে আমার—

আজ্ ওরুর কাছে

শিষ্য হ'য়ে পাই যেন হে দিতে হরিনাম।

(অন্য হুরে)—

হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল।

(অগ্নিকুণ্ডে সম্প্রদান)

যণ্ড।—(অমরকের প্রতি)—ভায়া হে,

আপন চুকে গেলো।

একেই বলে যা শত্রু পরে পরে।

অমরক।—দাদা!

যণ্ড।—অ'্যা!

অমরক।—তোমার কি বুদ্ধি, বাবা!

(নেপথ্যে রোদনশব্দ)

যণ্ড।—ও কি!—কে কাদে?

রাজার সঙ্গে

রাণী কেঁদে কেঁদে আশ্রুচেন বে!

অমরক।—তবেই তো বিপদ!

ত্রিগুণকশিপু ও কন্যাপুত্র প্রবেশ।

ত্রিগুণ্য।—কেন, রাণি! নাহি রাখ কথা?

যাও যাও অন্তঃপুরে,

কিবা কাজ তোমার ছেদার?

কন্যাপু।—প্রহ্লাদ কোথায় মোর?

ত্রিগুণ্য।—বাও, রাণি, কিরি,

কেন বুধা কর ফেরি?

(অগ্নিকুণ্ড হইতে প্রহ্লাদের হরিধ্বনি)

কন্যাপু।—(ভনিয়া অস্থির চিত্তে)—

হায় হায়, কি ভূনি কি ভূনি,

জলন্ত অনলকুণ্ডে

প্রজ্ঞাদেব স্বীণ করিব !

(সরোদনে)—আহা, বাছা রে আমার !

অগ্নিকুণ্ডে দিল তোরে ফেলি,

কোথা গেলি বাপ্ রে আমার !

(অগ্নিকুণ্ডে পুনর্বার হরিধ্বনি)

সর সর, মহারাজ !

এখনো প্রজ্ঞাদ বেঁচে আছে,

তুলে নি—তুলে নি কোলে,

সর, রাজা !

হিরণ্য।—(বাধা দিয়া)—

কেন, রাণি ! এতই অস্থির,

অগ্নিকুণ্ডে নাহিকে প্রজ্ঞাদ ।

যাও ফিরি অণ্ডঃপুরে ।

করাধু।—(সরোদনে)—

হায় হায়, কি তুমি পাষণ !

কি কঠিন প্রাণ তব !

পিতা হ'রে পুত্রে বধ কর,

না হও কাতর, ছিছি !

কেম সাধ বাদ ?—ছাড় পথ ।

প্রজ্ঞাদ রে ! প্রজ্ঞাদ রে !

হায়, আর সাড়া নাহি পাই,

মরিল প্রাণের পুতুল আমার !

কি হ'লো—কি হ'লো,

কোথা গেল প্রজ্ঞাদ আমার !

প্রজ্ঞাদ রে !—প্রজ্ঞাদ রে !

আয় বাপ্ !—দেখা দে রে,

আকুল জননী ভোর,

আয় আয়—হায় হায়, এ কি হ'লো,

কেন রে জন্মিল গর্ভে মোর ?

মরিল অকালে নিদারুণ পিতুরোষে !

ওহো, এখনো জীবিত আমি,

ওহো, কি কঠিন প্রাণ মোর,

পুত্র মেলো, তবু নাহি মরি !

কোথা, হরি, দেখা দাও,

ফিরে লগ্ন ছবিদীর ধন ;

তোমারে ডাকিয়ে

পুত্র মোর ত্যাগিল জীবন,

হরি !

বিশ্ববাসী কি ক'বে তোমারে ?

হরি ! হরি ! হরি !

দরা কর, দয়াময় !

প্রজ্ঞাদ ! প্রজ্ঞাদ ! কই, সাড়া নাই !

হিরণ্য।—কান্ত হও, রাণি,

রাধ বাণী,—কি হেতু অধীর ?

করাধু।—কোথা হরি, কোথা হরি !

হিরণ্য।—তুমিও হরিরে ডাক ?

করাধু।—হরিদেবী তুমি, রাজা !

সর, রাজা ! সর সর,

মাতা পুত্রে ছাড়িল জীবন

এই হেতু ডাকি তাঁ'রে ।

আমারেও অগ্নিকুণ্ডে ফেল,

পুত্রসনে মরিব অনলে,

তৈঁই ডাকি হরি দয়াময়ে ।

হরি—হরি—হরি !

হিরণ্য।—ছিছি,

পদ্মী হ'য়ে মোর এ কি তব ভাব ?

যা'ইচ্ছা, তা' কর,

বাচ মর, নাহি তার বাধা,

পুত্র সনে যেতে হ'য় যাও,

না কহিব কথা আর না করিব মানা ।

[বেগে প্রস্থান ।

করাধু।—প্রজ্ঞাদ রে, সাঁড়া বাপ্ !

আমিও যাইব ভোর সনে ।

(অগ্নিকুণ্ডে কম্পপ্রদায়নোন্মোহ)

যও।—(বাধা দিয়া)—কেন, মহারানি,

ত্যাগিলে জীবন ?

আরো তিন পুত্র তব আছে ।

করাধু।—দূর হও, কৃত্রিম ভ্রাতৃ !

তো'সবার পাপ-মুখ না চাই দেখিতে,
না চাই স্নিতে পাপ কথা।

(অগ্নিকুণ্ডে পুনর্বার হরিশ্ৰুনি)

প্রজ্ঞাদ রে।—প্রজ্ঞাদ রে! বাই বাই।

(পুনর্বার স্বপ্নপ্রদানোদ্যোগ)

(সহসা প্রজ্ঞাদকে কোড়ে লইয়া)

মূর্ত্তিমান অগ্নির উত্থান)

প্রজ্ঞাদ।—(হরে)—

হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল।

[করাধু।—হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল।

[অগ্নির অন্তর্ধান।]

প্রজ্ঞাদ।—(যশোমকের প্রতি)—

গুরু!

এইবার তোমরা প্রতিজ্ঞা পালন কর,—

বল একবার—হরিবোল!

অমরক।—(যশোর প্রতি)—কি দাদা, কি বল?

যশ।—আপ,

রাজা এখন শূলে দাঁড়াবে,

তা'র চেয়ে পালাই চল।

প্রজ্ঞাদ।—যশ তুমি যা হোক,

আগুনও তোমার মৃত্যু নাই।

প্রজ্ঞাদ।—তাই তো বল্চি, গুরুদেব!

বল—

(হরে)।—হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল।

যশ।—অমরক! পালিয়ে এস হে।

[যশোমকের প্রস্থান।

(করাধু।—আয় আয় কোলে আয়।)

প্রজ্ঞাদ।—(মা। আবার বল—)

(হরে)।—হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল।

করাধু।—হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল।

[প্রজ্ঞাদ ও করাধুর প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

রাজকন্য।

হিরণ্যকশিপু ও বুদ্ধমত্নী।

হিরণ্য।—সচিব!

কিছুতে না কিছু হয়,

নাহি মরে পাণ্ডৱ প্রজ্ঞাদ!

কি আশ্চর্য,

হুদ্র শিশু হরি-নাম-বলে

তাণ্ড পায় নিষ্কারণ মৃত্যুমুখে।

ছি ছি, বড় অপমান,

হরি-নাম-গান রাজ্যে মোর!

শক্রনামে একে জ্বলে মরি,

হুই পুত্র মোর সেই নাম গায়,

সেই নাম অপরে বিলায়;

হায় হায়, কি লজ্জার কথা,

বড় ব্যথা পাই প্রাণে!

মহিমীও প্রজ্ঞাদের সনে

উচ্চসরে বলে হরিবোল,

উঠে রোল ভেদিয়া আকাশ,

চলন্ত বাতাস বহে হরিনাম,

প্রতিধ্বনি হরিবোল বলে;

পলে পলে হুই যে অগ্নির,

কহ, জ্ঞানবীর! কিসে হুই হুই,

কিসে মরে হুস্ত প্রজ্ঞাদ?

বু-ম।—মহারাজ,

অস্ত্র উপায় তো আর দৈবকে পাইনি,

প্রজ্ঞাদকে বিনাশ করা

আমাদের সাধ্যাতীত;

এখন আর একরূপ কার্য ক'লে যদি—

হিরণ্য।—কিরূপ কার্য?

বু-ম।—প্রজ্ঞাদকে চিরজীবনের জন্য

নির্কাসিত করা।

হিরণ্য।—সম্মত বটে,

কিন্তু তাতে উত্ত লাভ নাই;

প্রজ্ঞাদ জীবিত থাকলে—

হরিনাম প্রচার ক'ন্তে কৃষ্টি করবে না,
সুতরাং হরিনাম না ঘুচলে
আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হ'বে না ।
মন্ত্রী ! প্রজ্ঞাপদকে বিনাশ না ক'রে
আমার মঙ্গল নাই ।

বু-ম।—মহারাজ,

বিনাশের তো আর কোন উপায়ই নাই ।

হিরণ্য।—আমি এক উপায় ভেবেছি—

তোমরা মশানে গিয়ে
প্রজ্ঞাদের বুকে রহং পাষণ খণ্ড চাপা দাও ।
গুরুচাপে শ্বাস রোধ হ'য়ে
হুঁসুটি তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করবে ।

বেগে যুবমন্ত্রী প্রবেশ ।

বু-ম।—মহারাজ,

মহারানী প্রজ্ঞাদে লইয়া
গুপ্তদ্বার দিয়া কৈলা পলায়ন ;
না পাই সন্ধান ।

হিরণ্য।—কি ?—কৈলা পলায়ন ?

যাও তবে, করহ সন্ধান,
হুসংবাদ দান যে করিবে মোরে,
দ্বিগুণ তা'রে আশীর্বাদ দান ।
যাও দৌড়ে ল'য়ে দৈত্যগণে
কর অবৈষণ বিধিযতে ।

[সকলের বেগে প্রস্থান ।

তৃতীয় দৃশ্য ।

× নিবিড় অরণ্য ।

প্রজ্ঞাপদ ও কয়ালু ।

প্রজ্ঞাপদ।—মা !

একে লিভা আমাদের প্রতি কৃষ্টি,
তা'তে তুমি গোপনে আমাকে নিয়ে
পালিয়ে এসে আরো তাঁ'র রাগ বাড়ালে ।
মা ! কেন তুমি ভয় কর ?

হরিনাম যা'র প্রাণ,
তা'র কি কখন মৃত্যু হয় ?
চল কিরে চল,
চল হরিবোল বলতে বলতে যাই,
সকল ভয়—সকল বিপদ দূর হ'বে ।
মা ! চোরের মত পালিয়ে গেলে
হরি বড় রাগ করবেন ।
পালিয়ে কাজ নাই, মা !

(গীত)

ও মা ! হরি হরি বল না ? ।

প্রাণের ভয় ভেবো না, হস্তিপদ ভাব না ? ।

হরিনামে বিশদ্ব খোচে,

মরণ ছু'বেও জীবন বাঁচে,

এ মা, হরি দাঁড়িয়ে আছে, নয়ন যদে দেখ না ?—

হরি হরি হরি বোলে পিতার কাছে চল না ? ।

কয়ালু।—বাছা রে !

মাঘের প্রাণ যে বোঝে না,
তোয় কষ্ট—নিদারুণ কষ্ট আর নয় না ।
রাজপুরে গেলেই
মহারাজ তোকে বরণা দেবে,
আমি তা আর বেত্বে পাগবো না ।
চল, বাপ !
মায়ে পোয়ে নির্জন অরণ্যে বা পর্বত গুহার
মুকিয়ে থেকে হরিনাম পাই ;
কাজ নাই রাজগৃহে ফিরে ।

প্রজ্ঞাপদ।—মা—ও মা !

আমার মনের মধ্যে এ কি হলো ?

কয়ালু।—ভয় হ'চ্ছে, বাছা ?

প্রজ্ঞাপদ।—না মা, ভয় নয়,

দম্ভল হরি যেন বলছেন—

প্রজ্ঞাপদ ! পালানু নি—পালানু নি,

পালানু আমাকে হারা'বি—প্রাণ হারা'বি—

তোয় মাকেও হারা'বি ।

আর যদি গৃহে ফিরে যাস,

তবে কিছুই হারা'বি না ।

কয়দু।—(করধোড়ে)—হরি !

কিছুই বুঝিতে নারি,
আমি নারী বুদ্ধিহীন।
দয়াময় !—দয়াময় !
দয়াময়া দেখা'য়ে উভয়ে
জাগ কর এ যৌর সঙ্কটে ।

(নেপথ্যে কোলাহল)

(ভুনিয়া শব্দবাস্তে)—প্রহ্লাদ রে !

রক্ষা বুঝি নাহি আর,
দারুণ চাঁৎকার বনময়,
ভয় হয়—কি হ'তে কি হয়।
ওই ওই, যম সম আসে রাজা,
অকৃত্রিম তরবারি করে,
সর্বনাশ করিবে এখনি,
হায় হায়—কি হ'বে কি হ'বে !
প্রহ্লাদ।—কিবা ভয়, মা জননি ?
এস এস,
মাতাপুত্র মিলে হরিবোল বলি।
উভয়ে।—হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল।
বেগে হিরণ্যকশিপু, রুক্মকন্যা, যুবকন্যা ও
দৈত্যগণের প্রবেশ।

হিরণ্য।—রাণি—রাণি !

ছি ছি, এ কি তব ব্যবহার ?
গোপনে গোপনে কর পলায়ন ?
নীচ ভূমি,
ততোধিক নীচ তব মন।
রাজরানী হ'য়ে তম্বর-প্রকৃতি ?
ছিছি,
বহিল অধ্যাত্মি মৌর ত্রিলোকমণ্ডলে।

কয়দু।—কেন হেন কহ, রাজা ?

মু'র প্রাণ নাহি বুক ভূমি,
তেই কহ হেন রূঢ় ভাব,
তেই তব দহাহীন মারাত্মক প্রাণ !
মা যদি হইতে

এখনি বুঝিতে—কত বাজে মায়ের পরাণে
হেরিলে সন্তানে হেন দারুণ সঙ্কটে।

হিরণ্য।—সুন্ধি তব শুনিবারে আসি নাই,
আসিয়াছি প্রহ্লাদে লইতে,
ছাড়হ ত্বরিতে পাতকীরে,
বিলম্বিতে নারি আর,
এইবার নিজহস্তে করিব সংহার।

কয়দু।—(হিরণ্যকশিপু পদতলে পতিত হইয়া)

সরোদনে)—

না, রাজা ! না কর হেন কাজ,
পিতা হ'য়ে কেন শত্রু হও,
পায়ে ধরি,
ভিক্ষা দাও দুখিনীর ধন ;
ক্ষমা কর যত দোষ,
পরিহর পুত্র-বধ-রোষ।
অজ্ঞান অবোধ শিশু প্রহ্লাদ আমার,
ভাল মন্দ না করে বিচার ;
হেন শিশুবধে
কিবা সাধ মিটিবে তোমার ?
সাদি, হেন নিদারুণ বাধ
যটাও কি হেতু পরমাদ ?
পুত্রধনে জননীকে করিয়া বকিত
কি হুধ সন্নিহিত হ'বে তব ?

হিরণ্য।—কেন বৃথা হেন অন্তর্ভাষ ?

প্রবেশ না জানে মন।

রাণি !

ছাড় ছাড় পাষণ্ড প্রহ্লাদে,
জেনে শুনে কালসর্পে কেন ধর কোলে ?
হরিবোল জলন্ত গরল
এ সর্পের জিহ্বায় পুড়িত,
না হয় উচিত এর পাপপ্রাণ রাখা।
আরো তব তিন পুত্র আছে,
তা' সবার কাছে—
পুত্রস্নেহ পা'বে দিবানিশি,
কাজ কি, মহিষি, হেন পুত্রে আর ?
ছাড় ছাড়, করিব সংহার।

কয়ালু।—তিন পুত্রে ল'রে

থাক রাজ্যলয়ে, রাজা ।

প্রজ্ঞানে লইয়ে আমি অরণ্যবাসিনী হ'ব,

না বাইব গৃহে তব,

নিশ্চিন্ত হইবে তুমি,

হরিনাম আর

না পশিবে অবশে তোমার ।

মা' চেয়েছি,

তা' পেয়েছি

তোমার গোচরে চিরদিন,

শেষ ভিক্ষা এই—

ভিখারিণী কাঙালিনী দু'না কয়ালুরে

ভিক্ষা দাও প্রজ্ঞান-রতন ।

হিরণ্য।—না, মহিষি !

অসম্ভব আশা তব নারিব মিটা'তে,

প্রজ্ঞানের প্রাণ ছাড়া

যাহা চাহ, দিব তা' এখনি ।

কয়ালু।—হা নিষ্ঠুর মহারাজ !

ছিছি, এই কি পিতার কাজ ?

এই কি হে পুত্রস্নেহ ?

এই কি হে রাজার হৃদয় ?

(পুনর্বার রাজার পদতলে পতিত

হইয়া)—

স্বামিন্ !

দাসীর মিনতি রাখ,

দয়ার সাগর তুমি,

ভিক্ষা দাও দুখিনীর নিধি ।

বল, মহারাজ ! বল একবার—

পুত্রনাশে না করিবে আশা আর ?

হিরণ্য।—ছিছি, ছিছি, কি স্থগার কথা !

তুমিও হইলে অরি ;

পত্নী হ'য়ে এ কি তব সাধ ?

স্বামিসনে কেন সাধ বাদ ?

যাও যাও,

না ভাবিবে কোণ কথা,

তব ব্যথা নাহি পারে দিতে ব্যথা

আমার হৃদয়ে ।

ছিছি, কি লজ্জা—কি ঘৃণা !—

তিন শত্রু হইল আমার—

হরি অরি—পুত্র অরি—পত্নী অরি—ছি ছি !

কে আছে ?—প্রজ্ঞানে বাধ ।

(বিলম্ব দেখিয়া)—

কই ?—কেহ কি রে নাই ?

এত ভৃত্য কাঠের পুতুল ?

ছি ছি, কৃত্ত্ব কিঙ্কর সব !

দূর হও দৃষ্টিপথ হ'তে ।

বৃ-ম।—মহারাজ !

রাজ্যের হস্ত হ'তে প্রজ্ঞানকে কি

আমাদের কেড়ে লওয়া উচিত ?

হিরণ্য।—রাজ্য আর রাজ্যী নহে,

শত্রু মোর পুত্রের সমান,

কিবা অপমান হ'বে মোর ?

লহ কাড়ি' প্রজ্ঞানদেহে,

বাধ শ্রুতিন ডোরে,

নাহিক নিস্তার,

করিব সংহার দুরাচারে ।

কয়ালু।—(ব্যাকুল হইয়া)—দেখি দেখি,

কোন ভৃত্য তব কেড়ে নেয় প্রজ্ঞানদেহে ?

হিরণ্য।—ভাল, কিরূপে নিবারণ তুমি, রাণি,

কেড়ে ল'ব প্রজ্ঞানে আপনি ;

দেখি,

তব পাণি কত বল ধরে ।

(প্রজ্ঞানকে ছিন্ন করিয়া লইবার

উদ্যোগ)

কয়ালু।—রাজা ! রাখ রাখ অভাগীর কথা,

দিও না দিও না মর্মে ব্যথা ।

আহা, প্রজ্ঞানের কোমল শরীর

চূর্ণ হ'বে তব করে ;

নিদারুণ রোষে

হস্ত তব বজ্রের সমান ।

হিরণ্য।—নীচবে তিষ্ঠহ তুমি ।

(পুনর্বার কাড়িয়া লইবার চেষ্টা)

করাবু।—(রোদনে)—প্রজ্ঞান রে ! প্রজ্ঞান রে !

হায়, হায়, বাছা রে আমার !

কি হ'লো কি হ'লো তোর !

প্রজ্ঞান।—ভয় কি, জননি ?

ছেড়ে দে মা হাত ;

দেখা দাও, হরি দীননাথ !

বলু মা, আগর সনে —

(সুরে)—হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল ।

উভয়ে।—হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল ।

হিরণ্য।—(করাবুর প্রতি)—

মহিষা এ কি রীতি ?

এই বুঝি পতিভক্তি তব ?

পতির বচন করিয়ে লঙ্ঘন

উচ্চারণ কর হরিনাম !

দেখি,

কে পুরায় তব মনস্কাম !

[প্রজ্ঞানকে কাড়িয়া লইয়া হিরণ্য-
কশিপুর প্রস্থান ।

করাবু।—(সরোদনে)—হায় হায় !

কি হ'লো কি হ'লো !

বুক ছিঁড়ে নিয়ে গেল প্রাণ !

প্রজ্ঞান রে !—কোথা গেলি !

(বুদ্ধমন্ত্রীর প্রতি)—মন্ত্রী !

রাজা তোমাদের প্রভু,

আমি কি কেহই নই ?

(বুদ্ধমন্ত্রীর পদতলে পড়িয়া)—

রাজার ধরণী আজ ভিখারিণী,

লুটায় ধরণী ধরে পায়,

বুঝায় রাজার

রাখ রাখ প্রজ্ঞানের প্রাণ ।

বু-ম।—দেবি !

ভীম দাবানল-মুখে কে পারে বাইতে ?

করাবু।—হায় হায়,

দৈত্য জাতি দয়ামায়হীন,

শত্রুপুত্রের করাবুর বাস,

হইল হতাশ, হায় হায় !

প্রজ্ঞান রে !—প্রজ্ঞান রে !

তোরে ছেড়ে কিবা লাভ প্রাণ ?

তোর সনে মরিষ এখনি,

মাতাপুত্রে বধুক নির্দয় রাজা ।

দাঁড়াও দাঁড়াও, মহারাজ !

মন সাধ মিটাও অচিরে

পুত্রসনে বধি' ছুখিনীরে ।

[বেগে প্রস্থান ।

[সকলের প্রস্থান ।

চতুর্থ দৃশ্য ।

মশাম ।

হিরণ্যকশিপু ও হস্তবদ্ধ প্রজ্ঞানদের
প্রবেশ ।

হিরণ্য।—প্রজ্ঞান !

আচ্ছা, আমার কথা তোর সনে

কাজ নাই,

কিন্তু তোর মায়ের স্নেহ মায়া

তুই কি ক'রে ছাড়তে চান ?

হরিনাম না ছাড়লে তাকে তোর মায়ের

স্নেহমায়া ছাড়তে হ'বে,

এ কথা যেন মনে থাকে ।

প্রজ্ঞান।—পিতা,

হরিনাম ছাড়লে

মায়ের স্নেহ মায়া ছাড়তে হ'বে ?

হরিনাম ছাড়ি নি বল্লেই তো

আমি পিতামাতার স্নেহাধীন ।

জীব যদি হরিনাম ছাড়ো

তবে কি আর তাঁর শ্রদ্ধাভক্তি থাকে ?

যে হরিনামহীন,

সে পাষাণ—মহাপাপী—নাশক ।

নাশক তো কিছুই মানে না,

নাশক জগদীশ্বর হরিতে বিশ্বাসশূন্য—

দৈবভক্তিশূন্য—ঈশ্বরপ্রমত্ত,

সে পিতামাতাকে মানবে কেন ?

যা'র হরিভক্তি আছে,

সেই পিতামাতার পূজা করে—সেবা করে ;

হরিই পিতার মেহ—মাতার মায়া ।

আহা, এমন হরিকে কি ছাড়তে আছে ?

হিরণ্য —আরে আরে পাপ শিশু !

দৈত্যকূলে হরি অরি,

হরই ঈশ্বর ।

হরিনাম তুলি হরনামে মাতা প্রাণ,

তা' হ'লে দুনিব—

প্রজ্ঞান বথার্থ পুত্র মোর ।

প্রজ্ঞান —হরহরি নহে ভেদ ;

এক দেব দুই মূর্তি,

এক কাল দ্বিবস রজনী ।

যেই জন ভেদ ভাবে,

নাস্তিক সে জন ;

পিতা হ'য়ে তনয়েরে

নাস্তিক হইতে বল কেন ?

নাস্তিক পুত্রের পাপে

জলন্ত নরকে যায় জনক জননী ;

বল তবে, নৃপমণি,

হরিহরে ভেদ-ভাবে কেমনে ভাবিব ?

হরিহর পূজ একাধারে ।

হিরণ্য —আরে হুট,

কে বলে অনোধ শিশু তুই ?

হুট-বুদ্ধি-অবতার—অযোগ্য সন্তান ।

ছিছি, হীনমতি !

পুত্র হ'য়ে কহিল পিতারে

শত্রুর করিতে পূজা ?

কে আছে কোথায়,

আইস তরায়,

দাও বুকে চাপাইয়ে পর্তের চূড়া,

হোক শূঁড়া পাপিষ্ঠ প্রজ্ঞান ।

পর্তুচূড়া লইয়া দৈত্যগণের প্রবেশ ।

দাও ত্বর চাপাইয়ে বুকে,

মরুক মরুক কুলদরে ।

পাছে হেথা আসে রাণী,

যাই আমি নিবারি তাহারে ।

[বেগে প্রস্থান ।

১ম দৈত্য —প্রজ্ঞান ! না দেখি নিস্তার আর,

এখনও কণা রাধ—

হরিনাম কর পরিহার ।

কেন তারাইবে প্রাণ ?

শুক্লভার এ পাষণ ;

ছাড় হরিনাম ।

প্রজ্ঞান —

(নীত)

পাষণের ভার নব রে শুক্ল পাণের ভাইই শুক্ল ভূতি ।

পাপকে আমি ভরাই বড়, শিলায় আমার কিসের ক্ষতি ?

তিল পরিমাণ পাণের ভার,

বইতে পারে সাধ্য কা'র ?

জগৎ কোটি অনেক লব্ধ, তুচ্ছ পাষণ রতির রতি ।

কোথায়, হরি ! দাঁড় হে দেখা,

পাণের গিরি মাঝায় রাধা

মাধাশীত মোর ;—

পায়ে গেঁসে দাঁও তে ফেলে পাণের পাষণ, পাণীর রতি !

দে রে বুকে চাপা'য়ে পাষণ ।

(ভূতলে শয়ন)

(প্রজ্ঞানের বাক্যপরি দৈত্যগণের

পর্তুচূড়া রক্ষা)

১ম দৈত্য —আহা,

প্রজ্ঞান আপনার কোষে আপনি মলো !

আহা, আর এ দৃশ্য দেখতে পারি নি ;

এখান থেকে যাই চল ।

[দৈত্যগণের প্রস্থান ।

(মহমা ভূগর্ভ ভেদ করিয়া-বিষ্ণুর গোব-

র্জনধারী মূর্তিতে উত্থান ও পর্তুচ-

চূড়া বামহস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলি দ্বারা

উত্তোলন করিয়া ত্রিভঙ্গ-

ভাবে দণ্ডায়মান)

প্রজ্ঞান —(দণ্ডায়মান হইয়া ক্রোধোড়ে

কীর্ণনের স্বরে) —

আহা, বড় ল্যাং বাজিগে করে যে,

শ্রু

ওহে জীবের ব্যাধাহারী হরি !

ফেলে দাও—ফেলে দাও—

দাসের কথা রাখ, প্রভু !—

ফেলে দাও পর্বতের চূড়া,

নৈলে কোমল করে পা'বে ব্যথা।

আহা, প্রভু ! আমার তরে

কত হৃৎ ভুঞ্জ দিবানিশি ;

ওহে কালশশী বংশীধারী হে—

ওহে বাঁকা শ্যাম দয়াল হরি হে—

কত হৃৎ ভুঞ্জ দিবানিশি,

আর কাজ নাই—কাজ নাই—

কৃষ্ণ ! কাজ নাই এতো কষ্ট পেয়ে।

আহা, আঁকা-বাঁকা শিলার লেগে

বাঁকা চূড়া আরো গেছে হে বঁকে ;

আহা, বিন্দু বিন্দু ঘাম ঝোরে,

বিশাল ললাট মাঝে—

বিন্দু বিন্দু ঘাম ঝোরে

বদনেন্দু হ'লো মেখে ঢাকা,

আহা, ভিজে গেছে গাধের তিলক-রেখা।

হরি, কাজ নাই আর গিরি ধ'রে,

ফেলে দাও হে ত্বরা ক'রে।

কৃষ্ণ।—(কীৰ্তনের সুরে)—

আহা, আয় রে বাছা, আঁর কোলে আয়,

একবার চুমিব ও চাঁদ-বদনখানি।

ওরে শুকুচুড়ামণি !

আমায় বেঁধেছিন্, বাপ ! ভক্তি-ডোরে,

আমি যাই না কোথা ছেড়ে তোরে,

হেরে তোরে ভাসি প্রেম-সাগরে।

বাছা,

তোর মত না হ'লে পরে,

কোন জীব পার আমারে ?

মনের যুখে না ডাকিলে,

প্রেমের হরি নাহি মিলে।

যে জন মনে ভোল, যুখে ডাকে,

আমার প্রেম চায় না তা'কে।

যে জন তোমার মত—বাহা রে—

তোমার মত ডাকে ভক্তিভরে,

বাধা আমি তা'র দুয়ারে।

প্রহ্লাদ।—দয়াময় !

যা'রা তোমায় ভুলে

সংসারের আরাধনায় ব্যস্ত,

তা'দের মুক্তি কিসে হ'বে ?

কৃষ্ণ।—প্রহ্লাদ ! ভক্তি বই মুক্তি হয় না।

প্রহ্লাদ।—হরি,

আহা, তা'দের দুর্গতি দেখে

আমার বড় কষ্ট হয়,

সে সব পাপীর

মুক্তি ও ভক্তির উপায় ব'লে দাও।

কৃষ্ণ।—প্রহ্লাদ রে ! তোরাই উপর

তা'দের ভক্তি ও মুক্তির ভার দিলেম।

প্রহ্লাদ।—হরি !

আমি অতি শিশু—অজ্ঞান—অধম,

ভক্তি বা মুক্তির কিছুই জানি না,

জানি কেবল—হরিবোল।

কৃষ্ণ।—ভক্ত রে,

তোর মুখে ওই প্রাণ-ভোলা নাম শুনে

আমি আপনহারা হ'য়ে আছি।

প্রহ্লাদ রে,

ঐ নাম শোনবার জন্য

আমি সর্বত্যাগী হ'য়েছি,

দিবানিশি তোরি কাছে থাকি

প্রহ্লাদ ! আবার বল—

প্রহ্লাদ।—(হরে)—

হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল।

(কথায়)—হরি ! আমার বড় সাধ হ'য়েছে,

তোমার যুখে ঐ নাম একবার শুন্বো।

কৃষ্ণ।—(হরে)—

হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল।

(গীত)

ভক্ত বই মোরে ভক্তি-ডোরে

অনন্ত-জগতে কে বাধিতে পারে ?

ভক্তাধীন আমি, ভক্তেরি তরে
যত্ন-পুতলী হইরে আমি ।
ভক্ত-সঙ্গ ছাড়া থাকিতে নারি,
ভক্তের আমি, ভক্ত আমারি,
ভক্তে হারাইলে যারে আঁখি-বারি,
ভক্তে গেলে কোলে তবে রে বাঁচি ॥

উভয়ে ।—হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল ।
[পর্কতচূড়া সমেত উক্কে কুকের প্রস্থান ।
বেগে উভয় মন্ত্রী ও দৈত্যগণের সহিত
হিরণ্যকশিপুর পুনঃপ্রবেশ ।

হিরণ্য ।—মন্ত্রী !
চুই কর্তে হরিনাম শুনলেন না ?
আবার বুঝি চুরায়া হরি এসেছে ?
কই, দেক্তে পাই না যে—
কোথায় পলায়ন কর্নে ?
এ কি!—এ কি! প্রহ্লাদ মরে নি!
পর্কতের চূড়া কই ?

প্রহ্লাদ ।—কি হেতু মন্দেহ, পিতা,
বিশ্বপিতা নয়ময় হরি,
হের ওই, পর্কতের চূড়া
উড়াইয়া দিলা নীল নভে ।
হের ওই, মেঘখণ্ড সম
উড়িছে পর্কত-চূড়া ।

(সকলের উর্দ্ধদিকে দৃষ্টিপাত)

র-ম ।—(স্বগত)—গতিক বড় ভাল নয়,
ঠিক মাথার উপর পর্কতের চূড়োটা দৃষ্টে,
যদি পড়ে, তো হাড়গোড় শুঁড়ো হ'য়ে
একেবারে ছাত্ত !
(প্রকাশে)—মহারাজ !
এ স্থানটা ভাল নয়,
প্রহ্লাদকে নিয়ে অন্য স্থানে চলুন,
আকাশে দেখেচেন তো ?

হিরণ্য ।—সামান্য পান্যপথও কেন এত ভয় ?
রহ অণকাল, মন্ত্রী !
ভীক শর এড়ি'

প্রহ্লাদের হরি সনে
কোটিখণ্ডে শুঁড়াইব পর্কতের চূড়া ।
প্রহ্লাদ ! কই তোর হরি ?
শুধু যে পর্কত-চূড়া হেরি ।
প্রহ্লাদ ।—ওই যে পিতা,
জলধর-কোলে নবজলধরশ্যাম,
আহা, দেখ দেখ কি সুন্দর রূপ ।
(হুরে)—হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল ।

হিরণ্য ।—(সক্রোধে)—আরে ছুট,
মিথ্যাভাবে ভুলা'স আমারে !
কেবল পর্কত উড়ে,
কোথা তোর কৃষ্ণ চুরাচার ?
যাই হোক, এড়ি' বাণ
ধান ধান করি গিরিচূড়া ;
রহে যদি শত্রু মোর হোথা,
চূড়া সনে বা'বে বমালয়ে ।
(গিরিচূড়া লক্ষ্য করিয়া পুনঃপুনঃ
শ্রত্যাগ)

এ কি ! নাহি ছুটে শর,
কিছু দূর উঠি' পড়ে লুটি' অধোমুখে !
অহো, নিগুণ ধনুর গুণ !

প্রহ্লাদ ।—পিতা,
নিগুণ ধনুর গুণ নয়,
নিগুণ পুরুষ হরি,
নিগুণ হরিরে
কোন গুণে শর তব পারে পশ্চিমারে ?
কেন বুঝা এতেক আয়াস ?
করহ বিশ্বাস মোর তা'বে,
অনায়াসে পা'বে হরি,
হরিপ্রেম-স্থধার সাগরে
ভাসিবে মনের সাথে,
অন্তিম সময়ে
দ্বিবে ফাঁকি যমেরে অবশিষ্ট ।
বল বল, স্নেহময় পিতা ! বল—
(হুরে)—হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল

শূন্য কক্ষ ।—(সুরে)—

হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল ।

প্রহ্লাদ ।—পিতা, বড় পুণ্যবান তুমি,

আহা, ঐ শোনো—ঐ শোনো—

নিজে হরি হরিবোল বলে ।

এস এস, পূজ্যপাদ পিতা,

সবে মিলি' বলি—

(সুরে)—হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল ।

হিরণ্য ।—মন্ত্রী !

উম্মাদের প্রায় করিল আমায়

হুতাচার পাষণ্ড প্রহ্লাদ ।

আর না—আর না—

অচিরে দুঃষ্টের বধ সমুদ্রে ডুবায়ৈ ।

[প্রহ্লাদকে লইয়া সকলের প্রস্থান ।]

পঞ্চম দৃশ্য ।

গভীর সনুজ—পার্শ্বে উচ্চপর্কতশ্রেণী ।

শূন্য হনুমানের পৃষ্ঠে বিষ্ণুর রামমূর্তিতে

প্রবেশ ।

রাম ।—উঠ উঠ, জ্বলন্ত বরুণ,

জল ছাড়ি' অচিরায় ।

(জল হইতে বরুণের উত্থান) ।

বরুণ ।—(করযোড়ে,—

এ কি মূর্তি হেরি, হরি !

ধনুশরধর রাম রুবর বীরবেশ ।

কি আদেশ পাণিব, পরেশ ?

রাম ।—ভক্তচূড়ামণি প্রহ্লাদ আমার

পাড়িবে হে দারুণ সঙ্কটে ।

নির্দয় জনক তা'র নির্দয় অন্তরে

আজ্ঞা দিল দৈত্যগণে,—

হস্তপদ করিয়া বন্ধন

ব্যক্ চাপাইয়ে শিলা

ডুবাইতে সিদ্ধজলে ।

বরুণ !

এই সে কারণে কহি—

অবিলম্বে কহ পবনরে

প্রহ্লাদের কাণে

অলক্ষ্যে সবার শুনাইতে রাম-নাম ।

রাম রাম বলে

সিদ্ধজলে ভাসিবে প্রহ্লাদ,

থলে যাবৈ—তেসে যাবৈ শিলা ।

তুমিও সতর্ক হ'য়ে

রক্ষা ক'র প্রহ্লাদ শিশুরে ।

দেখো, জলেশ্বর !

বিন্দুমাত্র লবণানু যেন না যায় উদয়ে ।

ওই আসে দৈত্যগণ প্রহ্লাদে লইয়া,

আমি চলি' এখন ।

বরুণ ।—আহা, ধনা আমি, হরি !

তব শ্রেষ্ঠতম ভক্ত পর্শিবে আমারে ।

[শূন্য রামের অন্তর্ধান ।

[জলমধ্যে বরুণের প্রবেশ ।

প্রহ্লাদ ও দৈত্যগণের প্রবেশ ।

প্রহ্লাদ ।— (গীত)

হরি বলে সবার নাচে, আমি হরিনামের লীলা ।

মাগর-জলে হেলে ছলে লাইব নাচে তাল বেতালা ॥

তুই কেন, মন ! মড়ার মত

নিরুপ হোয়ে থাকিস্ এত ?

নাচ, না রে ভাই, হরি বলে, হুড়িয়ে যাবে প্রাণের আলা ।

১ম দৈত্য ।— প্রহ্লাদ,

বার বার অনেক বার ম'ন্তে ম'ন্তে বেঁচেছো,

কিন্তু এবার বড় সঙ্কট ।

ভয়ানক সনুজ,

ততোধিক ভয়ানক জলজন্ত

জলে ভ্রমণ ক'চে,

এ সঙ্কটে আর বাচবে না ।

ভাই বল'চি, এখনো হরিনাম ভুলে যাও ।

প্রাতিজ্ঞা কর, আর হরি বলে না,

তা' হ'লে আমরাও প্রতিজ্ঞা করি,

তোমাকে রাজার কাছে ফিরে নিয়ে যাব ।

প্রহ্লাদ ।—ভাই,

যে জীব এক প্রতিজ্ঞা ক'রে পালন করে না,
আবার আর এক প্রতিজ্ঞা করে,
তা'র প্রতিজ্ঞা অসার—মিথ্যা,
সে জীবও জীবনাসের অযোগ্য ।

ম দৈত্য ।—তুমি কি প্রতিজ্ঞা করেছ ?

প্রহ্লাদ ।—জীবের দুর্গতিনাশের জন্য
হরিনাম প্রচার ।

ম দৈত্য ।—জীবের দুর্গতিনাশ তো দূরের কথা,
হরিনামে
তোমার নিজের দুর্গতিও তো বুকে না,
কঠোর উপর কত কষ্টই পাচ্ছে ।

প্রহ্লাদ ।—ভাই,

বিনা কষ্টে
ধনি থেকে কে মণি তুলতে পারে ?

ম দৈত্য ।—রাজকুমার !

অতি সামান্য—অতি তুচ্ছ মণির জন্যে
তোমার অমূল্য জীবন-মণি যে যায়,
তা'র উপায় কি ক'রেছো ?

প্রহ্লাদ ।—আমার অমূল্য জীবন-মণি

নষ্ট হ'বে কেন ?
হরিই যে আমার জীবন-মণি ।
হরি 'অজর অমর অনন্ত অমেয় অসামান্য,
এমন হরিই আমার জীবন-মণি,
তবে কেন আমার জীবন যা'বে ?
(স্বগত)—এ কি !

কে আমার কাণে কাণে ব'লে—

'প্রহ্লাদ রে ! রাম রাম বল',
রামনামে জলে শিলা ভাসে,
শমন পালায় ত্রাসে ;

আজ তোর শেষ পরীক্ষা,

আজ তোর হরি রামরূপে

অলক্ষ্যে তোকে কোলে ক'রে ব'সে আছেন ।

প্রহ্লাদ রে, বল্ রাম রাম !'

(প্রকাশে)—ভাই ষাডুকণ,

আর কেন বিলম্ব কর ?

আমাকে পর্বত থেকে

সিঁদুজলে ফেলে দাও ।

ম দৈত্য ।—তোমার কি মৃত্যুভয় নেই ?

প্রহ্লাদ ।—হরি যে আমার মৃত্যুঞ্জয় ।

ম দৈত্য ।—কিন্তু এবার আর নয় ।

রাজকুমার ! এখনো হরিনাম ছাড় ।

প্রহ্লাদ ।—ছি ছি, বার বার ঐ কথা !

আমি পিতা মাতা ভাই বন্ধু ছাড়তে পারি—

জগৎ ছাড়তে পারি—

আমার তুচ্ছ প্রাণও ছাড়তে পারি,

তবু হরিনাম কখনই ছাড়তে পারি না ।

হরিনামের প্রেমে আমার প্রাণ পাগল—

মন পাগল—আত্মা পাগল—আমিও পাগল ।

হরিনামশূন্য পৃথিবী প্রাণশূন্য,

এমন পৃথিবীকে হরিনামরূপ নবপ্রাণ দেবো ;

পৃথিবীর নবপ্রাণের সঙ্গে

আমার নবপ্রাণ মিশা'বো ;

অনন্ত কোটি প্রাণের সঙ্গে

আমার প্রাণ মিশ'বে,

বীণাযন্ত্রের তারের মত

আমাদের দেহ-বীণা-যন্ত্রের প্রাণরূপ তারগুলি

মধুর বোলে

যখন হরিবোল হরিবোল ব'ল'বে,

আহা, তখন কে আর স্বর্গে যেতে চা'বে ?

ভাই ষাডুক রে ! সকলে মিলে বল—

(সুরে)—হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল ।

ম দৈত্য ।—সকলনাশ ক'লে,

বিপদে ফেলে দেখ'চি,

প্রহ্লাদ, আর হরি বলে চেঁচিও না ।

কথায় কথায়

রাজার কাছে আমরা দোষী হই,

কেন আমাদের সর্বনাশ কর ?

প্রহ্লাদ ।—আহা, আমার জীব !

কবে তোদের মায়া-মরীচিকা ঘুচ'বে ?

হরিনামে সর্বনাশ হয়—ছি ছি,

হরি ! কবে এদের ভ্রম ঘুচ'বে ?

কবে এরা তোমার মুক্তিমর পবিত্র নামের
উজ্জ্বল আলোক-রেখা দেক্তে পা'বে ?
কবে এরা তোমার এই ভূত্যের মত বলবে,
(হুরে)—হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল।

১ম দৈত্য ।—প্রহ্লাদ !

আমাদের হত্যা করাই কি
তোমার হরিবোল বলার উদ্দেশ্য ?

প্রহ্লাদ ।—অবোধ !

হরিনামে যদি জীবহত্যা হয়,
তবে আমি কেন মরিমি, ভাই ?

১ম দৈত্য ।—হরি তোমার বন্ধু,
কিছু আমাদের শত্রু ।

প্রহ্লাদ ।—না ষাতুক, তানয়,
তিনি ইচ্ছাময় ।

যে তাঁ'কে যে ভাবে ভাবে,
তিনি তা'র হৃদয়ে সেইরূপে বিরাজ করেন ।
আমার মত তোমরাও তাঁ'কে দীমবন্ধু বল,
তা' হ'লে আমার মত মরবে না ।

১ম দৈত্য ।—না,
আমরা ছেলেমানুষের কথাই তুলিনি ।

২য় দৈত্য ।—ভাই, ছেলেমানুষের সঙ্গে
ছেলেমানুষী ক'তে গিয়ে
এইবার প্রাণে মরি ।

১ম দৈত্য ।—কেন, কি হ'লো ?

২য় দৈত্য ।—ঐ দেখ, মহারাজ আস'চেন ।

১ম দৈত্য ।—সর্বনাশ !

প্রহ্লাদ ! প্রহ্লাদ ! কি হ'বে !

প্রহ্লাদ ।—ভয় কি, ভাই ? বল বল—

(হুরে)—হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল ।

বেগে হিরণ্যকশিপুর প্রবেশ ।

হিরণ্য ।—(দৈত্যগণের প্রতি)—আরে হুরাআরা !

এখনো পাষণ্ডকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করিস্ নি ?

প্রহ্লাদ ।— পিতা ! ওদের দোষ কি ?

ওরা

আপনার আদেশ পালন করবে ন'লেই তো

আমাকে এখানে এনেছে ।

ঐ দেখুন পাষণ্ড,

ঐ পাষণ্ড আমার বুকে বেঁধে

এখনি সমুদ্রে নিক্ষেপ করবে ।

কেবল আমিই

ওদের একটু বিলম্ব ক'স্তে ব'ল্চি ।

হিরণ্য ।— শত্রু-নিপাতে বিলম্ব কি জন্য ?

প্রহ্লাদ ।—পিতা,

এই সামান্য সমুদ্র দেখে আমার মনে

অপার-ভব-সমুদ্র জেগে উঠেছে ;

এই সমুদ্র-জলে

আমি প্রাণ পরিত্যাগ ক'রে

অনন্ত ভব-সমুদ্রে পড়'বো ।

পিতা,

তাই সেই অগাধ ভব-সমুদ্র-পারের

কাণ্ডাবীকে ডাক্চি ।

হিরণ্য ।—কে কাণ্ডারী ?

প্রহ্লাদ ।—মধুসূদন হরি ।

হিরণ্য ।—(সক্রোধে)—দৈত্যগণ !

অবিলম্বে বাঁধ ভুটে,

বক্ষে দাঁও শিলা-ভার,

পর্বতে তুলিয়া, দাঁও ফেলি' সিদ্ধজলে,

ডুবিয়া মরুক হুরাচার,

মহাশত্রু হউক নিপাত ।

ফিরিয়া আসিয়া পুন

দেখি যেন প্রহ্লাদবিহীন সিদ্ধতট ।

[প্রস্থান ।

প্রহ্লাদ ।—বাঁধ রে ষাতুকগণ,

পাষণ্ড চাপা রে বুকে,

দে রে ফেলি' সমুদ্রের জলে ।

(প্রহ্লাদকে তরুণ করিয়া দৈত্যগণের

পর্তুতারোহণ)

জয় রাম ! জয় রাম ! জয় রাম !

(দৈত্যগণ কর্তৃক সমুদ্রে প্রহ্লাদকে নিক্ষেপ

বেগে দৈত্যগণের প্রবেশ ।

১ম বালক ।—(অন্যান্য বালকগণের প্রতি

সরোদনে)—

হায় হায়, ভাই, কি হ'ল—কি হ'ল—
প্রজ্ঞান জলে ডুবে গেলো !

বালক ।—(সরোদনে)—ভাই প্রজ্ঞান !

আহা, কেন তোর বাপের কথা শুনি নি !
ভাই !

কে আর আমাদের নিয়ে খেলা করবে !

কে নতুন নতুন খেলা শিখাবে !

কে আমাদের ভাই ভাই বলে ডাকবে !

প্রজ্ঞান ।—(জলে ভাসিতে ভাসিতে)—

ভাই ! তোরা কেন কাঁদচিস্ ?

আমি মরি নি রে !

এই দ্যাখ্, ভাই,

আমি হরিনামের ভেলা চ'ড়ে

কেমন ভাস্চি ।

এই দ্যাখ্,

ভারি পাথরখানা আমাকে ডুবতে না পেরে

বুক থেকে খুলে প'ড়ে কেমন ভাস্চে ।

এই দ্যাখ্,

আমি তার উপর কেমন ব'সে আছি ।

বালক ।—(প্রজ্ঞানের প্রতি)—

বলিস্ কি, ভাই !

পাথর ভাস্চে !—কই দেখি !

প্রজ্ঞান ।—এই দ্যাখ্, ভাই !

কগণ ।—(অগ্রসর হইয়া দেখিয়া সবিম্বয়ে)—

আ—তাই তো !

এমন তো কখনো দেখিনি—শুনি নি ।

বালক ।—ভাই প্রজ্ঞান !

পাথর কি ক'রে ভাস্লে জলে ?

প্রজ্ঞান ।—হরি হরি বলে ।

বালক ।—তবে আমরাও বলি—

কগণ ।—হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল ।

দৈত্য ।—আরে মলো,

ছেলেগুলোও হরিবোল বলে যে ।

আরে চুপ্ কর, আরে চুপ্ কর,

রাজা তোদেরও জলে ফেলবে ।

বালক ।—ফেলে তো সবই করবে !

১ম দৈত্য ।—ডুবে মরবি যে ।

১ম বালক ।—তোরাই মরবি,

আমাদের বোঝে গেচে !

হরিনামে যেকালে পাথর ভাসে,

সেকালে আর আমরা ভাসবো না ?

আয়, ভাই, সবাই মিলে আবার বলি—

বালকগণ ।—হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল ।

১ম দৈত্য ।—(অপর দৈত্যগণের প্রতি)—

ওরে ভাই ! ছেলেগুলো করে কি ?

২য় দৈত্য ।—ও ভাই !

আমার মনের কপাট খুলে গেলো,

আহা, অন্ধকার ঘুচে কেমন আলো হ'লো—

আমিও বলি—

হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল ।

প্রজ্ঞান ।—(জল হইতে তীরে উঠিয়া

সানন্দে ২য় বাতকের প্রতি)—

আয় আর, ভাই,

তোকে একবার আলিঙ্গন করি !

(আলিঙ্গন করিয়া)—আবার বল—

(স্বরে)—হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল ।

১ম দৈত্য ।—প্রজ্ঞান ! আমার গতি কি হ'বে ?

প্রজ্ঞান ।—আর ভয় কি, ভাই ?

বল—হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল ।

১ম দৈত্য ।—হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল ।

প্রজ্ঞান ।—(অত্যন্ত দৈত্যগণের প্রতি)—

ভাই, তোমরা কেন নীরবে ?

অলস জিহ্বাকে স্ববশে আনো ।

দৈত্যগণ ।—হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল ।

সকলে ।—হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল ।

প্রজ্ঞান ।—চল, ভাই,

এইবার সকলে মিলে পথে পথে ঘারে ঘারে

হরিনাম বিলাতে বিলাতে

পূজ্যপাদ পিতার কাছে যাই ।

বালকগণ ।—বেশ কথা, ভাই ! তাই চল ।

সকলে ।—হরিবোল হরিবোল—হরিবোল ।

[সকলের প্রস্থান ।

বল, আচার্য্য ! বল বল
 যমদণ্ড এড়াবার কি উপায় ক'রেচো ?
 ষণ্ড ।—(চিহ্ন করিয়া)—প্রহ্লাদ ! মোহ ঘুচিল রে,
 কে রে তুই ?—কে রে তুই ?
 কোন্ সাধু আইলি সাধিতে হিত ?
 সিদ্ধজলতলে মহামুক্তা মত
 দৈত্যকূলে কে তুই, রে বাছা ?
 নিবিড় নীরদ ছাড়ি' যথা
 অনন্ত জলন্ত কর ঢালে দিবাকর,
 তেমতি পবিত্র-জ্ঞান-আলোক ছড়া'য়ে
 অজ্ঞান-অঁধার-মেঘ ছাড়ি'
 কে তুই আইলি হেথা ?
 বড় ভাগ্যবান্ মোরা,
 তেঁই পেছ শিষ্য তোমা'হেন,
 আয়, বাপ, করি আলিঙ্গন।
 প্রহ্লাদ রে, দয়া ক'রে ব'লে দে উপায়—
 কিসে ত্রাণ পায়
 এ পাষণ্ড পাপমতি গুরু তো'র ?
 প্রহ্লাদ ।—গুরুদেব ! তোমাদের অনুগ্রহে
 পাইরাছি মুক্তির সম্বল হরিনাম,
 বল বল—হরিবোল—হরিবোল।
 ষণ্ড ।—(উচ্চবাহ হইয়া)—
 হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল।
 (অমর্কের প্রতি)—অমর্ক রে !—ভাই রে !
 আয় আয় দুই ভাই মিলে বাহ তুলে বলি—
 উভয়ে ।—হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল।
 সকলে ।—হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল।
 ষণ্ডপত্নী ।—(মভয়ে ষণ্ডের প্রতি)—
 কি সর্বনাশ !
 ওগো, তুমি কর কি ?—কর কি ?
 ছেলেগুলোর সঙ্গে ভাইয়ের হাত ধ'রে
 তুমিও হরিবোল বোলা'চো !—
 ঐ্যা,—মহারাজ শুনে শূলে ধেবে ধে।
 পালিয়ে এসো—ছুটে পালিয়ে এসো।

ষণ্ড ।—পত্নি !
 কোন্ স্ত্রী পতিব্রতা ?
 ষণ্ডপত্নী ।—যে পতির সংপর্শই নেয়,
 ভক্তির সহিত পতিসেবা করে।
 ষণ্ড ।—তবে আর কোন কথা কয়ো না,
 পতির সঙ্গে ভক্তিভরে একবার বল—
 হরিবোল - হরিবোল—হরিবোল।
 ষণ্ডপত্নী ।—হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল।
 সকলে ।—হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল।
 বেগে কয়ানুর প্রবেশ।
 প্রহ্লাদ ।—মা ! মা !
 কয়ানু ।—বাবা ! বাবা !
 প্রহ্লাদ ।—আজ তোমার প্রহ্লাদের
 জন্ম সফল হ'ল ;
 মা, আজ তো'র প্রহ্লাদ
 এই সকল বৈষ্ণবের দাস।
 মা ! মা !
 এমন সৌভাগ্য আমার কখনও হয় নি,
 আজকের মত
 আনন্দের দিনও কখনও হয় নি।
 মা গো, এমন আনন্দের দিনে
 এস মাতাপুত্রে প্রাণ ভ'রে বলি—
 উভয়ে ।—হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল।
 সকলে ।—হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল।
 প্রহ্লাদ ।—হরি !
 আমরা সর্গ চাই না—
 চাই শুধু তোমার প্রেম।
 ঐশ্বর্য্য চাই না—চাই শুধু তোমার দয়া।
 ত্রিলোকের কিছুই চাই না—
 চাই শুধু তোমার রাজা পা হ'খানি।
 সাংসারিক কথা কহিতে চাই না—
 চাই শুধু তোমার নাম-সঙ্কীর্্তন।
 এস এস সবাই মিলে
 প্রাণ খুলে, বাহ তুলে—
 আবার হরিসঙ্কীর্্তন করি।

সকলে।— (হরিসকীর্তন)

হরি বল হরি বল হরি বল মন !

পুরুষগণ।—

হাড় হাড়, জম হাড়,
সংসার-স্বপন ॥

প্রজ্ঞাদ।—

(একবার হরি বল রে!)—

রমণীগণ।—

আয় ভক্তিতরে, উচ্চসরে,
করি হরি সস্কীর্তন ॥

প্রজ্ঞাদ।—

(ও রে নেচে নেচে রে!)—

রমণীগণ।—

যে জন বাহু তুলে, হরি বলে,
হরি তা'রে দেয় দরশন ॥

প্রজ্ঞাদ।—

(এম্মি দয়াল হরি রে!)—

সকলে।—

আমরা প্রেম-ভিখারী, প্রেমের হরি,
করে প্রেম বিতরণ ॥

প্রজ্ঞাদ।—আমার সাধনার সিদ্ধি লাভ হ'য়েচে,

চল চল,

এইবার আমার পিতাকে হরিনাম শুনাই।

(হুরে) —হরিনামের প্রেমে পাষণ গলে,

আমার পিতার হৃদয়ও যা'বে গ'লে।

চল চল সবাই মিলে—কেবল বলে—

সকলে।—(হুরে) —

হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল।

[সকলের প্রস্থান ।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

রাজসভা।

হিরণ্যকশিপুৰ প্রবেশ।

হিরণ্য।—(অস্থির হইয়া)—কি করি—কি করি!

কিছুতে না মরিল প্রজ্ঞাদ!

শত্রুঘ্নে এত বলীয়ান।

কি আশ্চর্য্য! এতই প্রবল হরি-নাম-গান।

ওহো, শত্রুঘ্ন-গভীর-নিদ্রা

ছেয়ে গেল আকাশ ভূতল।

নেপথ্যে বহুকণ্ঠে।—

হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল।

হিরণ্য।—অহো, পুন সেই ভীম রোল!

কি হ'বে—কি হ'বে—

কিসে যা'বে এ দারুণ জালা?

দারুণ দারুণ মর্ঘ্যব্যথা কিসে যা'বে?

কিসে মান র'বে?

হা—কি হ'বে—কি হ'বে—

না দেখি উপায় আর!

নেপথ্যে বহুকণ্ঠে।—

হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল।

হিরণ্য।—আবার—আবার!

অহো, বজ্রসম তীব্র হৃৎকার!

বধির শ্রবণ—ব্যতিব্যস্ত মন—

হায় হায়—কি করি উপায়,

কে আছিল কোথা?

আয় ছুটে হেথা—ঘুচা মর্ঘ্যব্যথা—

দে বিধ আমার—দে বিধ আমার।

আত্মহত্যা মঙ্গল আমার,

তাহা ছাড়া না দেখি নিস্তার।

নেপথ্যে।—হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল।

হিরণ্য।—অহো—আবার—আবার!

আর না থাকিতে পারি হেথা—যাই যাই।

(গমনোন্মোহ, কিন্তু সহসা চমকিয়া)—

এ কি এ কি!—পথ নাহি পাই,

চৌদিক আঁধার—অহো—পথ নাই!—

অহো—ও কি ভীম ছায়া!

কাঁপে কায়া দারুণ তরাসে!

অট্টহাসে কে কোথায় হাসে!

কে যায়?—কে আসে?

বুঝিবারে নাহি পারি কিছু,

ভীম চক্র ঘোরে আও পিছু!

অহো ! ও কি পুনঃ—নব মহাজীব !

বিধাতার হৃষ্টিমাঝে

হেন মূর্তি কভু দেখি নাই ।

উদ্ধদেহ ভয়ঙ্কর সিংহাকার—

অখোদেহ নরাকার ;

হৃৎ হ'তে হৃৎসতর !

এ কি ! এ কি ! পুনঃ মহামূল্য !

সিংহনাদে গরজিয়া আসে,

যেন মহাগ্রাসে নিল সাপটিয়া

উলটিয়া কেলি' মোরে জাহুর উপরে ।

ধরধরি' কাঁপে কায়,

ধড় ছাড়ি' বায় যেন প্রাণ ;

কে ও !—কে ও ! ছায়া-জীব এত ভয়ঙ্কর !

কই ! কোথা লুকাইল ! এ কি রে আঁধার !

জলন্ত বিদ্যুৎ যেন লুকাইল মেঘে

মহাবেগে আচলিতে ।

আঁধার ! অহো, অনন্ত আঁধার !

অহো ! আবার সেই ভীম কায়—

আবার সেই জিহ্বা লকূলকি—

আবার বিকট দৃষ্টি—

ওঃ কি ভীম নখর ! আবার গর্জিয়া ওল,

গেল গেল শ্রাণ,

নাহি ত্রাণ—নাহি ত্রাণ,

উদর-বিদীর্ণ-আশে আসে !

অহো—বধিল বধিল মোরে !—

হায় হায়, কোথা বাই—

কোথায় দাঁড়াই—পথ নাহি পাই !

(ইতস্ততঃ ধাবন)

বেগে প্রহ্লাদের প্রবেশ ।

প্রহ্লাদ ।—পিতা, ভয় নাই—ভয় নাই,

পুত্র তব দেখাইবে পথ,

এত দিনে পূর্ণমনোরথ তুমি ।

হরিনাম স্বর্গীয় আলোক,

যে আলোকে কোটি কোটি ভাষু

ধরি' তব আলোক বিলাস,

পিতা, সেই হরিনামালোক

ধরিষু তোমার অন্ধকারময় জীবনের পথে ;

এস এস, হরি-প্রেমে যেতে

পিতাপুত্রে মিলে ভক্তির সহিতে

বলি—হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল ।

বালকগণ দৈত্যগণ, যণ্ডামর্ক, উভয় মন্ত্রী

(ও যণ্ডপত্নীর) প্রবেশ ।

বালকগণ ইত্যাদি ।—

হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল ।

হিরণ্য ।—ছিছি, পাষণ্ড প্রহ্লাদ সনে

লজ্জাতরহীন-মনে

সবাই হিরির নাম গায় !

মোর অন্নে ধরিয়া জীবন

আমারই অহিত-চিন্তন !

ছিছি, সবাই হইল মোর অরি,

এত দিনে শত্রুময় হিরণ্যকশিপু,

একা হরি নয়—

এত দিনে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড মোর রিপু ।

আরে আরে পাষণ্ড প্রহ্লাদ,

দূর হ—দূর হ ।

দূর হ রে প্রহ্লাদোহিণ !

থাকিলে নিকটে, পড়িবি সঙ্কটে,

এই ধোঁকা করিব নিধন ।

প্রহ্লাদ ।—(সকলের প্রতি) —দূত কর চিত্ত,

না হইও ভীত কেহ ;

বৈষ্ণবের দেহ কে পারে কাটিতে ?

না করিও ভয়,

বল, জয় রাম জয় ! জয় হরি জয় !

মোহাচ্ছন্ন পিতার আমার

দিব্যজ্ঞান হয় নি এখনো—

করাও শ্রবণ হরিনাম—

বল বল উচ্চ রবে—

সকলে ।—হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল ।

হিরণ্য ।—আরে রে প্রহ্লাদ !

বার বার কি হেতু বলিস্ হরি ?

কোথা তোর হরি ?

সকল তা'র নাই, মরিয়াছে হরি তোর ।

প্রজ্ঞাদ ।—পিতা, এমন কথা আর ব'ল না,

হরি মরেন না, হরি অমর ।

হিরণ্য ।—অমর যদিও,

তবে কি হেতু না আসে মোর পাশে ?

অমর কি ত্রাসে কোন জনে ?

দেখা—কোথা তোর হরি ?

প্রজ্ঞাদ ।—হরি সর্বত্র, হরি ঐক্ষাণ্ড, হরি ব্রহ্ম ।

হিরণ্য ।—মিথ্যা কথা ।

প্রজ্ঞাদ ।—না, পিতা !

হিরণ্য ।—নিশ্চয় বলচি তোর হরি সর্বত্র ?

প্রজ্ঞাদ ।—রাজা হিরণ্যকশিপু পুত্র

কখনো মিথ্যা কথা কয় না ।

হিরণ্য ।—আচ্ছা,

এই ক্ষটিকস্তম্ভে তোর হরি আছে ?

প্রজ্ঞাদ ।—(স্বগত) —হে সত্যময় হরি !

তোমার ভক্তের বাক্য যেন সত্য হয় ।

(প্রকাশে) —হাঁ পিতা,

সমস্তরূপ দ্বারা হরি ঐ স্তম্ভে আছেন ।

হিরণ্য ।—(সক্ৰোধে) —কি !

আমার ভাতৃহত্যা পরমশত্রু

দুঃখ হরি এই স্তম্ভমধ্যে !

প্রজ্ঞাদ ! তোর প্রতি আমি সন্দেহ হ'লেম,

তুই আমার শত্রুর গুপ্তসন্ধান ব'লে দিয়ে

যথার্থ পুত্রের মতই কার্য্য করি ।

এই দ্বাখ,

তোরি সম্মুখে আমার মহাশত্রু বিনাশ করি ।

(সবলে ক্ষটিকস্তম্ভে ঝড়ঝাঝাত, স্তম্ভ

চূর্ণীকৃত হওন ও ভয়ঙ্কর হইতে বিষ্ণুর

নৃসিংহমূর্তিতে সজ্জা

বহিরাগমন)

হিরণ্যকশিপু বাতীত সকলে ।—

হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল ।

হিরণ্য ।—(সক্ৰোধে)—

আরে আরে দৈত্যকুল-অরি হরি,

বিধাতা সদয় মোরে আজ,

গৃহে বসি' পাইলাম মহারিপু ।

আরে মোর ভাতৃহত্যা,

আয় আয়, শেষ দিন তোর,

ভুত দিন মোর এত দিনে ;

আয়, দুঃখচার,

পশুপতি নরমূর্তি হুই খণ্ড করি ঝড়-বায় ।

(ঝড়ঝাঝাতোদ্যোগ)

নৃসিংহমূর্তিধারী বিষ্ণু ।—আয় রে পরম ভক্ত,

আয় আয় হিরণ্যকশিপু !

বৈকুণ্ঠপুরীর শক্তি তুই,

তো' বিহনে বৈকুণ্ঠ আঁধার বহু দিন ;

হিরণ্যক ভাতা তোর আমার বিজয়,

তুই মোর ভক্ত জয় ।

এত দিনে সনকের শাপ

ত্রিভাণের এক ভাগে হইল পূরণ ;

শক্রভাবে ত্রিজন্মের তোমা' দৌঁহাকার

এক জন্ম পূর্ণ হ'ল ।

হিরণ্য ।—প্রভু ! প্রভু ! হরি !

সংহারিয়া মোরে করহ নিস্তার ।

(নৃসিংহ কর্তৃক হিরণ্যকশিপুবধ ।)

বেগে নারদের প্রবেশ ।

নারদ ।—

(গীত)

ক্ষটিক-স্তম্ভ করি' বিধার,

আধ-সিংহ, আধ-নারাকার,

স্তম্ভিত করি' নানবপুত্রী,

ভীরু প্রতি সাক্ষি'ছে ।

হরিনামধেয়ী, হুব-নর-রিপু,

দৈত্যগতি হিরণ্যকশিপু,

দশন নখরে হ'য়ে বিদীর্ণ,

জাহ্নব উপরি সূচি'ছে ।

যবনিকাপতন ।

গঙ্গা-মহিমা ।

[পৌরাণিক ইতিবৃত্তমূলক নাটক]

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ ।

পুরুষ ।

ব্রহ্মা । বিষ্ণু । মহাদেব । ইন্দ্রাদি দেবগণ ।
যম । নন্দী । ভৃঙ্গী । গরুড় । কপিল । নারদ ।
জহ্নু । বশিষ্ঠ । হিমালয় । ঋষিগণ । মুনিশিষ্য ।
সগর । সগরপুত্রগণ । অংগমান্ন । ভগীরথ ।
রুদ্ধমন্ত্রী । নাগরিক বালকগণ । ঋষিবালকগণ,
ইত্যাদি ।

স্ত্রী ।

লক্ষ্মী । গঙ্গা । নিদ্রা । রজনী । দেবীগণ ।
দৈববাণী । জ্যোষ্ঠা রাজ্ঞী । কনিষ্ঠা রাজ্ঞী ।
ঋষিপত্নীগণ, ইত্যাদি ।

সূচনা ।

প্রথমাকাঙ্ক্ষা—শিবলোক ।

কৈলাসস্থ বিল্ববন ।

একটি বৃহৎ বিল্বরক্ষমূলে মহাদেব

ধ্যানাসীন ।

কূরে দুই পার্শ্বে ত্রিশূলহস্তে নন্দী ও ভৃঙ্গী

দণ্ডায়মান ।

নন্দী ও ভৃঙ্গী।— (গীত)

জয় ভূতভাবন, বিশ্বপাবন, সাধুসঙ্কররঞ্জন ।

জয় অগ্নিভালক, জীবপালক, মহিমাশালকশোভন ।

জয় আদিকারণ, ভীতিবারণ, পাপভীষণনাশন ।

জয় শৃঙ্গবাদক, ভালপাবক, দুইবক্ষকশাসন ।

জয় প্রেতনাশক, তত্ত্বগায়ক, শূলশায়ক ধারণ ।

জয় ভক্তবৎসল, সত্যানিষ্ঠল, নিত্যসঙ্গলকারণ ।

জয় যশোবিন, ভক্তশাসন, বিশ্বকামনচারণ ।

জয় সর্পধেনন, দর্পহারণ, মীনকেতনধারণ ।

মহা।—ঐশী মূর্তি বিভক্ত ত্রিভাগে—

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহাদেব ।

পূর্বভাগ স্বজনকারণ,

মধ্যভাগ স্থাপনপালনহেতু,

অন্তভাগ অন্তকস্বরূপ ।

আমিই সে অন্তভাগ—মহাদেব—মহাকাল ।

বহুদুগ হইল অতীত,

বহুদুগ জীবজাতি হইল সৃজিত,

বহুদুগ হ'তে ধ্বংসকাণ্ডে আমি নিয়োজিত ।

আহা, কর্মফলে কই পায় ভাব

অনন্ত পাপের শ্রোতে !

আহা, অনন্ত অনন্ত কাল

ভুঞ্জিছে দারুণ দুঃখ যমের নরকে !

ত্রাহি ত্রাহি ডাকে খাবিরল,

চক্ষে বহে ধারাকারে জল,

তবু নাহি পাপের নিষ্কার !

আহা, কেন রে অবোধ জীব !

শিব ছাড়ি' ভজিয়া আশিব

নরকে মরিস্ ডুবি' ?

কেন পাপ-প্রলোভনে পাড়ি'

হৃদয় স্বর্গছাড়া হ'য়ে

পুড়িম্ব নরকানলে ?

আহা,

আর যে তোদের দুঃখ দেখিতে না পারি,

শুনিতে না পারি আর্তনাদ !

যা'ই হোক, ঘৃণা'ব বিষাদ,

ভুঞ্জাইব সর্গসুখশাদ,

উদ্ধার করিব তো' সবারে ।

ভয় নাই, পাপিগণ !

অজ্ঞানজ পাপরাশি হ'তে

তো' সবারে করিব নিস্তার,

স্বর্গলোকে করা'ব বসতি ।

কিন্তু, জ্ঞানজ পাতক হ'তে

নাহি কারো উদ্ধারের পথ,

জ্ঞানপাপী অনন্ত নারকী ।

জ্ঞানপাপী কিসে ত্রাণ পায়,

আমি নাহি জানি সে উপায় !

জ্ঞানময় হরি বই

সে উপায় কে বা জানে আর ?

নন্দী ! ভৃঙ্গী !

চলিলাম বিষ্ণু-লোকে আমি,

পাপীর উদ্ধার কামনা আমার ;

রহ দৌঁছে কৈলাস আঙুলি' ।

[সকলের প্রশ্নান ।

তীয়ান্ধ !—ব্রহ্মলোক ।—দেবকক্ষ ।

কা, ইন্দ্র, বরুণ, কুবের, পবন ইত্যাদি

দেবগণের প্রবেশ ।

।।—কহ কহ, অমরমণ্ডলী !

কি উপায়ে পাপী পায় ত্রাণ ?

বিষ্ণু মোরে করিলা স্বজন

করিতে স্বজন চরাচর ।

তঁাহার আদেশে

অনন্ত মহান্ধ বিধ করিষু স্জন,

সজ্জিলাম বিশাল মেদিনী ;

মেদিনীমণ্ডলে

সৃষ্টি কৈমু জীবজাতি ।

কালচক্রবিন্যস্তনে

ভ্রমে জীব অহনিশি ।

হায়,

অবশেষে মজে কর্মদোষে

নানাবিধ মহাপাপে ;

অনন্ত নরকে ডোবে,

না পায় নিস্তার,

করে হাহাকার,

প্রতিপলে হেরে অন্ধকার !

আহা,

তা'দের দুর্গতি কিসে যা'বে ?

কিসে ত্রাণ পা'বে ?

কিসে পা'বে পশিতে ত্রিদিবে ?

মহাদেবের প্রবেশ ।

ব্রহ্মাদি দেবগণ ।—জয় জয় রুদ্র মহাকাল !

মহা ।—বিধাতা !

কি হেতু বিমর্ষ হেরি ?

সৃষ্টি-পরিশ্রমে প্রাপ্ত কি হ'য়েছ, দেব ?

ব্রহ্মা ।—ত্রিলোচন !

ঋংসকার্যে তুমি পাণ্ড কত অবসর ?

মহা ।—তিলমাত্র অবসর নাই ।

ব্রহ্মা ।—তবে, দেব !

সৃষ্টিকার্যে শ্রাস্ত কতু আমি ?

এক দিকে অবিরাম সৃষ্টি আমি করি,

অন্য দিকে অবিরাম ঋংস কর তুমি ;

উভয়ের নাহি অবসর ।

মহা ।—সত্য তব ভাব ।

তা' যা' হোক,

কোন দুখে বিমর্ষ-অস্তর তুমি ?

ব্রহ্মা ।—জীবের দুর্গতি হেরি' হর !

পাপপক্ষে অবিরাম জীব

যমের নরকরাত্য করি'ছে বিস্তার,

আহা, না পায় নিস্তার !

কহ, ত্রিলোচন !
 কিসে হয় পাপীদের পাপ বিমোচন ?
 মহা ।—সমুদ্র হইল আমি ;
 তব সম আমিও চিন্তিত, পদ্মধোনি !
 চতুর্দুখ, পঞ্চমুখ
 এক চিন্তা-ডোরে বাঁধা আজ,
 মঙ্গল-লক্ষণ ইহা ।
 দেবগণ সনে
 চল, দৌহে বিষ্ণুপাশে যাই ;
 জীবের মুক্তির পথ তাঁ'রি ঐচরণ ।
 ব্রহ্মা ।—মহেশ্বর !
 পাপীর উদ্ধারতরে
 অন্তরমার্মারে তব কি চিন্তা উদয় ?
 মহা ।—নতন নতন চিন্তা ;
 পূর্বে কোন জন
 সে চিন্তা কখন করে নাই ।
 ব্রহ্মা ।—কিরূপ সে চিন্তা, দেব ?
 মহা ।—হরিসঙ্কীর্তন ।
 ব্রহ্মা ।—হরিসঙ্কীর্তন !
 আহা, মনে যোর আশার সঙ্কর,
 পাপীর নিস্তার এত দিনে ।
 ধন্য তুমি, পাপীর মঙ্গল-বন্ধু !
 মহা ।—বিরিঞ্চি !
 সঙ্কীতের স্রষ্টা আমি,
 সঙ্কীত বড়ই ভালবাসি,
 সঙ্কীতে মাতাই প্রাণ,
 সঙ্কীতে মাতাই অল্প জনে,
 সঙ্কীতে ভুলাই পশু পাখী—
 অল্প পরে কিবা কথা ?
 মূলমন্ত্র ধ্যান জ্ঞান সঙ্কীত আমার,
 সঙ্কীত আমার দেহ প্রাণ,
 সঙ্কীত হৃদয় আত্মা ;
 বেশী কি বলিব, বিধি !
 সঙ্কীত আমার
 নাদরূপ পরব্রহ্ম হরি ।
 এই সে সঙ্কীতে আজ জীবিয়া হরিরে

স্বর্গরাজ্য দেখা'ব পাপীরে,
 পাপীর মুক্তির পথ করিব স্বজন ।
 ব্রহ্মাদি দেবগণ ।—জয় জয় সঙ্কীতস্বরূপ মহাদেব
 মহা ।—বিলম্বে কি কাজ আর ?
 চল সবে বিষ্ণুলোকে যাই ।
 তান মান লয়ে কণ্ঠ মিলাইয়ে
 সঙ্কীতে আমার, কাঁপাইয়ে বৈকুণ্ঠ ভুবন
 করি চল হরিসঙ্কীর্তন ।
 নারদে লইব সাথে ।
 ব্রহ্মা ।—ধরামাসী পাপিগণ,
 শিবের প্রসাদে
 বিষাদ ঘুচিবে তো' সবার,
 যমের নরক শূন্য হ'বে ;
 এই বার স্বর্গের দুয়ার
 খুলিবে তোদের তরে ।
 সকলে ।—পূর্ণ হোক হরিসঙ্কীর্তন !
 [সকলের প্রস্থান ।

তৃতীয়াঙ্ক ।—বিষ্ণুলোক ।—চৈতন্যমত ।

সিংহাননে বিষ্ণু ও লক্ষ্মী আসীন ।

বিষ্ণু ।—শ্রী !

সহসা কি হেতু হেন জা'ব
 আবির্ভাব হ'ল যের মনে ?
 কিবা যেন পশিল শ্রবণে—মধুর মধুর অতি ।
 আহা, ভুলে গেল প্রাণ,
 গ'লে গেল হৃদয় আমার !
 সুধার সুধার-ধার ঝরে,
 হইল আপনাবারা ;
 আহা,
 মরি মরি, কি সুধার ধারা,
 প্রাণের পিয়াস মিটে গেল !
 প্রিয়ে ! শোন শোন মধুর স্বকার,
 দ্রব হ'য়ে গেল হরি ।

লক্ষ্মী ।—(সবিস্ময়ে)—কই, নাথ !

কিছুই না শুনি,

কিসের বাক্য, চক্রপাণি ?

বিষ্ণু—আহা, নতন সুধার ধারা,

নতন করিল প্রাণ,

নতন বৈকুণ্ঠপুরী আজ,

নতন নতন চারি ধার,

আহা, নতন সুধার ধার ।

ঐ শোন, রমে ! নতন বাক্য ।

হরিসঙ্কীৰ্ত্তন করিতে করিতে ব্রহ্মা, মহা-

দেব, ইন্দ্র, বরুণ, কুবের, পবন প্রভৃতি

দেবগণ ও নারদের প্রবেশ ।

মহাদেব আদি দেবগণ ।—(হরিসঙ্কীৰ্ত্তন)

কোথা হরি, বাখারী, প্রভু নারায়ণ ।

(আরা) শুভে নারী প্রাণবিদারী পাণীর জোদন ॥

(আহা, প্রাণে বচনাজে হে)

(পাণী হাহাবারে কাদে হে)

তুমি মুক্তিদাতা, পাপিজাতা, নিরয়-ভয়-নিমোচন ।

(আহা, এম্মি তোনার দয়া হে)—

(তুমি তপীর শীতল ছাটা হে)—

পাপ হর বলে, 'হরি' বলে, ডাকে তোমায় জীবগণ ।

(ওহে দয়াল হরি হে)—

(ওহে গাণধারী হে)—

(আচ্ছা) হরিনামের গুণ বুঝিব, পাণী যদি পায় জীবন ।

(হরি, এয়েছি আর তাই হে)—

(তুমি বই কেউ নাই হে)—

(নিম্নলিখিত-নেত্র নিশ্চন্দভাবে

বিষ্ণুর অবস্থিতি)

লক্ষ্মী ।—(শশব্যস্তে) এ কি, এ কি, দেবগণ,

একি হেরি,

কেন হরি হইলা এমন !

স্পন্দহীন অচল শরীর,

পাদপদ্মে বহে নব নীর,

হের হের ধারাকার ।

মহা ।—কই কই—নীল ধারাকার ?

(দেখিয়া)—আহা, পূর্ণ মম মনোরথ ।

পূর্ণ মম সঙ্কীৰ্ত্ত-সাপনা !

পূর্ণ হরিনামসঙ্কীৰ্ত্তন !

হের হের, দেবগণ,

কর কর সকল নয়ন,

পরশি' ও গুত বারি শিরে

কর কর পবিত্র জীবন ।

হরির চরণোদ্ভব বারি—

হরি ঐ বারি—ঐ বারি হরি,

ভেদাভেদ নাই ।

মিটাও পিয়াস-বেদ,

ঘৃচাও মনের রেদ,

ঐ বারি পাতকীর মুক্তির জয়ার ।

(সকলের বিষ্ণুপাদোদ্ভব বারিস্পর্শ)

ব্রহ্মাদি দেবগণ ।—ধন্য তুমি মহেশ্বর,

ধন্য কৈলে আমা সবাকারে ।

মহা ।—হে বিরিকি, ত্বরাপর হও,

কমণ্ডলু লও,

ধর ধর হরিপদতলে,

কমণ্ডলু পূর্ণ কর ও পবিত্র জলে ।

তব ব্রহ্মলোকে

বিষ্ণুপাদোদ্ভব জল রাখহ বডনে,

কর পূজা ত্রিসংক্কা সময় ভক্তিময় হ'রে !

(ব্রহ্মাব তরুণ করণ)

ভন সব,

শ্রীহরির শ্রীপদ-উত্ত

এই মহাজলধারা নিত্য পুণ্যধারা

গঙ্গা নামে হৈল অভিহিত ।

এই গঙ্গা হ'তে

অগতির গতি হ'বে, পাপী ত্রাণ পাব,

দুঃখে যাবে শমনের ভয়,

শূন্য হ'বে দাক্ষণ নিরয় ।

সকলে ।—জয় গঙ্গা জয় জয় !

মহা ।—নারদ,

দেববার্তাবহ তুমি,

সঙ্গপামী নিশিদিন ।

রাখি নচন,
করই গমন ধরাতলে,
গঙ্গার উৎপত্তি-কথা
পর্যন্তে করিতে প্রচার
তোমাতে দিলাম ভার ।
স্বর্গদংশ-অবতংস সগর ভূপতি
করিবেন অশ্রমেধ যাগ,
তাঁ'রি বংশে
মহাপুণ্যবান তাপসপ্রধান
রাজপুত্র ভগীরথ
খুলিবে পাপীর মুক্তিপথ
এই পাপিনিস্তারিণী গঙ্গার সন্নিবেশে ।

ব্রহ্মা।—মনোবাস্তা পূর্ণ এতদিনে,
আইস অমরগণ,
হ'য়ে ভক্তিসুত মন
পূজিব পবিত্র গঙ্গাবারি ।

[বিষ্ণু, লক্ষ্মী, মহাদেব ও নারদ ব্যতীত
নকলের প্রস্থান ।

কিছু, ত্রিলোচন !
যে পাপিষ্ঠ জন
সজ্ঞানে নিয়ত পাপ করে,
পাপের ব্যবসায়ী,
কিছুতেই মুক্তি নাই তাঁর ;
অনন্ত অনন্ত কাল
সে পাপিষ্ঠ পড়িবে নরকে ।

মহা।— যাও, নারদ,
ধরার ভিতরি সব কথা কহ গে বিবরি ;
মুক্তি কিসে হয়, অমুক্তি না কিসে,
বিশেষিয়া কহ জীবগণে ।

নারদ ।— (গীত)

পাপী ভাগী কে কোথায়, আমি রে আর ছুটে আর,
মুক্তি তোদের হরির পায়, ধারাকারে বাঁধে যায় ।
বল রে পাপী ভক্তিতরে, 'মাতর্গঙ্গে' মধুর হবে,
মুক্তি পাবি, শীতল হ'বে, হরির শীতল পায়ের ছায় ;—
তোদের ছাড়া শীতল হ'বে, ঘরের ছালা বাড়বে তা'য় ॥

[সকলের প্রস্থান ।

ইতি স্তবন ।

মহা।— নারায়ণ !

অজ্ঞান পাপীর মুক্তিপথ
তব পদে হইল সন্ধান,
কিছু জ্ঞানপাপী কিসে পাবে ত্রাণ ?

বিষ্ণু।—জ্ঞানপাপী যেই জন, মুক্তি তাঁর নাই—

তাঁর ভাগ্যে অনন্ত নরক ভোগ,
পাতকের শাস্তি অনুদিন
ভুঞ্জি জ্ঞানপাপিগণ ।
তবে কথা এই—

জ্ঞানপাপী একবার জ্ঞানে পাপ করি'
অনুতাপ করে যদি,
অনুতাপে ভবিষ্যের তরে
ডরে যদি করিতে দ্বিতীয় পাপ,
পরশিয়া গঙ্গাবারি শিরে
কিংবা

মাতর্গঙ্গে ! বলে ভক্তিতরে,
তবে নিশ্চয় পাইবে ত্রাণ ।

প্রথম অঙ্ক ।

প্রথম দৃশ্য ।

সরযু নদীর তটস্থ অরণ্য ।

রজনী।— (গীত)

যুম পাড়'তে এসেছি রে, যুমা রে জগতবাসী ।
আমি যুম বড় ভাগ্যবাসী ।

নিজা।— (গীত)

পোরাতি যুমা গো ! যুমা রে ছেলে !
আমি স্বপন মনে বেড়াই খেলে,
হেরি চোখে যুম, মুখে হাসি,—
আমি ছায়া-খেলা-অভিনায়ী ।

ইন্দ্রের প্রবেশ ।

ইন্দ্র ।—(রজনী ও নিদ্রার প্রতি)—দেবি !

আমি অলক্ষ্যে দেখে এলেম

মহারাজ মগরের অগ্নিমেষ যজ্ঞসভা

অতি অদৃত,

অগ্নি সুসজ্জিত র'য়েচে,

যজ্ঞের অন্যান্য কার্য্য হ'চ্ছে,

আর এক দণ্ড পরে

যজ্ঞাশ্ব মন্ত্রপুত হ'য়ে দ্বিগুণ হ'বে ।

তোমরা শীঘ্র যজ্ঞসভায় যাও ।

রজনী ! তুমি তথায় অঙ্গকার বিস্তার কর ;

নিদ্রে ! তুমি সভাস্থ সকলকে আচ্ছন্ন কর ।

রজনী ।—আপনি সভায় কখন যা'বেন ?

ইন্দ্র ।—তোমরা অগ্নির হও,

দেবর্ষি নারদ এখানে এসেই, আমি যাকি ।

তোমরা আর বিলম্ব ক'র না ।

[রজনী ও নিদ্রার প্রস্থান ।

নারদের প্রবেশ ।

নারদ ।—দেবরাজ !

আপনি আমার পরামর্শ মত কাণ্য করুন ।

ইন্দ্র ।—বন্ধন, কি করবো ?

নারদ ।—মহারাজ মগরের যজ্ঞাশ্ব ল'য়ে

অবিগম্যে পাতালপুরী গমন করুন,

পাতালে মহর্ষি কপিল তপস্যা ক'রেন,

তা'রি নিকট যজ্ঞাশ্ব নিয়ে গিয়ে

গোপনে বন্ধন ক'রে রেখে আসুন ।

মগর আর কোনমতে

অগ্নির অহুসন্ধান পা'বেন না,

তা'হ'লেই আপনার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হ'বে ।

যজ্ঞ সম্পূর্ণ না হ'লে তো

আর আপনার ইল্লত ভ্রষ্ট হ'বে না—

তা'জানেন তো ।

ইন্দ্র ।—উত্তম পরামর্শ, দেবর্ষে !

নারদ ।—যান, শীঘ্র কার্য্য সাধন করুন ।

[ইন্দ্রের প্রস্থান ।

সুরেশ্বর ইন্দ্র হ'তেই

পৃথিবীতে গঙ্গাবতরণের উপায় হ'লো ।

একটি ক্ষুদ্র বীজ হ'তে

সময়ে যেরূপ প্রকাণ্ড বৃক্ষ উৎপন্ন হয়,

সেইরূপ ইন্দ্র হ'তে

এইবার একটি অতি মহৎ কার্য্য হ'বে—

পৃথিবী গঙ্গাজলে পবিত্র হ'বে—

কোটি কোটি পাতকী উদ্ধার পা'বে ।

আমি এখন ব্রহ্মলোকে বাই,

পিতৃদেব ব্রহ্মার সহিত

গঙ্গাবতরণের পরামর্শ করি ।

[প্রস্থান ।

দ্বিতীয় দৃশ্য ।

অযোধ্যা—যজ্ঞসভা ।

বশিষ্ঠাদি ঋষিগণ যজ্ঞকার্য্যে নিযুক্ত ।

মগর, মগরপুত্রগণ ও অংশুমান

দণ্ডায়মান ।

এক পার্শ্বে সুসজ্জিত যজ্ঞীয় অগ্নি

দণ্ডায়মান ।

বশিষ্ঠ ।—(কিয়ৎকাল যজ্ঞকাণ্ড করিয়া)—

মহারাজ ! অগ্নিবলির সময় প্রায় উপস্থিত ;

এইবার আপনার মহিষীদ্বয়কে ডাকুন ।

অগ্রে আপনি,

পরে আপনার জ্যেষ্ঠা মহিষী কেশিনী

এবং তৎপরে কনিষ্ঠা মহিষী, সুমতি

এই মন্ত্রপুত যজ্ঞা অগ্নিস্থলেক্ষে স্পর্শ করুন ।

অনন্তর আমরা অগ্নিচ্ছদন ক'রে

যজ্ঞাহুতি প্রদান করবো ।

মহারাজ !

এই আপনার শতাবধিমেধের শেষ বাণ,

এই বাণ পূর্ণ হ'লেই

অন্তিমে আপনি ইল্লত লাভ ক'রবেন ।

২য় পুত্র ।—ভাত্ৰগণ ! অস্থির হ'য়ো না ;

এস, সাবধানে অখানুসন্ধান করি ।

(সকলের ইতস্ততঃ অত্যাশ্বেষণ)

১ম পুত্র ।—পেয়েচি—পেয়েচি—

ঐ দেখ—ঐ দেখ ।

২য় পুত্র ।—ঠিক্ ভাই, ঠিক্—

ঐ আমাদের পিতার যজ্ঞ-তুরঙ্গ ।

চল চল ।

(অগ্রসর হইয়া)—এ কে ?

১ম পুত্র ।—কই ?—কে ?

২য় পুত্র ।—এই যে বেদীর উপর ।

১ম পুত্র ।—(অগ্রসর হইয়া)—ওঃ !

এই ছুরাঙ্গাই যজ্ঞাশ্চোর !

সকলে ।—মার মার ব্যাটাকে !

পদাঘাতে মস্তক চূর্ণ কর !

১ম পুত্র ।—আরে পাপাত্মা তন্দর !

এই দ্যাখ্ চৌর্য্যকার্য্যের প্রতিকল ।

(সকলের বেগে অগ্রসর হইয়া নগর্জনে

কপিলকে পদাঘাত)

কপিল ।—(ভগ্নধান হইয়া)—এ কি !—এ কি !

ধান ভঙ্গ কে করিল মোর ?

(সম্মুখে দেখিয়া সক্রোধে)—

আরে আরে ওষ্টমতিগণ !

বিনাদোষে মোর অপমান—

বিনাদোষে কৈলি পদাঘাত—

বিনাদোষে ভাঙিল ধেয়ান !

১ম পুত্র ।—(সক্রোধে)—তবে রে ভণ্ডতপস্বী !

তবে রে তন্দর !

মহারাজ সগরের যজ্ঞাশ্চুরি ক'রে

গোপনে—

কপিল ।—(সক্রোধে)—কি !

কপিলের চৌর্য্য-অপবাদ !

• ছি ছি !

বড় অপমান !—মর্যাদাসিক অপমান !

ধরাতলে লোক-কোলাহলে

ধ্যান-বিষয় হয় বলি'

নির্জঙ্ঘনে আঁধারপুরী পাঁতালে বসিয়া

পূর্ণব্রজে একমনে সদা ধ্যান করি ।

আমি কৈলু অশ্চুরি ?

আমারে বলিস্ চোর ?

আরে আরে মূৰ্খ পাণিগণ,

আয়ুষ্কাল পূর্ণ তো'সবার,

আর নাহি রে নিস্তার,

এই দ্যাখ্, কর্ম্মের মতন প্রতিকল—

মোর রোষানিলে—শাপানিলে আমারি সম্মুখে

তম্বীহৃত হ'য়ে থাক্ সবে ।

(মহম্মা অগ্নিপ্রকাশ ও নগরপুত্রগণের

ভস্মীভূত হওন)

পাপিষ্ঠের এইরূপ পরিণাম ।

যাক্, আবার ধ্যানস্থ হই ।

পঞ্চম দৃশ্য ।

অযোধ্যা—রাজকক্ষ ।

বশিষ্ঠ ও সগরের প্রবেশ ।

সগর ।—গুরুদেব !

ভাগ্যদোষে মোর যজ্ঞপূর্ণ নহিল নিশ্চয়,

না পাইলু যজ্ঞ-হয়,

পুত্রগণো না ফিরিল গৃহে ।

একে হৈল যজ্ঞনাশ,

তাহে পুন না ফিরিল পুত্রগণ ।

মুনি ! বল বল, কি করি উপায় ?

হায়, হইলু অস্থির অতি,

কি গতি হইবে মোর ?

অংশুমানের প্রবেশ ।

বশিষ্ঠ ।—মহারাজ !

কিবা যুক্তি দিব, ভাবিয়া না পাই ।

অংশু ।—পিতামহ !

কেম এত দুঃখ ভাব মনে ?

আশীর্বাদ কর মোরে,
 পিতৃব্যগণের তত্ত্ব লইবার তরে
 আমিই যাইব এবে।
 পিতৃব্যগণের সনে যজ্ঞীয় ষোটক
 আনিব নিকটে তব।
 কিছুকাল স্থিরচিন্তে রহ হেথা,
 ঘুচাইব তব মনোব্যথা।
 আত্মা দেহ পোজে তব অশ্ব-অশ্বমেনে।
 গর।—বৎস অংশুমান্ !
 রাখ রে আমার মান,
 পূর্ণ কর অশ্বমেধ বাগ,
 এনে দে রে খুড়াদের তোর।
 আশীর্বাদ করি,
 আয় কিরি' বিনাবিঘ্নে সাদি' এই কাজ।
 [সকলের প্রস্থান।]

ষষ্ঠ দৃশ্য।

সমুদ্র-তটস্থ হুড়ঙ্গ-দ্বার।

গরুড়ের প্রবেশ।

গরুড়।—সংসারের পোতা অংশুমান্
 অবিলম্বে আসিবে হেথায়;
 সন্ধান বলিয়া দিব তা'রে।
 আশা,
 হুমতি ভগিনী মোর সগর-স্বরণী
 ষাট হাজার-পুত্রহীনা ভাগ্য-কুলিখনে।
 মহাবি কপিল-শাপে—
 মম ভাগিনেয়গণ ভস্মীভূত একবারে।
 তা সবার সঙ্গতির হেতু
 নারদের পরামর্শমত কাণ্ড করি।
 এই যে আসি'ছে অংশুমান্;
 আহা, অংশুমান্ সম কাস্তি পথ-পণ্ড্যটনে
 মলিন হ'য়েছে অতি;
 আহা, রাজপোতা বিষর-বদন!

দূরে অংশুমানের প্রবেশ।
 অংশু।—কোথা যাই,
 কোথায় বা অশ্বমেধ পাই ?
 ভমিলাম নানান্তান,
 তবু না পাইনু কিছুই সন্ধান।
 (গরুড়কে দেখিয়া) —কে উনি ?
 (নিকটে গিয়া) —কে আপনি ধর্ম্মশীল ?
 গরুড়।—বৎস অংশুমান্ !
 গরুড় আমার নাম,
 প্রভু মোর ত্রিলোকের পতি হরি।
 তব পিতৃব্যনিকর নোর ভগিনী-তনয়।
 অংশু।—প্রণামি, দ্বিজরাজ !
 তব শুভদরশনে
 হরিদরশন হৈল লাভ।
 দেব ! আছে এক নিবেদন,—
 কহ, কোথা তব ভাগিনেয়গণ ?
 মম পিতামহ সগর ভূপতি
 আরস্ত্রীনা অশ্বমেধ বাগ,
 কিঙ্ক, হাঙ্গ,
 অদৃষ্টের দোষে ষড়্ভাষ হারা'য়ে গেল।
 তার পর—
 গরুড়।—বৎস ! সমস্তই জানি আমি।
 এবে মম বাক্য ধর,
 এ হুড়ঙ্গে করহ প্রবেশ।
 অংশু।—মোর পিতৃব্যেরা
 আছেন কি এ হুড়ঙ্গমাঝে ?
 গরুড়।—সে বড় দুঃখের কথা—বিষাদ-কাহিনী !
 অংশু।—সে কি, দেব !
 চকল হইল মন,
 বল বল, কি ঘটিল ?
 গরুড়।—মহাবি কপিল-শাপে
 ভস্ম হৈল পিতৃব্যেরা তব !
 অংশু।—হায় হায়, কি শুনি—কি শুনি—
 পিতৃব্যেরা নাই !
 হায় হায়,
 অশ্বমেধে ঘটিল এ হেন পরমাদ !

গরুড়।—বৎস,

বিলাপের সময় এ নয়,
পশ হুড়া হুড়ঙ্গ ভিতরে।
মহর্ষি কপিল-পাশে আছে বজ্র-হয়,
সম্মুখে ভাস্কর স্তূপ।
ভক্তিভরে পূজি' তাঁ'র চরণমূল,
মাগি' লহ যজ্ঞের তুরঙ্গ।
সগর রাজারে কহ
মেই অশ্বৈ করিবারে অশ্বমেধ যাগ।
আর এক কথা—
ব্রহ্মশাপে ভস্ম তব পিতৃবানিকর,
অন্তোপায়ে তা'সবার মুক্তি নাহি হ'বে,
একটি উপায় শুধু আছে।

অংশু।—কিবা সে উপায়, দেব ?

গরুড়।—ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মার নিকটে

ব্রহ্ম-কমণ্ডলু মাকে
বিরাজেন পাপিনিস্তারিণী গঙ্গা।
বৎস !
সে গঙ্গারে 'আনি' মহীতলে,
তাঁ'র পুণ্যময় জলে করিলে তর্পণ,
সগরের ষাট্ হাজার সূত
ব্রহ্মশাপ হ'তে পাবে ত্রাণ,—
বিষ্ণুলোকে করিবে বসতি ;
গঙ্গাজল বই না হ'বে সঙ্গতি।

অংশু।—ওহো, বড় যে কঠিন কথা,

কোথা ব্রহ্মলোক—মর্ত্যলোক কোথা,
অনন্ত দূরত্ব মধ্যভাগে ;
কেমনে পাইব গঙ্গাজল !
হায়, হায়,
পিতৃব্যগণের নাহি উদ্ধারের পথ !

গরুড়।—তপস্যায় সিদ্ধ হ'বে মনেরথ।

অযোধ্যায় গিয়া কহ সগরের
যজ্ঞ সমাপিয়া যথামতে
হিমালয়ে গিয়া তপস্যা করিতে।
পুন বলি,
গঙ্গাজলে তরপণ বই—

পিতৃব্যগণের তর না হ'বে উদ্ধার '

অংশু।—ব্রহ্মশাপ এতই কঠিন !

গরুড়।—মহাপাপী না হইলে

ব্রহ্মশাপে অতিশয় কেহ নাহি হয়।

বৎস !

মহর্ষি কপিল সামান্য ব্রাহ্মণ ন'ন।

অংশু।—কে তিনি, কহ গো মোরে ?

গরুড়।—স্বয়ং বামুদেব হরি।

অংশুমান !

তপস্যার মহিমা বাড়াত্তে হরি

সাক্ষাৎ তপের মুক্তি ধরি'

পাতালে করেন তপ।

তপোবলে কাম্যসিদ্ধি হয়,

তপোবলে মোক্ষলাভ হয়,

তপে সৃষ্ট বিশ্বচরাচর,

তপে বাচে ত্রিলোকের প্রাণী,

তপে মেলে শ্রীহরির প্রেম,

তপে মেলে শ্রীহরির পদ,

মেই পদ জীবের সঙ্গতি মোক্ষমূল।

তেই বলি,

তপস্যায় হরিপদোদ্ভবা গঙ্গা

মিলিবে মিলিবে স্নান-চয়,

সগরবংশের হ'বে নিশ্চয় উদ্ধার।

পশ হুড়া হুড়ঙ্গ ভিতরে।

অংশুমানের সুউজ্জ্বল প্রবেশ।

[গরুড়ের প্রস্থান।]

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

অযোধ্যা—রাজোদ্যান ও মধ্যস্থলে সরোবর।

নারদের প্রবেশ।

নারদ।—অনন্ত কালের গর্ভে

এক দুই করি' বহু বর্ষ মিশাইল,

তবু না হইল সগরবংশের পরিভ্রাণ ।
 ভূপতি সগর,
 পৌত্র তাঁ'র অংগমান,
 তাঁ'র পুত্র ধার্মিক দিলীপ
 ক্রমে ক্রমে তপস্যার বিসর্জিয়া দেহ
 ব্রহ্মলোকে করিলা প্রয়াণ,
 তবু নাহি পারিলা আনিতে
 অবনীতে বিষ্ণুজা গঙ্গারে ।
 সগর অবধি রাজা দিলীপ পর্য্যন্ত—
 বহু বর্ষ গত হ'ল,
 তথাপি নারিল কেহ গঙ্গারে আনিতে ।
 কেন হেন নিষ্ফল ঘটনা ?
 জানি আমি কারণ তাহার ;—
 মহর্ষি কপিলদেব নিজেই কহিলা মোরে,—
 “নারদ !
 যে দিন বৈকুণ্ঠপুরে তোমাদের মনে
 দ্রবীলা আমারে পঙ্কানন
 আমারই নাম-সঙ্কীর্ণনে,
 ভুলিল সে দিনে
 আমারই পদে মোক্ষপ্রদারিনী গঙ্গা,
 জান হুমি সে ঘটনা ।
 সেই গঙ্গা পাণী নিস্তারিতে
 আসিবে মহাত্মে,
 শঙ্করের মুখে শুনিহু এ কথা ।
 ভাবিলাম তাঁ'র পর—
 আধার ব্যতীত আধের কিরূপে র'বে ?
 ব্রহ্মলোক ছাড়িয়া যখন
 উত্তাল-তরঙ্গা গঙ্গা আসিবে ধরায়,
 থাকিবে কোথায় ?
 জলাধার না হইলে—কোথা র'বে জল ?
 অগ্রে চাই জলাধার,
 নতুবা গঙ্গার জলধার
 জীবাধার ধরারে ভাসা'বে,
 ধরা ধ্বংস হ'বে ;
 জীব না থাকিলে,
 শূন্য ধরাতলে

গঙ্গা-জলে কিবা ফল ?
 এইরূপ ভাবি'
 ছাড়িহু বৈকুণ্ঠপুরী,
 হইহু কপিল অবতার ;
 ধরণীর দক্ষিণ বিভাগে
 নিয় স্থলে পাতালপ্রদেশে
 ঋষিবেশে বসিহু পেরানে,
 আজিও বসিয়া আছি ।
 সগরের অঙ্গমেধে হৈল দে ঘটনা,
 আমারই লীলা তা', নারদ !
 অঙ্গ-অধেষণে
 সগরসন্তানগণ তেদিল ধরণী,
 বিশাল গহ্বর হৈল তা'র ;
 সগর রাজার আজ্ঞামতে
 সগর-সন্তানগণ এ গর্ত কাটিল,
 তেঁই সে ইহার নাম হইল সাগর ।
 এই স্থানে গঙ্গা আসি' লভিবে বিশ্রাম,
 এ স্থানের নাম হ'বে—‘গঙ্গা-সাগর-সঙ্কম’ ।”
 কপিলের হেন বাণী শুনি'
 পুনরায় জিজ্ঞাসিহু,—
 কহ, দেব !
 কেন হেন ঘোর তপস্যার
 করি'ছ আঁধারপুরে বাস ?
 কপিল উত্তর দিলা—
 “নারদ !
 সাংক্ৰান্ত তপস্কা বহি ব্রহ্মলোক হ'তে
 কে পারে আনিতে গঙ্গা নিয়-অবনীতে ?
 এই সে কারণ, মোর তপস্যাচরণ—
 সাংক্ৰান্ত তপস্যা মোর মানব-আকারে
 জনমিবে ধরার মাঝারে
 সূর্য্যবংশে ভগীরথ নামে ।
 মনি !
 সেই শিশু ধরাধামে
 আনিবে গঙ্গারে তপস্যাক্ষ ;
 পাপীর উকার-সহপায় হইবে প্রচার—
 সগর-সন্তানগণ সনে

উদ্ধার—উদ্ধার—
 কোটি কোটি পাপীর উদ্ধার ।”
 কপিলের হেন বাণী শুনি’
 আশাতীত আনন্দে ডুবিলু ;
 আহা,
 এত দিনে আসিল সে শুভ দিন,
 কপিলের সাক্ষাৎ উপস্যা
 দিলীপ-সুমান ভগীরথ হ’য়ে
 জনমিল ধরাতলে অযোধ্যানগরে ।
 এবে এক কাজ করি,—
 রাজপুত্র ভগীরথ শিশুদের সনে
 প্রতিদিন খেলে এই রাজ-উপবনে
 জলখেলা—ধূলিখেলা,
 শিখাই তপের খেলা তা’রে ;
 খেলায় তপস্যা শিক্ষা হ’বে,
 তপস্যায় তাঁর, পাপী মুক্তি পাবে ।
 এই যে আসিছে ভগীরথ,
 চারি পাশে বালকনিকর,
 আহা,
 তারাগণ নানো যেন শরতের টাঁদ ।
 থাকি’ অন্তরালে
 দেখি ভগীরথ কিবা খেলা খেলে ।

[প্রস্থান ।

বালকগণের সহিত ভগীরথের

প্রবেশ ।

১ম বালক ।—ভাই ভগীরথ,
 এস আজ সবাই মিলে ফুল-তোলা খেলি ।
 ভগী ।—না ভাই, ও খেলা ভাল নয়,
 ফুল তুললে
 ফুল গুলি ম’রে যা বে,
 পাছেরও প্রাণে ব্যথা লাগবে—কষ্ট পাবে ।
 এই দেখ না, ভাই,
 আমার বন্ধ প্রতিভামহ মহারাজ সগরের
 বাট হাজার পুত্র ছিল,
 তাঁরা ব্রহ্মশাপে ম’রে গেলো ;

মহারাজ সগর প্রাণে কত
 ব্যথা পেয়েছিলেন ।
 তাই বলচি,
 ও খেলা খেলবো না—ফুল তুলবো না ।
 ১ম বালক ।—তবে কি খেলা খেলবে, ভাই ?
 ভগী ।—বরং এস, আমরা পুকুর থেকে জল তুলে
 এই সব ফুলের গাছে ঢালি ।
 ওই দেখ,
 রোদের তাতে ঐ ফুল গুলি ঝলসে উঠেচে,
 গাছে জল ঢাললে,
 ঐ ঝলসানো ফুল গুলি কেমন টাটকা হ’বে
 আর দেখ,
 ফুল যদিও কথা কহিতে পারে না,
 তবু মনে মনে আমাদের আশীর্বাদ করবে
 ভাই, এ খেলা ভাল নয় ?
 ১ম বালক ।—বেশ খেলা, ভাই !
 আচ্ছা, ভাই, এর নাম কি খেলা ?—
 জল-ঢালা ?
 ভগী ।—না, ভাই,
 এর নাম দয়া-খেলা ।
 এস, এই বার পুকুর থেকে জল তুলে আনি
 (সকলের বারি লইয়া সোপানাবলী
 অবতরণ পূর্বক পুকুরিণীর নিম্ন-
 প্রদেশে গমন)

নারদের পুনঃপ্রবেশ ।

নারদ ।—দন্য দন্য !
 এরি মধ্যে বালক ভগীরথ
 জলদানের মর্ম বুঝেচে ।
 সগর-সন্তানগণের
 ব্রহ্মশাপে ভয়া হ’বার চিন্তা
 এরি মধ্যে কোমল মনে স্থান পেয়েচে !
 ধীরে ধীরে তরল মেঘ যেমন গড় হ’য়ে
 শেষে অবিশ্রান্ত বৃষ্টিধারে
 শুষ্ক ধরাকে শীতল করে,
 সেইরূপ রাজকুমার ভগীরথের এই নব চিত্ত

ক্রমে ঘনীভূত হ'য়ে
ভস্মীভূত পিতৃপুরুষগণকে উদ্ধার করবে,
অনন্তকোটি মহাপাতকীর মুক্তিপথ
আবিষ্কার করবে,
আদিদেব মহাদেবের
হরিসকীর্তনের মঙ্গলময় ফল প্রসব করবে ।
ধন্য ভগীরথ ! ধন্য ধন্য !
এই যে সরসী-সোপান অতিক্রম ক'রে
জল ল'য়ে সখীদের সঙ্গে
ভগীরথ উপরে আসচে ।
আমি আবার গোপনে থেকে দেখি ।

[প্রস্থান ।

বারিপূর্ণ কারিগ্রে বালকগণের সহিত
পুষ্করিণীর সোপানাবলী অতিক্রম
করিয়া ভগীরথের উপরে
উত্থান)

[কলে ।—

(গীত)

আয় ভাটি, সবটি মিলে
সাঁথের দগার খেলা খেলে
জয় দি ঢেলে ঢেলে
এক্ এক ক'রে সকল্ পাতে ।
প্রাণ-জ্বলনা শীতল নীরে
তুষ-বো এস পিয়াসীরে,
জগদানন্দ ফল্ সত্য কেবল,
এর মত ফল্ আর কি আছে ?

(পুষ্পরঞ্জে সকলের জলপ্রদান)

গী ।—ভাই, গাছে জল দিয়ে
আমার বড় আনন্দ হ'ল ।

(অন্যান্য বালকদের প্রতি)—

তোমাদের আনন্দ হয় নি, ভাই ?
লকগণ ।—খুব আনন্দ হ'য়েচে, ভাই !
ন বালক ।—আমরা রোজ রোজ
এদ্বি ক'রে জল দেবো ।

গী ।—আমি তোমাদের রোজ রোজ
ডেকে আনবো - কেমন ?

বালকগণ ।—আচ্ছা, ভাই !

নারদের পুনঃপ্রবেশ ।

নারদ ।— (গীত)

জয় নারায়ণ, জয় জীব-জীবন,
জয় মধুদন মুরারে !
জয় ত্রিলোক-পাবন, অনাদি কারণ,
অনাথ-নাথ হরে !
জয় জলধর শ্যাম, হৃদধর রাম,
ত্রিভঙ্গভঙ্গি ঠাম ;—
জয় মদনমোহন, নরনশোভন,
ককণা কর আমারে ।

ভগী ।—নমি, মুনি, শ্রীচরণে ।

(বালকগণের সহিত ভগীরথের
নারদকে প্রণাম)

নারদ ।—রাজকুমার !

তোমার জলসিক্ত-ক্রীড়া দেখে
আমি সন্তুষ্ট হ'য়েছি ;
সেইজন্য তোমাকে

আর একটি নতন খেলা শেখাবো ।

ভগী ।—কি খেলা, তপোবন ?

নারদ ।—তপস্তার পেলা ।

ভগী ।—তপস্তার খেলা !

সে কিরূপ, প্রভু ?

নারদ ।—আমি তোমায় দেখিয়ে দিচ্ছি ।

এই স্থানে বাসো দেখি ।

(ভগীরথের উপবেশন ও নারদকর্তৃক
তপস্যার প্রাক্রিয়া-শিক্ষা)

ভগী ।—(কিষ্কণ্ধ্য ধ্যানস্থ থাকিয়া কীৰ্তনের
সুরে)—

আহা, এ কি হেরি, ঋষি !

ভেসে গেল দশ-দিশ

কি এক নতন জলধারে,

জলধারী বাঁরে ঝরঝরে ।

সেই জলে এক দেবী ভেসে

হেসে হেসে আমার কাছে এসে

মায়ের মতন মেহের ভাষে
আমায় বলে—‘ওরে রাজার ছেলে !
ডাক রে আমার ‘মা’ ব’লে ।’

নারদ ।—(স্বগত)—দৈবশক্তির অপূর্ণ মহিমা !

এরি মধ্যে ভবিষ্য-ঘটনার হ্রস্বপাত ।

ভগী ।—(পুনর্বার ধ্যানস্থ হইয়া কীর্তনের
হরে)—

মুনি ! দেখ দেখ কিবা অতুল শোভা,
মায়ের রাঙা পায়ে রাঙা জবা,
আহা, রাঙার রাঙায় বিলায় আভা !
ঐ দেখ, পুন জবা শ্রীপদ হ’তে

নেচে নেচে ভাসে জলের স্রোতে ।

আহা, এমন শোভা দেখি নি কভু,
ভাল খেলা তুমি শিখালে, প্রভু !

ঐ পুন, মুনি ! দেখ গো চেয়ে

নামে কঁত জল আকাশ ছেয়ে,

কল কল রব লহরে লহরে,

শ্রবণ জুড়ালো মধুর স্বরে ।

আহা, কল কল রবে সেই রব মিশে

মায়ের মতন পুন মেহ-ভাষে

আমায় বলে—‘ওরে রাজার ছেলে !

আমি তোঁর মা,—ডাক ‘মা’ ব’লে ।’

নারদ ।—রাজপুত্র !

কেমন, ভাল খেলা না ?

ভগী ।—মুনিবর !

হৃন্দর খেলা—আমার মনের মত খেলা ।

আমি সর্বদাই এন্নি ক’রে ব’সে

এই তপের খেলা খেলবো ।

নারদ ।—‘আমি তা’ হ’লে খুব সন্তুষ্ট হ’ব ।

তুমি বেশ ক’রে তপ-খেলা অভ্যাস কর,

আর এক দিন এসে দেখবো ।

ভগী ।—যে আক্ষেপ ।

নারদ ।—(স্বগত)—তপস্যার আভাসেই এতো,

বিকাশে অদূত অকৃতপূর্ব ঘটনা ঘটবে ।

(প্রকাশে)—রাজপুত্র !

তপস্যানু নারায়ণের প্রসাদে

আর আমার নানীকাদে
তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হোক ।

[প্রস্থান ।

ভগী ।—(বালকগণের প্রতি)—এস, ভাই,
সকলে মিলে তপ-খেলা খেলি ।

১ম বালক ।—না, ভাই,

আমরা ও খেলা খেলবো না ।

ভগী ।—কেন, ভাই ?

১ম বালক ।—তপ-খেলা ভাল নয় ।

ভগী ।—কেন, ভাই ?

১ম বালক ।—যে তপ করে,

সে কি আর থাকে ঘরে ?

ভগী ।—কেন ?

১ম বালক ।—তোমার বাবা মহারাজ দিলীপ

তপ কব্বার জন্য ঘর ছেড়ে গেছেন,

কই, আজো তো ফিরে এলেন না ।

আমি জানি,

তপ করা শিখলেই ঘর ছাড়তে হয় ।

আমরা অমন ঘর-ছাড়া-খেলা খেলি না ।

ভগী ।—(সবিস্ময়ে)—কি !

আমার পিতা তপস্যায় গিয়েছেন !

কই, না তো আমায় এ কথা বলেন নি,

বড় মাও এ কথা এক দিনও তোলেন নি

১ম বালক ।—কি বলেন তাঁরা ?

ভগী ।—বলেন,—

‘তোঁর পিতা দেশভ্রমণ ক’রে গিয়েছেন ।’

১ম বালক ।—সে কথা

কেবল তোমার মন ভোলাবার জন্য ।

ভগী ।—যা হোক, সত্য মিথ্যা আজ জানবো

এই আমি মার কাছে চ’ল্লেন ।

[সকলের প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য ।

অযোধ্যা—রাজকক্ষ ।

কনিষ্ঠা রাজ্ঞী ও রুক্মজীর প্রবেশ ।

কনিষ্ঠা রাজ্ঞী ।—মন্ত্রী !

ভগীরথ যখন আমার গর্ভে,
তখন মহারাজ গঙ্গা আনিবার জন্য
তপস্যা ক'রে গিয়েছেন,
কিন্তু আজও কৃতকার্য হ'য়ে
গৃহে ফিরে এলেন না ।
আমার বড় সন্দেহ হ'চ্ছে যে
তাঁর পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ
প্রভৃতির মত তিনিও কৃতকার্য হন নি ।
তিনি যা'বার সময় প্রতিজ্ঞা ক'রে গেছেন যে,
স্বর্গ থেকে ভূতলে গঙ্গা না আনতে পারলে
আর গৃহে ফিরে আসবেন না ।
এখন তাঁর একপ দীর্ঘবিলম্ব দেখে,
আমার আশা ভরসা সব বুটে গেছে ।
শিশেষতঃ দেবর্ষি নারদের মতে
সে দিন যে ভাবের কথা—

(নীরব)

রু-ম । মহারানি !

বলতে বলতে নীরব হ'লেন কেন ?

পল্লব, দেবর্ষি কি ব'লেছেন ?

কনিষ্ঠা রাজ্ঞী ।—(সহঃখে)—থাক, মন্ত্রী, থাক,

সে কথা আর শুনে কাজ নি ।

রু-ম ।—(স্বগত)—মহারাজি !

আপনি না বলুন,
কিন্তু আপনার অপেক্ষা আমার মনে
আপনার স্বামী মহারাজ দিলীপের
জীবনসম্বন্ধে দৃষ্টিতা জেগে আছে ।
অহো,
সগর-বংশ-কোষ্ঠীর এক পরিবর্তন ।
যিনি যান, তিনি আর ফিরে আসেন না !
অহো,

কি নিদারুণ ব্রহ্মশাপ !

কি নিদারুণ গঙ্গাতপস্যা !

কনিষ্ঠা রাজ্ঞী ।—মন্ত্রী !

তোমার প্রতি

মহারাজ রাজ্য-শাসন-ভার দিয়ে
হিমালয়ে তপস্যা ক'রে গিয়েছেন,
তুমি দধার্থ প্রভুভক্তের কার্য করে আস'চো ।
এখন আমার বক্তব্য এই,
যা'তে ভগীরথের কাণে
মহারাজের তপস্যা-গমনসম্বন্ধে
কোন কথা না ওঠে,
তুমি সর্বপ্রকারে তা'রই চেষ্টা করবে ।
আমি তা'কে আজ পর্যন্ত ভুলিয়ে রেখেছি,
বড় রাণীও সেইরূপ ক'রেন,
কিন্তু তুমি না চেষ্টা ক'রে
প্রজারা সে কথা গোপনে রাখে না ।

রু-ম ।—দেবি !

আমি অত্যন্ত মন্ত্রিগণের সঙ্গে
রাজধানীর প্রত্যেক গৃহে গিয়ে
সকলকেই নিষেধ ক'রে এসেছি ।
এখন বিধাতার ভবিতব্য ।

কনিষ্ঠা রাজ্ঞী ।—আজকেও আবার যাও ।

রু-ম ।—যে আজ্ঞে ।

[রুক্মজীর প্রস্থান ।

জ্যোষ্ঠা রাজ্ঞীর প্রবেশ ।

জ্যোষ্ঠা রাজ্ঞী ।—ভগ্নি !

আজ ভগীরথের
মুখখানি মলিন হ'য়েচে কেন ?
তুমি কি তা'কে ভৎসনা ক'রেচো ?

কনিষ্ঠা রাজ্ঞী ।—কই, দিদি,

আমি তো কিছুই বলি নি ।

ভগীরথ কোথা ?

জ্যোষ্ঠা রাজ্ঞী ।—ক্রোধাগারে ।

কনিষ্ঠা রাজ্ঞী ।—সে কি !—ক্রোধাগারে !

তুমি তা'কে কোলে ক'রে আনলে না কেন ?

জ্যো-রা।—কোন মতে এলো না।

ক-রা।—কেন ? রাগ ক'রেচে ?

জ্যো-রা।—তা'ও বলে না,

কেবল কাঁদে চ।

ক-রা।—চল চল।

[উভয়ের প্রস্থান ।

তৃতীয় দৃশ্য ।

অযোধ্যা—রাজাস্তঃপুরস্থ ক্রোধাগার।

ভূতলে ভগীরথ অবলুপ্তিবাস্তবায়

অবস্থিত ।

ভগী।—(সহঃথে) বড় মা আর মা

আজ সত্য কথা না বলে আমি উঠবো না।

কেন তাঁ'রা আমাকে হুলিয়ে রেখেচেন ?

পিতা তপস্যায় গেছেন,

এ কথা সত্য কি ?

আজ জানবো।

জ্যোষ্ঠা ও কনিষ্ঠা রাজসীর প্রবেশ।

ক-রা।—(শশব্যস্তে)—বাপু রে আমার—

বাছা রে আমার !

আহা, স্বর্ণকায় ধূলায় লুটায় !

ছিছি !—কেন হেন রাগ, বাছা !

বিরাগের কি কাজ করিলু ?

আয় আয়, কোলে আয়।

জ্যো-রা।—ভগি, তুমি সান্ত্বনা কর,

আমি দৌড়ে গিয়ে জল আনি।

আচ্চা,

বাছার মুখখানি শুকিয়ে গেচে,

কত কাদামাটি লেগেচে।

[বেগে প্রস্থান ।

ক-রা।—আয়, বাপু ! কোলে আয়।

(উত্থাপন)

ভগী।—না, মা !

আমি তোমার কোলে উঠবো না।

ক-রা।—কেন বাছা, কোলে উঠবি নি ?

আমি যে মা তোর।

মায়ের উপর কি রাগ ক'ন্তে আছে ?

ভগী।—তুমি আমার মা বটে,

কিন্তু মায়ের মত পূর্ণস্নেহ তোমার কই ?

ক-রা।—এ কি কথা, বাছুগি !

মা বই কে ষথার্থ স্নেহ ক'ন্তে জানে ?

ভগী।—তবে তুমি কেন এত দিন বল নি ?

ক-রা।—কি বলি নি, বাছা ?

ভগী।—না,মা,আমি তোমার কোলে উঠবো না,

পৃথিবীর কোলই আমার ভাল।

(পুনর্দার ভূতলে শয়ন)

ক-রা।—(স্বগত)—কেন হেন করে ভগীরথ ?

কিসের কারণ বিষাদিত মন,

কেন এত উচাটন,

চাঁদমুখ কেন বা মলিন ?

কিছু নাহি বলে থলি !

(প্রকাশে)—বাছা রে,

বল বল, কি কথা বলি নি ?

(পুনর্দার উত্থাপন)

ভগী।—মা ! আমার পিতা কোথা ?

ক-রা।—(স্বগত)—কি সন্দর্শনে !

কেন হেন কহে আজ ?

দারুণ সন্দেহ হয় মনে।

যে স্বরে কহিল হেন কথা,

শুনে যে বাজিল প্রাণে ব্যথা !

রহস্য কি হইল প্রকাশ ?

কে করিল হেন সন্দর্শন ?

ভগী।—মা ! বল না, আমার পিতা কোথা ?

ক-রা।—বাছা, বলেছি তো আগে।

ভগী।—(সহঃথে)—মা, এত প্রবন্ধনা !

এই কি মা পুত্র-স্নেহ ?

ভাল, নাই বল,

ভূতল সম্বল মোর

(পুনর্দার ভূতলে শয়ন)

ক-রা।—(পুনর্বার উত্থাপন করিয়া)—বাছা রে !

(নীরব)

ভগী।—মা, তুমি এখনো ব'লে না,

কিছু আমি সমস্ত জানি ।

ক-রা।—কি, বাবা ?

ভগী।—আমার পিতা তপস্যায় গেছেন ।

ক-রা।—(স্বগত)—হায়, যা' ভেবেছি তাই ।

কে বলিল এ কথা ইহারে ?

(প্রকাশে)—কা'র কাছে শুনিли এ কথা ?

ভগী।—এখন

আর একটি কথা তোমায় বলতে হ'বে—

কি জন্য পিতা তপস্যা ক'রে গিয়েছেন ?

ক-রা।—কেন পুন সেই কথা, বাছা ?

ভগী।—যদি বল তো কোলে উঠ'বো,

নৈলে আমি এ ঘরেও থাকুবো না—

কোথায় চলে যা'ব

তোমরা সন্ধান পাবো না ।

ক-রা।—এ কি কথা, বাপ দন ?

ছিছি, বলিতে কি আছে হেন ?

ভগী।—মা গো,

আমার মন বড় অস্থির হ'চ্ছে,

পুলু হ'য়ে পিতার সন্ধান পাই না !

তোমরা কথা ভুলিয়ে রেখে

আমাকে পিতদর্শনে বঞ্চিত ক'চ্চো ।

বল, মা, বল বল—

কোথায় পিতা তপস্যা ক'রে গেছেন ?

কেনই বা গেছেন ?

আমি তাঁ'র কাছে যা'বো ।

বল মা, বল বল—কোথা আমার পিতা ?

ক-রা।—(স্বগত)—সন্ধ্যাে ফেলিল মোরে,

কি উপায়ে কি দিব উত্তর ?

বলিব কি ?—না না ।

অগ্রে ভেবে কাঁধ্য করা ভাল ;

বলিলে বিপদ পাছে ঘটে,

এ বংশের সবাই তপস্বী,

ভয় হয়,

ভগীরথো পাছে যায় ।

আহা,

এক মাত্র পুত্র ভগীরথ,

স্বামিহারা অভাগিনী আমি,

তাহে পুন গুত্র হারাইলে

না জানি কি ঘটবে কপালে !

বলিব না—বলিব না এবে,

যুক্তি করি' সকলের সনে

যা' হয় বলিব পরে ।

পুত্রে মোর এবে ভুলাইয়ে ল'য়ে যাই,

ক্রোধাগারে না রাখিব আর ।

(প্রকাশে)—আয় বাছা, এবে মোর সনে,

কোথা তোর পিতা,

সে কথা বলিব পরে ।

ভগী।—দেখ মা, ভুল না ঘেন পুন ।

পিতার সন্ধান জান তুমি,

সে সন্ধান না বলিলে, ভগ্নমনোরথ হ'য়ে

ভগীরথ নিশ্চয় তাজিবে গৃহ ।

ক-রা।—বলিব বলিব সব কথা,

আয় কোলে ননী'র পু'ল্লী ।

(ভগীরথকে ক্রোড়ে গ্রহণ)

[উভয়ের প্রস্থান ।

চতুর্থ দৃশ্য ।

আরণ্য পথ ।

নারদের প্রবেশ ।

নারদ।—

(গীত)

হরি-ভগ-গানে মজ্জ রে প্রাণ ।

হরি-ভগ-গানে গান-নিপুণ হর

হের কিবা স্বজিল পাপীর ত্রাণ ॥

হরি-ভগ-গানে বহিল গঙ্গা,

শীতল সিত জল, পুত্র-তরঙ্গ,

ব্রহ্ম-কমণ্ডলু মাঝে কলু কলু ;

যমালয়ে হলুথলু, ঘন-মুখ মান ॥

গরুড়ের প্রবেশ ।

গরুড় । দেবর্ষে !

প্রমাদ ঘটিল অযোধ্যায়,
শিশু ভগীরথ বড়ই অশ্রির,
চক্ষে বারে নীর,
পিতা পিতা বলি' কাদিয়ে আকুল ।

মাতা আর বিমাতা তাহার
করে হাহাকার,
অশ্রুধার বরে ধারাকার ।

নারদ ।—চূপ কর, বিহঙ্গ-ঈশ্বর !

কে ওই আসি'ছে ধ্যেয়ে,
অন্ধকারে ছুটে যেন তারা ।

দূরে বেগে বুদ্ধমন্ত্রীর প্রবেশ ।

বৃ-ম ।—(অধীরচিত্তে)—

হায় হায়, কোন্ দিকে যাই !

অহো গাঢ় অন্ধকার !

দেখিতে না পাই পথ !

কোন্ দিকে গেল ভগীরথ !

কা'রে পাই ?—কা'রে বা সুধাই ?

কোথা যাই ?

কেউ যদি থাক হেথা,

বুঢ়াও প্রাণের ব্যথা,

বল গো বল গো সত্য কথা—

কোথা রাজপুত্র ভগীরথ ?

নারদ ।—কে ?—বুদ্ধ রাজমন্ত্রী ?

বৃ-ম ।—তপোধন !

ঘটিয়াছে যোর সর্বনাশ,

এ যোর নিশায়,

হায় হায়,

রাজপুত্র ভগীরথ পালা'লো কোথায় !

সর্ব-অন্তর্ধামী হুমি, হুমি !

বল বল শিশুর সন্ধান,

রাখ শ্রাণ, কর পরিব্রাণ,

নহে আর না দেখি নিস্তার !

বল, প্রভো ! কোথা ভগীরথ ?

নারদ ।—শ্রির হও, ভয় নাই,

শুন, মন্ত্রী, অবহিত-চিত্তে—

একটি মহৎ কার্য হ'বে অবনীতে,

তেঁই আজ এ হেন ঘটনা,

ভুলে যাও প্রাণের বেদনা,

করি' স্বকার্য্য উদ্ধার

ভগীরথ ফিরিবে আবার ।

বৃ-ম ।—কিবা কার্য্য, তপোধন ?

নারদ ।—এর পর বলিব সকল,

এবে তুমি রাজপুরে গিয়া

রাগহ সান্ত্বিয়া রাণী দৌহে ।

সে দৌহারে সান্ত্বিবারে

আমিও যাইব পরে ।

বৃ-ম ।—যাই তবে, হুমি !

দেখি

বেঁচে আছে কি না আছে দুই রাণী ।

[প্রস্থান ।

নারদ ।—গরুড় !

এইবার গঙ্গাবতরণ হ'বে,

পৃথিবীর পাপ ঘুচে যাবে,

সগরসন্তানগণ পাইবে নিস্তার ।

যাও হুমি এনে,

অলক্ষ্যে অলক্ষ্যে থাকি'

রক্ষা কর ভগীরথে বিশেষ যতনে ।

শুভকাক্ষ্যে তা'র

দেখ যেন বিদ্রবাবা নাহি হতে ।

ভগীরথ ছাড়ি' রাজপুরী

পশিয়াছে অরণ্য-ভিতরি ।

একে বন, তাহে অন্ধকার,

একা শিশু একমনে যায় গভীর নিশায়,

যাও ত্বর, রক্ষা কর তা'রে ।

আমিও যাইব তথা ;

অগ্রে যাই অযোধ্যায় ।

[উভয়ের প্রস্থান ।

পঞ্চম দৃশ্য ।

নিবিড় অরণ্য ।

ভগীরথের প্রবেশ ।

ভগী ।—কহিলেন মাতা,—

মোর পিতা দিলীপ ভূপতি

হিমালয়ে করিলা গমন

করিবারে তপস্যাসাধন ।

তেজস্বী কপিল-শাপে মগর রাজার

ঘাট্‌হাজার উদ্ধত কুমার

হইয়াছে ভয়ানকত ।

আহা,

তাঁদেরি উদ্ধার তরে

গেলা পিতা ছিন্ন মহীধরে

তপস্যায় গঙ্গা আনিবারে ;

কিস্ত না কিরিল্য মাজো,

কিরিবেন কবে,

তাহাও না জানি ।

জননীর কথার আভাসে—

বদনের মালিন্য বিকাশে

বোধ হয়, পিতা বেঁচে নাই !

পিতা !—পিতা ! কোথা তুমি !

আহা,

এ অভাগা পুত্র তব দেখে নি তোমারে,

দেখিতেও পাইবে কি পরে ?

মৃত কি জীবিত তুমি—কিছুই না বুঝি ।

পিতা !

আমিও তোমার পথে যাব,

তপস্যা করিব,

হয়, গঙ্গারে আনিব,

নয়, তব সম নিকরদেশ হ'ব ;

তবু গৃহে না ফিরিব আর ।

জন্মিয়াছি হৃদয়কুলে,

সগরের রক্তজ্যোত বহে মোর দেহে,

সগর-কুমারগণে ব্রহ্মশাপ হ'তে

যদি নাহি পারিলাম করিতে উদ্ধার,

তবে, কিবা কাজ এ দেহে আমার ?

প্রতিজ্ঞা—

হয়, গঙ্গাজলে তাঁ'সবার করিব তর্পণ,

নয়, কালগ্রাসে দেহ মোর করিব অর্পণ ।

(কিকিদ্দুর অগ্রসর হইয়া)—

আহা, কেমনে যাইব আমি ?

বড় মাতা, মাতা মোর বাঁচিবে কেমনে ?

আমার বিহনে

হাহাকারে কাঁদি'ছেন তাঁ'রা

নিদারুণ শোকে লুটে কঠিন ভূমিতে ;

আহা, কেমনে যাইব ছাড়ি' ?

না না,—যা'ব না—যা'ব না—

ফের ফিরে যাই,

মা মা ব'লে ডাকি গে আবার,

মুছাই গে নয়নের ধার ।

মা !—মা !

কেঁদ না—কেঁদ না আর,

তোর কাছে যাই মা আবার ।

(কিয়দূর গিয়া)—

কি ?—গৃহে ফিরে যা'ব ?

গৃহে গেলে প্রতিজ্ঞা পালিব কিসে ?

না—না—ফিরিব না গৃহে ।

স্বকামসাধন বই কিছু নাহি মোর,

তপস্যাই সর্বত্র আমার,

তপস্যাই মেহময়ী মাতা,

তপস্যাই গৃহ, তপস্যাই দেহ,

তপস্যাই আত্মা, মন, প্রাণ ।

(নেপথ্যে রোদিনশব্দ)

(ভনিয়া)—এ কি ! এ কি !

উভ মাতা ধার হাহাকারে

আধারে আঁধারে ।

কোথা যাই ?

লুকাই—লুকাই ।

না—না—সাজে না সে কাজ মোরে ।

লুকাইয়ে মা দৌহারে ফিরাই ভবনে ।

বেগে কনিষ্ঠা রাজ্যীর প্রবেশ ।

ক-রা ।—(সরোদনে)—হায় হায় !

ছাখিনীর ধন,

কোথা গেলি—কোথা গেলি !

কেন আমি কহিলাম তোরে

তোর পিতার সংবাদ !

ওরে পাড়িলি প্রমাদ একেবারে !

ভগীরথ !

কেউ যে আমার নাই আর,

অন্ধকার ত্রিসংসার !

সামিহারা অনাথিনী আমি,

হায় হায় !

একমাত্র পুঞ্জ পুন হারাইলুম !

দেখা দে রে ।—দেখা দে রে !

ডাক্ ডাক না ব'লে আমায়,

হায় হায়,

অন্ধকারে নাহি পাই পথ,

কোথা ভগীরথ !

ওগো, কে আছে কোথায়,

দয়া ক'রে ব'লে দাও—

কোথা মোর প্রাণের কুমার !

মা গো বিস্তারি !

খোল্ তোর আঁধার-নয়ন,

দেখি কোথা প্রাণের নন্দন !

ও গো সমীরণ !

প্রতিকূলে ব'য়ে

গতিরোধ কর ত্বর পুঞ্জের আমার,

তা'র কাছে উড়া'য়ে আমারে লও,

ব'লে দাও কাণে কাণে

কোথা মোর শিশু ভগীরথ !

ওগো তরু ! ওগো বনলতা !

ব'লে দাও পুঞ্জ মোর কোথা ?

দেখেছ তোমরা তা'রে,

ব'লে দাও—কথা কও—কোথা ভগীরথ ?

ওরে কাননের পাখী !

অন্ধকারে অন্ধ তোরা বটে,

কিন্তু পদশব্দ শুনেছিস্ কাণে,

ব'লে দে—ব'লে দে অভাগীরে,—

কোন্ দিকে গেল ভগীরথ !

হায় হায়, কি হ'ল কি হ'ল,

কোন্ দিকে গেল ;

কি ক'রে সন্ধান পাই ?

কা'র কাছে যাই ?

কা'রে বা সুবাহি এ বারতা ?

অহো নিদারুণ মর্ষ্যব্যথা !

(পশ্চন)

বেগে জ্যেষ্ঠা রাজ্যীর প্রবেশ ।

জ্যে-রা ।—(সরোদনে)—বাছা রে আমার,

ফাঁকি দিয়ে কোথায় পালা'লি !

আমিও যে মা'র মত তোরে

হেরিতাম স্নেহের নয়নে ;

পাপীয়সী বিমাতার মত

করি নাই মন্দ আচরণ,

কেন তবে কৈলি পলায়ন, বাছা রে আমার !

গর্জজ তনয়-জ্ঞানে ভাবি,

না হেরিলে পশকে প্রলয় হস,

তবে কেন করিলি এ কাজ,

নিদারুণ বাজ হানিলি মাথায় !

হায় হায়, কোথা গেলি বাপ ধন !

দে রে দেখা বড় মা'রে তোরে,

মা মা ব'লে ডাক্ একবার !

আঁধার—আঁধার—নাহি পাই পথ,

কোথা ভগীরথ !—কোথা ভগীরথ !

ভগী ।—(নিকটে আসিয়া)—এই যে মা আমি ।

বড় মা !—বড় মা !

হের এই মাতা মোর ভূতলে লুটায় !

(কনিষ্ঠা রাজ্যীর প্রতি)—মা ! মা !

কৈদ না—কৈদ না আর,

এই যে মা, ছেলে তো'র !

ক-রা ।—কই কই কোথা, বাপ !

আয় কায় কোলে আয়,

ওরে ভিখারীর নিধি !

এই কি পুত্রের কাজ ?

ভগী।—কেন, মা,

আমি কি এমন কুপুত্রের কাজ ক'বেছি ?

ক-রা।—বাছা রে !

এমন ক'রে কি পাণ্ডিয়ে আসতে হয় ?

ভগী।—মা ! এত বুঝিয়ে এলেম,

তবু কেন হুংখ ক'চ্ছে ?

আমি গঙ্গা আনমন ক'বে, তাঁ'র পরিচয় রূপে
পূর্জ-পুঙ্কসদেব তর্পণ কবনো ।

মা ! আমি বর্হমান থাকতে

আমার পূর্জপুরুষেরা যদি

রক্ষণাপ হ'তে উদ্ধার না পান,

তবে আমার ন্যায় কল্যাণের কে ?

মা, আমার শরীর মন প্রাণ তো আমার নয়,

আমার পূর্জপুরুষেরা আমাতে অবস্থিত,

আমি তাঁ'দেরই ।

তবে বল দেখি,

আমি কি ক'রে ।

তাঁ'দের দুর্গতি দেখে নিশ্চিত থাকবো ?

মা, তোমরা কোন চিন্তা ক'র না,

আমি তোমাদের আশীর্বাদে

নির্দিষ্টভাবে সিদ্ধলোকস্থ হ'ব ।

ক-রা।—না, বাপ !

আমরা তোকে যেতে দেখে না ।

ভগী।—সে কি, মা !

তুমি দুর্কিমতী ও পদ্মশীলা হ'য়ে

কেন এমন অনায় কথা বল ?

আমাকে তোমার গর্ভে

ধারণ ক'বার উদ্দেশ্য কি ?

আমি তোমার কুপুত্র না সুপুত্র ?

পিতা মাতা কিরূপ পুত্র চান ?

তবে বল দেখি, মা !

ক-রা।—বাছা রে ! সব বুঝি,

কিন্তু হুই যে আমার একমাত্র পুত্র,

তোকে ছেড়ে—

ভগী।—পুত্র যদি

যথার্থ পুত্রের মত কার্য্য না ক'র,

তবে সে পুত্রে তোমার লাভ কি ?

যদি যথার্থ পুত্র চাও,

তবে আমাকে ছেড়ে দাও !

ক-রা।—শিশু তুই,

কেমন ক'রে দুর্গম স্থানে তপ ক'তে যাবি ?

ভগী।—ভয় কি, মা ?

সংকার্য্যে ঈশ্বর সহায় ।

আমি ভগবান্ হরির কৃপায়

সমস্ত বিপদ আপদ এড়াবো ।

জো-রা।—বাছা রে !

গৃহে ব'সে কি সংকার্য্য হয় না ?

ভগী।—যে কার্য্যে আমি বাচ্ছি,

তা' গৃহে ব'সে হ'লে কেন দূরে যাবো ?

বড় মা ! না !

তোমাদের পায়ে ধ'রে বলি—

আমাকে আমার পিতৃপুরুষগণের

সম্মতির জন্য সংপথে যেতে দাও ;

মা !

গঙ্গাজল বই তাঁ'দের উদ্ধার হ'বে না ;

তাই বল'চি,

আমার তপসার গতিরোধ ক'র না ।

ক-রা।—হায় হায়, কি হ'বে, কি হ'বে !

ফোনমতে নাহি শুনে কথা,

কিরূপে কিরাইব গৃহে !

ভগীরথ !—

ভগী।—মা !

নারদ, রুদ্ধমন্ত্রী ও হু'ভাগণের প্রবেশ ।

ক-ম।—এই যে এখানে হুই রাণী ।

এই যে কুমার ।

ক-রা।—(নারদকে দেখিয়া)—তপোবন !

কি হ'বে, কি হ'বে মোর,

ভগীরথ পালাইয়ে যায়,

নাহি রাখে বচন আমার ;

বড় রাণী কত বলে,

তবু নাহি শুনে কথা ;
 হুনি ! বড় ব্যথা পাই প্রাণে,
 ভগীরথ নয়নের তারা,
 সে তারা হইয়ে হারা বাঁচিব কেমনে ?
 ধরি রাজ্য পায়,
 বুঝা'য়ে তনয়ে মোর ফিরাও ভবনে ।

নারদ ।—(স্বগত)—আহা, এরি নাম মা'র প্রাণ,

পূর্ণ-স্নেহ যেন
 অশ্রুধারে ঝরে আঁখিসুগে ।
 কিন্তু,

কেমনে নিবারি ভগীরথে ?
 পাপিগণে কে আনিবে মুক্তিপথে ?
 রানী দৌছে বুঝা'য়ে ফিরাই গেছে ।
 (প্রকাশে)—শুন শুন, রাজরাণি !

রাখ গো আমার বাণী,
 পুত্রে না করিও নিবারণ ।

জানি আমি ভালরূপে—
 ভগীরথ হ'তে

একটি মহৎ কার্য্য হইবে সাধন,
 পতিতপাবনী গঙ্গা আসিবে ধরায় ;
 ভগীরথ হ'তে

ভস্মীভূত সগরসন্তানগণ
 পাপমুক্ত হ'য়ে করিবেক স্বর্গ-আরোহণ ।
 মা !

তোমাদের এই পুল হ'তে
 কোটি কোটি মহাপাপী পাইবে উদ্ধার,
 খুলে যাবে স্বর্গের দুয়ার ।
 তবে কেন, মাতা হ'য়ে
 হেন পুত্রে কর গো নিষেধ ।
 ভয় নাই,
 আবার পাইবে দৌছে পুলমুখ করিতে দর্শন ।
 কোন কথা না কহিও আর,
 যাও দৌছে রাজনিকेतনে ;
 তনয়ের মঙ্গল-কারণে
 হরিপূজা, গঙ্গাপূজা কর বিধিযতে ।
 যাও, সখী ! রানী দৌছে রাজপুত্রে ল'রে ।

ক-রা ।—তপোধন !

তোমার বচন কেমনে লঙ্ঘন করি ?
 আশীর্বাদ কর, প্রভু !
 পুত্রে যেন পাই পুনরায় ।

জ্যো-রা ।—মঙ্গল-আগয় তুমি, হুনি !
 তব বাণী মঙ্গলের মূল ;

কর আশীর্বাদ,
 ভগীরথ ফেরে যেন গৃহে পুনরায় ।

উভয় রানী ।—(ভগীরথের হস্ত ধরিয়া নারদের
 হস্তে দিয়া)—

পুত্রে কৈহু তোমাতে অর্পণ ।
 ভগীরথ ! একবার মা ব'লে ডাক ।

ভগী ।—মা ! মা !

[রুদ্ধ-স্রী ও দুই রানীর প্রস্থান ।

নারদ ।—যাও, বস ! কর গঙ্গাতপ,

মনোরথ হউক মঙ্গল ।

ভগী ।—(প্রণাম করিয়া)—

পুন'য়েন হেবি শ্রীচরণ ।

[উভয়ের প্রস্থান ।

তৃতীয় অঙ্ক ।

প্রথম দৃশ্য ।

হিমালয় পর্বতের উপত্যকা ।

তপস্বিবেশে ভগীরথ ।

ভগী ।—হার হার, কি অভাগা আমি,

কত যে করিমু তপ,

তবু নাহি পাইয় গঙ্গার দেখা !

অনশনে, জাগরণে কত কষ্ট সহি,

তবু গঙ্গা কই ?

অহো, ভাগ্য-দোষে মোর

পতিতপাবনী গঙ্গা বিমুখ আমারে !

মা মা ব'লে কতই ডাকিমু,

তবু নাহি দেখা পেমু !
মাতর্গঙ্গে !
এত কি নিষ্ঠুর তুমি !
হায় হায়, কি করি—কি করি,
কা'র কাছে যাই ?
কে দেবে বলিয়ে গঙ্গাতপ ?
নারদের প্রবেশ ।

তপোধন !
আজিও যে না পাই গঙ্গায়,
কি হ'বে উপায় ?

নারদ ।—বৎস !

এতক্ষণে বুঝিয়াছি আমি,—
কেন যে না পাও গঙ্গা তুমি ।

ভগী ।—(কীর্তনের সুরে)—

পায়ে ধরি, মনি ! বল আমায়,
কেন গঙ্গা নাহি পাওয়া যায় ?
কোন পাপ মোর কপালে লেখা ?
কেন গঙ্গা মোরে না দেয় দেখা ?
দুখ তপ জপ, রুখা অনশন,
বুখায় আমার এ ছার জীবন !—তপোধন !
কিবা কাজ আর অসার প্রাণে ?
কিবা কাজ আর অসার ধ্যানে ?
গলায় বাঁধিয়ে বনের লতা
মরিব—মরিব আমি গো আজ ;
রাজকূলে জন্ম আমার দুখা,
যাই—যাই—মরি—প্রাণে কি কাজ ?

(গমনোদ্যোগ)

নারদ ।—(হস্ত ধরিয়া, কীর্তনের সুরে)—

না—না, বাছা ! যেও না যে,
কেঁদ না, কেঁদ না বিষাদ-ভবে,
হতাশ হ'য়ে না, ধর বচন,
শ্রম বই কই শুভ দরশন ?
আয় মোর সাথে, দিব তোর মাথে
হরির প্রসাদী তুলসীদল,
বৈষ্ণবের সনে হরিসঙ্কীর্ণনে

চকল প্রাণ জুড়া'বি চন্ ।
নামকীর্তনে দ্রবিল হরি,
ঝরিল চরণে গঙ্গা-বারি ।
আজ্ সেই হরির—ওরে রাজশিত্ত !—
সেই হরির নামসঙ্কীর্ণনে,
চল, হরিরে তুমিবি বৈষ্ণবের সনে ।
হরি আবার ভিজিবে পানে তোর,
ছিঁড়িবে তোর হতাশ-ডোর ।
পূরিবে তোর সাধনা,
পূরিবে মন-বাসনা,
হরিসঙ্কীর্ণনে মুচিবে যোর যাতনা ।

ভগী ।—(কীর্তনের সুরে)—

তবে চল, তপোধন, করি সঙ্কীর্ণন
দয়াল হরির নাম ;
তব আশীর্বাদে, হরির প্রসাদে,
পুরুষ মনস্কাম ।

[উভয়ের প্রস্থান ।

দ্বিতীয় দৃশ্য ।

নারদের আগ্রম ।

ঋষিবালকগণ পুলিকীড়ায় রত ।
কিয়ৎকাল পরে অপর এক জন
ঋষিবালকের প্রবেশ ।

প্রদ্বিষ্ট বালক ।—ও ভাই,

দৌড়ে আয়—দৌড়ে আয়—

১ম ঋ-বা ।—কেন, ভাই, কি হ'য়েচে ?

প্রদ্বিষ্ট বালক ।—ভাই,

মনি ঠাকুর আজ

কেমন একটা ছেলে-শিষ্য এনেচেন ।

ভাই রে, বল'বো কি,

এমন ছেলে দেখি নি, ,

যেন রাজপুত্র !

১ম ঋ-বা ।—আজ, বলি'ম্ কি !

প্রবীষ্ট বালক।—সত্যি ভাই, এমন রূপ দেখি নি,

গেরুয়া-কাপড় পরা বটে,

কিন্তু মেঘের ভিতর যেন পূর্ণিমার চাঁদ।

সকলে।—চল চল, দেখি গে চল।

[সকলের প্রস্থান।

খোল, করতাল, শিঙ্গা প্রভৃতি বাদ্য সহ-

যোগে হরিসঙ্কীর্তন করিতে করিতে

নারদ, ভগীরথ, ঋষিগণ, ঋষি-

বালকগণ ও ঋষিনারী-

গণের প্রবেশ।

সকলে।— (হরিসঙ্কীর্তন)

হরি হরি বলে নাচ বাছ তুলে, জুড়াবে প্রাণের আলা।

পিরাস মিটিবে, নিগাশ মিটিবে, আঁধারে ফুটিবে আলা।

(আহা, পরম দয়াল হরি)।—

দয়া-বিতরণে পূরে তার আশা, যে জন প্রেম-ভিখারী।

আহা, হরিনাম কি মধুর নাম,

হরিনামে পাণী তরে;

হরিনামে বিধি চরের

প্রেমভরে অঁগি করে:

(আহা, প্রেমধারা বহে দর নদে)।—

তীস তবদিক্ হ'বে জলবিন্দু রে,—

এমি হরিনামের প্রেম-জীলা।

নারদ।—রাজপুত্র ভগীরথ!

এই বার মনোরথ পূরিবে তোমার;

পুনরায় হিমালয়ে যাও,

আবার নিমগ্ন হও গঙ্গা-তপস্যায়।

ভগী।—প্রভু! অবোধ বালক আমি,

অনুক্ষণ সহায় থাকিও মোর।

প্রণিপাত শ্রীচরণে।

নারদ।—হরির রূপায় সিদ্ধকাম হও ত্বর।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

হিমালয়স্থ গোকর্ণ তীর্থ।

গরুড়ের প্রবেশ।

গরুড়।—নারদের পুণ্যময় তপোবনে

বৈষ্ণবনিকর মনে

ভগীরথ হরি-গুণ-গান গেয়ে

আবার আসি'ছে হিমালয়ে।

সাবধান হও পশু পাখী,

সাবধান, ভূজঙ্গ পতঙ্গ কীট!

আজ্ঞা মোর করহ পালন—

ভগীরথ প্রতি না করিও মন্দ-হাচরণ।

[প্রস্থান।

ভগীরথের প্রবেশ।

ভগী।—দেবর্ষির মুক্তিমতে

আবার বসিব তপস্যায়;

দেখি,

হরির রূপায় কত দিনে পূরে মনোরথ।

(কীটনের হরে)।—

হরি! শুনেছি নারদের মুখে,—

হর তোমার গুণগানে

দ্রব ক'রে তব পা হু'খানি

পেলেন গঙ্গা নিস্তারিণী।

আহা,

মেই গঙ্গা ব্রহ্মলোকে,

আমি কিসে পাব তাঁকে?

নারদ আদি বৈষ্ণব মনে

তব নাম গান ক'রেছি, হরি!

তবে হরের মত—ও হে ও দয়াল!—

হরের মত আমায় দাও গঙ্গাবারি।

আবার তপে বসিহু, প্রভু!

এতেও যদি না বাসনা পূরে,

তবে ত্যজিব তমু,—হরি হে!—

তাজিব তমু এই ভূধরে।

(তপস্যায় উপবেশন)

ব্রহ্মার প্রবেশ ।

ব্রহ্মা।—উঠ, বৎস ভগীরথ !

ভগী।—(দণ্ডায়মান হইয়া প্রণাম করিয়া কীৰ্ত্তনের
সুরে) —

এ কি বেশ, প্রভু নারদ !

কোথা তব সেই বেশ ?

কোথা জটাজুটজাল ?

কোথা গৈরিকের বাস ?

কোথা মনোহরা বীণা ?

হেন বেশে কেন এলে ?

গঙ্গাকে কি দেখে পেলে ?

ব্রহ্মা।— বৎস !

আমি নারদ নই ;

নারদ আমার পুত্র ;

আমি নারদের পিতা ব্রহ্মা ।

ভগী।—(কীৰ্ত্তনের সুরে) —

পাভো ! প্রণিপাত করি রাঙা পাশ,

আমার সাধনের ধন গঙ্গা মাতা

তোমার নিকটে আছে, বিধি ।

আমি কিসে পাবো তাঁহার দেখা,

ব'লে দাও দামে সে উপায় ।

হে বিধি দয়াময় !

আমায় হারা'য়ে মা আমার

করে কতই হাহাকার ;

আনিও, আছা, তাঁ'রে না দেখে,

আকুল হ'য়েছি মায়ের শোকে ।

বিধি ! মম আশা পূরাও,

একবার দয়ার নয়নে চাও,

আমার তপস্যার ধন—বিধি হে !—

গঙ্গাবারি এনে দাও—এনে দাও ।

ব্রহ্মা।—রাজপুত্র !

আমি তপস্যা বড় ভালবাসি,

তপস্যাই আমার প্রাণ,

তপস্যাই আমার সৃষ্টির প্রাণ ।

আমাকে লোকে

অন্য উপায়ে দেক্তে পায় না,

পায় কেবল তপস্যার বশে ।

যে প্রকৃত তপস্বী, আমি তা'রই ;

সেই জন্য আজ তোর নিকট এসেছি ।

ওরে শিষ্যতপস্বী !

এইবার তুই তপস্যার ফল পেলি ।

তো' হ'তে এবং তোর তপোবল হ'তে

তোর শাপভ্রষ্ট পিতৃপুরুষেরা উদ্ধার হ'বে ।

তা' ছাড়া,

পৃথিবী পবিত্রা হ'বে,

পৃথিবীর অনন্ত কোটি পাপী মুক্তি পাবে ।

এত দিনে তোর গঙ্গাতপ পূর্ণ হ'ল ।

ভগী।—দয়াময় !

তবে দয়া ক'রে আমায় গঙ্গা দান কর,

গঙ্গাজল বই

তোমার বাক্য এবং আমার বাসনা

কিরূপে পূর্ণ হ'বে ?

ব্রহ্মা।—বৎস !

গঙ্গা এখন আমার লোকে অবস্থিত ।

যখন তিনি পৃথিবীতে অবতীর্ণ হ'বেন,

কে তখন তাঁর ভয়ঙ্কর পতনবেগ সহ করবে ?

গঙ্গা স্তম্ভভিত্ত হ'লে

তাঁর অনিবার্য স্রোতস্রোতবেগে

পৃথিবী রসাতলে যা'বে ।

সেই দুর্ঘটনা নিবারণ জন্য

এখন তোমায়

আর একটি কার্য্য ক'ত্তে হ'বে ।

ভগী।—কি করবো, প্রভু ?

ব্রহ্মা।—তুমি কৈলাসে গিয়ে

ভগবান্ মহাদেবকে স্তবে ভূষ্ট ক'রে

এই হিমালয় পর্ব্বতে আনয়ন কর ।

একমাত্র মহাবল মহাদেব ব্যতীত

গঙ্গার দুর্জয় বেগ

অন্য কেহ সহ ক'ত্তে সক্ষম নয় ।

ভগী।—(কীৰ্ত্তনের সুরে) —

প্রভু ! আবার কত কষ্ট পাবো,

কত দিন গেল কষ্ট স'য়ে,—

আবার কত কষ্ট পাবো !

বিধি !

আমি নিধি পেয়েও পেলেম না হে !

আমার মনের আশা—

আহা, আমার সাধের আশা

ফোটো ফোটো হ'য়েও কুটলো না হে !

ব্রহ্মা।—বৎস !

আর তোমায় কষ্ট পেতে হ'বে না।

দয়াময় মহাদেবকে একবার ভক্তির সহিত

অথও বিশ্বদলে পূজা ক'রে

তিনি তৎক্ষণাৎ সন্তুষ্ট হ'বেন।

আর বিলম্ব ক'র না,

বাও পুণ্যময় কৈলাস-ধামে।

ভগী।—পুনরায় করি নতি।

ব্রহ্মা।—মোর বরে গঙ্গা তোরে দিবে দেখা।

উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

কৈলাস পর্বতের নিম্নস্থ অরণ্য।

ভূঙ্গীর প্রবেশ।

ভূঙ্গী।—

(গীত)

গাও রে গাও রে জগত-জন,

হর শব্দর শব্দা-মোহন।

গাও অরণ্যানী, জয় পিনাকপানি,

ফণি-ফণিনী-ফণ-ভূষণ।

গাও ফুলকল, ভূধর,

গাও তরুদল, বিশ্বর,

গাও গভীর গহ্বর—

হর হর বোম্ বোম্ ;—

জয় জয় জয় জয় শিব ত্রিলোচন ॥

আহা, কে ও বালকটি আসচে ?

হৃলিমাখা সৌন্দর্য যেন স্বয়ং আবির্ভূত !

বিলুদল লইয়া ভগীরথের প্রবেশ।

কে তুমি, বালক ?

ভগী।—ওগো, তুমিই কি দয়াময় মহাদেব ?

ভূঙ্গী।—আমি তাঁ'র ভৃত্য।

ভগী।—ওগো,

আমি প্রভু মহাদেবের কাছে যাবো,

আমি পথ চিনি নি,

আমাকে সঙ্গে ত'রে

তাঁ'র কাছে নিয়ে চল না।

ভূঙ্গী।—তোমার কি প্রয়োজন ?

ভগী।—আমি তাঁ'র পূজা ক'রবো।

ভূঙ্গী।—(কীর্তনের হুরে)—

আহা, এমন কোমল দেহে

কি কাজ এত কষ্ট স'য়ে ?

কৈলাস অতি কঠিন ঠাঁই,

সেখায় উঠে কাজ নাই।

আহা, কঠিন শিলা বাজিবে পায়,

দরদর ঘাম ঝরিবে গায়;

ম্লান মুখ আরো মলিন হ'বে,

ক্ষীণ তনুখানি বেদনা স'বে।

শিশু ! তাই বলি—

বসি তুমি এই কাননে

পূজা কর হরে ভক্তিমনে।

ভগী।—(কীর্তনের হুরে)—

ওগো,

কেমনে এখানে পাইব হরে ?

ভূঙ্গী।—(কীর্তনের হুরে)—

ভক্তি যদি থাকে, পাইবি তাঁ'রে।

রাখ্ মোর কথা, ঘুচে বা'বে ব্যথা,

ভক্ত জন যথা, পকানন তথা।

ভগী।—তবে আমি এইখানেই

মহাদেবের স্তব করি।

(হুরে)—বোম্ বোম্ হর হর !

বোম্ বোম্ হর হর !

বোম্ বোম্ হর হর !

বোম্ বোম্ হর হর !

(মহাদেবের উদ্দেশে বিলুদল প্রদান)

(ভূগর্ভ হইতে সহসা শিবের উত্থান)

হা।—বৎস ভগীরথ !

গী।—(প্রণাম করিয়া, গীত)—

জীবন নারি আর বহিতে ;
পারি না পারি না ছুতার সহিতে ;
ভাষ্যতাপে মনস্তাপে নারি আর দহিতে ।
আমা বিনে যা আবার,
গৃহে করে হাহাকার,
বারি করে ধারাকার
স্নেহাধার আঁধিতে ;—
কবে পাবে কোলে ব'সে মা ব'লে ডাকিতে ।

হা।—বৎস !

বুঝিয়াছি মর্শ্ব-কথা তোর ;
মস্তুষ্ট হইলু অতি ;
তোর ইচ্ছা পুরাইব,
গঙ্গার পতন-বেগ মস্তকে ধরিব ;
চলিলাম হিমালয়ে ।
আয় তুই পশ্চাতে আমার ।
[মহাদেবের অন্তর্ধান ।

নারদের প্রবেশ ।

রদ।—রাজকুমার !

ভগবানু মহাদেব
তোমার স্তবে তুষ্ট হ'য়েছেন ;
আবার এস,
আমরা সকলে মিলে
হর-সুকীর্তন ক'ত্তে ক'ত্তে হিমালয়ে যাই ।

গীরথ, নারদ ও ভৃঙ্গী।—(একতারা ও ঋগ্ননী-
যোগে হরসুকীর্তন)—

জীব ! ভজ ভজ শিব শূলধারী ।

মস্তটমোচন, দেব ত্রিলোচন, পাণ্ডবমোচনকারী ॥

ভূতনাথ হর, বোম-বিগম্বর,

লটপটজট ত্রিপুরারি ;—

শশাঙ্ক-অঙ্কিত ভাল হুশোভিত,

কণটনিপটশঠমারী ॥

হর বোম্ বোম্ বোম্, শিব বোম্ বোম্ বোম্,

হর বোম্ বোম্ বোম্, শিব বোম্ বোম্ বোম্,

হর বোম্ বোম্ বোম্, শিব বোম্ বোম্ বোম্,

হর বোম্ বোম্ বোম্, শিব বোম্ বোম্ বোম্ ॥

[সকলের প্রস্থান ।

পঞ্চম দৃশ্য ।

হিমালয় পর্বত ।

এক ঋগু রহৎ শিলার উপরি মহাদেব
আকাশ হইতে পতনশীলা গঙ্গার
স্রোতোবেগ মস্তকে ধার-

গাবস্থায় ত্রিশূলহস্তে

দণ্ডায়মান ।

ভগীরথের প্রবেশ ।

ভগী।—(কৃতাজলিপুটে, গীত)

জয় শূলধর, তরুণমুগধর,
শিব যোগিবর, শুভ-আকর হে ।
হর পাণধর, অর-দাপধর,
তিন-তাপধর, অজরামর হে ॥

(মহাদেবের জটামধ্যে গঙ্গাধারা প্রবিষ্ট
হইয়া অন্তর্ধান)

মহা।—ভগীরথ !

তুই রাজার পুত্র,
আমি ভিষারী ;
আজ আমায় একটি ভিক্ষা দে ।

ভগী।—(কীর্তনের হুরে)—

আহা, এ কি শুনি আজ,
যিনি রাজার রাজা মহারাজ ;

কুবের ভাণ্ডারী ষাঁ'র,

এ কি কথা বদনে তাঁ'র !

অন্নপূর্ণা ষাঁহার রাণী,

তাঁ'র মুখে শুনি এ কি বাণী !

যিনি শিবৈশ্বর্যে সদাশিব,

ষাঁ'র শিব ছায়ে জীয়ে জীব ;

যিনি ষাভা, পিতা, ভ্রাতা, দাতা,

তঁার মুখে আজ ভিক্ষা-কথা !

প্রভু ! বল বল, তব এ কি লীলা ?

কেন দীনে ভোলাও, ভোলা ?

মহা !—বৎস রে ! ভুলাই নি তোরে,

সম্মত কহি,

না জানি ভুলা'তে পরে কভু।

আজ্ঞাভোলা চিরদিন আমি,

তেঁই জগজ্জনে

কহে মোরে ভোলা মহেশ্বর।

আজ আরো যে ভুলিল,

আজ নাহি জান এক গঙ্গা বই ;

নাহি ধান এক গঙ্গা বই।

আহা, বৎস ! ধন্য তুই,

ধন্য আমি

তোর তপস্যার ধন ধরিয়া মস্তকে।

আহা, বহু কাল গত হ'য়ে গেছে,

কিছু আজিও জাগি'ছে সেই কথা—

ভক্তিমাথা হরিগুণগাথা !

বৎস রে ! হরিসঙ্গীতনে

যেই গঙ্গা জনমিল হরির চরণে,

সেই গঙ্গা আনি' দিলি মোরে,

ধন্য হৈছ ধরি' তারে শিবে।

তাপ শুচে গেলা,

প্রাণ জুড়াইল,

পবিত্র হইল মহাদেব !

আহা, এত দিন পরে

মহাদেব বাস্তবিক মহাদেব।

তেঁই বলি, ভগীরথ !

পুরা রে শিবের মনোরথ—

দে রে ভিক্ষা শিব ভিখারীরে

সাধনের ধন গঙ্গা তোরা।

ভগী !—(কীৰ্তনের সুরে)—

এ কি পুন বল, প্রভু !

এ কি খেলা খেলি'ছ আজ ?

তোমারি গঙ্গা তুমিই নেবে,

এর চেয়ে কিবা সুখ আমার ?

গঙ্গাধর ! গঙ্গা ধর,

আমি ফিরে যাই হে অধ্যোধ্যায়,

কিছু মা'বার সময় আমারা ভিক্ষা—

আমার কথা কর হে রক্ষা—

মন পিতৃপুরুষেরা কপিল-শাপে

তর্ঘ্যীভূত হ'য়ে আছে,

প্রভু !

তঁাদের যা'তে মুক্তি হয়,

আমায় বলে দাও তা', দয়াময় !

মহা !—(দগত)—অহো,

আমি ভগীরথকে কি বল'ছিলেম ?

আমিই না পাপীর জন্য ব্যথিত হ'য়ে

দেবগণের সহিত

গোলোকে হরিসঙ্গীতন ক'রেছিলেম ?

আমা' হ'তেই না পাপীর পাপনিস্তারিনী গঙ্গা

বিষ্ণুর পাদপদ্ম হ'তে উদ্ভব হ'য়েছেন ?

তবে আজ আমার কেন ভাবান্তর ?

না না—গঙ্গাকে অবরোধ ক'রে রাখ'বো না,

ভগীরথের তপস্যার ধন

ভগীরথকে ফিরিয়ে দি।

(প্রকাশে)—বৎস ভগীরথ !

তোমার শাপভট্ট পিতৃগণকে

মুক্তি প্রদান করা আমার সাধ্য নয়।

সর্বদেবের জীবনকর

পরমাত্মা পরমপুরুষ পতিতপাবন হরি বই

তা'রা উদ্ধার হ'বে না।

দেবী গঙ্গা বিষ্ণুর পাদপদ্মসম্ভবা,

সুতরাং ইনি বিষ্ণুরূপিনী।

এই গঙ্গার পবিত্র-বারি-স্পর্শে

ত্রুশাপগ্রস্ত সগরবংশ উদ্ধার হ'বে।

আমি নিশ্চয় জানি

গঙ্গাজল বই পাপীর পরিত্রাণ নাই,

আজ আমি গঙ্গাবারিস্পর্শে পবিত্র হ'য়েছি,

তাই আমার আর একটি নাম হ'ল—গঙ্গাধর

ভগীরথ !

তোমার নিকটে

আমার এই নাম-ভিক্ষা-লাভই যথেষ্ট ।

যাও, গঙ্গাজলে পিতৃপুরুষগণের তর্পণ কর ।

ভগী।—হে দয়াময় মহাদেব !

কি রূপে তর্পণ করবো ?—দেবী গঙ্গা কই ?

মহা।—ওহো,

গঙ্গা আমার জটামধো প্রবিষ্ট হ'য়ে আছেন ।

গঙ্গে !

রাজপুত্র ভগীরথের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর,

পাপময়ী পৃথিবীর বক্ষ শীতল কর,

অনন্ত পাতকীর স্বর্ণদ্বার উদ্ঘাটন কর ।

ভগীরথ !

এই জটাজুট হ'তে

গঙ্গাকে পৃথিবীর উপর ত্যাগ কর'য়েম ।

(মহাদেবের জটাজুট হইতে গঙ্গার

জলদারা বহির্গত হইয়া ভূতলে

পতন ও অন্তর্দর্শন)

ভগী।—(সদৃশে) —প্রভু ! কি হ'ল—কি হ'ল,

কোথা গেল গঙ্গা মাতা মোর !

কই সেই মহাশারা ?

কই সেই পুণ্যময়ী বারি ?

ত্রিপুরারি !

কি হ'বে আমার গতি ?

তব জটাজুট ছাড়ি'

গঙ্গামাতা লুকাল কোথায় !

হায় হায়, কি হ'বে উপায় !

মহা।—বৎস রে !

মম এ বিশাল জটা হ'তে

নিরাকর্ণ স্রোতে বাহিরিল গঙ্গা-জল ;

ধরাতল নারিল সহিতে বেগ,

এই সে কারণ

পশিল তোমার গঙ্গা গর্ভত-গুহায় ।

ভগী।—(সরোদনে) —হায় হায়,

প্রাণে ! কি হ'বে উপায় !

মহা।—ভয় নাই ।

যাও এবে স্তব্রা যথায় হ্রস্বের ঐরাবত ।

আন তা'রে সম্ভোষিয়া হিমালয় নগে ।

হস্তী ঐরাবত দশে কাঁড়ি' ফেলিবেক শিলা,

বাহিরিবে তথা হ'তে গঙ্গাবারিধায় ।

ভগী।—(সদৃশে) —দয়াময় !

আর যে কষ্ট সহ্য হয় না ।

মহা।—বৎস ! নিজে না কষ্ট ভোগ ক'ল্পে

পরের কষ্ট দূর হয় না ।

যাও তুমি ঐরাবত-পাশে ।

[শিবের অন্তর্দর্শন ।

ভগী — (গীত)

মা ! কেন তেন নিবর আমার !

দেখা দিয়ে ছল তব লুকায়ি কোথায় ?

জটামধে-জটা হ'তে এই যে বাহিলি স্রোতে,

আশা দিবে, ভয়াহিলি শেষে নিরাশায় ।

মানসবানী হ'য়ে হইলি কঠিন হিমে,

এই কি মাতের, মা রে, স্নেহ-ভরা প্রাণ :—

দেখিছি অনেক মা, মোর মত কেউ না,

তুই বই কোন্ ম হোয়ার কঁদার কান ?

[প্রস্থান ।

চতুর্থ অঙ্ক ।

প্রথম দৃশ্য ।

হিমালয় পর্বতের তলভূমি ।

নারদ ও কিশোরী ।

নারদ।—শিবরাজ হিমালয় !

ব্রহ্মা বিষ্ণু উভয়ে মিশিয়া

তব পাশে পাঠাইলা মোরে ।

হিম।—তপোধন !

ব্রহ্মা বিষ্ণু নমস্যা দেবতা ;

কোন্ কাণ্ড করিব সাধক ?

কি আশা করিলা তাঁ'রা ?

নারদ।—ওন, রাজা ! কহি একে একে,—

বিষ্ণুপদে গঙ্গা জনমিয়া

ছিল। ব্রহ্মলোকে ব্রহ্ম-কমণ্ডলু মাঝে ।

কঠোর তপস্যা-বলে—

ভূতলে আনিল গঙ্গা শিশু ভগীরথ ।

সেই গঙ্গা মহাদেব ধরিতা মস্তকে,

পুন তিনি রাখিলেন তোমার নিকটে ।

এই সে কারণে

গঙ্গা তব হইলা তনয়া ।

দেবদেব মহাদেব হ'তে

ধরায় আইলা সুরধুনী

পতিতপাবনী গঙ্গা পাপিনিস্তারিণী ।

কৃতজ্ঞতা তা'র কর প্রদর্শন

মহাদেবে গঙ্গা করি' সম্প্রদান ।

অনুচা কুমারী গঙ্গা

হরসনে বদ্ধ হোন বিবাহ-বন্ধনে ।

রাজা ! জানিও নিশ্চয়,—

প্রকৃতি দ্বিভাগে এবে বিভক্ত হইল,

এক ভাগ উমা কন্যা তব,

অন্য ভাগ গঙ্গা সুরধুনী ।

আধ্যাত্মিকা মূল প্রকৃতিই

পার্শ্বিকা প্রকৃতি ভাবে রাজে ;

পার্শ্বিকা প্রকৃতি এই—স্থল আর জল ।

স্থলরূপা উমা কন্যা তব,

গঙ্গা কন্যা তব জলরূপা ।

যিনি গঙ্গা, তিনি উমা, একই প্রকৃতি,

একাকাশ ষথা ষটাকাশ পটাকাশ ।

রাজা !

কহিষু নিগূঢ় তত্ত্বকা ।

হিমা।—দেবর্ষে ! ধন্য আজ আমি ।

নারদ।—চল এবে মোর সনে, রাজা,

গঙ্গা-কন্যা শিবে সমর্পিতে ।

[উভয়ের প্রস্থান ।

দ্বিতীয় দৃশ্য ।

হিমালয় পর্বত—গোমুখী তীর্থ ।

গোমুখী-গহ্বর হইতে গঙ্গাশ্রোত বহির্গত

হইয়া প্রবল শব্দে ভূতলে পতন ।

এক পাশ্বে ভগীরথ দণ্ডায়মান ।

ভগী।—মদমন্ত ঐরাবত মহাবলবান্ বটে,

কিন্তু মহামূর্খ ।

যিনি বিশ্বজননী, পাপিনিস্তারিণী,

সেই গঙ্গার প্রতি দৃষ্ট ঐরাবত

যেমন অসদভিপ্রায় প্রকাশ ক'রেছিল,

তেমনি উপযুক্ত প্রতিফল পেলে ।

মা গঙ্গার নিদারুণ তরঙ্গাঘাতে

মৃতপ্রায় হ'য়ে—ওতপ্ত হ'য়ে

দৃষ্টমতি হস্তী কোথায় ভেসে গেল ।

যদি দৃষ্ট গঙ্গাকে মা মা ব'লে না ডাক্তো,

তা' হ'লে এতক্ষণ তা'র অস্তিত্বও থাক্তো না

কুমতিদের এইরূপ দুর্গতিই হ'য়ে থাকে ।

যাক্,

এখন ঐরাবতের দৃষ্টাঘাতে

পর্বতশিলা বিদীর্ণ হ'য়েচে,

আমার মনস্কামনা পূর্ণ হ'য়েচে ।

জননী গঙ্গা বিদীর্ণ গুহা হ'তে

কলকল রবে মহাশোভে

তলভূমিতে প্রবাহিত হ'চ্ছেন ।

(কীর্তনের হুরে)—

আহা, নীরধারা কিবা বহিয়ে যায়,

কত ফুলরাশি ভাসি'ছে তা'র ।

আহা, কলকল রবে চলি'ছে জল,

পবিত্র হইল ধরণীতল ।

আহা, শিলায় শিলায় লহরী নাচে,

ফেনাঘাঘা ফুল উলটি' ভাসে ।

আহা, হেন জললীলা দেখি নি রে,

মুক্তি খেলি'ছে গঙ্গা-নীরে ।

(প্রণাম)

(পূর্বভাগে পরিস্রব গঙ্গার আবির্ভাব)

(দেখিয়া, কথায়)—মা !

পুত্রকে কি এত কষ্ট দিতে হয় ?

এরি নাম কি মায়ের প্রাণ ?

গঙ্গা ।—(কীৰ্ত্তনের সুরে)—

আহা, পেয়েছি, বাপ ! দারুণ ক্লেশ,

মলিন হ'য়েছে সূচাক্ষর বেশ ;

আহা, চান্দমুখখানি হ'য়েছে ম্লান,

আকুল হ'য়েছে কোমল প্রাণ !

আহা, ও তোর বিবাদের কথা

আমার প্রাণে দিতেছে ব্যথা !

আহা, রবিতাপে শুকায়ে'ছে কায়,

কত ধূলামাটি লেগেছে গায় !

আহা, ছল ছল অঁখি ঢালি'ছে জল,

বিবাদে ভ'রেছে জদয়তল !

আর কাজ নাই ভেসে নয়ন-জলে,

'মা' ব'লে আয় মায়ের কোলে ।

ভগী ।—(কীৰ্ত্তনের সুরে)—

না, মা ! আমি কোলে যা'ব না,

আগে বল, দয়া করবি কি না ?

আমার পূর্বপুরুষেরা—ও মা !—

আহা, ব্রহ্মকোপানলে আজিও জলে,

তবে কেন তোর বসবো কোলে ?

গঙ্গা ।—(কীৰ্ত্তনের সুরে)—

'মা' ব'লে না বস'লে কোলে

মা'র প্রাণ বড় কাতর হয় ।

ভগী ।—(কীৰ্ত্তনের সুরে)—

তাই বুঝি, মা, এমি ক'রে

কষ্ট এত দিতে হয় ?

তুই যত মা, দয়াবতী,

বেশ বুঝেছি বিশেষ ক'রে ;

এ বার বলবো, মা, তোর দয়ার কথা

কৈঁদে কৈঁদে যা'রে তা'রে ।

গঙ্গা ।—(কথায়)—বাছা ! কি করিব আমি ?

ব্রহ্মার আদেশ—

তপস্যায় আসিব হুতলে ।

বাছা !

বিনাযত্নে বাহা পাওয়া যায়,

শ্রদ্ধা ভক্তি কে করে তাহার ?

বহুযত্নে বহুকষ্টে বহুতপস্যায় বাহা মিলে,

তা'র প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা সমাদর

চিরকাল অবিচল রহে,

এই হেতু প্রজাপতি বিধি

না দিলা আসিতে মোরে ভুলোক মাঝারে ।

বাছা !

কহিনু মনের কথা,

ভূলে যা' রে মর্য্যব্যথা,

এই বার পূর্ণ তোর তপ—

পূর্ণ তোর মনের বাসনা ;

ভগীরথ !

এই বার ব্রহ্মশাপে ভস্মীভূত

ষাট্‌হাজার সগর-কুমার পাইবে উদ্ধার ;

এই বার পাপীর নিস্তার ।

[গঙ্গার অন্তর্ধান ।

দূরে মহাদেবের প্রবেশ ।

মহা ।—(অস্থির হইয়া)—

কই—কই—কই গঙ্গা !

কই কই জীবন-তোষিণী সুরধুনী ?

(ভগীরথের প্রতি)—ভগীরথ !—ভগীরথ !

দে রে দে রে গঙ্গা দেখাইয়ে ;

গঙ্গাহারা হ'য়ে আকুল হ'য়েছি অতি ;

হৃদয় আমার আঁধার—আঁধার ।

প্রাণ জ্বলে যায়,

শীতল আমায় কে করিবে ?

গঙ্গা !—গঙ্গা !—গঙ্গা !

কই রে, কই রে,

কই, সাড়া নাই—দেখা নাই !

গঙ্গা !—গঙ্গা !

ভগী ।—প্রভো !

তুমি যে আমার মা গঙ্গাকে আমাকে দিয়েচ ।

মহা ।—না না,—গঙ্গা তোরে দিই নি রে,

দিয়েছি কেবল গঙ্গাজল ।

ওরে, বল্ বল্, গঙ্গা মোর কোথা ?

আহা, বিশদবরণী ত্রিনয়নী,

চতুর্ভুজা মকরবাহিনী,

পদ্মধরাকরা মনোহরা সুহাসিনী,

জলরাজ্যরাণী গঙ্গা !

বল্ বল্, হেন গঙ্গা কোথা মোর ?

গঙ্গা ! গঙ্গা ! দেখা দাও—দেখা দাও,

জটাজুট এলাইনু পুন,

দিবু পুন শির পাতি' ;

এস—এস—এস হে আবার, শিবরাণি !

শূলপাণি পেতে দেছে শির-সিংহাসন !

ভগ্নী।—প্রভু !

হের ওই আসে গঙ্গাদেবী,

সঙ্গে আসে দেবর্ষি নারদ,

কিছু, প্রভু, কে উনি আসেন সাথে ?

মহী।—পূজ্যপাদ ঋগুর আমার ।

(স্বগত) —এ কি—এ কি,

নাচিল দক্ষিণ আঁধি,

শূন্য দেবীগণ

হলুধ্বনি শঙ্করব করে ঘন ঘন,

শুভ চিহ্ন চাপ্রি ধারে হেরি ;

হৃদয়-ভাণ্ডারে একটি উজ্জ্বল মণি জলে,

তা'র পাশে শোভিল অপর মণি !

আহা,

তুই মণি একত্রে মিশিল !

নারদ, হিমালয় ও গঙ্গার প্রবেশ ।

নারদ।—(গঙ্গার প্রতি)—মা জননি !

ইনি রাজা হিমালয়,

হিমগিরি রাজ্য এ'র ;

আজ হ'তে ইনি

পালক জনক তব হইলা ভূতলে,

কন্যা তুমি হইলে হইলার ।

গঙ্গা।—পিতা ! প্রণিপাত চরণে তোমার ।

নারদ।—(হিমালয়ের প্রতি)—মহারাজ ।

বিলম্বে কি কাজ ?

পূর্ণ কর শুভ কাজ ?

ত্রিলোকের পতি পশুপতি,

তা'র করে কর সম্প্রদান

তব পতিতপাবনী গঙ্গা স্নাতা ।

ধন্য তুমি, ধন্য তব সৌভাগ্যের লেখা,

তুই কন্যা কৈলে দান

ভগবান্ শঙ্করের করে ।

আহা,

কে বা আর তব সম হইবে ঋগুর ?

হিমালয়।—(মহাদেবের প্রতি)—জামাতনু !

ধর্মসাক্ষী—নারদের তপ সাক্ষী—

হরিগুণগান সাক্ষী—

গঙ্গা কন্যা মোর

তব করে কৈমু সম্প্রদান ।

(মহাদেবের হস্তে গঙ্গা-সম্প্রদান)

নারদ।—জয় জয় অমর-দম্পতি !

(নেপথ্যে শঙ্খ ও তলুধ্বনি)

দেবীগণের প্রবেশ ।

দেবীগণ।— (গীত)

গঙ্গাধর গঙ্গাবর গঙ্গাময় প্রাণ ।

গঙ্গা জটাজুটে, গঙ্গা কদম্বপত্রি মধ্যে গঙ্গানাম গান ॥

রক্ত অচলে রক্ত-রেখা,

প্রাণে প্রাণে প্রেম-মাখা,

প্রেমের হর, প্রেমে বিভোর ;

এই প্রেমে পাপী পাবৈ আণ ॥

ভগীরথ।—(গঙ্গার প্রতি)—মা !

গঙ্গা।—বাছা !

আজা ল'য়ে শিবের চরণে

যাইব তোমার সন ।

(মহাদেবের প্রতি)—স্বামিন্ !

আজা দেহ দাসীয়ে তোমার,

বা'ব ব্রহ্মশাপ হ'তে করিতে উদ্ধার

ভস্মীভূত সগরসন্তানগণে ।

মা—যাও, দেবি !

কিন্তু এই অমরোপ মোর,
পবিত্র গোমুখী তীর্থ,
ধারাকারে সদা বহু তুমি,
দেখি আমি নয়ন তরিয়া ।

এক দিক দিয়া গঙ্গা ও ভগীরথের এবং
অন্য দিক দিয়া সকলের প্রস্থান ।

তৃতীয় দৃশ্য ।

হিমালয় পর্বতের তলভূমি ।

পার্কৃত্য দেবীগণের প্রবেশ ।

-দেবীগণ— (গীত)

(আর আর) অঞ্চল ছলা'য়ে, পঞ্চধূলি উড়া'য়ে,
সবে মিলে আগে আগে যাউ ।
(চল্ চল্) সব জন মিলি', কুলকুল তুলি',
পথে পথে ঢালি' বিছাই ॥
(সজনি) সে কুল দিয়ে, বাইবে বহিয়ে,
সুরধুনী-ধারা ধীরে ধীরে ।
(অমনি) হেলিয়ে ছলিয়ে, বাইবে ভাসিয়ে,
ফেলা ফুল খেলা করি' নীরে ;—
• (কোটা কুল) নাচিয়ে লহরী-শিরে ॥

[সকলের প্রস্থান ।

শঙ্খধ্বনি করিতে করিতে ভগীরথের
প্রবেশ ।

গী—(কীৰ্ত্তনের সুরে)—

ওরে পাপী তাপী আর ছুটে আর,
মুক্তি বিলা'য়ে মা আমার ষার ।
মা গঙ্গার পুণ্যময় জলে
চতুর্ভুজ-সার মোক্ষ ফলে,
চ'লে বা'বি স্বর্গে অগেহলে,
মিশিবি হরির পায় ।
আহা,
কিবা তরঙ্গ-ভঙ্গ-ভঙ্গিমা,
সকল সলিল-রঙ্গিমা,

গঙ্গা-বারির কিবা মহিমা,
বিধি হর নায়ে দিতে সীমা,
এমন মা আমার কেমন চলিয়ে ষার,
ডুবা ওই জলে পাপ-কায,
ফাঁকি দিবি যমে—
আর ভবধামে আনিতে হ'বে না রে,
পাইবি প্রাণ, পাইবি ত্রাণ,
শ্রীহরির সেই রাজ্য পায়—
যে পায়ে উদ্ভবা গঙ্গা,
পাপী ! শান্তি পাবি সেই রাজ্য পায় ।

জনশ্রুটি করিতে করিতে গঙ্গার প্রবেশ ।

গঙ্গা—

(গীত)

পাপী নরনারী, মুক্তিভিখারী,
মা ব'লে আয় আমার কোলে ।
ধূরে দিব পাপ, ঘুচাইব তাপ,
পুণ্য-দুয়ার দিব রে ধূলে ॥
তো'সবার পাগভার
মিশিলে জলে আমার ;
অনন্ত পাপীর পাপে
হ'ব অনন্ত পাপিনী ;—
সেই পাপ-ঘোরে তাহ্নি আমারে,
পাপী রে ! ঠাড়া'য়ে আমার জলে—
ভক্তিভরে 'হরি' বোলে ॥

[গঙ্গা ও ভগীরথের প্রস্থান ।

মহাদেবের প্রবেশ ।

মহা—আহা, ধন্য তুই, ভূমি !

পতিতপাবনী গঙ্গা তোর বক্ষ দিয়া
গিয়াছেন প্রবাহিয়া ।
আহা,
পবিত্র গঙ্গার ধারা বহে তরতরে,
মৈত্রেয়ী শান্তি হেথা রাজে !
এই মোর উপযুক্ত তপস্যার স্থান,
বসি' যোগাসনে
একমনে করি গঙ্গাতপ ।
আজ হ'তে এই ভীষণ পৃথিবীমাঝারে

হরিদ্বার

কিংবা হরদ্বার নামে অভিহিত হ'বে,

ভক্তিভরে যে করিবে হেথা স্নান,

মুক্তি তা'র ল'বে কোলে,

নিশ্চয় তাহার হ'বে ত্রাণ ।

ত্রিতাপহারিণী গঙ্গা ত্রিনামদারিণী —

দুর্গে মন্দাকিনী,

ভোগবতী পাতালের তলে,

ধরায় অলকানন্দা ।

আহা,

আজ ধরাধাম দুর্গের সমান,

বহি'ছে অলকানন্দা গঙ্গা মোর ।

করি ধ্যান অলকানন্দার ।

(ধ্যানে উপবেশন)

যমের প্রবেশ ।

যম ।—হা, বুধা মোর যমদণ্ড,

বুধা যম নাম এত দিনে ।

গঙ্গাদেবী আইলা নরলোকে,

ঘটিল আমার সর্বনাশ !

একেবারে হুটু হতাশ ।

আর কি থাকিবে পাপী কেহ ?

গঙ্গাজলে ধোতপাপ হ'য়ে

চলি' যা'বে বৈকুণ্ঠ-আলয়ে ;

যমরাজ্য শূন্য পড়ি' র'বে,

অনন্ত পাপীর

শাস্তিভোগস্থান নরক কি হ'বে !

যা'রা মোরে অর্পিলেন পাণিশাসনের ভার,

পাপিহণ্ডী যমদণ্ড তীমাকার,

সেই ব্রহ্মা বিষ্ণু মহাদেব

দুর্জিলেন পাপীর মুক্তির পথ ।

হা, নিষ্কল হইল মোর মনোরথ ।

কা'র কাছে যা'ব তবে ?

কে আমার পক্ষ হ'বে ?

ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব যা'র বাম,

কে পুরা'বে তা'র মনস্কাম ?

হা, কি হইবে গতি মোর,

হইল যমদণ্ডশূন্য যম !

মহা ।—(ভয়ধ্যান হইয়া) —

কে হেন বিলাপী পরিতাপী ?

এ হেন অধের দিনে কে হেন অস্থখী ?

যম ।—(প্রণিপাত করিয়া)—

প্রভো ! অধঃখণ্ডাতা তুমি ;

অগ্রে দিয়া অধঃ

শেষে ডুবা'লে অশেষ দুখে ।

মহা ।—কেন হেন কহ, মৃত্যুপতি ?

যম ।—দেব !

পাপিনিস্তারিণী গঙ্গা আইলা তুলোকে,

কে বা আর পাপী র'বে ?

মহা ।—(সহাস্যে)—যম ! কেন এত ভয় ?

শুন, কহি গুঢ় কথা—

যেই জন ভক্তিভরে গঙ্গাজল পান,

গঙ্গাজলে স্নান,

গঙ্গানাম ধ্যান করিবে হে,

মুক্তি তা'র হইবে নিশ্চয় ;

গঙ্গাহীন দেশে শত শত যোজন অন্তরে

সভক্তি অন্তরে যেই জন

গঙ্গানাম কৈবে উচ্চারণ,

পাপমুক্ত হ'বে সেই,

তোমার ক্ষমতা নেই

শাসিতে তাহারে তব জলন্ত নরকে ।

কিন্তু, যম ! যেই পাপী গঙ্গাভক্তিহীন,

সেই তব শাসন-অধীন,

মুক্তি তা'র নাহি কোন দিন,

চিরদিন নরক-বরণা ভাগ্যে তা'র ।

তাজ, যম ! বিলাপ সত্তাপ,

যাহ চলি' নিজ রাজ্যে ।

তীমদণ্ডে করহ শাসন—

যথা-ইচ্ছা দ্বাহন গীড়ন

গঙ্গাভক্তিহীন দুই মহাপাপিগণে ।

যম ।—জয় জয়, হর গঙ্গাধর !

জয় জয় দেবী গঙ্গে ।

হা!—যম!

চল চল তব রাজ্যে আমিও যাইব

পবিত্র গঙ্গার জল ল'য়ে ।

গঙ্গাভক্তি জাগিবে সাহার,

নরক হইতে তা'রে করিব উদ্ধার ।

[উভয়ের প্রস্থান ।

[ক্রোড়াক ।]

ক্রমিক পটপরিবর্তন—PANORAMA.]

নাবিধ গ্রাম, নগর, অরণ্য, মরুভূমি,

পার্বত্যভূমি ইত্যাদি দিয়া অগ্রে অগ্রে

শঙ্খধ্বনি করিয়া ভগীরথ ও পশ্চাৎ

পশ্চাৎ জলস্রোত স্রজন করিয়া

মূর্ত্তিমতী গঙ্গার প্রবেশ

ও প্রস্থান ।

চতুর্থ দৃশ্য ।

অরণ্য ।

বেগে এক জন মুনিশিষ্যের প্রবেশ ।

শি ।—(স্বপ্ন হইতে কাষ্ঠভার ফেলিয়া দিয়া,

শশব্যস্তে)—

হায় হায়, একি হ'লো গো!

কোথেকে বনের ভিতর বাণ ডাকলো!

ও বাবা!

গো গো ক'রে জল ছুট'চে—

কত বড় বড় ঢেউ গো!

জলের টানে মাটি হ'ক'ক হ'য়ে যাচ্ছে,

ও: !—তীরের মত জল ছুট'চে!

ঐ এলো—ঐ এলো!

(নদীদৃষ্টি)

ঐ আমার কাঠের বোঝা ভেঙ্গে গেলো!

ঐ যা! কি হ'লো—কি হ'লো—

একটা জঙ্গল ছুটো হ'লো!

ঐস! মাঝখানে বে মন্ত নদী হ'য়ে গেলো!

যা—কি হ'বে!

আমি যে সাঁতার জানি নি গো!—

কেমন ক'রে পার হ'ব গো!

আমার গুরুঠাকুর জঙ্ঘু মনি যে ও পারে,

আমি যাবো কেমন ক'রে গো!

কেন ম'ন্তে কাঠ ভাঙ'তে এলেম রে!

দৈববাণী!—অবোধ ব্রাহ্মণ! কেন কর ভয়?

বল ভক্তিভরে—

জয় মাতর্গঙ্গে!—জয় গঙ্গা জয়!

পরপারে যা'বে অচিরার।

মু-শি।—জয় মাতর্গঙ্গে!—জয় গঙ্গা জয়!

(সহসা মুনিশিষ্যের সম্মুখভাগে জলো-

পরি একখানি নৌকা ভাসমান)

(সবিস্ময়ে)—

অ'্যা!—এ কি!—নৌকো যে

আহা, গঙ্গানামের এমন মহিমা!

গঙ্গা কোন্ দেবতা?

কখন তো নাম শুনি নি;

কিন্তু যা' হোক,

তা'র ক্ষমতা খুব!

আমি এই নৌকোর চ'ড়ে

জয় মা গঙ্গা ব'লে ও পারে যাই।

জয় মা গঙ্গে!

[নৌকারোহণে প্রস্থান ।

পঞ্চম দৃশ্য।

জহুম্নির কুটীর।

জহুম্নি মুদিতনেত্রে ধ্যানোপবিষ্ট।

অগ্রে ভগীরথ ও পশ্চাৎ গন্ধার প্রবেশ।

নদীস্থষ্টি ও গন্ধারোতে জহুম্নির

কুটীর ভাসিয়া বাওয়া ও শেষে

মূর্ত্তিমতী গন্ধা ও ভগীরথের

গ্রন্থান, কেবল নদী

অবস্থিত।

জহুম্নি।—(ভয়ধ্যান হইয়া)—

এ কি!—এ কি!—কিসের গর্জন!

এ কি!—অঙ্গে লাগে জল!

(দেখিয়া)—কি সর্বনাশ!—

ভয়ঙ্কর জলজ্যোত!

অঁয়া!—ভেসে গেছে কুটীর আমার,

ব্যান্ধুহাল, জপমালা, ফল ফুল,

কমণ্ডলু, কোমাকুসী আদি সব ভেসে গেছে!

করি নাই কা'রো অপকার,

নির্জ্বল অরণ্যমাঝে হরিতপে কাটি দিন,

মোর প্রতি এত অন্যাচার!

আরে আরে তপোনাশী জ্যোত!

ঋষি সঙ্গে পরিহাস!

ভাল,

দেখি তোর কত তেজ,

নিস্তেজ—বিলোপ করি দ্যাখ্!

হরিভক্ত হই যদি,

দ্যাখ্, নদি! তবে তোর কি হৃদশা করি;

এই দ্যাখ্ গণ্ডুবে পিয়ুহ বারি।

(গণ্ডুবে গন্ধাজলপান)

(গন্ধাজ্যোতের অন্তর্ধান)

বেগে ভগীরথের পুনঃপ্রবেশ।

ভগী।—(সরোবনে, কীর্তনের সুরে)—

হায়, এ কি হ'লো গন্ধা কোথা গেলো,

ছেলে ফেলে আমার মা কোথা পাল'লো!

ও গো তপোধন! বল বল মোরে,

কোথা মা আমার গন্ধা লুকা'লো?

জহুম্নি।—কে তুমি, বালক?

ভগী।—(কীর্তনের সুরে)—

ও গো, আমি রাজা দিলীপের ছেলে,

পিতৃপুরুষেরা মোর ভূঞ্জে শাপ ঘোর,

তাঁ'সবার মুক্তি হ'বে গন্ধাজলে।

ও গো মুনি! বল বল,

আমার মা জননী গন্ধা কোথা গেলো?

জহুম্নি।—(স্বগত)—এ বালক কি বলে?

ভাল, ধ্যানস্থ হ'য়ে দেখি।

(ধ্যানে সমস্ত জানিয়া, প্রকাশে)—

আহা! ধন্য তুই, ভগীরথ!

ধন্য তোর তপস্যা-সাধন!

আয়, বাপু! স্নেহভরে করি আলিঙ্গন।

আজন্ম করিয়া তপ বৃদ্ধ হ'য়ে গেছ,

তথাপি নারিছ

মুক্তি পেতে পাপজ্যোত হ'তে।

কিছু, ধন্য তুই, রবিবংশ-রবি!

বাল্যকালে মহাতপ করি'

আনিলি ভূতলে গন্ধাবারি,

পাপীর খুলিলি মুক্তিপথ,

কোটি ধন্য তোরে, ভগীরথ!

ভগী।—(কীর্তনের সুরে)—

এই যে মা, এলি, ফের কোথা গেলি,

দেখা দে মা, একবার!

দয়াময়ী হ'য়ে, নিদ্রয় জন্ময়ে

এ কি খেলা, মা, তোমার!

কি হ'লো—কি হ'লো,

আমার মা কোথায় গেলো!

(রোদন)

জহুম্নি।—বৎস!

ক'র না রোদন আর,

আমি দিব গন্ধারে তোমার।

ভাস্তিবশে নিদারুণ রোবে

‘গঙ্বে লইমু তব’
মুক্তিদাত্রী গঙ্গার সলিল ;
গঙ্গা এবে উদরে আমার ।
মুখ হ’তে করিলে বাহির,
উচ্ছিষ্ট হইবে গঙ্গানীর ;
এই সে কারণ,
হের এই করি বিদারণ
উরু মোর কুশাঘাতে ;
ছিন্ন উরু দিয়া পুন বাহিরিয়া
পৃণ্যময়ী গঙ্গা যাবে প্রবাহিয়া ।

কুশাঘাতে উরু-বিদারণ ও তন্মধ্য হইতে
গঙ্গাজলধারা বহির্গত হওন)

মহা পূর্ববৎ নদী-আকারে গঙ্গাত্রোত
প্রবাহিত হওন ও তছুপরি মকর-
পৃষ্ঠে নৃত্তিমতী গঙ্গার
আবির্ভাব)

স।—(ভগীরথের প্রতি)—বাছা রে আমার,
কি ভীষণ জঠর-যাতনা !
হেথা আর থেকে কাজ নাই,
চল চল, পালাইয়ে যাই,
নহে এই জহুমুনি
আবার গঙ্বে মোরে রাখিবে জঠরে ।

হু।—(সহাস্যে)—জননি !
যা বলিলি, সত্য সেই কথা,
জঠরে রাখিয়া তোরে পুন দিব ব্যথা ।
কিন্তু যদি, মা আমার !
প্রতিজ্ঞা করিস্ মোর পাশে,
তবে তোরে না রাখিব গর্ভে আর ।

স।—কি প্রতিজ্ঞা, তপোধন ?
হু।—মা ! বুঝেছিস্ জঠর-যন্ত্রণা কি ভীষণ ;
বল্ তবে সত্য ভাবে মোর পাশে—
জীবের জঠর-বাস
কিসে না হয় ভুক্তিতে আর,
বল্, মা, উপায় তার ?

গঙ্গা।—(কীৰ্তনের স্বরে)—
যেই জীব, মনি, ভক্তিতরে
মা বলে ডাকিবে মোরে,
পরশিবে শিরে জল আমার,
জঠর-যাতনা বুচে যাবে তার,
এ তবে আসিতে হ’বে না আর ।
‘মাতর্গঙ্গে’ বলে ডাকিবে যে জীব,
তারে কোলে তুলে নিয়ে নিজে শিব
সেই শ্রীপদে আসিবে রেখে,
আমার জনম যে পদ থেকে ।

জহু ও ভগী।—
জয় মাতর্গঙ্গে !— জয় মাতর্গঙ্গে !

গঙ্গা।—তপোধন !
তোমার উদরে অবস্থান করাতে
তুমি আমার পিতৃস্থানীর হ’লে ।
পিতা ! তোমার নাম জহু,
এই জন্য আজ হ’তে
আমার আর একটি নাম হ’লো—জাহ্নবী ।

জহু।—মা জাহ্নবি !
তুই বিশ্বজননী হ’য়ে
আমার কন্যা বলে পরিচয় দিয়ে
আমাকে বিশ্ববিখ্যাত করিলি ।
মা ! আজ আমি ধন্য হ’লেম,
আমার তপ জপ সমস্তই ধন্য হ’লো ।
মা আমার ! তুই নামে আমার কন্যা,
কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমার মাতা ;
এইজন্য আমি তোমার পূজা করবো,
মাতৃপূজা অপেক্ষা
ত্রিগুণে আর কিছুই শ্রেষ্ঠ নাই ।
শিষ্যগণ,
গঙ্গাপূজার উপকরণ নিয়ে শীঘ্র এস ।

পূজোপকরণ লইয়া শিষ্যগণের প্রবেশ ।

দাও দাও ফুলদল ।
(জহুর গঙ্গাপূজা ও আরতি ইত্যাদি)
(সকলের গঙ্গাকে প্রণাম করণ)

গঙ্গানামাক্তিত পতাকাবলী ও গঙ্গানামা-
কিত বস্ত্রপটু ধরিয়া মুনিবালকগণ,
মুনিশিষ্যগণ, মুনিকন্যাগণ ও
নারদের প্রবেশ ।

সকলে ।— (স্বরযোগে গঙ্গাবন্দনা)

প্রণমি জননি গঙ্গে, সলিল-তপ্ত-ভঙ্গে,
যকরবাহিনী হরধ্বনি ।
বিষ্ণুপদ-সমুদ্ভবা, অতুল রাতুলপ্রভা,
পতিভপাবনী ত্রিনয়নী ॥
ত্রিধারা ত্রিতাপহরা, ত্রিলোচন-দারা তারা,
ত্রিলোকের মঙ্গলকারিণী ।
তারিতে পাতকীকুলে, আইলে ধরণীতলে,
হর পাণ যোদ্ধাপ্রায়িনী ॥

নারদ ।—(জঙ্ঘুর প্রতি)—ধর্মশীল !

এই রাজপুত্র ভগীরথ হ'তে
এত দিনে ভুলোক গোলোক হ'লো ।
ভগবান্ হরির পাদপদ্মোদ্ভবা গঙ্গা
পৃথিবীতে আগমন ক'লেন ;
চল, আমরা সকলে মিলে
পবিত্র গঙ্গাজল ল'য়ে
গঙ্গাহীন দেশে যাই,
পাপীদের রসনাগ্রে দি ;
এই বার পাপীর উদ্ধার ।
ভগীরথ !
তুমি গঙ্গাদেবীকে ল'য়ে গিয়ে
পবিত্র জলে পিতৃপুরুষদের তর্পণ কর ।
[সকলের প্রস্থান ।

মর্ত্য দৃশ্য ।

পাতাল-সুড়ঙ্গদ্বার ।

অগ্রে ভগীরথ, পশ্চাৎ গঙ্গার প্রবেশ ।

গঙ্গা ।— (গীত)

আরো কত দূরে খাবি রে ল'য়ে মোরে ?
সুদূর-সুদূরগণ-ভঙ্গ কোথা রে ব'লে দে রে ॥

আহা, রে অবোধ ছেলে, পথ কি রে গেলি ভুলে,
কোন্ দিকে এলি চ'লে, য়রে য়রে ॥
কোথা হিমগিরি সেই, কোথায় এলেন এই,
জলশূন্য বালিপুর সাগর-তীরে ;—
কত দিন হ'ল গত, তবু যে, রে ভগীরথ,
উভয়ের মহারত, আজো নাহি পুরে ॥

ভগী ।—মা, সর্বান্তর্ধানী তুমি, সর্বজ্ঞানময়ী,
সর্বজ্ঞা, তারিণী, তারা, পতিতপাবনী,
কিবা তব অগোচর এই চরাচরে ?
দীনহীন শিশু আমি,
কতটুকু জ্ঞান মা আমার ?
জানি না—
কোথা মোর পিতৃপুরুষেরা
ভস্মীভূত হ'য়ে আছে কপিলের শাপে ।
মা'র মুখে শুনিয়াছি শুধু
সে বিপদ ঘটিল পাতালে ।

গঙ্গা ।—ভাল, বৎস !

রহ তুমি এই ঠাঁই,
পথগ্রমে আর কাজ নাই ;
নিজে যাই ভস্ম-অশ্রেষণে ।
এক শ্রোতে নাহি হ'বে কাজ,
এই স্থানে শতশ্রোতে শতমুখী হ'য়ে
ভূতল পাতাল অযেযিব,
হরির রূপায় অবশ্য পাইব দেখা ।
বাছা রে আমার
নাহি ভয়,—
সুনিশ্চয় পিতৃপুরুষেরা তোমার হইবে উদ্ধার
রহ তুমি এই স্থলে,
আমি চলিহু পাতালতলে ।

(সুড়ঙ্গমধ্যে গঙ্গার প্রবেশ)

[পটপরিবর্তন]

দৃশ্য—গঙ্গাসাগরসমুদ্রম ।

ভগী ।—(সবিস্ময়ে)—একি—একি হেরি,
চারি ধারে অগাধ—অনন্ত বারি !
শুন্যসিদ্ধ পুরিল গঙ্গার জলে !

নাহি হেরি স্থল,

কেবল—কেবল জল !

অহো, কি ভীষণ জল-কোলাহল !

কি আশ্চর্য্য, কিছুই যে বুঝিবারে নারি,

কোথা ছিল এ অনন্ত বারি ?

গঙ্গামাতা আসিলেন ধারাকারে,

কিন্তু শূন্যসিদ্ধু পুরাইলা একেবারে !

ওহো, কি অদ্বুত গঙ্গার মহিমা !

নানদের প্রবেশ ।

(দেখিয়া)—হের হের, তপোধন !

এ কি আজ আশ্চর্য্য ঘটন !

অতল গভীর ভীম বিখাল সাগর

শূন্যগর্ভে বালিরাশি ধরি'

ধূ ধূ করিতেছিল, প্রভু !

আচম্বিতে দেখিতে দেখিতে

আতট পুরিল গঙ্গাজলে !

এ কি, দেব ! দেবের মহিমা !

রা.—বৎস ! শুন এক পুরাণকাহিনী—

পুরাকালে ইন্দ্র হুরপতি

বজ্রে বিনাশিলা বৃত্রাহুরে,

কালকেয় নামে দৈত্যগণ

ছিল বৃত্র-অমুচর ;

হেরি তা'রা প্রভুর বিনাশ

পাইয়া তরাস

লুকা'য়ে রহিল এই সমুদ্রের জলে ।

নিশাকালে উঠি' সিদ্ধু-তটে

ফেলিত সন্ধটে জীবগণে,

বধিত কতই ঋষি সংখ্যা নাহি তা'র ।

এই সে কারণে

তেজস্বী অগস্ত্য মুনি নিদারুণ ক্রুধি'

গওষে ফেলিলা গ্রাসি'

বিখাল সিদ্ধুর জলরাশি ।

জলশূন্য সিদ্ধুতলে

শঙ্কিত হইল চুপ্ত কালকেয়গণ ।

অমনি তখন

ইন্দ্র আদি দেবগণ

ভীষণ সংগ্রাম করি' শুদ্ধ সিদ্ধুমাকে

বিনাশিলা কালকেয়গণে ।

এই হেতু জলশূন্য আছিল সাগর ;

তোমা হ'তে আজ

পুনরায় গঙ্গাজলে হইল পূরণ ;

ইহাও অগস্ত্য-বাণী ।

ভগী ।—আশ্চর্য্য কাহিনী, মুনি !

নারদ ।—এবে এক কাজ কর,—

এই স্থলে গঙ্গাজলে

তব পিতৃপুরুষগণের করহ তর্পণ ;

তর্পণই স্বর্গের সোপান ।

এই লহ তিল, বৎস !

ভগী ।—(অঞ্জলিতে গঙ্গাজল লইয়া তিলমিশ্রিত

করিয়া)—

মাতর্গঙ্গে ! মহর্ষি কপিল-শাপ-ভয়ীভূত

আমার পূর্ব্বপুরুষ ষষ্টিসহস্র সগরসন্তানকে

তৃপ্তিদান কর—মুক্তিদান কর ।

(জলাঞ্জলিপ্রদান)

(পুনর্বার জল গ্রহণ করিয়া)—

মাতর্গঙ্গে !

আমার বৃদ্ধ প্রপিতামহ মহারাজ সগরকে

তৃপ্তিদান কর—মুক্তিদান কর ।

(জলাঞ্জলিপ্রদান)

(পুনর্বার জল গ্রহণ করিয়া)—

মাতর্গঙ্গে ! আমার প্রপিতামহ অসমঞ্জকে

তৃপ্তি ও মুক্তি দান কর ;

(জলাঞ্জলিপ্রদান)

(পুনর্বার জল লইয়া)—

মাতর্গঙ্গে ! আমার পিতামহ অংশুমানকে

তৃপ্তি ও মুক্তি দান কর ।

(জলাঞ্জলিপ্রদান)

(পুনর্বার জল লইয়া)—

মাতর্গঙ্গে ! আমার পিতা দিলীপকে

তৃপ্তি ও মুক্তি দান কর ।

(জলাঞ্জলিপ্রদান)

(পুনর্বার জল লইয়া) —

মাতর্গঙ্গে ! আমার পিতৃ ও মাতৃকুলের
অপর মৃত সকলকে তৃপ্তি ও মুক্তি দান কর।

(জলাঞ্জলি প্রদান)

(পুনর্বার জল লইয়া) —

মাতর্গঙ্গে !
আমার শত্রু মিত্র, জ্ঞাত ও অজ্ঞাত,
আত্মসন্তুষ্ট পর্য্যন্ত
সমস্ত মৃত-ব্যক্তিকে তৃপ্তি ও মুক্তি দান কর।

(জলাঞ্জলিপ্রদান)

নারদ ।—জয় মাতর্গঙ্গে ।

এত দিনে শিবের সঙ্গীত-ফল ফলিল ধরায় ;
স্বর্গ মর্ত্য অভিন্ন হইল,
মর্ত্য হ'তে স্বর্গ পবেশের মহাপথ—
গঙ্গাসলিল-তর্পণ।

মনে পেয়ে তাপ পলাইল পাপ,
পুণ্য সনে মুক্তি আসি' বসিল ধরায়।

উভয়ে ।—জয় গঙ্গা জয় জয় !

পাতালস্রুড়ঙ্গ হইতে দেবমূর্তি ধরিয়া

সগরসন্তানগণের উত্থান।

নারদ ।—ভগীরথ !

পূর্ণ তোর মনোরথ ;—
এই তোর পূর্বপুরুষেরা।

ভগী ।—(সকলকে প্রণাম করিয়া) —

স্বর্গগামী পিতৃদেবগণ !
আশীর্বাদ কর দাসে।

সগরসন্তানগণ ।—বৎস ! মঙ্গল হউক তোর,

কীর্তি তোর হউক অক্ষয়।

ওরে পুণ্যশীল বংশধর !

গোলোকে বিষ্ণুর পদতলে

ষাট্‌হাজার মোরা

ষাট্‌হাজার মুখে গা'ব তোর গুণগান।

(স্রুড়ঙ্গ হইতে গঙ্গার উত্থান)

সকলে ।—জয় গঙ্গা জয় জয় !

ব্রহ্মার প্রবেশ।

ব্রহ্মা ।—বৎস ! ভগীরথ !

ধন্য তোর তপস্যাসাধন !

পাপীর তারণবদ্ধ তুই,

বিষ্ণু-অংশে জনম লইয়া

পাপীর খুলিলি মুক্তিপথ।

ভগীরথ !

গঙ্গারে আনিলি নরলোকে,

গঙ্গা তোর হৈল কন্যা সমা,

এই হেতু আজ হ'তে

গঙ্গার অপর নাম হৈল 'ভগীরথী'।

এই স্থান হৈল তীর্থরাজ

'গঙ্গাসাগরসঙ্গম' নামে।

মহর্ষি কপিল, গঙ্গা আর ভগীরথে

যে পূজিবে হেথা আসি',

এই তীর্থ-জলে ভক্তিভরে যে করিবে স্নান,

সে করিবে বৈকুণ্ঠে প্রয়াণ।

যাও, বৎস ! অযোধ্যায়,

মাতৃ দৌহে করহ প্রণাম,

রাজসিংহাসনে বসি'

পুত্রসম পাল প্রজাগণে।

শাপমুক্ত সগরসন্তানগণে

স্বর্গে আমি লইয়া চলিছ।

নারদ ।— (গীত)

হরিরহলীলা,

গঙ্গামহিমা,

ভগীরথ-চরিত-প্রচার।

আমি আমি পাপী,

আমি আমি তাপী,

'জয় জয় গঙ্গে' বল একবার ॥

হরিবোল হরিবোল, হর হর বোম্ বোম্,

পাপে তাপে পাপি পাপী পায় ॥

[সকলের গ্রন্থান।

যবনিকাপতন।

সম্পূর্ণ।

যদুবংশধ্বংস ।

[পৌরাণিক ইতিহাসমূলক নাটক]

নাট্যানুষ্ঠিত ব্যক্তিগণ ।

প্রথম অঙ্ক ।

দেবগণ ইত্যাদি ।

প্রথম দৃশ্য ।

পুরুষ—ব্রহ্মা । বিষ্ণু । মহাদেব । ইন্দ্র ।
চন্দ্র । সূর্য্য । বরুণ । পবন । কুবের । যম ।
অনন্ত । কালপুরুষ । কালপুরুষের অনুচরগণ ।
স্ত্রী—লক্ষ্মী । মায়া । মায়া-সহচরীগণ ।
অনন্তপত্নীগণ । অপ্সরাগণ ।

দ্বারকানগরী-সম্মিহিত রৈবতক পর্কত ।
অনুচরগণের সহিত কালপুরুষের প্রবেশ ।
কাল ।—গাও গাও বিনাশের গান ।

মুনিগণ ইত্যাদি ।

অনুচরগণ ।— (গীত)

হর্কাসা । নারদ । বেদব্যাস । ঋষিগণ ।
মুনিশিষ্যগণ । মুনিভৃত্য ।

[সমবেত গীত—Chorus]

জয় জয়, কাল, জয় জয় !

যদুবংশীয়গণ ইত্যাদি ।

[প্রথম অনুচরের শাখা-গীত]

পুরুষ—উগ্রসেন । বসুদেব । বলরাম । কৃষ্ণ ।
অর্জুন । সাত্যকি । কৃতবর্মা । প্রহ্লাদ । সারণ ।
শাম্ব । দারুক । যাদবগণ । নাগরিকগণ । রাজ-
ভৃত্যগণ । জরা । মৎস্রজীবী । দম্ভ্যগণ ।

তোমারি আদেশে, তোমারি প্রাণে
ঢালি দিবানিশি, কত রবি শশী,
করি না কাহারে ভয় ।

[সমবেত গীত—Chorus]

জয় জয়, কাল, জয় জয় !

স্ত্রী—দেবকী । রুক্মিণী । সত্যভামা । যদু-
নারীগণ । মৎস্রজীবিনী ।

[দ্বিতীয় অনুচরের শাখা-গীত]

তোমারি আদেশে, ওকাই সিদ্ধ,
ভূধর উপাড়ি, শ্রীবিধি কাড়ি,
ভাঁড়াই তারকাচয় ।

[সমবেত গীত—Chorus]

জয় জয়, কাল, জয় জয় !

[তৃতীয় অনুচরের শাখা-গীত]

তোমারি আদেশে, ঐশীর প্রাণ
উড়াই বাতাসে যারিয়া বাণ,
বিশাল আকাশময় ।

[সমবেত গীত— Chorus]

জয় জয়, কাল, জয় জয় !

[চতুর্থ অনুচরের শাখা-গীত]

তোমারি আদেশে, তৃণটি হ'তে
ভুবন ভাসাই তোমারি স্রোতে,
করিয়া পলকে লয় ।

[সমবেত গীত— Chorus]

জয় জয়, কাল, জয় জয় !

কাল।—যাও এবে, অনুচরগণ !

তন্ন তন্ন করি' খুঁজিয়া খুঁজিয়া
ধ্বংস কর জগতের ভার,
কর রে সংহার, যত শক্তি বা'র
হাবের জঙ্গম চরাচর ।

নাহি ডর,

আদিদেব শঙ্কর আমার গুরুদেব ।

পদরঞ্জে তাঁ'র উৎপত্তি আমার,

আজ্ঞা তাঁ'র—ধ্বংসভার আমার উর্গর ।

১ম অনু।—প্রভু ! তুমি নাহি বা'বে সাথে ?

কাল।—রৈবতকে আছে প্রয়োজন,

কৃষ্ণদরশন বাসনা আমার ।

সকলে মিলিয়া, যাও রে চলিয়া,

দেখা হ'বে পরে ।

দূর কাছে দূরে

বিনাশ-হুকার ছাড়ি' বারংবার ।

১ম।—যথা আজ্ঞা, প্রভো, যাই তবে হবে ।

[অনুচরগণের প্রস্থান ।]

কাল।—বাসুকীর কণা নাহি যার গণা,

যদ্বংশ বাড়িল তেমন ;

শ্রীকৃষ্ণের বংশ কিসে করি ধ্বংস ?

সাধ্যাতীত মোর ।

এই সে কারণ,

প্রেরিলা বৃজ্জটী হেথা মোরে,

কৃষ্ণ সনে পরামর্শ ক'রে,

তাঁহারি আদেশে, এ বংশ বিনাশে

করিবারে যত্ব বিধিমতে ।

কৃষ্ণের আদেশ বিনা

ছারিকায় পশিবারে নারি,

কোথা, হে যুরারি !

দাসে দয়া করি' বৈরতকে দাও দরশন ।

সর্ব-অসুখামী তুমি,

ধ্বংসকার্যে আমি

নিরোজিত তোমার আদেশে ।

একবার এসে, দেখা দাও, ভক্তের দয়াশ !

কৃষ্ণের প্রবেশ ।

প্রণিপাত শ্রীপদে তোমার ;

মস্তক আমার বাঁধা অনিবার

বিধারাদা ওই রাজ্যপায় ।

কৃষ্ণ।—বিশ্বনাশী কাল,

করি' কি মানস, কৈলে আগমন,

করিব শ্রবণ, কহ খুলি' মোরে ।

নিজ কার্য সাধিতেছ ভাল ?

কাল।—দয়াময় !

কিবা নিজ কার্য মোর ?

সর্ব-মূল্যদার তুমি একা ।

কৃষ্টি স্থিতি প্রলয় প্রভৃতি,

আলোকের ভাতি, শুক্ল কৃষ্ণ রাতি

তুমিই করি'ছ, জগদীশ !

কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড বিশাল

গড় তুমি—রাখ তুমি—ভাঙো তুমি, হরি !

উপলক্ষ্যমাত্র আমি ধ্বংস করিবার ।

কৃষ্ণ।—তুমি আমি ভিন্ন নহি, কাল !

হরাংশে উদ্ভূত তুমি,

হরহরি ভিন্ন কতু নয়,

তুমি আমি এক সেই হেতু ।

যাই হৌক,

আজি কি মানসে

আসিয়াছ এ পরিত-বাসে,

কহ খুলি' মোরে ।

কাল ।—নারায়ণ !

ব্রহ্মা শিব অষ্টদিকৃপাল,
আর আর অমরনিকর
তোমার পোচর পাঠাইলা মোরে ।
পৃথিবীর ভার করিতে সংহার
কৃষ্ণ অবতার হইল তোমার ।
অস্তুর দানব দৈত্যগণে
সমরপ্রাঙ্গনে ভয়ঙ্কর রণে করিলে সংহার ;
কুরুক্ষেত্র ভীষণ সমরে
পাণ্ডবেরে উপলক্ষ ক'রে
অভিশপ্ত মানব-আকার
দানব অপার করিলে সংহার ;
পৃথিবীর ভার করিলে লাঘব ;
তুষ্ট হুর সব,
করে তব স্তব দ্বিবস গামিনী, দেব চিন্তামণি !
কিন্তু তাঁ'রা সম্প্রতি অন্তরে
কাতর ব্যথিত অতিশয় ।

কৃষ্ণ ।—কেন কেন, কহ ঝুলি' মোরে ?

কাল ।—বলিতে না সরে মুখে বাণী,
চক্রপাণি ! কাতর পরাণি ।

কৃষ্ণ ।—ভাল মন্দ সকলি সমান মোর পাশে,
বল সত্য ভাবে দেবের বেদনা ।

কাল ।—ভারহারা !

ঘুচাইতে পৃথিবীর ভার
হ'লে অবতার পৃথিবী-মাঝার ।
কিন্তু এবে, দয়াময় !
তব বংশভারে পৃথিবী কাতরে
করি'ছে রোদন দারুণ পীড়নে ;
এই মে কারণ, বত হুরগণ
পাঠাইলা মোরে তব পাশে,
পৃথিবীর ভার যায় কিমে ।
যাদব ছাশ্মারকোটি, প্রভো !
এ দারুণ ভারে
যায় রসাতলে পীড়িতা ধরনী ।
কর, নীলমণি, এর প্রতীকার ;
না বলিব বেশী কিছু আর ।

কৃষ্ণ । অহো, কাল !

সংসারের মোহিনী মায়ায়
মোহিত হইয়াছিহু ;
ঝুলিতে পারি নি এত দিন,
আজি মোর হইল চেতনা ।
এক দিকে ধরণীর ভার করিহু সংহার,
আর দিকে বহু গণ ভার বাড়ি'হু আপনি ।
কাজে কাজে পৃথিবীর জ্বালা,
দেবের বেদনা,
নিরাশা তোমার হইবারে পারে ।
ভাল মন্দ—হুৎ হুৎ—আপন বা পর
সকলি সমান মোর কাছে,
কে আগার আছে ?
আমিহি বা কার ?
মায়া মোহ দিহু ভাসাইয়া ।
কহ গিয়া দেবগণে
অবিলম্বে করিব সংহার
নিজ বহুবংশ মোর নিজে ;
আমি বই এ বংশ কে নাশে ?
গড়া ভাঙা কার্য্যই আমার,
গড়িয়াছি নিজে—নিজেই ভাঙিব,
পৃথিবীতে আর না রাখিব বহুকুল ;
করিব নিশ্খূল ;
নিরাকুল করিব ধরা'রে ।
দেবগণে বার্তা দিয়া তুমি
অবিলম্বে আইস ফিরিয়া ;
দ্বারদার পথে পথে—ঘরে ঘরে গিয়া
দিবানিশি করহ ভ্রমণ
ভয় প্রদর্শন করিয়া বাদবগণে ।
তা'র পর যে বা যুক্তি হয়,
সকলি করিব আমি ।
বহুবংশ-ধ্বংসের সময়
কুজসহ একসঙ্গে তুমি
অলক্ষ্যে মিশিও মোর বেহে ।

কাল ।—অনন্ত অচিন্তা লীলা তব,
ভবধব ! তুমি ভারহারা ।

যাই এবে দেবলোকে ;
প্রণিপাত করি রাঙা পায় ।
কৃষ্ণ ।—ফিরিবে ত্বরায় ।

[কালপুরুষের প্রস্থান ।

ছত্রিশ বৎসর হ'ল গত
কুরুক্ষেত্র দারুণ সমর হৈল সমাপন,
ছত্রিশ বৎসর
রাজ্যভোগ করি'ছেন রাজা যুধিষ্ঠির ।
কুরুক্ষেত্র-সমর-সময়ে
ভীমহস্তে যবে হুর্ঘ্যোধন—
(গান্ধারীর শেষের ভরসা)
হটল নিধন,
সেই কালে শতশতশোক
উচ্ছ্বসিত অশ্রুজলসহ
অভিশাপ দিল মোরে সতী ;—
'কৃষ্ণ, তব চক্রে কৌশলে
পুত্রহীনা হ'য়ে কাঁদি আমি,
কিন্তু তুমি শোনো, চক্রপাণি,
তব পুত্রপৌত্রগণসহ
ষড়বংশ হইবে নির্মূল ;
আত্মীয়বিরোগশোকজ্বালা
মোর মত তুমিও ভুঞ্জিবে ।'
গান্ধারী সতীর বাক্য এবে
অবশ্যই করিব পালন ।
সতীবাক্য অবহেলা নহে—
অদহ যা', তা'রেও জানা'সে
জলন্ত অনল সম দহে ।

বলরামের প্রবেশ ।

বল ।—নির্জন ভূমিরে, ভাই,
একাকী কি হেতু বিমর্ষ অন্তরে বসি' ?
প্রফুল্ল বদন, কমল-নয়ন
বিষাদের নিদাক্ষণ ভারে
শ্রীহীন কি হেতু হেরি, হরি ?
কৃষ্ণ ।—আর্হ্য, আজ শ্রীপদে তোমার
আছে মোর এক নিবেদন ;

মনঃপূত না হ'লেও তব,
অতৃষ্টির কারণ হ'লেও
ভ্রুনিতে হইবে, পুণ্ড্রবর !

বল ।—বল, ভাই !

তোমার আদাস কোন দিন
তুচ্ছ—অবহেলা করি নাই ।
কৃষ্ণ ।—ভয় হয় রুষ্ট হও পাছে ।
বল ।—বল মোর কাছে,
তুষ্ট বই রুষ্ট না হইব ।
কৃষ্ণ ।—শোনো তবে, নীলাশ্বর !

ভোজ, বৃষ্টি, অন্ধক শাখায়
আমাদের ষড়বংশ, বীর,
দুর্কহ হ'য়েছে পৃথিবীর ।
গণনে ছাপ্পান কোটি,
ভারে মেদিনীর মাটি
নিয়ত করি'ছে টলমল ।
যত দূর প্রয়োজন,
তা'র চেয়ে বেশী ভাল নয়,
বেশী হ'লে কর তা'রে ক্ষয়,—
শাস্ত্রের বচন ।

আধার আধেয় যদি সমান না হয়,
বিভাট ঘটয় ।
পৃথিবীর অবস্থা বুঝিয়া জীব থাকি চাই ;
লোকান্তিকে ঘটয়ে উৎপাত,
হৃর্তিক সজ্জাত, গৃহ-বিসম্বাদ,
দারিদ্র্য-পীড়ন, যন্ত্রণা ভীষণ,
নানাবিধ দুর্কিপাক ঘটে ;
নিয়মের শৃঙ্খলার পটে
বিশৃঙ্খলা-জালা বড় বাড়ে ;
এই সে কারণ, করি নিবেদন—
সামঞ্জস্য রাখিব ধরার,
তাই সে আমার অবতার,
তব অবতারো সেই হেতু ।
হে অগ্রজ,
নিজ ষড়বংশ এই বার করিব সংহার,
পৃথিবীর ভার ঘচা'ব অচিরে ।

নিজে না করিলে ধ্বংস,
এ বিপুল বহুবংশ
ক'র সাধ্য করিবে নির্মূল ?
লে।—কৃষ্ণ রে ! অচিন্ত্য বচন করা'লি শ্রবণ,
ইতস্ততঃ করি বে এখন ।
কি উত্তর দিব রে ইহার ?
অন্তর আমার অধীর হইল বড়, ভাই !
কাজ নাই ; ভুল, ভাই, হেন অভিলাষ ।
আত্মীয়-স্বজন-স্নেহে ভুলেছি আপনা,
কি করিয়ে তাহাদের বিনাশ-ভামনা
করিবারে পারি ?
ভেষাগ, মুরারি, এ দারুণ অসাধ্য-সাধনা ।
কৃষ্ণ।—হে লাঙ্গলী ! সান্নাৎ অনন্ত ভূমি,
তব অংশ মম অংশ এক,
এক অংশ হুই অংশ হ'য়ে
যুগে যুগে করি লোকলীলা ।
কেন বুঝা মাগামোহজ্বালে
আপনারে বাঁধি'ছ আপনি ?
হলপাণি ! প্রাণিহুষ্টিনাশ
ঐশ্বরিকী লীলা দোহাকার ।
কে বা মরে ? কে বা জীয়ে, দেব ?
লীলাচ্ছলে গড়ি ভাড়ি সনা ।
সামান্য মানব মোহ-পাশে
জড়ীভূত হ'য়ে অনুক্ষণ
আপন আপন করি' ভ্রমরে সংসারে,
আমাদের সাজে তা' কি কত ?
তটিনীর বালিরাশি ধ্বা
স্রোতঃতেজে এক পার হ'তে
আর পারে রানীকৃত হয়,
তেমতি নিশ্চয়
এ লোকের প্রাণিকুল যায় পরলোকে ।
তেই সে নিবেদি, পূজ্যপাদ !
নিজবংশ করিব বিনাশ—
এ বিনাশ—লৌকিক বিনাশ ;
যদুকুল ইহলোক ছাড়ি'
স্বর্গপুরে করিবে নিবাস ।

অমরের বাসনা পূরিবে,
পৃথিবীর ভার ঘুচে যা'বে ।
বল।—যা'ই বল, ভাই,
মন বড় হ'ল রে উতলা,
কেন হেন ছলা পাতিলি সহসা তুই ?
কৃষ্ণ।—ছলা নহে, দালা !
গান্ধারীর কথা জাগি'ছে সর্বদা,
সতীত্বকে কে করে হেলন ?
ত্রেতাযুগে কনিষ্ঠ লক্ষ্মণ
ছিলে গো আমার ভূমি ।
তারার বচন, অঙ্গদের বাণী
হয় কি স্মরণ, হলপাণি ?
নিজকুল করিয়া নির্মূল
আমিও যাইব নিজবাসে ।
শ্রীচরণে করি নিবেদন,
ক'র না বারণ,
অঙ্গদ তারার আর গান্ধারীর বাণী
সকল হউক, হলপাণি !
বল।—কি দিব উত্তর আর, ভাই,
আর পছন্দ নাই বুঝাইতে তোরে ।
যুক্তি তোর কে কাটিতে পারে ?
ভাল বুঝ যাহা, কর, ভাই, তাহা,
মহাচক্রী চক্রপাণি !
অপার চিন্তার স্রোতে ভাসাইলি মোরে ;
ভাসিয়া চলিলু আমি,
কোথা যে পাইব কুল, হইলু আকুল ।
[নলরামের প্রস্থান ।
কৃষ্ণ।—বলভদ্র এখনো আকুল !
এখনো মায়া'র ডোর বাঁধা আছে প্রাণে,
লৌকিক স্নেহের মরীচিকা
ভুলাই'ছে এখনো উইরে ।
মায়া মোহ স্নেহের বন্ধন
ছিন্নভিন্ন করিব এখনি,
তা' নহিলে নাহি হ'বে কাণ্ডের উদ্ধার,
ভারাক্রান্ত পৃথিবীর না ঘুচিবে তার ।
[প্রস্থান ।

দ্বিতীয় দৃশ্য ।

মায়াপুরী ।

সিংহাসনে মায়াদেবী উপবিষ্টা ।

তুই পাশ্বে মায়াসহচরীগণ দণ্ডায়মান ।

মায়াসহচরীগণ ।— (গীত)

শিশুর হাসিতে, শিশুর রোদনে
কি এক কঁাদ পাতিয়ে ।
মা বাপের প্রাণ জুড়াও যতনে,
বদন-চাঁদ চুমিয়ে ॥
মেহের মত্তন প্রেমের ভিতরে
কি এক খেলা খেলিয়ে ।
দম্পতিগণে কন্যে কন্যে
রাখ গো প্রণয়ে বাঁধিয়ে ॥
ভুলোক ভুলোক বাঁধ এক ডোরে,
কখন বা ফেল খুলিয়ে ।
খুলিলে মরণ, বাঁধিলে জীবন,
ইন্দ্রজালে রাখ জুলিয়ে ॥

(আচম্বিতে মায়াদেবীর সিংহাসন-কম্পন)

মায়া ।—এ কি এ কি, সখীগণ !

আচম্বিতে সিংহাসন কি হেতু টলিল ?
কিসের কারণে, মন উচাটন হইল আমার ?
হৃদয়ের নিশ্চল জলে
শিলাখণ্ড পড়িলে কাঁপয়ে যথা জল,
তেমতি করি'ছে টলমল আসন আমার ।
কে যেন স্মরণ করে মোরে,
দেখি দেখি ধ্যানস্থ হইয়া ।

(কিয়ৎক্ষণ ধ্যান)

প্রভু মোরে করিলা স্মরণ রৈবতক-বনে ।
বাঁহার আদেশে আমি যুগযুগান্তর
ভুলাই অসংখ্য জীবগণে,
তিনি মোরে ভাবিলেন মনে কিসের কারণে ?
যাই হৌক, এখনি চলিছ আমি তথা,
তোমরা দৃকপাশে থাক হেথা ।

[এক দিক্ দিয়া মায়াদেবী ও অপর দিক্

দিয়া শুদীর্ঘ সহচরীগণের প্রস্থান ।

তৃতীয় দৃশ্য ।

রৈবতক পর্বতের অপর পার্শ্বস্থ অরণ্য ।

কৃষ্ণ ।

কৃষ্ণ ।—কই, মায়া ! আইস স্মরণ ;
কাল ব'য়ে যায়—আইস স্মরণ ।

মায়াদেবীর প্রবেশ ।

মায়া ।—(কৃষ্ণকে প্রণাম করিয়া)—

মৌভাগ্য আমার আজ অতি—
তেঁই নিজে গোলোকের পতি
করিলা স্মরণ এ দাসীরে ।
কি আশ্রা পালিব, বিশ্বনাথ,
আদেশহ অনুগ্রহ করি' ।

কৃষ্ণ ।—দেবতার মনোবাঞ্ছা করিব পূরণ,

পৃথিবীর লোকভার করিব হরণ,
নিজবংশ করিব নিদন ।

এই সে কারণ, কৈমু আবাহন,

মায়া গো তোমারে !

বলতদ্র অগ্রজ আমার,

তোমার কোশলে

আত্মীয় স্বজন প্রতি স্নেহনীর অতি ;

তিলমাত্র ইচ্ছা নাহি তাঁর করিতে সংহা :

এ'বিপুল যজুকুল, সতি !

ছাড়' তাঁ'রে আদেশে আমার,

ছাড়' যত যত্নগণে ভূমি,

পিতাপুত্র, সোদরে সোদরে,

বান্ধবে বান্ধবে, জ্ঞাতিগণে,

কুটুম্ব কুটুম্ব যেন আর

স্নেহমায়া তিলেক না থাকে ।

প্রভাসে হইবে ধ্বংস এ বিশাল বহুবংশ

আপনা আপনি এবে আমার কোশলে ;

এই হেতু বলি,

দ্বারকানগরবাসী জনে

পরিহর আমার বচনে ।

মায়া।—তুমি মায়াময়, তুমি মায়াহীন,
উপলব্ধ মাত্র আমি,
অদ্বুত তোমার মায়াশীল।
কে বুঝিবে, বিশ্বপতি ?
তোমারি আদেশে ভ্রমি দেশে দেশে,
বাঁধি' জীবকুলে অটুট ডোরে ;
তোমারি আদেশে ছাড়ি কত লোকে ;
ছাড়িলু দারকা, চলিলু পুরে।

[প্রস্থান।

কৃষ্ণ।—মায়াশূন্য হইল দারকা,
কার্যসিদ্ধি-পথ হইল প্রকাশ।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

দ্বারকানগরী—রাজপথ।

বিনোদমেঘে বজ্রপাত, বাটিকা, ধূলি ও
অস্থিরিটি, শৃগাল-কোলাহল প্রভৃতি
নানাবিধ অশুভ সূচনা)

বেগে যদুবংশীয় নাগরিকগণের প্রবেশ।

১ম না।—আচম্বিতে এ কি, ভাই,
বিনোদমেঘে কেন বজ্রপাত !
এ কি নিদারুণ ঝড় !
বৃক্ষ উপাড়িয়া পড়ি'ছে উড়িয়া,
অহো, কি ভীষণ অস্থিররণ !
ধূলায় ধূলায় হইল আঁধার !
দ্বিবসে ডাকি'ছে শিবাগণ—
দারুণ অশিব শব্দ অশুভ লক্ষণ !
কেন হেন দুর্ঘটনা ?

২য় না।—কেমনে বুঝিবে ?
অবুঝ হ'য়েছি আমি হেরি এ ব্যাপার।

১ম না।—হের ওই—
পাণ্ডুবর্ণ রক্তপান্দ্র কপোতনিকর
উড়ি'ছে চৌদিকে,

উল্লুক সমান ডাকি'ছে সারসগণ,
শিবাববে ছাগকুল করি'ছে চীৎকার,
কবন্ধ খেরিল দিবাকরে,
নানাবিধ ভয়ঙ্কর ছায়া ছুটে চারি ধারে,
দ্বারকানগরী কেন আজ
খুলিয়া ফেলেছে চাকু সাজ !
হের ওই, ভীম বাজ পড়ে ঘোর নাদে !
এ কি সর্বনাশ !—নিদারুণ ত্রাস !
কাল আজি গ্রাস করিবে কি
আমা'সবাকারে ?

২য় না।—হের হের, কে ওই আসি'ছে—

১ম না।—তাই ত—তাই ত—কে ও—কে ও ?

কি ভীষণ মূর্তিধান !
আকুল হইল মোর প্রাণ !
ভয়ঙ্কর কৃষ্ণবর্ণ ! শূর্ণ সম দুই কর্ণ,
ভীম দরশন যুগল নয়ন
কুস্তকার-চাক সম ঘুরে !
মুণ্ডিত প্রকাণ্ড মণ্ড,
ভীষণ ভীষণ তুণ্ড,
লক্ণকে লম্বিত রসনা !
চুপ্তক সমান ঘেন ও দীর্ঘ রসনা
টানি'ছে দারকাপুত্রীধান !
ভয়ঙ্কর শাবিত ত্রিশূল
মুষ্টিমাঝে চমকে সম্মনে
ঘনকোলে ঘেন রে বিহ্বাৎ !

২য় না।—আশঙ্কা হ'তেছে বড় প্রাণে,
কে জানে কি মনে করি'
আমা'সবাকার পানে আসে ও মূর্তি।

১ম না।—কি ভয় কি ভয় ?
বধিব নিশ্চয় আজি ওরে
এ দারুণ অসির প্রহারে।
বুঝিয়াছি, ভাই !
আজিকার এই যে অশুভ,
ওই তা'র মূল।
করিব নিশ্চয় ওরে আজ।

২য় না।—ওই এল !

১ম না।—খোল খোল কোব হ'তে অসি,
চল ওরে নাশি;
যাদবেরা ডরায় কি কা'রে ?
(সকলের অসি নিক্ষেপিত করিয়া
গমনোদ্যোগ)

বেগে কালপুরুষের প্রবেশ।

সকলে।—মার মার,
আরে ছরাতার, কে তুই—কে তুই ?
পালা'বি কোথায় ?
আর আয়, যা' রে বমালয় !
(কালপুরুষের অঙ্গে সকলের অসি-
প্রহারোদ্যোগ, কিন্তু সহসা
কালপুরুষের অন্তর্ধান)

(পুনর্বার মেঘগর্জন প্রভৃতি)

১ম না।—এ কি কাণ্ড ! বিচিত্র ব্যাপার !
কোথায় মিলা'য়ে গেল দারুণ পুরুষ !
বুঝিলাম,
যাদবের নাহি আর মঙ্গল-ভরসা।
বেগে বহুদেবের প্রবেশ।

বহু।—কহ, ঘটনা !
কেন আজ হেন কুলক্ষণ !
দেখিলাম ভীষণ পুরুষ—
অমঙ্গলময় মূর্তিখান !
কোথায় প্রস্থান করিল সহসা ?
কে রে—কে রে—মে কে রে ?

১ম না।—পূজ্যবর !
বড় ডর হইয়াছে মনে।
বহু।—কোথা কক্ষ ?
কোথা বলরাম ?

১ম না।—হেরি নাই সে দৌঁছে নয়নে।

২য় না।—ওই যে আসেন কক্ষ।

বহু।—কই কই ?

কৃষ্ণের প্রবেশ।

ওরে বৎস ! এ কি অমঙ্গল !
কুলক্ষণে পুরিল দারকা !
আকুল পুরের নর নারী !
কহ, বাপ ! কেন হেন হেরি ?
দারুণ পুরুষ এক দেখেছ কি তুমি ?
অমঙ্গলমূল সেই জন ;

হেন কুলক্ষণ
তা' হ'তেই যাট'ছে এ পুরে।
হায় হায়, এ কি রে উৎপাত !
বুঝিরে নিপাত
জনসনে হ'বে আজ সাধের দারকা !
কহ, কৃষ্ণ ! মঙ্গল-উপায়,
হায় হায়, এ কি রে হইল !

কৃষ্ণ।—কেন ভয় ভাব, পিতা !

দ্বির কর উচাটন মন।
মঙ্গলামঙ্গল দুই আছে—
ভাগ মন্দ—শুভ বা অশুভ
জীবভাগ্যে চক্রসম ঘুরে।
বিধাতার নিয়মে থাকিলে
জীবভাগ্যে শুভ-সংঘটন,
বিধাতার নিয়ম ভাঙিলে
জীবভাগ্যে অশুভঘটনা !
অবশ্যই এ যাদবকুলে
অপরাধ হ'য়েছে ঘটনা,
এই হেতু অশুভ-তাড়না
আচম্বিতে হইল গো আজ।

এ অশুভ ঘূচিবে অচিরে,
দারকাবাসীরে ল'য়ে যজ্ঞারম্ভ কর

বহু।—ভাল যুক্তি দিলে, বৎস !
ত্বরায় করিব আমি যাগ,
বিধাতার রাগ করিব নির্ঝাঁপ।
যাই এবে করিবারে বজ্র-আয়োজন।

[সকলের প্রস্থান।]

পঞ্চম দৃশ্য ।

দ্বারকানগরী—কৃষ্ণের গৃহ ।

কৃষ্ণ ও রুক্মিণী ।

ক্লিণী ।—কেন, নাথ, হেন অমঙ্গল

ভীতি'ছে দ্বারকাপুরী আজ ?

সুখময় দ্বারকাবাসীর

এ অন্তরে অন্তর অধীর হইয়াছে বড়,

ভয়ে জড়সড়

বালক বালিকা—কুণ্ড শিশু,

ছাগ, মেঘ, গাভী আদি পশু,

তা'রাও আকুল অতিশয়

ভয়ঙ্কর বজ্রাবাতে মেঘের গর্জনে ।

নিদারুণ ভীষণ মরতি

ভ্রমে ইতিউতি দেখাইয়া ভীতি ।

এ ঘরে গিয়াছে ঘুরে

ভীমাকার পুরুষ দুর্জয় !

হেরি' তা'রে কাঁপি'ছে হৃদয় ।

কি জানি কি হয়, বড় ভয়,

হ'বে বুঝি লয় সলোক দ্বারকাপুরী, নাথ !

প ।—কি বা ভয় ? ক্ষান্ত হও, প্রিয়ে !

ছির কর মন ।

রমণীমূলভ প্রাণ, তাই এত আনন্দান্,

বিপদে না হইও অধীর ।

বিধাতার বিড়ম্বনা,

তুঁই হেন কুশটনা ঘটিল এ পুরে ;

এ অমঙ্গল যা'বে দূরে, আর বিধাতার,

তাহার ইচ্ছায় এ হেন উৎপাত,

তাহারি ইচ্ছায় পুন হইবে নিপাত ।

বলিয়াছি পিতৃদেবে

এ অগত-নাশে করিবারে বজ্র-অহুষ্ঠান ।

(নেপথ্যে মহলা বামাকণ্ঠোচ্ছিত

ভয়শূচক শব্দ)

ক্লিণী ।—ও কি, নাথ ! ও কি, নাথ !

ভয়ের উপরে ভয় বাড়ে,

আকুল হৃদয়ে ডাক ছাড়ে

অন্তঃপুরে কে রমণী !

দেখ দেখ ত্বর করি' ।

কৃষ্ণ ।—এখনি চলিযু আমি,

ভয় নাই—ছির হও তুমি ।

[বেগে কৃষ্ণের প্রস্থান ।

দেবকীর প্রবেশ ।

দেবকী ।—কহ, মা, কোথায় কৃষ্ণ মোর ?

যটিয়াছে ঘোর সর্বনাশ !

রুক্মিণী ।—কি ঘটিল, ঠাকুরাণি ?

দেবকী ।—সত্যভামা উন্মাদিনী প্রায়—

শূন্য দৃষ্টে চায়, আতঙ্কে চৈতায় ;

কি হ'বে, মা ! কোথা নীলমণি ?

রুক্মিণী ।—চল ত্বর, ঠাকুরাণি,

অকস্মাৎ সত্যভামা কি হেতু এমন ।

[উভয়ের প্রস্থান ।

ষষ্ঠ দৃশ্য ।

দ্বারকানগরী—সত্যভামার গৃহ ।

এক পার্শ্বে কালপুরুষ ও অপর পার্শ্বে

সত্যভামা ।

সত্য ।—কোথা নাথ !—কোথা নাথ !

রক্ষা কর আসি'

আতঙ্কে জীবন যায়,

হায় হায়, এ কি বিভীষিকা !

বধিল আমারে বুঝি যম সম বিষম পুরুষ !

(অস্থিরতার সহিত অত্যন্ত ভয় প্রকাশ)

বেগে কৃষ্ণের প্রবেশ ।

কৃষ্ণ ।—ভয় নাই—ভয় নাই—

ছির হও—ছির হও ।

(কালপুরুষের অন্তর্ধান)

সত্য।—(ভয়ে কৃষ্ণকে ঝাঙ্কশূলে আবেষ্টন করিয়া)—

যম—যম! ভীষণ আকার!

ওই ওই—মরি মরি!—

ধর, হরি! বাঁচাও দাসীরে।

কৃষ্ণ।—কই, কে কোথায় প্রিয়ে?

সত্য।—এই যে এখানে ছিল,

এই যে দেখিছ;

কে সে, নাথ?

জগতের ভীতি সকলি অন্তরে মোর?

কৃষ্ণ।—চিন্তার উচ্ছ্বাসে

হেন ত্রাসে হ'য়েছ ত্রাসিত,

বিষম দুর্দোগ আজ,

ঝঙ্কারাত, ভীম বাজ,

গভীর গর্জনে ডাকে মেঘ,

প্রভঞ্জন মারে পাকসটি,

এই সব দেখে শুনে, তোমার কোমল মনে

হ'য়েছে হে ভয়ের সঞ্চার,

তাই ছায়াময় হেন ভীমাকার কথিলে দর্শন;

স্থির কর মন,

চল, এবে দৌঁছে যাই জননীর পাশে।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

দ্বারকানগরী—রাজপথ।

দূরে কালপুরুষ দণ্ডায়মান।

বজ্রসামগ্রী লইয়া দুই জন রাজভৃত্যের

প্রবেশ।

১ম ভৃত্য।—ভাই, যে হুজুগ গেছে—

২য় ভৃত্য।—এখনো বাকী আছে।

যতক্ষণ না যগ্নি শেষ হয়,

ততক্ষণ প্রাণের ভয়।

বাবা, যে বাজের ডাক!

যেন দশ লক্ষি শাঁক!

১ম ভৃত্য।—ভাল রে, ব্যাটার ঝড়ে

আমার ঘরটা গেছে প'ড়ে।

তোর সাগাংনীর যে কষ্ট,

তা' আর বলবো কি!

২য় ভৃত্য।—এখন থাকিস্ কোথা?

১ম ভৃত্য।—সে হুংখের কথা আর বলবো কি—

মাগী থাকে টেকশালে,

আর আমার আড্ডা গোয়ালে।

ওরে ভাই,

তোর শালকাঠের বোঝাটা একবার নামা।

২য় ভৃত্য।—কেন?

১ম ভৃত্য।—উঃ যে ঘরের মুটুকি,

ফটিছে আমার পুটুকি!

ষাড় ভেঙে গেলো—নাগুচ্ছে বড়,

ধর মুটুকি—নামাই ভূয়ে।

২য় ভৃত্য।—এ জায়গাটা ভাল নয়,

এ দিক পানে স'রে আয়।

[উভয়ের অতর্কিতভাবে কালপুরুষের

দিকে গমন ও অকস্মাতঃ

তঁাহাকে দর্শন)

১ম ভৃত্য।—ওরে বাবা রে—ওরে বাবা রে!

ধোলে রে—ধোলে রে!

২য় ভৃত্য।—ও বাবা! আবার সেইটে রে!

গিয়ে রে—গিয়ে রে!—পালা পালা!

[উভয়ের বেগে গমনোদ্যোগ, কিন্তু

অত্যন্ত আশঙ্কাবশতঃ ভূতলে পতন

ও যতপাত্র চূর্ণ হওন)

(কালপুরুষের অন্তর্ধান)

১ম ভৃত্য।—কই—গেছে—গেছে?

২য় ভৃত্য ।—চুপ্ কর, মুকিয়ে আছে ।

১ম ভৃত্য ।—কোথা ?—ওই বেল গাছে ?

২য় ভৃত্য ।—হ্যাঁ রে ।

আমার দাঁতকপাটি লেগেছে !

১ম ভৃত্য ।—বলিগ্ কি !

২য় ভৃত্য ।—বাবা রে—বাবা রে !

গেলুম রে—গেলুম রে !

১ম ভৃত্য ।—ওরে আবার কি হোলো রে ?

২য় ভৃত্য ।—দাঁতকপাটির উপর জিবকপাটি !

১ম ভৃত্য ।—ও বাবা ! তবেই মাটা !

এখন পালাই চন্ ।

২য় ভৃত্য ।—যিয়ের মুট্কির কোরবি কি ?

১ম ভৃত্য ।—মাথা আর মুণ্ডু !

২য় ভৃত্য ।—তবে এক কাজ কর ;—

আমি তো মরা,

তুই-ই এই কাঠের বোঝা মরা ।

১ম ভৃত্য ।—তা' যেন সরাকি,

কিন্তু আছাড় খেয়ে তেঙে গেছে আমার পা,

হাটতে নারবো—ও বাবা !—ও মা !

কাঠের বোঝা মাথায় কোরে,

আমি তোর কাঁধে চড়ি,

যাই চ' ছ'জন রাজার বাড়ী ।

২য় ভৃত্য ।—(দগত)—ও বাবা বলে কি !

কাঠের বোঝা মাথায় কোরে

ষাড়ে চোড়্বে আমার,

মোরবো আমি পোড়ে ।

(নেপথ্যের দিকে দেখিয়া)—

ওরে বাবা, আবার এল রে !

২য় ভৃত্য ।—কই রে ?

২য় ভৃত্য ।—ওই রে !

২য় ভৃত্য ।—পালা রে—পালা রে !

।কাণ্ডভার লইয়া উভয়ের পলায়ন ।

দ্বিতীয় দৃশ্য ।

দ্বারকানগরী—যজ্ঞভূমি ।

দুর্কীনা প্রভৃতি ঋষিগণ যজ্ঞকর্ণে নিযুক্ত ।

বসুদেব, বলরাম, কৃষ্ণ ও অন্যান্য

যাদবগণ দণ্ডায়মান ।

দুর্কীনা ।—(বসুদেবের প্রতি)—

অন্তত্বিনাশ-যজ্ঞ হৈল সমাপন,

লহ, ধর্ম্মশীল ! আত্মিতর শেষ,

বাদবমহিলাগণে করহ প্রদান,

যজ্ঞজল গৃহে গৃহে ছিটাইয়া দাও,

শুকাচারী বিপ্রগণ

এই বারি স্বর্ণকারি ভরি'

দ্বারকার চারিটি সীমার

বিন্দু বিন্দু করুন বর্ষণ ;

অন্তত্ব-লক্ষণ হইবে বিলয় ।

(অন্যান্য সকলের প্রতি)—

তোমরাও লহ সবে আত্মিতর শেষ,

যাও এবে, কর গিয়া যজ্ঞান্তিক স্থান ।

[কৃষ্ণ ও ঋষিগণ ব্যতীত সকলের প্রস্থান ।

বাসুদেব ! তোমারি কুপায়

তুমিরাছি মনোভাব তব ।

এত দিনে মর্ত্যলীলা, প্রেতা,

করিবে কি বিমর্জ্জন ?

কৃষ্ণ ।—তপোধন !

অজ্ঞাত নাহি কো কিছু তব,

ভূত ভাবী বর্তমান জান তো সকলি ;

দৈবের নিয়ম না হয় লঙ্ঘন,

যটনার সত্য ছবি অবশ্য অন্ধিবে

জাগতিক বিশাল ক্ষদ্রে

পরোক্ষে সুস্থক্স ভাবে । •

যা'র পরে বাহ্য, যাটবেই তাহা,

লঙ্ঘন না হ'বে তা'র ;

জন্ম মৃত্যু—দ্রাস বৃদ্ধি—অলস বিগয়

বিধাতার অটুট নিয়ম ।

কিছুই নহেক স্থির,

চক্র সম ঘুরি'ছে সদাই,

আজ হেথা—কাল সেথা—

একভাবে কিছু নাহি রয় ;

বিধাতার হেন ইচ্ছা মনে,

বল তবে, থাকিবে কেমনে

একভাবে অনন্ত জগৎ ?

নিজে লোক নাহি করে কিছু,

যাচা করে, বিধির ইচ্ছায় ;

নিজে বিশ্বে নাহি হয় কিছু,—

যাচা হয়, বিধির ইচ্ছায় ।

কা'র সাধ্য সে ইচ্ছা নিবারণে ?

শিখিলীলা অচিন্ত্য জীবের ।

হুর্দাসা ।—কে সে বিধি ?—

বিধিলীলা কিবা কহ মোরে, লীলাময় ?

তোমার মহিমা, তোমার গরিমা,

অভেদ্য কোশল-খেলা তব,—

তব সৃষ্ট বিধি, ইন্দ্র, ভব

শতাংশের একাংশ না বুকে,

কি বুঝিব ক্ষুদ্র আমি ?

বুঝিতেও নারিব কখন ।

ইচ্ছারে লইয়া সাথে

খেলাও—খেলাও, খেলুয়াড় !

দিয়াছ নয়ন,

তব খেলা খালি চেয়ে দেখি ।

আসি তবে, জগন্নাথ !

প্রণিপাত করি শ্রীচরণে ।

পার্থিব প্রণাম হ'ল শেষ,

বৈকুণ্ঠে নমিব পুন এ পদপঙ্কজে ।

(কুমারকে সকলের প্রণাম)

কুমার ।—মুনিবর !

আছে য়োর এক নিবেদন—

সবে মিলি' করহ শমন ওই পব দিয়া ;

আমার তনয়গণ

করিতেছে বিচরণ আনন্দে মাতিয়া

যজ্ঞের উৎসবে আজি ।

তা' সবার শিরে

আশীর্বাদ ক'রে দেহ পুত-পদধূলি ।

[হুর্দাসা প্রভৃতি ঋষিগণের প্রস্থান ।

বলরামের পুনঃপ্রবেশ ।

বল ।—কুমার রে,

আচম্বিত এ কি হ'ল য়োর ?

বান বাত, বাম অর্কি কাঁপি'ছে আমূল,

প্রাণের ভিতর থেকে যেন

কি ডুবিল সমুদ্রের জলে ;

কত শূন্য হেরি চারি ধার,

কত হেরি নিবিড় আঁধার,

ভূতলে আকাশে যেন লাগিল আগুন ;

বড় ভয় হয়, না জানি কি হয়,

চক্রবর্তী বাক্য ধর মোর,

ফিরা রে—ফিরা রে ইচ্ছা তোরা ।

আজ বড় হইমু আকুল ।

কুমার ।—গাকারী রানীর বাণী লজ্জিব কেমনে ?

দৈর্ঘ্য ধর মনে, ধরি শ্রীচরণে !

বল ।—আবার দেখা'লু সেই প্রাণান্ত প্রমাণ !

বুধা যজ্ঞ—বুধায় সাহুনা !

কুমার ! তোর মনের মন্ত্রণা সত্য—

সত্য বাহুভাব !

বুঝিলাম এবে রে নিশ্চয়—

যত্নবশতক কে আর করিতে পারে ?

[বলরামের প্রস্থান ।

কুমার ।—এখনো ছাড়েনি মায়া বীর বলরামে ?

রৈবতক পর্বতের নিবিড় কাননে

মায়াবো আবার ডাকি গিয়া ।

[প্রস্থান ।

তৃতীয় দৃশ্য ।

দারকানগরী—রাজপথ ।

প্রহ্মান, সারণ, শাশ প্রভৃতির প্রবেশ ।

সারণ।—কোন্ বিদ্যা সর্বাঙ্গপেক্ষা ভাল ?

প্রহ্মান।—জ্যোতিষ আমার মতে বিদ্যার প্রধান ;

প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখি সে বিদ্যায়,

আর আর বিদ্যা যত বিবাদের হেতু—

অসার বিফল ;

সকল জ্যোতিষ-বিদ্যা সাক্ষী রবি শশী ।

সারণ।—জ্যোতিষের গুণ গাও বড় ;

ভাল, মোরে দেখাও তো প্রত্যক্ষ প্রমাণ ?

প্রহ্মান।— আমি তো জানি না, ভাই,

কি করিয়া দেখা'ব প্রমাণ ?

অজিকার যাগে আসিয়াছে নানা মনিগণ,

স্তা'রা বিচক্ষণ সকল বিদ্যাগ,

যজ্ঞ সমাপিয়া, এই পথ দিয়া

দিরিবে কুটীরে সবে ;

দাঁদের হইতে

জ্যোতিষের সত্য আজ দেখা'ব তোমারে ।

শাশ ভাই,

তুই বড় দেখিতে হুন্দর,

মেয়েলি মেয়েলি মুখখানি,

তোরে কাজ গর্তবতী নারী

সাজাইব সারণের সন্দেহ নাশিতে ।

নিভুতে সাজা'ব তোরে, চল ।

[সকলের প্রস্থান ।

এক জন মুনিভূত্য ও দুই জন

মুনিশিষ্যের প্রবেশ ।

ভূত্য।—ওগো দাদাঠাকুর,

হু'মোনি বস্তা আমার কখন নয়—বড় ভারী—

তোমরা একবার ধর—

নামাই—খাড় গেলো ।

১ম শিষ্য।—অত বড় ভারী বস্তা নামা'বার শক্তি

আমাদের নাই ।

ভূত্য।—সে কি কথা ! তোমরা বগসিবাড়ী আজ

কোন্সে ঘিরে জিনিষ, হুদ, কীর খেয়ে এলে,

তোমাদের জোর নেই আর আমার বুঝি

চিড়ে মুচকী টোকো দোয়ের

হু'মোনি জোর !

২য় শিষ্য।—কি এমন ভারী ?

ধান কএক তৈজস পাত্র বৈ তো নয় ।

ভূত্য।—তবে ধোরে নামা'তে চাও না কেন ?

২য় শিষ্য।—আর ধানিক দূর চল—নাগা গো ।

ভূত্য।—তবে আমার দায় দোষ নেই—

ভাঙে চোরে তো জানি নি ।

১ম শিষ্য।—গুরুঠাকুর তোর সর্লনাশ ক'রবেন ।

ভূত্য।—সন্দনাশের তো বাকী আছে বড় !

না খেয়ে খেয়ে

হাড়ের ভেতের মাস ঢুকেচে ।

দুর্কাসার প্রবেশ ।

দুর্কাসা।—কি হেতু বিলম্ব কর হেথা ?

রাজপথে জনতা নিষেধ ।

ভূত্য।—ঠাকুর মশয় !

দুর্কাসা।—কি হ'য়েছে ?

ভূত্য।—না, কিছু না ।

১ম শিষ্য।—গুরুদেব !

অতি গুরুভারে কাতর কিসের তব ;

বলি' বলি' করি' না বলি'ছে তব ডরে ।

দুর্কাসা।—অস্তর ইহার বুঝ নাই, শিষ্যগণ !

বুঝি আমি ভাল মতে ;

এ কিসের বৃত্ত-চূড়ামণি ।

তপোবনে গিয়া

দিও এরে তৈজস বসন ভাগ করি' ।

ভূত্য।—ঠাকুর মশয়, যা' বোল্চো তা' নয় ;

তবে তুমি না দিলে বেবে কে ?

দুর্কাসা।—যাও ত্বর—পথ বহু দূর,

বেলা প্রায় অবসান ।

কিকিৎ বলিলে আমি যা'ব ।

[দুর্কাসার প্রস্থান ।

কৃষ্ণ ।—কহ খুলি' মনের কপাট ;

এ কি ! কোথা পেলে এই লৌহের মুসল ?

প্রহ্মা ।—এ মুসল বিভ্রাটের ফল !

আজি যোরা বুদ্ধিদোষে মজি'

শাষেরে সাজা'নু নারী

লৌহখণ্ডে গর্ভ বিরচিয়া ;

দুর্কাসারে কহিলাম পথে—

এই গর্ভবতী নারী

কি সন্তান করিবে প্রসব ?

পরিহাসে পুছি নাই,

কিছু ভাগ্যদোষে

পরিহাস ভাবি' ঋষি কৈলা অভিশাপ,—

“এ গর্ভে প্রসূত হ'বে লৌহের মুসল ;

ডোজ, রক্ষি, অন্ধক প্রভৃতি শাখা সহ

নিশ্চয় নিশ্চয়

এ বিপুল যত্নকুল হ'বে ইথে ক্ষয়।”

মনে বড় হইতেছে ভয়,

কি জানি কি হয়,

অনলপ্রতাপ দুর্কাসার শাপ কে করে লঙ্ঘন ?

রক্ষ, নারায়ণ ! তুমি বই গতি নাই আর,

কর গো নিস্তার

এ দুস্তর ব্রহ্মশাপ-মহাপিঙ্গু হ'তে,

নতুবা অচিরে ধ্বংস-স্রোতে

বিপুল যাবকুল ঘাইবে ভাসিয়া।

কৃষ্ণ ।—বাহাদর ! দৈববিড়ম্বনে

এ কূলে লাগিল ব্রহ্মশাপ !

সবি আমি গারি,

কিছু আমি নারি

ব্রহ্মশাপ করিতে লঙ্ঘন ;

কে করে ধওন

বিধির জটিল বিধি-লেখা ?

কিছু এক পন্থা আছে,—

এ মুসল ল'য়ে যাও প্রভাসের তীরে,

শিলায় ঘষিয়া ফেল রে ধুইয়া

খরষিত রেণুরাশি।

প্রভাস-তীরের মহিমা

হয় তো ব্রাহ্মশাপ মোচন হইবে।

অবিলম্বে যাও,

সারানিশি ঋষি' ঋষি' নাশ এ মুসল।

এই ব্রহ্মশাপ-কথা না কহিও কা'রে।

[কৃষ্ণ ব্যতীত মুসল লইয়া সকলে:

প্রস্থান

যত্নকূলে ব্রহ্মশাপ ! অসম্ভব কথা !

দুর্কাসারে উপলক্ষ করি'

এ বংশের ব্রহ্মতেজ হরি'

আপনাতে লইলু আপনি।

কোথা, কাল ! এস একবার।

কাল পুরুষের প্রবেশ।

শোনো, কাল !

নিজ বংশ-নাশ-পন্থা হইয়াছে আজ ;

তিথিসংক্রমণ হ'বে বিপরীত ভাবে,

ত্রয়োদশী তিথিতে অচিরে,

অমাবস্যা হইবে সংযোগ,

অতীব তর্দীন সেই,

সেই দিনে নাশি' নিজ কুল

বিফুলোকে করিব প্রয়াণ।

আজি হ'তে বিশেষ করিয়া

স্বগণে লইয়া

নাশ-ময় পড় ছক্কারিয়া।

কাল ।—মাই তবে, আমি নিজ গণ।

[উভয়ের প্রস্থান

সপ্তম দৃশ্য।

দ্বারকানগরী — বলরামের শয়নগৃহ।

পর্য্যাকে বলরাম নিদ্রিত।

(গৃহদ্বার অর্গলে রুদ্ধ)

(সহসা গৃহমধ্যে মায়া'র আবির্ভাব)

মায়া ।—ধবল-গিরির চূড়া যেন

কনক-পর্য্যাকে নিদ্রা যায় ;

কঠিনে কোমল মিশিয়াছে,
 আয়ত লোচনযুগ র'য়েছে মুদিত,
 শ্বেতগঙ্গাজলে যেন কমল যুগল ;
 মৃদু মৃদু বহি'ছে নিশ্বাস,
 গলগল ফুল ফুলমালা
 সে নিশ্বাসে ঢালি'ছে সৌরভ ।
 মধুপায়ী বলভদ্র ;
 মধুগন্ধ নিশ্বাসে খেলায় ;
 ফুলবাসে মধুবাসে মিশি'
 কি এক নতন বাস উড়ি'ছে আবাসে ।
 কেমনে ছাড়িব এ'রে ?
 না পাই সন্ধান, আকুল পরাণ,
 ও দিকে কক্ষের আঁজা, আতঙ্ক এ দিকে,
 উভয় সঙ্কট মোর আজ,
 এ হরুহ কাজ করিব কেমনে ?

(সহসা বলরামের নিদ্রাভঙ্গ)

ল ।—(অন্ধোখিত হইয়া)—

কে তুমি ?—স্বীকৃতি দেখিতেছি ;
 অর্গলে আবদ্ধ মোর গৃহের দুয়ার,
 কোন পথে করিলে প্রবেশ ?
 মানবী কখন নহ তুমি,
 রক্ত গৃহে নাহি পারে মানবী পশিতে ;
 দেবদৈত্যদানব-সম্ভবা,
 অথবা অসুরা,
 গন্ধকাঁ কিম্বদন্তী কিবা হ'বে ;
 কহ মোরে সত্য করি'
 কি বাসনা আগে তব মনে ?

ম ।—মহাবীর ! মায়া মোর নাম,
 সবার হৃদয়ে বসি আমি ;
 আছে মোর এক নিবেদন,—
 করহ শ্রবণ,
 এবে আমি ত্যজিব তোমাতে ।
 ।—কি করিছ অপরাধ ?
 কেন হেন সাধ বাদ ?
 হৃদয়-আসন স্মের কঠিন কি এত ?

থাকিতে না চাও তুমি তাই ?
 কিবা বিপ্লু পাইলে গো তুমি,
 বল পুলি'—এখনি করিব প্রতীকার ।
 এ কি, মায়া । বিচার তোমার ?
 বাধিয়া সংসার-ডোরে স্নেহ-গ্রন্থি দিয়া,
 এবে তুমি ছাড় কি বলিয়া ?
 না হয় কঠিন আমি,
 কিন্তু তুমি পুরুষ না নারী ?
 বল তো বিচারি'
 কিসে নিরমিত তব রমণী-হৃদয় ?
 এ উচিত নয়,
 না বলিও এ হেন নিষ্ঠুর বাক্য আর ।
 তুমিই না, মায়া, মোর প্রাণে
 পুত্র কথা ভ্রাতা ভগিনীর,
 পুঞ্জীয় জনক মাতার,
 অর্দ্ধকায়া সঙ্গিনী জায়ার,
 আত্মীয় কুটুম্ব যত আর,
 সকলের মায়ামাথা স্নেহ ভালবাসা
 সাজা'য়ে রেখেছ পলে পলে
 কুসুমস্তবক সম ?
 আজ তুমিই সেই সব স্বর্ণায় রতন
 ফিরে নিতে চাহ কি বিচারে ?
 কভু না ছাড়িতে দিব মোরে,
 পুন পশ' এ হৃদয়-পুরে ।

মায়া ।—আমি কি করিব, দেব !
 নাহি ইচ্ছা ছাড়িতে আমার,
 জানি বিধিমতে
 তোমা' সবে ছাড়ি' আমি রহিব কোথায় ?
 কিন্তু কি করিব, হলায়ুধ,
 অমুজ শ্রীকৃষ্ণ তব আদেশিলা মোরে
 পরিহার করিতে তোমাতে ।

বল ।—হা কৃষ্ণ ! হা মহাচক্রী !
 গুহৃতন্ত বুকিহু এক্ষণে ;
 হায় হায়, কি চক্রে খেলি'ছ, ভাই, তুমি !
 কক্ষের বাসনা আমি এড়াই কেমনে ।
 ভাল, মায়া !

কুকসনে সাক্ষাৎ করিয়া,
মনে বিচারিয়া,
যা' হয় করিব আমি;
ছাড়িবার হয় যদি ছাড়িও তখন,
প্রবেশ' এখন
মায়াশূন্য হৃদয়-মন্দিরে ।
মায়া ।—শিরোধার্য আদেশ তোমার ।

(গৃহমধ্যে মায়ার অন্তর্ধান)

বল ।—শয্যা-গৃহ কটক সমান,
অবস্থান না করিব হেথা ।
বড়ই আকুল হ'লো প্রাণ,
কুক রে, কাঁদা'লি মোরে তুই !

[প্রস্থান ।

তৃতীয় অঙ্ক ।

প্রথম দৃশ্য ।

দ্বারকানগরী—রাজপথ ।

এক জন মৎস্যজীবী ও তদীয় পত্নী ।

পত্নী ।—মিলে যেন হাওয়া,
এত ছুটে পোষায় না মোর যাওয়া ।
মৎস্যজীবী ।—মেয়েমানুষের যুয়ে আগুন,
যোলো আনাই দোষ,
একটি শুধু গুণ—
মুন্ দে ভাত মারেন তিন গুণ !
হাঁটার বেলা গাঁটে ব্যথা,
গেলার বেলা যেন জাঁতা !
পত্নী ।—আ-মর, মিলে, পোড়ারমুখো,
বড় যে দিকিস্ খোঁটা ?
মারবো যুয়ে মূঁড়া কাঁটা !
এই নে তোর মাছের ঝুড়ি,
এই আমি চোলুখ বাড়ী ;

হাটে যদি যাই,
তো তোর মাথা খাই !

(ভুতলে ঝুড়িরক্ষা)

মৎস্যজীবী ।—দোহাই—দোহাই !
বৌ তোর পায়ে পড়ি, যাম্ নে বাড়ী,
তুলে নে মাছের ঝুড়ি ।
পত্নী ।—কোন বেটী আর হাটে যা'বে,
কোন শালী তোর ভাত বা খা'বে ।
মৎস্যজীবী ।—ও বাবা ! এত রাগ !

মাগী যেন মদা বাঘ !
হ্যা দ্যাখ, বৌ, এক কাজ কর—
ঝুড়ি নিয়ে আমার ভারে চড় ।
ঘুচে যা'বে পায়ের ব্যথা,
এ কথা কি মন্দ কথা ?

পত্নী ।—নিজে নিজের মাথা খা,
ম'রে যা—ম'রে যা !
মৎস্যজীবী ।—হা—হা—হা !
ভাগ্যে আমি পেঁচে আছি
তাই তো ধোবা তুই,
বিধোবা যে হ'দি রে বৌ, ম'লে পরে মুই ।
পত্নী ।—মুখে আগুন !—বুকে দাঁশ !
নেপথ্যে ।—চাই হাঁস—বালী হাঁস ।
মৎস্যজীবী ।—ও আবার কে ?—জরা যে !

জরা ব্যাধির প্রবেশ ।

জরা ।—দেবী দেবার হোচ্ছে কি ?
মৎস্যজীবী ।—আরে ছি ছি ছি !
মিছি মিছি—খিচি খিচি !
জরা ।—ওরে সাঙাত, এটা কি ?
মৎস্যজীবী ।—নোয়ার কলা ।
জরা ।—কোথায় পেলি ?
মৎস্যজীবী ।—পেভাস যাটে
কাল সকাল বেলা ;
ছিলো একটা মাছের পেটে,
হাটে গিয়ে মাছটা কেটে
পেহু এটা—

জরা ।—বটে বটে !

তা এটা আমার দেন না ।

মৎস্যজীবী ।—অগ্নি না কি ?

জরা ।—না না—এই পাখীটে নে না ।

মৎস্যজীবী ।—এ নোয়ায় কি কোরবি, শালা ?

জরা ।—তীরের ফলা ।

মৎস্যজীবী ।—ও—ঠিক ।

তবে পাখী দে—আর এটা নে ।

(পরস্পর গ্রহণ)

পত্নী ।—আর আমি বুঝি কেউ নই ?

জরা ।—আরে বাস—তা'ও কি হয়—

তুই যে আমার সই,

নে নে এই পালক নে,

দে দে—খোঁপায় দে !

পত্নী ।—মিতিন আমার রাগে যে !

জরা ।—আরে, তুইও যে—সেও সে !

মৎস্যজীবী ।—(সহাস্যে)—

বটে রে শালা, বটে বটে !

জরা ।—হে—হে—হে !

[সকলের প্রস্থান ।

দ্বিতীয় দৃশ্য ।

ছারকানগরী—রাজপ্রাসাদের সম্মুখ ।

কৃষ্ণ ও বলরাম ।

ল ।—কৃষ্ণ রে,

‘যাই আমি হুর্কাসা-আশমে,

ভূমে লুটাইয়া, চরণে ধরিয়া

ক্ষমা-ভিক্ষা মাগি ;

ঋণিগণ ক্ষমার নিধান,

করি' দয়া দান

রক্ষা করে অমুগত জনে,

এই সে কারণে হুর্কাসা-চরণে

মাগি গিয়া যদুকুলরাণ ।

কৃষ্ণ ।—সুখা আশা, পূজাবর !

সাক্ষাৎ ক্রোধের মূর্তি হুর্কাসা তাপস,

রোষ তাঁ'র চরিত্র-ভূষণ ;

পশ্চিমে যদিও উঠে ভানু,

অনল যদিও স্নিগ্ধ হয়,

পর্কিত যদিও উড়ে নভে,

শুষ্ক হয় যদিও সাগর,

তথাপি না নড়ে রুষ্ট হুর্কাসার শাপ ।

অনল-প্রতাপ সেই ঋষি ।

বল ।—কি বলিলে, ভাই,

নাহি ক্ষমা হুর্কাসার মনে ?

ভাল ভাল,

তা ই আমি চাই,

কত না ডরাই

হেন রোষ-ভুষ্ট ব্রাহ্মণেরে ।

ক্ষমাহীন জন

বিভ্রদ্রোহী—মহাপাপী—নরকের কীট !

হেন জনে না চাহে ধরণী

ধরিবারে আপনার কোলে ।

নিহাতুই চরণ-ধারণে

না ভিজ্জে—না গলে যদি হুর্কাসার মন,

তা' হ'লে নিশ্চয়

সেই সে নির্দয়

যা'বে যমালয় এ মুসল-বাণ ।

কঠিনতা নির্দয়তা রোষের সহিত

হুর্কাসার মরণ নিশ্চিত ;

অভিশপ্ত, অভিশাপ-দাতা

ইহলোক একত্রে ত্যজিবে ।

কৃষ্ণ ।—শ্রীপদে মিনতি করে দাস,

হেন অভিশাপ

তোমা হেন জনে নাহি সাজে ।

ব্রাহ্মণে বধিয়া

কলঙ্ক কিনিয়া কিবা লাভ ?

ব্রহ্মহত্যা দারুণ পাতক । •

বল ।—যে ব্রাহ্মণে দয়া মায়া নাই,

যে জন সধাই

মহাপাপ ক্রোধের আকর,
 হেন পাপী ব্রাহ্মণেরে করিলে নিপাত
 নাহি অর্শে পাপ কোন মতে ।
 না করিও নিষেধ আমার,
 বধিব তাহায়,
 হয় হ'বে পাপ, নাহি পরিতাপ,
 পৃথিবীর অরি সে দুর্কাসা ।
 কুম্ভ ।—যা' বলিলে সত্য কথা,
 ক্ষমাহীন কোন জন
 পৃথিবীর কণ্টক নিশ্চয়;
 ক্রোধ সম শত্রু নাহি আর,
 ক্ষমা সম নাহি অলংকার,
 এই সে কারণ, করি নিবেদন—
 ছাড়া ক্রোধ — ক্ষমাশীল হও, নীলাম্বর !
 যত্নকুলে কভু কোন জন
 করে নি হেন
 ব্রাহ্মণের বচন-গৌরব ।

বল ।—গৌরবে গৌরব রাখে লোকে,
 অপমান করে অপমান;
 গালি দিলে প্রশংসা কোথায় ?
 গ্রহাণিলে কোথা পদ-সেবা ?
 দুর্কাসা কুশিল বিনা দোষে
 সত্য মিথ্যা না করি' বিচার;
 তব প্রহৃদ্যাদি পুঞ্জগণ
 করে নাই তা'রে পরিহাস,
 তবে কেন হেন অভিলাপ
 দিল মূনি যাদবের কুলে ?
 বল, ভাই, করিয়া বিচার,
 কিরূপে গৌরব রাখি তা'র ?

কুম্ভ ।—যা' কহিলে, পূজ্যবর,
 সত্য বলি মানি আমি তা'র;
 কিন্তু ইথে দুর্কাসা ভাপস
 নহে দোষী কোনরূপে;
 বিধাতার নিগূঢ় ইচ্ছায়
 এ ঘটনা ঘটিল সহসা ।
 কোন স্থরে কি ঘটে কখন

কে পারে বুঝিতে ?
 বিধি-ইচ্ছা কে করে লজ্জন
 তিল পরিমাণে ?
 তেঁই কহি,
 নাহি দেখি দুর্কাসার দোষ,
 পরিহর রোষ, মহাশয় !
 বল ।—বুঝি বুঝি, কিন্তু পুনরপি
 নারি রে বুঝিতে কথা তোরা ।
 তবে কি নিশ্চয় যত্নকুল-ক্ষয়
 হইবে রে এত দিনে !
 বিধাতার লীলা,
 আর তোর কুটুভুক্তি-খেলা
 আশা ভরসার শেষ করিল আমার ।
 হায় হায়,
 যত্নবংশ-ক্ষয় এত দিনে !
 কাদে প্রাণ হৃদয়ে জুটায়ৈ ।

[বলরামের গ্রন্থান ।

কুম্ভ ।—আমিও বারেক যাই রাজ-সভা মাঝে ।
 [প্রস্থান ।

তৃতীয় দৃশ্য ।

দ্বারকানগরী—বঙ্গমন্ডপ ।

গিৎহাসনে উগ্রসেন ও বশুদেব আনীন ।

যথাস্থানে সাত্যকি, ক্রতবর্মা, প্রহ্লাদ,
 সারণ, শাম্ব ও অন্যান্য যত্নগণ
 উপবিষ্ট ।

উগ্র ।—কিছুতে যে কুলক্ষণ নাহি হয় শেষ ।

বহু ।—যাগ যজ্ঞ নিষ্ফল সকলি,
 নিরুপায় উপায়-বিহনে এবে আমি,
 বিশ্বস্বামী বাম যত্নগণে ।

উগ্র ।—অচিরে কৃষ্ণেরে হেথা আনহ, সাত্যকি !

সাত্যকি ।—যথা আজ্ঞা, মহারাজ !

[প্রস্থান ।

কৃত ।—মহারাজ,

কৃষ্ণ বই না দেখি উপায় ।

উগ্র ।—সত্য কথা,

কিন্তু, হায়, বিধি-বিড়ম্বনে,

ভাগ্য-দোষে আমা' সবাচার

কিছুতে না কিছু শুভ ঘটে,

দিনে দিনে—পলে পলে

মাগর-উচ্ছ্বাস সম বাড়ে শুধু ভয়,

না জানি কি হয় কোন ক্ষণে ।

কৃষ্ণের সতি সত্যাকির পুনঃপ্রবেশ ।

কহ, কৃষ্ণ, কিসে রক্ষা পায়

মাগের দ্বারকাপুরী,

কিসে পায় প্রাণ এ বিপদে যহুগণ ?

বহু ।—বৎস রে !

তোর যুক্তি বই

কোন কাজ নাহি করে কত যহুগণ,

তোর পরামর্শ-ডোরে বাধা আমি ।

কি করি এখন,

পরামর্শ দে রে পুনর্বার ।

দ্বারকার শোক-হাহাকার কর রে মোচন ।

যাগ যজ্ঞ হইল নিষ্ফল,

অশ্বত্থের বল বাড়ে শত গুণ,

বল্ বল্ অস্ত্রিম উপায়,

নৈলে যায় যায়

ভাসিয়া অন্ত-প্রান্তে সব,

নারীদের রোদনের রব,

উৎপাত ভৈরব কর নিবারণ,

যাদবের বিপদভঞ্জন শুধু তুই ।

কৃষ্ণ ।—সম্পদ বা আনন্দ নিয়ত

মনশ্চক্ষু আলোকিত হেরি,

বিপদ বা বিষাদ সর্বদা

গাঢ়তম তমোজালে ঢাকা,

এই সে কারণ

অনায়াসে নাহি হয় বিপদ বিনাশ ;

এক দুই করি'

বিবিধ উপায় চাই বিপদ-মিথনে,

অন্ধকারে-পদ ফেলি' ঘীরে

বিপদের দুর্গম মন্দিরে

পশিতে হইবে সানধ্যানে,

সন্তায়নযজ্ঞরূপ বাণে

নাশিতে হইবে তা'রে বহু অবেষণে ।

অন্ধকারে নাহি যায় দেখা

বিপদের নির্মম মরতি ;

কাজেই বিকল হয়, পিতা,

যাগ যজ্ঞ বহু পুণ্য কাজ,

কিন্তু তা' বলিয়া

অচেষ্টা হতাশ ভাল নয় ।

বহু ।—কি করিব, কহ এবে তবে ?

তব নব পরামর্শ ল'য়ে

মহারাজ উগ্রসেন সনে

যহুগণ সহিত মিলিয়া

আবার করিব চেষ্টা বিপদ বিনাশে ।

কৃষ্ণ ।—তীর্থরাজ প্রভাসের জলে

স্নান কৈলে যুগ্মবে বিপদ ;

কালি প্রাতে ল'য়ে যহুগণে

অগ্রজের সনে করিব গমন ;

মহারাজ উগ্রসেন সনে

তিষ্ঠ পুরে, পিতা মহাশয় !

যহ্নারোগ্য করুক হেথায় অবস্থান ।

কৃষ্ণ ।—এ সুকৃতি উপেক্ত অতি ।

উগ্র ।—কহ তবে, যহুবীরগণ,

ঘোষযন্ত্র-বাদক-কঁকরে

করিবারে নগরে ঘোষণা—

“রাজার আদেশ—

কালি সবে যাইবে প্রভাসে।”

[সকলের প্রস্থান ।

চতুর্থ দৃশ্য ।

দ্বারকানগরী—দেবালয় ।

দেবকী ।

দেবকী ।—(কৃতাজ্জলিপুটে স্তবপাঠ) —

জয় নারায়ণ, ভর-চয়-ভজন,

পীতবাস বনমালী । ।

অম্বর-বিনাশন, সত্য সনাতন,

অতুল প্রতুল বলশালী । ।

পূণ্য মকটধর, সঙ্কটঘটহর,

প্রক্ষুপ্তপঙ্কজধারী । ।

পাদপদ্ম তব, যাচহি তবধব,

ভারহ দেব মুরারি । ।

(প্রণাম)

পরম দয়াল তুমি, হরি !

পুত্রে মোর দেখ পদধূলি,

কৃষ্ণ মোর থাকিলে কুশলে,

স্থখে রা'বে যাদবমণ্ডলী ।

দূরে কৃষ্ণের প্রবেশ ।

কৃষ্ণ ।—কার পূজা করি'ছ, জননি ?

দেবকী ।—বিষ্ণু-পূজা করি তোর মঙ্গলের তরে ।

কৃষ্ণ ।—(স্বগত)—

মায়াবিমোহিতা মাতা পূজেন আমারে

আমারি মঙ্গল তরে ;

স্নেহের বন্ধনে মোরে বাঁধি'

পুত্রময় দেখেন আমারে,

পুত্র বই নই কিছু মায়ের নয়নে ।

সেই এক দিন

ভূমিষ্ঠ হইলু যবে গর্ভ ছাড়ি' মার

কংস-কারাগারে,

সেই দিন পিতা মাতা মোরে

দেখিয়াছিলেন চতুর্ভুজ

শঙ্খচক্রাদাপরাণী বিষ্ণুরূপে ।

তখন মায়ায় আসি মোহিলু দৌহারে,

ঢালিলু অন্তরে

পার্শ্ব তনয়স্নেহ-ধারা ।

অদ্যাবধি সেই ভাবে যায়,

পুত্র বই নই আমি মায়ের নয়নে ।

কিন্তু আর দেরি বড় নাই,

সেই মতি দেখাইব পুন

অস্তর-লোচনে দৌহারে,

মোরে পুত্ররূপে লভিবার

তপস্যা হইল শেষ এবে,

বুঝাইব যোগজ্যোতি দানে ।

মহর্ষি কশ্যপ এবে—বহুদেব,

অদ্বিতি—দেবকী এবে এ মানবপুত্র ;

উভয়ে লইয়া পুনরায়

দেবলোকে করিব গমন ।

পূজ মাতা শেষ পূজা ।

দেবকী ।—কি মানসে আইলে হেথায়, বাছা জন ?

কৃষ্ণ ।—প্রভাসে বাইব সবে কালি,

তাই সে আইলু, মাতা,

তব পদে লইতে বিদায় ।

দেবকী ।—কি হেতু প্রভাসে যাবে ?

কৃষ্ণ ।—জীব-জালা নিবারণ তরে,

এইশান্তি করিব দেখায় ।

পূজব বিষ্ণুরে তুমি,

মনোবাঞ্ছা পূরে যেন, মাতা !

দেবকী ।—মঙ্গল-বিদায় দিব চল,

ভরসার স্থল একমাত্র তুমি ;

যাহে ভাল হয় সম্বন্ধের,

প্রাতীকার তার কর, বাছা জন !

[উভয়ের প্রস্থান ।]

পঞ্চম দৃশ্য ।

দ্বারকানগরী—কৃষ্ণগীর কক্ষ ।

কৃষ্ণগী ।

কৃষ্ণগী ।— (গীত)

জনকের হৃদ জনক-লুকাল,

নাগ যাবে ছাড়িয়ে ;

শরতের চাঁদ সাগরে ডুবিল,

আবার আঁহল বাড়িয়ে ।

জড়িত নতিকা পড়িল লুটি,
হরিষ মিশিল বিবাদে ছুটি,
কুসুম ঝরিল ঘাঁথে না ফুটি,
টুটি গেল তমু পড়িয়ে ।

মিশিল হাসি অশ্রু-ছায়,
লুকাইল প্রাণ হতাশ-বায়,
বিরহ-হতাশ ভীষণ ভায়,
মরিবে অভাগী পুড়িয়ে ।

(রোদন)

দূরে সত্যভামার প্রবেশ ।

সত্য।—

(গীত)

যা রে বিপদ, যুঁচিবে বিপদ,
বিদায়-বিপদ হ'বে না ।
পতির বিরহ, বড়ই অসহ,
অভাগী সে জ্বালা ম'বে না ॥

কুষ্ণের প্রবেশ ।

কুষ্ণ।—এ কি—এ কি,

চারি পাশে বিবাদ-শিশির ।

এস এস দৌঁদে মোর সাথেরে ।

[সকলের প্রস্থান ।

চতুর্থ অঙ্ক ।

প্রথম দৃশ্য ।

প্রভাসতীর্থ ।

কুষ্ণ ।

কুষ্ণ।—নদ, নদী, কুজ নদী যতক যেথায়,
সকলেই শেষে আসি' সাগরে মিশায় ।
আজি এই প্রভাসের তীরে
যাদবগণের প্রাণ মিশিবে বাতাসে ।
যত্নবংশ-ধ্বংস-লীলা—শেষ লীলা
প্রভাস সমুদ্রতটে মোর ;
বহুকাল সুরক্ষিত যাদব-জীবন

নিরখিবে আজি শেষ দিন ;

আজি এ প্রভাস তীর্থরাজ

যাদবকুলের ঘোর ভীষণ শ্মশান !

[প্রস্থান ।

কালপুরুষ ও তদীয় অনুচরগণের
প্রবেশ ।

সকলে।— (তৃণকচ্ছন্দে গীত)

সিন্ধু-নীল-নীর আজি রক্তবাণি মাঝিবে ।

বাদলের মত ছিতি' রক্তবার ঝাইবে ॥

তীর্থরাজ-মুক্তিকায়, লুটিবে অসংখ্য কায়,

পর্জিত-প্রমাণ দেহরাশি আজি সাজিবে ।

গাও গাও, বাও বাও, তত্ত্ব রক্ত বাও বাও,

ভীম ঘোর কালমূর্তি আজি বিশ্ব হেরিবে ॥

কুষ্ণের পুনঃপ্রবেশ ।

কুষ্ণ।—না কর বিলম্ব আর, কাল !

তু' পাল' আদেশ আমার ;

হের ওই, কাতারে কাতার

আসিয়াছে যত্নগণ প্রভাসের তীরে ।

হের ওই,

বহুদূর ব্যাপি' সাজে যত্নস্কাবার ;

নব নব পাত্রপূর্ণ মৈরেষ মদিরা,

জলন্ত গরল যেন ভুজঙ্গ-দশনে ।

অলক্ষ্যে পশত তুমি মৈরেষ সুরায়,

মাতাও যাদবগণে বিকৃত স্তভাবে ;

ভুলাও আপন পত,

ছিঁড়ে ফেল স্নেহের বন্ধন,

বিবাদের তরঙ্গ তুলিয়া

শেষ লীলা—ধ্বংস-লীলা দেখাও আমার ।

কাল।—গাও গাও, অনুচরগণ !

অনুচরগণ।— (গীত)

গাও গাও, বাও বাও, তত্ত্ব রক্ত বাও বাও,

ভীম ঘোর কালমূর্তি আজি বিশ্ব হেরিবে ।

কুষ্ণ।—এস কাল,

উভয়ে করি হে আলিঙ্গন,

এই আলিঙ্গন

কৃষ্ণ-অবতার-শেষ-লীলা ।

(উভয়ের আলিঙ্গন)

দেখি গিয়া আমি

কিসের তুমুল শব্দ উঠিল সহসা ।

[বলরামের প্রস্থান ।

কাল।—পূর্ণ হৌক বাসনা তোমার,

পূর্ণ হৌক আমারো বাসনা ।

অমুচরণ।— (গীত)

সিদ্ধু-নীল-নীল আভি রক্তরাশি মাথিবে ।

যাদবের মুণ্ড ছিড়ি' রক্তধার ধাইবে ॥

[কৃষ্ণ ব্যতীত সকলের প্রস্থান ।

বলরামের প্রবেশ ।

বল।—জ্ঞান, দান, প্রভাস-পুণ্ডন,

প্রভাসজ শরত্বর্ণ বাদি'

অম্বুপূজা হইয়াছে প্রত্যেক বছর,

ভোজনাদি হৈল সনাকার ;

নৃত্যগীতবাদ্য আদি আমোদে মাতিল

সুরামত্ত যাদবমণ্ডলী ।

তুই কেন একাকী হেথায় ?

বাড়িয়াছে বেলা,

চলু এই বেলা সিদ্ধুজলমানে ;

ভোজন করিবি চলু, ভাই,

কাজ নাই বিলম্ব করিয়া ।

কৃষ্ণ।—(দগত)—নহে আজি সিদ্ধু-জলে স্নান,

যাদবের শোণিত-সাগরে

ডুবিব এখনি আমি ।

(নেপথ্যে কোলাহল)

বল।—হের ওই,

যাদবমণ্ডলী আসে তব পাশে,

মংমস্ত গজগণ বেন

আসি'ছে অরণ্য দলি' টলমল দেহে ।

মদোন্মত্ত-বেশে সাত্যকি, কৃতবর্মা,

প্রহ্লাদ, সারণ, শাস্ত ও অন্যান্য

বহুগণের প্রবেশ ।

(নেপথ্যে কোলাহল)

বল।—এ সবে লইয়া, কৃষ্ণ, রহ তুমি হেথা,

কৃষ্ণ।—এস এস, বীরগণ !

প্রভাস-উৎসবে মাতিয়াছ সবে,

এক অঙ্গ এখনো যে বাকী।—

নিজ নিজ বীরত্ব-কাহিনী

বর্ণিতে হইবে আজি হেথা,

সেই অঙ্গ করহ পূরণ ।

কহ, হে সাত্যকি !

কিরূপে দলিলে বলে কুরু-সৈন্যগণে ?

সাত্যকি।—পাণ্ডবের পক্ষে থাকি'

যে রূপে দলিলু আমি কুরু-সৈন্যগণ,

জান তুমি সে ঘটনা ।

বজ্র যথা পড়ে তেজে,

সেইরূপ তীক্ষ্ণ অস্ত্র মোর

পড়িল কোঁরব-শিরে ;

মরিল অসংখ্য গীর আমার প্রতাপে ।

কহ, কৃষ্ণ !

মোর সম বীর কে বা ভুবন-মাঝারে ?

কৃতবর্মা।—দেখাইলে ভাল বীরগণা—

ও সাত্যকি শিনিপুংস !

বীর বলি' বীর—মহারীর তুমি !

নহিলে নিরস্ত্র ক্ষত আহত কাতর

ভূরিপ্রবা ভূপতিরে কি হেতু বধিলে

কলিহিত খঞ্জো তব ?

স্বাক্ষরূপে জানি আমি

বীর তুমি অসহায় হর্দলের পক্ষে !

কৃষ্ণ।—সত্য কি, সাত্যকি ?

সাত্যকি।—খোর মিথ্যা কথা ।

কৃষ্ণ।—না, সাত্যকি, মিথ্যা কথা নহে,

হয় কি অরণ—

ভূরিপ্রবা বীর যবে তব কেশে ধরি'

তুলিল দারুণ খজা কাটিতে তোমারে

ভয়ঙ্কর রণাঙ্গনে ?

হয় কি অরণ—

সে কালে অর্জুনে আমি কহিলাম ডাকি'
সাত্যাকিরে বাঁচাও, অর্জুন ?
হয় কি স্মরণ—
অবিলম্বে ধনঞ্জয় খরতর শরে
ভূরিভ্রবা ভূপালের খজাধরা কর কাটিয়া,
অপর কর করিল ছেদন ?
তা'র পর হয় কি স্মরণ—
ছিন্নহস্ত ভূরিভ্রবা অসহায় বীরে
বধিলে নিজের খড়েগে তুমি ?
তাকি ।—না চাই শুনিতে তব কথা,
অবীরের রূপা বাক্য বীর নাহি শুনে ।
নিজ দোষ ঢাক' আগে,
পরদোষ উদ্‌ঘোষিও পরে—
ছল করি', কপট লম্ফট,
অর্জুনে ভুলা'য়ে লয়ে
যদি না বকিতে নিশি অন্য ঠাই তুমি,
তবে কি মরিত কভু
দ্রৌপদীর পঞ্চ শিশু নিদ্রিত দশায়
গুপ্তভ্রম, শিখণ্ডের সনে
অশ্বখামা পাতকীর করে ?
নিজে মহাপাপী হ'য়ে
পর-পাপ গাহ কোন্ মুখে ?
ধিক্ থাক্ তোমা,
তুমি কাপুরুষ স্বার্থপর নীচ !
তবশ্য ।—ধিক্ তোরে, পাতকী সাত্যাকি !
কোন্ পাপ-মুখে তুই
গালি দিলি যতুকুলনাথে ?
রে অধর্মী কাপুরুষ,
বিশ ঘাঁরে পূজা করে,
জীবগণ বশ গায় ঘাঁর,
তোর জিহ্বা তাঁ'র নিন্দা করে !
এখনি এ পাপ জিহ্বা সনে
পাঠাইব তোরে যমালয়ে,
যা' নরকে, রে নারকী !

সাত্যাকি ।—কি বলিলি, কৃতবর্মা !

আমি পাতকী নারকী ?
তুই বৃষ্টি স্বর্গের দেবতা ?
জানিস,
দ্রৌপদীর পঞ্চ শিশুনাশে
দোষী তুই অশ্বখামা সনে ।
ওরে কাপুরুষ ! বল দেখি তবে
কে নারকী ? কে বা মহাপাপী ?

কৃতবর্মা ।—নাকে কানে দিয়া থৎ

দূর হ' রে গোবিন্দ-নিম্নক !

সাত্যাকি ।—আর না চাই শুনিতে তো'র কথা,
এই দেখ্ কাটি মাথা,
দেখুক সকলে ।

(খজাঘাতে কৃতবর্মার শিরশ্ছেদন)

(সকলের হাহাকার শব্দ)

প্রহ্মা ।—(কৃতবর্মার ছিন্নশর লইয়া)—

হের হের, যতুবীরগণ !
কি কুকাঙ্গ করিল সাত্যাকি ।
কেহ কি হে নাহি হেথা
কৃতবর্মা বীরের স্বজন
করিতে নিধন পাপী সাত্যাকিরে ?

স্মরণ ।—বধ বধ সাত্যাকিরে—

বধ বধ যতুকুল-কলঙ্কী হুর্জনে ।

কৃষ্ণ ।—পুত্রগণ ক্রমিল সহসা,

উচিত না হয় মোর হেথা অবস্থান ।

[প্রস্থান ।

স্মরণ ।—আয়, রে সাত্যাকি হরাচার !

করিব সংহার তোরে ।

সাত্যাকি ।—কৃষ্ণপুত্র বলি'

তোরে না করিব ক্ষমা ।

আয় তবে ।

(উভয়ের দ্বন্দ্বযুদ্ধ ও সাত্যাকির

খজাঘাতে স্মরণের মৃত্যু)

(সগি নিক্ষেপকরণ)

প্রহ্মা ।—আরে আরে হরাশ্রা পাতকী !

ভাতারে আমার করিলি সংহার,
নাহি রে নিস্তার আর তোর।
শাস্ত্র—কাট, দাড়া, পাণ্ডার মাথা,
যুচুক হৃদয়-ব্যথা মোর।
[সাত্যকি ও প্রহ্লাদের দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিতে
করিতে প্রস্থান।
চল চল, বীরগণ!
সাত্যকি-নিধন হেরি গিয়া।
(নেপথ্যে কোলাহল)
[মার মার—কাট কাট শব্দে
সকলের প্রস্থান।

অহো কি হুকার! কাতর চীৎকার!
“মার মার—কর রে সংহার”
শব্দ অনিবার শুনি শুধু কানে!
বুঝি এত দিনে গেল যত্নকুল!
ও কি ও কি,
মোর পুত্র, ভাতৃপুত্রগণ
করে ঘোর রণ আপনা আপনি!
যাই যাই, থামাই থামাই,
ক্ষান্ত হও, পুত্রগণ!
ছাড় রণ।
(প্রহ্লাদোদ্যোগ)

বেগে কৃষ্ণের প্রবেশ।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

প্রভাসতীর্ণের অপর ভাগ।

বেগে বলরামের প্রবেশ।

বল।—মহাবল দাবানল যথা
ভস্ম করে শত শত বন,
আজি রে তেমন যাদবের কুলে।
না মানে বাবণ,
না করে শ্রবণ,
হুরাপানে মত্ত যুগল,
ভৈরব হুকারে
কাটাকাটি করে নিজে নিজে,
আত্মপর নাহি মানে,
মৈরয়-বিভ্রান্ত প্রাণে
বাণে বাণে ছাইল গগন,
এ কি রে ভীষণ মহারণ!
শত শত—লক্ষ লক্ষ শির
মড় ছাড়ি’ লুটায় ভূতলে,
তারাগণ খসে যেন আকাশ হইতে।
এ কি, হায়, হৈল আচম্বিতে,
নারি নিবারিতে,
কি করি উপায় এবে আর!
(নেপথ্যে কোলাহল)

কৃষ্ণ রে!
কি করিলি—কি করিলি, ভাই!
আয় আয়, নিবারিতে যাই,
নাহি পারি আর
এ ব্যাপার—এ সংহার করিতে দর্শন।
কৃষ্ণ।—অগ্নিবাস্য নিয়তির গতি,
কিবা সাধ্য কার করে নিবারণ?
কালপূর্ণ হইল সবার,
রক্ষা নাহি আর কোনমতে।
কাজ নাই,
চল, দাড়া, যাই অঙ্গ ঠাই।
বল।—হায় হায়, মুখ্য যোর নাই;
কোথায় বা যাই।
(উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

প্রভাসতীর্ণ—যুগলের শিবির।

দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিতে করিতে সাত্যকি ও
প্রহ্লাদের প্রবেশ।

প্রহ্লাদ।—আরে আরে হুরাচাৰ,
আর তোর নাহিকো নিস্তার;
কৃষ্ণহৃত প্রহ্লাদের তেজ

বিনাশ করিবারে পারে ;

তুই তো সামান্য কীট !

সাত্যকি ।—সুরাপানে মহাতেজা আমি,

রক্তপান করিব এখনি তোয় ।

প্রহ্ম ।—রক্তপান করিবি আমার !

উৎকট বাসনা !

কল্প, মৃত, রক্তপান !

(খড়্গাঘাতে সাত্যকির শিরশ্ছেদন)

বেগে শাস্ত্র ও অন্যান্য যত্নগণের প্রবেশ ।

শাস্ত্র ।—(উদ্ভাস্তচিত্তে)—

আরে আরে পাপিষ্ঠ সাত্যকি !

অগ্রজ প্রহ্ম বীরে করিলি বিনাশ !

তোয় সর্বনাশ এখনি করিব আমি ।

(খড়্গোত্তোলন)

প্রহ্ম ।—আরে শাস্ত্র, কাস্ত হ' রে,

আমি বে প্রহ্ম দান্য তোয় ;

নহি রে সাত্যকি,

হের এই সাত্যকিরে করিহু নিধন ।

শাস্ত্র ।—আরে আরে হুঁ হুরাপায়ী !

আমি কি উদ্ভাস্তচিত্ত এত ?

বুঝি নি কি ছলা তোয় ?

ভাতৃঘাতী, কোথায় পালাবি ?

(অত্যাশ্রয় যত্নগণের প্রতি)—

যেরো সবে পিশাচেরে,

পালাইতে নাহি দিও পথ,

মার অস্ত্র চোটে চোটে,

কোটি-কাটে মরুক পাতকী ।

(প্রহ্মের সহিত শাস্ত্র প্রভৃতি

যত্নগণের যুদ্ধ)

প্রহ্ম ।—(অত্যন্ত আহত হইয়া)—

মরি আমি, ক্ষতি নাহি তায়,

কিন্তু, যত্নগণ,

শাস্ত্রেরে বাচা'য়ে বিধিমতে ;

আজি মহাকাল দিন,

বিধাতার সংহারিণী লীলা,

নহিলে উদ্ভাস্ত মত্ত অজ্ঞান হইয়া

এ অনর্থ আত্মনাশ কেন বা ঘটবে !

শাস্ত্র রে মরিহু আমি,—খা—ম !

(মৃত্যু)

শাস্ত্র ।—হায় হায়, এ কি রে হইল !

সাত্যকি ভাবিয়া

অগ্রজে বধিহু আমি, ওহো !

আমি কি বধিহু ?—না ।

কে বধিল দান্যারে আমার ?—যত্নগণ ।

আরে আরে শত্রুচর,

আমারি সম্মুখে

কি সাহসে—কৈলি হেন কাজ ?

আয় আয়,

দুষ্কর্ষের দিব প্রতিফল ।

(শাস্ত্রের সহিত অত্যাশ্রয় যত্নগণের যুদ্ধ ও

পরস্পরের অস্ত্রে পরস্পরে নিহত)

নেপথ্যে ।—কাস্ত হও—কাস্ত হও ।

বেগে বলরামের প্রবেশ ।

বল ।—হায় হায়, এ কি রে ঘটিল,

হরিবে বিবাদ আচস্থিতে,

শুভ-আশে আসিয়া প্রভাসে

অশুভ ঘটিল !

চারি ধারে হত যত্নগণ,

হাহাকার, কাতর চীৎকার,

প্রতি পলে মরে শত শত,

ছুটি'ছে শোণিত-স্রোত

ভাসাইয়া মৃত দেহরাশি !

ও কি,

সিন্ধুনীর রক্তিম-বরণ !

দ্বিপ্রহরে সূর্যাস্ত হ'ল কি ?

না না,

যত্নবীরদের রক্তস্রোত মিশি'

নীল জল করিল লোহিত !
 হা বিধাতা !
 এ কি তব প্রাণান্তক জীবনাশী লীলা !
 হায় হায়,
 এ ভীষণ দৃশ্য আর না পারি হেরিতে,
 পবিত্র প্রভাস আজ প্রলয়-শ্মশান !
 আত্মীয়-স্বজন-শূন্য হ'য়ে
 কি কাজ এ ছার প্রাণে মোর ?
 আর না ফিরিব দারকায়,
 ত্যজি কায় অচিরায়
 প্রভাসের তীরে
 জীবন-বিরোগ মহাবোগাবলম্বনে ।
 কৃষ্ণ রে,
 যা' বলিলি, তা' করিলি, ভাই !
 কিন্তু মোর শেষ আশা এই—
 যোগে দেহত্যাগ-কালে
 এক বার দেখা দিস্ মোরে ।

[গ্রন্থান ।

চতুর্থ দৃশ্য ।

প্রভাসতীর্থ—বাদব-শিবিরের অপরাংশ ।

কৃষ্ণ ।

কৃষ্ণ ।—ব্রহ্মশাপ পূর্ণ এতক্ষণে,
 অমরের বাসনা পূরিল,
 লায়ব হইল পৃথ্বীভার ;
 এ যুগের লীলা শেষ মোর,
 বহুবংশ-ধ্বংস পূর্ণরূপে ।

দারুকের প্রবেশ ।

দারুক । করহ এক কাজ—
 বজ্র মোর প্রিয় পোভ,
 রাখিয়াছি তাহারে গোপনে ;
 বহুকূলে শেষ মাত্র সেই,
 তা'রে ল'য়ে যাও হস্তিনায় ।
 ধর্মরাজ রাজা যুধিষ্ঠিরে

বলিয়া করিও রাজা
 মথুরায় বালক বজ্রেতে ।
 আর এক কথা—
 প্রিয়তম সখা মোর বীরেন্দ্র অর্জুন,
 যদুবংশ-ধ্বংস-বাঁড়া কহিয়া তাঁহারে
 অবিলম্বে আন' হেথা ।
 না ধরিব দেহ আমি আর,
 ব্রহ্মবাণী পালিব অচিরে ।
 বলিও অর্জুন মহাবীরে
 আমাদের মৃতদেহ করিতে সংকার ।

দারুক ।—দয়াময় !

যা' হ'বার হইল আজি গো ;
 পুত-তনু না ত্যজিও তুমি,
 কিঙ্করের এই নিবেদন ।

কৃষ্ণ ।—সারথি,

ব্রহ্মবাণী, অমরেন্দ্র নারিব হেলিতে,
 জগতে হইবে মোর কলঙ্ক রটনা ।
 আনা হেন জনে যদি, স্মৃত !
 ব্রহ্মবাণী, দেব-ইচ্ছা না করে পালন,
 তা' হ'লে কি সাধারণ জনে
 সত্যপথে চলিবে কখনো ?
 ধর্মলোপ হইবে ধরায়,
 দেবপূজা না রহিবে আর,
 গো-ব্রাহ্মণ-হিত-হেতু কেহ
 অগ্রসর নাহি হ'বে ।
 এই সে কারণে
 যদুবংশ-ধ্বংস হৈল আজ,
 অবিলম্বে আমিও ত্যজিব নরদেহ ।
 অচিরায় রথে চড়ি' যাও হস্তিনায়,
 আমিও বারেক দারকায়
 যা'ব এবে জনক-জননী-দরশনে ।
 অন্তিম প্রণাম করি' দৌছে
 প্রভাসে আসিব পুনরায় ।

[উভয়ের প্রস্থান ।

পঞ্চম দৃশ্য ।

প্রভাসতীর্থ—সম্মুখে সমুদ্র ।

যোগাগনে মুদ্রিতনেত্রে বলরাম উপবিষ্ট
ও তদীয় মন্তকোপরি ফণা বিস্তার
করিয়া পশ্চাত্তাণ্ডে সর্পরাজ
অনন্ত অবস্থিত ।

মুদ্রগর্ভে হইতে অনন্তপত্নীগণের উত্থান ।

অনন্তপত্নীগণ ।—(কৃতাজ্জলিপুটে, গীত)

একটি স্বপনে সবে জাগিয়ে এসেছি আজ ।

পাতাল আলয়ে চল, ধরাধর অহিরাজ ॥

শ্বেতকায় পরিহরি'

আপন শরীর ধরি'

প্রসারি' তাজার ফণা,

চল শূন্য-পূরী-মাঝ ॥

তব তরে মন-ভোলা

গে'থেছি হাজার মালা,

শেষ করি' মর্ত্যলীলা,

এস, শেষ, সঙ্গে ;—

পায়ে বাধা লাগে পাছে,

পথে ফুল পাতা আছে,

বিলম্বে শুকা'বে ফুল,

নাথ হে, কর না বাজ ॥

কৃষ্ণের প্রবেশ ।

কৃষ্ণ ।—যোগ ছাড়ি' উঠ দাদা,

বারেক মিলহ অক্ষিযোড়,

আইলাম পাদপদ্ম দর্শন তরে ।

ল ।—(প্রবুদ্ধ হইয়া) —

এস, ভাই,

একবার আঁখি ভরি' হেরিব তোমারে ।

(কৃতাজ্জলিপুটে) —

হে ব্রহ্মাওপতি !

ছিদ্র করিয়াছ মায়া-পাশ,

দিব্য চক্ৰযোগে এবে আমি

দেখিব তোমারে একবার ।—

তুমি ব্রহ্ম, তুমি বিষ্ণু, তুমি মহেশ্বর,

তুমি আদি, তুমি অন্ত, অনন্ত, অনাদি,

সৃষ্টিস্থিতিসংহারক তুমি ;

লীলাময় ! অপূর্ণ তোমার লীলা ।

অগ্রজ করিয়া মোরে

ভক্তবান্ধা করিলে পূরণ ।

নারায়ণ, যুগে যুগে হই যেন তব সহচর,

শ্রীচরণে এই নিবেদন ।

কৃষ্ণ ।—পূর্ণ হ'বে তব মনস্কাম ।

হে অনন্ত ! পরম সহায় তুমি মোর,

ঠেই সে হইলে বলরাম দ্বাপরে ।

তব পত্নীগণ

দাঁড়াইয়া চারি ধারে কৃতাজ্জলিপুটে,

এ সবার সনে

সিদ্ধগর্ভে প্রবেশিয়া যাও নিজ ধাম ।

প্রলয়-সময় আবার ক্ষীবোদ-সিদ্ধ-গানে

শয়ন করিব তব কোলে ;

তুমি আমি ভিন্ন নহি

কি স্বদেহে কিবা নরদেহে ।

বল ।—দাঁড়াও সম্মুখে, নারায়ণ,

দেখিতে দেখিতে তব রাকুল চরণ

দেহ বিসর্জন করি, হরি !

(যোগাগনে উপবেশন, ভূতলে পতিত

হইয়া দেহত্যাগ ও দেহ হইতে

লোহিত জ্যোতিঃপ্রকাশ)

কৃষ্ণ ।—যাও, গো অনন্তপত্নীগণ,

স্বধামে স্বামীর সনে পাতালপ্রদেশে ।

অনন্তের এক জন পত্নী ।—

দয়াময় !

আমা সবাচার মাঝে সর্বশ্রেষ্ঠা যিনি,

রেবতী নামেতে তিনি আসিয়া ভূতলে

হইলা গানবী পত্নী জ্যোত্বের তোমার ;

নহি মোরা নারী, হরি !

মানুষী সপত্নী-দেহ নাহি আমাদের,

ঠেই মোরা তাঁ'রে ছাড়ি'

নারিব থাকিতে, দেব, পাতাল ভিতরে ;
অনন্তও হ'বেন কাতর
দারুণ বিরহে তাঁ'র সে আঁধার-দেশে ।

কুম্ভ ।—নাহি চিন্তা, নাগকন্যাগণ,

অচিরে রেবতী দেবী
নারী-মূর্তি পরিহরি' বা'বেন পাতালে ।
যাও তবে এবে নিজ দেশে ।

[অনন্তপদ্মীগণের গ্রন্থান ।

কুম্ভ-অবতার-লীলা
অর্দ্ধভাগ শেষ হৈল এবে ;
অবশিষ্ট অর্দ্ধভাগ
সপ্তাহ ভিতরে হ'বে শেষ ।

[গ্রন্থান ।

ষষ্ঠ দৃশ্য ।

দ্বারকানগরী—বসুদেবের গৃহ ।

বসুদেব ও দেবকী ।

দেবকী ।—হেরিলাম দারুণ স্বপন,
ভয়ে ভীত মন অনুক্ষণ ।—
প্রভাসে বাটল যেন ভীষণ প্রলয়,
যত্বেকুল-ক্ষয় একেবারে ।
কুম্ভ বলরাম
ছাড়িয়াছে এ ধরণীধাম,
পুত্র পৌত্র আত্মীয় স্বজন
দেহ বিসর্জন

করিয়াছে কালের কবলে !

কেন হেন অন্তত স্বপন ?

বসু ।—নিদারুণ উৎপাতের রোষে

উৎপীড়িত দ্বারকানগরী,

অনুকণ ভাব' তুমি মনে—

এই সব অলক্ষণ, দেবি !

এই সে কারণে

হেরিলে নিদ্রায় তুমি অন্তত স্বপন ।

চল বাই,
দৌহে মিলি' বিষ্ণুর মন্দিরে
করি গিয়া স্বত্যয়ন তুলসীর দলে ।

[উভয়ের গ্রন্থান ।

সপ্তম দৃশ্য ।

দ্বারকানগরী—রুক্মিণীর গৃহ ।

রুক্মিণী ।

রুক্মিণী ।—বহিঃক্ষে এ দ্বারকাপুর্বে

দিনে দিনে—পলে পলে

দুর্ঘটনা হেরি অবিরাম ;

মনঃক্ষে একি পুন দেখি—

প্রভাসেও দারুণ ঘটনা !

প্রভাস ছাড়িয়া

সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে যেন বাটল প্রলয় !

এ কি মোর চিন্তার বিভ্রম ?

কা'র কাছে বাই, কা'রেই বা পাই,

কা'রে বা সুখাই হেতু এর ?

অস্থির হইলু অতি,

জীবনের বায়ুঘণী পতি

খামি'ছে মহশা যেন স্তম্ভিত হইয়া ;

যেন হারাইয়া গেল মোর প্রাণঢাকা ধন,

কেন আজ সহসা এমন অলক্ষণ ?

কুষ্মের প্রবেশ ।

এ কি, নাগ !

আচম্বিতে আইলে হেথায় ;

মহামহোৎসবে গিয়াছিলে তবে,

একাকী নীরবে

কি ভেবে আসিলে, ভাবাধার ?

যাই হোক, আছ তো হে ভাল ?

নিজের মঙ্গল কহ মোরে,

আর তবে আছে তো কুশল ?

গ্রহ-শাস্তি হ'ল তো প্রভাসে ?

মনোবাঞ্ছা হ'ল তো সফল ?

কৃষ্ণ ।—প্রায় মোর মনোবাঞ্ছা হ'য়েছে সফল,

অল্প অবশিষ্ট এবে, সতি !

রুক্মিণী ।—কি সে অবশিষ্ট, নাথ ?

কৃষ্ণ ।—উভয়ের বৈকুণ্ঠগমন ।

রুক্মিণী ।—কে উভয় ?

কৃষ্ণ ।—তুমি—আমি ।

রুক্মিণী ।—এ কি কহ, প্রাণেশ্বর ?

নারী আমি নারিনু বুঝিতে ।

কৃষ্ণ ।—সৰ্বজ্ঞানাদারা তুমি,

অজ্ঞান হইলে কেন আজ ?

মায়াময়ি, মায়া-খেলা কর পরিহার,

ছাড়ি' ধরা চল স্বরা গোলোকভুবনে ;

তোমার বিহনে

আলোকে আঁধার তথা, দেবি !

দেবগণ করে অনুরোধ,

নাহি দিও রোধ, সুবোধিনি !

বৈকুণ্ঠের আঁধার রজনী

ঘুচাইতে হইবে অচিরে ছাড়ি' পৃথিবীরে ।

কৃষ্ণ-লীলা সাঙ্গ এবে মোর ।

রুক্মিণী ।—সে কি, নাথ !

কেন হেন বিপরীত ভাব ?

কিসের অভাব ধরাধামে ?

পুল্পোল্লগণে ল'য়ে

আছি আমি বড় তপে হেথা,

কি কাজ বৈকুণ্ঠে মোর, বৈকুণ্ঠবিহারী ?

পৃথিবীবিহারী হ'য়ে থাক',

ধরারে বৈকুণ্ঠ কর, নাথ !

মানবী মায়ায় আছি ভাল,

মানব-স্নেহের ডোরে বাধা

অন্তর আমার নিরন্তর ;

অন্তরে বৈকুণ্ঠপুরে যেতে নাহি সাধ ।

কৃষ্ণ ।—প্রাণেশ্বর !

পুল্পোল্লগ্নেহ আর বুধা,

যটিয়াছে প্রভাসের কূলে

যত্নকূলে দারুণ ঘটনা,—

যত্নবংশধ্বংস একেবারে ।

রুক্মিণী ।—দয়াময় নাম ধর,

অদয়ার কথা কেন কহ এ দাসীরে ?

কৃষ্ণ ।—হুর্কাসার কোপ করিয়াছে লোপ যত্নকূল,

কি করিব আমি, প্রিয়ে ?

নাহি হৈল অমঙ্গল নাশ,

প্রাণনাশ হৈল সবাকার !

ইচ্ছা বিধাতার কে পারে বারিতে ?

বজ্র বই কেহ নাই যাদবের কূলে ।

রুক্মিণী ।—হায় হায়,

কি শুনিব কানে, নাহি পুল্লগণ !

(মৃচ্ছা)

কৃষ্ণ ।—উঠ উঠ, রাজপুত্রি !

রুক্মিণী ।—বাজে প্রাণে পুল্লশোক-বাণ ।

এত পুল্ল-পৌত্র মোর মরিল অকালে !

হায় হায়, এ কি হ'ল,

কেমনে সহিব হেন শোক,

বুকে বজ্র পড়িল সহসা,

কি দুর্দশা করিল হুর্কাসা !

বড়ই নিষ্ঠুর সেই ঋষি,

রিষ তা'র আমারি উপরে চিরকাল ;

একবার বুধা শাপ দিয়া

বজ্রকাল তরে

সিদ্ধগর্ভে ভুঞ্জাইল মোরে মহাহু

তোমাধনে হারা করি', হরি !

তবু না মিটল তা'র নিদারুণ সাধ,

অবাধে সাধিল পুন বাদ

পুল্পোল্লহীনা করি' মোরে !

হায় হায়, একবার ডুবাইল লবণ-সিদ্ধিতে,

তা'র চেয়ে

এই বার শোকে'র সমুদ্রে ডুবাইল !

অদৃষ্টে এতও ছিল মোর,

দুঃখ-নিশি নাহি হ'বে ভোর কোন কালে !

নিজ্জীব পাষণ হ'য়ে কেন না জন্মিলু,

দুঃখ, শোক, প্রাণের বজ্রণা,

হৃদয়-বেদনা না রহিত !
 কিবা সুখ জীবের জীবনে ?
 আজীবন যন্ত্রণার জালা !
 কোথা মোর মৃত পুত্রগণ,
 দেখাও আমারে, প্রাণেশ্বর !
 সে সবারে কোলে করি'
 প্রভাস-সমুদ্র-জলে ত্যজিব জীবন !
 কুম্ভ ।—মানবী মায়ায় কেন আপনায়
 আকুল করি'ছ, মহামায়া ?
 ব্রহ্মশাপচ্ছলে
 পুত্রপৌত্রগণ এবে ইহলোক ছাড়ি'
 উপনীত বৈকুণ্ঠভবনে ।
 কেন কাঁদ' তা' সবার তরে ?
 সাত দিন পরে
 প্রভাসের তীরে করিও গমন ;
 গোলোকষাত্রার সেই দিন ।
 ইহলোকে তোমায় আমায়
 এই দেখা—শেষ দেখা ।

[প্রস্থান ।

রুক্মিণী ।—দাঁড়াও—দাঁড়াও, নাথ !
 আছে এক নিবেদন রাজা পায় ।
 নেপথ্যে কুম্ভ ।—আর নয়,
 বৈকুণ্ঠে হইবে দাঁহে দেখা ।
 রুক্মিণী ।—হায় হায়, এ কি বিড়ম্বনা !

[প্রস্থান ।

অষ্টম দৃশ্য ।

দ্বারকানগরী—দেবালয় ।

বসুদেব ও দেবকীর প্রবেশ ।

বসু ।—পুঞ্জি নারায়ণে দাঁহে মিলি' ।
 (উভয়ের নারায়ণ-পূজার উদ্যোগ, এমন
 সময়ে সহসা বজ্রপাতশব্দে দেবমূর্তির
 দ্বিধা হইয়া ভূতলে পতন)
 দেবকী ।—হায় হায়, এ কি দুর্ঘটনা,

আচম্বিতে ভাঙিল মুরতি !
 কি দুর্গতি ঘটবে না জানি
 এ পোড়া অদৃষ্টে মোর আজ !
 কেন হেন দৈব-বিড়ম্বনা ?
 কেন অমঙ্গল-শাস্তিকালে
 ঘটিল দ্বিগুণ অমঙ্গল ?
 বসু ।—সন্তুষ্ট হইলু আমি,
 কি বলিয়া বুঝাই তোমাতে,
 বোধ হয়,
 তোমার অন্তর স্বপ্ন সফল বা হয় !
 দেবমূর্তি ভাঙিল সহসা,
 নাহিক ভরসা আশা মোর,
 কি ঘোর ঘটনা ঘটে ভালে !
 দেবকী ।—হায় হায়, কি বা করি,
 না দেখি উপায় আর !
 কোথা কুম্ভ, দে রে দেখা,
 আকুল হইল তোর কাতরা জননী,
 হারাই—হারাই যেন কি রে ।
 আয় ফিরে, যাহুমগি,
 প্রভাস-প্রবাসে কাজ নাই,
 মনে বাড়ে ভয় ;
 চল, স্বামী, উভয়ে প্রভাসে যাই ফরা ।

কুম্ভের প্রবেশ ।

আয়, বাপ, আয় আয়,
 বড়ই আকুল তোর তরে,
 আয় কোলে বাছা রে আমার !
 আছিহু তো ভাল, বাছা,
 যতগুণ ভাল তো সকলে ?

কুম্ভ ।—মা ! দুর্দাসা ঋষির শাপে
 যদুবংশ-ধ্বংস হৈল প্রভাসের তীরে !

দেবকী ।—কি কহিলি, কুম্ভ রে ।

তাই কি ভাঙিল দেবমূর্তি !
 সত্য কি হইল মোর অন্তর স্বপ্নন !
 হায় হায়, যদুকুল-ধ্বংস-কথা কোটি বজ্র সম
 পড়িল প্রাণের শিরে !

হুঁচিঙার হ'ল পরিণাম,
বায় প্রাণ !
হায় হায়, কি হ'ল—কি হ'ল !

(মৃচ্ছা)

কৃষ্ণ ।—উঠ উঠ, মা জননি !
কেন লুঠ' কঠিন মাটিতে ?
যা' হ'বার হয় তা'ই,
কা'র সাধ্য পারে নিবারণিত ?
ধর পিতা, মাতারে আমার,
যাই আমি বারি আনিবারে
মৃচ্ছা ভাঙিবারে ।
কৃষ্ণ ।—কৃষ্ণ রে ! কি কাজ বারিতে আর,
মৃচ্ছা ভাঙিবার নাহি প্রয়োজন,
মৃচ্ছাই মঙ্গল দেবকীর !
আমিও এ ছার প্রাণ না রাখিব আর ;
দুঃখ বয়সের শোক বড়ই কঠিন,
বড়ই অসহ, বাছাধন !

কৃষ্ণ ।—নিয়তির গতি, পিতা, না হয় লজ্জন,
সকলই জান তুমি,
কি বা লাভ করিলে বিলাপ ?
যোগ তপস্যায় দেহ মন,
হইবে মঙ্গল ।
চল যাই মৃচ্ছিতা মাতারে ল'য়ে গৃহে ।
[মৃচ্ছিতা দেবকীকে লইয়া উভয়ের
প্রস্থান ।

পঞ্চম অঙ্ক ।

প্রথম দৃশ্য ।

প্রভাসতীর্থ—সমুখে সমুদ্র ।

কৃষ্ণ ।

—স্বজন পালন লয়

এই তিন কাণ্ডে আমি বাঁধা ;

এই তিন কাণ্ড হেতু তিন মূর্তি ধরি,
এই তিন ছাড়া নাহি জানি,
এই তিন কাণ্ড ছাড়া নাহি অস্ত্র কাজ
অনন্ত ত্রক্ষাণ্ডে মোর ।
করিম্ব স্বজন ষড়গণে,
করিম্ব পালন কিছু কাল,
করিম্ব বিনাশ পুনর্বার ।
এ যুগের লীলা শেষ হৈল এত দিনে ;
কাণ্ডের শৃঙ্খলে প্রয়োজন হ'লে
পুন ধরাতলে হ'ব অবতার ।
বৎসে বহুমতি !
করিম্ব লাঘব তব ভার,
করি' দৈত্যাসুর-মানব-সংহার ;
কিছুকাল রহ শান্তিহুখে ।
দেবগণ !
তোমা' সবা'কার ইচ্ছা করিম্ব পূরণ,
যা'ব এবে বৈকুণ্ঠ ভুবনে,
তোমাদের সনে করিব সেখানে দেখা ।
বসি এই অশ্বখের মূলে ;
এ যুগের বিশ্রাম হেথায় ।
কংসাসুরের বধি'
লভিম্ব বিশ্রাম মথুরায় যমনার তটে,
ষড়বংশ-ধ্বংস করি'
যুগের বিশ্রাম প্রভাসের তটে অশ্বখের মূলে ;
(উত্তরীয় বস্ত্রে দেহ আচ্ছাদন করিয়া ও
অশ্বখরূক্ষে পৃষ্ঠ রক্ষা করিয়া উপবেশন)
দূরে জরা ব্যাধের প্রবেশ ।

জরা ।—দিন্টে আজ মিথ্যে গেলো,
সারাদিন বনে বনে
ঘুরেও কিছু হোলো না ;
ভাগ্যে না থাকিলে কিছুই মেলে না ;
তা' যা' হোক,
এখন অগ্নি অগ্নি কি কিরবো ?
উঁহ—তা' হ'বে না ।
মাগী যে ঠাট্টা ।

মারবে কাঁটা,
তা' আমার প্রাণে স'বে না ।
তবে কি করি ?
কেন ?—এইখানে ঘুরি,
হয় তো, আরো হু' দশ খান নোঙা পা'বো,
তীরের ফলা বানা'বো ;
বা' পাই, তাই লাভ,
তবু খালি হাতে ফিরবো না ।
আমার মেছো মাঙাত
এইখানেই ত মাছ ধোরে
তা'র পেট চিরে
আমার এই তীরের কলার
নোঙাখানা পেয়েছিলো,
তবে আমিও কেন পা'বো না ?
এই পেভাস্ যাটে
মাছের পেটে ঘেকালে নোঙা মেলে,
সেকালে যাটেও আছে,
দেখি বালি ঠেলে ।

(গমনোদ্যোগ)

এ কি,
ওই না একটা হরিণ ভয়ে
অশ্রুপাছেব গোড়ায় হুঙে ?
তাই তো বটে,
ওই যে রাঙা রাঙা হু'টো কান ;
তবে কানেই নারি এই নোঙার বাণ ।

(শরভ্যাগ)

(কুম্ভের রক্তবর্ণ পদতলে শরবিদ্ধ হওন)

কুম্ভ ।—(অচ্ছাদন-বস্ত্র উন্মোচন করিয়া)—

ব্যাধ ।—

জরা ।—কি সর্বনাশ ?

কুম্ভ ।—নাহি ভয়,

দৈবের ঘটনা কে পারে বারিতে ?

দৈর্ঘ্য ধর চিতে, রে শিকারী !

জরা ।—না জেনে, না চিনে,

বিধু তীরে রাঙা পা হু'খানি ;
মহাপাপী আমি,
এ পাপের নাই কো ওর,
নরক ঘোর ভাগ্যে আমার লেখা !
কুম্ভ ।—পাপী নহ তুমি, ব্যাধ !

কি সাধ্য যমের

নরকে ডুবা'তে পারে তো'রে ?

জরা ।—কে তুমি, প্রভু ?

কুম্ভ ।—তব পিতৃষাণী আমি,

ত্রেতাযুগে রাম নামে হৈমু অবতার ।

জরা ।—কিছুই বুঝতে পারছি নি ।

কুম্ভ ।—রে মাস্তবিশ্ব !

ত্রেতাযুগে রাবণ-নিধন তরে

সাধের গোলোক ছাড়ি'

হ'য়েছিহু রাম অবতার ।

কমলা আমার—সীতা অবতার সেই যুগে ।

রাবণ হরিল সীতা দণ্ডকের বনে ;

অমুজ লক্ষ্মণ সনে বনে বনে করিহু সন্ধান,

তবু নাহি পেহু কোথা সীতা ।

অবশেষে ঋষ্যমুকে উপনীত হৈমু হুই তাই

সেই ঠাই তোমার পিতৃব্য সুগ্রীবের সনে

মিত্রতা-বন্ধনে হৈমু বাধা ;

মিত্রের সাধিতে হি

চোরা বাণে বিনাশহু

তব পিতা বালী কপিরাজে ।

বালীর তনয় তুমি,

নাম তব ত্রেতায় অঙ্গদ যুবরাজ ।

চোরা বাণে পিতৃবধ হেরি'

বিষাদে রুষিলে মোর প্রতি,

কহিলে কাঁদিয়া—

'পিতারে আমার গোপনে সংহার

করিলে যেমতি তুমি, রাম !

তেমতি তোমায়ে পরযুগে

করিব গোপনে আমি বধ,

পিতৃবধ-রোষ তবে ঘা'বে ।

হেন তব পিতৃভক্তি হেরি'

বিবাদে হরিষ হৈল মোর,
অঙ্গীকৃত হৈলু তব আশা পুরাইতে ।
অঙ্গদ ! এত দিনে পূর্বকায় তুমি ।
জরা।—হায় হায়, কি করিলু—কি করিলু,
কেন হেন আশা করেছিলু !
দয়াময়, কে বা আর পাপী মোর সম ?
ধিক্ মোরে ! ধিক্ মোর পাপের আশায় !
জ।—কেন কর আশ্বাসনি ? নহ পাপী তুমি ।
ভক্তাদীন আমি চিরদিন,
ভক্ত বই কা'রো নই কভু,
ভক্ত মোর গুণ,
ভক্তের কিসের আমি, জরা !
নন্দের বহিনু তাই বাধা,
বশোদা বাধিল তাই মোরে,
রাধা ধরাইল রাচা পায়,
অর্জুনের হইলু সারথি,
রাজসূয়-মন্ত্র-সভাতলে
ভক্ত-বিপ্রগণ-পদ দুইলু আপনি,
বস্ত্ররূপে দ্রৌপদীর লজ্জা নিবারিলু—
তা'র দত্ত শাক-কণে
তৃপ্ত হ'য়ে তপ্ত কৈলু অনন্ত জগৎ ;
বিহুরের খুদ তপ্ত করিল আমারে,
প্রহ্লাদের বিষ-অন্ন খেঁচু কর পাতি'
বাঁচা'তে তাহারে ।
ব্যাধ !
ভক্তিভরা রোমে তুমি তুষিলে আমারে,
তেই তব লোহ-শরে বিদ্ধ হৈলু আমি,
তেই আজ ত্যজিব জীবন ।
ভক্ত যা'হা চায়, তাই পায় আমার গোচর ।
ভক্তিই আমার প্রাণ,
ভক্তিই আমার স্থিতি,
ভক্তিই আমার অন্তর্ধান ;
শুধু ভক্তিবশে
ঈশ্বর বলিয়া আমি মোর বিশ্বমাকৈ
পরিচিত যুগে যুগে ;
সকলের প্রেষ্ঠ আমি,

কিন্তু আমি ভক্তের কনিষ্ঠ,
কলের পুতুলী সম
ভক্ত-করে ভক্তি-ভোরে খেলি ;
কেন তবে ভাব ভয়
ঐশ্বরিক খেলা হেরি' মোর ?
নহ পাপী, কেন তাপী তবে ?
ভক্ত-বান্ধা করিলু পূরণ,
তা'সহ দ্বাপরী লাগা করিলাম শেষ ।
বৈকুণ্ঠে ঘাইব আমি এবে
দৈব রথে করি' আরোহণ ।

জরা।—এ অধম—

কৃষ্ণ।—না, না, জরা !

অধম নহ রে তুমি,
প্রকৃত ভক্তত যেই, অধম যদ্যপি সেই,
তা' হ'লে অস্তিত্ব মোর কোথা ?
ভক্তের ভক্তিই আমি,
ভক্তের ভক্তিই মোর প্রাণ,
ভক্ত আগে, আমি পিছে,
ভক্ত আগ্নে স্বর্গে যায়,
আমি তা'র ভক্তি-ভোর ধরি'
পিছে বাই স্বর্গপুরে ।

(উর্দ্ধে বাদ্যধ্বনি)

শোনো ওই,—দৈব বাদ্য বাজে—
মুরজ মুরলী বীণা মৃদঙ্গ পণব,
জয় জয় রব দেব-গলে ;
হের ওই,—পুষ্পরুষ্টি হয়,
বায়ুভরে ভরিল মৌরভ,
আনন্দ-উৎসব শূভ-কোলে ;
হের ওই,—আসে দৈব রথ,
শূন্য পথ উজ্জলি' আলোকে ;
আদেশে আমার
নিজে চন্দ্র ও রথের চাকা,
বিরিকি যোজিলা হংসগণ,
অপনি গারথি মরুৎপতি ।
অবিলম্বে স্নান করি' সমুদ্র-সলিলে

কুতূহলে চড়' ওই রথে ;
অবহেলে শূত্রপথে যাও স্বর্গধামে,
পূর্ণ তব মনোরথ ।

(সমুদ্রজলে জরার অবগাহন
ও দৈব-মূর্তি ধারণ)

জরা ।—(দৈব-মূর্তিতে কৃষ্ণের নিকট আসিয়া
করযোড়ে) —

তুমি ব্রহ্মা, তুমি বিষ্ণু, তুমি মহেশ্বর,
অনন্ত, অবায়, সৎ, চৈতন্য, চিন্ময়,
মীন, কৃষ্ণ, বরাহ, বাগিন, ভৃগুরাম,
রাম, কৃষ্ণ, বলরাম, বুদ্ধ, কক্কি, নরহরি,
জ্ঞান, ধ্যান, তপ, যজ্ঞ, ধর্ম, পুণ্যকর্ম,
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডপতি, বিরাট, ঐশ্বর,
তুমি এক, তুমি বহু, পরমপুরুষ ।
জগৎ, জগতপ্রাণ তুমি,
তোমারি প্রসাদে, প্রভো ।
আমি হেন পাপাচারী চলিছ গোলোককে ।

(প্রণাম)

কৃষ্ণ ।— যাও, জরা !

জরা, শোক, পার্থিব যন্ত্রণা,
মৃত্যুভয় আদি যণা নাই—
এ হেন বৈকুণ্ঠে মোর দর ।
হের ওই,—ভূতলে নামিল দৈব রথ ;
করি' আরোহণ করহ গমন,
পুণ্যশীল ! পুণ্যময় ধামে ।

জরা ।—হরিভক্তিময়ী হউক ধরণী ।

জরার প্রস্থান ।

কৃষ্ণ ।—হুর্কাসার শাপ-সমুদৃত

যজুবংশধ্বংসকারী লৌহের মুসল
প্রভাসে আনিল পুত্রগণ আমার আদেশে ।
অক্ষয় মুসল ক্ষয় কভু হয় ?
আজি ক্ষয় কৈল যজুহুল ।
মুসল-বর্ষিত রেণুরাশি
শরবন উৎপাদিল তটে,
সেই শর গুচ্ছ বর্ষি'

আদেশিহু অন্তরাজি পূজিবারে সবে,
সেই সব অস্ত্রাঘাতে
কাটাকাটি করিয়া মরিল যজুগণ ;
মুসলের অবশিষ্ট খণ্ড

ফেলিল কুমারগণ সমুদ্রের জলে,
ধান্যভ্রমে গিলিল সে খণ্ড মীন ;
মৎস্যজীবী পাশে

সেই লৌহ লাভ কৈল জরা,
সেই লৌহফলাবদ্ধ শর
বিদ্ধ হৈল আনার চরণে ।

ব্রহ্মবাণী করিহু পালন,
ভক্ত-বাণী করিহু পূরণ,
পৃথিবীর ভার করিহু সংহার,
দেবের নিস্তার হৈস এবে ;
কৃষ্ণ-অবতার-লীলা এই সমাপন ।

(ভূতলে শরন, দেহ হইতে লোহিত

জ্যোতিঃ প্রকাশ ও

দেহত্যাগ)

(মৃতদেহ হইতে চতুর্ভুজ মূর্তিতে
বিস্তৃত উত্থান)

ব্রহ্মা, মহাদেব, ইন্দ্র, চন্দ্র, সূর্য্য, বর
কুবের ও ষাণ্ড প্রভৃতি দেবগণের
প্রবেশ ।

নারদের প্রবেশ ।

নারদ ।—

গীত ।

(জয়) কালীযগঞ্জন, সঙ্কররঞ্জন,
সঙ্কটভঞ্জন, দেব মুরারি ! ।

(জয়) হুংখনিবারণ, বিষ্ণু নারায়ণ,
কংশবিধারণ, ভাগ্যকারী ! ॥

(জয়) ত্রিলোকপোষণ, গোলোকভূষণ,
কলোকশাসন, প্রাণবিহারী ! ।

(জয়) দানবনাশন, মানবতোষণ,
দৈবভরক্ষণ, ভূতপ্রহরী ! ॥

ক্রা।—নারায়ণ,

মনোবাক্সা হইল পূরণ,
চল এবে আপনার ধামে ।

স্র।—পারিজাত-হার গাথিয়া রেখেছি,
পরিবে চল, হে দয়াময় !

হাদেব।—আমা সবাকার তরে

যুগে যুগে নানা অবতারে কত কষ্ট সহ, হরি !

সাক্ষী তা'র—

মস্তকে আমার সুরধুনী ।

লোকে বলে,

শিবের সঙ্গীতে ডব হৈলা নারায়ণ,

তৈঁই গঙ্গা জনমিলা শ্রীপদে তাঁহার ;

কিছু তাহা নহে,

যুগে যুগে দৈত্যাসুরগণে

মহা শ্রমে দল হে চরণে,

তৈঁই শ্রমজাত বর্ষা পাদপদ্মে তব

বিন্দু বিন্দু ধারাকারে লভিয়া হনুম

ত্রিলোকপাবনী গঙ্গা নামে

পড়িল জটায় মোর ;

ঢালিল ভূতলে গঙ্গাবারি

উদ্ধারিতে মহাপাপিগণে,

দুর্ভাইতে জীবগণে

বড় দুঃখী জগতের পতি জগদীশ

জগৎ-জীবের তরে চিরদিন—চিরদিন ।

নারদ।—মহেশ্বর,

তাই তো সকলে 'দয়াময়' ব'লে

ডাকে এই ভুবন-ঈশ্বরে ।

যেই দুঃখী, সেই সুখী,

সুখী—সুখী নয় ।

বিষ্ণু।—পরের সুখেই মোর সুখ,

পরদুঃখে দুঃখ পাই অতি ।

নারদ।—জগতের সুখশান্তি করিলে স্থাপন,

চল এবে বৈকুণ্ঠভুবনে ;

পুরুষেশজালে বৈকুণ্ঠের শূন্য সিংহাসন

ধূলিশূন্য আইনু করিয়া ।

হে ভুবনপামী, চল এবে, বসিবে তাহার ।

বিষ্ণু।—নারদ, ভক্তিমূল্যে কিনিয়াছ মোরে ।

ব্রহ্মা।—হের, হরি,

রথ ল'য়ে আসি'ছে গরুড় ।

(শূন্য হইতে গরুড়বাহিত দৈব

রথের ভূতলে অবতরণ)

বিষ্ণু।—(রথারোহণ করিয়া)—

তোমরাও আইস সকলে

আমার গোলোকধামে ।

দ্বাপরযুগের মহোৎসব

মিলি' সবে করিব সেধায় ।

(শূন্য রথসহ বিষ্ণুর অন্তর্ধান)

[সকলের প্রস্থান ।

দ্বিতীয় দৃশ্য ।

প্রভাসতীর্থ—আরণ্য পথ ।

অর্জুন ও দারুক ।

অর্জুন।—দারুক !

ক্রমে বে আকুল মোর প্রাণ,

কোথা কৃপা প্রাপসখা ?

কেন হেন হয় ? কেন ভয় হারাই হারাই ?

কি বা ব'লে দিয়ে

দিল পাঠাইয়ে ভোনারে, সারথি ?

বল না আবার ?

ওহো !—দারুক অধীর !

শূন্য বিশ্ব আরো শূন্যময় !

দারুক !—দারুক !

কই কই পাণ্ডবের নাথ ?

কই কই অর্জুনের জীবনের হরি ?

দারুক।—কি কহিব, প্রভুসখা !

উৎকর্ষ নাহি সরে ভাষ,

হতাশ হইছ আমি আজ !

তোমাতে আনিতে বাইবার কালে

কাতর-অস্তর ছিন্ন বটে,

কিন্তু আমি হই নি হতাশ,

হেন ভ্রাস হয় নি আমার ।

কোথা প্রভু!—প্রভু!

কই, সাড়া নাহি পাই ।

অর্জুন।—আমি ডাকি,—সখা!—সখা!

কই আমিও যে সাড়া নাহি পাই,

প্রতিধ্বনি শুধু সাড়া দেয় ।

চল চল, অস্ত্র দিকে করি অন্বেষণ ।

(গমনোদ্যোগ)

(নেপথ্যের দিকে দেখিয়া)—

এ কি—এ কি হেরি, হে দারুক !

প্রভাসের চারি ধারে

কাতারে কাতারে মৃত কায় !

হায় হায়, কে বধিল যদুবীরগণে ?

অসংখ্য অসংখ্য ছিন্ন মাথা

হেথা সেথা লুটায় ভূতলে !

আমার সখার বংশ

কহস কৈল কোন্ দুরাশ্রয়ী ?

অর্জুনের বিপজ্জয়ী নাম—

অর্জুনের মহাধনুর্ধ্বজ

পড়ে নি তাঁদের মনে ?

বল মোরে, বিলম্ব না সম,

অবিলম্বে অনুশ্চয় বধিব সে সবে—

নাহি র'বে ভবে কহু কৃষ্ণকুল-অরি ।

দারুক।—(দ্রবত)—হায় হায়,

কি বলিয়া বুঝাব অর্জুনে !

বলি নি সকল খুলি ;

কি বলির শোককণ্ঠ অগীর পার্শ্বেরে ?

অর্জুন।—কি হেতু নীরব তুমি,

অকস্মাৎ কেন অধোমুখে ?

আমি এ রহস্য ভেদ করিবারে নারি,

বল মোরে ত্বর করি

এ ভীষণ হত্যাকাণ্ড কেন সংঘটিত ?

দারুক।—বীরবর !

আসিয়া প্রভাসতীরে যদুবীরগণ

নিজে নিজে করি' কাটাকাটি

প্রভাসের মাটি ভিজাইল শোণিত-ধারায় !

অর্জুন।—কিছুই না বুঝি—কি কহ, সারথি ?

দারুক।—সুপ্রাপনে মত্ত হ'য়ে সবে,

গর্জিয়া ভৈরবে

আত্মনাশ-আহবে মাতিল,

অসংখ্য পতঙ্গ যথা

অনলে পড়িয়া পুড়ি' মরে,

তেমতি এ যদুগণ

সুরাজাত ভরস্কর বিবাদ-অনলে

আপনা আপনি পড়ি'

কাটাকাটি করিয়া মরিল !

অর্জুন।—কি বলিলে,

সুপ্রাপনে মাতিয়া মরিল ?

ধিক্ ধিক্ জলন্ত গরল মদিরায় !

কৃষ্ণের শপথ করি' কহি—

আজ হ'তে গোরক জাফরক সুরা !

আজ হ'তে যেই জন পি'বে এ গরল,

অনন্ত নরক তাঁর ঘটিবে নিশ্চয় ;

তা'র পাপ প্রাণ

নাহি পা'বে জ্ঞান কোন মতে ;

অনন্ত—অনন্ত কাল

নরক-অনলে পড়ি' পুড়িবে সে পাপী ।

আজ হ'তে

সুপ্রাপ্যী ঐশ্বর-বিজোহী ।

দারুক।—দারুক !

আর যে ত্রিষ্টিতে নারি হেথা ;

পরতে পরতে শোক জাগে,

বড় লাগে বুকে দুঃখ-শেল ।

চল চল, এ ঠাই ছাড়িয়া যাই,

কোথা কৃষ্ণ করি অন্বেষণ ।

[উভয়ের প্রস্থান]

তৃতীয় দৃশ্য ।

প্রভাসতীর্থ—সম্মুখে সমুদ্র ।

(ভূতলে কৃষ্ণের মৃতদেহ পতিত)

অর্জুন ও দারুকের প্রবেশ ।

অর্জুন ।—এ কি—এ কি,
ধূলায় লুপ্তায় শ্রাম তমু !
প্রচণ্ড তান্নর তাপ,
অনল সমান তপ্ত প্রভাসের বালি,
কি ভূষে আছি হে ভূয়ে, সখা ?
সখা !—সখা !
ডাকি'ছে অর্জুন—সাদা দাঁও ।
(অঙ্গস্পর্শ করিয়া)—
হায় হায়, একি সর্পনাশ !
নাহি বহে নাসার নিখাস ।
কৃষ্ণহারা হইল অর্জুন !
দারুক রে,
অর্জুন ভিখারী আজ,
হারাইল হৃদয়ের ধন ।

(ভূতলে পতন)

দারুক ।—হা হা প্রভু, কোথা গেলে !
কেন ছাড়ি' গেলু তোমা আমি,
এ দাসে ছাড়িলে বুঝি তাই,
কেহ নাহি আমার যে আর,
ভুবন আঁধার তোমা বিনে !
হায় হায়,
কি কাল খটিল আজ !
অর্জুন ।—হা সখা ! হা যদুনাথ !
বজ্রাঘাত আজি মোর শিরে !
সগাশ্রুত এ ছার জীবন
হুক্কহ হইল এবে মোর !
এক আশ্রা আমাতে তোমাতে—
এক প্রাণ অর্জুন কেশব'
বলিতে যে তুমি মোরে,
আজ কেন বিপন্নীত ভাব !

তোমার অভাব নাহি সয়,
হৃদয় আঁধার করি' হরি,
কোথা গেলে ফেলিয়া অর্জুনে !
কি কহিব রাজা বুধাষ্ট্রে,
দ্রৌপদীরে নয়নের নীরে
ভাসাইব কি বলিয়া, সখা !
কৃষ্ণরূপ প্রাণশূন্য দেহ
কেমনে ধরিব আমি আর !
হৃদে প্রাণ করে হাহাকার,
আঁধার—আঁধার হেরি,
শূন্যময় চারি ধার,
সখা হে আমার কোথা গেলে !
হা রে—হা রে কঠিন পরাণ,
কৃষ্ণহারা হ'য়ে এখনো বাঁচিয়ে ?
দারুক !
কি লাভ এ প্রাণে আর—
করিব সংহার নিজ করে,
ধাক্কি কৃষ্ণের সনে ;
কৃষ্ণ বই কেই নাই মোর !

(আত্মনাশে অগি উত্তোলন)

দারুক ।—(অসিধারণ পূর্বক বাধা দিয়া)—
সান্ত হও, বীরবর !
শাস্ত কর আপনারে,
আত্মহারা হ'য়ে কেন প্রাণহারা হও ?
কহেছিলা প্রভু মোরে—
'দারুক !
প্রাণসখা অর্জুনে বলিও,
যদি তনুত্যাগ হয় প্রভাসের তীরে,
অর্জুন সে দেহ যেন করেন সংকার ।'
অর্জুন ।—হায় হায়,
স্বচ্ছায় তাজিল তমু সখা !
হা কৃষ্ণ !
সকলি খুলিয়া তুমি বলিতে আমারে,
কিন্তু এই সর্পনাশ-কথা
চাপিয়া রাখিয়াছিলে, ভাই !

এত যদি ছিল মনে,
 কেন তবে মেহের বন্ধনে বেঁধেছিলে ?
 কেন হ'য়ে সারথি আমার
 কুরুপাণ্ডবীয় রণে
 যুদ্ধে জয়ী করিলে পাণ্ডবে ?
 মরিতাম পক্ষ ভাই দারুণ সমরে,
 কৃষ্ণহারি মহাশোক না হ'ত সহিতে ।
 হায় হায়, কি হ'বে, দারুক !
 ফাটে বুক কৃষ্ণের বিরহে,
 নাহি সহ্য যাতনা যে আর !

(নেপথ্যে বামাকণ্ঠে রোদনশব্দ)

বেগে দেবকীর প্রবেশ ।

দেবকী ।—(বিত্তাভ্যাসিত্তে অর্জুনের প্রতি) —

আয় আয়, বাছা রে আমার,
 হাহাকারে কঁাদে তোর মাতা ।
 এখনি আসিব ব'লে এলি,
 এখনো না গেলি কেন ফিরে ?
 না হেরি' রে তোরে
 কাঙালিনী ভাসে আঁখি নীরে ;
 কেন কঁাদ কৃষ্ণ রে আমার ?
 আয় আয় কোলে আয় !

দারুক ।—প্রভুমাতা স্নেহভ্রমে
 অর্জুনে নারিলা চিনিবারে ;
 এ ভ্রমনিরাশ যেন নাহি হয় আত্ম ;
 জগদীশ রক্ষা কর দীনী দেবকীরে ।

দেবকী ।—মা মা ব'লে আয় কোলে,
 তোর তরে আকুল জীবন,
 কেন নিরুত্তরে, নীলমণি ?

অর্জুন ।—হায় হায়, কি দিব উত্তর ।
 কৃষ্ণ আমি একরূপ,
 তেঁই দেবী পুত্রভ্রমে ডাকে ;
 হায় হায়, কি করি উপায় !

দেবকী ।—কেন রে কঠিন মা'র প্রতি ;
 কথা কি ক'বি না আর, বাছা ?

অর্জুন ।—মাতুলানি ! কৃষ্ণ নই আমি,
 অনুগত অর্জুন তোমার ।

দেবকী ।—অর্জুন !—অর্জুন !
 দে দেখা'য়ে কোথা কৃষ্ণ মোর ?
 থাফিস্ উভয়ে এক ঠাঁই,
 জানিস্ কোথায় মোর বাছা ।

অর্জুন ।—মা !
 পুত্রহীন ভাগ্যদোষে তুমি,
 কৃষ্ণ তোর নাই মা জীবিত,
 অনাথ করিয়া মোরে,
 অপুত্রা করিয়া তোরে
 যত্নগতি গেছে পলাইয়ে
 ত্যজিলে শ্যামল বর তনু,
 এই এই হের, মাতা !

দেবকী ।—বাপ্ রে আমার !—
 কৃষ্ণ রে, কৃষ্ণ রে, হায় হায়,
 কি করিলি, বাপ্ধন !
 দুঃখিনীর অকলের মণি !
 অভাগীরে শোকের পাথারে কেলি,
 কোথা গেলি, বাপ্ রে আমার !
 বিধাতা রে, কি কঠিন হুই,
 পুত্রহারি করিলি আমারে !

(মৃচ্ছ)

অর্জুন ।—হায় হায়,
 বিপদে বিপদপাত,
 বিধাতার নির্যাত পীড়ন !
 উঠ, মাতা ! শান্ত হও ।

দেবকী ।—অর্জুন !
 কে সাধে সাধিল বান,
 হেন পরমাদ কে পাড়িল,
 কে ছিড়িল প্রাণের বন্ধন,
 ভাগ্য ভাগ্য কে ভাঙিল মোর !
 যোগে পতি ত্যজিল পরাণ,
 আকুল হইয়া অতি
 ক্রতগতি আইলু হেথায়,

পড়িল মাথায় কোটি বাজ,
পতি পুত্র হারাইলু আমি !

অর্জুন ।—হায় হায়,

মাতুল ত্যজিলা যোগে প্রাণ ?
হা নিয়তি, কি কঠিন তুই !

দেবকী ।—অবীরা হইলু আমি আজ,

নাহি কাজ এ ছার জীবনে ।

অর্জুন রে,

জলন্ত চিতায়

পতি সনে ত্যজিব এ ছার প্রাণ ।

দে অর্জুন, দে রে কৃষ্ণ মোর,

কোলে ক'রে ল'য়ে যাই আমি,

দে রে—দে রে—দে রে ।

অর্জুন ।—দারুক,

অবীরা জননী অতি,

থাকিলে হেথায়, শোকের ব্যথায়

কাতর হইবে আরো মাতা,

ল'য়ে যাও অন্তরালে ।

দারুক ।—এস, দেবি, কিস্করের সনে ।

দেবী ।—প্রজ্বলিত হ'য়েছে কি চিতা ?

চল চল, বাপ দিব তা'য়,

পতি-পুশে অনন্ত নিদ্রায়

কৃষ্ণেরে রূপনে নিরখিব ।

[দারুকের সহিত দেবকীর প্রস্থান ।

অর্জুন ।—হা বিধাতঃ,

এ কি তব সংহারিণী লীলা ।

প্রভাসের নীচে

বন্ধারে অনন্ত জলনিধি,

প্রভাসের তটে

অনন্ত—অনন্ত শোকসিন্ধু !

এ ভীষণ মহাদৃশ্য দেখি নি নয়নে,

ভাগ্যদোষে নিরখিলু আজ,

আকুল স্তম্ভিত ভীত চঞ্চল হইলু !

এ অভাগা কৃষ্ণহারা হ'য়ে

স্বপ্ন-অগোচর ভয়ে

না জানি আরো কি হয় পরে ।

(নেপথ্যে বামাকণ্ঠে রোদনধ্বনি)

এ কি—এ কি,

কাতরা বিজলী যেন কানিয়া ধাই'ছে !

হায় হায়, অভাগী রুক্মিণী !

না পারি হেরিতে আর,

দর দর অশ্রুধার ছোটে,

না জানি কি যটে পুনরায় !

বেগে রুক্মিণীর প্রবেশ ।

রুক্মিণী ।—হায় হায়,

কে করিল হেন কাজ,

কে হানিল বাজ মোর শিরে !

নীল তনু ধূলায় লুটায়,

রাঙা পায় বৈধা বিষবাপ !

কে করিল মোর সর্বনাশ !

হা নাথ !—হা প্রাণনাথ !

কোথা গেলে ফেলি' রুক্মিণীরে !

(মূচ্ছা)

অর্জুন ।—সর্বনাশ !—সর্বনাশ !

স্বর্ণলতা পড়িল ভূতলে,

কি ব'লে বুঝাই,

উপায় না পাই আর !

কেন মৃত্যু নাহি হয় মোর !

এ ঘোর যাতনা আর সহে না সহে না !

হা সখা !—হা প্রাণসখা !

তোমা হারা হ'রে

বিশ্ব দরিল শোকের দৃশ্য ঘোর !

উঠ উঠ, সখাপ্রিয়া !

উঠ, দেবি, শাস্ত কর হিয়া ।

(রুক্মিণীর মূচ্ছা ভঙ্গকরণ)

রুক্মিণী ।—বীরবর পতিসখা !

কেন মূচ্ছা করিলে ভঞ্জন ?

জদয়-রঞ্জন-হার্য প্রাণ

কি সাথে ধরিব আর !
 অন্ধকার হৃদয় আমার !
 হাহাকারে কাঁদে মন,
 চারি ধার শূন্য—শূন্যময় !
 অর্জুন ! সখী ব'লে ভালবাস' মোরে,
 রাখ কত উপরোধ মোর,
 মহাযোধ ! এবে মোর শেষ উপরোধ—
 প্রাণত্যাগ হলাহল দাও,
 বাঁচাও বিধবা রুক্মিণীরে !
 মহারাজ ভীষ্মের হৃদিতা
 রাজরাজ কুম্ভের বনিতা
 অনাথা হইল এত দিনে !
 তেঁই বলি, ছার পাণে নাহি প্রয়োজন,
 দাও বিষ, ধনঞ্জয় !

অর্জুন।—না না, দেবি ! ও কি কথা ?

ধৈর্য্য ধর ;

ধৈর্য্যের মুরতি তুমি এ বিশ্ব-মান্বারে ।

রুক্মিণী।—না, অর্জুন,

ধৈর্য্যধরা জীবন-যন্ত্রণা,
 বিধবার ধৈর্য্য মহাপাপ,
 অমৃতাপ পাব' চিরদিন,
 দাও হলাহল,
 পাপ ধরাতল ছাড়ি' বাই,
 কাজ নাই বৈধব্য বহনে ।

অর্জুন।—দেবি ! অনুরোধ—

রুক্মিণী।—না, অর্জুন !—না, অর্জুন !

কভু না ধরিব ছার প্রাণ ।

প্রাণেশ্বর !

এক শরে পতিপত্নী বা'বে ধরা ছাড়ি',
 তুমি যথা আমি তথা,
 পুরুষ প্রকৃতি এক ঠাই ;
 বৈধব্য বুচাই এই ।

অর্জুন ! পতির চিতায় দিও মোরে ।

অর্জুন।—হায় হায়, কি হ'ল—কি হ'ল,

সোণার প্রতিমা বিসর্জন !

হায়, বিধি ! এ কি বিধি তব,

এ কি বোর ভয়ঙ্করী লীলা !

আত্মনাশরূপে

তুমি বিনাশ করিলে যত্নগণে,

যত্নরমণীও শেষে নাহি পায় ত্রাণ ;

যত্নপ্রাণ এতই অসহ্য তব প্রাণে !

বেগে দারুকের প্রবেশ ।

দারুক।—বীরবর !

একেবারে সর্পনাশ হ'ল,

দেবকী, রোহিণী আদি

বহুদেব-পত্নী চতুষ্টয়

পতির চিতায় দিল প্রাণ !

রক্ত মহারাজ উগ্রসেন

পত্নীসনে মরিল চিতায় ;

হায় হায়, না রহিল কেহ,

যত্নশূন্য হইল দারকা !

বলরাম-মৃত-দেহ ল'য়ে

ডুবিল রেবতী সিদ্ধ-জলে !

অর্জুন।—হা দারুক !

রুক্মিণীও মরিল হেথায় !

দারুক।—হা বিধাতা !

অর্জুন।—দারুক,

যাদব-প্রলয় এত কালে !

দগ্ধ ভালে এতও ছিল রে !

আত্মহারা হ'য়েছি রে,

কি করি—কি করি, হায় হায় !

দারুক।—তব সখাবাক্য করহ পালন,—

করহ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া জালি' চিতানল,

সিদ্ধজলে অস্ত্রজলে

করহ তর্পণ সমাকার ।

অর্জুন।—হা বিধাতা !

[কৃষ্ণ ও রুক্মিণীর মৃতদেহ লইয়া

উভয়ের প্রস্থান ।

(কৃষ্ণের পাদমূল হইতে শরোক্ষাটন
 করিয়া নিজবক্ষে বিদ্ধকরণ ও মৃত্যু)

চতুৰ্থ দৃশ্য ।

ছাৱকানগৰী—দেবালয়শ্ৰেণী ।

যোগিনীবেশে সত্যভামাৰ প্ৰবেশ ।

সত্যভামা ।— (গীত)

প্ৰাণবাণে হাৱা হ'দে প্ৰাণহাৱা হ'য়েছি গো ।

নিবিড় আঁধাৰ ঘোঁৰে ছায়াপ্ৰাণে ৱ'য়েছি গো ॥

বিশ্ৰাণ মহাপ্ৰাণ, আঁধাৰ প্ৰাণেৰ প্ৰাণ,

প্ৰাণেৰ প্ৰাণেৰ প্ৰাণ আঁধাৰে হাৱা'য়েছি গো ॥

প্ৰাণেৰ প্ৰাণেৰ সনে, গিৱাছে প্ৰাণেৰ সূত্ৰ,

প্ৰাণেৰ বাতনা শোক যৱা প্ৰাণে ৱ'য়েছি গো ।

প্ৰাণহাৱা প্ৰাণ ল'ৱে, প্ৰাণে যৱা প্ৰাণ হ'য়ে,

প্ৰাণছাড়া ধৱা-প্ৰাণে যৱা প্ৰাণ দিয়েছি গো ॥

প্ৰাণেশ্বৰ !

তোমা হাৱা হ'য়ে অভাগিনী

আঁধাৰ হৃদয়ে

আঁধাৰ—আঁধাৰ প্ৰাণে সাজিল যোগিনী ।

এই বেষে

আঁধাৰ—আঁধাৰ ধৱাতলে

অবিৱত ভাবিব তোমাৰে ।

যোগে বসি' দিবানিশি

ধোয়াইব তোমাৰে, প্ৰাণেশ !

ধোয়াইব তব পায়ু'স্থানি

অশ্ৰুজলে মনে মনে ;

হা নাথ—হা নাথ বলি'

তাজিৰ হতাশ প্ৰাণ ;

মৰিলে চৰণে দিও স্থান ।

ক্লান্তিগীৰ মত পাৰি মৰিতে এখনি,

কিছু না মৰিব, নাথ !

হৰিনাম-যোগ-শিক্ষা নৱে

শিখাইব এ যোগিনীবেশে,

ভেঁই সে ধৰিব প্ৰাণ, প্ৰাণনাথ !

যোগমৰ্ম যোগধৰ্ম যোৱে

শিখা'য়েছ তুমি, মহাযোগী !

সে যোগ যোগিব এইবাৰ

বসি' যোগাসনে নিবিড় নিৰ্জ্বনে

হিমাত্মি কলাপ প্ৰামেতে ।

চলিল অভাগী সত্যভামা,

যোগিক দৰ্শন দিও যোগ উদ্ঘাপনে ।

(গীত)

যোগেশ্বৰ যোগ-কলেবৰ যোগাবতাব যোগপ্ৰাণ !

যোগময় যোগজন্মৰ যোগাশৰ যোগ-জ্ঞান !

যোগ-জগত-বিৱাজী যোগী,

যোগৈশ্বৰ্য্য-ৰাজ্যভোক্তা,

যোগ-জীবন যোগ-ভূষণ,

যোগ-আত্মা যোগ-ধ্যান !

যোগ-যোগে যোগীৰ কাৰ

লুটাৰ তোমাৰ যুগল পাৰ,

যোগ-গান জীব জীবনে গায়

যোগে কৰি' যোগ দান ;—

যোগতত্ত্ব, যোগবন্ধ,

যোগীৰ যোগী যোগ-সিদ্ধ,

যোগে জাগিও হৃদয়ে মোহ,

যোগ-বন্ধে তাজি গে প্ৰাণ ।

[প্ৰস্থান ।

পঞ্চম দৃশ্য ।

ছাৱকানগৰী—ৰাজপথ ।

অৰ্জুন ও দাৰুক ।

অৰ্জুন ।—দাৰুক !

শ্মশান ছাৱকাপুৰী, শ্মশান প্ৰভাস,

শ্মশান অনন্ত বিশ্ব,

তা' হ'তে শ্মশান—গভীৰ শ্মশান

অৰ্জুনেৰ হৃদয় আজি ৱে !

হায় হায়, কেমনে বাইব হস্তিনায়,

কেমনে এ শোকৰ বাৰতা

নিবেদিব ৰাজ্য যুধিষ্ঠিৰে ?

মাৱথি ! যা'ব না—যা'ব না আৱ ফিৰি',

মৰিব ডুবিয়া সিদ্ধ-নীৱে ।

ক্লগত-জীবন অৰ্জুন

কক বিনে কি হুখে বাচিবে ?

হস্তিনায় গিয়ে তুমি

কহ সবে—মৰিল অৰ্জুন ।

(প্ৰস্থানোদ্যোগ)

দৈববাণী।—কাত্ত হও, ধনঞ্জয় !

না ত্যজিও প্রাণ সিদ্ধ-জলে ।

পাল' পাল' দৈববাণী,—

যহ্নারীগণে ল'য়ে

তাজিয়া দ্বারকাপুরী তুরা .

হস্তিনায় করহ গমন ।

কুম্ভার দ্বারকানগরী

অচিরে ডুববে সিদ্ধ-নীরে ;

না তিষ্ঠিও হেথা আর,

হও আওসার অচিরায় ;

হের ওই সিদ্ধ-বারি ধায়,

গ্রামে গ্রাম দ্বারকানগরী ।

অর্জুন।—এ কি অশরীরী বাণী !

চমকিয়া উঠে প্রাণ মোর !

দারুক ! ডাক' ডাক' যহ্নারীগণে ।

দারুক।—চড়িয়া কুন্দের রথে

ল'য়ে যহ্নারীগণে করহ গমন ।

না র'ব সংসারে আমি আর,

তাজি গে অনার প্রাণ

ভগস্যা করিয়া বোর বনে ।

অর্জুন।—এ জন্মে কখন আর না চড়িব রথে,

পদরঞ্জে পথে পঠে যাব,

কুম্ভ বই স্থগ নাহি মোর,

স্থখসজ্জা সাজে কি আমারে আর ?

দারুক।—কুম্ভ-রপে কিবা কাজ আর ?

ছাড়ি' দিয়া অঙ্গণে বনে

ডুবাই সমুদ্রে কর্বরথ,

দারুক সারথি আজ পণের ভিখারী !

যতনে লইয়া যাও যহ্নারীগণে,

চলিহু কাননে আমি ;

হা কুম্ভ !—হা মহারথ !—হা দারুক-প্রভু !

[সরোদনে প্রস্থান ।

অর্জুন।—কুম্ভার দ্বারকানগরী !

স্থখী তুমি, পশিবে সাগরে ;

অস্থখী অর্জুন শোকের সাগরে মগ্ন হবে ।

[প্রস্থান ।

বর্ষ দৃশ্য ।

পকনদপ্রবেশ—অরণ্য ।

দস্যুগণের প্রবেশ ।

১ম দস্যু।—খুব ছ'সিয়ার,

ধব্ব হাতিয়ার জোরে ।

২য় দস্যু।—ভয় কি, ভাই ?

রাহী যদি পাই, এক লাঠি মেরে

ফেলবো কাজ সেরে ।

তোর কাছে না হোক,

মোর কাছে এগোয় কে রে ?

১ম দস্যু।—মরিয়া তুই কথার চোটে,

ডরিয়া লেকেন লাঠির চোটে,

দেখি—প'ড়ে ফেরে, পালান্ নি মোরে ।

(নেপথ্যে রোদনশব্দ)

৩য় দস্যু।—ওরে ওরে !—

২য় দস্যু।—কি রে, কি রে ?

৩য় দস্যু।—দ্যাখ্ ফিরে—দ্যাখ্ ফিরে ।

২য় দস্যু।—তাই তো রে,—

এক্টো মরদ, বহু মাগী ।

১ম দস্যু।—মার মরদ, মাগী বর ভাগভাগী ।

২য় দস্যু।—আমি মাগী না মাগি,—গহনা চাই

১ম দস্যু।—যা'র যা' বুদী,

কেউ চানা, কেউ ভুদী ।

চল্ এখন যাই, যে যা' পাই ।

খুব ছ'সিয়ার, ধব্ব হাতিয়ার ।

[সকলের প্রস্থান ।

(নেপথ্যে আর্জুনাদ ও কোলাহল)

বেগে অর্জুনের প্রবেশ ।

অর্জুন।—সাবধান, দুরাত্মারা !

ছু'স নে রমণীগণে পাপ-করে ।

[বেগে প্রস্থান ।

(নেপথ্যে কোলাহল)

বেগে যছুনারীগণের প্রবেশ ও 'অর্জুন' !

অর্জুন ! বাঁচাও বাঁচাও—রক্ষা

কর, রক্ষা কর—দস্যু-করে মরি

সবে—কি হ'বে, কি হ'বে—

হায় হায়, কোথা বাই—

অর্জুন অর্জুন !

প্রভৃতি বলিতে

বলিতে বেগে

প্রস্থান ।

দস্যুগণের প্রবেশ ।

ম দস্যু ।—পালালো, পালালো—ধর ধর ।

য় দস্যু ।—মারিদ্ নি—মারিদ্ নি,

খালি ভয় দেখিয়ে গয়না খুলে নে ।

(নকলের প্রাহ্মনোদ্যোত)

বেগে অর্জুনের পুনঃপ্রবেশ ।

অর্জুন !—আরে আরে দস্যু ছুরাচার !

সামান্য পতঙ্গ হ'য়ে

অনলে পড়িতে কেন আশ ?

করিব বিনাশ সবাকারে !

যে গাভীর মহাপন্থ-বলে

জিনিলাম ভারত-সমর,

তো সবার সম হেন ক্ষুদ্র কৌটবধে

না চাই ধরিত সেই ধনু !

আয় আয়, অসি-যায় দিব যমালয় !

দস্যুগণের সহিত যুদ্ধ, কিন্তু পরাস্ত হওন)

ছি ছি কি লজ্জার কথা,

বড় ব্যথা বাজিল মরমে ;

আমিহি কি ধনঞ্জয় ভুবনবিজয়ী ?

কে এরা ?—অমর বা নর ?—নাহি বুঝি ।

পুন বুঝি যা' থাকে কপালে ;

ধরিব গাভীর এবে ।

আর পুন, হতভাগগণ !

নাহিক নিস্তার—নিশ্চয় সংহার এইবার ।

(গাভীবে শরযোজন-চেষ্টা, কিন্তু অকসমত)

হায় হায়, এ কি হ'ল আজ,

ধনু ও গ-আকর্ষণে নাহি শক্তি মোর !

সম্মুখে আমার এত অত্যাচার—

যহুরমণীর অপমান ?

দস্যুগণে নারিমু বধিতে,

অবাধে হরিবে নারীগণে,

নেহারিব কেমনে নয়নে ?

হারিব কি দস্যুর নিকটে ?

পড়িমু;সকটে আমি আজ ।

এ কি চিন্তা এ সময়ে ?

যদিব নির্ভয়ে পুনরায়,

বধিব পাপাত্ম্যগণে গাভীর-প্রহারে ।

(পুনরুদ্ধ ও পরাস্ত হওন)

[দস্যুগণের প্রস্থান ।

দিক্ পাক মোরে । দস্যুকের হৈমু পরাজিত !

শকতিবঞ্চিত এত দিনে !

কক্ষ বিনে অর্জুন অসার !

হা কৃষ্ণ !—হা প্রাণমগ্না !

(নেপথ্যে আর্তনাদ)

ও কি ও কি !—অহো !

দস্যুকের লুপ্তিত হ'তেছে নারীগণ !

কেশরী শৃগাল হ'ল আজ,

শৃগালেরা হইল কেশরী,

দুর্গীগণে করে আক্রমণ !

ধনঞ্জয় পরাক্রম মানি' হেরিল নয়নে

মর্মভেদী এ দুর্ঘট শোকেব ঘটনা ।

এ কি পুন ?

মহমা নীরব কেন দিক্ ?

নারীকণ্ঠে নাহি সাড়া,

অসাড়—অনড় কেন সবে ?

অবাক্ হইয়া দস্যুগণ

কেন বা পালায় উর্দ্ধ্বাসে ?

দেখি দেখি পুন কি ঘটিল ।

[প্রস্থান ।

সপ্তম দৃশ্য ।

পঞ্চদশ প্রদেশ—অরণ্যের অপর পার্শ্ব ।

যতুনারোগ্য পাষাণ-মূর্তিতে অবস্থিত ।

অর্জুনের প্রবেশ ।

অর্জুন।—এ কি হেরি আচম্বিতে—

পাষাণ-মূর্তিতে পরিণত যাদবরমণীগণ !

দম্যকর-পরশনে মানব-শরীর শিলাময় !

অদ্বুত ঘটনা হেরি,

কিছু বুঝিবারে নারি কারণ ইহার ।

বেদব্যাসের প্রবেশ ।

তপোধন, প্রণমি চরণে ।

বেদ।—অর্জুন ! যোগে জাগি' অন্তর আমার

ভানিয়াছে সমস্ত ব্যাপার ;—

ত্রিলোক-ঈশ্বর হরি হরিয়া ভূতার

নরদেহ দিলা বিসর্জন ।

দম্যকরে স্পৃষ্ট হ'য়ে যতুনারীকুল

শিলাময়ী হইয়াছে অষ্টাংক-শাপে ।

শাপে বর এ সবার,

পাষাণে ঢালিয়া দেহ

শাপমুক্ত আত্মা এ সবার পশিয়াছে স্বর্গপুরে ।

কুমার তোমাতে অভেদ,

তাই তুমি শক্তিহীন হইলে, অর্জুন,

দম্যকরে জিনিবারে গাণ্ডীব-ধানপে ।

শক্তি তব মিশিয়াছে কুমার শরীরে,

তোমাতে নাহি কো তুমি আর,

মৃত তুমি জীবন্ত জীবনে ।

অর্জুন।—তপোধন, হরিহার এ জন্ম

ভাঙিয়া গিয়াছে কোটি ভাগে,

হৃদ্বিবহ কুমার বিরহ বড়ই অসহ, মনিবর !

পূর্বকথা মনে হয়,

কাদে প্রাণ আবুল হইয়া ;

কি হ'বে কি হ'বে মোর,

এ মোর যত্ননা নাহি সয় ।

হা কুমার !—হা প্রাণসখা !

একবার দেখা দাও দীন ধনঞ্জয়ে !

তপোধন ! কুমার কই ? কুমার কই ?

হা হা কুমার !—সখা সখা !—হায় হায় !

(রোদন)

বেদ।—শান্ত হও, বীরবর !

না হও কাতর আর,

দিব্য চক্ষু করিলাম দান,

কর দরশন বিশ্বপতি লীলায় কুমার নারায়ণে ।

(স্বহস্তে অর্জুনের চক্ষুস্পর্শ)

হের, হের, ধনঞ্জয় !

[পটপরিবর্তন]

দৃশ্য গোলোকধাম ।

সিংহাসনে লক্ষ্মীর সহিত বিষ্ণু উপবিষ্ট ।

অঙ্গরাগণ নৃত্যগীতে নিযুক্ত ।

অঙ্গরাগণ।— (গীত)

বাও রে গোলোকবাসী, হরি হরি' ধরাভার,

বিরাজেন রাজ্যেনে রমা রাণী সঙ্গে ।

মিনা'য়ে চন্দন-ধার ঢাল হে ফুলের ভার,

তমাল-বেড়িত তেম-লতিকার অঙ্গে ॥

চাঁদের নিহনি নিয়ে, প্রাণের গাঁথনি দিয়ে,

কুমারী বলে দোলা নেচে নেচে রয়ে ।

জয় লক্ষ্মীনারায়ণ ! বাও গো অমরগণ,

ভরাও গোলোক, কং কলিযে মূদ্রণে ॥

বেদ।—হের ওই দেবসিংহাসনে

উজলি' গোলোকধাম

উপবিষ্ট ত্রিভুবনপতি,

বামভাগে বিরাজেন রমা ।

অর্জুন।—সখা ! সখা !—প্রাণসখা !

ডাকি'ছে অর্জুন করপুটে,

সকিয়া নয়নে সলিল,

ধুইব ও-রাগা পদ হু'টি ;

সখা !—সখা ! কর সম্ভাষণ ।

তপোধন ! চতুর্ভুজ ধরি' কুমার ভুলিল আমার

সম্ভাষণ আলাপন নাই,

বাই বাই অঙ্গসর হ'য়ে,

লুটাইয়া ধরি শ্রীচরণ ।

কেন এত রোষ মোর প্রতি ?

কমা মাগি কৃতান্তলিপটে ।

(অগ্রসরণোদ্যোগ)

।।—(বাধা দিয়া)—ভাস্তির কুহকে পড়ি'

কোথা যাও অগ্রসর হ'য়ে ?

মর্ত্যে তুমি, গোলোকে গোলোকনাথ হরি,

কোথা পথ ?—কোথা যাও খেয়ে ?

হুন ।—কি কহ, মহর্ষি, তুমি,

না পারি বুঝিতে.

স্বর্গ মর্ত্য ভেদাভেদ কিবা ?

ওই যে আমার সখা,

যাই যাই চরণে লুটাই ।

(পুনর্বার অগ্রসরণোদ্যোগ)

(সহসা গোলোকধামের সহিত

বিকুর অন্তর্ধান)

[পটপরিবর্তন]

পূর্বদৃশ্য—পকনদপ্রদেশ—

অরণ্যের অপর পার্শ্ব ।

হুনারীগণ-পাষাণ মূর্তিতে অবস্থিত ।

হুন ।—হা কৃষ্ণ !—হা অর্জুন-জীবন !

অনুগতে এত বিড়ম্বনা !

পেয়েও না পাইলাম,

এ কি ঐন্দ্রজাল-লীলা !

অভাগা অর্জুন নারিল বুঝিতে তিলমানে

কৃষ্ণের অদ্বুত লীলা—মরীচিকা লীলা !

হা কৃষ্ণ !—হা পাণ্ডবের প্রাণ !

জীবনের শেষ ভাগে কেন হে ছলনা এত ?

কেন এত দারুণ বেদনা ?

।।—পার্শ্ব ! কৃষ্ণের উদ্দেশ্য তাই,

হৃৎ হৃৎ উভ-অভিনয়

জীবের জীবনে চিরকাল ;

চিরহৃৎ চিরহৃৎ নাই,

উভ ভোগ ভোগ্যে সবাকার ।

গোলোক হৃৎখিত ছিল কৃষ্ণের বিহনে,

ভুলোক হৃৎখিত ছিল কৃষ্ণেরে পাইয়া ;

আবার, গোলোক হৃৎখিত হৈল কৃষ্ণ দরশনে,

ভুলোক হৃৎখিত হৈল কৃষ্ণে হারাইয়া ।

এইরূপ সুখে সুখে

জগপতি শ্রীকৃষ্ণের লীলা ।

এবে এক কাজ কর,—

ভারত-ঈশ্বর মহারাজ বৃধিষ্ঠিরে,

আর আর ভাতৃগণে,

সতী দ্রৌপদীরে কহ গিয়া এ শোক-সংবাদ ।

তব পৌত্র পরীক্ষিতে রাজ্যভার দিয়া,

পত্নীসনে পঞ্চ জনে

যাও চলি' দিমাদ্রিপ্রদেশে ।

যোগে তমু ভ্যাজিয়া তথায়

যাও অচিরায়

গোলোকে গোলোকপতি পাশে ।

সুগাধম কলির উৎপাত

আরম্ভ হইল এবে

কৃষ্ণহার্য ধরণীমণ্ডলে ।

কাজ নাই হেথা থাকি' আর,

যাও, যোগে পরিহর তনু ।

স্মরিয়া কৃষ্ণের পদ,

কুরুপাণ্ডবীয় দুষ্ক-ঘটনা লইয়া

রচিব বিশাল ইতিহাস—শ্রীমহাভারত ;

অমর করিয়া আমি

রাখিব ধরণীধামে তোমা সবাকারে,

নিজেও অমর হ'ব কৃষ্ণের প্রসাদে ।

ঈশ্বরের দ্বাপরায় লীলা—শ্রীমহাভারত ।

[উভয়ের প্রস্থান ।

যবনিকাপতন ।

সম্পূর্ণ

রাজা বিক্রমাদিত্য ।

(ঐতিহাসিক ও কিশদন্তীমূলক নাটক)

(A ROMANTIC TRAGI-COMEDY.)

"I held it ever,
Virtue and cunning were endowments greater
Than nobleness and riches : careless heirs
May the two latter darken and spend ;
But immortality attends the former,
Making a man god."

PERICLES, PRINCE OF TYRE.—Act iii. sc. 2.

বিজ্ঞাপন ।

আমি এ দিকে ক্রমান্বয়ে হরধনুর্ভঙ্গ, রামের বনবাস, যতুবংশধ্বংস এবং তরণীসেনবধ এই চারিখানি নাটক যে ছন্দে লিখিয়াছি, উহা আভিনয়িক অমিতাক্ষর পদ্যচ্ছন্দ । গত ১২৮৫ সালে মংপ্রণীত নিভৃতনিবাস কাব্যের এক স্থলে আমি ঐ ছন্দের কিয়দংশ লিখিয়াছিলাম । তখন ঐ ছন্দে বাঙ্গালা ভাষায় একখানিও নাটক প্রকাশিত হয় নাই । হরধনুর্ভঙ্গ নাটকের ভূমিকায় উক্ত ছন্দের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে বলিয়া, এখানে বেশী কিছু বলা নিশ্চয়োজন । ইংরাজি ভাষার অনেক নাটকে ঐরূপ আভিনয়িক ছন্দ দেখা যায় । সে কথাও উক্ত নাটকের ভূমিকায় বলা হইয়াছে । এখানে আরও কয়েকখানি নাটকের নামোল্লেখ করা যাইতেছে । কবিবর কাউপারের “আদম” (ADAM) নামক নাটক ; কবিবর লঙ্কেলের “গোল্ডেন লিজেণ্ড” (THE GOLDEN LEGEND), নাট্যকাব্যের কোন কোন অংশ ; কবিবর সেবিড্যান্ নোলসের “কেয়ুস গ্রাক্সস্” (CAIUS GRACCHUS), “ভার্জিনিয়স্” (VIRGINIUS), “উইলিয়ম্ টেল” (WILLIAM TELL), “আল্‌ফ্রেড্‌ দি গ্রেট্” (ALFRED THE GREAT), “দি হাঙ্ক ব্যাক্” (THE HUNCHBACK), “দি ওয়াইফ্” (THE WIFE), “দি বেগার অব্ বেথ্‌নাল গ্রীন” (THE BEGGAR OF BETHNAL GREEN), “দি ডটার্” (THE DAUGHTER) ইত্যাদি নাটক ঐরূপ ছন্দে রচিত ।

সম্প্রতি এই “রাজা বিক্রমাদিত্য” নাটকখানি আভিনয়িক ছন্দের পরিবর্তে নূতন ধরণের পদ্যে রচিত হইল । ইহা আভিনয়িক পদ্য-পঙ্ক্তি পদ্য । জুই এক স্থলে আভিনয়িক পদ্যচ্ছন্দ আছে, কিন্তু উহার ভাগ অতি অল্প । বাঙ্গালা ভাষায় আজ পর্যন্ত ঐরূপ পদ্য-পঙ্ক্তি পদ্য কোন নাটক প্রকাশিত হয় নাই । অভিনেতৃগণের পক্ষে পদ্য যেৰূপ সহজ অভ্যাসের সামগ্রী পদ্য সেরূপ নহে । এই নিমিত্ত আমি সহজে অভ্যস্ত হইবার হবিধার জন্য এই নূতন ধরণের পদ্য নাটক লিখিলাম । আমার বিবেচনায় প্রচলিত ধরণের পদ্যাপেক্ষা ঐরূপ পদ্য-পঙ্ক্তি

ধরণে গদ্য নাটক লিখিলে অভিনয় ও অভিনেতৃবর্গের পক্ষে অনেকটা সুবিধা হইতে পারে। বিশেষতঃ বাগ্‌বৃত্তি বা বাঙ্‌পুন্ট্রির (Prompting) পক্ষে এইরূপ গদ্য-পঙ্‌ক্তি যেমন অভিনয়-বাংলাত-নিবারণের সুগম উপায়, টানা গদ্য-পঙ্‌ক্তিতে তেমন হইতে পারে না।

বত্রিশসিংহাসন, বেতালপঞ্চবিংশতি গ্রন্থে মহারাজ বিক্রমাদিত্যের বিষয় যেরূপ ভাবে লিখিত হইয়াছে, এ নাটকের আদ্যোপান্ত তদনুরূপ নহে। ইহার কোন কোন স্থলে ঐ দুইখানি গ্রন্থের গল্পভাব আছে, কিন্তু অধিকাংশ স্থলে আমার স্বকপোলকল্পিত ঘটনা বিন্যস্ত করা হইয়াছে। পাঠকগণ এই নাটকের সহিত ঐ দুইখানি পুস্তক মিলাইয়া দেখিলেই তৎসমস্ত বুঝিতে পারিবেন।

শ্রীরাজকৃষ্ণ রায় ।

কলিকাতা,

১লা ভাদ্র, ১২৯১।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ ।

পুরুষ ।

শিব ।

বিক্রমাদিত্য ... উজ্জয়িনীর রাজা ।

শঙ্কু ... বিক্রমাদিত্যের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ।

দর্ভহারি ... বিক্রমাদিত্যের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ।

দৈবেশ্বর ... শঙ্কুর বিদূষক ।

দ্বী ... শিবাহুচর ।

দেবল ... বাহুবলনগরের রাজা ।

দাশানন্দ ... একজন যোগী ।

ক. ব্রাহ্মণ । মন্ত্রী । যক্ষ । তাল বেতাল । ভূত,

প্রত, পিশাচগণ । দেবল, দৌবারিক, রাজ-

হত্যগণ ইত্যাদি ।

স্ত্রী ।

গা ।

গুণ্ডা ।

রসতী ।

জলম্বী (লক্ষ্মী) ।

মুমতী ... বিক্রমাদিত্যের মহিষী ।

তাঁচী, তিলোত্তমা, উর্বশী, মিশ্রকেশী প্রভৃতি

সুরাগণ । গায়িকা ও নর্তকীগণ । যোগিনীগণ ।

সীগণ ইত্যাদি ।

প্রথম অঙ্ক ।

প্রথম দৃশ্য ।

"But, orderly to end where I begun,
Our wills and fates do so contrary run,
That our devices still are overthrown,
Our thoughts are ours, their ends none of our own."

HAMLET.—Act iii. sc. 2.

"I am disgrac'd, impeach'd, and baffled here,
Pierc'd to the soul with slander's venom'd
The which no balm can cure ; but this heart's
Which breath'd this poison."

RICHARD II.—Act i. sc. 1.

নিবিড় অরণ্যমধ্যস্থ শিবমন্দির ।

বিক্রমাদিত্য ।

বি।—ওঃ, কি ভয়ানক অন্ধকার !

একে কৃষ্ণকঙ্কের চতুর্দশী,

তা'তে আবার বৃক্ষের পর বৃক্ষ—অনন্ত বৃক্ষ ।

বিশাল আকাশের জীণালোক

অরণ্য-ছদ্মে প্রবেশ ক'ন্তে পাচ্ছে না ।

যত দূর দেখি—কেবল অন্ধকার ।

নৈশ সমীরণ সন্ সন্ শব্দে ব'চে,

রূপপত্র কল্পিত হ'ছে,
কিন্তু দেখে পাচ্ছি না।
আমার সহস্রমুখী আশাও এইরূপ।—
আশা কেবল হুলচে,
কিন্তু সফলতার দর্পণে দেখা দিচ্ছে না।
হা! আর কত দিন এই আশা—
আর কত দিনই বা
এই আশার নিষ্ফল দোলন!
রাজ্য, রাজৈর্ঘ্য, রাজসিংহাসন,
রাজনীতি, রাজধর্ম একেবারেই গেল!—
প্রজাগণ নিদারুণ অত্যাচারে—
সাধ্যাতীত কর-ভারে হাহাকার ক'ছে!
তবু আমার জ্যেষ্ঠভাতা মহারাজ শঙ্কু
পাণের শঙ্কায় শঙ্কিত হ'ছেন না!
ছি ছি, কি লজ্জা!—কি হুণা!
কৃত্রিম নামে কলঙ্ক অঙ্কিত ক'রে
কিরূপে তিনি এখনো বাঁচতে ইচ্ছা করেন?
হা দেবাদিদেব মহাদেব!
হয় মহারাজ শঙ্কুর চিত্ত পরিবর্তন কর,
নয় আমার হস্তে রাজ্য অর্পণ কর;
আর আমি
প্রজাদের আর্তনাদ শুনতে পারি না,
মর্যাদাসিক যন্ত্রণা দেখতে পারি না,
আর উজ্জয়িনীর রাজলক্ষ্মীর
এত অবমাননাও সহ্য ক'তে পারি না।
যে রাজ্যে প্রজা কাঁদে,
সে রাজ্য নরক অপেক্ষাও ভয়ঙ্কর!
সে রাজ্যের রাজা—দস্যু রাক্ষস পিশাচ।
হা, কবে সদাশিব
উজ্জয়িনীর অশিব নাম করবেন?
কবে শত শত প্রাণীর প্রতি
মুখ তুলে চা'বেন?
কবে আমার মর্যাদাসিক কষ্ট নষ্ট করবেন?

(স্তব)

“শিবাকান্ত শস্তা শলাকাক্ষিণী
মহেশান শূলিন্ কটাকটধারিন্ ॥

ভগ্নেকো ভগ্নম্বাপকো বিধরূপ।
প্রসীদ প্রসীদ প্রভো পূর্ণরূপ ॥”

(প্রণাম)

(মেগধো শৃগাল-কোলাহল)

শিবাকান্ত হ'ছে,
দেখে দেখে দ্বিপ্রহর রজনী হ'ল।
যাই আলোক আনি,
প্রভুর মধ্যরাত্রিক আরতি ক'তে হ'বে।
জয় শিব শস্তো।

[প্রস্থান ।

দূরে শঙ্কু ও বিদূষকের প্রবেশ ।

শ।—ওঃ, বড় অন্ধকার!
বি।—মহারাজ! উৎকট অন্ধকার!
আপনি বোধ হয় তবু চোক বুজে আছেন,
আমি পাঁচ পাঁচ আঙুলে
হুঁহুটো পটোল-চেরা চোক চিরেও
কেবল ধোঁয়া দেখছি।
শ।—ভয় হ'লেই লোকে ধোঁয়া দেখে।
বি।—তাই তো দেখছি।
শ।—তবে তুমি এলে কেন?
বি।—এলেম কি আর সাথে?
আপনি ছাড়লেন কই?
শ।—এত দূর
বোবার মত কি একলা আসা যায়?
এক জন বাক্সদী সঙ্গে থাকা ভাল।
বি।—আজ্ঞে তা' বটে।
কিন্তু যে জমুলে অন্ধকার,
এখন আমি অবাক্সদী!
শ।—না না, ভয় কি?
হুঁটো ভাল কথা কও।
বি।—আজ না,
কাল দিনের বেলায় রাজসভায়।
এখন বাজে কথার চেয়ে
কাজের কথা কই—
রাম! রাম! রাম! রাম!

(দ্বিতীয়)—আজ গভিক বড় ভাল নয় ।

গণকায়ের কথা—অগ্নি না ;

না জানি কি একটা খিঁজাট বা ষটে !

(প্রকাশে)—মহারাজ !

আমার ধড়ের ভিতর প্রাণ,

প্রাণের ভিতর ভয়—ভারি ভয় !

কারণ বা কান নাচে ।

শঙ্কু ।—কি কি ? বা কান নাচে ?

মানুষের কখনো কান নাচে ?

পশুরই কান নাচে বা নড়ে ।

বিদু ।—এও বা তাই ?

শঙ্কু ।—দর, মূর্খ !

বিদু ।—(স্বপ্নত)—

কি করে এটার কাছ থেকে পালাই ?

পুরুষের বা চোক, বা হাত নাচা নন্দ,

কিন্তু তা' বড় পুরোণো কথা,

তাইতে নতুন কথা বা কান নাচা হুল্লম;

রাজার এতে খুব ভয় হ'বে,—

আমায় ছেড়ে দেবে—

হয় তো আপনিও পালা'কে;

ও বাবা, তা' না হ'য়ে একেবারে উল্টো !

ঠিক কথা—

“পাঁপুড়ের পালক ওঠে মরিবার তরে !”

তা যে মরে, সে মরুক,

আমি কেন মিছি মিছি ম'রবো ?

হুঁ, বা'র খেয়ে বাঁচবার আশা করি,

তা র জন্যে আবার ম'রবো !

আমি পালাবোই পালাবো ;

কিন্তু খালি হাতে নয় ।

রাজার তো দেখি দফা রক্ষা ।

আমি এর পর কোথায় দাঁড়াবো ?

কি থাকবো ?

অলঙ্কারগুলো ভোগা দিয়ে নিয়ে যাই ।

বেচে চের টাকা হ'বে,

এ জন্ম খুব সুখে কেটে যাবে ।

তবে দি ভোগা ।

(প্রকাশে)—মহারাজ !

আপনি তো হুঃসাহসিক কাজটা করবেনই,

তা করাও উচিত ।

আপনার রাষ্ট্রসিংহাসন অন্যে নেবে,

এও কখনো হ'তে পারে ?

কিন্তু আপনার বা'তে সুবিধে হয়,

আমার তাই আন্তরিক ইচ্ছে ।

আপনি হীরে মুক্তোর মালা,

বীরবোলা আর বালা আমার হাতে দিন ;

আমি মুকিয়ে রাধি ।

শঙ্কু ।—মুকিয়ে রাষ্ট্রবার কারণ ?

বিদু ।—আপনি এখনও বুঝতে পারেন না ?

শুনুন,

হীরে মুক্তোগুলো বাকমুকু ক'রে,

সুতরাং

আপনার অঙ্গকারে আসাও বা—

না আসাও তা ।

যদি কুমার বিক্রমাদিত্য দেহে পান,

আর বাকমুকানি কে না দেহে পায় ?

হীরে মুক্তোর বাকমুকানি

অঙ্গেও দেহে পার,

তা অন্যে পরে কা কথা ?

তা হ'লেই আর তিনি কাছে ঘেঁসবেন না,

মা'বে পড়বেন ।

সুতরাং আপনাকে নিষ্কল ফিতে হ'বে ।

শঙ্কু ।—যুক্তি মন্দ নয় ।

আচ্ছা, এই লও—সাবধানে রাখ ।

বিদু ।—সাবধান ব'লে সাবধান,

ধা'বার জিনিষ হ'লে পেটে রাষ্ট্রভেদ ।

(রত্নালঙ্কারগুলি লইয়া)—

এই দেখুন, মহারাজ ! গাট-অটুনি ।

শঙ্কু ।—(অগ্রসর হইয়া)—বয়স্য !

কই, কত দূরে সে মন্দির ?

বিদু ।—তাই তো মহারাজ !

ভূষো কালির মত যে অঙ্গকার,

আমার দ্বিবিদিক্ জ্ঞান নেই ।

আচ্ছা, আপনি ঐ দিক্টে খুঁজুন দেখি,
আমি এই দিক্টেই যাই।
শঙ্কু।—বেশ ক'রে খুঁজে দেখ।
বিদু।—আজ্ঞে, তা আবার বলতে।
(স্বগত)।—আগে বাড়ী যা'বার পথ খুঁজি,
তা'র পর তোমার মন্দির।
আপনি বাঁচলে বাবার নাম।
(প্রকাশে)।—আপনি ঐ দক্ষিণ দিকে যান।

[প্রস্থান।

শঙ্কু।—(কিয়দূর অগ্রসর হইয়া)।—

কি দুর্ভেদ্য অন্ধকার !
কিন্তু এ অপেক্ষাও ভয়ানক অন্ধকার আছে।
সে অন্ধকার কোথা ?—আমার প্রাণে।
আবার সূর্যোদয় হ'বে,
আর এই জড়প্রকৃতির অন্ধকারও যা'বে,
কিন্তু আমার প্রাণের অন্ধকার ?
ও ! সে অন্ধকার
এ অন্ধকার যা'বার পূর্বেই যা'বে।
একবার নৃশংসকে দোঁতে পেলেন হয়।

(বিশেষরূপে দেখিয়া)।—

ও কি ? ষেতবর্ণ কি একটা না ?
আমার প্রাণের অন্ধকারে
অতিহুম্ম আশার ন্যায়
বহিঃপ্রকৃতির অন্ধকারে ও কি ষেতবর্ণ ?
দেখি দেখি।

(আরও অগ্রসর হইয়া)।—

এই যে ক্ষীণ ষেতবর্ণ আরও স্পষ্ট হ'ল,
এই যে ওর সঙ্গে সঙ্গে
আমার ক্ষীণ আশাও পুষ্ট হ'ল।
এতক্ষণে বুঝতে পার্লেম—
এ সেই শিবমন্দির।
জ্যোতিষের বাক্য যথার্থ।
আহা, আমি না বুঝে
জ্যোতির্বেষ্টাকে কারাবদ্ধ ক'রেছি।
আমার অভিলাষ পূর্ণ ক'রে

অদ্যই নির্দোষ তাক্ষণকে মুক্ত ক'রবো—
আশাতীত পারিতোষিক দেবো।

ওঃ ! কি ভয়ানক ছলবুদ্ধি !
দুরাত্মা বিক্রমাদিত্য মৃগয়ার নাম ক'রে
এ হেন হত্যাকাণ্ডে নিমুক্ত হ'য়েছে !
আজ আর তা'র নিস্তার নাই।

(মন্দিরধারে উপস্থিত হইয়া)।—

এই যে রাশি রাশি বিশ্বদলে
বিক্রমাদিত্য শিবপূজা ক'রে গেছে ;
দ্বার পর্যন্ত বিশ্বপত্র ছড়াছড়ি।

ওঃ ! কি ভয়ানক ইচ্ছা !
আমাকে হত্যা ক'রে রাজ্যলাভ !
আরে শ্রমশানবাসী ভণ্ড দেবতা !
আরে হৃদয় উন্মত্ত !
এই বুঝি তো'র দেবানুগ্রহ—
এক জনের সর্পনাশ ক'রে
আর এক জনের উপকার করা ?
না হ'বে কেন ?
যা'র মৃত্তি কঠিন পায়ামনস,
তা'র আবার সাক্ষীজনীন দয়া কোথা ?

ভাল,
আজ তো'র কঠিন মৃত্তি
শত ধণ্ডে চূর্ণ ক'রবো !
দে তো'র বিক্রমাদিত্যকে রাজ্য দে !

(শিবমূর্ত্তি চূর্ণকরণ)

এইবার আত্মক দুরাত্মা বিক্রম,
তা'র ইষ্ট দেবতা শিবের মত
তা'রো দশা হ'বে।
আমি এখন এক কাজ করি,—
আমার কাছে যে মন্ত্রপুত অস্ত্রের আছে,
তাই দিয়ে এখানে সাতটা রেখা আঁকি।
বিক্রমাদিত্য যেমন সেই রেখার পা দেবে,
অগ্নি মুছিত হ'য়ে প'ড়বে ;
আর আমি এই ছুরিকায়
তা'র রাজ্যশাভের আশা পূর্ণ ক'রবো।

(অস্ত্র দিয়া ভূতলে সাতটি রেখা আঁক

(নেপথ্য গীত)

ভক্ত রে মন, ভূতনাথ ভবভয়-বারণ ;
আদিদেব শূলপাণি ত্রিপুরাসুরমারণ ।

পরিত্রিত মূঢ় বাঘছাল,
জটপট জটজুটজাল,
কালরূপ কাল-কাল,
বালি-মাল-বারণ ।

অলিত-অলন-চন্দ্র-ভাল,
লোকনাথ লোকপাল,
দীনশরণ শিব দয়াল,
সকল-কলুষহারণ ।

কসিত-রক্ত-জ্বিনিত রূপ,
গঙ্গাধর ভূপতুপ,
গীতরসিক ভক্তিকুপ,
চিরমঙ্গলকারণ ।

ভিমি ভিমি ঘন ডমক-বোল,
শঙ্কনাথ ঘোর রোল,
আধ-মিলিত নয়ন লোল,
পাতকিন্তনভারণ ।

এই যে ভাহুরাজ্যলোচী পাপাত্মা আসচে ;
আমি একই অন্তরালে যাই ।

(রুক্মাস্তুরালে লুকায়িত হওন)

বিক্রমাদিত্যের পুনঃপ্রবেশ ।

বিক্রম ।—এ কি !

খণ্ড খণ্ড শিবমূর্তি !

হায় হায়,

আমাকে মহাপাপী ভেবে

সম্বাশিব কি অশিব হ'লেন ?

আমার পাপে

মূর্তিভেদ করে কি অন্তর্ধান ক'লেন ?

হা আদিদেব ! হা প্রভো !

দৈববাণী ।—সাবধান হও, ভক্ত !

সম্মুখে অঙ্গার-রেখা,

সাবধান, সাবধান,

ও রেখায় পা দিও না—পা দিও না,

সর্গনাশ ঘটবে—মৃত্যু হ'বে ।

শিবদেবী শত্রু লুকায়িত ।

মন্দির থেকে শীঘ্র আমার ত্রিশূল লও ;

বাও বাও—যার বক্ষে,

রক্তের আড়ালে শত্রু ।

বড় অপমান ক রেছে আমার,

না দিও নিস্তার তা'রে,

কর কর অচিরে সংহার ।

বিক্রম ।—কি !—শত্রু—শত্রু—শিবশত্রু !

আমার শত্রু !

কই কই ? কই সে পামর ?

(মন্দিরমধ্যে প্রবেশ ও ত্রিশূল

লইয়া বহিরাগমন)

কোথা শত্রু ?—কোথা শত্রু ?

আয় আয়, হুরাচার !

(রক্তের দিকে অগ্রসর হইয়া)—

ওই না ?—ওই না ?

আরে আরে শিবশত্রু !

এত গর্ব তোর ?—এত স্পর্কা তোর ?

(রুক্মাস্তুরাল হইতে শঙ্কর বহির্গত হইয়া

পালারনোদ্যোগ)

মঢ় ! কোথায় পালারবি ?

শঙ্কু ।—হায় হায়, এ কি রে বিভ্রাট !

মেরো না—মেরো না—

প্রাণ দাও—শত্রু নই আমি !

ছেড়ে দাও—ক্ষমা কর, পালাই পালাই ।

বিক্রম ।—শিবমূর্তি চূর্ণ করে কোথায় পালারবি ?

এই কর্ণের মতন প্রতিফল ।

(দক্ষঃস্থলে ত্রিশূলপ্রহার)

শঙ্কু ।—(মর্যাদাসিক আঘাতে ভূতলে পতিত
হইয়া)—

ও !—বড় যত্না !—বাই !

বিক্রম ! ভাই ! শঙ্কু আমি !

বাও রাজা হও ।

(মৃত্যু)

বিক্রম।—এ কি!—এ কি!

হায় হায়, একি ক'ল্লেম!—

দাদা!—দাদা!

ছি ছি!—কি অন্যায় কাজ ক'ল্লেম!

ধিক্ আমাকে!

আমি মহাপাপী ভ্রাতৃঘাতী!

হা দেবাদিদেব মহাদেব!

এ কি হ'ল!—হায় হায়!

আমি তো

অগ্রজকে বিনাশ করবার ইচ্ছা করি নাই,

আমার ইচ্ছা—

রাজ্য পাব,

প্রজাগণকে পুত্রের ন্যায় পালন ক'রবো।

হা মহাদেব!

অগ্রজের আশা-সামান্য

আশা ক'রেছিলেম বলে কি

সেই পাপে ভ্রাতৃহত্যা ক'ল্লেম—

পাপের উপর পাপের মাত্রা বাড়া'লেম!

প্রভো!

আর আমার রাজ্যে কাজ নাই,

তোমার ত্রিশূলের আঘাতে হুই ভাই হুই দাই।

(আত্মহত্যার নিমিত্ত ত্রিশূল-সংকলন)

সহসা মন্দিরমধ্য হইতে শিবের

বহিরাগমন)

শিব।—(দিক্‌মান্দিবোর হস্তধারণ করিয়া)—

বৎস! কাস্ত হও,

কেন কর আত্মনাশ?

ভ্রাতৃঘাতী পাপী নহ তুমি।

জ্যোতিষের স্রষ্টা আমি,

ভাগ্যকলাকল—জন্ম মৃত্যু—সুখ দুঃখ

জীবগণে আমি দিয়ে থাকি।

তব করে শঙ্কুর মরণ,

আমিই কারণ তার;

তুমি শুধু উপলক্ষ মাত্র।

বিক্রম।—(প্রণাম করিয়া)—প্রভো!

ভ্রাতৃশোক বড়ই কঠিন,

তা'তে পুন নিজহস্তে ভ্রাতৃহত্যা,

দারুণ যন্ত্রণা—নিদারুণ মনের বেদনা!

লোকালয়ে কেমন ক'রে যা'ব?

কেমন ক'রেই বা যুধ দেখা'ব?

হা মহারাজ শঙ্কু!—হা অগ্রজ!

শিব।—ভক্ত রে!

কি হেতু বিবর এত?

পূর্বজন্মে করিলি দারুণ তপ

পরজন্মে রাজ্য-আশা করি';

তোর তপে তুষ্ট হ'য়ে করিয়াছি বরদান।

এইবার পূর্ণ সেই বর।

সহায় রহিহু আমি,

না হ'বে কলঙ্ক তোর ভ্রাতৃঘাতী বলি'।

এবে উজ্জয়িনী নগরীতে গিয়ে

ভারত-সম্রাট হও।

কীর্তি তোর চিরকাল র'বে,

কর্ণ মম দাতা হ'বি তুই,

নিজ নামে 'সংবৎ' স্বজিয়া

অমর হইয়া রা'বি মেদিনীমণ্ডলে।

বিক্রম।—দয়ামর!

তুমি ভক্তের ভরসা

তোমার ইচ্ছা, তোমার ধীলা

সুন্দ মানব-বুদ্ধির অসিদ্ধতা

তুমি সেকপে চালিত ক'রবে,

তোমার এ দাস সেইরূপেই চালিত হ'বে।

প্রণিতাপ করি রাগা পায়।

(শিবের অন্তর্ধান)

হা, অগ্রজ!

অহো, কি নিষ্ঠুর আমি!

ছি ছি, আমি মানব-পিশাচ!

ধিক্ জন্ম রাজকুলে।

ধিক্ রাজ্য-আশা!

আমি আর এ অরণ্য হ'তে যা'ব না।

না—শিববাক্য লজ্জ বা কেমনে?

‘হে সর্কজ্ঞ মহেশ্বর,
ভাল মঙ্গ তুমিই জান ।

(নেপথ্যে পুনঃপুনঃ শুষ্কার শব্দ)

বিদু।—(নেপথ্যে)—

ও বাবা ! ও বাবা ! বাবা রে !

বিক্রম।—ও কি ! দেখি দেখি ।

(গমনোদ্যোগ)

বেগে বিদুষকের পুনঃপ্রবেশ ।

কে তুমি ?

বিদু।—(সভয়ে, স্বগত)—এইবার গেছি—

ও দিকে ভূত !—এ দিকে বম-দূত !

আজ শনিবার অমাবস্যা,

শকু বুঝি আমার দোসর ক’রে !

জাহি মধুসূদন !—জাহি মধুসূদন !

(কম্পন)

বিক্রম।—কি হ’য়েছে ?—কে তুমি ?

বিদু।—আজ্ঞে—আমি—আমি—

বিক্রম।—(স্বগত)—পরিচিত কণ্ঠ বোধ হ’চ্ছে না ?

(প্রকাশে)—

তোমাকে আমি যেন কোথাও দেখেছি ।

বিদু।—(স্বগত)—সর্কনাশ !

অন্ধকারেও চিনতে পেরেচে ।

জ্ঞানান দি, নৈলে বিপদ ঘটবে ।

যে অন্ধকারে চিনতে পারে,

তার কাছে মুকোচুরি থাকবে না ।

(প্রকাশে)—আজ্ঞে, আমি যে সেই ।

বিক্রম।—সেই কে ?

বিদু।—আজ্ঞে, উদরের্বর !

বিক্রম।—কে ? উদরের্বর ?

নিষ্ঠুর ব্রাহ্মণ !

আজ পাপের প্রায়শ্চিত্ত হ’বে ।

বিদু।—আজ্ঞে, সে কি ?

আমি পাপী নই, বরং আপনার হিতৈষী ।

আপনার অগ্রজ মহারাজ শঙ্কু

আপনাকে হত্যা ক’রে এসেছেন ;

আমি তাই জা

তাড়াতাড়ি আ,

আপনাকে সতর্ক ক,

কত খুঁজলেম, কিন্তু দে

যা’ হোক, এখন সাক্ষাৎ দে

আপনি খুব সাবধানে থাকুন ।

বিক্রম।—হাতে ও কি ?

বিদু।—(স্বগত)—এই রে, দেখেচে !

(উত্তরীয় সমেত অলঙ্কারগুলি

ভূতলে নিক্ষেপ)

(প্রকাশে)—আজ্ঞে, কিছু না,

কাঁপুনিতে হাতময় কাপড় জড়িয়ে গেছে ।

(কাঁপিতে কাঁপিতে)—রাম রাম রাম !

যে অন্ধকার ! যে ভূতের উৎপাত !

রাম রাম রাম !

চলুন, ঐ দিকে যাই ।

বিক্রম।—(নিষ্কপ্ত সালস্কার উত্তরীয় উত্তোলন
করিয়)—

এ কি নিক্ষেপ ক’রে ?

এত ভারী কেন ?

বিদু।—(স্বগত)—এইবার সার্বলে রে,

গহনাগুলো শেষে শক্রে হ’ল দেখছি ।

স’রে পড়ি,

একটু পাশ্ কাটাতে পায়ে হয়,

তার পর অন্ধকারে আর কে পায় ?

(প্রকাশে)—কি জানি ওটা কি,

ওটা এইখানে প’ড়েছিল ;

আমার পায় ঝিক্কিনে ধ’রেচে,

আনি ঐ গাছটার ঠেস দিয়ে বসি ।

(গমনোদ্যোগ)

বিক্রম।—(বলে হস্ত আকর্ষণ করিয়া)—

দাঁড়াও ;—যাও কোথা ?

(নিজ কুক্ষিদেবে বিদুষকের হস্ত

চাপিয়া ধরিয়া)—

এ কি, তুমি ?

বিক্রম ।—যে বহুমূল্য অলঙ্কার !—রাজভূষণ !

হায়, ছুরাঙ্গা নরপণ্ড !

দীর্ঘ-সাধনের কি এই উপায় ?

হি তোদের মত মুর্থদের

তোষামোদে—কুপরামর্শে

মহারাজ শঙ্কু

রাজনামের অযোগ্য হ'য়েছিলেন,

তোরাই তাঁ'র অধঃপাতের মূল,

বিশেষতঃ, তুই মূলের মূল,

আমি তোকে খুব চিনি,

এই দ্যাক্ষ, তোরাই দোষে মহারাজ শঙ্কু

আজ ইহলোকে নাই ।

পিশাচ ! কি ব'লবো, তুই ব্রাহ্মণ,

নৈলে আজ তোকে শত খণ্ড কর্তেম !

দূর হ, আমার দৃষ্টিপথ থেকে দূর হ ।

বিদু ।—(সরোষে, স্বগত)—

ওঃ, এত অপমান কখন হয় নি,

প্রাণে বড় আঘাত লাগলো !

আমাকে 'দূর হ' ব'লে !

আচ্ছা, থাক্ বিক্রমাদিত্য !

এক দিন না এক দিন এর প্রতিশোধ পাবি,

যেমন তেমন প্রতিশোধ নয়—

আমা হ'তে শঙ্কু ম'রেচে বলচিস,

আমা হ'তে তোকেও ম'রতে হ'বে !

আমি তোকে নিপাত করবো করবো করবো !

বিক্রম ।—এখনও যে দাঁড়িয়ে আছিস ?

দূর হ, ছুরাঙ্গা !

(সবলে দূরীকরণ)

বিদু ।—(সরোষে, স্বগত)—

এ অপমান কখনও ভুলবো না ।

[প্রস্থান ।

বিক্রম ।—অগ্রে অগ্রজের মৃতদেহ সংস্কার করে,

পরে উজ্জয়িনী যাই ।

[শঙ্কুর মৃতদেহ লইয়া প্রস্থান ।

দ্বিতীয় দৃশ্য ।

"To run upon the sharp wind of the north."
TEMPEST.—Act iii. sc. 2.

ধান্যক্ষেত্র—পার্শ্বে পুষ্করিণী ।

শূন্যে ঘূতাচী অপ্সারার প্রবেশ ।

ঘূতাচী ।—উজ্জয়িনীর রাজলক্ষ্মী

আমাকে যেরূপ আদেশ ক'রেছিলেন,

তা' তো পালন ক'লেম ।

নিবিড় বনে শিবের ত্রিশূলে

শঙ্কু ইহলোক ত্যাগ ক'রেচে ।

যাই, কমল-বনে গিয়ে দেবীকে এ কথা বলি

(গীত)

আয় রে হাওয়া হেলে ছলে ।

নিরে যা সেখান দূর আশায় তুলে শীতল কোলে ।

সন্সনিয়ে যা' রে চ'লে,

দেখ'বো আমি কেমন দোলে

চোর দোলনে আড়-নয়নে যন্ত্রণা ফুল ঘোঁটা গুলে ।

[শূন্যে প্রস্থান ।

তৃতীয় দৃশ্য ।

"Ram thou thy faithful longings in mine ears."
ANTONY AND CLEOPATRA.—Act iii. sc. 1.

কমল-বন ।

একটি বৃহৎ পদ্মোপরি রাজলক্ষ্মী উপবিষ্টা

অলসুয়া, তিলোত্তমা, উর্ধ্বসী, মিশ্র-

কেশী প্রভৃতি অপ্সরাগণ ইতস্ততঃ

দণ্ডায়মানা ।

অপ্সরাগণ ।— (মৃত্যুসহ গীত)

শত শত শতদল

জলে করে টলমল,

নীল জল ঢল ঢল অধিরল করি'ছে ।

শত শতদল ত্রিনি'

শত-লোভা-বিকাসিনী

রাজেশ্বরী রাজলক্ষ্মী মরোজে বিরাজি'ছে ।

জমর ভূমরী ভুঞ্জরি' ধায়,
শতদল-ভ্রমে লুটার পায়,
কমলা হাসিয়ে চায়;
ভূমর-ভুঞ্জন-সনে নুপুর বাজি'ছে ॥

শূন্যে ঘুতাচীর প্রবেশ ।

গাচী।—প্রণিপাত করি রাজা পায় ।

জ।—কি সংবাদ, ঘুতাচি ?

হুঃখহর হর কি ক'লেন ?

গাচী।—হুঃখ হরণ ক'রেছেন ।

জ।—শঙ্কর শঙ্কা হ'তে

ভগবান্ নিস্তার ক'রেছেন ?

গাচী।—আপনার অনুগত পুত্র

কুমার বিক্রমাদিত্য

শিবের আদেশে শঙ্কুকে বিনাশ ক'রেছেন ।

লো।—ভাই হ'য়ে ভাইকে মার্লেন !

গাচী।—তা'র কোন দোষ নাই ;

শঙ্কু হ'তে মহাদেব অপমানিত হ'য়ে

এ কার্য ক'রেছেন ।

লো।—বল কি, নিজে মহাদেব এমন কল্লেন !

জ।—তিলোত্তমা !

কেন এত বিস্মিত হ'চ্চ ?

শিবের কি অপরাধ ?

তিনি ক্ষমার দেবতা,

যখন যা' ভাল বুঝবেন, তা'ই ক'রবেন ।

মঙ্গলময় মহাদেব

জগতের মঙ্গলই ক'রে থাকেন ।

লোকে বুঝতে পারে না,

তাই তা'র কার্যে সন্দেহ করে ।

শঙ্কু রাজনামের অযোগ্য ছিল,

অত্যাচারী ছিল—দেবনিষ্পেক ছিল,

আমি তা'র রাজত্বে সুখী হই নাই ।

তিলোত্তমা, রাজসিংহাসনে রাজা হ'য়ে

রাজকার্য করা—প্রজাপালন করা

যা'র তা'র কর্তব্য নয় ।

তা' যদি হ'ত, তবে প্রজা নাম উঠে যেতো ;

দেখতে—এক এক জন এক এক রাজা ।

তিলো।—দেবি ! আমরা স্ট্র,

কিন্তু সৃষ্টি কি বুঝি না ।

রাজ।—(সহাস্যে)—তিলোত্তমা !

রমণী নিজে সৃষ্টি বুঝে না বটে,

কিন্তু পুরুষকে সৃষ্টির মহিমা বুঝায় ।

তা' যাক্, এখন তোমরা সবাই মিলে

আমার সঙ্গে উজ্জয়িনী চল ।

কুমার বিক্রমাদিত্যকে

জম্বুদ্বীপের রাজসিংহাসনে বসাবো,

সার্কর্ভোম সম্রাট্ ক'রবো ।

ঘুতাচি ! তুমি আগে যাও,

দেখ, বিক্রমাদিত্য নগরে এসেছে কি না ।

ঘুতাচী।—যথা আজ্ঞা, দেবি !

[ঘুতাচীর শূন্যে প্রস্থান ।

অঙ্গরাগণ ।— (গীত)

যাদের প্রাণে অপার দয়া,

বাণিতরা নরভূমে দীন হীনে পায় গাছের ছায়া ।

যে দিকে মা যায় চ'লে,

সে দিকে মোগা ফলে,

ফুল ফোটে শুকনো ডালে,

মায়াবীর এন্নি মায়া ।

[সকলের প্রস্থান ।

চতুর্থ দৃশ্য ।

"May he live !
Longer than I have time to tell his years !
Ever belov'd and loving may his rule be !
And when old Time shall lead him to his end,
Goodness and he fill up one monument !"
HENRY VIII.—Act ii, sc. 1.

উজ্জয়িনী নগরী—শয়ন-কক্ষ ।

পর্যাক্ষোপরি বিক্রমাদিত্য নিদ্রিত ।

অলম্বা, তিলোত্তমা, ঘুতাচী, উর্কসী,

মিশ্রকেশী প্রভৃতি অঙ্গরাগণের

সহিত রাজলক্ষ্মীর প্রবেশ ।

রাজ।—উর্কসি !

এখনো মহারাজ বিক্রমাদিত্য নিদ্রিত,
এই ঘুমন্ত অবস্থাতেই
এঁর কপালে রাজটীকা দেবো।
দাও, চন্দনের বাটী দাও।
উরুসী।—এই নিম্ন, দেবি !

(চন্দন প্রদান)

রাজ।—(মুহূৰ্ত্তে)—মহারাজ !
আশীর্বাদ করি —
তুমি জগদ্বিখ্যাত সম্রাট হও ;
দিন দিন রাজশুণে মণ্ডিত হও ;
আমি তোমার গৃহে অচলা হ'য়ে রইলেম।

(লোহিত-জ্যোতিঃ-প্রকাশ)

বিক্রম।—(জাগরিত হইয়া)—
এ কি ! এ কি !
আমি কি দ্বন্দ্বরাজ্যে এসেছি ?
না না ;—এঁরা কারা ?
(উত্থিত হইয়া)—কে আপনারা ?
আপনি কে ?—দেবী ?

রাজ।—মহারাজ !
আমি রাজলক্ষ্মী।
তোমার কপালে রাজটীকা দিলেম।
ধর্ম্মে তোমার মতি থাক্লে
আমি তোমার গৃহে অচলা থাক্বে।
তোমার মঙ্গল হৌক্।

বিক্রম।—(প্রণাম করিয়া)—মা !
আমি তোমার আদেশমত কার্য্য করবো,
তাঁতে ধর্ম্ম হয় কি অধর্ম্ম হয়, জানি না,
ধর্ম্মাধর্ম্মের ভায় তোমার উপর।
কিন্তু এক্ষণে একটি নিবেদন—

রাজ।—বল, বৎস !

বিক্রম।—মা ! আমার নিতান্ত ইচ্ছা—
তোমাদের সাপত্নিক বিবাহ না থাকে ;
বিশেষতঃ তোমার এই অমুগত পুত্রের গৃহে
তোমার সপত্নী সরস্বতী দেবীর সহিত

তোমাকে থাকতে হ'বে।

জননি !

তুমি আমাকে ঐশ্বর্য্য দান করবে,
কিন্তু আমি যদি যক্ষের মত
কেবল উহা রক্ষা করি,
তবে তোমারও লাভ নাই,
আমারও লাভ নাই।

জননি !

অর্থের যথার্থ সহায় না হ'লে
অর্থের অর্থ—নিরর্থক !
মা ! তুমি ধন দাও,
আর আমি সেই ধনে সরস্বতীর সেবা করি ;
আমার রাজ্য
কবি ও পণ্ডিতমণ্ডলীময় হৌক।

তোমার প্রতি আর সরস্বতী দেবীর প্রতি
আমার মাতৃবিমাতৃ ভাবে ঘেন না থাকে।
তোমাদের উভয়কেই মা বলে ডাক্বে।

রাজ।—বৎস !

আমি সন্তুষ্ট হ'য়ে সম্মত হ'য়েম।

অঙ্গরাগণ।— (গীত)

ছেলের কথা মধ্ব-গীতা হ'য়ে গেল মায়ের প্রাণে।
মা আমাদের থাক্লে হেথা আমাদের সংসা মনে
মায়ের সর্ব্ব ছিলে
সংসাকে অবহেলে,
এ ছেলে নয় সে ছেলে, এমন ছেলে আর দেখিনে ;
ধনে শুণে সমান হ'য়ে রাখ'বে যখন ধরাধামে ।

[সকলের প্রস্থান ।

ইতি রাজ্য-লাভ-নাম প্রথমোক্ত ।

দ্বিতীয় অঙ্ক ।

প্রথম দৃশ্য ।

—Fortune, in her shift and change of mood,
turns down her late beloved."

TIMON OF ATHENS.—Act. i, sc. 1.

কৈলাস পর্বত ।

শিলাতলে শিবচূর্ণা উপবিষ্ট ।

দূরে ত্রিশূলহস্তে নন্দী দণ্ডায়মান ।

দে। —

(দীত)

দক্ষিণে জটুজাল,
বদন অচল অনল-ভাল,
দলদল লোল হাড়-মাল,
অগ্নির চর রাজে ।
হাসে বামা জগত-জ্ঞানী,
শিব-সর্বোত্তম গৌরবরণী,
শ্রেমে হৃৎজন করি'ছে স্বজন
ভুবন জীবন-সাজে ।

ব। — শিবানি !

আমার এবং তোমার পরন ভক্ত বিক্রমাদিত্য
রাজা হ'য়েছে ।

আমি তা'র পূজায় তুষ্ট হ'য়েছি ।

বা তে তা'র মঙ্গল হয়,

তাই আমার আশ্রয় ইচ্ছা ।

দেবি !

আমি যেমন তা'র সহায়,

তোমাকেও তেমন হ'তে হ'বে ।

শকরি !

বিক্রমাদিত্য এক দিন দারুণ সঙ্কটে পড়'বে ।

সে দুর্দিন আস্তে বড় বিলম্ব নাই ।

ভূমি বই সে সময়ে সে উদ্ধার পা বে না ।

। — প্রভু ! আমি তোমার দাসী,

ভূমি বা' ব'ল্বে, আমি তা'ই ক'রবো ।

শতির আজ্ঞা পালন করাই সত্তার ধর্ম ।

শিব। — দেবি ! এই গুণেই তুমি আদর্শ সত্তা ।

এখন একটি কার্য্য করি ; —

রাজা বাহবলের গৃহে

একখানি অদ্বুত সিংহাসন আছে ।

দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা

আমার আজ্ঞায় ঐ সিংহাসন গ'ড়েছেন ।

আমি দেবরাজ ইন্দ্রকে তা' দিয়েছিলেম,

ইন্দ্র আবার বাহবল রাজাকে দিয়েছেন ।

দ্বাত্রিংশ-পুত্রলিকার মন্তকোপরি

সেই অপূর্ণ সিংহাসন স্থাপিত ।

যে ব্যক্তি সেই সিংহাসনে উপবেশন করে,

সে সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর রাজা হয় ।

এখন বাহবল রাজা পৃথিবীশ্বর ;

কিন্তু তা'র ভাণ্ডে আর সে সুখ নাই ।

এখন বিক্রমাদিত্যকে

সেই সিংহাসন দিতে হ'বে ।

চূর্ণা। — কেন, প্রভু ?

এক জনকে বত্রিশ-সিংহাসন দান ক'রে,

আবার আর এক জনকে কেন দেবে ?

শিব। — দেবি !

পদপ্রকালন না ক'রে

সেই সিংহাসনে আরোহণ ক'লে,

আমার অপমান করা হয় ;

এ কথা বাহবলকে ব'লে দেওয়া হ'য়েছিল ।

কিন্তু যে দিন রাত্রিকালে

উজ্জয়িনীর রাজলক্ষ্মী

নিদ্র হস্তে নিদ্রিত বিক্রমাদিত্যের কপালে

রাজতীকা দিয়েছিলেন,

সেই দিনের পরদিন প্রভাতে

বাহবল অধোত পড়ে

সেই সিংহাসনে আরোহণ ক'রেছিল,

সুতরাং সে আর তা'র যোগ্য নয় ।

চূর্ণা। — দয়াময়,

সিংহাসন কিরে নিলে বে ।

বাহবল হুণ্ডিত হ'বে ।

শিব। — দেবি !

বাহুবল সঙ্কট হ'য়ে
বিক্রমাদিত্যকে সেই সিংহাসন দেবে।
আমি তাঁর কৌশল ক'ছি।
নন্দী !

নন্দী।—প্রভো !
শিব।—তুমি মায়া-মৃগ-রূপ ধারণ কর।
তাঁর পর যাঁ যাঁ ক'তে হ'বে,
তাঁ ব'লে দিব চল।

[নকলের প্রস্থান।]

দ্বিতীয় দৃশ্য।

"Sir, you are very welcome to our house,
It must appear in other ways than words,
Therefore I scant this breathing courtesy."

MERCHANT OF VENICE.—Act v. sc. 1.

উজ্জয়িনী নগরী—মহাকালের মন্দির।

বিক্রমাদিত্যের প্রবেশ।

বিক্রম।—(মহাকালকে প্রণাম করিয়া)—

হে দেবাদিদেব মহাদেব !
হে কালকাল মহাকাল !
গত রজনীতে স্বপ্ন দেখে অবশি
আমি যতন্তু অস্থির হ'য়েছি।
প্রভো !

এক জন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ
আমার নিকট মৃগমাংস প্রার্থনা ক'লেন ;
এমন সময়ে নিদ্রাভঙ্গ হ'ল,
আর আমি কিছুই জানতে পারেন্দ্ৰ না ;
ক্ষুধার্ত্ত ব্রাহ্মণ কোথায় চ'লে গেলেন,
আমি হ'তে তাঁর ক্ষুধাশান্তি হ'ল না,
এ অপেক্ষা আর আমার হুঃখ কি !
দয়াময় !

সেই বিপ্রকে কোথায় পা'ব ?
আমি তাঁকে মৃগমাংস ভোজন করিয়ে
আমার আত্মাকে দি ক'রে চরিতার্থ ক'রবো ?

হে সদাশিব !
ভক্তের বাসনা পূর্ণ কর ;
স্বপ্ন সত্য হোক, সত্যময় !
জনৈক দৌবারিকের প্রবেশ।

দৌ।—(অভিবাদন করিয়া)—মহারাজ !

বিক্রম।—কি সংবাদ ?

দৌ।—একটি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ উপস্থিত ;
তিনি আপনার কাছে আনতে চান।

বিক্রম।—বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ?

যাও, শীঘ্র তাঁকে এখানে আন।

[দৌবারিকের প্রস্থান।]

স্বপ্ন সত্য হ'লো সুখি।

হে মহাদেব !

ধন্য আপনার মহিমা !

ধন্য আপনার দয়। !

এক জন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের সন্নিতি

দৌবারিকের পুনঃপ্রবেশ।

বৃ-ব্রা।—মহারাজ !

বিক্রম।—প্রতিপাত করি পদে।

বৃ-ব্রা।—জয়োহস্ত।

বিক্রম।—মহাশয় কি প্রার্থনা ?

অনুমতি করুন,

এ দাম প্রাপ দিতে প্রস্তুত।

বৃ-ব্রা।—মহারাজ !

আমি ভুনেছি, আপনি বড় দাতা,

আমার অন্য কোন প্রার্থনা নাই,

কেবল একটি সামান্য ভিক্ষা।

বিক্রম।—আজ্ঞা করুন ?

বৃ-ব্রা।—আমি কিছু খেতে চাই।

বিক্রম।—কোন ভোজ্যদ্রব্যে আপনার ইচ্ছা ?

বৃ-ব্রা।—মৃগমাংস।

তুমি নিজে গিয়ে

অরণ্য হ'তে মৃগ শিকার ক'রে আন।

তোমার শিকার করা মৃগমাংস

আমি খীকার ক'রবো।

অন্যের শিকার করা মাংস দিও না,
দিলে খাব না।

বিক্রম ।—যে আজ্ঞে,

আজই আমি যুগ-শিকারে যাব।

আপনি এ দাসের গৃহে চলুন।

(স্বগত)—এই বিপ্র-মুন্ডিই স্বপ্নে দেখেছি।

শিবের ইচ্ছায় আশা পূর্ণ হলো।

[সকলের প্রস্থান ।

তৃতীয় দৃশ্য ।

"The play's the thing,
Wherein I'll catch the conscience of the king."

HAMLET—Act ii. sc. 2.

অরণ্য ।

শিব ও নন্দীর প্রবেশ ।

শিব ।—নন্দী !

আমি বুদ্ধ-ব্রাহ্মণ-বেশে

রাজা বিক্রমাদিত্যকে পীকৃত করিয়েছি।

অদ্যই তিনি যুগযায় যাবেন।

তুমি শীঘ্র গিয়ে

মায়ানুগ হ'য়ে বনে বনে ভ্রমণ কর ।

নন্দী ।—যথা আজ্ঞা, প্রভো !

শিব ।—নন্দী ! আর এক কথা,—

বাহুবল রাজা কোথা ?

নন্দী ।—আপনার আদেশে

বাহুবলকে নিদ্রাবস্থায় বনে এনেছি।

শিব ।—এনেছ,—ভাল।

তবে যাও,

যে বনে বহুবল, সেই বনে যুগ হও।

মহারাজ বিক্রমাদিত্য

অবিলম্বে সেখানে যাবেন।

আর যা' যা' ক'ন্তে হয়,

আমি নিজে ক'র্বো।

নন্দী ।—প্রভো !

একটি কথা নিবেদন ক'র্বো কি ?

শিব ।—বল, নন্দী !

নন্দী ।—আপনি মনে ক'লেই তো

অসাধ্য কার্যও সহজে নিষ্পন্ন হয়,

বাহুবলকে বললেই তো

তিনি তৎক্ষণাৎ সিংহাসন দিতেন।

তবে এত ঘটনা-লীলা কেন ?

শিব ।—লীলাই আমার প্রকৃতি।

নন্দী ।—ধন্য লীলা, লীলাময় !

(গীত)

বিচিত্র তোমার লীলা, বীণাময় হ্রিঃসোচন।

হাটো কাহারো হুমি, করাও কা'রে গোদন।

অজি দেখে সিংহাসনে, শাসি' সে ভয়ে কাননে,

নেহা'নি অযোগ্য তনে, কলহিতৈ সিংহাসন।

বহুদৈক পরে পুন, সে যেমন সে তেমন,

স্বপনে মিশি' স্বপন, বাঁধা দেয় অহঙ্কণ।

এক চকু-ইচ্ছাকালে, কত দেখি কালে কালে,

যা' কিগেজ দার ভালে, কৌশলে কর পরণ।

প্রভো ! ঐ দেখুন,

রাজা বাহুবল বৃক্ষমূলে নিদ্রিত।

শিব ।—চল,

প্রকৃতি-বিপর্যয়ে বাহুবলের নিদ্রাভঙ্গ করি।

[উভয়ের প্রস্থান ।

চতুর্থ দৃশ্য ।

"I'll cross it though it blast me."

HAMLET.—Act i. sc. 1.

"That life is better life—past fearing death
Than that which lives to fear."

MEASURE FOR MEASURE.—Act v. sc. 1.

নিবিড় অরণ্য।

রক্ষমূলে বাহুবল নিদ্রিত।

(মহনা অন্ধকার, ঝড়, রষ্টি, উষ্ণপাত

ও বজ্রপাত)

বাহু ।—(নিদ্রোখিত হইয়া শব্দব্যাভে)—

কি সর্বনাশ ! এ কি !

আমি কোথা ?

এ কি স্বপ্ন ?—না।

ওঃ ! কি ভয়ানক স্থান !

নিবিড় অরণ্য !

ওঃ ! নিদারুণ প্রকৃতি-বিপর্যয় !

আমি কি ক'রে হেথা এলেম ?

দুহারা কি আমাকে এখানে এনেচে ?

কিছুই যে বুঝতে পাচ্চি না।

(পুনর্বার বজ্রপাত)

ভয় হ'য়ে বা'ব,

হা, কি উপায় হ'বে !

মহাদেব !

ভক্তের প্রতি সদয় হও।

(বিদ্যুৎ প্রকাশ)

ঐ না সেই হরিণ ?

[বেগে প্রস্থান।

(পুনর্বার বড় বিদ্যুৎ ইত্যাদি)

ওঃ, কি ভয়ঙ্কর বজ্রপাত !

কি উৎকট অন্ধকার !

কি দারুণ ঝঞ্ঝাবাত !

কি মহামূর্ছা উদ্ভাপাত !

কোথায় বাই !—কি করি !

এ কি হ'ল !—এ কি হ'ল !

ওহো ! ও কি আবার ?

হিংস্র জহগগ চার দিকে ছুট্চে।

হা, আজ আমার আয়ুঃশেষ বুঝি !

ও কি ! ধনুষ্ঠকার না ?

না—ব্যস্তের অঙ্কার !

অন্ধকার ভেদ ক'রে এ দিকেই আসচে,

আমি নিরস্ত,

রক্ষার উপায় নাই,

পালাই—পালাই।

[বেগে প্রস্থান।

বেগে একটা হরিণের প্রবেশ ও প্রস্থান।

ধনুর্দ্বাণ-হস্তে বেগে বিক্রমাদিত্যের
প্রবেশ।

বিক্রম।—কই কই, হরিণটা কোন্ দিকে গেল ?

অন্ধকারে লক্ষ্যভ্রষ্ট হ'লেম।

কি করি !—কোন্ দিকে বাই ?

ভাগ্যদোষে প্রতিজ্ঞা পূরণ হ'ল না বুঝি !

সুধার্ত্ত ব্রাহ্মণ অভিশাপ দেবেন,

বেগে বাহুবলের পুনঃপ্রবেশ।

বাহু।—এ কি !

আবার এখানে এলেম ?

এ কি দিগভ্রম ?

কি দুর্গম বন !

(দহন দাবানলে বনদগ্ধ হওন)

(সভয়ে)—এ কি !—এ কি !

দাবানল !—ভয়ানক দাবানল !

অহো, হহ শব্দে আগুন জ্বলে উঠ্চে !

চার দিকেই আগুন !

পথ নাই—পথ নাই,—

পুড়ে মলেন !—পুড়ে মলেন !

কে আছে,

রক্ষা কর !—রক্ষা কর !

বেগে বিক্রমাদিত্যের পুনঃপ্রবেশ।

বিক্রম।—ভয় নাই—ভয় নাই—

শিবের কৃপায় আমি রক্ষা ক'রবো।

[বাহুবলকে পৃষ্ঠে লইয়া অগ্নিমধ্য দিয়া

বিক্রমাদিত্যের বেগে প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য ।

'Kind gentleman, your pains
Are registered, where every day I turn
The leaf to read them.'

MACBETH.—Act i. sc. 3.

'Countrymen !
My heart doth joy, that yet in all my life
I found no man but he was true to me.'

JULIUS CÆSER.—Act v. sc. 5.

বাহুবলনগর—রাজপথ ।

শিব ও নন্দীর প্রবেশ ।

নন্দী ।—প্রভো !

ধন্য আপনার মায়ী-দাবানল-স্রষ্টি !

শিব ।—নন্দী !

রাজা বাহুবল

বিক্রমাদিত্য হ'তে প্রাণ পেয়েছে ।

সেই অপূর্ব উপকারের প্রতাপকার ক'র্বে ।

ঐ যে বিক্রমাদিত্য এ দিকে আন্ডে ।

বিক্রমাদিত্যের প্রবেশ ।

ক্রেম ।—(শিবকে প্রণাম করিয়া)—

দয়াময় !

আমি একটু ক্ষুধিত ব্রাহ্মণের নিকটে

প্রতিক্রান্ত আছি,

তিনি মৃগমাংস ভক্ষণ ক'র্বেন ;

কিন্তু, আমি মৃগ শিকার ক'তে পারি নাই ;

অরণ্যে ভয়ানক হুঁধোঁগ ঘটেছিল,

রাজা বাহুবল দাবানলে—

ব ।—বৎস ! আর ব'লতে হ'বে না,

আমি সমস্তই জানি ;

আমিই সেই ক্ষুধিত ব্রাহ্মণ ।

আমারই আদেশে

নন্দী বাহুবলকে বনে এনেছিল ;

দাবানল আর কিছুই নহ—আমার মায়ী ।

তুমি এখন এক কাজ কর,—

বাহুবল তোমার প্রতাপকার ক'র্বে,

তুমি তাঁর বত্রিশ-সিংহাসন প্রার্থনা ক'র ।

বত্রিশ-সিংহাসনের গুণ পরে ব'ল্বে ।

দেখ', আমার ক'থা যেন ভুলো না ।

বত্রিশ-সিংহাসন নিয়ে উজ্জয়িনী নগরে বাও ।

নন্দী ! চল আমরা প্রস্থান করি ।

[শিব ও নন্দীর প্রস্থান ।

বিক্রম ।—আহা, মহাদেব কি দয়ালু,

তিনি আমাকে

স্নেহের চক্ষে সর্করা দেখ'চেন ।

এই যে মহারাজ বাহুবল এ দিকে আস'চেন ।

মন্ত্রীর সহিত বাহুবলের প্রবেশ ।

বাহ ।—পরম-হিতৈষী রাজপুত্র !

আমি আপনা হ'তে পুনর্জীবন পেয়েছি,

আপনি না থাকলে

অরণ্যে এতক্ষণ আমার দেহভস্ম উড়'তো ।

আমি আপনার

কিঞ্চিৎ প্রতাপকার ক'তে চাই,

উপকারীর প্রতাপকার না ক'লে অধর্ষ্য হয় ।

বসুন, আপনি কি চান ?

আমি অনায়াসে তা' প্রদান ক'র্বো ।

আপনাকে আমার রাজ্যে আনবার

উদ্দেশ্য তাই ।

বিক্রম ।—মহারাজ !

যদি আমার প্রতি

এত দূর সন্তুষ্ট হ'য়েছেন,

তবে আপনার বত্রিশ-সিংহাসন দান করুন ।

বাহ ।—(সানন্দে)—রাজকুমার ! তাই দেবো,

আমি আপনার এরূপ ন্যায়সঙ্গত প্রার্থনায়

বড় সন্তুষ্ট হ'লেম ।

রাজসভায় চলুন ।

[সকলের প্রস্থান ।

ষষ্ঠ দৃশ্য ।

"Gifts then seem
Most precious, when the giver we esteem."

Poems.

"The king has cure me,
I humbly thank his grace."

HENRY VIII.—Act iii. sc. 2.

"New honours come upon him
Like our strange garments ;"

MACBETH.—Act. i. sc. 3.

বাহুবলনগর—রাজসভা ।

মধ্যস্থলে বক্রিশ-সিংহাসন স্থাপিত ।

বিক্রমাদিত্য, বাহুবল, মন্ত্রী ও

মন্ত্যগণের প্রবেশ ।

বাহ ।—এই আমার ভুবন-বিখ্যাত

বক্রিশ-সিংহাসন ।

ধর্ম্য সাক্ষী—হর্ষ্য সাক্ষী—

কুমার বিক্রমাদিত্যকে

এই সিংহাসন দান ক'ল্লেখ ।

রাজকুমার :

এই সিংহাসনে উপবেশন করুন ।

(বক্রিশ-সিংহাসনোপরি বিক্রমাদিত্যের

উপবেশন)

মহারাজ বিক্রমাদিত্য !

এই আপনার রাজললাটে রাজটীকা দিলেম ।

(রাজটীকা প্রদান)

এইবার আপনি সার্বভৌম রাজা হ'লেন ।

মন্ত্রী ও মন্ত্যগণ ।—

জয় মহারাজ বিক্রমাদিত্যের জয় !

বিক্রম ।—মহারাজ !

আমি আপনার যৎসামান্য উপকার ক'রে

আশাতীত প্রত্যাশকার লাভ ক'ল্লেখ ।

বাহ ।—না, মহারাজ ।

আমার প্রাণের চেয়ে

এই বক্রিশ-সিংহাসনের মূল্য বেশী নয় ।

বিক্রম ।—মহারাজের অমুমতি হ'লে

উজ্জয়িনী যাই ।

বাহ ।—মহাবাজ !

অদ্য থাকুন,—কল্যা যাবেন ।

কল্যা আমার ভৃত্যগণ

এই সিংহাসন নিয়ে আপনার সঙ্গে যাবেন ।

আজ আমি প্রাণের সহিত

রাজ-অতিথি-সংকার ক'রবো ।

এক জন দৌবারিকের প্রবেশ ।

দৌ ।—মহারাজ !

গায়িকা ও নর্তকীগণ উপস্থিত ।

বাহ ।—অভিয়েক-সদ্বীতের জন্ত

তাদিগে ডাক ।

দৌ ।—যে আজ্ঞা, মহারাজ !

[দৌবারিকের প্রস্থান]

গায়িকা ও নর্তকীগণের প্রবেশ ।

গায়িকা ও নর্তকীগণ ।—(সমুদ্র গীত)

বিক্রমবাজ রাজ্যে ।

বক্রিশ-পুত্র-সিংহাসন ভবন উজ্জলি'মাজে ।

সুখম সুখ-জাল

ঢাল তরু লতা ঢাল ;

হীরক-ভগ্ন

উজ্জল ভাঙ্গ

ঢাল হে ঢাল হে

অগম্য কর চমক ছট; রাজ-শিরস-আজ্ঞে ॥

[সকলের প্রস্থান]

ইতি বক্রিশ-দৌলিক-সিংহাসন লাভ-নাম দ্বিতীয় অঙ্ক

তৃতীয় অঙ্ক ।

প্রথম দৃশ্য ।

It is a happy king since from his subjects
he gains the name of good, by his government."
NICLES, PRINCE OF TYRE :—Act ii, sc.2.

উজ্জয়িনী নগরী—রাজকক্ষ ।

বিক্রমাদিত্য ও ভর্তৃহরি ।

ক্রম ।—ভাই,

দয়াময় মহাদেবের দয়ায়
জন্মদ্বীপের শাসন-ভার
আমার হস্তে ন্যস্ত হ'য়েছে,
রাজার সর্বপ্রধান কার্য প্রচালন করা ।
আমার রাজ্যের প্রজাগণ যাতে সুখে থাকে,
সেই দিকে সর্বদা দৃষ্টি রাখা উচিত ;
যে রাজ্যের রাজা স্বেচ্ছাচারী,
সে রাজ্যের কখনই মঙ্গল নাই ।
রাজা বুঝা সুখভোগে লিপ্ত থাকলে
প্রজার যার-পর-নাই ক্রোধ হয়,
কিন্তু রাজা প্রজার জন্ত সুখভোগ ক'রে
প্রজা সুখী হয়,
এইজন্ত আমি এক্ষণে মনস্থ ক'রেছি—
ছদ্মবেশে কিছু দিন ভ্রমণ ক'রে
প্রজাদের অবস্থা দর্শন ক'রবো ।
এরূপ ক'লে,
চণ্ডের দমন ও শিষ্টের পালন হ'বে,
রাজলক্ষ্মী অচলা হ'বেন,—
আর ভবিষ্যৎ-বংশীয় রাজাদের জন্য
বিক্রমাদিত্যের রাজত্ব আদর্শ রাখা হ'বে ।
—মহারাজ !
রূপে রাজ্য পরিদর্শন করা
আপনার জায় রাজার সম্পূর্ণ উচিত ।

বিক্রম ।—ভাই !

এজন্ত তোমাকে

একটি গুরুতর কার্য ক'রে হ'বে ।

ভর্তৃ ।—আজ্ঞা করুন ।

বিক্রম ।—যত দিন না আমি ফিরে আসি,

তত দিন তুমি আমার হ'য়ে

এই বিশাল জন্মদ্বীপ শাসন কর ।

রাজসিংহাসন এক দিনের জন্তও

শূন্য রাখতে নাই ।

যে রূপ পৃথিবী মাধ্যাকর্ষণ-শক্তিশূন্য হ'লে

পৃথিবীর উপরিহিত

সমস্ত জড় ও অজড় পদার্থ

বিপর্যস্ত হ'য়ে পড়ে,

সেইরূপ রাজসিংহাসন রাজশূন্য হ'লে

সমস্ত রাজ্যে বিশৃঙ্খলা ঘটে,—

রাজ্য অরাজক হয়,—

রাজবিদ্রোহীর উপদ্রব বাড়ে,—

শেষে কোন বিপক্ষীয় চরকল রাজা এসেও

রাজ্য আক্রমণ ক'রে পারে ।

এইজন্ত তোমাকে

রাজপ্রতিনিধি ক'রে যাব ।

আমার উপযুক্ত মন্ত্রীর অভাব নাই,

তুমি প্রত্যহ তাঁদের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে

রাজকার্য্য ক'রবে ।

আমি, বোধ হয় শীঘ্রই ফিরবো ।

ভর্তৃ ।—যথা আজ্ঞা, মহারাজ !

[উভয়ের প্রস্থান ।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

"I have heard.
That guilty creatures, sitting at a play,
Have, by the very cunning of the scene,
Been struck so to the soul, that presently
They have proclaimed their malefactions."

HAMLET.—Act. ii. sc. 2.

"My bloody thoughts, with violent pace,
Shall ne'er look back * * * * *
Till that a capable and wide revenge
Swallow them up."

OTHELO.—Act iii. sc. 3.

সমুদ্র-তট।

বিদুষকের প্রবেশ।

বিদু।—কি, 'দূর হ'!

ওঃ, এ মর্মান্তিক আঘাত

কখনো ভুলবো না।

বিক্রমাদিত্য!

আর দিন কএক সুখে রাজ্যভোগ কর।

তোর মৃত্যু আসন্ন হ'য়ে এলো।

উদরেশ্বর তোর মৃত্যু না দেখে

এ উদরে আর জলটুকুও দেবে না।

হয় তো তুই আমাকে ভুলে

সুখ-শস্যার সুখে নিদ্রা ঘাচ্চিস্,

কিন্তু আমি তোকে ভুলি নি;

তোর সুখ-শস্যার আশান-শব্দ্য ক'রবো।

আমাকে তুই চিনিস্,

তাই আমি নিজে তোর কাছে যা'ব না।

অপরকে দিয়ে তোর মৃত্যুচ্ছেদন করা'বো;

তা'রও যোগাড়গজ ক'রেচি।

(নেপথ্যে পদশব্দ) - বিদু।—অদ্য তো অদ্য, এখনি যাত্রা করা উচিত।

এই যে যোগিরাজ আসছেন।

আমার চক্ষে

যোগিরাজ যেন বিক্রমাদিত্যের সমরাজ!

আশানন্দ যোগীর প্রবেশ।

আহুন—নমস্কার।

আশা।—নমস্কার!

বিদু।—আর এখানে বিলম্ব ক'রে কাজ কি?

চলুন, উজ্জয়িনীর দিকে যাই।

আশা।—(স্বগত)—

আমার আশা পূর্ণ হ'বার সুবিধা হ'য়েছে;

আমি অনেক অনুসন্ধান ক'রেও

এত দিন কোন সুযোগ পাই নি।

এইবার এই লোকটা হ'তে কৃতকার্য হ'ব।

বাস্তবিক, একটা হুকুম কার্য ক'তে গেলে

বিশেষ সাহায্যের প্রয়োজন;

মা জগদম্মা তা'র উপায় ক'রে দিলেন।

দেবীর আশীর্বাদে

আমার আশানন্দ নাম এইবার সফল হ'বে।

লোকে মনে করে, আমি যোগী,—

যোগীর সংসারে কিছুই আশা নাই;

কিন্তু সে কথা ভুল।

আশা না থাকলে

লোকে যোগী হয় কেন?

আশা ছাড়া কিছুই নাই।

আর এক কথা—

আমি কি বাস্তবিক যোগী?—না।

আমি রাজা হ'বার যোগী—

আমার যোগ রাজ্যলাভ।

এইবার এই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ভ্রাতৃপুত্রের চেষ্টায়

আমার চেষ্টা সফল হ'বে।

এ যে রূপ পরামর্শ দিচ্ছে,

তা' আমার মনের মত বটে।

(প্রকাশে)—বন্ধু!

অদ্যই কি যাত্রা করা যা'বে?

বিদু।—অদ্য তো অদ্য, এখনি যাত্রা করা উচিত।

ভ্রতকার্যে বিলম্ব ভাল নয়,

ব্যাঘাত ঘটতে পারে।

আশা।—তবে চল।

[উভয়ের প্রস্থান।]

তৃতীয় দৃশ্য ।

"O, she is fallen
Into a pit of ink ! that the wide sea
Hath drops too few to wash her clean again ;
And salt too little, which may season give
To her foul tainted flesh."

MUCH ADO ABOUT NOTHING.—Act. iv.
sc. 1.

"Ah me ! how weak a thing
The heart of woman is !"

JULIUS CÆSER.—Act. iv. sc. 4.

উজ্জয়িনী নগরী—রাজোদয়ন ।

অমরফলহস্তে ভর্তৃহরির প্রবেশ ।

ভর্তৃঃ—ছি ছি, কি লজ্জা—কি দুর্গা !

নারী অবিরাসিনী ।

আমি যাকে অত্যাগ ভাবি,

সে আমাকে প্রবঞ্চনা করে !

রে দুঃচারিণি !

তুই না আমার ধর্মপত্নী ?

এই কি তোর পতিভক্তি ?

এই কি তোর সত্যত্ব ?

ধিক্ তোকে !

ধিক্ আমাকে !

আমি নী বুদ্ধে

তোর প্রেমে যত্ন হ'য়েছিলেম !

তোর প্রেম জীবন্ত নরক !

আর না—আর না ;

পিশাচি ! আজ তোকে ত্যাগ ক'রোম ।

ছি ছি, আমি না জেনে

কালভুজত্বকে হৃদয়ে স্থান দিয়েছিলেম !

এখন দারুণ দংশনজ্বালায় অহির হ'য়েছি ।

পাপীয়সি !

রাজভৃত্য পরপুরুষ নগররক্ষকের সহিত

তোর কলঙ্কময় পাপ শ্রবণ !

ছি ছি, আমি এত দিন তা' বুঝতে পারি নি !

কলঙ্কিনি ! মনে ক'রেছিলি,

এইরূপেই তোর দিন বা'বে—

এইরূপেই পাপের অধঃপত্তি পাবে,

কিন্তু অনন্ত-চক্ষু ধর্ম আছেন,

আমার মত তাঁ'র চক্ষে তো

ঘুলি দিতে পারি না ।

তিনিই আজ তোর পাপকার্য

ধ'রে দিয়েছেন ।

রাক্ষসি ! পাপীয়সি !

এই অমরফলই তোর অসংকার্যের কাঁদি,

ধর্মের কৌশলে

আজ তুই এই কাঁদে প'ড়'লি ।

আমি তোকে এই কল বেতে দিয়েছিলাম,

তুই

তোর উপপতি নগররক্ষককে বেতে দিয়েছিলি,

সে আবার তাঁ'র অপূর্ণ উপপত্নীকে দিয়েছিল ।

নগররক্ষকের সেই উপপত্নী

এই অমরফল রাজভেটের যোগ্য ব'লে

আমাকে আবার দিয়ে গেলো ।

ওঃ, কি জটিল ঘটনা !—কি পাশাচাঁর !

নিশাচরি ! আজ তোকে শতধণ্ড ক'রোম,

কিন্তু, তা' হ'লে

তোর পাপের প্রতিফল ভোগ হ'বে না ।

ধাক্ তুই এখন ;

এর পর অবিলম্বেই পাপের ফল পাবি ।

ধর্ম সাক্ষী—আমি তোকে ত্যাগ ক'রোম,

রাজপ্রসাদ ত্যাগ ক'রোম,

ভ্রাতৃরাজ্য ত্যাগ ক'রোম,

পাপের সংসার ত্যাগ ক'রোম ।

পাপিনীর সংস্পর্শে আমি পাপী হ'য়েছি,

এইবার নিবিড় অরণ্যে গিয়ে

তপস্বী করে সেই পাপ হ'তে মুক্ত হ'ব ।

আর না—আর না—ছি ছি !

ধিক্ তোকে !—ধিক্ কোটালকে !—

ধিক্ আমাকে !—

ধিক্ একপুংসুভিত্তিকায় মননকে !

[প্রস্থান ।

চতুর্থ দৃশ্য ।

"O, the difference of man and man !"

KING LEAR.—Act iv. sc. 2.

অরণ্যমধ্যস্থ ভয় অটালিকা ।

আশানন্দ যোগী ।

আশা ।—সীত্ৰ আদটি বাঁলে গেলো,

অ'জও কিয়লো না ।

লোকটা কি

আমাকে ফাঁকি দিয়ে পালা'লো ?

কিছুই তো বুঝতে পারি না ।

ইচ্ছে হয়,

নিজে একবার তা'র সন্ধানে বাই,

কিন্তু কোথায় বা কোথা পা'বো ?

কোনরূপ বিপদ বা ঘট'লো !

বাই হোক,

আর হুই এক দিন অপেক্ষা করি,

তা'র পন নিজেই যা'ব ।

এক্সা আর ভাল লাগে না,

আশা আমাকে বড় অস্থির ক'রে,

লোকে বলে,—

আশায় লোক বেঁচে আছে,

বিন্দু আমার বিবেচনায় তা' নয় ;

আমি বলি,—

আশায় লোক বেঁচে ম'রে আছে ;

নাহী আমি নিজে ।

কবে আমার আশা পূর্ণ হ'বে ?

দূর কর,

আর ভাবতে পারি নি,

বাই, শুয়ে থাকি গিয়ে ।

(ভয় অটালিকামধ্যে প্রবেশ)

বিন্দুকে প্রবেশ ।

বিদু ।—খুঁজে খুঁজনে বেগ বাসা পেয়েছি,
জন দাপ্তরের দক্ষ নেই ।

এমন জায়গা না হ'লে কি গুপ্তমন্ত্রণা চলে

যে জঙ্গল, যেন যমপুরী ।

কিন্তু আমার তো আর ভয় ভয় করে না

এর কারণ কি ?

এর কারণ—'দূর হ' ।

বিক্রমাদিত্য

আমাকে বড় অপমান ক'রেচে—

'দূর হ' ব'লেচে ।

এইবার তা'র 'দূর হ' বলা বা'র ক'জি ।

যোগিরাজ গেলো কোথা ?

দিন দুজার বিলম্ব দেখে

চম্পট দিলে না কি ?

তা' হ'লেই তো বড় গেলের কথা !

না—একবার ডেকে দেখি ।

বহু !—ও বহু !—ও যোগিরাজ !

অটালিকার মধ্য হইতে ।—কে ও ?—বহু ?

বিদু ।—আপনি আছেন ?

অটালিকার মধ্য হইতে ।—

তুমি না তাড়ালে, যা'ব কোথা ?

বিদু ।—রাম রাম !—ছি ছি !

অমন কথা কি ব'লতে আছে ?

বাইরে আছেন ।

(আশানন্দের বহিরাগমন)

আশা ।—কি সংবাদ ?

বিদু ।—সংবাদ এখনো তত ভাল নয় ।

আশা ।—কেন ? কেন ?

বিদু ।—বিক্রমাদিত্যটা রাজ্যে নাই,

কোথা যে গেছে জানি না ।

আশা ।—একেবারে রাজ্যছাড়া ?

বিদু ।—হঁ ।

আশা ।—তবে রাজ্য ক'ছে কে ?

বিদু ।—তা'র ছোট ভাই তর্জুহরি ।

আশা ।—তবেই তো !

বিদু ।—আপনোস্ করেন কেন ?

তর্জুহরিও রাজ্যে নাই ।

আশা ।—তবে এখন রাজসিংহাসন খালি ?

বিদু।—বাণী । কিন্তু—

আশা।—আবার কি ?

বিদু।—আগে গোড়া বলি,

তা'র পর ডগা ।

আশা।—আচ্ছা, বন্ধু, তা'ই বল ।

বিদু।—আমি ছদ্মবেশে গিয়ে

রাজধানীর পথে পথে ঘুরে লাগ্লেম ।

শুনলেম—ভর্তৃহরিকে রাজপ্রতিনিধি ক'রে

বিক্রমাদিত্য কোথায় গিয়েচে ।

আশা।—কোথা ?

বিদু।—তা' কেউ বলতে পারেন না ।

আশা।—ম'রে ট'রে গেছে না কি ?

বিদু।—না না ।

আশা।—তা'র পর ?

বিদু।—তা'র পর, আমি এক স্থানে গেলেম ।

আশা।—কোথা ?

বিদু।—কোটালের উপপরীর বাড়ী ।

আশা।—সেখানে কেন ?

বিদু।—তা'র সঙ্গে আমার আলাপ হবে ।

আশা।—সন্ধান জানবার জন্তে গিয়েছিলে,—না ?

বিদু।—হঁ ।

আশা।—সে কি বললে ?

বিদু।—সে আমাকে চিনতে পারেন না ।

আশা।—সে কি ?

এই বল্‌চো খুব আলাপ,

আবার চিনতে পারেন না ।

বিদু।—আমি যে ছদ্মবেশে গিয়েছিলাম ।

আশা।—ও—ঠিক ঠিক ।

তা'র পর ?

বিদু।—তা'র পর, তা'র কাছে শুনলেম,

কে এক জন দরিদ্র ব্রাহ্মণ তপস্যা ক'রে

একটি অমর-কল পেয়েছিলেন ;

সে তা'র ব্রাহ্মণীর সঙ্গে যুক্তি ক'রে

মেই ফলটি রাজা ভর্তৃহরিকে দিয়েছিলেন ।

ভর্তৃহরি অমর-কল পেয়ে

দরিদ্র ব্রাহ্মণকে অনেক অর্থ দিয়েছিলেন ।

আশা।—হঁ ।—বাঃ !—অর্থ কি জিনিষ !

(স্বগত)—অর্থের জন্যেই আমি লালায়িত ।

আমার আশা হবে পূর্ণবে !

(প্রকাশে)—তা'র পর, বন্ধু ?

বিদু।—তা'র পর, ভর্তৃহরি তা'র রাণীকে

মেই ফলটি খেতে দিয়েছিলেন—

আশা।—অমর-কল আপনি না খেয়ে

রাণীকে দিয়েছিলেন ?

বিদু।—বলেন কি ?

রাণী তা'র পত্নী—

পত্নীকে কে না নিজের চেয়ে ভালবাসে ?

আশা।—হাঁ, তা' বটে ।

পত্নী বই স্বামীর প্রতি নেই ।

বিদু।—তাই তো রাজা ভর্তৃহরি জল হ'য়েচে !

আশা।—সে আবার কি ?

তুমি কি উটোপাটো কথা কও,

কিছু বুঝতে পারি নি ।

বিদু।—বুঝুন তবে—

ভর্তৃহরি রাণীকে আপনার ভাব্তো,

কিন্তু রাণী তেমন নয় ;

সে কোটালকে—

আশা।—রাণী স্ত্রী ?

বিদু।—তা' আবার বলতে ?

রাণী কোটালকে ভালবাসে বলে

অমর-কলটি নিজে না খেয়ে

তা'কে খেতে দিয়েছিলেন,

কিন্তু কোটাল তা' খায় নি ।

আশা।—কেন ?

বিদু।—যেমন বাবার বাবা তত্ত্ব বাবা—

তত্ত্ব তত্ত্ব বাবা—তত্ত্ব তত্ত্ব তত্ত্ব বাবা আছে,

তেনি ভালবাসারও অনেক তত্ত্ব আছে,—

যথা—রাজার তত্ত্ব রাণী—

রাণীর তত্ত্ব কোটাল—

কোটালের তত্ত্ব

যা'র কাছে আমি গিয়েছিলাম ।

আশা।—কোটালের উপপরী ?

বিদু।—হাঃ হাঃ হাঃ !

ভ্রমুন—ভ্রমুন—

কোটাল

অমর-কলটি তো তা'কে খেতে দিলে,

কিছু আমার কপালক্রমে সে তা' খায় নি।

আর একটু বিলম্ব হ'লে খেয়ে ফেলতো।

আমি ছদ্মবেশে গিয়ে জিজ্ঞাসা ক'ল্লেম,—

এটা কি ফল ?

কোটাল-বিলাসিনী ব'লে,—অমর-কল।

আমি ব'ল্লেম,—কি হ'বে ?

সে ব'লে,—খাবো !

আমি ব'ল্লেম,—না, তুমি খেয়ো না,

রাজা ভর্তৃহরিকে ভেট দাও,

তিনি সন্মুখ হ'য়ে

তোমায় সন্মুখ ক'রবেন।

তুমি অনেক টাকা পাবো,

রেশমী পশমী কাপড় পাবো,

গা-ভরা গহনা পাবো।

কিন্তু, ভাই,

আমাকে কিছু ভাগ দিতে হ'বে।

আশা।—হঁ ! তা'র পর ?

বিদু।—তা'র পর, কে জানে যে

কৈচো খুঁড়তে খুঁড়তে সাপ বেরবে !

আমি আগে অত অত জানুতম না যে

কলের ভিতর এত ফলাফল।

কোটাল-প্রেরমী

আমাকে ভাগ দিতে সম্মত হ'লো ;

কল নিয়ে রাজার কাছে গেলো।

আমি এক ভেবে মাগীকে পাঠালেম,

ঘটনাচক্রে আর এক হ'য়ে পড়লো।

কে জানতো যে, রাবীর সঙ্গে

কোটালের এত লুকনো ভালবাসা ?

ভর্তৃহরি

কল পেয়েই হাতে হাতে কল পেলো—

রাণীকে ত্যাগ ক'রে বনে চলে গেলো ;

রাণী হাতে হাতে কল পেলো—

লোকগল্লায় বিষ খেয়ে ম'লো ;

কোটাল হাতে হাতে কল পেলো—

কোথায় প্রাণের ভয়ে নিরুদ্দেশ হ'লো ;

কোটাল-বিলাসিনী

হাতে হাতে কল পেলো—

খালি হাতে ফিরে এলো ;

আর আমিও হাতে হাতে কল পেলো—

মাগীর মুড়া কাঁটার চোটে

আমার পিঠের ছাল বান্ধাল হ'য়ে গেলো।

আশা।—অঁ্যা ! এর মধ্যে এতো কাণ্ড !

বিদু।—এখনো বাকী আছে।

আশা।—আবার কি ?

বিদু।—আপনারো হাতে হাতে কল।

আশা।—আমার অপরাধ ?

বিদু।—খুব অপরাধ !

আপনার লোষেই তো

কাঁটার চোটে আমার পিঠ ফুলেছে !

আপনার হিত ক'ন্তে থিয়ে,

বিশ বা কাঁটা এলেন খেয়ে !

আশা।—চল চল।

তোমার পিঠে হাত বুলিয়ে দি গে।

আচ্ছা, বন্ধু।

বিক্রমাদিত্যকে কি গাওয়া যাবে না ?

বিদু।—এইবার খুব গাওয়া যাবে ;

ভর্তৃহরি বনবাসী,

রাজসিংহানন খালি,

সুতরাং

বিক্রমাদিত্য শীঘ্রই রাজ্যে ফিরবে।

আপনার খুব কপাল-জোর,

তাই আমা হ'তে

আজ এমন সুভযোগ ঘটলো।

এত দিন যা'কে খুঁজে খুঁজে নাকাল,

এইবার তা'র হাড়ীর হাল হ'বে ;

ফাঁদ পেতে ধ'ন্তে পারি নি,

এইবার আগুনি ফাঁদে পড়বে।

যোগিরাজ !

আপনার আর কুগ্রহ কাট তে দেরি নাই ।

বড় জোর আর এক পক্ষ,

তা'র পরই আপ্নি উজ্জয়িনীর রাজ্য ।

আশা।—তা, বন্ধ, তোমারই হাত,

তুমিই আমার রাজ্য হ'বার গোড়া ।

আমি নামে রাজ্য,

কিন্তু তুমিই যথার্থ রাজ্য ।

বিদু।—(স্বগত)—লোকটাকে লোভ দেখিয়ে

বোকার চেয়েও বোকা বানিয়েচি !

লোকে কথায় বলে,—

“লোভে পাপ—পাপে মৃত্যু ।”

তর্থাৎ যে লোভ করে, তা'র শাপ হয়,

পাপ ত'লেই মারে যায় ।

কিন্তু আমার বুদ্ধি তা' বলে না ;

মে বলে—

আশানন্দ যোগীর লোভে কা'র পাপ ?

তা' জানি না

বোধ হয়, আমার,

না, তা'ও নয়,

কিন্তু

যোগীর বদলে বিক্রমাদিত্যের মরণটা ঠিক !

ভগবান, এই কর,

যেন যোগিবাজের লোভ না ছাড়ে ।

আশা।—ভাই ! তুমি কি ভাবচো ?

বিদু।—ভাবছি,

আবার আমাকে সন্ধানে যেতে হ'বে ।

আশা।—তা, ভাই, তুমি বই আমার গতি নেই ।

বিদু।—এখন চলুন,

একটু বিশ্রাম করি গিয়ে

কিছু থাণ্ডার টাবার আছে ?

আশা।—পাঁচটা বালি হাস মেরেচি ।

বিদু।—বাহাদা !

বেদু খাসা শিকপোড়া হ'বে ।

চলুন চলুন ।

[উভয়ের প্রস্থান ।

পঞ্চম দৃশ্য ।

“You told a lie ; an odious damned lie ;
Upon my soul, a lie ;—a wicked lie.”

OTHELLO.—Act v. sc. 2.

“Defeated kite ! thou liest.”

KING LEAR.—Act i. sc. 4.

“Thou liest, thou jesting monkey, thou.”

TEMPEST.—Act iii. sc. 2.

উজ্জয়িনী নগরী—রাজপথ ।

এক জন যক্ষের প্রবেশ ।

যক্ষ।—(হিতস্তম্ভতঃ পাদচারণা করিতে করিতে)—

উজ্জয়িনী রাজধানী এখন রাজশূন্য ।

মহারাজ বিক্রমাদিত্য

ছববেশে দেশে দেশে ভ্রমণ ক'রেন ।

রাজপ্রতিনিধি ভর্তৃহরিও

স্ত্রীর ব্যভিচার-দোষে বনবাসী হ'য়েছেন,

অতঃপর আমাকে শেবরাজ ইন্দ্রের

আদেশ পালন ক'তে হ'বে ।

আজ ক' দিন গত হ'ল,

তুও তো রাজ্য বিক্রমাদিত্য আস্বেশে না ।

য'ই হোক,

আমার কথ্য আমি করি ।

[প্রস্থান ।

ছদ্মবেশে বিদ্বন্মকের প্রবেশ ।

বিদু।—তাই তো, ওনা আবার কে ?

একটা উপদেবতা দেখিচি ।

আজ ক' দিন ঘ'রে এখানে দূকে ;

মৎসবটা কি ?

একবার জিজ্ঞাসা ক'তে হ'লো ।

দূর হোক, এত লটখটও যেটে !

এই যে, আবার এ দিকে আস্বেশে ।

যক্ষের পুনঃপ্রবেশ ।

যক্ষ।—কে তুমি ?

বিদু।—এক জন প্রজা ।

যক্ষ ।—হাঃ হাঃ ! সে লোকটার কথা ঠিক ।

সাবধান, বৃত্ত !

আর অগ্রসর হ'ন্ নি—প্রাণে ম'রবি ।

বাঁচবার আশা থাকে তো পলায়ন কর ।

বিক্রম ।—(স্বগত)—কে এ ?—উদ্ভত না কি ?

(প্রকাশে)—কে তুমি ?

যক্ষ ।—আমি যক্ষ ;

দেবরাজ ইন্দ্র আমাকে পাঠিয়েছেন ।

বিক্রম ।—কি অভিপ্রায় ?

যক্ষ ।—এই শূন্য রাজ্য রক্ষা ক'রবে ।

বিক্রম ।—কি ? এ রাজ্য শূন্য ?

রাজপ্রতিনিধি ভর্তৃহরি কোথা ?

যক্ষ ।—রাজ্য ত্যাগ ক'রে

বনবাসী তপস্বী হ'য়েছেন ।

বিক্রম ।—কেন ?

যক্ষ ।—স্ত্রীর ব্যভিচার-দোষে ।

বিক্রম ।—যিকু তোমাকে !

এমন কথা আর উচ্চারণ ক'র না ।

তুমি দেবতাবিশেষ,

এইজন্য ক্ষমা ক'রোম,

নৈলে এরূপ নিন্দার উচিত শাস্তি পেতে ।

যাও, মানে মানে স্বস্থানে যাও ।

শীঘ্র পথ ছাড়,

আমার নগরে আমি প্রবেশ করি ।

যক্ষ ।—মূর্থ !

মহারাজ বিক্রমাদিত্যের রাজ্যে

তুই প্রবেশ ক'রবি !

তোর স্পর্ধা তো কম নয় !

মৃত্যু-কামনা করিস্ কেন ?

বিক্রম ।—তুমি তবে সহজে পথ ছাড়বে না ?

যক্ষ ।—শীঘ্র পলায়ন কর ।

বিক্রম ।—তুমি আমাকে চিনতে পাচ্চ না,

তাই এখনো তোমাকে ক্ষমা ক'চ্চি ।

সুরেশ্বর ইন্দ্র তোমায় পাঠিয়েছেন বল'চো,

সুতরাং এখনো আমি

তোমায় কৃত অপমান সহ্য ক'চ্চি ।

যাও, ইন্দ্রের দিকট যাও ।

বল, বিক্রমাদিত্য তোরণে উপস্থিত ।

যতক্ষণ না তুমি কিরে আন'চো,

ততক্ষণ আমি রাজধানী প্রবেশ ক'চ্চি না ।

যক্ষ ।—না, আমার যা'বার প্রয়োজন নাই,

দেবরাজ ব'লে দিয়েছেন—

যিনি আমাকে মরদুকে পরাজিত ক'রবেন,

তিনিই জম্মুদ্বীপেশ্বর বিক্রমাদিত্য ;

তুমি তাঁকে রাজ্য প্রদান ক'রে

স্বস্থানে কিরে আসবে ।

বিক্রম ।—তা' এতক্ষণ ব'লেই তো হ'তো,

এস, বল প্রকাশ কর !

আজ দেবগণ

নর-শক্তির সহিত যক্ষ-শক্তির তুলনা করুন ।

যক্ষ ।—আজ তোর মৃত্যু নিকট ।

পরাজয়ের আশায়

নিজের প্রাণটা হারা'বি ।

বিক্রম ।—বেশ তো,

তুমি তা' হ'লে রাজ্যভোগ ক'রবে ।

আর মথের কথায় কাজ নাই,

শক্তির কথা কও ।

যক্ষ ।—আচ্ছ', আর তবে ।

(উভয়ের মঙ্গলমুখ ও যক্ষের পরাস্ত হওন)

বিক্রম ।—(ভূপতিত যক্ষের বক্ষঃস্থলে উপবেশন

করিয়)—

কেমন, মহাবীর ! আশা মিটেচে ?

যক্ষ ।—আমি সন্তুষ্ট হ'য়েছি,

তুমিই রাজা বিক্রমাদিত্য বটে ।

তোমায় প্রাণদান ক'রবে ।

বিক্রম ।—(সহাস্যে)—হাঃ হাঃ !

তুমি আমায় প্রাণ দান ক'রবে !

এখন মনে করি তো

তোমায় মেরে ফেলতে পারি ।

তুমি বরং আমার কাছে প্রাণ-ভিক্ষা চাও ।

যক্ষ ।—সে প্রাণদানের কথা বল'চি না ।

পুরন্দর ইন্দ্র ব'লেছেন,—

আপনার এক জন ভরানক শত্রু আছে,
সে আপনাকে বিনাশ করবার জন্য
সর্বদা ছিদায়েষণ ও চেষ্টা ক'রে ।

বিক্রম ।—কে সে ?

যক্ষ ।—আমি হাকিয়ে গেছি,
বেশী কণা ব'লতে পাচ্ছি না ।
চলুন, মহারাজ !
একটু বিশ্রাম ক'রে সব ব'লছি ।

বিক্রম ।—আহুন, আহুন,
আমার গৃহে বিশ্রাম ক'রবেন চলুন ।

[উভয়ের প্রস্থান ।

ছদ্মবেশে বিদুষকের প্রবেশ ।

বিদু ।—যা, সব কোলুকে গেলো !
যক্ষগুলো দেকেই লগা চণ্ডা—
হাতে বহরে পাকা পাঁচ পক্ষ !
কিন্তু শরীরটে শুধু টোঁসা !
এক কড়ারও শক্তি নেই !
অ'্যা !—আমি যে অবাক !
যক্ষটার হ'লো কি !
বিক্রমটার হাতে হেরে গেলো !
বড় দুক্লি হ'লো যে !
বিক্রমটার এতো বিক্রম !
বাপ ! যেন ভীম !—যেন হনুমান !
এইজন্যেই তো আমি কাছে যেতে চাই নি,
গেলে কি আর রক্ষে থাকে ?
যক্ষের চেয়েও দুর্দশা ঘট'তো !
পটোল তুলতে হ'তো !
তাই তো এখন করি কি ?
আমার মনের আশা কি মনেই থাকবে ?
বেরিয়ে প'ড়ে মিটবে না ?
তা' না মেটে না মিটুক,
কিন্তু যোগিরাজকে যে আশা! মাগরে
হাবুডু খাওয়াচ্ছি ।
আহা, তা'র হাবুডু খাওয়া যে
খাবি খাওয়া হ'য়ে বা'বে !

আহা, গরিব মারা বা'বে !—

হায় হায়, শেষে এই হ'লো—

আমা হ'তে একটু নির্লোভ ব্রাহ্মণ

লোভে প'ড়ে প্রাণে ম'লো !

আহা, হয় তো যোগিরাজ

চাতক পাখীর চোখে পথ চেয়ে আছে !

গিয়ে কি ব'লবো ?

ভাবনায় যে আর পা'চলে না ।

এই রূহতলার একটু বসি ।

(উপবেশন)

পুশাভাগে রাজাকবত্রে আশানন্দের
প্রবেশ ।

আশা ।—(বিদুষকের পৃষ্ঠ স্পর্শ করিয়া)—হ'ম !

বিদু ।—(দেখিয়া, মন্ত্রাসে)—বাবা রে ! বাবা !

(পলায়নোদ্যোগ)

আশা ।—(হস্ত ধারণ করিয়া)—ভয় কি, বন্ধু ?

বিদু ।—ও বাবা ! বন্ধু য'লেন যে !

যাধ যেনন হরিণকে বাঁশীর গান শুনিরে
বিষনাগে প্রাণ নেয়,

এও যে তাই ?

তুমি বন্ধু নও,—তুমি বাবা !

আশা ।—হ'ব, যথ !

বিদু ।—অ'্যা !

ও—হে—বুঝি তো বটে !

আমি মনে ক'রেছি যুনে ।

মানুষের মনই শত্রু,

নৈলে মিত্রকে শত্রু ভাবি ?

হাঃ তোর মন !—সর্বনাশ হোক তোর !

তা' যাক, বন্ধু ! এ কি ?

কাপড়ময় গাম্বির এত রক্ত কেন ?

আশা ।—বাম ভালুকের মুখে প'ড়েছিলেম,

ম'তে ম'তে বেঁচেছি ।

বিদু ।—অ'্যা—বলেন কি !

তোর আর কাণ্ড বাঁজিতে বা'বো না

বাপ্ ! একে জঙ্গল, তায় ভাঙা বাড়ী !

(স্বগত)—ভাগ্যে আমি সেখানে ছিলাম না,
থাকলে এতক্ষণ বাঘের পেটে হজম হ'তেন,
ভগবান্ রক্ষা ক'রেচেন।

(প্রকাশে)—বাঘ না ভালুক ?

আশা।—বাঘ ভালুক দুইই।

বিদু।—ও বাবা !

আমার বড় পিপাসা পেয়েচে,
ওই পুকুরটোর একটু জল খেয়ে আসি।

[প্রস্থান।

আশা।—লোকটা ঠকেচে,

আমার রক্তাক্ত শরীর ও রক্তাক্ত বস্ত্র দেখে
সত্য সত্যই বাঘ ভালুক মনে ক'রেচে।

আমি যে ওদিকে দেবালয়ে গিয়ে
চন্দ্রভানু রাজাকে গুপ্তহত্যা ক'রেছি,
তা' এ লোকটা বুঝতে পাচ্ছে না।
না ব'লে, বুঝবে কি ক'রে ?

বিক্রমাদিত্য, চন্দ্রভানু আর আমি—
এই তিন জন এক দিনেই জন্মেছি।

আমি দৈবজ্ঞের মুখে শুনেছি—

আমাদের তিন জনের মধ্যে

যে ব্যক্তি

জগৎ জু'জনকে হত্যা ক'রে পারবে,

সে সমগ্ররা ধরার অধিপতি হ'বে।

অগ্রে বিক্রমাদিত্যকে বধ করবো ভেবেছিলাম,

তা' ঘটনাক্রমে চন্দ্রভানুই অগ্রে ম'লো।

ভাগ্যে আমি এই লোকটার অনুসন্ধান ক'রে

সেই নিবিড় বনে গিয়েছিলাম,

ভাই তো সেই শিবমন্দিরের ভিতর

চন্দ্রভানুকে তপোমগ্ন থেকে পেলোম।

আচ্ছা,

মন্দিরের শিবমূর্ত্তি ভগ্ন কেন ?

বোধ হয়,

মহাদেব আমার প্রতি সন্তুষ্ট হ'য়ে

চন্দ্রভানুকে ত্যাগ ক'রে গিয়েছিলেন।

হাঁ, আর এক কথা—

মন্দিরের দেওয়ালে

হোমাস্মারে

বিক্রমাদিত্যের নাম লেখা আছে ;

এর অর্থ কি ?

বোধ হয়,

বিক্রমাদিত্যও

সেখানে শিবপূজা ক'রে যার।

তবে তো ভালই হ'লো,

বিক্রমাদিত্যকেও সেখানে হত্যা ক'র্ব্বো।

এই যে উদরের জলোদর হ'য়ে

মুগ্ধ মুহুতে মুহুতে আসচে।

একে এ সব কিছু বলুবো না।

ছদ্মবেশী বিদুষকের পুনঃপ্রবেশ।

বন্ধু ! আর এখানে থাকা ভাল নয়,

তোমার গু'জতে এসে

দেখা পেরে খুব সন্তুষ্ট হ'য়েছি,

বাঘের পেটে গেলে আর দেখা হ'তো না।

ওই পুকুরদ্বীপ জলে গা ধুয়ে

হু'জনে এখান থেকে যা'ই চল।

বিদু।—আবার বাঘের পেটে না কি ?

আমাকে বিশ হাঁড়ী মোহর দিলেও

সেই ভাঙা বাড়ী—স' নাং ঘরের বাড়ী—

বাপ্ !—

আশা।—সেখানে না, অন্য কোনখানে।

বিদু।—তা বরং—

কিন্তু, বন্ধু ! এখানে বড় বিলুপ্ত উপস্থিতি—

যক-বিগ্রহাদিত্য-সংবাদ !

আশা।—সে আবার কি ?

বিদু।—চল, ব'লুতে ব'লুতে যা'ই।

[উভয়ের প্রস্থান

সপ্তম দৃশ্য ।

"She is mine own ;
And I as rich in having such a jewel
As twenty seas, if all their sand were pearl,
The water, nectar, and the rocks pure gold."

TWO GENTLEMEN OF VERONA.—Act ii.
sc. 4.

উজ্জয়িনী নগরী—রাজ্যতঃপূর্ব ।

বিক্রমাদিত্য ও ভানুমতী ।

বিক্রম।—মহিষি !

ভগবান্ মহাদেবের রূপায়

অনেক শিষ্য বাধা হাতে উত্তীর্ণ হ'য়ে

আবার তোমায় দেড়ে পেলেম ।

আজ আমার অনিন্দের সীমা নাই ।

ভানু।—মহারাজ !

স্ত্রীলাকের সন্মুখি দেবতা,

আমি এত দিন

মেই দেবতাছারা হ'য়েছিলেম,

দুঃখজননী দয়াময়ী হুণী

আবার আমাদের একত্ব করিলেন,

আমিও তোমার মত হুণী ।

কিন্তু মা হুণীর রূপায়

আমাদের একটি পুত্রসংধান হ'লে

আমাদের এই সুখ শতাব্দ হ'বে ।

কবে আমাদের সে শুভ ভাগ্য দেখা দেবে ?

বিক্রম।—মহিষি !

শিবহুণীর অমুগ্রহে

আমাদের সে আশা অবশ্যই পূর্ণ হ'বে ।

যাঁ'রা আমাদের অতুল ঐশ্বর্য দিয়েছেন,

তাঁ'রা এই ঐশ্বর্য ভোগ করবার জন্য

অবশ্যই পুজুরূপী উত্তরাধিকারীও দেবেন ।

জটনৈকা দাসীর প্রবেশ ।

দাসী।—পুজোর সব গোছ গাছ হ'য়েচে ।

বিক্রম।—চল, মহিষি !

পুত্রকামনার উভয়ে মিলে

দেবদেব মহাকালের পূজা করি ।

দাসী।—আজ সেখানে

কে এক জন যোগী এসেচে ।

বিক্রম।—যোগী ?

(স্বগত) — যোগীর নামে এখন মল্লের হয়,

যজ্ঞের কথা মনে পড়ে ।

আচ্ছা, কে যোগী দেখা যাক !

[নকলের প্রস্থান ।

অষ্টম দৃশ্য ।

"A large translation of hypocrisy."

LOVE'S LABOUR LOST.—Act v. sc. 2.

উজ্জয়িনী নগরী—মহাকালের মন্দির ।

আশানন্দ যোগী ।

আশা।—উদরেশ্বর

এই বার যে পরামর্শটা এঁটেচে,

খুঁ উঁচুদরের ।

এতে যদি আমার অসীষ্ট-মিচ্ছা না হয়,

তবে আর কিছুতেই হ'বে না ।

বাঃ বন্ধু, বাঃ বাঃ !

তোমার প্রতিভার জয় হোক !

আমি এই মহাকালের নিকট শপথ করি—

তোমাকে সর্বপ্রধান রাজমন্ত্রী করবো ।

যদি পূর্বে দিকের হুঁধ্য পশ্চিম দিকেও গঠে,

তু আমায় প্রতিজ্ঞা ট'লবে না ;—

তুমি আমার মন্ত্রী হ'বে হ'বে হ'বে ।

(কিয়ৎক্ষণ চিন্তিয়া)—না, তা' হ'বে না,

তা'র যে বুদ্ধি—কুটের চেয়েও কুট ।

সে রাজমন্ত্রী হ'লে

আমার আবার সর্বনাশ ক'তে পারে ।—

পারে কেন ?—ক'রবে ।

রাজ্যের লোভ বড় লোভ !

অর্থের জন্যেই

ধাপ ছেলেকে—

ছেলে বাপকে—

ভাই ভাইকে খুন করে,

উদরেশ্বর তো একটা পর ।

পর কখনো আপনার হয় না,

সুতরাং তা'কে মস্ত্রী করা হ'বে না,

এমন কি, তা'কে নিপাত ক'তে হ'বে,

নৈলে আনি তা'র হাতে নিপাত হ'বো,

হুঁ হুঁ, আমি খুব বুঝি—

বিক্রমটার মত উদরেশ্বরটাও আমার শত্রু !

সে কথা এখন যাক্,

এখন তা'র পরামর্শরূপ ওঙ্কার

বিক্রমাদিত্যের প্রতি প্রয়োগ করি ;

তা'র পর,

নিজের যুক্তি-ব্রহ্মান্ত তা'র প্রতি এড়বো।

এই যে বিক্রমাদিত্য আস্চে,

কটিলেশে তরবার খুল্চে,

সঙ্গে ক' জন অস্ত্রধারী লোক !

এর মানে কি ?

পুজার তো এ বেশ নয়,

কোথাও যাচ্ছে কি ?

না আমাকে জানুতে পেরেচে ?

না—বোধ হয়-পারে নি ।

আর জানুলেই বা উপায় কি ?

পালা'বার তো যো নেই,

পালা'লেই সন্দেহ ক'রবে,

আর অগ্নি লোকগুণে এসে ধ'রে ফেলবে ।

তা'র চেয়ে চোক বুজে চোঁচিয়ে চোঁচিয়ে

শিবের স্তব আরম্ভ ক'রে দি ।

কই, ভাল স্তব যে জানি না,

কিন্তু এসে প'ড়লো যে !

কি করি ?—কি বলি ?

বা জানি, তাই বলি ।—

(নেত্রনিমীলন করিয়া)—

হর হর বম্ বম্ ! হর হর বম্ বম্ !

দূর হোক্ গে,

ভয়ে চোক খুলে যায় যে,

আধ-চাওয়া আধ বোজা ক'রে

হর হর বলি ।—

হর হর বম্ বম্ ! হর হর বম্ বম্ !

হর হর বম্ বম্ ! হর হর বম্ বম্ !

রক্ষিগণের সহিত বিক্রমাদিত্যের

প্রবেশ ।

বিক্রম ।—(স্বগত) —

যদি ঘা'র কথা ব'লে গেছেন,

এই কি সেই যোগী ?

জটাবকুলরূপ পুষ্পের মধ্যে

এই কি সেই সর্প ?

ধর্ম্মাচ্ছ'দনীর মধ্যে এই কি সেই পাপ ?

যোগী সম্যাসী মাতেরই প্রতি

এখন আমার সন্দেহ ।

একপ সন্দেহ পাপের কারণ,

কেন না যথার্থ সারু যোগী সম্যাসীকেও

হর তো আমার শত্রু ব'লে ভাব্চি ।

হে মহাকাল,

আমার একপ সন্দেহ দূর কর,

প্রকৃত শত্রুকে দেখিয়ে দাও ।

আচ্ছা,

একবার একে জিজ্ঞাসা করি ।

(প্রকাশে)—যোগিবর !

আশা ।—(স্বগত)—এই রে, ধরা পড়ি বুঝি !

না—খুব সামুণে বাই ।

(প্রকাশে)—হর হর বম্ বম্ !

হর হর বম্ বম্ !

বিক্রম ।—মহাশয়,

কোন তীর্থ হ'তে আগমন হ'য়েচে ?

কোন তীর্থেই বা ঘা'বেন ?

আশা ।—জয় হোক্, মহারাজ !

হর হর বম্ বম্ ! হর হর বম্ বম্ !

হর হর বম্ বম্ ! হর হর বম্ বম্ !

বিক্রম।—আমি যা' বল্লম, তা'র—

রাশা।—বদরিকাশ্রম হ'তে এসেচি,

সেতুবন্ধ রামেশ্বর গমন ক'রবো ।

বিক্রম।—এখানে কি অভিপ্রায়ে ভ্রমগমন ?

রাশা।—

আপনার স্থাপিত ৬মহাকাল মর্শনাভিলাষে ।

হর হর বম্ বম্ ! হর হর বম্ বম্ !

মহারাঙ্গ । আমার আর একটি বক্তব্য আছে ।

হর হর বম্ বম্ ! হর হর বম্ বম্ !

বিক্রম।—আজ্ঞা করুন ।

রাশা।—আপনি না কি অপুলক ?

বিক্রম।—আজ্ঞে ।

রাশা।—আহা, এ বড় দুঃখের কথা,

অতুল রাজ্যধনের অপিত হ'য়েও

আপনি পুত্রধনে বঞ্চিত !

হর হর বম্ বম্ ! হর হর বম্ বম্ !

আচ্ছা, মহারাঙ্গ,

আমি আপনার এ দুঃখ দূর ক'রবো ।

আপনি এই শ্রীফল গ্রহণ করুন ।

(শ্রীফলপ্রদান)

মহারাজীকে এই ফল খেতে দেবেন ।

তা'র পর

আপনাকে আর একটি কাজ ক'তে হ'বে ।

বিক্রম।—আদেশ করুন ।

রাশা।—আগামী কল্য বড় শুভ দিন—

কুরুপক্ষীয়া অমাবস্যা ।

রাজধানীর প্রান্তবর্তী খাশানে

কাল রাহিকালে আমি আপনার জন্যে

পুত্রকাম-যাগ করবো ।

আপনি সেই সময়ে

অর্থাৎ রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময়ে

আমার নিকট যা'বেন—একাকী যা'কেন ।

জগন্নাথ চামুণ্ডার সম্মুখে আপনাকে বসিয়ে

এক সহস্র অষ্ট বিঘদলে তা'র পূজা ক'রবো ।

আপনি এক বৎসরের মধ্যেই

নিশ্চয়

কার্তিকেয়ের ন্যায় পুত্র লাভ ক'রবেন ।

বিক্রম।—একাকী যেতে হ'বে ?

রাশা।—হী, মহারাঙ্গ !

তরুণতামুসারে এই যাগ ক'তে হ'বে ।

তত্তে লিখিত আছে—

“পুত্রকামযোগে তদ্ব্যং শুভতরঃ ।”

তুতরাং আপনি আর আমি ।

বিক্রম।—(দগত)—যক্ষের কথা প্রকৃত,

এই বর্ষক্ষেত্রীই আমার বিনাশকামী ।

যক্ষের বাক্যামুসারে

শেষ পর্দাস্ত কি কি ঘটে দেখতে হ'বে ।

(প্রকাশে)—মহাশয়,

আমি

আপনার অমুগ্রহে নিতান্ত বাধিত হ'লেম ;

কল্যা রাহে

নিশ্চয়ই আপনার নিকট যা'বো ।

রাশা।—তবে আমি এখন চ'ল্লম ।

এ যাগে যে যে উপকরণ চাই,

গিয়ে সে সমস্ত সংগ্রহ করি ।

আপনি রাজবেশে যা'বেন ।

কল্যা প্রাতেও একবার এখানে আস'বো ;

পাছে বিস্মৃত হ'ন,

যা'বার কথা স্মরণ করিয়ে দিবে যা'বো ।

বিক্রম।—না, এ কথা কি আমি বিস্মৃত হই ?

নিশ্চয় যা'বো,

কোনরূপ মনোহ ক'রবেন না ।

রাশা।—আচ্ছা, আমি তবে চ'ল্লম ।

জয় হৌক্, মহারাঙ্গ !

(দগত)—উদয়েশ্বর আচ্ছা মুক্তিই দিয়েচে,

লোভ ব'লে লোভ—ছেলের লোভ !

এইবার ছেলের লোভে বাবা যা'বে !

বন্ধুকে নিয়ে

যাই সব যোগাড় করি গে ।

[প্রস্থান ।

বিক্রম ।—মহিষীকে এখানে না এনে

ভাল ক'রেচি ।

তিনি এই কতক্ষণ পুত্রের কথা বলছিলেন,

এখানে পুত্র যোগীও সেই কথা তুললে,

মহিষীকে শ্রীকল বেতে দিলে ।

হয় তো এটা বিবাক্ত ফল,

খেলে বিপদ ঘটতে পারতো ।

যা হোক,

ভগ্ন যোগীকে উপহৃত করে দিতে হবে ।

হে মহাকাল,

আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর ।

[নকলের প্রস্থান ।

ইতি যোগি-সম্বন্ধ-মাত-নাম তৃতীয়ঃ ।

চতুর্থ অঙ্ক ।

প্রথম দৃশ্য ।

"What see'st thou there ? King Henry's
diadem,
Enchas'd with all the honours of the world ?
If so, gaze on and grovel on thy face,
Until thy head be circled with the same.
Pat forth thy hand, reach at the glorious
gold :—

What, is't too short ? I'll lengthen it with mine :
And having both together heav'd up it up,
We'll both together lift our heads to heaven :
And never more abuse our sight so low,
As to vouchsafe one glance unto the ground."

HENRY VI. Pt. II.—Act i. sc. 2.

"O Buckingham, beware of fonder dox :
Look, when he fawns, he bites, and, when he
bites,

His venom tooth with rankle to the death ;
Have not to do with him beware of him ;
Sin, death, and hell have set their marks on him,
And all the ministers attend on him."

RICHARD III.—Act i. sc. 3.

"I grant him bloody,
Luxurious, avaricious, false deceitful,
* * * * *, malicious, smacking of every sin
That has a name."

MACHETH.—Act iv. sc. 3.

"Wilt thou draw near the nature of the god ?
Draw near them then in being merciful :
Sweet mercy is nobility's true badge."

TITUS ANDRONICUS.—Act i. sc.

শ্রদ্ধান ।

(চতুর্দিকে নরকঙ্কাল, ভগ্ন কলস, ভাঙা

খটা, ছিন্ন বস, চিতা-কাঠ, অঙ্গার

ইত্যাদি পতিত)

সদ্যকালে যোগাঙ্গনে আশানন্দ

যোগী উপবিষ্ট ।

সম্মুখে দু'দুই ঘট, দূরে অনন্ত চুল্লীর উপা

তৈলপূর্ণ রুহং কটাত, পার্শ্বে জবা-

পুষ্পান্বিত পাত্র, শঙ্খ, ঘণ্টা

ইত্যাদি)

আশা ।—(দামি সন্মিলন করিয়া) —

কই, বদ্ধ কোথা ?

একবার ডাকি ।

শ্রদ্ধা

চতুর্বেশে বিদ্যকের প্রবেশ ।

বিদ্যু ।—ডাকলেন কেন ?

আশা ।—আজ সন্ধ্যার ৩

বে সন্ধ্যাসীটাকে এই বেধে এনেচি,

সেটাকে এখানে আনতে হবে ।

সেটা এখন কি ক'রে ?

বিদ্যু ।—পাছতলায়

বহিঃ দ্বারের চোটে আড়ষ্ট,

নড়া চড়া নেই,

যুখে কখাটি নেই, কেবল গোঁ গোঁ ।

আশা ।—চল, এইবার সেটাকে এখানে আ

সেটা না হ'লে

বিক্রমাদিত্যকে ফাঁদে ফেলা শক্ত ।

বিদ্যু ।—তা' তো আগেই বলেচি ।

আমুন তবে ।

বিক্রমাদিত্যেরো

আম্বার সময় হ'য়ে এলো ।
একে অমাবস্যের রাত,
তা'তে মেঘ ঝড় অন্ধকার,
আন্তে আন্তে আহুন ।

[উভয়ের প্রস্থান ।

৪. পদ, মুখ ও চক্ষুবন্ধ এক জন সন্ন্যাসীকে দোলাকারে লইয়া চত্বাবেশী

বিদুমক ও আশানন্দের পুনঃ-

প্রবেশ ।

শা।—ও বন্ধু !

বড় ভারি—নামাও নামাও ।

দু।—বাপু !

জ্যাঠো! মাহুব এতো ভারি !

আমার নখের মুড়িতে পর্য্যন্ত

ঝিক্কিনে ধ'রেচে ।

এইখানে ফেলুন ।

(বস্ত্রাবদ্ধ সন্ন্যাসীকে ভূতলে রক্ষা)

দু।—আর এক পুরু কাপড় দিয়ে মুখটো বান্ধি,
কি জানি,

যদি মুখ খুলে উঠিয়ে ওঠে ।

শা।—ঘট্ট তো খুব কোমে বাধো ।

দু।—(আবদ্ধ সন্ন্যাসীর মুখ বান্ধিতে বাধিতে,
স্বগত)—

আজ আমার মন কেন এমন ক'ছে ?

আপনা আপনি শিউরে উঠিচি !

সুকের মাঝখানটা এক এক বার

গুর গুর ক'ছে,

ভয়ও হ'ছে ।

বোধ হয়, আর কিছু নয়,

একে অমাবস্যের রাত্রি,—মেঘ,—শ্মশান,

তাতে আমার একটা হত্যাকাণ্ড ঘটবে,

তাই, আমার এমন হ'ছে ।

একটু সাহস করা চাই,

ভয় মুকুনো চাই,

নৈলে আজ আমার 'ছুর' হ' কলার

মর্মান্তিক অপমানের প্রতিশোধ হ'বে না ;

মা শ্মশানকালি !

আমার মনোবাস্তা পূর্ব কর, মা !

জগৎপে !

আজ বিক্রমাদিত্য হ'ত হ'লে

আমি নরবলি দিয়ে তোমার পূজো ক'রবো ।

সেই জন্য এই সন্ন্যাসীটেকে এনেচি ।

দোহাই মা ! দোহাই মা !

আশা।—মুখ বাঁধা হ'লো, বন্ধু ?

বিদু।—হঁ—উ !

একবার টিপে টিপে দেখুন তো ।

আশা।—(তত্ত্বপ করিয়া)—বেশ হ'য়েচে ।

নিশ্চয় প'ড়'চে তো ?

(নাসিকাগ্রেহ হস্ত দিয়া)—হঁ—প'ড়'চে ।

বিদু।—আমি

তবে এখন আড়ালে মুকিয়ে থাকি পে ?

আশা।—যাও ।

কিছু শাঁকের ডাক শুনলেই দৌড়ে এসো ।

বিদু।—বন্ধু !

তোমার পারে ধ'রে বাঁচি,

আজ আমার মুখ রক্ষে ক'রো—

মান রক্ষে ক'রো ।

এইবার আমি এসে যেন

বিক্রমটার এক দিকে ধড়—

এক দিকে মাথাটা দেক্তে পাই ।

আশা।—বন্ধু, ভয় কি ?

তোমার মুক্তিতে

তোমার মনোবাসনা পূর্বে ।

হুকি বলে হুকি—ছেলের লোভ !

বিক্রমাদিত্যকে আজ নিশ্চয় কাট'বো ।

(স্বগত)—তোমাকেও কাট'বো !

আগে গোড়া কাটি,

তার পর ডাল ।

(প্রকাশে)—ও বন্ধু,

এ লোকটা এতো নড়ে কেন ?

বিদু।—ষমদুত্তের বীধন যে ।

(স্বগত)—

লোকটা কেন এতো নড়ে, তা'ও জানি,
আর লোকটা কোন্ লোক, তা'ও জানি,
আজ ঝাড়ুকে ঝাড় সাবাড় !
'কটকেনৈব কড়কম্' ।

আশা।—ও বন্ধু,

লোকটা বড় ছট্, ফট্, ক'চে,—কষ্ট হ'চে,
বীধনটা একটু আলগল্গল্গ'রে দেবে কি ?

বিদু।—আপনি বলেন কি ?

আশা।—বড় কষ্ট হ'চে ব'লে ব'লিচি ।

বিদু।—আর একটু পরেই

এর ভববন্ধনের কষ্ট পর্যন্ত দূর ক'রবো ।

আমি এখন চ'ল্লম ।

সাবধান—খুব সাবধান,
এর বীধন টা'ধন ধুলবেন না,
খুসে

আপনার রাজা হওয়ার আশায়

ছাই প'ড়বে ।

লোকটা আমাদের শুণ্ড-কথা শুনেচে,

বিক্রমাদিত্য এলে ব'লে দেবে,

তা' হ'লেই—বুঝেচেন তো ?

আশা।—ঠিক ব'লেচো, বন্ধু !

বীধন আল'গা করা তো পরের কথা,

আমি একে হোঁবও না ।

বিদু।—খুব সাবধান—খুব সাবধান ।

(স্বগত)—বিক্রমাদিত্য !

বড় জোর আর এক ষণ্টা তোর প্রাণ ।

[প্রস্থান ।

আশা।—

'ভাবনা বাধুশী যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী ।'

মা চামুণ্ডে !

আমারও যেন সিদ্ধির্ভবতি হয়, মা !

বিদুবকের পুনঃপ্রবেশ ।

আবার যে কিরে এলে ?

বিদু।—বাঁড়াখানা এনেচেন কি ?

আশা।—ওই—যা ।

বিদু।—বেস্ যা হোক !

আসল কাজেই ভুল !

হাতে মাথা কাট'বেন না কি ?

আশা।—যাও যাও, দৌড়ে যাও,
কুটার থেকে বাঁড়াখানা আনো ।

তাড়াগাড়িতে সব মনেও পড়ে না ।

বিদু।—দৌড়ে গেলেও

তবু যেতে আসতে এক ষণ্টা ।

যা হোক,

বিক্রমাদিত্য এলে বসিয়ে রাখবেন ।

[প্রস্থান

বিক্রমাদিত্যের প্রবেশ ।

আশা।—এই যে মহারাজ উপস্থিত,

আহ্নে আহ্নে ।

(আসনাদি প্রদান

বিক্রম।—বহন বহন,

এত ব্যস্ত হ'ছেন কেন ?

আপনার আমাকে আসন দেওয়া কি সাথে

আমি নিজে গিয়ে ব'সিচি ।

(স্বগত)—এ কি ভয়ানক দৃশ্য !

শ্রমশান আজ বাস্তবিকই শ্রমশান !

ও কি ?—

জলজুলীর উপর একটা বৃহৎ কটা হ'না !

তাই তো বটে,

কটা হ' উত্তপ্ত তৈলপরিপূর্ণ !

এই যোগিদেবী কপটী নরাদম

আমাকে হত্যা ক'রে

ঐ তৈল-কটাহে নিক্ষেপ ক'রবে ।

পাপিষ্ঠের ভয়ঙ্কর রক্তাকাজ্ঞা !

যজ্ঞের কথা

এ কটি একটি ক'রে ঠিক হ'চে ।

আচ্ছা,

এ লোকটা কি অভিশ্রমে

আমাকে হত্যা করবার চেষ্টা ক'রে ?
তা'র তো কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না,
যক্ষও সে কথা ভেঙে বলেন নি।
তা' যা' হোক,
এ পাপিষ্ঠ যেমন পাপাশা ক'রেচে,
সেইরূপ উপযুক্ত প্রতিফল দেওয়া উচিত,
কিন্তু সেটা আমার পক্ষে
কাপুরুষের কার্য—দুর্দলের কার্য।
যে ব্যক্তি কোটি কোটি প্রাণীকে
পালন করবার ভার নিয়েচে,
তা'র কি এরূপ ভীকর কার্য করা উচিত ?
কখনই না।
আমি একে বিনাশ ক'রবো না।
এর মনে যদি পাপ থাকে,
তবে নিজেই তা'র কল ভোগ ক'রবে।
আমি কেন তুচ্ছ প্রাণের আশায়
আর এক জনের প্রাণ নষ্ট ক'রবো ?
এ ছরাত্মা হৃদ্যাদপি ক্ষুদ্র,
এর অন্তঃকরণ ততোধিক ক্ষুদ্র,
হৃদয়ঃ ক্ষুদ্রকে বিনষ্ট ক'রে
বিক্রমাদিত্যের মহর কোথায় ?
আমার যে তরবারি
রণক্ষেত্রে মহাবীর শত্রুগণকে নিপাত করে,
সে তরবারি
এই ক্ষুদ্র ব্যক্তির রক্তস্পর্শে কলঙ্কিত হ'বে।
আমি এমন কার্য কখনই ক'রবো না।
শি। —মহারাজ !
পদব্রজে এসে বড় কষ্ট হ'য়েচে,
এই আসনে একটু বিশ্রাম করুন।
ক্রম। —না, আমার কিছুই কষ্ট হয় নি,
আপনার ন্যায় সাধুসংসর্গে কিসের কষ্ট ?
শি। —মহতের বাক্যও মহৎ।
(স্বগত) —আমার মত
সাধুসংসর্গে কিসের কষ্ট
এখন টের পাবে,
পাগড়ী সমেত খুঁট উড়ে যাবে।

বিক্রম। —আপনার যাগের
সমস্ত আয়োজন হ'য়েচে ?
আশা। —একটু বাকি ছিল,
তা আপনি আসাতে ঠিক হ'লো।
(স্বগত) —উদরেরপরটা মহাকুড়ে,
কখন যে ঝাঁড়াখানা আনবে ?
যা হোক,
ততক্ষণ বাকি কাজগুলো সেয়ে নি।
(প্রকাশে) —মহারাজ !
আমি জানি,
আপনি মহারাজ কর্ণাপেক্ষাও দাতা।
বিক্রম। —(স্বগত) —আজ জেনে শুনে
পূর্বের অসম্মত প্রার্থনায় সম্মত হ'ব না।
(প্রকাশে) —সম্মতমত প্রার্থনা করুন।
আশা। —সংসারবিরাগী যোগী
অসম্মত প্রার্থনা কখনই করে না।
বিক্রম। —বলুন, কি চান ?
আশা। —আমি যা' চাখো,
তা' আপনারই নিমিত্ত—
আপনার পূজলাভের নিমিত্ত।
বিক্রম। —তা' জানি,
আপনি আমার পরম হিতৈষী।
বলুন, কি প্রার্থনা ?
আশা। —দু'টি প্রার্থনা।
তা'র মধ্যে একটি—
আপনার রাজপরিচ্ছদ খুলে এখানে রাখা।
আর একটি—
ঐ গোদাবরীনদী-তীরে শিরীষ বৃক্ষে
একটা শব আছে,
সেইটাকে আমার কাছে আনা।
বিক্রম। —(স্বগত) —
রাজপরিচ্ছদ উন্মোচন ক'রে
এখানে রাখবার উদ্দেশ্য কি ?
আমার নিকটে অস্ত্র শস্ত আছে কি না,
তাই বুঝি জানতে চায় ?
আর শিরীষ বৃক্ষ হ'তে

শব আনবার কথাই বা কেন বলো ?

বোধ হয়,

আমাকে ভয়ে আচ্ছন্ন করবার ইচ্ছা।

ধূর্তের ধূর্ততা খুব প্রথরা দেখছি।

তা' যা' হোক,

বিক্রমাদিত্য এ উভয় কার্যে অসম্মত নয়।

(প্রকাশে) —

রাজপরিচ্ছদে আপনার প্রয়োজন ?

আশা। — তা তো পূর্বেই বলেছি,

আমার নিজের কিছুই প্রয়োজন নাই।

প্রয়োজন আপনার পুত্রকামনা।

রাজপরিচ্ছদে

এই দেবীঘট আচ্ছাদন করে

চামুণ্ডার অষ্টোত্তর সহস্র নাম জপ করবে।

বিক্রম। — একপ জপের উদ্দেশ্য ?

আশা। — আগনার পুত্রকে কোন শত্রু

অস্ত্রাঘাতে নিহত করতে পারবে না।

ঘট যেমন রাজপরিচ্ছদাবিষ্ট হবে,

সেইরূপ আপনার পুত্র

চামুণ্ডাদেবীর কৃপা-বশে আচ্ছাদিত থাকবে।

বিক্রম। — আচ্ছা,

শিরীষ বৃক্ষ হ'তে

শব আনবার উদ্দেশ্য কি ?

আশা। — ঘটগম্ভুখে

শবটাকে উৎসর্গ করে দেবে।

সে রূপ করে,

যে ব্যক্তি

আপনার পুত্রের অমঙ্গল কামনা করবে,

সে তৎক্ষণাৎ শবের মত হবে,

অর্থাৎ প্রাণত্যাগ করবে।

বিক্রম। — (স্বপ্নত) — অদ্বৈত হর্ভেন্দ্র কৌশল !

যা' হোক,

এর ইচ্ছামত কার্য করে

আমার কৌতুহল পূর্ণ করি।

(প্রকাশে) — আমাকে পরিধেয় বস্ত্র দিও,

রাজপরিচ্ছদ উন্মোচন করে আনি।

আশা। —

এই পৈরিকবস্ত্রিত বস্ত্র আর উত্তরীয় দিন

[বস্ত্র লইয়া বিক্রমাদিত্যের প্রস্থান]

বিক্রমাদিত্য আজ পুত্রলাভ-লোভে

সম্পূর্ণরূপে আমার বশীভূত হয়েছে।

আমি বা' যা' বল্লেম,

ও তাই তাই বিশ্বাস করে।

কিছু নির্যোধ বুঝলে না যে

আমার এ দুটো প্রার্থনার অর্থ কি ?

লোকের বলে —

বিক্রমাদিত্য বড় বুদ্ধিমান,

ছায়া দেখলে কারা চিনতে পারে।

সে কথা মিথ্যা কথা —

সে কথা পোষামুদের কথা !

এরি নাম বুঝি রাজবুদ্ধি !

পাঁচ বছরের ছেলেও এর চেয়ে বুদ্ধিমান

আমি এইবার রাত পোহালে রাজা হ'লে

রাজবুদ্ধি কাকে বলে

প্রজাদের চোকে আড়ল দিয়ে দেখাবে

বিক্রমাদিত্যের আছে আবার নবরত্ন মত

সেই সভার আছে

কালিগাস, বরকচি আদি নামে

নটা মহাকবি বা মহাকবি !

হাতের বিক্রমাদিত্য !

হাতের নবরত্ন !

যেমন হবাচন্দ্র রাজা, তেমি পবাচন্দ্র মন্ত্রী

"এক ভয় আর ছার,

দোষ গুণ ক'ব কার।"

সব ব্যাটাকে সুগুরপেট করে তাতা গো

যাক — আমি কি বল্ছিলাম ?

এই — এই — এই — হ — মনে হয়েছে।

গণকঠাকুর আমাকে বলেচেন —

বিক্রমাদিত্যের রাজপরিচ্ছদটা

কোন হুয়ে যদি একবার নিজের গায়ে

চামুণ্ডার

‘এক হাজার আট নাম জপ তে পার,—
 শাশানে বসে জপা চাই কিছ—
 তা’ হ’লে বিক্রমাদিত্য
 কখনই তোমায় বধ ক’তে পারবে না ;
 কিছ ভূমি
 অন্যসে তা’কে কেটে ফেলতে পারবে ।
 উদরেশ্বরকে এই গুপ্তকথা বলি নি,
 বলবও না ;
 বলবার চেয়ে কাজে দেখানই কাঙ্গ ।
 যাক্ সে কথা ।
 এখন ফাঁকি দিয়ে রাজপরিচ্ছদটা তো পরি ।
 তার পর,
 বিক্রমাদিত্য মড়াটাকে আনলে পরে,
 সেইটেকে, আর শুটাকে কেটে ফেল
 ঐ কড়া-ভরা গরম তেলে ভেজে কেনুবো ।
 তা’ হ’লেই বস্ !
 আর আমায় পার কে ?
 যেমন রাত পোহা’বে,
 আর অগ্নি বহিঃ-সিংহাসনের উপর
 আমি আশানন্দ—মার্কভৌম সমাট !
 অনেক কষ্টের পর এইবার ইষ্টমাত ।
 গেরুয়া কাপড় ফেল দেবো—
 আঃ, সে কাজটা এখনই হ’বে ।
 শুটা কেটে ফেলবো —
 নাপিতকে রাজা রাজড়ার বিশ্রাম নেই—
 নিজে কটা জটা কপ্‌চাবো ।
 দাড়িতে ঘেন চমরী গাই হ’য়ে পাড়তে,
 নাইকু গুল পরগায় ডেটে খেলাকে,
 ছেটে ছুটে চাপদাড়ি ক’ব্বো ।
 ঝায়ের গোপ জোড়াটা
 চৌগোপ্লা ক’তে হ’বে,
 নৈলে মানা’বে কেন ?
 লোকে রাজা ব’লে খাতির ক’ব্বেন কেন ?
 শুকনো ষড়্‌খণ্ডে হাড়ের মত
 রুদ্রাক্ষমালা গুলো
 ছিঁড়ে ঝড়ে পুড়িয়ে ফেলবো,

ফেলে—ইয়া গোচ্ছা গোচ্ছা যন্ত্রের মালা
 আপদকণ্ঠে লুটিয়ে দেবো !
 খালি পায়ে হেঁটে হেঁটে
 পা ছ’খানা ফুটকটা হ’য়ে গেছে,
 এইবার সাঁচা জরির ফুলকাটা—
 হীরে বমানো—
 পিকিমিদি জুতোর জোড়া
 উ কিব্বাকি মাঝবে !
 আজকে মাধায় জটার বোকা,
 কালকে মাণিকের
 কঙ্কাদার গুলজার ভোলাহার
 শিরপ্যাচ ওয়ালা পা—বু—ডী ।
 ধুলোর স্তয়ে স্তয়ে যা কালো হ’য়েছে,
 এইবার দুর্গকেননিভ শব্দায়
 গাটাও দুর্গকেননিভ হ’বে !
 এখন হাত পা কামড়া’লে নিজেই টিপি,
 এইবার শতশত রূপবতী বুঝতী
 পা টিপবে—পা টিপবে—পাল টিপবে ।
 আর বিক্রমাদিত্যের ভানুমতী !
 আরে সে তো এখন আমারই ।
 আমি পাটরাজা !
 ভানুমতী পাটরানী !
 বাহব্বা !—হো হো হো !—বাহব্বা !
 আশানন্দ !
 হাঁ ।
 আমি
 মহারাজাবিরাজ আশানন্দ বিক্রমাদিত্য ।
 (নেপথ্যের নিকে দেখিয়া)—
 ঐ যে পরিচ্ছদ নিয়ে আনছে ;
 রাজপরিচ্ছদ খুলে গেরুয়া পরবে ;
 বিক্রমাদিত্য দেকেন হ’লেচে ঘেন আশানন্দ !
 এইবার আশানন্দ হ’বে বিক্রমাদিত্য ।
 আজকে যা’ হ’ব,
 বরাবর তাই রা’ব ।
 ও রাজপরিচ্ছদ তো আমার ।

এইবার আমি চামুণ্ডার স্তব করি ।

(স্বর করিয়া)—

জয় চামুণ্ডে ! চামুণ্ডে ! চামুণ্ডে !

জয় যুগে ! যুগে ! যুগে !

জয় ওঁ ! ওঁ ! ওঁ !

জয় ওঁমুচা ! ওঁমুচা ! ওঁমুচা !

জয় ওঁম ! ওঁম ! ওঁম !

জয় চা ! চা ! চা !

জয় চামুণ্ডে ! চামুণ্ডে ! যুগে !

জয় ওঁমুচা ! ওঁমুচা ! যুচা !

জয় চামু ! যুগে ! ওঁম ! যুচা !

জয় চামুণ্ডে !

জয় যুচামুণ্ডে !

জয় যুগুচা !

জয় চামু চামু চামু !—

মুং মুং মুং !—ওঁওঁ ওঁওঁ ওঁওঁ !

ড্যাং ড্যাং ড্যাং,

মজা ক'রে আজ,

ড্যাং ড্যাং ড্যাং

রাজা হ'ব কাল,

ড্যাং ড্যাং ড্যাং—ড্যাং ড্যাং ড্যাং !

বিক্রমাদিত্যের পুনঃপ্রবেশ ।

বিক্রম।—যোগিরাজ !

এ কোন্ তমোক্ত কোন্ দেবতার স্তব ?

আশা।—বীজতমোক্ত

চামুণ্ডাদেবীর আক্ষরবিবর্তনিক স্তব ।

বিক্রম।—এ স্তবের কল কি ?

আশা।—মনোবাহ্য পূর্ণ হ'বে,

অমুক রাজা হ'বে ।

বিক্রম।—অমুক কে ?

আশা।—আপনার ছেলে ।

(স্বগত)—আপনার ছেলে

না আপনার পিলে ?

এখনি কেটে বুকের মেটে

আর পেটের পিলে গরম তেলে ভাজবো ।

(প্রকাশে)—মহারাজ !

এই বেশ এখন ঠিক বেশ,

পুলকামযাগের পবিত্র বেশ !

বাহুপরিচ্ছদ এই স্থানে রাখুন,

আমি ওতে ষটাক্ষাদন ক'রে নাম জপ কা

এইবার, আপনি শবটাকে আহুন ।

তা'র পরই যাগারস্ত হ'বে ।

লগ্নও প্রায় উপস্থিত ।

বিক্রম।—আচ্ছা, আমি চলেম্ ।

(স্বগত)—সুত্র তদব্যবস্থানা এনেচি ?

না ফেলে এসেচি ?

(উত্তরীয় স্পর্শ করিয়া)—

না, এই যে এনেচি ।

(প্রকাশে)—তবে আপনি প্রস্তুত থাকুন ।

আশা।—(স্বগত)—আমি বরাবরই প্রস্তুত আছি

এখন তুমি প্রস্তুত হও ।

- (প্রকাশে)—রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহর,
আপনি শীঘ্র যান ।

বিক্রম —(স্বগত)—আমরা পরস্পরে

পরস্পরের মনোভাব জানিচি,

অথচ বুকের ভাবে—কথার ভাবে

আর একরূপ কার্য্য ক'রচি ।

মানব-জগতের এও এক চিত্র,

মানবের মনোরূপ নাটকের এক একটি অঙ্ক

এ চিত্র—এ অঙ্ক—কিছু মানব-কলঙ্ক ।

কিন্তু কি করি,

বুকের সঙ্গে বৃত্ততা ব্যতীত

সত্যতার যে কার্য্য হয় না ।

দেখি, হুঁরায়া আরও কত দূর কি করে

প্রয়োজন হ'লে

আত্মরক্ষার জন্য অস্ত্র ধারণ ক'রবো,

তথাপি এ নরপশুটাকে প্রাণে মাঝবো না

এ মনুষ্যত্বহীন জীব,

নহিলে বিনাপরাধে

এক জনকে হত্যা ক'রে চায় ?

ছি, একেও কি বধ ক'রে আছে ?

[প্রস্থান]

শা।—(নেপথ্যের দিকে দেখিয়া)—

ঐ যে দৃষ্টিপথ থেকে চ'লে গেলো ।

এইবার আমি

বিক্রমাদিত্যের রাজপরিচ্ছদ পরি ।

প'রে চামুণ্ডাদেবীর নাম অপি ।

তা' হ'লেই আমার শরীর দুর্ভেদ্য হ'বে ।

আর ভয় কি ? এইবার আমি রাজা ।

আমার প্রকৃত নাম ক্ষান্তিশীল,

আশা ভালবাসি ব'লে

আশানন্দ—আহা কি মধুর নাম !—

আশানন্দ নাম ধ'রেচি ।

এইবার আশানন্দ নাম সার্থক হ'বে ।

আমি গলায় পৈতে প'রেচি,

কিন্তু ব্রাক্ষণ বা ক্ষত্রিয় নই,—আমি শূদ্র ।

বিক্রমাদিত্য ক্ষত্রিয়,

কিন্তু এইবার শূদ্র ভদ্রবীপেশ্বর হ'বে ।

পরিচ্ছদ প'বে আসি,

জয় মা চামুণ্ডে !

[প্রস্থান ।

দ্বিতীয় দৃশ্য ।

or my part, I am so attir'd in wonder,
now not what to say."

UCH ADO ABOUT NOTHING.—Act iv.
sc. 1.

"these are not natural events ; they strengthen,
on strange to stranger."

TEMPEST.—Act v. sc. 1.

আশান-পার্শ্বস্থ নিবিড় অরণ্য ।

একটি শিরীষ বৃক্ষের শাখায় একটা

শাব রজ্জুবন্ধনে লম্বমান ।

ভূত, প্রেত ও পিশাচগণের বিকট

নৃত্য ও উৎকট চীৎকার ।

তগণ ।— (গীত)

হে হৃদ হৃদ গুহ গুহ নেমে আর ছেড়ে গাত ।

পপ, কপ, কপ, গপ গপ, গপ তুলে বা জলের মাছ ।

বোর আঁধার, দে ইঁকার,

মড়ার হাড়, হাড়িরে নাড়ি ;

খড় খড় খড়, গড় গড় গড়,

ছোট, দড়দড়, ছোট, চড় চড়,

মড়ার মাথার খুলি—

নিবিঘ্নে ফেলে, আবার জ্বলে ফেল, জল্দি ঢুলী—

দম্ দম্ দম্ দম্ দম্ দম্ মড়ার বুকে নাচ ।

বিক্রমাদিত্যের এবেশ ।

ভূত, প্রেত ও পিশাচগণ ।—(বিক্রমাদিত্যকে

দেখিয়া অটহাস্যে)—

হি হি হি হি হি হি হি হি—

হিঃ হিঃ হিঃ হিঃ !

হা হা হা হা হা হা হা হা—

হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ !

হৌ হি হিঃ !—হঁ হা হিঃ !—

হঃ হঃ হঃ !

হ্যাঃ হ্যাঃ হ্যাঃ হ্যাঃ !

হৌঃ হৌঃ হৌঃ হৌঃ !

বিক্রম ।—(দগত)—ওঃ, কি উৎকট অটহাস্য !

কর্ণ বধির হ'য়ে গেল যে ।

চতুর্দিকেই ভূত প্রেত পিশাচ ।

কি উৎপাত !

কি বিভীষিকা !

কি ভয়ানক ভৌতিক কাণ্ড !

ছুটে ঘোণী মায়াজালে কি এরূপ ক'রেচে ?

না না—তা' কখনই না ।

এ যে আশানভূমি—ভূতভূমি !

এরা প্রকৃতই ভূত প্রেত পিশাচ !

তা' বা' হোক্, এখন শবটা কোথা ?

(ইতস্ততঃ দৃষ্টিনিষ্কোপ)

ভূত, প্রেত ও পিশাচগণ ।—(বিক্রমাদিত্যের চতু-

র্দিকে দৌড়াদৌড়ি, হুড়াহুড়ি, লাফালাফি

ও অস্তভঙ্গি করিতে করিতে, সাগুনাসিক

হরে)—

মার মার !

ঘাড় ভাঙ !

মানুষের রক্ত বড় মিষ্ট,

খি-খেকো রক্ত—মাখন-খেকো রক্ত !

বিক্রম ।—সাবধান, ভূতগণ,

তোমরা দেবযোনি,

তাই কিছু ব'ল্‌চি না।

এরূপ হুঁশা ত্যাগ কর।

১ম ভূত ।—(সামুদাসিক স্বরে)—এঃ !

বিক্রম ।—আমার দৃষ্টিপথ হ'তে স'রে যাও।

২য় ভূত ।—(সামুদাসিক স্বরে)—কিঃ !

বিক্রম ।—এখান থেকে গ্রহান কর।

২য় ভূত ।—(সামুদাসিক স্বরে)—বটে !

তোমার কথায় চলে যা'বো ?

ঘাড়টি ভাঙবো—রক্ত থা'বো—

হাড় থা'বো—মাস্‌ থা'বো—

চামড়া নিয়ে ডুগ ডুগী বাজা'বো।

অত্যাচার ভূতগণ ইত্যাদি ।—(সামুদাসিক স্বরে)—

হি হি হি হি—হা হা হা হা !

বিক্রম ।—এখনো কথা রাখ ব'ল্‌চি, নৈলে—

১ম ভূত ।—(সামুদাসিক স্বরে)—

ওরে, ধস্তা'এর ঝুটি টেনে,

আমি দাঁত ওলো' চিবিয়ে খাই।

২য় ভূত ।—(সামুদাসিক স্বরে)—

তুই ধর না, ভাই !

আমি এর রক্ত-চমনের তেলোক চাটি।

বিক্রম ।—আচ্ছা, এর পর দাঁত চিবিয়ে খেয়ো,—

তিলক চেটো—

বা' ইচ্ছা ক'রো।

এখন শিরীষ বৃক্ষে শব কোথা ?

দেখিয়ে দাও।

১ম ভূত ।—(সামুদাসিক স্বরে)—হুঁ !

আমাদের খাবার

ভূমি খেতে এসেচো !

তা' হ'বে না—তা' হ'বে না।

একটা মড়া ছিলো,

এইবার দুটো মড়া থা'বো।

(অন্যান্য ভূতগণের প্রতি)—

ওরে, ধর ধর এটাকে।

বিক্রম ।—নিতাজুই ধ'রবে,

আচ্ছা, ধর।

(স্বগত)—জয় শিব শস্তো !

জয় শিব শস্তো !

ভূত, প্রেত ও পিশাচগণ ।—(শবব্যস্তে অস্থির

হইয়া, সামুদাসিক স্বরে)—

ওরে বাবা রে—বাবা রে !

বিড় বিড় করে কি মন্তর-বাণ মাগে রে !

বুক গেলো রে—বুক গেলো রে !

পালা রে—পালা রে !

[ভূত, প্রেত ও পিশাচগণের দৌড়িয়া

গ্রাস্তান ।

বিক্রম ।—(চতুর্দিক দেখিতে দেখিতে)—

ঐ না সেই শব ?

(অগ্রসর হইয়া)—এই বটে।

এই যে রক্তবন্ধ হ'য়ে রক্তশাখায় কুলুচে

এটাকে অবতারণ করি।

(বন্ধন মোচন করিয়া ভূতলে শব-রক্ষা)

উঃ, উৎকট দুর্গন্ধ !

অস্থি হ'তে মাংস থ'মে পড়'চে।

ক্রিমি কিলিবিগি ক'র'ছে !

(ইত্যবসরে বিক্রমাদিত্যের অলঙ্ক্য

শবের শূন্যে উঠিয়া পুনর্বার দৃষ্কশাখে

লম্বিত হওন)

কিরূপে নিয়ে যাই ?

দুর্ভাগ্যবান এই শব নিয়ে কি ক'রবে ?

এতে কোন্‌ যাগ বা কোন্‌ যোগসিদ্ধি হ'বে ?

লোকটা কি

পিশাচ-সিদ্ধ হ'বার চেষ্টায় আছে ?—

হ'তেও পারে।

পিশাচ-সিদ্ধিতে শবের প্রয়োজন বটে।

কিন্তু আমাকে হত্যা ক'বার জন্য *

চতুরতা ক'রে খাশানে ডেকেচে কেন ?

এখনো যে কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না ।

আচ্ছা, দেখা যাক,

ভণ্ড কপটা কি ক'তে কি করে ।

লোক-চরিত্র বোঝবার নিমিত্ত

আজ বিক্রমাদিত্যকে

চণ্ডালের কার্য্য ক'তে হ'লো,

পুতিগন্ধময় গলিত শব স্বক্ষে নিতে হ'লো ।

এ অপেক্ষা

যদি আরো কিছু হীন কার্য্য থাকে,

তা'ও ক'তে প্রস্তুত আছি,

কিন্তু তথাপি সেই নীচাশয় ধূর্তের

হৃদয়-নরকের অন্তস্তল পর্য্যন্ত দেখ'বো ।

রাজনীতিজ্ঞেরা ব'লে থাকেন—

লোকচরিত্র পরীক্ষা করা

রাজধর্ম্মের অন্যতম অঙ্গ ।

তবে কেন আমি শব নিয়ে যেতে যুগা করি ?

আম্মদেহের ন্যায়

এই মৃতদেহকে প্রিয় জ্ঞান করা উচিত ।

শব !

চল, উভয়ে মিলে ধূর্তের পাপাভিনয় দেখি ।

(মুখ ফিরাইয়া সবিম্বরে)—এ কি !

শব কি হ'লো !

কে নিয়ে গেলো !

কেউ তো এখানে নাই !

(শিরীয় বৃক্ষের দিকে দেখিয়া)—

কি আশ্চর্য্য !

শবটা কিরূপে আবার বৃক্ষে লম্বিত হ'লো !

এ অবশ্যই ভৌতিক কাণ্ড !

যা'ই হোক,

আমি তা'তে ভীত নহি ।

আবার শবটাকে পাড়ি ।

এবার আর ভুতলে রজা না ক'রে

বগলে চেপে নিয়ে যাই ।

শব ।—মহারাজ !

বিক্রম ।—(সবিম্বরে)—এ কি !

অদ্বুত ব্যাপার যে !

শবের মুখে কথা !

শব ।—মহারাজ !

বিস্মিত হ'বেন না ।

আমি আপনার হুকুম কার্য্য

এবং সাহস দেখে

যার-পর-নাই সফল হ'য়েছি ।

আপনি যথার্থই বীর ও সাহসী পুরুষ !

আপনার ধৈর্য্য, শৌর্য্য এবং বীর্য্য অদ্বুত !

আপনি ধন্য !

বিক্রম ।—আমার যে কৌতূহলের সীমা নাই !

কি আশ্চর্য্য !—কি অদ্বুত ঘটনা !

একপ তো কখনো দেখি নাই—ভুনি নাই !

শব ! ভূমি কে ?

আত্মপরিচয় দিয়ে

আমার কৌতূহল চরিতার্থ কর !

শব ।—ভুন্ন, মহারাজ !

এই শব রাজা চলভানুর ।

এক্ষণে আমি এই শবাবিষ্ট হ'য়ে আছি ।

বিক্রম ।—কি ! এই শব রাজা চলভানুর ?

ভূমি কে এতে আবিষ্ট হ'য়ে আছ ?

শব ।—আমি যেতাল ।

বিক্রম ।—কিছুই বিশদরূপে বুঝতে পাচ্ছি না ।

শব ।—এর পর পথে যেতে যেতে

সমস্ত ব্যাপার বুঝিয়ে দেবো ।

বিক্রম ।—এখন আপত্তি কি ?

শব ।—আগে

আমার পঁচিশটি প্রশ্নের উত্তর দিলে

তবে সমস্ত কথা বল'বো ।

এখানে সে সকল প্রশ্ন ক'মে

বুঝা বিলম্ব হ'বে ।

তবে গুটিকএক কথা বল'তে আপত্তি নাই

ভুন্ন—

বিক্রম ।—বল ।

(পুনর্বার শবাবতারণ ও কুক্ষিমধ্যে ধারণ)

শব ।—যে সম্যাসী আজ রাহে

আপনাকে ভীষণ শাসন-ভূমিতে এনেচে,

সে আপনার পরম শত্রু ।

তা'র নিকট

একটা তপ্ত-তৈল-পূর্ণ কটাহ দেখেচেন কি ?

বিক্রম ।—দেখেচি ।

শব ।—সেই কটাহের জলন্ত তৈলে

সে আপনাকে নিক্ষেপ ক'রবে ।

বিক্রম ।—কিছুপে ?

শব ।—আপনাকে পুজিত ঘটসম্মুখে

সাপ্টাঙ্গে প্রণাম ক'তে ব'লবে ।

আপনি যেমন সেই ঘটকে প্রণাম ক'রবেন,

অগ্নি সে থড়াঘাতে

আপনাকে দ্বিধাও ক'রবে ।

তা'র পর, সেই কুটবুদ্ধি শঠ

আপনার মৃতদেহ এবং এই শব

সেই উত্তপ্ত তৈলে—

বিক্রম ।—থাক, বুঝেচি ।

আচ্ছা,

কেন সে এরূপ ক'তে ইচ্ছা ক'রেচে ?

শব ।—মহারাজ বিক্রমাদিত্যের

বত্রিশ-সিংহাসন, রাজ্য, রাজৈশ্বর্য, রাজগন্ধী

তা'র হ'বে ব'লে ।

বিক্রম ।—(সবিস্ময়ে)—কি ভয়ানক কথা !—

কি নিদারুণ ইচ্ছা !

ওহ, এতক্ষণে গুট রহস্যের অস্ত পেলেম !

ধিক্ সেই নরাধম পিশাচকে !

শব ।—এখন এক কাজ করুন,

সে যখন আপনাকে প্রণাম ক'তে ব'লবে,

আপনি তখন ব'লবেন—

প্রণাম দেখিয়ে দি'ন ।

যেমন সে ভূমিষ্ঠ হ'য়ে প্রণাম দেখাবে,

অগ্নি আপনি থড়াঘাতে

তা'র মুণ্ডচ্ছেদন ক'রবেন ।

আপনার মহাশত্রু নিপাত হ'বে ।

বিক্রম ।—বেতাল !

আমি

তোমার নিকট চিরকাল কৃতজ্ঞ রইলেম,

তুমি আমার প্রাণ-রক্ষার উপায় ব'লে দিয়ে

যার-পর-নাই উপকার ক'লে,

কিন্তু, বেতাল,

সে অস্পর্শ্য মহাপাতকীকে

আমি বধ ক'রবো না ।

পাপের শাস্তি পাপী ব্যক্তি নিজেই পায়,

ধর্মের জয় এবং অধর্মের পরাজয়

চিরকালই হয় ।

পাপীকে শাস্তি দেওয়া মনুষ্যের সাধ্য নয়,

স্বয়ং ঈশ্বর মহাদেবই

তা'কে প্রতিকূল দেবেন ।

শব ।—মহারাজ ! আপনি ধন্য !

আপনার ন্যায় রাজা যে রাজ্যে নাই,

সে রাজ্য সাক্ষাৎ নরক !

সে বা' হোক,

প্রণাম ক'রবেন না ।

বিক্রম ।—না, বেতাল ! প্রণাম ক'রবো না ।

(স্বগত)—তুমি ব'লে, ভালই হ'লো ;

কিন্তু না ব'লেও প্রণাম ক'তেম না ।

দুর্ভ সম্যাসীর প্রতি

যশের কথা শুনে অবধি আমি বিরক্ত,

তা'র উপর আমার নিতান্ত ঘৃণা !

তা'র পূজা প্রভৃতি দৈবকাণ্ড—

আহরিক কার্য,

তা'কেও আবার প্রণাম করে ?

(প্রকাশে)—বেতাল, তবে চল ।

বেতাল ।—মহারাজ !

এইবার আমার পঞ্চাশতি প্রহরের

উত্তর ক'তে ক'তে চলুন ।

যে প্রহরের আমি যেমন সহস্রের পা'বো,

অগ্নি আবার শিরীষবৃক্ষে আরোহণ ক'রবো ।

সহস্রের না পেলে

আপনার কুম্বিকেশেই অবস্থিতি ক'রবো ।

কিন্তু আপনি জেনে শুনে

যদি প্রেমের বার্থ্য উত্তর না দেন,
তবে আপনাকে মহাদেবের শপথ ।
আমি এক একটি ক'রে পঁচিশটি গল্প বল'লে
প্রত্যেক গল্পের শেষে প্রেম ক'রবো ।
বলুন, মহারাজ !
আমার প্রস্তাবে আপনি সম্মত কি না ?

ক্রম ।—বেতাল !

তোমার জায় মরণাকাজী ! বাক্য
বিক্রমাদিত্যের অবশ্য পালনীয় ।
প্রমত্ত গল্পগুলি বল'তে বল'তে এসো ।
[শবকক্ষে বিক্রমাদিত্যের প্রস্থান ।

তৃতীয় দৃশ্য ।

Sneel not to me :
no power that I have on you, is to spare you :
be justice toward you, to forgive you : Live,
and deal with others better."

CYMBELINE.—Act v. sc. 5.

The great king of kings
sith in the table of his law commanded,
turn at this elict, and fulfil a man's ?
like heed : for he holds vengeance in his hand,
and hurl upon their heads that break his law."

RICHARD III.—Act i. sc. 4.

শ্রীশান ।

রাজবেশে আশানন্দ যোগীর প্রবেশ ।

রাশা ।—ও আশানন্দ ?

হঁ !

এইবার তুমি কে ?

জম্বুদ্বীপেশ্বর দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য ।

মা চামুণ্ডার প্রসাদে

এইবার আমার আশা পূর্ণ হ'লো ।

কৃষ্ণ যেমন যদুংশভ্রমের সময়

অর্জুনকে স্পর্শ ক'রে

তাঁর সমস্ত শক্তি হরণ ক'রেছিলেন,

সেইরূপ আমিও

বিক্রমাদিত্যের রাজপরিচ্ছদ প'রে

তাঁর সমস্ত তেজেবীর্য আত্মসাৎ ক'লেম ।

অর্জুন হতশক্তি হয়ে

গাণ্ডীবটিও তুলতে পারেন নি,

বিক্রমাদিত্যও হয় তো.

পা ছ'খানা তুলেও হেঁটে আনতে পারবে না ;

তা'তে আবার একটা ভারী পচা মড়ার ভার ;

বিক্রমটার বিক্রম গেচে—গেচে—গেচে !

আর যদি নিতান্তই আসে,

তবু তাঁর নিস্তার নেই ।

আমার গায়ে এখন যে রাজপরিচ্ছদ-সঁজোয়া,

সে তো সে,—তাঁর বাবা গন্ধর্বসেনও এলে

ট'মা কোঁ করবার ঘোটা নেই !

অগস্ত্যমা তো

পাণ্ডবের শিবিরে ঢোকবার জেছে

হাররক্ষক মহাদেবের গায়ে

ঝুড়িঝুড়ি অস্ত্র শস্ত এড়েছিলো,

কিন্তু

কি ক'ন্তে গেরেছিলো !—ঘোড়ার ডিম !

মহাদেব ভী ক'রে

গপাগপ, অস্ত্র গুলো গিলে ফেলেছিলেন ।

এখন বিক্রমাদিত্যটা এসে যদি

আমার গায়ে অস্ত্র শস্ত মারে,

আমার এই রাজপরিচ্ছদও অগ্নি গপাগপ !

এইবার আমি ভাড়াভাড়ি ক'রে

চামুণ্ডার অষ্টোত্তর সহস্র নাম জ'পে নি ।

তাঁর পর, বিক্রমাদিত্য এলে,

তা'কে

ভূমিষ্ঠ হ'য়ে মাকে দণ্ডবৎ ক'ন্তে বল'লো ।

যেমন বাটা ক'রবে দণ্ডবৎ,

আর অগ্নি আমিও ক'রবো খণ্ডবৎ

এই বাঁড়ার চোটে !

(পার্শ্বে দেখিয়া)—দূর হোক্ গে,

উদ্ভেরখর কি ম'রেচে ?

মেটা

অতি কুড়ে—অতি বোকা—অতি পাজী ।

জপ সেরে নিয়ে

নিজেই না হয় যাবো ।

এ জপ আবার এতো গুহু যে

নিজের কানও যেন না শুন্তে পায় ।

তব্বে লেখা আছে—

এই অষ্টোত্তর-সহস্র-নাম-জপের নাম

মানসজপ ।

মা গো,

তবে মনে মনে মানস-জপ জপি ।

ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূরা, মা !

দোহাই মা !—দোহাই না !

(ভূমিস্থ হইয়া দণ্ডবৎ ও মনে মনে চানু-

ত্তার অষ্টোত্তর সহস্র নাম জপকরণ)

খাঁড়া লইয়া বিদুম্ভকের প্রবেশ ।

বিদু।—(স্বগত)—

এ কি ! কে উপড় হ'য়ে দণ্ডবৎ ক'ছে ?

রাজা বিক্রমাদিত্য যে !

গায়ে বহুমূল্য পরিচ্ছদ থাকুক ক'ছে ।

যোগিরাজ একে ফেলে গেলো কোথা ?

এমন সুবোপও ছেড়ে যায় ?

যাক্ গে—সেটাকে দরকার নেই ।

আমিই কাজ সাবাড় করি,

নৈলে হয় তো সব কোন্‌কে যাবে ।

বাঃ ! আমার কি কপালজোর !

জালে আপনা'আপনি নাছ পড়েচে !

বাবা !—সাবলেই সিকি !—হঁ হঁ !

অনেক দিনের চেপ্টা আজ কো !—হঁ হঁ !

ব্যাটা !

এত দিনের পর

আমাকে তোর 'দূর হ' বলার

দাদ ভুলেমে ।

তব্বে মা কাশি !

(খড়াবাত্তে রাজপরিচ্ছদধারী আশা-

নন্দের নুগ্ৰহেদ ও ছটফট করিয়া

আশানন্দের মুদ্রা)

(মানন্দে, খঞ্জনোন্মোহন করিয়া নৃত্য করি
করিতে)—

ছ্যাড্যাং ড্যাড্যাং ড্যাং ড্যান্ড্যাড্যাং !

ড্যাড্যাং ড্যাড্যাং ছ্যাং ড্যান্ড্যাড্যাং !

ছ্যাড্যাং ড্যাড্যাং ড্যাং ড্যান্ড্যাড্যাং !

ড্যাড্যাং ড্যাড্যাং ছ্যাং ড্যান্ড্যাড্যাং !

দূরে শবকক্ষে বিক্রমাদিত্যের প্রবেশ

(দেখিয়া)—ও বন্ধু !

ছ্যাড্যাং ড্যাড্যাং ছ্যাড্যাং ড্যাড্যাং !

এসো এসো,

হু'জনে মিলে নাচি ।

ও মড়াটায় আর কি হ'বে ?

এ মড়াটা কাঁধে ক'রে নাচি এসো !

ছ্যাড্যাং ড্যাড্যাং ড্যাং ড্যান্ড্যাড্যাং !

(নৃত্য)

বিক্রম।—(স্বগত)—এ কি !

এ লোকটা কে ?

দেই পূর্বে যোগী কি—না !

এর কষ্টদর কতর !

এ তবে কে ?

আবার কোন পুর্জ না কি ?

আমাকে বন্ধু ব'লে আক্কান ক'চে—

উন্নতের ভায় বিহ্বল হ'য়ে নৃত্য ক'চে,

হস্তে শাবিত বজ্র থাকুক ক'চে ।

নুগেচি,

এ লোকটাই

ঐ ভণ্ড যোগীকে হত্যা ক'রেচে ।

তাই তো,

এরি মধ্যে এত কাণ্ড !

এ যে অতি অদ্বুত ব্যাপার !

যা' হোক, দেখে হ'লো ।

(ভূতলে শবনিক্ষেপ)

বিদু।—মড়াটা ফেলেচো—বেম্ ক'রেচো,

কাছে দৌড়ে এসো—

দেখ দেখ—বন্ধু হে, দেখ দেখ—

তোমার কাজ আমিই সেরেচি—

বিক্রমাদিত্যটাকে

খাঁড়ার চোটে ছ'খানা ক'রেচি ।

ব্যাটা বিক্রম !

বড় যে 'দুর্ হ' ব'লে গাল দিয়েছিলি,

বড় যে ব'লেছিলি,

তোদের দোষেই আমার দাদা শঙ্কু ম'লেন,

কেমন, এইবার শঙ্কুর দোমর হ'লি তো !

মূর্খ !

জানিস্ নি কি এত দিন

আগুন ক' দিন ছাই চাপা থাকে ?

চেঁটা ক'লে কি না হয় ?

বিক্রমটা গেলো যমালয় !

ছ্যাড্যাং ড্যাড্যাং ড্যাং ড্যাড্যাড্যাং !

ছ্যাড্যাং ড্যাড্যাং ড্যাং ড্যাড্যাড্যাং !

(নৃত্য)

ক্রম।—(সগত)—ওঃ, এতক্ষণে বুঝলেন !

এ ছুরাঙ্গা সেই নরধর্ম চাট'কার !

এ বৃত্ত পাপিষ্ঠ যোগীর সঙ্গে মিত্রতা ক'রে

আমাকে হত্যা করবার চেঁটায় ছিলো ।

যা'ই হোক,

এর প্রতি যেমন আমার ঘণা হ'লো,

সেইরূপ

এর প্রতিহিংসা-বৃষ্টিরও প্রশংসা করি ।

কিন্তু আজ আমি

আর একটি ধর্মের চিত্র দেখ'লেন,—

নির্দোষীকে হত্যা ক'ন্তে গিয়ে

দোষীর হস্তে দোষীর মৃত্যু হ'লো !

এ পাণ্ডীও

আবার পাণের ফল ভোগ ক'রবে ।

এখন প্রকৃত শঠের সঙ্গে কৃত্রিম শঠতা করি,

দেখি

এর মনের ভিতর কত বড় নরকছুণ্ড বর্তমান ।

(প্রকাশে)—বন্ধু !

যথার্থই বন্ধুর কাজ ক'রেচো ।

তুমি না থাকলে

আজ আমি

এরূপ কৃতকার্য হ'তে পারতাম না !

বিক্রমটাকে মেরে

আমাকে চিরকালের জন্য

ধনী ক'রে রাখ'লে ।

বিদু।—(সবিস্ময়ে)—

তোমার গলার স্বর অমন হ'লো কেন ?

খুন দেখে কি ভয় হ'য়েচে ?

না আছান্দে আটখানা হ'য়ে

স্বরখানাও আর একখানা ?

বিক্রম।—শেবে যা' ব'য়ে তাই ।

বিদু।—তবে এগিয়ে আনুচো না কেন ?

দৌড়ে এসো—দৌড়ে এসো,

আজ ছ'জনে মিলে

শিবের তালুব নাচ নাচি,

গামর রাজরক্ত মাখি ;

কাল তোমাকে রাজতক্তে বসাবো !

বিক্রমাদিত্যের বত্রিশ-সিংহাসন

এইবার তোমার ।

বন্ধু আশানন্দ !

এত দিনে আশা পূর্ণ হ'লো তোমার ।

বিক্রম।—(সগত)—

ওঃ, কি বড়যন্ত্র !—কি ছুরাঙ্গা !

(প্রকাশে)—এসো,

তোমারও আশা পূর্ণ করি ।

বিদু।—এখানে কি ক'রে হ'বে ?

কাল রাজসভায় ।

ভাই, কাল কি মহাটাই হ'বে,

বত্রিশ-সিংহাসনে মহারাজ আশানন্দ,

আর একত্রিশ-সিংহাসনে

মহামন্ত্রী উদরেশ্বর !

হাঃ হাঃ—হাঃ হাঃ !

কালকেই একত্রিশ-সিংহাসন গড়'তে

বায়না দেবে তো ?

বিক্রম।—(স্বগত) - কি, একত্রিশ-সিংহাসন !

মনে মনে

হুঁরাআরা এত কল্পনাও ক'রেছিলো।

(প্রকাশে)—ও বন্ধু !

একত্রিশ-সিংহাসন তো সামান্য,

তোমাকে উনপঞ্চাশ-সিংহাসন দেবো।

বিদু।—অঁ্যা—বাস্তবিক ! বাহক্সা !

(স্বগত)—তুমিও রাজা হ'য়েচো,

আর আমিও মন্ত্রী হ'য়েচি !

তোমাকে কেবল

লোভ দেখিয়ে রেখেছিলাম,

যা'তে ক'রে আমার কাজ সাবাড় হয়।

তা মা কালীর হিচ্ছেয়

আমা হ'তেই হ'য়ে গেলো !

কাল আর হুমিই বা কে ?—

আর আমিই বা কে ?

আজ বই

আর এ জন্মে চার চক্কু এক হ'বে না।

কি জানি,

যদি এই রাজহত্যার সংবাদ প্রচার হয়,

যদি আমরাই এর মূল বলে বরা পড়ি,

তবে কি আর রক্ষে থাকবে ?

রাকস-মাংসে যে দৈত্যসামন্ত,—

বাণ—কে কখন খপ ক'রে ধ'রবে,

আর উপরে কাঁটা নীচের কাঁটা দিয়ে

একেবারে গেড়ে ফেলবে !—খাবা রে !

(প্রকাশে)—ও সখা !—সখা !

তুমি কি নাচতে জান না ?

(নৃত্য করিতে করিতে)—

এই রকম ক'রে নাচ হে,

ছ্যাড্যাং ড্যাড্যাং ড্যাং ড্যাড্যাড্যাং !

ছ্যাড্যাং ড্যাড্যাং ড্যাং ড্যাড্যাড্যাং !

বিক্রম।—আমিও অমন ক'রে নাচতে জানি,

কিন্তু তোমার মত, বন্ধু,

আমার হাতে তো খাঁড়া নেই।

বিদু।—ও—হো।—

তা এতক্ষণ ব'য়েই তো হ'তো।

এই নাও—এই নাও খাঁড়া।

আমি হাত তুলে নাচি।

(উদ্ধে হস্তদ্বয় উত্তোলন করিয়া ছ্যাড্যাং

ড্যাড্যাং ইত্যাদি বলিতে বলিতে নৃত্য)

বিক্রম।—(ভূতল হইতে নিষ্কিন্তু খড়া গ্রহণ

করিয়া, দ্রুতবেগে বিদূষকের নিকট

আসিয়া)—

দেখ তো দেখ তো, চোকে কি প'ড়লো।

বিদু।—বড় অদ্ভুতকার যে,

দেখবো কি ক'রে ?

শাড়ান্ একুই,

ঐ প্রদীপটে আনি।

আপুনি বেন্ মা' হোক,

এমন বলিদানের তরপুর আমাদের সময়

চোক কাণা ক'রে ব'সলেন।

(প্রদীপ আনিতে গমন)

বিক্রম।—(স্বগত)—মূর্খ ! আমি না তুই কাণা

তুই আম্মাদে এত উষ্মত যে

এখনো আম্মাকে চিন্তে পাচ্ছি না।

(বিদূষকের আলিত প্রদীপ আনয়ন)

বিদু।—(বিক্রমসিক্তের মুখের নিকট আলিত

প্রদীপ ধরিয়া)—

দেখি—দেখি।

(অত্যন্ত বিস্ময় ও ভয়ে চমকিত হইয়া

স্বগত)—

এ কি !—অঁ্যা !—এ কি !

(কাঁপিতে কাঁপিতে)—অঁ্যা অঁ্যা অঁ্যা !

(হস্ত হইতে প্রদীপ পতন ও নির্দোষ

কে !—কে !—ও বাবা !

সর্পনাশ ! অঁ্যা ! অঁ্যা !

এ যে বিক্রমাদিত্য !—অঁ্যা—অঁ্যা !

এই সময় পালাই !

(পলায়নান্যে)

বিক্রম।—(বলে হস্ত ধারণ করিয়া)—

কোথা পালান্ ?

বিদু।—(ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে)—

না—না—পানাই নি ।

(স্বগত)—

ভোগা দিয়ে ঝাঁড়াখানাও নিয়েচে যে !

এইবার কেটে ফেলবে !

(সরোদনে, প্রকাশে)—মহারাজ !

অঁ্যা অঁ্যা অঁ্যা অঁ্যা অঁ্যা !

খাট হ'য়েচে—

এমন কর্ম্ম আর করবো না ।

আমাকে ক্ষমা করুন ।

বিক্রম।—দুর্ভাগ্যের দৃশ্য !

এখন ক্ষমা চাহিতে লজ্জা হয় না ?

যা'র প্রাণবধ করবার জ্ঞাত এতো ঢেঁটা,

তা'র নিশ্চি

কোন মুখে ক্ষমা প্রার্থনা করিস্ ?

পাপিষ্ঠ ! তোর পাপায়া বন্ধুকে

তুই বিক্রমাদিত্য ভেবে

এই খজ্জা ছেদন ক'রে

যেদ্রুপ উন্নত হ'য়েছিলি,

সে কথা একবার মনে কর :

দিক্ মর্থ !

দিক্ নরপিশাচ !

দিক্ ব্রাহ্মণাধম !

তুই পবিত্র যজ্ঞোপবীতের অবমাননাকারী !

তুই ব্রাহ্মণাকারে মহাপাতকী চণ্ডাল !

বিদু।—(সরোদনে)—এঁঃ—এঁঃ—এঁঃ—এঁঃ !

ক্ষমা ভিক্ষা, মহারাজ !

আদি আপনার নিকট ক্ষুদ্র পতঙ্গ !

এঁঃ—এঁঃ—এঁঃ—ওঁঃ হৌ হৌ হৌ !

ক্ষমা ভিক্ষা !

বিক্রম।—পশু !

তুই ক্ষমা প্রার্থনা না ক'লেও

আমি তোকে বধ ক'রবো না ।

তোমার মূৰ্খ বন্ধুর অপেক্ষাও

তোকে মূৰ্খ জ্ঞান করি ।

মৃত ! ক্ষুদ্র প্রাণ নিয়ে দূর হ ।

তোমার মত পাতকীর

মুখদর্শনেও পাপ হয়—দূর হ ।

(গলহস্তে দূরীকরণ)

বিদু।—(স্বগত)—ওঃ—বজ্রাঘাত—বজ্রাঘাত !

আবার সেই কথা !—ওঃ !—বড় অসহ !

এর চেয়ে আমার মূহ্য ভাল !—

ওঃ—ওঃ—আবার 'দূর হ' !

কাটা যায়ে যুগের খাবার চেয়েও কষ্ট !

আচ্ছা, বিক্রমাদিত্য ! থাক্ তুই,

প্রাণ পর্যন্ত পণ—

নিশ্চয় তোর প্রাণ নষ্ট ক'রবো ।

[প্রস্থান ।

বিক্রম।—হে মহাদেব !

আজ আবার এই অনুগত ভক্তকে

মহাবিপদ হ'তে উদ্ধার ক'লে,

ভক্তবৎসল দয়াময়,

তোমার দয়ার সীমা নাই—তুলনা নাই ।

তোমাকে নমস্কার করি ।

পাপিস্পর্শে

পবিত্র গঙ্গাবারি যেমন অপবিত্র হয় না,

নরাদম ভণ্ড যোগীর স্পর্শেও

সেইরূপ এই দেবীঘট অপবিত্র হয় নাই ।

অ'মি এই ঘটকে ভগজ্জননৌ চামুণ্ডা জ্ঞানে

এই সকল জবাপুষ্প দিয়ে পূজা করি ।

মা আমাকে

আজ যোর সঙ্কট হ'তে উদ্ধার ক'লেন ।

(উপবিষ্ট হইয়া ঘটপূজা ও নেত্রনির্মীলন

করিয়া ধ্যান)

ছোরাহস্তে আস্তে আস্তে বিক্রমাদিত্যের

শরৎবাগে বিদুষকের পুনঃপ্রবেশ ।

বিদু।—(সরোষে, স্বগত)—

আমি যা' ভেবেছি, তাই,

এই যে চোক বুজে ধ্যান ক'ছে ।

এই তো সময়,
 এমন সুসময় আর পা'বো না।
 ভাগ্যে ঘাঁড়াখানা আনবার সময়
 এই ছোরাখানা এনে
 সেই ঝোপটায় লুকিয়ে রেখেছিলেম,
 ভাগ্যে আশ্রয়স্থানের জন্যে
 একটা ভাবনা হ'য়েছিলো,
 নৈলে ছোরা এখানে পেতেম কোথা ?
 আমি মনে যা' ভাবি,
 কাজেও প্রায় তাই হয়।
 ভেবেছিলেম,
 বিক্রমাদিত্য হয় তো সম্যাদীটাকে মেরে
 আমাকে মার্ত্তে আস্তে পারে,
 কাজেই আশ্রয়প্রাপ্তির একটা রাস্তা চাই,
 এখন দেখি কাজেও তাই।
 এ পৃথিবীতে আমার কেবল দুই বন্ধু—
 এক জন আশানন্দ—
 (ছোরার প্রতি)—আর এক জন এই !
 আশানন্দ গেছে,
 তা'র আশা এই ছোরায় এয়েচে।
 এইবার আমার আশা মেটাই।
 রে চন্দ্রখ বিক্রমাদিত্য !
 (ছোরা উন্মোচন করিতে করিতে)—
 এই 'দূর হ' বলার পুরস্কার !

বিক্রমাদিত্যের পৃষ্ঠদেশে ছোরাখাত
 করিবার উদ্যোগ, এমন সময়ে
 সহসা তাল ও বেতালের
 হুঙ্কার শব্দে প্রবেশ
 এবং বিদূষকের
 গলা টিপিয়া
 ধরা)

ওঁহু !

(ভয়ে পা ও বর্ণ হইয়া নিশ্চলভাবে
 অবস্থিতি)

বিক্রম।—(সহসা গাত্রোখান করিয়া, স্বগত)—

এ কি !

আবার এ কি দেখি !

এ শাশান কি মায়া-শাশান ?

এরা কা'রা ?

এ বা কে ?—ওঃ—এ সেই পাপিষ্ঠ !

(সবিস্ময়ে অবস্থিতি)

তাল ও বেতাল।—জয় হোক, মহারাজ !

বিক্রম।—আপনারা কি কোন দেবযোনি ?

বেতাল।—হাঁ, মহারাজ !

আমি বেতাল, ইনি তাল।

মা চান্ডওয়ার আদেশে এখানে এসেছি।

এই দু'রাজা

এখনি আপনাকে নিহত ক'ন্তো !

আদেশ করুন,

উভয়ে মিলে একে চিরে ফেলি।

বিদু।—অঁয়া !—অঁয়া !—ও বাবা !

মহারাজ ! শরণাপন্নকে—

বিক্রম।—ভয় নাই—ভয় নাই,

আমি তোদের মত দস্যু নই—পিশাচ নই।

(তাল বেতালের প্রতি)—

একে পরিত্যাগ কর।

বেতাল।—সে কি, মহারাজ

এমন শত্রুকেও—

বিক্রম।—বেতাল !

শত্রু বই কে ক্ষমার যোগ্য ?

আমার কথা রাখ,

ও ভীকু নরপশুকে প্রাণ দাও।

তাল ও বেতাল।—(বিদূষককে পরিত্যাগ
 করিয়া)—

রে নরাধম !

তো'র বড় সৌভাগ্য যে

এমন ক্ষমাশীলের শত্রু হ'য়েছিলি।

(গলদেশে অর্ধচন্দ্র দিয়া)—দূর হ—দূর হ !

বিদু।—(স্বগত)—ওঃ—সবাই 'দূর হ' বলে রে।

হা দ্যাপ্, বিক্রমাদিত্য !

তো হ'তে আমার এ প্রাণ পাওয়া নয়,

মৃত্যুর চেয়েও মর্মান্তিক অপমান !

আচ্ছা, মনে রইলো।—

দেখ্‌বো—দেখ্‌বো—দেখ্‌বো !

[প্রস্থান ।

হমা শ্মশানমধ্যে চানুণ্ডাবেশে দুর্গার
আবির্ভাব ।

কুম।—(দেখিয়া, ভক্তিতরে জানুপবিষ্ট হইয়া
স্তব)—

অম, ত্রিতাপবাসিনি, ত্রিলোকনন্দিনি,
মহাঋত্বিকিনি, ত্রিলোচনি !
অম, শঙ্করমোহিনি, কিস্করপালিনি,
মৃদুঙ্গমালিনি, করাগিনি ।
অম, ভক্তনিকর প্রতি দেবি পরাবতি,
দুর্গাত-জন-গতি-প্রদাতিনি !
অম, হৃদাশ-ভালিকে, নগেন্দ্রবালিকে,
হৌং-ক্রীং-ঐং-বীজম্বরপিনি !

যোগিনীগণের প্রবেশ ।

গিনীগণ।— (গীত)

কোমলে কঠিন মিলিল রে,
জানিয়া নীরবে ঢাকিল রে ।
উজ্জলে অঁধারে মিলে একাধারে,
বিজলী ধন ঝল ঝলিল রে ।
হৃদাশ অকুম্ভ করি'ছে করে,
লোল রমনা-মলে শোণিত করে,
চৌজগৎ আঙুন শিহরে শিরে,
দল দিলি গ্রানি ফেলিল রে ।

চিহ্না।—বৎস !

আজ আমি

তোর ক্রমাগুণের পরীক্ষা ক'ল্লেম,

জান্লেম,

বিক্রমাদিত্যের ক্রমার তুলনা নাই ।

ধন্য তুই !—ধন্য তোর ক্রমা !

আমি নিতান্ত সন্তুষ্ট হয়ে

তোর ক্রমাগুণের

পুরস্কার দিলাম এই তাল বেতাল ।

কি বিপদে, কি সম্পদে

সকল সময়েই এরা তোর সহায় র'বে ।

স্মরণ ক'ল্লেই

তৎক্ষণাৎ এরা তোর সম্মুখে উপস্থিত হ'বে ।

বিক্রম।—মা !

যা'র পিতা দেবাদিদেব মহাদেব,

যা'র মাতা জগজ্জননী দুর্গা,

তা'র কিসের অভাব ?

আমি

এই তাল বেতালকে কষ্ট দিতে ইচ্ছা করি না ।

চামুণ্ডা।—বাছা !

হোরহী জন্ত এই তাল বেতালের হাটি।—

তু তযোনি প্রাপ্ত হ'য়ে চন্দ্রভানু বেতাল,

আর এই নিহত ভণ্ড যোগী তাল হ'য়েচে !

তুই যা' আদেশ ক'রবি,

এরা তাই পালন ক'রবে ।

বিক্রম।—জননি ! তবে তাল বেতাল

আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভর্তৃহরিকে

আমার সম্মুখে একবার আনুক ।

আমি

আজ পর্য্যন্ত তাঁ'র কোন সংবাদ না পেয়ে

বড় দুঃখিত হ'য়ে আছি ।

তিনি

বনবাসী তপস্বী হ'য়ে যে, কোথায় গেছেন,

তা'র কিছুই অনুসন্ধান ক'ন্তে পারি নি ।

চামুণ্ডা।—(সহাস্তে)—ওদের আদেশ কর ।

বিক্রম।—তাল ! বেতাল !

ভর্তৃহরিকে শীঘ্র এখানে আনয়ন কর ।

তাল ও বেতাল।—যগা আজ্ঞা, মহারাজ !

(উভয়ের অবিলম্বে হস্তপদমুখবদ্ধ ভূ-

পতিত ব্যক্তির নিকট গমন ও বন্ধন-

মোচন করিয়া বিক্রমাদিত্যের

নিকট আনয়ন)

বিক্রম ।—(সবিস্ময়ে)—এ কি !

এ অবস্থায় ভর্তৃহরি এখানেই !

ভাই ভাই !

(আলিঙ্গন)

(চামুণ্ডার প্রতি)—মা !

আমার ভ্রাতার কেন এ অবস্থা ঘটলো ?

চামুণ্ডা ।—বৎস !

পাপের ফল কেহই এড়াতে পারে না ।

বিক্রম ।—সে কি, মা !

তপস্বী ভর্তৃহরির কি পাপ ?

চামুণ্ডা ।—বৎস !

তোমার ভ্রাতা ভর্তৃহরি নিতান্ত দ্রুপ ।

স্বীয় বশতা-পাশে পূর্বরূপে বদ্ধ হ'য়ে

ঐশ্বরিক নিয়ম-লঙ্ঘন-জনিত পাপ ক'রেচে ।

সেই পাপের ভোগস্বরূপ

আজ

এই নিদারুণ বন্ধনপাশে আবদ্ধ হয়েছিলেন ।

দুরাশ্রয় যোগী আর তাঁর বন্ধু

ভর্তৃহরিকে বলি দেবার জন্য

শ্রমশানে এনে বেঁধে রেখেছিলেন ।

যা' হোক,

এখন এর পাপভোগ শেষ হ'লো ।

বিক্রম ।—ভাই ভর্তৃহরি !

এস, উভয়ে মিলে

জগজ্জননী পাপনাশিনী চামুণ্ডাকে

প্রণাম করি ।

(উভয়ের প্রণাম)

যোগিনীগণ ।— (স্বীত)

জগৎ যুগল করে যাকে প্রণাম করে,

তরু কুমুদ-শিরে মুটে এ রাজ্য পায় ।

রাতি তারার বাতি জ্বলে করে নতি,

হর যতির দতি পায় কতই লুটাই ॥

কত ভাষা শশী ঘরে দিবা নিশি

হ'য়ে নতি-আশী নথ-জ্যোতি-রেখায় ;—

আজ সবাই মিলে, প্রাণের ছাড়ার খুলে,

যাকে মা মা ব'লে নতি করি রে অয় ॥

চামুণ্ডা ।—যাও,

উভয়ে নিজ নিজ কার্য সম্পাদন কর ।

(চামুণ্ডার অন্তর্ধান)

[যোগিনীগণের প্রস্থান ।

বিক্রম ।—তাল ! বেতাল !

তোমরাও এক্ষণে সম্মানে প্রস্থান কর ।

প্রয়োজন হ'লে আহ্বান ক'রবো ।

তাল ও বেতাল ।—যথী আজ্ঞা, মহারাজ !

[তাল ও বেতালের প্রস্থান ।

ভর্তৃ ।—মহারাজ !

আজ আমি আপনার অনুগ্রহে

নিষ্পাপ হ'য়ে পুনর্জীবন পেলেম ।

অনুগ্রহ ক'রে আমার কুটীরে চলে,

উভয়ে মিলে শিবদুর্গার পূজা ক'রবো ।

কল্যাণ আপনি রাজধানীতে গমন ক'রবেন ।

বিক্রম ।—ভাই ভর্তৃহরি !

আজ তোমাকে দেকের পেয়ে

যা'র-পর-নাই সুখী হ'লেম ।

চল,

তোমার আশ্রমে গিয়ে শিবদুর্গার পূজা করি

আজ্ঞা, ভাই,

স্বীয় পাপের জন্য গৃহস্থ পণী হ'তে হয় কি

ভর্তৃ ।—মহারাজ ! ক্ষমা করুন,

ও সব কথা আর ভুলবেন না ।

বিক্রম ।—ভাই, আর একটি কথা,—

চল এক্ষণে রাজধানী যাই,

উভয়ে মিলে রাজকার্য করি ।

তোমার আর তপস্বিবেশে

বনবাসে থাকবার প্রয়োজন নাই ।

ভর্তৃ ।—মহারাজ,

এক্ষণে আমি উত্তমরূপে বুঝেছি—

রাজ্য-ভোগ ও অরণ্য-ভোগ উভয়ই সমান

রাজপ্রসাদ ও কুটীর একই ।

বিক্রম ।—(স্বগত)—

ভর্জুহরি এখন সংসারবিরাগী ;
যাই হোক, এখন এ'র সঙ্গে কুটীরে যাই,
সেখানে বুঝিয়ে রাজপ্রাসাদে নিয়ে যাবো।
(প্রকাশে)—ভাই, তবে কুটীরে চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

ইতি তাল-বেতাল-লাভ-নাগ চতুর্থাঙ্ক।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

Ab, that deceit should steal such gentle shapes,
and with a virtuous visor hide deep vice!"

RICHARD III.—Act ii. sc. 2.

In each grace * * *
here lurks a still and dumb discursive-devil,
that tempts most cunningly."

ROULUS AND CRESSIDA.—Act iv. sc. 4.

Oftentimes to win us to our harm
the instruments of darkness tell us truths ;
Win us with honest trifles, betray us
in deepest consequence."

MACBETH.—Act i. sc. 3.

উজ্জয়িনী নগরী—মহাকালের মন্দির।

গণংকারবেশে বিদূষকের প্রবেশ।

বিদূ.—হায় হায়, আমি ক'লেম কি !

নিজেই নিজের বন্ধুকে খুন ক'লেম !

আমার মনের বাসনা মনেই রইলো,

অথচ বন্ধুহত্যা ক'রে ফেল্লম !

হায় হায়, কি ক'রেই বা জানুবো যে

বন্ধু অমন ক'রে

বিক্রমাদিত্যের পরিচ্ছন্ন প'র্বে।

আচ্ছা,

বন্ধু অমন সেয়ানা হ'য়ে

এমন বোকা হ'লো কেন ?

বোধ হয়, বিক্রমটার এতে কারচুপি ছিলো।

আর ভেবেই বা ক'র্বো কি ?

যা' হ'বার, তা' অবশ্যই হয়,

কিন্তু মনে বড় হুংখ র'য়ে গেলো।

তা' থাক্,

কিন্তু এ দুঃখের পরিশোধ নেবোই নেবো।

আমাকে 'দূর হ' বলার অপমানের সঙ্গে

মিত্রহত্যার যন্ত্রণা বড় বেজেচে,

এর প্রতিশোধ না নিয়ে কখনই ছাড় বো না।

বিক্রমাদিত্যটা

তাল বেতাল হ'টোক পেয়েচে,

হুতরাং

তা'কে আর স্তম্ভে বিনাশ ক'তে পাচ্ছি নি।

সে এখন তাল বেতালের ক্ষমিতে

আমাকে বন্দী ক'তে পারে—

যে'র ক্ষমিতে পারে।

প্রায় ম'রেও ভো গিয়েছিলেম,

বাপ্ যে গসটিপুনি,

এখনো টন টন বন বন ক'ছে।

কিন্তু এইবার যে ফিকির ক'রেচি,

এতে বিক্রমটা নিশ্চয়ই ম'র্বে,

অথচ চা'বে কামারে দেখা হ'বে না।

এই গণংকারের বেশেই কান্ড সাবাত ক'র্বো।

এখন বিক্রমটা

তা'র ভোয়ের কুঁড়েতে রয়েছে,

কাল রাজধানীতে আসবে।

আজ রাতি থাকে থাকে কিন্তু সুযোগ চাই,

মৈলে বিষ বাঁও জলে তলিয়ে যেতে হ'বে।

রাত কত এখন ?—চতুর্থ প্রহর।

আমি জানি,

প্রত্যহ এমি সময়ে ভানুমতী এখানে এসে

মহাকালের মঙ্গল-আরতি দেবে।

এখন এলে যে হয়।

(নেপথ্যে পদ-শব্দ)

(ভনিয়া)—ঐ যে আস্চে,

সঙ্গে পূজোরী বাহু—দাস—দাসী ।

এখন আমি একটু আড়ালে বাই ।

[প্রস্থান ।

ভানুমতী, দেবল ও আলোকহন্তে

দাসদাসীগণের প্রবেশ ।

দেবল ।—ও দাসি, পঞ্চপ্রদীপ দে ।

(বাদ্যসহকারে মঙ্গল-আরতি সমাপন
ও সকলের প্রণাম)

ভানু ।—(স্বগত)—মহাদেব !

আমার মন যে বড় অস্থির হয়ে উঠছে,
মহারাজ শীঘ্র ক্ষিরে আন্বাণে ব'লে গেলেন,
কই এখনো যে ক্ষিরলেন না ।

শ্রীশান !—ভয়ানক শ্রীশান !

ভা'তে মহারাজ একাকী গেছেন,
আমার বড় ভয় হচ্ছে—সন্দেহ হচ্ছে—
তাই তো, কি করি !

কিছুপে বা সংবাদ পাই !

রাত্রিও তো প্রায় শেষ হ'লো,

তবু যে তিনি আসছেন না ।

হে মহাদেব !

শীঘ্র মহারাজকে এনে দাও,

আর যে স্থির থাকতে পারি না ।

দেবল ।—মা,

এইবার

নারায়ণের মঙ্গল আরতি ক'ন্তে হ'বে ।

ভানু ।—তোমরা গিয়ে আরতির আয়োজন কর,

আমি একটু পরে বাছি ।

দেবল ।—যে আজ্ঞে ।

[ভানুমতী ব্যতীত সকলের প্রস্থান ।

ভানু ।—

(গীত)

হে হর, তবহর,

দাসীরে দয়া কর,

পলে পলে আকুল প্রাণ ।

সম্বটমোচন,

দেব ত্রিলোচন;

কর কোর বিপদে ত্রাণ ॥

কদর-বাঘে

দাক্ষণ বাজে,

হারি'য়ে মহারাজে আজ;—

আনিবে হাণিনিধি

দাও, বিধির বিধি,

অকূলে কর কুল দান ॥

দয়াময় ! তুমি অন্তর্যামী,

আমার অন্তরের কথা সমস্তই জান,

অন্তর্যামী নামের মহিমা দেখাও, প্রভু !

নেপথ্যে ।—জয় শিব শস্তো ! জয় শিব শস্তো

ভানু ।—(নেপথ্যের দিকে দেখিয়া)—

কে উনি ?

মহারাজের সংবাদ আনছেন কি ?

বিদূষকের পুনঃপ্রবেশ ।

আপনি কি ব্রাহ্মণ ?

বিদু ।—ব্রাহ্মণ ।

ভানু ।—প্রণাম করি ।

ঠাকুর !

আপনি মহারাজের নিকট থেকে আসছেন

বিদু ।—মহারাজ কোথা ?

ভানু ।—(স্বগত)—এ ব্রাহ্মণ অন্য কোন লোক

মহারাজের সংবাদ জানেন না ।

এঁকে এ সম্বন্ধে আর কিছু বলা উচিত নয়

(প্রকাশে)—

আপনি মহাকালদর্শন ক'ন্তে এসেছেন ?

বিদু ।—(স্বগত)—মাসী বড় চালাক,

ক' ক'রে কথা উঠেচে ।

কিন্তু যে মূর্তি ধ'রেচি,

পেটের ভিতর যদি আর একটা পেট থাকে,

সেখানকার কথাও

এখনি টেনে বা'র ক'রবো ।

(প্রকাশে)—মহারাজ !

আমি উবাঙ্গানে গমন ক'চ্চি,

প্রত্যাগমনের সময়

মহাকালের পূজা ক'রবো ।

(ইচ্ছাপূর্বক কৃষ্ণি হইতে একখানি
পুথি ফেলিয়া দিয়া) —

আহা হা,

ফলিত-জ্যোতিষের পুথিখানি প'ড়ে গেলো ।

(ভূতল হইতে পুথি উত্তোলন)

মু। — কি পুথি, ঠাকুর ?

হ। — ফলিত-জ্যোতিষ ।

মু। — আপনি জ্যোতিষ-গণনা জানেন ?

হ। — জানি ।

আমি দৈবজ্ঞ ।

মু। — (স্বগত) — ভাল হ'লো,

এ'র নিকট গণনা করিয়ে দেখি ।

(প্রকাশে) — ঠাকুর !

আমার সম্বন্ধে কিছু গণনা ক'ত্তে হ'বে ।

হ। — (স্বগত) — কেমন,

এই মাত্র যা' ব'লেম, তা' ঠিক কি না ?

আমি জানি,

গণকের কাঁদে মাগী বেটীরাই আগে পড়ে ।

(প্রকাশে) — আচ্ছা, আমি গণনা ক'রবো ।

(ভূতলে খড়ির দাগ কাটিয়া) —

একটা ঘরে হাত দিন ।

মু। — এই দিলেম ।

হ। — মেঘ, বৃষ, মিথুন, কর্কট,

সিংহ, কন্যা, তুলা,

মিথুনের ঘরে হাত ;

তবেই হ'লো সম্পতি অর্থাৎ ক্রীপুরুষ ।

মিথুনে পুষ্পনামানি ।

একটা ফুলের নাম করুন ?

মু। — জবা ।

হ। —

কামিনী রাজ্যলাভে হি, রহলাভে চ মালতী ।

মাধবী স্বামিলাভে তু, পতিরক্তকরে জবা ॥

জবা পুষ্প পতিরক্তকরে অর্থাৎ পতিনাশে ।

মু। — (শব্দব্যস্তে) — অ'্যা, বলেন কি ।

হ। — তাঁড়ান ; ব্যস্ত হ'বেন না ।

এইবার একটা ফুলের নাম করুন ।

ভানু। — শ্রীকল ।

বিদু। — কলরাজক শ্রীকলম,

নররাজস্ব বিক্রমঃ,

শ্রীকলে ফলবানু ভয়মঃ,

ভয়মধ্যে হাহাকারঃ,

শ্মশানে ব্যসনে চৈব,

ছষ্টযোগী প্রবঞ্চকঃ,

পুল্লাভ-প্রলোভনে

খড়গাঘাতে বিনিপাতে ।

ভানু। — অ'্যা, বলেন কি !

যোগী মহারাজকে খড়গাঘাতে বধ ক'রেচে ।

বিদু। — দিবেো ভব ; — দেখ'চি ।

বন্ধনে মৃত্যু-যন্ত্রণা,

জায়া-স্পর্শে পতিপ্রাণাঃ ।

রাজি ! ভয়ানক বিপদ,

আপনার স্বামী

শ্মশানে বন্ধন-দশায় মুমূর্ষু প্রায়,

কে এক জন যোগী তাঁ'কে কাট'বে,

রাত্রি প্রভাত হ'লেই দর্শনাশ ঘটবে ।

জায়াস্পর্শে পতিপ্রাণাঃ

অর্থাৎ আপনি একা এখনি শ্মশানে গিয়ে

মহারাজকে স্পর্শ করুন,

মহারাজ মুক্ত হ'বেন — প্রাণ পা'বেন ।

ভানু। — আচ্ছা,

আমি এখনি লোক জন নিয়ে যাব্দি ।

বিদু। — (স্বগত) — আরে ম'লো,

লোক জন নিয়ে যা'বে বলে যে ।

উ'হ — তা' হ'বে না ।

(প্রকাশে) — রাজি !

গণনায় বল্চে —

জায়াস্পর্শে একাকিনী,

ব্যাভাতানি কোলাহলে ।

লোক জন নিয়ে গেলে গোল হ'বে,

যোগী সতর্ক হ'বে,

মহারাজের বিপদ ঘটবে ।

আপনি এখনি একা যান ।

ভানু।—কি সর্বনাশ!

কীলোক হ'য়ে একা কি ক'রে যাবো?

বিদু।—শীঘ্র যান,

আর স্বর্ণমাত্র বিলম্ব ক'রবেন না।

ভানু।—উভয়সঙ্কেটে পড়্‌লেম যে।

আপনি গিয়ে কি

মহারাজকে অন্তে পারেন না?

বিদু।—আমার যা'বার হ'লে

কোন কালে যেতাম।

ভানু।—অন্তে পারেন তো

পাঁচ লক্ষ হুদ্রা দেবো।

বিদু।—নিরুপায়।

তবে এক কাজ করুন,

আমার সঙ্গে আসুন,

আমি আপনাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাই,

দূর থেকে দেখিয়ে দিয়ে ফিরে আসুবো।

ভানু।—আচ্ছা, তাই চলুন।

বিদু।—(স্বগত)—ফাঁদে ফেলেছি।

(প্রকাশে)—শীঘ্র আসুন।

[উভয়ের প্রস্থান।]

দ্বিতীয় দৃশ্য।

"This shadowy desert, unfrequented woods,
I better brook than flourishing peopled towns;
Here can I sit alone, unseen of any,
And to the nightingale's complaining notes,
Tune my distresses and record my woes."

TWO GENTLEMEN OF VERONA.—Act v.
sc. 4.

অরণ্য—ভর্তৃহরির কুটীর।

বিক্রমাদিত্য।

বিক্রম।—ভর্তৃহরির ধন্য সংসার-বিরাগ!

এই বিরাগের কল "বৈরাগাশংক" গ্রন্থ।

এই গ্রন্থে রমণী-প্রেমের কুটিল চিত্র

এবং বিবেকের মুক্তি স্থল চিত্রিত হ'য়েছে।

যা'র লেখনী এখন গ্রন্থ রচনা ক'রেছে,

তা'কে পুনর্বার সংসারী করা হুঃসাধ্য।

অনেক ব'লেম—অনেক বুঝ্‌লেম,

কিন্তু স্রোত কোনমতেই ফিরণো না।

থাক, আর বিরক্ত ক'রবো না।

মধ্যে মধ্যে নিজেই এসে

ভর্তৃহরিকে দেখে যাবো;

এখন আর এখানে বিলম্ব ক'রবো না,

মহিষীকে ব'লে এসেছি শীঘ্রই ফিরবো,

কিন্তু রাত্রি প্রভাত হ'য়ে এলো,

মহিষী না জানি কতই ব্যাকুল হ'য়েছে।

(নেপথ্যে গীত)

অনাখিনী নিশীথিনী যার,

পুরা দুয়ারে আলোক-অধারে বীরে বীরে উষা চা

আঁচ পাবী

মেগিয়ে আঁদি,

স্বরে সুধা মাখি,

মঙ্গল গায়।

অলস হারা

অনন্ত-ভারা

নিরন্ত পারা

গগন-গায়,—

কুমার-সদ,

কুমারী-সদ,

মধু-সদ

কমল বিলাস।

ভর্তৃহরির প্রবেশ।

ভর্তৃ।—মহারাজ!

দেবীর প্রাতঃপূজার আয়োজন হ'য়েছে

চলুন,

উভয়ে মিলে পূজাদি করি।

বিক্রম।—চল, তাই!

ভর্তৃ।—মহারাজ,

আমার ইচ্ছা

যে আপনি অধ্যাও এখানে থাকুন।

বিক্রম।—তাই!

এমন পবিত্র আশ্রমে কে না থাকে চার ?

কিছু রাজকাৰ্য্যশৃঙ্খলে আমি আবদ্ধ,

রাজ্যশাসন বিরূপ গুরুতর কার্য্য,

তা' তো তুমি জান।

এখন আমি দেবীপূজা সাক্ষ ক'রে

রাজধানী যা'বো !

আমি যে তোমায় বিশ্বাস হ'য়ে থাক'বো,

তা' মনেও ক'র না ;

মধ্যে মধ্যে তোমাকে দেখে আস'বো।

ভাই ! নিধাতা আমাদের চাই ভাতাকেই

রাজ্যশাসনভার অর্পণ ক'রেচেন।—

তুমি দত্তব রাজ্য শাসন ক'ছো,

আমি কৃত্রিম রাজ্য শাসন ক'চ্চি।

তোমার রাজ্য শান্তিস্থলময়,

আমার রাজ্য কোলাহলময়।

তোমার রাজ্যের প্রজা—

ভর লতা, পল্ল পক্ষী,

আমার রাজ্যের প্রজা—কুটিল মনুষ্য।

তুমি প্রজার গুণে সুখে রাজ্য শাসন কর,

আমি প্রজার কোষে কষ্টে রাজ্য শাসন করি;

দুর্ব্ব যোগী ও বিদূষক তা'র অন্ততম প্রমাণ।

আমারো ইচ্ছা যে,

তোমার মত রাজ্য পাই,

কিন্তু সর্ব্বনিয়ন্তার নিয়ম

কে লঙ্ঘন ক'ন্তে পারে ?

তিনি যেকপে পরিচালিত ক'রবেন,

আমরা সেইরূপেই পরিচালিত হ'ব।

চল এখন দেবীপূজা করি।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

“O monstrous treachery ! Can this be so ;
That in alliance, amity and oaths,
There should be found such false dissembling
guile ?”

HENRY VI. Pt. I.—Act iv. sc. 2.

নিবিড় অরণ্য।

ভানুমতী ও বিদূষক।

ভানু।—(দগ্ধত)।—এ কোথায় এলেন !

শ্রাশান কই ?—যোগী কই ?—

মহারাজ কই ?

এ যে ভয়ঙ্কর অরণ্য !

এখনো অন্ধকার !

বড় ভয় হ'চ্ছে—সন্দেহ হ'চ্ছে।

(প্রকাশে)।—ওগো, শ্রাশান কোথা ?

তুমি আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে ?

বিদ্।—যমের বাড়ী।

ভানু।—(সচকিত)।—

ধাৰ্ম্মিক ব্রাহ্মণের মুখে এ কি কথা !

বিদ্।—ধাৰ্ম্মিকের বাপ নরকে যাক।

ভানু।—বিজ্ঞ দৈবজ্ঞ হ'য়ে

অবিচ্ছিন্ন আচার কেন ?

বিদ্।—নারীমেধবস্ত্র ক'র'বো ব'লে।

ভানু।—(সভয়ে)।—

কি ! আমাকে হত্যা ক'রবে !

ঠাকুর !

আমি তো তোমার কোন অনিষ্ট করি নি,

বরং তোমার কথায় বিশ্বাস ক'রে

স্বামী উদ্দেশে সঙ্গে এসেছি,

বিশ্বাসিনীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা কেন ?

বিদ্।—কি, বিশ্বাসঘাতকতা ?

তুই কিসের বিশ্বাস দেখাস ?

তো'র স্বামী অশ্বিনী,

তা'র ফল তোকে ভোগাবো।

ভানু।—অ্যা—আমার স্বামী অশ্বিনী !

তিনি তোমার কাছে
কি বিশ্বাস ভঙ্গ ক'রেচেন ?

বিদ্—

‘বিশ্বাসো নৈব কর্তব্যঃ স্ত্রীষু রাজকুলেষু চ ।’
এখন সাতকাণ্ড গা’বার সময় নয়,
সে সব কথা তোকে ব’লে কি হ’বে ?
ফলে দেখা’বো ।

ভানু ।—তুমি কে ?

বিদ্—তোমার দ্বিতীয় স্বামী !

ভানু ।—(স্বকর্ণে হস্ত দিয়া)—হা মহারাজ !

তোমার ভানুমতীকে
এমন কথাও শুনতে হ’লো !
কোথা হৃত্য ! কোথা মৃত্য !
ভানুমতীকে গ্রাস কর ;
পৃথিবী বিদীর্ণ হও, প্রবেশ করি ;
কোথা বনজন্ত !
এখনি আমাকে বিনাশ কর ।
ছি ছি—বড় অসহ—বড় অসহ !
হা মহারাজ,
তোমার অনুসন্ধানে এসে
শেষে এই হ’লো !—মান গেলো !
এখনো প্রাণ গেলো না !
ছি ছি—নিদারুণ অপমান !
ধর্মশাল বিক্রমাদিত্যের পত্নীর এই পরিণাম !
এ সময় কোথা রাজা ?
একবার ভানুমতীর হৃদশা দেখে যাও !

বিদ্—আর রাজা !

রাজা যে পথে—রাণীও সে পথে ।

ভানু ।—ওঃ, এতক্রমে বুঝেচি ।

ওরে পাপিষ্ঠ বঞ্চক !

ওরে নরাধম !

তুই মহারাজকে নিহত ক’রেচিস্,

শেষে আমাকেও বধ করবার জন্তে

ফাঁকি দিবে এখানে এনেচিস্ ।

পিষাচ !

এখনি হত্যা কর—এখনি হত্যা কর !

আর এ পতিহারী অপমানিত গ্রাণ
রাখতে চাই না ।

তোকেও বধশ্রম ক’ন্তে হ’বে না,

দে অস্ত্র দে,

আমি নিজেই আত্মহত্যা ক’জি ।

বিদ্—বটে !—ঠিক !

আমারই অস্ত্র

আমারই বুকে লাগাও আর কি !

ভানু ।—ঈশ্বর সাক্ষী,

আমি

আত্মহত্যা বই অপরকে স্পর্শও করবো না ।

বিদ্—ঢের হ’রেচে !

আর বোকা বোঝাতে হ’বে না ।

ভানু ।—দুরাচার !

বিনা দোষে অবলার প্রতি এতো অত্যাচার !

এ অত্যাচার কখনো ধর্ম্মে স’বে না ।

আমি যদি সত্যী হই,

তুই অবশ্যই এর প্রতিফল পাবি ।

নিষ্ঠুর !

তুই ভানুমতীকে পতিহীনা ক’রেচিস্,

সেই পাপে এবং নারীহত্যা-পাপে

তোকেও ভগবান বিনাশ ক’রবেন,

অনন্ত নরকে দগ্ধ ক’রবেন ।

পাপের ফল পাবি—বি—পাবি ।

বিদ্—আর খানিকক্ষণ বই তো নয়,

যত পার ব’লে নেও ।

(স্বগত)—এইবার আমি একে বীধি,

বৈধে ছোরা আনি ।

টুকুরো টুকুরো ক’রে কাট’বো,

তবে আমার দুঃখ বা’বে ।

ভানুমতী ম’লে বিক্রমাদিত্য আর কতক্ষণ ?

আমি জানি, সেটা এটাকে বড় ভালবাসে—

প্রাণের চেয়েও বেশী ।

হুতরাং এর প্রাণ গেলো—প্রাণ বা’বে,

ভানুমতীর শোকে

বিক্রমাদিত্য নিশ্চয় ম’রবে,

আমারও প্রতিহিংসা সাধন হ'বে ।

বাই হোক, এমন হুমুরী যেয়েমিসুখটোকে
খুন করা আমার তত ইচ্ছে নয়,
কিন্তু যে ভাল বেতাল,
বাপ, কা'র সাধ্য বিক্রয়াদিত্যকে ছোঁয় ?
কাজেই আমাকে এ কাজ ক'ন্তে হ'লো ।
শান্তেও বলে—

'যেন তেন প্রকারেণ স্বকাৰ্যসাধনং কুরু ।'

তবে এমন পছা কি ছাড়তে আছে ?

বিক্রয়টা হুমুর পাণী,

ভানুমতী তা'র পত্নী,

হুতরাং পাণীর পত্নী ব'লে

একেও পাপের ফল ভুগতে হ'বে ।—

অসং-সদ্বের এমি দেখ ।

যাক, এখন এক কাজ করি,

এর গয়নাগুলো সব খুলে নি,

কম টাকার গয়না নয়—দশ লক্ষ টাকা ।

ওঃ ! আমার কি কম সৌভাগ্য ?

এত দিনের পর শত্রুও নিপাত হ'লো,

লাভে হ'তে আবার দশদশ লাখ টাকা !

(প্রকাশে)—দে গয়নাগুলো খুলে দে ।

২।—(সরোদনে)—এই নেও,

আমাকে অধিকাল প্রাণ দাও,

মহারাজকে একবার মাত্র দেখাও,

আমি তাঁর মৃতদেহ দেখে প্রাণত্যাগ করবো ;

ওগো, পতির পাশে পত্নীকে মেরে ফেলো ;

ওগো, আমার এই অমরোদ্যতি রাখ ;

পতিহারা প্রাণ চাই না,

কেবল একবার পতিকেকে দেখে চাই,

আমাকে এই ভিকাটি দাও গো !

।—(অলঙ্কার লইয়া)—

ইহলোকে আর নয়,

বমলোকে সেটাকে দেখ'বি ।

খীয়া উত্তরীয় ছিন্ন করিয়া ভানুমতীর

হস্তপদ বন্ধন)

ভানু ।—(সরোদনে)—ওগো আমার বেঁধো না—

আমি পাল'বো না—বেঁধো না ।

বিদু ।—আচ্ছা, সে কথা মনে রৈলো ।

(স্বগত)—যে বীধন বেঁধেচি,

পালা'বার যো নেই ।

এইবার কুটীর থেকে ছোরাখানা আনি ।

[প্রস্থান ।

চতুর্থ দৃশ্য ।

'The welfare of us all
Hangs on the cutting short that fraudulent man.'

HENRY VI. Pt. II.—Act iii. sc. 1.

শ্মশান-পার্শ্ববর্তী নদীতট ও অরণ্য ।

সশস্ত্র দেবল ও রাজভৃত্যগণের প্রবেশ ।

দেবল ।—(এক জন ভৃত্যের প্রতি)—

কোন দিকে দেখেছিলে ?

১ম ভৃত্য ।—শ্মশানের দিকেই দেখেচি ।

দেবল ।—শ্মশানে তো পাওয়া গেল না,

কেবল একটা নিহত পুরুষ দেখ্লেম,

সেটা যেন একটা সন্ন্যাসীর মত,

গণংকারের মত তো নয় ;

মহারাজীরও তো

কোন অনুসন্ধান হ'লো না ।

২য় ভৃত্য ।—(১ম ভৃত্যের প্রতি)—আচ্ছা, তাই,

যদিই তুই দেখ'লি,

তো তদুনি আমাদের ডাঙ্কলি নি কেন ?

তা' হ'লে কি

আর এমন কাঁকরে পড়তে হয় ?

১ম ভৃত্য ।—আমাব

কেমন ভাবাচ্যাকা লেগেছিলো ।

তা' বাক,

মহারাজীকে

সে লোকটা কেন নিয়ে এলো ?—

কোথা নিয়ে গেলো ?—মংলবটাই বা কি ?

২য় ভৃত্য ।—আমার বড় ভয় হ'লে,

একে তো

মহারাজের কোন সংবাদ পাচ্ছি নি,

তা'তে আবার এই এক বিষম ঘটনা !

কথা তো ভাল নয়,

এর ভিতর কিছু সঙ্কট আছে ।

দেবল ।—(সকলের প্রতি)—

আমি তো

ভেবে কিছুই ঠিক ক'তে পারেন না ;

এখন নিবিড় বনের মধ্যে

কোথায় বা কা'র দেখা পাবো ?

তা' যাক,

আর এখানে ভাব'বার প্রয়োজন নাই ;

চল চল, অন্য দিকে অনুসন্ধান করি ।

১ম ভৃত্য ।—ঠাকুর, সেই কথা ভাল ।

দেবল ।—কি বিভ্রাট,

নারায়ণের

মঙ্গল-আরতিও আজ পূর্ণ হ'লো না ;

মঙ্গলময় প্রভু মঙ্গল করুন,

যোড়শোপচারে তাঁ'র পূজা ক'র্বো ।

(ভৃত্যগণের প্রতি)—সকলে এক কাজ কর,

তোমরা ঐ দিকে যাও,

আমরা এই দিকে বাই ।

খুব সতর্ক হ'য়ে—

খুব যত্ন ক'রে সন্ধান কর ।

হে নারায়ণ ! হে মহাদেব !

মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর ।

দৌড়ে যাও—দৌড়ে এসো ।

[ছুই দিক্ দিয়া সকলের বেগে প্রস্থান ।]

পঞ্চম দৃশ্য ।

"Cancel his bond of life, dear God, I pray
That I may live to say.—The dog is dead !"

RICHARD III.—Act iv. sc. 4.

"My hour is almost come,
When I to sulphurous and tormenting flames
Must render up myself."

HAMLET.—Act i, sc. 5.

নিবিড় অরণ্য ।

হস্তপদবন্ধা ভানুমতী উপবিষ্টা ।

ভানু ।—(সরোদনে)—কোথা মা হুগে !

একবার দয়া ক'রে দেখা দে মা !

মা ! নিদারুণ সঙ্কটে প'ড়ে

বড় অস্থির হ'য়েছি,

এখনি হুয়ায়া পিশাচ

আমাকে হত্যা ক'র্ববে !

মা গো, মরি ভায় ফতি নেই,

কিছু মৃত্যুকালে

পতির পাদপদ্ম দোজে পেলাম না,

এই নিদারুণ দুঃখ মর্মে র'য়ে গেলো !

না ! তুই যে দয়াময়ী !

এই তো দয়া করবার সময়, মা !

কোথা তারা !—কোথা তারা—দেখা দে মা !

(গীত)

কোথা দীনদয়াময়ী বিপদতারিণী তারা ! !

মরণ-সঙ্কটে প'ড়ে ডাকে তোরে পতিহারা ।

কর-পদ্ম-বাঁধা হ'য়ে, শূন্য প্রাণে শূন্য চেয়ে,

পিশাচ-পীড়ন-ভয়ে হ'য়েছি জীবনে মরা ।

এ সময়ে দেখা দে, মা, বরাভরকরা তারা,

ভয়হর কোলে নে মা, উমা শিবরমা ;—

মা হ'য়ে বিমাতা সম কেন হ'লি নিরমম,

মা যা—দেখা দে না, আম না, মা ভরহারা ।

(মোপথের দিকে দেখিয়া শব্দবাস্তে)—

ঐ এলো—হায় হায়—ঐ এলো—ঐ এলো !

ছোরাহকে বিদুষকের প্রবেশ ।

গেলেম গেলেম—

ওগো, অবলাকে হত্যা ক'রে কি লাভ হ'বে !

ম'লেম—ম'লেম—ওঃ—ওঃ—

দু।—(সরোষে)—পিশাচি !

(মৃতপ্রায় হইয়া জুতলে পড়িল)

তুই বিক্রমাদিত্যের ক্রী,
আমার পরম শত্রুর অর্দ্ধাঙ্গ,
অর্দ্ধাঙ্গ নষ্ট ক'রে বাকী অর্দ্ধাঙ্গ কতক্ষণ !

দেবল।—ব্যাটা এখনো নড়'চে বে,

খোড়-কুঁচি ক'রে কাট ।

(ছোরা দেখাইয়া)—

১ম ভৃত্য।—না, ঠাকুর, আর কাট'বো না ।

এই দেখ্‌ তোর বম !

এইবার শালাকে ঠ্যাং ধ'রে চিরে ফেলি !

দেবল।—তাই তাই, হু' ফাঁক ক'রে চেদু ।

নু।—(ভয়ে চীৎকার করিয়া)—

আমি মহারানীর মুচ্ছা ভাঙি ।

ওগো, কে আছ গো—

(ভৃত্যগণের তরুণ করণচেষ্টা)

রক্ষা কর গো—নারীহত্যা হ'লো—

বিদু।—(নিদাক্ষণ যত্নপায়)—

রক্ষা কর গো—রক্ষা কর গো—

ও—ও—বা—বা—ও !

খুন ক'রে—বাচাও গো !

(মুচ্ছা)

সহসা উদ্ধারশব্দে তাল বেতালের

প্রবেশ ।

নপথ্যে।—রানীর কণ্ঠস্বর না ?—

দেবল ও ভৃত্যগণ।—(দেখিয়া স্তব্ধে)—

হাঁ, তাই তো বটে,

বাবা রে !—

চল চল, শীগ্গির চল,

যমদূত রে।—বাবা রে !—

ভয় নাই—ভয় নাই—মা, ভয় নাই।

পালা পালা পালা ।

বিদু।—(স্তব্ধে)—অঁ্যা !

[দেবল ও রাজভৃত্যগণের পলায়ন ।

বেগে দেবল ও রাজভৃত্যগণের প্রবেশ ।

তাল।—বেতাল !

দেবল।—মার মার—ব্যাটাকে মার মার,—

এই সেই—মার মার ।

এসো দেবী ভগবতীর আশ্রামত কার্য্য করি,

সকলে।—আরে ব্যাটা ডাকাত !—

মুচ্ছিত অবস্থাতেই

মার শালাকে মার মার !

মায়া-বর্ণে রানী ভানুমতীকে নিয়ে বাই ।

বিদু।—(স্তব্ধে)—

বেতাল।—চল,

আমি না—আমি না—

[মুচ্ছিতা ভানুমতীকে লইয়া

সকলে।—শালা—তবে রে শালা !

উভয়ের প্রস্থান ।

বিদু।—আচ্ছা, আর তবে তোদের খুন করি !

বিক্রমাদিত্যের প্রবেশ ।

(ছোরাঘাত করিবার চেষ্টা)

বিক্রম।—(স্বগত)—তাই তো,

সকলে।—তবে রে শালা চোর !—

সুখ্যোদয় হ'য়ে গেলো,

শালা ডাকাত !

এখনো অনেক দূর যেতে হ'বে ।

(বিদুষকের দেহে সকলের অস্ত্রাঘাত)

আমাকে না দেখে গেয়ে

বিদু।—(গুরুতররূপে আহত হইয়া)—

না জানি রাজধানীতে কি বিভ্রাটই ঘটবে ।

আমার প্রাণে লাগে, মর্মে লাগে,
বড় কাতর হই ।

লোকে আমাকে 'দয়াময়ী' বলে,

কিন্তু দয়াময়ী নামের মহিমা কোন সময় ?—

জীবের চুঃখের সময় ।

সকলে ।—জয় জয় 'দয়াময়ী' !

সরস্বতী ।—বৎস !

তোমার কীর্তি ও বশ অক্ষয় হ'লো ।

লক্ষ্মী ।—বৎস ! লোকে আমাকে 'চকলা' বলে,

কিন্তু তুমি আমাকে 'অচলা' নাম দিলে ।

জুগী ।—বৎস বিক্রমাদিত্য ! বৎসে ভানুমতি !

তোমরা দেবভক্তি ও সংকার্যের গুণে

মায়ী-স্বর্গ দেখ্লে ।

বাবাজীবন ধর্ম্মাচরণ কর,

অভিমুখ্যে এই মায়ী-স্বর্গ অপেক্ষা

অনন্ত সুখসৌন্দর্য্যময় প্রকৃত স্বর্গে

দেবগণের সঙ্গে অমর হ'য়ে অবস্থান ব

অপরাগণ— (মৃত্যুসহ গীত)

মধুর আনন্দ মায়ী-স্বর্গে ভুবনে ।

দুগল রূপ-মাদুরী মধুর নয়নে ॥

মধুর অভ্যাস আজি,

মধুর শিশিররাতি

মধুর পবন বহে মধুর স্বননে ॥

মধুর গগনতল,

মধুর গাঙ্গপদল

মধুর কুহুম, ফল, লতিকা মধুর ;—

মধুর প্রকৃতি-ছবি,

মধুর ভূধর, রবি

মধুর মধুর সব মধুর মিলনে ॥

ইতি মায়ী-স্বর্গ-সঙ্গর্শন-লাভ-নাম পঞ্চমোঃ ।

যবনিকাপতন ।

বামন-ভিক্ষা ।

[পৌরাণিক ইতিবৃত্ত-মূলক নাটক]*

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ ।

পুরুষ ।

ব্রহ্মা । বিষ্ণু (কৃষ্ণ, ত্রিবিক্রম বিরাট পুরুষ) ।
।। ইন্দ্র । বরুণ । ধর্ম্ম । বায়ু । নন্দী ।
। শোভ । কশ্যপ । নারদ । রুহম্পতি ।
নচ্যগ্য । বামন । বলি । বাণ । বিপ্রচিহ্নি ।
শাদে । দেবগণ । ঋষিগণ । ঋষিবালকগণ ।
শিষ্যগণ । ব্রাহ্মণগণ । মন্ত্রী । নাবিক,
গাদি ।

স্ত্রী ।

দুর্গা (অন্নপূর্ণা) । অদ্বিতি । বিষ্ণুবলী
দাবলী) । আম্রাদী । নাগকন্তাগণ । ঋষি-
গণ । ঋষিকন্যাগণ, ইত্যাদি ।

সূচনা ।

প্রথম দৃশ্য ।

ব্রহ্মলোক ।

নারদের প্রবেশ ।

।।—

(গীত)

অগতির গতি, কল্যাণতি,
দুর্গতি হর, হরি হে !
অকূল পাথার, না জানি সাঁতার,
দেহ চরণ-তরী হে ॥

* এই নাটকখানিও 'রাজা বিক্রমাদিত্য' নাটকের ন্যায় পদ্যশাস্তি মধ্যে লিখিত হইল ।

পাপ ভীষণ,

তাপ শোষণ,

দাপ বিষম করে,

আকুল হগেছি ডরে,—

দুঃখের ভবে,

কি হ'বে কি হ'বে,

হে হরি দুঃখহারী হে ॥

কই, পিতা কোথায় ?

বোধ হয়, আমি এসেছি ব'লে

লজ্জার অন্তরালে গিয়েচেন ।

'তা' হ'তেই দৈত্যোত্তর বলির

বিষবিজয়িনী শক্তি বৃদ্ধি হ'য়েচে,

'তা' হ'তেই দেবগণের সহিত

দেবেল্ল ইন্দ্রের সর্বনাশ ঘটচে ।

পিতা যদি

বলিকে এরূপ অমর বর না দিতেন,

তা' হ'লে কি আজ অমরাবতীপতি ইন্দ্রকে

পথের ভিখারী হ'তে হ'ত ?

তপস্যাই পিতার লজ্জার কারণ,

এক জনের তপে তুষ্ট হ'য়ে

আর এক জনের সর্বনাশ করেন ।

ব্রহ্মার প্রবেশ ।

ব্রহ্মা ।—বৎস নারদ !

তুমি আমা হেন তপস্বীর তপস্বী পুত্র হ'য়ে

তপস্যার নিল্লা ক'চ্চ কেন ?

নারদ ।—প্রভো !

ন্যায়সম্মত তপস্যার নিল্লা ক'চ্চ নি,

কিন্তু আপনি যার তা'র তপে তুষ্ট হ'য়ে

সময়ে সময়ে হলুদুল যটিয়ে দেন,
সেই জন্ম আমি নিত্য হুঃখিত হ'য়েছি।
দেখুন দেখি,
দেব-ভ্রাতৃগণের সহিত
দেবরাজ ইন্দ্রের কি দুর্দশাই হ'য়েচে !

ব্রহ্মা।—নারদ !

“যা'র প্রতি তুমি যেরূপ ব্যবহার ক'রবে,
সেও তোমার প্রতি সেইরূপ ব্যবহার ক'রবে”
এই নীতি-বাক্য কি তুমি বিস্মৃত হ'য়েচ ?

নারদ।—ইন্দ্র বলির প্রতি

কি দুর্ন্যবহার ক'রেচেন ?

ব্রহ্মা।—বলির প্রতি স্পষ্টত না হউক,

ইন্দ্র বলির পিতা বিরোচনের প্রতি
ভয়ানক অন্যায় ব্যবহার ক'রেচেন।
তিনি ব্রাহ্মণ-বেশে ছলনা ক'রে
বিরোচনের প্রাণ তিক্ত ক'রেছিলেন,
এ কথা তো জান ?

নারদ।—জানি।

ব্রহ্মা।—বিরোচন ব্রাহ্মণ-বেশী ইন্দ্রকে

আত্মজীবন দান ক'রে দেহত্যাগ ক'রেচে,
তাও জান তো ?

নারদ।—জানি।

ব্রহ্মা।—তবে আমি

বলিকে ইন্দ্রবিজয় বর প্রদান ক'রে
লজ্জিত হ'ব কেন ?
আমার চক্ষে সবাই সমান।

নারদ।—তবে এখন উপায় ?

ইন্দ্র কি আর সুখের মুখ দেখে পাবেন না ?
আপনি থাকে যদি এমন হ'ল,
তবে আর কা'র কাছে এর প্রতীকার হ'বে ?

ব্রহ্মা।—নারদ !

তুমি আর হুঃখিত হ'য়ো না।

ইন্দ্রের ছলনারূপ অন্যায় কার্যের যজ্ঞশাভোগ
পূর্ণ মাত্রায় হ'য়েচে ;
এবার তিনি নিকৃতি পা'বেন।
ছলনায় ছলনার প্রতিশোধ হ'বে।

নারদ।—(সবিস্ময়ে)—

ছলনার ছলনার প্রতিশোধ !

আশ্চর্য কথা !

এই তো আপনি ছলনার নিন্দা কচ্ছিলে
আবার—

ব্রহ্মা।—ছলনা যে অনেক রূপ।

ইন্দ্রের ছলনা রাজসিকী,
আর আমি যে ছলনার কথা ব'লেম,
তা' সাত্বিকী।
ইন্দ্রের ছলনায় জীবের জীবন যায়,
আর এ ছলনায় জীব জীবন পায়।

নারদ।—পিত !

সে শুভ দিনের আর কত দিন থাকি ?

ব্রহ্মা।—বেশী থাকি নাই।

ইন্দ্রাদি দেবগণের পিতা কল্প
এবং মাতা অদिति
হরির আরাধনা ও তপস্যা ক'রেন ;
শীঘ্রই তাঁ'দের পুত্রগণ
স্বর্গরাজ্য পুনঃপ্রাপ্ত হ'বেন।

নারদ।—বড় আশ্চর্যের কথা,

কিন্তু এ আশ্চর্য্যে পাছে বিষাদ ঘটে।

ব্রহ্মা।—কেন ?

নারদ।—বলির দিকে আপনি আছেন যে

ব্রহ্মা।—আর কোন ভয় নাই।

নারদ।—তা' হ'লেই হ'ল।

[উভয়ের প্রাণ

দ্বিতীয় দৃশ্য।

অবগ্য।

ইন্দ্রাদি দেবগণ।

ইন্দ্র।—দেবদুর্গতির যথেষ্ট হ'য়েচে,

আর কষ্ট সঙ্ঘ হয় না।

বলির প্রবল প্রত্যাপ

আমাদের বনবাসী পথান্ত ক'রৈ।

ঐ দেখ,

ক্ষুদ্র ভূণ্ডলিও আমাদের পরিহাস ক'রে
শিরঃকম্পনে হস্ত ক'ছে ;
এর চেয়ে মৃত্যু আমার মঙ্গল ।
আহা, আমাদের পিতা কষ্টপ, মাতা অদ্বিতি
আমাদের মঙ্গলজন্তু
আজ কত কাল ধ'রে তপস্বী ক'ছেন,
হতাশে, উপবাসে, দীর্ঘনিশ্বাসে
তাঁদের হৃদয় বিদীর্ণ হ'য়ে যাচ্ছে,
তবুও তো ভগবান্ বিষ্ণু সদয় হ'ছেন না ।

গ।—অগ্রজ !

কর্মফল-ভোগ পূর্ণ না হ'লে কিছুই হয় না ।

দ।—বড় লজ্জার কথা,

আমরা তেত্রিশ কোটি দেবতা যাঁদের পুত্র,
তাঁদের ভাগ্যে আবার এত কষ্ট !

কোথায়—

আমরা পিতা মাতার হুঃখ দূর ক'রবো,
না—পিতা মাতাই আমাদের জন্তু
বৃদ্ধ বয়সে তপোহুঃখে কালযাপন ক'ছেন !
এর চেয়ে আমাদের আর কলঙ্ক কি ?

নারদের প্রবেশ ।

দ।—

(গীত)

মিছে ভরে আকুল হ'য়ে কাঁদিস্ কেন বন ? ।

ভয়ের মহাভয় হরি ক'রবে ভয় বিমোচন ॥

কেঁদে কেন বাঁড়াস্ বেলা,

ভাসা হরিনায়ের ভেলা,

বিপদ-সাগর তরে ধাবি, আবার পানি লুপ্তন ।

(স্বগত)—আহা, কি বিড়ম্বনা !

কোথায় নন্দনকানন—

কোথায় নিবিড় অরণ্য !

দেবরাজ ইন্দ্রের এ কি ভাগ্যবিবর্তন !

হুঃখই বা কেন করি ?

ভাগ্যচক্র তো ঘির থাকে না,

হুঃখের পর শূন্য—হুঃখের পর হুঃখ,

এ তো চিরকালই হ'য়ে আস'চে ।

হুঃখের পর ইন্দ্রের হুঃখভোগ হ'চ্ছে,

আবার হুঃখের পর শূন্যভোগ হ'বে ।

পিতা ব্রহ্মার বাক্যানুসারে

এঁ'দিয়ে এখন সাজ্জনা করি ।

(প্রকাশে)—দেবরাজ !

চন্দ্রহর্যাবরণকুবেরপবনাদি দেবগণ !

আর অপনারা হুঃখ ক'রবেন না,

হতাশ হ'বেন না ।

যে তপস্বীপ্রিয় প্রজাপতি ব্রহ্মা

বলি দৈত্যকে অমর বর দান ক'রে

আপনাদের এই অরণ্যবাসের মূল হ'য়েছেন,

সেই ব্রহ্মাই আবার

আপনাদের মঙ্গল ক'রবেন ।

ইন্দ্র।—দেবর্ষে !

আমাদের আর সে আশা ভরসা নাই ।

নারদ।—কেন, দেবেন্দ্র ?

ইন্দ্র।—যে অগ্নি হ'তে দেহ দগ্ধ হয়,

সে অগ্নির নিকট শীতলতা প্রার্থনা অসম্ভব ।

নারদ।—তা' বটে,

কিন্তু যে বিষ হুঃখ শরীরকে নষ্ট করে,

সেই বিষ

রুগ্ন দেহকেও তো আরোগ্যদান করে ।

পিতা ব্রহ্মাও আপনাদের পক্ষে সেইরূপ ।

তা' হ'তে আপনাদের বিপদ ঘ'টেচে,

আবার তা' হ'তেই সম্পদলাভ হ'বে ।

আপনারা আর কিছু কাল অপেক্ষা করুন,

কালরাত্রি প্রভাতপ্রায় ।

ইন্দ্র।—পিতামহ ব্রহ্মা আপনাকে কি ব'লেছেন ?

নারদ।—ছলনায় ছলনার প্রতিশোধ ।

ইন্দ্র।—কিছুই ভাল ক'রে বুঝ'তে পারেন না ।

নারদ।—এর পর বুঝ'বেন ।

আমি আবার

পিতা মহাশয়ের নিকট গমন করি ।

ইন্দ্র।—আপনি আমাদের নিকট থাকুন,

আমরা আপনাকে পেয়ে বড় ভুল্প হ'য়েছি ।

নারদ।—না, আমি থাকতে পারছি না,

পিতা আমার তপস্যা-পাগল ।

কি জানি, কে তপে ভুলিয়ে বর নেবে,

আবার কি হ'তে কি হ'বে ।

যাই, আমি তাঁ'কে চোখে চোখে রাখি গে ।

ইন্দ্র ।—সে কথা ভাল ।

তবে আপনি আহুন ।

চলুন,

আপনাকে

কিছু দূর অগ্রসর ক'রে রেখে আসি ।

[সকলের প্রস্থান ।

তৃতীয় দৃশ্য ।

অমৃতস্থান ।

(অক্ষকারে দশদিক আচ্ছন্ন)

কশ্যপ ও অদিতি তপস্যায় উপবিষ্ট ।

ভীমমূর্তি ভয়ের প্রবেশ ।

ভয় ।—(সহস্কার ও সগৰ্জনে)—কা'রা তোমরা ।

শীঘ্র এ স্থান হ'তে প্রস্থান কর,

নতুবা এখনি বিনাশ ক'রবো ।

চেয়ে দেখ, কে আমি ;

জান, আমি ভয় !

আমার নামে ত্রিভুবন কম্পিত হয়,

এখনি তোমাদের হৃৎপিণ্ড ছিন্ন ক'রবো,

হৃৎপিণ্ডের উষ্ণ শোণিত পান ক'রে

নিদারুণ পিপাসা নিৰ্ব্বাপন ক'রবো,

যদি মদল চাও তো পালাও—পালাও !

এই দেখ আমার ভয়ঙ্কর গৰ্ব্ব,

স্পর্শমাত্রেই মস্তক চূর্ণ হ'বে !

(উৎকট চীৎকারে)—হা—হা—হা—হা !

(স্বগত)—কই, কিছুই যে ক'তে পারেন না ;

আমার ভীতিপরীক্ষা নিষ্ফল ।

মহর্ষি কশ্যপ, কশ্যপপত্নী অদিতি

বিষ্ণুতপে বাহজ্ঞানশূন্য ।

বিষ্ণুভক্তকে বশীভূত করা আমার সাধ্য নয় ;

যাই কাপুরুষের নিকট ক্ষমতা প্রকাশ করি ।

[ভয়ের প্রস্থান ।

মনোহর-বেশে লোভের প্রবেশ ।

লোভ ।—কেন তোমরা এত কষ্টভোগ ক'চো ?

বিষ্ণু আবার দেবতা,

তা'র আবার ক্ষমতা !

একবার চেয়ে দেখ দেখি—কে আমি ;

আমার হাতে কত রত্ন,

কত অর্থ, কত ভোগসামগ্রী ;

এ সমস্তই তোমরা গ্রহণ কর ।

আমার সঙ্গে এস,

তোমাদের স্বর্ণ-অটালিকা দেব,

মণিমুক্তার অলঙ্কার দেব,

ষড়ঋতুর ফলপুষ্পপ্রসবী দিব্য উদ্যান দেব,

তৃপ্তিকর ভোজ্যদ্রব্য দেব, মনোহর বস্ত্র দেব,

তা' ছাড়া যা' চা'বে, তাই দেব ।

ওঠ, কেন এত যত্ননা ভোগ ক'চো ?

(অস্পর্শ করিয়া)—ওঠ, হু'জনে ওঠ ।

(স্বগত)—কই, কিছুতেই ভুল'তে পারেন না

বিষ্ণুভক্তকে মোহিত করা আমার কর্ম নয়

আমি সংসারস্থখাসক্ত লোকের কাছে দেবতা,

কিছু হরিভক্তের কাছ

তবু যে অতি তুচ্ছ, তা'রই আমার ভয় ।

ধন্য হরিভক্ত ! ধন্য হরিভক্তি !

ধন্য হরিপ্রেম !

যাই,

সংসারী লোকের কাছে জালবিত্তার করি

নারদের প্রবেশ ।

নারদ ।—

(গীত)

ভজন পূজন অরণ ধ্যান,

তব জপ জ্ঞেয় নামসান,

কর, যে মন, পাশবিরসন,

অদম্যভে হরি ছদ্মবেশী ।

দয়াময় হরি ভক্তপ্রাণ,
ভক্তিপেলে কথ্যে যুক্তিদান,
ভক্তজন কাছে, হরি বাণ আছে,
ভক্তি কর, হরি হ'বে তোয়ারি ॥

আহা, ধন্য পুত্রস্নেহ !
সন্তানদের দুর্গতি দর্শন ক'রে
পিতামাতার প্রাণ যে কখনই স্থির থাকে না,
আজ তাঁর প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখ্‌লেম।
মুনিদম্পতির অদ্বুত কঠোর তপ ;—
বাহুজ্ঞান নাই,
সংসারের দিকে দৃষ্টি নাই,
অন্য কিছুই আশা নাই,
কেবল পুত্রগণের মঙ্গলের দিকে লক্ষ্য।
এ কঠোর তপস্যায়
যদি ভগবান্ বিষ্ণু সদয় না হন,
তো হ'বেন কিমে ?
ভক্তপ্রাণ হরি আর কতক্ষণ স্থির থাকবেন ?
এঁদের অপূর্ণ তপস্যা দর্শন ক'রে
আমার মনে আনন্দ এবং ভয় উভয়ই হ'লে।
আনন্দের কারণ এঁরা উভয়ে,
ভয়ের কারণ দৈত্যপতি বলি।
বলি যদি কোন সূত্রে
এঁদের তপস্যার কথা জানতে পারে,
তা' হ'লেই বিভ্রাট ঘটতে পারে।
হয় তো, সেও নিজের স্বার্থসাধনের জন্য
ভগবান্ ব্রহ্মার নিকট বরলাভ-লোলুপ হ'য়ে
এইরূপ উগ্রতর তপস্যা ক'তে পারে।
আমার এখানে আর বিলম্ব করা উচিত নয়,
পূজ্যপাদ পিতা ব্রহ্মার নিকটে যাই।
পিতাকে
কোনরূপে কিছু দিন ভুলিয়ে রাখতে হ'বে,
তা' কি পায়বো না ?
অবশ্য পারবো,
নৈলে লোকে আমাকে আর নারদ ব'ল্‌তে না।
হরি ! তোমার ভক্তদ্বয়ের প্রতি দয়্য কর।

[প্রস্থান।

শূন্যে গরুড়বাহনে বিষ্ণুর আবির্ভাব।
বিষ্ণু।—(কীৰ্ত্তনের সুরে)—

ধ্যান তপ জপ, মুরতি আমার,
ভকত-ভকতি আমি।
কে গো তোমরা, তপ কর মোর,
অযুত দিবস বামী ? ॥
(আহা,) কঠোর তপে শুকা'ল কায়,
জনমিল তৃণ কতই গায়।
তোমাদের যোগে, যোগিনিদ্রা মোর,
ভাঙিল, জাগিত তা'য় ॥
উঠ উঠ, মনি ! উঠ, মনিজায়া !
তপস্যা পূরণ হ'ল।
ভক্তাবীন আমি, ভক্তি ভালবাসি,
কি আশা পূরা'ব, বল ? ॥
কষ্টপ ও অদ্বিতি।—জয় ভক্তবৎসল হরি !
(উভয়ের প্রণাম)•

কথাপ।—হে ভক্তপ্রাণ হরি !
তুমি মর্দক,
আমাদের মনের কথা সমস্তই জান,
তোমার নিকট
মনোভাব প্রকাশ করা বাহ্যমাত্র।

বিষ্ণু।—(কীৰ্ত্তনের সুরে)—
মুঢ়া'ব তোমার, বিষাদ আঁবার,
জনমিব তব তনয় হ'য়ে।
পিতা বলে আমি, ডাকিব তোমারে,
ভাবিব দাক্ষণ বলির ভয়ে ॥
ইন্দ্র দেবরাজ, বড় ছেলে তব,
ছোট ছেলে হ'ব উপেক্ষ নামে।
বামন হইব, বলিরে ছলিব,
ইন্দ্র পুন ল'ব ঐদ্বিবধামে ॥

কথাপ।—প্রভো ! আমি ধন্য হ'লেম,
তুমি ব্রহ্মপুত্র হ'য়ে আমার পুত্র হ'বে,
এ অপেক্ষা আমার অধ মৌভাগ্য কি ?
অদ্বিতি।—ভক্তাবীন হরি !

আজ

ভক্তাধীন নামের বার্থ মহিমা দেখালে,

কিন্তু অদিতি অতি দুঃখিনী,

ভয় হয়, পাছে আবার ভুলে যাও ।

না না, তোমা হেন দয়াল হরি

দীন দুঃখীকে ভোলে না,

তাই তো তোমার নাম দীনবন্ধু ।

আহা, আমার কি সৌভাগ্য,

হরি আমার না বলবেন ।

বিষ্ণু । (কীর্তনের স্বরে)—

মা গো, আমার পিতা মাতা নাই,

পিতা মাতা মোরে সবাই বলে ।

এবার তোমরা উভয়ে—ও মা !—

পিতা মাতা হ'বে অবনীতলে ।

আমার মা বলা সাধ—ও মা !—

মা বলা সাধ জাগি'ছে মনে,

পুরাতন সে সাধ এত দিনে ।

ধরাবাদী কোটি কোটি প্রাণী—ও মা !—

ধরাবাদী কোটি কোটি প্রাণী

যখন আমার ডাকে মা বলে,

তখন মাতুলেরে আমার প্রাণ গলে ।

আমিও ভাবি, আহা এন্নি কোরে,

মা বলে ডাকি, মা ! কারে ।

আজ সে আশা পূরিল—ও মা !—

তোরা ছেলে হয়ে তোরে বলবো মা ।

[বিষ্ণুর অন্তর্ধান ।

[কন্যা ও অদিতির প্রস্থান ।

প্রথম অঙ্ক ।

প্রথম দৃশ্য ।

তপোবনমধ্যে লতাকুঞ্জ ।

বামন ও ঋষিবালকগণ ।

বামন ।— (গীত)

বল্ মা, ভাই, আমার তোরা, তপোবনের তরু লতা
চুপুটি কোরে দাড়িয়ে কেন, কারো মনে কয় না কথ

ঋষিবালকগণ ।— (গীত)

শোন রে বামন, বলি তবে, ওদের মত কে আর ভা
হরির খ্যানে মগ্ন ওরা, কয় না কথা ভাই ;—

বামন ।— (গীত)

আমি না তবে ওদের কাছে ধান শিখতে ছাই ;—

সকলে ।—(তরুলতার নিকট বাইয়া সন্মুখ্য হৈ
শিথিয়ে দে রে তরুলতা । তোদের মাথের ধানের গ্রা

বামন ।—ও ভাই ।

তরুলতাদের দেখে আমার মনে

কেমন একটি নতুন ভাব জেগে উঠলো ।

১ম বা ।—কি ভাব, ভাই বামন ?

বামন ।—আমি না, ভাই,

আমরা সেই নতুন কালের খেলা করি ।

২য় বা ।—কি ভাব আগে বল,

তবে তো খেলা করবো ?

বামন ।—ঐ দ্যাখ, ভাই ।

ঐ গাছটি কেমন দাতা,

ওর ডালে ডালে কত ফুল ফুটেছে,

ফুলের মুখে মধু টল্ টল্ ক'ড়ে ;

ভ্রমর এসে ঐ গাছের কাছে

গান গেয়ে ভিক্ষা চাচ্ছে ;

দাতা তরু এন্নি ভ্রমরের আশ মিটিয়ে—

ঐ দ্যাখ ঐ দ্যাখ—কেমন মধু দান করে

ঐ গাছটি রাজা,

আর ঐ ভ্রমরটি ভিখারী—কেমন, না ?

ম বা।—ঠিক ব'লেছিন, ভাই !

আচ্ছা, তা যেন হ'ল,

কিন্তু

আমরা ও রকম খেলা কি ক'রে খেলবো ?

মন।—আমি শিখিয়ে দেবো।

তুই ঐ গাছতলা থেকে

ঐ আমলকী ফলগুলো কুড়িয়ে আন ;

এনে এই গাছতলায় রাজার মত দাঁড়া।

রাজাদের মাথায় যেমন রাজচ্ছত্র থাকে,

এই গাছের ডালপালা

তোর মাথায় তেমনি ছাড়া হ'বে।

(অস্ত্রাত্মক বালকগণের প্রতি)—

তোরা, ভাই, কেউ রাজমন্ত্রী হ,

কেউ রাণপুত্রোদ্ভিত হ,

কেউ দ্বারবান হ,

কেউ সভাসদ হ—কেমন ?

কলে।—আচ্ছা, ভাই ! আচ্ছা, ভাই !

ম বা।—তুই কি হ'বি, ভাই ?

মন।—ভিখারী।

ম বা।—না, ভাই, তা হ'বে না।

মন।—আচ্ছা, ভয়—ভয়—কেমন ?

ম বা।—সে বরং ভাল।

মন।—তোরা, ভাই, ঠিকঠাক হ'য়ে থাক,

আমি ভিখারী সেজে আসি।

ম বা।—আবার ?

মন।—তা হোক, আমি যে ভিখারী।

[বামনের প্রস্থান।]

ম বা।—(১ম বালকের প্রতি)—

তোকে ভাই, ঠিক রাজার মত দেখাচ্ছে।

ম বা।—আমলকী ফলগুলো আমার হাতে দে।

ম বা।—(আমলকী প্রদান করিয়া)—

আমি তোকে

এই ডালটা দিয়ে বাতাস করি।

ম বালক ব্যতীত সকলে।—

জয় মহারাজের জয় !

ভিক্ষাপাত্র লইয়া ভিক্ষুকবেশে

বামনের পুনঃপ্রবেশ।

বামন।— (কীৰ্ত্তনের সুরে)—

হরির জগতে, দাতা ভিখারী,

তুইই দেখিতে পাই।

দাতা করে দান, ভিখারী দীনে,

এসেছি আজি তাই ॥

দানই ধর্ম, পুণ্য কর্ম,

দানই ত্রিদিন-বাস।

দানই ভক্তি, দানই মুক্তি,

দানই যমের ভাস ॥

পাপ-সাগরে, দানই তরণী,

দানই আপনি হরি।

জয় হোক রাজা ! কর ফল দান,

বামন দান ভিখারী ॥

১ম বা।—(কীৰ্ত্তনের সুরে)—

ওরে বামন ভিখারী-সাতা !

আমারে তুই নাজানি রাজা।

ধন্য রে তোর ভিক্ষা-খেলা,

নব খেলা প্রাণ-মন-ভোলা।

আয় আয়, ভাই, আয় রে কাছে,

ভিক্ষা-ফল এই হাতে আছে

কিন্তু আগে শুনিব গান,

তবে এ ফল করিব দান।

বামন।—(কীৰ্ত্তনের সুরে)—

বল, হে রাজা ! কি গান গা'ব ?

কা'র গুণগানে ও ফল পা'ব ?

১ম বা।—(কীৰ্ত্তনের সুরে)—

(কাণি) তটিনীর তীরে, নয়নের নীরে,

প্রাণভোলা সুরে আপন মনে,

গেয়েছিল সেই গান, সুখাখায়া সেই গান,

ভনা রে সে গান মুর তানে।

বামন।— (গীত)

কে বলে হরি রাজা ?—হরি প্রেমের ভিখারী।

প্রেম ভিক্ষে পাশ না ব'লে, হক্ষে করে প্রেমের বারি ॥

ভিক্ষুর ঝুলি ঝুলিয়ে কাছে,
টাড়িয়ে ঘরের হরি কান্দে,
হাসিমাখা বদন চাঁদে

বিষাক-রেখা গারি, গারি ॥

হরির বতন, ভিখারী কখন, দেখি নি কোথায়ে,
প্রেম-ভিক্ষে দিলে, নেয় বক্ষে তুলে, মধুর কথায়,
বিষর অংগের আঁটার হাসি ফুরে,
দাতায় ছেড়ে হরি যায না আর দূরে;—
শিশুণ বাড়ি প্রেমের দারা,
প্রেমে হয় হরি আপন হারা,
প্রেম না পেয়ে কান্দে, পেয়েও কান্দে,
প্রেমেই পাগল প্রেমের হরি ॥

বালকগণ।—বড় মিষ্টি গান।

বামন।—মহারাজ!

এইবার এই ভিক্ষুককে ভিক্ষা দাও।

১ম বা।—ভিক্ষুক! এই ভিক্ষা নেও।

বামন।—হরি তোমার মঙ্গল করুন।

(বামনের হস্তে আমলকী প্রদান)

(সকলের আমলকীফল ভক্ষণ)

নেপথ্যে অদ্বিতি।—সারা দিন খেলা—

কেবল খেলা।

১ম বা।—(সভয়ে)—ও তাই বামন!

ঐ তোর মা আস্চে,

সবাইকে মারবে।

দৌড়ে পালাই চল।

(সকলের দৌড়িয়া প্রস্থান কিন্তু বামনের

পদে আঘাত লাগিয়া ভুতলে পতন)

বেগে অদ্বিতির প্রবেশ।

বামন।—(পলায়নে অঙ্গম হইয়া)—

মা! তোর পায়ে পড়ি,

আমার মারিস্ নি, মা!

আর আমি খেলবো না।

অদ্বিতি।—(দ্বিঃ ক্রোধে)—

লেখা গেল—পড়া গেল—কেবল খেলা।

বামন।—আমি লেখা পড়া সব শিখেছি, মা!

অদ্বিতি।—বোকা ছেলে! সব শিখেচিস্?
তোর চেয়ে ছোট ছোট ছেলেরা কত জ্ঞান
মন।—না, মা!

আমার চেয়ে আর ছোট নেই,

আমি সবার ছোট;

তাই তো আমার সবাই বামন বলে।

মা! যা'রা বড় হ'তে চায়,

তা'রাই পড়ে ছোট হ'য়ে যায়।

যা'রা ছোট হ'য়ে থাকে ভালবাসে,

তা'রাই খুব বড় হয়।

আমি বাপ্ মা সকলের কাছে ছোট,

তাই তো সকলের মেরের কাছে বড়।

মা! তুমিই তো নীতিশিক্ষা দিয়েচ—

“ছোট হ'বি তো বড় হ',

বড় হ'বি তো ছোট হ'।”

দূরে ঋষিবালকগণের পুনঃপ্রবেশ।

অদ্বিতি।—(বালকগণের প্রতি)—

হাঁরে, তোরা সারাদিন

বামনকে নিয়ে খেলা করিস্ কেন?

তোদের কি বাপ মার ভয় নেই—

ক্ষুধা তৃষ্ণা নেই?

১ম বা।—মা গো,

আমরা তোর বামনে সঙ্গে যখন খেলা করি

তখন বাপ মাকে মনে পড়ে না,

খিদেও পাগল না—তেষ্টাও পায় না।

মা, বলবো কি গো,

বামনকে পেলে জগৎসংসার ভুলে যাই,

যেন স্বর্গে গিয়ে চাদের সঙ্গে খেলা করি।

মা গো,

তোর বামন ছেলে

আমাদের প্রাণের আনন্দ।

অদ্বিতি।—(দ্বগত)—আহা,

ছোট ছোট ছেলেরাও

আমার বাচ্চাকে এত ভালবাসে।

বাস্তবিক,

বামন আমার আনন্দময় ।

হরি ! আমার বামনকে বাঁচিয়ে রাখ ।

শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে,

বাছা আমার ন বছরে প'ড়েচে,

কাল খুব ভাল দিন,

বাছার পৈতে হ'বে ।

হরি দয়াময় !

বাছার মঙ্গলের জন্য

কাল তোমার ভাল ক'রে পূজা দেব ।

বামন ।—মা ! তুমি কি ভাব্‌চো ?

অদ্বিতি ।—হরির পূজা দেবার কথা ভাব্‌চি ।

বামন ।—না, মা, তা নয়,

তুমি আমার নিয়ে গিয়ে বীধ্বে ।

অদ্বিতি ।—ঘাট্‌ ঘাট্‌—বালাই বালাই—

ও কি কথা, বাবা ?

বামন ।—কেন, মা, বালাই কি ?

তুমি আমার মেহের বন্ধনে বীধ নি কি ?

অদ্বিতি ।—(সহাস্যে)—পাগলা ছেলে,

কেবল কথা ওলট পাগট ।

বামন ।—মা ! আমার কোণে নে না ।

অদ্বিতি ।—এস, বাবা আমার !

(ক্রোড়ে লইয়া)—চল কুটীরে চল ।

(গমনোদ্যোগ)

বামন —আয় ভাই, তোরাও আয়,

হরিপূজা হ'বে,

সবাই মিলে প্রসাদ খাব আয় ।

অদ্বিতি ।—আজ না, কাল পূজা হ'বে ।

বামন ।—(প্রবদন করিয়া)—না, মা !

আজও হরির পূজা ক'ন্তে হ'বে ।

আয় ভাই সবাই ।

[সকলের প্রস্থান ।

দ্বিতীয় দৃশ্য ।

কশ্যপের আশ্রম ।

কশ্যপ ও দুই জন শিষ্য ।

কশ্যপ ।—বর্ষপল্লিকার দেখ্‌ লেম

আগামী কল্য ব্যতীত আর শুভ দিন নাই ।

আমার ইচ্ছা ছিল,

আরো কিছু দিন অপেক্ষা ক'রে

বামনের উপনয়ন সম্পন্ন ক'রবো ।

অপেক্ষা ক'রে

অপেক্ষাকৃত ঘট ক'ন্তে পাত্তেম ;

কিছু তেমন প্রশস্ত দিন

আর পাওয়া যাচ্ছে না !

যা হোক্‌ ক'রে শুভ কার্যটা সেরে নি,

পরে না হয়

একটা ঘট টটা করা যাবে ।

তোমরা কি বল ?

১ম শিষ্য ।—(দগত)—

আমার তো বিশ্বাস হয় না,

আমি বেদ্‌ বুঝ্‌চি,—

এই আদি এইই অন্ত ।

পৈতে গাছটা না দিলেও নয়—কাজেই ।

কশ্যপ ।—বৎস ! কোন উত্তর দিচ্ছ না যে ?

১ম শিষ্য ।—আজ্ঞে, তা বই কি,

আপনার মতেই আমাদের মত ।

কশ্যপ ।—তবে এখন এক কাজ কর,

বামনের জন্য নতন বস্ত্র, নতন উত্তরীয়

এবং নতন শিরোবন্ধনী এনে

অদ্যই গৈরিকরঞ্জিত কর ।

(দ্বিতীয় শিষ্যের প্রতি)—

তুমি ফল পুষ্প,

হরিতকী মিষ্টান্ন আনয়ন কর ।

আর যা' বাক্‌ চাই,

বৃহস্পতি পুরোহিত মহাশয়ের সহিত

নিজেই আমি ঠিক্‌ ক'রবো ।

এখন আমার অবস্থা ভাল নয়,

জুতরাং একপ্রকার গোপনে গোপনে
বামনের পৈতেটা দিতে হ'চ্ছে ।
তোমরা এ কথা কোথাও প্রকাশ ক'রো না ।
২য় শিষ্য ।—যে আজ্ঞে ।

[প্রস্থান ।

১ম শিষ্য ।—(স্বগত)—হা কপাল !
ঋষিশিষ্য হওয়ার চেয়ে
ধান্য-শস্য হওয়া ভাল ।
তবুও বুঝতে পারি যে,
নিজের পেটে কিছু না থাকে,
পরের পেটেও নিজে স্থানটা পাই ।
এ যে হুকুল হারিয়ে অকল পাথারে ভাস্চি !
হা পোড়া অদৃষ্ট !

বিধাতা তোর মাথায়
কেবল বয়ড়া হতু কীই ছুঁড়ে মারে রে !
কশ্যপ ।—(স্বগত)—বামন আমার খন্দাকার,
অন্ন মূল্যেই নতন বস্ত্র পাওয়া যাবে ।
(প্রথম শিষ্যের প্রতি)—

তুমি এক কাহন কপর্দক নিয়ে যাও,
তা'তেই বামনের বেস্ বস্ত্র পাবে ।
১ম শিষ্য ।—আজ্ঞে,
অত ছোট ছোট কাপড় কোথা পাব ?

কশ্যপ ।—না ওর,
এক কাহনে একখানি বড় কাপড় নিও,
ছিঁড়ে তিনখানি হবে ।

[প্রস্থান ।

১ম শিষ্য ।—যা হোক্ কিছু,
কপাল গলে ছেলেও মিলেচে বেস্ !
পায়ের তেলো পেকে
মাথার বুটা পর্যন্ত মাপ্লে
বড় জোর পৌনে এক গজ !
একখানি কাপড়ে তিনখানি হ'ল !
আমার বিবেচনার
এমন গঠক গজপতি গজপতি
গজপতি ছেলের পক্ষে সাড়ে আঠারখানি !

দ্বিতীয় শিষ্যের পুনঃপ্রবেশ ।

২য় শিষ্য ।—ভায়া, আমি কি করি এখন ?
হতু কী পাওয়া তো ভার,
ছেলেগুলোর আশায় সব গাছ নেড়া ।

১ম শিষ্য ।—ভয় কি, ভায়া ?
আমি আড়াই মোণি হতু কীর বস্তা !

২য় শিষ্য ।—পরিহাস রাখ এখন ।

১ম শিষ্য ।—পরিহাস ?
তুমি বরং আমার পেটে বোমা মারো,
এক এক বোমায় নিদেন পক্ষে
বিশটে হতু কী সট্ সট্ কোরে বেরোবে
ভায়া হে !

আমরা বিধাতার অদৃত দৃষ্টি,—

আমাদের কপালে চন্দনের ত্রিপুণ্ড্র ত্রিফলা
পেটের মধ্যে আমূল। বয়ড়া হতু কী ত্রিফলা
আর গুরু ঠাকুরের কাছে ব'সেও
হাতে কলমে মুখে ঋকলা রকলা আর্ককলা
কেবল ফলা অস্তি,

কিছু ফলার নাস্তি !

(নেপথ্যের দিকে দেখিয়া)—ওহে ভায়া ।

গুরু ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র দেবাজ ইন্দ্র
এবং পুরোহিত ঠাকুর এ দিকে আস্চেন ।

২য় শিষ্য ।—গুরু ঠাকুরকে আবার

ওঁদের সঙ্গে আস্চেন যে ।

চল, আমরা এখন থেকে যাই ।

১ম শিষ্য ।—চল চল,

নৈলে আবার বকুনির ফলা প্রাণে ফুটবে ।

এ পোড়া কপালে

ফলারূপ কাঁচাকলাই সার !

[উভয়ের প্রস্থান ।

ইন্দ্র ও বৃহস্পতির সহিত কশ্যপের
পুনঃপ্রবেশ ।

ইন্দ্র ।—পিতা ।

বামন আমাদের সর্বকর্মিষ্ঠ ভ্রাতা,

তা'র উপনয়ন-কাৰ্য্যটি

হরিরদ্রের হার সম্পন্ন করাটা ভাল নয় ।

কশ্যপ ।—পুল্ল ! তা' জানি, কিন্তু কি করি ;

তোমাদের হুখে আমার হুখ,

তোমাদের মঙ্গলে আমার মঙ্গল,

এবং তোমাদের ঐশ্বর্যে আমার ঐশ্বর্য ।

আমি যদিও বৃদ্ধ,

যদিও কুটীরবাসী তপস্বী,

কিন্তু তোমাদের হার

সর্বগুণসম্পন্ন পুল্লদের গুণে

যা-র-পর-নাই হুখে ছিলেম,

তা বিধাতার বিড়ম্বনায় তা'ও দূচে গেচে ।

বিধাতা এখন বলি দৈত্যের বলস্বরূপ,

তোমাদের তিনি বলহীন ক'রেচেন ।

বৎস ! এখন তোমরাও পথের ভিখারী,

আমিও পথের ভিখারী ।

এখন ভিখারীর কনিষ্ঠ পুল্লের উপনয়ন

দরিদ্র ভিখারীর ন্যায় বই কিরূপে হ'বে ?

ইন্দ্র ।—আমরা সকল ভ্রাতায় মিলে

না হয় একবার ভাল ক'রে চেষ্টা ক'ন্তেম ।

আপনি আমাদেরও সংবাদ দিলেন না,

এ আমাদের পক্ষে বড় হুখের কথা ।

কশ্যপ ।—না, বৎস ! হুখের কথা নয়,

অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করা চাই ।

(বৃহস্পতির প্রতি)—আপনি কি বলেন ?

বৃহ ।—তা বটে,

যখন যেমন, তখন তেমন করাই-কর্তব্য,

নতুবা কোন কাৰ্য্যই সিদ্ধ হয় না ।

কশ্যপ ।—বৎস !

তোমরা আমার নিকট

এক্ষণে আর এস না কেন ?

ইন্দ্র ।—দেবর্ষি নারদ আমাদের ব'লেচেন যে

তোমরা সমস্ত দেবতা একত্র হ'য়ে

নির্জিন অরণ্যে সর্ষদা

হরিধ্যান হরিপূজা, কর,

তা' হ'লে হরির কৃপায়

তোমাদের হুখ দূর হ'বে ।

আমরা এই জন্যই—

কশ্যপ ।—তা ভাল ভাল,

হরির কৃপা ব্যতীত

আমাদের আর মঙ্গল নাই ।

দেখ, বৎস !

আগামী কল্য তোমরা এসে

সকলে মিলে এই শুভকাৰ্য্যটি সম্পন্ন ক'র ।

এখন তোমার মাতার নিকট একবার যাও ।

ইন্দ্র ।—যে আজে ।

[ইন্দ্রের প্রস্থান ।

কশ্যপ ।—তপোধন !

আপনার দৈব কাৰ্য্যের উপর

আমার কনিষ্ঠ পুল্ল বামনের

শুভ নির্ভর ক'ছে ।

আপনি সর্ষদা তা'র মঙ্গল জ্ঞাত

হরিপূজা, গ্রহপূজা, সন্তানাদি ক'রবেন ।

বৃহ ।—(দগত)—হরির মায়!

অতি অদৃত—অতি বিচিত্র ।

মহর্ষি কশ্যপ এবং এ'র পত্নী অদिति

সর্ষদাই আমাকে হরিপূজার কথা বলেন ;

কিন্তু ভক্তবৎসল স্বয়ং হরিই যে

বামনরূপে এ'দের পুল্লর স্বীকার ক'রে

ভূতলে অবতীর্ণ হ'য়েচেন,

তা' এ'রা কিছুই জানতে পাচ্ছেন না ।

ধন্য হরিলীলা !

সকলেরই মর্ষোদ্বেদ হয় ;

কিন্তু হরিমায়ার লীলামর্ষ্য বড়ই জটিল ।

কশ্যপ হরির মঙ্গল জ্ঞাত

আমাকে হরিরই পূজা ক'ন্তে ব'ল'ছেন,

আমিও ধন্য ।

(প্রকাশে)—মহর্ষে !

আপনার বামনের হুখসমৃদ্ধি, পরমায়ুর্ভক্তি

এবং গ্রহশক্তির নিমিত্ত

আমি সর্ষকর্ম্য পরিত্যাগ ক'রে

অগ্রে হরিপূজা প্রত্যাহ ক'রে থাকি ।

আপনি নিশ্চয় জানবেন যে
 হরি আপনার বামনের মঙ্গলের সহিত
 আপনাদেরও মঙ্গল বিধান ক'রবেন।
 আপনার হরিভক্তি অচলা,
 সুতরাং আপনার দুর্গতি চঞ্চলা।
 যাই, আবার হরিপূজা করি গে।

কশ্যপ।—আগামী কল্য

সকাল সকাল আসবেন।
 আপনি সন্ধ্যায়ে না এলে
 কোন কার্য্যই হ'বে না।
 বেশী কি বলুবো, বামন আপনাদেরই।

রুহ।—(স্বগত)—না, মহর্ষে!

আমরাই বামনের;
 অনন্ত অসীম ব্রহ্মাণ্ড বামনের।
 (প্রকাশে)—আমি প্রাতেই আসবো।
 এখন চলেম।

কশ্যপ।—নমস্কার।

রুহ।—নমস্কার।

[রুহস্পতির প্রস্থান।

কশ্যপ।—(স্বগত)—হরি! হরি!
 আমার বামনের মঙ্গল কর।
 হরি! হরি!
 তোমা বই আমাদের কেউ নাই।

দূরে পশ্চাত্তাপে বামনের প্রবেশ।

হরি! হরি!

বামন।—(পশ্চাত্তাপ হইতে)—পিতা! পিতা!

কশ্যপ।—(দেখিয়া)—

আয় আয়, বৎস রে আমার।

(ক্রোড়ে গ্রহণ করিয়া)—

গায়ে এত দূলা কে দিলে?

বামন।—যাঁরা আমায় ভালবাসে।

কশ্যপ।—(সহাস্যে)—ভুই পাগল।

বামন।—হাঁ, পিতা!

আমি ঘুলিখেলা বড় ভালবাসি।

ঘুলিখেলা বই

হরির প্রতি প্রীতিখেলা শিক্ষা হয় না।

ঘুলোনাটীতে হরির মূর্তি নির্মাণ ক'রে

আমি ফুল জল দিয়ে পূজা করি।

পিতা!

আমার তা'তে বড় আনন্দ হয়,

হরির প্রতি প্রীতি ভক্তি হয়।

কশ্যপ।—এমন; তা ভাল ভাল।

বামন।—বাবা!

আমার বড় দাদা এসেচেন না?

কশ্যপ।—তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় নি?

বামন।—না।

বড় দাদা কি মার কাছে গেছেন?

কশ্যপ।—গিয়ে দেখ দেখি।

[বেগে বামনের প্রস্থান

(উপনয়ন সম্বন্ধীয় কতকগুলি দ্রব্য

দেখিতে দেখিতে)—

অর্থসামগ্রী নাই,

বড় সংক্ষেপেই

এ হেন শুভ কৰ্ম্মটি সম্পন্ন ক'তে হ'ল।

ইন্দ্র প্রভৃতি পুত্রদের

যজ্ঞোপবীত প্রদানের সময়

যেৰূপ ঘট ক'রেছিলেম,

তা এখন স্পষ্টবোধে স্পষ্ট।

ভগবান্ হরির ইচ্ছা,

তাঁর মনে যা আছে তাই হ'বে।

নেপথ্যে নারদ।— (গীত)

ভক্তি-ভোরে বাণ রে তাঁ'রে মৈলে বাণ হ'বে না।

তাঁ'রে না বাধলে পরে, তোর ভববন্ধন যা'বে না।

কশ্যপ।—(শশব্যস্তে, স্বগত)—

যা, সর্পনাশ ক'রে,

সাক্ষাৎ বিভ্রাট উপস্থিত—নারদ যে!

এ জিনিষ গুরুত্বপূর্ণ গোপন করি কোথা

দূরে নারদের প্রবেশ।

নারদ।—মহর্ষে! নমস্কার।

কৃষ্ণ ।—(স্বগত) —দেখ্লে নুরি ।

এই উত্তরীয়খানা ঢাকা দিয়ে রাখি ।

নারদ ।—নমস্কার, মহাশয় ! নমস্কার ।

কৃষ্ণ ।—অঁ্যা, কে নারদ ?—

নমস্কার—নমস্কার ।

(শশব্যস্তে স্বগত) —

এ কর্ণপগুলো কোথা হ'তে এল ?

নারদ ।—আছেন কেমন ?

কৃষ্ণ ।—ভেবে ব'ল্চি ।

নারদ ।—ভেবে ব'ল্চি কি ?

কৃষ্ণ ।—না বুঝে আমি কথার উত্তর দি না ।

নারদ ।—আচ্ছা, বুঝেই বলুন,—

আছেন কেমন ?

কৃষ্ণ ।—মাথাটা বড় ধ'রেচে ।

নারদ, তুমি এসে বড় ভাল ক'রেচ,

ঐ সরোবর থেকে

এক কমণ্ডলু জল এনে দাও তো ?

(স্বগত) —একবার গেলে হয়,

সামগ্রীগুলো এখান হ'তে সরিয়ে ফেলি ।

নারদ ।—(পরিহাসে স্বগত) —

বটে, ঠাকুর ! মাথা ধ'রেচে !

ভাল, যা'তে ভাল ক'রে ধরে, তাই ক'চ্চি ।

আমাকে দেখ্লেই লোকের মাথা ধরে,

সে কথা বড় মিথ্যা নয় ।

যেখানে আমি, সেইখানেই চেঁচাচেঁচি,

কাজেই মাথা ধরে ;

কিন্তু এ'র যে জাগেই মাথাধরা,

শেষে বিবাদ আরম্ভ হ'লে না জানি কি হয়,

এ'র মাথাধরা পাছে আমার ষাড়ে ধরে ।

কৃষ্ণ ।—(স্বগত) —আঃ, নড়ে না যে ! কি বিপদ !

(প্রকাশে) —যাও না, একটু জল আন না ?

নারদ ।—উত্তরীয় ঢাকা দিয়ে

এ সব কি রাখলেন ?

কৃষ্ণ ।—কই, কিছু না ।

নারদ ।—(সবলে উত্তরীয় উত্তোলন করিয়া) —

এ কি !

কৃষ্ণ ।—(কিকিৎ বোম্বো) —আমার শ্রাক !

নারদ ।—(সহাস্যে) —হাঃ হাঃ হাঃ !

এ কিরূপ শ্রাক, মহাশয় ?

কৃষ্ণ ।—নূতন পদ্ধতি ।

নারদ ।—হরি, হরি !

অমন কথা ব'ল্লে নেই ।

এ যে উপনয়ন-ব্যাপার ।

কৃষ্ণ ।—বুড়ো হ'লে দৃষ্টিশক্তি লোপ পায় ।

নারদ ।—আমার চেবে আপনাব বেশী,

নৈলে এমন শুভ কার্যকে

অজ্ঞত ক'রে ভুলবেন কেন ?

শুধু দৃষ্টিশক্তি নয়,

বুদ্ধ হ'য়ে বিবেচনা-শক্তিটেও খুইয়েছেন ।

কৃষ্ণ ।—এখন আর বেশী কথার প্রয়োজন নাই,

আমি বড় অস্থির হ'য়ে প'ড়েচি ;

তুমি আগামী পরশ্ব এসো,

তোমার সঙ্গে অষ্টপ্রহর বাক্যালোচন ক'রবো ।

নারদ ।—পরশ্ব আসতে বাঁচ কেন ?

আমি কলা প্রাতেই আসবো ।

কৃষ্ণ ।—কাল আমি এখানে থাকুবো না ।

নারদ ।—তাই তো ব'ল্চি,

আপনি কল্য থাকবেন না,

আমি না এলে বামনের পৈতে দেবে কে ?

কণ্যপ ।—(ছলভাবে) —অঁ্যা, কি !—পৈতে !

(সহাস্যে) —

নারদ আমার জেগেই রত্ন দেখেন ।

নারদ ।—হ'জনেই !

তা' থাক্,

আপনি গোপনে গোপনে

কোন বিবেচনায় এমন শুভ কার্য্য

সম্পন্ন ক'তে ইচ্ছুক হ'য়েছেন ?

কণ্যপ ।—বামনের পৈতে হ'বে

কে বা'বে তোমাকে ?

নারদ ।—আ নানা এই ধামাটি ।

কণ্যপ ।—(স্বগত) —দূর হোক,

বুড়চুডামনি নাগদের কাছে বৃত্ততা করা বুধা ।

(প্রকাশে)—ভাল, যদি জানি তো শোনো;
অবস্থা ভাল নয়, শরীর মনও ভাল নয়,
কাজে কাজে বামনের পৈতেটা
যেমন তেমন ক'রে বেরে নিতে হ'চ্ছে ।

নারদ ।—তা' যেন হ'ল,

কিন্তু ত্রাস্ত-ভোজনটাও তো চাই ।

কশ্যপ ।—বেশী পারবো না, দ্বাদশটি মাত্র ।

নারদ ।—অতই বা কেন ?—তিনটি ।

কশ্যপ ।—তিনটি !

নারদ ।—

আপনি, আপনার পুত্রোহিত আর আমি ।

কশ্যপ ।—হাঃ হাঃ হাঃ,

নারদের সকল বিষয়েই পরিহাস ।

তা' থাক্,

তোমায় একটা অমরোদ রাখতে হ'বে ।

নারদ ।—বলুন ?

কশ্যপ ।—বামনের পৈতের কথা

কারো কাছে উপাশন ক'র না ।

নারদ ।—গোবিন্দ, গোবিন্দ !

আমি কি আপনার শত্রু ?

কশ্যপ ।—মধুসূদন, মধুসূদন !

এমন কথাও কি মুখে আনতে আছে ?

সাত ভয় উপস্যা ক'রে

তোমার স্তায় হিতৈষী বহু পাওয়া যায় ।

(স্বগত) —আজ কাল দুটো দিন

তুমি দু'প ক'রে থাকলে বাঁচি ।

হরি ! রক্ষা কর ; হরি ! রক্ষা কর ।

নারদ ।—আনি এখন বাই ।

কশ্যপ ।—(স্বগত)—যায় যে ।

এখন এ গেলেও বিপদ—না গেলেও বিপদ,

কিন্তু যা'বার চেয়ে

এখানে

আজ কাল দুটো দিন থাকলে বরং ভাল ।

কোথা যেতে কোথা যা'বে,

কি ক'তে কি ক'রবে ।

এমন সঙ্কলনে সর্ব্বদোষে লোক

আর দ্বিতীয় মেই ।

(প্রকাশে)—

এসেচো তো আর গিয়ে কাজ নেই,

আজ কাল দুটো দিন

এখানে বিশ্রাম কর, —কেমন ?

নারদ ।—আমাকে কি আপনার অবিবাস হয়

কশ্যপ ।—নারায়ণ, নারায়ণ !

নারদ ।—কোন চিন্তা নাই,

আমি হ'ন্তে

আপনার তিলমাত্রও অপকার হ'বে না ।

আমি কাল প্রাতেই আসবো ।

(স্বগত)—হা অদ্ভট !

সমস্ত ত্রাস্তের নমস্কা দেবতা—

সমস্ত ত্রাস্তের যজ্ঞসূত্ররূপী—

সংসারের পাপসূত্র-মোচনকারী

হরির যজ্ঞসূত্রগ্রহণ এত গোপনে হ'বে ?

হরির জীবগণ জান্তে পাবেন না ?

না, হরিরাস নারদ থাকতে

তা' কখনই হ'বে না ।

হে ভগবন বামন ! তুমিই সাফী,

তোমার যজ্ঞসূত্র না দেখলে

জীবের কর্মভোগ-স্বপ্ন কিসে ছিন্ন হ'বে ?

তোমার পাদপদ্মে যদি আমার ভক্তি থাকে

তবে আগামী কল্যাণ তোতে

কশ্যপাত্রেমে ত্রিভুবন আনয়ন ক'রবো ।

এই আমি ত্রাস্ত-নিমন্ত্রণে নিচ্ছাত্র হ'লেম

অয় বামনরূপী পকমাবতার !

(প্রকাশে)—মহর্ষে !

আপনি হরিপুত্রা করুন গে,

শ্রীহরি নির্দোষে

আপনার বামনের শুভ কার্য শেষ ক'রবেন

উভয়ে ।—হরেন্দ্রমৈব কেবলম্ !

হরেন্দ্রমৈব কেবলম্ !

হরেন্দ্রমৈব কেবলম্ !

[উভয়ের গ্রন্থান ।

তৃতীয় দৃশ্য ।

তপোবন ।

অদিতি ও বামনের প্রবেশ ।

বামন ।—মা ! আমার না কি কাল পৈতে হবে ?

অদিতি ।—(স্বগত)—ব'ল্বে কি ?

না, ব'ল্বে না ।

বামন আমার অতি শিশু,

এখনি ছেলের কাছ গিয়ে গোল ক'রবে ;

মুনিপন্নীতে সে কথা উঠলে

আর রক্ষে থাকবে না ।

স্বামীর নিষেধ—

কেউ যেন এ কথা জানতে না পারে,

কাজে কাজে এ কথা বামনকে ব'ল্বে না ।

বামন ।—কৈ, মা, ব'লে না ?

অদিতি ।—পৈতে নয়, হরিপূজা হ'বে ।

বামন ।—(কীর্তনের সুরে, স্বগত)—

আমার বামন অবতারে সবি ছলনা,

জননীও মোর কবে ছলনা,

এই ছলনা-সূত্রে যজ্ঞসূত্র-ছলে

জাগিল মনে বলি-ছলনা ।

(কথায়, প্রকাশে)—হ্যাঁ, মা,

তুই কি ব'লে হরিপূজা করি ?

অদিতি ।—হরি জগদীশ্বর, আমাদের পিতা,

তাই তাঁকে পিতা ব'লে পূজা করি, বাবা !

বামন ।—(কীর্তনের সুরে)—

ও মা ! এমন ব'ল না আর,

শুধু পিতা ব'লে পূজিলে হরিরে—

হরি প্রাণে বড় হুখ পায় ।

ছেলের কথা রাখ মা আমার,

ছেলে ব'লে পূজ হরিরে,

ছেলে ব'লে ডাক মা তাঁ'রে ;

ছেলে হ'তে হরি বড় ভালবাসে,

আমার মতন হরিও—ও মা !—

মা ব'লে ডাকে মধুর ভাবে ।

অদিতি ।—(স্বগত)—আহা,

বামন আমার বড় মাছুসক,

নিজে মা বলা ভালবাসে ব'লে

ত্রিভুবনারাধ্য জগৎপিতা হরিকেও

নিজের মত ভাব'চে ।

(প্রকাশে)—বাছা ! মা বলা কি বড় মধুর ?

বামন ।—মা ! ছেলে বলা কি রকম ?

অদিতি ।—বড় মধুর ।

বামন ।—(কীর্তনের সুরে)—

তবে কেন হেন বলিলি, মা ?

ছেলের মুখে মা বুলি—

মায়ের মুখে ছেলে বুলি

বড়ই মধুর—মধুর মধুর,

এমন মধুর আর কিছুই না ।

ও মা, তাই বলি—

হরিকে ছেলে ব'লে ডাক না ?

মায়ের হরিও অমনি—ও মা !—

মায়ের হরিও অমনি ব'ল্বে মা ।

অদিতি ।—(সানন্দে)—বাছা বে,

আয় আয় কোলে আর ।

(কোড়ে গ্রহণ)

হ্যাঁ বাবা !

আমি না হয় হরিকে ছেলে ব'লেম,

কিন্তু হরি কি আমায় মা ব'ল্বে ?

বামন ।—নিতান্তই যদি না বলেন,

আমি ব'ল্বে ।

অদিতি ।—বল তবে ?

বামন ।—(সুরে)—মা !—মা !—মা !—মা !

মা !—মা !—মা !—মা !

এক জন শিষ্যের প্রবেশ ।

শিষ্য ।—গুরুদেব আপনাকে ডাকছেন ।

অদিতি ।—চল, যাচ্চি ।

বামন ।—আমি খেলা করি গে, মা !

অদিতি ।—যাও ।

[এক দিক্ দিয়া অদিতি ও শিষ্য এবং

অপর দিক্ দিয়া বামনের প্রস্থান ।

চতুর্থ দৃশ্য ।

গ্রাম্য রাজপথ ।

নারদ ও জনৈক ঋষির প্রবেশ ।

ঋষি।—বলেন কি, দেবর্ষে ?

সেই বামন ছেলেটির উপনয়নের

এমন ব্যাপার ?

নারদ।—বড় ঘটনা—বড় ঘটনা।

মহর্ষি কশ্যপ

এমন ব্যয়ভরণ কখনও করেন নি।

আমার প্রতি

সকলের নিমন্ত্রণ-ভার অর্পণ ক'রেছেন।

আজ ক'দিন ধ'রে কত স্থানে যে গেলেন,

কত লোককে যে নিমন্ত্রণ ক'রেছেন,

তা'র সংখ্যা নাই।

আপনারা

কল্যাণ প্রাতেই অনুগ্রহ ক'রে যা'বেন।

আমি আর বিলম্ব ক'রে পাচ্ছি না,

আপনিই অত্রস্থ ঋষিগণকে

আমার হ'য়ে নিমন্ত্রণ করুন ;

আবালবৃদ্ধবনিতা

কেহই যেন নিমন্ত্রিত হ'তে বাকি না থাকে,

কশ্যপ আমাকে তাঁ'র কনিষ্ঠ পুত্র বামনের

শত শত দিব্য দিয়ে এ কথা ব'লেছেন।

ঋষি।—যে আজে, যে আজে।

আচ্ছা, নিমন্ত্রণ যেন হ'ল,

এত লোকের দৌজনব্যাপার

বড় সহজ ভো নয়।

নারদ।—হাঃ হাঃ হাঃ,

আপনি ভয় করেন কেন ?

গোড়া লক্কু না দেখে কেউ কি ভগায় ওঠে ?

কতপের জ্যেষ্ঠ পুত্র ইন্দ্র

বলিদেবতার নিকট যখন পরাজিত হন,

তখন গোপনে গোপনে

অমরাবতীর রাজভাণ্ডার হ'তে

অনেক মণিমাণিক্য, রত্নভূষণ, বর্ণমুদ্রা এত

পিতার নিকট রক্ষা করেন।

দুঃস্থিমান পিতাও সেই সকল দ্রব্য

ভূগর্ভে প্রোথিত ক'রে রেখেছেন—বুঝলে?

ঋষি।—ঠিক—ঠিক।

তা'না হ'লে

আপনার উপর নিমন্ত্রণ-ভার দেন ?

আচ্ছা,

কল্যাণ প্রাতেই সকলে নিশ্চয় গমন ক'রবে

নারদ।—দেখবেন একবার

ভূজ্যতাং দীপতাংএর ঘটানো।

[উভয়ের প্রস্থান]

ঢোলককে আল্লাদের প্রবেশ ।

আল্লাদে।—ঢোল বগুয়াই সার,

কেউ আর পালপাস্তে ডাকে না।

এখন সকল কাজেই শাক খট্টা,

এর পর তাও গিয়ে কেবল হ'বে হাততালি

কে জানে, লোকের ধন্যকন্ম কি।

বাদ্য বাজনা বই কি কিরিয়ে কন্ম হয়।

আল্লাদীর প্রবেশ ।

আল্লাদী।—বলি, হ্যাঁ বে ষপোড়া !

তো'র আকল কি ?

আল্লাদে।—আকল ওড়ু ম !

একটা ঢোল ছিল, বার দুটো হ'লো,—

এই দ্যাখ্, পাগলি !

ভাবনার চোটে পেটটাও ফুলে ঢোল !

তুই কোনটা বাজা'বি ?

আল্লাদী।—(সরোষে)—থিদের জালায় ম'রি

এই কি তো'র নজার সময় !

(আল্লাদের উদরে চপেটাঘা)

আল্লাদে।—(বিকৃতস্বরে)—ওরে, আকল যা

ফাট লেই মুসল,

তো'র হাত নোড়া হ'বে। "

আল্লাদী ।—ভুই ম'লেই বাঁচি ।

হতচ্ছাড়া মুখপোড়া কুড়ের সন্কার !

আল্লাদে ।—ভুই নেহাত নিমুদি !

কেউ না ডাকলে কোথা বা'ব ?

ওপর-পড়া হ'য়ে কি ঢোল বাজা'ব ?

আল্লাদী ।—হ্যাঁ, তাই বাজা'বি ।

আল্লাদে ।—তা' হ'লে কেউ কড়িপাতি দেবে কি ?

আল্লাদী ।—নেই বা দিলে ;

বোসে বোসে কুড়ে হ'লি যে,

ঢোলটায় ভেব'নো ধ'রো যে ।

আল্লাদে ।—এমন !

তা' এতক্ষণ বুঝতে পারি নি ।

কিন্তু নৌ, যা'র তা'র কাছে

মিনি কড়িতে ঢোল বাজা'তে পারি নি,

তবে ঢোলটার পিরতি

তো'র যদি এতটা মায়া,

তবে তো'রই কাছে হাতের কমলং ক'রে

ঢোলের ভেব'নো তুলি ।

(ঢোলবাদ্য)

আল্লাদী ।—দূর দূর হতচ্ছেড়ে পেঁচামুখে !

কানের পোকা বা'র কলি যে ।

আল্লাদে ।—এইবার দাঁতের পোকা ।

(পুনর্বার ঢোলবাদ্য)

আল্লাদী ।—ও মা ! আমি যা'ব কোথা গো !

আমায় যে পাগল ক'রে !

মব্ব আঁট্ কুড়ীর পুত, মব্ব !

[বেগে প্রস্থান ।

আল্লাদে ।—বাপ্ ! আমি দ্বিগুণে জর ছাড়লো ।

আমার ঢোলের চেয়েও

মাগীর গলার পরনখানা চড়া—বাপ্ !

নারদের প্রবেশ ।

নারদ ।—ও বাপু !

আল্লাদে ।—(না শুনিয়া)—বাপ্ !

নারদ ।—ও বাপু !

আল্লাদে ।—বাপ্ !—বাপ্ !

নারদ ।—বেটা কেবল বাপ্ বাপ্ ক'রে,
হ'য়েচে কি ?

আল্লাদে ।—(প্রতিবোধিত হইয়া)—

অ্যা, কে ? দেবর ঠাকুর ?

পেমাম হই ।

নারদ ।—(সহাস্যে)—দেবর কি, রে মূর্থ !

আল্লাদে ।—হ্যাঁ, ঠাকুর, তুমি দেবর ।

নারদ ।—মূর্থের অশেষ দোষ ।

আল্লাদে ।—তবে কি ?

(তানিয়া) —ওহো, মনে হ'য়েচে—

দেবরপিসি !

নারদ ।—(সহাস্যে)—দূর মূর্থ !

দেবরপিসি নয়,—দেবর্ষি ।

আল্লাদে ।—(হাসিয়া)—একই কথা ।

নারদ ।—আল্লাদিনী কোথা, আল্লাদ ?

আল্লাদে ।—আল্লাদিনী আবার কে ?

নারদ ।—তো'র স্ত্রী ।

আল্লাদে ।—ঠাকুর ! শুধু আমরাই নয়,

পাণ্ডিতের ভিতরেও ঢের মুরুক্ষু আছে ।

আমার সে আল্লাদিনী নয়—আল্লাদী ।

নারদ ।—(সহাস্যে)—এমন !

আল্লাদে ।—তা' বই কি !

আপুনি তা'র নাম উরুশচরণটা

খারাপ ক'র কেন ?

সে বাঁকলে রক্ষে থাকবে না ।

নারদ ।—আচ্ছা, আল্লাদী কোথা ?

আল্লাদে ।—তা'কে আর কাজ নি, পুত্ !

আপুনি-দরশন দেবার আগেই যা' হ'য়েচে,

তা'রই ধাক্কা সামুলাতে পাচ্চি নি,

এখন আবার আপনকার সাম্নে এলে তো

একেবারে খুনোখুনি—মহাশ্মারি—বাপ্ !

নারদ ।—আমি কি লোকে লোকে ঝগড়া বাধাই ?

আল্লাদে ।—মা কালি ! রক্ষে কর,

যেন আল্লাদী এখানে আর না আসে ।

পেন্সাম, মনি গোঁসাই !

আমি চলুম ।

নারদ ।—একটা সুসংবাদ শুনে যা ।

আম্নাদে ।—(সাক্ষাৎ) —এজ্ঞে ।

নারদ ।—কাল মহর্ষি কস্তুরের

ছোট ছেলের পৈতে হ'বে ।

তুই তোর সমস্ত দলবল নিয়ে

কাল প্রাতে তাঁর আশ্রমে নিশ্চয় যা'বি ।

বড় ঘটী—এমন ঘটী কেউ কখন করে নি ।

ভাল ক'রে বাজা'তে পালে

আশাতীত পুরস্কার পা'বি ।

আম্নাদে ।—(সাক্ষাৎ) —যে এজ্ঞে—যে এজ্ঞে ।

আমি আম্নাদীকে এই সুখবরটা দি গে ।

আপুনি সেখানে থাকবে ?

নারদ ।—আমি না থাকলে

তোকে বিদেয় হবে কে ?

আম্নাদে ।—জগদম্প নিয়ে যা'ব কি ?

নারদ ।—পারিস্ তো ঢাকও নিয়ে যাস ।

আম্নাদে ।—পেন্সাম হই ।

[উভয়ের প্রস্থান ।

পঞ্চম দৃশ্য ।

কৈলাস পর্বত ।

শিলাখণ্ডোপরি শিবদুর্গা উপবিষ্ট ।

দূরে ত্রিশূলহস্তে নন্দী দণ্ডায়মান ।

নন্দী ।— (গীত)

হরগৌরী ছুই, এমন ভেব না ।

যাহারে, হু'জন বিহরে, কিছু অন্তরে একজনা ।

পুণ্ডরিক কৃতি করে জগৎ রচনা ॥

ওরে মনু আমার, ভেবে দেখ মনে,

সলিল দুবার একই ভিন্ন পঠনে,

ভিন্ন কার্য করে, ভিন্ন রূপ ধরে,

কার্য পরে ভিন্ন রহে না ॥

নারদের প্রবেশ ।

নারদ ।—(শিবদুর্গাকে প্রণাম করিয়া)—

জয় জগদীশ্বর ! জয় জগদীশ্বর !

শিব ।—নারদ ! কি মনে ক'রে এসেচ ?

নারদ ।—প্রভো ! মহাবিপদে প'ড়েছি ।

মহর্ষি কস্তুরের

সর্বকনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান বামনের

আগামী কল্যাণ উৎসব উপলক্ষ্যে হ'বে,

সেই উপলক্ষে

আমি সমস্ত ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ ক'রেছি,

কিন্তু কস্তুরের অবস্থা ভাল নয়,

কিরূপে তাঁর মানসম্মত রক্ষা হ'বে,

আপনি কৃপা ক'রে তাঁর একটা উপায় করুন

শিব ।—

কস্তুর তবে কি বুঝে এমন কার্য করেন ?

নারদ ।—তিনি এর কিছুই জানেন না ।

তাঁর অগোচরে আমি এমন কার্য ক'রেছি

শিব ।—(সহাস্যে)—তবে তুমিই

নিমন্ত্রিতদের ভক্ষ্যভোজ্য দিও ।

নারদ ।—আমি দরিদ্র, দীনহীন,

আমার কি সাধ্য, প্রভো ?

শিব ।—আমারও সাধ্য নাই ।

আমি নিজে যাঁর নিবর্তিত অন্নভিক্ষা ক'রে

জঠরজালা নিবারণ করি,

তুমি সেই অন্নপূর্ণাকে এ কথা জানাও ।

নারদ ।—(দুর্গার প্রতি)—মা জননি !

তুই দরিদ্রের দুর্গাভিহারিনী,

দুর্গাভিহারের অন্নজলদায়িনী ।

মা গো, তুই থাকে

তোর তত্ত্বদের কি মান রক্ষা হ'বে না ?

দুর্গা ।—বৎস নারদ !

তুমি বিশ্ববাসীকে নিমন্ত্রণ ক'রে

ভালই ক'রেচ ।

তোমার এই কোশলের ফলে

কল্যাণ আমি স্বামীসহিত একত্র হ'য়ে

বামনরূপী ভগবানু হরির

পাদপদ্ম দর্শন করবে।

জীবের কুখানিবারণের তার আমি নিলেম।

নারদ ।—জয় জয় দেবদাম্পতি !

নারদ ও নন্দী ।— (গীত)

আস গো আর, আছি সুখে আর বস না।

আমাদের মায়ের কাছে মায়ের রেহ শিখে যা।

বাবার চেয়ে মায়ের দয়া,

মায়ের প্রাণ ছেলের মায়,

মায়ের কোল শীতল হায়া,

মায়ের মত কেহই না ;—

ম। ব'লে ডাকলে মাকে, রস না কুখার যাচনা।

দ্বিতীয় অঙ্ক ।

প্রথম দৃশ্য ।

কশ্যপের আশ্রম।

কশ্যপ ও অদিতি ।

শ্যাপ ।—পত্নি !

বামনকে শীঘ্র শীঘ্র স্নান করিয়ে দাও।

অদিতি ।—যাই।

এদিকের সব উষ্ম যুগ হুয়ুগ হ'য়েচে তো ?

শ্যাপ ।—কিছু বাকি নেই।

[অদিতির প্রস্থান।

(দ্বিতীয়)—হরির ইচ্ছা

এখন নির্ঝিল্লি কাণ্ডাটা সমাধা হ'লে বাচি।

এক জন শিষ্যের প্রবেশ।

শিষ্য ।—গুরুদেব !

শ্যাপ ।—পুরোহিত মহাশয় এসেছেন কি ?

শিষ্য ।—

আপনি কখন এত লোক নিমন্ত্রণ ক'রেন ?

শ্যাপ ।—কিছু না, বাপু।

দ্বাদশটি ব্রাহ্মণ যাত্রী।

যাও তুমি,

শীঘ্র পুরোহিত মহাশয়কে

পাদপ্রক্ষালনের জল এনে দাও।

শিষ্য ।—প্রভো !

আপনি কি ছলনা ক'রেন ?

কশ্যাপ ।—আমার কোন পুরুষে ছলনা জানেন না।

শিষ্য ।—তবে দ্বাদশটি ব্রাহ্মণ ব'ল্‌ছেন কেন ?

(নেপথ্যে কোলাহল)

ঐ দেখুন দেখি,

লক্ষ লক্ষ ব্রাহ্মণ আপনার আশ্রমে আসছেন।

কশ্যাপ ।—(দেখিয়া)—আঁ্যা, এ কি !

কে এত ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ ক'রেন ?

শিষ্য ।—প্রভো !

তাই তো ব'ল্‌চি, ছলনা ক'রেন।

যা' হোক,

এ ছলনা বড় ভাল।

মুখে বাগাড়ম্বর বা আক্ষালন করার চেয়ে

কার্যে মনের ইচ্ছা ও ক্ষমতা দেখানই ভাল।

অনেকে মুখে হেন ক'র' তেন ক'র' বলে,

কিন্তু কাজের বেলা সব ফাঁক !

কথায় বক্তা আঁটুনি—কাজে ক্ষুণ্ণ পেরো !

তেমন লোকের মুখ দেখলেও পাশ হয়।

আপনি খুব পুণ্যাত্মা, খুব স্কানী ;

কথায় কাজ করেন না,—কাজে কথা ক'ন।

কশ্যাপ ।—আমার সমুখ হ'তে দূর হ,

তোর আর বক্তৃতা ক'তে হ'বে না।

ওঃ, মাথা ঘুরে গেল যে !—এ হ'ল কি !

এমন সর্বনাশ কে ক'রেন ?

শিষ্য ।—আপনিই এ মহা-নিমন্ত্রণ ক'রেছেন,

নানা কার্যে ব্যস্ত হ'য়েছেন ব'লে

শ্রবণ হ'চ্ছে না।

কশ্যাপ ।—(সক্রোধে)—আমার এমনি ভুল ?

বুঝেচি, তো ব্যাটারই এই কাজ।

গুরুর সঙ্গে পরিহাস ?

শিষ্য ।—না, গুরুদেব !

আমি এর বিন্দুবিসর্গও জানি নি ।

কশ্যপ ।—বেশিক ব্যাটা !

ঋষি ও ব্রাহ্মণগণের প্রবেশ ।

ঋষি ও ব্রাহ্মণগণ ।—মহর্ষে ! নমস্কার ।

কশ্যপ ।—এখানে কেন ?

১ম ব্রাহ্মণ ।—নিমন্ত্রণ রক্ষার জন্য ।

কশ্যপ ।—এ কি আদ্যাড়ী যে

রেণুতাটের ভিড় ?

১ম ব্রাহ্মণ ।—মহর্ষে ! অমন কথা ব'লতে নেই,

আপনার পুত্রের অকল্যাণ হ'বে ।

কশ্যপ ।—আমার পুত্র হুল নেই ।

১ম ব্রাহ্মণ ।—সে কি !

আপনার সর্ষকনিষ্ঠ পুত্র বামনের উপনয়ন ।

কশ্যপ ।—তোমাদের কি ?

১ম ব্রাহ্মণ ।—নিমন্ত্রণ ।

কশ্যপ ।—না—না ।

১ম ব্রাহ্মণ ।—(কশ্যপের শিষ্যের প্রতি)—

ওহে বাপু ! মহর্ষি এমন অগ্নিশর্মা কেন ?

তুমি কি বালকত্ব লশতঃ

কোনরূপ অন্যায কথা ব'লে

এঁকে বিরক্ত ক'রেচ ?

শিষ্য ।—আমার কোন অপরাধ নাই, মহাশয় ।

উনি ব'ল'চেন,

তুইই এঁদের নিমন্ত্রণ ক'রেচিস্ ।

১ম ব্রাহ্মণ ।—আরে না না, তুমি কেন ?

দেবর্ষি নারদ

আমাদের নিমন্ত্রণ ক'রে এসেচেন ।

কশ্যপ ।—বটে !—হুঁ !—নারদ ।

এতো নারদের আশ্রম নয়,

বোধ হয়, পথ ভুলে এসেচ ।

(শিষ্যের প্রতি)—যা,

এঁদের নারদের আশ্রমে নিয়ে যা ।

২য় ব্রাহ্মণ ।—(১ম ব্রাহ্মণের প্রতি)—ভায়া !

বামনের পৈতে কি নারদের আশ্রমে হ'বে ?

১ম ব্রাহ্মণ ।—না হে না, এই স্থানেই উপনয়ন

মহর্ষি কশ্যপ ইন্দ্রাদির পরাজয় হেতু

ভেবে ভেবে উদ্ভাট্যস্ত হ'য়েচেন,

তাই এমন ক'রেন ।

কশ্যপ ।—(স্বগত)—অ্যা !

নারদে ক'রেচে কি !

আমাকে পাগল ব'লে

পরিচিত ক'রে এসেচে ।

ওঃ !—সেটা কি ভরানক কুচক্রী !

(প্রকাশে)—নারদ কোথা ?

১ম ব্রাহ্মণ ।—উঁর তো

এ স্থানেই আজ প্রাতে পাক্‌বার কথা ।

কশ্যপ ।—আচ্ছা, দেখি কোথা সে ।

(বেগে কিয়দূর গমন)

১ম ব্রাহ্মণ ।—আমাদের

বিশ্রামের স্থান কোথায় ক'রেচেন ?

কশ্যপ ।—(মাইতে মাইতে)—যমের বাড়ী ।

[বেগে প্রস্থান

[শিষ্যের প্রস্থান

১ম ব্রাহ্মণ ।—(অপর ব্রাহ্মণদের প্রতি)—

ভয়ঙ্কর উদ্ভাট !

২য় ব্রাহ্মণ ।—তাই তো, ভায়া !

এখন বসি কোথা ?

নারদের প্রবেশ ।

১ম ব্রাহ্মণ ।—(নারদের প্রতি)—

আপনার কথা ঠিক,

উৎকট উদ্ভাট ।

নারদ ।—দেখলেন তো ব্যাপারটা ।

যা' হোক,

উদ্ভাটরোগীর কথায় কান দেবেন না ।

১ম ব্রাহ্মণ ।—কান দেওয়া চুলোর যাক,

ধ'রে হুঁ যা মাপেও স'য়ে থাক্‌বে ।

তা যাক্, এখন বিগ্রাম করি কোথা ?

দা—এখানে স্থান সন্ধ্যা,

আপনারা ঐ নদীতটে বুদ্ধজায়

বিশ্রাম করুন গে ।

বাক্সা—দেবর্ষে ! উপনয়নের ঘট কই ?

দা—হাঃ হাঃ হাঃ,

এক দিকে ভাটা না পড়িলে

আর এক দিকে জোয়ারের কোর বাড়ে কি ?

ঐপতিটা বাজে কাজ,

এতে ব'ভস্যরূপে নিরর্থক অর্চনাম ক'য়ে

স'র্গ'র কাজ অর্থাৎ ভোজন-ব্যাপারটা

চুড়ান্তরূপে হ'বে না বে ।

বাক্সা—অবস্থা অবস্থা ।

আমরা তবে নদীতটে গিয়ে বিশ্রাম করি ।

দীর্ঘ দীর্ঘ চল হে সকলে,

ঐ দেখ, চারি দিক হ'তে

লল লল নিমগ্নিত লোক আসচে,

নদীতটে স্থান পাওয়া ভার হ'বে ।

নারদ ব্যাতীত সকলের বেগে প্রস্থান ।

দা—এখনি এত,

এখনো যে অনেক বাকি,

আমার ভর হ'লক,

পাতে বুদ্ধ কল্প

বাস্তবিক উদ্ভাসগ্রস্ত হ'য়ে পড়েন ।

না, ভয় নাই,

না অল্পপূর্ণা আমার সহায় ।

চুলীদের মতিত ঢোলককে

আজ্ঞাদের প্রবেশ ।

দাদে—পেরাম হই ।

কল্প ঠাকুর মশয় কোথা ?

দা—তোরা খুব কোমে বাজা দেখি,

এখনি কল্প ঠাকুরকে দেকে পা'বি ।

দাদে—যে এজ্ঞে ।

দাদে—নে, ভাই সকল,

একবার খুব জুং ক'রে বাজা ।

(সকলের একসঙ্গে বাদ্যকরণ)

দূরে বস্তু হস্তে বেগে কল্যাণের প্রবেশ ।

নারদ—(স্বগত)—আমি এখন থেকে পালাই ।

[বেগে প্রস্থান ।

কল্প—আমার পাগল ক'লে রে,

সর্দনাশ ক'লে রে,

(দৃষ্টি উত্তোলন করিয়া)—কই নাকুদে ?

আজ্ঞাদে ।—(সভয়ে)—আমি আজ্ঞাদে !

কল্প—তো ব্যাটা'দের

কে এখানে বাজাতে ব'লে ?

আজ্ঞাদে !—দেবরপিসি বাবাঠাকুর ।

কল্প—

তোর দেবরপিসির বাপ আঁটকুড়ো হোক !

বেরো ব্যাটা'রা !

নৈলে লাঠি মেরে তোল তাক ভেঙে দেবো ।

(দৃষ্টি উত্তোলন করিয়া প্রণামোদ্ভাসে)

আজ্ঞাদে ।—(সভয়ে)—

ওরে শালারা পানো—পানো ;

কল্প ঠাকুর খেপেচে—বাপ্ !

[চুলীদের মতিত বেগে

আজ্ঞাদের প্রস্থান ।

(নেপথ্যে কোলাহল)

কল্প—চুড়াকিকে দৃষ্টিপাত করিয়া)—

হায় হায়, হ'ল কি !

গল্পপালের মত লোক আসচে যে ।

কি করি—কোথা যাই—কি বিভ্রাট !

হায় হায়, নারদের মনে এই ভ্রম !

একবার সেটাকে পেলে হয় যে ।

বেগে অদিতির প্রবেশ ।

অদিতি—ওগো, কি হ'বে !

এত লোককে কি ক'রে খাওয়াবে ?

কল্প—(বিরক্ত হইয়া)—সর সর,

আমায় সঙ্গে কথা ক'রো না ।

[বেগে প্রস্থান ।

অদিতি ।—ছুটোছুটি ক'রে কি হ'বে ?

একটা উপায় কর ।

[বেগে প্রস্থান ।

দ্বিতীয় দৃশ্য ।

অরণ্যের অপর পার্শ্ব ।

নারদের প্রবেশ ।

নারদ ।—এই যে আমার প্রভু আনন্দ ।

বামনের প্রবেশ ।

দয়াময় ! প্রণাম করি ।

বামন ।—দেবর্ষে ! আমার অকল্যাণ ক'র কেন ?

নারদ ।—(সহাস্যে)—বটে, প্রভো ! বটে বটে !

বামন অবতারের আনন্দোপাশ্রয় কি ছলনা ?

আমার উপর দিয়েই কি

প্রথমে ছলনা পরীক্ষা হ'চ্ছে ?

নারায়ণ হরি !

আমি বলি নয়—

আমি তোমার ভৃত্যমুদ্রতা নারদ ।

বামন ।—(রাগালাপে)—

বা'রে আমি ভালবাসি,

তারি প্রতি বরি ছলনা, কসি !

ছল খেলা বই ভক্তের মোর হে—

স্নেহের বন্ধনে বাধিতে নারি ।

নারদ ।—(রাগালাপে)—

সেই ছল-খেলা কিরূপ, হরি ?

বামন ।—(রাগালাপে)—

বলির হুয়ারে হইব দারী ।

নারদ ।—(রাগালাপে)—

একি কথা বল, হে প্রভু ?

ভূমি রাজার রাজা—নহা রাজ,

কেন তবে ভূমি দারী হ'বে ?

বামন ।—(রাগালাপে)—

নৈলে ভক্তের আশা কে পূরা'বে ?

নারদ ।—(কথায়)—হরি !

এই শুণে তোমাকে সকলে দয়াময় বলে ।

কিন্তু বলির দারী হ'বার পূর্বে

তোমাকে রাজ আমার দারী হ'তে হ'বে

হরি ! আমিও যে তোমার ভক্ত ।

বামন ।—নারদ !

দারী হওয়া ব্যতীত অন্য প্রার্থনা কর ।

নারদ ।—অচ্ছ প্রার্থনা অচ্ছ দিন ক'রবে,

কিন্তু আজ ভোমাকে

আমার দারী হ'তেই হ'বে ।

বামন ।—কেন, নারদ ?

নারদ ।—নৈলে তোমার পিতার হস্ত হ'তে

রাজ আমার পরিভ্রাণ নাই ।

আমি তোমার উপনয়ন উপলক্ষে

ত্রফাত নিমন্ত্রণ ক'রেছি ;

সকলে এসে উপস্থিত ।

শোমার পিতা আমাকে শাসন কন্যার

পাণপণে অনুমদান ক'রেন ।

দয়াময় !

শীঘ্র আমার মন ও প্রাণের চারে দারী

কণ্ঠপের ভয় হ'তে আমায় পরিভ্রাণ কর

বামন ।—তথাক্স ।

নারদ ।—তোমার ভক্তবৎসল নামের জয়

এখন দাউ,

নিমন্ত্রিতদের অভ্যর্থনা করি গে ।

[নারদের প্রস্থান]

বেগে অদিতির প্রবেশ ।

অদিতি ।—বাছা রে !—বাছা রে !

কি হ'বে—কি হ'বে !—

সর্বনাশ হ'টেচে রে ।

বামন ।—কি, যা ! কি হ'য়েচে ?

অদিতি ।—আজ বুধি

ব্রাহ্মণের কোশাশ্রমে তোকে হারাই !

হা বিধাতা ! এ কি ক'রে !

বেগে কষ্টপের প্রবেশ ।

কষ্টপ।—(অগ্নির হইয়া) —পত্নি! —পত্নি!

আমার মানসপ্রমত্ত সব গেল,

আজ আমার মৃত্যুই শ্রেয়ঃ!

বামনকে নিয়ে তুমি পলায়ন কর,

আমিও দেশত্যাগী হই যে

কোন অক্রান্ত স্থানে প্রাণত্যাগ করি গে।

মেন।—পিতা! কি হ'য়েছে?

কষ্টপ।—বামন রে! নারদ সর্বনাশ ক'রেছে।

হাঃ, নারদ দরিদের পরম শত্রু!

মেন।—পিতা! ভয় নাই।

নারদ না বুঝে কোন কর্মই করেন না।

পিতামাতার আশীর্ব্বাদে

আমার উপনয়ন নির্ব্বিঘ্নেই হ'বে।

আমি একবার দুর্গামন্দিরে যাই।

[সকলের প্রস্থান ।

তৃতীয় দৃশ্য ।

দুর্গামন্দির ।

ধ্যানস্থ হইয়া বামন উপবিষ্ট ।

মেন।—(ভগদ্যান হইয়া) —

মা জগজ্জননী দুর্গা

আমার মূখে মা বলা না শুনিলে আসবেন না।

আহা, ধন্য আমি।

(প্রাণপ্রাণে) —

মা! দেখা দে, মা, এ সঙ্কটে,

কোথা আমার দয়াময়ী মা!

তারা! তুই থাকিতে—ও মা! —

তুই থাকিতে আমার কাঙালিনী মা

কৈঁদে কৈঁদে আকুল হ'ল।

মা গো দুর্গে! ছলনা ভুলে

দে মা কুল আজ এ অকুণে।

মা! মা! ও মা!

স্নেহভরা প্রাণে আয় মা ছুটে,

বামন ছেলে তোরা—ও মা! —

মা ব'লে ডাকবে কোলে উঠে।

বেগে কষ্টপ ও অদিতির

প্রবেশ ।

কষ্টপ।—বৎস!

আমরা অবাক হ'য়েছি,

আচরিতে অদ্বিত কাণ্ড হ'ল রে।

আয় আয়, ছুটে আয়।

অদিতি।—আয়, বাবা, দেখি আয়,

কত বড় বড় বাড়ী—কত রতনশালা—

কত জিনিষ পত্র—কত অন্ন—কত বাজার—

কত মিষ্টান্ন—কত পিষ্টক—কত ফলমূল—

কত ঘে বস্ত্র—কত ঘে অলঙ্কার—কত ঘে অর্প,

তার আর সংখ্যা নাই।

এমন তো কখন দেখি নি, বাবা!

এ কোন দেবতার লীলা?

বামন।—মা!

এ লীলা মা অমল্যাজী অমণ্ডার।

আমাদের বিপদ দেখে তাঁর প্রাণ কৈঁদেছে,

তিনিই এই অদ্বিত কার্য্য ক'রেছেন।

তিনি বই আর কা'রই সাধ্য নাই।

(কষ্টপের প্রতি) —পিতা!

ঐ যে দেবর্ষি নারদ আসছেন;

ওঁকে তুমি কিছু ব'ল না।

কষ্টপ।—দুর্গা দুর্গা।

নারদ আমার পরম হিতৈষী।

নারদের প্রবেশ ।

দেবর্ষে। আমি বৃঁড়া হাবড়া লোক,

আমার উপর রাগ টান ক'র না।

নারদ।—(সহাস্যে) —

আপনার রাগটা প'ড়েছে তো?

কষ্টপ।—(পরিহাস্যে) —আমার রাগ!

নারদ ।—(সহাস্যে)—উহ—বাঃ ।

কশ্যপ ।—হাঃ হাঃ হাঃ ।—কিছু মনে ক'র না ।

তোমায় পরিবেশনের ভারটা নিতে হ'বে ।

নারদ ।—

কর্ষকর্তা সহায় না হ'লে পার্বো কেন ?

কশ্যপ ।—ভাল ভাল ।

(কিয়ৎক্ষণ পরে)—এ কি !

পঙ্কগন্ধে স্থানটা পরিপূর্ণ হ'য়ে গেলো,

ধূপধূনার সুবাসও আস'চে ।

ও কি !

শূন্যে দেবদুর্ভুতি শঙ্ক যটা বাদিত হচ্ছে !

ক্যাপার কি ?

আজ দুর্গাপ্রতিমা কি জাগ্রতা ?

সকলে ।—জয় মা দুর্গে !

[পটপরিবর্তন]

দৃশ্য—সুবর্ণ-মন্দির ।

সুবর্ণ-আননে অন্নপূর্ণা-মূর্তিতে তুর্গা উপ-

বিষ্টা এবং দক্ষিণপার্শ্বে অন্নভিক্ষু-

মূর্তিতে শিব দণ্ডায়মান ।

বামন ।—পিতা ! দেখ দেখ ?

সকলে ।—জয় মা অন্নপূর্ণে !

(সকলের প্রণাম)

বামন ।—পিতা ! সকলকে ডাক,

সকলে মিলে মা অন্নপূর্ণার মহিমা-গান করি

ক, হিগণ, ক, হিগণ্যগণ, ক, হিগণ্যগণ

ও ব্রহ্মপতি প্রভৃতির প্রবেশ ।

সকলে ।—জয় অন্নপূর্ণার জয় !

বামন ।—এস, সকলে মিলে শক্তি-সম্বীর্জন করি ।

সকলে ।— (শক্তিসম্বীর্জন)

জয় অন্নদে দুর্গেশ্বরি !

(জয় জয় তিনলোচনি, তারিণি !

ভবভয়টমলোচনি, পালিনি !)

জয় অন্নদা, মায়ী, শীতল ছায়া, অতুলদয়াদারিণি

(জয় জয় শিবমোহিনি, কালিকে !

হিম-নগবর-নন্দিনি, বালিকে !)

জয় মর্দমঙ্গলা, ভক্তবৎসলা, ধন্য শক্তিরপিণি !

[সকলের প্রস্থ]

তৃতীয় অঙ্ক ।

প্রথম দৃশ্য ।

কশ্যপের আশ্রম ।

ত্র্যাক্ষণবেশে বামন দণ্ডায়মান ।

কশ্যপ, অদিতি, ইন্দ্র, নারদ, ব্রহ্মস্পা

ক, হিগণ ক, হিগণ্যগণ, ক, হিগণ্যগণ

দুই পার্শ্বে ভিক্ষাজবা লইয়া

দণ্ডায়মান ।

(পুরুষ ও নারীগণের সমবেত গীত

পুরুষগণ ।—

হের নরন, নরন-সৌন্দর্য, বামন-উপনয়ন ।

নারীগণ ।—

ইন্দ্রবরন, কৃষ্ণ-বরন, ইন্দ্রবর-নরন ॥

পুরুষগণ ।—

গৈরিকবাস, দতিবেশ, তুখী-দণ্ড-খারী,

নারীগণ ।—

ভিক্ষা দেহি, ভিক্ষা দেহি, মধুর-রস-কণ

সকলে ।—

সাম-বরন, সাম-গারন, ওম-ওম-উচ্চারণ

পুরুষগণ ।—

ইচ্ছামুখ নীলচন্দ্র,

নারীগণ ।—

কশ্যপ-হৃত বতি উপেক্ষ,

সকলে ।—

জয় অন্নদে দুর্গেশ্বরি !

কণ্ঠপ।—ভন্ন, সর্দজন !

আমার সর্দকনিষ্ঠ পুত্র বামনের
ভুড উপনয়ন-কার্য সম্পন্ন হ'ল।

এক্ষণে সকলে বামনকে আশীর্বাদ কর।

বামন।—(হুরে)—

ভবতি ভিক্ষাং দেহি—

ভবতি ভিক্ষাং দেহি—

ভহতি ভিক্ষাং দেহি।

অদিতি।—বাছা রে আমার !

স্নেহময় হরি তোর মঙ্গল করুন,

তোর মাসের স্নেহ-ভিক্ষা গ্রহণ কর।

(ভিক্ষাপ্রদান)

সকলে।—জয় শ্রীহরির জয় !

বামন।—(হুরে)—

ভবন্ ভিক্ষাং দেহি—

ভবন্ ভিক্ষাং দেহি—

ভবন্ ভিক্ষাং দেহি।

কণ্ঠপ।—(বামনের প্রতি)—বৎস !

সর্দমঙ্গলায় ভগবান হরি

তোমার সর্দাগ্রীন মঙ্গল বিধান করুন।

বামন রে !

জীবের গতিমুক্তিরূপ ভিক্ষাদাতা

শ্রীহরির প্রীত্যর্থে তোর কোমল হস্তে

ভিক্ষা প্রদান কর্ণেম।

(ভিক্ষাপ্রদান)

সকলে।—জয় শ্রীহরির জয় !

বামন।—(হুরে)—

ভবন্ ভিক্ষাং দেহি—

ভবন্ ভিক্ষাং দেহি—

ভবন্ ভিক্ষাং দেহি।

ইন্দ্র।—তাই বামন !

আমি

আমার এবং তেত্রিশ কোটি দেবতার হায়ে

ভগবান হরির প্রীত্যর্থে

তোমার হস্তে এই ভিক্ষা প্রদান কর্ণেম।

(ভিক্ষাপ্রদান)

সকলে।—জয় শ্রীহরির জয় !

নারদ।—এইবার অপর সকলে

বাগনকে অতীষ্ট দ্রব্য ভিক্ষা দাও।

একটা কথা ব'লে যানি,

—এই নব দণ্ডী ভিক্ষুককে

যিনি যা' কামনা ক'রে ভিক্ষা দান ক'রবেন,

ভগবান হরি তাঁকে সেই দ্রব্য

অনন্ত গুণ পরিমাণে বিভরণ ক'রবেন।

কিন্তু যিনি নিষ্কাম হ'রে

বামনকে ভিক্ষা দেবেন,

পরমেশ্বর হরি

তাঁকে নির্বাণ মুক্তি প্রদান ক'রবেন;

তাঁকে আর ভবঘ্রষ্টা ভোগ ক'ত্তে হবে না।

বামন।—(হুরে)—

ভবন্তো ভিক্ষাং দত্ত—

ভবন্তো ভিক্ষাং দত্ত—

ভবন্তো ভিক্ষাং দত্ত।

(নারদ ব্যতীত ক্রমে ক্রমে সকলের

বামনকে ভিক্ষাদান)

সকলে।—জয় শ্রীহরির জয় !

কণ্ঠপ।—নারদ !

তুমি আমার বামনকে যে

কিছু ভিক্ষা দিলে না ?

নারদ।—আপনার বামনকে

আমার ন্যায় দরিদ্র কি ভিক্ষা দেবে ?

বামনকে ভিক্ষা দেবার ক্ষমতা

এই ভিখারী ব্রাহ্মণের নাই।

(সকলের প্রতি)—

এক্ষণে আপনারা শীঘ্র গিয়ে

নিমন্ত্রিতদের ভোজ্যদ্রব্য প্রদান করুন।

কণ্ঠপ।—দ্রব্য সঙ্কুলন হ'বে তো ?

নারদ।—(সহাস্যে)—

এখনো আপনার সন্দেশ যায় নি ?

অল্পপূর্ণি মূর্তির মর্ষ বৃক্তে পারেন নি ?

কণ্ঠপ।—আমি

অধিবতাবশত কিছুই ঠিক কতে পারি নি।

নারদ ।—শুশ্রূ তবে ;—

ভগবান্ মহাদেব জীবগণের আত্মাকারূপ,
এবং দেবী অন্নপূর্ণা
জীবগণের জীবনী শক্তিবরূপিনী ।
অন্নপূর্ণা মহাদেবকে অন্নদান করেন,
মহাদেব
তৃপ্তির সহিত সেই অন্ন গ্রহণ করেন,
তা'তেই সমস্ত জীব জীবন ধারণে সমর্থ হয়
মহর্ষে !
আপনি সৌভাগ্যবলে
আপনার আগ্রহে
সেই অন্নপূর্ণামূর্ত্তি দর্শন ক'রেছেন,
তবে আপনার ভয় কি ?
যান সকলে,
সকলকে অন্নব্যঞ্জন মিষ্টান্ন দান করুন ।
আজ আপনার রন্ধনশালায়
লক্ষীর সহিত নিজের জগজ্জননী অন্নপূর্ণা
রন্ধনকার্যে নিযুক্তা হ'য়েছেন ।
ধন্য আপনি !

[নারদ ও বামন ব্যতীত সকলের প্রস্থান ।

বামন ।—(সহাস্যে)—নারদ !

তুমি যে আমার পিতার নিকট
বড় দরিদ্র ব'লে পরিচয় দিলে,
এর নিষিদ্ধ অর্থ কি ?
আমাকে ভিক্ষা দেবার জন্ত
তোমার কি কিছুই নাই ?

নারদ ।—দয়াময় ! কেবল একটি দ্রব্য আছে ।

বামন ।—তাই আমাকে ভিক্ষা দাও ।

নারদ ।—ভিক্ষা না পেলে আমি ভিক্ষা দিই না ।

বামন ।—নারদ ! যেটি তোমার কি দ্রব্য ?

নারদ ।—ভক্তি ।

বামন ।—নারদ !

আমি সর্বাপেক্ষা ঐটির ভিক্ষা ভালবাসি,
ভক্ত বই আমার কেহই নাই,
ভক্তিসম্পদের বশে আমার ভক্তগণ

আমা অপেক্ষা অনেক বড় ।

আমি জীবগণকে তা' বোঝাবার জন্ত

এই দেখ, কত ক্ষুদ্রাকার বামন হ'য়েছি ।

নারদ ।—(ভাবে গদগদ হইয়া, সাশ্রনয়নে)—

হরি !

ভক্ত বই তোমার যেমন কেহই নাই,

তেন্নি ভক্তেরও যে

তুমি বই আর কেহই নাই ।

তুমি ভক্তাবীন,

ভক্তও তোমার পদাবীন ।

আগে বল,

ভক্তের ভক্তিভিক্ষা নিলে

ভক্তকে কি ভিক্ষা দেবে ?

বামন ।—কি ভিক্ষা চাও, নারদ ?

নারদ—ভক্তির পরিবর্ত্তে মুক্তি ।

বামন ।—তপোধন ! আমি প্রতিজ্ঞা ক'য়েম,—

জীবগণ যদি

কি আমি, কি মহাদেব, কি একা,

কি দুর্গা, কি অদ্ভুত দেবতা,

সকলকে পূর্বতর পরমেশ্বর জ্ঞানে

ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি দিয়ে পূজা করে,

এবং সমস্ত দেবতাই হরি

আর হরিরই সমস্ত দেবতা,

এই জ্ঞানযোগের সহিত

ভক্তিবোগ মিশ্রিত ক'রে

অন্ততঃ একবারও 'হরি' বলে,

তা' হ'লে, তা'রা মুক্তি লাভ ক'রে

আমার সাযুজ্য ও সালোক্য প্রাপ্ত হ'বে ।

নারদ ।—(ভক্তিতরে)—জীবগণ !

নিজের হরিরই

তোমাদের মুক্তির উপায় ব'লে দিলেন ।

যদি যমদণ্ড হ'তে পরিত্রাণের আশা কর,

যদি ভবসমুদ্র পার হ'বার ইচ্ছা কর,

যদি পাপ তাপ সারা হোব

সংসারবন্ধন শোক হুঃখ ইত্যাদি

অনন্ত যন্ত্রণা হ'তে শান্তি পাবার কামনা কর

তবে সকলে মিলে একবার ভক্তিভরে বল—
হরিবোল !—হরিবোল !—হরিবোল !
নেপথ্যে ।—

হরিবোল !—হরিবোল !—হরিবোল !
ব্রহ্মা, শিব ও দুর্গার প্রবেশ ।
সকলে ।—জয় বামনরূপী শ্রী হরির জয় !
(বামনকে সকলের প্রণাম)

বামন ।—(হুরে)—
ভবন্ ভিক্ষাং দেহি—
ভবন্ ভিক্ষাং দেহি—
ভবন্ ভিক্ষাং দেহি।

শিব ।—প্রভো !
বহুগুণগুণান্তর দ'রে
শাশানে মশানে কঠোর তপস্যা ক'রে
যতটুকু পুণ্য সঞ্চয় ক'রেচি,
তা' তোমার পাদপদ্মে আজ অর্পণ ক'রোম।
হে ভক্তের ভক্তিভিক্ষুক হরি !
তোমার ভক্তগণের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর।
(ভিক্ষাপ্রদান)

বামন ।—হে বোগীশ্বর মহাদেব !
তুমি আমার সাঙ্ক্যং যোগযন্ত্রি,
তুমি পাপিগণকে ভক্তিমোক্ষ শিক্ষা দাও,
তা' হ'লেই তা'রা ভক্ত হ'য়ে মুক্তি পাবে।
সকলে ।—জয় মুক্তিদাতা শ্রী হরির জয় !

বামন ।—(হুরে)—
ভবন্ ভিক্ষাং দেহি—
ভবন্ ভিক্ষাং দেহি—
ভবন্ ভিক্ষাং দেহি।

ব্রহ্মা ।—দয়াময় !
আমাকে তুমি
তোমার নাতিপদ্ম হ'তে স্বজন ক'রেচ,
লোকবৃষ্টির ক্ষমতা দিয়েচ,
আজ তজ্জনিত কৃতজ্ঞতা
তোমার পাদপদ্মে অর্পণ ক'রোম।
(ভিক্ষাপ্রদান)

সকলে ।—জয় শ্রী হরির জয় !
বামন ।—
ভবতি ভিক্ষাং দেহি—
ভবতি ভিক্ষাং দেহি—
ভবতি ভিক্ষাং দেহি।
দুর্গা ।—হরি !
আজ তুমি আমাকে পূজ্যং ভাবে
মা ব'লে আত্মান ক'রেচ,
আমি তা'তে
যে অপূর্ণ আনন্দ লাভ ক'রেচি
তাই তোমার পাদপদ্মে অর্পণ ক'রোম।
(ভিক্ষাপ্রদান)

বামন ।—(কীর্তনের হুরে)—তুই বড় মা দয়াময়ী ;
(কথায়)—বে হোক
একবার মা ব'লে ডাকে,
(কীর্তনের হুরে)—
ছেলে ব'লে তা'রে নিস, মা, কোলে।
(কথায়)—ভুতু তাই নয়,
তা'কে বিপদ হ'তে উদ্ধারও করিসু ;
(কীর্তনের হুরে)—
আমি আজ, মা, প্রমাণ তা'র।
(কথায়)—মা, তুই আমার ভক্তদের মা,
ভক্তও যে, আমিও সে।
(কীর্তনের হুরে)—
ও মা, তাই বলি—ও মা !—
ও মা, তাই বলি, ও তুই আমারো মা।
দুর্গা ।—(কীর্তনের হুরে)—
আগা, আজি মোরে মা ব'লে
জগতের মা দয়াল হরি
আমার মা হওয়ার সাধ পূরাইলে।
আয় রে জীব ! একবার ধেরে আয়,
আমার সনে আমার পিতা হরিরে
মা ব'লে ডাক মধুর কথায়।
যদি মুক্তি পাবি, লাগি জুড়াবি,
তবে একবার—ওরে জীব !—
তবে একবার ভক্তিভরে

হরিরে মা বলে তাক মদুর করে ।
 (কথায়) — হরি !
 দয়া করে আমায় মা বলেছ,
 কিন্তু আমি যে, তোমার আদেশ তির
 মায়ের স্নেহ দেখা'তে পাচ্চিনি ।
 বামন । — মা ! আদেশ কি আবার ?
 ছেলে তো চিরকালই মায়ের স্নেহাধীন ।
 দুর্গা । — তবে এই অন্ন ভক্ষণ ক'রে
 আমাকে কৃতার্থ কর ।
 তুমি সর্কাগ্রে অন্ন গ্রহণ না ক'রে,
 আমি কা'কেও খেতে দিতে পারি নি ।
 বামন । — (সহাস্যে) — মা ! অন্য তোর পুত্রস্নেহ !
 দে, মা অন্নদে ! অন্ন দে ।

(অন্নভিক্ষাপ্রদান)

(গ্রহণ ও ভক্ষণ করিয়া) — মা !
 আজ আমি পরম পরিচোষ লাভ ক'রেম ।
 নারদ । — ধন্য বামনভিক্ষা ! — ধন্য হরিলীলা !
 সকলে । — জর জীবের অন্নস্বরূপ শ্রীহরির জয় !
 [সকলের প্রস্থান ।

দ্বিতীয় দৃশ্য ।

অশ্রমপার্শ্বস্থ কুঠার ।

দুই জন শিমোর প্রবেশ ।

১ম শিষ্য । — ভায়া !
 এরই নাম ভেঙ্কি-ভোজন ।
 কোথেকে কি এল,
 কোথেকে কি হ'ল,
 কাঁ কাঁ ক'রে এত মুহূর্তে সব ঠিক্ ঠাক্ !
 এখানে দধিকুলা, ওখানে ক্ষীরকুলা,
 এখানে স্থপকুলা, ওখানে বৃষকুলা,
 এই এখানে অন্নস্বরূপ — যেন হিমালয় পর্বত,

ওখানে লক্ষ লক্ষ ব্যুজ্ঞানপার ।
 এমন তো কখন দেখি নি, ভায়া !
 ২য় শিষ্য । — যা' বলে, ভায়া !
 এরই নাম ভেঙ্কি-ভোজন ।
 ত্রিভুবনের দেবতা, মনি, কষি, ব্রাহ্মণ,
 বন্ধ, গৃহক, গন্ধর্ব্ব, কিম্বর, বিদ্যাধর,
 সিদ্ধ, চারণ, লোক জন,
 এমন কি, পাত পক্ষী কীট পতঙ্গ পর্য্যন্ত
 কেউই বাকি নেই ।
 বামনের উপনয়নে
 সকলেরই নয়ন সার্থক হ'য়েচে,
 সকলেরই উদর পূর্ণ হ'য়েচে ।

১ম শিষ্য । — আমার আবার সর্কাপেণা ।

(উদ্ধার তোলা) — ছেউ !

২য় শিষ্য । — আমিও উনিশ দিশ ।

(উদ্ধার তোলা) — ভেউ !

১ম শিষ্য । — ভায়া !

উদ্ধার উঠলে বড় আরাম হয় — না ?

২য় শিষ্য । — আরাম বলে আরাম,

আবার শাক অবশি পায়স পদ্যস্ত অকর্ষ !

১ম শিষ্য । — তবে

আর গোটা আষ্টেক টেকুর তুলি — কেমন ?

২য় শিষ্য । — দু'জনে ঐকত' নবাবনে কেমন ?

১ম শিষ্য । — আচ্ছা ।

উভয়ে । — ছেউ — ছেউ — ভেউ — ভেঃ —

বেগে কষ্টপের প্রবেশ ।

কষ্টপ । — (বিরক্ত হইয়া) — চাঁৎকার ক'জ কেন

১ম শিষ্য । — (খগত) — আজ্ঞে এ চাঁৎকার নয়,

জীর্ণমঞ্জরী বটিকা !

[উভয়ের বেগে প্রস্থান ।

কষ্টপ । — দেবী অন্নপূর্ণার কৃপায়

নির্কিয়ে শুভ কর্ম্ম সমাধা হ'ল ;

এখন নিমন্ত্রিত লোকদের

বিদায়ের ব্যবস্থা করি ।

[প্রস্থান ।

অদিতি ও বামনের প্রবেশ ।

অদিতি ।—সে কি, বাছা !

এমন কথা বলতে নেই ।

বামন ।—মা !

আমরা বড় দরিদ্র ;

রাজাই দরিদ্রের প্রতিপালক ।

এক্ষণে দৈত্যপতি বলি আমাদের রাজা ;

তাঁরই রাজ্যে আমরা বাস করি ।

মহারাজ বলি শতদ্বারের যজ্ঞ করছেন ।

তিনি কল্পতরু হ'য়েছেন,

দীন হুঃখী দরিদ্রগণকে

আশাতীত অর্থাঙ্গি দান করছেন ।

আমি তাঁর যজ্ঞসভার গিয়ে

তোমাদের হুঃখ নিবারণজন্য

কিছু ভিক্ষা প্রার্থনা করবো ।

তাঁতে আমি আমার ভ্রাতৃ-সন্তান,

বয়সেও শিশু ;

তিনি আমার প্রতি নিশ্চয় সন্তুষ্ট হ'বেন,

আমাদের হুঃখ দূর করবেন ।

তি ।—বাছা,

তুই যে অতি শিশু,

তোকে কি করে ছেড়ে দেবো ?

মা ।—মা !

দাতারা শিশু, অন্ধ, বন্ধ, বুদ্ধ, বধির,

আতুর, রোগীকেই বেশী দয়া করে ।

আমি শিশু,

হুস্তরাং মহারাজ বলি

কখনই আমাকে রিক্তহস্তে ফিরবেন না ।

তি ।—বাবা !

এই তোমার সবে পৈতে হ'য়েচে,

এখনও তিন দিন যায় নি ।

এখন কি কুটীর ছেড়ে

গাইরে যেতে আছে ?

।—মা !

ই অবস্থায় আমি বলিবজ্ঞে গেলে

মহারাজ বলি বড় সন্তুষ্ট হ'বেন ।

এইরূপ অবস্থাদিত ভ্রাতৃগণকে

ভিক্ষা দান করিলে

দাতার অনন্ত কোটি কল্যাণ হয়,

ভগবান্ হরি

অনন্তকাল সেই দাতার নিকট

দানরূপ ভক্তি-শৃঙ্খলে বঁধা থাকেন ।

অদিতি ।—বাছা রে,

এ কথা তোকে কে বলিলে ?

বামন ।—হবিতকেরাই বলেছেন ।

তাঁদের মতে

এইরূপ দানই সর্বশ্রেষ্ঠ দান ।

অদিতি ।—বাবা আমার !

তাঁ বাই হোক,

আমি তোকে ছেড়ে দেবো না ।

বলিরাজার নগরে যে সব স্ত্রীলোক আছে,

তাঁরা বলবেন—

এই ছেলেটির মা কি অর্থলোভী,

মা হ'য়ে পাষণে দুক বেঁধে—

নির্দয়তায় প্রাণ বেঁধে

এমন ছেলেকে ভিক্ষে করতে পাঠিয়েচে !

বামন রে !

সে কথা শোনার চেয়ে আমার মরণ ভাল ।

বামন ।—না, মা ! এমন কথা বলতে নেই ।

তোমার ভয় কি, মা ?

হরির রূপায় আমি খুব ধর্ম্মাকার ।

একটা বড় ছাতা মাথায় দিয়ে

এমন দাবে বাঁব যে

কেউ আমাকে দেখে পাবেন না ।

অদিতি ।—ও কথা বলি কি মা ভোলে ?

বামন ।—আচ্ছা, মা !

আর একটা কথা বলি—

তুমি না হয় দেবর্ষি নারদ

এবং দেবগুরু বৃহস্পতিকে

আমার সঙ্গে পাঠিয়ে দাও,

আমি তাঁদের কোলে চ'ড়ে যাব ।

অদ্বিতি।—বাছা,

নিভাত্তই কি ভিক্ষা ক'তে যা'বি ?

বামন।—মা !

দাতার পুণ্যসঙ্করের জন্যই তো

ভিক্ষারীরা জন্মগ্রহণ করে,

তবে ভিক্ষা ক'তে যা'ব না কেন ?

আমা হ'তে যদি

মহারাজ বলির পুণ্যলাভ হয়,

তবে ভিক্ষা ক'তে দোষ কি ?

অদ্বিতি।—বাছা রে,

আজ এ কি যুক্তি ?

বামন।—(স্বগত)—আহা,

আমারি মায়ায়

আমার পিতা মাতা আত্মবিস্মৃত হ'য়েছেন।

সে কঠোর তপস্যার কথা আর মনে নেই।

আহা,

আমিও আজ মানবী মায়ায়

বিস্মিত হ'য়েছি।

(নেত্র নিম্নলীন করিয়া দণ্ডায়মান)

অদ্বিতি।—বাছা,

চোক বুজে কি ভাব'চো ?

বামন।—(নেত্র মুদ্রিয়া)—মা !

তুমিও একবার আমার মত

চোক হু'টি বোজো দেখি।

অদ্বিতি।—(নেত্র নিম্নলীন করিয়া অবস্থান)

[সহসা বামনের অন্তর্ধান ।

[পটপরিবর্তন]

দৃশ্য—পদ্মকানন।

ব্রহ্ম শতদলোপরি ক্রকমূর্তিতে

বিষ্ণু দণ্ডায়মান।

(আকাশে বাদ্যধ্বনি)

কই, কোথা গেল বামন আমার ?

বাছা !

কাঁকি দিয়ে পালা'লি রে !

বাছা রে।—বাছা রে !

(কৃৎসকে দেখিয়া)—

অ'্যা—এ কি !

আহা ! কি হৃদয় গুণ্ডি !

এ মূর্তি দেখে

আমার সেই বিমূর্তপস্যার কথা

মনে জেগে উঠলো।

তুমিই কি সেই আরাধ্য দেবতা হরি ?

দৈববাণী।—মা অদ্বিতি !

যখন বামনকে মনে প'ড়'বে,

তখন এই মূর্তি দেখো,

সব হৃৎধর হ'বে।

যখন এই মূর্তি দেক্তে পাব'বে না,

তখন আবার বামনকে পাব'বে।

অদ্বিতি।—অদ্বৃত আকাশবাণী !

বামন কে ?—ইনিই বা কে ?

(ক্রমেক ভাবিয়া)—আহা, বুঝেছি,

এই তো আমার সেই বামন,

নূতন ভাবে দাঁড়িয়ে আছে।

বাছা আমার

পদ্বের উপর কেমন নৃত্য ক'চ্ছে।

নাচ, বাবা !

আমি আশ মিটিয়ে দেখি।

পায়ীকে একবার ডেকে আনি।

[বেগে প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

পথ।

দণ্ডকমণ্ডলুহস্তে এবং ছত্রমস্তকে

বামনের প্রবেশ ও প্রস্থান।

দুই জন ব্রাহ্মণের প্রবেশ।

এ যে বড় আশ্চর্য্য ব্যাপার হে !

লোভ কেবল মানুষকে ধরে না,

জড়পদার্থকেও ধরে হে !

ঐ দেখ—ঐ দেখ—

বলিষজ্জে বিদ্যের নেবার লোভে

একটা ছাতা সাঁ সাঁ করে চলেচে হে !

১ম ব্রাহ্মণ।—কালে কালে কতই দেখবো !

ছাতারও পা বেরিয়েচে—অ্যা !

২য় ব্রাহ্মণ।—একবার ডাকি ।

(উচ্চৈঃস্বরে)—ও ছাতা—ছাতা !

বলি, ও হে ছাতা !

(২য় ব্রাহ্মণের প্রতি)—ও ভায়া !

ছাতা শোনে না যে,

কাণা না কি ?

১ম ব্রাহ্মণ।—কালাই তো ।

ভিক্ষার লোভে ভিক্ষকের পা ই ছোটো,

কান তো কোটে না ।

২য় ব্রাহ্মণ।—কেন, ভায়া ?

৩য় ব্রাহ্মণ।—কান ফুটলে

লোকের নিন্দা ভৎসনা শুনতে পাওয়া যাবে,

কাছে কাছে ভিক্ষা ক'তে লজ্জা হ'বে ।

২য় ব্রাহ্মণ।—ঠিক ব'লেচ, ভায়া !—ঠিক ।

আমরাও ভিক্ষা করবার সময়

কালার বাবা হই ।

যা' হোক, ভায়া !

ছাতটাকে ধরে এনে

একবার আমোদ করি ।

[বেগে প্রস্থান ।

৩য় ব্রাহ্মণ।—“লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু ।”

ও ছাতাটা কি সে ভিড়ের মধ্যে রাখা পাবে ?

হুঃ—

একেবারে চূর্ণ বিচূর্ণ গুঁড় হ'য়ে যাবে !

(নেপথ্যে দেখিয়া)—

ঐ বায়া ধ'রেচে ছাতা ।

বামন ও প্রথম ব্রাহ্মণের পুনঃপ্রবেশ ।

২য় ব্রাহ্মণ।—(সহাস্যে)—ও ভায়া !

ছাতার ভিতর এ কি ?

১ম ব্রাহ্মণ।—হাতীর গুলাই ঘটা !

২য় ব্রাহ্মণ।—তাই তো হে,

এমন বাউনে ছেলে তো কখনও দেখি নি ।

তোমার নাম কি, বাপু ?

বামন।—উপেন্দ্র ।

১ম ব্রাহ্মণ।—হাঃ হাঃ হাঃ,

খাদ্য পুতের নাম পছন্দোচন !

(বামনের প্রতি)—তোমার বাপু মা আছে ?

বামন।—আমিই সবার বাপু মা ।

১ম ব্রাহ্মণ।—হুঃ !—তোমার কাটি ছেলে ?

বামন।—ক'টি নয়,

কোটি কোটি অনন্ত কোটি ।

১ম ব্রাহ্মণ।—(২য় ব্রাহ্মণের প্রতি)—

কেমন, ভায়া,

যা ব'লেছিলেম ঠিক না ?—কেমন আমোদ ?

২য় ব্রাহ্মণ।—যুব ।

তবে কি না, ছেলের মুখে বুড়োর কথা ।

১ম ব্রাহ্মণ।—যাকে বলে জ্যাঠামি !—কেমন ?

২য় ব্রাহ্মণ।—হাঃ হাঃ হাঃ ! তার পর ?

১ম ব্রাহ্মণ।—(বামনের প্রতি)—ও বাপু !

তোমার বয়স কত ?

বামন।—আমার বয়স বৎসরে নয় ।

১ম ব্রাহ্মণ।—ন বৎসর ?

বামন।—না না, আমার বয়স নেই ।

১ম ব্রাহ্মণ।—অ্যা ! একবারে নেই ?

তবে কি তুমি কাল ?

২য় ব্রাহ্মণ।—শুধু কাল নয়—কালো কাল—

দেখচো না, ওটা যেন কপ্তিপাথর !

১ম ব্রাহ্মণ।—তুমি এতো কালো কেন, বাপু ?

বামন।—কালো রঙ টাই সর্সাপেক্ষা ভাল ;

কালো রঙ থেকেই অন্য রঙ কোটে ;

কালো রঙই অনাদি অনন্ত ;

- জগৎ-হৃষ্টির পূর্বে এবং জগৎ-ক্ষয়সের পরে নাবিক।—তা' কি ক'রবো, ঠাকুর ?
 কালো রঙ টাই থাকে, আচ্ছা, এক কাজ কর,
 অন্য রঙ কালো রঙে মিশে যায়, তুমি খুব ছেলেমানুষ—খুব হালকা—
 তাই আমি কালো। বড় জোর দশ সের ভারী হ'বে।
 ২য় ব্রাহ্মণ।—(১ম ব্রাহ্মণের প্রতি, জনান্তিকে)— এক এক সেরে এক এক কড়া হিসেবে
 ও ভায়া! দশ কড়া কড়ি দাও।
 এই বাউনে বাঁধুরে ছেলেটা বড় বুদ্ধিমান, বামন।—আমার কাছে
 এরি মধ্যে হৃষ্টিতত্ত্ব বুঝেচে। এক কড়া কড়িও নেই যে।
 কি কথায় কি কথা এনে ফেলে দেখেচো? নাবিক।—তবে সাঁতরে পার হও।
 ১ম ব্রাহ্মণ।—(জনান্তিকে)—তাই তো, ভায়া! পূর্ণ-দৃশ্যোক্ত দুই জন ব্রাহ্মণের
 উপায় কি? পুনঃপ্রবেশ।
 এ যদি আগে স্বজসভায় যায়, ১ম ব্রাহ্মণ।—(সবিশ্রমে)—আরে যা!
 তা' হ'লেই আমাদের কপালে লবডকা। ঠিকাতেন দিয়ে ঠিকলেম যেহে।
 হয় তো বাউনে ছেলেটা কোন পথ দিয়ে এসে
 বলি রাজা এ ছেলেটাকে সর্বস্ব দেবেন। আগের ভাগে নৌকোর উঠে ব'সেচে—
 ২য় ব্রাহ্মণ।—(জনান্তিকে)— অ্যা!
 চল, আমরা বেগে গমন করি, ২য় ব্রাহ্মণ।—ও ভায়া!
 এ বাউনে ছোট ছোট খুরখুরে পায়ে ওটা মোলার পুতুল না কি?
 শীঘ্র যেতে পারবে না। ১ম ব্রাহ্মণ।—তা'ও বরং ভারী;
 [উভয়ের বেগে প্রস্থান। ওটা হাওয়ার চেহারা।
 বামন।—তোমরা আনায় সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাও। ২য় ব্রাহ্মণ।—অ্যা—ক'লে কি!
 নেপথ্যে ১ম ব্রাহ্মণ।—তুমি খেলা কর। ১ম ব্রাহ্মণ।—অবাক ক'রেচে।
 [বাগনের প্রস্থান। (বামনের প্রতি)—ও বামন!—ও বাপু!
 তুমি কখন এলে?
 বামন।—বধন তোমরা আমায় ফেলে এলে
 ১ম ব্রাহ্মণ।—(স্বগত)— এ ছেলেটাকে ভয় দেখিয়ে
 নৌকা থেকে নামাই।
 (প্রকাশে)—
 ও বাপু! তুমি সাঁতার জান কি?
 বামন।—না;
 কিন্তু লোকবিশেষকে অগাধ জল থেকে
 তীরে তুলে আনতে পারি।
 ১ম ব্রাহ্মণ।—বাপু! পাকামি রাধ, পাকামি
 এ আর মাটি নয়—নদী।

চতুর্থ দৃশ্য।

নদীতট।

নদীজলে একখানি নৌকা।

নৌকার উপরে বামন ও এক জন নাবিক
 উপবিষ্ট।

নাবিক।—ও ঠাকুর! দশগুণ কড়ি দাও,
 নৈলে পার ক'ন্তে পারবো না।

বামন।—নাবিক! আমি বড় দরিদ্র ব্রাহ্মণ,
 কড়ি কোথা পাব?

নৌকো-ছুবি হ'লে ডুবে ম'রবে বে,
নেমে বাড়ী পালাও ।

নাবিক ।—(সক্রোধে)—বলি, হাঁগা ঠাকুররো !
অলক্ষ্যে কথা কও কেন ?

দুশগুণা কড়ি দে লৌকো ডুবুতে এসেচো ?

১ম ব্রাহ্মণ ।—তোকে কি ব'লুচি, রে ব্যাটা ?

নাবিক ।—লৌকো কি তোমার ?

১ম ব্রাহ্মণ ।—ব্যাটা তামাসা বোঝে না ।

নাবিক ।—রেখে দাও তোমার তামাসা ।

লৌকো ডুবিয়ে তামাসা ।

আরে আমার তামাসা !

২য় ব্রাহ্মণ ।—যা, মাকি, যা,—

চুপ্ কর—চুপ কর ।

এখন আমাদের পার কর'বি কি না, বল ?

নাবিক ।—তু'জনের এক পণ কড়ি আগে দাও ।

২য় ব্রাহ্মণ ।—এক পণ কড়ি বড় বেশী,

তু'জনের ষোল গণা নে ।

নাবিক ।—ষোল গণায় এক গলা ।

১ম ব্রাহ্মণ ।—এক গলা কি ?

নাবিক ।—ও পারের গিরে

এক গলা জলে নামিয়ে দেবো ।

১ম ব্রাহ্মণ ।—এ ব্যাটা ভারী অৰ্ধলেক্ষী ।

নাবিক ।—তবুও

বলিষাকার যজ্ঞে ভিক্ষে নিতে যাই নি !

১ম ব্রাহ্মণ ।—ব্যাটা ! আমাদের ঠাটা !

নাবিক ।—“চিলটি মামে পাটকেনটি বেতে হয় ।”

২য় ব্রাহ্মণ ।—নে নে আর বকিস নি ;

এক পণ কড়িই নে, ব্যাটা !

(কপর্দকপ্রদান)

নাবিক ।—ঝট্ পট্ উঠে পড় ।

(ব্রাহ্মণদ্বয়ের নৌকারোহণ)

ও ছোট ঠাকুরটি !

তুমি লৌকো থেকে নেমে যাও ।

বামন ।—আমায় পারের নিয়ে চল না, নাবিক ।

দীনহীনকে দয়া করায় পুণ্য হয় ।

১ম ব্রাহ্মণ ।—যাও না, বাপু, নেমে ।

আগে বাড়ী গিয়ে কড়ি আন ।

(স্বগত)—আপদটা নামলে বাঁচি ।

(প্রকাশে)—ও মারি !

এক অগ্নি পার ক'মে, আমরাও অগ্নি ।

নাবিক ।—(বামনের প্রতি)—

ওগো ঠাকুর ! নামো না ?

বামন ।—ওরে পাতকী জীবগণ !

আজ

এই নাবিকের নিকট এসে শিক্ষা কর—

কড়ি বই নদী পার হওয়া যায় না ।

সামান্য কড়িও না থাকলে

বেকালে সামান্য নদী পার হওয়া দুর্ধট,

সেকালে, ওরে পাপপঙ্কময় জীব !

সুগভীর ভব-সমুদ্র কিরূপে পার হ'বি ?

তোরা মোহাক্ষকারে অন্ধের স্রায়

অতি যুক্ততর পাপের বোঝা মস্তকে ল'য়ে

প্রতি পলে

ভীষণ ভবসমুদ্রের তীরে ভ্রমণ ক'চ্চিস্,

পরপারে যা'বার জন্ত আকুল হ'য়েচিস্,

কিন্তু অকূল পাথারে

বিনা কড়িতে কে তোদের পার কর'বে ?

চেয়ে দ্যাখ্,

ভব-সমুদ্রের পার-কাণ্ডারী হরি

অতল জলে শ্রীচরণ-তরী ভাসিয়ে

হাল ধ'রে দাঁড়িয়ে আছেন ।

তোরা কত ডাক্চিস্,

কিন্তু হরি

নৌকা নিয়ে তীরের কাছে আস্চেন না ।

হরিও অগ্নি পার করেন না,

একবার ভক্তিভরে হরি হরি বল্,

এখনি হরি তোদের পরপারে নিয়ে যা'বেন ।

বল্, পাপিগণ !

হরিবোল !—হরিবোল !—হরিবোল !

নেপথ্যে—

হরিবোল !—হরিবোল !—হরিবোল !

বেগে নারদের প্রবেশ ।

বামন ।—নারদ ! আমার কড়ি নেই ব'লে

নাবিক আশাকে পার ক'ছে না ।

নারদ ।—(সহাত্রে)—বেস্ ক'রেচে ।

(নাবিকের প্রতি)—নাবিক ! পার করিস্ নি ।

বামন ।—নারদ ! তুমিও নাবিকের পক্ষে ।

নারদ ।—ঠাকুর !

তোমার পক্ষে হ'লে

নাবিকের উপায় কি হ'বে ?

বামন ।—(স্বগত)—

নারদ যথার্থই নিঃস্বার্থ পরোপকারী :

এই জন্তই আমাকে অধীন ক'রেচে ।

পরোপকারই হরিব্রত, হরিপূজা, হরিধ্যান,

যে নিঃস্বার্থ পরোপকারব্রতে ততী,

আমি তা'রই ।

পরোপকারের ছায় আর শ্রেষ্ঠ ধর্ম নাই,

ধর্ম্মা গুণে পরোপকার

আমাপেক্ষাও তুল্যদণ্ডে ভারী হয়,

এই জন্তই আমি পরোপকারীর অধীন ।

এক্ষণে

পরোপকারী নারদের কথা রাখা উচিত ।

(প্রকাশে)—নাবিক ।

তুমি দশ কড়া কড়ির স্রুত

কেন অস্তির হ'চ্চ ?

যা'র এমন সোণার নৌকা,

এ দরিদ্র ব্রাহ্মণের নিকট

দশ কড়া কড়ি নিয়ে তা'র কি হ'বে ?

(সহসা কাষ্ঠ-নৌকা সুবর্ণ তখন)

(নাবিক ও ব্রাহ্মণদ্বয়ের বিস্ময়প্রকাশ)

নাবিক ।—(স্বগত)—আঁ—এ কি !

কাঠের লৌকো সোণা !

এ ছোট ঠাকুরটি কে ?

আমার মন ব'ল্চে,—

“এ ঠাকুর সামান্য নয়, পা দেখে চিনে নে ।”

(প্রকাশে)—তোমার পা দেখি, ঠাকুর ?

(নীচে নামিয়া বামনের পদযুগল দর্শন)

(মানন্দে)—ওহো—এতক্ষণে বুঝেছি,

ঠাকুর ! তুমি আমার স্বগতি—নেয়ে ।

বামন ।—(কৃত্রিম রোষে)—আমি যে ব্রাহ্মণ ।

নাবিক ।—(ভক্তিভাবে)—প্রভু !

তবে তোমার পারে লৌকো আঁকা কেন !

আমাকে আর ভুলতে পারবে না ।

আজ আমি স্বগতি পেয়েছি,

কুটুম্ব নারায়ণ ।

বামন ।—(কৃত্রিম রোষে)—আরে নাবিক !

তুই নীচ হ'য়ে আমাকে এ কি ব'ল্চিস্ ?

নাবিক ।—ঠাকুর !

আমি যতক্ষণ তোমায় পায় নি,

ততক্ষণ নীচ ছিলাম,

এখন আমি অনেক উঁচু ।

আজ থেকে

দেবতারাও আমাকে আলিঙ্গন ক'রবে,

তা' মানুষ তো কোন্ ছার !

নারদ ।—ধন্য নাবিক ! ধন্য তুই !

আয় ভাই !

দুই হরিভক্রে মিলে হরিবোল ব'লে

পরস্পরে একবার আলিঙ্গন করি ।

উভয়ে ।—হরিবোল !—হরিবোল !—হরিবোল !

(পরস্পরে আলিঙ্গন)

বামন ।—নাবিক ! এইবার আমার পার কর ।

নাবিক ।—এখন উল্টো ।

আগে আমার পার কর,

তা'র পর তোমার, ঠাকুর !

বামন ।—নাবিক ! বুধা বেলা বেড়ে যাচ্ছে ।

নাবিক ।—হরি !

তোমার আবার বেলা অবেলা কি ?

আমারই বুধা বেলা বেড়ে এলো ।

অকূল ভবসমুদ্রে প'ড়ে দিশেহার হ'য়েছি

আমার চরণ-তরী দিয়ে পার কর, দয়াময় !
আমি ক্ষুদ্র নাবিক,
তুমি মহানাবিক—স্বয়ং ভগবান্ হরি ।
তোমার শ্রীচরণ দর্শন পেয়েও কি
আমার ভব-সমুদ্র হ'তে মুক্তিলাভ হ'বে না ?
ন।—নাবিক !

আমি তোমার মুক্তির ভার নিলেম ।
কিন্তু তোমাকেও একটি ভার নিতে হ'বে ।
বক।—বল, দয়াময় ! কি ক'রবো ?

ন।—যা'রা প্রত্যহ এই ষাটে এসে
তোমার নৌকা ক'রে পরপারে যায়,
তা'দের তুমি ভব-সমুদ্র পার হ'বার উপায়
বেস্ ক'রে বুঝিয়ে বল ।

বক।—আহা, আমি বড় ভাগ্যবন্ত,
এমন ভার ক'জনের ভাগ্যে পড়ে ?
দয়াল হরি আজ আমাকে
ভবসাগর-পার-যাত্রীদের গুরু ক'লেন ।
হরি !

তোমারি সমুখে এ কাজের প্রমাণ দি ।
(নৌকায় ত্রাণার্থীদের প্রতি)—
ও ঠাকুরো !

হু'জনে মিলে একবার ভক্তিভরে বল—
হরিবোল !—হরিবোল !—হরিবোল—
নৈলে ও পারে কে নিয়ে যাবে ?
শঙ্কর।—

হরিবোল !—হরিবোল !—হরিবোল !

শঙ্কর।—নাবিক ! ধন্য তুই, ভাই !

আজ শুভক্ষণে

তো হেন নাবিকের কাছে এসে
ভবসিন্ধুর মহানাবিককে দ্বৈজে পেলেম ।

হরিবোল !—হরিবোল !—হরিবোল !

ল।—হরিবোল !—হরিবোল !—হরিবোল !

শঙ্কর।—হরি !

পূর্বজন্মে বহু তপস্যা ক'রেছিলেম,

তাই আজ তোমাব পাদপদ্ম দর্শন ক'লেম ।

শঙ্কর।—হরি !

নাবিককে যেমন কৃপা ক'লো,
আমাদের প্রতিও সেইরূপ দয়া কর ।
বামন।—নাবিক আমার প্রতি যেসকল ভক্তিমান্,
সেইরূপ তোমরাও হও ।
উভয়ে।—হরিবোল !—হরিবোল !—হরিবোল !
১ম ব্রাহ্মণ।—এস, ভায়া,
আমরা গৃহে ফিরে গিয়ে হরিপূজা করি ।

(উভয়ের গমনোদ্যোগ)

নাবিক।—ও ঠাকুরো ! ঘরে ফেরো যে ?
নদীপার হ'বে না ?

বলিরাজার যজ্ঞে গিয়ে দান নেবে না ?
১ম ব্রাহ্মণ।—নাবিক !

কোটি কোটি বলিরাজা

যে মহারাজের নিকটে দান লয়,

আজ তোমার প্রসাধে

আমরা সেই দাতার দ্বাতা হরির নিকট

শ্রীচরণ-খুলি দানদ্রুপ পেয়েছি,

আর আমাদের

সামান্য দানে প্রয়োজন নাই ।

নারদ।—ধন্য ধন্য ! ধন্য হরিভক্তি !

(বামনের প্রতি)—প্রভো !

আজ যা'র শ্রীচরণ দর্শনে

এই সকল ছীব ত'রে গেল,

তা'র মুখে

আজ তন্মাসস্বীর্ভন শুনুতে ইচ্ছা ক'রেছি ।

যে যা' তোমার নিকট প্রার্থনা ক'লে,

সে তা'ই প্রাপ্ত হ'ল ;

কিন্তু আমি এতদ্রুপ কিছুই প্রার্থনা করি নি

বামন।—নারদ !

নিজের প্রশংসা নিজে কি ক'তে আছে ?

নারদ।—(সহাস্যে)—দয়াময় ! কেবল ছলনা !

নিজের প্রশংসা নিজে ক'তে নেই,—

সেটা আমাদের পক্ষে ।

তোমার আবার আত্মপ্রশংসা কি ?

তুমি প্রশংসার অতীত পরব্রহ্ম ।

তা' ছাড়া,

তুমিই পুণ্যবানদের প্রশংসারূপ ।

আর এক কথা,

জীব মোহাক্ষ, জ্ঞানাক্ষ,

তা'রা তা'দের ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রতম মনে

গুণদুগ্ধাত্তব ধ্যানধারণা করেও

তোমাকে চিন্তে সক্ষম হয় না,

এমন অবস্থায়, হরি হে ।

তুমি স্বয়ং 'সোহম' তত্ত্ব না ব'লে

পাপী জীবগণ কিরূপে হরিভক্ত হ'বে ?—

কিরূপেই বা পরমা মুক্তি লাভ কর'বে ?

দীনবদ্ধ !

দয়াময় হ'য়ে আজ কেন নিষ্ঠুর হও ?

বামন ।—ভক্তের বাহ্য পূর্ব হোক ।

নারদ ।—নারিক ! বাণ শীঘ্র বাণ,

ঐ সকল মুনি ঋষিদের ডেকে আন,

তোমার আশ্রয় স্বজনদের ডেকে আন ।

নারিক ।—আমায় যেতে হ'বে না,

দেখ ঠাকুর,

এইখানে দাঁড়িয়ে থেকে সকলকে ডাকি ।

(উচ্চৈঃস্বরে)—

হরিবোল !—হরিবোল !—হরিবোল !

ঐ দেখ, ঠাকুর, দলে দলে দৌড়ে আস্চে ।

।—নারিক !

কিন্তু তোমার হরিভক্তিময়ী বুদ্ধি !

বিগণ ও অন্যান্য নরনারীগণের প্রবেশ ।

(বামনের প্রতি)—তত্ত্ববৎসল উপেন্দ্র !

ভক্তগণের বাসনা পূর্ণ কর,

বিলম্বে প্রাণ অস্থির হ'চ্ছে ।

বামনের সহিত সকলে ।—(হরিসঙ্গীত)

হরি এসে কাঁচে, দাঁড়িয়ে আছে,

ভিজে গেছে তিলক-রেখা—

ভাঙ্গু-তাগে বাঁক-ঘ'রে ভিজে গেছে তিলক-রেখা ॥

হরি কি যেন কি চায়,

জাই এমন চায়,

আল-ভরা কখন বাঁকা ।

দয়ান হরি কেনে বলে, হৃদয় খুঁজে ভক্তি ছিলে,

মুক্তি দেশে, কোলে নেবে, অঙ্গ-মাঝে বেবে দেখা ॥

(দয়াল হরি দয়ান সাগর,

ভবের সাগর করবে পার ;

তব্ব কি, রে মনু ? হ'স'নে কাতর,

আগনি হরি কর্ণধার ।)

হরি হরি গেলে,

ডাকু বাহু তুলে,

লেখ বুকে হরিনামের লেখা ;—

(ভবের ও পার ঘা'বে দেখা) :—

চরির কাছে ঘা'বি, চরির চরণ পা'বি,

নরক শিখে বম থাক'বে একা ॥

[সকলের প্রস্থান ।

চতুর্থ অঙ্ক ।

প্রথম দৃশ্য ।

যজ্ঞমভা ।

বলি, বাণ, শুক্রাচার্য্য, বিশ্ণুচিহ্নি,

ঋষিগণ, ব্রাহ্মণগণ ও দৈত্যগণ ।

বলি ।—ভূতন যবে,

আজ আমার শতাবসেদ যজ্ঞ পূর্ণ হ'বে ।

বহুবৎসর হ'তে

আমি যে ভক্তকার্য্যে ব্রতী হ'রেছি,

আজ তা'র শেষ দিন ।

(বিপ্রচিহ্নির প্রতি)—সেনাপতে ।

আমার আদেশে

অবা আমার শত শত বনাশার উন্মুক্ত কর,

দীন দরিদ্র ভিক্ষার্থীগণকে

তন্মধ্যে প্রবেশ ক'লে দাঁও ।

যা'র যা' ইচ্ছা,

সে তা'গ্রহণ করে আমার হরিভক্তির প্রতি

অচল-অটল মনঃসম্মতের কামনা—

মহা—মহা—

মহা—মহা—

একবারে এত দূর মুক্তহস্ত হ'রা
আপনার পক্ষে শ্রেয়স্কর নহে ।
দরিদ্রের আশা কিছুতেই পরিপূর্ণ হয় না,
মুহূর্তমধ্যে
আপনার সমস্ত ভাণ্ডার অর্থশূন্য হ'বে ;
দরিদ্রের জন্য
আপনাকেও কল্যাণ দরিদ্র হ'তে হ'বে ।

লি।—(সহাস্যে)—সেনাপতে ।
'আমাকে দরিদ্র হ'তে হ'বে'
এ কথা বল্‌চো কেন ?
আমি তো চিরকালই দরিদ্র ।

মহা—সে কি, মহারাজ !
আপনি যে সর্বজীবের অধিপতি,
আপনি সার্বভৌম সম্রাট ।

লি।—না, বিপ্রচিন্তে ।
আমি দরিদ্রের চেয়েও দরিদ্র ।

মহা—তবে রাজা কে ?

লি।—একমাত্র ভগবান হরি ।
সেনাপতে ।

আমাকে তোমরা রাজা বল না,
বল, বল দীনহীন দরিদ্র ।
আমাকে রাজা বলার চেয়ে দরিদ্র বললে,
আমি বড় সন্তুষ্ট হই ।

তোমরা নিশ্চয় জেনো,—
ধনগ্রহী কখনই হরির রূপা পায় না,
পায় দীনহীন দরিদ্র ।
বীরবর !

আমি ভক্তবৎসল হরির দয়াজিহ্বুক,
এই জন্য আমি দরিদ্র ।
দরিদ্রই দরিদ্রের ব্যথা বোধে,
তাই আমি
আমার সমস্ত ভাণ্ডার উজ্জ্বল ক'রবো ।
যাও, সেনাপতে !
দরিদ্র ভিক্ষুকগণকে ধনী কর ।

[বিপ্রচিন্তির প্রস্থান ।

মহা—মহা—

বলি।—কই, ব্রহ্মিন !

এখনো তোমাকে ভ্রাস্ত দেখছি না কেন ?
তুমি কি অবিশ্রান্ত দান-পরিগ্রহে
দেহ মন সমর্পণ কর নি ?

মহা—মহারাজের আদেশ

পূর্ণরূপেই পালন ক'রেছি ।

বলি।—না না

তা হ'লে তুমি আমার নিকট এলে কেন ?

আহা,

এতক্ষণ কত শত দরিদ্র

নিষ্কল হ'য়ে অপেক্ষা ক'রে ।

মুক্তহস্ত বলির পক্ষে এ অতি লজ্জার বিষয় ।

কেন তুমি

দানকাণ্ডা হুগিহুগি হ'য়ে এখানে এলে ?

যাও, আমার যাও,

ভিক্ষা ভোজ্য বস্ত্র ধন রত্ন

বৃষ্টিধারার ন্যায় বিতরণ কর,

যতক্ষণ প্রত্যেক ভিক্ষুক

'আর না—আর না' বলে,

ততক্ষণ তাঁকে অতীত বস্ত্র দান কর ।

আজ আমি কল্লতরু হ'য়ে প্রতিজ্ঞা ক'রেছি

শ্রীহরির রূপায়

দানকাণ্ডে সমস্ত দাতাকে পরাজিত ক'রবো

সকলে।—জয় দাতা বলিরাজের জয় !

মহা—মহারাজ !

আমি বৃথা আপনার নিকট আসি নি ।

একটি ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ বাণক

আমার নিকট দান নিলেন না ।

বলি।—তুমি তাঁকে কোনরূপ রূঢ় কথা বল্‌লেচ ?

মহা—মহারাজ ! বলির ভৃত্যগণও

ভিক্ষুককে দেবতার ন্যায় জ্ঞান করে ।

বলি।—তবে কেন তিনি

তোমার নিকট দান নিলেন না ?

মহা—তিনি আপনার নিকট এসে

আপনার হস্তেই প্রার্থনীর বস্তু

গ্রহণ ক'ন্তে চান ।

বলি ।—শীঘ্র সেই ব্রাহ্মণ-বালককে আনয়ন কর ।

মন্ত্রী ।—বধা আজ্ঞা, মহারাজ !

[মন্ত্রীর প্রস্থান ।

বলি ।—(বাণের প্রতি)—পুত্র ।

দান ধর্ম, দান কর্তব্য,

দান তপ, দান তপ,

দান স্বয়ং ভগবান্ হরি ।

আমার পিতামহ মহারাজ প্রজ্ঞা

পরম হরিভক্ত,

তাঁ' হ'তেই আমাদের দৈত্যবংশে

পরম পবিত্র হরিভক্তি-শ্রোত

প্রবাহিত হ'য়েছে ।

বৎস !

তোমার পিতামহ প্রজ্ঞাদ,

পিতামহ বিরোচন,

এবং পিতা বলির যে হরি ইষ্টদেবতা,

তুমিও তাঁ'কে সেই জ্ঞানে পূজা কর ।

হরিই সমস্ত দেবতার পূর্ণরূপ,

হরিভক্তি ব্যতীত জীবের মুক্তিলাভ হয় না ।

বারিগনের সহিত মন্ত্রীর পুনঃপ্রবেশ ।

মন্ত্রী ।—ইনিই সেই ব্রাহ্মণ-কুমার ।

বলি ।—প্রণিপাত করি ।

বামন ।—মহারাজের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হোক ।

বলি ।—(বাণের প্রতি)—বাও, বৎস !

শীঘ্র বারিপূর্ণ সুবর্ণ-ভূঙ্গার আনয়ন কর ।

আমি স্বহস্তে এঁর চরণ ধৌত ক'রে দেবো ।

[বাণের প্রস্থান ।

(স্বগত)—

আজ এই বামন ব্রাহ্মণশিশুকে বেবে

আমার মনোমধ্যে

কি এক অপূর্ণ আনন্দোচ্ছ্বাস হ'ল ।

আমি তো

কোটি কোটি ব্রাহ্মণ দর্শন ক'রেছি,

কিন্তু এমন ব্রাহ্মণ তো

পূর্বে কখন দেখি নি ।

আহা, কি অপূর্ণ রূপ ।

আজ বজ্রশেব-বিনে শুভক্ষণে

ভগবান্ হরির কুপার

এমন ভিক্রুক ব্রাহ্মণ দর্শন ক'লেম ;

আমি সর্বাশ্রয় ভাগ্যবান্ ।

এই ব্রাহ্মণ-পুত্রকে অভীষ্ট বস্তু দান ক'রে

আমার আজ অশ্রমে বজ্র সকল হ'বে,

আমিও সবংশে কৃতকৃতার্থ হ'ব ।

বারিপূর্ণ সুবর্ণ-ভূঙ্গার লইয়া

বাণের পুনঃপ্রবেশ ।

দাও, বৎস ! বারিপূর্ণ ঝারি ।

(ভূঙ্গার লইয়া)—প্রভো !

আজ তোমার পাদপদ্ম প্রক্ষালন ক'রে

জীবন সার্থক করি ।

বামন ।—(স্বগত)—কি করি, কি বলি ?

আমার পদে

ধ্বজবজ্রাঙ্কুশাদি উনবিংশ চিহ্ন বর্তমান ।

পদপ্রক্ষালনকালে বলি নিশ্চয় দর্শন ক'রবে

তা' হ'লে

হয় তো আমার মনস্কামনা পূর্ণ হ'বে না ।

কি উপায় করি ?

ভক্ত আমার পদ ধৌত ক'রবে,

আমি ভক্তাধীন হ'য়ে

কিরূপে নিবারণ করি ?

না, নিবারণ ক'লে কোন দোষ নাই,

কারণ

বলি ভক্তকে হলনা করাই আমার উদ্দেশ্য

হলনাতেই বলির অধীনতা স্বীকার ক'রবে

(প্রকাশে)—মহারাজ !

আমি ভূমি বড় ভালবাসি,

কিন্তু ভূমি হ'তে

পদ উত্তোলন ক'ন্তে ভালবাসি না ।

আপনি শূন্য হ'তে

আমার উত্তর পদে ঝরিঝরি প্রক্ষেপ করুন

বলি।—তা'ট হউক,

আমি

ব্রাহ্মণের অনিচ্ছায় কোন কার্য করি না ।

(বায়নের পদযুগলে বানিশ্রক্ষেপ
ও পদধৌত বারি মন্তকে ধারণ)

বায়ন।—মহারাজ ! ধনা আপনার ব্রাহ্মণভক্তি !

আপনি এই ভক্তিবলে

ভগবান্ হরিকে পরিতুষ্ট ক'রে

সক্ষম হ'য়েছেন ।

বলি।—বিপ্র ! অমুগ্রহ ক'রে বল,—

কি মনস্থ ক'রে

এই দৈত্যের গৃহে শুভাগমন ক'রেচ ?

বায়ন।—মহারাজ !

দাতার গৃহে ভিক্ষুক কি অতিপ্রায়ে আসে ?

বলি।—বল, ব্রাহ্মণ !

কি তোমার প্রার্থনা ?

বায়ন।—যৎসামান্য ভিক্ষা ।

বলি।—সমস্ত বস্তুই দানার্থ প্রস্তুত আছে ।

তুমি কোন দ্রব্য ভিক্ষা চাও ?

বায়ন।—মহারাজ !

আমি ত্রিপাদ-পরিমিত ভূমিমাত্র ভিক্ষা চাই ।

আপনি অমুগ্রহ পূর্বক

এই দীনহীন দরিদ্র ব্রাহ্মণকে

তন্মাত্র দান করুন ।

বলি।—(সহাস্তে)—

এমন স্বল্পপ্রায়সী ব্রাহ্মণ ভিক্ষুক

পূর্বক কখন দেখি নি ।

ভিক্ষুকের একপ অঙ্গ তৃণ

বড় আশ্চর্যের বিষয় !

ব্রাহ্মণকুমার !

তুমি আর কোথাও কখন ভিক্ষা ক'রেচ কি ?

বায়ন।—না, মহারাজ !

আমি আর কখন ভিক্ষা করি নি ।

বলি।—(সহাস্তে)—

তাই এত অঙ্গ আশা ।

তা' বা'ক,

ভিক্ষা ব্যতীত

ভিক্ষুকের জীবিকা নির্ভাহ হয় না,

অতএব

তুমি বিনা ভিক্ষায় কিরূপে ক্ষুধা নিবারণ কর ?

বায়ন।—আমি কখন স্বয়ং উপবাচক হ'য়ে

কাহারও নিকট কিছু যাচঞা করি না,

লোকে দয়া ক'রে

আপনা আপনি ভিক্ষা দেয় ।

বলি।—তা' বাস্তবিক,

তোমার মত

সুকুমার সৌম্যমূর্তি ব্রাহ্মণ-বালকের প্রীতি
মহারূপণও মুক্তহস্ত হয় ।

আচ্ছা, লোকে তোমার কি ভিক্ষা দেয় ?

বায়ন।—যে সকল পবিত্র বস্তু

তা'রা নিজে ভালবাসে ।

বলি।—তবে আমিও

যে সকল পবিত্র সামগ্রী ভালবাসি,

তস্তাবৎ তোমাকে ভিক্ষাবরূপ দান করি ।

বায়ন।—তা' নূতন নহে,

আপনি

আজীবন তো তাহাই দিয়া আসিতেছেন ।

বলি।—কই,

আমি তো তোমাকে কখন দেখি নি ?

কই, কিছুই তো দান করি নি ?

বায়ন।—মহারাজ !

ভিক্ষুকমাত্রেরই সমধর্ম্মা,

দাতা এক ভিক্ষুককে দান ক'রে

জগতের সমস্ত ভিক্ষুককেই দান করা হয় ।

বলি।—কিছুই বুঝতে পারেন না ।

বায়ন।—বৃক্ষমাত্রেরই পৃথিবীর নিকট জলপ্রার্থী,

কিছু

পৃথিবী প্রত্যেক বৃক্ষকে

স্বতন্ত্ররূপে জলদান করেন না ।

তিনি

একটি বৃক্ষের তৃণা নিবারণ ক'রে দিয়ে

সেই বৃক্ষ উপরকুলিকেও
বারি দান করেন ।

বলি ।—ধনা তোমার তত্ত্বান !

যাই হোক, বিপ্র !

ভূমি

ত্রিপাদমার ভূমিভিকার আশা ত্যাগ কর ;

বিস্তীর্ণ ভূমিগুণ লও ।

বামন ।—মহারাজ ! অধিক ভূমি নিম্প্রয়োজন ।

বলি ।—প্রার্থনা ক'রে সাহস হ'কে না ?

আজ্ঞা, আমি নিজেই দান ক'চ্ছি ।

তোমার ছায়

নির্লোভ ভিক্ষুক ব্রাহ্মণকে দান ক'লে

শতাব্দেধের ফল তো যৎসামান্য,

অনন্ত কোটি অশ্বমেধ-যজ্ঞের

ফল লাভ হয় ।

আমি পূর্বে তোমার অনুসন্ধান পেলে

বৃথা শতাব্দেধ যজ্ঞ ক'ন্তেমনা ।

ব্রাহ্মণ !

তোমার পাদপদ্ম সমস্ত যজ্ঞের পবিত্র ক্ষেত্র,

তোমার ভিক্ষা প্রার্থনা

দাতার পক্ষে সমস্ত যজ্ঞমন্ত্র,

এবং তোমাকে ভিক্ষাদান করা

দাতার পক্ষে অনন্ত কোটি যজ্ঞের ফল ।

বামন ।—মহারাজের ব্রাহ্মণ-ভক্তির তুলনা নাই ।

বলি ।—বিপ্রকুমার !

তোমাকে আমার সমস্ত রাজ্য দান ক'চ্ছি,

দয়া করে গ্রহণ কর ।

বামন ।—মহারাজ !

ভিক্ষকের রাজ্য নিয়ে কি হ'বে ?

আমি ধর্মাকার বামন তপসী,

আমার পক্ষে ত্রিপাদ-ভূমিই যথেষ্ট ।

আমি সেই ভূখণ্ডে উপবেশন ক'রে

তপস্যা ক'রবো ।

বলি ।—শিল্পর আশাও শিল্পী !

আজ্ঞা, তাই দান ক'রবো ।

(বাণের প্রতি)—পুল !

দ্বর্ষ-ভৃঙ্গার দাঁও,

ত্রিপাদ-ভূমি-দান-প্রতিজ্ঞা ক'রে

এই বামন ব্রাহ্মণের হস্তে

বারি প্রদান করি ।

(ভৃঙ্গার-গ্রহ

শব্দ) ।—(সহসা গাত্রোথান করিয়া)—

মহারাজ !

ক্ষান্ত হও—ক্ষান্ত হও ।

ত্রিপাদ ভূমিদানে কৃতপ্রতিজ্ঞ হ'য়ে না ।

বলি ।—গুরুদেব !

আপনি আমার মঙ্গলাকাজ্যী হ'য়ে

অমঙ্গলের কথা কেন বলেন ?

শব্দ) ।—অমঙ্গলের কথা নয়,

মঙ্গলের কথাই ব'ল্ছি ।

বলি ।—দান-কার্য্যে বলিকে

বাধা দেওয়াই কি মঙ্গলের কথা ?

শব্দ) ।—দান মঙ্গলের বিষয়,

অতিদান অমঙ্গলের মূল ।

বলি ।—ত্রিপাদভূমিই কি অতিদান ?

শব্দ) ।—ত্রিপাদভূমিই তোমার সর্বনাশের ;

বলি ।—(সহাস্যে)—আমি ভেবেছিলাম,

এই বামনই শিল্প,

এখন দেখ'ছি,

আমার পুরোহিত্যে ধর্ম্মান শত্রুচাঙ্গাও ত

শব্দ) ।—বড় দুঃখের বিষয় যে

আমার যজ্ঞমান মহারাজ বলি এত ভাণ

বলি ।—গুরুদেব ! আপনার আশীর্বাদে

ভাস্তিকে অনেক দিন বিসর্জন ক'রে'চি

শব্দ) ।—তা' হ'লে

ভূমি আমার কথা তুচ্ছ ভাব'তে না ।

বলি ।—যদি আমাকে দানকার্য্যে বাধা দেয়

তা'র কথা তুচ্ছ বৈ কি ?

শব্দ) ।—বলি ! তোমাকে বড় হেচ' করি'ব

হি'৩৭৭ নাকা ব'য়েন,

কিছু ভূমি আমার পরামর্শ অগ্রাহ্য ক'রে

আর আমি কিছু ব'ল্বে না ; "

তুমি আজ এই দান-দোষে
নিশ্চয়ই অধঃপাতে যা'বে ।
লি।—দান ক'লে যদি অধঃপাত হয়,
তবে তজ্জন্য আমি দায়ী নহি ;
দায়ী পরমদাতা ভগবান হরি ।
বামন।—মহারাজের কণাট বখার্ব ।
লি।—ভ্রাক্ষণ ! হস্ত প্রসারণ কর,
ত্রিপাদ-ভূমি দান-প্রতিজ্ঞা ক'লেম ;
জল লও ।
শুক।—(বাধা দিয়া) —রাজা !
কর কি !—কর কি !
শোনো শোনো—কাত্ত হও—শোনো ।
লি।—কি, বলুন ?
শুক।—এ ভ্রাক্ষণ-বালক সামান্য নয়,
ভলনার অবতার ।
এ শিশু ভলনা-লীলা দেখা'তে
এখানে উপস্থিত ।
এখনি দূরে ভূম্মার নিক্ষেপ কর,
বামনের হস্তে জল প্রদান ক'র না—ক'র না ।
বলি।—এ বামন কে ?
শুক।—স্বয়ং হরি ।
বলি। (সবিস্ময়ে)—স্বয়ং হরি ।
আমার চারাবা দেখতা ভগবান হরি ।
আমার পিতামহ পুজ্যপাদ প্রজ্ঞাচের
বিপদবিনাশী অবিনাশী হরি !
আচার্য্য !
এ কথা পূর্ব্বে বলতে হয় ।
ছি ছি,
আমি না জেনে হরির সম্মুখে
আপনাকে রুঢ় কথা কত বলিলাম ।
আমার ক্ষমা করুন ।
শুক।—তা' বাক, আমি তা'তে অসম্মতই হয় নি ।
তুমি এখন সাবধান হও ।
লি।—কোন ভয় নাই, আচার্য্য !
আমি সাবধান হ'য়েই
আমার যজ্ঞেশ্বর হরিকে

ত্রিপাদভূমি দান ক'ছি ।
(বামনের প্রতি)—দয়াময় হরি !
তুমি সাক্ষাৎ যজ্ঞস্বরূপ,
আজ তোমার জগদারাধ্য শ্রীপাদপদ্ম দর্শনে
আমার বর্ষ্য কর্ষ্য যাপ যজ্ঞ
আত্মা দেহ প্রাণ মন
সমস্তই পবিত্র হ'ল ।
আমার ন্যায় ভাগ্যবান আর কেহই নাই ।
আজ আমি
আমার যজ্ঞদেবতা জগদীশ্বর হরিকে
যজ্ঞভূমিতে অবতীর্ণ দর্শন ক'রে
কৃতার্ব ও পবিত্র হ'লেম ।
ভগবন্ ! নারায়ণ ! বিষ্ণু ! কৃষ্ণ ! হরি !
তোমাকে কোটি কোটি এণাম ।
বামন।—মহারাজ !
আমার হস্তে প্রতিজ্ঞাসিলল প্রদান করুন ।
বলি।—প্রভো ! এই গ্রহণ কর ।
শুক।—বলি ! আবার এ কি কর ?
বলি।—আচার্য্য !
যজ্ঞেশ্বর হরিকে ত্রিপাদভূমিদান ক'রে
শতাব্দমেধ যজ্ঞের পূর্ণাহুতি দি ।
আর আগনি বাধা দিবেন না ।
শুক।—ভাল, তাই ক'র,
কিছু কিয়ৎকাল অপেক্ষা কর ।
(দগত) —
বলি আমার কথার মর্ম্ম বুঝতে না পেরে
আপনার সর্ব্বনাশ আপনি ক'তে এস্কত ।
কথায়
আর এমন হরিতত্ত্বকে প্রবুদ্ধ করা দুর্ধট,
এখন শীঘ্র আমি বজ্রকৌট হ'য়ে
ভূম্মারের জলনিঃসরণ-গলমুখে অবস্থান ক'রে
দান-কার্য্যে বাধা প্রদান করি ।

[বেগে প্রস্থান ।

বলি।—বামন ! এই জল গ্রহণ কর ।

(জলপ্রদানচেষ্টা, কিন্তু জল অনিঃসরণ)

(বাণের প্রতি)—পুত্র !

তুমি কি ভূদ্বারে অন্নমাত্রার জল এনেছিলে ?

বাণ ।—না, পিতা ! পরিপূর্ণ ক'রে এনেছিলাম ।

বলি ।—তবে জল নিঃসরণ হয় না কেন ?

বাণ, আবার জল আনয়ন কর ।

বামন ।—মহারাজ !

আর বালককে কষ্ট দেবেন না ।

এই ভূদ্বারেই জল আছে ।

বোধ হয়,

মুক্তিকাধণ্ডে নলমুখ আবদ্ধ হ'য়েচে ।

আপনি ঐ স্থানে গমন ক'রে

ঐ ইষিকাতে নলমুখ পরিকার করুন,

তা' হ'লে জল নিঃসরণ হ'বে ।

[ভূদ্বারহস্তে বলির প্রস্থান ।

(স্বগত)—শুক্রাচার্য্য

দাতাকে দানকার্য্যে বাধা দেওয়াতে

অপরোধী হ'য়েছেন ।

আজ ওঁকে তার প্রতিকূল পেতে হ'বে

উনি বজ্রকীট হ'য়ে নলমুখ অবরোধ ক'রে

দানকার্য্যের কষ্টক হ'য়েছেন ;

আমিও ঐ কোমল ইষিকাতে

বজ্ররূপে আবির্ভূত হ'লেম ।

আজ বজ্রাঘাতে বজ্রকীট

উপযুক্ত প্রতিকূল পাব'বে ।

নেপথ্যে শুক্রাচার্য্য ।—(উচ্চৈঃস্বরে)—

ওহো—হো, বড় কষ্ট !

গেলেম—গেলেম—ওঃ—বড় যন্ত্রণা !

বেগে শুক্রাচার্য্যের প্রবেশ ।

শুক্র ।—ওঃ !—বড় কষ্ট—গেলেম—গেলেম !

১ম ব্রাহ্মণ ।—(শশবাস্তে)—

কি হ'য়েচে, মহাশয় ?

শুক্র ।—(কষ্টে)—গেচে—গেচে !

১ম ব্রাহ্মণ ।—কি গেচে ?

শুক্র ।—হুটোর একটা ।

১ম ব্রাহ্মণ ।—কোনটা ?

শুক্র ।—যেটা টিপে আছি ।

১ম ব্রাহ্মণ ।—আহা, আহা !

কিরূপে গেল ?

শুক্র ।—গাড়ুর নলে ।

১ম ব্রাহ্মণ ।—আচমন ক'তে না কি ?

(স্বগত)—

উনি আমাদের আহার ক'তে না ডেকে,

একাকী

নিজের উদরপূর্তি ক'তে গিয়েছিলেন,

তা' চোখ বা'বে না ?

(প্রকাশে)—মুখধৌত ক'তে কি

চক্ষে গাড়ুর নলের আঘাত লাগলো ?

শুক্র ।—গাড়ুর নলের আঘাত নয়,

কুশের আঘাত ।

১ম ব্রাহ্মণ ।—তাই বলুন ।

আহা, দাঁত খুঁটে গিয়ে

চোক খুঁট'রে ফেলেচেন !

শুক্র ।—আঃ, না না,

আমি গাড়ুর মধ্যে ছিলেম,

কুশ গিয়ে চক্ষে বিন্ধ হ'য়েচে ।—

ওঃ বড় যন্ত্রণা !

১ম ব্রাহ্মণ ।—আঃ—বলেন কি !

গাড়ুর মধ্যে ছিলেন !—

গাড়ুটো কত বড় !

শুক্র ।—কুজ্জ !

১ম ব্রাহ্মণ ।—তবে আর চক্ষু বা'বে না ?

আপনি শুদ্ধ বান নি যে, এই ভাগ্যি ।

শুক্র ।—(বামনের প্রতি)—প্রভো !

পাপকর্ম্মের উপযুক্ত প্রতিকূল পেয়েচি ।

দাতাকে দান ক'তে নিষেধ করা মহাপাপ

যে এরূপ পাপ করে,

তার এইরূপই শাস্তি ভোগ হয় ।

পাপিশাস্তা হরি !

তবু তুমি আমাকে অনেক ক্ষমা ক'রেচ,

হুঁট চক্ষু অন্ধ হয় নি,

এই আমার পরম সৌভাগ্য ।

মন।—ব্রাহ্মণ !

তোমার দুই চক্ষুই আজ নষ্ট হ'ত,
কেবল বলির দানমাহাত্ম্য দেখা'বার জন্য
একটি অক্ষুর অবস্থায় রেখে দিলেম।

কু।—সকলে দর্শন কর,

আমার ন্যায় ধারা দাতার দানকণ্টক,
তা'দের চক্ষু এইরূপে কুশকণ্টকে নষ্ট হয়।
আমার অক্ষুচক্ষু দর্শন ক'রে
সকলে সাবধান হও।

[প্রস্থান।

ভূজারহস্তে বলির পুনঃপ্রবেশ।

ল।—হে ভক্তের ভক্তিভিক্ষুক বামন !

প্রতি আ-মণিল গ্রহণ কর।

মন।—(হস্তপ্রসারণ করিয়া)—দিন, মহারাজ !

সর্বশ্রেষ্ঠ দাতা মহারাজ বলির জয় হোক !

ল।—(বামনের হস্তে জলপ্রদান করিতে ২)—

বামন !

তোমাকে তোমার প্রার্থিত

ত্রিপাদ-ভূমি ভিক্ষা দান ক'রো।

মন।—মহারাজ !

আমি পূর্ণ স্নেহের সহিত

ত্রিপাদ-ভূমি-ভিক্ষা নিলেম।

ল।—জয় ভক্তিদাতা বলিরাজের জয় !

জয় ভক্তিভিক্ষুক বামনের জয় !

[বামনের সহসা অন্তধান।

[পটপরিবর্তন]

দৃশ্য—বজ্রসভার অপর পার্শ্ব।

বামনরূপী বিষ্ণুর ত্রিবিক্রম বিরাট-

মূর্ত্তি ধারণ।

(সভাস্থ সকলের বিশ্ময়প্রকাশ ও

কোলাহল)

কাশবাণী।—মহারাজ বলি !

স্বদত্ত ত্রিপাদ-ভূমির

বিপাদমাত্র প্রাপ্ত হ'লেম।

এই দেখ, উজ্জপদে

আকাশ ও সপ্তস্বর্গ অধিকার ক'রো,

অধঃপদে পৃথিবী ও সপ্তপাতাল নিলেম।

মহারাজ !

এখনও একপাদ-ভূমি বাকি আছে।

শীঘ্র তৃতীয় পদ রক্ষার ভূমি ভিক্ষা দাও।

বলি।—(স্বগত)—

ও হো, কি বিশাল বিরাট আকার !

অদ্বুত—অদ্বুত হরিলীলা !

বিপদে সমস্ত ব্রহ্মাও অধিকার ক'রেন,

আর ভূমি কই ?

কিরূপে আমার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করি !

আকাশবাণী।—

রাজ্য, আর বিলম্ব ক'ন্তে পারি না,

অবশিষ্ট এক-পাদ-ভূমি শীঘ্র দান কর।

বলি।—(স্বগত)—ওহো, বুঝেচি,

হরি আমাকে পরিহাস ক'ছেন,

নৈলে ও'র তৃতীয় পদ নাই,

অথচ তৃতীয়-পাদ-ভূমি প্রার্থনা ক'ছেন কেন ?

(প্রকাশে)—প্রভো !

আপনার তো তৃতীয় চরণ দেখে পাই না,

তবে তৃতীয়-পাদ-ভূমি নিয়ে কি ক'রবেন ?

আকাশবাণী।—ভূমি ভূমি দেখিয়ে দিলেই

আমি ততুপরি তৃতীয় চরণ রক্ষা ক'রবো।

বলি।—আপনার তৃতীয় চরণ না দেখলে

আমি ভূমি কোথায় পা'ব ?

আকাশবাণী।—ভাল, মহারাজ !

এই দেখ আমার তৃতীয় পদ।

(বিষ্ণুর ত্রিবিক্রম-মূর্ত্তির নাভিস্থল হইতে

তৃতীয় পদ বহির্গত হওন)

সকলে।—কি আশ্চর্য্য !—কি আশ্চর্য্য !

আকাশবাণী।—

দাও, মহারাজ। তৃতীয় পদের ভূমি দাও।

বলি।—(স্বগত)—প্রভো !

আমার অহঙ্কার চূর্ণ হ'য়েচে,

ভক্তের প্রতি সদয় হও ।

আর আমার তিলমাত্রও ভূমি নাই,

তোমার পুরাতন চরণদ্বয়ে

সমস্ত আক্রান্ত হ'য়েচে ।

হরি !

নব পাদপদ্মের জন্য কোথা ভূমি পা'ব ?

আকাশবাণী ।—মহারাজ !

প্রতিজ্ঞা পূরণ না ক'লে,

আমি বড় দঃখিত হ'ব ।

বল, মহারাজ ! শীঘ্র বল,

কোথায় তৃতীয় পদ রক্ষা করি ?

বলি ।—হে অগতির গতি !

আমি অত্যন্ত অস্থির হ'য়েছি ।

দয়া ক'রে ছলনা নীলা পরিহার কর ।

আকাশবাণী ।—মহারাজ ! আমি কি ক'রবো ?

যে ব্যক্তি

অঙ্গীকার ক'রে প্রতিপালন করে না,

ধর্ম তাঁকে যথোচিত শাস্তি দেন ।

ঐ দেব, মহারাজ !

ধর্ম তোমাকে নাগপাশে বন্ধন ক'রে যাতেন ।

বলি ।—আমি অধার্মিক ! ধিক্ আমাকে !

হরি ! রক্ষা কর—রক্ষা কর !

বেগে নাগপাশহস্তে দঃস্মর প্রবেশ ।

ধর্ম ।—বলি ! প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গের ফল ভোগ কর ।

(নাগপাশে বলির হস্তদ্বয়বন্ধন)

বলি ।—হা ভাগ্য !

বাপ ।—(সরোদনে)—হা পিতা !

এই কি তোমার হরিভক্তির পরিণাম ?

এই কি দয়াময় হরির দয়া ?

বলি ।—পুত্র !

আমি যে পণ-ভঙ্গ-পাপে মহাপাপী !

বেগে বিজ্ঞাবলীর প্রবেশ ।

বাপ ।—(সরোদনে, কীটনের সুরে)—

মা থো ! পিতার দশা দেখ, মা !

যে হাতে পিতা সব ঝিলেন দান,

হরি সেই হাত—ও মা ।—

হরি সেই হাত বেঁধেচে, মা !

আহা, কি হ'বে, কি হ'বে,—মা গো !—

কি হ'বে—কি হ'বে,

উপায় ব'লে দে, মা !

পিতার এ বন্ধন আর কেতে পারি না ।

বিজ্ঞা ।—(বাণের প্রতি)—বাড়া, স্থির হও ;

যিনি তোমার পিতাকে বন্ধন ক'রেচেন,

তিনিই আবার মোচন ক'রবেন ।

(বলির প্রতি)—স্বামিন্ !

কোন অপরাধে তোমার একপ দুর্গতি ?

বলি ।—রাগি !

আমি পণ ভঙ্গ ক'রেছি,

সেই পাপে

এই দৃঢ় নাগপাশে আবদ্ধ হ'য়েছি ।

বিজ্ঞা ।—কি পণ, মহারাজ ?

বলি ।—আজ ছলনাময় হরিকে

দ্বিপাদ-ভূমি-ভিক্ষা দিয়ে

দ্বিপাদনাট্র কাণ্ডে দিচ্ছি,

কিন্তু, ঐ দেব,

হরির ঐ নাভিপদ্মজাত নব পাদপদ্মের

স্থান দিতে অক্ষম হ'য়েছি ।

হরি আমার,

দ্বিপদে সমস্ত তক্ষাও গ্রহণ ক'রেচেন,

তৃতীয় পদের জন্য ভূমি দিতে পারেন না,

এই পাপে আমার এই দুর্দশা !

বিজ্ঞা ।—(কীটনের সুরে)—

না না এমন বল না হে,

এ তো তোমার বন্ধন নয় ।

ভববন্ধন মোচন তরে

নববন্ধন তোমার করে ;

এ বন্ধনে সে বন্ধন—স্বামিন্ !—

এ বন্ধনে সে বন্ধন আজ

শিথিল হ'য়ে গেল হে খুলে ।

বলি ।—মহিষি !

একদে বিষ্ণুর তৃতীয় চরণের জন্য
স্থান কোথা পাই ?
জীববাথাহারী হরি
শূন্যে পদোত্তোলন করে বড় ব্যথা পাচ্ছেন,

বিদ্যা।—

(গীত)

নিজে না ব্যথা পেলে, পথের ব্যথা কেউ যোগে না।
ব্যথা যে কি, বুঝু হরি, পায়ে পেয়ে ঘোর ব্যথা ॥
ছননা ক'ন্তে এসে, আশিনি পেয়ে,
আগে হেসে কাঁচন পেয়ে,
স্বামী তুমি থাক গেলে, কোন কথা কহো না :—
যেহু হরি ভক্তের তাঁর জানে কেমন ছননা।
বলু হরি, জীবো ব্যথা সিনে যায়,
নৈলে দেবো ব্যথার উপর আরো ব্যথা পাশ,
কোনো কথা শুনো না :—

জীবের না যত্ন নে ব্যথা, হরির ব্যথা বুঝে না।

আকাশবাণী।—বৎস ! ধন্য তুমি !

তোমার পতি আমি নিত্য সঙ্গী হ'লেম।
যে জীব তোমাদের ন্যায় আমার ভক্ত হ'বে,
ভক্তিভরে আমার উদ্দেশে ভিক্ষুককে
যথাস্থিতি অন্ন বস্ত্র বা অর্থ ভিক্ষা দেবে,
আমি

তাঁদের ভববন্ধনের ব্যথা মোচন ক'রবো।

সকলে।—জয় ভববন্ধন-মোচনকারী হরির জয় !

বিদ্যা।—স্বামিন্ !

তবে আর হরিকে কষ্ট দিও না :

বলি।—মহিষি ! স্থান কই ?

বিদ্যা।—কেন, মহারাজ ! স্থানের অভাব কি ?

এতক্ষণ তো তুমি
হরিকে অতি মান্য স্থান দান ক'রেচ,
কিন্তু অন্তকোটী জগতের মূল্যাপেক্ষা
তোমার একটী অদৃশ্য স্থান আছে,
হরিকে তাই দান ক'রে
প্রতিজ্ঞা পালন কর।

বলি।—কই আর আমার স্থান, রাণি !

বিদ্যা।—কেন ?

তোমার রাজমুহুর্তমণ্ডিত মন্তক !

সকলে।—ধন্য ধন্য !

বলি।—মহিষি ! ধন্য তুমি !

ধন্য তোমার মন্তক !

তুমি আগাপকাণ্ডে হস্তিতকর।

বহু উপস্কার

আমি তোমা হেন সহধর্মিণী লাভ ক'রেছি।

জয় শ্রীহরির জয় !

(বিষ্ণুর ত্রিবিধ মূর্তির প্রতি) —

হে ভক্তবৎসন হরি !

আমার মন্তকে

তোমার পবিত্রতম পান্ডপ জ্ঞাপন কর।

(বিষ্ণুর তৃতীয় পদতলে মণ্ডকরক্ষা)

সকলে।—জয় দাতা বলিরাজের জয় !

(উদ্ধৃতি হইতে ঘন ঘন পুষ্পরষ্টি)

আকাশবাণী।—বলি ! ধন্য তুমি !

তোমার ন্যায় দাতা

আর নাই—হ'বেও না।

অন্যকে তুমি

ভদ্রমূল্যে চিরকালের জন্য ক্রয় ক'রে।

ভক্ত ! বর প্রার্থনা কর।

বলি।—স্বামিন্ ! আমি যাবজীবন হেন

তোমাকে দর্শন ক'ন্তে পারি।

এক দিনেবের জন্যও যেন

তুমি এত ভৃত্যকে ত্যাগ ক'র না।

আকাশবাণী।—তবাস্ত !

মহারাজ !

তুমি আমাকে সর্বদা ভিক্ষা দিবেচ,

অন্ত এক কর্ণ মর্ত্য আকাশে

তোমার আর অধিকার নাই।

একদে তুমি

চিরকালের তত্ত্ব পাভালপুরীতে অবস্থান কর।

আমি সেই স্থলে তোমার দ্বারী হ'য়ে

যাবজীবন তোমাকে দর্শন দিব।

আর এক কথা—

তুমি অদ্য হ'তে ইন্দ্রাদি দেবগণের সহিত

আর বাক্য বিসদ্বাদ ক'ন্তে পাবে না।

তোমার ভিক্ষাক্ত বর্গরাজ্য
আমি ইন্দ্রকে প্রদান ক'য়েম ।
বলি ।—হরির ইচ্ছা পূর্ণ হোক ।
আকাশবাণী ।—মহারাজ !
এক্ষণে পাতালপুরীতে
তুমি পুত্র এবং দৈত্যগণের সহিত প্রবেশ কর ।
[ত্র্যক্ষগণ ব্যতীত সকলের পাতাল-প্রবেশ ।
[ত্র্যক্ষগণের প্রস্থান ।

দ্বিতীয় দৃশ্য ।

অগ্ন্য ।

নারদের প্রবেশ ।

নারদ ।—

(গীত)

কাঁদে পথে দগা করে দগাল হরি ।
কৈদেছিদ্ তাই খেদেছিদ্ চরণ-তরী ॥
হরির কাছে যে জন কঁদে, হরিকে সেই তো বাঁধে,
হরি আপ নি এসে পড়েন কঁদে, দেহে শেলে নয়ন-বারি ॥
হাস' যদি তাঁর চরণ দুটি, ভুলিস্ নে বন কাম্বাকাটি,
একটি দিনে রে ;—
অগ্নি-মাঝে রাজে হরি, অগ্নি ঢালি ছবদ'পরি,
ভিজলে ছবদ, হরির কৃপা ভিজবে, হরি হ'বে তে'রি ॥

ইন্দ্রাদি দেবগণের প্রবেশ ।

দেবগণ ! এইবার তোমাদের বাহা পূর্ণ হ'ল ।

ইন্দ্র ।—ভগোদন !

এত দিন আমাদের পিতা মাতা এবং আমরা

কিছুই বুঝতে পারি নি ।

ভগবান্ হরির মায়াতে মুক্ত হ'য়েছিলাম ।

আজ নে মায়া বিমুক্ত হ'য়েচে ।

আহা ! স্বয়ং ভগবান্ হরি—বামন !

নারদ ।—আজ সেই বামন

তোমাকে সর্গরাজ্য পুনঃপ্রদান ক'য়েন,

দৈত্যপতি বলিকে পাতালবাসী ক'য়েন,

আর তোমাদের ভয় নাই ।

এক্ষণে সকলে মিলে

অল্প পদে অধিষ্ঠিত হ'য়ে আনন্দ ভোগ কর ।

দেখো, হরিভক্তি যেন

এক নিমেষের জন্যও তুলো না ।

ইন্দ্র ।—হরিভক্তিই দেবগণের দেবত্ব ।

এক্ষণে সকলে মিলে হরিপূজা করি গিয়ে ।

সকলে ।—অর্য ভক্তবৎসল হরির জয় !

অর্য বামনরূপী হরির জয় ।

[সকলের প্রস্থান ।

তৃতীয় দৃশ্য ।

পাতালপুরী ।—রাজসভা ।

সুবর্ণসিংহাসনোপরি বলি ও

বিজ্ঞাবলী উপবিষ্ট ।

বিজ্ঞাবলীর কোড়ে বাণ উপবিষ্ট ।

দূরে গদাঙ্কে দারী হইয়া চতুর্ভুজ

মূর্তি বিষ্ণু দণ্ডায়মান ।

কিঞ্চিৎ কাল পরে নারদ, বাহুকি ও

নাগকম্মাগণের প্রবেশ ।

(বহুকী গীত)

নারদ —

অর্য ভক্ত-প্রাণ-বিহারী ।

নাগকম্মাগণ ।—

মুরারি ! মুরারি ! মুরারি !

বাহুকি ।—

অর্য মধুসূদন, সাধু-সাধু-সাধন,

নারদ ।—

দেব-দানব-বান্দহারী ;—

সকলে ।—

অর্য হরি বলির হৃদারী !

নারদ ও বাহুকি ।—

দাতার দাতা ধনা কুসি যে বলি !

নাগকম্মাগণ ।—

হরিপাদে বীণা হ'লে দানব ;—

নারদ ।—

হৃদিতে তব দ্বারে,

বাহুকি ।—

বীণা আজি সেই দ্বারে,

সকলে ।—

অর্য হরি বলির হৃদারী !

নাগকম্মাগণ ।—

এস সব মিলে,

নারদ ।—

বৃন্দ বাছ তুলে,

নাগকম্মাগণ ।—

হরি হরি ব'লে,

বাহুকি ।—

হরি-পদতলে লুটি ;—

সকলে ।—

অর্য হরি বলির হৃদারী !

যবনিকাপতন ।

রামচরিত নাটকাবলী ।

উপক্রমণিকা—দশরথের মৃত্যু ।

প্রথম খণ্ড—হরধনুভঙ্গ ।

দ্বিতীয় খণ্ড—রামের বনবাস ।

বিজ্ঞাপন।

আমি মহর্ষি বাল্মীকি-প্রণীত মূল সংস্কৃত সপ্তকাণ্ড রামায়ণ বাঙ্গালা পদ্য অনুবাদ করিয়াছি। উক্ত রামায়ণের কএকখানি বাঙ্গালা গদ্যানুবাদ আছে কিন্তু অবিকল বাঙ্গালা পদ্যানুবাদ একখানিও নাই। সেই জন্যই আমি পদ্যানুবাদ করিয়া সাধারণের প্রকাশ করিয়াছি। আমার বিবেচনায় দেবোপ বাল্মীকির অমৃত-সহস্র-স্বরূপ রামায়ণ কেবল পঠন ও শ্রবণ করিয়া প্রাণানন্দ ও জ্ঞানানন্দ লাভ করিলে আশার পূর্ণমাত্রায় তৃপ্তি হয় না; দর্শনানন্দও ভোগ করা চাই। কিন্তু অভিনয় ব্যতীত দর্শনানন্দ লাভ হইতে পারে না। এই জন্য আমি বাল্মীকীর রামায়ণের বাঙ্গালা হইতে শেষ উদ্ভবকাণ্ড পর্যন্ত সপ্ত কাণ্ডের অন্তর্গত নির্বাচিত ও সুন্দর সুন্দর অংশগুলি জমায়ে নটকাকারে লিখিতে ইচ্ছা করি। কার্যেও তাহা পরিণত করিয়া আসিতেছি। এ দ্বিতীয় খণ্ড গ্রন্থাবলীতে “রামচরিত নটকাবলী” নাম দিয়া আপাততঃ তিন খানি নটক প্রকাশিত হইল। গ্রন্থাবলীর ভবিষ্যৎ খণ্ডে রামচরিত নটক বলীর অম্যান্য খণ্ডগুলি প্রকাশিত হইবে। ভরসা করি, সজ্জন পাঠ মহোদয়গণ আমার পদ্যানুবাদিত সপ্তকাণ্ড রামায়ণের স্থায় আমার রামচরিত নটকাবলীকেও স্নেহের চক্ষে নিরীক্ষণ করিবেন।

দর্শনানন্দ এবং তৎসহ প্রাণানন্দ ও জ্ঞানানন্দ লাভের আশায় এই সকল নটক স্থপতিক বঙ্গ-রঙ্গভূমি (Bengal Theatre), জাতীয়-রঙ্গভূমি (National Theatre) এবং অত্যন্ত অনেকগুলি সন্দের থিয়েটারে অভিনীত হইয়াছে-এক্ষণেও হইয়া থাকে। আমার অম্যান্য নটকও বঙ্গ-রঙ্গভূমি প্রভৃতি নট মন্দিরে অভিনীত হয়। আমি তজ্জনা ঐ সকল রঙ্গভূমির কর্তৃপক্ষ এ অভিনেতৃসম্প্রদায়কে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ করিতেছি।

শ্রীরাজকৃষ্ণ রায়

মহাশয়ী।

১লা কার্তিক-১৯১১

দশরথের মৃগয়া

বা
বালক সিদ্ধুবধ ।

[পৌরাণিক ইতিবৃত্তমূলক নাটক]

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ ।

দশরথের প্রবেশ ।

পুরুষ ।

বিন্দু — মহারাজ !—

দশ — কি বসন্ত ?

বিন্দু — এগন ফল পাই কোথা ?

দশ — কি ফল ?—কর্ণফল ?

বিন্দু — পেট না ভোরলে তাই বটে,

কিছু এ ফলকে ফল দিতে

কোন ফল দি পেটে ?

দশ — এ উদ্যানে নানা জাতি গাছে

নানা ফল আছে,

মুখা শাস্তি কর, ভাই !

বিন্দু — কিছু নাই— কিছু নাই,

গব ছাই—গব ছাই জর-অনলে,

গেল জ্বলে—গেল জ্বলে পেট,

হ'লে নারি হেঁট—দাও, রাজা, হেঁট

গরিব ত্রাস্ত্রণে ছাত্র ।

দশ — বা'ব আজ সদ্যার সময়

মৃগয়া করিতে ।

বিন্দু — তোথা, মহারাজ !

দশ — সরস্বতী তটে নিরিড কাননে ।

বাই নাই বহু বিন,

বা'ব আজ মৃগয়ার সাজ করিয়া ধারণ,

করিব নিধন হিংস্র পশুগণ ।

হরিণ যতপি পাই,

দ্বিব, ভাই, আনিয়া তোমারে ;

খেও পেট পূবে আশা মিটাইয়ে ।

বিন্দু — মহারাজ — জমোহন !

দশরথ । অক্ষমুনি । সিদ্ধ । বিন্দুবধ ।

কৌ । সারথি । ভূত্যগণ ।

স্ত্রী ।

কৌশল্যা । অক্ষমুনিপত্নী । সখীগণ ।

প্রথম অঙ্ক ।

প্রথম দৃশ্য ।

অবোধ্যা—রাজোপদান ।

বিন্দুবধ ।

চন্দ্রাচলমিদং সর্বং ভক্ষ্যমস্মৈ স জীবতি ।

অর্থাৎ—

সব চ'লে যায়,

কিন্তু পেট ভোরে যে যায়,

সেই বেঁচে যায় ।

ম'লেও জীবন তা'র,

পেটটি ভরা যা'র ।

সবি যায়, থাকে কি ?

এই পেটের তিতর দুখ দি ।

সামের বস্ত্র লাভ হোই,
হুত্বে আমার পেটের খোক,
ব্রাহ্মণীকে দেবো খালি
হরিণের হুটো চোক ।

দশ ।—সে কি, বয়সা ?

বিদু ।—চণ্ডিকাণী ব্রাহ্মণী আমার,
চোকে চোক বসাইব তাঁর,
মাংসপ্রিয় পেটটি আমার,
মাসে আশ মিটাইব তার ।
শাস্তে বলে—‘যে বা’র প্রিয়,
তা’কে তাই দিও ।’

দশ ।—(সহাসে)—বেস্ তাই !

বিদু ।—তবে এখন ঐ দিকে যাই,
যদি হু’ একটাও ফল পাই ।

[প্রস্থান ।

দশ ।—বেলাও অধিক নাই আর,
যাই এবে অস্ত্রাগারে,
মুগয়ার উপরুক্ত খর শররাজি,
অসি, তুণ, তোমর, ধনুক
বাছি’ বাছি’ হই গিয়া ।
ভাল কথা,
অন্ধকারে করিব মগয়া,
বাগদের ছায়া না পাব দেখিতে,
কাজে কাজে নারিব বধিতে হিংস্র পশু ।
সে কারণ, কবি ধারণ মহা অস্ত্র শব্দবেধী,
লক্ষ্য করি’ বাগদের বর,
এড়িবে সে শর অন্ধকারে,
বিনাশিব অলক্ষিত পশু ;
শব্দবেধী শ্রেষ্ঠ শর যোর ।

(প্রস্থানোদ্যোগ)

বিদুষকের পুনঃ প্রবেশ ।

বিদু ।—গাড়ানু—গাড়ানু, মহারাজ !
একটা আছে বস্ত্র কাজ ।

বিদু ।—এই ব’লুটি,—

আপ্নি বা’বেন শিকারে,
আমি থাকিবো কি কোরে ?
আপনা ছাড়া সর্ববাস
আমার পক্ষে সর্বনাশ,
মহাত্রাস—হান্ফান !

দশ ।—বড় ভালবাস মোরে ।

বিদু ।—সে কথা আবার হু’বার কোরে ?

(স্বগত)—

তোমার বস্ত্র ভালবাসি, পেট আমার সাক্ষি
পেটের তরেই খাঁচায় ঘোরে বনে ওড়া পক্ষ
সাধ কোরে কি তোমার সনে
বা’ব আমি নিবিড় বনে ?
আমায় আশার মাচায় ভুলে,
এমো যদি হরিণ ভুলে,
তা’ হ’লেই যে খিদের চোটে
ম’রুবো আমি দমু ফেটে !
‘বড়র পীরিতি বালির বাঁধ,
কণে হাতে দড়ী, কণেকে চাঁদ !’

(প্রকাশে)—

মহারাজ !

বর্ষাকালের বেলা

শীতের চেয়ে দ্বিগুণ

সকো এসেও স’রে বার,

গরিবকে সুবাই বিগুণ ।

দশ ।—না না, তাই, দেরি নাই,

অবিলম্বে অবলম্বি’ বিশাল আকাশ

ভূতলে আসিবে সন্ধ্যা ।

বিদু ।—হরিণ ! এই বেলা খেঁরে নে ঘাস !

দশ ।—এবে অস্ত্রাগারে যাই,

সারথির পাশে বাও তুমি ।

[উভয়ের প্রস্থান ।

দ্বিতীয় দৃশ্য ।

অবোধা—রাজপথ ।

কঞ্চুকী ।

কঞ্চু ।—বুড়ো হ'য়ে বেঁচে থাক।
আর বেঁচে ম'রে থাক।
হুইই সমান !

বিদুষকের প্রবেশ ।

বিদ ।—কোণায় বান ?

কঞ্চু ।—অ'গা ?

বিদ ।—বলি, কোণায় বান ?

কঞ্চু ।—আমার কালা কান ?

তোমার ঠাকুরদাদাকে আমি ছেনেবেলা

ব'লতেম কালা ;

তা'রি বুঝি শোধ নিচ্ছ এই বেলা !

বুড়ো ম'রে গিয়ে

তোমায় বরাং দিবে,

আমার বরাতে মাফে তেলা ।

এ কি তামাসা, বাপু ?

এখনো দুদের ছেলে,

থাকবে কোলে ;

তা' না হোবে

বুড়োর মত ঠাট্টা-ঢিলে

শ্রাণের দুকে দিচ্ছ জালা !—

খালি কালা—কালা—কালা ।

।—আমি তো বলি নি কালা ।

।—(সহাস্তে)—তুমি আমার কালা !

তা বেশ বেশ !—তুমি যে আমার নাতি !

ও ভাই !

নাভুবো দেখতে কেমন ?

।—অগ্নি ।

।—অ'গা ?—কি ?—গেছো ?

অমন কথা বোলতে নেই, নাতি !

নাভুবো ভুললে মাগবে নাহি !

বিদু ।—আগনার নাভুবো কেমন ন'ন ।

কঞ্চু ।—অ'গা, নাভুবোর মুখখানি চাঁদের মতন ?

তা' এতক্ষণ বোলতে ছয়,

ঠাকুরদাদাকে এত ভয় ?

ঠিক বোলে কি কেড়ে দিতেম ?

আরো কত সাবাস্ দিতেম ।

বিদু ।—তা' যাক এখন ।

বোলতে পারেন সারথি কোথা ?

কঞ্চু ।—ও !

আনার হাতে এ প্রসানী তুলসীপাতা ।

রাজার আজও ছেলে হোলো না,

তাই রাজে রাজ করি অনাগোনা

নারায়ণের মন্দিরে ;

এক হাজার আট তুলসী দ্বিগুণে শিরে,

ঠাকুরের কাছে বর চাই,

যেন শীগ্গির দেখতে পাই

রাজার চাঁদপারা ছেলে ।

সন্ধ্যো হ'য়ে এলো,

এ তুলসী রাজাকে দিই পে যাই ।

[প্রস্থান ।

বিদু ।—ভাল এক কালার পামায় প'ড়ে,

চেঁচিয়ে গলা গেল ছিড়ে ।

কথায় বলে—

"ধর্মের ঘরে কুঠের অভাব নেই ।"

এও সেই ;

রাজার তো আর খেয়ে খেয়ে কাজ নেই,

পু'ষেচেন একটা কালা ।

তা'র কি বল ?

আমার মত জালা ।

বুড়োটা আমায় কোরে গেল জব,

ভাঙা গলায় বেরোয় না আর শব্দ ।

ওই যে সারথি যার,

ওকে এখন কি কোরে ডাকি ?

বা' হোক, একবার হাঁকি ।

(বিকৃত হয়ে)—

ও সারথি !—সারথি !—ও—থি !
 আমার,—কি জালা,
 কপালগুণে ওটাও কি কালা ?
 না, ওর দোষ কি, বাবা ?
 আমার গলাটাই বোবা ।
 ভাঙা গলায় চেঁচাই মিছে,
 দূর হোক্ গে ছাই, বাই কাছে ।
 কি গেরো,
 যতই কেন চেঁচা কর,
 কপালগুণে
 বসগাছটি কাঁড়ায় ভালগাছে ।

[প্রস্থান ।

তৃতীয় দৃশ্য ।

অযোধ্য—রাজতঃপুর ।

কৌশল্যা ও সখীগণের প্রবেশ ।

সখীগণ ।— (গীত)

গৌরী—দাব্রা ।

শ্রেয়সবর্ষি, সহ, শিবতে হর,
 মাহুশের কাছে নর;
 সাজের রবি, শ্রেয়ের হবি,
 শ্রেয়ের আলো আকাশনর ।
 ঐ রবি, সহ, শ্রেয়ের বেলা,
 খেলতে কেমন সাজের বেলা,
 আঁধার, আঁধার, আঁধার আলো,
 কমল-বালা চেয়ে রয় ;—
 দূরে দু'জন, ওদুও কেমন,
 আগে শ্রেয়ের তুফান বর ।

কৌশল্যা ।— (গীত)

সিদ্ধ বাবাজ—কাজিয়াসি ।

না না, সখি, এমন বোলো না,
 এমন বোলো না,—আর এমন বোলো না ।

শ্রেয়ের লালুর রসালো গলে,
 শ্রেয় আপুনি এসে সোচান করে ;
 রবির সাজের শ্রেয়িক আছে,
 আমি মো বাঁধা হলনা—
 তাঁর সনে, সহ, আকাশ-রবি,
 হন কি শ্রেয়ের তুফান ?
 কমল-বালা রবির শ্রেয়ে সুখী বটে, সহ !
 সাজের রবি তুববে ববন, তুবন সুখী কই ?
 আমার আগের শ্রেয়ের রবি,
 জানে না সে হলনা ।

সখীগণ ।— (গীত)

মিথ্র কালাংড়া—তরতঙ্গ ।

তোমার মনের কথা শুনবো বোলে,
 শ্রেয়ের কথা শুনবো বোলে,
 আমাদের এই কথা তোলা ।
 আমরাত, সহ, শ্রেয়ের দাসী,
 প্রাণ দিয়ে শ্রেয় ভালবাসি,
 তাই তো তোমার কাছে আসি
 শিবতে সাধের শ্রেয়ের বেলা ।
 বাপা তুমি শ্রেয়-কপতে,
 শ্রেয়ের প্রজার শ্রেয় শিখা'তে,
 শ্রেয়িক রাজার শ্রেয় বিলা'তে,
 প্রাণ-তোলা এই শ্রেয়ের লীলা ।

:ম সখী ।—সখি ! ঐ তোমার শ্রেয়িক আসে

আমরা এখন বাই,
 কুলের মালা গেথে আসি
 আজ মনের সাধে
 শ্রেয়িক শ্রেয়িকাকে খুলমালায় সাজাব

[সখীগণের প্রস্থান]

দশরথের প্রবেশ ।

কৌশল্যা ।—প্রাণেশ্বর, মনুষ্যের পর কেমন আ
 ধরিয়ান্ন যুগজার বেশ কি হেতু, প্রাণেশ ।
 অন্তাচলে চলে চল-রবি,
 আরতিম ছবি শোভা পায়,
 কুলায় পাখীরা কিরে যায় ;
 আধ আলো, আঁধার আঁধার

ঢালিয়া নামিছে সন্ধ্যা সতী ;

কোথা, পতি, যা'বে এ সময় ।

দশ।—নৈশ মৃগয়ার যা'ব আজ,

মৃগয়ার সাজ সে কারণ ;

না করিও ব্যাধি, প্রাপ্তেরি !

ভরা করি' লাও হে বিকার,

ফিরিব ভরার পুনরারি ।

শশল্যা।—সে কি, নাথ ! এ কি কথা !

বরষার নিবিড় নিশার

শিকার-আশায় কেন মন ?

চিৎস-জরু-সমাকুল বন

করিবে আকুল তোমা' প্রতিকূল ভাবে ;

কেন যা'বে এ হেন সময় ?

অসময়ে আপদ-শিকারে

আপন নিপদ পাছে ঘটে ।

কহি তাই, কাজ নাই অকাল-মৃগয়া ।

দশ।—কেন, ভীক, ভাব ভর ?

মতিয়ের কোন কালে অকাল সকাল ?

বিশেষতঃ রাজা আগি,

লক্ষ লক্ষ প্রজার জীবন

আমার জীবনে জীয়ে ;

কি করিয়ে বল তবে নিজীব সমান

ধরিব এ প্রাণ, প্রাণপ্রিয়ে ?

নানাবিধ বন্য পশু আসিয়া নগরে

গ্রাম্য পশু, নর নারী, বালক বালিকা

বিনাশে করাল গ্রাসে ;

তোসে আর্তনাদ করে জনে জনে ;

বাঞ্জে প্রাণে দারুণ আমার,

তাই প্রতীকার করিব, লব্ধ্যেরি !

শশ্যা।—রাজার উচিত কাজ প্রজার রক্ষণ,

কিছু, তা' বলিয়া

নয়ম লঙ্ঘন করা উচিত কি তব ?

যা'বার নিশার

ক বা কবে যায় মৃগয়ার ?

দুঃকারে করিয়া সন্ধান, ধরতর বাণ

ভীরা আপদ-প্রাণ কেমনে নাশিবে ?

ভয় আশে ফিরিয়া আসিবে ;

তাই বলি, কাজ নাই নিশার শিকারে,

কালি দিবালোকে বেও, মহারাজ !

দশ।—হোক নিশা, তবু আশা পূরিবে আমার,

হের এই শব্দবেধী বাণ,

পশু-প্রাণ নাহি পাবে ভ্রাণ ;

স্বাপদের শব্দ লক্ষ্য করি'

হানিব এ মহাশর,

মরিবে নিশ্চয় হিংস্র পশু ;

আশু শর ফিরিবে আবার মোর ভূপে ।

নাহি দিও বাধা

মন-সাধ সাধিতে আমার ;

পরীক্ষা করিব আমি আজ

কিবা কাজ করে শব্দবেধী ।

কৌশল্যা।—কি বলিব আমি আর,

পুংস্কের ইচ্ছা কোন কালে

নারীর বচনে কিরে ?

কিছু, নাথ, মনে বড় ভয়,

আজ কি হ'তে কি হয় ;

অদুঃকারে অসাধা সাধন

বড় ভাল নয় ।

দশ।—কেন, প্রিয়ে, পুন ভাব ভয় ?

নির্দিষ্টে আসিব ফিরি' ।

কপুৎকীর প্রবেশ ।

এই যে কপুৎকা উপস্থিত ;

বিশুপদপূজিত তুলসী

ধরি' শিরে যা'ব মৃগয়ার ;

হরির কুপায়

বাসনা পূরিবে অচিরায় ।

কপুৎকী।—এ কি !—এ কি দেখি !—

ও মহারাজ ! এ কিসের সাজ ?

মাথায় তাজ—হাতে ধনুক—

পাট্টাধা বুক—ভারী ভারী মুখ—

তুণগোরা বান—উঃ, বড় ধারি—না ?

এটা কি হাতে ?

দশ ।—তুমি আমি হুই জন ।

বিদু ।—বড় অন্ধকার,

অন্ধকারে কাইন যেমনে ?

আলোকধারীরা নাহি বা'য়ে ?

দশ ।—তামস-মগরা ইচ্ছা মোর,

আলোকে নাহি কোণে যোজন ।

বিদু ।—আলোক না হ'লে—

দশ ।—(বাধা দিয়া)—আরে আলোক দেখিলে

পালাইবে নিশাচর পশু ।

হের এই শব্দবেদী শর,

পরীক্ষা করিব এর আজি ।

সারথি পুনঃ প্রবেশ ।

সারথি ।—আনিয়াছি সুসজ্জিত রথ,

মহারথ, কর আরোহণ ।

[নকলের প্রস্থান ।

দ্বিতীয় অঙ্ক ।

প্রথম দৃশ্য ।

সরসূতটর অবশ্য—অক্ষমূর্খের কুটীর সমুদয় ।

(কড়, রুষ্টি, মেঘগর্জন, বজ্রপাত, বিদ্যাহু)

সিদ্ধ ।

সিদ্ধ ।— (গীত)

মেঘ-মল্লার—জলধি-একতাশা ।

ধর, হে বারিণ, মিনতি মোর,

ডেকে না গভীরে গরজি দেও,

শিরসে প্রাণ, কাঁপে পর পর, ক্ষীণ শরীরে—

বড় যে ত'য়েছি অধীর হে ।

ভুলে যা চপল, চমক চাতলি,

চোখে চেপে রাখ ভীষণ বাজ,—

তুই ঘুমাইনে, বাজে ঘুমা'য়ে,

ভয়ও দুর্গাবৈ আকস্মিক গো,—

বড়-পবন হে—

ডেকে না দীনের কুটীর হে ।

হা বিধাত ! এ কি তব লীলা ?

অন্ধ পিতা মাতা মোর,

আমিও বালক আজিও গে,

কীনগণে কেন এ করলি ?

ঘোরতর বর্ষাকাল,

ডুবিল আরণ্য পথচর,

মরুতধারিণ চালে কল

মেঘদল দিনানিশি ;

বজ্রের দাক্ষণ ডাকে

থেকে থেকে চমকে পূর্ণাঙ্গ,

পূর্ণ-বায়ু বহে তুচ্ছ রবে,

কাঁপে অঙ্গ থরথরি' ;

ভাঙে পুন ঘোর অন্ধকার,

না পাঠি দেখিতে পথ ঘাট,

হায় হায়, এ কি ঘোর দুর্ঘট ঘটনা !

নাহি পেয়ু ফল মূল কিছু,

বর্ষা ক্ষুদ্র মো'সবারে বাস ।

না ডরি দুধারে আমি,

কিন্তু মোর বন্ধ পিতা মাতা

উপবাসে বড়ই আকূল ;

কেন হেন প্রতিকূল হ'য়ে

অকূল পাথারে ডুবাইলে, বিধি ?

সারা দিন ঘরি' ঘরি'

রুগার আইস্র কিরি' ;

আশায় ঘরিসু পুনরায়,

কিঞ্চ, চায়, আইল রজনী

মেঘের অ'ধারে বাড়াইল বিজ্ঞের আধার ।

ফল-আশা হইল বিফল,

ভাগ্য-কল্যাণ এই কি'রে !

এই তো কুটীর দেখা যায়

বিদ্যাতের অগ্নিক চমকে ;

চমকে আমার প্রাণ এ কুটীর হেরি' !

হা পিতা !—হা মাতা !

কি বলিব তোমা দুই জনে !

(মেঘগর্জন ও বজ্রপতন)

নেপথ্য ।—কাণা বাণ ! কোণা সিদ্ধ !

ডাকে মেঘ, ঠাকে বজ্র,

কখন পিয়াছ বনে,

না ফিরিলে এখনো কি হেতু ?

সিদ্ধ।—হায় হায়, শিখা হাতা মোর

পুত্রসেহে কীদে ভীতভিত্তে।

হুধোনে বা বিবম বিলকে

মেহের বা মামার মরতি

জীবন্ত হইয়া উঠে।

তাই কি বিধাতা!

আজি তব এ দারুণ খেলা?

হ'বে।

কিছু আমি শূন্য-করে

কি ক'রে সুখা'ব সুধাক্ষয় দৌহাকারে?

(পুনর্বার মেঘগর্জন ইত্যাদি)

নপথ্যে।—হায় হায়, এ কি আজ!

আয় আয় বাপু রে আমার!

সিদ্ধ।—(উচ্চৈঃস্বরে)—

কেন মা কীদাঁড়?

কেন পিতা কর তাহাকার?

আসিয়াছি—যাই যাই।

[প্রস্থান।]

নপথ্যে।—সিদ্ধ! সিদ্ধ!

কেন বাপু বিলম্ব রে এত?

[পটপরিবর্তন]

দৃশ্য—কুটার।

অক্ষমুনি ও অক্ষমুনিপত্নী।

সিদ্ধুর প্রবেশ।

মু।—চির অন্ধ পিতা মাতা তোর,

চিরকাল চির অন্ধকারে কাটে কাল;

আঁধি-ভারা-হারা হ'য়ে আছি,

কিছু বাপ, অন্তর-নয়নে

আমা দৌহাকার তারা তুমি,

তোমাধনে হারা হ'য়ে

অন্তরেও দারুণ আঁধার

আকুল করিতেছিল দৌহে।

আর রে ভালোক! আর রে নয়নভারা!

আয় কোলে—আয় কোলে।

(চতুঃপ্রসারণ)

সিদ্ধ।—সুধার আকুল তুমি, পিতা!

তপস্যার জীর্ণ শীর্ণ অতি,

কাতর হইবে মোর ভারে,

কাজ নাই কোলে ল'য়ে,

তোমাধের হৃত-মেহ-কোলে

দুলি আমি পলে পলে।

অ-মু-প।—বাণী!

ভিজ্জেছে কোমল কার,

ভিজ্জেছে গৈরিক-বাস,

কেশপাশ জলভারে ভারী।

আয় আয় আঁচলে মুছাই বৃষ্টিবারি;

দৃষ্ট নাই—দেখিতে না পাই,

ব'লে দে, মুছাই আমি।

সিদ্ধ।—না মা, থাক।

নিজে আমি মুছি নিজ দেহ।

অ-মু-প।—অন্ধের নয়ন!

জীবনের জীবন্ত জীবন!

এ কি কথা বল, বাপুদন?

নিজে তুই মুছবি শরীর তোর.

মা হ'য়ে সহিব আমি প্রাণে?

অ-মু।—সিদ্ধ রে, বড়ই ক্ষুধিত! তোর মাতা,

বড়ই ক্ষুধিত আমি;

কি কল এনেছ, বাবা,

দাও দাও আমা দৌহে।

(চতুঃপ্রসারণ)

সিদ্ধ।—(স্বগত)—হা বিধাতা! এ কি হ'ল,

কি বলিয়া উত্তর দিব গো!

সুধার কাতর পিতা মাতা;

অভাগা তনয় আমি,

নারিলু করিতে শাস্তি কৌহার সুধার।

কুক্ষণে পোহ'ল রাত.

পিতা যে পাতিল হাত,

কি কি এ হাতে ?

হা নিষ্ঠুর—হা নিষ্ঠুর বিধি.

এ কি হে তোমার বিধি ?

ঘোর অবিচার—ঘোর অত্যাচার,

এই শুণে বড় তুমি !—ছি ছি !

কোন দোষে দোষী আমি ?

কোন দোষে আমি হ'তে জনক জননী

পুত্র থাকিতেও পুত্রহীন ?

আর মোর ভাই নাই,

কে বা আসি' এ দোহার ক্ষুধা নিবারণে ?

এক পুত্র হওয়া ভাল নয়,

বহুপুত্র বহুশুণে ভাল,

পিতা মাতা কষ্ট নাহি পায় ।

এক পুত্র হওয়া চেয়ে অপুত্রক ভাল,

তা' হ'লে আজি রে

মা বাপের দারুণ যন্ত্রণা

দেখিতে না হ'ত চক্ষে,

বাক্তিত না মোরো বক্ষে বজ্রের সঙ্গনা !

অ-মু।—কই, বাপ, ফল দাঁও ?

সিদ্ধ।—পিতা গো !

অ-মু।—কি বাবা ?

সিদ্ধ।—বেহাগ—(আলাপ)

পিতা, শরমে মরন ফাটে,

ছদয়ে বাতন! কোটে,

কি বোলে আজ—পিতা গো !—

কি বোলে আজ, বুঝা'ব তোমার ?

বড় অপরাধী আমি আজ,

কেন না'শিরে পড়িল বাজ !

এ ছার ভীষে কি বা কাজ ?

কেন না আমার মরণ হোলো ?

কেন না বাতাসে মিথিরে গেলো

আমার এ ছার জ্ঞান !

ছি ছি, আমি মহাপাপী,

আমার মতন—পিতা গো !—

কেহ নাহি পাপী আর,

ধিক্ বিধি মোরে শত বার ।

অ-মু।—কেন হেল আত্মনিধা ?

কেন, পুত্র ! এক বৈ বিবাহ ?

সিদ্ধ।—সিদ্ধম্বী-টোড়ী-ভৈরবী—(আলাপ)

বিধি, মোরে বড়ই বায়,

পুত্র না মোর নমস্বায় ।

প্রাণপণে কত বলে বনে

অমিহু ফল অবেশে ;

একটিও ফল শেহু বা, পিতা !

বিফল হোয়ে আইহু ফিরে,

হায় হায়, পিতা, কি হ'বে গো !

ছি ছি, আমি কি করিহু আজ,

ক্ষুধিত পিতার—ক্ষুধিতা মাতার

উপবাসী আজ থাকিতে হোলো !

আহা, এতট আমার কপালে হিলো !

পিতা ! পুত্র নহি আমি—শক তোমাদের,

আমি হ'তে পেলো ক্ষুধার আঁনা !

পূর্বজন্মে আমি কৈহু কত পাপ,

তাই তোমা দোহে দিহু পরিতাপ ।

অহো, এই পাপে পুন—পিতা গো !—

না জানি কি ঘোর নরকে যাব ।

অ-মু-প।—বাবা !

পাও নাই ফল,

কেন রে চকল সে কারণ ?

অকলের ধন !

তুমি যে এসেছ ফিরে ফের,

এই আমাদের চের ।

সিদ্ধ।—মা গো !

স্নেহময়ী মাতা তুমি,

স্নেহময় পিতা মোর,

স্নেহের বন্ধনে আজ বঁধা,

এই সে কারণ, এ হেল বচন বল,

কিহু, মা !

উপবাসী রাধি' তোমা দোহে

নারি যে তিষ্ঠিতে আমি ;

প্রাণ মোর বড়ই আকুল,

অকুল বিবাহ-সিদ্ধ

পলে পলে ডুবায় আমা

মা আমার!—কি কষ্ট, মা!

এখনো অনেক রাত আছে।

অ-মু-প।—খানেক অনেক রাত, কিছু ক্ষতি নাই,

দুমাইলে প্রভাত হইবে।

প্রভাতে আনিরে বিও কল।

সিদ্ধ।— মিশ্র-খট্—(কীৰ্ত্তনাদ)

না, না, আমার কোনো না বারণ,

আবার আমি যাঁব না, বনে;

আঁধারে আঁধারে, এ ঘরে ও গারে

ও জ্বিলে দেখি—

আর একবার ওঁ জ্বিলে দেখি.

হয় তো এ বার—ও মা!

কল দেবে বনের দয়ান শাবী।

(প্রস্থানোদ্যোগ)

অ-মু-প।—না না, বাছা, গিয়ে কাজ নাই,

চল বাই কুটীর ভিতরে।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

সরসু তটস্থ অরণ্য।

দশরথ ও বিদূষক।

দু।—মহারাজ!—ও মহারাজ!

বড় অন্ধকার!

চোখে দেখতে পাই নে কিছু,

কি আগু—কি পিছু

সমান চারি ধার।

আমার বড় ভয় হ'লে,

কে যেন ছুটে আসতে;

কে জানে

কে কাঁকে আজ করে শিকার।

ও মহারাজ!—কি হ'বে?

।—কি হেতু চীৎকার কর, ভাই?

পালাইবে বশু পত্ন।

বিদু।—স্বাধে কি চেষ্টাই,

চেষ্টানি যে আপনি আসে,

অঙ্গ আমার কাঁপে ত্রাসে,

ভয় দিয়ে যাই।

(পলায়নোদ্যোগ)

দশ।—(হস্তধারণ করিয়া, সহাস্যে)—

কেন এত ভয়ে ভীত?

শাস্ত কর চিত্ত;

শশস্ত্র নিকটে আছি; কোন ভয় নাই।

বিদু।—না, আমি যাই।

দশ।—তবু ওই কথা।

বিদু।—তা'র সেখানে হাত

যা'র সেখানে ব্যথা।

দশ।—কই, পেটে তো হাত নাই!

বিদু।—পেট কি আর আছে?

আঁতকে উঠে শুকিয়ে গেছে।

ব্যথা এখন প্রাণে,

প্রাণ বাচলে তো পেট?

ও সারথি!

বদশ।—আবার চীৎকার?

বিদু।—তা' কি ক'রবো বলুন?

আপনিও সঙ্গে চলুন,

মৈলে ব্রহ্মহত্যা হ'বে।

ব্রাহ্মণীর আর বে কেউ নাই!

কি হ'বে—অ'্যা!—তাই তো—কি করি—

মহারাজ! আমি যাই।

দশ।—কোথা যাবে, ভাই?

বিদু।—পালাই।

দশ।—কাছে আছি, তবু এত ভয়,

একাকী কিরণে যা'বে?

বিদু।—অ'্যা!—তাই তো,

তবে কি হ'বে?

শাক্তেও নারি—বেডেও নারি,

কেন এলেন ছাই, এমন যমের টাই।

দশ।—কেন তবে এসেছিলে, ভাই?

বিদু।—পোড়া পেটের দায়,
পোড়া জিহবের দায়।
এ যাত্রা যদি থাকি,
তবে বাড়ী গিরে; আশুন দিরে
পেট ব্যাটাকে
পোড়াবো—পোড়াবো—পোড়াবো ।

(নেপথ্যে পদশব্দ)

ও বাবা ! ওই বুঝি আসে,
এই বুঝি গিলে খেলে !
যা' ভেবেছিলেম, তাই,
আর কাজ নাট ;
আপনি থাকুন—আমি যাই ।

দল।—বাই বাই কর শুধু, কিছু কোথা পথ ?

বিদু।—আপনার রথ।
রণে চোড়ে মুকিরে থাকি,
চোক বুজে আপনার শিকার দেখি ।

দল।—বাও তবে ।

বিদু।—এক্লার কর্ম নয়,
বড় ভর, কি জানি কি হয়।
আপনিও আহুন,
আপনার হাত ধরে পলাই কল কোরে ।

(হস্ত দরিয়া আকর্ষণ)

[উভয়ের প্রস্থান ।

কুন্তহস্তে সিকুর প্রবেশ ।

সিদ্ধু।— (গীত)

মিঞ-পাহাড়ী—জলজ একতালী ।

ফল-আশী, আমি বনবাসী,

একটিও ফল পেলেম না রে !

বনবাসী তরুলতা, বনবাসীর প্রাণের পাখ,

আপন মাগি বুঝ লে না রে !

কেন কেন ওরে তরুলতা, দিল নি ফল ?

সাধ কি তোমের দেখে ভোর আমার নয়নে জল ?

আহা, থাকতে তোরা কুখার সরি। বাপ না আমার,

অকল্যাণি গোমে করে কর কর অনবার,

এ দেখেও বরষা হইল না রে :

দাতা হোয়ে কৃপণ হ'লি, এ কুখ আর বুঝে কোরে ?

কল্যাণেব জলপান,

আমা হ'তে মোর পিতা মাতা

এত ব্যথা পাইলেন প্রাণে ।

ধিক মোরে !

কি করি ; উপায় নাই আর,

সরসুর বারি ভরি' অবিলম্বে যাই ।

(অগ্রসর হওন)

সলিলে কি ক্ষুধা বার ?

হায় হায়, এ কি বিড়ম্বনা !

বিধাতা হে, ভাল করা দেখাইলে আজ !

(পুনরাগমন হওন)

ললিত—(আলাপ)

আহা, বিধি, এ কি সীল তোমার,

ক্ষুধানে জলে পিতা মাতা আমার ।

সরাস নামের এ কি খেলা হে ?

নাথের দয়াল, কাজে অবহেলা হে !

ভূমি, ভূমি নাকি সবার পিতা,

জীবের বাখার পাও হে বাখা,

জীবের ভূমি অন্নদাতা—দয়াল বিধি হে ?

জীবের ভূমি জীবনদাতা,

এই কি, প্রভু, অমণি তার ?

ক্ষুধার মরে পিতা মাতা আমার !

আহা, সরাস হ'য়ে কেন হোলে নিদ্র,

কি কঠিন, বিধি, তব জগৎ !

না না, বিধি ! কি দোষ তোমার !

আমিই অভাগা ভুবন আমার ।

কাজ নাই আর এ হার প্রাণে,

পিতা মাতার প্রাণ বাখার আগেই

সরসুর নীরে ডুবিয়ে দরি ।

(পুনরাগমন হওন)

না না, আমি কেমনে দরি ?

আমি দরিসে—ওহে দয়াল বিধি !—

অকল্যাণ পিতা মাতা বরিবে আমার ;

না না, আমি দরিদ্র না,

অকল্যাণী হ'য়ে দরিদ্র না,

প্রাণ থাকিতে বা বাপের প্রাণ

দান-দায়েরে কেমনে ডুবাই ?

দেখি, আর যদি কেউ দয়ান থাকে,
কল ভিক্ষা করে ঢাকি তাকে ।

রজনি গো ! জেগে ওঠ,
দে মা ডেকে প্রভাত-রবিরে,
জনক জননী মোর সুধায় আকুল,
দে মা কুল বিপদ-পাথারে ।
বিধি-বিধি নারিবি নাড়িতে,
শাজা দিবে সে নিশ্চয় রাজ্য,
সেই ভয়ে অসময়ে না চান্ জাগিতে ?

কেন ভয় কর, মা আমার ?
সে বিধি নিজের বিধি যে কালে লক্ষিল,
সে কালে কিসের ভয় হোর ?
কুধার জ্বালায় জীব-হত্যা হয়,
তা'ও ময় যে বিধির প্রাণে,
তা'র বিধি কে চায় পালিতে ?
জাগ মা ঘামিনীদেবি !
জাগ মা !— জাগ না !

আমার মায়ের মত মেহ
তোর প্রাণে নাহি কি, মা ?
আছে— আছে,
নহিলে অসংখ্য পুত্র তোর স্নিগ্ধ কোলে
বিষহারে দুমায় কেন ?
হৃদয়ের 'মেহ ঢালি' বা 'চলি', জননি !
দিনমনি উঠুক গগনে,
কটিক আলোক-বেধা,
বা'কু দেখা পতন্য-ভাণ্ডার,
চারি দিক ঘুঁজি' বনে বনে,
আনি আমি কলভার,
কই কই, রজনি মা, জাগিলি না ?
এ সংসারে সবাই নিশ্চয়,
দরিদ্রের বন্ধু কেহ নাই ?

জানিতাম আমি—
শোকালয়ে দাৰ্শনিকতার স্রোত বর,
অভ্যাচার, অবিচার, নিষ্ঠুরের কাজ,
অধর্ম, অন্যায়-নীতি লোকালয়ে চলে,

নির্জর্জন অরণ্যদেশে সে সকল নাই,
কিন্তু আজ সে ভ্রম ঘুচিল মোর,
বুঝিলাম—
লোকালয় আর অরণ্য সমান ;
নিশ্চয় ধাতার রাজ্য কি না !
এ কি !—এ কি হ'ল !—
বাম চক্ষু নাচে কেন ?
হা অশ্রু ! জলও কি পাব না ?
[প্রস্থান ।

দশরথের পুনঃপ্রবেশ ।

দশ ।—ক্রমেই রজনী বাড়ি,
তবু কই কোন ঠাঁই নাহি দেখি কিছু,
আরণ্য বরাহ, করী, মহিষ, শাদুল,
মৃগ বা অপূর জন্তু না আসে এ ধারে ।
বৃথা এমু ভ্রম করি'
বৃথা কষ্ট পেয়ে অপেক্ষায় আছি শুধু ।
আরো কিছু ক্ষণ দেখি
গোপনে নীরবে থাকি' বৃক্ষের আড়ালে ।

(নেপথ্যে কুন্তে জলপুরণের শব্দ)

ও কি শব্দ ?
হস্তী বুঝি নাসিয়াছে সরযুর তলে ।
তটের চৌদিক স্বরু,
দূর হ'তে আসে শব্দ ।
সিঁদু ঠিক—করীই করি'ছে জলপান ।
অন্ধকারে নাহি দেখা যায়
কৃষ্ণকায় করীর শরীর,
নীরবান শুনি শুধু ।
ওই শব্দ লক্ষ্য করি'
শব্দবেদী এড়ি এই বেলা ।

(শব্দবেদী শর ভ্যাগ)

নেপথ্যে :—হা !

কে হামিল হেন শর বুকে মোর !
কে বধিল মোরে !
হা পিতা !—হা মাতা !

দশ ।—(চমকিয়া)—এ কি !—এ কি সর্বনাশ !

কি করিছ আমি ।

পশুভ্রমে বিধিহু কাহারে !

বাই বাই—দেখি দেখি ।

[বেগে প্রস্থান ।

তৃতীয় দৃশ্য ।

সরযু-ভট ।

জলস্নিকটে শরবিদ্ধবক্ষে সিদ্ধু পতিত ।

দশরথের প্রবেশ ।

দশ ।—হায় হায়, কি করিছ !

করিভ্রমে বধিলাম ত্রাক্ষণ-বালক !

সিদ্ধু ।—কে তুমি গো অস্ত্রধারী ?

দশ ।—ত্রাক্ষণাতী ক্ষত্রকুলান্নার,

মহাপাপী ঘোর নরাধম ।

সিদ্ধু ।—আত্মনিষ্ঠা কেন আর ?

কহ সত্য আত্মপরিচয়,

কে তুমি যুগয়া-বেশধারী ?

দশ ।—নির্মম পাতকী দশরথ ।

সিদ্ধু ।—অবোধার রাজা দশরথ ?

দশ ।—ত্রাক্ষণকুমার ! আর রাজা নই,

নীচ নীচ—অতি নীচ ব্যাধ আমি,

অমুচ্য নিরুপগামী আমি ।

সিদ্ধু ।—মহারাজ !

দরিদ্র তাপস-পুত্র আমি,

পিতা মাতা মোর শিষ্যসে কাতর অতিশয়,

এ কাল রক্ষণীকালে

কোলশূন্ত করি' দৌহাকার

আইনু সরযু-ভটে

ঘট ল'য়ে করে জল লইবারে ;

হের এই পড়ি' লুপ্ত ঘট ।

চিরবনবাসী আমি, বন্য ফল খাই,

করি নাই কারো অপকার,

প্রাণিকুল নাহি কা'রো প্রতি ;

চিরকাল জটাজাল শিরে ধরি,

পাছের বস্ত্রল পরি,

কেন তবে হানিলে এ শর

হৃদয়ে আমার, মহারাজ ?

মরি আমি, কতি নাই তার,

জন্মিলে মরণ হুনিচ্চয়,

কিন্তু, হায়, অন্ধ পিতা মাতা

মোর শোকে না জানি কি হ'বে !

দেখিতেছি এবে

দারুণ দুর্দশাজালে জড়িত হইয়া

কাঁদিয়ে লুটিয়া দৌহে হাহাকার করি' ।

মরুভূমে জলাশয় সম,

অন্ধকারে আলোক সমান,

অকুল সাগরে দ্বীপ সম

ছিহু আমি সে দৌহার ;

একমাত্র পুত্র আমি,

কেহ আর তাঁহাদের নাই,

ভাবি তাই, হায় হায়, কি হ'বে—কি হ'বে

মহারাজ ! শুধু আমি নই,

এক বাণে তিন জনে করিলে সংহার !

দশ ।—ধিক রে—ধিক রে দশরথ,

কি কুকাঙ্ক্ষ কৈলি আজ সরযুর তীরে !

ত্রাক্ষণবালকে শাপিত শায়কে

দেখাইলি আলোকে আধার !

হায় হায়, কি হ'বে—কি হ'বে !

সিদ্ধু ।—হা পিতা ! হা মাতা !

নারিহু অস্তিমকালে হেরিতে চরণ দু'টি,

এই দুঃখ র'য়ে গেল মনে !

ওহো, না পারিহু দিতে তোমা দৌহে

এক বিন্দু পিপাসার বারি,

মরিহু অকালে শর-বাঘ !

হায় হায়, যা গো !

উহ, বড় বে বস্ত্রণা !

দশ ।—মনিপুত্র ! করিবে কি জলপান ?

সিদ্ধু ।—পিপাসায় পিতা মাতা বড়ই আকুল,

তাঁহে সারাদিন উপবাসী,

কি সাথে পিয়ন বারি ?

না পিয়ন জল আর,

শুদ্ধকণ্ঠে থাক্ প্রাণ ।

পিতা গো ! মাতা গো !

আমার আশায় আছে হৃ'জনার

চাপিয়া তুষার,

কিন্তু বিফল—বিফল,

কে আর বাইরা দিবে জল !

ওহো—বড়ই যন্ত্রণা বাড়ে,

নিশার আঁধার আরো যে আঁধার হেরি,

কি করি—কি করি,

মরি মরি !—বুক বে গেল রে !

দশ।—হায় হায়, ক্রমে ক্রমে অবসন্ন কায়,

ক্রমে বাক্য হ'ল ভাঙা ভাঙা,

ক্রমে হাস ক্রীণ ক্রীণতর,

বড়ই কাতর বিপ্রমুত,

ওতপ্লুত দারুণ জ্বালায় !

হা বিধাত !

এ সময়ে কি উপায় করি ?

দাও হেন জ্ঞান মোরে

যাহে প্রাণ পায় অচিরায়

ব্রাহ্মণকুমার এই বাতনা হইতে ।

সিদ্ধ।—মহারাজ ! প্রাণ যায়,

মর্শ্মস্থান গিয়াছে জিঁড়িয়া,

বাড়িয়া বাড়িয়া উঠে জ্বালা ;

বড়ই অসহ—উহ !

দশ।—কে আছে—কে আছে হেথা,

এস ছুটি 'ত্বরা করি' ;

যে জন বাঁচাবে এই ব্রাহ্মণবালকে,

অধোদ্যাকরিব তাঁ'রে দান,

দশরথ হ'বে তাঁ'র দাস ।

সিদ্ধ।—মহারাজ ।

খোল খোল শল্য অচিরায়,

যাভিমায় প্রাণ যায় ।

দশ।—ভয় হয়, কি জানি কি হয়,

কেমনে খুলিব শল্য !

অশূল্য জীবন বার পাছে,

ব্রহ্মহত্যা করিব কেমনে ।

সিদ্ধ।—মহারাজ, না ভাবিও মনে

ব্রহ্মহত্যা করিলাম বনি' ।

ব্রাহ্মণ নহি গো আমি,

বৈশ্যের ঔরসে আর শূদ্রার উদরে

জনম আমার ।

কর প্রতীকার, তোলা পয়থার মণাশর,

আমি বড়ই কাতর ।

দশ।—ধিক্ ধিক্ ধিক্ রে আমার,

এ কোমল কানে বিধিযু এ ধর বাণ,

নিরীহের লইলাম প্রাণ !

ছি ছি, কি করিযু—কি করিযু,

বিনাশিযু বালক তাপসে,

ভাসাইযু শোকের পাথারে

ইষ্টার সুপুণ্য বাপ মায়ে ।

আর না ধরিব ধনুর্ধ্বাণ,

কোন অস্ত্র এই পাপ করে

না ছু'ইব কভু আর ।

দূর হোক পাপ অস্ত্র ।

(ভূতলে ধনুর্ধ্বাণ ইত্যাদি নিক্ষেপ)

ধিক্ ব্রহ্মঘাতী দশরথ !

সিদ্ধ।—বৈবের ঘটন না হয় লজ্জন, মহারাজ !

যা' হ'বার হইয়াছে, কেন অনুতাপ ?

তব অস্ত্রে মৃত্যু মোর লিখিলা বিধাত,

পুরিল সে ইচ্ছা তাঁ'র ।

না কর বিলাপ আর, রাজা !

না জানিয়া হানিয়াছ শর,

কেন গো কাতর তবে ?

যা' হ'বার তাই হয় এ বিশ্বমণ্ডলে,

কর্মফল ফলে হুনিচ্চর,

তেঁই মোর অকাল মরণ ।

এবে এক কাজ কর,

ধর শল্য বন্ধ হ'তে তুলি'

ল'রে চল মোরে মোর বা বাপের পাশে,

মোর আশে আছে নৌহে জুড়ী-মাকারে ।

এই সরু পথ ধরি' চল ত্বরা করি',
 পা'বে মোর পিতার আশ্রম ।
 সাবধান, সাবধান,
 প্রসন্ন করিতে তাঁ'রে না করিও ক্রটি ।
 বিভ্রাট না ঘটে যা'য়,
 এ হেন উপায় করি' চল তাঁ'র পাশে ।
 রাজা তুমি, রাজবুদ্ধি ধর,
 বুঝিয়া পিতার কাছে তুলিও এ কথা ।
 বিলম্বে বিপদ পাছে ঘটে,
 তোলা শলা ধীরে ধীরে ।

দশ ।—বিধাতা,

রক্ষা কর—রক্ষা কর তাপস-জীবন ।

(সিকুর বক্ষঃ হইতে শঙ্কবেদী
 অস্ত্র উত্তোলন)

সিকু ।—উহু ! বাজিল বড় বৃকে,
 বাই, রাজা ! উহু—প্রাণ যায়,
 মা গো !—হা পিতা !—নারায়ণ !

(মৃত্যু)

দশ ।—হায় হায়, কি হ'ল—কি হ'ল,
 স্পন্দহীন হইল শরীর ;
 না বহে নিশ্বাস নাসিকায় ;
 ক্ষণমুখ হ'তে
 বহে শ্রোতে
 শোণিতের ধারা ;
 আঁখি-তারার পড়িল উলটি ;
 লুটায় নবীন রুটা পঙ্কিল মাটিতে ;
 হায় হায়, প্রাণশূন্য কায়
 মূনিমুখ মম ধর শরে !
 অক্ষুণ্ণ ফুল-হইল নির্মূল
 দশরথরূপী বিশ্ব-কীটের দংশনে !
 হা বিধাতা, এ কি হ'ল,
 কেন পাপী দশরথে করিলে স্বজন ?
 ঋষি-হত্যা-পাপে
 না জানি যাইব কোন্ ভীষণ নরকে !
 বাই বা'ন, ক্ষতি নাহি ভা'য়,

পাতকের শক্তি ভোগ অবশ্যই হয়,
 কিন্তু এই বড় হুং মনে—

তাপসদম্পতি হুই জনে
 পুত্রহারা হ'য়ে শোকতাপ স'য়ে
 বাঁচিবে কেমনে ।
 ত্বহার সলিল লইয়া ফিরিবে পুত্র,
 এই আশা করি' আছেন উভয়ে ;
 রেহের জুড়য়ে পা'বে ব্যথা
 মোর যুগে শুনিবে এ কথা,
 মহাবজ্র বৃকে পড়িবে সে দৌহাকার,
 দারুণ চীৎকার হাহাকার
 অরণ্য-মাঝারে উঠিবে রে !
 তাঁহাদের জীবনের ধন
 দিনু বিসর্জন কালের সাগরে ;
 কি কাল রজনী এল আজ !

হায় হায়,
 কেন না শুনিহু আমি কৌশল্যার কথা ?
 কেন এমু কাল মৃগয়ায় !
 আশায় অস্থির ছুঁটনা !
 আমুহা যাতনা ভুঞ্জিব রে !
 কোন্ যুগে ফিরে যা'ব অযোধ্যা নগরে !
 অযোধ্যায়ামীবে
 কিরূপে বলিব কৈহু তাপস-সংহার !
 দিক্ দিক্ দশরথ !
 না ধরিব পাপ দেহ আর,
 মরণ-সলিলে তাজি প্রাণ,
 পাপ-কন্দ-পরিধাম এই ।

(কিন্নর অগ্রসর হও)

অহো, কোথা বাই ?
 ঋষিকুমারের মৃত কায়
 কেমনে রাখিয়া এই ঠাঁই
 ডুবিব মরণ-জলে ?
 পালি ঋষিকুমারের দাবী,—
 অগ্রে ল'য়ে এ পবিত্র দেহ
 তাপস তাপসী পাশে বাই,

বুঝাই ধরিল পদ ছুটি ;
তা'র পর
মম এই পাশ কলেবর তাজিব সরু-জলে ।

[সিদ্ধুর মৃতদেহ স্কেলে লইয়া
দশরথের প্রস্থান ।

চতুর্থ দৃশ্য ।

অরণ্যমধ্যে অন্ধমুনির কুটীর ।

অন্ধমুনি ও অন্ধমুনিপত্নী ।

অ-মু।—তাপসি ! বড় যে বিলম্ব হয়,
কত দূর গেল সিদ্ধু ?
কল সম কল কি ভাগ্যে নাই আজ ?

অ-মু-প।—সরসু তো বহু দূর নয়,
পথ-ভ্রম হ'ল কি আধারে ?
কিছুই না বুঝি ।
নিষেধিত তোমা—
কাজ নাই পাঠা'য়ে সিদ্ধুরে,
বিপদে চাপিয়া কষ্টে ঘাপট যামিনী ।

অ-মু।—আমি তো বারণ কৈছু,
না তুলিল বচন আমার,
'এগনি আসিব' বলি' গেল,
না এলো এখনো কি কারণ ?

অ-মু-প।—চুপ কর,
ওই বুঝি আসে বাজাধন,
পদমল্লক মর্শ্বরি'ছে পাতা ;
ক্রমে শব্দ সন্নিবৃত্ত—আরো কাছে তুলি,
আয় আয়, যাহুনি !

(সিদ্ধুর মৃতদেহ স্কেলে লইয়া দশরথের
প্রবেশ ও খীর উত্তরীয় ছুতলে
বিড়াটয়া তত্পরি মৃত-
দেহরক্ষা)

অ-মু।—কেন, বৎস, বিলম্ব রে এত ?

বড় ভয়—দাঁও জল,
আমাদের জীবন-সম্বল তুই একা ;
উচিত কি থাকা এতক্ষণ ?
কোথায় খেলিতেছিলে ?
কেন ছুলেছিলে বাপ্ মায়ে ?
তোমা বিনে মোরা তুই জনে বড়ই কাতর,
কত কি ভাবিতেছি মনে ;
মা তোর কাঁদিয়া কত বার
ফুকারিল সিদ্ধু সিদ্ধু বলি' ।

অ-মু-প।—বাপ্ রে আমার,
কেন অপরাধে অপরাধী আমি,
তুই তুই বিলম্বিলি এত ?
আয় কোলে, প্রাণের কুমার !
অ-মু।—কই, বাছা, এখনো যে আমার বচনে
উত্তর না দেহ তুমি ?
বিক্ মোরে,
কেন তোরে পাঠাইবু জল আনিবারে ।
বড় কষ্ট পেয়েছ রে
অন্ধ পিতা অন্ধ মাতা তরে ।
আর তোরে পাঠা'ব না,
কোলে করি' রাখিব নিশ্চয় ;
মৌনব্রতে থেক' না রে আর।
আয় কাছে—আয় সিদ্ধু,—আয় ভরা ।

(হস্ত প্রদারণ)

দশ।—হায় হায়, কি দিব উত্তর !
কাতর দম্পতি করে আকুলি বিকুলি,
বুঝা'ব কি বলি' বোহে !
না জানি, আমার কর্তব্য
কি বিভ্রাট ঘটাবে এখনি !
কি কাল রজনী আজ !
বড় ভয়, কি জানি কি হয়,
কাঁপি'ছে জ্বর মোর,
যোর অন্ধকার আরো যোর হইল রে ।

অ-মু।—এখনো এলি না কোলে,
জল পাও নাই বলি'

লজ্জার না কহ কথা বুঝি ?
কাজ নাই জল,
তুফা মোর গিরিছে মিলিয়া।
আয় রে ধাইয়া কোলে বাহা।

দশ।—তপোধন !

তব পুত্র নহি আমি,
অ-মু।—এ কি রে ছলনা, সিদ্ধ ?
কর্ণপুত্র অস্তরূপ করি'
এ কি রে চাতুরী-খেলা ?
কেন, বাপ্ ! হেন ভাবে ভাষানু আমারে ?

দশ।—সত্য কহি, মুনিসর !
তোমার কুমার নহি,
কৃত্তিবংশীয় আমি—নাম দশরথ।

অ-মু।—কে দশরথ ?

দশ।—অযোধ্যানিবাসী।

অ-মু।—অযোধ্যার অধিপতি রাজা দশরথ ?

দশ।—আপনার দাস আমি।

অ-মু।—মহারাজ !

দেখেছ কি আমার কুমারে ?

দশ।—(দগত)—পাপ জিহ্বা !

কি বলি' উত্তর দিবি এবে ?

ভেবে যে উড়িল প্রাণ !

অ-মু।—চেন না সিদ্ধুরে বুঝি,
তেঁই নিরুত্তরে আছ, রাজা, দাঁড়াইয়া ?
একটি বালকে তুমি
দেখেছ কি এই কতকণ ?
নব জটাজাল শিরে, বস্ত্রল পরণে,
শূন্য বা সলিলপূর্ণ মুগুর কলস
আছে তার করে।

দশ।—তপোধন !

তস্ম কর মোরে,
না চাই ধরিতে পাপ প্রাণ ;
মুগুরা করিতে এমু সরস্বতী তীরে
নিবিড় আঁধারে আজ ;
শব্দ শুনি' শব্দবেধী শর এড়িহু আঁধারে ;
পরকণে উঠিল কাতর রব,

চমকিহু প্রাণে,
চলিহু সন্ধানে তাড়াতাড়ি,
দেখিলাম,
যায় গড়াগড়ি একটি বালক।
জিহ্বাসিহু নাম ধাম,
জানিলাম, তোমাদের—
আর না বলিতে পারি,
জিহ্বা বাধি'ছে কথা,
বড় ব্যথা হৃদয়ে আমার !
তস্ম কর মোরে, মুনি !

অ-মু।—কি কহ, ভূপতি !

বুঝিতে না পারি কিছু !

দশ।—তোমাদের হৃদয়ের ধন
দ্বি'ছি বিসর্জন কালের সাগরে !

অ-মু।—সিদ্ধ বেচে নাই !

বাপ্ রে আমার—বাপ্ রে আমার !
কোথা তুই !

ওগো কি হ'ল আমার !

সিদ্ধ রে !

(মুছা)

দশ।—(দগত)—হায় হায়, এ কি হইল রে !

সিদ্ধ যা বলিল, তাই বুঝি ঘটে—

এক বাণে তিনের মরণ !

কি করিলি—কি করিলি, হনু দশরথ !

অ-মু।—কি কাজ করিলে, রাজা !

অন্ধের নয়ন কেড়ে নিলে !

প্রাণ-ঢাকা রত্ন মোর

ডুবাইলে অতল সাগরে।

সিদ্ধ রে !—সিদ্ধ রে !

কি হ'ল রে—কি হ'ল রে !

কোথা গেলি !—কোথা গেলি !

হায় হায়,

আয় আয় ফিরে আয়,

একবার পিতা বলে ডাক !

মহারাজ !

কোথা মোর সিদ্ধ ?

দশ ।—যুনিবর !

বড় ডর মনে,
শ্রীচরণে করি নিবেদন,—
অনিয়াছি স্তব্ধ করি' তনয় তোমার,
প্রাণহীন মৃতকার ।

অ-মু ।—হায় হায়, এ কি, হে বিধাতা !

অকভাগ্যে এত নিউষনা,
অকভাগ্যে দারুণ বজ্রণা লিখেছিলেন !
সিদ্ধ রে !—

(ভূতলে পতন)

অ-মু-প ।—(চেতনা লাভ করিয়া)—

কে কোণায় আছি,
বল বল কোথা বাছা মোর !
একবার কোলে ল'ব,
দাও 'আনি' সিদ্ধুরে আমার,
দাও কোলে একবার ।

দশ ।—মা গো !

মহাপাপী দশরথ
হ'নিয়াছে সিদ্ধুরে তোমার ।

অ-মু-প ।—কই কই, বাছা কই ?

দাও কোলে—দাও কোলে ।

(সিদ্ধুর দেহ স্পর্শ করিয়া)—

ওগো, এ কি গো,
নিশ্চল শরীর,
নাসিকায় নিশ্বাস না বয়,
চাঁদমুখে নাহি সাড়া,
মা ব'লে ডাকে না মোরে !
সিদ্ধুরে, এ কি হ'ল তোমার,
এ কি হ'ল মোর,
কি হ'ল পিতার তোর আজ,
বিনা মেঘে নিধারুণ বাজ পড়িল রে !
কোথা গেলি অঞ্চলের ধন !
কোথা গেলি নয়নের মণি !
কোথা গেলি অক্ষের ভরসা !
কোথা গেলি ফেলি' বাপ মায়ে
পুল্লশোক-অপার-সাগরে

বাছা রে, চক্ষু নাই,

বেধিতে না পাই মুখখানি

কেমন হ'য়েছে বিষবাণে,

এই হঃখ বড় বাজে প্রাণে !

বাছা রে, বাছা রে,

বাপ্ রে আমার !

অভাগীর গর্ভে তুই কেন জন্মেছিলি !

অ-মু ।—হা হা সিদ্ধ !

ইন্দুমুখে পিতা বলি' ডাক একবার ;

কেন রে ভূতলে পড়ি' ?

কোণে কি রে গড়াগড়ি লাগে ?

তোমার কাছে আমি যদি অপ্রিয় হইয়া পাকি,

তবে তোমার মা'র সনে কথা ক' রে।

একবার চা' রে মুখ পানে,

প্রাণে ব্যথা দিস্ না রে আর !

বাপ্ রে আমার,

কে আর রজনীশেষে হৃদয় তব

ভনাইবে মোরে শাস্তপাঠ !

সন্ধ্যাবন্দনাবসানে

অনলে আহতি করি' স্থান,

কে আর করাবে মোরে স্থান !

হা রে হা রে অক্ষের সম্মল !

ফল জল কে দিবে রে এব

অন্ধ বাপ মায়ে তোর ক্ষুধার সময় ?

সিদ্ধুরে,

বাস্ নি—বাস্ নি ছেড়ে,

বাঁচিব না তোরে হারা হ'য়ে,

ভদ্ররে না স'বে তোর শোক !

অনাথ অনাথা হ'য়ে

কেমনে রহিব দৌড়ে নিবিড় কাননে !

আর আর কিরে আর, বাপ্,

শোকতাপ ঘুচা রে অচিরে !

হা, সাড়া নাহি পাই,

বেঁচে নাই অক্ষের জীবন !

এ জীবনে কি বা কাজ তবে ?

মহারাজ !

হান সেই খর শর আমাদের বুকে,
যে শরে বধিলে মোর প্রাণের কুমারে;
তিন জনে র'ব এক ঠাই,
কাজ নাই পুত্রহারা প্রাণে ।

দশ।—শান্ত হও, তপোধন !

পড়িয়া দুর্ঘটে

পুত্রহারা হইয়াছ বটে,

কিন্তু মোরে পুত্রসম ভাবি'

পরিহর শোক তাপ ।

জমক জননী সম তোমা দোহে

সেবিব পূজিব আমি সতর্কিত হৃদয়ে ;

অযোধ্যায় না ফিরিব আর,

অনিবার থাকিব নিকটে,

উদ্ধারিব পড়িলে সঙ্কটে,

কুধাকালে এনে দিব ফল,

তুমার আনিব জল,

হান করাইব,

নিজ করে পত্রময়ী শয্যা বিরচিব ।

তুমি পিতা—ইনি মাতা মোর,

পুত্র আমি তোমা দোহাকার,

এবে সিদ্ধ বলি' ভাব' মোরে ।

অ-মু।—মহারাজ !

ভাড়া প্রাণ নাহি লাগে ঘোড়া,

সিদ্ধ বই না চাই বাচিতে ।

সিদ্ধ যথা যা ব তথা আমরা উভয়ে,

না রহিব পাণ ধরাতেল অণকাল,

জাল চিতা অচিরায়,

পুত্র মনে হ'ব ভয়ীভূত হই জনে ।

পুত্রশোক সম শোক নাই,

এ শোক অসহ অতিশয়,

এ শোকের তুমিই নিদান, রাজা ।

কি যে আমি হইয়াছি এবে,

কি বুঝিবে তুমি ?

কিন্তু, দশরথ !

বাক্য মোর না হ'বে লজ্জন,

মোর মত পুত্রশোক পাবে,

পুত্রশোকে যেই দশা মোর,

তোমারো হইবে সেই দশা,

বুঝিবে তখন তুমি কি যে পুত্রশোক !

বুঝিবে বিখের লোক কি যে পুত্রশোক !

তা' হ'লে কখনো কেহ আর

পুত্রশোক নাহি দিবে কা'রে ।

দশ।—মনিবর !

পুত্রহীনে কেন দিলে পুত্রশোক-শাপ ?

বরঞ্চ এখনি

ভয়ীভূত কর মোরে পুত্রশোক-শাপে,

যুচুক তোমার ক্রোধ,

হউক আমারো পাতকের

প্রায়শ্চিত্ত বিধিমতে ।

অ-মু।—ভয়ীভূত করিতাম আমি,

কিন্তু সে বাসনা নাই ;

পুত্রশোক বুঝাব তোমারে, রাজা !

অপুত্রক বটে তুমি,

অপুত্রক থাকিতেও পরে জানি আমি,

কিন্তু মোর বাক্য মিথ্যা নয়,

কি যে পুত্রশোক বুঝাবার তরে

অপুত্রকে দিচ্ছ হেন শাপ ।

পুত্র হ'বে—মোর সম পুত্রশোক পাবে ;

কি যে পুত্রশোক বুঝিবে তখন, দশরথ !

দশ।—বিধাতার এ কি লীলা,

কি সূত্রে কি ঘটয়া পড়িল ;

শাপে বর, বিচিত্র ঘটনা ।

অ-মু।—বিলম্বে নাহি কো প্রয়োজন,

পলে পলে পুত্রশোক বাড়িবে,

না পারি তিষ্ঠিতে আর ।

চল রাজা, সরস্বতী তীরে,

যথা তীরে বধিলে সিদ্ধের মোর,

জাল তথা মহাচিতা,

পুত্র মনে পিতা মাতা ত্যজিবে পরণী ।

মহারাজ !

সিদ্ধের আমার কাঁধে তুলে দাও,

আমা দু'জন্য কর ধরি'

চল চল দ্বারা করি' ।

আইস তাগসি !

শোক-নিশি করি অবসান ।

দশরথ ।—অহো,

পুত্রশোক এতই দারুণ !

[নিকুর স্তম্ভদেহ লইয়া সকলের

প্রস্থান ।

তৃতীয় অঙ্ক ।

প্রথম দৃশ্য ।

অরণ্যের অপর পার্শ্ব ।

বিদূষক ও সারথির প্রবেশ ।

বিদু।—কথা মিথ্যে নয়,—

“কাঁচা চুলে পাকা চুলে

আকাশ পাতাল তফাৎ ।”

আমি বেন বুঝিচি,

কাঁচা চুলের বুদ্ধি কাঁচা,

পাকা চুলের বুদ্ধি পাকা ।

নৈলে মহারাজ আজ

এমন কাঁচা কাজটা ক'রবেন কেন ?

অন্ধকারে হরিণ-শিকার !

দিনের বেলাই ফনকে যায় ;

হাতের ধমুক হাতে থাকে,

তীর ছুটে গিয়ে পড়ে কাঁকে,

হরিণ এক লাফেই পগার পার ।

কিহ আমার রাজার কি বিচার—

অন্ধকারে হরিণ-শিকার !

বুঝ্লে, সারথি ! তাই ব'ল্চি—

কাঁচা চুলের বুদ্ধিও কাঁচা !

জোযান রাজারাজ্যের রক্ত পরম,

চুল পাতক,

তবে তো হ'বে নরম,

তবে তো হ'বে বুদ্ধি পাকা ।

সারথি ।—মহাশয়,

আর একটু অপেক্ষা করুন ।

বিদু।—আর অপেক্ষা,

এদিকে বে হ'লেম অকা !

সারারাত্রিতে ভিজে ভিজে

হ'য়ে গেছি ঢপ ঢপে ঢকা !

সারথি ।—আপনি আবার না হয়

রথের ভিতরে বসুন গিয়ে ।

বিদু।—রণেও বা', পথেও তা',

এখন বরষাও না হ'লে বাঁচি নি,

হাত পা নাক হুণ কালিয়ে গেলো ।

সারথি ।—কই, পেট তো বেশ পরম দেখ'চি ।

বিদু।—ও পরম “বাঘচক্র দিবাকরো” ;

সাত সমুদ্রে সাত জন্ম ডুবে থাকলেও

পেটের পরম আমার বা'বার নয় ।

সারথি হে !

তোমার ঘোড়ার পেট বা কি পরম,

এই দেখেচো,

আমার পেট বেন শুকনো কাটের চুলী ।

এ পোড়া চুলী পুড়ে জাই হ'লেই বাঁচি,

এই চুলীর দ্বারে আমার চুল ভিজেচে,

চুপীর চুল ভিজেচে,

গা ভিজেচে, পা ভিজেচে,

কাপড় চোপড় সব ভিজেচে,

কিহ, তবু ব্যাটার চুলী ভেঙ্গে না ।

বড় সাধ হ'রেছিল,

পেট-চুলীটেকে যুগমাংসে ভুট ক'রবো,

কিন্তু উণ্টে পাণ্টে কট পেলেন,

ভিজে ম'লেম,

অন্ধকারে আংকে মাংকে সারা হ'লেমা ।

আগে ভগবানের ইচ্ছায় ঘরে ঘাই,

র্তার বা' মনে আছে—

ব্যাটার পেট'কে রোজ একদশী কর'ব ।

(নেপথ্যে ‘হা পুজ । হা পুজ ।’ ইত্যাদি

রোদনধ্বনি)

(চমকিত হইয়া)—ও সারথি! ও সারথি!

কা'কে বুঝি বাঘে ধ'রলে!

ঐ শোন, বাপ্ রে বাপ্ রে ক'রে কাঁদচে!

আমার বড় ভয় হচ্ছে,

সারথি! রাজা কোথা?

রাজার গলা না?

সারথি।—না, মহাশয়!

রাজার কর্ণশব্দ অবশ্য নয়।

বিদ্।—তোমার কান খারাপ্ হ'য়েচে;

ও রাজারই কান্না।

রাজাকে কি বাঘে টাণে—

সারথি।—ও বাঘে ধরার কান্না নয়।

বিদ্।—তবে কি বাঘ-মারার কান্না?

সারথি।—না না,

জন্মচেন না 'হা পুত্র হা পুত্র' বলে

কা'রা কাঁদচে।

বিদ্।—তবে বুঝি

কা'কের ছেলেকে বাঘে ধেরেচে।

ও বাবা! কি সর্বনাশ!

এ বনে এত বাঘ!

যদি এ দিকে আসে, তবেই তো মুক্তি!

সারথি।—ভয় নেই।

বিদ্।—ভয়সাও নেই।

আমি ঝোড়ে গিরে রথে ঢুকি,

তুমি রাজাকে দেখ।

সারথি।—চলুন, হ'জনে যাই।

বিদ্।—ও বাবা!

[বেগে পলায়ন।

সারথি।—তবে আপনি রথে গিরে বহুন,

কা'রা কাঁদচে, আমি দেখি গিরে।

বিদ্।—(নেপথ্যে)—শীর্ণগির বাও।

[সারথির প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

সরযূনদীর তটপার্শ্বে অরণ্য।

সিদ্ধুর মৃতদেহ স্বল্পে লইয়া অগ্রে দশরথ

দশরথের হস্তধারণ করিয়া অক্ষমুনি

এবং অক্ষমুনির হস্তধারণ করিয়া

অক্ষমুনিপত্নীর প্রবেশ।

অ-মু-প।—হার হার, সিদ্ধুরে আমার!

কোথা গেলি—কোথা গেলি, অকলের নিদি

বিধি! এই কি হে ছিল মনে,

একমাত্র পুত্রধনে করিলে বকিত!

কোথা সিদ্ধু, আর আর,

ডাকু না ব'লে আমার,

স্বামিন্!

কি হ'বে—কি হ'বে,

কোলা পা'ব স্নেহের সন্তানে,

পুত্রশোক-জালা আর যে সহে না প্রাণে!

অ-মু।—পদ্বি!

যতজন ছার প্রাণ,

ততজন পুত্র-শোক-বাণ

স্নেহপূর্ণ মরমে শিথিলে;

কা'র সাধ্য সে ব্যথা ভুলিবে?

সিদ্ধু গেই পথে,

বা'ব সেই পথে,

এস এস, পুত্রপ্রাণ!

জলন্ত অগ্নির তীর তাপে

মহাতীত্র পুত্র-শোক-ভাণ

করিব নিকীর্ণ,

তা' বই না দেখি ত্রাণ!

অ-মু-প।—কই অগ্নি?—কই অগ্নি?

পুত্র-শোক-মহা-অগ্নি করিব নিকীর্ণ!

সিদ্ধুরে!—বাপ্ রে আশুর,

কোথা গেলি কেলি অভাবীয়ে!

অগ্নি-নীরে হাফাকারে ভাসি;

বাছা!

কেন এত হ'লি রে উদাসী!

বোর বত বেহ বোর কাঁদে

নানা ভাঁবে ;—হা সিদ্ধ ! হা সিদ্ধ !

বাপু রে আমার কোথা গেলি ।

(মুচ্ছ ১)

অ-মু।—পত্নি !

আর কাঁদিতে হ'বে না,

প্রাণের বহুলা প্রাণ সনে বা'বে ;

পৃথিবীর প্রাণ সাক্ষাৎ বহুলা ;

পৃথিবীর প্রাণ শোকহঃখে নিরমিত ;

যতক্ষণ র'বে পৃথিবীর প্রাণ

পাপ পৃথিবীতে,

পুত্রশোক র'বে ততক্ষণ ।

এস, পত্নি !

ছাড়ি দৌছে পাপের পৃথিবী ।

পৃথিবীতে পৃথিবীর জীব

পুত্র-শোকে শান্তি নাহি পায় ;

পৃথিবীতে পার্থিবের প্রাণ

নাহি পায় শান্তি-স্থান ।

পাষাণে পাষাণে

দারুণ আঘাতে অগ্নি ছুটে,

পৃথিবীতে পৃথিবীর জীব

নিষ্পেষিত হয় শোকতাপে ;

তেঁই আজ দৌছে

ভুক্তিতেছি নিদারুণ পুত্রশোক ।

পত্নি ! ধর কথা, বা'বে ব্যথা,

বা'বে পুত্র-শোক ;

অনন্ত বহুলা, অনন্ত বেদনা

পৃথিবীর অগুতে মিশা'বে,

পৃথিবীর শোক পৃথিবীতে র'বে,

অথচ

চিরশান্তি অন্য'সে পাইব,

শান্তিরাজ্যে বা'ব,

সিদ্ধর সে শান্তিমাধা যুগ

চুসিব আবার দৌছে

নব প্রাণে—নব বেহে—নব অখে ।

(দশরথের প্রতি)—

মহারাজ !

পুত্রশোকানলে পলে পলে জলে প্রাণ ;

পূর্ণসীমা অতিক্রম করি

হৃদি মন প্রাণে

পুত্রশোক হ'য়েছে উজ্জ্বল,

সে দারুণ বেগ সহিতে না পারি আর,

কর উপকার—কর প্রতীকার রাজা !

আলহ বৃহৎ চিতা ;

চিত্তানলে

পুত্রশোকানল করিব নির্দাণ ।

কই, পত্নি ! ধর কর,

এস পশি জলন্ত চিত্তার ।

কই, নিরস্তরে কেন ?

কেন নাহি ধর হাত ?

অগ্নি দেখি' হ'য়েচে কি ভয় ?

কই, কোথা গেলেন ? কোথায় পালা'লেন ?

ছার প্রাণ রাখিতে বাসনা ?

এই কি হে পুত্রশোক ?

দশরথ।—তপোধন !

পুত্রহারা পরী তব মুছিত হুতলে ।

জানহারা পুত্রহারা প্রাণ,

নীরব স্নেহের মূখ ।

অ-মু।—কই কই,

উঠ উঠ, পুত্রপ্রাণা !

অধিকূণ্ডে দ্বিধা কাঁপ ।

উঠ উঠ—

দশরথ।—মুনিবর !

কাজ নাই ডাকি' আর পুত্রহীনা মা'রে,

আহা, শোকময়ী মাতা

কণতরে তুলিয়াছে পুত্রশোক ।

অ-মু।—মহারাজ ! বাস্তবিক কথা ;—

বিদ্যাতের আলো অন্ধকার বাড়ায় দি ওণ,

এই মুচ্ছা' বেমন ভাঙিবে,

অমনি বাড়িবে

শত ওণ নিদারুণ পুত্রশোক ।

রুদ্ধগতি নদী-প্রোত
অবরোধ ডাঙে হবে,
ভীষণ প্রবাহ তা'র শতওণে বার।
এ মুছা! ভাঙিলে
অবরুদ্ধ পুত্রশোক
অসহ হ'তেও অসহ হইবে আরো।
ডাকিব না আর,
শাস্তিময়ী মুছা! ভাঙিব না।
দাও, রাজা! মৃতপুত্রে মোর,
কোলে ল'য়ে তা'রে
জলন্ত চিতায় দিব কাঁপ;
পুত্র-শোক-তাপ
অগ্নিতাপে মিশে যাবে।

দশরথ।—মুনি!

রাধ এ দাসের অসুরোধ,
অস্বনাশ-আশা কর পরিহার,
পত্নীসনে চল কিরি' কুটীরে আবার,
কিংবা মোর অযোধ্যায়।

অ-মু।—রাজা!

পুত্র যথা পিতা তথা,
পুত্রহারা পিতৃপ্রাণ—
কি বা সে অযোধ্যা তব?—
স্বর্গেও না পারিবে তিষ্ঠিতে।
পুত্রসনে ছিন্ন হবে,
এ অরণ্য হ'য়েছিল কোটি স্বর্গ মোর।
বল, মহারাজ!
কোন সুখে—কোন প্রাণে ধরিব জীবন?
অবিলম্বে জাল চিতা,
পোড়াইব পোড়া প্রাণ।
গতী মোর থাকুক মুছা'র,
অগ্নি আমি ত্যজি প্রাণ।
এক ভিক্ষা এবে, রাজা!
পুত্রহারা দ্বারারে আমার
মুছা'ভঙ্গে নিয়ে যেও সাথে—
যেতে যদি চায় তব অযোধ্যায়;
এক মুষ্টি স্নান দিও কুণ্ডার সমর।

রাজা!

কোথা জালিয়াছ চিতা?

ধর হাত, ল'য়ে চল মোরে।

দশরথ।—প্রভু!

দৈব বিড়ম্বনে

শিশু পুত্র তব ত্যজিল জীবন,

কিত, দেব!

শিশু-প্রাণ হ'তে বহুমূল্য তব প্রাণ,

হেন প্রাণ কেন গো ত্যজিবে?

জ্ঞান-প্রাণ জগতের-জ্ঞান, জগতের প্রাণ।

অ-মু।—মহারাজ!

পুত্রহারা যুদ্ধ-প্রাণে কি বা কাজ আর?

সিদ্ধ হবে গেছে মোর,

জ্ঞান-প্রাণ গেছে তা'র সনে;

শোক-প্রাণ না চাই রাখিতে।

রাজা! রাধ মোর প্রাণ

জালি' প্রাণদ্বারী চিতানল।

কোন কথা না কহিও আর,

আন কাঠভার,

কর উপকার—জাল চিতা।

[কাষ্ঠ আনিতে দশরথের প্রস্থান।

(ইত্যবসরে অক্ষমুনিপত্নীর মুছা-ভঙ্গ)

অ-মুপ।—স্বামিন!—স্বামিন!

কই কই—কোথা গেলে?

জীবন রতন-সিদ্ধ শুধু কি তোমারি?

আমার কি কেহ নয়?

হায় হায়,

তা'রে ল'য়ে আগনি পশিলে চিতানলে!

কি দোষে আমারে গেলে কেলে?

হায় হায়, চক্ষু নাই,

দেহিতে না পাই কোথা চিতা!

মহারাজ দশরথ!

তুমিও কি হেথা নাই?

হায় হায়,

পুত্র সনে পতি খেল,

দশরথ গেল অবোধ্যর,
আমি শুধু অভাগিনী হেথা !
কে আছে গো কোথা,
এস সুরা,
দেখাও সে নির্দোষিত চিত্তা।
পুত্রহারা জীবনের বাধা হুঁচাও আমার,
নির্দোষিত চিত্তা জাল গো আবার।

অ-মু।—পত্নি !

সুখীও তোমায়ে বাম।
হৌক বাম,
ভয় নাই আর,
পত্নিপত্নী পাইব নিস্তার।
তিন-দেহ-ভঙ্গ্য এবে একত্রে মিশিবে।
অচিরে প্রস্তুত হও।
কোথা, রাজা দশরথ ?

কাষ্ঠভার লইয়া দশরথের
পুনঃপ্রবেশ।

মহারাজ !—মহারাজ !

দশ।—কত, দেখ !

অ-মু।—কই, এখনো যে চিত্তানল-আত্মা
মোর লক্ষ-চক্ষু-আচ্ছাদনী ভেদি'
না পাগ্ন বিকাশ ?
জাল নি কি চিত্তা ?
জাল সুরা—জাল সুরা।

(দশরথ কর্তৃক চিত্তা প্রস্তুত ও প্রদর্শন)

এই যে ফুলেছে চিত্তা,
চক্ষু-চক্ষু-আবরণী ভেদি'
আলোক-বিকাশ হয় ;
দাও-বিস্ফোটন-শব্দ
এই যে প্রবণে পশে।
মহারাজ !

দাঁও দাঁও সিঁদুরে আমার।
কোলে ল'য়ে তারে
অজলিত হৃদয়নে পশি সুরা ;

পাপ ধরা করি পরিহার,
পাখির সমস্ত ছাড়ি চিরকাল তরে।

দশ।—তপোধন ! তপোধন !—

অ-মু।—অক ছিনু, এখন বধির,
কোন কথা না পশে প্রবণে ;
রাজা ! মৃত্যু-বাধা নাহি দিও আর।
দাঁও দাঁও সিঁদুরে আমার।

(হস্ত প্রসারণ)

দশ।—(অকমুনির ক্রোড়ে সিঁদুর মৃতদেহ
অর্পণ করিয়া)—

হা নিষ্ঠুর দশরথ ! হা শিশাচ !
কি করিলি—কি করিলি আজ,
তিনটি অমূল্য প্রাণ
এক বাণে করিলি সংহার !
কোটি কল্পে না পাব নিস্তার,
অনন্ত কালের তরে
অনন্ত নরকে বন্ধ হ'ব !

অ-মু।—মহারাজ ! নাহি ভয় ;
পৃথিবীতে সুখী না হইবে তুমি বটে,
কিন্তু না বা'বে নরকে।
নিজে ভগবান্ হরি
রামরূপে অবতীর্ণ হ'য়ে
পিতা বলি' ডাকিবে তোমায় ;
তঁাহার কৃপায়
হ'বে তব বৈকুণ্ঠে নিবাস।
এবে তুমি, রাজা,
আমাদের অস্তিম সময়ে
হরি নাম—রাম নাম কর উচ্চারণ।

দশ।—হরে রাম—হরে রাম—হরে রাম !

অ-মু।—হরে রাম—হরে রাম—হরে রাম !

পত্নি ! ধর মোর হাত,
শোক-নিশি হইল প্রভাত।

অ-মু-প।—হা সিঁদু !—সিঁদু রে !

(সিঁদুর মৃতদেহ লইয়া অকমুনি ও তদীয়
পত্নীর অলঙ্কিত প্রবেশ)

দশ।—অহো, কি কাজ করিলু আজ !

যোর পাশে এ কি সর্বনাশ !
 হার হার, কি হ'ল—কি হ'ল !
 চিতাম্বর হইতে অকুনি ।—বল, রাজা !
 রাম—রাম !

(উভয়ের মৃত্যু)

দশ ।—রাম ! রাম !

(মুচ্ছা)

বেগে দূরে সারথির প্রবেশ ।

সারথি ।—এ কি !

কিসের এ অগ্নি জ্বলে !

এ কি দাবানল !

মহারাজ গেলেন কোথায় ?

মহারাজ !—মহারাজ !

এই বে আমার প্রভু ;

অ্যা, এ কি !

কি হেতু লুণ্ঠন ভূমে ?

কিছু বে ঘুরিতে নারি ।

এ বৈ মুচ্ছা !

মহারাজ !—মহারাজ !

দশ ।—(চেতনা লাভ করিয়া)—

কে ? তপোধন ?

পত্নীসনে এলে কি কিরিয়া ?

ভাল হ'ল—ভাল হ'ল ।

কই—তপোধন কই ?—

কে এ ?

হা হুনি !—হা হুনিপতি !—হা হুনিকুমার !

পলকে প্রলয় হ'ল,

তিনটি পবিত্র দেহ ভস্মে অবশেষ ।

হা ! বিহু ভোরে, দশরথ !

কি কিরিণি—কি কিরিণি !

(ভূতলে পতন)

সারথি ।—(বগত)—এ কি কথা কহেন ভূপতি

কিছুই না বুঝি ।

(প্রকাশে)—মহারাজ !

কি ঘটনা ঘটিল হেথায় ?

দশ ।—কে ?—সারথি ?

সারথি রে !

ব্রহ্মহত্যা ক'রেছি রে—

ওষিহত্যা ক'রেছি রে—

নরহত্যা—নারীহত্যা—শিশুহত্যা

করিয়াছে পাশ হস্তে পানী দশরথ ।

হি হি ।

কাজ নাই হেন পাশ প্রাণে ;

ওই প্রজলিত চিতা-হত্যানে

এ প্রাণ আহতি দিব ।

সারথি ।

বাও কিরি' অযোধ্যায়,

কহ জনে জনে—কহ প্রজাপনে,—

ব্রহ্মঘাতী পানী দশরথ

মরিল অগ্নিতে পুড়ি'

ব্রহ্মহত্যা-পাপ-শাস্তি ভুঞ্জিবার তরে

অনন্ত জলন্ত ঘোর নরক ভিতরে ।

আমারে দৃষ্টান্ত করি'

যেন জীবহত্যা নাহি করে কেহ ।

অহো—ভীষণ ব্যর্থতা—নিষ্ফল পুত্রশোক !

(পুনর্মুচ্ছা)

সারথি ।—হার হার, আবার মুচ্ছিত মহারাজ ।

ববনিক পতন ।

হরধনুভঙ্গ ।

[পৌরাণিক ইতিহাসমূলক নাটক]

ভূমিকা ।

দুই দিন জন সূর্য অভিনেতার অনুরোধে পাঁচ ছয় দিনের মধ্যে এই “হরধনুভঙ্গ” নাটক খানি লিখিত হইল। তাঁহাদের অনুরোধ, নাটক খানি গথ্যে না হইয়া পদ্যে হইলে বড় ভাল হয়, অথচ পাঁচ ছয় দিনের মধ্যে লিখিয়া দেওয়াও চাই। সুতরাং এত অল্প সময়ের মধ্যে শতাধিক পৃষ্ঠার একখানি পুস্তক অলঙ্কার-শাস্ত্র-সম্মত-ছন্দে লিখিয়া শেষ করা যে কি পণ্যস্ত দুর্ঘট, তাহা বলা বাহুল্য। এই জন্ত আমি ইহার অধিকাংশ স্থলে “ভাড়া অমিত্রাক্ষর ছন্দের” দিকেই অধিকতর মনোযোগ করিয়া, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এক প্রকার অনুরোধ রক্ষা করিলাম।

এ দেশে কবির মাইকেল মধুসূদন দত্তই প্রথমে বাঙ্গালা ভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দ বাহির করেন। চতুর্দশ অক্ষরে মিত্রাক্ষরিক পরার ছন্দ বাঙ্গালার বহুদিন হইতে প্রচলিত, মাইকেল মধুসূদনের অমিত্রাক্ষরছন্দ সেই চতুর্দশটি অক্ষরেই গ্রথিত। বঙ্গ-রঙ্গ-ভূমিতে উক্ত কবির মেঘনাদবধ কাব্য খানি নাটকাকারে সজ্জিত হইয়া, সর্বপ্রথমে অভিনীত হয়। তাহার পূর্বে বঙ্গদেশের কোন স্থলেই বাঙ্গালা অমিত্রাক্ষর ছন্দের কথাবার্তার কোন নাটক অভিনীত হয় নাই। সেই প্রথম অভিনয়ের সময় আমরা অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণের মুখে উক্ত ছন্দের উচ্চারণ ও প্রয়োগাদি বৈরূপ শুনিয়াছিলাম, তাহা আজও মনে জাগিয়া রহিয়াছে। সেই উচ্চারণ ও প্রয়োগাদিকে আমরা মেঘনাদবধ কাব্যের নৃতন ও সুন্দর অঙ্গ বলিয়া স্বীকার করি। অভিনয়-কারীদিগের অভিনয়কালে মেঘনাদবধের চতুর্দশাক্ষরীয় অমিত্রাক্ষরছন্দ, অঙ্গভঙ্গি ও বাগ্-ভঙ্গির অনুষঙ্গ হইয়া, আমাদের কাণে কেমন আর একতর নৃতন ছন্দের হাঁচ গড়িয়া দিয়াছিল। তখন বোধ হইয়াছিল, যেন মাইকেলের অমিত্রাক্ষর ছন্দ হইতে আর এক প্রকার অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রসূত হইতেছে। সেই আত্মনয়িক ছন্দের পক্ষপাতী হইয়া, আমি এক সময়ে বঙ্গ-রঙ্গ-ভূমির ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ ও অসাধারণ-নট চুড়ামণি মধুসূদন ঘোষ মহাশয়কে, ঐ রূপ ছন্দের নাটক হাটি করিয়া অভিনয় করিতে অনুরোধ করি, তাহাতে তিনি বলেন যে, “এখন মাইকেলের অমিত্রাক্ষরই চলুক; ক্রমে ক্রমে পাকিয়া কিছু কাল পরে রঙ্গ-ভূমির অভিনেতারা এই মাইকেলী ছন্দ হইতে আত্মনয়িক ছন্দের মৌখিক কবি হইয়া অভিনয় করিতে পারিবেন। ইংলণ্ডেও এইরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে।” শব্দ বাবুর সেই কথা আমার মনে জাগিয়াছিল। এখন বেথি-ভেঁহি, কল্যাণ তাহাই ঝাঁড়াইতে চলিল। শুভকণ্ঠে মধুসূদনের অমিত্রাক্ষরছন্দ কথা দিয়াছিল, এবং অভিনয়ক্ষেত্রে অভিনীত হইয়াছিল, নহিলে আধুনিক “ভাড়া অমিত্রাক্ষর ছন্দ” বাঙ্গালার

হইত কি না সম্ভব। এই ছন্দ অভিনয়িক নাটকের পক্ষে “জলবৎ তরল” এবং লেখকের পক্ষেও তাহাই। লোকের অনুরোধে বা নিজের ইচ্ছায় হুই চারি দিনের মধ্যে এক এক খানা বড় বড় নাটক পদ্যে লিখিতে হইলে এই “জলবৎ তরল” ছন্দই—এই অমিত্রাক্ষর-ভাঙা অমিত্রাক্ষর ছন্দই—বিশেষরূপে উপযোগী। সুতরাং এই হরধমুর্ভঙ্গ নাটকের অধিকাংশ-স্থলে ইহারই অনুসরণ করা হইয়াছে। যে দিন হইতে মেঘনাদবধের অমিত্রাক্ষর ছন্দ রঙ্গ-ভূমিতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, সেই দিন হইতেই বঙ্গের যেখানে সেখানে এইরূপ ছন্দঃকর্তা বা ছন্দোবন্ধুর দল দেখা দিয়াছে। তবে ছন্দঃকর্তার অপেক্ষা ছন্দোবন্ধুর সংখ্যা গণিয়া উঠা যায় না। বাটে বাটে, হাটে মাঠে ছোট ছোট ছেলেরাও মেঘনাদিক ছন্দে অভিনয় করিতে গিয়া মুখে মুখে এই ভাঙা অমিত্রাক্ষর ছন্দ গড়িয়া বসে। কিন্তু তা’ বলিয়া তাহাদিগকে কেহ কবি বা ইহার সর্কাজীণ গঠিতা বলিবে না।

কবির ৮কুন্তিবাস ও ৮কাসীরাম মিত্রাক্ষর ছন্দের মধ্যে এইরূপ ছন্দের কতকটা নমুনা দেখাইয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের প্রাচুর্য্যাক্রান্ত রামায়ণ ও মহাভারতের অনেক স্থলেই ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০ এমন কি ২১ অক্ষরেরও পঙ্ক্তি দেখা যায় এবং কোন কোন স্থলে কতক কতক অমিলও দৃষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু আমরা সেই ছন্দকে ঠিক এই ভাঙা অমিত্রাক্ষরের পরিপোষক না বলিয়া সুস্ববীজ মাত্র বলিতে পারি। কিন্তু বোধ হয়, তাঁহাদের সময়ে অমিত্রাক্ষর ছন্দের অভিনয় থাকিলে এই ছন্দ কোন্ কালে দেখা দিত।

ইংলণ্ডে কোন কোন অভিনেতৃসম্প্রদায় সেক্সপীর, বেণ্ জনসন, অটওয়ে, ইয়ং প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার ও কবিদিগের ছন্দোময় নাটকের ছন্দ এইরূপ অভিনয়িক ভাঙা ছন্দে পরি-বর্তিত করিয়া লইয়াছেন। অভিনয়ের উপযোগী হইবে বলিয়া তাঁহারা এই ভাঙা অমিত্রাক্ষর ছন্দের হাওয়া উড়াইয়াছেন। সেই হাওয়া যে, আমাদেরও গায়ে লাগিয়াছে, তাহা কলা বাহুল্য, কেন না ইংরাজি আমাদের বর্তমান রাজভাষা।

আমি নিম্নে এইরূপ ছন্দের দৃষ্টান্ত দেখাইতেছি। কভেন্ট গার্ডেন এবং ড্রি লেনস্থ রয়াল থিয়েটারের অধ্যক্ষগণ অনেকগুলি পদ্য নাটকের এইরূপ মূলছন্দের মূলোচ্ছেদ করিয়া আভি-নয়িক ছন্দে ভাঙিয়াছেন। ইঙ্গিত-পুস্তক (Prompt-books) সকল হইতে সেইগুলি পুস্তকা-কারে মুদ্রিত হইয়াছে। মিসেস ইঞ্চবল্ড নামী জনৈকা সুনিপুণা অভিনেত্রী, সেই পুস্তক প্রত্যেক স্থানিতে এক একটি সমালোচনী ভূমিকা লিখিয়াছেন। আমি এস্থলে কবির অটওয়ের “THE ORPHAN” নামক পদ্য নাটকের চতুর্থ অঙ্কের দ্বিতীয় দৃষ্টের এক স্থান হইতে কিঞ্চিৎ নমুনা তুলিয়া দিলাম।

“CHAM. My Monimia ! to my soul thou’rt dear

As honour to my name :

Why wilt thou not repose within my breast

The anguish that torments thee ?

MON. Oh ! I dare not.

CHAM. I have no friend, but thee,

Two unhappy orphans,

Alas, we are ! and when I see thee grieve,
Methinks, it is a part of me that suffers."

এডওয়ার্ড ইয়ং-এর "THE REVENGE" নামক পদ্য নাটকের প্রথম অঙ্ক, দ্বিতীয় দৃশ্য হইতেও একটি স্থল উদ্ধার করিলাম ।

"ALON. O, agony !

Must I not only lose her, but be made
Myself the instrument ? Not only die,
But plunge the dagger in my heart myself ?

LEON. What, do you tremble
Lest you should be mine ?
For what else can you tremble ? Not for that
My father places in your power to alter.

ALON. What's in my pow'r ?
O, yes, to stab my friend !

LEON. To stab your friend were barbarous indeed :
Spare him—and murder me.

ALON. First perish all !
No Leonora, I am thine for ever ;
The groans of friendship shall be heard no more,
For whatsoever crime I can commit,
I've felt the pains already."

এতদ্বিধা, তিন্ন তিন্ন গ্রন্থ হইতেও দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারিতাম, কিন্তু স্থানান্তর ও নিম্নপ্রয়োজন বলিয়া বিরুদ্ধ হইলাম। যে দুইটি স্থল উদ্ধৃত হইল, উহার মধ্যে ছন্দের নিয়মলঙ্ঘন নাই, অথচ গড়ান গড়ান কথায় এক রকম চন্দ্র হইয়াছে। কিন্তু পূর্বেও বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি যে, এই ছন্দ অভিনেতাদের পক্ষেই উপযোগী,—সাধারণের পক্ষে নহে। কেন নহে, তাহা এ স্থলে বলিবার প্রয়োজন নাই, অল্প সময়ে অল্প প্রস্তাবে বলিবার চেষ্টা করিব।

মহাকবি সেকলীর তৃতীয় জগদ্বিধাত নাট্যকারীর মধ্যে পদ্য ও পদ্য উভয় ছন্দই ব্যবহার করিয়াছেন। তদ্ব্যতীত তাঁহার পদ্যভাগ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত; (১) মিত্রাকর ও (২) অমিত্রাকর ছন্দ। মিত্রাকর অপেক্ষা অমিত্রাকর ছন্দের ভাগ অনেক বেশী। তিনি যে যে স্থলে মিত্রাকর ব্যবহার করিয়াছেন, ততঃস্থলে অলঙ্কার শাস্ত্রের নিয়ম রক্ষিত হইয়াছে; কিন্তু অমিত্রাকর ছন্দের—স্থলে সে নিয়ম কেবলিতে পাওয়া যায় না। আমরা দেখিয়াছি, তাঁহার অমিত্রাকর ছন্দ, মহাকবি মির্টন প্রভৃতির অমিত্রাকর ছন্দের জায় নিয়ম-বদ্ধ নহে, অভিনয়ের উপযোগী হইবে বলিয়া নানাবিধ ছোট বড় পংক্তিভেদে ক্রমাগতঃ প্রযুক্ত। সুতরাং উক্ত চন্দ্রকে আমরা ভাঙা অমিত্রাকর ছন্দ বা অভিনয়িক ছন্দ বলি। উহা এরূপ ভাবে লিখিত হইয়াছে যে, উহাকে পদ্যাকার পদ্যও বলা বাইতে পারে। আমরা কলিকাতা হরিয়াল থিয়েটার ও করিফোর্ড থিয়েটারে ইংরাজ অভিনেতাদের

নেতৃপদে কর্তৃক অভিনীত উক্ত মহাকাব্যের 'হান্লেট', 'ম্যাকবেথ', 'কিঙ্গ লিয়ার', 'ম্যাচ' এনে এবাউট নাথিং', 'ওথেলো' প্রভৃতি নাটকগুলির আভিনয়িক ব্যাকপেরশ্বর। অবগত করিয়া যে করিয়াছিলেন, যেন দাতাবিক গণ্যে কথা কহা হইতেছে। বেনীয়ার রচনামতেও সেইরূপ হও উচিত।

আমি ১৯৮৫ সালে "নিভৃতনিবাস" নামক একখানি কাব্য-গ্রন্থ রচনা করিয়া প্রকাশ করি তাহার দ্বিতীয় সর্গের কিয়ৎংশ এইরূপ ভাঙা অমিত্রাকর ভাষে লিখিয়াছিলেন, কিন্তু খণ্ড-কাব্য প্রভৃতিতে ইহা যেন "একঘেরে" হইয়া গাড়ায় দেবিয়া, অধিক লিখি নাই। দ্বারা হউ। এ স্থলে সেই স্থান তুলিয়া দিতেছি। (মৃতগদ্যের পার্শ্বে বসিয়া উন্নতভাবে) নিজের বলিতেছেন;-

প্রিয়তমে!—মনোরমে!

উঠ উঠ, বেগা হ'ল;

উঠ না হে,

উঠ না হে,

থাক শুয়ে—থাক শুয়ে।

আমি কি নির্দয়,

হায়,

জাগাই তোমায় তাই,

থাক শুয়ে, উঠিও না,

খুল না—খুল না আঁখি;

থাক শুয়ে, বিধুমুখি!—বিজয়-জয়-পাখী!

সারা নিশি কষ্টভোগ,

আহা, কি রোগের জ্বালা!

জাগা ব না—থাক শুয়ে—

জাগাইলে হ'বে পাপ!

আমিও জেগেছি নিশি তব মনে, প্রিয়তমে!

আমিও ঘুমাই পালেশে, —বিজয়-বিনোদ-মালা!

(পার্শ্বে শয়ন ও পুনর্বার গাত্ৰোত্থান করিয়া) —

উহু! উহু!—ঘুমা'ব না,

ঘুমা'বার কাল কি এ?

কেন নয়?

যার সনে চিরকাল এক ভাব—

এক প্রাণ—আত্মা এক—সব এক—তু'য়ে এক—

যে হাসিলে আমি হাসি,

যে কাঁদিলে কাঁদি আমি,

যে বসিলে আমি বসি,

যে উঠিলে উঠি আমি,

সে যা' করে, সে যা' বলে, সে যা' দেখে,

আমিও তা' ।

তবে কেন ঘুমা'ব না ?

অবশ্যই ঘুমা'ইব ।—

(উচ্ছ্বাস করিয়া)—

হাঃ হাঃ, কি সুখের দিন !—

স্বর্গে কি এ দিন আছে ?

তাই আছে । কিছু নাই !

স্বর্গ সে আমার কি ?

ভাওর কল্পনা !—হাঃ হাঃ—হাঃ হাঃ—স্বর্গ রে !

স্বর্গ যদি থাকে,—থাক ;—

তা'তে কি এ সুখ আছে ?

আছে বৈ কি !

দূর দূর ! মিথ্যা কথা, সুখ নাই ।

কে বলিল ?—আমি বলি ।

তুমি কে ?—তুমিও যে ।

স্বর্গ তবে কি রে ?

ওরে ভ্রমিতে কি ইচ্ছা কর ?

করি বৈ কি ।

ভ্রম তবে—স্বর্গ সে নরক !

কাম, ক্রোধ, লোভ, ঈর্ষা, ঘৃণা, মদ, অহঙ্কার,

এই সব স্বর্গে আছে ।

সত্য কি না, শাস্ত্র দেখ ।

স্বর্গে কি রে প্রেম নাই ?

আছে বৈ কি, অবিকল ।

তুচ্ছ প্রেম তবে কোথা ?—

দূর অন্ধ ! এই দ্যাখ,—

আর এই ছন্দ লইয়া অধিক লিখিবার প্রয়োজন নাই । এক্ষণে সম্ভব মহোৎসবের নিকট আমার এই নিবেদন যে, হরধর্মুর্ভব কিঞ্চিৎ পরিমাণেও তাঁহাদিগের সম্ভাববর্জন করিতে পারিলে আমার আশা ও পরিপ্রসন্ন সফল হইবে ।

পরিশেষে কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, সমীতপ্রিয় সুগায়ক শ্রীকৃষ্ণ বাবু ভূতনাথ যুগোপাধ্যায় মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া এই বাটকাত্তরগত গানগুলিতে শ্রী ও ভাল সংযোজন করিয়া দিয়াছেন ।

শ্রীরাজকৃষ্ণ দাস ।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ ।

(অকারাদি বর্ণক্রমে সজ্জিত)

[*এইরূপ (*) নক্ষত্রচিহ্নিত শব্দগুলি স্ত্রীবাচক]

অকৃতত্বণ ।	রক্ষক ।
*অহল্যা ।	রাজগণ ।
*ইচ্ছা ।	রাম ।
ইন্দ্র ।	রাবণ ।
* উদ্ভিলা ।	লক্ষ্মণ ।
ঋষি ও ঋষিশিষ্যগণ ।	শতানন্দ ।
কুশলজ জনক ।	শক্রব ।
*গঙ্গা ।	প্রতীকোক্তি ।
গৌতম ।	ষড়ঋতু (প্রাতিমূর্তিক)
*তাড়কা ।	১ম গ্রীষ্ম ।
দশরথ ।	২য় বর্ষা ।
দূত ।	৩য় শরৎ ।
দৈববাণী ।	৪র্থ হেমন্ত ।
নাগকন্যাগণ ।	৫ম শীত ।
পরশুরাম ।	৬ষ্ঠ বসন্ত ।
বশিষ্ঠ ।	সভাসদগণ ।
বালী ।	* সরষু ।
বিশ্বকর্মা ।	* সীতা ।
বিবামিত্র ।	* সীতার সখীগণ ।
ভরত ।	সীরক্ষজ জনক ।
ভৃত্য ।	*সীরক্ষজ-মহিষী ।
মধু ।	হুবাহ ।
মন্ত্রিগণ ।	হুমতি ।
*মাণ্ডবী ।	হুময় ।
মারীচ ।	সৈন্যগণ ।

হরধনুভঙ্গ ।

[পৌরাণিক ইতিবৃত্তমূলক নাটক]

প্রথম অঙ্ক ।

প্রথম দৃশ্য ।

অবোধা নগরী—রাজসভা ।

দশরথ, বশিষ্ঠ, শূরভঙ্গ, ও সভাসদগণ ।

বিজ্ঞানিত্রের প্রবেশ ।

দশ।—বহু দিন হ'তে, কেব! মন্তক আমার
স্পর্শ করে নাই তব চরণমূল ।
পাদ্য অর্ঘ্য ধন্য মোর; ধন্য আনি আজ;
তব পদে প্রসিদ্ধ, ঋষিকুলরাজ !
বিধা।—কহ, রাজা! কুশল তোমার;
কহ, বহুবীর তব কুশল বারতা;
সমস্ত ভূপতি বত আছে ত সন্নত ?
পরাজিত আছে ত বে শত্রুগণ বত ?
দৈব ও মানুষ্য কর্ম
অবিরত অনুষ্ঠান কর ত, কুমতি ?

দশ।—তপোধন !

আজি তব পেরে দরশন,
কি বে আনন্দিত হৈমু, না হর বর্নন ।
অমৃতলাভের মত তব দরশন,
ক্রিথা কেন জলশূন্যবেশে কলবরিষণ ।
সেবার সুযোগ্য পাত্র তুমি;
সৌভাগ্য আমার আজি, আসিলে আলয়ে ।

জনম জীবন অক্ল হইল সকল,
হৃদয়ে হেরিমু তব চরণ-কমল ।
বিধা।—মহারাজ ! ত্রাঙ্গণে তোমার
ভক্তি, নিষ্ঠা আছে অনুক্ষণ ।
কেন না থাকিবে ?
বা'র কুলপুত্রোচিত
মহর্ষি বশিষ্ঠ এই দ্বিজকুলোত্তম ।
তে মহর্ষি বশিষ্ঠ তালস !
বড়ই লজ্জিত আমি,
মনে হ'লে পূর্বের সে কথা ।
লোভমকে মাতি'
তব দেখু—কামধেনু, সম্বল তোমার—
সবলে কাড়িয়া ল'তে
ইচ্ছা ক'রেছিমু চিতে;
সেই লাজে বড়ই লজ্জিত ।
কিন্তু আমি এবে যে ত্রাঙ্গণ,
সেই সূত্রপাতে;
ইহা প্রসাদ তোমার ।

বশিষ্ঠ।—বা' হ'বার হ'য়ে গেছে,—

বিধির ঘটনা—

এস, হে ঐকর্ষে !

আজ মিলি' পরস্পরে,

বৈত্ৰী-চিহ্ন প্রকাশিব আলিঙ্গন করি' ।

(উভয়ের আলিঙ্গন) ।

বিধা।—রাজরাজেশ্বর দশরথ ।

ধন্য তব রাজসভা ;

এই সভামাঝে বসি' সিংহাসনে

রামেরে শিখাও রাজনীতি ।

কথ।—যে কার্যের আশে তব হেথা আসন,

বল, অনুগ্রহ বোধে করিব পালন ।

বিদ্যা।—

মহারাজ ! মহাবংশে জন্ম তব পুণ্য অংশে,

বশিষ্ঠ তোমার পুরোহিত ;

এরূপ বচন বাহা, তোমাতেই সাজে তাহা,

অন্ত জনে না সাজে কিকিঁত ।

অহে সভাপরাক্রম,

তন তবে কথা মম,

যে কার্যে আইমু তব পাশ ;

সেই কার্য করিবারে

বন্ধ হও অঙ্গীকারে

সত্যসন্ধ ভূমি, মহেবাস ।

সম্প্রতি হে ধরাস্যমো ! দীক্ষিত হ'য়েছি আমি

কোন এক পুণ্যকর বাগে ;

কিন্তু সেই বস্ত্রে মম

বাঁটিয়াছে ব্যতিক্রম

যজ্ঞপূর্ণ হইবার আগে ।

বিষকারী মায়ার

হুই হুই নিশাচর

মারীচ, সুবাহ বলশালী,

বজ্র-নষ্ট-বাসনায,

মম বজ্র-বেদিকায়

দিয়া গেছে রক্ত য়াংস ঢালি' ।

সেই হুই হুই জনে

বিতাম ক্রোধিত-মনে

অভিলাপ কর্ত্তের মতন,

কিন্তু, ওহে মহোপতি, এ বাগে নিবদ্ধ অতি

অভিলাপ করিতে অর্পণ ।

কাজেই আশ্রম ছাড়ি' আইলাম তাড়াতাড়ি',

মহারাজ ! তোমার পোচরে ;

একণে ক'রেছি হির,

কাকপক্ষধর বীর

রামে দান কর বোর করে ।

আমার রক্ষিত হ'য়ে, শ্রীগ্রাম অকুতোভয়ে

নিজ দিব্য তেজ প্রকাশিয়া,

বজ্র-বিষকর বত

রাক্ষসে করিবে' হত ;

তাই আমি আইমু জানিয়া ।

তপু-বশ রাক্তি তরে

মম সনে শ্রীরাঘবেরে

বজ্রে মম করহ প্রেরণ ;

পূর্ণ হ'বে মনতাম,

বাইরা তবায় রাম

গে উত্তরে করিলে নিধন ।

(দশরথের মূর্ত্তী ও কিরৎকগ পদে

মূর্ত্তীতল)

কথ।—দেব তপোধন ! আমি নিবেদি তোমায়,

রামের বয়স এবে ষোলদশ প্রায় ।

এই সে কারণে রাম রাজীবলোচন

রক্ষ সহ রণে যোগ্য নহে কদাচন ।

অকৌহিনী সেনা মোর,—আমি যার পতি,

আমিই সূত্রিব ইথে রাক্ষস-সংহতি ।

বাইট হাজার বর্ষ, তন কুশিক-নন্দন !

কালগর্ভে ক্রমে আমি করিয়া ফেপন,

এ বয়সে বহু ক্রেশে পাইমু রামেব ;

লইয়া বেও না রাম রাজীবলোচনে ।

একে ত বালক রাম,

তাহাতে আবার নাহি জানে সমর-কৌশল ।

বিদ্যা।—এ কি কহ, মহারাজ ।

প্রথমে প্রতিজ্ঞা করি', নষ্ট কর শেষ,

রঘুবংশদেব ইহা গুণ কতু নহে ।

এই দোষে, রাজা ! তব কুল হ'বে ক্ষর,

বাস্তবিক বলিতেছি ;—মিথ্যা কথা নয় ।

এই যদি ইচ্ছা ২২ তোমার, রাজন !

যেথা হ'তে আসিলাম, সেথা বাই চলি' ।

অলীকপ্রতিজ্ঞ রাজা ! বকনা করিয়া,

হুখে থাক বহুগুণে আরত হই' ।

কথ।—কর, ঋষি ! রোষ পরিহার,

আমি চির-অধীন তোমার ।

(বগত)—

কি কুক্ষেপে হইল প্রভাত,

কেমনে ছাড়িব রামধনে ?

না ছাড়িলে,

তদ্বীভূত হ'য়ে যাবে অবোধ্যনগরী—

তদ্বীভূত হ'বে প্রজাপণ—

নিজেও হইব তদ্ব্য নারাদুল্ল সনে ।

অস্তক-মুনির লাগ

বিবামিত্র-শাপে নুৰি কলে ।

কি করি,—কি বলি,—আত্মস পরান !

বুকে বাধা দেহ-ভুরী,
প্রাণ বাধা জীৱামের প্রাণে,
কেমনে চকের আড় করি ।

কবি বদে' দশ দিন,
অহো, এ যে বর্ষ দশ শত !

বশিষ্ঠ ।—মহারাজ !

জন্ম তব ইচ্ছাকুর কুলে,
ধর্ম-অবতার তুমি,
পুণ্যাত্মা বলিয়া তুমি ত্রিলোক-বিস্তিত,
এ হেতু, প্রতিজ্ঞা তব পালনি উচিত ।
তাই বলি, মহারাজ ! বিশ্বামিত্র-করে
রামেরে অর্পণ কর হরিব অন্তরে ।
জীৱামের অন্তলিঙ্গা কিংবা অলিঙ্গার
কিছু চিন্তা নাহি তব, দশরথ রায় !
রামের রক্ষক যদি বিশ্বামিত্র হন,
কি করিতে পারে তবে নিশাচরণ ?
আপনিই বিশ্বামিত্র আপনার বলে
পারেন করিতে নাশ সে রাক্ষস-বলে ।
কেবল রামের হিত করিবার তরে,
চাহেন তাঁহারে ইনি তোমার পোচরে ।

দশ ।—বাও, হে সুমন্ত্র ! তবে,

আন স্বরা প্রাণের কুমার রামে হেথা ?

সুমন্ত্র ।—যে আজ্ঞা, ভূপতি !

বিদ্যা ।—বড় তুষ্ট হৈছ আমি আজ,

সুখে থাক, মহারাজ !

রামের সহিত সুমন্ত্রের পুনঃপ্রবেশ ।

রাম ।—নমি আমি তব পদাশুভে,

হৃনিহুলচূড়ামণি !

নাম শুনিয়াছে দাঁস,

কিছু এত দিন ঘেঁষি নি ও পাশপাশ,

সার্থক নয়ন, মন, প্রাণ, দেহ আজি ।

বিদ্যা ।—বটে বটে, স্যামস্বর !—

রাম ।—(বাধা দিয়া)—

কি আজ্ঞা পালিব পিতা ?

দশ ।—বাও, বাজা ! ইহার সহিত

সিদ্ধান্তে বজা রাখিবারে ।

হে মহর্ষে ! কি আর বলিব,

রাম মোর চিরবহিঃপ্রাণ ।

বিদ্যা ।—কি হেতু আশঙ্কা তব, রাজা ?

বীরপুত্র মহারীর বলি'

বিদিত ভুবনে তব রাম ।

ক্রতুপদে লক্ষ্মণেব প্রবেশ ।

লক্ষ্মণ ।—দাদা ! আমি শুনিবু এখন,

বা'বে নাকি কবি-বস্ত্রে ?

ইনি বুঝি বিশ্বামিত্র হনি ?

প্রণমি তোমারে, প্রভো !

কিন্তু,

বাই বণ—অভিশাপ দাও—

পালি দাও, বাহা আসে যুখে,

তথাপি অগ্রজ রামে

কছু না বাইতে দিব তোমার সহিত ।

চিরসঙ্গী আমি, দেব ! অগ্রজের মোর ;

আমারেও সপে লও ।

রাম বসুনাথ !

অনাথ করিয়ে মোরে—

রাম ।—সে কি, ভাই ! ও কি বল ?

চল মোর সাথে ।

কিন্তু, ভাই ! পিতার আদেশ—

বিদ্যা ।—মহারাজ অযোধ্যা-ঈশ্বর !

লক্ষ্মণেরে রাম সনে দাও মোর করে,

হুই ভাই এক ঠাই না থাকিলে,

চকন হ'বেন কোহে ।

দশ ।—বাও, রে লক্ষ্মণ ! তবে হুই ভাই মিলি'

ধীরে ধীরে কোশিকের সনে ।

হে মহর্ষে !

দেহ মোর রছিল ছেদ্য,

এক প্রাণ হুই হ'বে,

• হুই পুত্রসনে চলিগ গো,

বাধা যেন না লাগে এ প্রাণে ।

বিদ্যা ।—পিতৃশ্রাদ্ধ-বুঝি আমি, রাজা !

বিশ্ব।—সন্নিব তুমি !

চল বরা অগ্রাধারে,
বাহিয়া বাহিয়া,
অন্ত শত্রু বহু দিন ঐরাম লক্ষণে।
হে নশিষ্ট কুলপুরোহিত !
নারায়ণ-গৃহে গিয়া কর বজ্রায়ন,
ঐরাম লক্ষণে বেন পূন গুম্বস্তলে
নিরবি এ স্নাতা-গৃহে, বশ দিন পরে।

[সকলের প্রস্থান ।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

সরব্ব নদীর দক্ষিণ তট ।

রাম, লক্ষণ ও বিশ্বামিত্রের প্রবেশ ।
বিশ্ব।—অর্জু বোহনের বেশী পথ অতিক্রমি'
আইলাম তিন জনে।
কঠিন মাটিতে হাঁটিতে হাঁটিতে
তোমা' দৌহাকার কোমল চরণে
হ'য়েছে কতই ব্যথা ;
যাম করে দরদরে ।
রাম।—না, দেব !
কিছুই ব্যথা হাঁটি' হয় নাই চরণে আমার ।
লক্ষণ !

তোমার'পারে ব্যথা হ'য়েছে কি, ভাই ?

লক্ষণ।—দাড়া ! তুমি ক্ষণতরে
ব'স এই শিলা'পরে, বৃক্ষের ছায়ার ।
তোমার চরণ ছুঁটি
কঠিন মাটিতে হাঁটি', ব্যথিত ব্যথার ।
নবীন পল্লব ভেঙে আনি
তোমারে পো করিব বাতাস ।
তোমার চরণ-পঙ্খ ছুঁটি
বুকে ভুলে, বুলাইব বাত ।

বিশ্ব।—লক্ষণ !

তোমার এ ভ্রাতৃত্বিক জগতে অতুল ।

সরব্ব পো,

হুতুহুতু রবে
লক্ষণের ভ্রাতৃত্বিক—ভ্রাতৃত্বের কথা
বহি' তুমি, এখানে এখানে, নগরে নগরে
তুমাইয়া যাও বড় ভ্রাতৃত্ববিগণে ।

রাম।—ভাই রে লক্ষণ !

নদীর পুতুলি তুই আমার নয়নে ।
আয় আর,
ডোরে কোলে ক'রে বসি শিলাতলে
এই বৃক্ষের ছায়ার ।

(লক্ষণকে কোড়ে করিয়া

রামের উপবেশন)

পিপাসা পেয়েছে, ভাই ?

বিশ্ব।—ক্ষণকাল পরে

তুই জনে সরব্বর সীতল সলিল
পান ক'র আশা মিটাইয়া ।
যাও, রাম !

যাও তুমি, কুমার লক্ষণ !

সরব্বর পবিত্র সলিল
স্পর্শ করি' এস তুবা নিজ নিজ শিরে ।

(উভয়ের সরব্বতে গিয়া জলস্পর্শ)

এস চলি' মোর পাশে, নদ্রি দিবাকরে ।

(উভয়ের বিশ্বামিত্রের নিকট পু-স্রাগগন)

বলা, অতিবলা মস্ত কর রে গ্রহণ ।

এ দুই মস্তুরে ভেঙে

বহু পূর্বাটনে নাহি হ'বে প্রম-বোধ,

নাহি হ'বে রূপবিপদ্য,

নাহি হ'বে অর বা বজ্রণা,

নাহি হ'বে কুখ্য-কুকা-ক্লেশ ;

নিদ্রিত অথবা কোন কার্যের সময়

অসতর্ক থাকিলেও,

নিশাচরণ না পারিবে অনিষ্ট সাধিতে ।

সর্বজ্ঞানের জননী,

শিতামহ বিধাতার দুগল-নন্দিনী

বলা অভিবলা বিদ্যা ;
এই বিদ্যাবলে হও বলীরাব্দ ।
(রাম ও লক্ষ্মণের কর্ণে মন্ত্রপ্রদান)
সিদ্ধাশ্রমে চল বাই এবে ।
[সকলের প্রস্থান ।

তৃতীয় দৃশ্য ।

সরসু-ভটস্থিত অরণ্যমধ্যে একটি দেবালয় ।
মূর্ত্তিমতী সরসু ও মূর্ত্তিমতী গঙ্গা ।

গঙ্গা।—ভগিনী সরসু !
ধন্য হুমি এ মহীমণ্ডলে ;
রামচন্দ্র নিজে তব জলে
অবতরি' পরশিলা শিরে বারি ।
আমি ধন্য শিশি' তব নীরে ।
সরসু গো ! আমিও কি তাঁ'রে
পাইব না স্পর্শ করিবারে ?
বহু দিন গত হ'য়ে গেল,
এ অভাগী ভূমণ্ডলে এল
পারপহু ছাড়ি' তাঁ'র,
পুনর্বার কবে আর
পা'ব মে চরণ ?
রামকণী বিষুর কুপার
মোর জলে পাপ ধু'য়ে যার
কোটি কোটি পাতকীর,
পাপি-পাপে পাপ-নীর
ত'য়েছে আমার ।
যাঁ'র পদে জনম আমার,
তাঁ'র পদ পেলে পুনর্বার
দুর্গহারা গঙ্গা পূন্যবতী হ'বে ।

সরসু।—
হৃৎথ সম্বরিয়া, আশঙ্ক হইয়া,
ধাক, সরসুনি !
বাঁতে মোক্ষপদ, সেই পদ্মপদ
রাম রঘুমণি

দিবেন, বজ্রনি ! তব পূজাভলে ।
ভক্তি-শতবলে দিবস রজনী
মানসে পূজ গো তাঁ'র চরণ দু'খানি ।
গঙ্গা।—ভাল, সখি, তবে আমি বাই,
ঈরানের পায়ে সূটে গড়ি ;
নিদ্রিত-আছেন এবে রাম,
যত্নহলে পদসেবা করি ।

[উভয়ের প্রস্থান ।

চতুর্থ দৃশ্য ।

আরণ্য পথ ।

রুক্মমূলে রাম ও লক্ষ্মণ নিদ্রিত ।

পার্শ্বে বিশ্বামিত্র উপবিষ্ট ।

বিশ্বা।—কি ছার মারীচ আর সুবাহ রাক্ষস ?
ইচ্ছা কৈলে পারি ধ্বংসিবারে
অসংখ্য রাক্ষস-বংশ একটি নিধাসে ।
কিন্তু,
বাসনা আমার সদা জাগে মনে,—
সর্দীয়ভৈরব হরি শ্রীমধুসূদনে
মম বক্ষে ল'য়ে বেতে ।
ই তাঁ'র সমক্ষে
পূর্ণাহতি দিব আমি ধনুকগুণে মম ;
পূর্ণ হ'বে সাধের কামনা ।

(নেপথ্যে গীত)

ভৈরব—চৌতাল ।

প্রভাত হইল, জুবন দাইল,
জগ জগ জগ রাম ! !
আকাশ-ছায়ায়, উষা সতী গায়,
ঈরাম মধুর নাম ॥
শতদল জলে, ফোটে পরিমলে,
রাম রাম বলে অজি ।
রাম-নাম শুনি', উদ্দেশে বলিনী,
রাম-পায়ে পড়ে চলি' ॥

কোটে পাখে পাখে, কুল বাকৈ থাকে,
পাখী বলে রাম যুলি।
ভাগ যে সকলে, রাম রাম বলে,
ভক্ত-কপাট খুলি ॥

বিশ্বা।—গা তোল,— গা তোল, হুঁটি তাই !
ওঠ বাছা ! রাত্তি আর নাই।
হৃৎকেননিভ শয্যাতে
সুতে হুঁই জনে।
মোর তরে আছি বুকমূলে
দুলার শয়নে।
ওক বলি' বাড়াইলে মোর গৌরব অপার।
ওঠ শিষ্য রাম, ওঠ লক্ষণ আমার।
শাশিশাখে পাখী করে গান,
তাই কি রে ঘুমে অচেতন ?
চল, বাছা ! করিব প্রস্থান ;
ছাড়ি দুলার শয়ন।
প্রাতঃসন্ধ্যাকালে নিদ্রা উচিত না হয়,
জাগ, বাছাধন !

(রাম ও লক্ষণের গাথোথান)

রাম।—গুরুদেব !
গত কল্য মোরা তিন জনে
এসেছি এই স্থানে সন্ধ্যাগত হ'লে।
সে কারণ
চিনিতে পারি নি কিছু কি আছে হেথায় ;
অন্ধকারে অচিহ্নিত সব।
এক্ষণে নয়নে মোর
নব নব কত কি গো পড়িছে চৌদিকে
প্রভাত-আলোকে।
গুরুদেব !
ঐ হুঁটি কোন্ কল্লোলিনী
সঙ্গমি'ছে কল-নাড়ে ?
তপোরত মনগণ ওই না ওখানে—
বগ্নীক-আবৃত দেহ ?
উর্ধ্বাঙ্গে ভক্তিতরে প্রণিপাত করি।
দল, গুরু !

বল এই আগ্রহ কাহার ?
কেই বা বলেন হেথা ?
কি নাম তাঁহার ?

বিশ্বা।—ভুল, রাম রঘুমনি !

কল্পপের এ আশ্রয় আছিল পূর্বেতে ;
অগ্র নাম কান তাঁর ;
পূর্বে তিনি ছিলে দেহধর।
এক দিন
মহাদেব দেব ত্রিলোচন
সমাধি করিয়া শেষ,
ল'য়ে দেবগণে
বাইতেছিলেন সুখে বিলাসের স্থলে।
হেন কালে
সে অনঙ্গ তাঁর চিত্তমাথে
উৎপন্ন করিলা ভ্রমে দারুণ বিকার।
ক্রোধনেতে মহাদেব অমন তখন
হুক্মারে করিলা তম্ব তাঁ'রে।
এখানে অনঙ্গ-অঙ্গ হৈল ভয়ীভূত,
টেই এ দেশের নাম
'অঙ্গ' বলি' খ্যাত ভূমণ্ডলে।

রাম।—পর-অপকার করে বেই,
তা'র ভাগ্যে প্রতিফল এই।

লক্ষণ।—তবু, দাদা !

হুঁট লোক নাহি শিখে নীতি।

বিশ্বা।—চল পুন বাই তিন জনে
অরণ্যের পথ ধরি' সিদ্ধান্তে মম।
ভাল কথা মনে হ'ল,—
এই পথ দিরা যদি বাই, তবু বর !
তিন দিবসের পথে সিদ্ধান্ত মম,
ওই পথ দিরা যদি বাই,
কালি প্রাতে পাইব আগ্রহ।
কিন্তু বড় ভয় ভাবি ও পথে বাইতে।

রাম।—কেন, গুরুদেব ?

বিশ্বা।—তাড়কা নামেতে এক হুঁটা নিশাচরী
কটক ও পথিমধ্যে !
বহি তা'র চক্ষে পড়ি তিন জনে,

তা' হ'লে সে কী! বলিবে, স্বীকরনে।

তাই বলি, রাম।—

রাম।—তাড়কা রাক্ষসী!—কে সে এতো?

বিধা।—হুকেতু বন্ধের কন্যা,

জন্তার-পুত্র হুন্স পতি তার,

মম বজ্র-বিষকারী

মারীচ রাক্ষস হুয়াচার

পুত্র তা'র।

তাড়কার ভয়ে ভীত সর্পজন।

কত শত তপসীরে মাতাপুত্রে মিলি'

বধিয়া রুধির পান করে মুহমুহ।

তাড়কার উৎপীড়নে কেহ নহে স্থির,
রক্ষের পরও কাঁপে দেখিলে তাহারে।

তাই বলি, বাছা,

চল যাই তিন জনে এই পথ ধরি',

মহারাজ দল্লরথে মনে পড়ে মোর;

ধাব না ও পথে, রাম!

রাম।—গুরুদেব!

লক্ষণেবে ল'য়ে

তুমি যাও এই পথে।

আমি ওই পথে যাই, প্রভো!

হোমার চরণ-রেণু-প্রসাদে আমার

কিসের কি ভয়?

শাসি' আমি তাড়কারে,

নিষ্কটক করিব ও পথ।

সিদ্ধাপ্রমে দেখা হ'বে পুন তিন জনে।

লক্ষণ।—গুরুদেব! একা তুমি যাও;

অগ্ৰজের সনে আমি যাইব ও পথে।

রাম।—লক্ষণ! বালক তুমি;

তাই বল এ হেন বচন।

যাও তুমি

গুরুমনে সিদ্ধাপ্রমে এই পথ ধরি'।

বধা।—বুঝিলাম, বীর তুমি, রাম!

এত্ৰ তব ধমুর্দগমিকা!

এ বাক্য-প্রয়োগ মোর পরীশায় তরে।

তোমা হ'তে হ'বে মোর কাণ্ডের উদ্ধার;

জরাজের হ'বে শ্রবণ।

দেখিব বিক্রম তব,

দেখিব শক্তি;

চল যাই ওই পথে মিলি' তিন জনে।

[সকলের প্রস্থান।]

পঞ্চম দৃশ্য।

তাড়কারণ্য।

তাড়কা ও মারীচ।

তাড়কা।—বেস্ বেস্ বেস্, বেস্ রণবেশ্,

আনুগে ছিঁড়ে গুণির মাথা;

এখন, মারীচ। যা'বি কোথা?

মারীচ।—বিশ্বামিত্রির ব্যাটা আবার

কোঁচে গো মা! যগ্গিবাগার;

যগ্গিপণ্ড কোরবো গো তা'র।

কি ধাবি তুই,—কি ধাবি তুই?

তাড়কা।—ধি, ধি, ধি।

মারীচ।—হি হি হি।

বেগে সুবাহর প্রবেশ।

সুবাহ।—ছি ছি ছি!

মারীচ।—কি কি কি?

সুবাহ।—ছি ছি ছি!

মারীচ।—কেন্ রে সুবাউ এমন্ বলিস্?

সুবাহ।—তোর মাকে তুই বি খেতে দিস্?

ক'বিগলো বি হুন্ খায়,

রক্ত তা'দের মিলি তার।

তাড়কা।—বেস্ বোলেচিস্, বেস্ বোলেচিস্।

আমায় তবে তাই এনে দিস্।

রক্ত ধাব—রক্ত ধাব,—

কাঁচা ধাব? না পাকা ধাব?

সুবাহ।—কাঁচার পাকায় মিশিয়ে ধাবি—

মডার চুলোর ছুট্টয়ে নিবি।

মারীচ।—তা' হ'লেই মা বোয়াদ পা'বি।

তাড়কা।—কখন তোরা আসতে যাবি ?

উত্তরে।—এই চমু—এই চমু ।

[সকলের প্রস্থান ।

রাম, লক্ষণ ও বিশ্বামিত্রের প্রবেশ ।

বিশ্ব।—এই, রাম ! তাড়কার বন ।

সাবধানে ধর ধমু করে,

যুড়ি' শর দুই জনে ।

রাম।—কই, গুরু ! সেই নিশাচরী ?

কিরূপ আকার তা'র ?

বিশ্ব।—এখন দেখিবে চক্ষু, বাছাধন !

আমাদের দেহ-ভ্রাণ

বিদ্যুতের বেগে পশিয়াছে নাকে তা'র ।

এল এল, সাবধান !

এখনি উঠিবে রুড় ;

রুদ্ধ মড়মড়ি' ভাঙিয়া পড়িবে ভূমে ।

লক্ষণ।—উঃ,

ঐ দেখ, দাদা !

ভীম বাক্সাব্যু পড়ি'ছে আছাড়ি' রুদ্ধে ।

ঐ আসে কদাকারা ঘোরা নিশাচরী !

গলে ওর অস্থিমালা দলমল করে ;

কুপমম চক্ষু ছুটা অগ্নিরাশি ঢালে ;

বিকট মুখের রক্ত—অতল সাগর !

হুই হতে শালতর ।

ছুটি'ছে বিদ্যুৎবেগে আঁধি পালটিতে ।

রাম।—সাবধান, ভাই রে লক্ষণ !

স্মর ভাই ! নারায়ণ ;

অমিত্রা মায়ের পদধূলি,

পড়ুক আসিয়া তোর শিরে ।

বিশ্ব।—হান বাণ, রঘুমনি !

চক্ষুর নিমেষে কাটি' পাড় রাক্ষসীরে ।

রাম।—গুরুদেব !

দেহ পদধূলি শিরে,

বধিব না তাড়কারে,—ক্রীহত্যার ভয় ।

নাগপাশে বাধি' ওরে দিব তব পদে ।

বিশ্ব।—সে কি, রাম !

বধ বধ, নির্ভর্য রাক্ষসী ;

ওর বধে নাহি হ'বে শাপ ।

শত শত কষিনারী পা'বে প্রাণ

একটা রাক্ষসী-বধে ।

রাম।—কি করি,—উপায় নাই ;

শিরোধাৰ্য্য গুরুর বচন !

আসিবার কালে,

অধোদ্যানপরে বলিলেন পিতা ;—

'দেখ, বাছাধন !

বিশ্বামিত্র-মুনি-বাক্য করিও পালন ।'

সে হেতু,

গো-ব্রাহ্মণ-হিতে আর দেশের হুহিতে,

তব বাক্য, প্রভো ! আমি প্রস্তুত পালিতে

লক্ষণ।—আজ্ঞা যদি পাই, দাদা !

তা' হ'লে এখন কাটি' পাড়ি রাক্ষসীরে ।

তোমার প্রসাদে,

মোর এক মাত্র শর

তাড়কার সাক্ষাৎ শমন ।

রাম।—প্রাণের লক্ষণ ! জানি তোর বল ;

কিন্তু, ভাই ! গুরুর আদেশ মোর প্রতি ।

সাবধানে রহ ভূমি ।

নেপথ্যে তাড়কা।—

বিধি মোরে বাম নহে ;

গৃহে বসি' পাইনু স্নেহমা তিন গোস ।

কে তোরা রে মাংসপিণ্ড ?

বেগে তাড়কার প্রবেশ ।

রাম।—সাক্ষাৎ শমন তোর ;

এই দেখ, নিশাচরি !

তাড়কা।—কি বলিলি ?—কি বলিলি ?

দেখ, তবে কে কা'র শমন !

(রাম ও তাড়কার যুদ্ধ ;

তাড়কার পতন ও মৃত্যু)

(আকাশ হইতে পুষ্পরষ্টি ও চুন্দুভিবাদ্য)

রাম।—দেহ পদধূলি, গুরুদেব ।

আজ্ঞা তব করিহু পালন।

অবহেলা নহে গুরুবাণী,

তেঁই সে করিহু হেন কাজ।

অর্শি থাকে যদি ইথে পাপ,

তবে যেন

তব পদ-রেণু-স্পর্শে পবিত্রতা লভি।

বিশ্বা।—আশীর্বাদ করি, রে বাছনি।

এইরূপে আজীবন শত্রু বধ কর ;

চণ্ডিকা সহায় তোর সঙ্গ।

আশীর্বাদ করি, রে লক্ষ্মণ !

রাম সম হও বীর।

চল এবে নির্ঝিবাতে সিন্ধুশ্যমে যাই।

[সকলের প্রস্থান।]

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

সিন্ধুশ্যমের পার্শ্ববর্তী অরণ্য।

রাম, লক্ষ্মণ ও বিশ্বাসিত্র।

বিশ্বা।—বাছা রান ! বড় তুষ্ট আমি তব প্রতি।

তোমার মঙ্গল হউক,—এই মন মতি।

হ'য়েছি পরম প্রীত, এই হেতু তোমার

কত গুণি দিব্য অস্ত্র দিতে মন চায়।

সে সব অস্ত্রের শক্তি অতি চমৎকার,

রোধিতে সে সবে শক্তি নাহিক কাহার।

গুরুদেব, দানব, রক্ষ, অসুরগণ

যদি তব শত্রু হ'য়ে ইচ্ছা করে রণ,

অনায়াসে সেই সব অস্ত্রের প্রভাবে

তা'সবারে ভুঁই, বাছা, রণে পরাজিবে।

সেই সব দিব্য অস্ত্র এ হেতু এখন,

ধ্যানে আনি তব করে করিব অর্পণ।

(ধ্যানে উপবেশন ও অবিলম্বে উঠে)

হইতে বিশ্বাসিত্রের সম্মুখে বাণ-

পূর্ণ তুণের আবির্ভাব)

ধর, রাম ! পবিত্র অন্তরে

দ্বিব্য-অস্ত্র-পরিপূর্ণ অক্ষয় তুবীর।

এই সব মহা-অস্ত্র বন্দণ্ড সম ;

প্রজাপতি কৃশাণের আশ্রয় এ সব।

রাম।—গুরুদেব ! বড় ভাগ্যবান আমি ;

অমুগ্রহ তব অতুল জনতে।

এক এক বাণ তব

এক এক প্রাণ এ দাগের, দয়াময় !

লক্ষ্মণ।—ভো আরাধ্য গুরুদেব !

জীবন, ভরসা, শক্তি ভুঁই এ দৌহার।

রাম।—তপোদান !

ঐ নহীদরের সকাল

শোভা পায় দুলাবলি মেঘের সন্দেশ।

দেখিবার যোগ্য উহা, অতি মনোরম,

মৃগগণ ধায়, ডাকে নানা বিহঙ্গম।

কৌতুহল হ'তেছে আমার,

বল, গুরু !

ঐ বনে আগ্রম কাহার ?

কহ, দেব ! ব্রহ্মযাত্রী নিশাচরগণ,

বাণ-বিষ করে যা রা তোমার আগ্রমে,

যা দিগে বধিব আমি, যজ্ঞরক্ষা তরে,

সেই সে আগ্রম তব কত দূর আর ?

বিশ্বা।—ঐ যে দেখিছ, রাম, অদূরে আগ্রম,

আমারি আগ্রম ওই।

পূর্বে ঐ স্থানে যজ্ঞ কৈলা বলিরাছ।

সেই যজ্ঞে আদিষ্টেব বিষ্ণু ভগবান্

অমিত্রা অদ্বিতি-গর্ভে বামন-রূপেতে

ছলিলেন বলিরাছে।

রাম ও লক্ষ্মণ।—নমস্কার করি।

রাম।—চল, গুরু !

তব পুত্র আগ্রমের বুলিকণা মাণি

পবিত্র করি এ দেহ।

(নেপথ্যে গীত)

রামকেলী—চৌতাল ।

নেথ রে জগৎ ! যেদিনে নয়ন,

যথা হরি হয়েছিলেন বাসন,

আজ তথা পুন করেন গমন,

কৌশিকের যাগ-পুরণ করে ।

ধনু ধনু তুমি মনি বিশ্বামিত্র !

ব্রহ্মাণ্ডের মিত্র হ'য়ে তব মিত্র,

পুরাইতে তব মনের বাসনা,

আসিলেন আজি ধনুক করে ।

সিদ্ধাশ্রমে আজি সিদ্ধি নিস্কিল,

অমর-চন্দ্রভি গগনে বাজিল,

মূল বিনাইয়ে প্রকৃতি নাজিল,

প্রাণ-মন-ভোলা অজান-ভরে ।

সিদ্ধাশ্রমবাণী ওগো করিগণ !

বেদ-মন্ত্র-গান কর জনে জন,

যজ্ঞেশ্বর হরি রাম রত্নমণি,

হের হের হের নয়ন ভ'রে ॥

পর পুনঃ বীরবেশ ধৌহে ।

যজ্ঞস্থলে গিয়া আমি যজ্ঞ আয়োজনি ।

[রাম ও লক্ষণের প্রস্থান]

সুবাহ, মারীচ নিশাচর

মৃত্যুমুখ নিরাধিবে আজ ।

কিন্তু মারীচেরে নিপাত করিলে,

কাণ্ডাসিদ্ধি নাহি হ'বে—

নাহি হ'বে রাবণ-সংহার—

নাহি হ'বে দেবের নিস্তার—

না ঘুচিবে পৃথিবীর ভার ।

কেমনে নিষেধি নিজ মুখে

রাঘবেরে মারীচ-নিপাতে ?

ইচ্ছারে ডাকিতে হ'ল কাছে

ধা-নযোগে ।

(ধ্যান)

মুক্তিমতী ইচ্ছার প্রবেশ ।

[সকলের প্রস্থান । ইচ্ছা ।—কুশিকনন্দন !

সহসা আসন মোর কি হেতু টলা'লে ?

হিনু আমি দেবলোকে দেবতার মনে,

কেন আরাহন ?

বিধা ।—দেবি !

বিষম সমগ্রা আজি ;

ফিরাও রামের চিত্ত অন্ধ পথে,

বাঁচাও মারীচে তুমি !

মরিলে সে পাণী,

ইচ্ছা গো, দেবের ইচ্ছা পুরাইবে কিসে ?

অগ্নয় মারাদুগ কে সাঁজিবে ?

কে খুলিবে রাবণের মৃত্যুর দুয়ার ?

ইচ্ছা ।—যা বলিলে, সত্য কথা ;

কিন্তু,

নিজেই ত তুমি, মনি !

পার নিষেধিতে রবুকুল-ইন্দীবরে ।

বিধা ।—বাস্তবিক ;

কিন্তু আমি কেমনে নিষেধি

দ্বিতীয় দৃশ্য ।

সিদ্ধাশ্রম ।

রাম, লক্ষণ ও বিশ্বাসিত্রের প্রবেশ ।

বিধা ।—এই, রাম । আগ্রম আমার ।

রাম ।—করি কোটি কোটি নমস্কার ।

লক্ষণ ।—কোথা তব যজ্ঞস্থল, প্রভো ?

বিধা ।—আগ্রমের পূর্ব দিকে ।

প্রতিদিন

যজ্ঞ-বেদিকায় পাড়ে অংগুশালিকর,

উবা হ'লে পশ্চিমগামিনী ।

এবে ধৌহে এস ছান করি'

গিয়া ঐ সিদ্ধিকুণ্ডে ।

আনিমু বেকালে রামে বধিতে মারীচে ?

পাইলেন কত কষ্ট রাম রঘুনি,

হইলেন কষ্ট ভাগী তাঁ'সহ লক্ষণ

পথে পথে, বনে বনে, পর্বত-প্রান্তরে

আসিবার কালে ।

ভোগ্যসাহ করা নহে উচিত, অমরি !

তুমি বই গতি নাই আর ।

আমি ইচ্ছা !

তোমারি প্রসাদে

স্বপ্ন ক'রেছিলাম আমি দ্বিতীয় জনং,

ত্রিশঙ্কুরে সশরীরে তুলিলাম ত্রিবিবে ।

চমকিলা দেবরন্দ ;

বিম্বিত হইলাম

পদ্মযোনি তক্ষা তক্ষলোককে ।

পুঙ্করে আপনি তক্ষা আসিয়া আমারে

তক্ষর্ষি করিলা বরে তোমারি প্রসাদে ।

হিতৈষিনী তুমি মোর ;

তামি তব পদে চিরকণী ।

আজি, ইচ্ছা ! ইচ্ছা মোর কর গো পূরণ

ফিরিয়া য়ে রামের মতি ।

ইচ্ছা :—তা'ই হ'বে ;

সবামলক্ষণ তুমি যজ্ঞপূর্ণ কর ।

[ইচ্ছার প্রস্থান ।

বিধা :—নিশ্চিন্ত হইলু এবে ইচ্ছার ইচ্ছায় ।

[প্রস্থান ।

তৃতীয় দৃশ্য ।

যজ্ঞভূমি ।

ঋষিগণ বেদমন্ত্রপাঠসহ যজ্ঞ-

কার্য্যে নিযুক্ত ।

রাম, লক্ষণ ও বিধাষিত্রের প্রবেশ ।

বিধা :—বৎস রাম !

আজি সম সার্বক জীবন,

সার্বক এ যজ্ঞভূমি,

সার্বক এ যজ্ঞ ঝাপ ।

তপস্তার ফল হইল সকল,

মানব-জনম, গর্ভের যজ্ঞগা,

সংসারের খোর পাপ-কোলাহল

মুচিল আমার ।

চরণ তোমার, নারায়ণ !

রাশ এই যজ্ঞ-বেদিকার,

অধি ভরি' হেরি' ও চরণ,

যজ্ঞকুণ্ডে দি হে পূর্ণাতি ।

দাঁড়াও সমক্ষে তুমি, পরমেশ !

দাঁড়াও, লক্ষণ ! রাম-নামে,

সাক্ষাৎ অনন্ত তুমি ।

দেখ, তক্ষা ! দেখ, রুদ্র !

দেখ, পুরন্দর !

দেখ, অষ্ট দিকপাল !

দেখ, চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্রমণ্ডলী !

দেখ চেয়ে,

পর্বত, অরণ্য, তলনিধি !

দেখ চেয়ে,

পরমাণুপুঞ্জ ! মানব-অবৃন্ত চক্ষু মেলি'—

সর্ব্বযজ্ঞের হরি-শ্রীপদ-কমলে

এই দিন পূর্ণাতি ।

সকলে :—জয় জয় রাম !

নেপথ্যে :—জয় জয় রাম !

বিধা :— (স্তব)

তুমি তপোরাশি, তুমি তপোময় ;

তুমি তপোযুগি, জ্ঞানের নিলয় ।

তপোবল-ফলে, পুরুষ-উত্তম !

নয়ন-সম্মুখে তুমি আজি মম ।

তোমার শরীরে, প্রভু নারায়ণ,

নিখিল জগত করি বরশন ।

অনাদি অনন্ত একমাত্র তুমি,

শরণ তোমার লইলাম আমি ।

(রামলক্ষণকে সকলের প্রণাম)

(নেপথ্যে সহসা ঝড় ও মেঘগর্জন ;

উর্ধ্ব হইতে অগ্নি, ধূলি, জল,

মাংস, রক্ত, রস্ক ও

প্রান্তবৃষ্টি)

মুনিগণ।—সর্বনাশ ! সর্বনাশ !

বিভ্রাট আবার আচম্বিতে !

বিশা।—সাবধান, রঘুমণি !

সাবধান, কুমার লক্ষণ !

ওই আসে হুরাচার সুবাহ, মারীচ ।

বাঁচাও আগ্রিত ঋষিগণে

এ বিপদে, বিপদবিনাশী !

রাম।—সাবধান, ভাই রে লক্ষণ !

সুমিত্রার স্তনের পরীক্ষা দাও ত্বর।

বেগে সুবাহর প্রবেশ ।

কে তুই, রাক্ষস ?

সুবাহ।—সুবাহ ;

জগতে বিদিত নাম মোর ।

যজ্ঞপণ্ডকারী আমি, "

মুণ্ড চিবাইব ধরি',

আর আণ্ডবাড়ি' ।

লক্ষণ।—আজ্ঞা দেহ, রঘুনাথ !

কাটি' পাড়ি বাহ এর ।

রাম।—নির্দোষ করিয়া দুটে মার, রে লক্ষণ !

যুচুক কটক ।

(লক্ষণ ও সুবাহর যুদ্ধ ;

সুবাহর পতন ও মৃত্যু)

বেগে মারীচের প্রবেশ ।

মারীচ।—দৈবাৎ

নিহত সুবাহ বীরবর ;

অসার বড়াই তোর ঘুচাই নিমেষে ।

সুদ্র শিশু !

কত বল ধরিল শরীরে,

দেখিল এ দার ;

নখে ছিঁড়ি' মুণ্ড হুটা শুঁড়াইব দীতে ।

লক্ষণ।—সুবাহর পাপ আত্মা তোরে

ডাকিল আমার শরমুখে ।

মরিলি, পামর !

রাম।—ভাই রে লক্ষণ !

নাহি এড় শর ওর প্রতি ;

তাড়কার পিণ্ড দিতে বাঁচাইব ওরে ।

কিন্তু ঘুচাইব অহঙ্কার,

এই দেখ,

বায়ুবাণে উড়াইয়া সাগর-সলিলে

কেলি ছুটু দুরাশ্রা রাক্ষসে ।

মারীচ।—মোর ভয়ে ঝড় জড়সড়,

তুই উড়াইবি মোরে !

পোড়া'ব জঠরানলে গিলি' তোরে ।

(রাম ও মারীচের যুদ্ধ ; রামের বায়ব্য

শরাঘাতে মারীচের উর্ধ্বে অন্তর্ধান)

বিশা।—আশীর্বাদ করি, রাম !

শত্রুজয়ী তুমি মহাবীর ।

আশাপূর্ণ আজি মোর

তোমার কল্যাণে ।

এ দরিদ্র গুরুর বাসনা,—

অরণ্যের ফল, নিকরের জল

করহ গ্রহণ ভাই মনে ;

আশ্রমে প্রস্তুত আছে সব ;

চল দৌহে ।

রাম।—বড় ভাগ্য আমা' দৌহাকার,

ভক্ষণ করিব আজ গুরুর প্রসাদ ।

[লকলের প্রস্থান ।

চতুর্থ দৃশ্য ।

সমুদ্রগর্ভ ।

শরাহত মারীচ জলে ভাসমান ।

মারীচ।—অহো, ভাগ্য ! এ কি বিড়ম্বনা !

পরাজিত বালকের শরে ।

দশেক যোজন পথ উড়ি'
পড়িলাম সমুদ্রের জলে ।

ধিক মোরে,
ধিক মোর রাজসৌ শক্তিরে !

(কষ্টেস্থে সমুদ্র হইতে তীরে উত্থান)

এ কি, এ কি ! এ কি দেখি,—

রামময় সমুদ্রের জল !

রামময় পাদপের ফল !

বালুকার কোটি কোটি কণা

কোটি কোটি রাম !

অহো, ও কি পশে ঋতিমূলে !

রাম-নাম বাহি' বায়ু পশে কর্ণপথে !

বীরবেশ !

তীক্ষ্ণ শর যেন রে ছুটি ছে চারি তিতে !

মরিষু মরিষু বুঝি !

রক্ষা কর, দয়াময় !

তুমি, রাম ! দীনের জয়াল ;

বিপদের সহায় সম্পদ ।

কতু আর না করিব পাপকাজ,
আজ হাতে হইলাম বৈষ্ণব তপস্বী ।

রক্ষা কর ভক্তে, রঘুমণি !

বুঝিতে পারিষু, তুমি সাক্ষ্যে ঈশ্বর ।

আর না বাইব দেশে,

এই সিন্ধুতটে কুটীর রচিয়া,

অজন্ম জপিব রাম নাম ।

[প্রস্থান ।

পঞ্চম দৃশ্য ।

সিদ্ধাপ্রম ।

রাম, লক্ষ্মণ ও বিশ্বামিত্র উপবিষ্ট ।

এক জন ঋষিশিষ্যের প্রবেশ ।

বিদ্যা।—কি সংবাদ ?

শিষ্য।—নমি, গুরো ! চরণে তোমার ।

মিথিলার পতি

মহামতি রাজর্ষি জনক সীরক্ষজ

দূতহস্তে প্রেরিলা এ লিপি ।

(লিপিপ্রদান)

বিদ্যা।—(পদপাঠান্তে)—

বুঝিলাম লিপিমর্জ ।

ভ্রম, বৎস রঘুমণি !

ধর্মুর্ধ্বজ হ'বে মিথিলাতে মহাসমারোহে ;

নির্মল্লিত হৈলু আমি শিব্যাগণ সনে ।

কালি প্রাতে শুভযাত্রা করিব সকলে ।

নিভাস্ত বাসনা মোর,—

তাই 'ভাই মিলি'

আমার সহিত চল যজ্ঞ-ধরশনে ।

তথা হ'তে দিবি'

যাব বরাবরি অযোধ্যা নগরী ।

রাম।—যথা আজ্ঞা, গুরুদেব !

কি দেখিব তথা, মহামনি ?

বিদ্যা।—

সেখানে যাইলে পর, অদভুত কলেবর

নিরখিবে এক শরাসন ;

পূর্বে সে যজ্ঞের কালে, দেবরাত নরপালে

সেই ধমু দিয়া পকানন ।

অপ্রমেয় বল তার, দেখিতে সে ঘোরাকার ;

দেবতা, রক্ষস, রক্ষোগণে

সে ধনুতে দিতে গুণ সকলেই অনিপূণ ;

নরে তবে পারিবে কেমনে ?

সে ধমুর কত বল জানিবারে রাজকুল,

আর যত রাজার কুমার

এসেছিল ভুটিচিতে, কিহ গুণ আরোপিতে

হয় নাই কমতা কাহার ।

যজ্ঞ-কল-লাভ-মতি জনক মিথিলাপতি,

শক্লের পাশে বাচনা করি',

লভিয়া সে ধনুরহ, করিয়া বিশেষ স্বয়,

রেখেছেন গৃহের ভিতরি ।

আরাধ্য-দেবতা-জ্ঞানে, অগুরু-ধূপাদি-দানে

জনক পূজেন সবা জারে ;

অতএব চল, বাপ । সে অকৃত অহাটাপ,
আর সেই বন্ধ দেখিবারে ।

পুত-নীল-ধারা, বেত-মুতা-ধারা,
ভব-ভয়-বিমোচনি ।

[সকলের প্রস্থান ।

(প্রণাম)

দেখা দে মা ! বিপদ সময়ে,
অভয়ে ভবেশ-জায়া !

তৃতীয় অঙ্ক ।

(জল হইতে সহসা গঙ্গার আবির্ভাব)

প্রথম দৃশ্য ।

গঙ্গানদীর দক্ষিণ তট ।

বিখ্যামিত্র ।

বিপা।—প্রচণ্ড রৌদ্রের তাপ ;

অগ্নিভক্ক মধ্যাহ্ন তপন ;

সূর্য্যকরে বিদগ্ধ ধরণী ।

ভাতের না বিহঙ্গ শাখে,

রুদ্ধকণ্ঠে বসিয়া নীরবে ।

প্রকৃতির প্রভাতের হাসি নাহি আর ;

মুচ্ছিত হইয়া যেন আকুল-জন্মিয়া ।

বহিছে গঙ্গার বারি, ধীরে ধীরে গতি,

নির্জল প্রদেশে ।

তরী নাহি একখানি ;

কেমনে হ'বেন পার রাম রমুমণি

লক্ষণের সনে ?

অগ্নি গঙ্গে পতিতপাবনি ।

কর পার ভব-সিদ্ধ-পার-কাণ্ডারীনে,

দয়াময়ি !

(স্তব)

জয় জয় গঙ্গে !

ধবল-তরঙ্গে,

হর-শির-বিহারিণি ।

জয় ভাগীরথি,

দেবি দয়াবতি,

পাপি-জন্ম-নিস্তারিণি ।

যকব-বাহিনি,

কমল-হারিণি,

ভোগবতি, ত্রিলোচনি !

গঙ্গা।—তপস্বি-ঈশ্বর !

কই রাম জগতের পতি ?

তাঁরে পার করিবারে

এই পার-ঘাটে আছি আমি প্রভাত হইতে ।

কত শত ঘাটে আজ পদ্ম কত শত

ভাসি'ছে ভক্তের কর হইতে সলিলে ;

একটিও লই নাই কর পাতি' ;

যাই নাই কোন ঠাঁই, মূনিবর !

বহুগুণ পরে আজ

দহন্তে ধরিব ভক্তি-ভরে

শ্রীহরির পাদপদ্ম ।

আজি মম বক্ষে ভাসিবে হরির তরী ;

বড় ভাগ্যবতী আমি ।

পুইব মনের মলা,

পুইব পরের পাপ,

স্বকরে পুইয়া তাঁর পুত পা হ'খানি ।

বিপা।—কেমনে করিবে পার,

মা জননি ?

কই তরী ?—কই তরীবাহী ?

গঙ্গা।—নাগকল্যাণে আমি ক'রেছি আদেশ,

এখনি আসিবে তা'রা

সুবর্ণের নৌকা বাহি' এ তটে রুটিতি ।

আপনি ধরিয়া হাল,

ভব-সিদ্ধ-পার-কারী শ্রীমদুদ্ভনে

ল'য়ে যাব পর-পারে ।

বিলম্ব করেক,

দেখি কত দূরে আসে পারের তরঙ্গী ।

(জলমধ্যে অন্তর্ধান)

রাম ও লক্ষ্মণের প্রবেশ ।

লক্ষণ—তাম্রতাপে ঘেমেছে শ্রীবৃন্দ,

নবীন-পদ্মব-বাহু বহাইব পার ।

ন্য জানি,

কতই কষ্ট হ'তেছে তোমার, বহুব্রজ !

(পল্লববীজন)

রাম—ওসু গো !

না পারি সহিতে আর সূর্য্যের কিরণ ।

কই তরী ?

কেমনে হইব পার পর-পারে ?

বিধা।—রঘুনাথ !

সামান্য সূর্য্যের তাপে এতই যন্ত্রণা ?

পারের যেতে এতই আকুল ?

ভাল, দেব !

বল দেখি,—

এ ভব-মাগের কত কষ্ট তাঁর,

নাহি বা'র কোন পণ—পারের তরনী ।

অাজীবন নিঃসহায় হ'য়ে,

কতই হতাশ সেই জন

পারের যেতে ।

তা'র কষ্ট পড়ে কি হে মনে, কর্ণধার ?

বল মোরে,

করহ প্রতিজ্ঞা আজি, রাম !

তব পদ-তরীর সহায়ে

ল'বে ভব বাসিগণে ভাব-সিদ্ধ-পারে ?

তা' হ'লে এখনি,

তোমায়ে করিব পার আনাইয়া তরী ;

নহে কে করিবে পার,

ভব-সিদ্ধ-কর্ণধার ?

পার নাহি পেলে, পার কে করে কাহারে ?

রাম।—ওসু দেব !

লজ্জাময় কষ্ট বড় বাজে ;

আর লজ্জা দিও না আমারে ;

ওসুর সমক্ষে এই পণ,—

দিনান্তেও এক বার

যে ভাবিকে 'রাম' বলি' ভক্তিভঙ্গ্য দিতে,

আমি তা'র কর্ণধার ভবের আগরে ।

বিধা।—জয় জয় রাম !

(নেপথ্যে গীত)

সিদ্ধ—বাহরা ।

"ভক্তিভরে,

মধুর স্বরে,

'রাম' বল রে নরনারী !

চরণ-ভরী,

দিয়ে হরি,

হ'লো ভবের পারকারী "

ভবের সিদ্ধ,

জলের বিদ্ধ—

সমান হ'ল রাসের নায়ে ;—

বাঞ্ছিয়ে ডাকা,

ধুঁচিয়ে শকা,

তলু মবাই বাই খোলোকখানে "

বিধা।—হের, বাছাধন !

ওই আসে সোণার তরলী ।

তালে তালে নাগকন্ঠাগণ

ক্ষেপণী নিক্ষেপে জলে ।

ভগবতী ভাগীরথী নিজে

তরীকর্ণ ধরি' তরী আনে' লক্ষ্য-পথে ।

যেথা দিয়া আসে তরী,

সেথা বেন ধীরি ধীরি

তালে তালে নাচে বাসি ।

হুলকুল ঘেরি' তরীর চৌধার,

তালে তালে নাচি' জলে আমি ছে ভাসিয়া ।

বেন,

হুলকুল জলে তরীধানি ;

সুবর্ণের বকে যেন উজ্জ্বল রতন ।

নাগকন্যাগণের সঙ্ঘিত নৌকা বাহিয়া

গঙ্গার পুনঃপ্রবেশ ।

(নৌকা হইতে গঙ্গা ও নাগকন্যাগণের

তটে অবতরণ ও রামকে প্রণাম)

গঙ্গা।—স্বাময় !

মাতৃহীন কন্যা আমি তব ;

তুমি মোর মাতা—পিতা ।

নাহি মোর মাতা কোন কালে ;

তব পাদপদ্মোত্তরা আমি, দীননাথ !

তোমার প্রসাদে,

ভোলানাথ স্বামী মোর ;

কে এমন রমণী জগতে,

আমার পতির মত পতি বা'র ?

কত যে বাসেন ভাল ভোলানাথ,

না জানি বর্ণনা তা'র ।

শিরজটে রাখেন তুমিয়া দিবানিশি ;

শিরে ধরি' মোরে,

বাড়া'তে পত্নীর মান,

ধরিলেন নাম 'গঙ্গাধর' ।

পতিগৃহে হুঃখ নাহি মোর,

কেবল সপত্নী-হুঃখ-শেল

বিধে মর্মে থাকি' থাকি' ;

এই হুঃখ জানা'তে তোমারে,

হুঃখহারী ! কত দুগ মর্ন্তো গোড়াইলু ;

কিন্তু না পাইলু তরু দেখা ।

সুসময়ে দেখা আজি,

এক ভিক্ষা মাগি আমি ও রাজীব-পদে,

সপত্নী-যন্ত্রণা

নাহি যেন ঘটে আর অবলা-কপালে

ভারতে উত্তর কালে ।

দেহ পদগুলি মাথে,

দেহ পদ বাড়াইয়া দুহিতার করে,

খুইয়া রাখিব ধূলি সৌমন্ত-দিল্লুরে ।

উঠ এ নৌকার,

বৈকুণ্ঠের পতি হরি !

পিতারে করিবে পার আদরের মেয়ে ।

বিধা :—গঙ্গা-জলে পা খুইয়া,

উঠ, রাম ! নৌকার উপরি ।

(সকলের নৌকারোহণ)

গঙ্গা ও নাগকল্যাণ :—(গীত)

মূলতানী-সারঙ্গ—কাওয়ালী ।

(জগৎ!) দেখ রে চেয়ে, যাকি বেয়ে,

সোণার তরণী ;

ভরীর উপর,

জাম কলেবর,

রাম রঘুমণি ।

(যিনি) ভবের জলে,

অবহেলে,

করেন জীব পার,

আজকে তা'রে,

নিচ্ছি পারে,

হ'য়ে কর্ণধার ;—

পারের কড়ি,

হ'রে নেবে,

চরণ ছ'খানি ।

[নৌকা বাহিতে বাহিতে সকলের

প্রস্থান ।

দ্বিতীয় দৃশ্য ।

বিশালা রাজ্য—গঙ্গার উত্তর তট ।

সুমতি ও তাঁহার মন্ত্রিগণ ।

সুমতি :—মন্ত্রিগণ !

ভক্তকণে গঙ্গারানে আসিলাম আজি ;

হের ওই, হেম-নৌকা আসে এক ।

যে মন্ত্রির পূজা করি যাটের দেউলে, ১

সে মন্ত্রির মত মন্ত্রি কোন্ দেবী উনি

কিবান নৌকার হাল ?

কোন দেববালাগণ ফেপয়ে ফেপনী ?

কেন্দু ক'যি বসি' ওই ?

রনিশশিসম

কে ওই বালক দু'টি বসি' ঋষিপাশে ?

মন্ত্রিগণ :—দুখিতে নাহিলু, রাজা !

যেন মায়াজাল ।

সুমতি :—আসিল নিকটে তরী ।

বুঝিলাম এতক্ষণে,

বিধামিত্র মুনিবর নৌকার উপরি ।

বুঝিলাম,

আপনিই ভাগীরথী বাহেন তরী ;

প্রণিপাত করি ।

কিহু, মন্ত্রিগণ !

নাহিলু দুখিতে ওই বালক দু'টিরে ।

নেপথ্যে পূর্বগীত “[জগৎ ! দেখ রে
চেয়ে”] ইত্যাদি)

নৌকাযোগে রাম, লক্ষ্মণ, বিষ্ণামিত্র, গঙ্গা
ও নাগকন্যাগণের প্রবেশ ।

(রাম, লক্ষ্মণ ও বিষ্ণামিত্রের তটে
অবতরণ)

[নৌকা লইয়া গঙ্গা ও নাগকন্যাগণের
প্রস্থান ।

সুমতি ।—প্রণিপাত, মনোরম !

আজি শুভকৰ্ণে, হেরিলাম শ্রীপদ তোমার ।

বিদ্যা ।—লহ, ভূপ ! আশীর্বাদ ;

আছ ত কুশলে, মহারাজ ?

সুমতি ।—তব পদার্পণে

বিশালারাজ্যের সহ মঙ্গল আমার ।

কৃপা করি' কহ, তপোধন !

কোন ভাগ্যবান,

কোন ভাগ্যবতী

এ দৌহার পিতা মাতা ?

অথবা মন্তোর নহে এ মুগল চাঁদ ।

বিদ্যা ।—দশরথ অধোধ্যার পতি

এই দু'টি বালকের পিতা ;

নবদুর্কাদলশায় রাম,

তপ্তকর্ণ কুমার লক্ষ্মণ ।

কৌশল্যা রামের মাতা,

লক্ষ্মণের সুমিত্রা জননী ।

যাইতেছি মিথিলা নগরী

ল'রে এই রাজপুত্র দু'টি,

রাধিবারে বস্ত্র-নিমজ্জণ ।

সুমতি ।—সুখী হৈমু আমি আজ,

এই দু'টি রাজপুত্র থাকু' কুশলে ;

অট্ট ধাক্কু ধমুর্কণ ।

রাম ।—করি নমস্কার,

মহারাজ বিশালাধিপতি !

প্রাণের লক্ষ্মণ !

নমস্কার কর মহারাজে ?

লক্ষ্মণ ।—নমস্কার, মহারাজ !

সুমতি ।—আশীর্বাদ করি,

প্রিয়পত্নী লভ হুই তাই ।

বিদ্যা ।—তোমার সুবাক্য, রাজা ! হউক সফল ।

সুমতি ।—হে কৌশিক-কুল চূড়ামণি !

নিতান্ত বাসনা,

দয়া করি' এ দাসের গৃহে

সামান্য আতিথ্য আজ কর গো গ্রহণ

শ্রীরাম লক্ষ্মণ মনে ।

কালি সুপ্রভাতে

যাইও মিথিলাপুরী মিলি' তিন জনে ।

বিদ্যা ।—বড় ভাগ্যবান তুমি, রাজা !

রাম তব দ্বারের অতিথি ;

পূর্ণ কর মনোরথ ।

চল, রাম !

চল, কুমার লক্ষ্মণ !

চল তবে, ভূপতি সুমতি !

লইব আতিথ্য তব ।

[সকলের প্রস্থান ।

তৃতীয় দৃশ্য ।

কৈলাস পর্বত ।

শিলাথগোপরি মহর্ষি গৌতম উপবিষ্ট ।

গৌতম ।—কেন এ দক্ষিণ চক্ষু নাচে ?

কেন এ দক্ষিণ বাহু কাঁপি'ছে আমূল ?

কেন আজ সুপ্রসন্ন বিগ্ৰহনাগ ?

কেন আজ,

মনের বিকার, হতাশ, বিষাদ, জোড়, ঘণা

গলিয়া গড়া'য়ে গেল ত্ববারের মনে ?

কেন আজ,

অহল্যাবের পড়ে মনে পূর্বের মতন ?

কিছুই বুঝিতে নারি ।

অনন্ত চিন্তায় উদ্ভ্রান্ত কি হ'ল মন ?

অথবা এ শৈল-স্বীচিকা ?

পবিত্র কৈলাস !
 গুট-মর্শ্ব কহ মোরো !
 কহ, রে নির্ঝর !
 কেন হেন ভাবান্তর ?
 অনন্ত তুষার !
 এ কি মোর মনের বিকার ?
 কৈলাস-বেষ্টনী মেঘমালা !
 বুঝাও,
 কেন মন করে হেন খেলা ?
 লোকসাক্ষী বিশ্ব-অন্ধি ভাঙ্গু !
 দৈবজ্ঞ হও গো আজি,
 খোল খোল ভবিষ্যের দার ।
 গ্রহাসন-দীপ্ত-নীলাশ্বর !
 খোল খোল নীলাশ্বর ভব,
 মম ভাব-বিপর্যয়-বীজ
 বহে তব ঢাকা থাকে যদি ।

(সহসা পর্কতদুড়ার মূর্তিমতী দৈববাণীর
 আবির্ভাব ও শৃঙ্গবাদন)

ও কি ও !
 আচম্বিতে দেবশৃঙ্গ পর্কতের চূড়ে
 নিনাদিল কি কারণ ?
 ভৈরবী প্রকৃতি উঠে জাগি' ;
 নিস্তব্ধতা পলাইল দূরে ।
 নির্ঝরের কল-কল নাহ
 যোগ ছিল শৃঙ্গবাদ মনে ।
 কে উনি বিশদ-বাসা ?
 বায়ুময়ী মূর্তিখানি কোণে বায়ু-দোলে ;
 হু'বানি হু'বর্ণ-পাখা,
 যেন হু'টি পূর্ণশব্দী পৃষ্ঠে হু'জড়িত ।
 প্রণমামি,
 কে মা তুমি, অচলবাসিনি ?

দৈব।—গৌতম !

দৈববাণী আমি ত্রিজগতে ।

অম্বর মন্দির যোর,

চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্রমণ্ডলী

আমার সীমন্ত-মণি ;
 ভগবান্ বায়ু মোর পিতা ।
 তপস্যা করিয়া আশ্রভাব তুলিয়াছ তুমি ।
 যোগের নিজায় অচেতন,
 তুমি, মনি !
 শুঁই সে আইনু জাগাইতে ।
 যাও ত্বর মানস-গমনে
 প্রাচীন আশ্রমে তব ;
 পা'বে আজ নারায়ণ রামে,
 পা বে আজ অহল্যা তোমার—
 শাপমুক্তা পতিততা ।

[শৃঙ্গবাদন করিতে করিতে দৈববাণীর
 প্রস্থান ।

গৌতম —জয় জয় রাম !

আত্মতোলা ছিহু আমি,
 তপোরত তপোপাত প্রাণ,
 শুঁই সে নারিনু বুনিবারে নিজ কথা ।
 অহল্যারে অতিশাপ কালে,
 বিনতি মিনতি দেখি' তা'র,
 ব'লেছিহু,
 ত্রেতাযুগে অধিলের পতি নারায়ণ
 পদ-রঞ্জে উদ্ধারিব' তোরে ।
 থাক তুই শিলাময়ী হ'য়ে ;
 তপিতে কৈলাসে বাই আমি
 পুনঃ দেখা হ'বে সেই মঙ্গলের দিনে ।
 সত্যযুগ অবসান,
 ত্রেতা নামে বহে কাল-স্রোত ।
 আসিলেন ভগবান্ শ্রীমধুসূদন
 অভাগীরে তারিবারে ।
 চলিলাম মনোগতি ;
 জয় জয় রাম !

[প্রস্থান ।

চতুর্থ দৃশ্য।

গৌতমপ্রস্থ।

মধ্যস্থলে শিলাময়ী অহল্যা।

রাম, লক্ষণ ও বিষ্ণুমিত্র।

মি।—গুরুদেব! কহ যোরে, করি নিবেদন,—

আশ্রমসদৃশ এই কোন্ তপোবন

তাপস-সংস্রব-শৃঙ্খল এবে?

পূর্বে ছিল এ আশ্রম কার?

ভনিবারে মনে মম হ'তেছে বাসনা;

ভূমি ত সকলি জান,—বল কৃপা করি'।

বিধা।—ভন, রাম।

মহর্ষি গৌতম মহাতেজা

তপিতেন মহাতপ পূর্বে এ আশ্রমে

পত্নী অহল্যার সনে।

নিখিল ভূতলে

না দেখি এমন নারী,

অহল্যা রূপসী যথা।

গৌতমের তপে তপ্ত হইলা বাসব,

যায় বুকি স্বর্গ-সিংহাসন,

ইন্দ্র, দেবত, নন্দন-কানন;

তেই ইন্দ্র হইলা শক্তিভ।

মহাতপা গৌতমের মনে

উৎপাদিতে রোষ,

করিলা কৌশল দেবরাজ,

দেব-নাম-অযোধ্য কৌশল।

গৌতমের অসাক্ষাতে গৌতম সাক্ষিয়া

অমরুর পতি

সভীত হরিলে অহল্যার।

বিধির নির্বন্ধ কে পারে লঙ্ঘিতে?

গৌতমের তপোদীপ্ত নয়নের পথে

পড়িলা হুরেখ আচম্বিতে।

ধ্যানে মূনি বুকিলা ছলনা;

রোষানলে জ্বলিল অস্তর,

সিদ্ধগর্ভে বড়বাধি যথা

দ্বিলা অভিশাপ;—

‘দেবধম কামুক বাসব!

অসং কপ্তের কল,—

পাপ-দেহে তোর

হউক সহস্র ক্ষত।’

অমনি তখনি

হইল ঘণার দৃশ্য ইন্দ্রের শরীরে!

অপরোধী অভিশপ্ত অমরুর পতি

হৃকৃতির দুর্গতির লাজে

পড়িলা মূনিব পায়।

কৃষি-রোষ কত ক্ষণ রয়?

বিলীন হইল রোষ,

বৃষ্টিপাতে যেন দাবানল।

অনন্তর ইন্দ্রের সহস্র ক্ষত

হইল সহস্র চক্ষু গৌতম-প্রসাধে;

তেই ইন্দ্র দ্বি-অধিক-সহস্র লোচন।

লক্ষণ।—ভাল না করিলা কৃষি ইন্দ্রে চক্ষু দিয়া,

ঘুচাইয়া নরক-বস্ত্রণা।

রাম।—তুই, ভাই! শিশু,

তেই সে কহ বে হেন বাণী;

কৃষিচিন্তা বেবচিৎ চেয়ে সারবান।

ভাল, গুরুদেব!

গৌতম-দয়িতা দেবী অহল্যা কোথায়?

বিধা।—পতিশাপে শিলাময়ী;

এই জে পাবান্ধুপ,

এই-সে অহল্যা।

ধুম মাকে দীপ্তানল যথা,

শিলা মাকে অহল্যা তেমতি দীপ্তিময়ী।

রাম।—কৃষি-রোষ কেন এর প্রতি?

পর-দোষে কেন ঈশ্বর?

বিধা।—ভুবন-ললাম রূপ নিরবি' ইহার,

তাপস গৌতম

দিয়াছিল মন্ত্রময়ী এক কুশাসুরী

ডরিয়া কামুক জনে।

সে অসুরী থাকিলে অসুখে,

কামুকের চক্ষে

সাক্ষাৎ অনলসমা অহল্যা হুন্দরী ।
দৈব-দুর্ভিপাকে,
ভুলিলা অহল্যা সেই অতুরী পরিতে ;
তেই ইন্দ্র পূর্ণমনস্কাম,
তেই শিলা অহল্যা হুন্দরী পঠিরোবে ।

লক্ষণ ।—ভ্রমবশে এ হেন দুর্গতি,

উৎসন্ন হউক ভ্রম ।

রাম ।—গুরুদেব !

মহাশত্রু বাসবের প্রতি
হইলেন প্রসন্ন গৌতম ;
ভ্রম-জাল-জড়িতা অহল্যা
পত্নী তাঁর,
কেন তিনি বাম এঁর প্রতি ?
মুক্তিদাতা মুনি মুক্তি কেন নাহি দিলা ?

বিদ্বা ।—বাছাধন !

বাসবের মুক্তিদাতা মুনি,
অহল্যার মুক্তিদাতা তুমি ।
পাশাশ্রুপিণী
অহল্যার শিরে দাও গদাখুলি তব ।

রাম ।—সে কি, প্রভো !

নমস্কার করি আমি অহল্যার পদে,
তোমার চরণ-পঙ্কে ;
ঋষিপত্নী অহল্যা তাপসী ।

বিদ্বা ।—কেন, রাম ! এ ছলনা ?

দয়াময় ! তোমারি প্রসাদে
বুঝি আমি ছলনা তোমার ।
অবুঝে ভুলাও তুমি,
মোরে না পারিবে, জগন্নাথ !
এত ডর চরণের ভর দিতে অহল্যার শিরে ।

ভাল মায়াময় ! বল দেখি,
কাঁর পায়ে এ ওস্কাও বাধা ?

কাঁর পায়ে উষা নতি করে

পূর্বের দুয়ার খুলি ?

কাঁর পায়ে তরুণ অরুণ

দেয় রক্তচন্দনের কোঁটা ?

কাঁর পায়ে নক্ষত্রমণ্ডলী

নখর হইতে চাহে ?

কাঁর পায়ে বিশ্বপ্রাণ বায়ু

ফুলের মৌরভ তুলি মাধার যতনে ?

কাঁর পায়ে পতিতপাবনী গঙ্গা জনম লভি

উদ্ধারি'ছে অসংখ্য পতিতে,

ওহে পতিতপাবন ?

কাঁর পায়ে ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি

ঢালে যোগিগণ, হে যোগীন্দ্র ?

শেষ কথা—

কাঁর পায়ে অহল্যা তাপসী

লুটি'ছে পাশাণ মাঝে ?

দীননাথ ! বিলম্ব' কি হেতু ?

তব পদ-রক্ত-ভিখারিণী

অহল্যার পানে চাও ।

নহে ভক্তাধীন নামে কলক অর্শিবে ।

গুরুবাক্য পাল, রঘুনাথ !

রাম ।—গুরুর আদেশ ;

নমি আমি গুরুর চরণে,

নমি ঋষি গৌতমের পদে,

অহল্যার পদে প্রণিপাত ।

লক্ষণ !

ভয়ীভূত হই যদি

অহল্যা-শিলায় পদ দিয়া,

তবে সেই ভয় ছয় ভাগ করি,

এক মুষ্টি মাখাইও গুরুর চরণে,

এক মুষ্টি গৌতমের পদে,

এক মুষ্টি পিতার চরণে,

এক মুষ্টি কৌশল্যা মায়ের পদে,

এক মুষ্টি মাতা কৈকেয়ীর পায়,

শেষ মুষ্টি মাখাইও, তাই,

হুমিত্রা মায়ের পায়ে ।

মা মা বলে, আমার মতন,

আমার মায়েরে ডেকো তুমি ;

কাঁদিলে মুছা'য়ে দিও মুখ ।

লক্ষণ ।—মা চণ্ডিকে !

লক্ষণ-ভরসা হল গুরু-ভক্ত রামের রক্ষা কর

রাম।—ওরুদেব !

ভরসা তোমার পা হুঁখানি ।

বিশ্বা।—মায়ায় !

অশূর্য মানবী মায়া তব,

বিম্বিত হটনু আমি আত্ম ।

(অগ্রসব হইয়া রামের চরণে শিলাস্পর্শ
ও তন্মধ্য হঠতে অতল্যার আবির্ভাব)

মহলা।—(কৃতান্তলিপটে স্তব—গীত)

বরাড়ী—চুংরি (কীটনাস)

জয় জগদীশ্বর, জয় পরাশর,

জয় হরি ভাণ্ডারী ।

জয় কমল পাতি, জয় যতিসম্বতি,

জয় শরকারুকধারী ।

জয় শশধরমুখ, জয় প্রভু মূর্ত্ত,

জয় বৈষ্ণবচরী ।

জয় নারায়ণ, জয় মধুসূদন,

জয় মম পাতকহারী ।

(প্রণাম)

(গীত)

ভৈরবী—অভ্যর্থিকা ।

পরিচরণে অমৃততানে এ আশীষ প্রাপ ।

কুণ্ডলধরে গদগজে, করুণা নিবাস ।

হুঁম গো জগত-স্বামী,

তমীনা তামনী আমি,

নিম্ন হেতু পদে আজি

কট্টো প্রদান ।

বসি শশী দীপ করে

এ পদ তুজা করে,

কল মূরু করে পদ

পূজে বহুমতী :—

আমি ভিলাবিলী দীনা,

কি আছে এ দেহ বিনা,

উপহার কিছু পদে

দেহ মন প্রাণ ।

ভাগ্যদোষে কলঙ্কিনী আমি,

কিন্তু তব কৃপা, কৃপাকর !

নিভলক্ষ কৈল আজি এই অভাগী রে ।

আজ হ'তে গা'ব 'রাম' নাম ;

আশ্রমের পক্ষিণ

আমার সহিত গা বে 'জয় জয় রাম' !

গা'বে তব 'জয় জয় রাম' !

কুণ্ডল-ভবনী লতা তব শাখা ধরি

গা বে 'জয় জয়, রাম' !

ওই নদী ওই প্রসঙ্গ, ওই মহীধর,

একতানে মোর সনে গা বে 'রাম' নাম ।

রমুমণি !

নাথী আমি কুর্কলা, অবলা ;

তক্ষার নলিনী দাসী, গৌতম-সরসী,

শতানন্দ পুল মোর,

তবু আমি কুর্কলা অবলা ;

ততাবত ক্বিহীনা ;

কি জানি,

আবার কি হ'তে ভাগ্যে তি বটে কখন !

ভাই ভিলা করি,

দান করা করি' হুঁটি পদগুলি মোরে ;

অকালে বাঁধিয়া রাখি ;

পুন পতিতদোষে পড়ি' শিলা হই যকি,

অমনি মানবী হ'ব ও বৃনি-প্রসাদে ।

রাম।—(বিস্মিত করি পদে,

ধর মোর বাণী ;—

পরিচর ভাবি' বাপ' কাল ;

আর নাহি পড়িবে সন্মটে ।

আজ হ'তে জগত গাইবে,—

'মহলা গৌতমপত্নী মহাপত্নিতা' ।

গৌতমের প্রবেশ ।

গৌতম।— (স্তব)

'ভব ভয়হরমেকং, ভাসুকোটি প্রকাশং,

করুণ শেখচাপং, কালমেঘাবভাসম্ ।

সন্তান আজি মোর,

হেঁই সে তোমার পদগুলি লভিহু মন্তকে ।

কনককচিত্রবস্ত্র, রত্নবৎকুণ্ডলাঢ্য,
কমলবিশদনেত্র্য, সানুকং রহিমীড়ে ॥”
(প্রণাম)

আজি মোর সফল জীবন,
আজি মোর তপস্যা সফলা,
পবিত্র এ তপোবন আজি,
পাপমুক্তা শাপমুক্তা আজি
পত্নী অহল্যা আমার।
বিশ্বামিত্র তপোধন!
তাপস-প্রণয়ে কৈলে ঋণী
আনি' আচ্ছ ভবের কাণ্ডারী।
এম, মথ্যে।
তব আলিঙ্গন লভি' হৃদয় জুড়াই।

(উভয়ের আলিঙ্গন)

বিশ্বা।—আপনি আসিলা হরি বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর।

পত্নী সহ ভাগ্যবান তুমি, হনিবব।

রাম।—তপোধন!

বড় আশা জাগে মোর মনে,—

দেবী অহল্যারে ন'য়ে

পুন তপস্যায় হও রত।

ধ্যান-ধ্যেয় নারায়ণে ধরিয়া অহরে।

ভগবন্! কত দূর মিথিলা নগরী?

গৌতম।—কত দূর মিথিলানগরী?

কত দূর বৈকুণ্ঠ তোমার, জগদীশ?

ব'লে দাও গোলোকের পথ,

দেখাইয়া দিব তবে মিথিলার পথ।

রাম।—ঈশ্বরে বিশ্বাস, ভঁকি,

গুরু জনে আদর, সম্মান,

দীনে দয়া, পর-উপকার, অহিংসা, অলোভ,

অনিকা, অগর্ভ আদি বৈকুণ্ঠের পথ বহুবিধ।

হনিবব! জান ত সকলি তুমি;

কিছ আমি অনভিজ্ঞ মিথিলার পথে।

গৌতম।—অনভিজ্ঞ তব-পথ-প্রদর্শক হরি।

ভাল এ মানবী মায়া।

সর্বত্র ঈশ্বরে দেখাইব মিথিলার পথ।

হেথা হ'তে পূর্বো দর কোণে

কিছু দূরে মিথিলানগরী।

বিশ্বামিত্র বিশ্ব-পর্ষাটক

জানেন সে পথ, রাম।

জানেন মিথিলা।

রাম।—আসি তবে, ঋষিবর!

(প্রণাম)

চল, গুরুদেব!

চল রে লক্ষ্মণ ভাই!

গৌতম।—রহুনি!

নাহি চাহে মন মোর ছাড়িতে তোমাতে;

চল, আওবাড়াইয়া রাখি আসি তোমা,

মিলি' পত্নীসনে।

[মকলের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

মিথিলানগরী—ধনুর্ধ্বজমতা।

নীলধ্বজ জনক, কুশধ্বজ জনক, রাম,

লক্ষ্মণ, বিশ্বামিত্র, শতানন্দ, বাবণ,

মধু, বালী ও অন্যান্য রাজ ব।

মীর।—ভো জে মহীপতিগণ!

জান' সবে বহুপ্পন মোর।

জ্যাবোপণে এই শৈববনু ভাসিবেন যিনি,

আমার হুহিতা সীতা দয়িতা তাহার।

একে একে দেখাও লকতি;

দেখি আজ,

ক'র ভাগ্যে লিখিলা বিধাতা—

'জনক-জামাতা' এই কথা।

১ম রাজা।—হের এই, মহারাজ!

জিনিলাম সীতা।

(ধনুর্ধ্বতোলনে অসমর্থতা)

কি লজ্জা! — কি লজ্জা! — হি হি হি হি ।

গরী খর্র হ'লো একবারে ।

২য় রাজা। — ঠিক দাও মনে, রাজা ।

ভাসিয়াছে ধনুধান,

হইয়াছে উদ্‌ঘাপন তব পন ।

(অকৃতকার্যতা)

৩য় রাজা। — নিজ নিজ শক্তি নাহি বুঝি

কেন কর ভ্রাকাজ্ঞা ?

কেন কর রাজকুল-অপমান ?

কেন দাও রাজকূলে কান্দ ?

এই দেখ শক্তি মোর ।

(অকৃতকার্যতা)

৪য় রাজা। — না ছুঁতে না ছুঁতে ধনু,

দেখাইলে ভাল বীরপণা ।

হো হো, শুধু বাক্য-বীর !

৫য় রাজা। — কাজ নাই সীতা-লাভে ;

মানে মানে যজ্ঞসভা ছাড়ি

যাইতে পারিলে, আছে লাভ,

প্রাণ ঝাড়ে ঠাক ছাড়ি ।

৬য় রাজা। — হেব, রাজা সীরধ্বজ !

এক খণ্ড ধনু তব কত খণ্ড হয় ;

আন' সীতা সভাতলে,

পতির শক্তি সীতা দেখুন নয়নে ।

তানন্দ। — ভাল ভাল, অগ্রে ভাঙ্গ' ধনু,

বুঝা বাক্যবাহে কিবা লাভ ?

৭য় রাজা। — কেন ক্রোধ, দ্বিজবর ?

জনকবংশের ভূমি কুলপুরোহিত,

এই দেখ,

বিবাহের যন্ত্র আজ পড়া'ব তোমারে ।

[ধনুরুন্তোলনে অসমর্থ হইয়া পতন ও

উঠিয়া পলায়ন ।

(সকলে হো হো শব্দে পরিহাস)

৮। — কাল ব'য়ে যায়,

উঠ অবশিষ্ট রাজগণ !

(রাবণ, মধু, বালী ব্যতীত অন্যান্য

রাজগণের ধনুর্ভঙ্গের চেষ্টা,

দ্রষ্টব্য অকৃতকার্যতা)

কুশ। — মহারাজ ! অগ্রজ আমার ভূমি,

কি আর কহিব ; —

বোধ হয়, ধনুর্ভঙ্গ-পন নহিল পূরণ ;

তোমার নিষ্ঠুর পণে

সীতার কপালে বুঝি না মিলিল বর ।

সীর। — কুশধ্বজ !

কেন, ভাই, তাব ভয় ?

ভয়হারা হরি মোর পণের সহায় ।

মনে মনে ডাক' তাঁরে,

তিনি আন' দেহাকারে

করিবেন এ বিপদে পার ।

আমার ভরসা আশা শ্রীগদ হীহার ।

সেই সন্ত-অন্তরামী জনেন অন্তর মোর,

বুঝেন সঙ্কট ঘোর,

তিনিই কাণ্ডারী এ দারুণ পন-পারাপারে ।

শান্ত হও, কুশধ্বজ !

এখনো ত বহু রাজা আছেন সভায় ।

হেব ওই, লঙ্কার ঈশ্বর দশানন,

শক্তি যার তুলন-মিহিত ।

হের ওই, কিতিকার অধিপতি বাণী,

সমকক্ষ কেহ নাহি ওঁর ।

হের ওই, মথুরার অধীশ্বর মধু,

বাহুবলে হবিধ্যাত ।

আগে হের ওই,

কত কত রাজা অজি মোর সভাতলে ।

অবশ্য পূরিবে আশা ।

কুশ। — মহারাজ ! মন নাহি মানেন ;

কি যেন কি মনে হয় ।

রাবণ। — রাজা কুশধ্বজ !

নিতান্ত সন্ধি হুনি,

তাই কহ অসার বচন ।

শৈবধনু বলি' ভাঙিতে না ইচ্ছা করি মনে ।

শিব মোর পুজনিয় গুরু,
ডরি শুধু গুরু-নামে,
ধনুরে না ডরি ।
কি কাজ সীতায় মোর ?
শত শত সীতা শোভে সুবর্ণ-লঙ্কার ।
তবে যদি বল,—
আসিলে কি হেতু তুমি এই সভাভঙ্গে ?
উত্তর তাহার,—
এক পক্ষে নিমন্ত্রণ,
আর পক্ষে রাজাদের শক্তি পরীক্ষিতে ।
কিন্তু তব মণ্ডলের বেদনা
দেখিতে না পারি আর ।
ভাঙিব এ হরধনু অক্ষি পালটিতে ।
হের এই—

(ধনুরুত্তোলন কিন্তু ধনুর্ভঙ্গ অকৃত-
কার্য্যতা)

কি আশ্চর্য্য !
এ কি চমৎকার ! বিচিত্র ব্যাপার !
তুলিহু কৈলাস গিরি এই বাহুবলে,
ঝড় যথা উপাড়য়ে রথ কোটি কোটি,
কিন্তু আজ,
অপমান হৈল মোর জনক-সভায় ।
তুলিহু ধনুক, কিন্তু নাবিহু ভাঙিতে ।
নাহি স্থান লজ্জা রাখিবারে ।

মধু ।—লঙ্কেশ্বর পরাজয়,
কিন্তু আমি আছি বিদ্যমান ।

৪র্থ রাজা ।—

“হাতী ঘোড়া গেল তল,
ভেড়া বগেন কত জল ।”

মধু ।—হের, সত্যগণ !
চতুর নিমেষে জিনি পণ ।

৪র্থ রাজা ।—জাতী এনে ধর ধনু,
দাঁতী লাগে পাছে ।

মধু ।—(ধনুর্ভঙ্গ অসমর্থ হইয়া)—
তল, লঙ্কেশ্বর !

কিরি' দৌছে নিজ নিজ গৃহে ।

এ বড় দুর্জয় ধনু ।

৪র্থ রাজা ।—নহিলে কি আমি হেন বীর,

চুপ ক'রে ব'সে আছি জুজুটির মত
এক কোণে !

দেখা গেছে ঢের ঢের বীর,

কিন্তু এই ধনুটোর মত বীর দেখি নি কখনো ।

বালী ।—এই বার পালা মোর,

শুন, রাজগণ !

৪র্থ রাজা ।—আরে মর,

এ আবার কেন ওঠে ?

ওহো, কিকিন্দার রাজা কি না !

বালী ।—(ধনুর্ভঙ্গে অক্ষম হইয়া)—

বুকিলাম এত দিনে,—

গরু কা বো হারী কত নয় ।

প্রতিদিন প্রাতঃসন্ধ্যাকালে

মণ্ডসিকুতীরে রূপ করি ;

পিয়াইহু মাগরের বারি

দুবিখ্যাত বীর দশাননে ;

গর্জি কীপাইহু ত্রিভুবন ;

কিন্তু আজ হতদর্প !

ভাট বলি, গরু কা বো চিরস্থায়ী নয় ।

বীর ।—বুকিলাম এতক্ষণে,—নির্বীরা পৃথিবী !

লঙ্কণ ।—(সরোষে)—কি ।—মিথ্যা কথা ।

হেন বাক না কহিও আর,

মহারাজ !

আগনি অবীর বলি' অন্যে ভাব তাই ?

রঘুপতি ! আজি দেখ মাের,

কাটি খণ্ডে হরধনু খুঁড়াইয়া

উড়াই আকাশে ।

হে আত্ম !

পাকিতে তুমি, থাকিতে লঙ্কণ,

নির্বীরা পৃথিবী ?

হের এই মিথিলার পতি ।

ভাঙি' তব পণ্য ধনু

শ্রীরামের করে দিব তোমার সীতারে ।

৪র্থ রাজা ।—কেন, শিশু, গর্জ্জ' এত ?

দশানন, মধু, বালী পরাজিত,

দেখেও না ফোটে চক্ষু ।

যা রে তোর পিতার নিকটে,

কিনে দেবে খেলা'বার ধনু ।

হেলে দেখে হেলে পড়,

কেউটের আশা কেন, বাপু ?

ব'সে পড়—ব'সে পড় ।

লক্ষণ ।—দিক্ তোমা', রাজকুলদ্রাণি !

তোমাদের মত বীরে ক্ষেপি'

বলিলা জনক তাই 'নিকীরা পৃথিবী' ।

উত্তর না চাহি আর,

নিকরুরে রহু বসি' লজ্জানতমুখে ।

কহ, রঘুবর ! ভাড়ি' পাড়ি' আজগব ধনু ।

রাম ।—বাজিবে কোমল করে তোর,

ভাই রে লক্ষণ ! বড়ই কঠিন ধনুধান,

সাক্ষী তার দশানন, মধু, বালী

বলি-কুল-শিবোদয়নি ।

দাঁড়াও এখানে তুমি,

ডাক' মহাদেবে ভক্তিভরে ।

(বিশ্বামিত্রের প্রতি)—অক্লেশে !

বিদ্যা ।—হরধমুভঙ্গ, রাম ! কর অবশেষে ;

আশীর্বাদ করি,—

শক্তিপতি শক্তি সহ বহুত তোমার বাহুদলে ।

নিকীরা কি সখীরা পৃথিবী,

দেখাও দেখাও আজ মহারাজ সীরক্ষকে,—

রাজা মহারাজ আর যে যত এখানে ।

রাম ।—নমস্কার করি আমি

আদিত্যেব মহাদেব-পক্ষে, শুকুর চরণে ।

রাখি' লজ্জা, গঙ্গাধর !

হে চণ্ডিকে শক্তিস্বরূপিনি !

(রাম কর্তৃক হরধমুভঙ্গ, মেঘগজেনের

ন্যায় ধমুভঙ্গ-শব্দ : সেই শব্দে রাম,

লক্ষণ ও বিশ্বামিত্র ব্যতীত

সকলের মুচ্ছা ।)

লক্ষণ ।—জয় জয় রাম !

বিদ্যা ।—জয় জয় রাম !

(দ্বিরংকণ পরে সকলের চৈতন্তলাভ)

সীর ।—দশরথায়ুজ রাম !

কে যে তুমি, বুঝিযু এবার ;

বুঝিলাম,

যজ্ঞোত্তরা সীতা কেন তনয়া আমার ।

আজি আমি পূর্ণকাম ;

মানসে করিব সম্প্রদান

শুভকণ্ঠে তব করে সীতারে আমার ।

রাম ।—মহারাজ !

পিতার আদেশ বিনা

বিবাহ-সম্বন্ধে আমি আবদ্ধ না হ'ব ।

বিদ্যা ।—সুখে থাক', বাছাদন !

ধনু তব পিতৃভক্তি, ধনু তব মন ।

মহারাজ সীরক্ষক !

অচিরে পাঠাও দূত অযোধ্যানগরে

আনিবারে রাজ্য দশরথে ।

সীর ।—যে রাজ্য, মহর্ষি !

আজিই পাঠাই দূত ।

ভাই কুশলজ !

ঋতগামা বচন-নিপুণ দূতগণে ডাক' ত্বর ।

রাবণ ।—(হগত)—কে এই বালক রাম !

কেন রাজ,

হৃদয়ে আমার ছুটে চিত্তার তরঙ্গ !

কেন কাঁপে বাম অঙ্গি ।

কেন আজ উদাস পুরাণ !

কেন আজ,

আরু-পথে হেরি যেন কালিমার রেখা !

জাগিয়া যেন কি স্বপ্ন দেখি !

জ্বলিও কেন ধ্বংসকে !

কিছু না বুঝিতে পারি,

অথচ অন্তরে বুঝি বুঝি যেন সব ।

আর না তিষ্ঠিতে পারি হেথা ।

(প্রকাশে)—কোথায়, সারথি ?

নেপথ্যে সারথি।—মহারাজ !

রাবণ।—সাজাও অচিরে রথ মোর,

যুজ্জ্বল অযুত ঘোড়া।

[প্রস্থান।

সীর।—রাজগণ !

সভাসঙ্গ করি আজ ;

বিশ্রাম-ভবনে এবে চলুন সকলে।

চলুন, কৌশিক !

চল, রাম !

চল, বীর কুমার লক্ষণ !

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

মহেন্দ্র পর্বত—পরশুরামের কুটীরসমুখ।

পরশুরাম।

পরশু।—এ কি শব্দ আচরিতে !

ফাটিল আকাশ কি রে !

গ্রহে গ্রহে লাগিল কি নিগহ-বর্ষণ !

সহসা ভূকম্প, উল্লেসে সাগর সংক্ষোভিতা !

নিস্তর পবন ভরে !

বিনা বাতে বৃক্ষ মড়মড়ে !

আকাশে অগ্নি পক্ষী,

অরণ্যে বাপদ,

নদীগর্ভে মীন অচেতন !

নিসর্গ উন্নত কেন আজ ?

জগতের আজ কি রে প্রলয়ের দিন ?

না না—দেখি দেখি।

(ধ্যান)

অহো, দুরিলাম,—

জনকের গৃহে আজগব ধমু

ভাঙিয়া কেলিল কে রে !

শাকর কার্মুক বিধগু হইল,

বৈষ্ণব কার্মুক কে রে !

রে অকৃতব্রণ !

নেপথ্যে অকৃতব্রণ।—গুরুদেব !

পরশু।—বিষু-শরাসন কে রে !

আনু ত্বরা দ্রুত-অস্ত্রক শাপিত কুঠার ;

দেখি, কোন মড় সর্পে জাগাইল।

ত্বরা বৈষ্ণব ধমুক কে রে !

কুঠার লইয়া অকৃতব্রণের প্রবেশ।

অকৃত।—এ কি, গুরুদেব ! ক্রমশঃ কি কেন ?

পরশু।—ভনাইব পরে।

কুটীর আগলি' থাক, বৎস, ভূমি ;

চলিযু এখন।

কই রে কুঠার ?

অকৃত।—এই, গুরুদেব !

পরশু।—বৈষ্ণব কার্মুক কই ?

অকৃত।—নারিযু তুলিতে।

পরশু।—বটে বটে বটে, ভ্রম ঘটয়াছে,

যাই যাই, নিজে তুলি ধমু।

[বেগে প্রস্থান।

অকৃত।—হায় হায়,

কারি ভাণ্ডো বিধা না বিমুখ আজি রে !

আজ গুরু সহস্র শমন !

নারায়ণ ! নিরাগ এ রোযানল।

বৈষ্ণব-ধমুক লইয়া পরশুরামের

পুনঃপ্রবেশ।

পরশু।—কই রে অকৃতব্রণ ?

অকৃত।—কহ, গুরুদেব !

পরশু।—কই রে কুঠার ?

অকৃত।—স্কন্ধোপরি রাখিলে যে, প্রভু !

পরশু।—হাঁ হাঁ, বটে বটে ; চলিযু এখন।

অয়, শিব শঙ্কর !

[বেগে প্রস্থান।

[ভাবিতে ভাবিতে অকৃতব্রণের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য ।

অথৈ ধানগবী—রাক্ষকজ্ঞ ।

দশরথ ও সুমন্ত্র ।

দশ ।—সুমন্ত্র রে !

দেখিতে দেখিতে গেল দিন,

দশ দিন কবে চ'লে গেছে ;

কই মোর রাম, রঘুমণি ?

কই কই কুনার লক্ষ্মণ ?

সুমন্ত্র রে !

রাক্ষস-সমরে কি হ'ল—কি হ'ল !

কোথা রাম !

কোথা রে লক্ষ্মণ ।

আন চান করে প্রাণ,

কি যেন—কি যেন হয় মনে ।

সুমন্ত্র ।—স্থির হও, মহারাজ !

বশিষ্ঠের বাণী কেন, নৃপমণি, না কর শ্রবণ ?

বিশ্বামিত্র করে রাম লক্ষ্মণের না হ'বে বিপদ ।

দশ ।—বোঝে না অবোধ মন,

কাঁক কাঁক শৃঙ্খময় সব ;

ভিত্তিতে না পারি আর ; আন' বথ ;

বন-পথ ধরি' সিন্ধুপ্রস্রমে যাইব এখন ।

শ্রীরামের চান্দমুখখানি

মনে পড়ে প্রাণ পোড়ে ;

অন্ধকার দশ দিক ; হ হ করে মন ;

কোথা রাম !—কোথা রে লক্ষ্মণ !

সুমন্ত্র রে, ল'য়ে চল নোরে ;

কৌশল্যা সুমিত্রা পুলশোকে

কাঁদি'ছে দুলায় পড়ি' ।

চল চল, দেখি ;

চল চল, সব মিলে যাই তপোবনে ।

পত্র লইয়া জনৈক দ্বাররক্ষকের প্রবেশ ।

দশ ।—সুমন্ত্র । জিজ্ঞাস' ইহা হে,—

অথ রথ এলো কি দূরারে ?

রক্ষক ।—মহারাজ !

মিণিলাধিপতি পাঠাইলা দূত,

আসিল এ পত্র দূত-করে ।

দশ ।—পড়, মন্ত্রী,

যা' হয় উত্তর তুমিই দাও ;

অস্ত্র-পুরে যাই আমি ।

সুমন্ত্র ।—ভিক্ষা মাগে দাস,

ঋণকাল অপেক্ষা করিতে, মহারাজ !

দশ ।—আঃ, পড় পড়, নীচ পড় ।

হা রাম !

সুমন্ত্র ।—মিণিলার ধর্ম্মুর্গজে—

দশ ।—আঃ, আবার যজ্ঞের কথা ?

দূর কর চাই না স্তুতিতে 'যজ্ঞ' নাম ।

যাই আমি, পড় তুমি লিপি ।

(রক্ষকের স্বক্ষ শারণ করিয়া প্রস্থান ।

সুমন্ত্র ।—আহা,

তনয়-বিচ্ছেদ-শ্রোতে সকলি ভাসিল !

যাই যাই, পাছে রাজা পড়েন ভূতলে ।

[বেগে প্রস্থান ।

চতুর্থ দৃশ্য ।

মিণিলাধরী—রাজ্যোন্মান ।

সীতা ।

সীতা ।—

এ কি আচক্ষিতে মনে কানাকড়,

জাপি' কুৎসন দেখি ।

এত ফোটা ফুল, এত তরু লতা

মিলা'য়ে গিয়েছে কোথা ।

জেগে আছি কি না, না পারি বুঝিতে,

দুমা'রে আছি কি, তা'ও ত বুঝি না ;

এমন প্রভাত, এমন আলোক

আঁধারে মিশি'ছে কেন ?

পৃথিবীর যেন কেউ নাই আমি,

কোথায় কাঁড়া'য়ে আছি ?

কভু যেন ভ্রমি নিবিড় কাননে,
কভু যেন গিরিচূড়ে;
কে যেন আমারে ভুলিয়ে কৌশলে,
রথে তুলে চলে উড়ে ।
রাক্ষসের পুরে কানন-ভিতরে
রাক্ষসী দেখায় ভয়;
একটা রাক্ষস দশমুখে যেন
কি জানি কি যেন কয় ।
যিনি স্বামী মোর তিনি যেন রণে
যুঝেন রাক্ষস সনে,
অনলের কুণ্ডে পড়িলু যেন গো,
আবার পতীর বনে ।
আবার এ কি গো, শিহরে পরান,
কে যেন পাতাল থেকে
করে কর ধরে, ডুবিল পাতালে,
“আয় বাছা” বলে ডেকে ।

(স্তব)

ভয় না চণ্ডিকে, বিপদ-খণ্ডিকে,
শমন-দণ্ডিকে তারিণি ।
চণ্ড-দাতিকে, যুগ-পাতিকে,
ভক্ত-মদল-কারিণি ।
বরাহ-করা, বর-বজ্র-ধরা,
শঙ্কর-ভক্তি-বাসিনি ।
এ দীনা জনগা, ডাকে মা অভয়া,
দয়া কর, ভয়-নাশিনি ।

গাতিতে গাতিতে সখীগণের প্রবেশ ।

(গীত)

বেহাগ - দাদরা ।

কুইলো কলি, কুইলো অলি,
ছুইলো নতুন প্রেমের ধারি ।
হরিষ করে, চাঁদের করে,
কোকে ধরা, দিকে ধরা ॥
তমার-ডালে, হোলো দুখে,
উইলো লতা সোণের পারা ।
নীল আকাশে, চ'ললো ভেসে,
কিরণতরা উজল তারা ॥

১ম সখী।—

এ কি দেখি, সখি ! আমনের দিনে
বদনে বিষাক কেন ?

২য় সখী।—

বিবাহের কালে হাসির বদলে,
কেন জলে আঁধি ভাসে ?

৩য় সখী।—

বাণ নায়ে ছেড়ে, আমাদিগে ছেড়ে
যাবে ব লে বুঝি এমন হ'লে ?

৪র্থ সখী।—

প্রাণেশ তোমার রাখিব ধরিয়ে,
ভয় কি, স্বজন, বিষাদ ভোলো ।

১ম সখী।—

হৃদয় কাটিয়ে, রেখেছি ছানিয়ে,
ননী নিশাইয়ে,
সোণার শরীরে মাখাইব ধীরে,
যতন করিয়ে ।

(সখীগণের গীত)

কলিঙ্গ-ডা-বামকেনী - জলদ-একতাসা ।

সখিয়ারি সখি, মিশিয়ার নারী,
যেবার নারী ভরিবে জলে ।

হৃদয়ে নিমিষে, আর আর খেয়ে,
চন্দ-পানে ছেনে বইয়ে কোয়ে ॥

জন-অসারী, দাদ কাঁড়ি দীরি,
চার দিবি কিরি আপনা ভূরি

স্বপ্নে নৌ নকরে, দেখে নৌ নকলে,
পছন্দ করবে, নান তুল ।

। নকলের প্রস্থান ।

পঞ্চম অঙ্ক ।

প্রথম দৃশ্য ।

অমরাবতী—ইন্ড্রের কক্ষ ।

ইন্দ্র ও বিশ্বকর্মা ।

ইন্দ্র।—বিষম বিভ্রাট উপস্থিত;
মিথিলানগরে আজ

রায়রূপী বিধুসহ
জানকীকপিণী লক্ষীর বিবাহ ।

হে বিশ্বকর্মন !

ভুলধমে এ বিবাহ হ'লে,

বিধাতার লিপি,

পতিপত্নী না ষাটবে বিচ্ছেদ কখন ।

তা হ'লেই সর্বনাশ ;

নাহি হ'বে রাবণ সাহার ;

নাহি র'বে ইন্দ্রক আহার ।

যাও ত্বর, বিবাহের লগ্নভট্ট কর মুকৌশলে ।

কি আর বলিব আমি,

শিরকার্যে তুমি হুনিপূব ;

বাচাও বাসবে আজ ।

৭।—দেবরাজ !

চলিত্তারে নাহি দিও স্থান ছদ্ময়ে তোমার ;

লগ্নভট্ট করিব নিশ্চয় ;

চলিযু মিথিলাপুরী ।

৮।—আমিও চলিযু নন্দনকাননে,

নিজ করে পাবিলাক-মাথা

পীথিবীরে তব তরে ।

কৃতকার্য হ'বে এস, পরা'ব যতনে ।

[উভয়ের প্রস্থান ।

দ্বিতীয় দৃশ্য ।

মিথিলানগরী—রাজসভা ।

দশনপ, সীতধরজ ও কুশধরজ ।

১।—মহারাজ অযোধ্যার পতি ।

শতানন্দ, বশিষ্ঠ-উভয়ে

আয়োজিলা বিবাহ-ব্যাপার ।

উপস্থিত বিবাহের কাল ;

চলুন, রাজেন্দ্র ! তব নয়ন-গোচরে

রান-করে সীতা,

আর লক্ষণের করে উজ্জিলা করিব সস্ত্রধান ।

চল, তাই কুশধরজ ।

ভরতের মাণ্ডবী করিতে সস্ত্রধান,

শত্রুঘ্নেরে ত্রুতকীর্ত্তি ।

জৈনৈক ভূত্যের প্রবেশ ।

কি সংবাদ ?

ভূতা।—মহারাজ !

দেবশিখী বিশ্বকর্মা দ্বারে উপস্থিত ।

সীর।—কই কই ?

[ভূত্যের সহিত সীতধরজ ও কুশধরজের

বেগে প্রস্থান ।

দশ।—দেবশিখী বিশ্বকর্মা ?

এ নান ভদ্রেছি কত বার,

কত বার দেখেছি তাঁহারে,

আজ কেন হেন চমকিল মন ?

না বুঝি কারণ ।

বিশ্বকর্মার সহিত সীতধরজ ও কুশধরজের

পুনঃপ্রবেশ ।

দশ।—দেবশিখী !

গ্রহণ করহ নমস্কার ।

বিশ।—মহারাজ দশরথ !

রাজকুমারী সীতধরজ !

রাজামুখ কুশধরজ সীর !

বকু কহু-প্রতিমুষ্টি কেথাইব আজ ;

তেই না কহিম আগমন ।

নতলোকে কেহই কখন

এ অশুভ মুষ্টি দেখে নাই ।

সীর।—হে শমর !

বিলম্ব করেক তথা করি ;

কত্বে-মস্ত্রাণন করি' গে—

বিশ।—ঐ দেব, মহাসাঁধ !

(সভাভঙ্গে মহাসা মলমূর্খ-মস্ত্রাণন)

ঐশ্বর্য কহুও আবির্ভাব)

কহু কহুে দ্বারি কহু ইনি,

ঐশ্বর্য নাম, ভগত-বিদ্যাত ।

(সকলের বিশ্বাস প্রকাশ)

(গীত)

বুদ্ধাবনী-সারঙ্গ—কাঁপতাল ।

প্রথর তপন, ইহাঁর আসন,
জলন্ত অনল বসন ।

তপ্ত সমীরণ, চামর বীজন,
রণভূ মরুতু ভীষণ ॥

ধরা তাপে ভরে ইহাঁরে দেবিরে,
নির্ঝর, তটিনী বার শুকাইরে,
তরু ছাড়ি' গড়ে লতিকা লুটিরে,
জীবের আকুল জীবন ॥

(নেপথ্যে শব্দ ও ভুলুধ্বনি)

সীর।—সুন্দর দেখিযু—

কুশ।—মহারাজ ! অন্তঃপুরে শব্দভুলুধ্বনি ।

সীর।—বিলম্ব কণেক ;

তা'র পর, হে অমর !

বিধ।—ঐ দেখ, মহারাজ !

(সভাতলে সহসা সমুদ্রগর্ভে চতুর্ভাষা-
হণে বর্ষা ঋতুর আবির্ভাব)

ইনিই দ্বিতীয় ঋতু,
অবিষ্ঠাত্রী দেবতা বর্ষার ;
প্রাবৃত্ত নামেতে হুবিধাত ।

(গীত)

মেঘ—সুরক্ষিকা ।

লম্বকে চপলা, অনলের ঝল,
ঝলকি' ঝলকি' উঠি'ছে ।

হড়, হড়, হড়, হড়, হড়, হড়,
গরজি' জলদ ছুটি'ছে ;—

ঝর ঝর করে, মেঘ-বাদি করে,
কল্লড়ে বাজ পড়ি'ছে ॥

দশ।—অতীব অপূর্ণ দৃশ্য ।

কুশ।—বিষোহিত অন্তর আমার ।

বিধ।—এই বার ছের, রাজা !

শরৎ ঋতুর আবির্ভাব ।

(সভাতলে সহসা দান্যক্ষেত্র মধ্যে শরৎ

ঋতুর আবির্ভাব)

ঐ দেখ,

ইনিই তৃতীয় ঋতু ঋতুকুল-মাঝে ।

(গীত)

ভিলক কামোদ—দামাব ।

চাঁদের মুকুট শিরে, নব-ধাতু শীঘ্র প'রে

হরিত-বসন পরি' শরৎ ঋতু সাজে ।

সরসে কমল ফোটে, মধুগোষ্ঠে অলি ছোটে,

মধুমক্ষি রত হ'ল মধুচক্র-কাজে ॥

বিধ।—কহ, রাজা সীরধ্বজ !

কহ, দশরথ মহারাজ !

কহ, কুশধ্বজ বীরবর !

বৃথা পরিগ্রহ মোর,

অথবা আনন্দ কিছু লভি'ছ অন্তরে ?

সকলে।—অপূর্ণ—অনৃত অতি !

সীর।—দেখি নি কখন হেন ছবি ।

দশ।—তা'র পর ?

বিধ।—হের, ঐ মহারাজ !

(সভাতলে সহসা অগণ্যমদ্যে হেমন্ত ঋতুর
আবির্ভাব)

ইনিই হেমন্ত ঋতু, চতুর্থ পণনে ।

(গীত)

শুক্র-বেলাবলী—চৌতাল ।

নিবিড় অরণ্য-মাঝে হিমকুজ ল'য়ে সাজে,

চতুর্থ হেমন্ত ঋতু হরিত বসনে ।

অরি'ছে শিশির-ধার, গাখিরে মুকুতা-হার,

তৃণ-গলে দোলাই'ছে প্রকৃতি যতনে ॥

সকলে।—সুন্দর এ প্রতিমূর্তি !

বিধ।—নিরথ—নিরথ পুনঃ—

(সভাতলে সহসা হিমালয় পর্বতোপরি

শীত ঋতুর আবির্ভাব)

ঋতুকূলে ইনিই পঞ্চম,

শীত ঋতু নাম এর ।

(গীত)

ছায়ানট—ডেওরা ।

হিমাদ্রি-শিখরে, হিমালি-উপরে
বাঁয়ে শীত ঋতু, ভীত হতাশ ।
ক্লীণ দিনযাপি, কন কন কনি,
শব্দ শব্দ 'বহে বাতাস' ।
ধর ধর ধর, কাঁপে চরাচর,
কুহেলিকা-ঢালা নীল আকাশ ।

সীর।—অনুত এ প্রতিমূর্তি, দেব ।

শরীর শিহরে যেন শীতে ।

বিশ।—হের, রাজা !

শেষ ঋতু—ঋতু-শিরোমণি বসন্ত ।

বামে প্রিয়া, সম্মুখে মদন ।

(সভাতলে সহসা কুম্ভমোদ্যান-সাধো

গদনের সহিত সঙ্গীক বসন্ত

ঋতুর আনির্ভাব)

(গীত)

বসন্ত—চৌতাল ।

স্নেহ-বসন, কুম্ভ-ভূষণ,
দুবক-দুবকী-রঞ্জন ।
কোকিল অমর, মধুর মধুর
করণে কুজন গুঞ্জন ॥
দীরি দীরি বহে মলয় বায়,
স্নেহ বদন উড়িছে তায়,
ফুল-ফুল-কলি ফুটিয়ে চায়,
শ্রেমিক নয়ন-শোভন ;—
প্রাণের প্রতিমা মধুর হাসে,
কুম্ভে মাজিয়ে কাঁড়ারে পাশে,
অপক্লপ রূপ-ছটা বিকাশে ;
দূরে ফুলধনু মদন ॥

বিশ।—শেষ হৈল ঋতু-মূর্তি-প্রদর্শন ।

সীর।—হে অমর !

মোহিত করিলে আমা' সবে ।

যেন দেখিছু অপর জাগি,

বিম্বিত হইল ঋতু-ঋতু হবিতে ।

কৃতজ্ঞতা লহ উপহার ।

বিশ।—আসি এবে, মহারাজ ।

কর দিয়া কল্পা-সম্প্রদান ।

সীর।—বটে বটে !

চল, কুশধ্বজ !

লগ্ন বুকি নাহি আর ।

আসি তবে, দেবশিল্পী ।

[বিশ্বকর্ম্মা ব্যতীত সকলের প্রস্থান ।

বিশ।—হইয়াছে লগ্ন বহির্ভূত ;

পূর্ণ হ'ল দেব-মনোরথ ;

পৃথিবীর ভার ঘুচিবে এ বার,

সংশ্লেশ হইবে রাবণ-সংহার ;

কিঙ্ক, বড় ভুংখ হয় মনে,

মনে হ'লে জানকীর বিপদ-পাথার ।

হে বিদাত !

দয়া কর রামপত্নী অবলা সীতারে ।

[প্রস্থান ।

তৃতীয় দৃশ্য ।

মিথিলানগরী—রাজাভ্যুত্থান ।

সীরধ্বজ, কুশধ্বজ, দশরথ, রাম, লক্ষ্মণ,

ভরত, শত্রুঘ্ন, বিশ্বামিত্র, বশিষ্ঠ

ও সূর্য্যজ্ঞ ।

(নেপথ্যে শব্দ ও তলুধ্বনি)

সীতা, মাওবী, উম্মিল্লা ও শ্রুতকীর্ত্তিকে

লইয়া শতানন্দের প্রবেশ ।

শতা।—মহারাজ !

ঈশ্বর সম্প্রদান-কাৰ্য্য কর সমাধান ।

সীর।—বৎস রাম !

ছোটা কল্পা সীতা মোর,

সম্প্রদান কৈলু এঁরে করেছে তোমার ;

প্রজাপতি করুন মঙ্গল, সুখে থাক হুই জনে ।

কুশ।—তুমার ভরত !

ছোটা কল্পা মাওবী আমার,

সম্প্রদান কৈলু এঁরে তোমার করেতে ;

আশীর্বাদ করি, হৃথে থাক দৌছে ।

সীর ।— কুমার লক্ষণ ।

উদ্ভিগ্না কনিষ্ঠা কন্যা মোর,

সম্প্রদান কৈলু এঁরে করেতে তোমার ।

আশীর্বাদ করি, হৃথে থাক দুই জনে ।

কুমার ।— কুমার শক্রধর ।

ভ্রাতৃকীর্তি কনিষ্ঠা তনয়া মোর,

সম্প্রদান কৈলু এঁরে তোমার করেতে ;

আশীর্বাদ করি, হৃথে থাক দৌছে ।

(পুষ্পবৃষ্টি)

(নেপথ্যে তলুধ্বনি, শঙ্খধ্বনি প্রভৃতি)

সীর ।— মহারাজ দশরথ ।

স্নেহের নয়নে দেখ' পুত্রবধূনগে ;

কি আর কহিব আমি,

স্নেহশীল তুমি, মহাপতি !

দশ ।— মহারাজ সীরধ্বজ ।

কনিষ্ঠের মনে

বৈবাহিক হৃদ্রে মোরে করিলে বন্ধন ।

এই সুস্থিতা জাগিয়া বহিল মোর মনে ।

বিধা ।— মহারাজ দশরথ ।

বাসনা পূরিল মোর,

এই লও শ্রীরাম তোমার,

এই লও অঙ্গণ হুমার ।

আশীর্বাদ করি, শ্রীরাম লক্ষণ, ভরত, শক্রধর

নবপত্নী ল'রে থাকুন কুশলে ।

মহারাজ সীরধ্বজ বিধিবার পতি !

মহারাজ কুশলজ মঙ্গলশ্যাম-দৈবর ।

হে রাজাবিরাজ মহারাজ দশরথ !

সম্মানে আশীষ করি,

চিরানন্দে রহ চিরকাল ।

চণ্ডিলাম হিমাজি-শিখরে,

ভগবত করিতে এবে ।

জয় সীতারাম !—জয় সীতারাম !

(প্রস্থান)

বশিষ্ঠ ।— আশীর্বাদ করি, রাম ।

রাজা হও ভূমি, পাটরাশি হউন জানকী ।

ভরতাদি ভ্রাতৃগণ

তোমা দোহাকার নিশত করুন সেবা ।

মাণ্ডবী প্রভৃতি হান্দকস্তাপণ

জোষ্ঠা ভগিনীর হৌন স্নেহের পুতলী ;

চারি কন্যা হৌন পতিব্রতা ।

সীতা ।— চলুন সকলে এবে

সম্পাদিতে অবশিষ্ট মঙ্গলের কাজ ।

[সকলের প্রস্থান ।

চতুর্থ দৃশ্য ।

মিথিলানগরী—সীতার কক্ষ ।

সীতার সখীগণ ।

১ম সখী ।—ঐ দেখ, সই !

কনক-নগিনী সবসী ভাড়িয়া আনি'ছে যেন ।

সীতার প্রবেশ ।

২য় সখী ।—এস এস, সখি ! ভ্রমর কোথায় ?

কেন কিছুমুখ মগিন হেন ?

সীতা—

(গীত)

সুরট—আড়াঠেকা ।

বীদে পৌঁ পুরান আরি কোমা' মনে জড়িতে,

বিশি কলসে, কলসে পাব তোমা' মনে কলিতে ।

প্রাণে প্রাণে মিসাইয়ে, বেসিতাম ধূলা জায়ে,

যেজিও মনে যত, যতদূর হামিতে ।

কত কি যে মনে হয়, মনেই তা' পায় লগ,

বজি যদি করি, কই পারি না বেঁধিতে ।

কর ভূঁটি ধ'রে কই, ছুঁল না আশারে, সই !

এবে গো বিরাম হই, পতিমনে বাঁধিতে ।

সীরধ্বজ-মহিষীর প্রবেশ ।

মা গো !

(রোদন)

সীতা ।—প্রাণের বন্ধন ছিঁড়ে,

ছেড়ে বাঁ বি হুঁসিনীয়ে,

বাছা রে' কোন্ প্রাণে ছেড়ে দিব তোরে ।

চাঁদপারা কটি মুখখানি

মা বলিবে কা'রে আর ।

কা'রে কোলে কা'রে, কা'রে বুকে ধ'রে ;

ভুলিব মা, মনের বেদনা ।

৩।—মা গো !

মনের ভিতরে কি যেন কি করে,

কি যেন কি করে প্রাণ !

কোলে নে, মা ! খেতে দে, মা !

বাবা কই ? চল, মা !—চল, মা !

মা—মা গো ! কি বলে বুঝাব তোরে ;

হয়েছি অন্ধ নিজে,

জল-ভরা আঁধি তোর হেরে ।

'মা মা' বলে ডাক মা আমার,

হ'য়েছি অধীর বড় ;

কি বলে বিদায় দিব—না দিলেও নয়,

সমাজের কঠিন বন্ধনী, হাস হার ।

৪।—বর ক'নে বিদায়ের কাল উপস্থিত,

তরা সার' অবশিষ্ট মঙ্গলের কাজ ।

মা—চল, মা !

কি করি, উপায় আর না পাই দেখিতে ।

মা—এস এস তোমরাও, মাথি !

শেষ দেখা দেখি আঁধি তরি' ।

[সকলের প্রস্থান ।

সীতধ্বজ ও কুমধ্বজের প্রবেশ ।

১।—আনন্দে বিবাদ মোর আঙ্গ ;—

বিবাদ—আনন্দ, বিবাদ—বিবাদ ।

কে জানে, রে ভাই !

পরাণে এত যে লাগে হেরের আঘাত !

২।—মহারাজ ! কাঁদে মোর প্রাণ

শ্রুতকীর্তি মাণ্ডবীর তরে ।

কোথা এ মিথিলাপুরী,—কোথা সে অযোধ্যা ।

৩।—আর, ভাই ! সংসারের মরীচিকা এই ।

চল এবে বিদায়ের কার্য শেষ করি ।

[উভয়ের প্রস্থান ।

পঞ্চম দৃশ্য ।

রাজপথ ।

দশরথ, রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন, বশিষ্ঠ,

অমল, সীতা, মাণ্ডবী, উদ্ভিলা,

শ্রুতকীর্তি ও সৈন্যগণ ।

দশ।—কহ, কল্যাণী !

কেন হেন অমঙ্গল হেরি গতিপথে ?

ঐ দেখ,

আকাশের গায় পক্ষিগণ ভীষণ চীৎকারে ;

মৃগেরা শাবক ল'য়ে,

অগ্নি দিকেতে দ্রুত পায় ।

এ ঘটনা সহসা কি হেতু ?

এ ব্যাপার নিরখিয়া, কম্পিত হ'তেছে হিয়া,

স্তরুণায় হইতেছে মন ।

কহ, তপোধন !

সহসা প্রচণ্ড ঝড় কি হেতু উঠিল ?

এ কি গো,

যন যন মেদিনী-কম্পন,

অন্ধকারে প্রবর তপন একবারে উঠিল মগন !

আনখিছু কিছু নাহি দেখি, নিম্ন অর্ধাঙ্গ ।

অস্বাভায়ে ভয়রাশি উড়ি' দৌলি চক্ষুর দুটি ;

এ কি দেখি অকল মঙ্গল !

বশিষ্ঠ।—স্বত, রাজা ! শ্রীমদ্রথকনে,

এ বিপদে তিনিই সহায় ।

দশ।—বলা কহ, দয়াময় শ্রীমদ্রথকনে !

পুত্র, পুত্রসপুত্রে মোর,

মহী, পুত্রাহিত্যে, অমৃতত সৈন্যগণে

তার' এ সম্বন্ধে, পড়ো মঙ্গলবারণ !

রাম।—পূজাপার পিতা মহাশয় ! কিছু নাহি ভয় ;

ভক্তধীন শ্রীমদ্রথকনে

ভক্তির আচ্ছাদনে স্নান বাধা ;

এ অকল বিপদ-পাথরে তিনিই তরঙ্গী ।

লক্ষ্মণ।—হের হের,

কে আসে, কে আসে ঐ অনলসঙ্গায় !

শাশিও-কুণ্ডল-ভঙ্গে,

মুষ্টি-মাঝে নভশর্শা বিশাল কার্য্যক !

হে রাঘব !

তব কর-ভগ্ন ধনু লাগিল কি ঘোড়া ?

না পারি বুঝিতে মর্শ্ব এর ;

উগ্রমূর্ত্তি রুজ্জ কি আসিছে ?

দশ ।—কই কই ?—সর্বনাশ !—সর্বনাশ !

বিপদ ঘটিল, রাম !

আসিছে পরশুরাম ক্ষত্রবধকারী ।

রক্ষা নাহি আর, এ কুঠারে মস্তক সবার

ধড় ছাড়ি' লুটাবে ভূতলে ।

ভার্গবের রোষানলে

শুক ভূণ আজি রে আমরা,

কোথা বাই ;—নাহি স্থান, —পড়িছু সন্ধটে ;

মরিমু নিশ্চয়—মরিমু নিশ্চয় ;

এল এল জলন্ত বিহ্বল !

বেগে পরশুরামের প্রবেশ ।

প্রণয়ামি, দীননাথ !

বরু আমি ; শিশু যোর চারিট কুমার ;

অতি শিশু পুত্রবৎ চারি ।

রোষ পরিহর, দেব !

শ্রীপদে অভয়-ভিক্ষা করি ;

বিপ্রপদ ভরসা আমার ।

আজ্ঞা কর দাসে কি দিয়া করিবে পূজা ?

পরশু ।—তিষ্ঠ নিরুত্তরে,

যম শক্রকুলোদ্ভব ক্ষত্রিয় সন্তান !

বশিষ্ঠ ।—শাস্ত্রব্যবসায়ী তুমি, চণ্ডালমণি !

নহ অবিন্দিত শাস্ত্রবিদ্বি ;

শাস্ত্রবাণী—‘ব্রাহ্মণের ক্ষমাই ভূষণ’ ।

পরশু ।—ব্রাহ্মণের মুখে আজ এ কথা শুনিলে,

করিতাম ক্ষমা সর্বজনে ।

তোমার বচন অস্বাভ্যাস্ত্রবে যোর ।

ভার্গবের চিরবৈরীকূলে তোমার বজন-কাজ,

ব্রাহ্মণ হ'য়েও তুমি মূঢ়, নীচমতি ।

অশশ্রীয় অবাক্ষণ !

তিষ্ঠ নিরুত্তরে ।

হুমন্ত ।—হায় হায়, এ কি সর্বনাশ !

প্রাণ কর এ সন্ধটে, সন্ধটে-মোচন নারায়ণ

দশ ।—হে কুঠারিন্ !

সর্বশ্রেষ্ঠ দাতা তুমি সমস্ত ভুবনে ;

কন্ধ্যাপে করিলে দান সসিদ্ধ ধরণী ;

হেন দাতা কে কোথায় ?

ভিক্ষা আজি ও পদ-রাজীবের,

আশ্রিত জনের প্রাণ কর দান ।

কৃপার ভিক্ষারী আমি,

হে মহেন্দ্র-ভূধর-নিবাসী !

হে বৃজ্জটি-প্রিয়-শিষ্য !

পরশু ।—পুনঃ কহি, তিষ্ঠ নিরুত্তরে, দশরথ !

কে ভাড়িল শৈব ধনু ?

দশ ।—হায় হায়, হারাইমু রামে এই বার !

পরশু ।—ভাড়িয়াছে শৈব ধনু জ্যেষ্ঠ পুত্র তব ?

(রামের প্রতি) কহ, রাম !

আমার গুরুর ধনু তুমিই ভাড়িলে ?

রাম ।—তপস্বী ভার্গব ! ক্ষম রোষ,—

বিপ্র তুমি, সন্তোষ ভূষণ ব্রাহ্মণের ।

পরশু ।—কেন বাক্য-আড়ম্বর ?

কে ভাড়িল শৈব ধনু ?

রাম ।—এ দাস তোমার, প্রভো !

তব বাহুবল হরণমু-নল,

না বুঝিয়া কৈনু হেন কাজ ।

দোষী আমি, ক্ষমা কর মোর, ক্ষমাকর !

গুরুজন না করে গ্রহণ বালকের অপরাধ ।

লক্ষ্মণ ।—কি আশ্চর্য্য ! এ কি কহ, রঘুমণি ?

কাপুরুষ মহাবীর রাম !

এ কথা বাজিল বক্ষে মোর বজ্র সম ।

শুন সবে,

অগ্রজ নহেন রাম আজি হ'তে যোর ;

দ্বয়ং বতন্ত আমি

আজি হ'তে মানব-সংসারে ;

পণ্ডিত বা মূর্খ যোরে বলুক সকলে,

কিন্মা ভ্রাতৃমানহারা,

নাহি ডরি আমি ভায় ।

রামের কনিষ্ঠ কি না আমি,
দেখাইব প্রমাণ তাহার সমক্ষে সবার
শাস্তি দিয়া নির্দম ভার্গবে ।
ভার্গব ! তুমি না কি একবিংশ বার
করিয়াছ ক্ষত্রিয়-সংহার এ কুঠারে ?
ভাল ভাল ; প্রতিশোধ তাঁর হের এই বার ।
চুণিব কুঠার একবারে,
আজি শরে পাঠাব তোমারে
যমের দুয়ারে ।
ক্ষত্রিয়-তর্পণ আজি
ব্রাহ্মণের উষ্ণ-রক্ত-ধারে ।

শ।—রে লক্ষণ !—চুপ চুপ,—ফেল্ ধনুর্ভাণ ।

(হস্ত হইতে ধনুর্ভাণ লইয়া
ভূমিতলে নিক্ষেপ)

পুত্রশোকে ভাসা'স্ নে এ বৃদ্ধ পিতারে ;
ভার্গবের পায়ে ধ'রে,
ক্ষমা ভিক্ষা মেগে নে রে, পায়ে লুটে পড় ।
হে ভার্গব ! লক্ষণ আমার অবোধ কুমার ;
দোহাই তোমার !

পরশু।—লক্ষণে নাহিক প্রয়োজন ;

প্রয়োজন রামে শুধু ।
ভন, দাশরথি রাম !
তুমি মোর বশোলোপকারী ;
আশা তব মনে
পরশুরামের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হইবারে ?
ভাল ভাল, বুঝা বা'বে আজ,
দাশরথি রাম কি পরশুরাম বড় ।
ভাঙিয়া সে জীর্ণ ধনু,
কাপুরুষ-দুর্কল-সমাজে বীর বলি'গণ্য তুই ;
ভার্গবের কাছে, অনলে পতঙ্গ দাশরথি ।

রাম।—তপোধন ! এ দাস ত তা'ই তব পদে ।

লক্ষণ।—আর না—আর না,

উচিত এ স্থান হ'তে গ্রহান আমার ।

(প্রস্থানোদ্যত)

না না, কেমনে যাইব ফেলি' বিপদ-সাপের

পিতারে গো, অগ্রজ চ'টিরে, রাজপুত্র-বধূগণে,
বশিষ্ঠ, হুমন্ত্র, সেনাগণে, কনিষ্ঠ সৌদরে !
উভয় সঙ্কট মোর ।

পরশু।—দাশরথি রাম ! দেখাও বীরত্ব আজি !

একমাত্র বীর র'বে এ মহীমণ্ডলে,
হয় তুমি, নয় আমি ;
তুই রাম না চাহে ধরণী ।

দশ।—ক্ষমা দেহ, দয়াময় !

পরশু।—উদ্বুদ্ধ বৃদ্ধের বাক্য না চাহি শুনিতে ।

রাম।—হে ব্রাহ্মণ !

গো-ব্রাহ্মণ-হিংসানাহি করে কদাচন

রঘুবংশে কোন জন ।

এই হেতু ভিক্ষা মাগি,

তব ঐ শাপিত কুঠার তোমার স্বক্ষেই থাক্ ;

না ধরিও করে,

বৃদ্ধ পিতা মোর হ'বেন কাতর, অধিবর !

পরশু।—ক্ষত্রিয়ের কাতরতা

কতু নহে মমতার মোর ।

দেখাও অচিরে বীরপণা,

নাহিলে তোমার নাহিক নিস্তার ।

স্বাধ্যায় পরশু আর শিবের শপথ,

হয় আজ ইক্ষাকুবংশের,

নয় এই ভার্গবকুলের

পিণ্ডলোপ করিবে নিশ্চয় ।

দশ।—হায় হায়, হারাইলু প্রাণপুত্র রামে ;

বিধি বাম মোর প্রতি ।

হে বিপদ-সিদ্ধ-পার-কারী

গোলোকবিহারী হরি !

রক্ষা কর বয়াদৃষ্টি দানে ।

পরশু।—কই, দাশরথি রাম ! কই বীরপণা ?

রাম।—হে তপস্বী !

ধাতুক্ আমাধের কণ্ঠে রক্তহার

কিন্মা তব শাপিত কুঠার ;

ধাতুক্ আমাধের কুলজীর্ণণের অন্ধিযুগে

কজল অথবা অস্ত্রবিদ্যুৎ ;

হয় হৌক্ দেখিতে নয়নে

আশ্রয়শনের দুখ কিংবা শমনের দুখ ;

তাও ভাল ;

তথাপি

বিগের প্রতি না প্রকাশি কভু বীরদর্প ।

পরশু ।—বুঝিলাম এতক্ষণে,

দাশরথি রাম কাপুরুষ ।

রাম —বিপ্র তুমি পার তা' বলিতে,

অসম্ভব নহি আমি ;

কিন্তু নহি কাপুরুষ ।

পরশু ।—কাপুরুষ নহ, দাশরথি ?

জীর্ণ ধনু ভাঙি' হৈলে বীর-চূড়ামণি ?

ভাল ভাল, বাহুবল দেখাও, বীরেন্দ্র !

ভাঙ এই মহাধনু ।

ভাঙা থাক দূরে, তপ দিয়া দুজ দেখি শর ;

তা' হ'লেও বীর বট তুমি,

নহে কাপুরুষ দাশরথি ।

রাম ।—প্রণিপাত চরণে তোমার,

দাও ধনুর্দ্বন্দ্ব, তপোবন !

পরশু ।—রাখিহু তুতলে,

বাহুবলে উঠাও অচিরে ।

রাম ।—এই ত তুমিহু ধনু, এই আরোপিনু তপ ।

হের হের, বিপবর ।

এই ত যোদ্ধিহু শর ।

কহ ত্বর, কোথা এড়ি এ শর তোমার ?

ব্যর্থ নহে লক্ষ্য মোর, ব্যর্থ নহে শরধনু ধরা ।

শর নিক্ষেপিয়া,

পশ্চাতে ভাঙিব এই কাণ্ডুক তোমার ।

সকলে ।—জয় জয় রাম ! জয় জয় রাম !

পরশু ।—বুঝিলাম এতক্ষণে,

কে যে তুমি, দাশরথি !

শত্রুবাণ্য হইল শরল,

তুমি দেব বিষ্ণু নারায়ণ বৈকুণ্ঠের পতি ।

দর্পিনীদর্পহারী, ভাগবের দর্পচূর্ণকারী ।

হরিতে ভূভার,

সপ্তমাবতার দাশরথি রাম নামে

এ মহীমণ্ডলে, জগদীশ !

(স্তব)

তুং হি ব্রহ্ম,

তুং হি পঞ্চ-আদিত্য ।

তুং হি কুর্শ্ব,

তুং বরাহ, বামন ।

মুকেশী,

তুং হি দাশরথি রাম ।

তুং হি বিষ্ণু,

তুং হি যীন,

পরশুধারী,

তুং হি দাশরথি রাম ।

বিবনাথ

বিবজাত,

তুং হি দেব কৃপাধার ।

"রাম ! রাম ! মহাবাহো ! জানে স্থান পরমেশ্বরম্
পুরাণপুরুষং বিষ্ণুং জগৎসর্গলয়োদ্ধবম্ ত্বাং নমানি

"নমোহস্ত জগত্যাং নাথ !

নমস্তে ভক্তিভাবন !

নমঃ কাকণিকানন্ত !

রামচন্দ্র ! নমোহস্ত তে ॥"

পূর্ণ হ'ল মনস্কাম মোর,

বিষ্ণুশক্তি মম কর হে হরণ, দেব নারায়ণ !

জানি, দয়াময় ! ব্যর্থ নাহি হয়,

তোমার শরের বিচিত্র সন্ধান ;

এই হেতু করি নিবেদন শ্রীপদে তোমার,—

যেন প্রদত্ত ধরায় নাহি থাকি,

যা ব পুনঃ মহেন্দ্র অচলে,

না বোধিও গতি মোর জ্যারোপিত বাণে ;

কি হ, সীতানাথ ।

মক্ষিগাহি পুণ্য লোকচর তপ-অমুর্জানে,

এই দণ্ডে শরদণ্ডে নাশ সে সকল ।

পুণ্য-গোকে কি বা কাজ আর,

যে কালে পাইহু তোমা' ধনে ।

এড শর, চক্রধর, দর্পহারী শ্রীমধুসূদন !

রাম ।—তুমি মম পূর্ব-অবতার,

না এইও দোষ মোর,

অব্যর্থ সন্ধান, এড়িলাম বাণ,

বেড়িলাম গতিপথ স্বর্গের তোমার ;

হরিলাম বিষ্ণুভক্ত তোমারি আবেশে ।

(উক্ত শরভাণ)

(পরশুরামের পশ্চম ও মূর্ছা ;

কিয়ৎকাল পরে উত্থান)

পরশু ।—প্রণিপাত, ত্রিলোকের পতি !

চলিলাম মহেন্দ্র অচলে !

জয় জয় রাম ! জয় সীতারাম !

সকলে ।—জয় সীতারাম ! জয় জয় রাম !

[সকলের প্রস্থান ।

সমাপ্ত ।

রামের বনবাস ।

[পৌরাণিক ইতিহাসমূলক নাটক]

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ ।

পুরুষ ।

দশরথ । রাম । লক্ষণ । বশিষ্ঠ । বাসদেব ।
হনু । ইন্দ্রাদি দেবগণ । ঋষিগণ । সভাসদগণ ।
গণ । ভূতগণ । চিত্রপটবিক্ষেপ্তা । বান্দ্যকার-
গণ । দালকদ্বয় ইত্যাদি ।

স্ত্রী ।

কৌশল্যা । কৈকেয়ী । সুমিত্রা । সীতা ।
শ্রীমা । মন্দরা । সরস্বতী । গন্ধর্বকন্যাগণ ।
বান্দ্যবাসিনীগণ । দাসী ইত্যাদি ।

প্রথম অঙ্ক ।

প্রথম দৃশ্য ।

অথোপনিষদী—রাজসভা ।

রথ : বশিষ্ঠ, বাসদেব প্রভৃতি ঋষিগণ ;
সুমনস্ক প্রভৃতি মন্ত্রিবর্গ ও প্রধান
প্রধান প্রাকৃতিকন্দ ।

—পুরুষদেব ।

হ'য়েছে শরীরে মোর জরার সঞ্চার,
নাহি আশা বেশী দিন বাচিবার আর ;
অন্তরীক্ষে গ্রহ আর নক্ষত্রমণ্ডলী
এবে মোর প্রতিকূল ;
রাজ্য-ভোগ-ভৃগু হেরিয়াছে পূর্ণ সীমা ।

এক্ষণে বাসনা এই—

মম সিংহাসন করিতে অর্পণ
লোক-অভিরাম রামে ।
রাম মোর অগ্রজ কুমার,
যৌবরাজ্য তাঁ'রেই সূচায় ।
জ্ঞানিগণে অগ্রগণ্য তুমি,
উপযুক্ত সূক্তি কর দান ।

বশিষ্ঠ।—মহারাজ !

দীপে দীপ জালিয়া লইলে,
না দেখি প্রভেদ যথা,
তথা তুমি, তথা তব জ্যেষ্ঠ পুত্র রাম ।
তব এই রাজ-সিংহাসন, রাজবণ্ড আদি
রামে যোগ্য পূর্বরূপে ।
তব ইচ্ছা—মম ইচ্ছা এক,
রামচন্দ্রে যৌবরাজ্যে কর অর্পণ ।

দশ ।—সচিব সুমনস্ক !

মন্ত্রণা-বৈমতে তুমি ধনী,
তোমার কি মত, কহ ?

সুমনস্ক ।—মন্ত্রী বলি' দেখু' কর দাসে,

কিছু কিবা জানি আমি ?

রাজনীতি, মন্ত্রনীতি

তুমিই শিখা'লে মোরে, রাজা !

এবে এই ইচ্ছা মোর,

তব দত্ত নীতিশাস্ত্র শিখাই রামেরে ।

তুমি, মহীপাল !

বিপ্রায়ে কাটাও এবে কাল ।

দশ ।—গুরুপুত্র বাসদেব !

মানব-চরিত্র-জ্ঞানে জানী তুমি ;

কহ কৃপা করি'
অবোধ্যার প্রজাগণ
মোর ইচ্ছা ধরে কি না চিতে ?
রাম ।—সে কথা কি ক'ব, মহারাজ ।

তব ইচ্ছা
চতুর্গুণ ভাবে বিরাজে প্রজার মনে ।
সত্য কি না, বুঝিবে এখনি,
জিজ্ঞাসিলে এই প্রজা সবে ।
১ম প্রজা ।—ধন্য তুমি, তপোধন !
সর্বজ্ঞ তুমি গো যোগবলে ।
মহারাজ অবোধ্যাবিপত্তি !
যা' কহিলা শুমি বামদেব,
সত্য তাহা, সত্যসক রাজা !

২য় প্রজা ।—অবোধ্যার প্রজার বাসনা,—
রাজপুত্রে দেখিবারে রাজা ।

দশ ।—তোমাদের বাসনার সনে
আমার বাসনা এবে করিব পূরণ ।
হে পূজ্য বশিষ্ঠ ! বামদেব !
এই সুপবিত্র চৈত্রমাসে
শ্রীরামে করিব অভিষেক
ইন্দ্রাকুলের সিংহাসনে ;
অভিষেক-আয়োজন করহ সকলে ।
হে সুমন্ত্র ! রাজগণে কর নিমন্ত্রণ ;
প্রজাগণ ! শুভকার্যে রত হও সবে ।
কৌশল্যাদি রাজসীগণে এ সংবাদ দিতে
অন্তঃপুরে যাই আমি ।
[সকলের প্রস্থান ।

দ্বিতীয় দৃশ্য ।

অবোধ্যানগরী—রাজপথ ।

রাজভূত্যগণ ।

১ম ভূত্য ।—রাজসভায় আজ কিসের ঘটনা ?
২য় ভূত্য ।—বোধহো কেমন কোরে ?
৩য় ভূত্য ।—ওরে ভাই !
ভাঙলো সভা, ডাকলো যেন বান,

লোক চোলেতে গিন্ গিন্,
এক—হুই—ভিঙ্গ—কিঁশ—ভিরিশ ।
[ক্রমে ক্রমে প্রজাগণের প্রবেশ ও
প্রস্থান ।

৪র্থ ভূত্য ।—শহর যেন খালি ছিলো,
দেজে দেজে ভোরে গেলো ।
১ম ভূত্য ।—পুরুষ ঠাকুর এ দিক পানে
আগুচে না, ভাই ?
৩য় ভূত্য ।—কই কই ?
১ম ভূত্য ।—ঐ ঐ ।
২য় ভূত্য ।—বটে বটে ;—চুপ্ চুপ্ ।

বশিষ্ঠের প্রবেশ ।

বশিষ্ঠ ।—ভন সবে,—

রামে রাজা যৌবরাজ্য করিবেন দান ;

এই হেতু

আর আর ভূত্যগণ সনে

মিলি' সবে করহ সংগ্রহ

পূজা-দ্রব্য, সন্ধ্যৌষধি, লাজ,

হেম, রত্ন, শুকুমাল্যারাজি,

পাণ্ডুবর্ণ ছত্র মনোহর ;

ভিন্নাধারে দ্রুত, মধু পরিপূর্ণ কর ;

আন' ত্বর।

দশমুদ্র চাক্ষু বস্ত্র, শরাহি সমস্ত অস্ত্র,

ধ্বজদণ্ড, চামর যুগল,

শতসংখ্য হেমময় কুত্ৰ সংজ্ঞল,

হুল্লঙ্ঘনযুক্ত করী, হেমশূদ্রধারী বলিষ্ঠ পুংস,

অখণ্ড-শার্দূল-চর্ম ;

এ সকল অভিষেকে আবশ্যক হ'বে ।

১ম ভূত্য ।—যে আজ্ঞে ।

বশিষ্ঠ ।—আরো বলি, ভন,—

মালিকা, চন্দন, চূয়া, সুগন্ধি ধূপের ধূয়া

এ সকলে রাজ-নিকেতন,

সমস্ত নগর-দ্বার কর সুরক্ষিত ;

বিবিধ পতাকারাজি সর্বদিকে উড়াইয়া দাও ;

নিয়োগিয়া লোক বহু,

অবোধার রাজপন্থ ভিজাও শীতল জলসেকে ;
ডাক' পারকপারিকাগণে,
নৃত্যগীত হ'বে কালি ;
আন' ডাকি' বাধ্যকারগণে,
বাধ্যবস্ত্র বাজাহু সকলে ;
কহ গিয়া বীরগণে
অচিরে সাজিতে বীর-সাজে ।
চলিহু এখন আমি রাজার গোচরে ।

[বশিষ্ঠের প্রস্থান ।

এই ফুলভার অর্পিব শ্রীগদে তাঁ'র,
পুরিবে যনের আশা ।
ধন্ত তুই রাজোন্মান ।
ধন্ত তোরা অকুটন্ত কুটন্ত কুমুম !
যোগি-জন-খ্যেয় রামে পরশিবি আজ ।
তুইও ধন্ত রে লক্ষণ ।
তোর কর-পাঁখা মালা
বনমালি-গলে হুলিবে আজি রে ।

রামের প্রবেশ ।

১ম ভৃত্য ।—মহারাজের বড় ব্যাটা

রাজা হ'বেন ;—মস্ত ষটা ।

জিনিষগুলো যোগাড় করি,

সোণা পা'ব একশ' তরি ।

তুই কি নিবি ?

২য় ভৃত্য ।—টাকার তোড়া ।

৩য় ভৃত্য ।—হ' !—আজ্ঞা, তুই কি নিবি ?

৪য় ভৃত্য ।—খালের ছোড়া ।

৫ম ভৃত্য ।—বা রে আরে এয়ার ছোড়া !

ভাল, ভাই, তুই কি নিবি ?

৬য় ভৃত্য ।—মোটো মোটা টাটু ছোড়া ।

৭ম ভৃত্য ।—তুই মেড়ার চেবেরও মস্ত মেড়া !

কোণায় পা'বি ঘাসের ঝোড়া ?

৮ম ভৃত্য ।—

বেনো জল ঢুকলে, ঘ'রো জল বেরবে !

৯ম ভৃত্য ।—বেচে মেরে ধোবো ।

১০ম ভৃত্য ।—নাড়ি শুদ্ধ ? অ্যা—অ্যা !

১১ম ভৃত্য ।—দূর খালা ! ছ্যা—ছ্যা !

[সকলের প্রস্থান ।

তৃতীয় দৃশ্য ।

অবোধানবরী—রাজোন্মান ।

লক্ষণ ।

১ম ।—এই ত পাঁখিহু ফুলহার,
রঘুমনি-রাম-গলে দোলা'ব বডনে ;

হের, আর্ধ্য ! তব দাস অধীন লক্ষণ
গেথেছে ফুলের হার, তুলেছে ফুলের ভার,
আজ্ঞা যদি পাই, তবে পূজি ও চরণ ।

রাম ।—ভাই রে লক্ষণ !

আমার লনয়-মেহ লইয়া বিধাতা

গড়িলা তোমারে ।

তব ভাঙ-ভক্তি-রূপে বাধা আহি আমি ।

দৌহে হুই ভিন্ন দেহ বটে,

কিন্তু, ভাই !

অস্ত্রের অভিন্ন—একপ্রাণ ।

যাগা ভালবাস তুমি,

নাহি দিব বাধা কহু তায় ;

দাও গলে ফুলমালা ।

(রামের গলদেশে লক্ষণের মালাপ্রদান)

প্রাণের লক্ষণ ।

সেজেছি হৃদয় বড় তোমার এ হারে ।

লক্ষণ ।—রঘুনাম !

সেজেছ হৃদয় বড় লক্ষণের হারে !

এ তুষ্টি তোমার

মহাপুরুষার লক্ষণের হার গাণ্ধিবার ।

ত্রিভুজিন ফুলময়ী হরা

ফুটা'য়ে অনন্ত কোটি ফুল

পুজে যা'র বিধারামা চরণ-কমল,

আজু তিনি পরিতুষ্ট লক্ষণের হারে ।

প্রতিপাত করি পদে,

এই আশা করি,—

এইরূপ কৃপা যেন ভূমি যুগে যুগে।

রাম।—চলিহু এখন আমি পূজিতে জননী;

মায়েরে দেখা'ব তব এ অমূল্য মালা।

[রামের প্রস্থান।]

উর্শ্বিলার প্রবেশ।

লক্ষণ।—প্রিয়তমে! বাড়ন্ত রৌদ্রের তাপ।

কেন তুমি এলে হেথা এ হেন সময়ে?

চন্দ্রযুগে শ্বেদবিন্দু ক'রে

মুগ্ধরাগ হ'য়েছে রক্তিম।

উর্শ্বিলা।—প্রাণেশ্বর।

নিজ কষ্ট ভুলি' মোর কষ্টে হ'তেছ কাতর।

এই গুণে

এ দাসী ও রাণা-পদে বাধা চিরদিন।

অঞ্চল-বাতাস দিব গায়,

চল, বসি ওই তরুছায়।

(উভয়ের গমন ও তরুমূলে উপবেশন)

এ কি, নাথ! কেন এত কোটা কুল পড়ি'?

লক্ষণ।—আদি রামে পূজিহু এ কূলে আজি।

উর্শ্বিলা।—পূজিয়াছ বক্ষাওপতির?

বড় ভাগ্য 'আমি' দৌহাকার;

এস, এ প্রসাদী কূলে সাজি হুই জনে।

(উভয়ের কুসুমগন্ধা)

চল, ওই সরসীর তীরে,

তুলিয়া জলজ কুল, পাখিয়া মালিকা,

আমিও সাজাব আজ আদ্য জানকীরে,

অগ্রজে তোমার তুমি পূজিলে যেমতি।

লক্ষণ।—এই গুণে, প্রিয়তমে!

লক্ষণ তোমারে এত ভালবাসে;

চল তবে যাই এবে।

[উভয়ের প্রস্থান।]

চতুর্থ দৃশ্য।

অযোধানগরী—রামের কক্ষ।

পর্যাক্ষোপরি রাম শয়ান ও তদীয়

পদদেবতার সীতা নিযুক্ত।

সীতা।—প্রাণনাথ!

বড় ভাগ্যবতী দাসী ভুবনমণ্ডলে,

তৌই সে তোমার পূজ্য চরণ কমল

সেবা করি অহরহ।

এ চরণ-কমল সেবিয়া,

পাইনু 'কমলা' নাম গুণধাম।

আশীর্বাদ কর, নাথ!

এ চরণ-পদ্ম যেন জ্বলন্তে ধরি

অনন্ত অনন্ত কাল।

এ ব্রহ্মাও লয় হ'বে তোমার ইচ্ছায়,

আবার হইবে স্তম্ভ,

আবার ভাটিবে যুগে যুগে কত বার,

কে বলিতে পারে তাহা?

কিন্তু যেন এ অধীনী

না ছাড়ে নিমেষ-তরে এই ত্রিচরণ,

অন্তরের নিত্যন্ত বাসনা—

যুগে যুগে এই পদ সেবিব সান্নিধ্যের।

রাম।—প্রিয়তমে!

আনন্দতোলা হও কিবা লাগি!

মহামায়া যোগমায়া তুমি,

তুমি বিশ্বদ্রবিনী—

বিদ্যের জননী মহতী প্রকৃতি।

কায়া ছায়া ভিন্ন কভু নহে,

তুমি—আমি এক সূত্রে গাঁথা।

তুমিও যে—আমিও সে—

তুমি বই—আমি নই—আমি বই তুমি নও।

কহ, লীলাময়ি! কেন তবে ছেন অনুরোধ?

মায়ায়ি! মায়া-খেলা সধাই খেলিবে?

জনৈক দাসীর প্রবেশ।

দাসী।—বড় মন্ত্রী বাড়া যে হুমারে।

রাম ।—অবিলম্বে ডাকি' আন' তাঁ'রে ।
(গাভ্রোধান করিয়া উপবেশন)
[দাসীর প্রস্থান ।

সুমন্ত্রের প্রবেশ ।

সুমন্ত্র ।—বন্দি পাদপদ্ম, রঘুনাথ !

রাম ।—কি সংবাদ-মন্ত্রিবর ?

কহ মোর পিতার কুশল ;
রিমাতার মঙ্গল-বারতা ;
অগ্রগণ্য রাজপুত্রোহিত
তাপস বশিষ্ঠ, বামদেব,
কাত্যায়ন, মার্কণ্ডেয়, গৌতম, জাবালি,
কাশ্যপ, সুব্রত ঋষিগণ
ভাল ত আছেন সবে ?
জয়ন্ত, বিজয়, দ্রুষ্টি, সুরাষ্ট্র, অকোপ,
ধর্মপাল, রাষ্ট্রধর্মকর্ণাদি মন্ত্রিগণ
কে কেমন, কহ মন্ত্রি ?
প্রাণের লক্ষণ ভাই,
বধুমাতা উম্মিলা সরলা
আছে ত কুশলে দোহে ?
কহ, বধীষান ! তব নিজের মঙ্গল ?

সুমন্ত্র ।—রাজপুত্র !

তোমার কল্যাণে চিরমঙ্গল সবার ।
এবে এই নিবেদন,—
রাজাজায় আসিলাম তোমার গোচরে ;
তোমাতে দেখিতে রাজা ইচ্ছা কৈলা চিতে ;
চল ঋটিতি ভেটিতে ।

রাম ।—আমারে ডাকিলা পিতা ?

চল, মন্ত্রিবর ! চল চল ত্বর ।
জানকি ! চলিহু এবে আমি,
অবস্থান কর হেথা আমি ।

[রাম ও সুমন্ত্রের প্রস্থান ।

সীতা ।—আঁধার হ'ল যে পরদানি ;

জানকীর জঙ্ঘন-মন্দির হ'ল দ্বিগুণ আঁধার ।

ডাকিলেন স্বগর ঠাইখ,

নারিহু রোধিতে মাথে ।

ও কি ভনি ? - নৃপূরের রুণু রুণু ধনি ;
কে আসে এ বাসে ?

পুষ্প-পূর্ণ পাত্রহস্তে উম্মিলার
প্রবেশ ।

এস, বোন !

চাঁদমুখ নিরখিয়ে জুড়াই নয়ন ।

পিরালয় ছাড়ি' চারি বোনে

ঐতরের গৃহে যাপি কাল ।

বিবাহের দিন হ'তে দ্বাদশ বৎসর

গোড়াইহু এক ঠাই ।

প্রাণের ভগিনি !

গোপন না রাখ তুমি কোন কথা মোরে

ভুলেও একটি দিন ;

কহ আজি, আনন্দকপিনি !

আছ ত আনন্দে তুমি এ অযোধ্যাপুরে

স্বন্দর-প্রায়াদ-মাঝে পতির গোচরে ?

কত দিন বলি বলি করি'

বলিতে পারিনি মুখ ফুটে,

পাছে কিছু মনে কর, সীতা-মনোমরি !

উম্মিলা ।—দিকি !

ছাড়িয়াছি পিতা মাতা, মিলিলানগরী,

পাইয়াছি পিতৃস্থানে রাজা দশরথ,

মাতৃস্থানে শ্রীমহাদেবীরে ।

পতি মোর তোমার কিঙ্কর শ্রীলক্ষণ,

বহুতপস্কার ফলে পেয়া'ছেন পতি ।

তব স্বামী ইষ্টদেব মোর,

তুমি মোর অর্গা পূজনীয়া অগ্রজা ভগিনী

মাতৃজ্ঞানে পুঞ্জি আমি তোমা' ;

সর্বদেখে সুখী আমি তব আশীর্বাদে ।

মা'র মুখ মনে পড়ি' যবে প্রাণ কাঁধে,

অমনি তখনি ছুটি' আমি'

তব মুখ হেরি' বাৎসবর ;

হেরিতে হেরিতে ঘুচে প্রাণের স্বাভাৱ ।

(গীত)

শশী যথা চকোরীর, মেঘ যথা চাকরীর,
 ধন যথা দুধিনীর, তুমি তথা উশ্বিলার ।
 থাকি' এবে তব পাশে, আহি যেন মা'র পাশে,
 তোমার অতুল স্নেহ জননীর স্নেহবার ॥
 মায়ের অঞ্চল পেতে, শু'রে থাকিতেম রেতে,
 তোমার অঞ্চলে এবে হৃদে শুই কত বার ;—
 ক্ষুধা পেলে মা মা বোলে, বসিতেম মা'র কোলে,
 এবে ক্ষুধা পেলে বসি পীতল কোলে তোমার ॥

সীতা ।— আয় রে উশ্বিলে, প্রাণের পুতলি !

আয় আয় কোলে মোর,
 চুমি' চুমি' চাঁদমুখ তোর, পরাণ জুড়াই ।
 মা বাপেরে মনে প'ড়ে,
 যবে পোড়ে প্রাণ তোর তরে,—মোর তরে,
 তখন কেবল তোর চাঁদমুখ হেরি'
 ভুলে যাই বস্ত্রণার জালা ;
 জুড়াই এ তলু লবি, বুকে ধ'রে তোরে ।
 আয়, রে স্নেহের উমি, স্নেহভরা বুকে ।

(উশ্বিলাকে কোড়ে গ্রহণ ও মুখচুম্বন)

উশ্বিলে !

কে গের্বেছে এ ফুলর ফুল ফুলহার ?

এ'টি কা'র ?—এ'টিই বা কা'র ?

উশ্বিলা ।—এ'টি, দ্বিধি ! দাসীর তোমার,

এ'টি তব কিস্করের গাথা হার ।

সীতা ।—কোথায় দেবর মোর ?

উশ্বিলা ।—আসিতেছিলেন মোর সনে,

হেন কালে মন্ডিসহ রত্নবীরে হেরি'

পাছু পাছু তাঁ'র সত্যর মাঝার

গেলা চলি' ছাড়ি মোরে,

আদেশিয়া সাজা'তে তোমাতে ফুল-হারে ।

সীতা ।—নিভুই নৃতন সাজে সাজাও আমারে
 সমাধরে দুই জনে ;

আজ আমি সাজা'ব তোমাতে,

সাজা'ব দেবরে ।

রাধ হোথা কুহুমের সাজী,

চল মোর সনে,

পশি' উপবনে

ফুলি ফুলরাজি তোমা' হৃ'টি তরে ;

দেখিব নয়ন ভরি' ফুলের সাজনি !—

ফুলের লক্ষণ ।—ফুলের উশ্বিলা !

[উভয়ের প্রস্থান ।

পঞ্চম দৃশ্য ।

অযোধ্যানগরী—রাজসভা ।

দশরথ ও সত্যসদগণ ।

দশ ।—কি হেতু বিলম্বে এত, সচিব সূমন্ত্র ?

নাহি কি মিলিল ঈরামের দেখা ?

(নেপথ্যে পদশব্দ)

ঐ রাম প্রাণের নন্দন,

কুমার লক্ষণ আসি'ছে উভয়ে ;

বৃদ্ধ মন্ত্রী পাছু পাছু ।

রাম, লক্ষণ, ও সূমন্ত্রের প্রবেশ ।

(দশরথকে সকলের প্রণাম)

আশীর্বাদ করি, বৎস রাম !

ওরে বৎস কুমার লক্ষণ !

হৃদে থাক' হৃ'টি ভাই,

হৌক তোমা' গোহাকার

দুই আত্ম একাকার,

জাত্স্নেহে বাধা থাক গোহে চিরকাল ।

রাম ।—কি আজ্ঞা পালিব, পিতা ?

কোন কার্য হেতু বাসে কৈলে আবাহন ?

দশ ।—বৎস রাম !

দেব-ঋষি-পিতৃ-বিপ্র-আত্ম-ঋণ হ'তে

করিয়াছি মুক্তিলাভ ;

একটি কর্তব্য কার্য বাকী আছে—মোর ;

এবে সে কর্তব্য আমি ইচ্ছা করিবারে

মম রাজ্যে অভিষেক করিয়া তোমাতে ।

এ ভুলোকে নাই আশ ভুলনা দ্বার,
সেই তুমি, বাছা রাম ! আশ্রয় আমার ।
কহি'ছে দৈবজ্ঞগণ,—

তপন, মন্থন, রাহ এই তিন গ্রহ
জনম-নক্ষত্র মোর কৈল আক্রমণ ;
এ হেতু ব্যাকুল আমি ভরে,
কি জানি, কি হ'তে ভাগ্যে কি ঘটে কখন ;
তেরি সে বাসনা মনে জাগে,—
রাজ্যভার নিজ করে করহ গ্রহণ,
দেখিয়া নিশ্চিন্ত হই—জুড়াই অন্তর ।
পুনর্কল্মষ নক্ষত্রেতে চন্দ্ৰের সকার
হইয়াছে আজি,

কালি হ'বে চন্দ্ৰে পুষ্যা-ভোগ ;
কালি আমি যৌবরাজ্যে অভিষেক
করিব তোমারে শাসনভে ।
বধুমাতা সীতা সহ আজি
পবিত্র হইয়া থাক' উপবাস করি' ।
না হ'বে অন্তর্থা,
আজি অধিবাস,—কল্যা রাজ্যে অভিষেক ।

রাম ।—পুত্রনীয় পিতা তুমি,
রাম তব আশ্রয়স্থান ;
যে আজ্ঞা করিবে মোরে, পালিব যতনে ।
লক্ষণ ।—প্রণিপাত করি পদে, পূজাপাদ পিতা !
বড়ই সুদৃষ্টি তব ;
পূর্ণ মোর মনের বাসনা ।
বড় সাধ জাগে মনে,—
রাজ্যছত্র স্বকরে রচিয়া
ধরিব রামের শিরে অভিষেক-কালে ;
আজি তব আশীর্কাদে
পূর্বকাম তোমার লক্ষণ ।

দশ ।—লক্ষণ !
ভাঙন্তকি তোর
খুলিয়াছে মোর সুখের দ্বার ;
এবে গিয়া হুই তাই পূজ নারায়ণে ।

[সকলের প্রস্থান ।

ষষ্ঠ দৃশ্য ।

অবোধানগরী—রাজ্যতঃপূর্বস্থ দেবালয় ।

কৌশল্যা ও সুমিত্রা ।

কৌশল্যা ।—সুমিত্রে !

সুমিত্রা ।—কহ, আর্ঘ্যে । কি সাধিব ?

কৌশল্যা ।—ভুলিঙ্গু, আনিতে আমি সরস্বতী বারি,
আছে ভরা দর্পঘটে মোর গৃহমাঝে ।

বাণ্ড ত্বরা, আন' হৈম-ঘট,

ঢালিব নীতল জল নারায়ণ শিবে ।

সুমিত্রা ।—যথা আজ্ঞা, রাজরাণি !

[প্রস্থান ।

উর্ধ্বলার প্রবেশ ।

উর্ধ্বলা ।—এই ত আনিলু, মা গো !

অগুরু, চন্দন, সুগন্ধি কুসুম, চূয়া
দর্পঘাটা তরি' ;

আজ্ঞা দেহ, কোথার ধরিব ?

কৌশল্যা ।—রাধ' হেথা, মা আমার !

সীতা ।—প্রবেশ ।

সীতা ।—মা জননি !

বাছি' বাছি' আনিলাম কুসুম ফুলদল,

পবিত্র তুলসীপত্র দর্পসাজী তরি' ;

কোথা ধরি, আজ্ঞা কর, মাতা ?

কৌশল্যা ।—রাধ, বাছা, এই ঠাই ।

হুই বোনে মিলি'

ডুবাও তুলসীপত্র অগুরুচন্দনে ;

দেব নাগায়ণে পূজিব যতনে ।

সুমিত্রার পুনঃপ্রবেশ ।

সুমিত্রা ।—এই লও, আর্ঘ্যে । বারিপূর্ণ ঘট,

ভক্তিভরে বারি-ধারা ঢাল' হরি-শিরে ।

(কৌশল্যার নারায়ণ-পূজা)

কৌশল্যা ।—পূজা সাধ হৈল মোর ;

এইবার করিব আরতি ঘুচাইতে অরাতি-ভয় ।

(কৌশল্যার নারায়ণকে আরাতি ও তৎ-
কালে সুমিত্রা, উম্মিলা এবং সীতার
কাংশবত্ৰাদি বাদন ও সকলের
নারায়ণকে প্রণাম)

ও সুমিত্রে ! ফুরাইল তুলসীর দল,
অষ্টোত্তর দশ-দশত নারায়ণ-নাম
জপিব তুলসীদলে এবং ;
মিলি' তিন জনে আন' তরা চয়নিয়া !
[সুমিত্রা, সীতা ও উম্মিলার প্রস্থান ।

জয়, ভক্তবৎসল, সত্য নিশ্চল,
হিরণ্যাক্ষপাতন ।
দীননাথ, বিখ্যাত,
কুর্ম মীন বানন ॥
দর্পহারী, চক্রধারী,
সাপুচিত্তরত্নন ।
ত্রাহি ত্রাহি, পাতি পাতি,
অংক ভয়-ভয়ন ॥

(প্রণাম)

দয়াময় !
তোমার প্রসাদে যেন এ রাজসংসার
সুখসলে থাকে সদা ;
অযোধ্যার প্রজাগণ যেন রহে সুখে ;
প্রাণাপিক পুত্র মোর রাম,
প্রাণাপিকা সীতা পুত্রবধু,
কুশলের কোলে হৃদুক নিয়ত ।
নিজ নিজ পত্নী মনে
ভরত, লক্ষণ আর শত্রুঘ্ন কুমার
মঙ্গলে কাটুক কাল ।

রামের প্রবেশ ।

এস, বৎস ! প্রথম বিষ্ণুরে ;
ধর রে প্রসাদী তুল ।

রাম — মা ।

আজি মোর সুপ্রভাত ;
নারায়ণ আজি অমুকুল ;

হবে তুমি রাজমাতা ।
পিতার আদেশ,
আজি মোর অভিষেক—কালি আমি রাজা
আইব এ লজ্জাবাদী দিতে মা তোমায়ে ।

কৌশল্যা — রাজা হ'বি, রাম ।
বাহা রে সকল হ'ল বিষ্ণুপূজা মোর ;
তোরে ধরিবু উদরে শুভকপে ।
রাজমাতা হ'ব আমি,
রাজরাণী পুত্রবধু সীতা,
আনন্দ ধরে না আর প্রাণে ;
হে দেব কেশব ! পুরাইলে ভক্তের বাসনা,
বেড়শোপচারে পূজা করিয়া তোমার,
বসাইব কালি রামে রাজসিংহাসনে ।
বাঁড়া রাম ! পূজ তুমি নারায়ণে ;
যাই আমি রাজার গোচরে ।

[প্রস্থান ।

সীতার পুনঃপ্রবেশ ।

রাম ।—এস, প্রিয়ে !
সীতা ।—কোথা গেলা ঠাকুরাণী ?
রাম ।—পিতার গোচরে ।
প্রিয়তমে !
শুভ সমাচার এক শুনা'ব তোমায়ে ।
সীতা ।—কি সে শুভ সমাচার, রাম ?
রাম ।—রজনী প্রভাতে তুমি রাজরাণী হ'বে ।
আদেশিলা পূজ্যপাণি পিতা,
আজি মোর হ'বে অভিষেক,
কালি আমি পাব রাজসিংহাসন ।
সীতা ।—এত দিনে হরি করুণা বিস্তরি'
পুরাইলা বাসনা আমার ;—
রাজা হ'বে তুমি ।
বড়ই প্রসন্ন মোজা গোলোকের পতি ।
রাম ।—সুমিত্রা মাতারে দিতে এ শুভ সংবাদ
চলিব এখন আমি ;
পূজ তুমি নারায়ণে ।

[প্রস্থান ।

সীতা । —নারায়ণ,

ভক্তিতরে দিশু শিরে জুলসীর কল,
হাও সীতানাথে রাজসিংহাসন ;
পুরাও বাসনা ।

(সীতা)

ভবদরশ । তব চরণে যে জন করে ধ্যান ।
সে জন পূর্ণ-আশ ভূর্ণ, না চর অর-প্রাণ ॥
যেই যে ভাবে, ও পদ ভাবে, সেই সে ভাবে সুখী ;
অভাব তার, না রহে আর, ধরাগার সুখধাম ॥
তব কৃপায়, ইহ ধরায়, সুখীন হুদিন পায় ;
হে দীনবন্ধু, দয়ার সিদ্ধ, দয়া-বিন্দু কর দান :—
জগদীশদে, পূজন-ফলে, সুফল ফলে যেন ;
যেন নয়নে, সিংহাসনে, ছেদি সুবাস্তব রাম ॥

দ্বিতীয় অঙ্ক ।

প্রথম দৃশ্য ।

অধোধানপুত্রী - বা-পথ ।

বাদ্য করিতে করিতে বাদ্যকারগণ ও
আনন্দ-কোলাহল করিতে করিতে
নাগরিকগণের প্রবেশ ও প্রস্থান ।

সুমঙ্গ ও বশিষ্ঠের প্রবেশ ।

সুমঙ্গ । —নানা রাজা হ'তে নিমন্ত্রিত রাজগণ
আসিলা অধোধানপুত্রী ।
ভূপতি-প্রাসাদে স্বধামোদ্য বাসে
স্থান দিম্বু সবাকারে ।

(নেপথ্যে বাদ্যধ্বনি)

ঐ বৃষ্টি আসিলেন কাশী-অধিপতি,
বাই ভাড়াভাড়ি,
আগুবাড়ি' আনি, তপোধন ।

[বেগে প্রস্থান ।

(নেপথ্যে বাদ্যধ্বনি)

বামদেবের প্রবেশ ।

বশিষ্ঠ । —কহ, পুত্র !

অভিষেক-আয়োজন হইল কত ছব ।

প্রস্তুত হ'য়েছে সব ।

বাম । —কিছু বাকী আছে, পিতা ।

বশিষ্ঠ । —চণ, বেদি কি কি বাকী ।

বাম । —বিশ্রাম-ভবনে গিয়া কখন বিশ্রাম,

এ বৃদ্ধ বয়সে বহু পরিশ্রমে কষ্ট হ'বে অতি

অল্প বিপ্রগণে ল'য়ে কার্য্য সারি আমি ।

বশিষ্ঠ । —বৎস !

রাম হইবেন রাজা ;

ঐশ্বাণের রাজা মানবী লীলার

হইবেন অধ্যায় রাজা ।

মঙ্গপূত জলধার মন্তকে ঢালিব তাঁ'র,

কত ভাগ্য মোর ;

বাম-অভিষেক-কার্য্যে কি কষ্ট আমার ?

কৃপায় তাঁহার

মহত্ত্ব বুঝার বল আজি মোর দেখে ;

চল কর ।

[উভয়ের প্রস্থান ।

নানাবিধ অভিষেক-দ্রব্য স্তক্ষে ও মন্তকে
লইয়া রাজভূত্যগণের প্রবেশ
ও ভূতলে তৎসমস্ত রক্ষা ।

১ম ভৃত্য । —বুড়ো গেলো, হাড় জুড়ুলো ।

২য় ভৃত্য । —বামদেবটিও কম নন ।

৩য় ভৃত্য । —যেমন বাবা, তেমনি ছেলে,
নোকণনোকে ঝাটিয়ে মেলে ।

১ম ভৃত্য । —বাপু রে বাপু, ধোয়ো হাঁফ ।

৩য় ভৃত্য । —আমার ফিঁক ধোরেচে,কোসে চাপু

(নেপথ্যে পুনর্বার বাদ্যধ্বনি)

১ম ভৃত্য । —মেজো রাণীর কুঁজী মাগী
আনুচে যে রে এ দিক্ পানে ।

২য় ভৃত্য । —তাই তৌ রে ভাই !

ঐ ঘাগী মাগী বড় রাণী ;

কোহবে বিবাহ, ঘোট'বে ফেঁসাধ ।

১ম ভৃত্য । —কাজ নি, বাবা, পালিয়ে চ'রে !

(অভিষেক-দ্রব্য সমস্ত লইয়া পলায়ন
করিবার উদ্যোগ)

মহরার প্রবেশ ।

মহরা ।—ও রে ও মিলেওনো, এওনো কি ?

১ম ভৃত্য ।—কিছু না—কিছু না ।

মহরা ।—আমি কি কাণা ?

বল্ বোল্‌চি, দেখা বস্তা খুলে,

নৈলে, গাল দেবো বাপ তুলে ।

২য় ভৃত্য ।—কঁজু ভাঙবো এক কিলে ।

মহরা ।—কি বল্‌লি রে ডাক্তার ছোঁড়া,

উনুপাঁজুরে খাটের মড়া ?

এত বড় হোর বুকের ছাতি ?

দুখ ভাঙবো মেরে নাতি ।

২য় ভৃত্য ।—বেটী যেন মেজো রাণীর কচি খুঁকী,

পেঁচামুখী, মটরচুখী !

মহরা ।—ম'রে বা'—ম'রে বা'—ম'রে বা' ।

মাথা থাক্‌ তোর মা—মাথা থাক্‌ তোর মা ।

১ম ভৃত্য ।—কাজ নি, রে ভাই, ঝগড়া কোরে ;

এখান থেকে বাই চ' মোরে ।

[রাজভৃত্যগণের প্রস্থান ।]

নেপথ্যে চিত্রপটবিক্ষেপ্তা ।—

চাই পট—চাই নতুন পট ।

মহরা ।—পট ? ভাল কথা মনে হোলো,

মেজোরানী চেংছিলো মহারাজের ছবি ।

জটনৈক চিত্রপটবিক্ষেপ্তার প্রবেশ ।

—চি-প-বি ।—চাই পট—ভাল পট—নতুন পট ।

মহরা ।—ও পট ওলা, কি পট দেখি ।

চি-প-বি ।—(স্বগত)—

আ-মব কুঁজী গোড়ারমুণী ।

(প্রকাশে)—

তোমার দারে কেনা, নামে কাঁকী ।

মহরা ।—কোন্ কালে কি নিলুম বুটে ?

এই দ্যাব্‌, পয়সা বাধা কাশড়-খুঁটে ।

চি-প-বি ।—আগে বোলে রাধি,

রাধবো নাকো বাকী ;

ইচ্ছে হয়, কেন' পট,

এই দেখ, বিদ্যামিতির কথির মঠ ।

মহরা ।—মঠে ফটে কাজ্‌ নি আমার ;

এখানা কা'র ?

চি-প-বি ।—মহরার ।

মহরা ।—আমার ?

চি-প-বি ।—ভাল বল তো তোমার,

নৈলে, বাজা, আমার ।

মহরা ।—হাসিটুকু তো হয় নি, বাবা !

চি-প-বি ।—

আচ্ছা, নাকের তেলোক—গালের ছাণা ?

মহরা ।—হোয়েচে বটে, কিন্তু কি'কে ;

আচ্ছা, আজকে এখান যা'বি রেখে ?

চি-প-বি ।—আগেই বোল্‌চি, হ'বে না তা' ।

মহরা ।—তবে তুই যা'—নিয়ে যা' ।

দাঁড়া—দাঁড়া, এখানা কি ?

চি-প-বি ।—আর কেন দেখাদেখি ?

এখানি রামরাজা ।

মহরা ।—আঁা । কি বোল্‌লি, রামরাজা !

আর তুই বুঝি তা'র শোটেটা পেছা !

এই হোর যেমন কথা, তেছি সাজা !

(পট কাড়িয়া লইয়া ছিন্ন ভিন্ন করণ)

চি-প-বি ।—পট ভিড়লি, কেন মাগী ?

মহরা ।—তোর পেট ভিড়ি নি এই ভাণ্ডা !

তরতরাজা নয়,—রামরাজা !

চি-প-বি ।—মেজোরানীর চাকরানী,

তাই পেয়ে গেলি পার,

নৈলে একটি চড়ে মুটিয়ে দিইল,

যেতিম্ব যমের দ্বার ।

[চিত্রপটবিক্ষেপ্তার প্রস্থান ।]

মহরা ।—দুঃ হ—দুঃ হ—দুঃ হ ।

নেপথ্যে ।—জয় সুবরাজ রামচন্দ্রের জয় !

মহরা ।—আঁা-আঁা-আঁা । ও কি শুনি !

সত্যি হোলো কি পট-আঁাখনি ?

নেপথ্যে ।—জয় সুবরাজ রামচন্দ্রের জয় !

মহরা ।—উঃ, কানে যেন কাঁটা কোটে,

একবার দেকে হোলো গিরে ছুটে ।

[বেগে প্রস্থান ।

দ্বিতীয় দৃশ্য ।

অযোধ্যানগরী—সরযু-তট ।

গান গায়িতে গায়িতে কলসীককে

কতকগুলি রমণীর প্রবেশ ।

রমণীগণ ।—

(গীত)

কি আনন্দ আজ, হ'লেন যুবরাজ

রাজার কুমার রাম রমণি ।

অযোধ্যানগরী আজ স্বর্ণপুরী,

মন্দাকিনী আজ নগ্ন তটিনী ।

মঙ্গল-বাচনা যবে যবে রাজ,

রাজপুরী দাকে ফুল ফুল-গজ,

পাখর ভূঁ দ্বারে পাতক পিতাজ,

উপরি উপরি উঠে তলুক্ষমি ।

গায়নী গায়নী সঙ্গের বারি

হরি' নীরি নীরি, চর মায় মায়ি,

চন্দন বস্ত্র নাও ডারি ডারি,

অভিষেক হবে পোড়াস রজনী ।—

গেয়ে গেয়ে চল অভিষেক-গান,

গগনে হুঁমিয়ে স্রমপুর মান,

মাতৃগে মাতৃগে মিক মিক প্রাণ,

চল চল চল চল গো স্বতন্বি ।—

বেগে মন্তবীর প্রবেশ ।

মহরা ।—ওলো সব উটুকপালি চিরণ-দাঁতি !

বুক উচিয়ে মাঝবো নাতি ।

এ গান যদি আবার গাঁবি,

কাঁটার মুখে টেবুটা পাঁবি ।

১ম রমণী ।—মহারাজের বড় ছেলে

হ'লেন যুবরাজ,

সর না কি তোর পোড়া প্রাণে ?

মাথা পড়ুক বাজ ।

২য় রমণী ।—এই হুথের দিনে সবাই সুখী—

মহরা ।—চূপ্ কোরে থাক পোড়ার-মুখি !

৩য় রমণী ।—কেউ কি তোকে ডাকলে হেথা ?

মহরা ।—আবার ছোট মুখে বড় কথা !

রাজা হ'বে রামা বাটা ।

কের গাঁবি তো মাঝবো কাঁটা ।

১ম রমণী ।—হ্যা দ্যাখ্, মাগী—

মহরা ।—আমি মাগী ? ও আবাগী !

ইট মেরে মুখ কোরবো দাগী ।

(ইষ্ট্রকনিক্কেপণে সকলের দৃষ্ট চূর্ণীকরণ)

২য় রমণী ।—চোলু বড় রাগীর কাছে ;

তোর কুঁজ ঘোষ বো শিশুল কাছে ।

মহরা ।—তবে লো হতচ্ছারীরে !

(যষ্টি লইয়া রমণীগণকে প্রহার নিবারণ)

উদ্যোগ, কিন্তু পদস্থলন হইয়া ভুলে

পাতন, ততর্শনে রমণীগণের হস্ত

করিতে করিতে প্রস্থান)

কৌশল্যার জনৈক দাসীর প্রবেশ ।

কৌ-দা ।—কি হোয়েছে, ও মহরা ?

মহরা ।—সর না লো তোর ঠাঁটা করা !

কেউ কি তোকে ডাকলে হেথা ?—

তোব কেন এত মাথা-দাধা ?

কৌ-দা ।—ভাল বোলে মন্দ হয় ?

সভাব কভু বাঁবার নয় ।

মহরা ।—সভাব সভাব কোরে ফের,

মুড়ো কাঁটার পার্শ্ব টের ।

নতুন নতুন গরনা পোরে,

নতুন কাপড় বাহার মেরে,

কোরে এলেন ঢং !

কৌ-দা ।—আমি তোর মত কি সং ?

আ-মরি, কি কপের ভটা,

বুকটো চাপা পেটটা মোটা,

হাত নলী নলী, পা মর,

চোক মিটি মিটি, নাই ভুরু,

পিঠের উপর কুঁজের বোকা,
সাত জন্মেও হয় না সোজা।
মহারা।—তোর কি তা'তে পোড়ার মুখি!

কৌন্তল্যের এঁটো-খাকি!
কৌ-দা।—কৌন্তল্যের এঁটো পেলে

বোস্তে যেতিস্ আজ,
আমার মতন গা-ভরা
পেতিস্ নতুন সাজ।
আজকে রামের অধিবাস,
আজ পেয়েচি সোণা,
কাল হ'বেন্ রাম যুবরাজ,
পা'বো হীরের দানা।
তুই যেমন আচিস্, থাকবি তেমন,
আজ্ঞেশ্বর ভাগ্যি যেমন।

মহারা।—ভাগ্যিমাত্রীর দাসী বোলে,
তুই ভাগ্যি ফলাস্ তাই;
ও আবাগী, হতভাগী!
তোর ভাগ্যে দেবো ছাই।
কৌন্তল্যের দাসী হোয়ে কথা চড়া চড়া;
তোর দোষ নয়, দুৰ্গম্ আমি,
সেই মাগী এর গোড়া।
কেমন তর কৌন্তল্যে সে,
দেখ্ বো আমি কাল;
তো' বেটীরো ঝাঁটার চোটে
কোরবো হাড়ীর হাল।
তা' যদি না পারি, তবে আমার খুড়ি থাক,
তোরি কাছে দশ হাত জমী
মেপে ঘোব্ বো নাক।

[বেগে প্রস্থান।]

[অন্য দিক্ দিয়া কৌশল্যার দাসীর
প্রস্থান।]

তৃতীয় দৃশ্য।

অযোধ্যানগরী—কৌশল্যার কক্ষ।

দশরথ ও কৌশল্য।

কৌশল্য।—মহারাজ!

অতুরের অন্তর প্রবেশে
কি যে এক নব হর্ষ খেলি'ছে হরিশে,
কি ক'ব তা' এক মুখে?
এ দাসীরে কতরূপে ভালবাস তুমি,
শত শত নিদর্শন সাক্ষী আছে তা'র;
আজ পুন সর্দাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নিদর্শন,—
রাজমাতা করিবে আমারে।
এ ঋণ ভবিব কিসে আমি? কি আছে আমারে?
পুত্র সনে তব পদে আছি হে বিক্রীত,
বিক্রীত রহিমু চিরকাল।

দশ —রাজমাতা হ'বে তুমি, আমি রাজপিতা,
উভয়েই সম সুখী;
উভয়েই প্রিয় রামে ছেলিব অযোধ্যাধামে,
আনন্দ মাধিয়া প্রাণে, রাজসিংহাসনে।

কৌশল্য।—মহারাজ!

বধূমাতা জানকীরে এ সংবাদ দিতে
চলিমু এখন আমি।

[প্রস্থান।]

দশ।—মধ্যমা মহিষী মোর কৈকেয়ী সুল্লরী,

সর্দাপেক্ষা প্রিয়তমা তিনি
কৌশল্যা হুমিরা হ'তে
হৃদয়ের টান তাঁ'র প্রতি সমধিক।
সে কারণে,

এ শুভ সংবাদ তাঁ'রে না করিলে দান,
প্রিয়তার হ'বে অপমান।

আসিলে রজনী,
নিজে গিয়া এ সংবাদ দিব তাঁ'রে আজি;
যাই এবে নিমজ্জিত রাজগণ-পাশে।

[প্রস্থান।]

চতুর্থ দৃশ্য ।

অযোধ্যানগরী—কৈকেয়ীর কক্ষ ।

পর্য্যকোপরি কৈকেয়ী নিদ্রিতা ।

মহরার প্রবেশ ।

মহরা।—হঁ, এখনো যে ঘুম ভাঙে নি,

কি সন্মনাশ, তা' জানে নি ।

জান্লে কি আর ভরে থাকে ?

যা' হোক, আগাই ডেকে ডেকে ।

চাদিকেতে এত ঘুম,

কে জানে যা কেমন ঘুম ।

উঠে একবার চেয়ে দ্যাখো,

তা'র পর না হর ভরে থেকো ।

কৈকেয়ী।—(জাগরিত হইয়া)—

কেন, রে মহরে,

সুখনিদ্রা ভাঙিল আমার ?

অধঃপ তাড়াইয়ে দিল ?

হিতৈষিণী বলি' তোরে করিলাম কমা,

অশ্রু হ'লে নাহি আর হেরিতাম মুখ ।

মহরা।—কি এমন হৃদয়ের স্থপন ?

তুনিয়ে দিলে মিষ্টি বচন ।

কৈকেয়ী।—নিভাত অরুণ তুই ;

সে সুললিত স্বপ্নানন্দ নারিব বুঝা'তে ।

মহরা।—আমার পাঠে কুজ,

তাই আমি অরুণ ?—না ?

যেয়ের মতন ভালবাসি,

সজ্জি করি তাই,

একশোবার অরুণ অরুণ,

দূর হোক গে ছাই,

ধেঁশে চোলে বাই ।

কৈকেয়ী।—শোন তবে স্বপ্ন-বিবরণ,—

আমি যেন ব'সে আছি আসন-উপরে,

রাম-মোরে মা মা বলি' ডাকি'

খাইতে চাহিল ননী ;

সদ্যোক্তা ননী দিমু যখনে তাহার ;

হাত পাতি

দিলাম শ্রীকরে পুন ;

হেন কালে আইল ভরত মা মা বলি' ।

নিজ ভক্ষ্য ননী চুই ভাগ করি'

এক ভাগ দিল রাম ভরতের মুখে ।

সে অপূর্ণ ছবি হেরি'

ছিহু যেন দর্গপুরে আমি ।

হেন কালে তুই, মৃঢ়ে ! ডাকিলি আমারে ।

মহরা।—স্বপ্নের তোর কপালধানা,

রামকে আবার ননী খাওয়ানা !

এই রাম হোতে তোর সন্মনাশ,

এই রাম হোতে তোর বনবাস

হোলো হোলো হোলো বোলে ;

কাঙাল হোলো তোর নিজের ছেলে ।

কৈকেয়ী।—সাধে কি অরুণ তোরে বলি ?

রাম নামে সদা জ্বলে ম'লি ।

মহরা।—অরুণ অরুণ আমার বলো,

কে অরুণ তা' বোকা গেলো ।

আপন মনে বোকা তুমি বড় সুবুদ্ধ মেয়ে,

মহারাজা ভালবাসে তোমার সবার চেয়ে,

তাই রামকে কোরবে রাজা

তোমার মাথা ধেরে ।

কৈকেয়ী।—(উপবেশন করিয়া)—

অঁ্যা—কি বলি—বল রে আবার ?

মহরা।—রামকে রাজা কোরবে রাজা,

তুন্লে তো এ বার ?

কৈকেয়ী।—কবে, দাসি ?

মহরা।—পুইয়ে গেলে আজ্ঞের নিশি ।

কৈকেয়ী।—মহরা রে,

মায়ের মতন মেহ লুপাইয়ে মোরে,

অমৃত ঢালিলি মোর কানে ;

যত অপরাধ তোর, ক্ষমিলাম আমি ;

কৃতজ্ঞ রহিহু তোর পাশে ।

যে শুভ সংবাদ দিলি আজি,

চারি বেদ পঠনের ফল ইহা হ'তে প্রেষ্ঠ নয় ।

কি আজ শুনা'লি মোরে,

হেন আশ্চর্যের কথা শুনি নি কখন ;—

পা'বে রাম রাজ্যভার,
এ হাতে হুম্মাচার কিছু নাই;
শ্রীরাম, ভরত দৌহে মম চক্ষে ভিন্ন নহে,
উভয়েই প্রিয় পুত্র মোর।
রাগে রাজ্য দিবেন ভূপতি,
এ সংবাদে আমি তোরে কি দিব, মম্বরে?
ধর এবে, হুভাষিণি! এই মুক্তাহার;
পর গলে একবার।
কালি তোরে রক্তময়ী করিব যতনে।

(গলে মুক্তামালা-প্রদান)

মম্বরা।—জালার উপর আবার জালা,
রেখে দে তোর হৃক্তোর মালা!
(গলদেশে হঠতে খুলিয়া নিষ্ক্ষেপ)
ও মা! এ কুখ্যাত কি প্রাণে সয়,
রাম-ভরতে ভিন্ন নয়!
ভূতে পেলোই এদ্রি হয়।

কৈকেয়ী।—(সহান্যে)—

তোরেই পেয়েছে ভূতে, নহিলে কি হেতু
কহিবি এমন তুই, অজ্ঞানদের দিনে?

মম্বরা।—আজ্ঞাৎ কাল বেরিয়ে যা'বে,
ত' দিন পরে টেবুটা পা'বে।
ভিকের কুলি কাঁধে থাকবে,
কিভাবে হ'বে দ্বোরের দ্বোরের।
যুচবে সোপার খাট তেমনের,
গাছের তলা হ'বে সাব।
ছানা মাখন ঘুচে যা'বে,
উপোস কোরে রাত্তি পোয়াবে।
রাম বোম্ববে সিংহাসনে,
কাঁদবে ভরত বনে বনে।
মা হোয়ে তুই ছেলের দিকে
তাকাস নে কো, দিক্ ছি তোকে!

কৈকেয়ী।—মম্বরা রে!

যত ইচ্ছা পালি দে আনায়,
কিছু মন্দ না কহিস্ রামে।
জ্যেষ্ঠ পুত্র রাম; রাজ্য তা'রেই জুয়ায়;

যে ভরত, সেই রাম;—যে রাম, ভরত সেই
পুনর্বার বলি জোরে,
শ্রীরাম ভরত এক—কছু ভিন্ন নয়।
মম্বরা।—ওমা, আমি যাবোঁ কোথা,
একশোবারি ঐ কথা,
নিত্য তোর কপাল পোড়া,
তোকে গুণ কোরেচে রামা ছোঁড়া।
কৈকেয়ী।—বার বার রাম-নিন্দা না চাহি ভুনি
থাক্ তুই, নিন্দামুখি! দিক্ থাক্ তোকে।
[সংকোচে বেগে প্রস্থান]

মম্বরা।—আমার মাথা লা—আমার মাথা লা,
একটা কথা শুনে বা—
একটা কথা শুনে বা;
আমার নক্ষী মা—আমার নক্ষী মা!
[বেগে প্রস্থান]

পঞ্চম দৃশ্য।

মানস-সরোবর।

পদ্মকাননে সরস্বতী দেবী উপবিষ্টা।

চতুর্দিকে গজকর্ণ-কস্তাগণ নৃত্য

গীতবান্যে নিযুক্ত।

গজকর্ণ-কস্তাগণ।—(গীত)

ফুল কমলে

ফুল কমলে

ফুল-বন-কমলে ফুল

কমল ভ্রমে

কমল ভ্রমে

ফুল-বন-কমল-পাশে

মানস-সরসী

ফুল-বন-কমল

ফুল-সর-কমল ভ্রমে

হৃদয় হৃদয়

হৃদয় হৃদয়

অঙ্গল দোলে চক্ৰবর্তী

বীণার তানে,

পুলক আশে,

উড়িয়ে উড়িয়ে কোকিল গায়;

মানসের বারি

চায়ে বীরি বীরি

কমল-রেখা কমল পাশে;

মৃগাল হেলি

মৃগাল, মৃগালী

চরণ-পাশে চামিমে আনন্দ

ইন্দ্র, চন্দ্র, যম, বরুণ, পবন, তপন, কুবের
প্রভৃতি দেবগণের প্রবেশ ।

ইন্দ্র প্রভৃতি ।— (তব)

“দেবি বাণি সর্বদেব-পূজ্যপাল-পঙ্কজে ।
বেদমাতরাণ্য চতুর্দাগ্রি নিসর্গজে ॥
ত্বং হি সর্দ-জীব-কর্ষ-বাসিনী সুভাষিনী ।
অকৃতাকারবাশিনাশিনী সুকাশিনী ।
মূলভরুগণিণী মুরারি-চিত্ত-তোষিণী ।
ত্বং-পদাঙ্ক-সেবি-ভক্ত-ভৃঙ্গ-পংক্তি-পোষিণী ॥
শং বিধেহি সংপ্রসাদ শাস্তিরূপধারিণী ।
ত্বংকৃপৈব কেবলেহ চিত্তদৈত্যহারিণী ॥”

ইন্দ্র ।—মা ! রক্ষা কর এ সঙ্কটে, সঙ্কটবারিণি !
বালন-নিপাত পক্ষা নাহি হেরি আর
তোমা বিনা, দয়াময়ি !

সর ।—কেন দেবরাজ ? কেন দেবগণ ?

ইন্দ্র ।—কালি রাজা দশরথ জ্যেষ্ঠ পুত্র রামে
করিবেন রাজ্য সম্প্রদান ;
আজি তা'র অধিবাস ।
কি হ'বে, মা বিপদতারিণি ?

সর ।—এ কি কহ, দেবরাজ !

জগতের পতি রাম হইবেন রাজা
পিতৃমাতৃমুখ-হেতু অযোধ্যানগরে ;
জগতের আনন্দের দিন ।
কিন্তু কি আশ্চর্য্য, দেবগণ !
এ হেন সুখের দিনে তোমরা হুঃখিত,
সম্পদে বিপদ ভাব' !

ইন্দ্র ।—জননি মো ! ভুলিলে কি সব ?

সমাজান মাতা তুমি,
তোমাতেও আছে কি বিস্মৃতি ?
নাহি মা সময় আর ;
না কর ছলনা পুত্রগণে ;
কটিতি কৈকেয়ী-কণ্ঠে লহ মা আসন,
যাহে রাম যান বনবাসে চতুর্দশ বর্ষ তরে,
তোমাতে তা' করিতেই হ'বে ।

সর ।—দেবরাজ !

তোমার এ সার্থ-ভাষা

বজ্রসম বাজিল যে বৃকে ।

আহা, হরিবে বিষাদ কেমনে করিব আমি !

রমণী হইয়া, আহা,

রমণীর প্রতি কেমনে কঠিন হ'ব !

বিনা অপরাধে, দেবদোষে

বিধ্বংসে কলঙ্কিনী হইবে কৈকেয়ী ।

ইন্দ্র ।—অপরাধ বিনা, অমুরোধ নাহি করি

সাধিতে এ হেন কাজ ।

শৈশবে কৈকেয়ী রানী পিতার ভবনে

করিয়াছিলেন বাদ্য তনৈক ব্রাহ্মণে,

তৌই মে আড়য়ে তক্ষণাপ,—

শিভবনে কৈকেয়ীর গাহিবে অঘণ ।

ব্রহ্মবাকা শির কর, মাতা !

দেবগণে বক্ষ, ব্রহ্মময়ি !

সর ।—অসাধে সাধিতে হেন কাজ

চলিলু, অমরগণ !

বিষাদের অশ্রুধারা

কখন নয়নে বাহ নাই মোর,

প্রবাহিত আজি ;

না জানি কতই অশ্রু কালি এতক্ষণে

কত চক্ষে প্রবাহিবে দর দর ধারে !

বাড়িবে সরসু-বারি,

ভাসিবে অযোধ্যাপুরী নয়নের নীরে !

[উজ্জ্বল সন্মুখীর অন্তর্দান ।

[সকলের প্রস্থান ।

ষষ্ঠ দৃশ্য ।

অযোধ্যানগরী—রাজপ্রাসাদের ছায়া ।

সীতা ও উশ্মিল ।

উশ্মিলা ।—দেখ, দিদি !

আজি এ অযোধ্যাপুরী

কি সুন্দর সাজে সাজিয়াছে ;

আজিকার সন্ধ্যা যেন নবরূপ ধরি

ধীর ধীর নামিতেছে অযোধ্যা-জদরে ;
সারি সারি জলে দীপমালা,
হীরকের হার যেন প্রকৃতির গলে ;
দীপালোক-আভা মাধি'
উড়িছে পতাকারাজি প্রতি গৃহ-চূড়ে ;
বিবিধ কুমুদ-মালা ছলি'ছে হুয়ারে
আলোক-বিভায় নবরূপে ।
বাজি'ছে মঙ্গল-বাদ্য নানা জাতি তালে,
তা' সহ নাচি'ছে চিত্র মোর
কালিকার শুভ দিন ভাবি' ।
কি হুথের দিন কালি,—
রঘুপতি সুবরাজ তুমি সুবরানী ।

সীতা ।—প্রাণের উন্মিলে ।

‘রঘুপতি সুবরাজ’
কি মধুর বাণী কহিলি, ভগিনি !
কানে ঢালিলি রে সুধা-ধারা ।
জদরের স্তরে স্তরে বাজিয়া উঠিল
তোর মধুমাধা ভাষা—‘রঘুপতি সুবরাজ’ ।

উন্মিলি ।—‘তুমি সুবরানী’,

এই বড়কর বাণী
যত ভাবি, তত যেন আনন্দে উথলি ।

সীতা ।—আমি সুবরানী ? আমি শ্রীরামের দাসী ।

উন্মিলি ।—এই শুনে

পতিমনে দাঁধা আমি চরণে তোমার ।

নেপথ্যে ।—জয় সুবরাজ রামচন্দ্রের জয় !

উন্মিলি ।—আধো ! ঐ শোন—

সরস্বত তটে পুরবাসিগণ
কাঁপাইয়া হুলাল আকাশ,
তুলিতেছে ‘জয়’-নাগ ;
উন্নত পবন সে শব্দ বহিয়া ধায় ;
ঐ ঐ সরস্বতী পারে নিবিড় অরণ্য-মাঝে হাসি'
প্রতিধ্বনি কহে,—‘জয় সুবরাজ’ !

সীতা ।—ঐ বনে—না, ভগিনি ?

হুনিবিড় বন—

ও উন্মিলি ! এ কি হ'ল ?

ঐ বন পানে চাহি'

সহসা কাঁপিল কেন জঙ্গর আমার ?

চমকিল কেন মন ?

উন্মিলি ।—নিবিড় অরণ্য, তাহে প্রতিধ্বনি ডায়ে

তেই সে এ হেন তব মন ;

ভয়ের সকারে হেন ভাব ।

সীতা ।—এ কি পুন ? ডান চক্ষু কেন নাচে ?

কেন কাঁপে এ দক্ষিণ বাহ ?

অস্তর-ভিতরে ঘন ঘন ভাবান্তর কেন ?

ব্যাকুলতা করি'ছে কাতর বড় মোরে ।

উন্মিলি ।—চল তবে বিশ্রাম-ভবনে এবে,

স্বপ্নের হইবে চিত্র ।

[উভয়ের প্রস্থান ।

তৃতীয় অঙ্ক ।

প্রথম দৃশ্য ।

অযোধ্যানগরী — কৈকেয়ীর কক্ষদ্বার ।

মহারা ।

মহারা ।—আমি যদি মনে করি,
হাত বাড়িয়ে আকাশ ধরি ;
মিনি তেলে জালি বাতি,
কুপোর ভেতোর পুরি হাজী ।
‘আমি বলি যা’—করি তা’ ;—
এই বার আমার পুত্রবে মনের আশ,
ভরত পাবে রাজসিংহাসন, রামার বনবাস ।

দশরথের প্রবেশ ।

দশ ।—কহ, গো মহারে ।

কোথার কৈকেয়ী দেবী ?

মহারা ।—তাই তো, মহারাজ !

আমিও তাঁকে পাই নি বুজে ।

দশ ।—এ কি কহ ?

এ কক্ষ কখন আমি শূন্য দেখি নাই ;

বিশেষতঃ নিশাকাল ;

কোথায় কৈকেয়ী দেবী ;
দেখ দেখ অবেশিয়া,
আমিও সন্ধান করি তাঁ'র ।

[বেগে দশবথের প্রস্থান ।

মহরা ।—এই বার কাজসিদ্ধির গোড়া হোলো,
কৌতল্যে মোলো মোলো ।
আর একবার গোসাঘরে
দৌড়ে গিয়ে কৈকেয়ীরে
বরের কথা ভাল কোরে
বুঝিয়ে দি পে ফের ;
একটি বরে ভরত রাজা,
আর এক বরে রামার রাজা,
চোড় বছর বনে বনে,
বাজা এই বার পা'বেন টের ।

[বেগে প্রস্থান ।

দ্বিতীয় দৃশ্য ।

ক্রোধাশ্রমপত্নী—রাজাশুপ্তপুত্র ক্রোধাশ্রম ।
(একপার্শ্বে একটি দীপ প্রজ্জ্বলিত)

কৈকেয়ী দুশিষ্যব্রাহ্মণ পতিতা ।

কৈকেয়ী ।—বড়ই সৌভাগ্য মোর,
মহরার মত দায়ী লভিলাম তাই ;
মহরার মহরার বলে
রাজমাতা হ'ব আমি এবের ।

মহরার প্রবেশ ।

মহরা ।—খুব সাবধান—খুব সাবধান,
বিজুচে তোমার মহারাজ ।
রাগের ভরে, অজ্ঞানতার কোরে
কেঁদে কেঁদে ভাসাও মাতী,
যেন কোমকে বায় না আসল কাজ ।
খাঙ্কবো না আর আমি হেথা,
ভুমি ভুলো না দুই বরের কথা ।

[বেগে প্রস্থান ।

কৈকেয়ী ।—সমস্ত জগৎ আজ ভুলিতেও পারি,
তথাপি বরের কথা ভুলিব না কভু ।

দশবথের প্রবেশ ।

দশ ।—অবেশিই সন্দেহান,
না পাইনি দেখিতে প্রিয়ারে ।
এ কি, কে হেথা দ্বন্দ্ব পড়ি' ?
কে ভুমি ? উত্তর দাও ;
দেখেছ কি মধ্যমা রাণীরে ?
দিতে যদি পার ভুমি সন্ধান তাঁহার,
পুত্রস্বার দিব এই মুকুতার হার ।

কৈকেয়ী ।—হা নিশাতা !

কেন ভুমি সন্ধান আমায় ?
কেন কৈলে রাজার বরদী ?
কৈকেয়ীর মত আর
দ্বিজগণে কে গো অভাগিনী ।

(রোদন)

দশ ।—প্রিয়তমে ! হৃমিট এ ক্রোধাশ্রমে !

উঠ, দেবি ! উঠ ত্বর ।

এ দৃশ্য তোমার আশ্রয় করিল বড় মোরে ।
ক্রোধাশ্রম-কারাগার সাজে কি তোমারে ?
চল হৈম-কক্ষ-মাগে ।

(হস্তধারণ করিয়া উঠাটনার উদ্যোগ)

কৈকেয়ী ।—ছুঁয়ো না আমারে, মহারাজ !

এই গৃহ শেষ গৃহ মোর ;
এ ছাৰ মাতীর দেহ আজ
এ গৃহের মাতীতে মিশাব ।

এই শোয়া শেষ শোয়া,
না উঠিব আর

যতক্ষণ আছে গ্রাম এ গোড়া শরীরে ।

দশ ।—বল বল, প্রাণপ্রিয় ।

এ দক্ষিণ কোণ তব কিসের কারণ ?
কে তোমার কৈল অগম্যন,
কিন্তু কেবা কৈল তিরস্কার ?

বল মোরে অকপট মনে,

এখন করিব প্রতীকার ।

আমি তব চিরবন্দীভূত,

বল মোরে,

কা'র অপকায় তরে বাসনা তোমার ?

কিংবা কা'র উপকার-ইচ্ছা কর মনে ?

কোন দোষযুক্ত জনে

অকারণে করিব নিপাত ?

কিংবা কোন দোষযুক্ত মানব হইবে মুক্ত ?

কোন দীন জনে

ধনরত্ন দানে ধনবান করিবারে চাও ?

কিংবা কোন ধনবানে

দরিদ্র করিতে ইচ্ছা কর ?

এ হেন সাহস নাহি ধরি

প্রতিরোধ করিবারে ইচ্ছার তোমার ।

জীবন দিলেও যদি তব আশা মিটে,

তা'তেও প্রস্তুত আমি ।

কৌশল্যা, সুমিত্রা হ'তে

ভূমি মোর প্রাণের পুত্রলি ;

সর্বদা আমার চরণে তোমার সঁপিযাজি,

তবে, শ্রিয়ে !

আমা' হ'তে আশা তব কেন না পূরিবে ?

যাহা যাহা আশা তব, সকল করিব সব,

নিজের শ্রুতি সহ করি হে শপথ,

লজ্জন করিব নাহি, সত্যই তোমারে কহি,

দশরথ পুরাইবে তব মনোরথ ।

এই ধরাতলে একমাত্র একচ্ছত্র রাজা আমি,

পৃথিবীর সর্পৈশ্বর্য আয়ত্ত আমার ;

তা' সবার মাকে যাহা তব মনে সাজে,

জাই দিয়া তব আশা করিব পূরণ ।

রবি ষথা বিনাশে নীহার,

তোমার মনের ক্রোড নাশিব তেজতি ;

সত্যবাদী বলি' দশরথ ত্রিভুবনে সুবিখ্যাত ;

সত্য কহি, না হ'বে অশ্রুধা,

ইচ্ছা তব করিব পূরণ ।

কৈকেয়ী।—মহারাজ ! তোমার মহিষী আমি,

কা'র সাধ্য করে অপমান ?

কা'র সাধ্য করে তিরস্কার ?

একটি সঙ্কল আমি করিয়াছি চিতে,

ভোমারে হইবে তাহা আজি পুরাইতে ।

মম মনোরথ সিদ্ধি করিবার তরে

যদি তব থাকে হে বাসনা,

তবে মম প্রত্যয়-কারণ

অগ্রে প্রতিজ্ঞার পাশে বাধ নিজ মন ;

তা' না হ'লে কিছুতেই বাসনা আমার

প্রকাশ করিব নাহি গোচরে তোমার ।

দশ।—আদরিণি ! সোহাদিনি !

জান না কি মনে,

রাম ভিন্ন তোমা হ'তে নিখিল ভুবনে

কেহই আমার প্রিয় নহে ?

সবার অজ্ঞেয় আর সবার প্রধান

আমার প্রাণের রাম ;

তাহার শপথ করি' কহি হে নিশ্চয়,

বল, কি মানসে তব হ'য়েছে উদয় ?

কণেকের তরে যেই অ'খি-ছাড়া হ'লে,

অপিতৃতা চিন্তে মোর দারুণ উৎপলে,

এ হেন রামের আমি দিব্য করি' বলি,

যা' ভূমি বলিবে মোরে, করিব তাহাই ।

আশ্রয়প্রাপ হ'তে আমি যা'রে ভালবাসি,

অন্য অন্য পুত্র চেয়ে যা'রে দিবানিশি

প্রিয় জ্ঞান ক'রে থাকি,

সেই ঐরামের শপথ করিয়া বলি পুনঃ—

যা' ভূমি বলিবে মোরে, তাহাই করিব ।

শ্রিয়ে ! থাকে মতন মনও যে আমার

উদ্ভুব র'য়েছে তব কাণ্ড সাধিবারে ;

কি চাহ ?—আদেশ কর দাসে ;

না হ'বে অন্যথা,—সত্যভাষী দশরথ ।

কৈকেয়ী।—সত্যভাষী মহারাজ ! শপথ করি

অস্বীকৃত বরদানে হইলে আবদ্ধ ।

সাক্ষী হও,

ইন্দ্রাদি তেত্রিশ কোটি অঘরমণ্ডলী ;

সাক্ষী হও,

চন্দ্র, সূর্য্য, দিবা, রাত্রি, অসীম অঙ্গুর ;

সাক্ষী হও,
পরোক্ষ, প্রত্যক্ষ দেব বে বেখানে যত ;
সাক্ষী হও,

ভুবন-দেবতা আর গৃহদেবগণ ;
সাক্ষী হও,

দশ বিহু, যত দিগন্তনা ;

সাক্ষী হও,

সত্য, ধর্ম অলক্ষ্য থাকিয়া,

সত্যচেতা, সত্যসন্ধ, সত্যপরায়ণ,

সত্যবাদী অযোধ্যার রাজা।

কৈকেয়ীর শাসী আর ভরতের পিতা

কৈকেয়ীরে বরদান করি'ছেন আজ।

দশ।—কি হেতু এতক সাক্ষী, প্রিয়ে ?

মিথ্যাবাদী নহি আমি কতু।

কৈকেয়ী।—

এ সব সাক্ষীতে তব আছে ত বিবাস,

সত্যসন্ধ মহারাজ ?

দশ।—দেবে অবিস্বাসী নহি কতু ;

কি প্রার্থনা কর, প্রিয়ে ?

সাক্ষী দেবগণ,

অবশ্য পূরিব তাহা, নহিবে অন্যথা।

কৈকেয়ী।—তুন তবে, মহারাজ।

সুশাসন-শুদ্ধ-কথা আছে ত হে মনে ?

দশ।—যে যুদ্ধে পাইলু প্রাণ তোমার প্রসাদে

ক্ষতস্থলা হ'তে,

যে যুদ্ধে শত্রুরাধুর

পারে নি বহিতে শুধু তোমার কোশলে,

সেই দেবাত্মর যুদ্ধ পারি কি তুলিতে

জীবন থাকিতে, প্রিয়ে ?

কৈকেয়ী।—মহারাজ !

সেই কালে সশস্ত্র যার সন্মুখ হইয়া তুমি মুচ্ছিত দশরথকে লইয়া উভয়ের প্রস্থান।

দু'টি বর দিতে মোরে কৈলে অঙ্গীকার ;

পড়ে কি হে মনে এবে ?

দশ।—এবে কেন, বিধুমণি !

সেই দিন হ'তে

সেই দু'টি বর জাপে অন্তরে আমার।

যত বার পড় তুমি আমার মনে,

তত বার বর-কথা জাগি' জাগি' উঠে।

কৈকেয়ী।—সত্যভামী মহারাজ !

এত দিন লই নাই সেই দু'টি বর,

সময় আগত এবে,

অঙ্গীকৃত দুই বর কর মোরে দান।

নাহি কর দান যদি,

তা' হ'লে আজিই আমি এই অপমানে

নিশ্চয় শাস্তি প্রাপ্ত তোমারি সম্মুখে।

দশ।—ছি ছি, প্রিয়ে !

কেন হেন অকল্যাণ কথা,

লহ দুই বর,

দুই এক ভাব শিথিল হউক আজ।

কৈকেয়ী।—ধর্ম সাক্ষী, রত্নবর !

দেহ তবে দুই বর মোরে আজ,—

এক বরে—ভরতেরে ঘোবরাজ্য দাও,

অন্য বরে—রামে তব দাও বনবাসে

তপসীর বেশে

চতুর্দশ বর্ষ তরে দণ্ডক-অরণ্যে ;

আজি রাম বনে যাক জটাতীর ধরি'।

দশ।—হা রাম !

(পতন ও মুচ্ছা)

বেগে মন্দির প্রবেশ।

কৈকেয়ী।—ও মন্দির ! এ কি হল !

মহারাজ মুচ্ছিত সহসা।

মন্দির।—মুচ্ছিত দেখে ডরিও নাকো,

আপনার কোট বজায় রাখো।

হল, এখন একে ঘোর

নে যাই তোমার শোবার ঘরে।

তৃতীয় দৃশ্য।

অযোধ্যানগরী—রাজোদ্যান।

লক্ষণ।

লক্ষণ।—শশীন্দ্র!

কি হাসি আজ হাসি'ছ অন্ধরে
বিশা'য়ে কোমুদীচ্ছুটা।
তব হাসি মাখি' হাসে অণুর আমার;
কেন এ হাসির ঘটা?
কালি রাম দুবরাজ রাজসিংহাসনে,
তুঁই সে হাসি'ছ তুমি,
তুঁই আমি হাসি,
তুঁই হাসে ফুলকুল কুঁসুম ফুহাসে।
হাসিয়া হাসিয়া তুমি যাও হে ভাসিয়া
পশ্চিম গগনে;
হাসিয়া হাসিয়া আমি
ফুল হাসিমাখা ফুল রঘুরাজ তবে;
গাঁথিয়া ফুলা'ব মালা রাবরের গলে
কালি হুপ্রভাতে।
কতক্ষেণে গোহা'বে রজনী?
কতক্ষেণে পূর্বনভে উদিলে তপন?

রামের প্রবেশ।

রাম।—কি আনন্দে মাতাইয়া চিত,
এখনো জন্মি'ছ, ভাই, উপবন-মাকো?
লক্ষণ।—হে আনন্দময়!

কালি প্রাতে রাজচ্ছত্র তোমার মস্তকে
ধরিব বলিয়া মোর আনন্দ অপার।
রাম।—শুধু রাজচ্ছত্র ধরা নয়,
অতঃপর মোর সনে এই রাজ্যভার
তোমা'রেও হইবে বহিতে;
তোমা' ছাড়ি' কোন কার্য নাহি করে রাম;
অত্র অধরাক্ষা তুমি মোর;
শোনাতেও করিয়াছে রাজশ্রী সপার।
বাহিরে আমরা ভিন্ন, অতুরে তা' নয়;
আমার জীবন আর রাজত্ব কেবল
তোমারি কারণে, ভাই।

লক্ষণ।—রঘু'মনি! তোমার এ দাস
পবিত্র করিবে চিত্ত রাজসেবা করি'।

(নেপথ্যে ঘটিকাযন্ত্রে দ্বাদশটি আঘাত)

রাম।—দ্বিপ্রহর, রজনী বিগত,
যাও এবে শয়ন-মন্দিরে;
অধিবাস-উপবাসে পরিশ্রান্ত আমি,
যাই, বাপি বিভাবরী কুশের শয়নে।

(নেপথ্যে গীত)

বীরি বীরি বহে মনঃ-বাস,
বীরি বীরি ফুল ছুঁ'ছে তপ,
বীরি বীরি চান ভাসিয়ে যায়,
হাসিয়ে হাসিয়ে গগন-গায়।

লক্ষণ।—আহা, কি মধুর কণ্ঠ!—মধুর সঙ্গীত!

কে গাহি'ছ রাজপথে?

কোন শব্দ নাই; আইস উদ্যান-মাকো।

বীণাযন্ত্রকরে দুইটি বালকের প্রবেশ।

বালকদ্বয়।—প্রণিপাত করি পদে।

রাম।—আশীর্বাদ করি,
মধুমাথা কণ্ঠ হোক আরো সুমধুর।

লক্ষণ।—বীণারবে কণ্ঠ মিলাইয়া,
গাও দে আবাব সেই মধুমাথা পান।

বালকদ্বয়।—(গীত)

বীরি বীরি বহে মনঃ-বাস,
বীরি বীরি ফুল ছুঁ'ছে তপ,
বীরি বীরি চান ভাসিয়ে যায়,
হাসিয়ে হাসিয়ে গগন-গায়।

কুঁসুম ফুল করে চাদের বাস,
ফুল ফুল উড়ে ফুলের বাস,
চাদের কিরণে কোকিলার মনে
রাম-সুখ-গান কোকিল গায়।

ছোট ছোট ফুল ফোট ফোট মনে,
গলে গলে রাখি' খেলা করে মনে,
রাম রাজমণি ভাই চুই জন
গলা ধরাধরি করিয়ে যায়।—

আকাশের টাঁক সরনে ভাসে,
যেন ছই টাঁক ছ' দিকে হাসে,
রাম লছমন ভাই ছই জন,
ছই টাঁক টাঁক-হাসি বিলাস ॥

রাম ।—কি গান ইহার নাম ?
১ম বা ।—ভাই-ভালবাসা ।
রাম ।—ভাই-ভালবাসা ?
তোমরাও ছ'টি, ছ'টি ভাই বুঝি ?

১ম বা ।—যুবরাজ !
মোরা দুই জনে দুই ভাই,
দুই বাস তোমা' দৌহাকার ।

লক্ষণ ।—ভাই ভাই না হইলে,
ভাই-ভালবাসা-গানে কে পারে ভুলা'তে ?
রাম ।—লক্ষণ !

যাও, ভাই, এই ছ'টি শিশু সঙ্গে ল'য়ে,
শিঙির অকল ভরি' দাও,
মহামুলা মুক্তাহার দাও পুরস্কার;
অন্তঃপুরে যাই এবি আমি ।

[রামের প্রস্থান ।

লক্ষণ ।—চল রে জীবন্ত বীণা ছ'টি ।

[সকলের প্রস্থান ।

চতুর্থ দৃশ্য ।

অযোধ্যানগরী—কৈকেয়ীর কক্ষ ।

দশরথ ও কৈকেয়ী ।

দশ ।—দেখিলাম দিবাভাগে আমি কি স্বপন ?
না—আমার চিত্তের বিভ্রম ?
এ কি কোন গ্রহের আবেশ ?
না—কোন অন্তর-সিঁপব ?
এই না আচ্ছিন্ন আমি কোথাগারে ?
এ আবার কোথা—কৈকেয়ীর গৃহ !
কৈকেয়ী—কৈকেয়ী !—কি ভীষণ !
প্রাণ কেঁপে ওঠে ।
হা রাম ! হা রাম !

এ কে ?—এ কে ?

সেই চুচরিণী—সেই নিশাচরী কৈ—কৈ—
ছাড়—ছাড়—

(পলায়নোদ্দেশ্যে)

কৈকেয়ী ।—(দশরথকে অবরোধ করিয়া)—

কোথা যাও, মহারাজ ?
এই না বলিলে তুমি বড় সত্যবাদী ?
বর দিয়া মোরে, যেথা ইচ্ছা করহ প্রস্থান ।

দশ ।—রে নৃশংসে ! ত্বি'রে রাখিস !

তু ম'নে আমা'রে পাপ-ভুজ্ঞে ;

ছেড়ে দে—ছেড়ে দে—

কৈকেয়ী ।—বিনাশেরে না ছাড়িব কভু ।

দশ ।—তো'র পাপবাক্য আর না চাই শুনিতে,
রে পাপিনি !

কৈকেয়ী ।—কৈকেয়ী পাপিনি ?

কেন কহ মিথ্যা কথা, রাজা ?

পাপী তুমি, যদি নাহি পাল' অশ্রীকার ।

দশ ।—হা রাম !—হা রাম !

(ভূতলে পতন)

কৈকেয়ী ।—কি হেতু বিলম্ব কর ?

কেন নিরুত্তরে ভূমিতলে অঙ্গ পড়ি',

কপটের চুড়ামনি ?

তব কপটতা বুঝি আমি ভালমতে ।

দশ ।—দুঃ হ—দুঃ হ, নিশাচরী !

কৈকেয়ী ।—এ কি কহ, সত্যমন্ধ রাজা !

অশ্রীকারে এত অবহেলা !

ছি ছি, ধর্মের মন্তকে পদাঘাত !

রাজনামে কলঙ্ক স্থাপন !

ভাল, রাজা ! নাহি দাও বর ;

এখনি চলিহু আমি তব গৃহ ছাড়ি' ;

অযোধ্যার দ্বারে দ্বারে

উচ্ফ্রোষের স্তনাই সবারে,—

“পরম নৃশংসারী রঘুকুলমণি ।”

প্রতি রাজপথে করি গে ঘোষণা,—

“যোরস্তর মিথ্যাবাদী রঘুকুলমণি ।”

যাইয়া পিতার রাজ্যে, কহি গে পিতারে,—

“এক মুখে দুই কহে রঘুকুলমণি ।”
তথা হ’তে ভরতে লইয়া,
বনে বনে, শৈলে শৈলে, প্রান্তরে প্রান্তরে,
নদীতটে, মরুভূমে করিব ঘোষণা,—
“অঙ্গীকার ভঙ্গকারী রঘুকুলমণি !”

দশ ।—পাপিনি কৈকেয়ী !

রাম তোর কি হেন করিল অপকার ?
আমিই বা কি এমন করিলাম অহিত ?
জননীর চেয়ে রাম সেবা করে তোর,
তবে কেন ইচ্ছা তোর তা’র সর্পিনাশে ?
অস্ত্রনাশ তরে তোর আনিব আলয়ে ;
ধিক্ তোরে, তীক্ষ্ণবিষ বিষধরি !

রে হৃদুর্থে !

কৌশল্যা, স্মিত্রা, রাজশ্রী বা কিছু
এখনি ত্যজিতে পারি,
অনায়াসে আশ্রয় পাবি বিসর্জিতে,
কিন্তু প্রাণধন রামে পরিহার করা থাক্ দূরে,
অঁধি-আড়ে ক্ষণতরে না পারি রাখিতে ।
থাকিবারে পারে লোক স্বর্ঘ্যের বিরহে,
জল ব্যতিরেকে শত্রু জীবিতও রহে,
কিন্তু, হায়, রাম বিনা এ দেহে আমার
নাহি র’বে প্রাণ !

সামান্য রমনী তুই ; না জানিস্ রাজনীতি ;

কোন শাস্ত্রে আছে লেখা

জ্যেষ্ঠ বর্ধমানে রাজ্য অর্শে কনিষ্ঠেরে ?

রাজকূলে কেন জন্ম তোর ?

কেন হ’লি রাজকুলবধু ?

কৈকেয়ী ।—এ কি কহ, মুহারাজ !

রাজা হ’বে সপত্নীর পুত্র !

মোর পুত্র পথের ভিখারী !

এই বুঝি ইচ্ছা তব ?

এই বুঝি মোরে ভালবাসা ?

বুনিয়াদি,—মুখে মধু, অন্তরে জলন্ত বিষ !

দশ ।—রে ভুজঙ্গি !

কা’র মুখে মধু, অন্তরে জলন্ত বিষ,

সাক্ষী দেবদেব ।

কৈকেয়ী ।—সাক্ষী দেবদেব,

পাল’ তরা অঙ্গীকার, রাজা ।

না খুলিও নরকের দ্বার,

না পাবি নিস্তার ভীষণ রৌরবে ।

দশ ।—হা রাম !—হা রাম !

(পুনঃপতন)

কৈকেয়ী ।—বৃদ্ধকালে বুদ্ধিলোপ তব,

নহে কেন এত কষ্ট ভুঞ্জ নিজ দেহে ?

কেন বা জালাও মোরে এত ?

দাও বর, ঘুচে যাক্ দৌহার যন্ত্রণা ।

দশ ।—রে নিষ্ঠুরে !

কেন না পড়ি’ছে ধর্মি’ পাপজিহ্বা তোর ?

কেন না গ্রাসি’ছে মৃত্যু তোর ?

কৈকেয়ী ।—মিথ্যাবাদী রাজা !

নিতান্ত কুবুদ্ধি ঘটেছে তোমার ;

তেঁই চাহ ধর্ম তেয়াগিতে ।

ইচ্ছা তব, রামে দিয়া ঘোবরাজ্য-ভার,

কৌশল্যার সনে অগ্ধে করিবে বিহার ;

সে আশায় দাও জলাঞ্জলি ;

কর মোর প্রার্থনা পূরণ, সত্যবাদী !

ধর্ম বা অধর্ম ইথে যদ্যপিও হয়,

কৈকেয়ী কখন তবু ছাড়িবার নয় ।

প্রাণাধিক ভরতের দিব্য লাগে মোরে,

যদি ছাড়ি পণ মোর ।

দশ ।—নির্দয়ে, নিষ্ঠুরে !

তোর এ সঙ্গজ মিত্রি নহিবে নহিবে ।

রামাপেক্ষা ভরতের ধর্মশীল বলি’

জানি আমি ভালমতে ;

রামে বন্ধি’ রাজ্য কভু না ল’বে ভরত ;

অপদহা হ’বি তুই শেষে ।

কৈকেয়ী ।—হই হ’ব ; কি ক্ষতি তোমার তায় ?

তুমি কেন অপদহ হইতেছ আজি

না পালিয়া অঙ্গীকার ?

দশ ।—রে পিশাচি !

কোন মুখে ক’ব, ‘রাম ! যা’ রে বনবাস !’

পিতা হ'য়ে শত্রু হ'ব !

কি বলিবে জগত আমার ?

কৈকেয়ী।—কি বলিবে জগত তোমার,

যদি নাহি পাল' অঙ্গীকার ?

দশ।—নিশাচরি !

শ্রুতগের বনিভা ভূই,

শ্রীরামের পাপিনী বিমাতা,

অযোধ্যার অলঙ্কারী, চণ্ডালী,

কুকাণ্ড তোরেরই সাজে ।

ভূই যে সাক্ষাৎ মৃত্যু মোর

দুন্নিতে পারি নি আগে ;

কে জানে সুধার ভাণ্ড পরলের স্থান ?

কৈকেয়ী রে ! ক্রমা দে রে,

পিচহীন করিস নে রাগে ।

কৈকেয়ী।—কেন পুন ছলনার জাল ?

আজিই পাঠাও দূত ভারতে আনিতে ;

আজিই পাঠাও রাগে দণ্ডকের বনে ;

কোন কথা না শুনিব আর ।

দশ।—মহারাবি !

পায়ে ধরি, ক্রমা দেহ মোরে,

জীবনের শেষ দশা মোর,

হয়ো না নিষ্ঠুর আর, প্রিয়ে !

প্রেমসি ! রাজা যে আমি,

রাজা বলিয়াও তুমি

করিবে না দয়া কি আমার ?

বড়ই মনের দুঃখে কটু কহিয়াছি ;

পাইয়া জ্বলয়ে ব্যথা

তব হৃদে কিয়াছি আঘাত ;

মনে কিছু ক'র না, সরলে !

পতি আমি, চাহ মোর পানে ।

কৈকেয়ী।—দেহ বর, মহারাজ !

কি হেতু বিলম্ব কর আর ?

যামিনী অধিক নাই ;

মনে মনে ভাবিয়াছ বৃষ্টি,

এইরূপ ছলা পাতি' ছলিবে আমারে

প্রাতে রাগে রাজ্য করি' দান ?

বিলম্বিতে নারি আর, পাল' পাল' অঙ্গীকার,

নহে, রাজা, পড়িবে বিপদে ।

দশ।—অহো, রজনী প্রভাত প্রায় !

না না, নিশি ! প্রভাত হ'য়ো না ;

করষোড়ে এ মিনতি মোর,—

অক্ষয় হইয়া রহ দুঃখের ধরায় ।

না না, নিশি ! তুহা তুমি কর গো গমন,

প্রাতে রাম করিবেন অরণ্যে প্রয়াণ,

আমিও কষ্টের বেহ পরিত্যাগ করি'

পরলোকে যা'ব চলি' ;

এত দুঃখ সহি যা'র তরে,

দেখিতে হ'বে না আর সেই কৈকেয়ীরে ।

(নেপথ্যে বৈতালিকগণের প্রভাতহুচক গীত)

ভাগিল উষা পূর্ব হুমায়ে,

ভাগিল পুষা বৃহসি অকালে,

ভাগিল পাহী শাকীর শাখে

ভাকি' ভাকি' শুধাধা ভানে ।

ভাগিল মলিনী সর-জল-কোলে,

ভাগিল উগরন কল-আঁবি হলে,

ভাগিল সুগন্ধস্বী হাসিনাথ-মুখে

চাহি' চাহি' মৃত্যু পানে ॥

ভাগিল অযোধ্যা রান রাম কোলে,

ভাগিল সরসু মৃদু কলকলে,

ভাগিল উৎসব হৃদ-কোলাহলে,

ভাগিল নিদ্রা পুলক প্রাণে ;—

ভাগত, নরনার দশরথ রাজ !

সাজহ রবিসম পরি' রাজ-সাজ,

হুলগনে রাগে কর যুবরাজ,

তব হেমমায়ীময় রাজ-হাসিনে ॥

হা, যামিনি !

অভাগারে না ধরিলে কোলে,

রৈল বলি'—পাপী বলি'

ভাজিলে আমার ।

সুপ্রভাতে কুপ্রভাত আজি,

হরিষে বিবাহ ঘটিল রে ।

পুল্লাকাশে উঠ না, ভাস্কর ! উঠ না, ভাস্কর !

তব কুপে কুলদার শ্রুণ দশরথ ;

এ পাপীরে না হেরিও আর,
মিনতি আমার, ডুবি' রহ সিঁহুজলে ।
কৈকেয়ী ।—ছাড়' ছলা, মহারাজ !
অপেক্ষিতে নাহি পারি আর ;
হয়, মোরে কর বরদান,
নয়, কহ,
এখনি যাইয়া রাজপথে,
উচ্চস্বরে কহি সবে,—
“পরম অদর্শাচারী রঘুকুলমণি !”

দশ ।—রে রাজসি ! রে গতিঘাতিনি !
কি পাষণে গড়িল বিধাতা
তোর এ নিশ্চম প্রাণ, কঠিন হৃদয় !
শত দিক শত বিকৃ তোরে !
কৈলি আজ পিশাচীর কাজ,
ভান তোর অকস্ম নরকে !
অনন্ত কালের তরে এ বিশ্বমণ্ডলে
হ'বে তোর কলঙ্ক-বটনি ।
কহি আজ অকপট মনে,—
আমার ঔরসজাত ভরতের মনে
পরিচাগ কৈমু তোরে ।

কৈকেয়ী ।—তা'তও প্রস্তুত আমি,
কিন্তু মহারাজ ! প্রতিজ্ঞা আমার,—
কৌশল্য কখন নাহি হ'বে রাজমাতা,
দুঃস্বপ্ন নাহি হ'বে রাম ।
ধর্মের বন্ধন কর হে মরণ,
সত্য রক্ষা কর, সত্যবাদী !
নহে আমি বাদী বিদ্রমতে ।

দশ ।—পাপীরসি !
না রাখিলি আমার মিনতি,
না চাহিলি শ্রীরামের পানে ;
পার্ষে ইষ্টদেব ভাবি' অনিষ্ট অনর্থ ঘটাইলি ।
ধর্মের বন্ধনে আমি বঁধা,
নহে তোরে শতধণ্ড করি'
রাখিতাম কুকুর-উদরে ।
ধর্মভয়ে ভীত আমি, ধর্মের হতজ্ঞান,
যাহা ইচ্ছা এবে তোর কর সন্মান ;

একধে কেবল ঘোর এই আশা বনে,
একবার রামধনে হেরিব নয়নে ।
কৈকেয়ী ।—একধে জানিষু আমি, নাথ ।
সত্য সত্য সত্যবাদী তুমি !
দশ ।—হা রাম !—হা রাম !

(ভূতলে পতন)

চতুর্থ অঙ্ক ।

প্রথম দৃশ্য ।

অমোঘানন্দপুরী—রাজপ্রাসাদের সমুখ ।

আনন্দ-কোলাহল করিতে করিতে
নাগরিকগণের প্রবেশ ।

(নেপথ্যে বাদ্যধ্বনি)

বেগে বশিষ্ঠের প্রবেশ ।

বশিষ্ঠ ।—নিবার' নিবার' বান,
ক্ষান্ত হও, প্রজাপতি !
বিনা মেবে বহুপাত আজি
অমোঘ্যাপুরীর শিরে,
কৈকেয়ীর গৃহে রাজা লুটেন স্ত্রীস্বয়ং,
ঘন ঘন আচটন, দৃষ্টি অপার ;
বাদ্য বা কর্ণের রবে কর্ণে তালি লাগে !
আদেশ তাঁহার, ক্ষান্ত হও মনে ।

১ম নাগ ।—বিপদেব ! এ কি কহ,
হেন শুভ কালে, কি ঘটিল ভূপতির ভালে !
বশিষ্ঠ ।—ভূপ-পাশে চুই বস লইল কৈকেয়ী ;
কহিতে বিদ্রের হিয়া, শোকে প্রাণ কাঁদে ।
২য় নাগ ।—কি সে বর, দ্বিজবর ?
বশিষ্ঠ ।—এক বরে ভরত হইবে রাজা আজ,
অন্য বরে শ্রীরামের চতুর্দশ বর্ষ
দণ্ডক-অরণ্যে বাস ;
তেঁই রাজা মুখ্য র পায় ।

সকলে ।—হায় হায়, এ কি সর্বনাশ !

রামের বনবাস !

১ম নাগ ।—

দিক্ দিক্ নিশাচরী কৈকেয়ি তোমারে !

সকলে ।—হায় হায়, এ কি হ'ল !

সুখের অযোধ্যা আজ শোকের স্থান !

বশিষ্ঠ ।—চল চল হেথা হ'তে যাই,

এ রোদন-ধ্বনি শুনি কাঁদিয়ে দিওন

নিরানন্দ মহীপতি ।

সকলে ।—হায় হায়, কি হ'ল কি হ'ল রে ।

[সকলের প্রস্থান ।

বশিষ্ঠের পুনঃপ্রবেশ ।

বশিষ্ঠ ।—হায় হায়,

কোটি পুণ্যের জিনি' শোক সমাচার

কেমনে কহিবে রামে রাজ্য !

হুত্ব কুহনে

কেমনে বুঝাবে আজ মনস্ত পরলে ।

হা দিক্ কৈকেয়ি তোরে !

অনেক প্রতিহারীর প্রবেশ ।

১ম ।—সচিবস্বরূপে গেল।

আপনারে রামে রাজ্যভার ;

আপনারে ডাকেন ভূপাল ।

[উভয়ের প্রস্থান ।

দ্বিতীয় দৃশ্য ।

অযোধ্যানগরী—কৈকেয়ীর কক্ষ ।

ভূতলে দশরথ পতিত ও পাশ্বে

কৈকেয়ী উপবিষ্টা ।

রামের প্রবেশ ।

রামা—এ কি, মা !

কেন পিতা স্রুটেন ভূতলে ?

কেন না কহেন কথা মোর মনে ?

ভ্রম-প্রমাদেতে আমি কৈহু কোন দোষ ?

মোর প্রতি জনকের কেন এত রোষ ?

কিসের কারণ

চিরভূষ্ট পিতা মোর এক ভূষ্ট-মন ?

মোর দোষ পরিহার তরে

পিতারে প্রসন্ন কর তুমি ।

জননি গো ! শারীরিক মানসিক পীড়া

কিছু ত হয় নি ভূপতির ?

ভরত শক্রয় ভাই মোর

পড়ে নি ত কোন অনঙ্গলে ?

অভিমাণে কিংবা জোড়ে তুমি

কোন ফক্টোর বাক্য ব'লেছ পিতারে ?

তাই কি বিদগ্ধ মহারাজ ?

অধির হইল বড় আমি,

চির মোর হইল চকল,

অবিলম্বে বল, দেবি ! কি হেতু রাজ্যের

এ হেন অদৃষ্ট-পূর্ণ চিত্তের বিকার ?

কৈকেয়ী ।—শুন, বাম, বলি তবে,—

কোপাভিষ্ট নহে রাজ্য কাহারো উপর,

বিপদও ইষ্টার কিছু হয় নি ঘটন ।

রাম ।—তবে কেন হেন ভাব ?

কেন এত সহেন যরণা ?

কৈকেয়ী ।—কোন রূপ সঙ্কল্প করিলে ইনি,

তব ভয়ে ব্যক্তি নাহি পারেন করিতে ;

তাই সে এমন জাতি ।

অতিশয় প্রিয় তুমি পিতার তোমার,

কাজেই তোমারে কোন অপ্রিয় কহিতে

নাতা না সবিছে এরূপে,

তাই রাজ্য পড়িল ভূতলে ।

রাম ।—জতি নাটমতি আমি,

পুত্রভয়ে জনকের এ হেন হৃদশা !

পূজাপাদ পিচ্ছব !

ধরি পদে—কহ কথা—কম অপরাধ ।

দশ ।—(উদ্বিগ্ন হইয়া)—রাম রে !

(ভূতলে পতন)

রাম ।—এ কি, পিতা !—এ কি হ'ল !

কৈকেয়ী।—শুন, রাম ! আমার নিকটে

অঙ্গীকার কৈলা রাজা সরল অন্তরে

তুই বর প্রদানিতে মোরে ;

তোমার অনিষ্টকর বলি’

সেই বরোন্মেষে রাজা না করে তোমাতে

সরমে মরম-কষ্টে ;

তুই এবে এ হেন দশায় পড়ি’ ।

রাম।—আমার অনিষ্ট হ’বে বলি’

এত কষ্ট সহেন ভূপতি !

কহ, পিতা, খুলি’ মোরে কিবা বর-ফল ?

এখনি পালিব শিরে ধরি’ ।

পাইলে আদেশ তব,

অনা’সে করিতে পারি পাবকে প্রবেশ,

পান করিবারে পারি তীক্ষ্ণ হলাহলে,

নিমগ্ন হইতে পারি নদ্রের জলে ;

পিতা তুমি—মহাশুরু—রাজা,

তব আজ্ঞা শিরোধার্য মোর ।

দশ।—(দ্রোণদ্রুপে নিরন্তর)

কৈকেয়ী।—নিজমুখে নাহি ক’বে রাজা ।

প্রতিজ্ঞা ব্যাপি কর, রাম !

তোমার পিতার হ’য়ে আমি

তোমাতে খুলিয়া কহি রাজ-অঙ্গীকার ।

রাম।—অনায়াসে কহ, মাতা !

পিতার বচনা আর না পারি সহিতে ;

পিতৃকষ্ট দূরিব এখনি ।

দশ।—রে কৈকেয়ি ! রে কৈকেয়ি !

কান্ত হ—কান্ত হ ;

সর্বনাশ করিস্ নে আর ;

পাপ-জিহ্বা বসিয়া পড়ুক তোরা ;

যেন নাহি হয় উচ্চারিত সে কুকথা ।

কৈকেয়ী।—শুন, রাম !—

দশ।—বা’ রে রাম ! ছাড়িয়া এ পাপ গৃহ,

বা’ রে ছাড়ি’ এ পাপী পিতারে,

কৈকেয়ীর কোন কথা শুন না—শুন না,

কৈকেয়ী রাজসী—সর্পী—কালস্বরূপিনী !

রাম।—কেন শকা, পিতৃদেব ?

তোমার বচনা চেয়ে কৈকেয়ী মাতার বা
না পারিবে পীড়িতে আমার ।

কহ, মাতা ! পিতা কি করিলা অঙ্গীকার

দশ।—হা রাম !—হা রাম !

কৈকেয়ী।—পূর্বে, রাম ! শুরাসুর-সমরে নঃ

অরি-শরে হ’য়েছিল অর্জুনির অতি ;

সেবা শুভ্রাচার বাঁচা’মু ইহায়

সেই কালে আমি ;

এই সে কারণে রাজা সন্তুষ্ট হইয়া

দিলো মোরে তুই বর ।

সেই তুই বর আমি লই নি তখন,

প্রয়োজন হেতু তাহা ল’য়েছি এখন ।

রাম।—বন্য তুমি পাই নি তৈয়িণি !

তোমার যতনে প্রাণ পাইলা মোর পিতা ;

প্রতি-উপকার আজি রাজা তা’র

দেখাইলা তোমাতে, জমনি !

রাম।—কহ, মা ! সে বর-কথা ?

দশ।—হায় হায়, হে বিধাত !

এ কি হ’ল !—এ কি হ’ল !

হা রাম !—হা রাম !

পায়ে ধরি,—অমা দাও, বানি !

কৈকেয়ী।—এক বরে ভরতের ঘৌবরাজ্য পা

অন্ত বরে দণ্ডক-অরণ্যে তব বাস ;

এই তুই বর রাজা দিয়াছেন মোরে ।

শুন এবে, রাম ! সত্যবাদী তুমি ,

এক্ষণে উচিত তব,

তোমার পিতার অঙ্গীকার,

আর তব নিজের প্রতিজ্ঞা

অটল রাখিতে বিধিমতে ।

রাজ্য-অভিষেক-শোভ আজিই ত্যজিয়া

শিরে জটাবার ধরি’ বন্যল পরিয়া,

চতুর্দশ বর্ষ তরে হও বনচারী ;

তব অভিষেক-দ্রব্যে ভরত হইবে রাজা

অযোধ্যার রাজসিংহাসনে ;

এই তব পিতার আদেশ ।

এবে কি বাসনা তব—কহ ?

রাম ।—এখনো কি হেতু যুক্ত্য না স্থলিল তোরে,
ওরে ও দুঃখতি দুঃখারিণি !
কোটি বজ্র নিকৈপিলি নিরে !
রে পাষাণ্ডি ! রে চণ্ডালি ! রে পতিঘাতিনি !
রামহারা হইলাম আজ !—হা রাম ! হা রাম !
(ভূতলে পতন)

রাম ।—কেন পিত ! এত দুঃখতি !
করিয়াছ প্রতি-উপকার,
পালিয়াছ নিজ অঙ্গীকার,
রাখিয়াছ ধর্মের পৌরব,
কেন তবে এতক বিবাহ ?
পুল্লের পরম ধর্ম পিতৃ-শ্রবাহী ;
পিতৃসেবা সম ধর্ম ত্রিজনতে নাই ।

কৈকেয়ী ।—পুল্লের উচিত বাক্য এই ;
পাল', রাম, পিতৃ-অঙ্গীকার ।
দেখিতেছি তোমারে এক্ষণে
অতিশয় মনঃস্থক অরণ্যগমনে ;
এ হেতু আমার মতে কিছু-ই আর
উচিত না হয় তব বিলম্ব করিতে ।
এখনি এ স্থান হাঁতে ত্বরিত-গমনে
যাও, রাম ।—যাও যাও দণ্ডক-কাননে ।
মহারাজ হইগেচেন অতীব লজ্জিত,
তাই নাহি আবেশেন তোমা' ;
লজ্জাই বোধিল রাজমুখ ।
এই সে কারণে কহি আমি,
বিলম্ব না করি' যাও পরিহরি' পুত্রী ।
এই দণ্ডে দণ্ডকে যাইয়া,
তুপতির দীনদশা কর রে মোচন ;
যতক্ষণ তুমি না যাইবে বনে,
ততক্ষণ তব পিতা ভুগিবেন ক্লেশ ।

রাম ।—সামান্য ত বনযাত্রা, মাতা !
পিতার আদেশ পেলে,
জীবন পর্যন্ত পারি বিসর্জন দিতে ।
জানি আমি, পিতা না দিবেন আজ্ঞা,
তোমা'র আদেশে আমি চলিহু কাননে ;
পূর্ণ হৌক মনোরথ তব,

রাজা হৌক প্রাণের তরত ;
যাতৃপদে আদেশ লইয়া
এখনি যাইব আমি চৌদ্দ বর্ষ তরে
নিবিড় দণ্ডক-বনে ।
প্রপিতা পিতৃপদে,
প্রপিতা তোমার চরণে ।
না লইও কোণ-মোর,
তব পদানত পুত্র আমি চিরকাল ।

কৈকেয়ী ।—বিলম্বে ব্যাঘাত হ'বে,
অবিলম্বে যাও রে দণ্ডকে ।
রাম ।—আমি তবে, জননি গো !
পিতারে প্রবেদ দিয়ে রেখে ।

(গমনোদ্যোগ)

দশ ।—(দণ্ডায়মান হইয়া)—
বৎস রে !—বৎস রে !
যেও না—যেও না, শোন—শোন ।
রাম ! রাম রে ! রাম !

(ভূতলে পতন ও মূচ্ছা)

রাম ।—জননি ! ভাগ্যে মা পিতার যুচ্ছা,
কোলে তুলি' রাখ শির,
অধীর না হ'ন বেন আর !

[প্রস্থান ।

দশ ।—কই রাম ! কই রাম !
অঙ্গকার—ঘোর অঙ্গকার !
সব, নিশাচরি ! সব সব ;
রাম ! রাম ! বৎস রাম !
আমিও যাইব বনে—দাঁড়া দাঁড়া ।

[বেগে প্রস্থান ।

কৈকেয়ী ।—কোথা যাও, মহারাজ ?
এখনো যে তব রাম যায় নি কাননে ;
দাঁড়াও—দাঁড়াও ।

[বেগে প্রস্থান ।

তৃতীয় দৃশ্য ।

অযোধ্যানগরী—রাজাস্তম্ভের দেওয়ান ।

কৌশল্যা বিষ্ণুপূজার উপবিষ্টা ।

কৌশল্যা ।—হায় হায়, এ কি হ'ল,
বিষ্ণু-অর্থ্য কেন গো পড়িল ভূমিডলে ।
নারায়ণ ! হর হর অমঙ্গল মোর,
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর, দেব !

সীতার প্রবেশ ।

সীতা ।—ঠাকুরাণি !
তুলিছ তুলসীদল কর্ণসাজী ভরি'
তোমার আদেশে বিষ্ণু পূজিবারে ;
ভূভাগ্যে আমার,
করভেঁট হ'য়ে সাজী পড়িল ভূতলে,
গুলিমাথা হৈল যত তুলসীর দল ।
কেন হেন হৈল, মাতা ?
শঙ্কা হয় মনে, চকল হইল প্রাণ ।
কৌশল্যা ।—যাও, মা ! আবার যাও,
তুল পত্র খুব সাবধানে ।
সীতা ।—যে আজ্ঞা, জননি !

[সীতার প্রস্থান ।

রামের প্রবেশ ।

কৌশল্যা ।—এস, বৎস !
বিষ্ণুপদে কর রে প্রণাম ।
আশীর্বাদ করি, পূর্ণ হৌক মনোরথ ।
সত্যসঙ্গ পিতা তব, আজি শুভকণ্ঠে
অভিব্যক্ত করিবেন রাজসিংহাসনে ;
আয়ুঃকীর্ত্তিধর্ম লাভ করি'
সত্যশীল হ'য়ে রাজ্য কর রে পালন ।
ব'স, বৎস ! এ আসনে ।

রাম ।—জননি' গো !

কৌশল্যা ।—বল, বৎস ।

রাম ।—আর না বসিব এ আসনে,
এ পুরীর কোন ভ্রম্যে
আর মম নাহি অধিকার ।

কৌশল্যা ।—এ কি কথা, বাহুমণি ।

রাম ।—কি বিপদ আজি তব তালে ঘটিল গো,
তুমি তা' জান না, মাতা !

কৌশল্যা ।—ভুভাগ্যে অন্তত ঘটনা

কি ঘটিল, বাছাধন ?

রাম ।—মধ্যমা জননী কৈকেয়ীরে
দুই বর দিলা আজ পিতা মহাশয় ;
এক বরে ভরত হইবে রাজা রাজসিংহাসনে
অন্য বরে চতুর্দশ বর্ষ তরে
উপস্কার পেশ ধরি'
আজি আমি যাব ঘোর দণ্ডক-অরণ্যে ।

কৌশল্যা ।—রাম রে !

(পতন ও মূচ্ছা)

রাম ।—হায় হায়, এ কি হ'ল !

(জলনৈকে মুচ্ছাভিভবন)

শান্ত হও, মা জননি !

কৌশল্যা ।—কোথা রাম ! কই বাপু !

ঘোর অন্ধকার !—কই রাম !

রাম ।—এই যে মা, তোমার রাম ।

কৌশল্যা ।—রাম রে ! আজি তোর বনবাস !

কোথা রাজসিংহাসন !—কোথা বনবাস !

বনবাসে দিতে তোরে উৎসবে মাতিল রাজা !

কৈকেয়ীর অদৃত মন্ত্রণা

মোহিল রাজার মন ।

বিধাতা রে !

কি মাধে সাধিলি বাদ !—হরিষে বিবাদ !

উঃ, কি পামাণী আমি !

উঃ, কি কঠিন বন্ধ মোর !

এ নির্ঘাত বজ্রাঘাতে এখনো জীবিত !

বাছা রে !—বাছা রে !

(পতন)

রাম ।—(উপবেশন করাইয়া)—

শান্ত হও—শান্ত হও, মা জননি !

কৌশল্যা ।—কেন না হইল বক্ষ্যা,

তা' হ'লে এ বজ্রাঘাত হইত না গিরে ।

পাপগর্ভে মোর কেন জন্মিলি, রাম !

তৌই তোর বনবাস !

মা মা ব'লে মায়ায় বাঁধিলি মোরে,

মা হ'রে কেমনে তোরে ছাড়ি'

রহিব এ পাপপুরে !

কৈকেয়ী বাধিনী ;

প্রধানা মহিষী আমি, তবু তা'রে ডরি ;

মনোবান্ধা পূর্ব হ'ল তা'র,

মনোভঙ্গ হ'ল রে আমার,

উথলিল শোকের পাথার ;

নিবিল আশার দীপ

কৈকেয়ীরূপিনী কাল-ঝড়ে !

কুটম্ব আনন্দ মোর

বন্ধ হ'ল শোকের নিগড়ে !

কোন্ প্রাণে দিব তোরে বনে !

নিমেয়ে প্রলয় জ্ঞান হয়,

চতুর্দশ বর্ষ বনবাস !

কা'র অভিষাপে আজ হ'লেম হতাশ ?

কোণা, রে শমন !

গ্রাস্ গ্রাস্ এ অভাগীরে ;

যক্ষণা সহিতে নারি আর,

সুক ফেটে যায়—প্রাণ ফেটে যায়,

হায় হায়, গেল গেল সব !

(পুনঃপতন)

চল, বাপ্ !

মাতাপুত্রে বাই চলি' বণ্ডকের বনে ;

একাকী না দিব তোরে যেতে,

বড় কষ্ট পথে ;

চাঁদ-মুখ কে মুছা'য়ে দেবে,

ক্ষুধা পেলে কে খাওয়া'বে তোরে ?

আমারেও সঙ্গে নে রে,

ছাড়িল নে অভাগীরে ;

তোরে ছেড়ে না বাঁচিব প্রাণে ।

রাম ।—আবার আসিব, মাতা !

প্রতিজ্ঞাপালনে বাধা নাহি দিও আর ;

অধাৰ্শিক হইবেন পিতা,

অধাৰ্শিক হ'বে পুত্র তব ।

আশীর্বাদ কর,

চতুর্দশ বর্ষ পরে আবার আসিব,

আবার ডাকিব মা মা ব'লে,

আবার হেরিব পাদ-পদ্ম ।

বিলম্বিতে নারি আর,

সন্দেহ সঞ্চার হ'বে মধ্যমা মাতার ।

[প্রস্থান ।

কৌশল্যা ।—দাঁড়া, বাপ্ !—দাঁড়া, বাপ্ !

[বেগে প্রস্থান ।

রাম ।—মা !

বিষাদে বিষাদ বাড়ে ;

দ্বির হও—রাধ' কথা মোর ;

কি হেতু এতেক বাধা সহ ?

পিতৃআজ্ঞা পালিতে আমারে কর মা আদেশ ।

কৌশল্যা ।—হউক ভরত রাজা,

হৌক হৌক কৈকেয়ী নৃধিনী,

থাক থাক মহারাজ কৈকেয়ীর বশে ।

কাজ নাই রাজসিংহাসনে,

কাজ নাই রাজ-স্থ-ভোপে,

কাজ নাই অযোধ্যার প্রজা,

কাজ নাই রাজশ্রী, সম্পদ ;

চতুর্থ দৃশ্য ।

অযোধ্যানগরী—রাজাস্তঃপুরস্থ প্রাঙ্গণ ।

লক্ষণ ।

লক্ষণ ।—কে দিল রে হেন কুমন্ত্রণা ?

কা'রে মত্কা করিল অরণ ?

কোন্ পতঙ্গের প্রাণ

ইচ্ছা কৈল পুড়িবারে মোর শরানলে ?

কই রাম রঘুমণি ?

কেবল আদেশ বাকী তাঁর,

এ অযোধ্যা করিব সংহার,—

করিব রে ছারখার,
দেখি আজ কে নিবারে মোরে ?

(দমনোদ্যোগ)

রামের প্রবেশ ।

রাম ।—ক্ষান্ত হও, প্রাণের লক্ষণ !

লক্ষণ ।—কহ, রঘুমণি !

কে হেন সাহস ধরে প্রাণে ;—

কে হেন অবশ্যী সার্থপর ?

কে ইচ্ছিল তব বনবাস ?

কে ইচ্ছিল সিংহাসন ভরতেরে দিতে ?

রাম ।—ভাই রে, এক্ষণে শোক ক্রোধ অপমান

তোমার হৃদয়ে যেন নাহি পায় স্থান ।

ভুলে যাও মম অভিষেক ;

ধির হও, প্রাণের লক্ষণ !

অরণ্যগমনরূপ মহারত আজি

পালিতে না বাধা দিও মোরে ।

লক্ষণ ।—কেহ নাহি বণে মোরে খুলি’

কে পাড়িল এ অনর্থ আজ, অথচ—

রাম ।—সকলেই ডরে তোরে, ভাই !

ভাই কেহ না কহিল খুলি’ ;

থাক্ থাক্, কাজ নাই শুনি’

সে কথা তোমার আর ।

লক্ষণ ।—করপুটে ধরি পদ দু’টি,

কহ দাসে, দাশরথি !

মোর সাধে কে সাধিল বাদ ?

কা’র কি করিল অপকার,

তাই সে হতাশ কৈল মোরে ?

নেপথ্যে কৌশল্যা ।—দাঁড়া, রাম ! দাঁড়া, বাপ !

চাঁদমুখ দেখি রে আবার ।

রাম ।—সর্বনাশ ঘটিল এ বার,

হায় হায়, আসেন জননী ;

মর্ত্তমান শোকের সাগর

বেলা লগিল আসে যেন ছুটি’ ।

হৃৎপিংহ লক্ষণ এখনি

জাগিবে—জানিবে সব কথা ;

কিরূপে নিবারি এবে—কিরূপে বুঝাই ;

চল চল, ভাই রে লক্ষণ !

কাজ নাই হেথা থাকি’ ।

বেগে কৌশল্যার প্রবেশ ।

কৌশল্যা ।—লক্ষণ রে ! ধরু ধরু,

মোহের শৃঙ্খল ছিঁড়ি’

রাম মোর পাশায় কাননে ;

পারি নি ধরিতে আমি,

ধরু তুই, ধরু রে লক্ষণ !

মহারাজ, কৈকেয়ী হৃৎজনে

ছলচক্রে—ষড়যন্ত্রে আজি

রামহারা করিল আমারে !

লক্ষণ রে ! ধরু ধরু ।

(মূচ্ছা)

রাম ।—হায় হায়,—হা বিধাতঃ !

এ কি বিড়ম্বনা !

কেমনে প্রবেদি মায়ে !

(মূচ্ছাভঙ্গ করিয়া কৌশল্যাকে উত্তোলন)

লক্ষণ ।—কি ! পিতাই করিল হেন কাজ

ভরতের মাতৃসনে ষড়যন্ত্র করি’ ?

ভরত হইবে রাজা রাজসিংহাসনে ?

বনবাসী জ্যেষ্ঠ পুত্র রাম ?

জ্যেষ্ঠা রাজ্ঞী কৌশল্যা জননী

পুত্রশোকে কাঁদিবে আছাড়ি’ ?

লক্ষণের চির-আশা মিশিবে বাতাসে ?

কখনই না—কখনই না—

প্রতিজ্ঞা আমার—

আমিই করিব রামে রাজা ।

দেখি, কে নিবারে মোরে আজি ।

শান্ত হও, মা জননি !

নিবার নয়ন-বারি,

এই তরবারি হরিবে বেদনা তব ।

পুনঃ কহি, প্রতিজ্ঞা আমার—

যদি আজ ইঞ্জি আসি’ শত্রু হ’ন মোর,

শতধণ করিব তাঁহারে ।
দাঁড়াক্ জগৎ এক দিকে,
এক দিকে দাঁড়াক্ লক্ষণ,
তবু না পারিবে কেহ আজি
শ্রীরামের সিংহাসন নিতে,
ভরতেরে রাজ্যটাকা দিতে ।
কি ছায় ভরত !
আজ বধিয়া তাহারে এই অসিধারে,
ভাসাইয়া দিব সরসুর নীরে ;
বধিব মায়েরে তার
পাপ-জিহ্বা ছিন্ন ভিন্ন করি' ।

ম।—রোধবশে এ কি কহ, ভাই ?

ভরতের কিবা দোষ ?
কিবা দোষ মধ্যমা মাতার ?
ভাতৃবধে মাতৃবধে মহাপাপ ঘটে,
হেন ইচ্ছা না করিও মনে ।

লক্ষণ।—পাপীরে বধিতে কিবা পাপ ?

ম।—কেহ পাপী নহে, ভাই !
দৈবের ঘটনা-বলে আমি বনবাসী ;
দৈবে শিরে ধরি' স্থির কর মন ।

লক্ষণ।—না মানি দৈবেরে আমি ;
তোমার চরণ ধূলি-বলে
বাহুশূলে শক্তি মোর সতত বিরাজে
দুঃ জনে দণ্ডিবারে ;
দণ্ডিব এখনি,
ধণ্ডিব তোমার বাধা, রঘুমনি !
মুক্তকণ্ঠে কহি আমি স্পর্শি' তব পদ,
যতক্ষণ প্রাণ মোর, ততক্ষণ তরে
কেহই ভরতে আজ রাজ্য সম্প্রদান
করিতে নারিবে ।

পিতাও যদ্যপি হ'ন অরি,
তাঁহারেও করিব সংহার,
না মানিব পিতা বলি' তার ।

ম।—ছি ছি, ভাই ! এ কি কহ ?

কি কহিবে লোকে তেরে ?—
কি কহিবে মোরে ?

লক্ষণ।—কি কহিবে লোকে আজ রাজ্য দশরথে ?

কি কহিবে দুঃষ্ট কৈকেয়ীরে ?

ম।—লক্ষণ ! আমার প্রতি বহুভক্তি তব,

শক্তি তব তুলনাবিহীন ;
জানি আমি,
সকলি করিতে পার তুমি মোর তরে ;
কিন্তু এবে রাখ মোর কথা,—

অভিপ্রায় নাহি দুঃখি' মোর,
কি হেতু উতলা হও এত ?
কেন রোধে অলস অনল ?
তুমি ত নিরোধ নহ, ভাই !
ক্ষাণ হও, কহি কর ধরি' ।

অগ্রজ বলিয়া মোরে মান তুমি,
অগ্রজের আজ্ঞা ধর শিরে,
দৈর্ঘ্য-জলে ডুবাও ডুবাও মহারোধ ।

লক্ষণ।—আজ্ঞা তব অলঙ্ঘ্য আমার,
নিষ্কেপ করিহু হুমে অসিধমুদ্রাণ,
তুলিহু মনের ক্রোধ ;
কিন্তু, দাদা !
তুলিতে মনের জালা পারি না—পারি না ।
যাই—যাই—পিতারে কহিয়া
দুঃচাই তোমার বনবাস ।

কৌশল্যা।—লক্ষণ রে ! চল চল ।

দাঁতে কুটা ধরি,
কণ্ঠে বাঁধি অশ্রুমাধা এ অকল,
ধরি গে রাজ্যের পায়ে ;
লক্ষণ রে ধরু মোরে,
উঠিতে পারি না, পাণ !

লক্ষণ।—চল মা !

ম।—জননি গো !

এ দাস তোমার সত্যে বাঁধা,
সত্যের করিয়া অপমান
কেন ইচ্ছা কর মোর রাজসিংহাসনে ?
না বলিও নিষ্ঠুর আমার,
ভয়ে ভয়ে ক্ষমা চাহি পদে,
নিশ্চয় জানিও, মাতা !

তব পুত্র রাম, সত্যের কারণে
সকলি তাজিতে পারে ;
পিতা, মাতা, ভাতা, পত্নী কিছু নাহি চাহে ।
কৌশল্যা ।—হা রাম !

(মুচ্ছা)

রাম ।—ধর ধর জননীরে ;
লক্ষণ !
মাতারে সান্নিধ্য করি' গৃহে ল'য়ে যাও,
আবার করিব দেখা ।

[প্রস্থান ।

কৌশল্যা ।—কই রাম !—কই রাম !
লক্ষণ রে ! ধরিতে নারিলি তা'রে ।
লক্ষণ ।—এবে গৃহে চল, গো জননি !
রঘুনাথ আসিবেন পুন তব পাশে ।

[উভয়ের প্রস্থান ।

পঞ্চম দৃশ্য ।

অবোধানগরী—রাজ্যঃপুরস্থ উপবন ।

সীতা ।

সীতা ।—সমুদ্র উৎপলি' যথা বহে মহাস্রোতে,
তেমতি রোদন-নাদ যোর-কোলাহল
আচম্বিতে কি হেতু বহিল বেগে ?
শুভ দিনে সুপ্রভাতে
অন্তঃপুরে কি ঘটনা ঘটিল সহসা ?
দেখি—দেখি ।

(প্রস্থানোদ্যোগ)

বেগে উন্মিলার প্রবেশ ।

উন্মিলা ।—হায়, হায় ! সহসা ঘটিল সর্বনাশ !

সীতা ।—কি ঘটিল, কহ বলি' ?

উন্মিলা ।—

কৈকেয়ী লইল বর শঙ্করের পাশে,—

রাঘবের আজি বনবাস !

সীতা ।—হা নাথ !

(পতন ও মুচ্ছা)

উন্মিলা ।—হায় হায়, এ কি হ'ল !

ভাঙিল গো সুবর্ণ-লতিকা !

কেন দিমু এ শোক-বারতা !

(মুচ্ছাভঙ্গকরণ)

সীতা ।—ধর ধর বন্ধু চাপি',

ফেটে গেলো—ফেটে গেলো—

উহ—কি যক্ষণা !

কোমল জিহ্বায় ভুই

সুকঠিন বজ্র আনি' নিক্ষেপিলি শিরে !

উন্মিলা রে ।—ধর মোরে—যাই যাই !

হা নাথ !—হা নাথ !

(পুনঃপতন)

উন্মিলা ।—বৈদ্য পর, বৈদ্যমরি !

কি হইবে অদীর হইলে ?

(নেপথ্যে পদশব্দ)

ঐ যে আসেন রঘুমণি ;

না পারি থাকিতে আর ;

শাস্ত হও—যাই আমি এবে ;

শিখরকাণ্ডারী হরি !

এ বিপদে কর পার অভাগী সীতারে ।

[প্রস্থান ।

রায়ের প্রবেশ ।

রাম ।—এ কি, প্রিয়ে !

উদ্যানের দুলিপরে

কি হেতু লুটি'ছে ?

ড কেন ভাসে জলে ?

সীতা ভনিমু উন্মিলার যথেষ্ট ?

অ বনবাস ?

মথ্য কি আজি ভুজঙ্গিনী ?

সত্য ।

কেন ।

রাম ।—ধর

আমি বাধা পিতৃভক্তি-ডোরে ;
তঁই সে অরণ্যে বাব আমি
কৈকয়ী মাতার ইচ্ছা করিতে পূরণ ;
ভরত হইবে রাজা রাজসিংহাসনে ।

না নিন্দাও মধ্যমা মাতারে,
না নিন্দাও পিতারে আমার ;
না নিন্দাও নিজেদেরও ভূমি ।

শুন এবে, প্রিয়তমে !
মোর তরে না হ'লো চিন্তিত ;
ভুলিব না কখন তোমারে ;

যেখানেই থাকি আমি,
স্মরিব তোমারে অনিবার ;
ভক্তমাধব হৃদয় পিতারে সযতনে ;
মোর হৃথিনী জননী

দিবার তি পুড়িবেন নিদাকন শোক,
অবিরত সেবা করো তাঁর ।

আর এক অমরোণ, বিষে !—
মধ্যমা মাতারে মোর না বলিও কিছু ;
ভরত হইবে রাজা,
রাজা বলি' মানিও তাঁহারে,
পুত্রসম করিও যতন,
না হইও কষ্ট কণতরে ।

বলিযু যে সব কথা, পালিও যতনে,
দেখ' যেন একটিও বিকল না হয় ;
পতি আমি—সতী তুমি—মনে যেন বয় ।
বিলম্বিতে নারি আর চলিযু এখন ।

সীতা ।—কোথা যাব, প্রাণেশ্বর !

তোমা' ছাড়ি' এ হৃথিনী র'বে কার কাছে ?
কোন দোষে ছাড়িয়ে আমারে,
একা যাবে অরণ্য-মাকারে ?
সামীর অর্দ্ধাঙ্গ পত্নী
কি বিচারে তবে তা'রে তৈলি'ছ চরণে ?
পিতা মাতা দিলা উপদেশ,—
'কি সন্দেহ, কি বিপদে,
মতি রেখো পতি-পদে,
পতিপাশে থেকো অনিমেষ ।'

সে অমূল্য বাণী কেমনে ভুলিব, রত্নমণি ?
না হইও বাম মোরে,
বামা বলি' চাহ মোর পানে ।

রাম ।—প্রিয়তমে ! তব প্রতি রাম নহে বাম,
সীতারামে অবৈদ্যাত্মা ।

সীতা ।—তবে কেন ভেদ ভাব' আজি ?

ত্রিশোকের বিভব না চাই,
লধু তব সহবাস-আশা ;
তোমারে ছাড়িয়া,
অগ্নির অুখেও ইচ্ছা নাই ।
তুমি যথা—আমি তথা,
কাব্য ভূমি—জয়া তব সীতা ;
কেমনে ভাসাবে আজ তা'রে
শোকের পাবারে, নাথ !

রাম ।—কোমলাঙ্গি !

অরণ্য যে ভয়ঙ্কর অতি ।

সীতা ।—কেন এ ছগলা, প্রাণনাথ ?

তুমি যে ভয়ের ভয়,
তব সঙ্গে থাকি যদি, কি ভয় কাহারে ?
কিন্তু, নাথ, রামশূন্য স্থানে
সংস্র অন্তর যদি রয়,
তবু ভয়ে মরিবে জানকী ।
অরণ্য অযোগ্য এবে মোর,—
অযোগ্য অরণ্য ভয়ঙ্কর ।
কেলো না—কেলো না পারে তৈলি',
হৃথিনী মৈথিলী তব দাসী ।

রাম ।—ভুক্তিমতী তুমি, সীতে !

অদূর হইলে কেন আজ ?

বিদুমুখি ! ছাড় ছাড় হেন অভিশাপ ।

সীতা ।—নাহি দিও বাধা মোরে, নাথ !

এই মোর অভিশাপ,
দগবায় রহে ঘেই স্থলে,
যেখানে কুম্ভচয় সতত হুটিয়ে রয়,
চারি দার পূর্ণ পরিমলে,
সে নিবিড় বনে তব সনে বাব আমি,
তাপসী হইয়া,

তব রাডা পা হু'খানি লেবিব যতনে ;
বনকুলকুল তুলি' পূজিব স্রীপদ তব ;
নাহি দিও বাধা, দয়াময় !

রাম ।—হায় হায়, কেমনে লইব তোমা' বনে !

কেমনে নিষ্ঠুর হ'বে রাম
অরণ্য-যন্ত্রণা দিয়ে তোমা'রে, প্রেমসি !
না করিও অমরোধ আর,
নারিব করিতে তোমা' অরণ্যবাসিনী ।
থাক হুমি—যাই আমি—

(প্রস্থানোদ্যোগ)

সীতা ।—শত দিব্য মোর,

ছেড় না—ছেড় না অভাগী'রে ।
নিতাই হই সঙ্গিনী না কর মোরে যদি,
বাও বধি', গুণনিধি ! যুচুক যন্ত্রণা ।

(পদমূলে পতন)

রাম ।—ওঠ ওঠ, বিধুমণি !

অকম রাখব আজ
এ ইচ্ছার—এ শোকের স্রোতে বাধা দিতে ।
চল তবে, বরাননে !
কি না ভব'সিও মোরে শেষে
বনবাস মহাক্রমশে ।

লক্ষ্মণের প্রবেশ ।

লক্ষ্মণ ।—দাদা !

কাতরা তুরগী সম লুপ্তেন হৃতলে
কৌশল্যা জননী তব শোকে !
'হা রাম ! হা রাম !' শ্বনি
উঠি'ছে কাতর কণ্ঠ প্রত্যেক নিশ্বাসে ।

রাম ।—কোথা, ভাই, হুমিত্রা জননী ?

লক্ষ্মণ ।—বড় মা'র পদতলে পড়ি'

কাঁদে মাতা হাহা-রবে ;
নারিনু তিষ্ঠিতে তথা,
বড় কষ্ট বিধি'ছে মরমে !

রাম ।—হায়, কি বিভাট আজি, ভাই !

কি প্রমাদ পাড়িল বিধাতা !

চল, বে লক্ষ্মণ

হুমিত্রা, কৌশল্যা মাতা দৌছে
দেখি গিয়া,—করি গে লাভুনা ।

[রাম ও লক্ষ্মণের প্রস্থান

উদ্ভিলার পুনঃপ্রবেশ ।

সীতা ।—উদ্ভিলা রে !

নাহি কেহ অভাপিনী আর
এ বিশ্বমাকারে মোর সম ;
বিষম যন্ত্রণা মর্ষে বিধে !
কি কুফলে রাতি পোহাইল,

ভেসে গেল প্রাণের আনন্দ

হুপ্রবল নিরানন্দ-স্রোতে !

উদ্ভিলা ।—হা বিধাতা ! এ কি হ'ল ! হায় হা !

সীতা ।— (গীত)

কোথা আজি রতুমি বসিনে মি'হাসনে ।
কোথা আজি নিষ্ঠাসন নিবিড় দণ্ডক-বনে ॥
কে জানে সহসা আজ, পড়িলে কটন বাজ,
বনবাসী বুঝাজ বিধাতার বিড়ম্বনে ॥
কৈকেয়ী সাদিল বাদ, না মিটিল মন-মাধ,
হায়, এ কি পরমাদ, হৃদয়ে সিঁদা—
প্রাণ যে কেমন করে, শোক যেন বন্ধ কীরে,
উপনি' উৎসি' পড়ে, আধার হেরি নরনে ॥

(নেপথ্যে নারীকণ্ঠে 'হা রাম ! হা রাম !

ইত্যাদি বোদমঞ্চনি)

হায় হায়, এ কি হ'ল ! চল চল !

[উভয়ের প্রস্থান

ষষ্ঠ দৃশ্য ।

অযোধ্যানগরী—লক্ষ্মণের কক্ষ ।

লক্ষ্মণ ।

লক্ষ্মণ ।—বড় রেহ করেন আমারে রতুমণি,

তাই সে রাখিলা উপরোধ ;

যাব আমি তাঁ'র সনে দণ্ডক-অরণ্যে ;

কি কাজ এ ছার অশোধ্যার ?

দেখিতে হইবে চক্ষু কৈকেয়ীর মুখ !
দেখিতে হইবে চক্ষে পাপী ভরভেরে
থাকিলে এ পাপ-রাজ্যে !
যথা রাম, তথায় লক্ষণ ;
রামে ছাড়ি' না চাই থাকিতে স্বর্গপুরে,
কি ছার অযোধ্যাপুরী—নরক—শস্থান !

উন্মিলার প্রবেশ ।

প্রিয়তমে !
চলিছ দণ্ডকারণ্যে শ্রীরামের সনে
চতুর্দশ বর্ষ তরে ।
এতক সময় তুমি থাক এই স্থানে,
পূজ্য নারায়ণে রামের মঙ্গল তরে ।
শ্রীমা—প্রাণেশ্বর !
বড় রাজ্যে বৃকে ছাড়িতে তোমারে ;
অভাগিনী কান্না কাঁচেরে রবে,
কান্না মুখ পরিখিয়ে জুড়াবে জনর ?
কিন্তু, হায়, কি আর বলিব,
জোষ্ঠের তোমার, ভগ্নীর আমার
অপার বিপদ-সিদ্ধি হেরি'
হ'য়েছি আকুল অতি ।

বৈষ্ণব সে বারিহে নারি তোমা' ;
কিন্তু নিবেদন বাড়াপড়ে,
দাসীরেও সঙ্গে লহ, নাথ !
সীতারামে বনবাসে তুমি ত দেখিনে,
কে সেবিবে তোমারে, প্রাণেশ,
দাসী যদি নাহি রহে পাশে ?
শ্রীমা—প্রিয়তমে ।

জানি আমি প্রতিপাণা তুমি,
জানি আমি মোর কষ্টে কষ্ট পাও অতি,
কিন্তু, সতি ! কেমনে লইব তোমা' মাঝে ?
পুত্রশোক—পুত্রবশোক
আপুথাসু কৌশল্যা জননী,
মাতা মোর কাতরা আমার শোকে,
অসহ বড়ো সহি' দৌছে
রহিলা এ পাপপুরে ;

কেহ মিত্র নাহি সে দৌহার
তুমি বই এবে, নিম্নমুখি !
তাই বলি,
কেমনে লইব তোমা' ধনে মোর বনে ?
কৌশল্যা জননী আর মাতারে আশার
সান্ত্বিবারে রহ তুমি হেথা ।

উন্মিল্য—আজ্ঞাধীনা দাসী আমি তব,
না পারি এড়া'তে তব বাণী ;
উভয় সঙ্গট মোর আজ,—
এক দিকে পতি বনবাসী,
অন্য দিকে স্বজ্ঞা দৌছে ভাসে অশ্রুধীরে,
এ অভাগী মধ্যে পড়ি' আকুল পরাণ !
কেন দিখি সাধিল এ বান, নাথ !
লক্ষণ—থাক, প্রিয়ে ! থাক থাক,
ও কথায় কাজ নাই আর ।
বিরচিত্তে রহ তুমি,
চলিছ এখন আমি রাখবের পাশে ।

(গমনোদ্ভোগ)

বেগে স্মৃতিহার প্রবেশ ।

[উন্মিলার প্রস্থান ।

স্মৃতিহার—বাগ্নে আমার !
তুইও নাকি বনে যা'বি আজ ?
লক্ষণ—না, মা ! না, মা !
স্মৃতিহার—কেন রে ভুলাস' আর,
হৃদিনীর ধন ?
বিধাতার এ কি কালখেলা !
দিক্ রে কৈকেয়ী তোরে !
তো' হ'তে মজিল আজ সোণার সংসার !
বাহা বে ! বাপ রে ! লক্ষণ !
লক্ষণ—মা ! কি হেতু বিষাদে কাঁদ তুমি ?
ছা'টি তনয়ের তুমি মাতা ;
মা কৌশল্যা একপুত্রবতী,
তার অকলের নিধি আজ বনবাসী ;
কে সন্তুষ্ট করিবে তাঁহার তথা
আমি বই, মা জননি ?

ভয় কি তোমার, মাতা ?
শত্রু কনিষ্ঠ পুত্র তব,
তা'র মুখ হেরি' তুমি থাক রাজপুরে ;
শ্রীরামের দাম'তব এ পুত্র লক্ষণ,
ভব গর্ভে জন্ম এর তাঁ'র মেবা তরে ;
তা'রে ছাড়ি' কোন ঠাই না পারি তিষ্ঠিতে ;
তুমি যথা মাতা মোর, সীতা তথা মাতা,
কে সেবিবে বনে তাঁ'রে এ পুত্র বিহনে ?

জল ছাড়ি' মীন নাহি বাচে,
সীতারামে ছাড়ি'
না বাচিবে তোমার লক্ষণ কণকাল।
ভুট্টচিত্তে দাও মা বিদায়,
কর আশীর্বাদ,
চতুর্দশ বর্ষ পরে আবার নয়নে
হেরি যেন পাদপদ্ম তব।

হুমিত্রা।—লক্ষণ রে ! কি আর কহিব,
মা হ'য়ে কেমনে ক'ব,—যা রে বনে !
কিন্তু তুই রামগতপ্রাণ,
নারিব বারিতে তোরে, বাছা !
ভাতভক্তি হোর অহিন্ময়ে পাখা,
কা'র সাধ্য ছিন্ন করে তা রে ?
আশীর্বাদ করি,—
এস কিরি' নিরাপদে পুনঃ তিন জনে।
চল, বাছা !
শ্রীরামের কবে তোরে করি রে অর্পণ।

[হুমিত্রা ও লক্ষণের প্রস্থান।]

উর্মিলার পুনঃপ্রবেশ।

উর্মিলা।— (গীত)

এ কি বিড়ম্বনা, মরম-যাতনা,
জদয়-বেদনা বাড়িল গো !।
উর্মিলার প্রাণ, জননী সমান,
ভগিনী কাননে চলিল গো !।
প্রাণে দাখা পেলে, বা'ব কা'র কোলে,
হায়, বিধি এ কি করিল গো !।
কণো এ কি হ'ল, সব পেলে গেল,
দাঁথায়ে আলোক ডুলিল গো !।

আশায় হতাল, বিবাদ-হতাল,
শোকের বাতাসে জ্বলিল গো !।
কোন সর্বনাশী, এ বিপদ-রাশি,
হৃথের এতাতে আনিল গো !।
রঘুবীর চেয়ে, ভগিনীর চেয়ে,
মোরে বিধি বাধ হইল গো !।
হ'য়ে আমিহারা, হ'য়ে ভগ্নীহারা,
কেন না উদ্ভিগা মরিল গো !।

(রোদন)

সীতার প্রবেশ।

সীতা।—কেন, বোন ! কেন কঁাদ !
উর্মিলা।—মোরে ছেড়ে কোথা যা বৈ, কিদি ?
(পদমূলে পতন)
কা'র কাছে র'ব আমি !
(রোদন)

সীতা।—উর্মিলে রে !

কৈদ' না—কৈদ' না, বোন, আর,
বড় ব্যাভে বৃকে তোর এ শোকের কর্ত,
বড় ব্যাভে প্রাণে মোর নয়নের অশ্রু তোর !
এস যাই হুমিত্রা মাতার পাশ।

[উভয়ের প্রস্থান।]

সম্প্রদায় দৃশ্য।

কথোখানগরী—কৈকেয়ীর কক্ষ।

দশরথ, সুমন্ত্র ও কৈকেয়ী।

কৈকেয়ী।—মহারাজ !

এখনো বিলম্ব রাম করে কি কারণ ?
অবিলম্বে প্রের' তা'রে দণ্ডকের বনে।
দশ।—হায় হায়, কি কঠিন পিতা আমি,
কি কঠিন জদয় আমার !
কোথা, যত্ন,
দাও রে আশ্রয় হতভাগা দশরথে।
সুমন্ত্র।—অগ্নি নিরবধি কৈকয়-কুমারি !

পৃথিবীর অধীশ্বর রাজা দশরথ
পুত্রনীর পতি তব ;
তাঁর প্রতি এ কি ব্যবহার,
এ কি অত্যাচার, এ কি অবিচার !
বুঝিলাম এতক্ষণে—
লৌহময় বন্ধ তব, জিহ্বা ক্ষুরধার ;
দয়িতবাণিনী তুমি, রাজবংশবিনাশিনী,
দয়া মায়া নাহি তব চিতে ।
স্বামীরে শোকের নীরে ডুবাও কেমনে ?
এ কার্য দেখিয়া তব কি ক'বে জগৎ ?
কেন তুল' নিজ শিরে কলঙ্কের ডালি ?
স্বামী তব মহারাজ,
তাঁর প্রতি এই কাজ, হি হি, রাণি !
পৈশাচিক বৃত্তিবশে
কি হেতু মজাও আজ এ রাজসংসার ?
কি সাহসে ইচ্ছ তুমি
জ্যেষ্ঠ বর্ভমানে কনিষ্ঠে করিতে রাজ্য ?
বিনা দোষে রামচন্দ্রে পাঠাইতে বনে ?
দিক্ দিক্ তোমার এ পাপ-লোভে !
অযোধ্যা—শূশানে
পুত্রসনে ভুঞ্জ রাজ্যসুখ, কলঙ্কিনি !
চলিহু রামের সঙ্গে মোরা ;
হা দিক্ ! হা দিক্ !
তোমার এ পাপ-ব্যবহারে
এখনো কি হেতু ধরা বিলীর্ণ না হয় ?
কি হেতু উঠে না সিদ্ধ বেগে ঔষধিরা ?
ভয়ঙ্কর অধিকার দিকারে তোমাতে
ব্রহ্মধিরা কেন দগ্ধ না করে এখনো ?
কি আর কহিব আমি, প্রহুপত্নী তুমি,
নহিলে সরসু-জলে
ডুবাইয়া মারিতাম কর্তে বাঁধি শিলা ।

রাম, লক্ষ্মণ, সীতা ও বশিষ্ঠের প্রবেশ ।

শ ।—(উখিত হইয়া)—

আয়, রাম !—আয়, রাম !

আয় কোলে আয়,

বন্ধঃস্থল জুড়া রে আমার,
পুড়ে গেল—পুড়ে গেল !
(রামকে ধারণ করিবার উদ্যোগ, কিন্তু
ভুতলে পতম)

রাম !—হায় হায়, এ কি হ'ল !

(দশরথকে ভুতল হইতে উত্থাপন)

শান্ত হও, পিতৃদেব !
মানব-সংসারে সুখ হুঃখ এক স্ত্রে বাঁধা ;
চিরদিন সমান না যায় ;
জনে জনে সাম্য নাহি থাকে ;
কেহ রাজা—কেহ এজ্ঞা,
কেহ দাতা—কেহ বা ভিখারী ;
কেহ আজ ভুঞ্জে স্বর্গসুখ,
ডুবে কালি হুঃখের পাথারে ;
কেহ আজ কাঁদিয়া আতুল,
হাসিয়া উদ্ভাস্ত হয় কালি ;
বিধাতার স্বষ্টি এই—ইহাই নিয়ম ।
কার মাদ্য লক্ষে ইহা স্বর্ণকাল তরে ?
শান্ত হও, পিতা !
কেন মায়াজালে জড়িত হইয়া,
সত্যের গুরুত্ব কর লোপ ?
ছট্‌চিতে দাও গো বিদায়
তব এ অধীন দাসে বনবাসে ।
তব অংশীদারে,
কোন কষ্ট নাহি হ'বে মোর ঘোর বনে ।
গাহিয়া সত্যের জয়,
করিব সময় জয় *
চতুর্দশ বর্ষ বনে, শৈলে, নদী-তটে ।
অরণ্যের যোগী ঋষিগণ
শুনিবেন আমার সে সত্য-জয়-গান ;
পর্বতকন্দরে সিংহ,
তৃণময় বনমাঝে আরণ্য মহিষ,
তরুচ্ছায়ে মৃগসারি,
তরুশাণে সুধাকর্ষ পাখী
শুনিবে নিয়ত মোর সত্য-জয়-গান ;

তরুলতা ফুল-কর্ণ পাতি'
সে গান শুনিবে দিবারাতি ;
চকল আরণ্য বায়ু নিশ্চল হইয়া
মাতিবে সে গীতি শুনি' ;
সে আবার বারংবার ঢালিবে সে গীত
প্রতিধ্বনি কুমারীর গভীর প্রবণে ;
প্রতিধ্বনি পুনঃ গাইবে নাচিয়া সেই গান
দূর-দূরতর বনে গভীরে গভীরে ;
আহা, সেই কালে,
প্রতিধ্বনি-মুখ হ'তে আমারি সে গীতি
আসিবে আমারি কর্ণে ফিরি' ফিরি' ফের ;
পিত গো !
বড় ইচ্ছা শুনিতে সে গীত বনে বনে ।

রাম।—রাম রে ! বৎস রে !

অধর্মী জনক আমি তোর,
দল্য আমি—পাপী আমি—অশ্রম নারকী ।
নিশাচরী ত্রীর বশে স্ত্রৈশ দশরথ
রাখিল রে অক্ষয় কলক বিজগতে ;
নরকে ও নাহি স্থান মোর ।
কাজ নাই অরণ্যগমনে,
বাধি' মোরে লোহার শৃঙ্খলে,
বন্ধঃস্থলে চাপা'য়ে পাষণ,
হও রাজা রাজসিংহাসনে ।

কৈকেয়ী।—এ কি কহ, মহারাজ !

পলকে পলকে প্রতিজ্ঞার অবহেলা !

রাম।—কেন, মা, ডরাও তুমি ?

মোর শোকে বড়ই অধীর পিতা,
তেঁই হেন কহেন বচন ।
কোন ভয় নাহি তব, মাতা ।
সত্যবাদি-পুত্র বামে সত্যবাদী বলি'
জানে এ বিশাল নিগ ;

সত্য-অপমান নাহি করে রাম ;

পুরাণ মনের বাস্তব, মাতা !

ধরিয়াছি যোগিবেশ,—

বৃক্ষের বক্ষল জটা হের, মা জননি !

অশ্রম।—ভরতেরে কর রাজা রাজসিংহাসনে

নিরাপদে নির্দিবানে ;

মাতাপুত্র মিলি',

মিটাও মনের সাধ রাজ্যদুঃখতোপে ।

রাম।—লক্ষণ !

কেন কলকি'ছ জিজ্ঞাসা তীর বাক্যবাণে ?

কৈকেয়ী।—রাম !

লক্ষণ, সীতাও কি রে যা'বে তোর সঙ্গে ?

রাম।—নারিহু বারিতে এ ধোঁহারে ।

কৈকেয়ী।—বেস্ বেস্, বাও তিন জনে ।

হাঁ রে রাম !

জানকী কি হেতু নাহি পরিল বক্ষল ?

দুই ভাই সাজিলি সন্ন্যাসী,

সন্ন্যাসিনী কেন নহে সীতা ?

যা' কিছু অযোধ্যাপুরে,

ভরতের অধিকারে সব ;

জানকীর পটবাস, রত্নময় ভূষা

মাণ্ডবী পরিলে দেহে ।

খল, সীতে । রাবী-সাজ, রত্ন-আভরণ,

কৌশেয় বসন ; পর এ বক্ষল ।

(সীতার হস্তে বক্ষল প্রদান)

লক্ষণ।—হা অদৃষ্ট ! হা বিধাতা !

এ অনায়্য নাহি সহ্যে প্রাণে ;

না পারি দেখিতে চক্ষু আর ;

অগ্রসর হই আমি ;

না চাই দাঁড়া'তে এই অধর্মের স্থলে ।

হে পুত্রবৎসল পিতা !

তনয়বাৎসল্য ভাল রাখিলে অগতে !

সুখে থাক, ভরতজননি !

সাজাও সীতারে ভিষারিণী ।

এত অত্যাচার ধর্মের নাহি সবে কভু ।

রাম।—আবার, লক্ষণ !—

[লক্ষণের প্রস্থান ।

কৈকেয়ী।—বিলম্ব না সহ্যে আর,

পর সীতে ! এ চীরবক্ষল !

সীতা।—ধনুর্মণি ! কেমনে বক্ষল পরি ?

নাহি জানি বক্ষলধারণ ।

বশিষ্ঠ ।—সহ নাহি হয় আর
কৈকেয়ীর এত অভ্যচার ।
কহ, হুটে কৈয়কুমারি !
কি বিচারে হেন আচরণ ?
জানকীর বর অঙ্গে পরা'বে কি হেতু
রক্ষের বঙ্কল ?
কোন বরে পুর হেন আশা ?
কতু না ঘইতে দিব নিবিড় কাননে ;
অবেশ্যার রাজলক্ষী সরলা সীতারে
কতু না পরিতে দিব গাছের বাকল ;
কোন যুগে, কহ বিষমুখি !
স্বর্ণপ্রতিমা আজ ডুবা'বে কর্দ্দমে ?
এততেও লজ্জা নাহি হয় ?
ধিক থাক্ জীবনে তোমার !
তব পাপকণ্ঠে শত ধিক !
দেখি, কত দূর সাধ্য তব ;
আজই করিব রাণী রাজসিংহাসনে
জানকীরে শাসনভেদ ;
করিতেছি মনের বাসনা 'তব মনেই বিলীন,
রহ রহ, স্বার্থের কিস্করি !

রাম ।—কাত্ত হও, রাজগুরু !
ভাগ্যদোষে এ ঘটনা ঘটিল আজি গো,
নাহি দোষ মধ্যমা মাতার ।
সকলদর্শী তুমি, তপোধন !
জান মোর মনোভাব বিধিভেদে,
জান ত বিধির লীলা ।
এ মম মিনতি তব পদে,
ক্ষান্ত হও—পরিহর রোধ ।

বেগে কৌশল্যার আবেশ ।

কৌশল্য ।—হা রাম !—রাম রে !
এ কি বেশ ! এ কি বেশ !
মা থাকিতে ঘোঁসী তুই আজ,
কেন বাজ না পড়ে এখনো শিরে মোর ?
কে আমার স্বর্ণের চাঁকে
ঢাকিল বঙ্কল-বেগে ?

আর না—আর না,
চল, বাছা ! চল, বাপ !
মায়ে পোয়ে ছাড়ি' এ পাপের পুরী,
ধার্মিক রাজার দেশে যাই ।
ভিক্ষা ক'রে দুয়ারে দুয়ারে
খাওয়া'ব তোমারে, বাপু'ন !
ফেলে দে ঘোণীর বেশ,
নয়নে বিকি'ছে শূল—অস্তুর আকুল !
রাম ।—শান্ত হও, মা জননি !
পুত্র বলি' কথা ধর মোর ;
কৈদ' না—কৈদ' না, যা তা !
আরো বাধা পাইবেন পিতা ।
কৌশল্যা ।—এ কি !—এ কি ! হার হার !
সীতাও চলিল বনে !
হা রে বিধি ! এ কি বিধি তোর,
না রাখিলি সম্মল আমার !
জীবনের হু'টি ফুল, হু'টিই ছিঁড়িলি,
এ জীবন-বৃত্ত কেন না ভাঙিলি তবে ?
নাহি কি রে তোর পুত্র পুত্রবধু,
থাকিলে এ মর্দ-বাধা কেন দিবি ?
দেবতারো এই কাজ !

সীতা ।—কেন, ঠাকুরাণি !
নিম্ন বিধাতারে ;
অদৃষ্টের ফলাফল অবশ্যই ফলে ।
উদ্ভিলা রহিল হেথা,
করিবে সে তোমার শুভ্রতা মোর মত ;
আশীর্বাদ কর মোরে,
স্বামিসনে বন হ'তে কিরিয়া আবার
সেবিব তোমার পা ছ'খানি ।

কৌশল্যা ।—অহা, মা !
না জানি কতই কষ্ট পাইবে কাননে ;
বরবধু ভানুচাপে হইবে মলিন ;
ককর কণ্ঠকে বিদ্ধ হ'বে পা ছ'খানি ।
কেমনে বিদায় দিব তো—
রাম ।—বিলম্ব হ'তেছে, পিতা !
আজ্ঞা দেহ, যাই বনবাসে ।

দশ ।—অহো, বড় যন্ত্রণা রে !

কেমনে বিদায় দিব তোরে !

রাম ।—মোরে না বিদায় দিলে,

সত্যের বিদায় দিতে হ'বে ।

সত্যসন্ধ পিতা তুমি,

অসত্যেরে না ধরিও মনে ;

সত্যবাদী তুমি, পিতা;

সত্যবাদী তোমার এ রাম ।

দশ ।—এস তবে, বাছাধন !

লক্ষ্মণ সীতারে রাখিও যতনে ।

আশীর্বাদ করি,

বনবাস হ'তে কিরি',

রাজা হও অযোধ্যার রাজসিংহাসনে ।

সুমঙ্গ ! আইস রামে রাখি' রথে করি' ।

রাম ।—প্রণিপাত করি পদে, পিতা,

প্রণিপাত, রাজগুরু,

প্রণিপাত, মধ্যমা জননি !

প্রণিপাত তব পদ, মাতা !

আমার শপথ,

শোকহুঃখে না হ'য়ো ব্যাকুল ;

চলিলাম দণ্ডক-অরণ্যে ;

এস, সীতা !

কোথা রে লক্ষ্মণ !

হউক সত্যের জয় ।

[রাম, সীতা ও সুমঙ্গের প্রস্থান ।

কৌশল্যা ।—রাম রে ! কোথা বাস, বাপু !

আমি কাঙালিনী মা যে তোরে ;

দাঁড়া—দাঁড়া, চাঁদ-মুখ দেখিব আবার ।

[বেগে প্রস্থান ।

দশ ।—হা রাম !—হা রাম !

সূর্যশুভ্র হ'লো আজ অযোধ্যা-আকাশ ;

অন্ধকার নরকে ডুবিবু !

রাক্ষসী কৈকেয়ি !

ধিক তোরে—ধিক তোরে !

দূর হ' পাশীয়াস !

প্রতিজ্ঞা আমার,

না দেখিব আর পাণ্ডুধ তোর ।

চল, গুরুদেব !

দেখি দেখি রাম কত দূর ।

হা রাম !—হা রাম !—হা রাম !

[সকলের প্রস্থান ।

পঞ্চম অঙ্ক ।

প্রথম দৃশ্য ।

শূন্যবেরপুর—গঙ্গাতট ও পার্শ্বে নিবিড় অরণ্য

রাম, লক্ষ্মণ, সীতা ও সুমঙ্গ ।

রাম ।—হৃদয়বর !

শূন্যবেরপুর এই শোভে গঙ্গাতটে,

তটশোভি' নিবিড় অরণ্য মেঘাকার ;

ওই দেখ গুহরাজ-রাজধানী ;

নিষাদের পতি গুহ বসেন ওখানে ।

পরম বাক্য তিনি মোর,

তাঁর প্রীতি-ডোরে বাধা আছি আমি ;

চেপিতে বাসনা করি তাঁ'রে ।

এবে তুমি যাও অযোধ্যায়

অবিলম্বে কিরাইয়া রথ ।

নির্দোষে আইবু মোগা বনে,

জনকেরে ক'হ এ বারতা ।

আর যে সকল কথা বলছি তোমারে,

একে একে ক'র নিবেদন

পূজ্যপাদ পিতারে আমার,

মাতা কৈকেয়ীরে, মাতা সুমিত্রারে,

মাতা কৌশল্যারে মোর ।

সাদৃশ্য করিও তাঁ' সবারে

সচিব-উচিত যুদ্ধ বুদ্ধির বিধানে ।

মধ্যমা মাতার ভুক্তি তরে

অবিলম্বে আনাইয়া জাভা করতরে

দিনে রাজটীকা ।

বাও এবে, মস্তিষ্ক ! স্থিরভগমনে ।

হুমত — রঘুনাথ !

আর না বাইব কিরি' অধোধ্যানগরী,

কেমনে পশিব সে স্থানে,

তোমা' ছাড়ি' না চাই ধরিতে

এ ধরায় এ ছার জীবন ।

তব সনে বনে বনে র'ব,

সেবির তোমা'রে অমূল্য ।

প্রভুপুত্র তুমি, রঘুনাথ !

অমূল্য ভূতা আমি তব ;

আমি না থাকিলে পাশে,

কেবা সেবা করিবে ও পদ ?

এ মোর মিনতি, দাশরথি !

বাইতে অধোধ্যাপুরী না কর আদেশ ।

রাম — রাজমন্ত্রী !

তানি আমি লক্ষ্য তোমা'র ;

ইচ্ছাকৃত কুলে

শব সম বান্ধব না দেখি কোন জনে ;

কিন্তু কি করিব আর এবে,

অনিচ্ছায় পাঠাই তোমা'রে অধোধ্যানগরে ;

গেলে তুমি তথা,

নাহি র'বে মধ্যমা সাতার মনোবাণী,

কিন্তু না বাইলে,

সশেষ বটিবে তাঁ'র অন্তর মাথা'রে

শত গুণে জলন্ত আগুন সম ;

ভাবিবেন,

আজি আমি লুপ্তবিত বনবাসজ্বলে,

তব সনে নগরীর কোন ঠাই ;

তা' হ'লে বিপদ হ'বে বড়,

আরো পীড়িবেন তিনি পীড়িত পিতা'রে মোর

অসহ অসহ ভীত বাক্যভুযানে ।

হুমত — কি আর বলিব আমি, রাম !

লক্ষিতে না পারি তব বাণী ;

অনিচ্ছায় বাই অধোধ্যায়,

কিরাইরা শূন্য রথখানি ।

বাও তবে তব মিত্র গৃহের গোচরে

জানকী লক্ষণ সনে ;

আমিও চলিছ অধোধ্যানগরে

হতাশ বিষরমনে ।

(গমনোদ্ভূত)

লক্ষণ — তিষ্ঠ, মন্ত্রী ! কণকাল,

মনের আবেগ আর না পারি বাহিতে

কহিও ভূপতি দশরথে—

ভাল কীর্তি রাখিলেন ভুবন জুড়িয়া

নির্দোষী রামে'রে বনে দিয়া ;

পিড়মেহ দেবাইলা বেঙ্গ ;

দিলো ভাল বাৎসল্যের পরিচয় ।

কৈকেয়ী'রে ব'লো তিন বার,—

ধন্য তুমি নেহময়ী রামের বিমাতা !

রাম — (হস্ত লক্ষণের মূখ্যারোহ করিয়া)—

তি ছি. ভাই ! না কহিও হেন শ্রেয়-বাণী,

বড় বাজে বুকে ।

লক্ষণ — রঘুনাথ !

আগ্রেই ভূধর পর্জের অন্তরে আমার ।

থাকিতে না পারি আর ;

শুধু তব ডরে,

রাখিছ চাপিয়া মনে দারুণ ব্যথণা ;

কত বনি দিন বেন বিধি,

ওপিব কথিব—

রাম — আবার, লক্ষণ !

লক্ষণ — মহিবর !

ব'লো ব'লো মাতা'রে আমার,

যেন তিনি বড় মারে সেবেন নিয়ত,

সেবিতেন দীতা ঘণা ;

নহিলে 'মা' বনি' আর না ডাকিব তাঁ'রে ।

হুমত — মা জানকি ! কেন ভূমি অধোমুখে ?

তব মনোগত কথা কহ গো আমার,

কাহারে কি ক'ব তব হ'য়ে ?

সীতা — রাজমন্ত্রী !

সিদ্ধর নাহিক বধা কুল,

মনের অনন্ত কথা হেমতি আমার ;

অগ্নিকে কহিব কত আর !
কহিতে যত্নপা বাড়ে বড়,
বলিবার দিন পোলে বলিব তখন ।
এক্ষণে একটি কথা বলি,—
ব'লো ভূমি ভগ্নী উদ্ভিলারে,—
কৌশল্যা হুমিত্রা ঠাকুরাণী,
আর বুদ্ধ স্বপ্নর ঠাকুর
সেবনীর পূজনীয় সঙ্গ ;
ক্রেটি যেন না ঘটে সেবার ।

হুময় ।—রঘুমণি ! চলিছে এক্ষণে ;
লক্ষ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর,
চন্দ্র, সূর্য্য, সমীরণ, নক্ষত্রমণ্ডলী,
ইন্দ্র আদি অষ্টদিকপাল,
বনদেবী আদি দেবীগণ
তোমা' তিনে রক্ষুন নিরন্তর
চতুর্দশ বর্ষ বনবাসে ।

[হুময়ের প্রস্থান ।

রাম ।—চল, সীতে । চল, রে লক্ষ্মণ !
বৃহৎ মিত্রের পাশে যাই ;
বান্ধবের হৃৎ হেরি সুখ পাব মনে,
ভুলিব অরণ্যবাস-কাল ।
হা ! না জানি সে অযোধ্যানগরে
কি ভীষণ শোকসিদ্ধ পড়ি'ছে উৎখলি' !
বুদ্ধ পিতা জী'বেন কেমনে,
তাই ভাবি মনে ;
স্নেহময়ী হুমিত্রা কৌশল্যা মাতা দৌছে
না জানি কাঁদি'ছে কত শোকে !
বধুমাতা উদ্ভিলা সরলা
প্রিয়তম-পতি ভগ্নীশোকে
ধিরলে ঢালি'ছে অশ্রুধারা ;
হা বিধাতা !
কে বুকে তোমার লীলা, লীলাময় ?
তব ইচ্ছা কে পারে রোবিত্তে ?
লক্ষ্মণ ।—রঘুবর !
ওই বুঝি নিবাদের পতি

আসি'ছেন স্বজনগণের সনে
ভেট ল'য়ে ভেটিতে তোমার ।
রাম ।—বটে বটে, চল চল, ভাই !

[সকলের প্রস্থান ।

দ্বিতীয় দৃশ্য ।

অযোধ্যানগরী—কৈকেয়ীর কক্ষ ।

কৈকেয়ী ।

কৈকেয়ী ।—এ কি ! এ কি !

অঁ্যা—এ কি !

কে ও—কে ও ?

ভীষণ মৃদার-হস্তে ধার মোর পানে ?

মারিল মস্তকে বুঝি !—

মেরো না—মেরো না ।

ও কি !—ও কি পুনঃ !—

কে ও আসে ভীম বেশে

বিহ্যাক্ষমনে ছুটি' ?—

ধরধরা লঙ্কাকে বিহ্যুটি-চমকে,

কাটিল কাটিল জিহ্বা মোর !

হায় হায়, কেটো না—কেটো না !

এ কি রে আবার !

গ্রাসিতে আসি'ছে মোর কে রে কে রে !

পর্দিত সমান পক্ষ কে ওই তুলিল

মারিতে আমার বক্ষ ! অহো—অহো !

ইস্—ইস্ ! কি ভীম নরক !

কি ভীষণ হত্যা-হকার !

পুড়াইয়ে মারে বুঝি, হায় হায় !

কেন ? কেন ? কি করিছ ? কি করিছ ?

কি করিলি ?—কি করিলি ?

কেন দিলি রামে বনবাস ?

হা কৈকেয়ী !

রামে তুই দিলি বনবাস !

(পশ্চিম ও মুহূর্ত্ত)

বেগে মন্তরার প্রবেশ ।

মন্তরা ।— হায় হায়, এ কি হোলো !

(মূচ্ছাভঙ্গকরণ)

কৈকেয়ী ।—রাম ! রাম রে !

অপরাধ নিম্নে আমার ;

বড়ই কুবাক্য তোরে বলৈছি, রে বাছা !

ককর্ম ক'রেছি আমি,

ক্ষমা কর মোরে ; মা যে আমি ।

কই বাপ !

কেন নাহি কথা কও ?

কেন মৃগাখা বোলে

নাহি ডাক মা বলি' আমারে ?

ক্ষমা-ধনে তুই বড় ধনী,

ক্ষমা-ভিক্ষা দে রে—দে রে !

মন্তরা ।—ও মা ! আমি যাব কোথা !

এ আবার কি চণ্ডের কথা !

কৈকেয়ী ।—আঁ—কে এ ! রাম নয় ?

উঃ ! সেই চণ্ডালিনী—

সেই পাপীন্দ্রী মন্তরা রাক্ষসী ।

রে নির্দয়ে ! রে নির্ধমে !

চলচক্ষে মজাইলি মোরে !

মজাইলি এ রাজসংসার !

অযোধ্যারে করিলি শাস্তান !

অক্ষয় কলঙ্ক-ডালি শিরে তুলে দিলি !

বে পিশাচি !

তোরি দোষে কৈকেয়ী পিশাচী এবে ;

কৃশ ভরিল ভবমাঝে ;

দিনা দোষে রামে দিমু বনে !

এখনো কি সাধ তোব,

বল বল, মিটাই এখনি ?

ওরে ও চণ্ডালি কুঁজ !

আইলি সাক্ষাতে বৃষ্টি কুঁজ

মণিময় আভরণে ?

আয় আয় !

সাজা তোর কুঁজ কৈকেয়ীর শত পদাঘাতে ।

(মন্তরাকে ভূতলে নিক্ষেপ করিয়া বন

ঘন পদাঘাত করণ)

মন্তরা ।—ও গো ! যাট হোয়েচে, ছেড়ে দে মা !

এমন কন্ড আর কোরবো না !

কৈকেয়ী ।—দূর হ'—দূর হ', নিশাচরি !

জন্মশোধ, মুখ তোর না দেখিব আর !

[বেগে প্রস্থান ।

মন্তরা ।—আমি যেরেচি কি বেঁচে আছি ?

বাই বাই এখন পালিয়ে বাচি ।

[বেগে প্রস্থান ।

তৃতীয় দৃশ্য ।

অযোধ্যানগরী—কৌশল্যার কক্ষ ।

কৌশল্যা ।

কৌশল্যা ।—মহারাজ !

হ'য়ে তুমি পৃথিবীর নাথ

কেমনে অনাথ কৈলে রামে !

কোন প্রাণে দিলে বনবাসে

অনায়াসে তিনটি মেহের ধনে !

নাহি কি মেহের টান জননে তোমার ?

নাহি কি একটুও তব মস্তকের বেদন ?

বুঝিহু,

নির্মম ধার্মিক তুমি, জীবন্ত পাশাল !

রাম তরে কাঁড়ি আমি কাতর অন্তরে,

শ্রমিতা লক্ষ্মণ তরে কাঁড়ে নানা চাঁলে ;

তুই দোর শোকসিদ্ধ এ তুই লক্ষ্যে

উৎখলি'ছে পলে পলে

অশ্রুজলে বক্ষ ভাসাইয়ে !

বল, নাথ ! বল বল, এ বারি নিবারি কিসে ?

কি করিলে, কি করিলে, বাজা !

হায় হায়, মজা'লে সকলি !

কৌশল্যা হুঁশি শুধু নয়,

মিথিলারো কৈলে সর্বনাশ

বনে দিয়ে সরনা সীতারে !

জনক, জনকপত্নী এ বজ্র-বারতা

ভুলিলে মরিবে কত্যা-শোকে ।

তব ঘোমে মজিল সকলি ।

দশ ।—মহিষি !—মহিষি !

এ রাখসে ছাড়ি' ভূমি যাও পিতৃবাসে,

না দেখিও, এ পানীর পাপহুৎ আর ।

কৌশল্যা ।—হায় হায় !

ফেটেও ফাটে না বক মোর !

না জানি গড়িল কিসে বিধি

এ কঠিন পায়ণ হৃদয় !

অন্তরে স্তরে নিবিড় আঁধার

ঢাকিল অস্তর, প্রাণ ;

অন্ধকারে ডুবিল সকলি ;

তব কেন

মৃত্যুরূপ ঘোর অন্ধকারে নাছি ডুবি !

না জানি বে, পূর্বকালে এ হতভাগিনী

কত শত রমণীরে দিল পুত্রশোক,

সেই পাপে হেন মনস্তাপ !

সেই পাপে হেন পুত্রশোক !

দশ ।—দেবি !

হুমত্ব কি রামে কিরা'বে না ?

কবে আসিবে সুরত ?

চার দিন বার বার,

তব কেন না এল হুমত্ব কিরি' ?

সন্ধ্যা হ'য়ে গেল, কই হুমত্ব কোথায় ?

এসেছে কি কিরি' ?

এসেছে কি রাম তার সনে ?

কই রাম ! কই রাম ! রাম রে !

(পাতন)

কৌশল্যা ।—উঠ, নাথ !

একে ত পুত্রের শোকে আতুল পরাণ,

তাহে পুনঃ এ দশা তোমার

না পারি দেখিতে চক্ষে ;

বন্ধে যেন বজ্র পড়ে বজ্রের উপর ।

দশ ।—রাজি ! অসহ্য অসহ্য কষ্ট !

যেখা শোক-ভূমিরে মূর্খের দাহনে

হৃদয়ের মর্ষাভুল দগ্ধ হ'ল—দগ্ধ হ'ল !

ওঃ !—ও—ও ও—ওঃ ! রাম রে !

বেগে কৈকেয়ীর প্রবেশ ।

কৈকেয়ী ।—(দশরথের পাদমূলে পড়িয়া)—

কম, নাথ ! এ দাসীরে ;

না বুলি' করিছ সর্বনাশ,

দিমু রামে বনবাস !

দৈব বিড়ম্বনে হৈমু কলঙ্কিনী !

শরমে মরম ফাটে এবে,

পোড়ে প্রাণ যন্ত্রণা-হতাশে !

কে যেন দেখায় মোরে ত্রাস,

চারি ধারে জলন্ত নরক

গ্রাসিতে আসিছে গোরে ;

শিহরে শরীর ;

নাহি পারি স্থির হ'তে আর !

হুনিবার কলঙ্ক-পাথার

ওই ওই ডুবায় আমায় !

উহ উহ !

সহস্র ভুজঙ্গ দংশে হৃৎপিণ্ডে মোর !

কণ্ঠগত প্রাণ,

কর জাণ গমলানে এই পানিনীরে !

কোন্ পথে গেল রাম ?

যাইয়া এখনি আনিব জোয়ার পান,

নতুবা এ কলঙ্ক অপার

মর্ষাঘাতী দারুণ যন্ত্রণা,

প্রাণগ্রাসী ত্রাস ঘুচিবে না ।

এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত এই,

অকল বাঁধিয়া গলে, দীতে ছুটা করি

আনি গে ধার্মিক রামে !

হে ধার্মিক ! কর আজ্ঞা দান,

কর জমা দান,

নতুবা উপায় নাহি আর ;

যেখা অন্ধকার—যেখা হাহাকার

অন্তরে আমার ।

ধর ধর এ দাসীরে,

নতুবা, বধিল—বধিল—বধিল

ভরত আমারে—ভরত আমারে ।

দশ ।—দূর হ, দূর হ, বায়াবিনি ।

এখনো কি মেটে নি বাসনা ?

বনে বা'নি রাখে অনিবারে ?

বুঝি না কি ছলচক্র তোর ?

বধিবি রামেরে বুঝি বিষ-দানে,

বিষময়ী কালসর্পি ?

পাপ-আশা না পূরিবে তোর ;

পদাঘাতে বধি' তোরে পাঠাই নরকে ।

(সক্রেোধে দণ্ডাঙ্গমান হইয়া পুনঃ পুনঃ

পদাঘাত)

কৌশল্যা ।—কি কর, কি কর, নাথ ! ক্ষান্ত হও ।

(নিবারণ করিয়া) —

কিবা লাভ এ রোষ প্রকাশে ?

দৈবদেই ঘটিল সব,

দৈববশে এ দশা তোমার,

দৈববশে আমি অভাগিনী,

সুমিত্রা অভাগাবতী ;

দৈববশে

শ্রীরাম লক্ষণ সীতা এসে বনবাসে !

নরনের ভলে আর সুদীর্ঘ নির্যাসে

অদৃষ্টের ফলভোগ হইবে ভুক্তিতে ;

কেন বুঝা কষ্ট হও কৈকেয়ীর প্রতি ?

বাক্যকথা, বাজবধু ইনি,

অবজ্ঞা ঘৃণার পাত্রে না ভাবিও এ'রে ।

ওঠ, বোন ! ওঠ ওঠ,

সম্বর নয়ন-বারি, শাস্ত কর চিত ;

না ভাবিও মনে কিছু,

নিভাস্ত হৃদয়েই রাজ্য হৈল। হেন বাম ;

খামো বলি' না লহিও দোষ ।

দশ ।—দেবি ! ছুঁয়ো না ও রাক্ষসীরে,

কলঙ্কিত হ'বে পূত কর ;

পদাঘাতে দূর কর দূর কর ।

পাপমুখ ওর না চাহি দেখিতে আর ।

কৈকেয়ী ।—উঃ !

কেন বজ্র নাহি পড়ে শিরে বোর !

পৃথিবী বিদীর্ণ হও, স্থান দাগ,

জুড়াই মনের জালা,

প্রারশ্চিত্ত করি এ পাপের !

মোর দোষে পতি মোরে বাম ;

কেন রাম দ্বিত্ব তোরে বনে !

হা বিধি ! হা বিধি ! এ কি বিধি হে তোমার,

রাজরাণী হ'ল কলঙ্কিনী ।

নিশাচরী নিমাতার আদর্শ হইয়া,

দষ্টান্ত হইলু বিধে চিরকাল তরে !

[সরোদনে প্রস্থান ।

(নেপাথ্য স্ত্রীকণ্ঠে গীত)

এ কি হ'ল, হায় হায়,

কুসুমরী অযোধ্যার,

শোকময়ী অমা-নিশি কে আসিল কে আসিল ! ।

হইরে হেন পাথরী,

আশার প্রতিমাখনি,

কুমন্ত্রণ-বিষবাণে কে ভাঙিল কে ভাঙিল ! ।

কে পাড়িল পরমোদ,

কে সাধিল হেন বাদ,

কীদাসিতে অমা'সবে কে আসিল কে আসিল ! ।

পাতিরে হলন-কল,

অযোধ্যার পূর্ণিমা,

বনবাস-মহাগ্রাসে কে গ্রাসিল কে গ্রাসিল ! ।

সুমঙ্গ এবং সুমিত্রা, উর্মিলা ও অন্যান্য

পুরনারীগণের প্রবেশ ।

দশ ।—সুমঙ্গ ! সুমঙ্গ ! রাম কই ?

কই সীতা ? কই রে লক্ষণ ?

চারি জনে যাত্রা কৈলে ; আসিলে একাকী !

উৎকর্ষায় যন্ত্রণায়—নিদারুণ শোকে

অস্থির হ'য়েছি, মত্তী !

রামের কমল-মুখ দেখাও দেখাও !

পাতকী নিষ্ঠুর পিতা আমি,

তাই কি রে প্রাণের কুমার রাম

না দেখিবে মুখ মোর ?

না আসিবে মোর পাশে হাসিমুখে ?

এই গৃহে আজ কি লুকায়

অঁধার করিয়া মোর হৃদয় মন্দির

আনন্দ-বর্ধন রাম জীবন-আলোক !

ডাক' ডাক' ডাক' একবার ;

চল চল, আমিও নিজে যাই

ধরিতে জন্ম-ধনে এ দক্ষ-জন্মেরে ।

হুমন্ত্র।—হায় হায়, কি উত্তর দিব !

কি বলি' বুঝা'ব মহারাজে !

কি এমন কথা আছে রসনা-ভাণ্ডারে বোর,

যাহে সান্ত্বি এ শোকমূর্তিরে ?

কৌশল্যা, হুমিত্রা হুই রাণী

পাগলিনী প্রিয়পুল্লশোকে,

নিরুদাকে অপেক্ষে দৌহে ;

কিন্তু অক্ষিযুগ প্রসঙ্গপূর্ণ অভিধান ;

কি বলি' বা এ দৌহে বুঝাই !

দাঁড়া'য়ে একটি ধারে

অশ্রুধারে ভাসি'ছে উর্ধ্বিলা,

শোক-উর্ধ্বি মর্ষে মর্ষে করি'ছে আঘাত ;

নীরব নীরব প্রশ্ন কতই উৎপণে !

কি বলি' বা বুঝাই উঠারে !

এই সব পুরনারী অক্ষিবারি মুছি'

চাহিয়া আমার পানে ;

আবার উত্তপ্ত অশ্রু বহা'ব কেমনে !

কোন প্রাণে এ শোকের গৃহে

আবার শোকের সিদ্ধ করিব সঞ্জন !

হায় হায় !—কি করি !—কি বলি !

এখনো না মরি কেন ?

এ শোকের মহামেষা হ'তে

মৃত্যুবজ্র কেন নাহি পড়ে মোর শিরে !

দশ।—কেন, মন্ত্রী, নিকন্তরে ?

কৈকেয়ী রাক্ষসী দেখা নাই,

ভয় নাই ;—ডাক' ডাক' প্রাণারাম রামে ।

হুমন্ত্র।—মহারাজ !

সত্যবাদী পুল্ল তব না ফিরিলা গৃহে,

সীতা লক্ষণের সনে পশিলা কাননে ।

দশ।—পশিল কাননে রাম ?—

হা রাম !

(পতন)

কৌশল্যা।—সুমন রে !

কি কহিলি—কি কহিলি !

সপ্নে যা' দেখিলু, সত্য তাই !

রাম রে ! রাম রে !

এ অভাগী মাতা তোর কি করিল, বাপ !

কেন রে নিষ্ঠুর হ'লি মোরে !

মা বলি' কি পড়িল না মনে !

হুমিত্রা রে ! চল চল বনে যাই,

কাজ নাই এ পাপ শাসন ।

না, ভগিনি ! বনেও যা'ব না,

পা'ব না প্রাণের রামে আর,

রাক্ষসে বধেছে বাছাধনে !

একণে বধায় রাম,

আমিও সেখানে যা'ব,

কাঁপ' দিয়ে ডুবি' মরি সরস্বতী নীরে ।

(বেগে গমনোদ্ভোগ)

হুমন্ত্র।—কান্ত হও, মহাদেবি !

ধর গো কনিষ্ঠা রাক্ষি ! ধর ধর !

(কৌশল্যাকে হুমিত্রার দায়ণ)

কৌশল্যা।—রাম রে !

(পতন ও মুচ্ছা)

হুমিত্রা।—হায় হায়, এ কি হল !

দশ।—ঘটিল ঘটনা তব, রাণি !

না উঠিও আর ;

আমিও যাইব তব সনে ;

যথা রাম, তথা তা'র পিতা মাতা ;

হুমন্ত্র রে ! তিষ্ঠ কণকাল,

এখনি আসিব আমি ।

(বহির্গমনের উপক্রম করিতে করিতে) —

ও হুমন্ত্র !

অস্ত্রাগার-রক্ষক কোণায় ?

হুমন্ত্র।—এ কি সর্বনাশ !

এ কি কহ, মহারাজ !

শান্ত হও—শান্ত হও—ধরি পথে ।

দশ।—ওহো, এ কি হ'ল, ও হুমত !

হুংপিওে দারুণ আঘাত !

(ভূতলে পড়ন)

কেটে গেল !—কেটে গেল !

(ইত্যবসরে কৌশল্যার মুছাডিক)

কৌশল্যা।—এ কি, এ কি !

ও হুমিতা ! কি হ'ল রাজার ?

কৈকেয়ী কি এসেছিল ?

মহারাজ ! মহারাজ !

দশ।—দেবি !

প্রাণ যায়—প্রাণ যায় ! অহো !

বাক্য নাহি সরে আর,

অন্ধকার—অন্ধকার ! বাই বাই !

অন্ধক ঘূনির শাপ

সহস্র ভূতঙ্গ-দেহ ধরি'

দংশি'ছে লবয় !

অদোষে বধিষু পুত্র তাঁর,

তেঁই পুত্রশোকে অন্ধ তপোধন

মরিবার কালে দিলা মর্যাদিক অঙ্কিশাপ,—

'মোর মত পুত্রশোকে

তুমিও মরিবে, দশরথ !'

অব্যর্থ দ্রাক্ষণ-বাণী,

মরিষু মরিষু পুত্রশোকে,

ওঃ ! অসহ শোকের বাধা !

গেল—গেল ! ওঃ ! প্রাণ গেল রে !

রাম নাম শুনা রে আমায়,

হা রাম ! হা রাম ! হা—রা—ম !

(মৃত্যু)

সকলে।—হায় হায়, কি হ'ল, কি হ'ল !

কৌশল্যা।—কোথা গেলে, মহারাজ !

অভাগীরে তুমিও ছাড়িলে !

ওঠ নাথ ! ওঠ নাথ !

তুমিও নির্দর হোলে মোরে !

হা কৈকেয়ী !

পতিপুত্রহারা কৈলি মোরে !

রাম রে !

একবার দেখে যা রে,

তোর শোকে কি ঘটিল আজ,

পড়িল অমৃত বাজ শিরে,

ডুবিল অগোপ্যাপুরী বিষাদ-পাথারে !

অকালে মরিল তোর পিতা !

বিধবা হইল তোর হুংগিনী জননী !

হায়, রাম ! হায়, রাম !

(রোদন)

অমিত্রা।—মহারানি !

সহেছি অনেক শোক প্রাণে,

সহ নাহি হয় আর ;

তব সম আদিত অনাথা,

আমিও হইনু পুত্রহারা !

তোমা'রে সান্ত্বিতে,

ছিঁষু আমি নিজ শোক সহিয়ে অন্তরে,

পারি না—পারি না আর ;

হামিভয়ে ভীত ছিঁষু,

তেঁই সে পারি নি নিভাইতে শোক-জ্বালা ;

নিভা'ব নিভা'ব আজ,

হামিহস্তী কৈকেয়ীরে শতধণ্ডে বধি' ;

করিব নিশ্চয় আজ

কৈকেয়ীর পাপরক্তে শোকের তর্পণ ।

(গমনোদ্যোগ)

কৌশল্যা।—(বাধা দিয়া)—

না, ভগিনি ! নাহি করু হেন কাজ,

যবে রাম কিরিবে গো, কি ক'বে আমায় ?

না দেখিবে হুধ মোর !

কাত্ত হও, লক্ষণ-জননি !

আমা' দৌহাকার জন্ম শোক ভুজিবারে !

হা নাথ ! কোথায় গেলে !

কোথা বাপ্ রাম রে আমায় !

শোকে শোকে আহুল পরাণ !

দেখে যা রে অভাগী মায়ে'রে তো'র !

অমিত্রা।—হা বিধাতা !

কেন রে নির্দয় এত হ'লি !
 কেন হুকুলি হেন সর্বনাশ !
 প্রাণের কুমার লক্ষণ আমার,
 প্রাণপুলে শ্রীরামের সনে
 অঁখি ছাড়া হ'ল !
 পাতিছোঁনা হইলু আবার !
 শোকের উপরে শোক দিলি ।

কৌশল্যা ।—সুমনু রে !

এ কি হ'ল—একি হ'ল মোর !
 কেবল যত্না বাড়ি,
 মুতু কেন হয় না রে ! হায় হায় !
 চল, মন্ত্রী ! ভূপতির মৃত দেহ ল'য়ে,
 বাই বাই রামের গোচরে ;
 এ পাপ দ্বন্দ্বনে না থাকিবে আর !
 সুমনু ।—জননি গো ! প্রভুশোকে কাতর পরাণ !
 হায় হায়,

কেন দিলু এ শোক-দারতা
 মহারাজে আজি !
 আশা হ'তে এ দারুণ মহা-সর্বনাশ !
 কিন্তু কি করিব, হায়,
 রামের আজ্ঞা নাহি হেলিবারে পারি ।
 অদৃষ্টে যা' ছিল হ'ল সংঘটিত ;
 কিন্তু এবে ভূপতির এ মৃত শরীর
 অনারত রাখা ভাল নয়,
 তৈল-দ্রোণী মাঝে রাখাই উচিত
 সুরভিত তৈলে ডুবাইয়া ।
 আজিই পাঠাই দূত কেকয়নগরে
 আনিতে ভরতে ভরা ;
 তিনিই আসিয়া
 করিবেন এ দেহ সংকার
 এ অযোধ্যা-দ্বন্দ্বনে-দ্বন্দ্বনে !

[দশরথের মৃতদেহ লইয়া সকলের প্রস্থ]

যদনিকাপ্তন ।

অবসর-সরোজিনী ।

তৃতীয় ভাগ ।

ভক্তি-পরীক্ষা ।*

কৈলাস গিরিবর, রাজত কলেবর,
দূর-দূরন্তর আকাশ-ভেদী ;
পূত পবিত্র থল, হিম-জল ঝলমল,
যোগিবর শঙ্কর-বেদী ।
আঁখি চলে যত দূর, দিগিদেহ তত দূর,
বনগণ খেলে গিরি-কোলে ;
উজ্জ্বল প্রভাত-রবি, রক্তবরণ ছবি,
নিম্নে জলদ-দল দোলে ।
ভৌবর তরু-কূল, অপণিত ফল ফুল,
নধর অধরে লতা হাসে ;
মুগু পরিমল-আশী, শুভ্র সুরভাষী,
অলিদল উড়ে ফুলপাশে ।

২

নিবরি স্বরস্বরি, বরে ভুবর'পরি,
লুটিপুটি তটিনী গড়ায় ;
যাতজাত ফেনরাশি, ভাসিছে হাসি' হাসি',
বুধুদ জনমি' মিলায় ।
শটন-নিপুণ বায়, তরু-পাশে ভিধ চায়,
দাতা তরু ঢালে ফুলরাশি ;

পবন সে ফুল-ডালি, নিকরে দেয় ঢালি',
চলে জলে ফুলদল ভাসি' ।
কীচক-বিন্দু-মাঝে, বায়ব বেণু বাজে, +
শাখি-শাখে পাখী করে গান ;
সে ছুঁত শব্দ মনে, শঙ্কর শোনে কানে,
আর এক সুধামাধা তান ।—
“প্রভু হে !—প্রভু হে !”
এই সেই সুধামাধা তান ।

৩

ধ্যান-মগন হর, শান্তিল-ছাল'পর,
সারা নিশি মুদিত নয়ান ;
অচল উপরি যেন, দ্বিতীয় অচল হেন,
শঙ্কর অচল মহান ।
এলায়িত জটজুট, শিলাতলে লট পট,
জটে জটে জড়িত ভুজঙ্গ ;
লম্বিত হাড়মালা, লুপ্তিত বাদ-ছালা,
সমুখে ডমরু করঙ্গ ।
ধবল অচল তমু, অযুত নিযুত ভামু,
ভস্ম-বিলেপিত অঙ্গ ;
জটমূলে কল কল, উছলি'ছে ছল ছল,
গঙ্গা-সলিল-বিতঙ্গ ।

* এই কবিতাটির ছন্দ বিদ্যাপতির অনুকরণে লঘু-গুরু ধরণে লিখিত হইয়াছে । বাঁহারা বিদ্যাপতি, গোবিন্দনাস, জ্ঞানদাস প্রভৃতি প্রাচীন কবিগণের রচিত পদ্যবলি পাঠ করিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে ইহা গড়িতে অসুবিধা হইবে না । কিন্তু বাঁহারা নব পাঠক, তাঁহারা একটু স্মরণ করিয়া লঘু-গুরু ধরণে পড়িবেন । ছন্দের সকল ধরণে আক্ষরিক লঘু-গুরু-ধরণ বজায় করা হয় নাই ; ভাল, মন্দ ও যতির উপর নির্ভর করিয়া পড়িলেই ঠিক হইবে । প্রথম বারে না হয়, দ্বিতীয় বারে ঠিক হইবে ।

+ কীচক (খেউড় বাঁধ) বিন্দু (ছিন্ন) মাঝে বায়ু সম্বন্ধীয় বা বায়ুজনিত বানী বাজে ।

মুদিত-নয়ন হর জ্বলি-শতবল-মানে
মূল-শক্তি প্রকৃতিরে
জীব-বিভোরে ভাবে, বাহু চেতন নাহি,
ত্রিলোচন ভাসে প্রেম-নীরে ।
“প্রভু হে!—প্রভু হে!”
পুন সেই মধুমাখা তান
শোনে কানে শিব ধ্যানবান ।
অন্তর-মাঝে পুন, “প্রভু হে!—প্রভু হে!”
বাহ্যস্তরে এক রব;
ধ্যান-ভগ্নন হ’তে, মেলে হর ত্রিনয়ন,
মুখে বলে জর জর রব ।

সম্মুখে জ্যোতিময়ী মূল প্রকৃতি সত্যী
ভগবতী পার্শ্বতী দেবী
অচল উজ্জলি’ করে, ঠাড়াইয়া ষোড় করে,
গিরি’পরি জ্যোতির ছবি ।
“প্রভু হে!—প্রভু হে!” ডাকিল শঙ্করী,
শঙ্কর বলে,—“কেন, তারে ।
প্রাণ-আসন ছাড়ি’, বাহিরিলে তাড়াতাড়ি,
বল, সতি ! বল, দেবি ! মোরে ?
যোগময়ি ! তব যোগে, অন্তর মাঝে জেগে,
বাহিরে ছিন্ন ঘুম-ঘোরে ;
মূল-প্রকৃতি তুমি, মূল-শক্তি তুমি,
বাধা আমি তব প্রেম-ডোরে ।
বাহিরে তোমাতে আমি, পত্নী আমার হেরি,
অন্তরে হেরি এক আর,
বিষ্ণু-শরীর হোতে, ভাসি’ জ্যোতির স্রোতে,
হও প্রজ-ধাতু-মগাধার ।

“কত সে ভুবন নব, গড় তুমি পলে পলে,
কত জীব, গণা নাহি যায় ;
স্বাভব জন্ম, জড়াজড় চরাচর
শূন্য-আকাশ-কোলে বায় ।
ব্রহ্মা কত শত, ইন্দ্র কত শত,
কত শত শিব-আমি আমি,

অদ্ভুত কৌশল, যন্ত্র-পুতলি সঃ
উঠি বসি, সবে সমধর্মী ।
কারণ-বারি-তলে ভাসি সকলে মিলে
নাহি মিলে কূল কিনারা ;
আঁধারে আঁধারে ভাসি শুধু চৌধারে
সে আঁধারে তুমি জ্বল তারা ।
আশ্রয়ি’ তব পদ, করম-ভূমিতে উঠি,
তোমারি মহিমা করি গান ;
বসি’ মহাযোগাসনে, আমি-শিব একমনে,
তব পদ জ্বলে করি ধ্যান ।
জ্যোতিময়ী সে মুরতি, জগদে ভানিতৈচিনু,
সে মুরতি বড় ভালবাসি ;
কেন, দেবি ! হৃদি ছাড়ি’, বাহিরিলে তাড়াতাড়ি
লীলাময়ি ! কহ তা’ প্রকাশি’ ?

শঙ্কর-বাণী শুনি’ পুন মুড়ি’ যুগপাশি,
শঙ্করী কহে ধীরভাবে :—
“প্রভু হে!—প্রভু হে ! যাব জনক-গৃহে,
নাগি বিবাহ তব পাশে ।
যষ্ঠী-রজনী গত, সপ্তমী-পরভাত,
সমুদিত লোহিত সূর্য্য ;
বাসনা জাগে মনে, নিরখিব লোচনে—
জনক-জননী-পদ পূজ্য ।
আদেশ বিনা তব, হে তব ! হে ধব !
দাসী তব বাইবারে নারে ;
জনক-জননী ছেঁহ তিন দিন ভূমি, দশমীতে হেরিব তোমাতে ।”

ব্যোম দিগম্বর, রাজত বপুধর,
তাপসবর হর হাসে ;
গভীর আত্ম, গভীর হাত
লোচনে লাক্ষ বিকাশে ।
গভীর রাবে, ডাকিল শঙ্কর—
“ধনপতি !—ধনপতি !”
সুবেস করপুটে, এই পড়ে এই উঠে,
আসিল কটপতি ।

দুর্জটা কহে তবে,—“গৌরী আজি হে বা'লে
হিমবাসে জনক-নিবাসে ;
যোগিনী হ'বে রাণী, এইমত করি' তুমি,
সজ্জিত কর ভূষাবাসে ।”

৯

পতপতি-অনুমতি শিরে ধরি' ধনপতি
ধাইল আপন বাসে ;
ভাণ্ডার চুনি' চুনি' দীপ্ত রতন মণি
আনিল শকরী-পাশে ।

অঙ্গ-সুশোভন আনিল ভূষণ,
হেম-ফুল-কৌশিক-বাস ;
চাকর রতন-চুর, রুণু ঝুঁঝু নপুংস,
কেবল নয়ন-বিলাস ।

মানিকমণ্ডিত কুণ্ডল আনিল,
হীরকমণ্ডিত বালা ;
মরকত-বিশচিত সী'পি সুশোভন,
গজমতি-শতনরী-মালা ।

দিগন্ত-ভাসিত, অনন্ত-করিত,
উজ্জ্বল মুকুট সজ্জিত ;
মুকুট উপরি কিবা বলমল চল বিভা,
চকমক শত শত চাঁদ ।

১০

সাজ ভবন-মানক, কুবের রাখে সাজ,
রাখিল দর্পণ চাকর ;
জগত-জননী তথি পশিয়া স্বরিতগতি,
ভূষিল অঙ্গ হুচাক ।

যদি যেই ভূষণ কৈল সুশোভন,
নাহি মিলে নপুংস ভূষা ;

সাজ-ভবন ছাড়ি' বাহিরিল তাড়াতাড়ি,
পূব নভ ছাড়ি' যেন উষা ।

সাদ-ভবন-দ্বারে নন্দী কেশরী ধ'রে
বাঁকাইয়া গন্তীর ভাবে ;

কুবের নপুংস ল'রে, নন্দীর পাশে গিরে,
মলে মনে কিবা যেন ভাবে ।

পার্বতী তথি আসি' কুবেরে কহে হাসি,—
“রে কুবের ! নপুংস কই ?”

কুবের নপুংস-করে, কছিল ভকতি-ভবে,—
“এই যে নপুংস, দয়াময়ি !

সিংহ-উপরি তুমি বৈস উঠিয়া, মাতা !
বড় সাধ জাগি'ছে মোর ;

সভকতি নিজ করে সাজাইব ধীরে ধীরে
নপুংসে শ্রীচরণ তোর ।”

শকরী হাসি' ধীরি, আরোহে হরি'পরি,
আহা, কিবা শোভা পরকাশ ।

সিংহবাহিনী তারা, ত্রিভুবন মলাধারা,
জ্যোতির জ্যোতি-সারা সূর্য্যপ্রভাস ।

কুবের সেইখন রাহুল শ্রীচরণ
আপন মস্তকে রাখি',

পরাইল নপুংস, জ্যোতি ছুটে বহু দূর,
নন্দী নিরখে দূরে থাকি' ।

১১

কুবের মহুভাষী নন্দীরে কহে হাসি,—
“হের, তাই ! পদযুগ-শোভা ;

বল মোরে, নন্দী হে ! দেখেছ কখন কি হে,
হেন শোভা আঁখি মন-লোভা ?

নপুংস দেবী-পায়, উজ্জ্বল বল তায়,
আমি বই কে হেন সাজায় ?

নন্দী হে ! দেখ দেখ, চরণ-সাজানো শেখ,
মোর মত সাজাইবে যায় ।”

নন্দী হাসিয়া কয়,— “কুবের মহাশয় !
অগ্নি কতক বটে শোভা ;

যেরূপ ভাব তুমি, সেরূপ না হেরি আমি,
এ শোভা কি আঁখি-মন-লোভা ?”

১২

হুঃখে সরোষে তবে, কুবের কহে ভেবে,—
“নন্দী হে ! এ কি কহ আজ ?

মম সম তুমি কি হে, হেন চাকর বর দেখে
সাজাতে পার চাকর সাজ ?”

নন্দী হাসিয়া কয়,— “তা' নয়—তা' নয়,
অত ভূষণ নাহি জানি ;

চরণ-ভূষণ আমি, বোধ হয় ভাল জানি,
তেই এই নপুংস না মানি ।”

কুবের কহে তবে—“এ হ’তেও শোভা হ’বে,
হেন পদ-ভূষা তুমি জান ?
তাল তাল, তাই দেখি, সাজাইয়া কর সুখী,
কথায় না ভুলি, ভূষা জান ।”

১০

নন্দী ধাইল বনে, ‘চুঁড়ি’ চুঁড়ি’ সমতনে,
আনিল ভূষণ সুভাতি ;
ফুল রকত-জবা, ভকত-নয়ন-লোভা,
শ্রীফলদল তিনপাতী ।

দূর্কাদল ভুলি’, রকতচন্দন ঢালি’
অঙ্কিত করিল সুধীরে ;
শ্রীফলদল পরি দূর্ক জবা ধরি’
নব ভূষা গড়িল অচিরে ।
দেবীর পদ-পরে, নন্দী ভকতিভরে,
রাখিল ভূষণ মহৎ ;
কোটি গুণশোভা আসি’, চরণে উঠিল ভাসি’,
মেহিত হইল জগৎ ।

১৪

স্বর্গে অমরগণ ফুল করে বরিষণ,
সমীরণ বংশী বাজায় ;
অঙ্গুরা মণ্ডলী নাচে কুহেলী,
কিন্নর তাল দৈব তায় ।

নারদ আদি যুনি, মুখে হরিক্ষনি,
শঙ্কর শঙ্করী বাজিল বীণে ;
নটন ঘটন কত, কৈলাস পর্বত
উৎসব-মোহিত সপ্তমী-দিনে ।

যন্ত্র-শব্দ সনে গায় বিহগগণে,
কাকলি-কলরব ছোটে ;
ভ্রমর-ভ্রমরী-দল ভুলি’ ফুল-পরিমল,
শঙ্করী-পদ পাশে লোটে ।

১৫

দুর্গ-বিনাশিনী, দুর্গভিহারিণী,
বিলোকতারিণী তারা—
কেশরি-পিঠ-পনি বস্তন রূপ ধরি’
হইল অতুল শোভাধারা ।

নন্দি-ভূষণ কিবা চরণে বিলায় বিভা,
কুবের অরাক্ হ’য়ে যায় ;
যন্ত্র-পুতলি সম নাহি চলে লোচন,
শরমে মরম ভেঙ্গে যায় ।
শ্রীফল দল জবা চরণে বিলায় শোভা
নুপুর শোভাহীন তনু ;
লাল চরণ-তলে লাল কিরণ খেলে
লাল ঘনে যেন লাল ভানু ।

১৬

কৈলাস গিরি’পরি “জয় জয় শঙ্করি !”
পুন এই শব্দ-তরঙ্গ ;
দূর যোগাসনে শঙ্কর কানে শোনে
নব যোগ পুন হ’ল তরঙ্গ ।
ধার শিব ছুট’ ছুট’, জটজুট লুটি পুটি
আসু খাসু শার্দূল-জালা ;
ধুস্তুর ফুল থসে, ভাল শশী বিশ্বলসে
হাড় মড় গল-হাড়মালা ।
করুণত শূল খুলে, আটকে বাঘ ছালে
শূল প্রতি ভ্রক্ষেপ নাহি ;
শঙ্করী পাশে হর ধাইল সাহর
মুখে “জয় শঙ্করি !” গাহি’ ।

১৭

গৌরী-সমীপে গিয়ে, ছেড়ে হর অঁাখি চেয়ে
ত্রিলোচন অচল উদ্ভাসে ;
“জয় জয় শঙ্করি ! জয় শিবসহচরি !”
বলে শিব পদগদ-ভাবে ।
প্রেম-বিভগ হর ডগমগ প্রেমভর,
মুখে খুয়ে ভীম বিষাগ,
গাইল ষোর রবে, জাগল জীব সবে,
উদ্দেশে করিল প্রণাম ।
শূদ্র হাঁকিল কোরে, দূর-দূরন্তরে
ধাইল নভভেদী নাহ ;
“জয় জয় শঙ্করি ! জয় শিব-সহচরি !”
নিজীব জীব-বিবাদ ।

১৮

ধূজ্জী বলে পুন,— “কে রে সেই হুনিপুণ,
কে রে সেই ভকত-প্রধান ?
পার্বতী-পদপরে হেন ভূষা কে দিল রে,
আয়, তা'রে করি কোল দান ।”
এই বলি' ধূজ্জী, মেলি' মহাবাহু দু'টি,
কোল দিতে ছুটি' ছুটি' দায় ;
নন্দী ভকতি-ভরে, ভূমি-লুটিত শিরে
শঙ্কর-চরণে লুটায় ।
“নন্দী রে !—নন্দী রে । আয় কোলে, আয় আয়,
ধন্য তো'র হৃষা-শিক্ষা ;
কুবের চেয়ে তো'রে বাড়াইনু আমি রে,
করি তো'র ভক্তি-পরীক্ষা ।”

নলিনী ।

নৌকা মগ্ন !—আশা ভগ্ন ।

(নীতিকা)

১

“হাসি রে তরু ! হাসি রে লতা !
আমিও হাসি তোদের সনে ।
অনেক কৈঁদে, আজকে হাসি
ভাঙছে আমার নতুন প্রাণে ।
ওরে ও তরুলতা !
শোন্ রে কথা,
বলি তোদের কানে কানে ;—
যে আমার বাখা দেখে,
সে যে আজ্ আশবে'কাছে,
সকাল বেলা ব'লে গেছে
সখী তা'র,—
'কৈঁদ' না—কৈঁদ' না ভূমি আর ।’

২

“আমি ব'লেম তা'কে,—
কেন, সখি, কাঁদবে না ?

সবাই যদি হাসবে, তবে
কাঁদবে কে আর বল না ?
আমি জানি, সখি, তোমার সখী
বড়ই সুখী হয়
দেখলে আমার চোখে'র জল,
তা' বই সুখী নয় ।
তাই তো আমার কাঁদায় এত
মর্মে দিয়ে বেদনা !
ঐ দেখ ঐ দেখ, সখি, সবসী থেকে
কোমল কমল পাতা তুলে,
হতাশ হ'য়ে চোখের জলে
পূর্ণ কোরে ঐ রেখেছি, নই !
কমলপাতা ভুকিয়ে গেছে,
নয়ন-বারি শুকালো না ।

না তুললে, নই, তোমার সই নে ছলনা,
পরেও এ জল শুকা'বে না শুকা'বে না !
৩

“ওরে ও তরু লতা, এ বার বাখা
বাখা পেয়ে যা'বে ;
যে মোরে দেখে বাখা, আশবে'হেথা,
কইবে কথা, অশ্রু মুছে দেবে ।

সখী তা'র বলে গেছে ;—
‘চাঁদের আলো খে'বে যখন
নীল আকাশে ;
ফুলের স্বাস উড়'বে যখন
ধীর বাতাসে ;
কালো অলি ফুলের কলি
কিন্মা ফোটা ফুল
চিনবে নাকো, পালিয়ে যা'বে,
লাগ'বে ধোঁকার ভুল ;
আকাশ হ'বে জোছনা-মাখা,
নীলের গায়ে ধবল রেখা ;
সে তখন দিয়ে দেখা,
কান্না ফিরে নেবে ।’

৪

“কান্না ফিরে নেবে ?—
কান্না ফিরে নেবে ।

তবে কি এসে সে রে, নয়ন-নীরে

ভেসে যা'বে ?

আমি না হয় কাঁদছি হুখে,

আমি না হয় মলিন মুখে

জালাব শিখা সজ্জি বুকে,

সে কেন কোমল প্রাণে অশ্রু-বাণে

দুঃখ পা'বে ।

বল্ রে বল, তরু লতা !

কেন রে এমন কথা

বোলে সখী তা'র ?

নয়ন-ধারে নয়ন-ধারে

ধারের প্রতিকার ?

না না, আমি আমার তা'রে

আমার মত নয়ন-ধারে

এমন ক'রে ভাসতে দেবো না ।

আমার সে সরল প্রাণী

তাই তো তা'র নাইকো জানা

সুখ দুঃখ কা'রে বলে,

তবে তা'র নয়ন-জলে

ভাসা'ব না—ভাসা'ব না ।

৫

“তাই বলি, রে তরু লতা !

যা'রা যত আছি হেথা,

সবাই নিলে ঘুচাস ব্যথা

আমার তা'র ।

এখন থেকে হাসতে শুরু

কর রে সব লতা তরু ।

হাসির রেখা যা'কু রে দেখা চারি ধার ।

কাঁদলে পরে কান্না আসে,

হাসলে করে হাসির ধার ।

এই জগতে অনেক জগৎ আছে,

হাসির জগৎ কেবল তোদের কাছে ।

হাসিবি যখন তোর,

আপনি সুখের ধারা

তোদের হৃদয় হ'তে

বোয়ে যা'বে স্রোতে

কোমল হৃদে তা'র ;

হাসবে সে আমার—

কত হাসবে সে আমার !

[ক্রমে ক্রমে দিবা অবসান হইল—সন্ধ্যা আসিল—
তখন রূপেজ নদীতটস্থ থাকিয়া প্রাণের আয়োজন করিলেন

৬

“নদী পায়ে

পাহাড় আড়ে

নামূলো রাজা রবি ।

পূর্ন ধারে

সুধাধরে

জাগলো চাঁদের ছবি ।

আলো ঠেলে আঁধার আসে,

ঠেলাঠেলি কিসের আশে ?

ও——বুকেছি,

তপন-ভয়ে

গোপন হোয়ে

আঁধার ছিলো দূরে,

(এখন) সময় পেয়ে চোমো দেখে

আলো মুখে পূরে ।

কিন্তু হেথা চাঁদ পেতে রূপের ফাঁদ

হীরের দীপে জালুলে আলো ;

আবার পালায় আঁধার কালো ।

আমাদের প্রাণের আঁধার যা'বে ঘুচে,

যা'বে ঘুচে আঁধার-মাথা

বিষাদ-রেখা ।

এই চাঁদকে হারিয়ে রূপে—হারিয়ে আলোয়

সেই চাঁদ মোর এই এখনি

দেবে দেখা—দেবে দেখা ।

খান রে নদীর জল !

খান রে কল কল !

খান রে বায়, একটুখানি ;

খানিক দাঁড়া চুপটি কোরে ;

একবারটি শুনতে দে রে,

ঐ বুঝি আসছে—দাঁড়া—শুনি ।

৭

দাঁড় বুঝি পোড়ছে জলে ওই,

দাঁড় ফেগার শব্দ আসে ; না না—কই কই !

জাছনা জলে ভাসে, তবু সে নাহি আসে,
জাছনা পিরিশিয়ে গড়ায়ে পড়ে ধীরে,
জাছনা তরুণলে কত যে বলমলে,
জাছনা ফুলে ফুলে ঘুমায়ে পড়ে ঢুলে,
জাছনা দূরে কাছে, জোছনা আগে পাছে
গড়া-লুটি ধায়,

জোছনা ঘুম-ঘোরে চায় ।

তবু সে আমার পাশে নাহি আসে
কিসের তরে ?

জোছনা দেখেও কি রে, চায় না কিরে,
রৈলো দূরে ?

না না, সে তেমন নয়,
হয় ত সে বোঝে নি রে সন্ধ্যা কা'রে কয়,
তাইতে তা'র এত দেহির হয় ।”

[কপোত নদীতীরস্থ শৈলশিখরে দাঁড়াইয়া এইরূপ
কণ্ঠস্বরে, এবং নলিনীর আগমন অপেক্ষায় প্রতীক্ষা
করিতে, এমন সময় এ দিকে]—

নদীর বারি বইছে ধর টান,
আপন মনে যাক্কে চোলে,
জোছনা-মাথা প্রাণ ।
আকাশেও আপন মনে জলদ চলে,
নামটি জলদ, জলদগতি গেছে ভুলে ।

জোছনা-নেশায় বুঝি যেথ
ঘুগের ঘোরে যাক্কে চোলে,
তাই নাইকো বেগ ।

এমন সময় নদীর তীরে
কে ওই এলো ধীরে ধীরে,
বনের দেবীর ছবি— কেমন না ?

বন্দেবী নয় নলিনী যে,
বনের ফুলের সাজে সেজে,
ঐ দাঁড়ালো, থামলো ছোট পা ।

ওখন যেথ সরিয়ে, বাস্ত হোয়ে,
চেয়ে দেখে চাঁদ,
চাঁদের চেয়েও এ চাঁদ ভাল,
চাঁদ ধরবার কাঁদ ।

চাঁদ ছাড়িয়ে অনেক দূরে
অবাক হোয়ে চুপ্টি কোরে
ছোটো বড় হাজার হাজার
তারি চেয়ে রয়,
তারায় তারায় হ'ছে কথা—
‘ঐ চাঁদটি চাঁদই বটে,
এ চাঁদ চাঁদই নয় ।

নদীর তীরের চাঁদের ছায়া
এ চাঁদ হুনি-চয় ।’

৯
রূপ-সোহাগী নলিনী তখন
ধীরে ধীরে নৌকা'পরে
ক'ল্পে আশোহণ ।

ফুলে পিঠে খোলা চুল,
চুলে কানে ফুলের ফুল,
ফুল-সোহাগী, ফুলে ফুল,
ফুলের নলিনী !

গলার দোলে ফুলের মালা,
ফুলের মুকুট, ফুলের বালা,
ফুল-প্রতিমার ফুলের খেলা,
ফুলের দোলনী ।

ফুল-সাজনির ফুলের কুঁড়ি
উঠছে ফুটে ভাড়াভাড়ি,

ও—নয়ত কোটা, দেখার ঘটা,
চক্ষু মিলে চায় ;

নলিনীর রূপটি দেখে
ফুলেরা চোখে চোখে
রূপের মধু ধায় ।

নলিনী ভাবছে মনে ফুলের পানে
চেয়ে চেয়ে—

‘ফুলেরা আমার চেয়ে দেখতে ভাল ।’

ফুলেরা ভাবছে মনে—

‘আমাদের গরব মিছে,
নলিনীই রূপ-জগতে আলোর আলো ।’

১০
নলিনী—
কোমল করে গুনে দড়ি,



শ্রোতের দিকে তরীর পাড়ি ;
হেলে হুলে নৌকো চলে,
নলিনী হাওয়ায় দোলে ;
অজুড় ফুলে জড় ফুলেতে জড়াজড়ি ।

জু'ধারে শৈল-শেখী,
মাঝারে জলের বেণী,
ফুলফুল জলের ধনি
দীর সমীরে ছড়াছড়ি ।
নলিনীর প্রাণের প্রাণ,
সেখানে তাঁড়িয়ে আছে,
নলিনী আসবে কখন

কেবলি ভাবছে মনে ।

এখানে তরীর পরে
নলিনী ভাবছে মনে—
'আমার সে ভাবছে কত
বাঁধ গো কত কপো ।'

১১

নলিনী ধোয়ে গান,
হাওয়ায় ভেসে উঠলো তান ।

সে গান এই—

'হীরের বরণ চাদের কিরণ ভাসছে জলে,
কিরণমাণা জলে ভেসে চল রে তরী স্বপ্নের ঢোলে ।

ও মেঘ ! চাঁদকে ঢাকিস নে, তাঁড়িয়ে থাকিস নে,
তরী যেমন ভেসে যায়,
তেরি হুইও পগন-গায়

চল রে ভেসে ভেসে ভেসে হাওয়ায় ভেসে ;
আমি বাই জলে জলে, চল হুই মেঘ কলে কলে ।'

[ক্ষুদ্র নৌকা নলিনীকে বহুক্ষণ ধারণ করিয়া কতক
চলিয়া গেল। নলিনী এই কতক্ষণ যে মেঘবহুকে সন্ধান
করিয়া গান গাহিতেছিল, সেই মেঘখানা সহসা বড়ি
উঠিল। অজ্ঞাত যের আশিরা তাহার মস্ত গোপ নিঃ
চাঁদ মেঘাচ্ছন্ন হইল। এমন সময় পলিতে দেখিঃ
প্রতিকূল বায়ু ছুড়ান তুলিল।]

১২

ক্ষুদ্র তরী অদীর হোলো

যোর কুফানের যায় ।

নলিনী আকাশ পানে চায় ।

মেঘের পারে ছুটেছে মেঘ,

ওলট পালট বায়ুর বেগ,

ক্ষুদ্র তরী - যায়—যায়—যায় ।

ফুলের যুকট উড়ে গেল,

ফুলের মালা ছিঁড়ে গেল,

চিকণ চিকুর এলোমেলো,

আঁচলখানি ওড়ে ।

জলের ঢেউ পাগল হোয়ে
ধাক্কা মারে তরীর পায়ে—
কুজ তরী ভোড়ের খায়ে
ওলট খেয়ে পড়ে ।

১০

ডুবলো জলে নৌকাখানি,
ডুবলো জলে কোমল প্রাণী,
ডুবলো জলে রূপের আশা,
ডুবলো জলে ভালবাসা ।

কোমল জলে কোমল দেহ ডুবলো রে !

চাঁদ ডুবছে মেঘের কোলে,
ডুবলো এ চাঁদ নদীর জলে,
ডুবলো হুঁ চাঁদ, আঁধার হ'লো,
এক পলকে সকল গেলো,

রূপেন্দ্রের ভরাট আশা ভাঙলো রে ।

জলের স্রোতে, আঁকুল চিতে
নলিনী ভেসে যায়,
অবশ হ'লো কোমল দেহ,
জানে না সাঁতার তায়,
উঠতে যত যত্ন করে,
ডুবছে তত দেহের ভরে,
ভাগছে জলে এলো-চুল,
ভেসে গেলো গায়ের ফুল ।

উপর পানে এক এক বার
হাত হুঁখানি ওঠে,
মম মুখে ভাঙা কথা কোটে—

“নাথ! বাই—বাই!”
আর কথা নাই ।

১৪

নদীর তীরে শৈল-চূড়ে
রূপেন্দ্র দাঁড়িয়েছিলো,
ঝড়ের জোরে বৃক্ষ ধোয়ে
জলের পানে চেয়েছিলো ।

এমন সময় চমকে জ্বর
ভনুতে পেলো কানে—
“নাথ! বাই—বাই!”

অগ্নি রূপেন্দ্র চোঁচিরে বলে
আঁকুল হ'রে প্রাণে—
“প্রিয়ে! ভর নাই।”

রূপেন্দ্র এই-না বলে, পূর্ব-বলে
শৈল-চূড়া হ'তে,
নলিনীর রজা হেঁচু কাঁপিয়ে পড়ে
তুফান-পাগল-জোতে ।

ডুবলো জলে দেহের ভরে,
উঠলো ভেসে ধানিক পরে,
দেখলে চেয়ে চারি ধারে
কোথাও কিছুই নাই—
অনেক ঘুরে কান্না বরে
ভনলে শুধু—“বাই!”

এমন সময় পাল্টা দিগে
তুফান-বাহু গর্জে খেয়ে,
দিশুণ আঁকুল জুড় ভট্টিনী ।

হা! রূপেন্দ্র, কোথা!—হা! কোথা নলিনী!

জন্মায়তমী ।

১

গভীর গভীর, অতীব গভীর বিভাবরী; আঁধার আঁধার চারি ধার নিবিড় তমসে;
আকাশের কোলে স্বরে স্বরে ছুটে মেঘ; দিগন্ত কলিয়া ঘন ঘন বিজলী কলসে।

° যে ছন্দে এই কবিতাটি লিখিত হইল, ঐহা পড়িতে অনেকের ভাল লাগিবে না, কিন্তু একটু স্থিরতা পড়িলে আট-
দিয়ে না। নিত্য কথায় পড়ার মত না পড়িয়া একটু স্থিরের দ্বারা যিহা পড়িলে ছন্দের হাঁদ পাওয়া যাইবে।

ভাসি মাস, অষ্টমীর নিশি, কৃষ্ণপক্ষ তায়,
 নীরব নীরব দশ দিশি, জগৎ ঘুমায় ;
 কোলাহল দিবসের বেলা, নিশাকালে স্বপনের খেলা,
 অনন্ত প্রার্থীর প্রাণ মাঝে জাগিল স্বপন,
 মানুষ ঘুমা'লে স্বপ্ন জাগে, জাগিলে মরণ ।
 যমুনা তটিনী উলটি পালটি ব'য়ে যায় ; তাজের প্রবল স্রোত ধায়, ভীষণ গর্জন ;
 যমুনার তটে ঘুমা'ইছে মথুরানগরী ; যমুনার এ হেন গর্জনে নাহি আগরণ ।

২

কংসের কঠিন কারাগারে, নয়নের ধারে, বহুদেব দেবকী ভাসি'ছে হা হতাশে,
 মুখে নাহি কথা, হৃদয়ের নিদারুণ ব্যথা, ঘন ঘন উথলি'ছে দীঘল নিশ্বাসে ।
 ব্রহ্মাণ্ডের পিতা নারায়ণ দেবকী-উদরে
 পুত্ররূপে জনমিয়া কঁাদে ভূমির উপরে ;
 বদনে অনন্ত জ্যোতি ছোটে, কারার আধারে আলো কোটে,
 কারাবাসী পিতা মাতা অবাধ হইয়ে চেয়ে রয়,
 পুত্র পেয়ে আনন্দ অপার, পুন মনে ভাগে কংস-ভয় ।
 দেবকীরে বলে বহুদেব,—“দেবি ! দেবি ! বিষম বিভ্রাট অবিলম্বে হইবে ঘটন ;
 দরিদ্রের এ অমূল্য নিধি কংস কেড়ে নিয়ে, আছাড়িয়ে শিলাপটে করিবে নিদন ।

৩

“বড়ই নির্ভয় কংস, হুরাচার দস্যু ভাতা তব, প্রাণে তার দয়া-বিন্দু নাই ;
 আমাদের চক্ষের উপরে বরিবে প্রাণের শিশু ; হায় হায়, কোথায় লুকাই !
 রহ তুমি কিছুকাল হেথা, প্রাণ-ব্যথা চেপে,
 গোকুলে নন্দের গৃহে যাই, খুব চুপে চুপে ।”
 এতো কহি' কোলে ল'য়ে ছেলে, চুপি চুপি বহুদেব চলে,
 বন্ধ ভাসে নয়নের জলে, আগ পাছু চায়,
 অর্গলিত কারার দ্বার দেখে ভয় পায় ।
 কারা-দ্বার খুলিল আপনি, দেখে পিতা পুত্র ল'য়ে কোলে, ঘুমায় রক্তকদল ;
 শ্রীহরি স্মরিয়া পথে চলে, কোলেই মুদিত আঁখি হরি ; ডাকে মেঘ, করে বৃষ্টিজল ।

রাধাক্ষমী ।

১

শরতের সপ্তমী-রজনী প্রভাত হইল ধীরে ধীরে ;
 সপ্তমীর সপ্ত-কল-শলী নাহি প্রাতে আকাশ-শরীরে ।
 অষ্টমীর অধিকার, মঙ্গল-প্রভাত, উষার দূসর আভা পূরবে বিতাত ;

সুদূর আকাশে নব-রবি, নীলিমার লোহিতের ছবি,
ভাঙা মেঘ ভেসে যায় নীল-লাল-নীরে।

আগে আগে উষাদেবী যায়, ফিরে চায় ডাকিয়া রবিরে ;
পাছে পাছে চলে দিবাকর মাণিক-মুকুটবানি শিরে।

২

নিশির নিশির-মাথা পানী, শাপি-শাণে থাকি' পাখা কাড়ে ;
ওঁড়া ওঁড়া শিশিরের কণা খুঁক খুঁক ছিটাইয়া পড়ে।

কোটা ফুলে টলমলে শিশিরের কোঁটা, শিশিরের ভারে ফুল অবনত-বোঁটা ;
হুবার বিশেষে হিমজল, আকুল ভূমিত অগিদল,
আশায় হতাশ হ'য়ে ফুল-পাশে ওড়ে।
মনোহরা ব্রজপুরী মাঝে বড় বড় প্রাসাদের চূড়ে
প্রভাত-ভাঙ্গুর নব কর নত হ'তে গড়াইয়া পড়ে।

৩

ব্রজমাঝে সাজে চাক সাজে দুমতানু রাজার উদ্যান ;
মনোহর সরোবর কিবা, জল-বিভা ফটক সমান।

প্রফুল্ল কমল-দল—শোভার আধার— সরসী-উরসে ভাসে, অচল সঁতার ;
ছোট বড় পল্ল-পাতা সারি ছেয়ে দেছে সরোবর-বারি,
মরকত-চক্র যেন জলে ভাসমান।

সেই সরসীর নীত-জলে করিবারে প্রাভাতিক স্নান
উপনীত হইলেন আদি' রাজা দুমতানু পূবাবান।

৪

দোপান বাহিয়া মহারাজ নামিলেন সরোবর-জলে,
শরীরক উপরে ছাপিল, শরীরক সরোজল-তলে।

ডুব দিলা মহারাজ "হরি হরি" বলি', ডুবি' জলতলে হেরে জলন্ত বিজলী ;
সবুর মঙ্গল বাবা বাজে, তনু-বনি রমণী-সমাজে,
জলদেবীপন কত নাচে তালে তালে।

উজ্জ্বল জলের মাঝে রাক্ষা হেরিলেন নয়ন-কমলে—
জ্যোতির্ময়ী শতদল কোলে জ্যোতির্ময়ী শিশু-বাল্য কোলে।

৫

বিশ্ময়ে চমকি' দুমতানু জলতল ছাড়ি' অচিরায়
মুখ মুখ তুলিয়া উপরে, কি ভাবিয়া চারি ধারে চায়।

জ্যোতির্ময় শতদলে জলের ভিতরি হেরেছিল যে বালারে, সেই স্নানো-
বিশাল প্রফুল্ল শতদলে ঘুমাইয়া ধীরে টলমলে,
প্রফুল্ল কমলে ফুল কমল লুটায়।

স্নেহমাধা বদন-কমলে জ্যোতিষ্কটা ককমকি' যায়,
শুভ্রে মেঘ আগ্রহহনে, সুর কবি ফুল বরিষায়।

৬

প্রাণভরা কণ্ঠা মেহ-ধারা জাগি' উঠে রূষভানু-প্রাণে,
 "এই কন্যা হরিপ্রিয়া রাধা" দৈববাণী শোনে রাজা কানে ।
 "মা আমার ! মা আমার ! আর কোলে আর !" এই বলি' কন্যা ভোলে রূষভানু রায় ;
 অযোনিজ্ঞা আদ্যাশক্তি রমা শ্রীহরির প্রেমের মহিমা
 শিখাইতে ভক্তগণে আইলা ভুবনে ।
 আনন্দ-বিতোষ রূষভানু পূর্ণ-স্নেহে চেয়ে মুখ পানে
 কোলে ল'য়ে প্রাণের কুমারী চলে তুরা রাণী সঙ্গিধানো ।

ভক্তের রোদন ।

(রূপক)

১

মা গো !
 আশা ছিল, আশাময়ি !
 আশ' মিটা'য়ে পূজ্বো তোরে ;
 মনের আশা মনেই ভাসে
 ঘোর নিরাশার স্রোতে ঘুরে ।
 ক'ছি আমি চেষ্টা কত,
 তবুও যে হই মর্দুহত,
 মর্দুময়ি ! মর্দু-ব্যাধা
 কর্ণকলে কেবল বাড়ে ।
 আশা কি আর হাস্বে না, মা,
 আনবে না আর আশার ছেড়ে ?
 কই আর হাসে ? কই বা আসে ?
 কেঁদে কেঁদেই চন্ডো ভেসে,
 আশ পলকে ষট্‌লো প্রলয়
 পূজোর বেলা উঠলো বেড়ে ।

২

তারা ! তোরে বসাই কোথা ?
 হৃদয়-আসন কাঁপছে বড়,
 ব'সলে হেথা পা'বি ব্যাধা,
 তাড়া আসন পড়-পড় ।
 পশ্চিমতে কম্প হুস,

কম্প ক্রমে হ'লে গুরু,
 পূর্বদিকে হুক হুক,
 ক্ষীণ হৃদাসন উঠলো ফেটে ।
 আবার আমার প্রাণের মাঝে
 পাপ-বস্ত্রে ঘোর পরজে,
 বস্ত্রে-বারি নয়ন ব'য়ে বয়,
 মা গো ! ভেসে গেল সব যে আমার,
 রক্ষে নাই আর এ সন্কটে ।

৩

বাণের জলে ডুবলো চেতন ষট,
 ডুবলো আমার ব্রজ-তালু-তট,
 ভেসে গেলো সাধ-জবা কুল,
 চেষ্টা-বাঁধের ভাঙলো দু'ল,
 অকূল পাথর, কোথায় দাঁড়াই, তারা
 শ্রদ্ধা-তক্তি-বানের চাষ,
 পাপ-বস্ত্রে কোয়ে গ্রাস,
 নৈবেদ্য কোথায় পা'বো,
 কি দিয়ে তোর প্রসাদ খা'বো ?
 দুইও স্মৃতি, আমিও স্মৃতি সারা ।

৪

তাপ-ঝড় ঘোর শত্রু হ'য়ে,
 শ্রীতির কানন ভেঙে দিয়ে
 কল ফুলারি আশায় দেছে ছাই !
 কি নিবেদন ক'বো তোরে ।
 কেন এলি তাড়া-ঘরে ?

তুই-শক্তি থাকেও, মা !

শক্তি আমার নাই !

হুঃখ-মড়ক শক্তি নেছে, আমিও ম'রে যাই ।

ছেলের মায়া থাকলে কি তোর,

এরা এত দাপট করে ?

তুই যত ; মা, দয়াময়ী

বেশ বুকেছি বিশেষ কোরে !

পাষণ-যেয়ে—পাষণ-যেটি !

পাষণ বেঁধে পাষণ চিতে,

মা হ'রে, ছি । কাঙাল ছেলের

খুব কাঁদা লি হুঃখু বিতে ।

ডের মা আমি দেখেছি, মা !

তোর মত, মা, কেউ তো নয় ;

মা ব'লে তোর যে জন ডাকে,

যমেও যে তার শত্রু হয় !*

১০এ আশ্বিন, ১২১২ ।

কাঠুরিয়া ও যম ।

“আরে রে জঠরানল !

আর যে আমি সহিতে নারি জালা তোর,

আলোর দেবাস্ আঁধার ঘোর !

পরিব আমি, নাইকো আমার কেউ,

শূন্য আমার ত্রিসংসার,

শূন্য আমার প্রাণ,

শূন্য আমার আশার বাসা,

শূন্য আমার জ্ঞান ।

শূন্য সব, তুই রে কেবল পূর্ণ হ'য়ে দেখাস্ বল ।

“একে একে সবাই গেছে,

কেই বা থাকে দীনের কাছে ?

দীনের কাছে কেবল আছে অমর জঠর-জালা !

জঠর-জালায় জ'লে জ'লে,

দৈবরকেও গেলেম ভুলে,

সুধার জালা এয়ি জালা, হ'লেম কালাপালা !

ধিক্ রে জঠর ! ধিক্ রে সুধা !

সয় না যে আর পরাণ-বৈধা

দারুণ বাতনা !

আর যে আমি হাঁটতে নারি,

ওহো—সুধার তাড়না !”

এই-না বোলে এক কাঠুরে

কাঠের বোকা মাথার কোরে,

ধীরে ধীরে লাঠির তরে

বাচ্ছে মাঠের পথে ;

বড় বুড়ো তার ক্ষমতাস

... বলে

ভাসছে শরীর তাতে !

৪

জ্যৈষ্ঠ মাসের দুপুর বেলা,

মাথার উপর রবির গোলা ;

রোদের চোটে মাটি কাটে,

কা'র সাধ্য পথে হাঁটে ?

তপ্ত হাওয়া লোট'কে ধায়

আগুন-ঝাটা চলে গার ;

হাঁকায় পাখী পাছের ডালে,

মহিষ পড়ে কাঁপিয়ে জলে ;

হুঃহুঃগুলো পুকুর খুঁজে

নিচ্ছে পাকৈ পেটটা ওজ্জে ;

চাতক হাঁকে কটিক জল,

কোচে বা মা আকাশতল ;

ক্ষেতের মাটি কুটী-ফাটা,

পরিব বুড়োর কঠিন হাঁটা ।

খবরিরে কাঁপ্চে বুড়ো, হোতে নায়ে সোজা,

ধপাস্ কোরে ফেলে ভূঁয়ে ভারী কাঠের বোকা ।

* বর্তমান বঙ্গবঙ্গের গত বৈশাখ মাস হইতে ১০এ আশ্বিন পর্যন্ত ভারতবর্ষের নানান্থানে নানাবিধ আকৃতিক দৃষ্টিনার কিঞ্চিৎ হায়া এই কবিতার রূপকাকারে প্রদর্শিত হইল ।

কষ্টে কঁদে, চোখের জলে
নিশেষ কেল বুড়ো বলে,—
“আর কষ্ট-সইতে নারি,
পেটটাই যোর শত্রু ভারি ।
পেটের ভরে আজো খাটি,
বোঝা মাঝায় রোদে হাঁটি ।

চাই না এমন পোড়া পেট, চাই না এমন প্রাণ,
ও বম ! ও বম ! স্বরায় এসে আখায় কর ত্রাণ ।

কাভর বুড়োর কাবরাবিত্তে
বমের আসন নড়ে,
আচম্বিতে বম উপনীত,
বুক ভাঙে ঝড়ে ।



ভীষণ আকার, পতীর হাঁকা,
চক্ষু হুটো ঘোরে,
কালির মতন গায়ের বরণ,
বমদণ্ড করে ।
মোটা ঠোঁঠের উপর নীচে
মস্ত দাড়ী গোফ,
কালো মাঝায় কালো কালো
কৌকড়া চুলের কোপ ।
বম ঝাড়িয়ে বুড়োর কাছে
বল নাহে বলে —
“ডাকলে কেন ? স্বরায় বল,

স্বরায় বাবো চোলে ।”
যমকে বেঁধে চোমকে বুড়ো
বলে ব্যাকুল চিত্তে,—
“ডাকু হোমায় কাঠের যোঝা
মাঝায় তুলে দিতে ।
আর কিছু নয়, বম মহাশয় !
হাটে আমি বাই,
একলা আমি তুলতে নারি,
ডাকু হোমায় তাই ।”
বুড়োর কথা শুনে বমের
মুখে এলো হাসি,

না ক'রে বয় তোলা পোলা
উড়িয়ে ধুলোর রশ্মি।

কবি বলে—

এই-না বুড়ো এই এবনি
মোতে চেয়েছিলো ?
তাই-না বুড়ো 'ও বয়' বলে
বমকে ডেকেছিলো ?
তবে কেন উঠো বোলে
পাকৈ নিলে কমা ?
ও বুকেছি—বমকে ডাকা
কেবল যুগের কথা।
লোক মায়েই একেক রকম
যুজ্ঞাধোষে ধোবা,
তা'র মধ্যে কট পেলেই
বমকে ডাকা বেশী।

আমার প্রাণ।

১

আমি তো ম'রে আছি,
প্রাণ কেবলি বেঁচে আছে,
ধড়ের ভিতর ধড়কড়ানি,
ধড় ছেড়ে প্রাণ গেলেই বাচে।
বাঁচার পাবী জ্যাঙে মরা,
প্রাণটি আমার তেমনি ধারা,
শরীর-বাঁচার কেবল চেঁচায়,
আলার কাঁদে আমার ধোঁচায়,
বিষাদ ছাঁবে কেঁবে কেঁবে,
আধখানি প্রাণ হ'য়ে গেছে।

২

আমি প্রাণ পু'তে জানি না,
আমি প্রাণ তু'তে জানি না,
প্রাণের আদর, প্রাণের কদর
কিছুই জানি না।

আমার বরদ প্রাণ থেকে মোর,
প্রাণের বরদ বুঝি না।

কোমল কঠিন এক চাঁয়ে কি
বাঁকতে পারে গো ?
আমি কঠিন—বড়ই কঠিন,
প্রাণটি আমার বড়ই কোমল,
পাষণ আমি—লোহা আমি,
প্রাণটি আমার নরম ননী ;
আমি কাঁটা—শক্ত কাঁটা,
প্রাণটি আমার ফুলটি কোটা,
আমার জালায় দিন হ'বেলায়,
আকুল বিকুল হ'য়ে ভাসে
নয়ন ধারে গো।

৪

ছি ছি, কি ঘূবার কথা,
কেবল দি প্রাণকে ব্যাধা ;
নিজের টা কেবল বুঝি,
প্রাণের ব্যাধা বুঝি না ;
নিজের সুখ কেবল খুঁজি,
প্রাণের সুখটি খুঁজি না।
বড়ই আমি অবিবাসী,
আমার প্রাণের সুখ-বিনাশী,
প্রাণের দুঃ-ভালবাসি,
প্রাণের প্রাণ কাঁদলে পরে,
আমি তো তা'র চোখের নীরে
একটিবারও ভিজি না ;
প্রাণ মজেছে আমার তরে,
তা'র তরে কই মজি না।

৫

আমার হুখে সুখী আমার প্রাণ,
আমার হুখে হুখী আমার প্রাণ,
আমার পানে প্রাণের প্রাণের টান,
প্রাণের আমি জ্ঞান,
প্রাণের আমি ধ্যান,

প্রাণের আমি মন,
প্রাণের আমি প্রাণ ।
কিন্তু আমার প্রাণের প্রতি
আমার বিমনয়ান ।

বড় দুখ রৈল মনে,
কিসের তরে এমনতর ?
প্রাণকে কেন ভাবি পর ?
প্রাণ আছে, তাই বেঁচে আছি,
(কিন্তু) তা'রই করি হতানন্দ !
প্রাণ যদি আজ ছেড়ে পালার ?
তা' হ'লে আজ থাকুবো কোথায় ?
কাকের মুখে যা'বো ঢুকে,
ভেঙে যা'বে সাধের ঘর ;
পক্ষ ভূতে লুটবে মোরে,
সাধের শরীর ফেলবে ছিঁড়ে,
চিবিরে যা'বে বধুরা কোরে,
অন্ধকারে দেখিয়ে ডর ।

তোমরা বল যমের দূত,
আমি বল পক্ষভূত* ;
তোমরা বল যম,
আমি বল তম ; +
প্রাণ-প্রহরী আছে যাই,
এরা আমার কাছে তাই
যেঁসতে পারে না ;
তাগ ক'রে আছে ব'সে,
বাপু পেলেই ধরবে ফোসে,
কিন্তু আমার প্রাণের ডরে,
এদের প্রাণ পালার সোরে,
আসতে পারে না ।

আমার এমন দয়াল প্রাণ,
তা'র পানে মোর নাইকো টান ;

প্রাণকে আমি ভুলে আছি,
এমন করে ক'দিন বাঁচি ?
কাল-সাগরে এলো প্রলয়-বান !
ডুবলো যুক্তি আমার তরীধান !
ও প্রাণ ! ও প্রাণ ! বাঁচাও মোরে,
ভুলবো না আর এমন কোরে
তোমার, আমার প্রাণ !
তজুবো তোমার, পূজুবো তোমার,
মজুবো তোমার গেরে গান ।
আমার যেমন কর্ম—তেমনি প্রতিফল,
এখন তোমার পায়ে ঢালুচি চোকের জল ;
তুমি আমার প্রাণ !
তুমি জগৎ-প্রাণ !
তুমি প্রাণের প্রাণ !
তুমি মহাপ্রাণ !
অধম বোলে যদিও ছাড়,
পরলোকে দিও স্থান ।

প্রাণের মিলন ।

"Thy life and mine, a double life made one."
BRENON

এই যে বিশাল বিশ্ব সমুখে আমার
জাগে নিরন্তর,
ইহার সহিত
অটুট সম্মুখে আমি বাঁধা চিরকাল ;
আমার জীবন সহ বিশ্বের জীবন
এক বই দুই নয়—একত্রে মিলন ।
তলে জল মিলে গেলে প্রভেদ কি নয় ?
কিছু নয়—কিছু নয়,
মিলে একাকার হয়,
বিশ্বের জীবন সহ আমার জীবন
সেইরূপ একাকার—অপূর্ণ মিলন ।

* "কিডাপভেজো মনুষ্যোম" এই পক্ষ ভূত ।

+ জগৎ বহির পূর্ববর্তী ও পরবর্তী প্রলয়-অন্ধকার ।

৩

বৈজ্ঞানিক ! কেন তুমি, স্বাবর জন্ম—

জড় বা অজড় নামে প্রভেদ দেখাও ?

এক বই চাই নাই,

তবে কেন বল, ভাই,

যে নড়ে—অজড় সেই,

যে না নড়ে—জড় সেই ?

‘নিজ্জীব’ স্বাবর বল, ‘সজীব’ জন্ম ?

কেন রুণা বহ মনে ছেন মহাভ্রম ?

৪

হয়, বল সমস্তই জড়ের মিশ্রণ,

নয়, বল সমস্তই—অজড়—সজীব ;

জান না কি, তুমি আমি

এক পাণে এক-প্রাণী ?

জান না কি, তুমিও যে,

তাপও সে, আমিও সে ?

জান না কি, মাটি যাহা,

তুমি তাহা, আমি তাহা ?

জান না কি, জল যাহা,

তুমি তাহা, আমি তাহা ?

জান না কি, বায়ু যাহা,

তুমি তাহা, আমি তাহা ?

জান না কি, শূন্য যাহা,

তুমি তাহা, আমি তাহা ?

নিজে বল এই পক্ষে এ বিশ্ব সংসার,

তবে কেন ভেদভেদ দেখাও আবার ?

৫

পঞ্চভূতে গড়া তুমি,

পঞ্চভূতে গড়া আমি,

পঞ্চভূতে গড়া এই নিখিল সংসারখানি ।

এই সে বিশ্বের প্রাণ

তোমার আমার প্রাণ ;

আবার—

তোমার আমার প্রাণ

এই সে বিশ্বের প্রাণ ;

এক প্রাণ ভাগ হ’য়ে রেখেছে সকল প্রাণী ।

তুমি বল, তুমি আমি

(মামুষ!) জীবন্ত প্রাণী !

চন্দ্র সূর্য্য জীব নয়,

শুধু জড়পিণ্ডময় !

পৃথিবী জড়ের অংশ,

জীবই অজড় বংশ !

কেন তুমি, বৈজ্ঞানিক ! বল এ অসার বাণী ?

৬

জান না কি, সূর্য্য যদি আজ লয় পার,

গ্রহ, তারা, এই ধরা ওঁড়া হ’য়ে যায়,

তুকাইয়া যায় জল,

শূন্য হ’য়ে যায় ঠল,

অনল নিশিয়া যায়,

মিশাইয়া যায় বায়,

শূন্যতাও যায় ম’রে,

তা’ হ’লে কেমন ক’রে

তুমি আমি প্রাণ ধ’রে থাকিব কোথায় ?

তবু বিশ্বাসিবে তুমি নিজের কথায় ?

৭

এই বিশ্ব না থাকিলে তুমি আমি কে ?

আবার—

তুমি আমি না থাকিলে এই বিশ্ব কে ?

আবার—

তুমি না থাকিলে পরে

আমি বা কে, বলা মোরে ?

আবার—

আমি না থাকিলে, ভাই,

তোমারো হো সত্তা নাই ;

জান না কি পদস্পরে বাণী আছি বে ?

৮

তাই বলি—

এই যে বিশাল বিশ্ব সমুখে আমার

জাগে নিরন্তর ;

ইহার সহিত

অটুট সম্বন্ধে আমি বাঁধা চিরকাল ;

আমার জীবন সহ বিশ্বের জীবন
এক বই দুই নয়— প্রাণের মিলন ।

প্রাণের হাসি ।

হাস রে আমার প্রাণ ।
সবাই হাসে, তুমিই শুধু
কেন রে ত্রিয়মাণ ?
ওরে হাস রে আমার প্রাণ ।

২-

পুরব-ভূয়ার খুলিয়া উষা,
পরিয়া রবির হাসির তুষা,
হাসির লহরী ছড়া'য়ে দিয়ে
প্রভাত সজ্জন করে ।
হাসির প্রভাত হাসিয়া উঠে,
হাসির লহরী হাসিয়া ছুটে,
প্রভাতের ফুল হাসিয়া ফুটে,
অধরে সুহাস করে ।

৩

কুসুম প্রভাত হাসিয়া চায়,
সুমানো বিহগ জাগিয়া তার,
হাসিয়া আকাশে উড়িয়া যায়
গাহিয়া হাসির গান ;
নিহগের সেই হাসির গানে
প্রাণ রে, তোমার উদাস প্রাণে
(বুঝি না আমি ; কেন কে জানে)
উঠে না হাসির তান ।

৪

হাসিয়া তপন আকাশে ধায়,
হাসিয়া কিরণ গড়া'য়ে যায়,
কিরণের হাসি তরুর ছায়
আলোকের হাসি ঢালে ;
হাসিয়া অমনি তরুর সারি
নভা-মুখে বেয়ে সুহাস জরি',

আধরের লতা ঢালে বীরি বীরি
ছড়া'য়ে তরুর ডালে ।

৫

প্রভাতের হাসি মাখি' মহাধরে
মহীধর হাসে নিকরে নিকরে,
নিকর হাসিয়া কঁক মক করে
ছড়া'য়ে হাসির কণা ;
প্রভাতের হাসি মাখি' মহাধরে
মহাসিন্ধু হাসে লহরে লহরে,
পাগলের পায়া লহর হাসিয়া
ফুটায় হাসির ফেনা ।

৬

কে বলে প্রভাতে তারকা স্নান ?
তুলিয়া হাসির মহাতুফান
হাসিয়া হাসিয়া গলিয়া গিয়া
মিলায় গগন-গায় ;
কে বলে প্রভাতে মলিন শশী ?
হাসির গোলোক-ধাধায় পশি'
হাসিয়া হাসিয়া গলিয়া গিয়া
হাসিতে মিলা'য়ে যায় ।

৭

হাসির প্রভাতে কুণ্ঠি হাসে,
শিশিরের কণা অধরে ভাসে ;
ছোট তৃণ-মুখে অসীম হাসি,
পাছে হেসে ক'র করে,
তাই সে তপন হাসিয়া তার
তুলিয়া কন্ডায় হাসির ধার,
শুকার শিশির-হাসির রাশি,
পূম নব হাসি করে ।

৮

হৃদয়ের প্রভাতে সবাই হাসে,
তুই কেন, প্রাণ, একটি পাশে
চুপটি করিয়া মুখটি বুজিয়া
নীরবে বসিয়া আজ ?
সবার হাসিতে মিশা রে হাসি,
জন্মের হাসিতে আশিও হাসি,

হাসিয়া হাসিয়া চল রে হাসি
হাসির সাগর মাঝ ।

১

কও রে কথা, কিসের বাধা
নাও রে, ও প্রাণ, আমার হেথা ?
এমন কোরে বিষাক্তরে
আর থেকে না, প্রাণ ?

বারেক তরে হাস্ রে হাসি,
উদাস-ঘোরে আর উদাসী
ধাকিস্ না কো—কাঁদিস্ না কো,
ভোল্ রে হাসির তান ।

১০

হাসিয়া হাসিয়া সমর বাক্,
কাছের বিষাক্ত সূদূরে পাক্,
হাসিয়া পুরা রে লজ-ফাঁক,
কাঁদিয়া কি হ'বে ওরে ?

কাঁদিয়া কাঁদিয়া জনম গেল,
একটি দিনেও হাসি না এল,
কাঁদিয়া আইলি, কাঁদিয়া থাকিলি,
কাঁদিয়া মাট্‌বি পরে ।

১১

হাসির ভূফানে সবাই ভাসে,
হাসিতে সবাই এখানে আসে,
হাসিই কেবল মরত-জীযান্,
কে না হাসে কোথা বল্ ?

হাসি না হইলে কেহই বাচে না,
হাসি না হইলে লজ নাচে না,
হাসি না হইলে বিশাল জগৎ

কবে যেতো রসাতল !

১২

তাই বলি, প্রাণ ! হাস্ রে হাসি,
হাসিই এখন্ ভালবাসি,
হাসির দিবা, হাসির নিশি,
হাসির ভোরে ভোয় ।

চিরকাল তো কাঁদিলি বোসে,
কৈদে কি সুখ গেলি শেষে ?

এবার কি হর দেখতো হেসে,
কাছে বোসে মোর ?

১৩

বলিস্ যদি, 'হাসিবো কিসে ?
হাসি আমার গেছে ভেসে ।'
আর রে তবে আমার সাথে,
বেড়াই ঘরে ঘরে ।

হাসির পুতুল দেখ বো দেখা,
ব'লবো তা'রে তোমার কথা,
ধার নিয়ে তার হাসি, দিব
তোমার অদর পুরে ।

ধারের হাসির নামটা শুনে,
প্রাণ আমার কি ভেবে মনে,
উঠলো হেসে মুচকি হাসি,
পড়লো হাসি কুরে ।

হাসির বিষাদ ।

১

মরমের মাঝে মরমে মরিয়ে
কাঁদিস্ কেন রে প্রাণ ?
কি হেন বেদনা সহিয়ে হৃদয়ে
গাহিস্ কাঁজনি-গান ?
'বলি বলি কোরে তবু না বলিস্,
কোটো-ফোটো কথা ফোটো না ?
মরমের কথা মরমে মিশায়,
হৃদ হুটে কেন ওঠে না ?

২

নখর অধরে বিষাদের বাস,
হাসি এসে ফিরে যায় ;
হাসিরে কাঁদিতে দেখি নি কখনো,
আজ কেঁদে কেঁদে চায় ।

৩

হৃথের সাগরে প্রেমের সুধায়
হাসি যে আগিয়েছিল,

অধর দেখিয়ে বুকেছিহু আমি,
(আজ) সে হাসি কান্দিয়ে গেল।

৪

হাসি।

কেন রে কান্দিয়ে গেলি ?

(আমার) প্রাণকে কান্দা'য়ে, আপনি কান্দিয়ে,
বুকে কেন বাধা দিলি।

যদিই দিলি রে বাধা,

(তবে) ভাল ক'রে দে, নে রে ছিঁড়ে নে
চেতনা মরম-গাথা।

৫

চেতনে চেতনে সহিতে পারি নে
মরমের বাধা আর,
অচেতনে রেখে, বা রে তুই দেখে
আমার বেদনা-ভার।

জড়-প্রকৃতির জড়তার ছায়া—
আমার এ কারা ফাঁস;

জড়-প্রকৃতির জড়তার বাধা
স'তে পারে নিশিদ্দিন।

৬

(কিন্তু) চেতনা তা নয়, চেতনা আমার
জড়-প্রকৃতির পর;
দূর-দেশ হ'তে পথ ভুলে এসে
এ দেখে পৌঁছেছে বর।

(আহা!) জানে না চেতনা, কত যে যাতনা
এ বরে পাইতে হয়;
পথ ভুলে এসে, এই হল শেষ—
কেবল ব্যতনা ময়।

৭

(আহা!) প্রাণের কাঁদনি তাই,
(আহা!) হাসির কাঁদনি তাই,
সহিতে না পারি' চেতনা আমার
চেতনায় বেন নাই।

সহে না যাতনা আর।

হুখিনী চেতনা এ বর ছাড়িয়ে
বা রে দেশে আপনার।

প্রাণটিরে মোর সাথে নিয়ে যা,
যাসু নি এ বরে রেখে;
প্রাণের আমার যুথ-ভরা হাসি
কোথা গেছে নিগে দেখে।

৮

(আহা!) হয় তো প্রাণের হাসি
জড়-প্রকৃতির দাক্ষণ পৌড়নে,
কোথায় গিয়েছে 'ভাসি'।
প্রাণের সে হাসি—সরলা বালিকা—
জানে না সাঁতার দিতে;
অকূল পাথারে ডুবে গেল বকি
আকুলি-বিকুলি চিত্তে।
অথবা সে হাসি কান্দিয়ে কান্দিয়ে
ভ্রমে পথহার হ'য়ে;
জড় প্রকৃতির কেউ তো তাহারে
রাখে না ভরসা দিয়ে।

৯

(আহা!) হয় তো সে কচি হাসি
ভুলের নিকটে পিয়েছিল ছুটে
নয়ন-সলিলে 'ভাসি'।
কোটা-কুল-যুথ কোমল ভাবিয়ে
প্রাণের হাসিটি মোর
বাঁসেছিল তার; কীটের জালার
পেয়েছে বেদনা যোর;
কান্দিয়ে কান্দিয়ে, আবার লুটিয়ে,
উলটি-পালটি ধেরে,
চাদের নিকটে পিয়েছিল ছুটে,
বিষাদের গান গেয়ে।
পুরণিমা নিশি, ঝকে দশ দিশি
চাঁদের কিরণ ছাঁদে;
হাসি যেই গেল, অমনি গ্রাসিল
নিরমম রাহু চাঁদে।
(ছি ছি!) ধিক্ জড় প্রকৃতির!
প্রাণের হাসিটি করে লুটিপুটি;
তবু না চাহিল ফিরে।

১০

চেতনা গো ! তাই বলি—
হাসিহারা প্রাণ এই বেলা নিয়ে
হেথা হ'তে যা' গো চলি ।
আমার মাথার কিরে,
চেড়ে যা, ছেড়ে যা এ হৃথের স্বর,
চাণ নি চাণ নি ফিরে ।
প্রাণটিকে নিয়ে চ'লে গেলে তুই,
জড়-প্রকৃতি সে আর
কি ঘোর করিবে ? কি বা বাধা দিবে ?
কে ধারিবে তার ধার ?

১১

পকভূতময় এ হৃথের স্বর
জড় প্রকৃতির থাক ;
প্রাণটিকে মোর নিয়ে গেলে তুই,
এ স্বর হইবে ফাঁকি ।
তো' দু'টির তরে, এ জড়ের স্বরে,
জড়সড় হ'বে আঁচি ;
তোরা চ'লে গেলে, আমিও পালিয়ে
যাতনার দায়ে পাচি ।
প্রাণের মায়ায়,— তোমার মায়ায়—
প্রকৃতির জালা মই ।
হাসি-হারা প্রাণে প্রকৃতি কাঁদায় ;
(এবে) প্রকৃতির আর নই ।
চল গো চেতনা চল,
প্রাণটিকে পব, আমাকেও পব,
ফেলে ঘাই আশি-জল !

বর্ষার মেঘ ।

(পদ্য-পঙ্ক্তি গদ্য)

১

আকাশ নীল—অনন্ত নীল,
মানব-চক্ষু অনন্ত নয়—
হুতরাং আকাশ অনন্ত নীল !
দক্ষিণদিক্শোভিনী দিগন্তনার অঙ্গলি হ'তে

ধীরে ধীরে বায়ু-শ্রোতে
একখানি হৃদ্র মেঘ ভাসিয়া আসিল ।
হৃদ্র মেঘ বলিলাম কেন ?
অনন্ত নীলাকাশপটের একটি পাশে
অনন্ত সমুদ্রের তরঙ্গায়িত বঁকে
একটি ক্ষুদ্র পত্রের ছায়া যে মেঘ,
সে কি রুহৎ ?—না—ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র !
আমিও এই কালসমুদ্রে বা কালাকাশে
তন্মাদপি ক্ষুদ্র,
বা ক্ষুদ্রতম শব্দের পর
যদি অন্য কোন বিশেষণ থাকে,
আমি তাই ।
আমি, আকাশ-কোলে
ঐ ক্ষুদ্রতম মেঘের তুলনার কালের কোলে
'নাই' বলিলেই হয় ।
অহো, তবে কালের চেয়ে অনন্ত কে ?—
মহান কে ?
তা' কি জ্ঞান না ?—ঈশ্বর ।
একই কথা—যিনি ঈশ্বর, তিনিই কাল ।

২

এ কি হ'ল ?
এই কয়টি কথা ভাবিতে ভাবিতে
ক্ষুদ্র মেঘ রুহৎ—রুহত্তর হ'ল !
বামনমূর্তি বিরটিমূর্তিতে পরিণত হ'ল !
অহো, ক্ষুদ্র মেঘ এত বড় !
বুঝিরাছি—জগতে কেহই ক্ষুদ্র নয় ।
ক্ষুদ্র কেন হইবে ?
যিনি জগতের স্রষ্টা,
তিনি ক্ষুদ্র হইলে
জগৎ—জগদ্বাসী প্রাণী ও অপ্রাণী ক্ষুদ্র হইত,
হুতরাং কেহই ক্ষুদ্র নয় ।
যাহাকে বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক পরমাণু বলে,
তাহা না কি এত ক্ষুদ্র যে
অণুবীক্ষণ যন্ত্র চক্ষে না ধরিলে
'দেখা যায় না—বোকা যায় না,
আবার অণুবীক্ষণও কখন কখন হারি মানে

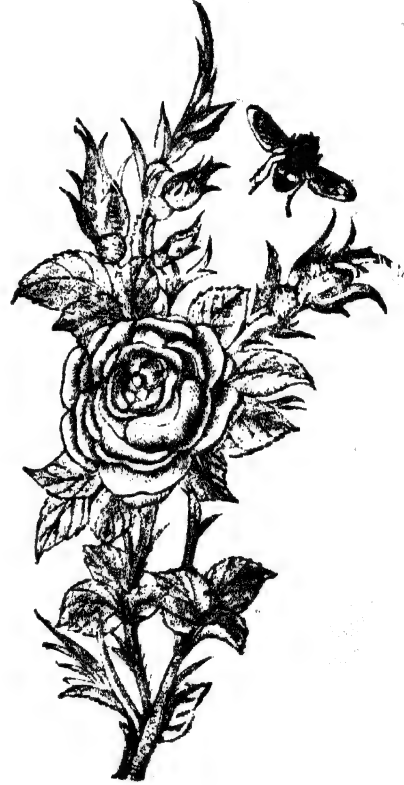
তবে বৈজ্ঞানিক আর দার্শনিকের মতে
পরমাণুর চেয়ে ক্ষুদ্রতম আর কিছুই নাই।
কিন্তু আমার বিবেচনায়
বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক বড় ভ্রান্ত;
নহিলে এমন কথাও কি বলে ?
কি আশ্চর্য্য !
সকলের চেয়ে পরমাণু ক্ষুদ্র !
পরমাণু সর্বক্ষুদ্র হ'লে
সর্ববৃহৎ কে ?

তা'রা কখনো ক্ষুদ্র ?
তা'দের চেয়ে তবে বড় কে ?—ঈশ্বর।
ও একই কথা,—যে ঈশ্বর—সেই পরমাণু।*

৩রা প্রাবণ, ১২৯১

বর্ষার গোলাপ ।

(পদ্য-পঙ্ক্তি গদ্য)



ভাই বৈজ্ঞানিক !
একবার বেগ ক'রে ভেবে দেখ দেখি,—
তোমার বিজ্ঞানের পুঁজী পাটা কি লইয়া ?
পরমাণু লইয়া নয় ?
তোমার হুঁদা কি ?
চন্দ্র কি ?
রুধ, রহস্যপতি, ভক্ত, শনি আদি গ্রহ কি ?
সর্দাপেক্ষা বৃহৎ গ্রহ ইউরেনাস কি ?
বিষ্মসংসার কি ?
ব্রহ্মাণ্ডের পর ব্রহ্মাণ্ড তা'র পর ব্রহ্মাণ্ড—
এইরূপ অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড,
সে সকলই বা কি ?
পরমাণু নয় কি ?
যদি পরমাণুই হ'ল,
তবে তুমি কোন্ লজ্জায়—কোন মুখে
পরমাণুকে ক্ষুদ্র বল ?
যদি বল যে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরমাণুযোগে
এই সকল বৃহৎ কাণ্ড সংঘটিত হইয়াছে,
কিন্তু পরমাণু নিজে ক্ষুদ্র,
তবে তুমি ভ্রমের অন্ধ কসিতে খুব মজবুৎ ।
ভাই ! তুমি কি জ্ঞান না,
যা'দের সংযোগ বা একতা
অনন্ত-কোটি ব্রহ্মাণ্ড গড়িতে পারে,

সাধের জ্ঞান ! ভিজ্ঞে গেছিস ?
তো'র নথর অধরে ও কি টল্ টল্ কোচ্ছে ?—
হুঁদা ?—মধু ?
না, ও যে মেঘের জলবিন্দু ।

* যে সকল পদ্যে পদ্যের কাব্যাত্মক ভাব থাকে, সেই সকল পদ্যের কোন কোন বিষয় এইরূপ পদ্য-পঙ্ক্তি প্রণী-
তীতে সাজাইয়া লেখা আমার বিবেচনায় তা'বার একটি নূতন অঙ্গ । দেখা যাইবে ইহা । এখন পাঠকবৃন্দকে কি বলেন ।

মেঘ কি নিষ্ঠুর, হি হি,
সে কা'রই আদর জানে না,
আদরের বদলে কষ্ট দেয়—পীড়ন করে;
গোলাপ !
তুই তা'র সাক্ষী ।
আহা,
বসন্ত সময়ে তোকে দেখেছি,
এখনো দেখছি,
কিন্তু, সে-তুই আর এ-তুই যেন এক-তুই নয় ।

২

ভোঁ ভোঁ ভোঁ ।
এ কি ?—
কিসের বাঁশী বাজে ?
ও—ভয় !
এস যে কালো-মাগিক এস,
এই গোলাপের সঙ্গে আলাপ কর ।
ঐ যা ভয় কিবের গেলো যে ;
কিভাবে বই কি, গোলাপের মধু কই ?
কাছে কাছে রসিক ভ্রমর
ভোঁ ভোঁ কোরে ভোঁ-দোঁড় দিলে ।
গোলাপ ! মেঘ-তো'র অতি বড় শত্রু ।

৩

গোলাপ উত্তর দিলে—
“না না, তা' না,
মেঘ আমার অতি বড় বন্ধু ।
ভ্রমর পতঙ্গ বটে,
কিন্তু তোমাদের মত স্বার্থপর মানুষ,
সে উপকার কোন্‌তে চায় না,
অপকার কোন্‌তে খুব মজ্জুৎ,
প্রবঞ্চনা তা'র ব্যবসা,
ভনভনানি তা'র ধোঁয়াশুন্নি—যোগাহেবি;
আমি মরি বা উচ্ছন্ন বাই,
অ'তে ভ্রমরের এক ক্রান্তি কষ্টও হয় না,
সে কেবল আমার মধু লুটে আসে,
লুটে পুটে আমার ফতুর কোরে পালায় ;

ছি, এমন ভ্রমরেরো তুমি আবার প্রশংসা কর !
তা কোরবেই তো—
মানুষ আর ভোম্রার তফাৎ কি ?—
এ পিঠি ও পিঠি !
মানুষ ম'রে ভ্রমর হয়,
ভ্রমর ম'রে মানুষ হয় ।
কিন্তু, মানুষ ।
মন দিয়ে শোনো—
মেঘ তোমাদের মত শর্ত স্বার্থপর নয়,
মেঘ দয়ার অবতার—
মেঘ দেবতা ;
মেঘের যে জল-বিন্দু
আমার শুকনুখে টল টল কোচ্ছে,
যে বিন্দু তুমি নিন্দা কোচ্চো,
সেই বিন্দু—সেই অনুভব-বিন্দু মেঘের দয়া ;
এই অধারপী জল-বিন্দু আমার জীবন—
আমার রূপ—আমার গুণ—আমার সর্বস্ব ;
দয়াল মেঘের এই দয়া-বিন্দু জল-বিন্দু না পেল,
জগতে কোন দিন গোলাপ নাম উঠে যেতো,
এই বিন্দু-বলেই আমি বেঁচে আছি,
তাই তা'রই কৃতজ্ঞতা দেখা'বার জন্যে
আমার মধু-বিন্দু
মেঘের জল-বিন্দুতে মিশিয়ে দিয়েছি ;
মেঘের চয় হোক—
মেঘের দুঃখ-বিন্দু অক্ষর হোক ।
আর—
তোমাদের মানুষের মত
স্বার্থপর চোর ভ্রমরের ডানা ছিড়ে থাক—
পা ভেঙে থাক—
ভোঁ ভোঁ ডাকুনি গো গো হোক—
ভ্রমর মরুক ;
ভ্রমরকে যে ভাল বলে,
সে চোকের মাথা থাক—বোবা হোক ।”

প্রিন্স-পঞ্চক

অর্থাৎ

(প্রিন্স অ'ব ওয়েলসের ভারতবর্ষে অভ্যাগমনোপলক্ষে পঞ্চগীতোপহার)

প্রথম গীত ।

পরজ-কলিঙ্গড়া—একতাল ।

অপরূপ রূপ আজি হেরি ।
খড়লে তপন, ভুতলে বিরাজে,
নব শশী মরি মরি ।
রবি শশী বটে নিরখি নয়নে,
ক উঠিতে গগনে ;
এক কালে হু'টির উদয়
ভারত উজ্জল করি' ।
কলঙ্ক বাহাতে, এ চাঁদ সে নয়,
প্রতীচীর শশী প্রাচীতে উদয়,
কলঙ্কবিহীন, পূর্ণশোভাময়,
অঁধার লইল হরি' ।

দ্বিতীয় গীত ।

সাহানা—ঝাঁপতাল ।

আজি কিবা শুভদিন ভারতে উদয় রে ।
হৃথের ভারত-ভূমি হৃথের আনয় রে ।
ভারত-ভবিষ্য-রাজ
হেরিতে ভারতে আজ,
বসিলা ভারত-কোল
করি' শোভাময় রে ।

তৃতীয় গীত ।

সিদ্ধুড়া—কাওয়ালি ।

আয় রে ভারতবাসী, সকলে হরিষ চিতে,
সুবরাজে করি দরশন ;
ভারতের হৃথনাশী, বিপদে অভয় দিতে
আজি এ'র শুভ-আগমন ।

চতুর্থ গীত ।

মালকোশ—কাওয়ালি ।

এস এস, রাজকুলধন !
ভারতবাসীর আজি সফল নয়ন ।
এনেছি যতনে সবে ভক্তি-উপহার,
এনেছি তোমায় দিতে প্রীতি-কুল-হার,
বারেক করুণা ক'রে, লহ হে কমল-করে,
যদি আজি আমাদের দিলে দরশন ।
তোমারে দেখিব ব'লে আশা ছিল মনে,
পূরিল সে আশা, আজ হেরিমু নয়নে ;
ঘুচিল যতক হৃথ, উথলে জলয়ে হৃথ,
ভারত-মলিন-মুখ আনন্দে মগন ।

পঞ্চম গীত ।

কাফি—গুরি ।

কুমার । হেরি তোমারে ভারতবাসী,
জীবন-যাতনা যত ঢালিয়া বিস্মৃতি-জলে,
হৃথভাগী তব পাশে আসি' ।
পীড়ন-পীড়িত চিত্ত আনন্দিত
তব শুভ দরশন লাভে ;—
অমর-নগর সম ভারত-আলয়,
আমরা অমরপূরবাসী ।
তরঙ্গ-ভাসিত কুহুম নিকর যত
ভারত-দীন-হৃত আজি ;—
তব মুখ দরশন লভি' প্রথমাগরে
হাসি' হাসি' যার ভাসি' ।

২০এ কার্তিক, ১২৮২

বিলাতী সভ্যতার নতুন কল্পনা ।



পতির পত্নী-সংস্কার ।

পতি ।

ডুং ডাং ডুং ডাং হো হো হো !
 গাভ পাড়ছে, হিম্ পাড়ছে, চাঁদ চোড়ছে মেঘে ।
 বাগান-ভরা গাছ নড়ছে হাওয়ার ধাপের বেগে ।
 ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও, প্রিয়ে !
 আজই আমি বিদেশ গিয়ে
 তোমার হৃদয় আনবো খান্না বিবিয়ানী মেগে
 কোঁপেট লন-পকেই ভোরে,
 না ধোলে কের ব্যাপে ।
 ডুং ডাং ডুং ডাং হো হো হো !

পত্নী ।

ছি ছি ছি ছি ছি ছি ছি ছি ।
 বকছো কেন মিছি মিছি ?
 ইংরেজিতে দু'পাত পড়ে
 ভালগাছে যে উঠলে চোড়ে ?

পতি ।

What d'you say Palm-tree?—No !

বুক্ মাহেবের জাহাজ গো ।
 সেই জাহাজে চড়বো আমি,
 ডাডুবো এ'ছাই বাঙলা ভূমি ;
 নহানেনা হ'বে সেথা,
 আর কি আমি থাকি হেথা ?
 সেই মেলাতে অনেক বিবি
 আনবে যেন পতীর ছবি !

পত্নী ।

ডা'হে আমার লাভটা কি ?

পতি ।

আরে ছি ছি ছি ।
 লাভ যদি না হ'বে,
 বাই কি আমি তবে ?

তবু বেতভরা ধরণ ধারণ
এটিকেটের বেট্ ফেসিয়ন্
সেই বিবিদের আছে যেমন,
তোমাদের কি আছে তেমন ?
আ-মরি-মরি ! কিবে টুপী !
তা'তে আবার ফুলের থুপী !

ডুং ডাং ডুং ডাং হো লো লো !

ওহো হো ! কিবে গাউন !

বাঙালির মেয়ের গাশে কালি চুণ !

ডুং ডাং ডুং ডাং হো লো লো !

ও হো ! কি ঢং !—কি রং !

কি বেশ !—কি কেশ !

ডুং ডাং ডুং ডাং হো লো লো !

ও হো ! কি মূর্তি ! কি কুর্তি !

বুক-অঁটা সাটিন্ কুর্তি !

ডুং ডাং ডুং ডাং হো লো লো !

ও হো ! পোমেটমের কি গন্ধ !

মিহি কথার কি ছন্দ !

ডুং ডাং ডুং ডাং হো লো লো !

ও হো ! সব চেয়ে কি চেহারা !

রূপের যেন সাক ফোয়ারা !

ডুং ডাং ডুং ডাং হো লো লো !

পিয়েই সেখা, যত লাগে,

কিনবো ফটো, পূর্ববো ব্যাগে ;

আনুবো হেথা তোমার তরে

তা'দের ছবি !

মিলিয়ে 'হুনি একেক ক'রে

দেখবে সবি ।

পছন্দ কোরে, যেটি মনে ধরে,

সেটির মত সেজো, প্রিয়ে !

তার পর—

দিন দু'বেলা, ক'রো খেলা

এই বাগানে বাধার দ্বিগে ।

লম্বা গাউন এঁটে প'রে,

বেড়িও, প্রিয়ে ! চরকি ঘুরে

ধ'রে আমি তোমার টেল,

ডুং ডাং ডুং ডাং পিট্ বো বেল ;

তখন

কেয়ার কি আর ক'রবো কা'রে ?

একেবারেই খোঁচু হেল !

ডুং ডাং ডুং ডাং হো লো লো !

পত্নী ।

দিক্ তোমাকে !—ছি তোমাকে !

দিক্ তোমার এই ছেঁচড়া সাপে !

অগঃপাতে নিজে গেছো,

আমায় কেন জড়াও ফাঁদে ?

কাজ কি আমার বিবিরানী ?

কাজ কি আমার ঢং ?

স্বামী হ'য়ে স্ত্রীকে বল

সাজতে পের্তী সং ?

ও না ! কি লজ্জার কথা !

যাবো আমি কোথা !

ইংরেজি পড়ার হুখে ছাই !

ছেড়ে দাও হাত—যরে বাই !

যরে পাছে কেউ শোনে কাণে,

তাই বাগানে আনলে তেনে ?—না ?

দিক্ তোমাকে !—ছ্যা ছ্যা ছ্যা !

ছেড়ে দাও হাত—বাই আমি,

গোদায় বাও নিজেই ভুনি ।

পতি ।

পায়ে পড়ি—পায়ে পড়ি—যেয়ো না,

ও কথা আর বলবো না ।

হু'দিক্ যা'তে বজায় হয়,

এবার বলি তাই ;

চুপ্টি কোরে কাণটি পেতে

শোনো—বোলে বাই ।—

দিনের বেলায় নাই বা হোলো,

রোতের বেলায় বিবি সেজে,

লেপ্ গায়ে দে শুয়ে থেকো,
না হয় বামে বা'বে তিক্তে !

সাজ্বে তুমি বিবি,
নিউ ক্যামনের ছবি ।
দেখবো আমি চেয়ে
চন্মা চোখে দিবে ।
দিনের বেলায় রান্না বাড়ি,
বাসন মাজা, চাল কাঁড়া ;
ঘর-নিকনো, বাটী না বাটী,
শাক সব্জি কুট্ মো কোটা ।
ন্যাটি দেশের বা' কিছু—
কি আণ্ড—কি পিছু

সবই কোরো তুমি ;
কিন্তু রেতের বেলায় তা' হ'বে না,
এ সব ক'ন্তে আর পা'বে না ।
সন্ধে যেমন হ'বে,
সাবান খানা নেবে,
খুব কোমে গা ধোবে,
রূপ কুটে বেরুবে ।
সাবান অগ্নি নয়—রূপের তুলি,
ঘোমলে গায়ে কোটে কলি ।
তা'র পরে—রোসো—
গাউন্ এঁটে কোসো,
তা' হলেই—বস—

ডুং ডাং ডুং ডাং হো লো লো !

[এমন সময় দূর থেকে কে
দেখলে উ'কি পেড়ে ।
ডুং-ডাং-ওলা পতি পতীর
হাতটা দিলে ছেড়ে ॥]

ভক্তের হরিনাম-গান ।

(কীর্তনান্দ্র)

আহা, কৃষ্ণনাম—হরিনাম—
কি মধুর নাম !
আহা, এই নামে পাতকী তরে—
মধুর নাম—হরিনাম !
আহা, ব্রহ্মা শিব আদি করি'
দেবগণ দিবা বিভাবরী
মুখে বলে হরি হরি ।
আহা, হরিনামের কি মহিমা,
পাপীর তরে এ নাম-সুধা
প্রাণের নাকে বহে আমার ।
পাপী ! কে আছিল কোথা আর আর—
আর, পাপী ! আর চুটে আর,
সাধ মিটা'য়ে, প্রাণ ভরিয়ে
হরিনাম-সুধা করি পান ;
জুড়া'বে পাপের তাপিত প্রাণ ।

২

কই আমার সে প্রাণের প্রাণ ?
কহে প্রাণরূপী হরি হে—
ব্রজভূমি করি' আঁধার
কোথা রয়েছে হরি আমার ?
সাধের তোমার বৃক্ষাবন
তোমার বিরহে ম্লান,
তমাল-ডালে কৃষ্ণনাম
কোকিল করে না গান ।
কোথা, কৃষ্ণ, তব রাধিকা—
বা'রে না হেরিলে নয়ন-সলিলে ডাসিতে হে,
কোথা তব সেই রাধিকা ?
আহা, বা'র প্রেম-ভিখারী তুমি—
কোথা তব সেই রাধিকা ?
আহা, বা'র দুয়ালু বারী তুমি—

কোথা তব সেই বাধিকা ?
 আহা, শ্যামলী ধবলী দেখু,
 আহা, রাধানাম-সাধা বেণু,
 হরি ! কোথা হে তোমার এবে ?
 কোথা হে তোমার—
 হরি ! কোথা হে তোমার রাখালগণ ?
 যশোমতী মাতা—নন্দ পিতা কোথা হে ?
 আহা, সকলি গিয়েছে—বিছুই নাই,
 আছে শুধু হরিনাম—
 মধুর মধুর অতি মধুর
 আছে শুধু কৃষ্ণনাম ।
 হরি ! দ্বাপর পিয়েছে, কলি এসেছে,
 পাপ-পাথারে জীব ভেসেছে ;
 আহা, কি হ'বে এদের গতি !
 জামি ভাবি তাই বিদ্যারতি ।
 দরাময় হরি !
 পাপ-ঘোরে বধির জীব,
 হরি ! কি হ'বে তা'দের গতি তে,
 একবার ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিম ভাবে
 নখর অধরে মধুর মুরলী বাজাও হে—
 পাপিকুলে জাগাও হে ;—
 আবার সবজীবন লাঠি বলুক পাপী—
 হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল ।

৩

আরে পামর রসনা,
 পার্থিব মধুর রস-বশে,
 বন্দীভূত কেন রে এত ?
 মধুর হইতে মধুর যেই—
 সুধা হইতে সুধা যেই—
 হেন হরিনামে অকুটি কেন ?
 ছি ছি, এ কি রে ব্যভার তোর,
 ছি ছি, এ কি রে মোহের ঘোর ।
 রাখ রাখ কথা—দুচে যা'বে ব্যাধা,
 একবার বল হরিবোল ।
 রসনার স্তম্ভ ভুইও, রে মন,

মায়ায় ছায়ায় দুমা'স কেন ?
 দারা হুত ভাই বন পরিক্রম
 মায়াবালী—ছায়াবালী,
 এই আছে—এই নাই ;
 তুইও নিজের মন কতটুকু রে ?
 বায়ুর মুরতি, খেলিস্ বায়,
 পলকে মিশিবি কালের ছায় ;
 তখন কোথা র'বে তোর মায়ায় আশা ?
 তাই বলি—
 ও মন, তাই বলি—
 যদি ভব-মাগরে পার পা'বি,
 যমের নরকে নাহি বা'বি,
 হরির চরণে মিশিতে পা'বি,
 তবে বল—ওরে মূঢ় মন রে—
 হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল ।

৪

জাগ জাগ, জীব, জাগ রে,
 মোহনিদ্রা ছাড় রে ।
 জীবে জীবে আপন ভাই,
 তবে কেন, জীব !
 অপর জীবে কর নিপাত ?
 ধরাগে ভাসাও শোণিত-ধারে ?
 ছাড় হিংসা—ছাড় লোভ,
 হরি বল, দুচিবে কোভ ;
 প্রেম না শিথিলে নাহি মিলে
 প্রেমময় হরির প্রেম ।
 তাই বলি—ও জীব ! তাই বলি—
 বল একবার ভক্তিতরে
 হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল ।



হরিহর-মূর্তি ।

(স্তবগীতি)

মদভূত দেব আধ আধ মধুর মধুর মিলন ।

দাধ শ্রামল, আধ ধবল, যুগল অচল তুলন ॥

আধ মদনমোহন,

আধ মদনদাহন,

দাধ মধুর, আধ গভীর, পঙ্কন-লয়-কারণ ॥

আধ চন্দন, আধ ভঙ্গ,

আধ বসন্ত, আধ গ্রীষ্ম,

দাধ কম-বন-কুহুম-হার, আধ হাড়-হার-ধারণ ॥

আধ ললাটে তিলক ছাঁদ,

আধ ললাটে কলক চাঁদ,

আধ ধোত পীতবাস, আধ বাঘ-হাল ভীষণ ॥

আধ নবীন, আধ প্রবীণ,

আধ কোমল, আধ কঠিন,

আধ অধরে মধুর হাস, আধ অধরে গর্জন ॥

আধ কুণ্ডল, আধ ধুতুর,

আধ প্রেমিক, আধ বিঘ্ন,

আধ নয়ন বন্ধিম ঠাম, আধ ঢুলু ঢুলু লোটন ॥

আধ কেয়ুর, আধ ভুজঙ্গ,

আধ কমল, আধ করঙ্গ,

আধ অধরে মধুর মুরলী, আধ অধরে বিঘাণ ॥

আধ চক্র, আধ শূল,
 আধ বক্র, আধ স্থূল,
 আধ অমৃত, আধ গরল, অমৃতের গরল মিশ্রণ ॥
 আধ ক্লেশ, আধ হৃদয়,
 আধ প্রেম, আধ বিকার,
 আধ ভোগী, আধ যোগী, আধ হাসি, আধ রোদন ॥
 আধ গোপিনী-হৃদি-রঞ্জন,
 আধ যোগিনী-যোগ-জীবন,
 আধ অঙ্গ গরুড়াকৃষ্ণ, আধ বৃষভ-বাহন ॥
 আধ শিরে শিখি-চূড়ার ছটা,
 আধ শিরে কটা ছটার ঘটা,
 আধ দেব হরি, আধ দেব হর, হরিহর জীব-জীবন ॥

বিদায়-সঙ্গীত ।*

(কীর্তনাস্ত)

প্রজ্ঞা-জীবন রীপন হে !
 দয়ামায়াময় রীপন হে !
 পিতার দয়ায়—মায়ের স্নেহে
 কোলে তুলে নিরেছিলে হে !
 এবেব আমি গবে আর পীতল কোলে
 কেবা তুলে ল'বে মধুর বোলে !
 বিধির বিপাকে আজ আবার
 আলোক নিভিল, হ'ল আঁধার !
 আহা ! কঠিন পীড়নে কাঁদিব যবে,
 মাঠে মাঠে কে বলিবে !
 প্রাণের বাতনা—মরম-বেদনা—
 নয়নের জল কে মুছাবে !
 আহা ! এমন পিতা—এমন মাতা—
 এমন বন্ধু—এমন শাস্তা—
 ছেড়ে যায়—ভারতবাসী রে !
 ছেড়ে যায় আজ চিরতরে
 আহা, এমন দয়াল পা'ব না রে !

আহা, সাগর-পারে যা'বে তুমি,
 বিদায়-সাগরে ভারত-ভূমি—
 সাধের তোমার ভারত-ভূমি—
 আমাদের এই মাতৃভূমি
 বিদায়-সাগরে ডুবিবে হে !
 ধরম-শাসনে, অটল মনে
 কে আর তা'রে তুলিবে হে !
 কে আর চরজন জনে দূর করি' দূরে
 আপরি পড়িবে সঙ্কট ঘোরে !
 হে রীপন ! ধর্মের পণ
 কে আর পূরণ করিবে হে !
 আহা, মনের বাসনা রহিল মনে,
 ভরসা গেল হে তোমার মনে ;
 আকুল হ'লে কা'র মুখপানে চা'বে হে !
 অনুকূল প্রভু হেন আর কা'রে পা'বে হে !
 কি আর করিব, উপায় নাই,
 কালচক্র ঘুরিল হে !
 আহা, কত উপকার করিলে তুমি,
 লবয়-প্রাণ-কায়-মন-বাচে—
 কত উপকার করিলে তুমি,
 কিত্ত প্রতি-উপকার করিব কিসে ?
 নতন জীবন দিয়েছ তুমি,
 সেই নতন জীবনে, প্রভো হে—
 রেখেছি সাধের ভক্তি-ধন,
 তাই দিলাম তোমার পবিত্র করে ।
 প্রভো ! ভারতবাসীর ভক্তি-প্রাণ,
 রাজভক্ত ভারতবাগী,
 ভক্তি ব্যতীত, ওহে ভক্ত-প্রাণ !—
 ভক্তি ব্যতীত কিছুই নাই,
 সেই ভক্তি তোমার দিলাম তাই !
 যা'র ভক্তিবলে রাজভক্তি আজ
 দিলাম তোমা'রে, রাজা !
 সেই রাজার রাজা দয়াল হরি—
 আমাদের সেই প্রাণের দেবতা—
 আমাদের সেই দয়াল হরি
 মঙ্গল কহুন তব ।

* ভারতবর্ষের পরমহিতৈষী গবর্ণর জেনারেল লর্ড রিপারের বিদায় কালে গত ১৯১১ সালের ১১ই অক্টোবর শনিবার রাত্রিতে বেঙ্গল থিয়েটার কোম্পানি সংগৃহীত প্রজ্ঞাদ-চরিত্র নাটক অভিনয় করিয়া যে অর্থ উপার্জন করেন, তাইতে তাঁহারা উক্ত মহাত্মার স্মরণ-ভাণ্ডারে ৩০০ টাকা দান করিয়াছিলেন । এই পীতল সেই রজনীতে উক্ত থিয়েটার অভিনয়স্থলে পীত হইয়াছিল ।

ষড়ঋতু ।

গ্রীষ্ম—বর্ষা—শরৎ—হেমন্ত—শীত—বসন্ত ।

প্রথম ঋতু ।



গ্রীষ্ম ।

১
* ঝল্ ঝল্ শিরে অনল-ছটা,
ভীম অনল মুকুট-ঘটা,
বাম করে ধরি' অনল-মুঠা
ছিটাইয়া কে ও যায় রে !
ঘোর ক্রন্দ শুষ্ট কাশ,
ভীত নয়নে বিকট চাশ,
উত্তাপ ঢালি' বায়ুর পায়,
পলকে যোজন যায় রে !

২
মারা-সিংহ পক্ষ-সাঁটে
হুকারি' ছোটে গগন-বাটে,
কেশরদল উলটি' লোটে,
ঝাঁক নিকলে তায় রে !
সিংহ-পুষ্টে বক্রভাবে
ভীম গ্রীষ্ম বসিয়া ধাবে,
ডানি হাতে দীপ্ত হৃদে
হুকারি' সুরায় রে !

মন্তব্য: উপরোক্ত এই কবিতাটি লিখিত হইল। একই স্থর কবিতা, হুরে লঘু ও স্বর বসিয়া রাখিয়া পড়িতে হইবে।

ভীষ্ম-মূর্তি গ্রীষ্মে হেরে,
ফাটিল ধরা লক্ষ চিরে,
অনল মিশিল শীতল নীরে,
 নীর শুকাইয়া যায় রে !
তাতিল যত শৈল-শৃঙ্গ,
গলদযন্ত্র জীবসঙ্ঘ,
অবশ জলস হইল অঙ্গ,
 কাতর পিপাসায় রে !

জীষ্ম করি'ছে অধিরূটি,
দক্ষ তার নিখিল বৃষ্টি,
মেঘ মরিল, নাহি বৃষ্টি,
 ঘোর ঝড়ি, হায় রে !
নীরস হ'ল পাদপগণ,
বিহগবন্দ আকুল-মন,
ধূ ধূ মরুভূ, তপ্ত পূবন,
 ভীষ্ম গ্রীষ্ম ধায় রে !

দ্বিতীয় স্রুত ।



বর্ষা ।

* জীবগণ রেজেন করিয়া অবশ,
 আপারি' আকাশ বর্ষা আওরে ;
চাতক পাখী সুস্বপ্ন ডাকি',
 'কটিক জল' বলি' চৌদিক্ ধাওরে ।
'কটিক জল' রব শুনিয়া জীব সব,
 যনগণ-অবৃত্ত অঙ্গরে চাওরে ;
গ্রীষ্ম-তাপিত চিত হ'ল যতি পুলকিত,
 বরষা-সঙ্গীত সস্ত্রীতে গাওরে ।

২
করিবর-গিঠ'গরি সিংহাসন পরি',
 তহুপরি রাগিল বর্ষারাজ ;
মেঘবরণ কায়, গম্ভীর রব তার
 হাকি'ছে গম্ভীরতর দুখনাথ ।
চাহি'ছে পুন পুন, নিহাত-আগন
 দশ গুণ শত গুণ চমকে চক্রে ;
করিবর-ভুজ জল করি' ধুও
 পড়ি'ছে ঝর ঝর, প্রাবি'ছে বক্ষে ।

* সিংহ-মারাবতিকাভ্যে এই কবিতাটি লিখিত হইয়াছে । একই স্থর করিয়া, অগ্রে লক্ষ্য ভকত বাক্য রচিয়া পড়িলে হইবে

প্রার্ট-অমুমতি	পেয়ে ক্ষতগতি	সিদ্ধ-সলিল মাস	সত্তরি' করিরাজ,
আইল দনগণ অসন্ন মাস ;		ভণ্ডে জল তুলি' যেখে ছিটায় ;	
গম্ভীর হাঁকে	গুড়ু গুড়ু ডাকে,	মেঘগণ পুন পুন	সেই জল হন হন
বিহ্বত চমকে, কড় কড় বাজ ।		ঢালিয়া পৃথ্বীর ভূকা মিটায় ।	
জল থল অন্ধ,	রবি-কর বন্ধ,	শুক তরুদল	পিয়ি' বরিষ'-জল
পূর্ব-পবন বেগে পশ্চিমে ধায় ;		ধরিল মনোহর নৃতন কাঙ্ক্ষি ;	
ঘনগণ ঘন ঘন	তড় তড় বরিষণ	বাঁচিল জীবকুল,	বাঁচিল ফল ফল,
করয়ে জলরাশি তপ্ত ধরায় ।		জয় জয় প্রার্ট হাপিত-শান্তি ! ।	

তৃতীয় ঋতু ।



শরৎ ।

১
 ধোয়া চাঁদ আকাশের গায়
 পৃথিবীর বন পানে চায় ।
 বরিষার মেঘের আড়ালে
 বহু দিন ছিল ঢাকা ;
 জলভরা মেঘ গেছে চ'লে
 নীলাকাশ আজ কাঁকা ।
 তাই চাঁদ চোখ চেয়ে চায়,
 হেসে হেসে ভেসে ভেসে যায় ।

২
 নিদারুণ বিষাদের পরে
 আনন্দের স্রুতি-স্রুতি ;
 নিদারুণ বরিষার পরে
 চাঁদ-মুখে স্বকরকে জ্যোতি ।
 ভরা চাঁদ ঘোল-কলা-ফোটা,
 ছিটায় বিগুণ ছটা-ঘটা ।
 নিবিড় অরণ্য মাঝে চাঁদ
 ওই পাতে হীরকের কাঁদ ।

৩

চাঁদের হীরক-জ্যোতি ছুটে
হু'টি মুখে ধপ্ কোরে ফোটে ।

কোন্ হু'টি মুখে ?

শরৎ ঋতুর আর শরৎ-প্রিয়ার ।

কায়া-চাঁদ—ছায়া-চাঁদ ;—রূপের আধার ।

ননোহর রূপধর সুখা,

হরিত বসন শোভে গায় ;

ফুলের মুকুটে চাঁদ-বিভা,

দোলে চুল মুকুটের ছায় ।

দাঁড়াইয়ে তমালের তলে,

ডান হাতে ধরি' তরু-শাখা,

পায়ের উপরে দিয়ে পা,

বাম দিকে দেহখানি বাঁকা ।

৪

শরতের অবিদুরে কিবা

শরৎ-প্রকৃতি ঢালে বিভা ।

সুগন্ধ ফুলের বেদি'পরি

বোসে ওই জীবন্ত মাদুরী ।

ফুলময়ী নী'খি হাসে শিরে,

ফুলের কুণ্ডল দোলে ধীরে ;

ফুল-কলি নোলোকের ছটা,

ফুল-পাটা আধা আধা ফোটা ;

ফুল-বালা, ফুলের কেশুর,

ফুল-মালা, ফুলের র ;

বাছা বাছা ফুলের সাতনি,

ফুলময়ী শরৎ-সজনী ।

ফুল-বেদি-ফুল-তলে বসি'

মহামালা গাঁথে ফুল-শশী ।

অবিদুরে সমুখ বিভাগে

শরৎ দাঁড়া'য়ে অমুরাগে ।

প্রেমভরা নয়ন-সুগল

প্রিয়া-মুখে র'য়েছে অচল ।

কা'রো মুখে নাই কোন কথা,

হেথা তরুর, হোথা লতা ।

আবার—

হেলিয়ে হেলিয়ে হুলিয়ে হুলিয়ে

প্রিয়ার বদনে চায়,

ও দিকে—

নীল-নভ-কোণে হাসিয়ে হাসিয়ে

চাঁদ গড়ালুটি খায় ।

৫

উভয়ে নীরব, মুখে নাই কথা,

তরুতলে তরু, বেদি'পরি লতা,

ধীরে ধীরে নড়ে তরু-লতা-পাতা,

ধীরে ধীরে ওড়ে ফুলের বাস ;

ধীরে ধীরে চাঁদ উ'কি মেরে দেখে,

ধীরে হুধা ঢালে হুধাভরা মুখে,

এক-চোখো চাঁদ চায় চারি চোখে,

পাঁচ চোখে খেলে জ্যোতির হাস ।

৬

মধুর বদনে মধুর হাসি,

কহি'ছে শরৎ মধুরতায়ী ;—

“প্রিয়তমে !—প্রিয়তমে !

হু'মাসের তরে এসেছি হু'জনে,

হু'মাস ফুরা'লে যাঁহে হ'বে ;

আসিবে হেমন্ত পালা বিবর্তনে,

সে কথা তো মনে রেখো ভেবে ?”

৭

“প্রিয় ! রেখেছি ভেবে ।”

কহিল শরৎ-প্রকৃতি রাণী,

বন-বীণা সম বাজিল বাণী,

মুম্বোরা পাখী সে রব শুনি'

উঠিল জাগি' ।

মধুর কাকলি পাখীর গলে

বন-সমীরণে ভাসিয়ে চলে,

ক্রমে ক্ষীণ হ'য়ে মিশিয়ে গেল রে

আকাশে লাগি' ।

৮

“প্রিয়! রেখেছি ভেবে।”
বন-প্রতিধ্বনি এ মধুর ধ্বনি
সাধ কোরে ধোরে আপন মুখে,
জড়িত বচনে ভাঙা ঘূষ-ধোয়ে
ছুটিয়ে পড়িল হাওয়ার বুকে।
“প্রিয়! রেখেছি ভেবে।”
এ মধুর ভাষা জাগাইয়ে আশা,
শরতের প্রাণে মিলা’ল প্রাণ;
প্রাণের তিতরে গানের লহরী,
গানের ধমনী ছাড়িল তান।

৯

হাসিয়ে শরৎ আবার কহিল,—
“ভাল, প্রিয়ে! ভেবে রেখেছ বদি।
তবে কেন বুধা সাধের সময়
হেলায় হারাও, সাধ না সাধি’ ?
আমার আমলে পুণিমা বামিনী
সব গুহু চেয়ে মাধুরী-ভরা;
আমার আমলে পুণিমার চাঁদ
ভাবুকের মন-নয়ন-ধরা;
আমার আমলে তরু-লতা-কুল
মরকতময় রূপের ডালি,
আমার আমলে ফুল ফুল-কলি
শোভার গরবে পড়ি’ছে ঢলি’।
হের হের, প্রিয়ে! সুধা-ধোয়া শশী
নধর অধরে ধরিয়ে সুধা
আগাধের পানে ওই চেয়ে আছে,
কতু মেখে ঢেকে চাহি’ছে আধা।
ভাঙা ভাঙা মেঘ চাঁদের কিরণে
নীলাকাশতলে ঝড়িয়ে যায়;
চকোব চকোরা চাঁদ-প্রেম-পানে
উড়ে উড়ে চলে মেঘের ছায়।
আমার আমলে ভরা সরোবর
কতই প্রসবে কমলদল;
কমলে কমলে হেলাহেলি খেলা,
বদন-সুধায় শিশির-জল।

১০

“প্রিয়ে! হের হের ওই—
তোমারি রূপের কনিকা লইয়ে
জড় জগতের রূপের ঘট;
আকাশ—ভূতল—সলিলের তলে
প্রেমের লহরী—জ্যোতির ছটা।
ওই সরোবরে মুদিত নয়নে
কমলিনী করে তোমার ধ্যান;
ফুট ফুটে চোখে চেয়ে কুমদিনী
তোমারে দিতেছে নিজের প্রাণ।
মেঘ সরাইয়ে পুণিমার চাঁদ
তব রূপ-ছটা মাখি’ছে মুখে;
ভাঙা ভাঙা মেঘ হ’য়ে ধীরবেগ
তব রূপ নিতে আসি’ছে বুকে।
দূর—দূরত্বের স্থনীল অন্তরে
উঁকি খুঁকি মারে অসুত তারা,
তব আঁধি-তারা-শোভা নিবে-ব’লে
ভেবে ভেবে নিভে আপনহারা।
ঘোমটা খুলিয়ে, মুণ্ট তুলিয়ে
বনফুল গুলি ছুটিয়ে চায়,
তা’সবার কানে তব রূপ-কথা
ভনাইতে বায়ু মৃদুল ধায়।
প্রিয়ে!

তোমার পরশে জগত বেঁচেছে,
তব মহাপ্রেমে সকলি নব;
ভূমি কেন তবে, প্রেমিকা প্রকৃতি!
হেন ভাবে?— কি লালা হে তুমি?
হু’মাসের তরে এসছি হু’জনে,
হু’মাসের পরে ফিরিতে হ’বে;
জেনে শুনে, হেন মনভোলা হ’য়ে
তবুও কি বুধা বসিরে র’বে?

১১

“উঠ, শরতের ছদ্মবাসিনি!
উঠ, জগতের জীবনদায়িনি!
সাধের রাজত্ব—সাধের সময়—
সাধের সশশী পুণিমা বামিনী
বুধায় যায়;

এস উভে মিলি' নব খেলা খেলি,
 গেল যে সময়, হেমন্ত আসিবে,
 মনের বাসনা মনেই রহিবে ;
 জেনে শুনে, প্রিয়ে ! সময় হারা'তে
 মন কি চায় ?"

১২

শরতের কথা শুনিয়ে কানে
 শরৎ-প্রকৃতি স্মৃতির তানে
 মধুর হাসনি হাসিয়ে বলে ;—
 "হ'মাসের তরে এসেছি, পতি।
 হ'মাস সময় অলপ অতি,
 দেবিতে দেবিতে যা'বে হে চ'লে।

তাই আমি, নাথ ! যতন ক'রে
 ফেটা ফুল তুলি' আপন করে
 মনমত করি' গাঁথি এ মালা ;
 তব অধিকারে, তোমার কালে
 যতরূপ ফুল ফোটে হে ডালে,
 এই হারে তত ফুলের মেলা।
 সাধের সময় এখনি যা'বে,
 সাধ যে আমার সাধ না পা'বে,
 হেমন্ত আসিয়ে সাধিবে বাদ ;
 তাই আমি তব পরা'তে গলে
 মহামালা গাঁথি ফুলের দলে,
 গলে ছলাইয়ে পূরা'ব সাধ।"

চতুর্থ স্কন্ধ ।



হেমন্ত ।

১

হৃদয়-শব্দে শব্দ প্রিয়া মনে ছাড়িল ধরনী,
 শারদ ঐশ্বর্যরাজি শোভাশূন্য হইল অমনি।
 এত, এতুপদী নাই ; কাজে কাজে বিশাল সংসার
 "কোথা রাজা ! কোথা রাণি !" এই বলি' করে হাহাকার।
 গভীর বিষাদতরে সরোবরে কমলিনীকুল
 রাজশোকে প্রাণে মরে কেঁদে কেঁদে হইয়ে আকুল।



সেই

শীত ।

বুড়া জরিণ-চড়া,
চিমড়া গারে মোড়া,
গাণ্ডী মাথার ষোড়া,
দেখছে চেয়ে মিট্ মিট্ মিট্ ।
মটা পাকা দাড়ি—
রাশি শোণের মুড়ি,
যে গেছে মস্ত ভুঁড়ি,
খায়ে মলা চিট্ চিট্ চিট্ ॥

২

পড়া তোবড়া মুখে
ই তুলছে ঝুঁকে ঝুঁকে,
ই-হাওয়াটা পড়ছে বৃকে,
কাঁপছে বুড়া থর থর থর ।
কা মেরে বুড়োর বৃকে
ভর থেকে দখিন দিকে
হাওয়াটা ছুটছে বৃকে,
সর সর সর সর ॥

হাই-হাওয়াটা লাগছে জলে,
জল জোমছে তালে তালে,
ঢলঢলে জল জমাট বরফ,
বড্ড শাকা ধপ্ ধপ্ ধপ্ ।
সেই বরফের শক্ত পিঠে
বলুগা-হরিণ যাচ্ছে হেঁটে,

৪

হাই-হাওয়াটা পাহাড়-চূড়ে
পোড়ছে লুটে মাথা খুঁড়ে,
জোমছে বরফ পাহাড় যুড়ে,
রবির করে বক্ বক্ বক্ ।
হাই-হাওয়াটা উধাও মুখে
অগ্নি ছোটে রবির দিকে,
দখিন দিকে পালার রবি,
ভয়ে রাগে লাল টক্ টক্ ॥

যষ্ঠ ঋতু।



বসন্ত।

এস বসন্ত, কর কীৰ্ত্ত,
 শীত-হরন্ত-পীড়িত প্রাণ;
 ভীত প্রকৃতি কাঁপে সযনে,
 কর তাহারে ভরসা দান।
 তরু কাতর, নরি'ছে ফুল,
 অতি আকুল ভ্রমর-কুল;
 দৌছে বাঁচাও, সদয়ে চাও,
 ফুল কুহুমে পাদপ ছাও,
 ভোগ অলির পাখায় তান।
 লতা লুটার শীতের ভয়ে,
 তুমি, প্রেমিক! তাহারে ল'য়ে
 দেহ জড়া'য়ে তরুর গায়ে,
 ধীরে দোলাও মলয়শায়ে;
 প্রেম-বিকাশে উভয়ে পুন
 কর সরস—কর নতুন;

ফুল-অধরে হাসিটি দাও,
 সেই হাসির চুমোটি ধাও,
 কালো কোকিলে পাঠাও যেথা
 হুণে পাহিড়ে তোমার গান।
 কানে শুনি নি অনেক দিন
 তব মনয়-অনিল-বীণ;
 চোখে

গোছা

প্রাণে পাই নি প্রাণের সুখ,
 ভয়ে দিই নি শুলিয়ে বুক।
 এস, বসন্ত, মুখটি তুলে,

* মনরের দখে নয়, ডা

ভব মাধুরি বুকেতে রাখি'
বিনা নিমেষে চাহিয়ে দেখি,
হৃৎ-ধ্বজের আশাই প্রাণ ।

এল বসন্ত করি' জীবন্ত
শীত-হরত-শীতিল প্রাণ ;
এবে প্রকৃতি জরমা গেরে
ধাহে বসন্ত-বিজয়-ধান ।

এল বসন্ত প্রিয়ার সনে,
প্রেম-বিকাশ হইল কনে ;
হৃদে মনন বাঁড়া'য়ে চায়,
ফুল-ধনুক কোমল কার ;
ফুল-ধনুকে ফুলের বাণ
হানে মনন মারিয়া টান ;
বাজে সে বাণ প্রাণের বুক,
জাগে জীবন জীবিত হুখে,
বেঁচে উঠিল মৃতের প্রাণ ।

তরু বাঁচিল, ফুটিল ফুল,
উড়ি' ছুটিল জমরফুল ;
ফুল ফুহনে পাশপ ছায়,
মধু লুটিয়া ভরষা ধার
ফুল' পাড়ল পাখার তান ।

লতা উঠিল তরুর বুক,
মুখ রাখিল তরুর মুখে ;
লতা তরুর গায়ে
ফুলের দোলনে সঙ্গ-বায় ;

প্রেম-বিকাশে উত্তরে পুন
হ'ল সরস—হ'ল নতুন ;
কচি হাসিটি ফুল-অধরে
নাচি' কেমন বীরে শিহরে ;
প্রাণ-প্রিয়ার সহিত হু'কে
ধার চুমোটি ফুলের মুখে
হুখে বসন্ত মোহিত-প্রাণ ।
কালো কোকিল পক্ষম প্রাণে
হেঁকে গাহিল প্রেমের ধান ।
তুলি' কোকিল-ফুলের রব
ফুলি' পেমক মধুর সব
কেকা শব্দে ভরি'ছে দিহু,—
রুচ শীতেরে বলি'ছে দিহু ;
মৃদু-মলয়-অনিল-বীণে
বাজে মধুর মধুর দিনে ;
চুত-মুকুলে সাজিল ডাল ;
গোছা অশোক-মুখের হাসি
ফুটে উঠিল মধুর লাল ।
প্রাণে পাইনু প্রাণের সুখ,
দিনু বসন্তে খুলিয়ে বুক ।
এল বসন্ত মুখটি তুলে,
শোভা সাজানো বুকটি খুলে ।
শীত-শীতিল আমার বুক,
দিল সে বুকে একই সুখ ।
বুকে বসন্ত মাধুরি নিয়ে
বিনা নিমেষে বহিনু চেয়ে
সুখ-সা গয়ে ভাসা'য়ে প্রাণ

‘অনন্ত’ কি ?

১

‘অনন্ত’ কি ? ভেবে ভেবে আকুল হইল মোর প্রাণ,
ভাবনার ভাবে ভুবে ক্রমে প্রাণ ছায়ার সমান ।
প্রাণের ভাবনা-স্রোতে আমিও ভাসিয়া গেলু কোথা,
আত্মহারা দিশাহারা, হারাইল ‘আমি’ এই কথা ।
ভাবনার সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্মতম দৃশ্যহীন তা’র
প্রাণের সহিত মোরে বাঁধিয়া করিল একাকার ।
প্রাণ=আমি, আমি=প্রাণ, এক বই দুই না রহিল ;
এক হ’য়ে ‘আমি-প্রাণ’ ভাবনায় ঘুমা’য়ে পড়িল ।
লুটিয়া পড়িল তনু পৃথিবীর ধুলির উপরে,
ধুলির সূক্ষ্ম কণা লিপ্ত হ’ল লুপ্তিত শরীরে ।
তরঙ্গে তরঙ্গে বায়ু উড়াইল ধূলিকণারানি,
ভারি কণা প’ড়ে গেল, লঘু কণা শূন্যে গেল ভাসি’ ।
ধুলির ধূসর বর্ণ র’য়ে গেল কেবল শরীরে,
লোমকূপ-মুখগুলি ঢেকে গেল বাহিরে বাহিরে ।
দেহ-বর্ণে ধূলি-বর্ণ দেখিতে হইল অন্যরূপ,
অদৃশ্যে অসংখ্য কণা ঢাকিল অসংখ্য লোমকূপ ।
বাহিরে ধুলির রাজ্যে হেন ভাবে লুটে কলেবর,
ভিতরে শরীর-কক্ষে আমি-প্রাণ নিদ্রায় বিভোর ।
‘অনন্ত’ কি ?—আমি-প্রাণ জাগরণে আছিল ভাবি’,
‘অনন্ত’ কি ?—ঘুমাইয়া স্বপনেও লাগিল দেখিতে ।
জাগ্রতের চিন্তা হ’তে স্বপ্ন-চিন্তা বাড়ে বহুগুণ,
চমকিল আমি-প্রাণ, ভেঙে গেল ভাবনার ঘুম ।
আবার আবার সেই ‘অনন্ত’ কি ? জটিল ভাবনা
জেগে উঠে আমি-প্রাণে খুলে দিলে জ্ঞানের চেতনা ।
তৎক্ষণাৎ আমি-প্রাণ ‘অনন্ত’ কি ? জানিবার তরে
লোমকূপ-দ্বার দিয়া বাহিরে যাইতে ইচ্ছা করে ।

২

দেহরূপ কক্ষ হ'তে আমি প্রাণ বাহিরিতে চায়,
 এক লোম-কূপ-পাশে পথ-আশে আমি-প্রাণ যায় ।
 গিয়া দেখে, সেই পথে বাহির হ'বার নাই ফাঁকা ;
 অতি সূক্ষ্ম ধূলি-কণে সূক্ষ্মতম লোম-কূপ ঢাকা ।
 সেখা হ'তে আমি-প্রাণ ধেয়ে গেল অণু লোম-কূপে,
 তা'রো দ্বার আঁটা হেরি' খতমতি দাঁড়াইল চুপে ।
 সেখা হ'তে পুনরায় অন্য লোম-কূপ-পাশে যায়,
 সেখানেও সেইরূপ, আমি-প্রাণ অন্য দিকে চায় ।
 এইরূপে যেথা যায়, কোথাও নাহিকো পায় দ্বার,
 সূক্ষ্মতম লোম-কূপ ধূলি-কণে সকলি আঁধার ।
 ক্রমে ক্রমে আমি-প্রাণ এক দুই তিন চারি করি',
 পরে শত লক্ষ কোটি বন্ধ লোম-কূপে ভমে ঘুরি' ।
 কোটি কোটি কত কোটি, কে পারে করিতে সংখ্যা তা'র ।
 সমস্তই লোম-কূপ ধূলি-কণে লেপা একাকার ।
 এত লোম-কূপ-পথে আমি-প্রাণ ঘুরিতে ঘুরিতে,
 ক্লান্ত হ'য়ে প'ড়ে গেল, নাহি আর পারিল উঠিতে ।
 'অনন্ত' কি ? মনে মনে আমি-প্রাণ ভাবিল তখন,
 অনন্ত লোমের কূপে 'অনন্তের' ছায়া-পরশন ।

৩

অনন্তের ছায়া ছ'য়ে আমি-প্রাণ ভাবিল অন্তরে,*—

‡ হেন, অনন্ত কি ? দেখিব অন্তরে ক ।'

গাপে তনু-ত্বকে ঘর্ম উঠে ফুটে,

ক্রমে বিন্দু—ক্রমে ধারা দরদরে গড়াইয়া ছুটে ।

লোম-কূপ-ধূলি-কণা ঘামে গ'লে গেল গড়াইয়া,

খুলিল আবদ্ধ দ্বার, আমি-প্রাণ পড়ে বাহিরিয়া ।

গভীর আঁধারময় একটুকু শরীর হইতে

আমি-প্রাণ বাহিরিল, 'অনন্ত' কি ? নয়নে দেখিতে ।

* মনে ।

‡ মধ্যে ; এ স্থলে দেহমধ্যে ।

‡ দূরে, বাহিরে ; এ স্থলে দেহের বাহিরে ।

পৃথিবীর কোলে পড়ি’ আমি-প্রাণ মেলিল নয়ন,
 নিরখিল ধূলিরাশি দূর—দূরস্তরে আচ্ছাদন ।
 অবাক স্তম্ভিত হ’রে আমি প্রাণ দশ দিকে চার,
 কত ধূলি তলে পড়ি’, কত ধূলি শূন্যে উড়ি’ যায় ।
 যে ধূলির সূক্ষ্ম-কণা ঢেকেছিল তনু-লোম-কূপ,
 পৃথিবীতে সে ধূলির দূর-বিস্তারিত মহাস্তূপ ।
 হেন ধূলিস্তূপ হেরি’ আমি-প্রাণ ভাষিল তখন,—
 ‘অনন্তের ছায়া-পরে অনন্তের কায়ার ঘটন ।
 এই সব ধূলিস্তূপ পৃথিবীর সর্বাস্থে বিস্তার,
 যত দূর চেয়ে দেখি, তত দূর ধূলির পাথার ।
 এ ধূলির যৎসামান্য কণিকার অসংখ্য কণায়
 আঁটা ছিল কোটি কোটি তনু-লোম-কূপ আঁঘিয়ায় ।
 বাহিরে এ কি রে হেরি ! কত ধূলি ! অন্ত নাই পাই !
 ‘অনন্ত’ কি ? আর মোর বুঝবার কিছু বাকি নাই ।’

৪

হেন তারি’ আমি-প্রাণ স্তব্ধ হ’য়ে শূন্য পানে চার,
 রাশি রাশি ধূলি-কণা অবিরাম গতি কোথা ধায় ।
 নিম্ন হ’তে উর্দ্ধে উঠি’ কোথা যে চলিয়া যায় তা’রা,
 ভেবে ভেবে আমি-প্রাণ একেবারে হ’ল দিশাহারা ।
 আগে মনে ভেবেছিল,—ধূলিস্তূপ ‘অনন্ত’ই বসি-
 সে ভ্রম ঘুচিল এবে, অনন্তের ভাবনায় মজি
 তৎকণাৎ আমি-প্রাণ ধরিয়া একটি ধূলি-কণা,
 শূন্য পানে চ’লে গেল ; মনে জাগে অনন্ত-ভাবনা ।
 ধূলি-কণে ভর করি’ আমি-প্রাণ কোথা চ’লে যায়,
 কিছুই কিনারা নাই, অকূল আকাশে শুধু ধায় ।
 যতই উপরে উঠে, ততই স্তম্ভিত আমি-প্রাণ,
 যতই স্তম্ভিত হয়, তত বাড়ে ‘অনন্তের’ ধ্যান ।
 যেতে যেতে আমি-প্রাণ আচম্বিতে দেখিল নয়নে,—
 ধূলি-কণা কোটি খণ্ডে চূর্ণ হ’ল বায়ুর ঘর্ষণে ।

উর্দ্ধবাহী বায়ুস্তর সেই সব গুঁড়াতলা চাপে,
 উঠিতে না পারে গুঁড়া—পড়-পড়—ধর-ধর কাপে ।
 উপরে বায়ুর চাপ, নিম্নে ধরা-মধ্য-আকর্ষণ,
 পড়িতে লাগিল গুঁড়ো কাজে কাজে আবার তখন ।
 ছেন হেরি' আমি-প্রাণ তাড়াতাড়ি উর্দ্ধ-বায়ু ধরে,
 উর্দ্ধ বায়ু আরো উর্দ্ধে মহাবেগে ছুটিল সমুদ্রে ।
 প্রাণপণে আমি-প্রাণ উর্দ্ধ বায়ু ধরি' নীচে চায়,
 কোথা ধরা ?—কোথা ধূলি ?—কিছু আর দেখিতে না পায় ।

৫

এইরূপে আমি-প্রাণ উধাও হইয়া ধায় কোথা,
 তবু না বুঝিতে পারে 'অনন্তের' গূঢ়তম কথা ।
 সাগর-ভূধর-ধরা কত নীচে রহিল পড়িয়া,
 কিছুই ঠিকানা নাই, আমি-প্রাণ চলিল উড়িয়া ।
 উর্দ্ধবাহী বায়ুস্তরে আমি-প্রাণ দিতেছে সাঁতার,
 কোথা যায়—কোথা চায়, কিছুই কিনারা নাই তা'র ।
 দিশিদিচ্ লুপ্ত হ'ল, অধঃ উর্দ্ধ এবে একাকার,
 শূন্য—শূন্য—শূন্য শুধু, কি এক মুরতি শূন্যতার !
 শূন্যতার তম ভেদি' ছেন কালে আলোকের রেখা
 দেখা দিল ; আমি-প্রাণে তৎক্ষণাৎ লাগিল চমকা ।
 চেয়ে দেখে আমি-প্রাণ,—অসংখ্য অসংখ্য মহাগ্রহ
 ধাওয়াধাই করিতেছে, প্রকাশ প্রকাশে তয়াবহ ।
 পলে কোটি কোটি ক্রোশ কোন্ গ্রহ কোথায় যে ধায়,
 যেই গেল—সেই গেল, ফিরে নাহি আসে পুনরায় ।
 কোটি কোটি কত কোটি এইরূপ গ্রহের ধাবন,
 আমি-প্রাণ মনে ভাবে,—'কোথা এয়া করি'ছে গমন ?'
 অসংখ্য অসংখ্য গৃহ কোথা হ'তে আসি'ছে ছুটিয়া ?
 কোথায় ছুটিয়া যায় ? ছুটে যায় কোন্ স্থান দিয়া ?
 আমি এ কোথায় এমু ?—কোথা যাই ?—কোন্ দিকে জাই ?
 শূন্য শূন্য শূন্য হেরি—শূন্য বই কিছুই যে মাই ।
 অতি ক্ষুদ্র আমি, কিন্তু এত বড় গৃহ রাশি রাশি
 শূন্যতার শূন্য কোলে ভরি' উঠি' কোথা যায় ভাসি' ?

অহো ! সেই ক্ষুদ্র দেহে চিরদিন নিবাস আমার,
ক’টাই বা আছে তার ক্ষুদ্রতম লোম-কূপ-সার ?
সে দেহের শূন্যতায় এ অদ্ভুত শূন্যতার তুল
কভু না হইতে পারে, সে যে বিন্দু, এ যে রে অকূল ।
সে দেহের সেই ক’টা ক্ষুদ্রতম লোম-কূপ সার
এ সব গহের মনে গণনায় দাঁড়ায় কি আর ?
অহো, কি প্রকাণ্ড কাণ্ড ! চিন্তার অতীত একেবারে,
‘অনন্ত’ কি ?—‘অনন্ত’ কি ? এ কি ঘোর গোলোক ধাঁধা রে !

৬

এইরূপে আমি-প্রাণ ‘অনন্ত’ কি ? ভাবিতে ভাবিতে
আরো উর্দ্ধে চ’লে গেল উর্দ্ধ-বায়ুভরে আচম্বিতে ।
উপস্থিত হ’য়ে সেথা আমি-প্রাণ নীচুপানে চায়,
সংখ্যাভীত মহাগ্রহ হ হ ক’রে জ্ব’লে জ্ব’লে ধায় ।
জ্বালা-আলো ছুটে যায় বিদ্যুতেরে করি’ পরাজয়,
তমোময় শূন্যতার মহাবক্ষ হ’ল আলোময় ।
সে আলোয় পথ পেয়ে আমি-প্রাণ পুন ধায় কোথা,
দেখিল জ্যোতির জ্যোতি অদ্ভুত কলায় কলে সেথা ।
সে জ্যোতির বিন্দুমাত্র উথলিয়া বিশাল অম্বরে
গ্রহগণে জ্যোতির্ময় করিতেছে পলক ভিতরে ।
চেয়ে দেখে আমি-প্রাণ সে জ্যোতির আভাস পাইয়া
সংখ্যাভীত মহাগ্রহ দপ্ দপ্ উঠি’ছে, জ্বলিয়া ।
অগ্নে ভেবেছিল মনে, গ্রহদের আলোক বৃষ্টি বা
দেখাইয়াছিল তা’রে উর্দ্ধ-পথ ছড়াইয়া বিভা ।
কিন্তু এবে আমি-প্রাণ বুঝিতে পারিল সবিশেষ,—
গ্রহদের জ্যোতি নয়, সে অপূর্ণ জ্যোতির সে লেশ ।
অহো, কি বিচিত্র কাণ্ড ! সে জ্যোতির লেশমাত্র পেয়ে
অসংখ্য অসংখ্য গ্রহ উজলিয়া শূন্যে যায় ধেয়ে ।
যে জ্যোতির কণা মাত্র কোটি কোটি গ্রহ আলোময়,
না জানি সে মূল জ্যোতি কি যে । বুঝে সাধ্য কা’রো নয় ।
সুতরাং হ’য়ে আমি-প্রাণ সেই মূল-জ্যোতি পানে চায়,
জ্যোতির্ময়ী মূর্তি এক আমি-প্রাণ দেখিবারে পায় ।

জ্যোতির বিরাট মূর্তি ! সে মূর্তির আদি অন্ত নাই,
জ্যোতি—জ্যোতি—শুদ্ধ জ্যোতি । সে জ্যোতির নাহি কোন খাই
'অনন্ত' কি ? আমি-প্রাণ এতক্ষণে পারিল বুঝিতে,
স্তম্ভিত হইয়া চার, যত যায় সে জ্যোতির ভিত্তে ।

৭

চেয়ে দেখে আমি-প্রাণ, সে অনন্ত জ্যোতিগর্ভ হ'তে
প্রকাণ্ড ব্রহ্মাও কত ছ ছ করি' বাহিরায় স্রোতে ।
সমুদ্রের বালিরাশি বরঞ্চ গণিতে পারা যায়,
কিন্তু সে ব্রহ্মাও রাশি কা'র সাধ্য গণিয়া বুঝায় ?
সে সব ব্রহ্মাও-মধ্যে একেক ব্রহ্মাও পুনর্বার,
কত ব্রহ্মা—কত শিব—কত দেব সংখ্যা নাহি ভা'র ।
একটি ব্রহ্মাও-বন্ধে কোটি কোটি ব্রহ্মার উদ্ভব,
একেক ব্রহ্মার মুখে 'ওম্' শব্দ গভীর ভৈরব ।
এক এক 'ওম্' শব্দে একেক জগৎ সৃষ্ট হয়,
এক ব্রহ্মাও'র ব্রহ্মা কত সৃজে, কে করে নির্ণয় ?
একটি ব্রহ্মাও-বন্ধে কোটি কোটি শিবের উদ্ভব,
একেক শিবের মুখে 'যম' 'শম' ছন্দার ভৈরব ।
এক এক 'যম' 'শম' সৃগভীর শব্দের ছন্দারে
একেক জগৎ ধ্বংস হইতেছে রেণুর আকারে ।
সেই সব রেণু হ'তে স্রোতে স্রোতে পুন বাহিরায়
কোটি কোটি নব নব ব্রহ্মা শিব বুদ্ধদের প্রায় ।
বুদ্ধদ সমান ব্রহ্মা একে একে মিলিয়া আবার
বুদ্ধদ সমান বিশ্ব সৃষ্টি করে অসংখ্য অপার ।
তাহারই দুই একটা সূর্য্য আদি নামে পরিচিত,
তা'র ক্ষুদ্রতম কণে এ প্রকাণ্ড পৃথিবী সৃজিত ।
সেই পৃথিবীর বন্ধে আমি তুমি সৃষ্ট হইয়াছি,
মূল সৃষ্টি ভূমিনায় কত দূর নীচে প'ড়ে আছি ।
তবু এত অহঙ্কার ! ছি ছি ।—ছি ছি । কি লজ্জার কথা ।
ছায়ার ছায়াও নাই ।—মানুষের গর্ব্ব করা বুঝা ।

দ্বিতীয় ভাগ প্রবাহনী সমাপ্ত ।

গুহাবলী ।



তৃতীয় ভাগ ।



শ্রীরাজকৃষ্ণ রায় প্রণীত ।



কলিকাতা

২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট—বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরী হইতে

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত

ও

৩৭ নং মেছুয়াবাজার স্ট্রীট—বীণাবন্ধে

শ্রীশরচ্চন্দ্র দেব দ্বারা মুদ্রিত ।



উৎসর্গ।

পরমমাননীয় আদর্শচরিত্র

শ্রীলশ্রীযুক্ত রাজা মহেন্দ্রলাল ঝাঁ বাহাদুর—

মহোদয় ধার্মিকবরেষু।

রাজোচিতসম্মানপুরঃসর সবিনয় নিবেদন

রাজন্।

আপনার নিকট স্বপ্নেরও অতীত অনুগ্রহ লাভ করিয়াছি। সে অনুগ্রহ কি? না আপনি বঙ্গভূমির অন্যতম বিপুল ঐশ্বর্যের অধিকারী রাজা হইয়াও কলিকাতায় অবস্থানকালে কত বার অনুগ্রহ পূর্বক আমার নিকট স্বয়ং আসিয়া, আমাকে কুশলবার্তা জিজ্ঞাসা ও অকপট উৎসাহ দান করিয়াছেন। আমি চিরদরিদ্র সাহিত্যজীবী, আপনি চিরৈশ্বর্যের অধিকারী—আমি সাহায্যপ্রার্থী, আপনি সাহায্যদাতা—আমি দীন গ্রন্থকার, আপনি ধনী গ্রন্থকার। কোথায় আমি আপনার নিকট স্বয়ং গিয়া আপনার দর্শন লাভ করিব, না কোথায় আপনি এই দরিদ্রের কুটীরে স্বয়ং উপস্থিত হইয়া আমাকে বিশেষরূপে উৎসাহিত করিয়াছেন। এ আমার পক্ষে নিতান্ত সৌভাগ্যের বিষয়। দারিদ্র্যের চিরসহচর কবিগণের প্রতি নিধির চিরসহচর ধনিগণের এরূপ অকপট সহানুভূতি না থাকিলে দরিদ্র কবি উৎসাহ পায় কৈ? আপনি এ বিষয়ে আদর্শ। এই জন্য আমি হৃদয়ের শ্রদ্ধা, ভক্তি ও কৃতজ্ঞতার সহিত আমার এই তৃতীয় ভাগ গ্রন্থাবলী আপনার সুপ্রসিদ্ধ নামে উৎসর্গ করিয়া কৃতার্থ হইলাম।

আপনার চিরানুগৃহীত ও বিনয়াবনত

শ্রীরাজকৃষ্ণ রায়।

কলিকাতা।

৩২এ শ্রাবণ, ১২৯৫ সাল।

সূচিপত্র ।

পৃষ্ঠা ।

দুর্ঝাসার পারণ নাটক (বঙ্গরঙ্গভূমিতে অভিনীত)	...	১
ভীষ্মের শরশয্যা নাটক (বঙ্গরঙ্গভূমিতে অভিনীত)	...	৫৫
তরণীসেনবধ নাটক (ন্যাশন্যাল থিয়েটারে ও গ্রন্থকারের বীণারঙ্গভূমিতে অভিনীত)	১২৮
খোসগল্প	১৬৯—২৬২
ঘোড়ার ডিম, নং ১	১৭১
কুপোকা, নং ২	১৭৬
পাঁচ ঝাঁটা, নং ৩	১৮১
ষোলবছরী পেত্নী, নং ৪	১৮৮
আছুরে ছেলে, নং ৫	২০০
রসগোল্লা, নং ৬	২১০
গেঁজেল গদা, নং ৭	২১৬
এ মেয়ে পুরুষের বাবা, নং ৮	২২৩
টাকার তোড়া, নং ৯	২৩০
নতুন বো, নং ১০	২৪০
বোকা শিবে, নং ১১	২৪৭

বীণা ।

শ্রীরাজকৃষ্ণ রায় কর্তৃক সম্পাদিত ।

চতুর্থ খণ্ড সম্পূর্ণ । রয়্যাল ১২ পেজী কর্মার ৩৬ কর্মা ।

৪৩২ পৃষ্ঠা । ২৬টি বিবিধ কবিতা ও গান আছে, যথা—

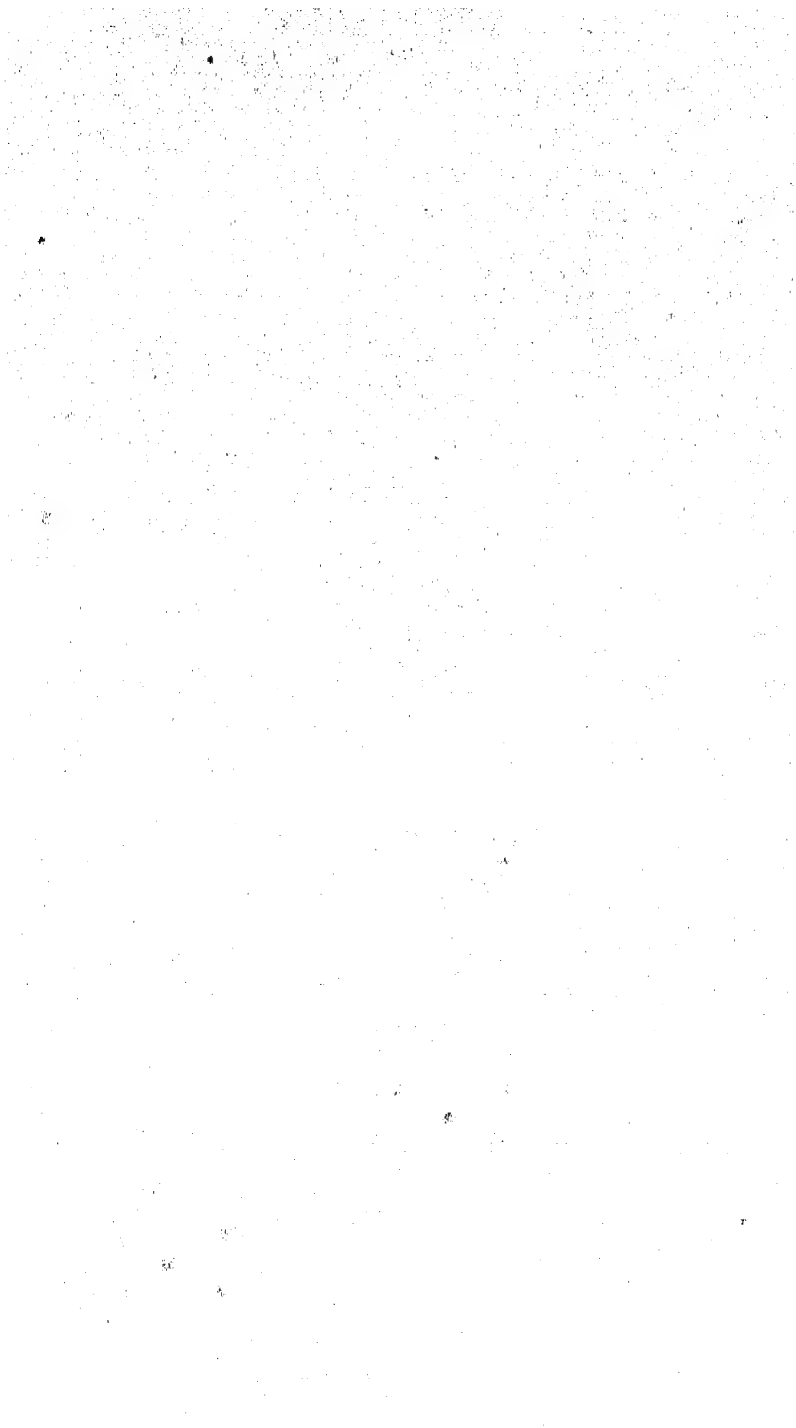
অকৃত গল্প । অনুশোচনা । অশ্রুহার (১) । অশ্রুহার (২) । অশ্রুধারের কবিতাবলী । আবার সাধের
বীণা কেবা বাজাইল । আবিষ্কার । আমার উৎসব । আমার ছন্দ । আশায় নিরাশা । উত্তর গোষ্ঠে ।
উদ্ভাসিনী রাই । উষা । একটি মেয়ে । একটি সাধের চিত্তা । ঐশ সঙ্গীত । ও কথায় । কই সে ।
কত দিন । কান্নার গান । কারে ভালবাসি । কালকে কোথায় যা'র । কি ভালবাসি । কেন—
বাঁধিতেছি, খুলিতেছি বার বার বীণা । কে রে । কোন এক অত্যাচারী ইংরাজের প্রতি । গাও ।
গাও পাখী গাও । গোপী । দুমস্ত-লহরী । চক্রবাকের বিরহ-সঙ্গীত । চাঁদের মিলন । চিত্রকাব্য ।
জন্মষ্টমী—নন্দোৎসব । জু বিলী । জোছনা । জোনাকী । রবিয়া পড়িণি । ঝুলনযাত্রা । তবু-
সঙ্গীত । তমসানু-বিহার । তামসী নিশা । তারাগুলি । দোল-সঙ্গীত । নতুন বোঁ । নিশীথ-
সঙ্গীত । নীতিকবিতা । পঞ্জাবী কাহিনী । পাপিয়া । পূর্ব গোষ্ঠে । প্রকৃতি-পুঙ্খ । প্রেম-ভিখারী ।
ফুলদোল । ফুলের সাজি । বসন্ত । বসন্তোৎসব । বা, আমি । বাজু গো বোঁ । বালিকা-প্রেম ।
বাসন্ত রাস । বাঁশী বাজান । বিকট বর্ষা । বিধাতার অনুগ্রহ । বিনোদ বেতস-কুঙ্ক-কুটীরে । বীণা
আমার । বীণার উদ্বেগধন । বীণার রোদন । বৃন্দাবনে বসন্ত রত্ন । বোকা শিবে । ভারতীয়
সার্বজন্যাত্মক সঙ্গীত । ভালবাসা পাখীটি আমার । মণিকর । মধ্য গোষ্ঠে । মহাদেবের উৎসব ।
মা । মা আমার । মালাগাঁথা । মেঘের প্রতি । রথযাত্রা । রমণী । রাধাষ্টমী । রূপ-অভিসার ।
লক্ষী মা । শক্তি-সকৌতুন—বিজয়া । শান্তির ভিখারী । শ্রীপদময়ী । শ্রীধার দশদশা । শ্মশান ।
সত্য । সংসার । সমাজগান । সুখে সুখী দুখে দুখী । সোমরায়ের পদাবলী । স্নানযাত্রা । হরি-
সঙ্গীত । হাসির উৎসব ।

মূল্য ২৭ টাকা, ডাকমাশুল ১০ ।

কিন্তু আগামী আশ্বিন মাসের শেষ পর্যন্ত মূল্য ডাকমাশুল সমেত ১১০ পাঁচ টি

কলিকাতা ৩৭ নং মেছুরাবাজার ষ্ট্রীট বীণাবন্ধে ঐণ্যসম্পাদক শ্রীশ্রী রাজকৃষ্ণ রায়ের নি-
এবং ২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরীতে আমার নিকট বিক্রয়
রহিয়াছে ।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় ।



দুর্ভাসার পার্শ্ব

[পৌরাণিক ইতিহাসমূলক নাটক]

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষ।

শ্রীকৃষ্ণ। হরিহর-মূর্তি। দুর্ভাসা। দৌম্য।
যুধিষ্ঠির। ভীম। অর্জুন। দ্রুপদ। দ্রুপা-
সন। কর্ণ। শকুনি। চিত্রসেন। গন্ধর্বগণ।
বিদূষক। দুর্ভাসার শিষ্যগণ। গোপগণ।
ভারবাহকগণ। একটি বালক, ইত্যাদি।

স্ত্রী।

কাকিণী। দ্রৌপদী। ভানুমতী। বিদূষক-
পত্নী। একটি ঋষিকন্যা। জনৈকা চিত্রকরী।
পরিচারিকাগণ। গোপীগণ, ইত্যাদি।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

হস্তিনাপুর—বাজ্যোদ্যান।

দ্রুপদোদন ও বিদূষক।

দ্রুপদো—বয়স্ক!

কি একমনে গণনা কোচ্ছো?

বিদু—আপনার সৌভাগ্য-রেখা।

দ্রুপদো—(সহাস্তে)—

আমার সৌভাগ্য-রেখা কি

আমার গল-লব্ধিত হস্তামালায় অঙ্কিত?

বিদু—অবশ্য।

এ তো যেমন তেমন হস্তামালা নয়,

এর এক একটা মুক্তো এক একটা যুধিষ্ঠির।

দ্রুপদো—কি? কি?

বিদু—তা' নয় তো কি?

দ্রুপদো—যুধিষ্ঠির?

বিদু—উঁহঃ—বোলতে ভুলেচি,

এইবার ঠিক বোলবো—

এর এক একটা মুক্তো

পাঁচ পাঁচটা পাণ্ডব মায় দ্রৌপদী!

সেই ছটাকে বেচলে যত দাম হয়,

এ মালার এক একটা মুক্তোর দামও তাই।

ওঃ—কত মুক্তো!—কত দাম!

দ্রুপদো—হাঃ হাঃ হাঃ!

বয়স্য!

তোমাকে এই মালা পুরস্কার দিলেম।

(হস্তামালা প্রদান)

বিদু—(সহাস্তে)—এবার বর্ণও গেলেন!

দ্রুপদো—সে আবার কি?

বিদু—কর্ণ না বড় দাতা?

দ্রুপদো—অবশ্য।

সখা কর্ণের অপেক্ষা জগতে কে দাতা?

বিদু—এবার সে গুড়ে বালি!

এমন গজমুক্তোর মালা—হঁ হঁ—

যা'র তা'র কর্ম কি দান করা?

কর্ণ তো কর্ণ—

চক্রগুণ কর্ম নয়!

দ্রুপদো—আচ্ছা, তোমার রমনার?

বিদু।—আমার রসনার কর্ম অসংখ্য ;—

তিনি গ্রহণ করেন রাশি রাশি মিষ্টান্ন,

দান করেন যুবরাজ হুৰ্য্যোধনের প্রশংসা,

বর্ষণ করেন পঞ্চপাণ্ডবের গণ্ডা গণ্ডা পিণ্ডাণ্ড !

হুৰ্য্যো।—হাঃ হাঃ হাঃ ।

বিদু।—(স্বগত)—পঞ্চপাণ্ডবের নিন্দে কোয়ে

হুৰ্য্যোধন অহ্লাদে ফুটিফাটা !

শর্ম্মার লাভে হ'তে ল্যাজ মোটা !

জিবটে আরো কিছু লম্বা হ'লে

হান্না হান্না কোরে হুৰ্য্যোধনকে

পাকা রস্তা বেশ কোরে দেখাতেম ।

শকুনির প্রবেশ ।

হুৰ্য্যো।—কি সংবাদ, মাতুল ?

শকুনি।—কাছে এস, বাপু ! কাণে কাণে বলবো ।

(উভয়ের জনান্তিকে কথোপকথন)

বিদু।—(স্বগত)—মামা শকুনি কি না !

কেবল কাণে কাণে কথা !

মেদিমারা মিসে ! কেবল ফুস ফুস, ঘুস ঘুস !

আমার মতন নাকে কাণে কথা কও—

তবে তো বুঝি পুরুষ !

তা' নয়,

আমাকে দেখলেই ফুস ফুস !

আ-মোলো !—

আমি যেন ওঁর পাকা ধানে মই দি !

মই তো দিই নি—এইবার দি,

কাছে ঘেসে ফুস ফুসে যা দি ।

(শকুনির পশ্চাত্তাপে অগ্রসরণ)

শকুনি।—(দেখিতে পাইয়া)—আঃ, কি গ্রহ !

ও দিকে একই স'রে ঠাঁড়াও না ?

বিদু।—(অত্যন্ত সরিয়া)—এই নিন্ ।

শকুনি।—আঃ, কি আপদ !

ভুগি কথা শোনো না কেন ?

বিদু।—আঃ, কি জ্বালা !

বমের বাড়ী পর্যন্ত স'ন্তে বলো না কি ?

(স্বগত)—মোলো যা !

এমন খিটখিটে লোক তো কোথাও দেখি

চেহারাখানা দেখেচো—যেন বিছুতীগাছ

দেখলেই গা কুটকুট করে ।

আমাকে যেন পঞ্চ পাণ্ডব পেয়েচেন,

কপট পাশা পেড়ে বনে পাঠা'বেন !

পাঁশ পেড়েও আমার কিছু হয় না—

তা পাশা পেড়ে !

মামার যেমন চেহারা, তেয়ি নাম— শকুনি

ভাগাড়ে যাও না—ভাগাড়ে যাও না—

এখানে কেন ?

শকুনি।—ব্রাহ্মণ !

তোমার হাতে ও কি ?—মুক্তাহার ?

বিদু।—(স্বগত)—এই পাশা পেড়েচে রে !

তাড়ালে—তাড়ালে ।

এটাকে কেউ আঁটতে পারে না গা !

শকুনি।—এ মুক্তামালা কোথা পেলে ?

বিদু।—মুক্তো কোথা ?

(গোপন করিতে করিতে)—

শাদা রেসমের গাঁট ।

[বেগে প্রস্থান ।

শকুনি।—বৎস ! শুনে তো ;

এই তো তোমার পিতার মেহ !

হুৰ্য্যো।—মাতুল !

আমার আর মঙ্গল নাই

পিতাও আমাকে পর ভাবলেন,

যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ পাণ্ডবই তাঁ'র আপনার ।

তা'রা এখন বনবাসী ভিখারী,

তবু পিতা তা'দের ঐশ্বর্য্যশালী ব'লেন ।

হা, হুৰ্য্যোধন দরিদ্র !

যুধিষ্ঠির ঐশ্বর্য্যশালী রাজা !

এ কথা শোনা অপেক্ষা

আমার মৃত্যুই প্রিয়স্বর ।

কর্ণের প্রবেশ ।

(কর্ণের প্রতি)—সখা ! সখা !

শত বিধি থাকুক আমারে !
পূজ্যপাদ পিতা মোরে
ত্যাগ্য-পুত্র সম ভাবে মনে ।
ছি ছি !

এ লজ্জা রাধিতে স্থান নাই ।
কহ গিয়া পিতারে আমার—
দীনহীন দুর্ঘ্যোধন পিতৃগৃহ ছাড়ি'
গেল চলি' নিবিড় কাননে ।

সখা !
এই লও রাজপরিচ্ছদ,
এই লও রাজকোষীষ,
এই লও রাজভূষা ;
দীন দুঃখী দুর্ঘ্যোধন ।

পর্ণ ।—(দুর্ঘ্যোধনের হস্ত ধারণ করিয়া)—
সখা ! সখা !

কেন হেন অভিমান ?
কেন হেন আত্মদানি ?
বুদ্ধ পিতা তব
বুদ্ধিহীন এবং
ভেবে হেবে বিবিধ ভাবনা ।

কি হেতু তাঁহার ভাষে
রাজ্য ত্যজি' যাবেন বনবাসে ?
বুদ্ধিমান শকুনি গান্ধারপতি মাতুল তোমার,
অনুগত কর্ণ তব হিতকারী সখা,

তবে কেন এ হেন বিষাদ ?
কেন বা প্রমাদ ভাব মনে ?
কে না জানে—

মহারাজ দুর্ঘ্যোধন পৃথিবী-ঈশ্বর ?

শকুনি ।—বাস্তবিক কথা ।

বৎস দুর্ঘ্যোধন !
তুমি বলীর অপেক্ষাও বলী,
নতুবা যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবগণ
রাজ্যচ্যুত হ'য়ে কি বনবাসে গমন করে ?
তুমি ধনীর অপেক্ষাও ধনী,
নতুবা পাণ্ডবের রাজলক্ষ্মী কি
তোমার বশীভূতা হন ?

তুমি এক্ষণে রাজার রাজা,
সমস্ত করদ রাজারা তোমাকেই কর দিচেন ।
আমরা পূর্বে ইন্দ্র গ্রহে গমন ক'রে
রাজা যুধিষ্ঠিরের স্বেরূপ ঐশ্বর্য দেখেছিলাম,
এক্ষণে তোমারও তদ্রূপ অবলোকন ক'রছি ।
গ্রাম, নগর ও আকর-পরিপূর্ণ
এবং শৈলকাননশোভিত এই সনাগরা ধরা
সম্পূর্ণরূপে তোমারই অধিকৃত ।

বৎস ! বলতে কি,
তুমি পৃথিবীতে সাক্ষাৎ ইন্দ্র ;
তুমি তেজে প্রচণ্ড ভাস্কর,
পাণ্ডবেরা বনবাসী ঋদ্যোতমাত্র ।
বুদ্ধ মহারাজের কথায় কি আসে যায় ?
কে রাজা—কে ভিক্ষুক,
এক্ষণে তাঁর পরীক্ষা হ'লেই তো হ'লো ।

দুর্ঘ্যো ।—মাতুল !

আর না—আর না,
পিতা যাবেন বাম,
নাম তাঁর লোপ হওয়াই ভাল ।

শকুনি ।—কেবল উত্তলা হও কেন ?

আমার কথাটাই আগে শোনো না ?

দুর্ঘ্যো ।—কি, বলুন ?

শকুনি ।—বোম্বাষা হার ছল কোরে দ্বৈতবনে চল ;
আমি জানি,

দ্বৈতবনের অন্তর্গত একটি সরোবরতটে
এক্সণে দ্রৌপদীর সহিত
পাণ্ডবগণ অবস্থান কোরে ।

দুর্দর্শার একশেষ,

গাছের ফলমূল মাত্র ভরসা !

তাঁদের সে শ্রী নাই—সে তেজ নাই—
সে কিছুই নাই ।

সামান্য ভিক্ষুকের দলে মিশে থাকুলে
পাণ্ডবদের আর চেনা যায় না,
এত দূর দুর্দর্শা ।

তুমি এখন অন্তঃপুর-মহিলাদের সঙ্গে,
দাসদাসী সঙ্গে, অশ্বহস্তিরথ সঙ্গে,

সৈন্যসামন্ত সন্নে, সেই বনে চল ;

তা' হ'লেই সব চুকে যা'বে,

শ্রীহীন পাণ্ডবেরা তোমার ঐশ্বর্য দেখে

অধোমুখ হ'য়ে কোপে ঝাপে

লজ্জায় মুকিয়ে থাক'বে ;

তখন তোমার বাবার কথা কোথায় থাক'বে ।

কর্ণ ।—উপযুক্ত যুক্তি বটে ।

(দুর্যোধনের প্রতি)—সখা !

অবিলম্বে তা'ই কর,

এর চেয়ে যুক্তি আর নাই ।

দেখিয়া তোমাতে

যুধিষ্ঠির, ভীমাজ্জুন মরিবে মরমে ;

তব প্রিয়া ভানুমতী হবে

দ্রৌপদীর নিকটে দাঁড়া'বে,

দ্রৌপদী হইবে মানমুখী,

চক্রে হেরি' খন্দোত যেমতি ।

দুর্যোধ্য ।—তা' যেন হইল, সখে ।

কিন্তু পিতার আদেশ বই যাইব কেমনে ?

শকুনি ।—আমি থাক্তে আদেশের চিন্তা কি ?

আমি কৌশল ক'রে

বৃদ্ধ মহারাজকে সম্মত কোরবো ।

দুর্যোধ্য ।—কিরূপ কৌশল ?

শকুনি ।—পূর্বে যে ঘোষণাত্মক কথা বোলেচি,

তা'ই আমার নির্ধাত কৌশল ।

যদি পূর্বাঙ্গিকের স্বর্ঘ্য পশ্চিমাঙ্গিকে ওঠে,

যদি পশ্চিমের পাবাণ-বন্ধে পদা কোটে,

যদি পশু বান্ধি অশ্বের মত ছোটে,

যদি অগ্নি-শিখায় মধুমক্ষিকা মধু লোটে,

তবু আমার কৌশল কল্প না টোটে ।

আমি মহারাজকে বোলবো—

মহারাজ !

আপনার জ্যেষ্ঠ পুত্র দুর্যোধন

ভাতৃগণের সহিত ঘোষণায়া যা'বেন ।

যা'বার উদ্দেশ্য দু'টি—

একটি তত্ত্বাত্ত গোবৎসদের

বয়ঃক্রম,বর্ষ ও সংখ্যাদিনরূপক অঙ্কপ্রদান,

অপরটি মৃগয়া ।

দুর্যোধ্য ।—তিনি সম্মত হ'বেন কি ?

শকুনি ।—তবে আবার বলি—

যদি পূর্বাঙ্গিকের স্বর্ঘ্য—

কর্ণ ।—আর বোলতে হ'বে না,

গান্ধাররাজের কথাও যা', কাজও তা' ।

(দুর্যোধনের প্রতি)—সখা !

আর চিন্তা কি ?—নিশ্চিত হও ।

দুর্যোধ্য ।—মাতুল !

তবে পিতার নিকট চলুন ।

শকুনি ।—বাপু ! তোমার গিয়ে কাজ নি,

কি বোলতে কি বোলবে,

আমিই সব ঠিকঠাক ক'রে আস্চি ।

কর্ণ !

তুমি দুর্যোধনের কাছে থাক ।

[শকুনির প্রস্থান]

দুর্যোধ্য ।—অমরাজ !

হুবুদ্ধি মাতুল মহাশয় যা' বলেন,

কার্য্যও যদি সেইরূপ ক'তে পারেন,

তা' হ'লে

আমার মনের দুঃখ কতকটা দূর হয় ।

কর্ণ ।—কেন, সখে ! ভাব বারংবার ?

যে মাতুল নিম্নাজাগরণে

ভুত তব করেন কামনা,

তা' হ'তে ভুতের পরে ভুতই যাইবে ।

সৌবলের প্রাণপণ—মঙ্গল তোমার ।

দুর্যোধ্য ।—তুমিও সহায় যা'র,

ভুতই সম্ভব তা'র ।

সখে !—সখে !

কবে পাব দেখিতে নয়নে

জ্ঞাতিশত্রু সে পাণ্ডবগণে

দ্বৈতবনে বঙ্গল-অশ্রী ?

কবে পাব দেখিতে ছে

শিরে জটা—ক্ষীণদেহ—ভিক্ষাপাত্র করে

হেন দীনবেশে

নরখিলে পকপাণ্ডবের
যে আল্লাদ পাইব হৃদয়ে,
স্বর্গ মর্ত্য পাতাল পেলেও
সে আনন্দ না পাইব চিতে ।

নিবিড় অরণ্যমাঝে
নামাসনমননামা দ্রৌপদী-বদন
হেরিব নয়নে আমি,
প্রিয় সখা !

কিবা সুখ এ হ'তে আমার ?
তোমাদের নৃক্ৰিমতে
সুপ্তিভী ভীমাজ্জুন মোরে
যদি অসামান্য শ্রীসম্পন্ন হেরে,
তা' হ'লে যে হুঃখ আজ পাই,
প্রায়শ্চিত্ত হ'বে তা'র,
আনন্দ-পাথার উথলিবে ;
যে বিষাদ-মেঘে আজ আচ্ছন্ন হইনু,
সে মেঘ উড়িয়া যাবে,
সুখচন্দ্র দেখা দিবে অন্তর-আকাশে ।

কর্ণ :—পাণ্ডবের দর্পচূর্ণ পুঙ্কেই হ'য়েচে,
ছায়ামাত্র ছিল বাকি,
এই বার তা'ও ঘুচে যাবে ।

বিদুষকের পুনঃপ্রবেশ ।

(বিদুষকের প্রতি)—ওহে,

তুমি কি রাজসভা থেকে আস্‌চো ?

বিদু :—কেন, বলুন দেখি ?

কর্ণ :—সেখানে গান্ধাররাজ গিয়েছেন ।

বিদু :—গণ্ডার ফণারের খবর রাখি নি ।

গণ্ডার তো খানা ডোবার পোড়ে থাকে,
রাজসভায় গণ্ডার !

দুর্যো :—দূর মর্ষ !

মাহুল মহাশয়কে কি সভায় দেখেচো ?

বিদু :—ও—গান্ধাররাজ !

ষড়জ, ঋষভ, গান্ধার !

না, আমি রাজসভায় যাই নি ।

কর্ণ :—এখন কোথা থেকে আস্‌চো ?

বিদু :—ষড়জ, ঋষভ, গান্ধার—

কর্ণ :—কি বোচ্‌চো ?

বিদু :—মামা মহাশয় রাজসভায় কেন ?

দুর্যো :—বিশেষ প্রয়োজনে ।

বিদু :—(স্বগত)—বিশেষ প্রয়োজনে ?

না, কাণা রাজাটার মণ্ডভোজনে ?

উহঁ—সেটি হ'বার যো নেই, বাবা !

কথায় বলে—

“কাণা খোঁড়া, এক গুণ বাড়ী ।”

শকুনি তো শকুনি—

শকুনির বাবা হাড়গিলেও এলে

কাণার কাছে হাড়গোড় ভাঙা ‘দ’ !

বাবা,

সে দুর্যোধনের বাবা ধৃতরাষ্ট্র ।

লোকে নখে থিম্‌চি কাটে,

সে বুড়ো কাণা-চোকে থিম্‌চোয় ।

যে দিন শকুনিটে কপট পাশায়

পাণ্ডবদের মর্দনশ কর,

সে দিন আমি বুড়োটাকে খুব চিনেচি ।

এখনো আমার কাণে

সেই “কিং জিতং কিং জিতং” বিধে উইঁচে,

এরি নাম কাণা-চোকের থিম্‌চুনি ।

শকুনির পুনঃপ্রবেশ ।

শকুনি :—(দুর্যোধনের প্রতি)—

সামান্য মাহুল নহি আমি ।

বিদু :—(স্বগত) তা' আমি, খুব জানি ।

দুর্যো :—মনোবাঙ্কা পূরিয়াছে ?

শকুনি :—বাসাশূন্য একেবারে ।

আগামী কল্য প্রাতে—

(বিদুষকের প্রতি)—আবার এখানে ?

বিদু :—আগামী কল্য প্রাতে কি, মহাশয় ?

শকুনি :—তোমার তা'তে প্রয়োজন কি ?

বিদু :—(স্বগত)—

আমি যেন শকুনির সতীন গৃহিণী !

হাড় জালালে, বাবা !

শকুনি।—তুমি একবার এখান থেকে যাও ।

বিদূ।—কোথা ?—ভাগাড়ে ?

শকুনি।—কি, আমার পরিহাস !

বিদূ।—আজ্ঞে না, পরিহাস নয়,

নাম-রহস্য !

শকুনি।—(দুর্যোধনের প্রতি)—বৎস !

এমন মূর্খ দূর্যোধনকেও স্থান দাও ?

দুর্যোধন।—ওর কথা গ্রাহ্য কোরবেন না,

ওটা পাগল ।

শকুনি।—ওটা গর্দভ !

বিদূ।—তা হোলো ভাল,

একজন খেচর—একজন ভূচর,

এখন একটা চরাচর চাই,

নৈলে এ খেচর ভূচর চরে কোথা !

শকুনি।—বৎস দুর্যোধন !

চল আমরা অন্তরালে যাই ;

এখানে আমি কোন কথা বলতে চাই না ।

বিদূ।—আমিও শুন্তে চাই না ।

(স্বকর্ণে হস্তপ্রদান)

[বিদূষক ব্যতীত সকলের প্রস্থান ।

দুঃশাসনের প্রবেশ ।

দুঃশা।—ওহে, এ কি গীতি ?

বিদূ।—অঁ্যা !

দুঃশা।—কাল্য নাকি ?

• শুন্তে পাচ্চো না ?

বিদূ।—আমি যে কাণে হাত দিয়ে আছি ।

দুঃশা।—কেন ?—হ'য়েচে কি ?

বিদূ।—মামার অকুম ।

দুঃশা।—মাতুল মহাশয় আমার ডেকে এসে

আবার গেলেন কোথা ?

বিদূ।—(স্বগত)—যমের বাড়ী !

দুঃশা।—কোথায় গেলেন ?

বিদূ।—(নেপথ্যের দিকে দেখিয়া)—

ওই—ওই—মামা !

(দুঃশাসনের গমনোদ্যোগ)

বলি, মহাশয়,

ব্যাপার কি ?—কথাটা কি ?

দুঃশা।—আগামী প্রাতে

দাদা মহাশয় আর আমরা ঘোষণা যাব

বিদূ।—ঘোষণা ?—সেখানে কেন ?

দুঃশা।—তুমি কি কিছু শোন নি ?

বিদূ।—শুনেছি বৈ কি,

সেখানে

মামা মহাশয়ের একলাই যাওয়া উচিত ।

দুঃশা।—কেন ?

বিদূ।—ঘোষণাপ্রস্তুতে গুরু চের,

হুতরাং ভাগাড়েরও ভাবনা নেই ।

দুঃশা।—তাতে হ'লো কি ?

বিদূ।—আপনার মামা যে শকুনি !

দুঃশা।—দূর মূর্খ !

বিদূ।—তবে কি বলুন দেখি ?

দুঃশা।—মাতুল মহাশয়ের নাম বটে শকুনি ।

বিদূ।—তবে আমি কি বল্লেন ধুচুনি !

দুঃশা।—মাতুলের নামে পরিহাস ? গো-ভাগাড়

বিদূ।—যেমন নাম, তেমনি ধাম ।

দুঃশা।—(নেপথ্যের দিকে দেখিয়া)—

ঐ মাতুল আনুচেন ।

বিদূ।—আমিও ভাগাড়ে শুই ।

(ভূতলে শয়ন)

দুঃশা।—না হে,

মাতুল এলেন না—চ'লে গেলেন ।

বিদূ।—আপদ পেলে,

আমিও উঠে পড়ি হেঁইয়া !

(দণ্ডায়মান)

দুর্যোধন ও কর্ণের পুনঃপ্রবেশ ।

দুর্যোধন।—বয়স্য !

কাল তোমার পোয়া-বারো হ'বে ।

বিদূ।—আপনার মামা থাকতে

কা'র বাবার সাধি পাশায় পোয়া পাশ,

তা' পোয়া বারো !

আমার মত চাষাড়ে বায়ুণের
মামার মত পাশাড়ে হওয়া বড় শক্ত ।
মামার পাশা ভেকী-পোকার হাড়,
পড়নের তোড় কি, বাপ্ ।—
পড়্ পঙ্খড়ি—অগ্নি পঙ্খড়ি,
পড়্ তিন বুড়ী—অগ্নি তিন বুড়ী ।
পড়্ কচ্—অগ্নি কচাকচ্ ।
মামা খেলওয়াড় বোলে খেলোয়াড়,
ইন্দ্রপ্রস্থের পাণ্ডব—বনে !
অন্তঃপুরের দ্রৌপদী—গাছতলায় !
মহারাজ !

মামার পোয়া-বারো তো আপনারই ।

দেয়া ।—যাক্, পরিহাস রাখো ;

কথা শোনো—

তুমি রাজভৃত্যগণকে

যাত্রার উপযোগী দ্রব্য সংগ্রহ ক'তে বল ।

ব ।—সারথীদের অশ্ব হস্তী রথ ।

দেয়া ।—পটমণ্ডপ ।

ব ।—নর্তক, গায়ক, বাদকদের

প্রস্তুত হ'তে বল ।

দেয়া ।—খনক, বর্দ্ধকদের সংবাদ দাও ।

দু ।—(দ্বৈশং বিরক্ত হইয়া দুঃশাসনের প্রতি) —

আপ্নি ফাঁক যান কেন ?

দু' দশ বিশটে ভকুম করুন ।

দশচক্রে ভগবান্ভূত হ'লেম যে !

(দুঃখোদনের প্রতি) — মহারাজ !

আমি কাহিল—হাওয়ায় টলি,

আমার উপর এত ভার !

ব ।—তুমি কত ভার সহ্য ক'তে পার ?

দু ।—মিষ্টানের ভার বত দিতে পারেন ।

(সকলের হাস্য)

দেয়া ।—আচ্ছা, তাই দেওয়া যা'বে ।

রক্ষনশালায় চল ।

(কর্ণের প্রতি)—সখে !

মাতুল মহাশয়ের সঙ্গে তুমি

ভাল কোরে পরামর্শ কর ।

(দুঃশাসনের প্রতি)— ভাই !

সমস্ত গোপকে তুমি আজই

ষোষণয়ীতে যেতে বল ;

মে লোকজন সঙ্গে কোরে

অগ্রে তথায় আমাদের জন্ত

বাসগৃহ নির্মাণ করুক,

আত্মরক্ষণকে প্রস্তুত হোয়ে থাকতে বলুক ।

আমি একবার অন্তঃপুরে যাই ।

[সকলের প্রস্থান ।

দ্বিতীয় দৃশ্য ।

হস্তিনাপুর—রাজান্তঃপুর ।

সিংহাসনোপরি ভানুমতী উপবিষ্টা ।

ছত্রচামরাদি ধারণ করিয়া পরি-

চারিকাগণ দণ্ডায়মানা ।

পরিচারিকাগণ ।—

(গীত)

হেরি' এ চাঁদ-বদনখানি আকাশের চাঁদ মেঘে ডোবে ।

হেরি' ছ'টি নীল নয়ন নীল-কয়ল প'দে ক্ষোভে ॥

গায়েবন বরণ হেরে চাপা,

লাজের ভরে গাভা চাপা,

নখর অধর তাঁড়া পানি, কোকিল-বধু চাচ্ছে লোভে ॥

জনৈক চিত্রকরীর প্রবেশ ।

চিত্রকরী ।—(সুরে)—জয় জয়, রাজমহিষি !

ভানু ।—(সুরে)—এস এস, চিত্রকারিণি !

চিত্রকরী ।—(সুরে)—

তোমার আদেশে আনিবু আঁকিয়ে

দ্রৌপদী বনবাসিনী ।

শ্রীপ কলেবরা,

বলকলধরা,

ভিখারিণী—ভিখারিণী ॥

ভানু ।—(চিত্র লইয়া সানন্দে, সুরে)—

ওলো চিত্রকরি ! সাবাসি তোরে,

বড় সুখী আজ করিলি মোরে ।
দ্রৌপদীর এই কাঙালিনী-বেশ
দেখিতে ভালবাসি ।

প্রাণনাথ এলেন দেখা'ব তাঁ'র,
এ ছবি লুটা'ব তাঁহার পায় ;
ওই আসে পতি, নেলো পূরস্কার,
(রত্নালঙ্কারপ্রদান)

চিত্রকরী।—(গ্রহণ করিয়া, হুরে)—
তবে, রাণি, আমি আসি ।

[চিত্রকরীর প্রস্থান ।]

দুর্য্যোধনের প্রবেশ ।

ভানু।—(নিকটে যাইয়া)—মহারাজ !
দেখ দেখ, দ্রৌপদীর দশা দেখ !
বনবাসিনী, ভিখারিনী, কাঙালিনী ।
আমি এ চিত্র দেখে বড় সুখী হ'য়েছি ।

দুর্য্যো।—প্রিয়ে !
তুমি ছায়া দেখেই এত সুখী হ'য়েছ,
ক'রা দেখলে আরও সন্তুষ্ট হ'বে ।

ভানু।—ভিখারিনী দ্রৌপদী কি
আমার কাছে ভিক্ষা ক'রে আনবে ?
দুর্য্যো।—কাল তুমি তা'কে ভিক্ষা দেবে ।
ভানু।—সে কোন মতে আর
আমাকে মুখ দেখা'বে ?

দুর্য্যো।—তা'র উপায় ক'রেছি ।
ভানু।—বল কি, স্বামিন্ !
দুর্য্যো।—কাল আমি তোমাকে নিয়ে
দ্বৈতবনে গমন ক'রবো ;
ভিখারিনী দ্রৌপদীকে তোমায় দেখাবো ।
কাল রাজরাণী ভানুমতীর কাছে
বনবাসিনী ভিখারিনী দ্রৌপদী
যা'তে ভিক্ষা গ্রহণ করে,
তা'র উপায় করেছি ।
প্রিয়তমে !
তুমি আজ ভিক্ষালব্ধ সংগ্রহ ক'রে রাখ ।
কাল প্রত্যুষেই ভক্তধাত্রী ক'রবো ।

ভানু।—আমার স্বামী যে আমার মনের কথা
বুঝে কাজ ক'রে যত্ন করেন,
এ আমার পক্ষে বড় সৌভাগ্যের কথা ।
কাল নিশ্চয়ই আমায় নিয়ে যা'বে ?
দুর্য্যো।—কোনমতে তা'র অত্থখা হ'বে না ।
ভানু।—আমি এই চিত্রধানাই
দ্রৌপদীকে ভিক্ষা দান ক'রবো ।
এই তা'র পক্ষে উপযুক্ত ভিক্ষা ।
নেপথ্যে বিদূষক।—মহারাজ কোন্‌দিকে গেলে
মহারাজ !—মহারাজ !

বেগে বিদূষকের প্রবেশ ।

বিদু।—এই যে এখানেই মহারাজ ।
আমি যা' ভেবেছি, ঠিক তাই ।
দুর্য্যো।—কি ভেবেছো, বয়স ?
বিদু।—এ ঘরে এলেই মহারাজ কালা হন ।
আমি জানি,
কুন্তকর্ণ নেই, কিন্তু তা'র ঘুম আছে ;
সে ঘুম কোথা ?—না এই ঘরে ।
দুর্য্যো।—আমার ঘুম কোথায় দেখলে ?
আমি যে জেগে আছি ।
বিদু।—ঘুম যে দুই প্রকার—
ঘুম-ঘুম আর জেগে-ঘুম ।
ঘুম-ঘুম হুঁয়ে ভাঙে,
কিন্তু জেগে-ঘুম মোচড়ালে ভাঙে না
সেটা আপনার দোষ নয়,
এ ঘরটির গুণ ।

ভানু।—(সহাস্তে)—ঘরের দোষ কি ?
বিদু।—আমি তো ঘরের দোষ বলি নি,
ব'লেছি গুণ !
(সহাস্তে)—যা চ'লে—যা চ'লে,
মহারাজীও কালা !
সাধ কোরে কি বলি,
আমার কপাল-গুণে রাজা কালা—
রাজার রাণী কালা ।
(সকলের হাস্য)
মহারাজি ! আপনার হাতে এ কি ?

ভানু ।—হুবি ।

বিদু ।—হুবি ?—কোন জলজন্তু না কি ?

ভানু ।—জলজন্তু নয়, বনজন্তু ।

বিদু ।—বনজন্তু ?—কই যেখি ?

(চিত্র লইয়া)—কি জালা !

এই কি বনজন্তু ?

এ যে কোন জন্তু নয় ।

দুর্গো ।—তবে কি ?

বিদু ।—কলা-বোঁ ।

(সকলের হাস্য)

হাস্চেন যে ?—আমার কি চক্ষু নেই ?

এত লম্বাকার কেন ?

এত রুগা কেন ? ভগ্না কেন ? মগ্না কেন ?

অবশ্য এটা কদলী-বধু ।

ভানু ।—না না, দ্রৌপদী ।

বিদু ।—(বিস্ময়ে)—ঔ্যা ঔ্যা !—দ্রৌপদী !

না না, এ একটা ক্ষুধাতুরা ভৈরবী ।

ভৈরবী দেবীবিশেষ,

অতরাং নমস্কার করি ।

ভানু ।—দূর হও, অন্ধ !

বিদু ।—দেবনন্দায় মহাপাপ ।

আঁকা অনেকটা ঠিক হ'য়েচে,

হাতে একটা ত্রিশূল হ'লেই বস্ ।

ভানু ।—তোমার বুকশূল হ'লেই—

বিদু ।—দুর্গা দুর্গা দুর্গা ।

আমি চলেম ।

দুর্গো ।—এলে আর গেলে ?

বিদু ।—শুধু শুধুই বুকশূল,

এখনো অশূলশূল, পিত্তিশূল, দিক্‌শূল,

আবার হয় তো শেষটা

ইম্পাতের শূল পর্য্যন্তও বা !

দুর্গো ।—(সহাস্যে)—ভয় কি ?

বিদু ।—সেটা আপনার পক্ষে ।

আমি চলেম—চলেম ।

দুর্গো ।—কি প্রয়োজনে এসেছিলে, ব'ল না ?

বিদু ।—যে ভারটা আমাকে দিয়েছিলেন,

আপনার মাতুল মহাশয় তা নামধূর করেন ।

তাই ব'লতে এসেছিলাম ।

দুর্গো ।—কিসের ভার ?

বিদু ।—বেশ !

(বিরক্ত হইয়া অবস্থিতি)

দুর্গো ।—বিরক্ত হও কেন ?

বিদু ।—গায়ের রক্ত শুকিয়ে দিয়ে

বল্‌চেন—বিরক্ত হও কেন ?

রক্ত না থাকলেই বিরক্ত ।

দুর্গো ।—বয়স্য !

অর সময়ের মধ্যে

অনেক বিষয় ভাবতে হ'চ্ছে,

সব কথা মনে রাখতে পাচ্ছি নি ।

জান তো,

কল্য প্রাতেই শুভযাত্রা ক'তে হ'বে ।

বিদু ।—সেই জন্যই তো

আমার প্রতি মিষ্টানের ভার দিয়েছিলেন ।

কেন দিয়েছিলেন ?

আর আমিই বা কেন নিয়েছিলাম ?—

ও বিষয়ে খুব পোক্ত ব'লেই তো ?

দুর্গো ।—তা মাতুল মহাশয়

অসম্মত হ'লেন কেন ?

বিদু ।—তিনি ব'লেন কি, শুচু—

ব্রাহ্মণ ! তুমি মিষ্ট-ভার নিতে পারবে না,

কাষ্ট-ভার নেও ।

আমি তা' হাঁমধূর ক'তে পারেন না,

কাজে কাজে তিনি-নামধূর ক'লেন ।

দুর্গো ।—তুমি সহজে ছাড়'লে কেন ?

বিদু ।—তেমন পৃষ্ঠভারকে সরিয়ে ফেলে

মিষ্টভার নেওয়া আমার সাধ্য নয় ।

দুর্গো ।—চল,

আবার আমি গিয়ে ঠিক কোরে দিচ্ছি !

(ভানুমতীর প্রতি)—

রাণি !

তুমি সর্বোৎকৃষ্ট বেশভূষার আয়োজন কর ।

আমার ভ্রাতৃবধূগণকে

এবং অন্যান্য নারীগণকে
স্বয়ং উৎকৃষ্ট বেশভূষায়
সজ্জিত হ'য়ে থাকতে বল ।

বিদু।—তবে

আমার ব্রাহ্মণীকে আর বলা হ'ল না ।

ভূষণী।—কেন ? কেন ?

বিদু।—তিনি বড় অভিমানিনী,

তা'তে

তাঁর আবার সর্বোৎকৃষ্ট বেশভূষা নেই ;

এমন চাঁদের হাটে প'ড়ে

তেমন জলধরীর অভিমান-বৃষ্টি

বরষা প'ড়বে ।

সে বৃষ্টির তোড়ে

আমায় সামাল সামাল ডাকতে হ'বে ।

তাই ব'লচি,

ব্রাহ্মণীকে বলা হ'লো না ।

তানু।—আচ্ছা,

আমি তোমার ব্রাহ্মণীকে

ভাল বেশভূষা দেবো ।

বিদু।—জয় হোক—জয় হোক ।

[সকলের প্রস্থান ।

দ্বিতীয় অঙ্ক ।

প্রথম দৃশ্য ।

গ্রাম্য পথ ।

বেগে ভারবাহকগণের প্রবেশ ।

নেপথ্যে বিদুষক।—(উচ্চৈঃস্বরে)—

দাঁড়া ব্যাটারা !—দাঁড়া—দাঁড়া ।

বেগে বিদুষকের প্রবেশ ।

বিদু।—(সরোষে)—হ্যাঁ রে ছু চো ব্যাটারা !

আমাকে কি ঘোড়া পেয়েচিস্ ঘে

তোদের সঙ্গে ভেঁ। ভেঁ। কোরে ছুট'বো ?

১ম ভা-বা।—আপনি ছোটো কেন ?

আপনকার তো হুঁচাকার রথ আছে ;

রথে না চোড়ে ঘোড়ও কেন, ঠাকুর ?

বিদু।—আমার খুসি,

তোর বাবার কি ?

১ম ভা-বা।—খুসি তো ঘোড়ও ।

ওরে ভাই, চল্ তো পাখীর মত উড়ে ।

(ভারবাহকগণের বেগে গমনোদ্বেগে)

বিদু।—(১ম ভারবাহকের প্রতি)—

তবে রে বেল্লিক !

আমার সঙ্গে ঠাট্টা ?

(গতদ্রোশে চপেটাঘাত)

১ম ভা-বা।—(কৃষ্ট হইয়া)—কি ঠাকুর !

কথায় কথায় হাত তোলো—চড় মারো ?

বিদু।—এখনো যে লাথি মারি নি,

এই তোর বাবার ভাগ্যি !

১ম ভা-বা।—বামুণ ভূমি,

লাথ মাত্রে পারো হুঁশো বার,

চড় চাপড়ের কে ?

মাগ আর বামুণ সমান,

এদের লাথ খেতে পারি,

চড় খাবো কেন ?

বিদু।—(সরোষে)—কি ?—কি ?

যত বড় মুখ, তত বড় কথা—

আমি তোর মাগ ?

১ম ভা-বা।—তা আমি কি তোমার বাঘ ?

বিদু।—পাজী ব্যাটা ! হুঁশু ব্যাটা !

আগে ঘোষণাড়ার চল্,

তা'র পর টেরটা পাওয়াবো,

রোগের মতন ওষুধ দেবো ।

১ম ভা-বা।—ঘোষণাড়ার

আর তোমার বামুণ নেই,

সব আমাদের গয়লা,

হ্যাঁক কোয়ে কাঁক কোরে ধোয়বে ।

বেশী বাড়াবাড়ি কোয়ে

হুঁকো দিয়ে ছাড়'বে ।

বিদু।—দুর্গা—দুর্গা—দুর্গা !

ব্যাটা অজ্ঞজ !—ব্যাটা বেলিক !

আহুন মহারাজ,

শূলে বেবো ।

(ভারবাহকগণের ত্রয়প্রকাশ)

২য় ভা-বা।—(১ম ভারবাহকের প্রতি)—

তুই শালা বড় বড় নোক,

ঠাকুরকে চিনিস্ নি ?

১ম ভা-বা।—না ।

এ ঠাকুর কে হে ?

বিদু।—(সরোযে)—তোর বাবা !

১ম ভা-বা।—বড় কৃষ্ণ মেজাজ ।

২য় ভা-বা।—চুপ্ কর—চুপ্ কর ।

১ম ভা-বা।—কিসের চুপ্ কর ?

হাতে হ'লো না, শেষে মুখে,

এ ভারি অলস্য ।

২য় ভা-বা।—ওরে ভাই,

এ ঠাকুরের হাত পা মুখ সবই সমান,

ইনি যে আমাদের রাজার মিতে ।

১ম ভা-বা।—(সভায়)—

ক্যা !—বলিস্ কি !

(বিদুম্বকের পদ ধারণ করিয়া)—

ঠাকুর মশয় ! মাণ কর মোকে,

আমি ঠিকে-নোক,

তোমাদের শহরে থাকি নি,

আমি আপনকাকে চিন্তে পারি নি ।

দণ্ডবৎ করি, মশয় !

এ কথা রাজার কাছে অপপ্রকাশ করে না ।

তিনি জনলে

ওপরে কাঁটা হেঁটোর কাঁটা দিয়ে গাড়াবে ।

বিদু।—ব্যাটা ! ফুকো দেবে !

এত বড় কথা—আমাকে ফুকো !

এত জিনিষ থাকতে ফুকো !

কখনই ছাড়বো না—শূল—শূল—শূল !

২য় ভা-বা।—(১ম ভারবাহকের কাণে কাণে

কি বলিল)

১ম ভা-বা।—(দ্বীয় বস্ত্রমধ্য হইতে অর্থ বাহির করিয়া)—ঠাকুর মশয় !

এই নেও—পান খেয়ো ।

আমি ফুকু ফুকু মাফুয়,

আমার কথাও কি কাণে করে ?

মাণ কর, ঠাকুর মশয় !—মাণ কর ।

বিদু।—(অর্থ গ্রহণ করিয়া)—সাবধান, সাবধান ।

এমন কথা আর বলিস্ নি ।

কাণ মল—নাকে ধুও দে ।

(প্রথম ভারবাহকের তদ্রূপ করণ)

বা তোরা এগিয়ে যা,

আমি এখানে একটু বিশ্রাম কোরে যাচ্ছি ।

(উপবেশন)

[ভারবাহকগণের প্রস্থান ।

একজন বালকের প্রবেশ ।

বালক।—তুমি কে গা ?

বিদু।—আমি কাগা ।

বালক।—কাগা ?—দূর, বনমানুষ ।

বিদু।—তুই আমাকে চিনিস্ ?

বালক।—হঁ ।

সেই যে তুমি পিঁজরের ভিতর ছিলে ।

বিদু।—কোথা রে ?

বালক।—সেই যে কে জানে কোথা ।

বিদু।—আয়, আমি তোর কাণে কাণে বলি,

এখন মনে হ'বে ।

বালক।—ও বাবা !

হাঁক কোরে নাকে কামড়ে দেবে ।

যে মুখের ছিরি, যেন রামশিঙে ।

একজন গন্ধর্কের প্রবেশ ।

ওরে বাবা ! এ আবার কে ?

এ যে কাগার ভাই বগা ।

বাবা রে বাবা !

(পলায়ন ।

বিদু।—যমের বাড়ী !

হুর্গো।—পরিহাস রাখ ।

বিদু।—যম ছেড়েও ছাড়্‌চে না ।

হুর্গো।—ব্যাপার কি, বল ?

বিদু।—আমায় বলতে হ'বে না,

এখনি শুন্‌বেন ।

হুর্গো।—কে বলবে ?

বিদু।—যমের দূত আস্‌চে ।

আমায় পাগল ব'লে ছেড়ে দিয়েছে,

কিন্তু আপনাদের ছাড়্‌বে না ।

যদি প্রাণের ভয় থাকে,

তবে আর কথাটি ক'বেন না,

সটান হস্তিনাপুরে পিট্টান দিন ।

আমি আগে পালাই,

হাত ছাড়ুন ।

হুর্গো।—বায়ুগন্তের কপাই স্বতন্ত্র !

বিদু।—আমি এখন ভূতগ্রস্ত !

[বেগে প্রস্থান ।

একজন গন্ধর্কের প্রবেশ ।

হুর্গো।—কে তুমি ?

গন্ধর্ব।—গন্ধর্বপতি চিত্রসেনের দূত ।

হুর্গো।—এখানে কি প্রয়োজনে ?

গন্ধর্ব।—আপনাকে আমার প্রভুর

আদেশ বিজ্ঞাপন ক'তে ।

হুর্গো।—কি আদেশ ?

গন্ধর্ব।—আপনি অবিলম্বে বিনা বাক্যব্যয়ে

এই বৈতবন হ'তে প্রস্থান করুন ।

এখানে আপনার অবস্থান করবার

বিন্দুমাত্রও অধিকার নাই ।

আমার প্রভু, পুত্রগণ ও ভৃত্যগণের সহিত

অলকাপুরী পরিত্যাগ ক'রে

এই বৈতবনে অবস্থান ক'রুন ।

আপনি কা'র আদেশে

তা'র বাসস্থানে বাসগৃহ নির্মাণ করেচেন ?

মহর্ষি মধ্যে আপনার সমস্ত গৃহ—

সমস্ত পটমণ্ডপ—সমস্ত অব্যসস্তার

স্থানান্তরিত করুন,

এই মুহূর্তেই বৈতবন হ'তে নিকৃষ্ট হ'ন ।

এই আমার প্রভুর আদেশ ।

হুর্গো।—(সরোষে)—কি ! এত বড় স্পর্কা !

যিক্ত তোর পাপিষ্ঠ প্রভুকে !

তুই দূত—সুতরাং অবধ্য,

নতুবা উপযুক্ত দণ্ড প্রদান ক'ন্তেম ;

আমার সম্মুখ হ'তে দূর হ' ।

বেগে কর্ণের প্রবেশ ।

(কর্ণের প্রতি)—সখে ! সখে !

জগতে এতও বাতুল ও মূর্থ থাকে,

তা' আমি জ্ঞাত্তেম না ।

(দূতের প্রতি)—যা, তুই তোর প্রভুকে বল—

পৃথিবীপতি মহারাজ হুর্গোদধন

এই দণ্ডেই কাপুরুষ গন্ধর্ব চিত্রসেনকে

এ স্থান হ'তে দূরীভূত ক'রে

উপযুক্ত প্রতিফল দেবেন ।

দূর হ পাপিষ্ঠ !

গন্ধর্ব।—ধর্ম্ম সাক্ষী,

আমার প্রভুর আর কোন দোষ নাই ।

রাজা হুর্গোদধন !

আমার প্রভুর হস্তে

আর তোমার নিস্তার নাই ;

কর্ণ।—তোমার প্রভু কোথায় ?

গীত্র তা'কে

আমার নিকট আগমন ক'তে বল ।

আমরা ক্রীড়াগৃহে চ'ল্লেম ।

[গন্ধর্বের প্রস্থান ।

মহারাজ !

ও কা'র প্রেরিত দূত ?

হুর্গো।—চিত্রসেন গন্ধর্বের ;

সে পাপিষ্ঠ আমাদের এই বৈতবন হ'তে

দূরীভূত ক'তে চায় ।

কর্ণ।—(ভাঙ্কিল্যসহকারে)—হাঃ হাঃ হাঃ !

মূর্খের অশেষ দোষ ।

চলুন আমরা ক্রীড়া করি গিয়ে ।

[উভয়ের প্রস্থান ।

তৃতীয় দৃশ্য ।

দৈত্যবনস্থ কৌরব-সঙ্কবার ।

বিদূষকের প্রবেশ ।

বিদু।—আমি

গন্ধর্ব্বটাকে পশ্চিমমুখে যেতে দেখেছি,

সে যেক্রপ বেগে ধৌ ধৌ করে গেছে,

তা'তে বড় সন্দেহ হ'চ্ছে ।

যা'বার সময়

আমার দিকে আবার কটমট্ করে চেয়ে

সটান চ'লে গেছে ।

ঐটেই আমার চোক বেঁধেছিলো,

এবারও হয় তো বাধ'তো,

কিন্তু আমার রাগটা

এখন মহারাজের উপর বেধ'চি ।

আমি দূর থেকে সব দেখেছি, সব শুনেছি,

মহারাজের কাজটা ভাল হয় নি ।

লোকে কথায় বলে 'মেরে গন্ধর্ব্ব ছোটা'ব',

এ যে সাক্ষাৎ গন্ধর্ব্ব !

(নেপথ্যে তুরীকনি ও যুদ্ধ-কোলাহল)

(চমকিয়া)—ঔ্যা—ও কি!—কিসের গোল !

কি সর্কনাশ !

গন্ধর্ব্বের পত্নপাল যে !

সাগ্রে রে!—যা—এখন উপায় !

ও দিকে আবার কি !

কৌরব গন্ধর্ব্বের যুদ্ধ বেঁধে গেলো যে !

ইস্!—ভয়ানক যুদ্ধ যে !

ও আবার কি!—ঔ্যা—ঔ্যা,—

মেয়ের পালে

গন্ধর্ব্বের পাল প'ড়'লো যে !

হায় হায়!—হ'লো কি !

মেয়ে মদের দফা রফা যে রে !

ঐ বা,

দেখ দেখে গন্ধর্ব্বের আট খাট ঘিরলে যে !

আমি এখন কোন্ দিক-দে পালাই !

কেন ম'তে—ছাই—

পোড়া গয়লাপাড়ায় এয়েছিলেম রে ?

(নেপথ্যে পদশব্দ)

ও বাবা ! পায়ের শব্দ দেখো,

কে আসে?—কে ও ?

গন্ধর্ব্ব যে !

আমি না—আমি না !

বেগে আলুথালু-বেশে বিদূষকপত্নীর
প্রবেশ ।

আমায় মেরো না, বাবা!—আমি না—

দোহাই বাবা !

বিদু-পত্নী।—(শশব্যস্তে)—তুমি এখানে ?

বিদু।—দোহাই তোমার,

আমার কোন অপরাধ নেই,

আমায় ছেড়ে দাও ।

বিদু-পত্নী।—এই যা হযোগ,

এখন ছাড়'লে চলে কই ?

বিদু।—দোহাই গন্ধর্ব্বরাজ !

আমি তোমার ছেলের ভূগিয়া,

পুত্রহত্যে ক'রো না,

তোনার পায়ে পড়ি,

আমি তোমার—

বিদু-পত্নী।—ছি ছি, ছি ছি,

তুমি এ কি বল'চো ?

আমায় চিন্তে পাচ্ছো না ?

বিদু।—তোমায় কে না চেনে ?

যমও চেনে,

তা আমি তো আমি ।

বিদু-পত্নী।—দূষ পোড়ারমুখো মিসে !

বিদু।—(বগত)—কি, পোড়ারমুখো মিসে !

গন্ধর্বের মুখ এ কেমনতর কখা ।

কে এ ?

(ভাল করিয়া দেখিয়া)—আরে ছা—তুমি !

বিদু-পত্নী !—চোকের মাথা খেয়েচো ?

বিদু।—গোলে প'ড়ে ঘোল হ'য়ে গেছি ।

তা, ব্রাহ্মণি ! এসেচো ভালই হ'য়েচে,

চল দৌড়ে পালাই ।

দেখ্‌চো তো কাণ্ডখানা ?

(হস্ত ধরিয়া)—এমো এমো, ছুটে এমো ।

বিদু-পত্নী।—যা'বার কি আর পথ আছে,

ক্রমে ক্রমে শত্রুরা তেড়ে এলো যে !

তোমায় ধরবার জন্ত

চা'দিকে গন্ধর্ব ছুটেচে ।

বিদু।—(সভয়ে)—হ্যা—আনাথ !

তবে কি হ'বে—গেলেম যে !

বিদু-পত্নী।—তুমি শীগগির এক কাজ কর,

এই তাঁবুর পর্দাখানা গায়ে জড়াও,

জড়িয়ে এই খেনে প'ড়ে থাক,

ভয়ে কেঁপো না—ন'ড়ো না ।

বিদু।—তোমার উপায় কি হ'বে, ব্রাহ্মণি !

এস, হ'জনেই পর্দাখানায় জড়ি'বুটি হই,

নৈলে বেথোড়ে মারা যা'বে !

(নেপথ্যে পুনঃকোলাহল)

বিদু-পত্নী।—ঐ শোনো, ভয়ানক চীৎকার,

সব গেলো—সব গেলো,

তুমি আর দেরি ক'র না,

এক্ষণি পর্দাখানায় ঢুকে পড় ;

আনার জন্তে ভর নেই,

আমি দৌড়ে গিয়ে ঐ ঝোপটায় লুকুণো ।

বিদু।—হ্যা—ঝোপে !

দুঃখেননিভ শয্যার ব্রাহ্মণী ঝোপে !

বিদু-পত্নী !—এলো যে !

বিদু।—এই ঢুকি ।

(ভূপতিত একখানি পর্দামধ্যে প্রবেশ)

বিদু-পত্নী।—মুখটো ঢাকো ।

বিদু।—হুম আটকা'বে বে !

বিদু-পত্নী।—তা আটকার আটকা'বে,

নৈলে মাথাটা কচ্ ক'রে কেটে ফেল'বে যে !

বিদু।—(সভয়ে)—ও বাবা !

আচ্ছা, এই কচ্ছপাবতার হ'লেম ।

(পর্দামধ্যে মুখ প্রবেশ করণ)

বিদু-পত্নী।—আমি কোপে ঢুকি গে ।

বিদু।—(পর্দামধ্য হইতে)—হুঁ ।

বিদু-পত্নী।—(স্বগত)—ও মা ! এ কি !

গন্ধর্বগুলো কি গো,

মেয়েগুলোকে ধ'রে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে !

আমাকেও দেখলে লুটে নেবে,

পালাই—পালাই—ঝোপে ঢুকি ।

[বেগে প্রস্থান ।

বেগে শকুনির প্রবেশ ।

শকুনি।—(সভয়ে)—

কেন ম'তে এমন কাজ ক'রেছিলেম,

এখন গন্ধর্বের হাতে প'ড়ে বাই যে !

এখানে কে আছ ?

বিদু।—(পর্দামধ্য হইতে)—ওই রে ! ধ'রে রে !

(কম্পন)

শকুনি।—ওই এল, ওই এল, ধ'রে ধ'রে !

এটা কি ?

এইটের ভিতর লুকুই ।

(পর্দা উত্তোলন-চেষ্টা)

বিদু।—(সভয়ে)—ও—ও—ও !

শকুনি।—(সভয়ে)—হ্যা !—এর ভিতর কি !

গন্ধর্ব না কি !

বিদু।—ও—ও—ও !

শকুনি।—বাবা রে ! বাবা রে !

(পলায়নোদ্ভোগ)

বেগে সশস্ত্র গন্ধর্বগণের প্রবেশ ।

১ম গন্ধর্ব।—ধর ধর এ ব্যাটাকে ।

শকুনি ।—(সতরে)—আমি না—জামি মা,
ঐ ওর ভিতর ।

(অজুলি দ্বারা পর্দা-নির্দেশ)

বিদু ।—(সতরে)—বাবা রে ! সেলেম রে !

১ম গন্ধর্ব ।—(সবিস্ময়ে)—

ও কি ! দেখ দেখ ।

(ইত্যবসরে শকুনির পলায়নোদ্যোগ)

তুমি কোথায় পালাও ?

তোমরা একে ধর,

আমি ওটা কি দেখি ।

(গন্ধর্বগণকর্তৃক শকুনিদারণ)

(পর্দা তুলিয়া সহাস্যে)—আরে মদ,

সেইটে যে হে !

২য় গন্ধর্ব ।—কোন্টো হে !

১ম গন্ধর্ব ।—সেই বিটলেটা !

৩য় গন্ধর্ব ।—(দেখিয়া সহাস্যে)—আ-মর !

খোঁড়ার ভিতর খোঁড়া চাল !—

হাঃ হাঃ হাঃ !

(সকলের হাঃ)

১ম গন্ধর্ব ।—হু'জনে নিলে পরামর্শ হ'ছিল ?

বুকিয়ে পার পাবে—না ?

(শকুনির প্রতি)—একে টেনে বা'র কর ।

শকুনি ।—আমায় ছেড়ে দেবে তা' হ'লে ?

১ম গন্ধর্ব ।—যেবো ।

শকুনি ।—বুঝেচ গন্ধর্ববীরগণ !

এই ব্যাটাই যত নষ্টের জড় ;

এটাই হুগোঁধনকে পরামর্শ দিয়ে

তোমাদের হৈতবনে ঘর বাধিয়েচে ।

আমি কত নিষেধ ক'রেছিলাম,

ভ্রক্ষেপও করে নি ।

আয় ব্যাটা, বেরিয়ে আয় ।

(আকর্ষণ)

বিদু ।—মামা !

এই কি তোমার মনে ছিলো !

শকুনি ।—কে তোর মামা রে ছুঁচো ?

বিদু ।—হা ভগবান !

মামা ! তুমি নিজে এই কাজ ক'রে

আমার ষাড়ে চাপা'লে !

তা চাপা'বে বই কি ;

তুমি যে হুগোঁধনের নামা শকুনি !

১ম গন্ধর্ব ।—কি কি, এই সেই শকুনি !

এরি কপটপাশায় পাওবগণ বনবাসী !

বিদু ।—আমি পৈতে ছুঁয়ে বগুচি,

এই সেই শকুনি মামা !

১ম গন্ধর্ব ।—(শকুনির প্রতি)—

ধিক তোমাকে !

তুমি কাপুরুষ !—নরাধম !

গন্ধর্বরাজ আজ তোমায় পেয়ে

যাক-পর-নাই সন্তুষ্ট হ'বেন ।

কিন্তু অগ্রে আমরা সন্তুষ্ট হই ।

তুমি নরাকার গর্দভ !

বিদু ।—(বহির্গত হইয়া)—ঠিক ঠিক !

ঐ আজ আমাদের সর্দনাশের মূল !

(শকুনির প্রতি)—মামা !

তুমি আমাকে না গর্দভ বলেছিলে ?

এখন কে গর্দভ ভুলে তো !

শকুনি ।—(১ম গন্ধর্বের প্রতি)—বীরবর !

আমি কেন পাণ্ডবদের বনে পাঠাব ?

তা'রা হুগোঁধনের দোষে বনে এসেছে,

আমি বরং তা'দের আজ কোঁশলে

উদ্ধার করবো ব'লে এসেছি ।

১ম গন্ধর্ব ।—বটে !

গন্ধর্বের নিকট মনুষ্যের চাতুরী !

তুমি গর্দভের ভ্রায় অবস্থান কর ।

শকুনি ।—এবার ক্ষমা কর ।

১ম গন্ধর্ব ।—তোমার মত প্রাণাত্মকে ক্ষমা ক'রে

আমি ঈশ্বরের নিকট পাপী হ'ব ।

যদি আমার আদেশ না পালন কর,

তবে এখনই মস্তক বিধ্বস্ত করবো ।

শকুনি ।—(স্বগত)—পাপের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত !

কি করি, প্রাণটার মায়া ছাড়তে পারি নি ।

(প্রকাশে)—এই নেও।

(গর্দভের জায় অবস্থিতি)

বিদু।—মামা গো! কেমন!

১ম গন্ধর্ব।—(বিদুষকের প্রতি)—

তুমি এই গর্দভে আরোহণ কর।

বিদু।—আজ্ঞে, সেটা কি ভাল হয়?

হাজার হোক, উনি মামা—

আমি তাগুনে।

মাপ করুন, এটি পারবো না।

১ম গন্ধর্ব।—তোমারও তবে মস্তক—

বিদু।—(সভয়ে)—ও বাবা!

আচ্ছা আচ্ছা, চ'ড় চি।

(শকুনির পৃষ্ঠে আরোহণ)

(স্বগত)—এ চড়ায় যথ হ'ল না,

যদি এ যাত্রা মামা বাঁচে,

আর আমিও বাঁচি,

তা' হ'লেই বিভ্রাট!

হস্তিনায় গিয়ে মামা কি

আর আমার আস্তো রাখবে!

তা কি করি,

এখন তো বাঁচি,

তা'র পর যা' হয় হ'বে,

হস্তিনায় আর কোন ব্যাটা যাবে।

(প্রকাশে)—মামা মহাশয়!

কিছু মনে ক'রবেন না!

১ম গন্ধর্ব।—(শকুনির প্রতি)—

কি পাশাপাশি শকুনি মহাশয়!

আজ যে আপনার পোয়া-বারো!

শকুনি।—(স্বগত)—থাক্ ব্যাটার!

একবার তোদের হাত এড়াতে পারলে হয়,

তার পর টেরটা পাওয়াবো,

তোদেরও গাধা ক'রে পিঠে চ'ড়বো।

১ম গন্ধর্ব।—(অপর গন্ধর্বগণের প্রতি)—

চল, প্রভুর নিকট

এই অদ্ভুত জন্তুটো নিয়ে বাই।

[সকলের প্রস্থান।]

চতুর্থ দৃশ্য।

দৈতবন—দুর্ভিক্ষি।

চিত্রসেন ও গন্ধর্বগণের প্রবেশ।

চিত্র।—বীরগণ!

এই গুহ্য সাবধানে রক্ষা কর সবে।

আমি দেখি কোথা দুর্ঘোষণা;

পাণ্ডবারি ছরাচারে

যথোচিত দিব প্রতিকূল।

দেবরাজ ইন্দ্র মোর সখা,

কৈলা মোরে অমরোদ—

“সথে চিত্রসেন।

বনবাসী সন্ন্যাসী পাণ্ডবে

মহাদর্পী পাণ্ডী দুর্ঘোষণা

দেখাইতে ধনগর্ভ,

করিবারে মান ধর্ম

উপনীত সদলে এ দৈতবনে।

মিত্র চিত্রসেন!

অবিলম্বে তুমি

উপযুক্ত দণ্ড দাও দর্পী দুর্ঘোষণা;

সন্ন্যাসী বাধিয়া

আন তা'রে আমার গোচরে।”

বীরগণ!

করহ অবগ—

ইন্দ্রবাণী মুনিকর করিব পালন।

এবে দেখি কোথা সে পাতকী।

[চিত্রসেনের প্রস্থান।]

এক রজ্জুতে শকুনি ও বিদুষককে পিঠ-

মোড়া করিয়া বাঁধিয়া লইয়া

অপর গন্ধর্বগণের

প্রবেশ।

এক জন পূর্ব-গন্ধর্ব।—(সহাত্তে)—

এ দুটো কি?

বন্ধনরজ্জুধারী গন্ধর্ব্ব ।—(সহাস্তে)—

যোড়া যোড়ার ডিম্ !

বিদু ।—না না, চোরা বাঁড়ের সঙ্গে

কপিলে বাঁড়ও বাঁধা পড়েচে !

শকুনি ।—(সকাতরে)—বাপু গন্ধর্ব্বচূড়ামণি !

আর কেন !—বন্ধানিতে প্রাণ যায় যে !

বিদু ।—(সহৃৎখে স্বগত)—

“বড়র পিরীতি বালির বাঁধ,
ক্লেবে হাতে দড়ি, ক্লেবেকে চাঁদ ।”

সে কথা হাড়ে হাড়ে সত্যি,

এই এজুপি এই গন্ধর্ব্বের ব্যাটার।

আমাকে বাঁর পিঠে চড়া'লে,

আবার তা'র সঙ্গেই

পিঠমোড়া ক'রে বাঁধলে !

বড়র সঙ্গে, যে পিরীত করে,

বড়র কথায়, যে প্রত্যয় করে,

সে বোকা শুটিপোকা,

আপনার ফাঁদে আপ'নিই আটকে মরে ।

দুর্গোদন মস্ত বড় রাজা,

তা'র সঙ্গে পিরীত ক'রে

শেষে গন্ধর্ব্বের খপ্পরে প'ড়'লেম ;

আবার,

গন্ধর্ব্বেরা মস্ত বড় বলবান,

আগে গাধার পিঠে চড়িয়ে

শেষে পিঠমোড়ায় বন্ধা রকা ক'রে ।

বাপ'রে !—গেলেম রে !—

হাড় মড় মড় ক'রে !

বড়র পিরীতের ভিটেয় ঘুঘু চক্ক !

(নেপথ্যে কোলাহল)

শকুনি ।—(নেপথ্যের দিকে বেশিয়া)—

বাপু দুঃশাসন !

তোমরা থাকতে আমার এই দশা !

বেগে দুঃশাসনের প্রবেশ ।

দুঃশা ।—(সক্রোধে)—

আরে আরে গন্ধর্ব্ব নারকী !

মাতুলের হেন অপমান !

দেখি,

কে করে নিস্তার তো'সবার,

আয় আয় !

(গন্ধর্ব্বগণের সহিত দুঃশাসনের অসিযুদ্ধ)

(ইত্যবসরে শকুনি ও বিদুবকের পলায়ন-চেষ্টা

কিন্তু ভুলে পতন)

শকুনি ।—বাপু ! বন্ধন মোচন কর,

নৈলে যোড়া টানে হোঁচোট খেয়ে পড়ি ।

দুঃশা ।—কি ভয়'মাতুল ?

অসিতে কাটিব রজ্জু ।

(তৎকরণ-চেষ্টা)

গন্ধর্ব্বগণ ।—(মরোষে)—কাট কাট,

এক বায় ত্রিমস্তক উড়াও আকাশে ।

(দুঃশাসনকে আক্রমণ)

দুঃশা ।—(বন্ধনরজ্জু মোচনের

অবকাশ না পাইয়া)—

আরে আরে, কাপুরুষগণ !

পুন আক্রমণ ?

এই বার মরিলি নিশ্চয় ।

(শকুনি ও বিদুবকে ত্যাগ করিয়া

গন্ধর্ব্বগণের সহিত পুনযুদ্ধ)

(ইত্যবসরে শকুনি ও বিদুবকের

বন্ধনাবস্থায় পলায়ন ।

যুদ্ধ করিতে করিতে দুঃশাসন ও

গন্ধর্ব্বগণের প্রস্থান ।

পঞ্চম দৃশ্য ।

ঐতবন—যুদ্ধ-ভূমির অপর পার্শ্ব ।

(সহসা গন্ধর্ব্বমায়ার অন্ধকার, মেঘ, সৃষ্টি

বিদ্যুৎ, ঝটিকা ও বজ্রপাতের সৃষ্টি)

(নেপথ্যে ঘোরতর আর্তনাদ ও কোলাহল)

বেগে দুর্গোদনের প্রবেশ ।

দুর্গোদা ।—(শব্দব্যস্তে)—

এ কি ! এ কি ! বিচিত্র ঘটনা !

চিত্রসেন গন্ধর্ব মায়াবী
 মায়ায় স্বজিল অন্ধকার !
 মায়ামেঘ—মায়া-বৃষ্টি—মায়ার তড়িৎ—
 মায়া-বজ্র পড়ে' ঘোর রবে—
 মায়া-ঝড় গর্জি'ছে ভীষণ !
 হুলস্থূল চারি ধার,
 মম সৈন্যে দারুণ চাঁৎকার !
 কি হ'বে!—কি হ'বে!
 কি করি উপায় !
 কে কোথায়,
 অন্ধকারে দেখিতে না পাই !
 কোথা কর্ণ ?—কোথা দুঃশাসন ?
 কোথা মোর নিরীহ নাতুল ?
 কোথা বিদূষক ?
 কাহারই না পাই সন্ধান,
 গন্ধর্বাস্ত্রে ত্যজিল কি প্রাণ !

(নেপথ্যে পদশব্দ)

(ভূমিয়া)—কে আসে ?—কে আসে ?
 দুরাচার চিত্রসেন ?
 ভাল হ'ল,
 আয় আয়, কৌরবারি !

(অসি উত্তোলন)

বেগে দুঃশাসনের প্রবেশ ।

আরে আরে চিত্রসেন !

(অন্যদিকে হোঁচল)

দুঃশা।—মহারাজ !—কান্ত হও,
 চিত্রসেন নহি আমি,
 অনুগত দুঃশাসন ।
 দুঃশা।—(দেখিয়া)—ভাই রে !
 বিষম বিভ্রাট উপস্থিত,
 মুহূর্ত্তে ঘটিল সর্বনাশ !
 কোথা নারীগণ ?
 কোথা মোর ভ্রাতৃ-বধূগণ ?
 দুঃশা।—মহারাজ !

সে হুঃখকাহিনী নিবেদিতে ছন্দ বিদগ্ধ !

চিত্রসেন গন্ধর্ব-পাতকী

মায়া-জাল পাতি'

হরিয়াছে নারীগণ ।

দুঃশা।—সে কি, তাই ! এ কি কহ !

কোথা ভ্রাতৃমতী ?

দুঃশা।—না পাই সন্ধান তাঁর ।

দুঃশা।—(সক্রোধে)—কি, এত স্পর্ধা !

মায়াজীবী চিত্রসেন

কৌবল-কামিনীগণে হরে !

নাহি ডর ক্ষীণ প্রাণে তাঁর ?

দুঃশাসন ! তিষ্ঠ তুমি এই ঠাঁই ;

দেখ,

শত্রু যেন না পালায় এই পথে ।

আধারে সন্ধান করি'

বাধিয়া আনি রে চিত্রসেনে ।

[বেগে প্রস্থান ।

(নেপথ্যে আতনাদ ও কোলাহল)

দুঃশা।—(শব্দব্যস্তে) ভয় নাই, কুরুসৈন্যগণ !

বাধিয়া গন্ধর্বগণে

উদ্ধার করিব তোমা'সবে ।

দাঁড়া, রে গন্ধর্বগণ !

[বেগে প্রস্থান ।

বিপর্যাস্ত বেশে শকুনির প্রবেশ ।

শকুনি।—(চতুর্দিকে চাহিয়া হস্ত প্রসারণপূর্বক)
 বাপ ! কি ভয়ানক অন্ধকার !
 এখন কোন্ দিক্ দিয়ে পালাই ?
 দুঃশাসনের কুপায় তো বন্ধন মোচন হ'লো,
 কিন্তু অন্ধকার মোচন করে কে ?
 কিছুট বে দৈতে পাই নি চোকে,
 আবার বিগুণ অন্ধকার বুকে !
 এ আমি কোন্ দিকে এলেম !

বেগে বিদুষকের প্রবেশ ও শকুনির
উদরোপরি পতন ।

বাপু!—পেট গেলো রে!

কে রে!—কে রে!

(উভয়ের ভূতলে পতন)

বিদু।—(সভয়ে)—ও বাবা!

আবার ঘুরে ফিরে গন্ধর্ষের হাড়কাঠে!

দোহাই বাবা!—ত্রেহাই বাবা!

[গাত্রোপান করিয়া উভয়ের উভয়
দিক্ দিয়া পলায়ন।

চিত্রসেনের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে
দুঃশাসনের পুনঃপ্রবেশ।

দুঃশা।—(সক্রোধে)—হয়, মান পরাজয়,

নয়, দ্বিধা করিব পাপ শির।

চিত্র।—একাই কি সে কার্য সাধিবে!

ডাক তব শত ভ্রাতৃবীরে!

দুঃশা।—কি! পরিহাস!

আয় আয়, ছুরাচার!

(উভয়ের যোঁরতর যুদ্ধ)

নিরাজিত হইয়া দুঃশাসনের পলায়ন।

বেগে জনৈক গন্ধর্ষ-সৈন্যের প্রবেশ।

গন্ধর্ষ-সৈন্য।—প্রভো!—প্রভো!

বিষম বিভাট উপস্থিত,

মহাবীর কর্ণের শায়কে

শায়িত সমর-ক্ষেত্রে গন্ধর্ষনিকর,

উদ্ধ্বাসে প্রাণভয়ে

অনেকে পালায় চারি ধারে।

কি ক'ব কর্ণের বীরপুত্র,

হেন ভাষা শিখি নাই আজো;

একা কর্ণ কোটি বীর বেন,

রণভূমে প্রলয়াবতার!

(নেপথ্যে কোলাহল)

(দেবীরা সভয়ে)—হের হের, প্রভো!

ঐ সেই গন্ধর্ষ-অশনি!—

ঐ সেই কর্ণ বীর!

বাঁচাও গন্ধর্ষগণে এ কাল সমরে।

চিত্র।—কেন হেন ভয় ভাব মনে?

চিত্রসেন সনে

সাগান্ন মানুষ কর্ণ করিবে সংগ্রাম?

হের এই—ঘুচাইব কর্ণ নাম।

বেগে কর্ণের প্রবেশ।

কর্ণ।—গুরুর প্রসাদে

মম শরে লক্ষ লক্ষ গন্ধর্ষ আহত,

কত লক্ষ পালাইল ভয়ে;

দেখি আরো কত কোথা আছে।

এই যে গন্ধর্ষ হেথা।

[গন্ধর্ষ-সৈন্যিকের পলায়ন।

চিত্র।—সাবধান!

কেন ভূমে ধনুর্ধার।

কর্ণ।—(সহাস্ত্রে)—জানি আমি,

নির্দোষের কালে দীপ ভেঙ্গে অলি' উঠে।

চিত্র।—(সপরিহাসে)—

মোরো জানা আছে—

অলস্ত অনলে কীট নিজে আসি' পড়ে।

কর্ণ।—কিবা নাম তোর, ওরে জগত্ত অনল?

চিত্র।—চিত্রসেন।

কর্ণ।—ধন্য আমি,

এতক্ষণে আশা-যন্ত্রে মোর

পূর্ণাহুতি হ'বে।

রে পাপিষ্ঠ!

তোরি বৃষ্ট মায়া-অন্ধকারে

দ্বিধা করিব তোরে,

আলোকের রেখা না পাবি দেখিতে আর।

আয় আয় ছুরাচার!

চিত্র।—কর্ণ!

নিজ ইষ্টদেবে মর একবার।

(উভয়ের ধনুর্ভুজ)

কর্ণ।—(শূন্যত্ব হইয়া, স্বগত) —কি বিভাট!

নাহি তুণে একটিও শর!

অহো,

গন্ধর্কের শরে হইলু কাতর অতি।

বা'ই হৌক,

তথাপি বধিব চিত্রসেনে।

(ধনুঃ উত্তোলন করিয়া) —

আরে আরে চিত্রসেন!

তুণে মোর নাহি বাণ,

ধনুর্ধায় ল'ব তোর পাপ প্রাণ।

(উভয়ের পুনর্ভুজ)

[পরাজিত হইয়া কর্ণের পলায়ন।

চিত্র।—কি'হে কর্ণ!

তব পাপ আশা-বজ্র

এই কি হে পূর্ণাভি!

পৃষ্ঠ দেখাইয়া পলাইলে উর্দ্ধশ্বাসে!

ভীতবক্ষে নাহি এড়ি শর,

দাও রড়, বাঁচাও অসার প্রাণ।

এই বার হুর্ঘ্যোধান বাকি,

নিশ্চয় বাঁধিব তা'রেন।

দেখি কোথা সে পাতকী।

[বেগে প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

ধৈর্যবন—হুর্ঘ্যোধানের পটপূহ-সম্মুখ।

(অন্ধকার, ঝড়, বৃষ্টি ইত্যাদি)

হুর্ঘ্যোধান ও ভানুমতী।

হুর্ঘ্যো।—ভয় নাই,

কি হেতু উতলা এক, প্রিয়ে!

সাহসে বাঁধিয়া বুক তিষ্ঠ মোর পাছে।

গন্ধর্কের কিবা সাধা আসিবে হেথায়?

কাপুরুষ হুর্ঘ্যোধান!

(নেপথ্য কোলাহল)

গন্ধর্ব-সৈন্যের সহিত বেগে

চিত্রসেনের প্রবেশ।

(ভানুমতীর হস্ত ধারণ করিয়া

চিত্রসেনের প্রতি) —

আরে আরে পাপী চিত্রসেন!

দূর হ' সম্মুখ হ'তে,

নতুবা মরণ হ'নিশ্চয়।

চিত্র।—হুর্ঘ্যোধান!

দিক্ তোরে শত বার,

পাপিষ্ঠ।

দূতে মোর কৈলি অপমান,—

এই বার প্রতিশোধ তা'র,

হতমান করিব নিশ্চয়।

ভনিয়াছি লোকমুখে—

'মহামানী হুর্ঘ্যোধান';

এই বার মুচা'ব সে কথা,

তবে সে ঘুচিবে মোর ব্যথা।

কাপুরুষ!

চিত্রসেন থাকিতে জীবিত,

পাণ্ডবাপমান না স'বে ধরণী।

হুর্ঘ্যো।—অহো,

এতকণে বুঝিয়াছি—

পাণ্ডবের ভৃত্য চিত্রসেন!

পাণ্ডবের অসার অম্নেতে

কাপুরুষ চিত্রসেন ধরে ছার প্রাণ।

পাঠা তোর প্রভু বুদ্ধিগিরে,

প্রভুভাতা ভীমার্জুনে;

হুর্ঘ্যোধান ভৃত্য সনে নাহি বৃকে,

সেটা মোর পক্ষে অপমান।

চিত্র ।—(সহাস্যে)—

আত্ম-অভিমानी-দুর্গোধন ।

বুধা বাক্যে কিয় প্রয়োজন ?

জান না কি—

ভৃত্য আগে—প্রভু সে পূজাতে ?

(গন্ধর্ব্বগণের প্রতি)—ভুন, বীরগণ !

দুর্গোধন পত্নী হয়ে না করিবে বণ,

মহামানী মানে মানে

বিনা রণে মানিয়াছে পরাজয়,

ভাল হ'লো,

রজ্জু দিয়া বাধ দুর্গোধনে ।

দুর্গো ।—(সরোবে)—কি, পাপিষ্ঠ !

দুর্গোধন মানিয়াছে পরাজয় ?

রজ্জু দিয়া করিবি বন্ধন ?

(ভানুমতীর প্রতি)—প্রিয়ে ।

অস্তরালে যাও তুমি,

হের, পতিহন্তে চিত্রসেন-পরাজয় ।

[ভানুমতীর প্রস্থান ।

চিত্র ।—(গন্ধর্ব্বগণের প্রতি)—বীরগণ !

ভানুমতী না পালার ঘেন,

এক কারাগারে পতিপত্নী র'বে আজ ।

যাও, তরা ধর ভানুমতী,

কিছু, না করিও উৎসীড়ন ।

[দুই জন গন্ধর্ব্বের প্রস্থান ।

দুর্গো ।—(সরোবে)—কি নারকী !

পতিপত্নী এক কারাগারে ?

যমাগারে পাঠাইব তোরো !

(উভয়ের অসিযুদ্ধ)

চিত্র ।—কাজ কি হ'য়েছে, বীর !

ফেল তবে ভূমে অসি,

মাগ ক্ষমা—মান পরাজয় ।

দুর্গো ।—এ জীবনে নয় ।

(ঘোরতর যুদ্ধ ও দুর্গোধনের মৃত্যু ।)

চিত্র ।—বাধ পাপী দুর্গোধনে ;

ল'য়ে চল লৌহ-কারাগারে ।

(উচ্চৈঃস্বরে)—কোথা ভানুমতী ?

(নেপথ্যে জনৈক গন্ধর্ব্ব)—হেথা, প্রভু !

চিত্র ।—উভারেও ল'য়ে চল ।

[মুচ্ছিত দুর্গোধনকে লইয়া

সকলের প্রস্থান ।

বিদুষকের প্রবেশ ।

বিদু ।—(সরোবনে)—

হায় হায়, কি হ'লো গো !

ঝোপেও গন্ধর্ব্বের কোপ !

হা ভ্রাক্ষণি ! তুমি কোথায় গেলে !

এক বাতায় পৃথক ফল—হায় হায় !

এখন কেঁদেই বা কি করি !

শাস্ত্রে লেখে—“বিপক্ষি বৈর্যম্ ।”

আঁকপাঁক ক'লে সব ফাঁকু হ'বে,

তা'র চেয়ে এক কাজ করি,

মহারাজ যুধিষ্ঠিরের কাছে বাই,

তিনি দুর্গোধনের মত কড়া লোক ন'ন,

জয়ার অবতার ব'লেই হয় ।

তা'কে মনের দুঃখ জানাই ।

(ভাবিয়া)—না,

পতির মুখে পত্নীহরণটা—ছ্যা !

বরং সপত্নী দুর্গোধন-হরণের কথাটা বলি,

ঝিকে মেঝের বোকে শেখানই কাজের কথা ।

দোহাই মা কালি !

আমার হারানিষি ভ্রাক্ষণিকে বেন ফের পাই

তোমায় জোড়া মেঘ বেবো, মা !

ভ্রাক্ষণি !—ভ্রাক্ষণি !—ভ্রাক্ষণি !

[সকলের প্রস্থান ।

তৃতীয় অঙ্ক ।

প্রথম দৃশ্য ।

দৈত্যবনের অপর পার্শ্ব—যুধিষ্ঠিরের বজ্রহুটীর ।

যজ্ঞসামগ্রী-হস্তে যুধিষ্ঠিরের প্রবেশ ।

যুধি।—আহা, কাতর ভ্রাতৃজন

যে ভাবে কহিল কথা,

জ্বরে বাজিল বাণী অতি ।

ভাই সুযোধন গর্হকের কারাগারে !

অজ্ঞঃপূরনিবাসিনী রমণীনিচর

আকুল-জ্বর উৎসীড়নে !

মৃগয়ার আসি

বিপন্ন হইল শত ভ্রাতা ।

বিপ্রহুখে শুনি এ বারতা

আকুল হইল মোর প্রাণ ।

যাই হোক,

এখনি ইহার প্রতীকার করা চাই,

নহে আমি অধাৰ্ম্মিক হ'ব,

কিরূপে দেখাব মুখ ধার্ম্মিক-সমাজে ?

ভাই হ'য়ে ভেরের দুর্দশা

যুধিষ্ঠির কেমনে দেখিবে ?

কেমনে সহিবে হেন ভ্রাতৃ-অপমান ?

দ্রৌপদীর প্রবেশ ।

দ্রৌপদী।—মহারাজ !

এ কি চিন্তা ? এ কি তাব ?

সহসা প্রসন্ন মুখ বিষয় কি হেতু ?

পূজা ব্যাধে বিষ কি ঘটিল ?

যুধি।—দেবি !

তা'র চেয়ে বিপদ আজি হে !

পত্নী-সনে ভাই সুযোধন .

চিত্রসেন গর্হকের লোহ-কারাগারে ।

দ্রৌপদী।—(সবিস্ময়ে)—সে কি ! সে কি !

রানী ভাঃসুমতী লোহ-কারাগারে !

রাজা ! রাজা !

এখনো নিশ্চিন্ত তুমি ?

হি হি, কি লজ্জার কথা—

তব ভ্রাতৃত্যায় গর্হকের কারাগারে !

ধর্ম্মরাজ ! এ কি ধর্ম্ম তব ?

যুধি।—পাকালি !

তব সম আমারো জ্বর

অস্থির হ'য়েছে অতি ;

নিশ্চিন্ত নহিকো আমি,

সপ্ত সিদ্ধ সম সম চিন্তা উৎপলিছে ।

স্থির হও, দেবি !

অবিলম্বে প্রতীকার করিব ইহার ।

কোণা ভীম ? কোথায় অর্জুন ?

কোথায় নকুল ? সহদেব কোথা ?

দ্রৌপদী।—দেখি দেখি কোথা ভা'রা ।

[বেগে প্রস্থান ।

যুধি।—চিত্রসেন !

ভাল কাজ কর নাই তুমি,

শুভরাষ্ট্র ভোষ্ঠভাত মোর,

ভোষ্ঠভাত-জায়া সে শাকারী,

সে বোঁহার শত পুত্রে রাব কারাগারে ?

হি হি, যুধিষ্ঠির বর্ত্তমানে

শত শত কৌরব-কামিনী

কাঁদে হাহাকারে গর্হকের কারাগারে !

ভীম ও অর্জুনের প্রবেশ ।

ভীমার্জুন।—মহারাজ ! করি প্রণিপাত ।

যুধি।—করি আশীর্বাদ,—

চিত্রসেন গর্হকের জয়শ্রী করহ লাভ আজি ।

ভীম।—এ কি আশীর্বাদ !

মর্দ্ব যে বুদ্ধিতে নারি কিছু ।

চিত্রসেন গর্হক-দৈত্য

আমা'সব্যাকার হিতকারী ;

ভোঁহার তপায়

দৈত্যবনে আহি মোরা হুখে,

তবে কেন হেন আশীর্বাদ ?

হুদি।—পাকালীর মনে বেধা হুদি হয় নাই ?

ভীম।—না ।

হুদি।—তাই তুমি পোষ্টনা নাই বিপদ-কাহিনী ।

তাই বুকেরকর ।

আমাদের জাঁজ-হুদোথন

চিত্রসেন গন্ধর্ষের ঘোঁহ-কারাগারে ।

ভীম।—কিছু চিত্রসেন

মিত্রোচিত্ত কার্য্য করিয়াছে,

তবে কেন হেন আশা তব, মহারাজ ?

ভুনিরাছি হুনিগণ-হুধে

পাপ কলিযুগে

পাপাত্মা মানবগণ অধর্ম্ম হইবে,

হিতৈষীর করিবে অহিত ;

আজিই কি হুত্নাত তা'র

তোমা হ'তে, ধর্ম্মরাজ ?

হুদি।—তাই !

তোমরা যেমন মোর,

হুদোথনো তাই ।

তোমাদের বিপদ দেখিলে

যেইরূপ কানে মোর প্রাণ,

হুদোথনে বিপদ হেরিলে,

সেইরূপ হই রে আত্ম ।

ভীম।—কে জানে, অগ্রজ !

কিবা তব ভ্রাতৃবেহ !

হুদি।—ভীম !

অগ্রে বিশেষরূপ বোঝো,

তা'র পর—

ভীম।—মহারাজ !

আমি না বুকে এমন কথা কখন বলি নি।

আমরা বহুপরিচর হ'য়ে

অথ হুজী-রথ ও সৈন্য সংগ্রহ পূর্ব্বক

বহু বস্ত্রে যে কার্য্য ক'রেম,

আজ গন্ধর্ষেরা তা' মল্লম ক'রেছেন ।

মন্ত্রবীর সকল মনোঃপ লকল হয় না,

তা'রা মনে মনে একরূপ ভাবে,

কিছু কার্য্যে অগ্রদূত হ'তে থাকে ;

কণটাচারী দ্রুতবেগী হুত্নাতের

হুর্ষহণার কল এই ।

সকলেই জানে যে,

বা'রা অকম ব্যক্তির প্রতি বেধ করে,

অবশ্যই তা'রা অম্ম কর্ত্ত

তা'র উপযুক্ত প্রতিফল প্রাপ্ত হয় ।

অম্ম গন্ধর্ষেরা

আমাদের সমক্ষে

এই অলৌকিক কার্য্য কল্পেন,

এ আমাদের পরম সৌভাগ্য যে

আমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি

ভ্রমওলেও আছেন ।

আমরা বহুক্ষে নিশ্চেষ্ট আছি,

কিন্তু আমাদের এই শুক ভার

অম্ম লোকে অনার্য্যসে বহন ক'রে ।

যে হুর্ষতি হুর্ঘোথন মনে ক'রেছিল—

নিজে পরম হুধে কালক্ষেপ ক'রবে,

আর আমরা শীত আতপ বাত ও বর্ষায়

নিরতিশয় ক্রেশপরল্লরায়

নয়নাশ্রিতে সিন্ধু হ'য়ে সময় বাপন ক'রবো,

অম্ম সেই অধর্ম্মাচারী হুর্ঘোথন

খচক্ষে নিজের পরাভব প্রত্যক্ষ করুক ;

তা'র স্বভাবানুবর্ত্তী লোকেরাও

অম্ম বস্ত্রে তৃণ ধারণ ক'রে

আপনার নিকট আশুক ।

আমি মুক্তকণ্ঠে ব'লছি—

কুন্তীভনয়েরা অনুশংস,

কিন্তু ধাত্তরাষ্ট্রগণ অধাশ্মিক ।

হুদি।—ভীম !

এ সময়ে একরূপ ব্যবহার করা

পুত্রবের উচিত নহে ।

ব্রুকোদর !

কৌরবগণ এক্ষণে হ্রবহাঃপ্রত,

তবে তুমি কিরূপে

একরূপ বাক্য প্রয়োগ ক'রো ?

দেখ,

এ ধর্মরাজের

উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম চার ভাই,
বাটার গন্ধর্ব্ব ! কোন্ দিকে পালা'বি ?
আমা' হ'তেই আর দুর্ব্বোধন উদ্ধার হ'লো,
মেয়েগুলো হাঁক ছেড়ে বাঁচলো,
সবাই রক্ষে পেলে—সবাই রক্ষে পেলে ;
কিন্তু, মা কালি !

শকুনি মামা যেন রক্ষে না পায়,
তা' হ'লেই সর্ব্বনাশ !
গাধাচড়ার শোধ নেবে !
নাক কাণ কেটে বোঁচা কোরবে
(চিড়িয়া) —ছাই কোরবে !
আমি কি আর হস্তিনায় বা'বো ?
ব্রাহ্মণীকে নিয়ে একেবারে কান্দীবাসী !
ও তিন চারটে স্বরে তো
স্বরণীকে পেলেম না,
এই স্বরটায় একবার খুঁজে পেতে দেখি ।

(ইতস্ততঃ অবেষণ)

প্রিয়ে উদ্ধারুণি ! —থাক তো সাড়া দাও ।
এই যে আমার হৃদয়মোহিনী ভগ্নে যো,
আ-মরি মরি ! হোঃ ! —
দুল্লবলুপ্তিত কার্য !
যেন অন্ধকারের ছায়া !
হায় হায়, এ কি ! —হা কষ্ট ! হা কষ্ট !
নিবিড় নিত্যে জগদল পাথর !
দাক্ষণ গ্রীষ্মে

আপাদমস্তক বেতগণ্ডে বিহুড়িত !
হায় হায়, যেন জম্বাট বরকের চাই গো ।
ধিক্ গন্ধর্ব্বগণ !
অবলার প্রতি
কি এই রূপেই বলপ্রকাশ ক'তে হয় ।
তোর জগদল পাথরের নিকৃষ্টি কোরেচে !

(বন্ধ হইতে প্রস্তরবৎ নিক্ষেপ)

প্রিয়ে অন্নমধুরুণি ! —কটু-কষায়-বচনে !
তিক্তলবণরসনে ! যাচিমোড়িতবচনে !
উত্তীর্ণ আগ্রতা ভব ।

প্রাণময়ি ! মনময়ি ! ছাড় যান,
কর থাকোখান ।

(অকস্মাৎ বিকৃত বক্তৃতা-মোচন)

(দেখিয়া সকলের) —ঈ্যা ! কে কে !

শকুনি । —(সরোষে গাত্রোখান করিয়া) —
এখানেও পরিহাস !

(বিদূষকের হস্তধারণ)

বিদূ । —(সভরে, স্বগত) —ও বাবা !

মাগ নয়, মামা !

এই বার একলা কেঁর ককা ককা করে রে !

(প্রকাশে) —

মামা !

আমার বোল আনা স্বক্কারি হ'য়েচে,
কমা যেয়া করুন ।

শকুনি । —(সরোষে) —পাখণ্ড ! নরাধম !

বিদূ । —পাঁচ শো বার,

নৈলে

মামাকে ব'লেম কি না ভাঙের ঘো ! —ছি !

(নেপথ্যে কোলাহল)

মামা মখার ! সর্ব্বনাশ হ'লো আমার,
কোলাহল শুনচেন !

শকুনি । —(সভরে) —ঈ্যা ! —আবার !

(নেপথ্যের দিকে দেখিয়া) —

ঈ্যা ! —ভীম যে !

বাবা ! —গদা !

[বেগে প্রস্থান ।

বিদূ । —আপদ পেলো ! —হাঃ হাঃ হাঃ !

মামা ব্যাটা ছুট'চে ঘেঁষ—

যেন কোলা ব্যাঙ লাফাচ্ছে ।

ও কি ! মেয়ের পাল যে ।

খালান হ'রে ঐতুড়-সর থেকে—ও'বিজু ! —

কারাগার থেকে পিপড়ের দার বেড়চ্ছে !

(সাক্ষাৎ) —আরে ওই যে—ওই যে—

চাঁদের হাটে আমার মাথের রাহ !

ব্রাহ্মণি ! ঈড়াও ।

[বেগে প্রস্থান ।

চতুর্থ দৃশ্য ।

বৈভবন—যুধিষ্ঠিরের বজ্রকুটীর ।

যুধিষ্ঠির ও জ্যোতিষী ।

যুধি ।—(পূজা সমাপন করিয়া)—নারায়ণ ! কৃপ !

আমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর ।

(উভয়ের প্রণাম)

(নেপথ্যে পদধ্বনি)

(তিনিয়া)—এই যে, এই যে হুয়োধন ।

ভীম, অর্জুন, দুর্ঘোষধন, ভানুমতী ও
জ্যোতিষগণের প্রবেশ ।

হুয়োধন ! এস এস, তাই !

এ কি ! এ কি ! ভীম ! অর্জুন ! এ কি !

হুয়োধনের বন্ধনরক্ষা এখনো যোচন কর নি !

অতি গর্হিত কার্য হ'য়েছে ।

(বহুতে বন্ধন যোচন)

দুর্ঘো ।—(লজ্জার নিরুত্তর)

জ্যোতিষী ।—ভগিনি ভানুমতি !

(হস্ত ধারণ করিয়া)—দুঃখিত হ'য়ে না,

বিধাতার ইচ্ছার বা হ'বার তা' হ'য়েচে,

তিনিই আমার দুঃখযোচন ক'রেন ।

আজ আমাদের এই সামান্য কুটীরে

বিশ্রাম ক'রে আগামী কলা গৃহে পমন ক'র ।

ভানুমতী ।—(লজ্জার নিরুত্তর)

যুধিষ্ঠির ।—হুয়োধন !

জ্যোতিষগণ মহাশয় কেমন আছেন ?

দেবী গাকারী কেমন আছেন ?

রাজ্য ও প্রজাপণের সর্বাঙ্গীণ কুশল তো ?

তুমি কবে বৈভবনে এসেছিলেন ?

কেন পক্ষরূপতি চিত্রসেনের সহিত

ভোমার বৃদ্ধ সংঘটিত হ'লো ?

দুর্ঘো ।—সে কথা ব'লতে ইচ্ছা করি না ।

পক্ষরূ ।—কেন ব'লবেন না ?

তবে বোধ হ'চ্ছে—

আপনার ইচ্ছা পক্ষরূপের চিত্রসেনকে
দেবী সাব্যস্ত করা ?

(যুধিষ্ঠিরের প্রতি)—মহারাজ ! শ্রবণ করন,

রাজ্য দুর্ঘোষধন নিত্য কুচক্রী,

ইনি আপনাদের বনবাসজনিত দুঃখে

নিত্য সন্তুষ্ট,

আপনাদের দুর্দশা দর্শন ক'রবার জন্য

স্বপ্নের সহিত বৈভবনে এসেছিলেন ।

এ'র এবং এ'র পক্ষী ভানুমতীর ইচ্ছা

আপনাদের এবং দেবী জ্যোতিষীকে

মর্ধ্যাতিক অপমান এবং পরিহাস করা ।

দেবরাজ ইন্দ্র তা' অবগত হ'য়ে

আমাদের প্রভু চিত্রসেনকে

এ'দের অহংকার চূর্ণ ক'রে আবেশ করেন ।

আমাদের প্রভুও যথোচিত কার্য ক'রেছেন ।

ভীম ।—চিত্রসেন আমাদের পরম বন্ধু,

বন্ধুর উপযুক্ত কার্যই ক'রেছেন ।

যুধি ।—ভীম ! কান্ত হও,

মর্ধ্যাহতের মর্মে আর আঘাত ক'র না ।

তাই হুয়োধন !

বধুমাতা ভানুমতি !

চিত্রসেনের সমস্ত অপরাধ

আমি গ্রহণ ক'রেন ।

ভীম ।—কি আশ্চর্য্য, মহারাজ ! বলেন কি !

চিত্রসেন অপরাধী !

আর এই দুর্ঘোষধন আমাদের হিতৈষী !

অমৃত বিব আর বিব অমৃত !

যুধি ।—বৃকোদর ! রুষ্ট হয়ে না—শোনো—

হুয়োধন এখনও বালক,

বালকের অপরাধ গ্রহণ ক'রে নাই ।

দুর্ঘো ।—(স্বগত)—হা অকুট ! এও শুনতে হ'ল,

এ অপেক্ষা আমার মৃত্যু প্রেরকর ।

চিত্রসেন !

কেন তুমি আমাকে নিহত ক'র নাই !

যুধি ।—অর্জুন !

যাও, হুয়োধনের বিশ্রামস্থান চিহ্ন কর ।

জ্যোতিষি।

তুমি বহুমাতা ভানুমতীকে

হৃদয়মধ্যে নিয়ে নাকি

আর আর সকলকে কোথা ?

ভীম।—এখানে কীড়াবার স্থান কোথা ?

সকলকে আশ্রমের বহির্ভাগে রেখে এসেছি।

যুধি।—ভাল কর নাই;

যাও, সকলকে বিধিযুক্ত আশ্রম অভ্যর্থনা কর।

আমিও পূজা সাজ ক'রে যাবি।

ভীম।—মহারাজ !

আশ্রম অভ্যর্থনার জন্ত

অর্জুন গেলেই ভাল হয়।

যুধি।—কেন, ভীম ?

ভীম।—আমি আপনার সুবোধনকে

এবং পৃথিবীর হৃদ্যোদয়নকে অভ্যর্থনা করি।

হৃদ্যো।—(স্বগত)—হা ভাগ্য ! মর্যাদিক শ্রেয় !

ভীম ! শ্রেয়-ক্রেয় কখনই সহ্য ক'রবো না,

এক দিন না এক দিন এর প্রতিশোধ নেবো।

যুধি।—ভীম !

তবে তুমি সুবোধনের নিকট থাক।

অর্জুন ! তুমি শীঘ্র যাও।

[অর্জুনের প্রস্থান।

পাকপাণি !

তুমি নকুল সহস্রবকে নিয়ে

ভোজ্য ফলমূলাদি সংগ্রহ কর।

এখন অপরাহ্ন,

তোমার ভোজন হ'রেচে,

সুতরাং অনব্যক্তনের উপায় নাই।

আপাসী কল্যাণ তাঁর উপায় হ'বে,

অব্য ফলমূলই তরসা।

যাও, ভানুমতীকে ল'য়ে শীঘ্র যাও।

হৃদ্যো।—না, আমরা আর বেশী কণ থাকবো না,

এই মহর্ষেই প্রস্থান ক'রবো।

এখন সন্ধ্যা হ'বে,

আর বিলম্ব ক'রে পারি না।

যুধি।—নিজাতই যদি, তাই

অবস্থান ক'রে ইচ্ছা না কর,

তবে

কিঞ্চিৎ কালজেনু করে স্থানে স্থান কর।

হৃদ্যো।—না, বিলম্ব হ'বে।

ভীম।—(হৃদ্যোটির প্রতি)—কেন, মহারাজ !

এত সাধ্য সাধনা ?

আপনার সুবোধন

আমাদের একঘ'রে ক'রেচেন,

হারাত স্পর্শ ক'রবেন না, তা থাকে !

যুধি।—ভীম ! আবার ?

ভীম।—আচ্ছা, আমি এখান থেকে চ'লে

থাকলে চূপ ক'রে থাকতে পারবো না,

আপনার সুবোধনের স্মার

জিহ্বাও আমার শব্দ,

কোন মতেই কথা শোনে না।

বিদায় হই, সন্ধ্যা সুবোধন !

এর পর উভয়ের সাক্ষাৎ হ'বে।

যুধি।—ভীম ! একপ অস্ত্রের কোথ তাল নয়,

তুমি যে আজ সাক্ষাৎ

উগ্রযুগ্ধি দুর্কীমার স্মার

বর্ষে বাবহার প্রদর্শন ক'রো ;

কোন মতেই

আমার আদেশ পালন ক'রো না।

এ তোমার ন্যায় বলীর পক্ষে

যা'র-পর-নাই নিষ্কার কথা।

ভীম।—সে কি, মহারাজ !

আপনার চিরসুগত কৃত্য ভীমসেন

আপনার অবাধ্য হ'লে

এতক্ষণ হৃদ্যোদয়ন জীবিত থাকতো না।

যুধি।—তাই সুবোধন !

তুমি অজযুগ্ধি ভীমের কথার রাগ ক'রো না

হৃদ্যো।—(স্বগত)—

কি, দুর্কীমার—উগ্রযুগ্ধি দুর্কীমার

উপযুক্ত সময়ে

বনবাসী যুধিটির মুখ হ'বে

উগ্রমূর্তি দুর্কীসার লক্ষ নিশ্চয় হ'ল ;
আমার প্রতিহিংসার এই প্রবান পুঙ্খ।
যুধিষ্ঠির।

তুমি ভোমার ভ্রাতৃপুত্র দ্বারা
গন্ধর্ব-হস্ত হ'তে আমাকে উদ্ধার ক'রে
অপকার ব্যতীত উপকার কর নাই,
কিন্তু তীব্র ঋষি দুর্কীসার নাম
আমার স্মরণ করিয়ে দিয়ে
আমার এই যন্ত্রাত্মিক অপমানের সময়
বঞ্চেই উপকার ক'রে।

অবশ্য আমিও প্রত্যাশা কর'বো।

সে প্রত্যাশা কি ?—

না, ভোমারই সর্বনাশ।

আহত সর্পকে দুর্কীসার ক'রে

প্রাণাত্মক বিবই বুদ্ধি পায়।

যুধিষ্ঠির।

তুমি চলভ্রমে জনসভা অগ্নিমুখে

মৃত নিক্ষেপ ক'রে।

অদ্যই আমি মহর্ষি দুর্কীসার আশ্রমে চ'লেম ;

আমার মূলমন্ত্র

প্রতিহিংসা—প্রতিহিংসা—প্রতিহিংসা।

(প্রকাশে)—আর বেলা অধিক নাই,

একপে আমরা বিদায় হই।

যুধি।—(স্বগত)—সুবোধন বড় অভিমানী,

তা'তে আবার

ভীমসেন নিকোপের ন্যায়

লাক্য প্রয়োগ ক'রে গেলো ;

সুতরাং সুবোধন যে আর এখানে

এক যজুর্ভূত ও অবস্থান ক'বে,

তার বিন্দুমাত্র আশা নাই।

হুয়ো।—প্রায় সন্ধ্যাস্ত হ'য়ে এলো ;

আর থাকে পাতি না।

যুধি।—আচ্ছা, ভাই! তবে এস ;

আশীর্বাদ করি,

যজ্ঞে ভোমার মতি থাক।

দ্রৌপদী।—ভগিনি ভানুমতী!

আশীর্বাদ করি,

সামীর সহিত চিরকাল বর্ষাচরণ কর।

বোন্,

তুমি আমার সঙ্গে একটিও কথা কইলে না?

ভানুমতী।—(স্বগত)—

ভিষ্যারিণীর সঙ্গে কথা কি?

আবার যদি বলে,

তবে বা' হয় একটা উত্তর দেবো।

দ্রৌপদী।—কই, বোন্!

কোন উত্তর দিলে না যে?

ভানুমতী।—আসি।

দ্রৌপদী।—এস, বোন্!

যুধি।—সকলে পথে সতর্ক হ'য়ে গমন কর।

[দুর্যোধন ও ভানুমতীর প্রস্থান।

পাকালি।

অনেক দিনের পর

আজ সুবোধনকে দেখে বড় সন্তুষ্ট হ'লেম।

কিন্তু

সে একটি দিনও এখানে অবস্থান ক'রে না,

এই বড় দুঃখ রইল।

দ্রৌপদী।—মহারাজ!

পথে যেতে ভানুমতীর ভ্রো

পুনর্বার কোন বিদ্র বাধা ঘটবে না?

আমি আবার সাবধান ক'রে দিয়ে আসি।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

দুর্কীসার আগ্রহ।

দুই জন শিষ্যের প্রবেশ।

১ম শিষ্য।—ঠাকুরটির সবই উল্টো!

২য় শিষ্য।—ভদ্র উল্টো! পাণ্ডা ভদ্র!

১ম শিষ্য।—আবার ভোল্টা?

২য় শিষ্য।—পনের আনা উনিশ গণ্ডা চন,

তিন কড়া তিন ক্রান্তি।

১ম শিষ্য ।—তবেই যোল আনা পুরো ।

বা' হোক, ভায়া !

কপালক্রমে আচ্ছা লোকেই শিষ্য হ'য়েছি,

বাঞ্ছ-খাইনিতে হাড় মাটি হ'লো ।

এক কাজ সত্তর বার,

অধির এক বারে সত্তর কাজ,

একটু যদি ধেরি হ'ল তো রক্ষা নাই,

সম্মুখে বা' পান,

তা'ই তুলেই প্রহার !

২য় শিষ্য ।—প্রহার তো বাপের ঠাকুর !

গোবেড়েন্—গোবেড়েন্ !

এই দেখ না, ভায়া,

আজ্ঞাও আমার গুরু নিতম্বে

ভেশিরে মনসা-কাঁটার কালশিরে !

চিকিৎসককে দেখিয়েছিলাম,

তিনি ব'ল্লেন, “বাপু হে,

এ কালশিরের দাগ

এ অম্মে তো যা'বেই না,

পরজন্মেও একটা আঁচিল হ'য়ে থাকবে ।”

১ম শিষ্য ।—(সবিস্মরে)—

অ্যা—বল কি !—আঁচিল !

তবে আমার যে চিল !

সত্য মিথ্যা—আমার পিঠ দেখ ।

২য় শিষ্য ।—হুঁ ! এ যে নিম্বুখুন !

১ম শিষ্য ।—(রোদন)

২য় শিষ্য ।—কাঁদচো কেন, ভায়া ?

১ম শিষ্য ।—কাল হ'য়েচি নিম্বুখুন,

আজ আবার হ'ব বেত গুলক !

২য় শিষ্য ।—কেন ?—কেন ?

১ম শিষ্য ।—

আজ ঠাকুরটির বিটকেল ইচ্ছে হ'য়েচে,

কাপড় চোপড়ে সান্বে না,

শেষে জটাতে নিরিমাটির রক্ত ধেবেন ।

কাপড় ছোবাতেই নিরিমাটি ছুরিরেচে,

কি পায় করি কি ?

আর ডিডাই তো,

আজ আবার বা জটা-পেটা !

১ম শিষ্য ।—বা' থাকে কপালে,

আমি পালাই, ভাই !

২য় শিষ্য ।—পালিয়ে পার পাও কই ?

চুম্বকের টানে লোহাকে প'ড়তেই হ'বে ।

১ম শিষ্য ।—কি করি তবে ?

২য় শিষ্য ।—ছোবানো কাপড় ধুয়ে

এক তাঁড় জল ধ'রে রেখে দাও ।

১ম শিষ্য ।—বাঃ,

তোমার কি যোগানে বুদ্ধি !—বাঃ !

তবুও তোমার নিতম্বে ভেশিরের কাঁটা,

এই বড় হুঃখ ।

২য় শিষ্য ।—ওটা ঠাকুরটির উদ্দেশ্যে যোগ,

আমি তুমি তো পর, ভায়া,

ঠাকুর যখন রক্তচও হন,

তখন সম্মুখে কাঁকেও না পেল

নিজের নিতম্বে নিজে

পটাপট্ চটাচট্ চপেটাঘাত !

১ম শিষ্য ।—বা' হোক, কিন্তু,

এমন রাগী শ্বশি কোথাও দেখি নি ।

২য় শিষ্য ।—সাকাত্ ক্রোধ—সাকাত্ ক্রোধ !

১ম শিষ্য ।—যাই এখন,

তোমার মুক্তিমত কার্য করি ।

[প্রস্থান ।

দুর্যোধনের প্রবেশ ।

দুর্যো ।—কহ, মনিশিষ্য !

মহর্ষি দুর্দাসা কোথায় ?

২য় শিষ্য ।—তিনি নদী তটে

সাক্ষসক্যা ক'ন্তে গিরেচেন ।

আপনি কিঞ্চিৎ কাল অপেক্ষা করুন,

এখন আসবেন ।

দুর্যো ।—আচ্ছা ।

(দগড়)—

এই আমার প্রতিহিংসার বীজক্ষেত্র ।

চিরশত্রু পাণ্ডবগণ !

তোমাঘের কপটতা প্রকাশ হ'য়েচে,

আপনাঘের দোষ-ফালনেরজন্ত

সাপুতার ভাগ ক'রে

গন্ধদ্বন্দ্বের আমার যথেষ্ট অপমান ক'রেচে,

এই বার তা'র প্রতিশোধ।

২য় শিষ্য।—(বগত)—ইনি কোনো রাজা—না!

ভাল একবার জিজ্ঞাসাই করি না কেন?

(প্রকাশে)—মহাশয়!

হুগো।—(বগত)—মূলমন্ত্র—

প্রতিহিংসা—প্রতিহিংসা—প্রতিহিংসা!

২য় শিষ্য।—বলি, মহাশয়, আপনি কে?

হুগো।—(বগত)—দুরাত্মা ভীম!

এই বার হুসীসার উপযুক্ত প্রতিকূল।

২য় শিষ্য।—(বগত)—বাবা!

এ লোকটা যে আবার এককাঠি সরেশ—

আমার ঠাকুরটির ঘাড়ে চড়ে!

এত মহাশয় মহাশয় ক'চ্চি,

জক্ষেপও নেই।

মুখবান! তো রাখে পরগর ক'চ্চে,

কপালে টপ টপ ঘাম ক'চ্চে,

চোক দুটো কটমট ক'চ্চে,

এক একটা দীর্ঘনিশ্বাসের ঠেলায়

পায়ের কাছের বাস গুলোও মুড়ে প'ড়'চে।

এর গায়ে

হুসীসা ঠাকুরের হাওয়া লাগে নি তো?

হুগো।—(বগত)—ওঃ, কি লজ্জার কথা—

পাঁচটা জুড় কীটের হস্তে

হুগোধনের অপমান!

বড় অগছ—বড় অগছ!

এর প্রতিশোধ নেবেই নেবো!

২য় শিষ্য।—এ লোকটাও কি পাগল?

কি বিড় বিড় ক'রে ব'চ্চে?

হুগো।—ব্রাহ্মণ!

২য় শিষ্য।—আজ্ঞে।

হুগো।—(বগত)—ওঃ—মর্যাদিক আশ্রিত।

হুসীসার বহুশী! পাশিষ্ট পাণ্ডা!

২য় শিষ্য।—(বগত)—

এবার যে আবার ভুড় ভুড়ি কাটে!

হুগো।—(অস্থির হইয়া বিভ্রান্তচিত্তে অসিঃ)

নিকোষিত করিয়া উচ্চৈঃস্বরে—

আরে আরে পাশিষ্ট!

রক্ষা নাহি আর!—

প্রতিহিংসা—প্রতিহিংসা!

(বেগে পরিত্রমণ)

২য় শিষ্য।—(সভয়ে)—বাবা রে! কে রে!

ও ভায়া!—দৌড়ে এসো!—বাপ!

[বেগে পলায়ন।]

বেগে প্রথম শিষ্যের প্রবেশ।

১ম শিষ্য।—কি ভায়া?—কি ভায়া?

(হুগোধনকে ধেবিয়া সভয়ে)—ও বাবা!

ও মা!—অ্যা—অ্যা! কাট লে রে!

[বেগে পলায়ন।]

হুগো।—(প্রকৃতিস্থ হইয়া)—

ছি ছি, কি ক'ল্লেম!

মুনিশিষ্যের অপমান ক'ল্লেম কি?

কই—না।

যা'ই হোক,

এখন এত অস্থির হওয়া ভাল নয়।

মহর্ষি হুসীসা বুক'তে পাগ্লে,

আমার কথায় সম্মত হ'বেন না।

আমি ওঁকে ওঁর দশ সহস্র শিষ্যের সহিত

অব্যয় নিমন্ত্রণ ক'রে

আমার গৃহে নিয়ে যা'বো,

বিধিমতে সেবা শুক্রিয়া ক'রে ভুট্ট ক'রবো,

হুসীসাকে ভুট্ট ক'তে পাগ্লেই কার্যসিদ্ধি।

(নেপথ্যে গীত)

(ভনিয়া)—এই যে মহর্ষি আসছেন,

এখন আশ্রয় পোপন ক'রে থাকি।

শিষ্যগণের সহিত দুর্কাসার প্রবেশ । দুর্কাসা ।—দুর্কাসার এক কথা ।

দুর্কাসা ।— (গীত)

গাও সন্ধ্যা, গাও চন্দ্র; গাও উজল তারকা-দাম ।।

গাও আকাশ, গাও বাতাস, প্রাণারাম হরিনাম ॥

গাও কানিন-কুমুদর—

‘জয় রাম, জয় জয়’।

মধুসূদন, জীবজীবন,

বাণীধারী বাঁকা স্তাম ॥

গাও রে প্রাণ ! আপন প্রাণে,

হরিস্তব-গান মধুর ভানে,

গাও রে বিহগ ! কৃজন-গানে

কৃক-ভজন-স্থধা ;—

ত্রিভুবন বাঁধা চরণে বাঁ’র,

উঁ’র চরণে, মন আশার,

বাঁধ আপনারে প্রেম-ডোরে,

তবসাগরে পা’বি ত্রাণ ॥

দুর্গো ।—প্রভো ! প্রথম চরণে ।

দুর্কাসা ।—ধর্ম্মে মতি হৌক ।

মহারাজ দুর্গোদধন !

কি মনন করি’ আসিলে আপ্রমে ?

দুর্গো ।—তপোধন !

কৃপা করি’ করুন গ্রহণ—

এ দাসের নিমন্ত্রণ ।

অদ্য গম্য মনে

মিলি’ শিষ্যগণে চলুন হস্তিনাপুরে ।

পবিত্র হইবে পুরী ও পদ-পরশে,

দয়া করি’ এ দীনের আতিথ্য গ্রহণ

করিতে হইবে আপনারে ।

দুর্কাসা ।—ভাল ভাল,

তুষ্ট হইলাম আমি তব নিমন্ত্রণে,

কিন্তু না ঘাইব আজি,

মে দিন হইবে ইচ্ছা, সেই দিন যা’ব,

কিন্তু যা’ব হুনিচ্ছয় ।

দুর্গো ।—যথা আজ্ঞা, তপোধন !

পুন নিবেদন—

ধাকে গো স্মরণ যেন স্তূত্যের মিনতি ।

দুর্গো ।—জানি তা’ নিশ্চয় ।

এক জন শিষ্য ।—প্রভো ! অত্যাঁই চলুন না,

ও’র ভোজ্য-সামগ্রী সব নষ্ট হ’বে ।

দুর্কাসা ।—যির হও, ঐশ্বরিক !

যবে ইচ্ছা হ’বে, যা’ব তবে ।

দুর্গো ।—প্রণিপাত করি’ পায়,

লইমু বিদায় ।

[দুর্গোদধনের প্রস্থান ।

[সকলের প্রস্থান ।

চতুর্থ অঙ্ক ।

প্রথম দৃশ্য ।

বৈতথন—বটবৃক্ষ-তল ।

রুক্মকাণ্ডে পৃষ্ঠ রক্ষা করিয়া দুর্কাসা

উপবিষ্ট ।

জনৈক শিষ্য তদীয় পদ-সেবায় নিযুক্ত ।

দুর্কাসা ।—আ,—আ,—আ !

বৎস ! তোমার করতালু অতি কোমল ।

বহু পথ পদতলে অতিক্রম করিতে

আমার পদযুগলে যে বেদনা ? রেছিল,

তোমার সেবা শুভ্রবার তা’ অপনোদন হ’ল ।

আ,—আ,—আ !

বাপু !

এই বার অঙ্গুলি কএকটা মোটন কর তো ?

শিষ্য ।—প্রভো ! আর বিলম্ব ক’ঞ্চেন কেন ?

তৃতীয় প্রহর উত্তীর্ণ হ’য়ে গেল যে ;

দেখুন দেখি,

স্বর্ণাঙ্গের আকাশের কত পশ্চিমে ।

দুর্কাসা ।—আঃ, বুঝা বাক্যব্যয় করিল কেন ?

টেপু—টেপু ।

শিষ্য ।—(সকাতরে)—প্রভো ! আর পারি নি ।

কলা একাক্ষীর উপবাস পেচে,
বড় জুখা পেরেচে,
চোকে ঘোরা দেখেচি।

দুর্দাসা।—এখনো বানাহিকের সময় হয় নাই,
তুই চোকে ঘোরা দেখেচি ?
শিষ্য।—তৃতীর প্রহর উত্তীর্ণ হ'ল,
আর কেন বিলম্ব ক'রেন ?
সরস্বতী নদীতটে চলুন।

দুর্দাসা।—তোর আর পরামর্শ দিতে হ'বে না,
আজ তোকে
সকল্য পর্য্যন্ত পা টিপ্তে হ'বে।

শিষ্য।—(স্বগত)—তবেই হ'য়েচে !
একে পেটের জ্বালায় ধড়ফড় ক'চ্চি,
তা'তে আবার সকল্য পর্য্যন্ত পা-টেপা !
পা তো ভারি সুখী !—জুটি-কাটা !
তা আবার সকল্য পর্য্যন্ত টেপা !

দুর্দাসা।—বা, ওই বনফুলগুলি ভুলে আন।
শিষ্য।—(স্বগত)—আ, বাচলেম,
এই বার প্রহরান ক'রবেন।

[শিষ্যের প্রস্থান।

দুর্দাসা।—অব্য হুয়োধনের অনুরোধ
রক্ষা ক'ন্তে হ'বে।
হস্তিনার রাজ-ভবনে হুয়োধন সে দিবস
আমার বথেষ্ট সেবা ক'রেচে ;
আমি সহজে কা'রো প্রতি সন্তুষ্ট হই না,
কিছু হুয়োধন
ভক্ষ্য ভোজ্য লেখ পের, বসন, ভূষণ,
অব, হস্তী, শকট, বাগশূহ, ভূমি,
দাস, দাসী প্রভৃতিদ্বারা
আমাকে তৃপ্ত করেচে ;
আমি যা' আদেশ ক'রেচি,
ভৃত্যের ন্যায়
‘তৎক্ষণাৎ তা'ই পালন ক'রেচে ;
আমি তা'র সেবা শুক্রবার পরিভূষ্ট হ'য়ে
বরদানে অগ্রসর হ'লেম।

হুয়োধন
আমার নিকট এই বর প্রার্থনা ক'রে—
“হে ব্রহ্মন !
রাজা বৃষিষ্ঠির
আমাদের কুলের জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ,
শুণবান্ এবং শৌলসম্পন্ন ;
তিনি একগণে ভ্রাতৃগণের সহিত
বৈতবনে অবস্থান ক'রেন ;
অতএব আপনি যেমন আমার নিকট
দ্বন্দ্ব সহস্র শিষ্যের সহিত
আতিথ্য গ্রহণ ক'রেন,
সেইরূপ
তা'রও নিকট আতিথ্য গ্রহণ করুন।
যে সময়ে ক্রপদকুমারী দ্রৌপদী
ব্রাহ্মণ ও দ্ব্যমিগণের ভোজনাবসানে
দ্বয়ং ভোজন ক'রে মুখে বিপ্রাম ক'রবেন,
তৎকালেই
আপনাকে তথায় গমন ক'তে হ'বে ;
আমার প্রতি এই অনুগ্রহ প্রদর্শন করুন।”
হুয়োধনের এই বর-প্রার্থনায়
আমি সন্তুষ্ট হ'য়ে অস্বীকার ক'রেচি—
“হুয়োধন !

আমি তোমার প্রতি প্রীতি বশতঃ
অবশ্যই তা' ক'রবো।”
অন্য সেই প্রতিজ্ঞা-প্রতিপালনের দিন।

আর এক জন শিষ্যের প্রবেশ।

কি, বৎস ! কি দেখে এলে ?

শিষ্য।—আ' রাহু এসে
আপনি ভাল করেন নি।
সব চুকে গেচে।

দুর্দাসা।—আমি গোপনে গোপনে যে সংবাদ
তোমাকে নিতে ব'লেছিলাম,
তা'র কি, অগ্রে বল ?

শিষ্য।—পাতবমহিষী দ্রৌপদীর কথা তো ?

দুর্দাসা।—হাঁ—হাঁ।

শিবা।—তিনিও আহাির ক'রেচেন।

দুর্কাসা।—(বপত)—সময় উপস্থিত হ'য়েচে।

(প্রকাশে)—

বৎস! তবে আর বিলম্ব কেন?

চল, তোমাদের নিয়ে

মহারাজ যুগিষ্টির আগ্রমে গমন করি।

শিবা।—তা'র চেয়ে

আপনার নিজের আগ্রমে চলুন।

দুর্কাসা।—কেন?

শিবা।—এখানে আর কিছুই সুবিধা হ'বে না,

তিন প্রহরের পর কে অতিপিসেবা ক'রবে।

দুর্কাসা।—মহারাজ যুগিষ্টির তেমন শোক ন'ন।

তোমরা আমার সঙ্গে আগমন কর।

[উভয়ের প্রস্থান।]

দ্বিতীয় দৃশ্য।

বৈতবন—যুগিষ্টিরের বিগ্রাম মণ্ডপ।

বিশ্রাম-মণ্ডপ-মধ্যে যুগিষ্টির আসীন এবং

হুই পার্শ্বে ভীম ও অর্জুন দণ্ডায়মান

হইয়া যুগিষ্টিরকে তালবৃন্ত

দ্বারা বীজ্ঞন করণ।

কিয়ৎকাল পরে শিষ্যগণের সহিত

হরি-গুণ-গান করিতে করিতে

দুর্কাসার প্রবেশ।

(তদদর্শনে যুগিষ্টিগদির গাত্রোত্থান ও

দুর্কাসাকে প্রণাম করিয়া এক

পার্শ্বে দণ্ডায়মান)

দুর্কাসা ও শিষ্যগণ।—(গীত)

(জয়) নন্দ ছলিল, ব্রজ-গোপাল, ভূপ-ভূপাল হরি হে।

কৃষ্ণচন্দ্র, চন্দ্রবদন, ভগ্ন-সাগর-ভরী হে।

রাধিকা-কৃষ্ণি-বিহারী ভ্রাম,

বংশীধারী বক্সি ঠাস,

বৃন্দ-বনা-কৃষ্ণ-ধাম,

পাতকি-পাপ-হারী হে।

মনোমোহন, বাঁকা নয়ন, গোপিনীগণ-রঞ্জন,

চার পিত বড়া, বাঁকা শিবচূড়া, ভীত-চিত-ভয়-ভঞ্জন;—

দৈত্যাক্রমী ছনীকেশ,

চন্দনমালা মোহন বেশ,

ধোয়নধর পরেশ,

হুধা-বিসিন্-চারী হে।

যুগিষ্টির।—(পুনঃ প্রণাম করিয়া)—তপোধন!

ধন্থ আমি আজ হেরি' তব পাদপদ্ম,

ধন্থ আজ বৈতবন।

দুর্কাসা।—মহারাজ যুগিষ্টির!

গত কল্য শিষ্যগণসনে

করিয়াছি একাধনী-উপবাস,

অন্য তোমার নিকটে করিব পারণ;

বড়ই কৃপার্ত আমি,

ততোহধিক শিষ্যগণ যোর,

শীঘ্র কর ভোজ্য আয়োজন;

দশ্ হাজার শিষ্য গুরুসনে উপবাসী,

তোমার আতিথেয় আজি

পারণ সম্ভব সম্বাকার।

যুধি।—(কৃতজ্ঞনিপুটে)—মুনিবর!

বড় ভাগ্যধর আমি,

তেঁই পেহু তোমা' হেন ব্রাহ্মণ অতিথি।

হ'য়েচে কি স্নানাত্মিক?

দুর্কাসা।—না, রাজা!

যুধি।—যান তবে,

স্নানাত্মিক সারি' কৃপা করি' আগুন সুরায়।

দুর্কাসা।—ভাল ভাল; তুটু হৈহু আমি,

আরো তুটু হ'ব অন্ন-ব্যঞ্জন-ভোজনে।

এস এস, শিষ্যগণ!

সরসভা নদী-নীরে স্নানাত্মিক সারি।

(কিয়দূর গমন করিয়া)—মহারাজ!

আয়োজনে বিলম্ব না হয় বেশ,

দ্বিবা-বৃদ্ধি-সনে

দ্বিগুণ বেড়েছে ক্ষুধানল।

[শিষ্যগণের সহিত দুর্কাসার প্রস্থান।]

যুধি।—(শশব্যস্তে)—ভীম! ভীম!

শীত রজনশালার যাও,

যেথ,

দ্রোণদ্রুমারীর ভোজন হ'য়েছে কি না।

বিদ্যাবেশে ধমন কর,—যাও যাও।

[বেগে ভীষ্মের প্রস্থান।

(আকাশের দিকে চাহিয়া, স্বগত)—ইন্ !

তৃতীয় প্রহর বেলা উত্তীর্ণ হ'য়ে গেছে,

প্রত্যহ এর পূর্বেই অতিথি-ভোজন হয়,

আজও তাই হ'য়েছে,

ব্রাহ্মণ এবং অস্ত্রাজ সকলেই

আহার ক'রে গেছেন,

অদ্যকার মত কই কেউই ভো বাকি নেই;

সর্বশেষে আমরা আহার ক'রেছি,

আমাদের পরেই দ্রোণদ্রুমার ভোজন;

তবে দ্রোণদ্রুমার কি এখনো অতুষ্ণ আছেন?

দ্রোণদ্রুমার ভোজন ক'লেই বিভ্রাট ঘটবে,

অদ্য তা' হ'লে

ভগবান্ হৃদ্যপ্রসন্ন স্থানীতে

আর অল্প ব্যঞ্জন কিছুই পাওয়া যাবে না।

কই, ভীম যে এখনো এলো না।

(প্রকাশে)—অর্জুন! অর্জুন!

ভীম কোথায় গেল?

বড় বিলম্ব হ'চ্ছে,

এখন মহর্ষি দুর্কীসার আনান্দিক ক'রে

শশিষ্য আমার নিকট প্রত্যাগমন ক'রবেন।

তাই! তুমিও শীঘ্র যাও,

যদি পাকালীকে

প্রথম অন্নগ্রাস

মুখ-সন্নিহিতে উত্তোলন ক'রে যেথ,

অথচ ওষ্ঠাধরে পৃষ্ঠ হয় নাই,

তা' হ'লেও

তাঁকে উচ্ছিন্ন ক'রে নিবারণ ক'র;

যদি বাক্য দ্বারা নিবারণ ক'রবার

সময় না পাও,

তবে একেবারে হস্তধারণ ক'রে

অন্নগ্রাস ভূমে নিক্ষেপ কর।

শীঘ্র যাও—শীঘ্র যাও।

[বেগে অর্জুনের প্রস্থান।

(অত্যন্ত উদ্বিগ্ধভাবে)—কই—কই,

ভীম যে এখনো আসে না!

দুর্কীসার যে এখনো এসে প'ড়বেন,

অর্জুনই বা কই এলো?

নকুল সহদেব কোথা?

(উচ্চৈঃস্বরে)—নকুল!—নকুল!

সহদেব!—সহদেব!—নকুল!

কেউ এখানে নাই?

বাই নিজে যাই—নিজে যাই।

[বেগে প্রস্থান।

—

তৃতীয় দৃশ্য।

বৈতন—বৃক্ষশ্রেণীমধ্যে পথ।

দুর্কীসার প্রবেশ।

দুর্কীসা।—মহারাজ যুধিষ্ঠির

আমাকে শশিষ্য

আনান্দিক ক'রে পাঠালেন তো,

কিন্তু দ্রোণদ্রুমার আহারের পর স্থানীতে

একটি পিপীলিকারও খাদ্য থাকে না,

তবে তিনি এই অপরাহ্ন সময়ে

আমাকে দশ সংস্র শিষ্যের সহিত

একরূপে ভক্ষ্য ভোজ্য প্রদান ক'রবেন?

তিনি ধর্মশীল মিষ্টভাষী;

তাই আমাকে আতিথ্যদানে

সম্মত হ'লেন;

কিন্তু কার্যে যে পারবেন না, তা' জানি।

এখন কি করি,

ওরূপ ধার্মিককে কষ্ট দেওয়া উচিত?—না।

আমি আর তাঁর নিকট যাব না।

শশিষ্য আপন আশ্রমে প্রস্থান করি।

(ভাবিয়া)—তাই বা কিরূপে পারি?

তা' হ'লে আমার বরদান-শক্তির ফল কই ?।

আমার প্রতিজ্ঞা নষ্ট হ'বে,

দ্রোণাধনের নিদারুণ কষ্ট হ'বে ;

হুর্কাসা এক বার বা' বলে,

তা' প্রতিপালনে কখনই বিমুখ হয় না ।

যুধিষ্ঠির ধর্মশীল, আমিও ধর্মপ্রতিপালক,

ধর্মই একদে

আমাদের উভয়ের কাণ্ডাসিদ্ধির মূল ।

আজ মৃতন ঘটনা—ধর্মসংঘর্ষণ ।

[প্রস্থান ।

[শিষ্যগণের প্রবেশ ও ক্ষুধা সম্বন্ধীয়
কথা কহিতে কহিতে প্রস্থান ।

চতুর্থ দৃশ্য ।

দৈতবন—দ্রোণদ্বীর রক্তনশালা ।

ভীম, অর্জুন ও দ্রোণদী ।

দ্রোণদী।—কি হ'বে উপায় তবে ?

নারী আমি, নারি যে নৃকিতে,

বল বল কোন সহপায় ?

ভীম।—অদ্য আর উপায় কোথার !

*ফলমূলে নাহি করে আশা

ক্ষুধিত হুর্কাসা ;

অন্নব্যঞ্জনের আশা জাগে,

শিষ্য আইলা তেঁই যুনি ।

দ্রোণদী।—হায় হায়,

কেন আমি করিমু ভোজন ।

ভীম।—কিবা তব দোষ, দেবি ?

প্রতিদিন এ হেন সময়

সকলের ভোজনান্তে তোমার ভোজন,

আজিও তাহাই সংঘটিত ;

কিছু কে জানে যে

অসময়ে আসিবে হুর্কাসা ?

অর্জুন।—একা ধ্বনি নয়,

দশ হাজার শিষ্য তাঁ'র মনে ;

সকলেই ক্ষুধায় আকুল ।

হায় হায়,

নাহি দেবি এ বিপদে কূল,

বিধি আজ আমা'সবে প্রতিকূল ।

বেগে যুধিষ্ঠিরের প্রবেশ ।

যুধি।—দ্রোণদী !—দ্রোণদী !

এ কি !—এ কি !

বিষয় বদন,

অশ্রুতরা অয়ত লোচন ।

মুখভাবে হইল প্রকাশ মনোভাব ;

হায় হায়,

আজি সর্বনাশ ঘটিল নিশ্চয় !

ক্ষুধাতুর ত্রাস্কণ্ডের শাপে

না দেখি নিস্তার আর ;

ভয়ীভূত হ'ব ছয় জনে !

দ্রোণদী।—মহারাজ !

যুধি।—দেবি ! রাধ অগ্র কবা,

হালো কোথা দেখাও অচিরে ;

বাস্তবিক হ'য়েছে কি ভোজন তোমার ?

দ্রোণদী।—(অধোমুখে নিরুত্তর)

যুধি।—কেন নিরুত্তরে, দেবি !

বল বল, ভুল কি অভুল তুমি !

ভীম।—মহারাজ !

দ্রোণদন্দিনী কি উত্তর দিবে আর !

প্রসাদ তোমার ক'রেছে ভোজন ।

যুধি।—হা, পাকালি !

বিধি-বিড়ম্বনে তোমা' পক জনে

হারাইব ত্রাস্কণ্ডের রোষে !

নিজেও হইব ভয়ীভূত ।

ভীম রে !

নিজে মরি, কতি নাই তাঁ'র,

কিছু, ভাই ! তোমা'সবে হারাইব আজ,

এই হুঃখ বড় মনে !

মোর দোষে

বিপ্র-রোষে পড়িবে তোমরা ;

ভাড়াহারা পত্নীহারা হ'ব ।

হায় হায়,

যোর পাশে শান্তিময় বৈতবন

ব্রহ্মশাপ-কাবানলে জলিয়া উঠিবে,

পশু পক্ষী পুড়িয়া মরিবে ;

ফলপত্রময় তরু লতা

যোর পাশে প্রাণে পেয়ে ব্যথা

ভস্ম হ'য়ে উড়িবে আকাশে ;

এ পাপীর পাশে

পৃথিবীও দগ্ধ হ'য়ে যাবে ;

দুর্কাসার রোযানলে

কেহ আর নিস্তার না পাবে ।

না জানি, অর্জুন !

কি ঘোর নরকে যাব তাজ !

অর্জুন ।—মহারাজ !

বিপদের কালে অধীরতা ভান নয় ;

নিজেই ব'লেছ তুমি,—

অধীরতা বিপদের দূত ।

মুনি ।—অর্জুন রে !

এ বিপদ ধৈর্য নাহি মানে ;

আকাশেরো অস্থ পেতে পারি,

এ বিপদ অনন্ত অপার !

ভাল রে ।

দ্রৌপদীর ভোজ্য না হ'লে

যে আনন্দ পাইতাম প্রাণে,

কিছু রে একগে

তার চেয়ে কোটি গুণ ভয়,

কোটি গুণ ক্ষোভ

ভয় আকুল কৈল মোর ;

যেই দিকে চাই,

সেই দিকে, ভাই ! বিভীষিকা,

সেই দিকে দুর্কাসার ক্রোধাগ্নি-ছকার,

সেই দিকে দশ হাজার ক্ষুধিত ব্রাহ্মণ

শুরু-মনে রুগ্ন মনে

একবারে সমকরে দেয় অভিশাপ !

অহো ! ভীম রে ! অর্জুন রে !

হা পাকালি !

হা নকুল ! হা সহদেব !

দৈত্যবনে পাতুবংশ শেষ !

ভীম ।—মহারাজ !

মুনি ।—ভীম !

কি আর বুঝাবি তুই, ভাই !

বজ্রাঘিরে কে দরিবে হাতে ?

এখন পড়িবে মাথে,

ভস্ম—ভস্ম—ভস্ম হয় প্রাণ !

দ্রৌপদী ।—মহারাজ !

জানি আমি দুর্কাসা দারুণ ঋষি,

তাহে পুন ক্ষুধাতুর ;

বিপদ তো দুর্কাসার মনে

পশিয়াছে আজি বৈতবনে,

কোন মতে না দেখি নিস্তার !

তবে যদি একটি উপায়—

মুনি ।—কি উপায়, দেখি ?

দ্রৌপদী ।—দেখে তব দরি

যাই আমি দুর্কাসার পাশে,

কাঁদিয়া লুটিয়া পড়ি পাশে,

যদি চার দয়ার নয়নে ঋষি !

মুনি ।—বিকল সে আশা তব ;

চেন না সে উগ্র দুর্কাসারে,

দয়া তাঁর কঠিন স্রবরে স্থান নাহি পাষ ;

কবিলে দুর্কাসা

কাঁরো কথা নাহি শুনে ;

তুমি আমি কিবা ছার,

ব্রহ্মাণ্ড ভরার তাঁরে ।

দ্রৌপদী ।—নিভাতাই যদি

নাহি ভিজে দুর্কাসার মন,

হত্যা করা যদিই এতই প্রিয় তাঁর,

ভয়ীভূত করুন আমারে একা,

আমারি পাশেতে

দুর্কাসার না হ'ল পারণ,

সেই পাশে হোক আমারি মরণ ।

পক ভাই থাক হেলা,

আমি বাই অনলের প্রাসে ।

(গমনোদ্যোগ)

[পট-পরিবর্তন]

যুধি :—কোথা যাও, দেবি !

নারী তাঁ'রে পারে কি বাঁচিতে ?

যা' হ'বে তা' হ'বে,

একসঙ্গে মরিল সকলে ।

তিষ্ঠ ভূমি রক্তনশালায়,

এ সময়ে রক্তন-কুটীর

তোমাতে ছাড়িতে নাই ।

দেখি হান করি' এল কি না শ্বশি ;

এস, ভীমার্জুন !

পঞ্চভাতা মিলে যদি পারি বুঝাইতে ।

[যুধিষ্ঠির ভীম ও অর্জুনের প্রস্থান ।

জ্যোপদী :—(কাতর হইয়া)—

কি হ'বে—কি হ'বে আজ,

ঋষিরাজ শাপ-বাজ এখনি এড়িবে,

পুড়িয়া মরিল সবে

বকোভেদী হাহাকার রবে !

(কিরণকর্ণ ভাবিয়া)—কই, উপায় না পাই,

হায় হায়, রক্ষা আর নাই !

(কৃতজ্ঞলিপুটে)—এ ঘোর সঙ্কটে

কোথা হরি! দেখা দাও,

বাঁচাও বাঁচাও, দয়াময় !

দয়ার নয়নে চাও ;

নহে আজ না দেখি নিস্তার ।

(গীত)

দেবকীনন্দন, কংসনিহন, কোন্‌ভ-ভূষণ মুগ্ধারে ।।

বিপন্ন-পাল, গোপাল, প্রজাপাল কৃপাল হরে ।।

বরদ প্রার্থন শরদ-নীরদ,

হৃদয়-দরদহারী অভয়দ,

পূর্বপদ-সাগরে তরঙ্গী তব পদ,

হরি হে !—হরি হে !—

এ ঘোর সঙ্কটে, এস হে নিকটে, করপুটে ডাকি তোমাতে ।।

দৃশ্য—দ্বারকাপুরী—কৃষ্ণের কদ ।

কৃষ্ণের প্রবেশ ।

কিরণকর্ণ পরে রুক্মিণীর প্রবেশ ।

রুক্মিণী :—(কীর্তনের হুরে)—

হরি ! কি ঘোষ করিলু রাঙা পাশ,

আজ ভোজনে বসিয়ে উঠিলে কেন হে ?

পঞ্চগ্রাস মুখে দিতে না দিতে

কেন চমকিলে আকুল চিতে ?

আহা, হাতের অন্ন হাতেই রহিল,

সুখার সময় মুখে না উঠিল,

আজ অভাগিনী প্রতি, কেন প্রাণপতি !

বিমুখ হ'লে হে বল বল ?

শ্রীচরণে বরি, বল দয়া করি',

কেন তব মন অধীর হ'ল ?

কৃষ্ণ :—(কীর্তনের হুরে)—

প্রাণময়ি ! শোনো কথা,

আজ প্রাণে কেন হেন ব্যথা ;—

আমার প্রাণ তো আমার নয়,

তত্ত্বমূলে তব কিনেছে ;

কাজেই মোরে উঠিতে হ'ল

হাতের অন্ন হাতে রহিল ।

রুক্মিণী :—(কীর্তনের হুরে)—

কে হে সেই তব বল আমার,

দিল না, আহা, খেতে তোমায় ?

কৃষ্ণ :—(কীর্তনের হুরে)—

জ্যোপদী দীনা দৈত্যবনে

হাহাকারে কাঁদে আকুল মনে ।

বনধূলি-ভলে তবু লুটায়,

কমল-নয়নে ধারা গড়ায় ;

"কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! ডাকি ছে মুখে,

করাঘাত কত করি'ছে বুকে ।

বাই বাই আমি, রহিতে নারি,
দিই গে হুঁহা'য়ে নয়ন-বারি ।

[কুকের প্রস্থান ।

কুকীণী ।—(কথায়)—আ । সখীদ্রৌপদী ।

সহসা তাঁ'র কি বিপদ ঘট'লো ?
সামী তো কিছু প্রকাশ ক'য়েন না,
প্রকাশ ক'রবার সময়ও পেলেন না ।
আহা, বড় হুঃখের বিষয়,
বনবাসেও হুঃখিনীর নিস্তার নাই ।
হরি !

তোমার ভক্ত যেন তোমার শ্রীচরণ-প্রসাদে-
সমস্ত বিপদ-হ'তে মুক্ত হয় ।

[প্রস্থান ।

[পট-পরিবর্তন]

পূর্বদৃশ্য ।

দৈত্যবন—দ্রৌপদীর রক্তনখালা ।

দ্রৌপদী ধ্যানোন্মত্তা ও পার্শ্বে বঙ্কিম-
ভাবে শ্রীকৃষ্ণ দণ্ডায়মান ।

কৃষ্ণ ।—দ্রৌপদী ! দ্রৌপদী !

দ্রৌপদী ।—(প্রণাম করিয়া, কথকের হৃদে)—

হরি ! অকূল পাথারে ডুবেছি হে !
আজ তুমি বই আর উপায় নাই,
তোমার চরণ-ভরী বিনে—দয়াল হরি ।—
এ বিপদ-সাগর কিসে হ'ব পার ?
আজ ভাগ্য-দোষে, ঐ বি দুর্কাসার রোষে
তোমার ভক্ত পাণ্ডবেরা ভস্মীভূত হয়,
দয়াময় । আহা, কি হ'বে হে !
আজ দাসী তোমার মরে ব্রজশাপে,
দেহ ভস্মরাশি ধূলায় মিশিবে,
বাতাসে সে ধূলি আকাশে উড়িবে ;
আর পাণ্ডবজ্ঞ ভব—ওহে তক্তের হরি !—

এ নয়নে দেখিতে পা'ব না ;
আমার মনের আশাও আজ আমার মনে
ভস্ম হ'বে ব্রজশাপাওনে ।

আহা থাকে তুমি, মরি আমি—হে হরি !—
জগদ্বাসী কি ক'বে তোমায় ?
হুঃখাসনের পাপ ভূজ হ'তে
বাঁচাইরাছিলে এ দাসীরে,
আজ দুর্কাসার রোযানল হ'তে
বাঁচাও নৈলে প্রাণে মরি হে !

কৃষ্ণ ।—(কথায়)—রাজপুত্রি !

আমার বড় ক্ষুধা পেয়েছে,
এত বেলা হ'ল,
তবু কিছুই মুখে দিই নাই ।
আমি আর কথা কইতে পাচ্ছি না,
আমায় অন্নব্যঞ্জন দাও ।

দ্রৌপদী ।—দয়াময় ! বিপদের উপর বিপদ !

ও দিকে দুর্কাসা মুনি
দশ সহস্র শিষ্যের সহিত ক্ষুধার কাতর,
এ দিকে তুমিও আবার ক্ষুধার্ত !
হার হায় ! হা ভাগ্য !
আজ আমার এ কি হ'ল !

কৃষ্ণ ।—সখি !

এই কি সখীর কার্য ?
আমি ক্ষুধায় অস্থির,
অথচ তুমি এক্ষণে অন্ন কথা ক'চ্চ ।

দ্রৌপদী ।—হরি !

হতভাগিনী দ্রৌপদী যে
পাপ জঠরানল নির্ঝাঁপ ক'রেছে,
এক্ষণে মূর্খদত্ত হালী যে শূন্য,
অদ্য আর তো উপায় নাই ।

কৃষ্ণ ।—কই, হালী আনয়ন কর দেখি ।

(কুটীরমধ্য হইতে দ্রৌপদীর
হালী আনয়ন) ।

সখি । সখি !
ভাগ ক'রে হালী দেখ দেখি ।
আমিও দেখি ।

(দর্শন করিয়া) —এই যে, এই যে,
শাকান্ন র'য়েছে ।

জ্যোপদী । —হা ভাগ্য ! এতে কি হবে ?

এ যে বৎসামান্য শাকান্নের কণিকা মাত্র ।
এতে একটি সামান্য পীপিলিকারও
ক্ষুধা নিবৃত্তি হয় না ।

কুম্ভ । —পীপিলিকার না হোক,
ক্ষুদ্রতম কীটাপুর তো উদরপূর্তি হ'বে ।
তুমি ঐ শাকান্নকণিকাটুকুই ধাও ।

(হস্তপ্রসারণ)

জ্যোপদী । —হা হতভাগিনী জ্যোপদী !

তোকে ধিক্ !

জগজ্জীবের অন্নদাতা যে হরির করকমলে
ভক্তগণ সর্বোৎকৃষ্ট নৈবেদ্য অর্পণ করে,
আমি কি না সেই পবিত্র শ্রীকরে
তুচ্ছ শাকান্নকণা দিলাম ।

(শাকান্নকণা-প্রদান)

কুম্ভ । —(শাকান্নকণা ভক্ষণ করিয়া) —

আ, আজ আমি বড় তৃপ্ত হ'লেম,
এমন তৃপ্তি কখনই লাভ করি নি ।
আমার সঙ্গে
অনন্ত জগৎ পূর্ণোদর হোক ।

বেগে ভীমের প্রবেশ ।

ভীম । —(শব্দব্যস্তে) —পাকালি ! পাকালি !

ধর্মরাজ বড়ই অস্থির !
পলে পলে পাগলের প্রায়
ভূতলে লুটায়,
যন যন বকে করাঘাত ।

(কুম্ভকে দেখিয়া) —

কুম্ভ ! কুম্ভ !

কতক্ষণ এলে, সখা ?

চল চল, সান্ত্বিবে রাজারে ।

মরিবার কালে

দেগিতে পাইবু সবে তব শ্রীচরণ,
এই হে পরম লাভ ।

কুম্ভ । —মধ্যম দাবা ! ব্যাপার কি ?

ভীম । —পাকালি !

বল নি কি সখারে সে কথা ?

কুম্ভ । —(সহাস্যে) —ও—সেই কথা !

তাই হোক,

আমি বলি আবার কি একটা ।

তা ভয় কি ?

আপনি শীঘ্র

দশ সহস্র শিষ্যের সহিত দুর্ভাসাকে ডাকুন,

এখানে অন্নব্যঞ্জন সমস্ত প্রস্তুত ।

ভীম । —সে কি !

পাকালী কি ভোজন করেন নি ?

কুম্ভ । —সে কথায় প্রয়োজন কি ?

ভীম । —কই, হালী দেখি ?

কুম্ভ । —আমার কথায় কি বিশ্বাস হয় না ?

ভীম । —এই আমি চ'লেম ।

মহারাজকে এ সংবাদ দিয়ে যা'ব কি ?

কুম্ভ । —বিলম্ব হ'বে ।

আমি যাচ্ছি ।

ভীম । —তবে শীঘ্র যাও ;

আমি সরস্বতী-তটে চলেম ।

[ভীমের প্রস্থান ।

জ্যোপদী । — (নীত)

পরের তরে আপন ভুলে পরের গ্রাহন গ্রাণ মিশাত ।

পশু দুগাশ পরম রক্ত ! পরের তুমি, নিজের নত ।

হাটি তোমার পরের তরে,

দৃষ্টি তোমার পরের পরে,

পরের তরে অটুণ হরি । আকার ধ'রে সন্তান হও ।

পরের তরে কার্য্য কর,

পরের তরে কেবল ঘোরে,

পরের চোখে চেয়ে দেখ, পরের কথার কথা কও ;—

পরকে দিয়ে নিজের বিষদ, পরের তরেই চেয়ে লও ॥

বেগে অর্জুনের প্রবেশ ।

অর্জুন । —(শব্দব্যস্তে) —সখা ! সখা !

সর্বনাশ উপস্থিত !

এস এস বিহ্যৎ-সঙ্কসে,
তুমি বই না বেধি নিস্তার।
কৃষ্ণ।—কি হ'ল আবার!
অর্জুন।—হের ওই—হের ওই,
গেল—গেল—সর্বনাশ হ'ল।
দ্রৌপদী।—(সভয়ে)—হায় হায়,
এ কি বিড়ম্বনা।
হুর্কাসার রোষানল
ধূ ধূ করি' উঠিল জলিয়া।
ওহো! ভীষণ অনল-শিখা!
(কৃষ্ণের পদতলে পতিত হইয়া।)—হরি!
বাঁচাও পাণ্ডবগণে,
বাঁচাও আরণ্য ভীবে,
বাঁচাও এ দুখিনীয়ে,
নহে, প্রভু! মুহূর্ত ভিতরে
ভয়রাশি উঠিবে আকাশে।
হায় হায়, কি হ'বে কি হ'বে!

অর্জুন।—দেবি!
ও অনল হুর্কাসার রোষানল নহে,
চিতানল হলে ভয়ঙ্কর।
(কৃষ্ণের প্রতি)—কৃষ্ণ! কৃষ্ণ!
বিলম্বিতে নারি আর
চল চল, ধর্মরাজে করিবে নিস্তার।
দ্রৌপদী।—অ্যা!—ধর্মরাজ চিতানলে!

হা কৃষ্ণ! হা দীনের দয়াল।
তুমি যা'র হিতকারী,
তা'র কি হে এই পরিণাম!
হা ধর্মরাজ! হা ধামিনু!

(মুচ্ছা)

কৃষ্ণ।—সখা! সখা!
শাস্ত কর দ্রৌপদীয়ে,
ভাঙো মুচ্ছা সযতনে।
অর্জুন।—হা অদৃষ্ট।
কোন্ দিক্ দেখি!
ভাগ্য-দোষে আজ
পাণ্ডবের জীবনে প্রলয়!

কি হ'বে কি হ'বে, কৃষ্ণ!
ভাই!
মুখে দুঃখে তুমিই ভগ্নসী,
তব ভক্তাধীন শ্রীচরণ
পাণ্ডবের জীবন-সম্বল।
(নেপথ্যের দিকে দেখিয়া)—সখা!
হের হের,
চৌগুণ বাড়িল অগ্নিশিখা;
আমি তিষ্ঠিতে না পারি আর হেথা;
তুমিই সাম্রাহ দ্রৌপদীয়ে,
বাই আমি রাজার নিকটে;
এ খোর সম্বটে নাহি আর ত্রাণ!
অগ্নি!—অগ্নি! অগ্নির ভীষণ লীলা!
চিতাখি রোষাখি একাকার!
কৃষ্ণ হে!
খাণ্ডবদাহনে
না জানি করিনু কত পাপ,
আর তা'র ফল-ভোগ—পাণ্ডবদাহন!
ছি ছি, বড়ই লজ্জার কথা,
মোর পাপে পেয়ে ব্যথা
ধর্মরাজ চিতানলে!
দিক্ মোরে,
মহাপাপী ভ্রাতৃঘাতী আমি!

(ভূতলে পতন)

কৃষ্ণ।—সখা ধনঞ্জয়!
একবে উচিত নয় এ হেন বিলাপ,
কিবা তব পাপ?
ছাড় শোক—ছাড় পরিতাপ।
জপ একমনে—
“সখা ধর্ম, তথা জয়।”
অর্জুন।—“সখা কৃষ্ণ, তথা ধর্ম,
সখা ধর্ম, তথা জয়।”
নেপথ্যে ভীম।—(উঠে:হরে)—
অর্জুন! অর্জুন!
কৃষ্ণ কই?—কৃষ্ণ কই?
দীপ্র এস—দীপ্র এস।

অর্জুন।—ঐ শোনো, ডাকেন মধ্যম দ্বাৰা।

শীঘ্র বাও, সখা! শীঘ্র বাও।

কৃষ্ণ।—(উঠেঃ হরে)।

মা ভৈ—মা ভৈ—মা ভৈ।

(শঙ্করানি)

অর্জুন! তুমি দ্রৌপদীর নিকট থাক।

মা ভৈ—মা ভৈ—ভয় নাই—ভয় নাই।

[শঙ্করানি করিতে করিতে

শ্রীকৃষ্ণের বেগে প্রস্থান।

অর্জুন।—শীঘ্র বাও, সখা! শীঘ্র বাও।

দ্রৌপদী।—(চেতনা লাভ করিয়া)।

কই, হরি কই?

কই কৃষ্ণ বিপদকাণ্ডারী?

(নেপথ্যের দিকে দেখিয়া)।—হায় হায়,,

ভীষণ চিতাষি হহকারে!

হের হের, কি ভীষণ শিখা!

হায় হায়, কি হ'ল—কি হ'ল,

ধর্মরাজ বুঝি নাই!

কি কাজ এ ছার প্রাণে আর?

আমিও ত্যজিব তনু,

ওই চিতানল

দ্রৌপদীরো শাস্তির সম্মল।

[বেগে প্রস্থান।

অর্জুন।—দেবি! দেবি! শান্ত হও,

কৃষ্ণ-বাক্য করহ শ্রবণ—

“যথা কৃষ্ণ, তথা ধর্ম,

যথা ধর্ম, তথা জয়।”

তবে কেন ভাব ভয়,

কেনই বা হতাশ রোধন?

শ্রীকৃষ্ণই পাণ্ডবের প্রাণ,

শ্রীকৃষ্ণই দ্রৌপদীর বিপদভঞ্জন।

[বেগে প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

বৈতবন—যুধিষ্ঠিরের কুটীর-পার্শ্ব।

(চিতা প্রজ্জলিত)

যুধিষ্ঠির ও ভীম।

যুধি।—হাড়, ভাই, হাড় যোরে,

কি লাভ এ ছার প্রাণে আর?

প্রজ্জলিত চিতা হত্যাশনে দিব ঝাঁপ।

ভীম।—মহারাজ! শান্ত কর চিত,

উচিত কি আত্মবিসর্জন?

যুধি।—ভাই রে!

হুস্মাসার শাপনালে তন্মীভূত হ'ব,

বড়ই ডরাই তা'র;

ব্রহ্মশাপ অনন্ত বজ্রের তেজ,

সে তেজ এখনি জ্বলে উঠে

আসিবে যে তুটে হহকারে,

তোমা'সধাকারে

মোর সনে তন্মরেণু করিয়া উড়া'বে!

ভাই রে!—ভীম রে!

তা'র চেয়ে মরি চিতানলে;

ছেড়ে দে—ছেড়ে কে এ পাণ্ডীরে,

চিতাষিই বন্ধু এবে মোর।

ভীম।—মহারাজ!

কি হেতু কাতর এত?

ভয়হারী যুকুল মুরারি হরি

উপনীত তোমার কুটীরে

উদ্ধারিতে আমা'সবে এ যোর সঙ্কটে।

শান্ত হও; শান্ত হও প্রাণ-বিসর্জনে।

যুধি।—ভীম!

কেন রে ভূলা'সু আর,

ব্রহ্মশাপে না দেখি নিস্তার।

নিশ্চয় জানিল, ভাই!

পাতকী নারকী বই

ব্রহ্মশাপ নাহি লাগে কা'রে,

মহাপাপী অধম নারকী আমি,

তুই আজ গুরুসনে অবুত ব্রাহ্মণ
বহুর্থে জালিবে খাপানল—
প্রবল—প্রবল—প্রবল সে খাপানল !
এখনি পশিব ঘোর ভয়ের নরকে !
ভীম রে !
কেন তবে করিস্ হলনা ?
কেন রে ভুলা'স্ রথা ?
ব্রহ্মশাপ যা'র ভাগ্যে লেখা,
সে পাপীরে কৃক নাহি দেয় দেখা ।
ছাড় হস্ত, বুকোদর !
বিলম্বে নিচিবে চিতানল ;
মনোবাহ্না না হ'বে পুরণ ।

(নেপথ্যে শঙ্খধ্বনি)

ভীম ।—ধর্মরাজ !

আমি আপনাকে হলনা করি নি,
ঐ শুভন,
শ্রীকৃষ্ণের পাকজন্তু শঙ্খ-নিদাদ ।

(পদস্বর)

যুধি ।—

এল জলন্ত নিত্য,

ভীম ! ভীম ! পালাও পালাও,

যদি গোপনে রক্ষা পাও—পালাও ;

আমায় ছেড়ে দাও,

চিতানলে লুকাই রে আমি ।

ভীম ।—মহারাজ ! মহারাজ !

যুধি ।—ভাই রে,

এই দেখা দেখ দেখা,

জয়ের মত্তন হ'লেম বিদায় ।

(চিতানলে রক্ষা গদানোযোগ ; এমন

সময় সহসা প্রকলিত চিতা হইতে

শঙ্খধ্বনি করিতে করিতে

শ্রীকৃষ্ণের উত্থান)

কৃক ।—(বাধা দিয়া)—ধর্মরাজ ! ধর্মরাজ !

এ কি কাজ আজ ?

শান্ত হও, শান্ত হও,

কেন ভয় কর দুর্কীসারে !

তোমা' হেন ধার্মিকেরে

কা'র সাধ্য দেয় অভিশাপ ?

একটি দুর্কীসা তুচ্ছ অতি,

অনন্ত অনন্ত কোটি দুর্কীসা এলেও

তিলমাত্র ক্ষতি তব নারিবে করিতে ।

যুধি ।—কৃক রে ! কৃক রে !

(ভূতলে পতন)

কৃক ।—(যুধিষ্ঠিরের নিকট আসিয়া)—

ওঠ ওঠ, মহারাজ !

ধর্মের কুপার

কেন হ'ল সমস্ত বিপদ ;

আমিই ব্রাহ্মণগণে করা'ব ভোজন ।

যুধি ।—কৃক রে !

প'ডোম

একটে তুইই কর্ণধার !

তুই পাণ্ডবের মনপ্রাণ,

দুর্কীসার রোবে ক'ব পরিত্রাণ !

(নেপথ্যে গোবিন্দ-শব্দ)

(ভাবিয়া)—ভীম ! ভীম !

কিসের ও কোলাহল !

দেখ দেখ,

আসে বুঝি কবিয়া দুর্কীসা ?

সরোদনে বেগে জৌপদীর প্রবেশ ।

জৌপদী ।—(বিভ্রান্তচিত্তে)—

মহারাজ ! দাঁড়াও—দাঁড়াও,

অভাগিনী জৌপদীকে সঙ্গে নেও ।

এক চিতা

হ'জনের জুড়া'বার ঠাই !

কৃক ।—(জৌপদীকে বাধা দিয়া)—পাকালি !

দ্বির হও—দ্বির হও, কোথা যাও ?

মুছ মুছ নয়নের জল,
চেয়ে দেখ
এই যে এখানে ধর্মরাজ ।
দ্রৌপদী ।—কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ !

(কৃষ্ণের পদতলে পতন)

বেগে অর্জুনের প্রবেশ ।

অর্জুন ।—(কৃষ্ণের প্রতি)—সখা ! সখা !
ধর ধর পাকালীরে ।
কৃষ্ণ ।—সখা ! ভয় নাই, ভয় নাই ।
যাও তুমি, আনহ ব্যজন ।

[অর্জুনের প্রস্থান ।

(ভীমের প্রতি)—মধ্যম দাদা !
যাও নাই ডাকিতে ব্রাহ্মণগণে ?
ভীম ।—কৃষ্ণ !

যেতে যেতে আচম্বিতে
দেখিনু এ চিত্ত-ভ্রাশন,
চমকিল মন,
আইমু ছুটিয়া হেথা ।
এসে দেখি এই সর্বনাশ ।

কৃষ্ণ ।—মম আগমন
ধর্মরাজে কর নি জ্ঞাপন ?
ভীম ।—শত শত বার বলিযু রাজ্যের,
কিস্র স্রোতে না পড়িল দাধা ।
কৃষ্ণ ।—যাও, এই বার ডাক বিপ্রগণে,
বিশেষতঃ ঋষি হর্ষাসারে ।
মধ্যম দাদা !

গদা ঘেন কাঁদে থাকে !
ভীম ।—গদা কেন, ভাই ?
কৃষ্ণ ।—আমিও যে গদাধর ।
ভীম ।—হাঃ হাঃ হাঃ ! ভাল ভাল ।
চল তবে
হুই ভাই গদাধর হ'য়ে বাই ;

যুধি ।—না না, কাজ নাই ।
কৃষ্ণ ।—ভয় কি, মহারাজ ?

গদা বই কুখা কভু যায় ?
গদায় কুখায় বড় ভাব,
যাও, মধ্যম দাদা !
ভীম ।—তুমি ?
কৃষ্ণ ।—আমি পরে যাবি ।

[ভীমের প্রস্থান ।

বাজন লইয়া অর্জুনের পুনঃপ্রবেশ ।
অর্জুন ।—(বাজন দ্বারা কৃষ্ণকে বাজন করণ)
কৃষ্ণ ।—সখে !

আমি কি তোমাকে এই জন্ত
বাজন আনতে বস্বেম ?
আমায় বাজন দাও ;
তুমি পাকালীকে এ স্থান হ'তে ল'য়ে যাও ।
একে মনস্তাপ,
তার উপর আবার এই অগ্নিতাপ,
কোমলাঙ্গীর বড় কষ্ট হ'চ্ছে ।
যুধি ।—পাকালি !

অদ্য পাণ্ডবনাথ আকৃষ্ণের রূপায়
আমাদের নিদারুণ বিপদ বিদূরিত হ'ল ।
মকলে মিলে
সরসভীর পবিত্র জলে
অরণ্যের প্রকৃত ফুলে
বনমালীর পাদপদ্ম পূজা ক'রবো ।
তুমি ফুল জল আনয়ন কর ।
অর্জুন !

পুরোহিত মহর্ষি ধৌমাকে আহ্বান কর ।

[অর্জুন ও দ্রৌপদীর প্রস্থান ।

কৃষ্ণ ।—(যুধিষ্ঠিরকে বাজন করিতে করিতে)—
মহারাজ !
আপনাদের নিকট যথা সময়ে
আগমন ক'ন্তে পারি নি,
তজ্জন্তু, আমরা প্রার্থনা করি ।

যুধি (শশব্যস্তে)—কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! এ কি !
আমাকে বাজন ক'চ্চ ?
(বাজনে বাধা দিয়া)—ছি ছি—ছি ছি ।

কৃষ্ণ ।—কেন, মহারাজ ! ভূষিত হ'ছেন ?

পরিপ্রাক্তকে শাস্তিমান করা পরম ধর্ম ।

অনলোভাপে আপনার দেহ বর্জ্যাক,

এই জন্যই আমি ব্যজন ক'চ্ছি ।

(পুনর্বার ব্যজন করণ)

যুধি ।—(বাধা দিয়া)—কৃষ্ণ !

বতকণ নাহি ছিলে কাছে,

ততকণ ছিলাম হৃদিতে অগ্নিতাপে ;

একণে নীতল আমি

হেরি' তব নীতল শ্রীপদ ।

ভাই !

জানি আমি—জানেন সর্বজীব

হরিপদ অনন্ত সত্বাপহারী ;

তবে কেন, হে মুরারী !

কর আজ এ নব হলনা ?

আহা,

যে কক্ষের আজামতে

জগদ্বজীবের বাস —

নাথ্য বাধা না'বে,

না, প্রাণে বাজে শত গুণ বাধা ।

হে পাণ্ডবপতি লক্ষীপতি !

তালবৃত্ত ফলে দাও,

বাধা বড় বাজিবে শ্রীকরে ।

(কক্ষের বস্তু হইতে তালবৃত্ত গ্রহণ)

কৃষ্ণ ।—মহারাজ !

এতে বাধা নাহি পাই,

বাধা পাই তক্তের ব্যধার,

তক্তে স্নেহ করিবারে

তক্তের দ্বারে দ্বারী হই,

শিরে বই বাধাহারী বাধা,

বিষ-অন্ন খাই কর পাতি',

ছাড়িয়া গৈকুণ্ঠপুরী হই বনচারী,

ভীমাকার গিরি ধরি কধে,

অধিক কি ক'ব, রাজা,

তক্ত প্রভু মোর,

তক্তের কিহর আমি ।

যুধি ।—এ কি কথা কহ, হরি,

তুমি যে হে ত্র্যম্বক-ঈশ্বর ।

কৃষ্ণ ।—কার গুণে আমি ত্র্যম্বক-ঈশ্বর ?

কার গুণে অনন্ত ত্র্যম্বক মোর বাচে ?

কার গুণে আইছ এ বৈতননে

ধূপের গরাস ফেলি' ভূমে ?

কেবল তক্তের গুণে ।

ধর্মরাজ !

তক্ত বই কারো নই আমি,

তক্তই আমার দেহ,

তক্তই আমার অনন্ত ত্র্যম্বকব্যাপী প্রাণ,

তক্তই ত্র্যম্বক মোর,

বেশী কি কহিব, মহারাজ !

একমাত্র তক্তের অঙ্গি—

—

কেন না করিবে হরি ?

হরিই যে তক্ত—তক্তই যে হার ।

যুধি ।—কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ !

এই গুণে তক্তবৎসল তুমি ।

শোনু রে জগতজীব ! হরিভক্ত শ্রীহরির মুখে

ধৌম্য ও পূর্বোক্ত ঋষিকন্যার সহিত

অর্জুন ও দ্রৌপদীর পুষ্পাদি

লইয়া পুনঃপ্রবেশ ।

ধৌম্য ।—প্রভো তক্তপ্রাণ হরি !

মহর্ষি দুর্ভাগ্যের অকাল-আগমনে

ভীত হ'য়ে পূজা-কুটীরে

তোমার ধ্যান ক'ছিলাম,

এমন সময়ে

অর্জুন ও দ্রৌপদী গিরে

আমাকে প্রবুদ্ধ ক'লেন ।

এঁদের প্রযুক্ত্যে প্রবণ ক'লেন—

নিপদমোচনকানী ভক্তাধীন হরি

ভক্তগণের কুটীরে আগমন করি
অকূল বিপদ-সমুদ্রে কূল প্রদর্শন করেচেন।
আহা, আমি এতকালে বুঝ্লেম—
পাণ্ডবগণেরই হরি,
আর হরিরই পাণ্ডবগণ!
(মুখিষ্ঠিরের প্রতি)—মহারাজ!
আমুন, সকলে মিলে
মানসপূজার পর
শ্রীহরির দৈহিক ও বাচনিক পূজা করি।
মুখি।—কুলপুরোহিত মহাজন!
সেই জগুই
আপনাকে আহ্বান করা হ'য়েচে।
আমুন,
গুরুশিষ্যগণে একত্র হ'য়ে
ব্রহ্মাণ্ডগুরুর পাদপদ্মে ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি দি।
ব্যতীত সকলে।—(পুষ্পগ্রহণ করিয়া)—
কৃষ্ণ

(গীত)

“বরং বরোবাং বরসং বরদানক কার্যম্।
মঙ্গলং মঙ্গলপ্রদং মঙ্গলং মঙ্গলপ্রদম্॥
সমুদ্রং নিম্ণং ব্রহ্মা, জ্যোতির্গণ সনাতনং,
সাকারক নিরাকারং ভেজোরূপং নগানাহম্॥”

(কৃষ্ণের পাদপদ্মে সকলের পুষ্পাঞ্জলি
প্রদান ও প্রণাম)

কৃষ্ণ।—ধর্মরাজ!

মধ্যম দাদা আমাকে ডেকে পেছেন,
চলুন সকলে মিলে
সরস্বতী-তটে গমন করি।
সকলে মিলে না ডাক্লে
সশিষ্য মহর্ষি দুর্কীনা
আনবেন না বোধ হয়।
মুখি।—কৃষ্ণ! তোমার চক্রে জগৎ চালিত হয়,
চল যাই।

[সকলের প্রস্থান।

বর্ত্ত দৃশ্য।

বৈতবন—সরস্বতী নদীতট।

জলে স্থলে দুর্কীনার শিষ্যগণ।

১ম শিষ্য।—ও ভায়া! ভায়া!

হঠাৎ আমার উদর ক্ষীত হ'য়ে উঠে লোকেন?

২য় শিষ্য।—আমারো তাই, যেন ঢকা!

৩য় শিষ্য।—(হাঁফাইতে হাঁফাইতে)—

ও বাবা! বাবা গো!

পেট গেলে যে, বাবা!

আজ বুঝি বা হই অকা!

৪র্থ শিষ্য।—নদীর জলটা

বিষাক্ত হ'য়েছে না কি?

হঠাৎ জলোদরী রোগ উপস্থিত যে!

আমি যে আর তটে উঠতে পারছি নি,

পেটের ভিতর আতট জল ঢুকলো না কি?

আমায় টেনে তোলো না, ভায়া!

১ম শিষ্য।—আমার কর্ম নয়,

পেটে পেটে ধাক্কা লাগলেই কুপোকাত!

২য় শিষ্য।—(বাক্য উচ্চারণ করিতে অক্ষম হইয়া)

অজ্ঞতসিদ্ধিয়ার মনোভাব প্রকাশ করণ)

১ম শিষ্য।—ইস্! তাই তো!

তোমার যে ভয়ানক কষ্ট দেখছি হে!

একেবারে বাগ্‌রোধ!

২য় শিষ্য।—আমার যে আবার বাগ্‌রোধ!

৪র্থ শিষ্য।—দেবশোনাও অগ্‌রোধ!

১ম শিষ্য।—(সবিস্ময়ে)—ও ভায়া!

এ রোগ ফোপ নয়, অম্‌ভোপ!

আমার মুখ শুঁকে দেখ—

কেমন মশলার পক্ষ!

৩য় শিষ্য।—(মুখজ্ঞাপন লইয়া)—

অ্যা, তাই তো!

সরস্বতী নদীর জলগুণ তো অতি অক্লুত হে!

২য় শিষ্য।—(বোবার দ্বার ভাব প্রকাশ)

১ম শিষ্য।—তোমার মুখজ্ঞাপন গ্রহণ করবো?

(জ্ঞাপন লইয়া)—ও ভায়া!

তোমার মুখে খেচরাদের সুগন্ধ যে!

৪র্থ শিষ্য।—আমার মুখে?

১ম শিষ্য।—(জ্ঞান লইয়া)—

আহা—মরি মরি!

কিনা নব্য পব্যবৃত্তের মননমোহন সৌরভ!

দুর্কীসার প্রবেশ।

দুর্কীসা।—(অলম্ব্যন্তঃ)—প্রিয় শিষ্যগণ!

শীঘ্র আমার প্রিয় সাধন কর;

উদরে হস্তাবমর্ষণ কর।

প্রাণ ওষ্ঠাগত হার।

(উল্কার ত্যাগ)

১ম শিষ্য —প্রভো!

উদরস্থ অন্ন ব্যঞ্জন দধি দুগ্ধ পায়স

মিষ্টান্ন খেচরান্ন পলান্ন পিষ্টকরাশি

জীর্ণ না হ'লে উদর বিদীর্ণ হয় যে।

দুর্কীসা।—আমি যে ক্রমেই অবসন্ন।

১ম শিষ্য।—

... রক্ত, কষ্ট হ'তে পারে;

আমরা ভোগবয়সী,

কাঁচা পাথর খেয়ে জল করি,

আমরাও হাঁস ফাঁস—সমেদম!

দুর্কীসা।—একপে অত্রমে বা'বার উপায়?

১ম শিষ্য।—প্রভো! নিরুপায়!

দুর্কীসা।—কেন?

১ম শিষ্য।—প্রম আর অপ্রম অভেদাত্মা,

প্রম না ক'মে ভো অপ্রম মেনে না,

এখন প্রম ক'তে পারবো না,

সুতরাং অত্রমেও বাওগা হ'বে না।

অদ্য সরস্বতী নদী-গর্ভেই অবস্থিত।

দুর্কীসা।—কি, প্রম আর অপ্রম অভেদাত্মা!

দূর বর্ধ!

১ম শিষ্য।—(দগত)—আজ আমরা জলজন্তু!

দুর্কীসা।—আমি ঐ বৃক্ছায়ায় শয়ন করি গে।

১ম শিষ্য।—যে-আজ্ঞে!

অন্তে আন্তে বাবন।

[দুর্কীসার প্রস্থান।

দূরে গদাঙ্ককে ভীমের প্রবেশ।

৩য় শিষ্য।—(১ম শিষ্যের প্রতি ভয়ে)—

ভায়া! গদা যে!

১ম শিষ্য।—এইবার দফারফা!

এই ফাঁপা'পেটে ঐ বিশমৌলী গদা পড়'লেই
'বজ্রায় কট'!

৩য় শিষ্য।—তবেই তো বিভ্রাট!

এস সকলে টব্ টব্ জলে ডুবি।

১ম শিষ্য।—তোমার মরণ কালে বিপরীত বুদ্ধি!

এ ফাঁপা কুপো কি জলে ডোবে?

৩য় শিষ্য।—যা হয় হ'বে!

এস জ...

...প্রাশন্য কোথা?

অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত,

শীঘ্র আহুন—শীঘ্র আহুন!

কই, কারই যে উত্তর পাতি না,

এখনও কি আনান্ধিক হয় নি?

আহুন—আহুন।

তবুও যে উত্তর নাই;

কোথার স্নান ক'তে গেলো?

(কিয়দূর অগ্রসর হইয়া)—

এই যে ব্রাহ্মণগণ এখানে।

(নিকটে গিয়া উটকঃস্বরে)—

সূর্য্যদেব যে অস্তে বান,

আহার করবেন কখন?

উঠুন—উঠুন, আর আফ্রিকে কাজ নাই।

এ কি, কেউ নড়ে না যে,

কাড়িয়ে নিদ্রা বা'জেনা কি?

(১ম শিষ্যের হস্ত ধারণ করিয়া)—ও ঠাকুর!

ও দিকে যে সব জুড়িয়ে গেলো।

১ম শিষ্য।—(কাঁপিতে কাঁপিতে)—

এ দিকেও তাই!

ভীম।—এ দিকে আবার কি জুড়লো!

১ম শিষ্য।—(উপর হস্তাবমর্ষণ)

ভীম।—(সহাস্যে)—জলে মা কি?

১ম শিষ্য।—জলে যলে উভয়তই।

ভীম।—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ।

জলে যলে হ'য়েছে,

এখন মরুৎ ব্যোমে বাকি!

উঠে এস।

(আকর্ষণ)

১ম শিষ্য।—আজ্ঞে, তাও হয়েছে;

(খীর উদর প্রশ্রবণ করিতে করিতে)—

এই দেখুন,

এক আধটা নয়, উনপঞ্চাশ মরুতের আচ্ছা!

ব্যোম তো আছেই,

নৈলে মরুৎ মহাপ্রলয় করেন কোথা?

ভীম।—তা হ'বে না, শীঘ্র চল, শীঘ্র চল।

(২য় শিষ্যের প্রতি)—উঠে এস?

২য় শিষ্য।—

(বোবার ন্যায় অকৃতজ্ঞ দ্বারা কষ্টপ্রকাশ)

ভীম।—(৩য় শিষ্যের প্রতি)—

এ ব্রাহ্মণ কি বোবা!

৩য় শিষ্য।—(ভয়ে)—দোহাই, মহারাজ!

আমায় ছেড়ে দিন,

আমার চোরা ডেকুর—হেউ—হেউ!

সকলে।—হেউ—হেউ—হেউ—হেউ!

ভীম।—তোমরা কি আমাকে পরিহাস ক'ছ?

মহর্ষি তুর্কাসার শিষ্যও গুরুসভাব?

(সকলের ভয়প্রকাশ)

১ম শিষ্য।—দোহাই মেজো কর্তা—

দোহাই মেজো কর্তা!

আপনাকে যে পরিহাস করে,

তা'র বাপ নির্দোষ হোক।

ভীম।—প্রস্তুত অন্ন নষ্ট করে

আমাদের কতি ক'লে কেন?

১ম শিষ্য।—আপনারা!

এ নদীতে স্নান ক'লে পাঠা'লেন কেন?

যদি জানেন যে, সরস্বতী নদীর এমন গুণ,

তবে উস্থনে আগুন ছিলেন কেন?

আমাদের অপরাধ কি বলুন?

মাতে হয় মাকনু—রাখতে হয় রাখুন,

কি করবো—আপনার গদাই ভরসা!

আজ আমাদের বা হ'য়েছে,

তা'তে প্রাণ তো অগ্রেই

“অর্জুং ত্যজতি পণ্ডিতঃ।”

এখন শেষাঙ্গি বই তো নয়,

তা'হিন এক এক বা গদা!

আপদ চুকে যাক,

ব্যটা'র কলভস্কা পেট ভোস্কে যাক।

ভীম।—মহর্ষি কোথায়?

১ম শিষ্য।—ঐ পাছতলার।

ভীম।—আচ্ছা! তোমরা এখানে অপেক্ষা কর,

ব্যাপারটা কি নকট জেনে আসি।

সাধনানন্দে ।।

১ম শিষ্য।—আ

(স্বগত)—

তুমি এক বা ক সবলে হয়,

আমরাও অ শুদ্ধ চোঁচা দোঁড়।

ভীম।—মহর্ষি! নৈ নিম্নিত?

১ম শিষ্য।—অ তা হ'বার দো কি?

প্রভু আমা তলা'র তন্ত্রিত!

ভীম।—ভাল, এখন নকটে গমন করি।

[প্রস্থান।

১ম শিষ্য।—ওহে ভায়রা! এই বা সুযোগ,

নৈলে আবার সুযোগ।

৩য় শিষ্য।—সুযোগও বুঝি, দুযোগও বুঝি,

কিন্তু, ভায়! বোগাবোগ কই?

নদীর জলযোগ যে ছাড়তে পাচ্ছি নি,

দোঁড়লেই মৃত্যুযোগ!

(নেপথ্যে পূজনক)

ম শিষ্য।—কথা শুন্ডো না,
কেবল যোগাযোগ নিয়েই অস্থির;
ঐ দেখ আবার সেই শূলযোগ!—
ওঁ বিষ্ণু—গদাযোগ।

৩য় শিষ্য।—ঐ্যা, তাই তো।
এইবার খেতে না খেলেই
গদার দ্বারে গুরুশিষ্য এক ঠাই!
বাবা! কাজ নাই!

[সকলের কষ্টেহুটে পলায়ন।

এক দিক্ দিয়া দুর্কীসা ও ভীম এবং
অপর দিক্ দিয়া কৃষ্ণ, যুধিষ্ঠির,
অর্জুন ও দ্রৌপদীর
প্রবেশ।

দুর্কীসা।—(প্রণাম করিয়া, কথকের হুরে)—
আহা, এ কি হুরতি হরি,
একবার বৈকে দাঁড়াও বাঁকা হরি।
আমার সাধের সাধ আজ পূরিল, প্রভু!
হেরে তোমার রাজ্য পা হু'খানি,
মধুর মধুর নৃপূর বাজে,
কৃণুখুন্সু কৃণুখুন্সু বোলে হে—
না না, ও তো কৃণুখুন্সু নয়,
শ্রীহরির পদন্তরী'পরি
নাবিক আমারে ক'রেছে হরি,
নৃপূর-নাবিক নাম রে আমার,
আয়, পাঙ্গী! যদি যা'বি ভবপার,
একবার ভক্তিভরে হরি বোলে—
আয়, পাঙ্গী! আয় পারে ল'ব,
পাপতাপরাশি ঘুচা'য়ে দেবো।"
হরি!
আমি মহাপাঙ্গী, কি হ'বে মোর?
কিসে মুচে যা'বে ভব-ডোর-খোর?

কৃষ্ণ।—(কথকের হুরে)—

হুনি! জেনে শুনে

কেন আমার পাওকে কাঁদা'লে?
দ্রৌপদীর নয়ন-জলে বন ভাসা'লে?
দুর্কীসা।—(কথকের হুরে)—

হরি। তোমার দেখবো বোলে।
আমি জানি, ওহে চক্রপানি!
তোমার ভক্তজনে কাঁদা'লে,
তোমার রাজ্য চরণ বিমা তপে মেলে।
কত যোগী ঋষি তপ করে বনে,
কই, দেখা হয় কি তোমার সনে?
আজ ধর্মলীলার, ওহে ধর্মরূপী!
ধর্মরাজের প্রতি ক'রে ছলা,
পেরেছি হে তোমার চরণ-ভেলা।

কৃষ্ণ।—(কথকের হুরে)—

এ ছলনা কি ভাল, হুনি?

দুর্কীসা।—(কথকের হুরে)—

প্রভো! কা'রে আজ হে ভূলাও তুমি?
যা'র প্রভুর প্রাণে ছলা খেলা,
সে আবার কি খেলবে ছলা?
তুমি প্রভু, আমি ভূতা তোমার,
যত দোষ কি আমার বেলা?
তুমি হৃদ্যোধনে আজ—হরি হে!—
হৃদ্যোধনে আজ ছল-মায়ার
শিক্ষা দিলে, হরি! আমার দ্বিগে।
তুমি আমার গুরু, তুমি আমার রাম,
তুমি কৃষ্ণ আমার, তুমি হরি আমার,
আমি দাসানুদাস, প্রভু হে, তোমার।

কৃষ্ণ।—(কথকের হুরে)—

না না, হুনি! ব'ল না এমন,
তুমি আমি ভিন্ন নহি হে!
হুনি! তুমি হর—আমি হরি,
তুমি আমার,—আমি তোমার,
তোমার আমার এক অঙ্গ হে,
আজ দেখুক জগৎ নয়ন মেলে
হরিস্বরূপ একাধারে।

[কৃষ্ণ ও দুর্কীসার অন্তর্ধান।

[পটপরিবর্তন]

দৃশ্য—একত্র অর্দ্ধবৈকুণ্ঠ ও অর্দ্ধকৈলাস ।

একত্র অর্দ্ধরুম ও অর্দ্ধগুরুড়োপরি
একদেহের দক্ষিণার্দ্ধভাগে হরি ও
বামার্দ্ধভাগে হরমূর্তির
মিলন ।

হরির দক্ষিণ দিকে প্রফুল্ল পদ্মোপরি
লক্ষ্মী ও সরস্বতী এবং হরের
বামদিকে সিংহোপরি
দুর্গা ও মকরোপরি
গঙ্গা আসীনা ।

দুর্বাসার শিষ্যগণের প্রবেশ ।

সকলে।— (গীত)

অনন্ত দেব আঁধা অঁধ সধুর সধুর মিলন ।
আঁধা শ্রামল, আঁধা ধবল, দুগল অচল তুলন ॥
আঁধা মদনমোহন,
আঁধা মদনদাহন,
আঁধা সধুর, আঁধা গভীর, স্বজন-লয়-কারণ ॥

আঁধা চন্দন, আঁধা স্তম্ভ,
আঁধা বসন্ত, আঁধা গ্রীষ্ম,
আঁধা কম-বন-হৃদয়-হার, আঁধা হৃদ-হার-ধারণ ॥
আঁধা ললাটে তিলক হাঁদ,
আঁধা ললাটে ঝলক টাঁদ,
আঁধা ধোঁত পীতবাস, আঁধা বাঁধ-হাল ভীষণ ॥
আঁধা নবীন আঁধা প্রবীণ,
আঁধা কোমল, আঁধা কঠিন,
আঁধা অংগের সধুর হস্ত, আঁধা অংগের গর্জন ॥
আঁধা কুণ্ডল, আঁধা হুতুর,
আঁধা প্রেমিক, আঁধা নিধুর,
আঁধা নয়ন বক্ষিমা ঠাঁয়, আঁধা চুলুচুলু লোচন ॥
আঁধা কেহুত, আঁধা ভূজঙ্গ,
আঁধা কমল, আঁধা করঙ্গ,
আঁধা অংগের সধুর মুরলী, আঁধা অংগের বিবাণ ॥
আঁধা চক্র, আঁধা শূল,
আঁধা বক্র, আঁধা স্কুল,
আঁধা অমৃত, আঁধা গরল, অমৃতে গরল মিশ্রণ ॥
আঁধা ওঝার, আঁধা হুঝার,
আঁধা প্রেগ, আঁধা বিকার,
আঁধা ভোগী, আঁধা বোগী, আঁধা হাসি, আঁধা রোদিন ॥
আঁধা গোপিনী-কনি-কেন,
আঁধা বোগিনী-বোগ-জীবন,
আঁধা অঙ্গ গরুড়াক্রুত, আঁধা বৃষভ-বাহন ॥
আঁধা শিরে শিখি-চূড়ার ছটা,
আঁধা শিরে কটা জটীর খটা,
আঁধা দেব হরি, আঁধা দেবহর, হরিহর জী-জীবন ॥

যবনিকাপতন ।

ভীষ্মের শরশয্যা ।

[পৌরাণিক ইতিবৃত্তমূলক নাটক]

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ ।

পুরুষ ।

কৃষ্ণ । বলরাম । ভীষ্ম । দ্রোণ । ধৃত-
রাষ্ট্র । বিহর । দুৰ্য্যোধন । দূঃশাসন । কর্ণ ।
শকুনি । সঞ্জয় । যুধিষ্ঠির । ভীম । অর্জুন ।
দ্রোণ । সাত্যকি । অভিমন্যু । বৃষ্ণ ।
খেত । উত্তর । শল্য । লক্ষণ । শিবজী ।
সভ্যগণ । ভৃত্য । কৃষক ও ভৎপুত্র । পুরুষ
ও স্ত্রীপ্রজাগণ । প্রহরীগণ । কুরুসৈন্যগণ ও
পাণ্ডবসৈন্যগণ । সারথি । রাজহংসরূপী ঋষি-
গণ, ইত্যাদি ।

স্ত্রী ।

দুর্গা । কৃতজ্ঞতা । প্রতিজ্ঞা । ধ্যাতি ।
কীৰ্ত্তি । কুন্তী । জনৈকা বৃদ্ধা, ইত্যাদি ।

প্রথম অঙ্ক ।

প্রথম দৃশ্য ।

হস্তিনানগরী—রাজসভা ।

ধৃতরাষ্ট্র, দুৰ্য্যোধন, কর্ণ, শকুনি ও
সভ্যগণ ।

দুৰ্য্যো ।—পিতঃ ।

পৃথিবীর একচ্ছত্র রাজা তুমি,

আমি আর দূঃশাসন আদি
শত ভ্রাতা তনয় তোমার ;
কিন্তু, রাজা ! তব অবিচারে
জীবনে মরিয়া আছি সবে ।
হুঁচকার পাণ্ডবগণের করে
বার বার ঘোর অপমান,
এততেও নাহি তব দয়া,
নাহি তব সন্তানের স্নেহ,
এই দুঃখ আগে ঘোর মনে ।
পিত গো !

তোমা হেন জনক থাকিতে
শত ভ্রাতা ভুক্তিব কি হেন অপমান ?
বিশেষতঃ,
তব ভ্রাতা দুৰ্য্যোধন মৃত্যুরে না করে ডর,
বত ডরে পরকৃত অপমানে ।
মোর পক্ষে অপমান
অহৃত জন্মের মৃত্যু-জালা ।

ধৃত ।—বৎস দুৰ্য্যোধন !

কেন রে উতলা এত ?
ভাই ভাই বিবাদ না সাজে,
ভাই ভাই ঠাই ঠাই থাকা ভাল নয় ।
বুদ্ধ আমি,
বুঝি রে বিশেষ,
অশেষ বস্তব্য ষটে গৃহবিচ্ছেদেতে ।
ভুলে যা রে মনের বিবাদ,
ভুলে যা রে ক্রোধ হিংসা,

ভুলে যা রে পাণ্ডব-বিশেষ ।
ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তোর,
শত্রু সম পূজা কর ডাঁয়ে,
ইহলোকে পরলোকে শুভ লাভ হ'বে,
কীর্তি র'বে ভুবন ভিতরে,
তো শবার ভাতপ্রেম
পৃথিবীর নর নারী পাবে চিরদিন ।

শকুনি।—মহারাজ !

দৈববিড়ম্বনে অন্ধ তুমি,
তেঁই কহ হেন বাণী ।
যদি, রাজা ! ঘেঁষিতে নরনে
দুর্ঘ্যোধান কি যে এবে
ভেবে ভেবে পূর্ব অপমান,
তা' হ'লে কি আর
পাণ্ডবের পক্ষ হ'য়ে কহিতে এ কথা ?
আহা,
রাজপুত্র দুর্ঘ্যোধান
দীনপুত্র হইতেও বীন ।
হা অশ্রুট,
কার্তিকৈয়-রূপ জিনি' তনু
অতি ক্রীণ—অতি স্নান !
দুর্ঘ্যোধান যেন আর দুর্ঘ্যোধান নয়,
চেনা নাহি যায়, হার হার !

দ্রুত।—বল কি গান্ধারপতি !

শকুনি।—সত্য কহি, মহারাজ !

হারা'য়েছ চক্ষুর দু'টি,
পুত্ররত্ন হারাও বা এবে ।

দ্রুত।—(দগত)—তাই তো, কি করি ?

শকুনি।—মহারাজ !

নীরবে রহিলে কেন ?

দ্রুত।—বল, হে সৌবল !

কিসে হুহু রহে দুর্ঘ্যোধান ?
রাজচিকিৎসকগণে ডাকাও অচিরে,
চিকিৎসায় রাখ দুর্ঘ্যোধান ।

শকুনি।—কি করিবে চিকিৎসকগণ ?

মনঃসীড়া শিবের অসাধ্য,

চিকিৎসক কোন্ হার !

দ্রুত।—কহ তবে কোন্ সূতপার,
মনঃসীড়া যায় যায় ।

শকুনি।—নিজে তুমি হও, রাজা !

পুত্রচিকিৎসক ।

একমাত্র রাক্ষস তব

এ রোগের আঘাত ঔষধ ।

দ্রুত।—কি সে বাক্য ?

শকুনি।—এই বাক্য—

'পাণ্ডবগণেরে নাহি দিব রাজ্যভাগ ।'

দ্রুত।—সত্যই কি দুর্ঘ্যোধান

এই চাহে আমার নিকটে ?

শকুনি।—তব এই বিশাল মেধিনী

পুস্ত্রের তোমারি ।

আপন পুস্ত্রেরে ছাড়ি'

পরপুস্ত্রে কেন দিবে, রাজা ?

দ্রুত।—ভাতপুস্ত্র পরপুস্ত্র নহে ।

শকুনি।—ভাল, তাই যেন হ'ল,

কিন্তু, মহারাজ !

যুধিষ্ঠির, ভীষ্মার্জুন আদি

তোমার রাজ্যের অংশ কি হেতু পাইবে ?

দ্রুত।—আমি আর পাণ্ডু হই ভ্রাতা ;

পিতৃরাজ্য বিভক্ত বিভাগে ।

আহা,

অকালে মরিল পাণ্ডু পঞ্চপুত্র রাধি',

কিন্তু তা'র রাজ্যংশ তো আছে ।

পৈতৃক বিষয়

কেবল আমার একা নয়,

ধর্মশাস্ত্রমতে

পাণ্ডুর অবর্তমানে

পাণ্ডুর পুস্ত্রেরা অংশ পায় ।

শকুনি।—মহারাজ !

ভাষ্টির বন্ধনে তুমি বাঁধ,

তেঁই কহ এ হেন বচন ।

কিন্তু, রাজ্যেশ্বর ! তাব একবার

পাণ্ডবগণের মনোভাব,

বিশেষতঃ মহাচক্রী কৃষ্ণের জ্ঞান।

নিশ্চয় জানিও,

পাণ্ডবেরা বংশসামান্য রাজ্যভাগ পেলে

সমস্ত পৃথিবী ভূমি হারাইবে, রাজা।

দ্রুত —সে কি কথা ?

শকুনি।—অরণ্যের এক পার্শ্বে

আশ্রয় পাইলে দাবানল

সমস্ত অরণ্য ভস্ম করে।

কর্ণ।—যা' বলিলে, গান্ধার-ভূপতি।

মোর মতে সত্য স্নেহী কথা।

চরণের কনিষ্ঠ অনুলে

বিবধর করিলে বংশন,

সমস্ত দেহের রক্ত বিধাত্ত হইয়া

জীবন বিনষ্ট হয়।

পাণ্ডবনিকর

পার যদি বিতর্কিতপ্রমাণ রাজ্যভাগ,

অবশেষে সমস্তই করিবেক গ্রাস।

শকুনি।—অজরাজ।

তবু নাহি বুঝেন ভূপতি।

মোহবশে মজি' রাজা

চান নিজ রাজ্য হারাইতে।

দ্রুত।—সৌবল !

যা' বলিলে সত্য বটে,

বুদ্ধিদোষে হুর্ক্ষিপাক ঘটে।

বাই ছৌক,

ভ্রান্তি মোহ ঘুচিল আমার।

সবার সমক্ষে কহি,—

পাণ্ডবগণেরে নাহি দিব রাজ্যভাগ।

বংশ হুর্ঘ্যোধান।

শাস্ত কর মন,

আমার ঐশ্বর্য রাজ্য তোমারি কেবল,

তুমি পৃথিবী-ঈশ্বর।

কর্ণ।—(হুর্ঘ্যোধানের প্রতি)—নখে।

আর চিন্তা নাই,

বেদবাক্য যদিও কখন নড়ে,

তোমার পিতার বাক্য না নড়িবে কতু।

দ্রুত।—হুর্ঘ্যোধান।

দ্যুতপণ হ'তে

যুক্ত এবে পাণ্ডবনিকর।

বাধশ বংশের বনবাস,

এক বর্ষ অজ্ঞাতনিবাস

পূর্ণ এবে তা'সবার।

ভনিয়াছি,

বিরাটনগরে পক্ষ তাই

পঞ্চযুক্তিলাভ করি' হুধে কাটে কাল।

শকুনি।—চিরদিন তথায় থাকিতে হ'বে।

বিরাট রাজার অগ্নে দ্রৌপদীর সনে

পক্ষ তাই ধরিবেক প্রাণ।

তা'সবার অস্ত্র কোথা নাহি স্থান।

দ্রুত।—সৌবল !

তুমি মোর হিতকারী,

শত পুত্র মোর

আবরিত তব হিত-আবরণে।

বাহে তব ভাগিনেরগণ

নির্কিঁবাহে হুধে কাটে দিন,

কর এবে পহা তা'র।

শকুনি।—আজ্ঞা যদি হয়,

হুর্ঘ্যোধনে ল'য়ে বাই মস্তপাণ্ডবনে।

দ্রুত।—ভাল ভাল, যাও তবে।

দেখ,

প্রতিদিন যে হুক্তি করিবে,

আমি যেন পারি তা' জানিতে।

শকুনি।—সে কি, মহারাজ !

মস্তপার ভিত্তি তুমি,

অবলম্বি' তোমা'

আমাদের যা' কিছু মস্তপা।

দ্রুত।—ভাল ভাল।

বাই, আমিও নির্জনে ভাবি।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

হস্তিনানগর—মন্ত্রণা-গৃহ।

শকুনি ও দুঃশাসনের প্রবেশ।

দুঃশা।—বলেন কি, মাতুল মহাশয়।

আমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হ'য়েছে?

পিতা মহাশয় সমস্ত হ'য়েছেন?

শকুনি।—বাপু!

তোমরা আমার আপনায়

না পক্ষ পাওব?

জেনে শুনে

কি ক'রে অন্যায় কার্যে হস্তার্পণ করি?

মহারাজ

এক একবার কেমন ভ্রান্ত হ'য়ে শড়েন,

তা'ই পাণ্ডব পাণ্ডব ক'রে অস্থির হন।

তিনি জলন্ত অস্ত্রারকে

এত দিন মালিক ভেবে আসছিলেন,

আজ ভ্রম ঘুচেছে।

দুঃশা।—আপনি থাকে তা' আর ঘুচে না?

শকুনি।—হাঃ হাঃ হাঃ।

দুঃশা।—সে সময়ে কি রাজসভায়

ভীষ্মদেব, দ্রোণাচার্য্য, কৃপাচার্য্য,

খুল্লতাত বিহর ছিলেন?

শকুনি।—

ও গুলোর নাম আমার কাছে ক'র না।

ওরা থাক'বে তোমার পিতার অন্ত,

ওগণ গা'বে পক্ষ পাণ্ডবের।

ওদের মত কৃত্তর লোক আর নাই।

দুর্য্যোধন ও কর্ণের প্রবেশ।

দুর্য্যো।—(দুঃশাসনের প্রতি)—ভাই!

মাতুল মহাশয়ের কুপায়

এত দিনে আমাদের মনঃসামনা পূর্ণ হ'ল।

পিতা মহাশয়

আর তাঁদের রাজ্যার্জ্জ দেখেন না।

দুঃশা।—মাতুল মহাশয়ের নিকট তা' শুন্‌লেন।

দুর্য্যো।—মাতুল মহাশয়!

কিসে আমার

পিতৃরাজ্য নিকটকে ভোগ হয়,

তা'র কোন সহপায় বলুন?

শকুনি।—পক্ষ পাণ্ডবকে বিনাশ ক'লেই

তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হ'বে।

দুর্য্যো।—কিভাবে বিনাশ করি?

শকুনি।—তা'র চিন্তা কি?

চিরদিনই তুমি আমার পরামর্শে

সমস্ত কার্য্য ক'রো,

আজ্ঞা কর।

দুর্য্যো।—বলুন?

শকুনি।—তুমি

মহারাজ ক্রপদ ও বিরাটের সহিত

সুদৃষ্টিরাহি পক্ষ পাণ্ডবকে নিমন্ত্রণ কর।

তা'রা এখানে নিমন্ত্রণ রক্ষার্থে

আগমন ক'লে পর

বিষাম্মিশ্রিত ভোজ্যাদি প্রদান কর,

দেখবে তখন—

বিনা আয়াসে শত্রুকুল নির্মূল হ'বে।

দুর্য্যো।—সেটা আমি' হেন লোকের পক্ষে

বড় লজ্জার কার্য্য।

কাপুরুষের ত্রায়ায়—

শকুনি।—(বাধা দিয়া)—তুমি কাপুরুষ?

কি আশ্চর্য্য,

যা'র অতুল মান দ্বিগুণবিস্তৃত,

সেই মহারাজ দুর্য্যোধন কাপুরুষ?

দুর্য্যো।—অন্য উপায় বলুন?

শকুনি।—আচ্ছা, তবে আর এক কাজ কর,—

দৈন্তস্যামন্ত্র নিয়ে বিরাটনগরে চল,

বিরাটনগরের চতুর্দিকে

অধিসংযোগ কর,

দৈন্তস্যগণকে নব্বয়ের চতুঃসীমা

অবরোধ ক'রে থাকতে বল,

যেন কেউ না পলায়ন ক'তে পারে,

তা' হ'লেই পাণ্ডবেরা দক্ষ হ'য়ে মরবে,

অঞ্চল নির্দিষ্টাবধি

তোমার বাবাজীবন রাজ্যভোগ হ'বে।

দুর্গো।—না, মাতুল!

এ যুক্তিও ভাল বোধ হ'ল না।

কর্ণ।—বাস্তবিক,

এ সকল দুর্বলের কাজ,

মহারাজ দুর্গোধনের বীরত্বদ্বয়ে

এরূপ কথাচার খোঁজা পায় না।

শকুনি।—আচ্ছা—আচ্ছা—তবে—তবে—

জনৈক দ্বারপালের প্রবেশ।

দুর্গো।—কি সংবাদ?

দ্বার।—(অভিবাদন করিয়া)—মহারাজ!

আপনার নিকট ধোম্য পুরোহিত মহাশয়

আসিতে চাচ্ছেন।

শকুনি।—কে?—ধোম্য?

দ্বার।—ঐ মহাশয়।

দুর্গো।—কোথা তিনি?

দ্বার।—আপনার পিতার নিকট।

দুর্গো।—যাও তাঁকে আসিতে বল।

[দ্বারপালের প্রস্থান।]

শকুনি।—এক্ষণে আর পাণ্ডববিনাশের

কোন যুক্তি পরামর্শে কাজ নাই।

আমার বেশ বোধ হ'চ্ছে,

ধোম্য পাণ্ডবদের পক্ষ হ'য়ে এসেছেন।

দুর্গো।—আপনি তাঁর সঙ্গে বাকলাপ করুন,

আমি এ স্থান হ'তে প্রস্থান করি।

শকুনি।—আমিও তা'ই বলতে বাঞ্ছিলেম।

কর্ণ।—না, সখে!

এখন যাওয়া উচিত নয়।

তোমারই নিকট তিনি আসতে চেয়েছেন।

শকুনি।—হাঁ হাঁ—তাও ত বটে।

দুর্গো।—ধোম্য যদি

পাণ্ডবদের কণা উপাশন করবে,

তা' হ'লে আমার বড় অসহ্য হ'বে।

শকুনি।—তুমি কোন কথা ক'রো না।

দুর্গো।—জীবিত ব্যক্তির জিহ্বা তো মৃত নয়।

শকুনি।—বাস্তবিক,

বীরের জিহ্বাও বীর।

তা' বাই হোক,

অমরাজ আর আমি তোমার হ'য়ে

উত্তর প্রত্যুত্তর ক'রবো।

ধোম্যের প্রবেশ।

আহুন আহুন, প্রণাম।

ধোম্য।—সকলের ধর্মে মতি হোক।

শকুনি।—অদ্য কি মনে ক'রে

ভ্রাতৃগমন ক'রেছেন?

ধোম্য।—বিশেষ বক্তব্য আছে।

শকুনি।—বলুন।

ধোম্য।—ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির আমাকে

মহারাজ দ্রুতরাষ্ট্রের নিকট পাঠিয়েছেন।

শকুনি।—কি প্রয়োজনে?

ধোম্য।—তা'র নিজের অংশ পাবার জন্য।

শকুনি।—নিজের কিসের অংশ?

ধোম্য।—অর্দ্ধ রাজ্য।

দুর্গো।—কি?—অর্দ্ধ রাজ্য?

শকুনি।—বৎস! তুমি চূর্ণ কর।

(ধোম্যের প্রতি)—মহর্ষে!

কেন রাজ্যের অর্দ্ধ রাজ্য?

ধোম্য।—এই বিশাল ভারতরাজ্যের।

শকুনি।—এ রাজ্যের আর অংশ কি?

এর সমস্তই তো একমাত্র রাজ্য দুর্গোধনের।

ধোম্য।—না না, ধর্ম্য তা' হ'তে পারে না।

এই ভারতরাজ্য যুধিষ্ঠির ও দুর্গোধনের।

ধর্মরাজ ধর্ম্যপ্রভিজ্ঞার এক্ষণে যুক্ত হ'য়েছেন;

সুতরাং তিনি

ভারতের নিজাংশ প্রার্থনা ক'রেন।

মহারাজ দ্রুতরাষ্ট্রকে আমি এ কথা বলাতে

তিনি রাজ্যার্দ্ধ দিতে সম্মত হ'য়েছেন,

এক্ষণে কেবল তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র

রাজ্য দুর্গোধনের অধিপ্রায়—

হৃদ্যো!—মাতুল! মাতুল!

পিতার পলে পলে ভাবান্তরন—

এই না তিনি প্রতিজ্ঞা ক'য়েন,

বোধ হয়, তাঁ'র প্রতিজ্ঞাবাক্যের

প্রতিশ্রুতি এখনও নিবৃত্ত হয় নাই,

অথচ তিনি বয়ং প্রতিজ্ঞাপালনে

নিবৃত্ত হ'লেন ।

শকুনি।—বৎস! হির হও ।

ধোম্য।—মহারাজ রুতরাষ্ট্র কি ব'লেহিলেক?

হৃদ্যো!—সে কথাই নাহি প্রয়োজন ।

বুদ্ধ পিতা শত্রু মোর,

যুধে মোরে ভালবাসে,

অন্তরে পাণ্ডবপুত্র ডাকে ।

না শুনিব কোন কথা তাঁ'র,

প্রতিজ্ঞা আমার—

নাহি দিব পাণ্ডবেরে রাজ্যভাগ ।

দেখি কি করে পাণ্ডব ?

ধোম্য।—এ সময়ে ক্রোধ ভাল নয়,

জ্ঞান বুদ্ধি ক্রোধে বন্ধ হয়,

ধর্ম নাহি মনে স্থান পায়,

ছাড় হেন ক্রোধ,

ভাই ভাই বিরোধ-কি ভাল ?

সম্প্রীতে থাকহ সবে,

দাঁও যুধিষ্ঠিরে রাজ্যভাগ ।

পাণ্ডবেরা না চাহে বিবাদ,

চাহে শুধু ধনরত্ন রাজ্যের বিভাগ ।

কিন্তু যদি নিতান্ত না দাঁও,

তা' হ'লে নির্দোষ অগ্নি জলিবে আবার,

মনে যেন থাকে ইহা ।

শকুনি।—এ কথা কে ব'লেচে ?

ধোম্য।—বীর ভীমসেন ।

শকুনি।—(স্বগত)—আঃ, সেটা মরে না ।

আমি বিশ্বতপ্তাণ্ডের কা'রও ডরাই নি,

ডরাই কেবল সেই টেকে ।

(প্রকাশে)—বৎস হৃদ্যোদন! কি বল ?

রাজ্যাংশ দেওয়াটাই সুক্লিপিক হ'চ্ছে না ?

হৃদ্যো!—মাতুল!

আপনিও কি আমার পিতার ন্যায় ?

শকুনি।—না, বাপু! তাঁ' নয়,

“নরাণাং মাতুলক্ৰমঃ”,

বয়ং তুমি আমার ন্যায় ।

তোমার আমার মন এক,

কেবল বয়সে গুরু শয়—জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ ।

তবে হ'একটা কাম কণা বা' বলি,

তা' বয়সের দোষে ।

(ধোম্যের প্রতি)—মহারায় ।

আপনি গিয়ে যুধিষ্ঠিরকে বলুন

যে—যে—

ধোম্য।—কি ব'লবেন ?

শকুনি।—(হৃদ্যোদনের প্রতি)—বল না ?

হৃদ্যো!—বল গিয়া যুধিষ্ঠিরে,—

বিনাযুদ্ধে আশা না মিটিবে,

বিনাযুদ্ধে সূচ্যগ্র মেদিনী

নাহি দিবে তা'রে হৃদ্যোদন ।

কি আশ্চর্য্য,

বলিয়াছে হুঁচকার জীম

রাজ্য অর্ধ নাহি দিলে

নির্দোষপিত অগ্নি জলিবে আবার ।

ভাল ভাল, তাই হ'বে,

হৃদ্যোদন কালুফল নহে,

বীর-রক্ত এখনো এ কেহে বহে ।

সম্মুখসংগ্রামে

বীরভাব—বীরকার্য—বীরহৃতি—বীরশক্তি

দেখাইয়ে দে পাণ্ডবগণ

লহকু এ রাজ্যভার ।

কিন্তু বিনাযুদ্ধে

নাহি দিব রাজ্যের একটি শ্লিকণা ।

হয় বধিয়া আমারে যুধিষ্ঠির

রাজ্য হ'বে এ মহারাজ্যের,

নয় যুধিষ্ঠিরে বধি' হৃদ্যোদন

ভুক্তিবে এ মহারাজ্য ।

হয় যুধিষ্ঠির রাজ্য হ'বে,

নর হৃদ্যোধন একমাত্র রাজরাজেশ্বর ।

ধোম্য।—ভ্রাতৃত্বকি কি হেতু ভুলি'ছ' ?

সাক্ষাৎ ধর্মের বৃত্তি রাজ্য বৃষ্টিরি,

প্রাণাপেক্ষা ন্যায় প্রিয় তাঁ'র,

অন্যায়ের মহাশত্রু তিবি ;

হেন বৃষ্টিরি

না বলিও হেন রত কথা ।

ন্যায় ধর্ম পাল, হৃদ্যোধন ।

হৃদ্যো।—ধর্মধর্ম ন্যায়ন্যায় কিবা ?

নিজ রাজ্য নিজেই ভুলি'ছ,

কেন বুঝা বাক্য-আড়ম্বর ?

কেন কহ নির্দোষের ভাষা ?

দূতসম এলে তুমি, মুনি !

দৌত্যও করিলে বিধিমতে,

আর কাজ নাই,

কহ সিন্না তব সেই পক্ষ বজ্রমানে—

মানে মানে থাকুক নীরবে ।

বামনের কেন আশা চন্দ্র-পরশনে ?

পশুর কি হেতু আশা পুরুষজনে ?

ধরিত্রের কেন রাজ্যলোভ ?

কর্ণ।—ধরিত্রের ধরিত্রের মত থাকাই উচিত ।

বল গিয়া, ধোম্য পুরোহিত,

অর্জুনের বিশেষিয়া—

ভীষ্মের মতন সেও যদি চাহে

জালিতে নির্দোষ অগ্নি পুনর্বার,

তা' হ'লে এ কর্ণ

কোটি ধন্যবাদ দিবে তা'রে,

নহে পরিহাসে

কোটি কোটি টিটকারী দিবে ।

জানি আমি,

পাণ্ডবেরা ভীম কাপুরুষ,

নহে ভিক্ষা কেন মাগে রাজ্যভাগ ?

কহ বৃষ্টিরি

ভিক্ষাপাত্র করে ক'রে আহুক হেধার,

হস্তিনার অভিশিখালার

থাকুক ভিক্ষুকগণ সনে,

রাজব্যয়ে টিকরাক পা'বে,

জ্যোপনী ও চারি ভাই সঙ্গে

একরূপ কাল কেটে বা'বে

ধোম্য।—কর্ণ !

এ নহে উচিত বাণী ।

পরম্বে জীবন ধরা তোমারাই সঙ্গে,

হৃদ্যোধন-পলগ্রহ তুমি,

হৃদ্যোধন-অঙ্গে তব প্রাণ ।

পরাম্বে মর্ম্ম বুক তুমি,

তেঁই কহ হেন কটু ভাষা ।

ছি ছি, না কহিও হেন বাক্য আর ।

কর্ণ।—ভাল, মুনি !

কাজ নাই তা'সবার হেথা আসি',

পকালনগরে যেতে বল ।

ক্রপদ স্বত্তর সেধা আছে,

তা'র কাছে থাকুক পাণ্ডবগণ ;

স্বত্তরের পাপ-অঙ্গে ধরিত্রা জীবন

থাকুক পাণ্ডবগণ ।

ভাধ্যায় প্রসাদে

প্রসাদ পাইবে সেধা ভাল !

স্বত্তরের গৃহে

অমরান গৃহ-জামাতার বড় মান !

ধোম্য।—ছি ছি,

ধর্ম্মশীল পক্ষ পাণ্ডবেরে

যে বলে এ হেন বাণী,

নীচ প্রাণী কেবা তা'র চেয়ে ?

(হৃদ্যোধনের প্রতি)—রাজা হৃদ্যোধন ।

নাহি চাহি থাকিতে হেথায় আর ।

শেষবাক্য বল এইবার,—

কি বলিব রাজ্য বৃষ্টিরি ?

কি বলিব ভীম অর্জুনের ?

হৃদ্যো।—শেষ কথা অগ্রেই ব'লেছি,

বিনাশকে হৃচ্যগ্র মেদিনী

নাহি দিবে হৃদ্যোধন ।

নিশ্চয় জানিও, এই মোর পণ ।

ধোম্য।—পুনরায় বলি,

এখনো ভাবিয়া বস শেখ থাকি তব ?
 হুগো।—বাও চলি ;
 বার বার সেই কথা ।
 এস, কর্ণ !
 এস, হুঃশাসন !
 আহন, মাতুল !

[ধোম্য ব্যতীত সকলের
 প্রস্থান ।

ধোম্য।—হুগোধান !
 আর তব রক্ষা নাই ;
 তব শিরের শমন
 ধর্ম-সত্য-শ্রায়-শিরে
 একপে যে করে পড়াষাত,
 নিশ্চয় নিপাত তার ।

[ধোম্যের প্রস্থান ।

শকুনির পুনঃপ্রবেশ ।

শকুনি।—হুগোধান কাজটা ভাল ক'মে না,
 একবারেই অমন ক'রে রেগে ওঠাটা
 বড় কুলক্ষণ ।
 হুগোধান নিতান্ত উদ্ধত ।
 ও মনে করে
 হুধিষ্টিরাহি পক্ষ পাণ্ডব
 ওর পরম শত্রু,
 কিন্তু তা' নয়,
 ক্রোধটাই ওর পরম শত্রু ।
 যা'র ক্রোধশত্রু সজ্জের সাথী,
 তা'র অস্ত্র শত্রু নিপাত হয় না,
 বরং সহস্র গুণে বৃদ্ধি হয়েই থাকে ।
 যে ক্রোধকে নষ্ট ক'রে পেরেচে,
 সে জগৎভক্ত শত্রুকে নষ্ট ক'রেচে ।
 ছলে কৌশলে যা' হয়,
 বলে যুদ্ধে তা'র শিকিও হয় না ।
 এ কথাটা হুগোধান বুঝলে না,
 এই বড় দুঃখ ।

বাই হোক,
 আমার একবার হুধিষ্টে হুধিষ্টে দেখি,
 যদি হুডের আশা ত্যাগ করে ।
 কিন্তু যে একওঁয়ে,
 আমার কথা তনুবে কি ?
 না তনুদেই বিভাট,
 কুরুপাণ্ডবে নিশ্চয়ই মহাযুদ্ধ বাধবে ।
 তা' হ'লে কি আর রক্ষে আছে ?
 বাপ !—যে ভীম !
 হিমশিম খাইয়ে দেবে !
 সে আবার আমাকে শানিয়ে গেছে,
 আমারি পাশার হাড়
 আমারি চোকে সজ্জে দিয়ে
 দ্বিতীয় হুতরাষ্ট্র ক'রবে ।
 হুগোধান ও কর্ণের পুনঃপ্রবেশ ।

হুগো।—মাতুল !

এবে আর বিলম্ব না সহ্যে ;
 মম পক্ষে যত রাজগণ,
 লিপি লিখ সবে নিবিমতে,
 লিখ সবে নিজ নিজ সৈন্যগণমনে
 আসিতে হস্তিনাপুরে ত্বর ।
 ভগদত্ত, ভুরিপ্রবা, হাদিক, নীলাদিক
 মম বন্ধ রাজগণ পাশে
 পাঠাও অদ্যই দূত ;
 অক্ষৌহিনী সেনা ল'য়ে সবে
 জয় জয় হবে আহন হেথায় ।
 কোরব পাণ্ডবে এবে
 নিশ্চয় ঘটবে মহাযুদ্ধ ।

শকুনি।—বৎস ! যদি সহজে সব চুকে যায়,
 তবে বুঝা রক্তপাত কেন ?

হুগো।—যে কালে ব'লেছি
 বিনাযুদ্ধে স্চ্যাত্র মেদিনী
 নাহি দিব পাণ্ডবেরে,
 কা'র সাধ্য লজ্জা সেই কথা ?
 জানি আমি

সে পক্ষ পাণ্ডব রাজ্যলোভী,
না ছাড়িবে রাজ্য-স্বার্থ।
অনার্যসে নাহি গুলে তার
সংগ্রাম করিবে দুশিক্ষর।
আমিও তাহাই চাই।

শকুনি।—আচ্ছা,
আমি যদি বিনাযুদ্ধে
পাণ্ডবগণকে সমূলে বিনষ্ট ক'রে
তোমার রাজ্য নিকটক ক'তে পারি,
তা' হ'লে তুমি তা'তে সন্তুষ্ট আছ কি না?

দুঃশ্যো।—ধৌম্যেয়ে ব'লেছি বাহা,
আর তাহা না পারি ফিরা'তে।
যখন বলিবে ধৌম্য পাণ্ডবসমুদে—
'বিনাযুদ্ধে সূচ্যগ্র যেদিন
পাণ্ডবেরে নাহি দিবে দুঃখ্যাধন',
তখন সে কথা
যোর পক্ষে কি ভাবে ঠাড়া'বে?
মাতুল!

শকুনি।—(স্বগত)—যে ভীষ্ম! শেষটাই ঠিক!

ভাণ্ডের সঙ্গে আমাকেও বা টানেন!

দুঃশ্যো।—মাতুল! নীরবে কেন?

ভাবিবার নাহি অবসর,

হও ত্বরান্বিত।

(কর্ণের প্রতি)।

সখে!

মাতুল বড়ই ভীত,

কাজ নাই ওঁরে আর।

তুমিই বহুস্তে লিখ লিখ।

শকুনি।—না, বাপু! আমি ভীত দীত হই নি,

কর্ণ।—কি হেতু কল্শিত তবে?

শকুনি।—লিখিতে গেলেই যাত ক'র।

কর্ণ। তুমিই পরামর্শ দিয়াছ।

আমি বরং হুঁশিয়ারে ছেলে আমি।

তোমরা হুঁজনে লিখিলে

খুব শীঘ্র কার্য সম্পন্ন হ'বে।

(স্বগত)।—বাই একবার

ভীষ্ম ছোপ বিদুরকে সংবাদ দি।

তা'রা যদি

দুঃখ্যাধনের যুদ্ধেচেষ্টা নিবারণ ক'তে পারেন

[প্রস্থান।

কর্ণ।—চল, সখে! নির্জন ভবনে,

দৌহে মিলি' বৃক্তি করি',

পিপি লিখি একে একে।

[ভীষ্মের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

হস্তিনানগরী—দুঃখ্যাধনের কক্ষ।

কর্ণ ও দুঃশ্যাসনের প্রবেশ।

কর্ণ।—বীর!

তোমাকে সমস্ত দুর্গসংস্কারের ভার

গ্রহণ ক'তে হ'বে।

তদ্ব্যতীত অনেক গুলি নূতন দুর্গও

নিৰ্মাণ করা'তে হ'বে।

দুঃশ্যো।—অস্বরাজ!

তুমি এ সকল কার্যে

আমাপেক্ষা বিশেষ নিপুণ,

হুতরাং—

কর্ণ।—তোমার অগ্রজ যে আমার প্রতি

সৈন্যগণের যুদ্ধশিক্ষার ভারার্পণ ক'রেছেন

তা' তোমার কোন চিন্তা নাই,

আমি মধ্যে মধ্যে

তোমার কার্যকলাপ দর্শন ক'রবো।

দুঃশ্যো।—তা' হ'লে আমার আর চিন্তা কি?

আচ্ছা,

মাতুল মহাশয়

কোন কার্যের ভার গ্রহণ করেন ?

কর্ণ।—তিনি বৃদ্ধব্যাগারে নির্নিগূঢ় থাকে চান।

দুঃখা।—কেন ?

কর্ণ।—তিনি অসুস্থ অপেক্ষা চক্রবৃদ্ধেই পটু,
বলপ্রয়োগ অপেক্ষা স্থলপ্রয়োগেই চতুর।

ভীষ্ম ও দুর্যোধনের প্রবেশ।

দুর্যোধ্য।—পিতামহ !

যা' ক'রেছি তা' ক'রেছি,

অজ্ঞাধা করিতে নারি আর ;

বে হ'বে সে হ'বে,

নাহি ডরি তা'র,

নিজ স্বত্ব কি হেতু অস্ত্রে দিব ?

মম পূজ্যপাদ পিতা মহাশয়

এ ভারতরাজ্যে মোরে কৈলা অভিষেক,

এবে আমি রাজ্য-অধীশ্বর ;

বল তবে, পিতামহ !

মোর রাজ্য-অর্ধভাগ কোন ন্যায়মতে

যুধিষ্ঠিরে করিব প্রদান ?

অর্ধরাজ্য দূরে থাক্,

হৃচাণ্ড যুক্তিকা-কথা

নাহি দিব যুধিষ্ঠিরে।

ভীষ্ম —দুর্যোধন !

নিতান্ত বালক তুমি,

জ্ঞানালোক ভিলমাত্র নাই,

তেঁই কহ এ পাপ বচন।

যুধিষ্ঠির পর নহে,

খুল্লভাত-পুল্ল তোমাদের,

তেঁই তাঁ'র আছে অধিকার

রাজ্য-অর্ধভাগে স্ভারমতে।

কর্ণ।—ভাল, তাই বেশ গ্রাহ্য করিলাম,

কিন্তু বল দেখি, বৃদ্ধবীর !

কোন স্ভারমতে—কোন ধর্মমতে—

যুধিষ্ঠির ভাজিয়াছে পণ-অঙ্গীকার ?

ভীষ্ম।—কোন পণ-অঙ্গীকার ?

কর্ণ।—দ্যুতপণ—দ্যুতপণ !

বৃদ্ধ ! মনে কি হে নাহি ভব—

পাশাপট্ট শত্রুনির পাশে

সম্মুখান্ত হ'য়ে বনবাসে

গেল সেই যুধিষ্ঠির ?

মনে কি হে নাই—

দ্বাদশ বৎসর বনবাস,

এক বর্ষ অজ্ঞাতনিবাস,

এই পণ পূর্ণ করি'

ধর্মের গোচরে পা'বে জীব ?

কিন্তু, বৃদ্ধ !

এবে সেই যুধিষ্ঠির কোন ধর্ম মানি'

লজ্জন করিল সেই পণ ?

কোন স্ভার মানি'

মৎস্ত আর উপব রাজ্যেরে

সহায় করিয়া চাহে রাজ্য লইবারে ?

জানি আমি তোমারে বিশেষ,

অধর্ম্যো পাণ্ডবপক্ষে তুমি,

তেঁই আজ অধর্ম্মেরে ভাব ধর্ম্মজ্ঞানে,

ধর্ম্মেরে অধর্ম্ম ভাব।

তোমা'নম পাণ্ডব-বন্ধুর

না চাহি শুনিতে কোন কথা।

যাও তুমি, বল যুধিষ্ঠিরে

অগ্রে পালি' দ্যুতপণ

তবে যেন আসে হেথা পিতৃরাজ্য নিতে।

পুনর্বার অরণ্যে পশিরা

প্রতিষ্ঠার কাল পূর্ণ করি'

দুর্যোধন বরাবরি

আশ্রক যুড়িয়া হস্ত সে পক্ষ পাণ্ডব।

তা' যদি না পারে,

যদি নিতান্তই বৃদ্ধ-আশা করে

অধর্ম্মের ভার বরি' শিরে,

তা'তেও প্রস্তুত আছি ;

এই হেতু বৃদ্ধ-প্রয়োজন।

নিশ্চর জানিও,

ধর্ম্মযুদ্ধে অধার্ম্মিক পাপী যুধিষ্ঠির

পা'বে সমুচিত প্রতিফল ।

ভীষ্ম।—কর্ণ ! শত বিক্ তোমা !

মৃতপুত্র অতি নীচ ভূমি,

তৈই কহ হেন নীচ ভাষা ;

নীচ আশা যা'র,

উচ্চ ভাব কোথায় তাহার ?

অন্ধকার পাতালেই রয়,

মৃত্যুপাশে পারে কি বাইতে ?

রাধেয় ।

কোন মুখে উচ্চারিলে তুমি—

যুধিষ্ঠির অধাৰ্ম্মিক ?

অধাৰ্ম্মিক জন্মের গোচর

জগতের অনাদিকারণ হরি নারায়ণ

প্রাণ বাঁধা দেয় কোন কালে ?

কলের পুতলী সম

অদৃশ্যের করে খেলে কি কখন হরি ?

এত দেখে শুনে

তবু বল যুধিষ্ঠিরে অধাৰ্ম্মিক ?

দিক্ থাক্ তোমা হেন মূৰ্খ জনে ।

কর্ণ।—না কহিও হেন বাক্য আর,

বুদ্ধ বলি' সহি বজ্র,

কিছু অন্যায়ের পক্ষ নহি আমি ।

আত্মধৰ্ম্ম পালি বিধিমতে,

আত্মধৰ্ম্মমতে বরঞ্চ ত্যজিব তত্ত্ব,

তবু নাহি অন্যায়েরে দিব আলিঙ্গন ।

ধৰ্ম্মে ধরি' শিরে যুগ্মিব সমরে,

দেখি, কিবা করে

যুধিষ্ঠির ভীমার্জুন আদি সে পাণ্ডব ।

(হৃষ্যোধনের প্রতি)—

সাধে !

না ভুলিও বুদ্ধের বচনে,

এই ভীষ্ম পাণ্ডবের প্রাণ ।

ভীষ্ম।—হৃষ্যোধন ! সাবধান হও,

নীচ কর্ণে না দিও আশ্রয়—

না দিও আশ্রয় এক ভিল ।

কুটিল শকুনি, কর্ণ, মূৰ্খ হৃশাসন

এই তিন জন

সর্বনাশ, মাননাশ,

প্রাণনাশ করিতে তোমার

ভূতলে হ'য়েছে অবতার ।

হৃশা।—পিতামহ !

খালি খালি পালি দাও কেন ?

কি দোষ পাইলে যোর ?

কেন আজ হেন কটু ভাষা কর উচ্চারণ ?

অগ্রজ আমার রাজ্য-অধিপতি,

তঁার প্রতি তব দয়াবিন্দু নাই,

দয়া-সিন্ধু পাণ্ডবের দিকে ।

ছি ছি ! এ বড় লজ্জার কথা,

পিতামহ ভীষ্মদেব অধর্ম্মের দিকে !

কর্ণ।—বুদ্ধ হ'লে এইরূপি হয়,

শুণু ভীষ্ম নয়,

শ্রুতরাষ্ট্র, কপ, জোণ, বিহুবাতি

সবাই ভীষ্মের অবতার !

ভীষ্ম।—কর্ণ ! তিষ্ঠ নিরুত্তরে ।

বৎস হৃষ্যোধন !

যুদ্ধ-আশা কর পরিহার,

কেন নিজে নিজের মরণ কর অবেষণ ?

বিরাতের গোপূহ-সমরে

কি দুর্দশা ঘটছিল তোমা'সবাকার

একমাত্র অর্জুনের করে,

সেই কথা ভাব একবার ।

পাণ্ডবেরা পুনঃপুনঃ

যে সব দুষ্কর কার্য কৈল সম্পাদন,

তুমি, কর্ণ, হৃশাসন অথবা শকুনি

কোন কার্য ক'রেছ সেরূপ ?

বল তবে,

কি সাহসে চাও যুগ্মিবারে

বমসম পাণ্ডবপুত্রের সাধে ?

বিপরীতে তোমারই মাথে

পড়িবে দারুণ বজ্র ।

বুদ্ধ আমি,

বুদ্ধনীতি—ধর্ম্মনীতি—স্ত্রীরনীতি

সমস্তই বুঝি বিধিযুক্ত ;

যদি মোর ভাব,

ফাড়া যোর যুদ্ধ-আশ ।

যুধিষ্ঠিরে অর্জু রাজ্য নিয়া,

অর্জু রাজ্য নিজে নিয়া

ভাই ভাই হুগে কর অবস্থান ।

বৎস !

ভাই ভাই এক ঠাই—

এর চেয়ে লুপ নাহি আর ;

ভাই ভাই ঠাই ঠাই—

এর চেয়ে হুগে নাহি আর ।

করিয়া বিচার

ধর্ম্মপথে তিষ্ঠ, হৃষ্যোদন !

কর্ণ ।—(হৃষ্যোদনের প্রতি)—

সখে !

অদ্বুত কুচক্রী ভীষ্মদেব,

বুঝি 'হুঝি' যেনা হয় কর ।

হৃষ্যো ।—পিতামহ !

অমুরোধ করি বার বার,

বাধা মোরে নাহি দিও আর ।

তোমার প্রতিজ্ঞা যেইরূপ কভু নাহি নড়ে,

আমারো প্রতিজ্ঞা সেইরূপ থাকিবে অটুট ।

বিনা যুদ্ধে স্বচাগ্র মেদিনী

নাহি দিব যুধিষ্ঠিরে ।

পরশক্র অপেক্ষা নিশ্চয়

জ্ঞাতিশক্রে অতি ভয়ঙ্কর ।

এ হেন শক্রে আমি

কেন দিব নিজ অংশ মোর ?

মোর রাজ্যে

পাণ্ডবের কিবা অধিকার ?

অটুট প্রতিজ্ঞা মোর কভু না টুটিবে,

যতক্ষণ প্রাণ মোর,

ততক্ষণ যুধিষ্ঠির রাজ্য নাহি পাবে ।

ভীষ্ম ।—হৃষ্যোদন !

মৃত্যুকালে ঔষধ না খায় রোগী,

আসন্ন সময়ে যুক্তিবিপর্যয় ঘটে,

নহে কেন না ভুলিলি মোর কথা ?

আইমু সাধিতে হিত,

কেন দিলি প্রাণে ছেন বাধা ?

বড় হুগে রহিল আমার—

পাষণের কঠিন লহরে

কড়াইমু অমৃতের বীজ,

বুধা গেল শুষ্ক হ'য়ে ।

শেষ কথা ব'লে যাই,

যদি না ভীষ্মের যুক্তিযুক্ত

কার্য্য কর, হৃষ্যোদন !

নিশ্চয় নিধন হ'বে তুমি ।

মনে যেন রয়—

'যথা কৃত্য, তথা ধর্ম্ম,

যথা ধর্ম্ম, তথা জয় ।'

[প্রস্থান ।

(হৃষ্যোদন, হুঃখাসন ও কর্ণের পরস্পর কাণে
কাণে কি কথা কওয়া)

শকুনির প্রবেশ ।

শকুনি ।—(বগত)—হৃষ্যোদন কথা শুনে না ।

ভীষ্মাদিও কিছুতে বুঝতে পারেন না ।

নিশ্চয় যুদ্ধ ঘ টবে,

একটুখানি মাটির জন্যে

সমস্তই মাটি হ'বে দেখ্‌চি ।

তা' বা'ই হোক,

যতক্ষণ দ্বাস—ততক্ষণ আশ ।

হৃষ্যোদনকে আর একটা যুক্তি দি,

দ্বারকা থেকে কুককে আনতে বলি ।

কুক যদি হৃষ্যোদনের দিকে হয়,

তবে আর কিসের ভয় ?

যদি আর কিছুও না হয়,

তবু আমি এক প্রকার রক্ষে পাব,

ভীষ্মাকার ভীষ্মের হাত এড়া'ব,

কদাকার গদাটার সাও এড়া'ব ।

(প্রকাশে)—বৎস হৃষ্যোদন !

পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধ করাটা নিশ্চয় কি ?

কর্ণ।—এখনো কি আপনার সম্বন্ধ আছে?

শকুনি।—আঃ, তুমি একটু চুপ কর না।

দ্রুপ্যো।—মাতুল মহাশয়!

অজরাজ দ্বার আমার বাক্য একই।

শকুনি।—তা' জানি,

তু'জনে এক প্রাণ—এক আত্মা—এক মন—

এক ধ্যাম—এক জ্ঞান—

এক শরীরে ডান হাত বাঁ হাত।

বৎস! একটা কথা-ব'লবে কি?

দ্রুপ্যো।—বলুন।

শকুনি।—কৃষ্ণকে যদি হস্তগত ক'তে পার,

তা' হ'লে বড় ভাল হয়।

আমি জানি,

একা কৃষ্ণ সহস্র পাণ্ডব।

তুমি অগ্রে গিয়ে তাঁকে যুদ্ধে বরণ কর।

কর্ণ।—কৃষ্ণ কিবা জানে যুদ্ধনীতি?

শকুনি।—আমিও কিবা জানি যুদ্ধনীতি?

কিন্তু চক্রনীতি জানি সবিশেষ,

কা'র পাশা

পাণ্ডবের ক'রেছিল সে-হেন হুঁশী?

কা'র পাশা

পুতাইল দ্রুপ্যোধন ভূপতির আশা?

দ্রুপ্যো।—কিরূপে বরিব কৃষ্ণ?

শকুনি।—কেন?—তা'র চিন্তা কি?

কৃষ্ণকে সারথ্য কার্যে বরণ কর।

কৃষ্ণ সারথি হ'লে

শত শত মহারথী রথ ছেড়ে পলা'বে।

পাণ্ডব তো পাণ্ডব,

সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড এলেও পরাজয় মানবে।

কৃষ্ণ আমার চেয়েও হলকৌশলী,

ধরি মাছ না ছু'ই জল;

নিজের হাতে তিনি কিছুই ক'রবেন না,

কিন্তু যুক্তিবলে বা' ক'রবেন,

তা' লক্ষ লক্ষ অস্ত্রধারীও পারবে না।

দ্রুপ্যো।—কি বল, সবে?

কর্ণ।—তা সারথি কর;

তুমি রথী আর কৃষ্ণ সারথি;

এ কথা ভাল।

শকুনি।—তবে শীজ দ্বারকার পাণ্ডবা উচিত।

শীজ না গেলে

যদি পাণ্ডবেরা অগ্রে সেখানে বার,

তা' হ'লে আমাদের ইচ্ছা পূর্ণ হ'বে না।

দ্রুপ্যো।—কা'র পাণ্ডবা উচিত?

শকুনি।—তোমারই স্বয়ং,

অশ্রু লোক গেলে কৃষ্ণ ইতস্তত ক'তে পারেন,

তুমি স্বয়ং গেলে

আর অশ্রু মত ক'রবেন না।

বৎস! ব'লতে কি,

কৃষ্ণকে হস্তগত ক'ল্পে

জয়শ্রী নিশ্চয় তোমারই হ'বে।

দ্রুপ্যো।—তাই ভাল;

আপনারা যুদ্ধের অস্ত্রাগ্ন আয়োজন করুন।

আমি প্রত্যাগত হ'য়ে যেন

সমস্তই প্রস্তুত দেখতে পাই।

শকুনি।—তা' হ'বে।

কিন্তু তুমি খুব নীচ্র পাণ্ডব।

দ্রুপ্যো।—অথাই যাত্রা ক'রবে।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

দ্বারকানগরী—কৃষ্ণের কক্ষ।

(এক পার্শ্বে সুবর্ণ-পর্দাক সজ্জিত ও
তৎশীর্ষভাগে একখানি স্বর্ণাসন স্থাপিত)

কৃষ্ণ ও বলরাম।

কৃষ্ণ।—আর্ধ্য!

দেবের ঘটন কে করে লঙ্ঘন?

এত দিনে কৌরব পাণ্ডবে

নিশ্চয় কাঁপবে মহারণ।

তুমিরাহি আস্থি,

ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির অর্দ্ধরাজ্য তরে
পাঠাইয়াছিল। দূত হস্তিনানগরে,
কিন্তু সে হুর্গতি হুর্গোথান
বলিয়াছে—

‘বিনা যুদ্ধে হুচ্যগ্র মেদিনী
মাহি দিব যুধিষ্ঠিরে।’
শেষে রাজা যুধিষ্ঠির সন্ধির কারণে
প্রার্থনা করিয়াছিল। শুধু
ইন্দ্রপ্রস্থ, অবিহ্বল, বৃকহুল,
মাকন্দী, বারণাসত এই পঞ্চ গ্রাম
পঞ্চ ভাই তরে;
তা’তেও সে মূর্খ হুর্গোথান
সম্মতি করে নি দান।

কাজে কাজে এবে
কৌরব পাণ্ডবে হ’বে দারুণ সংগ্রাম।
ভুলিয়াছি,
হুই পক্ষে হুইতেছে সময়-সাজনি।

বল।—ভাই! বড়ই সঙ্কট বটে,
কিন্তু বিদ্রি-বিধি কে করে লঙ্ঘন?
হুর্গোথান কেন হেন অধর্মী হইল,
তাই ভাবি মনে।

ধিক রাজ্যলোভে!
ধিক রাজ্যভোগে!
ধিক রাজ্যনায়ে!
ভিক্ষুক বরুণ ভাল রাজ্যপতি হ’তে,
পাপমূল যুদ্ধ-আশা নাহিক তাহার।

কুম।—কহ, অর্ধ্য! এবে কিবা করি?

বল।—ভাই!

কি কৌরব, কি পাণ্ডব,
হুই পক্ষ আমাদের বিশেষ আত্মীয়,
এ দু’য়ের কোনো পক্ষে
আমাদের হস্তক্ষেপ করা ভাল নয়।
রাখ মোর কথা,
তুমি কোন পক্ষে না বাইও,
না ধরিও অস্ত্র শস্ত্র ভীষণ সংগ্রামে।
আমি বাই তীর্থ পর্যটনে;

হারিকার থাকিলে কি জানি
কোন পক্ষ অমরোদ্ধ-করে বা আমারে।
কুম! বল বল,

ধরিবে না অস্ত্র রণাঙ্গনে?

কুম।—তোমার বচন না করি লঙ্ঘন আমি।

না ধরিব অস্ত্র কুরুপাণ্ডব-সমরে।

বল।—বড় তুট্ট হৈলু আমি।

চলিলাম তীর্থ পর্যটনে।

[যলরায়ের প্রস্থান।

কুম।—কি যেন কি হয় মনে,
কে যেন আমারে ডাকে।
বোধি ধ্যানে।

(খানেন উপবেশন)

(ভ্রমস্থান হইয়া)—হুর্গোথান, ধনঞ্জয়
আসি’ছে আমার পাশে।

উত্তরের ইচ্ছা

সংগ্রামে বরিবে মোরে।

অধর্মের দিকে নহি আমি,

যথা ধর্ম তথা জয়।

একশে উপায় করি তার।

(উত্তরীয় বস্ত্রে মুখাবৃত করিয়া পর্য্যটকে শয়ন)

হুর্গোথানের প্রবেশ।

হুর্গো।—(সগত)—কই, কুম কোথা?

এই যে বিভোরে নিভ্রা যায়।

নিদ্রিতে ডাকা ভাল নয়,

অপেক্ষা করিয়া রহি,

জাগিলেই কহিব মনের কথা।

বসি কোথা?

এই যে পর্য্যটক শির-ধারে

হুবর্ণ-আসন হুসজ্জিত।

ইহার উপরি বসি’

যুদ্ধ-চিন্তা করি ততক্ষণ।

(আমানে উপবেশন)

অৰ্জুনের প্রবেশ ।

এ কে উপস্থিত ?—অৰ্জুন বে ।

মম সম ইহায়ে অস্তরে
জাগে কি কৃষ্ণের চিন্তা ?

যদি তা'ই হয়,
তা' হ'লে নিশ্চয়

আমারি পূরিবে আশা ।

অগ্রে আমি আসিয়াছি,
আমারি হইবে কৃষ্ণ ।

দেখি, কি করে অৰ্জুন ।

অৰ্জুন ।—(স্বগত)—এ কি হেরি.

পর্যাক্ষ-শিয়রে হুর্ঘ্যোদন ।

পাণ্ডবের সখা কৃষ্ণ পর্য্যাক্ষে নিদ্রিত ।
কৃষ্ণ !

অধীন পাণ্ডবগণে ভুলিবে কি, সখা ?

শ্রীচরণতলে বসি'

পদসেবা করি বিধিমতে,

পাণ্ডবেরে ক্ষুণ্ণ কি সজ্জ হরি

পদস্পর্শে পারিব বুঝিতে ।

(কৃষ্ণের পদতলে উপবেশন)

হুর্ঘ্যো ।—(স্বগত)—ধিক্ ধনঞ্জয় !

রাজকুল-কলঙ্ক নিশ্চয় তুই ।

চন্দ্রবংশে তোর সম নীচ আর নাই,

এত স্থান থাকিতে, নির্কোষ ।

কৃষ্ণের চরণতলে বসিলি অনাসে !

ছি ছি,

কৃষ্ণ এবে নিদ্রা হ'তে উঠি'

দেখিবে হু'জনে যবে,

কি ভাবিবে—কি বলিবে ?

বড় লজ্জা—বড় দ্বণ্ড ।

ইচ্ছা হয়,

ছাড়ি' এই স্থান,

কিন্তু স্বকর্গ্য সাধনে এম,

কাজেই থাকিতে হ'ল অধোমুখে ।

অৰ্জুন ।—(স্বগত)—দন্য আমি আজ ;

যেই শ্রীচরণ

মহাযোগী শিব ধ্যান করে

যেই শ্রীচরণ পাইবার তরে

ব্রহ্মা আদি দেবগণ,

জ্ঞানী মুনিগণ

কঠোর তপস্তা করে,

আজ সেই ভক্তাধীন শ্রীচরণ

অহস্তে করিব সেবা ।

আহা,

পাণ্ডবের নাথ হরি কত কষ্ট করি'

কঠিন মাটিতে হাঁটি' যান ছুটি' ছুটি'

আমাদের হিত সাধিবারে

মরুভূমি, অরণ্য, ভূধরে অনুজ্ঞা,

আজ সেই শ্রীচরণ সেবা করি'

কিয়দংশে স্বর্ণমুক্ত হই ।

তাহা ছাড়া

মুক্তির সম্ভল ক'রে লই ।

(কৃষ্ণের পদসেবা)

হুর্ঘ্যো ।—(সরোষে)—

শত ধিক্ তোমারে, অৰ্জুন !

রাজপুত্র বরে পরপদসেবা !

ধনঞ্জয় !

মত্যা নাহি হয় কেন এখনো তোমার ?

অৰ্জুন ।—এত যদি লজ্জা তব,

তুমিই মর না কেন, রাজা !

রাজবুদ্ধি ধর—রাজকার্য্য কর ;

প্রেমভক্তি—জ্ঞানভক্তি—মুক্তিভক্তি

তব মনে নাহি পায় স্থান,

পাষণে কি হয় কভু বীজের অঙ্কুর ?

অনলে কি মিলে সুখ ?

নির্কোষ !

রাজা বলি'—যানী বলি'—ধনী বলি'

কর বড় তেজ অহংকার,

কিন্তু তুমি কৃষ্ণে না চিনিলে,

এই খেদ জাগে মোর মনে ।

যিনি রাজার রাজা—যানীর যানী—

ধনীর ধনী,
বেশী কি বলিব—
যাঁ'র শ্রীপদের হুলিকণা পেয়ে
অনন্ত অনন্ত কোটি রাজা হ'টি হয়,
তাঁ'র কাছে তুমি ক্ষুদ্র কীট ।
হুঁয়ো।—(সচীৎকারে)—নুন বলি—
শত দিক্ বাতুক্ তোমারে !
কুম্ভ —(কপট নিজা হইতে জাগরিত হইয়া
প্রথমে সম্মুখস্থ অর্জুনকে দেখিয়া)—
কে ?—অর্জুন !
কখন আসিলে হেথা ?
বা'ই হোক,
হেরিয়া তোমারে সন্তোষ লভিমু অতি,
বল বল, ধনঞ্জয় !
কি ভাবিয়া আসিলে হেথায় ?
অবশ্য পূরা'ব তাহা ।

হুঁয়ো।—হে কেশব !
কুম্ভ ।—(দেখিয়া)—কে ?—মহারাজ হুঁয়োধন !
আজি কি সৌভাগ্য মোর,
চক্ৰিনার অধিপতি রাজা হুঁয়োধনে
পাইলাম গৃহে বসি' ।
আছ তো কুশলে, মহারাজ ?
(গাত্তোখান করিয়া)—
ব'স ব'স পর্য্যক উপরে, বীরবর !
বড়ই অন্যায় কার্য হ'য়েছে আমার,
রাখি নাই রাজসিংহাসন পাতি' ।
বড়ই পেয়েছ কষ্ট বসি' এই ক্ষুদ্রাসনে ।
কমা কর মোরে, রাজা !

হুঁয়ো।—কুম্ভ !
এ কি হে বিচার তবে ?
কুম্ভ ।—কমা কর, মহারাজ !
ব'স এই পর্য্যক আমার ।
হুঁয়োধন ।—না না, সে জন্য না বলি কিছু ।
কুম্ভ ।—বল, রাজা !
কি দোষ করিমু তবে ?
হুঁয়ো।—অর্জুনের আসিবার আগে

আমি আসিয়াছি তব পাশে ;
তবে অগ্রে তুমি কি বিচারে
না জিজ্ঞাসি' মোরে
অর্জুনের আশা পূরাইতে চাও ?
কুম্ভ ।—মহারাজ !
অগ্রে বে এসেছ তুমি,
কিরূপে জানিব আমি ?
নিম্নোখিত হ'য়ে দেখি সম্মুখে অর্জুন ।
অগ্রে আমি হেরিমু অর্জুনে,
এই সে কারণে অগ্রে তাঁ'র সনে
কৈমু সম্ভাষণ,
প্রার্থনা পূরণ অগ্রে চাহিমু করিতে ।
এই মোর রীতি—এই মোর নীতি,—
বে আগে সে আগে—বে পাছু সে পাছু ।
(অর্জুনের প্রতি)—বল, পার্শ্ব !
কি চাও আমার কাছে ?

অর্জুন ।—কুম্ভ !
এই রাজা হুঁয়োধন মনে
রাজ্য ল'য়ে আমাদের ঘটিল বিবাক ।
যটিবে দ্বারকণ রণ,
হুই পক্ষে হয় যুদ্ধ-আয়োজন ।
তোমার সাহায্য মোরা চাই ।
কুম্ভ ।—অস্ত্র শস্ত্র না ধরিব রণে,
না করিব নিজে যুদ্ধ ।
কৌরব পাণ্ডব মাঝে
সমান সম্বন্ধ আছে মোর,
উভয় কুলের আমি হিত ইচ্ছা করি।
ঠেই কহি, না ধরিব নিজে অস্ত্র ।
বল, আর কিবা চাও ?

অর্জুন ।—যতপত্তি !
মহারাজ যুধিষ্ঠির পাঠাইলা মোরে
বরিতে তোমারে মম সারথির পক্ষে ।
কুম্ভ ।—ধনঞ্জয় !
করিমু বীকার
যুদ্ধকালে হ'ব তব রথের সারথি ।
হুঁয়ো।—কুম্ভ !

এ কি হে অনাথ কথ্য ?

আমার সারথি-পদে বসিতে তোমারে

অগ্রে আসিলাম আমি,

কিন্তু পার্থের পুরা'লে আসা,

এ কেমন রীতি ?

কৃষ্ণ —

মোর রীতি-নীতি কথা আপনই বলিছি ।

যাই হোক, স্তম্ভ এবে, রাজ্য !

তোমারেও না হ'বে হতাশ হ'তে ।

নারায়ণী সেনা নামে বশ কোটি গোপ

আছয়ে অধীনে মোর ।

তুমি তা'ই চাও,

কিন্তু মোরে সারথি করিতে চাও ?

দ্রুপদ্যো।—(স্বপত)—বশ কোটি নারায়ণী সেনা !

অদ্বুত বাপার—অদ্বুত ঘটনা !

সারথি হইলে কৃষ্ণ কিবা লাভ মোর ?

সংগ্রামের কালে নিরস্ত্রের কিবা প্রয়োজন ?

অসুধারী যোদ্ধাই সাধিবে জয় ।

নারায়ণী সেনাই লইব আমি ।

(প্রকাশে)—হে কেশব !

দাও মোরে বশ কোটি নারায়ণী সেনা ।

কৃষ্ণ —তথাস্থ ।

যাও তুমি সৈন্যাগারে,

লহ নারায়ণী সেনা ।

[দ্রুপদ্যোথনের প্রস্থান ।

অর্জুন ।—সখে !

তবে না দেখি নিস্তার আর আমা'সবাকার ।

কৃষ্ণ ।—কেন, ধনঞ্জয় ?

অর্জুন ।—বশ কোটি নারায়ণী সেনা

যে লভিল তব পাশে,

তা'র মনে করিয়া সংগ্রাম

কে পারে লভিতে জয় ?

কৃষ্ণ ।—কেন তর ভাব, ধনঞ্জয় ?

আমারি শরীরোদ্বৃত

বশ কোটি নারায়ণী সেনা ।

আমি তা'সবার বলরূপী,

আমিই সে মূল ।

বল-মূল তোমার নিকটে ঝাঁপা,

কি ভয় সমরে তবে তব ?

পাণ্ডবের পক্ষে কারা,

কৌরবের পক্ষে ছায়া ।

কারা হ'তে ছায়া হয়,

ছায়া হ'তে কারা নাহি হয়,

তবে কেন ভয় ?

অর্জুন ।—হরি !

তুমিই পাণ্ডবগণ-প্রাণ,

অর্জুনের শক্তি বুদ্ধি মন্ত্রণা তরসা ।

কৃষ্ণ ।—যাও এবে তুমি, ভাই,

মহারাজ যুধিষ্ঠির-পাশে ।

কহ তা'রে

তত্ত্বাধীন কৃষ্ণ হইল সারথি ।

আমিও যাইব তা'র পাশে

হ' এক দিনের মাঝে ।

[উভয়ের প্রস্থান ।

দ্বিতীয় অঙ্ক ।

প্রথম দৃশ্য ।

উপপ্রধানগর—যুধিষ্ঠিরের মন্ত্রণাগৃহ ।

যুধিষ্ঠির, ভীম ও অর্জুন উপবিষ্ট ।

ভীম ।—মহারাজ !

আপনি আমাদের জ্যেষ্ঠ ও প্রেষ্ঠ,

আপনাকে পরামর্শ দান করা

আমার বালকতা মাত্র ;

তথাপি আমার মনের কথাগুলি

প্রকাশ ক'ন্তে উচ্যত হ'য়েছি ;

যদি আজ্ঞা করেন তো বলি ।

যুধি ।—ভাই !

কেন আজ একপ কুণ্ঠিত হ'ল ?
 বল, কি ভোমার মনোগত ইচ্ছা ?
 ভীম।—যে যা' প্রার্থনা করে,
 সে তদ্ব্যতীত অন্য কিছু চায় না।
 দুর্গ্যতি দুর্গ্যোধন
 আমাদের নিকট যুদ্ধপ্রার্থনা ক'রে,
 অথচ আপনি বারংবার তা'তে অসম্মত হ'য়ে
 তা'কে সন্ধি দান ক'রে চাচ্ছেন।
 এতে কা'রই অভিসন্ধি সিদ্ধ হ'ছে না।

যুধি।—ভীমসেন !

এক বার চেষ্টা ক'লে যদি কার্যসিদ্ধি না হয়,
 দশ বার চেষ্টা করা উচিত।
 দশ বারে যদি না হয়,
 শত বার চেষ্টা করা চাই।

অর্জুন।—না, মহারাজ !

হুঁচুচু দুর্গ্যোধনের নিকট হ'তে
 আমাদের আর সহজে
 রাজ্যাংশ হস্তগত হ'বে না।
 আপনি যত বার সন্ধির চেষ্টা ক'রবেন,
 সে দুর্জয় দুর্গ্যোধন
 তত বার আপনাকে তুচ্ছতাক্ষিয়া ক'রবে।
 আপনি উভয় পক্ষের মঙ্গলের জন্য
 রাজ্যার্জিপ্রাপ্তির সন্ধি ক'রেন,
 সে তা' অনুধাবন ক'রে না,
 বরং একপ চিন্তা ক'রে যে
 গুণ পাণ্ডব কাপুরুষ, ভীম, দুর্জয়,
 তাই সন্ধিরূপ ভিক্ষার জন্য লালায়িত।

ভীম।—অর্জুন ! ঠিক ব'লেছ, তাই !

(গুণ্ঠিতের প্রতি)—ধর্মরাজ !
 আর সন্ধির জন্য চেষ্টা ক'রবেন না।
 আপনি আমাদের প্রস্তাবে সম্মত হউন,
 আপনার চিরায়ুগত ভীমসেনকে আজ্ঞা দিন,
 এক বার ভীমের গদাযুদ্ধ দর্শন করুন।
 কি আপনি, কি অর্জুন,
 কি নকুল, কি সহদেব—
 কা'কেও

যুদ্ধের জন্য অস্ত্র ধারণ ক'রে হ'বে না।

আপনার শ্রীচরণপ্রসাবে

একা ভীমসেনই সমস্ত কৌরবের

প্রাণ বিনাশ ক'রবে।

মহারাজ !

আমি যে এত কাল ধ'রে

গদাযুদ্ধ শিক্ষা ক'রলেম,

তা'র পরীক্ষা থেকেও কি

আপনার সাধ হয় না ?

যুধি।—ভীম !

বজ্রাঘাত দেতে কে সাহস করে ?

সঞ্জয়ের প্রবেশ।

কে ?—সঞ্জয় ? এস এস—কেমন আছ ?

সঞ্জয়।—(অভিবাদন করিয়া)—ধর্মরাজ !

আজ ভাগ্যবলে

আপনাদের দর্শন লাভ ক'রলুম।

যুধি।—সঞ্জয় ! বোধ হয়,

তুমি সন্ধির মীমাংসা বার্তা এনেছ ?

সঞ্জয়।—পাণ্ডবনাথ !

আমি আমার ভাগ্যদোষে

আপনার প্রশ্নের অভিমত উত্তর

দিতে পারলুম না।

যুধি।—কেন, সঞ্জয় ?

মহারাজ যুত্তরাষ্ট্র কি আমার সন্ধিপ্ৰস্তাবে

সম্মত হন নি ?

সঞ্জয়।—তিনি হ'য়েছিলেন,

কিন্তু

দুর্গ্যোধন কোন মতেই সম্মত হ'লেন না।

ভীম।—তবে কিসে সে সম্মত হ'য়েছে ?

সঞ্জয়।—যুদ্ধ ক'রে।

ভীম।—ভয়ানক, ধর্মরাজ !

সঞ্জয়ের মুখে দুর্গ্যোধনের মনের অভিসন্ধি ;

তথাপি আপনি সন্ধির জন্ত চেষ্টা করুন।

যুধি।—সঞ্জয় !

দুর্গ্যোধন কি পিতৃবাক্য এতই অগ্রাহ্য করবে ?

ভীম।—ধর্মরাজ !

দুষ্ট দুর্ঘোষন সম্বন্ধে ওরুল বাক্য

কি জন্ত উত্থাপন ক'ছেন ?

দুর্ঘোষনও যেমন,

দুর্ঘোষনের পিতাও তেমন।

বিষ হ'তে বিষই উৎপন্ন হয়।

মহারাজ ! মনে কি নাই

কা'র ইচ্ছা—কা'র প্ররোচনার—

কা'র উত্তেজনায়

আমরা দ্বাতে পরাজিত হ'য়ে

এত কীল বনবাসী হ'য়েছিলেম ?

আপনি নিশ্চয় জানবেন—

যে দ্বুতরাষ্ট্র, সেই দুর্ঘোষন,

যে দুর্ঘোষন, সেই দ্বুতরাষ্ট্র।

অর্জুন।—পাপিষ্ঠ কর্ণ আবার

সেই পিতাপুত্রের প্রাণ।

ধি।—ভীম ! অর্জুন !

তোমরা কিয়ৎ কাল কাত হও।

আমি হুন্ধি সঞ্জয়ের নিকট

অবশিষ্ট বিষয় অবগত হই।

সঞ্জয় !

পূজ্যপাদ পিতামহ ভীষ্ম, আচার্য্য দ্রোণ,

খুল্লতাতে বিহ্বলও কি সুবোধনকে

কুপথ হ'তে স্থপথে আনতে পারেন না ?

স্রয় —দুঃশাসন, কর্ণ ও শকুনি থাকে

দুর্ঘোষনকে কে স্থপথে আনতে পারে ?

ধি।—সঞ্জয় !

দ্বুতরাষ্ট্র দুঃশাসন ও শকুনি

একণে স্থূল না হুশ ?

স্রয়।—বীরবর !

এ কথা জিজ্ঞাসা করবার অর্থ কি ?

ধি।—দুঃশাসন একণে স্থূলদেহ হ'লে

যুদ্ধক্ষেত্রে তা'র বজ্রেরক পান ক'রে

আমার প্রতিজ্ঞা পূর্ণরূপে সকল হ'বে।

আর অধিতীর শঠ, মহাপাপিষ্ঠ শকুনি

স্থূলশরীর হ'লে

সমরক্ষেত্রে শকুনিরা

তা'র শব উদ্ধরণ ক'রে পরিতৃপ্ত হ'বে

অর্জুন।—সঞ্জয় !

দুর্ঘোষনের প্রসাদভোজী অর্জুনের কর্ণ

একণে কেন গুরুর নিকট

রথ-যুদ্ধ শিক্ষা ক'ছে ?

সঞ্জয়।—বীরেন্দ্র ধনঞ্জয় !

আপনিও আবার—

অর্জুন।—কেন, সঞ্জয় ! তোমার কি মনে নাই—

কর্ণ যে একমাত্র রথে অবস্থিত হ'য়ে

রথাত্তর-গ্রহণ না ক'রে

পাণ্ডবগণকে বিনাশ ক'র্বে ব'লেছিল ?

যাই হোক, তুমি তা'কে একণে ব'ল—

অর্জুন তা'র সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ ক'রে

তা'রই রথচক্রে তা'কে নিষ্পেষিত ক'র্বে।

ভীম।—আমি এই বার শেষ কথা বলি,

সেই গদা-যুদ্ধ-বিশারদ অভিমানী

আমাদের রাজ্যপহারক দুর্ঘোষনকে

ভীমসেনের সুহারুণ লোহ-গদায়

যুদ্ধক্ষেত্রে

পৃথিবী-রাজ্যের হরাকাক্ষা ত্যাগ ক'রে

বম-রাজ্যের নরক-বহুলা ভোগ ক'তে হ'বে

সঞ্জয় ! আর অধিক কি ব'লবো ?

সেই দ্বার্বাক অন্ধরাজ দ্বুতরাষ্ট্রের

পাপ সভাগৃহে কপট-দ্যুত-ক্রীড়াকালে

কৌরব-হস্তে

পতি মাধা দ্রৌপদীর সেই অপমান

পাপিষ্ঠ কৌরবগণের

মৃত্যুবার উদ্ঘাটন ক'রেচে,

সে দ্বার আর কিছুতেই অবরুদ্ধ হ'বে না।

সঞ্জয়।—আপনাদের

এই সকল দৃঢ় প্রতিজ্ঞার ভরেই

মহারাজ দ্বুতরাষ্ট্র

আমাকে এখানে দূতস্বরূপ পাঠিয়েছেন।

ব'লে দিয়েছেন যে,

দুর্ঘোষনের সমস্ত অপরাধ, সমস্ত অত্যাচার

পাণ্ডবগণের কমা করাই

সর্বতোভাবে কর্তব্য ।

যুধি।—সঞ্জয় !

আমরা নিজ-রাজ্যাংশে বঞ্চিত হ'য়ে

দরিদ্র ভিক্ষুকের স্থায় অবস্থান ক'রে

কাল যাপন ক'রবো,

এই কি জ্যেষ্ঠতাত রাজা দ্বুতরাষ্ট্রের ইচ্ছা ?

আমাদের অংশ আমরা প্রাপ্ত হ'লেই

আমরা

আর কোন বৃদ্ধিগ্রহউপস্থিত ক'রবো না ।

গবলগণ-নন্দন !

অধিক প্রার্থনা করি না,

কেবল আমাদের পক্ষ ভাতার নিমিত্ত

বৃকহল আদি পক্ষ গ্রাম মাত্র প্রাপ্ত হ'লেই

সুযোগনের বিপক্ষে অস্ত্রধারণের

আশা পরিত্যাগ ক'রবো ।

সঞ্জয়।—ধর্মরাজ !

হৃদ্যোধন কোন মতেই

হুচ্যগ্র উখিত ভূমি মাত্রও দেখেন না ।

তাঁর সেই দৃঢ় পণ

কিছুতেই বিচলিত হ'বে না ।

ভীম।—তেমন অবাধ্য পুত্র হৃদ্যোধনকে

অন্ধ পিতা দ্বুতরাষ্ট্রের

সহস্র বিনাশ করা উচিত ।

যদি তা' না পারেন,

অদ্যই তা'কে ত্যজ্যপুত্র করা কর্তব্য ।

অর্জুন।—অন্ধরাজকে আর তা' ক'তে হ'বে না,

আমরাই

হৃদ্যোধনকে অগ্রে জীবন গ্রহণ ক'রে

পশ্চাৎ সমস্ত রাজ্য গ্রহণ ক'রবো ।

যুধি।—সঞ্জয় !

আর বেশী কথা কি ব'লবো ?

ভূমি সুযোগনকে ব'ল বে,

যদি সে পাঁচখানি গ্রামও দিতে না চায়,

তবে চারিখানি গ্রাম দি'কু ।

ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেব

আমার এই চারি ভ্রাতা সেই চারি গ্রামে

স্বাধীনভাবে অবস্থান করুক ।

আমার আর কিছুই প্রয়োজন নাই,

আমি পুনর্বার বনে বনে—ভীর্থে ভীর্থে

ভ্রমণ ক'রে জীবন যাপন করি ।

সঞ্জয়।—মহারাজ !

আপনার এই উদারতা ও নিঃস্বার্থতার

তুলনা নাই ।

এই জন্যই আপনি

দেবগণের নিকটেও পূজিত ।

কিন্তু বড় পরিতাপের বিষয় যে

এমন ধর্মশীলকেও

রাজা হৃদ্যোধন রূঢ় পত্র লিখেছেন ।

ভীম।—কি ? পত্র ?

কই, দেখি দেখি ?

(হস্তপ্রসারণ)

সঞ্জয়।—(পত্রপ্রদানোদ্‌যোগ)

ভীম।—না, *

আমি ও পাণ-লিপি স্পর্শ ক'রবো না ।

যুধি।—সঞ্জয় ! আমাকে পত্র দাও ।

(পত্রগ্রহণ ও পাঠ)

সঞ্জয় ! ভূমি অমন কোমলহৃদয় হ'য়ে

কিরূপে এরূপ বজ্র বহন ক'রে আনুলে ?

সঞ্জয়।—রাজনু !

পরাদীনতার

আমার হৃদয়ের কোমলতা নষ্ট ক'রেছে,

দাসত্ব ও অর্থ

আমাকে বজ্র-কঠিন ক'রেছে ।

হা ! ধিক্ পরাদীনতার ! ধিক্ দাসত্বে ।

ধিক্ অর্থে !

ভীম।—মহারাজ !

হৃদ্যোধনের এ পাণ লিপির মর্ম কি ?

যুধি।—সুযোগন লিখেছে—

"জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব !

লোকে তোমাকে অতি ধর্মশীল বলে,

সে কথা যদি সত্য হয়,

তবে তুমি ধর্মযুদ্ধে অগ্রসর হও,
 বিনা ধর্মযুদ্ধে
 তোমার রাজ্যশাসন করাই অশ্রায়,
 অধার্মিকের শ্রায়
 কেন সন্ধিরূপ অধর্ম্য কোশল
 বিস্তার ক'রে
 আমার রাজ্যপরিচয়ের চেষ্ঠা ক'র ?
 তুমি আর বারংবার বুধা সন্ধির কথা ব'লে
 কাপুরুষের শ্রায়—অধার্মিকের শ্রায়
 আমার রাজ্যের একটি কুলিকণাও
 প্রার্থনা ক'র না।
 এই আমার শেষ পত্র—
 এই আমার শেষ কথা—
 পৃথিবীস্থ সম্রাট হুয়োধন বিনা যুদ্ধে
 যুধিষ্ঠির, ভীষ্ম, অর্জুন, নকুল ও সহদেবকে
 একটি সর্ষপও অর্পণ ক'রবেন না।

ভীষ্ম—মহারাজ !

আমি বরাবর তো আপনাকে ব'লে আসছি,
 আপনার হুয়োধন আপনাকে অবজ্ঞা করে,
 আপনাকে সে পথের ভিখারী ক'রে চার,
 তবু আপনি
 আমার কথা ক'রপাত করেন না।
 এখন দেখলেন তো ?

যুধি—সজ্জয় ! ধর্ম্য সাক্ষী,

আর আমার কোন অপরাধ নাই,
 হুয়োধন অবিলম্বে ধর্ম্যযুদ্ধ দর্শন ক'রবে।

সজ্জয়।—ধর্ম্যরাজ !

আপনার আবার ধর্ম্য সাক্ষী কি ?
 আপনি তো স্বয়ং সাক্ষ্যে ধর্ম্য।
 পৃথিবীস্থ পাপিষ্ঠ লোকগণকে
 ধর্ম্য শিক্ষা দেবার জন্য অবতীর্ণ হ'য়েছেন।
 আপনি সাক্ষ্যে ধর্ম্য না হ'লে
 ধর্ম্যের আদিকারণ ভগবান হরি কি
 কখনো আপনার সহায় হ'তেন ?
 আমি জানি,
 'যথা ধর্ম্য তথা কৃষ্ণ, যথা কৃষ্ণ তথা ধর্ম্য'।

যেখানে কৃষ্ণ ও ধর্ম্য
 ভিন্ন দেহ মাত্র ধারণ ক'রে
 একপ্রাণ—একমন হ'য়ে আছেন,
 সেখানে এক জন হুয়োধন কেন,
 অন্যতম কোটি হুয়োধনকে
 অশ্রায় কার্যের ফল ভোগ ক'রে হ'বে।
 আমি ভগবান বৈদব্যাসের প্রমুখ্যে শুনেছি
 পাপমতি হুয়োধন সাক্ষ্যে কলি—
 সাক্ষ্যে অধর্ম্য,
 আপনি সাক্ষ্যে সত্য ও সাক্ষ্যে ধর্ম্য।
 লোকশিক্ষার নিমিত্ত
 সেই অধর্ম্য ও এই ধর্ম্যের সহিত
 ভরসার সম্বন্ধ হ'য়ে
 শেষে ধর্ম্যেরই জয় হ'বে।
 ঋষিবাক্য কখনও মিথ্যা হ'বার নয়,
 নৈলে হুয়োধন
 কেন এরূপ পাপময়ী নিপি লিখবে ?

যুধি—সজ্জয় !

হুয়োধন তোমার জন্ত অপেক্ষা ক'রে আছে,
 তুমি এক্ষণে তা'র নিকট প্রত্যাবৃত্ত হও।
 পিতামহ ভীষ্ম,
 পুত্র্যপাদ দ্রোণাচার্য ও কৃপাচার্য,
 জ্যেষ্ঠতাত মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র,
 যুগ্মপাত ধর্ম্মাত্মা বিহর,
 দেবী গান্ধারী এবং আমাদের সেই দীনহীন
 চিরহুঃখিনী জননী কুন্তীদেবী
 প্রভৃতি শুভজনকে
 আমার প্রাণম ও কুশলবাঞ্ছা
 নিবেদন ক'রো;
 হুয়োধন ও হুঃশাসনাদি শত ভ্রাতাকে
 আমার কুশল বিজ্ঞাপন ক'রো;
 ভাহুমতী প্রভৃতি শত বয়মাতা
 ও ভগিনী হুঃশলাকে
 আমার মেহ জানিও;
 অথথামা, কর্ণ ও শকুনিকে
 আমার কুশল বিজ্ঞাপন ক'রো;

পুরোহিত, ঋত্বিক, অপরাপর ব্রাহ্মণ,

সভাস্ত সভাগণ, রাজ্যের প্রজাগণ,

রাজকুমারিগণ, দাস দাসী

ও দৌলারিকগণকে

আমার কুশল বিজ্ঞাপন ক'রো।

আর এক কথা—

আমি যে সকল ব্রাহ্মণ, ঋক, ধর্ম, ক্রজ,

অঙ্গহীন, হবির, বামন ও অনাথগণের

রুচি নির্দারিত ক'রেছিলেম,

যাঁরা আমার আশ্রয়ে কালযাপন ক'ন্তো,

মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র বা হৃষোদন যেন

তাঁদের সেই রুচি লোপ না করেন।

আমার বিবেচনায়

ধর্মশীল লোকের পক্ষে রাজ্য, ঐশ্বর্য,

এমন কি নিজের প্রাণ পর্যন্ত লোপ হ'লেও

তত্ত্ব ক্ষতি হয় না,

বত ক্ষতি আশ্রিতের রুচি লোপ হ'লে হয়।

যাও, সঞ্জয়!

আমার এই সকল বাক্য

হস্তিনার রাজসভায় প্রতিধ্বনিত কর।

সঞ্জয়।—(অভিবাদন করিয়া)—

যথা আজ্ঞা, ধর্মরাজ!

ভীম।—সঞ্জয়! সঞ্জয়!

ধর্মরাজ তো অনেক কথা বলতে ব'ল্লেন,

আমি অত কথা জানি না,

কেবল একটা মাত্র বলি—

তুমি সেই পিশাচ দুর্গোদধনকে

আমার হ'য়ে ব'ল যে

'তোমার পরম শত্রু ভীমসেন

তোমাকে তা'র লৌহময়ী মহাপদার

একখানি চিত্র উপহার দিতে চায়,

মহাবীর দুর্গোদধন!

তুমি তা' গ্রহণ ক'রবে কি?'

সঞ্জয়।—বীরের উপযুক্ত বাক্য।

আমি একপে বিদায় হই।

যুধি।—ভীম! অর্জুন!

তোমরা একপে নকুল ও সহদেবকে নিয়ে

আমাদের পলায়নবী রাজগণকে পত্র লেখে,

তাঁরা যেন অনুগ্রহ ক'রে স্ব স্ব সৈন্ত নিয়ে

এখানে শীঘ্র উপস্থিত হ'ন।

এতক্ষণে আমি বিশেষরূপে বুঝ্ লেম—

কুরুপাণ্ডবযুদ্ধ অনিবার্য।

ভীম।—ধর্মরাজ!

রাজগণকে এনে কষ্ট দেবার প্রয়োজন কি?

আমাকে আদেশ করুন.

আমিই একাকী শত্রুকুল নির্মূল করি।

যুধি।—ভাই! যে সকল রাজা

আমাদের সাহায্য ক'রবার জন্য ইচ্ছুক,

তাঁদের না আনলে,

তাঁরা অপমান বোধ ক'রবেন।

অস্ত্রির ধর্মের

ধর্ম তো তোমার জানাই আছে।

ভীম।—তবে

আমরা পত্র ও দত্ত প্রেরণের উদ্যোগ করি।

[ভীম ও অর্জুনের প্রস্থান।

যুধি।—আহা,

ভাই হৃষোদন!

কেন তুমি এখনো ধর্মাবলম্বন ক'রেন না?

ঐ পরেছায় শীঘ্রই যেন

তোমার ধর্মবুদ্ধি লাভ হয়।

একজন ভৃত্যের প্রবেশ।

কি সংবাদ?

ভৃত্য।—স্বারূপতি পাণ্ডবনাথ শ্রীকৃষ্ণ

নগরতোরণে উপস্থিত।

যুধি।—হরি এসেছেন?

চল চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য ।

উপস্রবানগর—নগর-তোরণ ।

শ্রীকৃষ্ণ ও সাত্যকি ।

সাত্যকি ।—দয়াময় !

প্রথম বৌদ্ধের তাপ,

কেন আর দাঁড়া'রে ছেপার ?

চল ত্বর্য ধর্মরাজ-পাশে ।

কৃষ্ণ ।—না, সাত্যকি ! বা'ব না এখন,

কিঞ্চিৎ বিলম্ব কর ।

তনিয়াছি,

সঙ্কল্প গিয়াছে রাজ-পাশে ।

কৌরবের দূত সে সঙ্কল্প,

দৌত্যকাণ্ডে আসিয়াছে ছেপা ।

ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির-পাশে

বহুপি সে নিরখে আমারে,

হয় তো সমস্ত কথা না ক'বে প্রকাশি' ।

নপথ্যে যুধিষ্ঠির ।—কই কৃষ্ণ ?—

কই কই পাণ্ডবের নাথ ?

কৃষ্ণ ।—সাত্যকি ! সাত্যকি !

ওই যে আসেন ধর্মরাজ ।

অস্থির কি হেতু হেরি অত ?

সঙ্কল্প কি দেখে কুসংবাদ ?

চল চল, জিজ্ঞাসি রাজারে ।

(গমনোদ্বেগে)

বেগে যুধিষ্ঠিরের প্রবেশ ।

ধি ।—ভাই ! ভাই !

কখন এসেছ তুমি ?

রথ কই ?

কৃষ্ণ ।—(সহাস্যে)—

রথ হ'তে শ্রেষ্ঠ মোর মনোরথ,

বাঁধা তাহা তোমার নিকটে ।

মনোরথ নাহি ঘা'র,

রথ তা'র কোথা আর ?

যুধি ।—(সহাস্যে)—কেন চিন্তা চিন্তামণি ?

মনোরথ বাঁধা দিবে

পাণ্ডবের শিরোরথ কিনেছ তো, ভাই !

কমলচরণ হু'টি

রাধ মোর শিরোরথ'পরি !

কৃষ্ণ ! বুঝিয়াছি আমি,

অর্জুনের রথে তুমি হইবে সারথি,

করিয়াছ পণ—না হইবে রথী ।

আজ হ'তে প্রমাণ কি তা'র, দয়াময় ?

কৃষ্ণ ।—ধর্মরাজ !

সত্যই কি হ'তে হ'বে আমারে সারথি ?

কৌরব পাণ্ডবে

সত্যই কি যুদ্ধিবৈক দ্বন্দ্ব সংগ্রাম ?

সত্যই কি

সন্ধি মানিয়াছে পরাজয় ?

সত্যই কি দুর্ঘোষণ

অর্জু রাজ্য না দিবে তোমারে ?

যুধি ।—প্রতিজ্ঞা ক'রেছে সুযোধন

বিনা যুদ্ধে নাহি দিবে সূচ্যগ্র মেদিনী,

অর্জু রাজ্য বহু দূর ।

কৃষ্ণ ।—সঙ্কল্প না এসেছিল ?

যুধি ।—এসেছিল ।

হের এই শেষ পত্র,

এই পত্র যুদ্ধের ঘোষণা ।

(কৃষ্ণকে পত্রপ্রদান)

কৃষ্ণ ।—(পত্র পাঠ করিয়া)—

বড়ই অশ্রমী দুর্ঘোষণ ;

স্রায়ের পরম শত্রু,

লোভের পিশাচ অবতার,

হৃদ্বিহীন সাক্ষাৎ নরক,

মহা-বংশের কলঙ্কস্বরূপ ।

জ্ঞাতবৈর তা'র প্রাণ,

দার্পণরতা তা'র আত্মা,

পাপাচরণ তা'র মন,

হিংসা তা'র বুদ্ধি,

নীচতা তা'র জ্ঞান ।

হুয়াহু হুয়োধন নরকের কীট।

যাই হোক,

তথাপি

আমি এক বার তা'র নিকট গমন করি।

তায়সম্মত সন্ধির কথা

বিশেষরূপে বুলিয়ে বলি।

যুধি।—না, কুম্ভ !

সেখানে তোমার গিয়ে কাজ নি।

হুয়োধন যদি তোমার অপমান করে,

তা' আমার প্রাণে কখনই সহ্য হ'বে না।

আমি ধর্মকে

বার-পর-নাই ভয় করি—ভক্তি করি,

কিন্তু, যে তোমার অপমান করে,

আমি তা'কে উপযুক্ত শাস্তি দেবার জন্য

অনন্ত কোটি অধর্মের কার্যও

ক'ত্তে প্রস্তুত।

ভাই, ভাই বলি,

পাছে হুয়োধন প্রভৃতির হস্তে

তোমার অপমান হয়,

তা' হ'লে আমি

সেই অপমানের প্রতীকার জন্য

সরল উপায়ে বিকলমনোরথ হ'লে

নিশ্চয়ই ধর্মকে বিসর্জন দিয়ে

অধর্মকে আলিঙ্গন ক'র্বো।

কুম্ভ !

তখন কি তুমি

আর আমাকে ধর্মরাজ বলবে ?

কুম্ভ।—ধর্মরাজ ! কি জন্য চিন্তিত হ'ছেন ?

আমি ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের ধর্মবলে

জগতের কোন শত্রুকেই গ্রাস করি না।

হুয়োধন তো কোন্ সামান্য কীট,

আপনার বিশেষে যদি

আমার অনন্ত কোটি ব্রাহ্মণও উত্তীর্ণ হয়,

আমি

হৃদয়চক্রে তৎক্ষণাৎ চূর্ণবিচূর্ণ ক'র্বো।

আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

যুধি।—ভাই ! আমার বড় সন্দেহ হ'ছে।

কুম্ভ।—কেন, মহারাজ ?

যুধি।—হুয়োধন যে আত্মাতিমানেরই অন্য,

সে যে মানীর মানী শ্রীকৃষ্ণের মান

দেখে পায় না।

কুম্ভ।—আপনার কৃষ্ণের

মান ও অপমান হুইই সমান।

যুধি।—হরি !

আর আমি তোমাকে নিষেধ ক'র্বো না।

আমি হস্তী, অশ্ব, রথ ও লোক জন

তোমার সঙ্গে পাঠা'তে চাই।

সাত্যাকি ! তুমিও কৃষ্ণের সঙ্গে

হস্তিনাপুরে গমন কর।

কি জানি,

পাণ্ডবপ্রাণ যত্নপতি কুম্ভ যদি

কৌরবগণের হৃদয়চক্রে রুপ্ত হ'য়ে ওঠেন,

তা' হ'লে কৌরবগণ

এক মুহূর্তে ধ্বংস হ'য়ে যাবে।

তুমি রুপ্ত কুম্ভকে রুপ্ত ক'রো।

কুম্ভ।—(সহাস্তে)—না, মহারাজ !

আমি অস্ত্র ধারণ ক'র্বো না।

যুধি।—তোমার ইচ্ছাই যে অনন্ত কোটি অস্ত্র।

(সবিনয়ে)—কুম্ভ !

হুয়োধনকে বিনাশ ক'রো না।

কুম্ভ।—(দগত)—আহা, কি সন্দেহ !

ধর্ম ও মেহ একাধারে,

এমন তো কোথাও দেখি নি।

নির্দোষ হুয়োধন !

এমন বেহের মূর্তিকেও

তুই অগ্ৰহণা ক'রিলি !

নিজের মৃত্যুধার নিজেই উদঘাটন ক'রিলি !

যুধি।—কই, ভাই ! কিছু ব'লে না যে ?

কুম্ভ।—না, মহারাজ !

আমি হুয়োধনকে বিনাশ ক'র্বো না,

মধ্যম দাড়া ভীমসেন তা' জানেন।

যুধি।—একবার ভীমের সঙ্গে—অর্জুনের সঙ্গে

সাক্ষাৎ করবে চল ।

তা'র পর বিশ্রামাদি করে

হস্তিনায় গমন করো ।

[সকলের প্রস্থান ।

তৃতীয় দৃশ্য ।

রুক্মণ্য — গ্রাম্য রাজপথ ।

এক জন কৃষক ও তাহার পুত্রের
প্রবেশ ।

পুত্র — বাবা !

আমার বড় খিঁচে পেয়েচে ;

এক পরসার মুড়ি মুড়কি কিনে দে না ?

কৃষক — ধারে ধারে মাথা বিকিয়ে গেচে,

আর পরসার পাবো কোথা, বাবা ?

পুত্র — কিসের ধারে, বাবা ?

নদীর ধারে ?

কৃষক — নদীর ধারে নয়, রে খেপা,

নদীর ধারে নয়,

রাজার চৌগণ বেনী খাজনার ধারে

আর মহাজনের স্থানী টাকার ধারে ।

পুত্র — কেন, বাবা ?

কৃষক — সে আর তুই কি বুঝবি বল ?

তুই যেমন একটা পরসার না পেলে

আমাকে ছাড়িস্ নি,

কাছে না থাকলে ধার ক'রেও দিতে হয়,

তেননি আমার খেতে ফসল হোক

আর না হোক, খেতে পাই আর না পাই,

রাজাকে চৌগণ খাজনা ঘোগা'তে হয় ।

না দিলে নিস্তার নেই,

কাজেই মহাজনের কাছে ধার ক'তে হয় ।

পুত্র — কে রাজা, বাবা ?

কৃষক — হুজুধোন ।

পুত্র — (সত্যে) — অ্যা! যুয়ু—যুয়ু ।

তুই আমাকে ভয় দেখা'তে

যে যুয়ুকে ডাকিস্, সেই যুয়ু ?

কৃষক — এ আবার তোর বাবার যুয়ু !

কৃষক, সাত্যকি ও বৃক্শলবাসী স্ত্রী
ও পুরুষ প্রজাগণের প্রবেশ ।

ঠাকুর ! — পেরাম হই ।

(পুত্রের প্রতি) — ও বাবা !

ঠাকুরকে দণ্ডবৎ কর ।

(কৃষকে পিতাপুত্রের প্রণাম)

কৃষক — আশীর্বাদ করি,

সকলে ধর্ম্মরাজ্যে বাস ক'রে ধর্ম্ম-সেবা কর ।

কৃষক — ঠাকুর !

যে রাজ্যের রাজা সাক্ষাৎ অধর্ম্ম,

সে রাজ্যে বাস ক'রে ধর্ম্মসেবা—

কৃষক — আর ভয় নাই,

ধর্ম্মরাজ সুধিতির পত্নী ও ভ্রাতৃগণের সহিত

দুর্য্যোধনের দ্যুতপণ হ'তে মৃত্যু হ'য়েছেন ;

শ্রীযু তোমরা তাঁর রাজ্যে বাস ক'রবে ।

কৃষক — তুচ্ছ ।

রাজা হুজুধোন নাকি ধর্ম্মরাজকে

রাজ্যের হিন্দুসে দেবে না ?

সাত্যকি — পাণ্ডবনাথ শ্রীকৃষ্ণ থাকে

কার সাধ্য

ধর্ম্মরাজ সুধিতির রাজ্য ভোগ করে ?

কৃষক — তা' ঠিক, তা' ঠিক,

আমাদের হাতে কাস্তে থাকলে,

• আমরা যেমন ধান ঝাড়কে ডরাই নি,

তেমি ধর্ম্মরাজের কাছে এই ঠাকুরটি থাকলে

তেনার আর কিসের ভয় ? — কিসের ডর ?

সাত্যকি — বল সকলে,—

'বধা কৃষ্ণ তথা ধর্ম্ম, বধা ধর্ম্ম তথা জয় ।'

প্রজাগণ — (সম্মুখে) —

'বধা কৃষ্ণ তথা ধর্ম্ম, বধা ধর্ম্ম তথা জয় ।'

কৃষক — আমি তোমাদের সকলের জন্য

এক্ষণে কুরুসভায় গমন ক'জি ।

বাঁতে আমি কৃতকার্য হ'তে পারি,
প্রজাগণ !
তোমরা সেইরূপে শান্তি বস্ত্র্যয়ন কর ।

পুরুষ ও স্ত্রী প্রজাগণ ।—(গীত)

জয় জয় জগৎসু জীব-জীবন ।
জগন্নাথ জগদ্ধাত জগদ্ধানানামন ॥
যোগেশ্বর যতি, জ্যোতির জ্যোতি,
জগদ-বরণ ;
বিজলি-স্বল-বসন, কাজল-রতন-গোচন,
উজল-ভূষণ ;—
বসন্তী জনকিন জিহ্বা বসন-কারণ ॥

[সকলের প্রস্থান ।

চতুর্থ দৃশ্য ।

হস্তিনানগরী—রাজপথ ।

ভীষ্ম ও শকুনির প্রবেশ ।

ভীষ্ম ।—কেন আজ হেন আরোজন ?
চারি ধারে কেন বাহ্য কাজে ?
মনোহর সাজে কেন সজ্জিত নগরী ?
গৃহে গৃহে কেন আজ ফুলমালা দোলে ?
কেন বা প্রাসাদ-চূড়ে উড়িছে পতাকা ?
রাজগৃহ কেন আজ
ধরিয়াছে হেন নব শোভা ?
শকুনি ।—শান্তমুনসন !

শোন নি কি কেন হেন আরোজন ?

ভীষ্ম ।—কিরূপে ভনিব বল,
যেই দিন মৃত দুর্গোদধন
রুঢ় পত্র লিখিয়াছে রাজা যুধিষ্ঠিরে,
সেই দিন হ'তে
নাহি যাই রাজগৃহে,
নাহি রাধি কিছুই সংবাদ ।

শকুনি ।—(বগত)—তা' তুমি রাখবে
তুমি যে দুর্গোদধনের বুড়ো বয় ।

ভীষ্ম ।—ব্যাপার কি বল তো, সৌবল ?
শকুনি ।—অথ এখানে শ্রীকৃষ্ণ আসবেন,
তাই তাঁর আদর অভ্যর্থনার জন্য
এরূপ আরোজন ।

ভীষ্ম ।—কি বলিলে, কৃষ্ণের আদর ?
কোন কালে মুখ কোঁরবেরা
করিয়াছে কৃষ্ণের আদর ?
কোন কালে বুঝিয়াছে কৃষ্ণের মহিমা ?
অহো, বুঝিয়াছি আমি,—
করিয়াছ সব মিলি'
শ্রীকৃষ্ণের কপট-আদর-আয়োজন ।
শকুনি ।

জানি আমি তোমারে বিশেষ,
নরকের কপটতা হৃদয়ে তোমার ।
প্রতি কার্যে, ওহে কপটের চূড়ামণি !
কপটতা-পাশ-আল করছ বিস্তার ।
তোমারই কপট-বুদ্ধিতে
কুস্কুল নির্মূল হইবে,
শ্রুশান হইবে এই হস্তিনানগরী ।
ধিক, রাজা বৃতরাষ্ট্র !

ধিক দুর্গোদধনে !—ধিক দুঃশাসনে !
ধিক সেই নীচ কর্ণে !
ধিক তোমা' হেন শকুনিরে !
শকুনি ।—কি বিপদ,

না বুঝে বুঝা কেন রাগ ক'রে ?

ভীষ্ম ।—শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপদ-প্রসাদে
বুঝিতে কি বাকি আছে মোর ?
তোমাদের বাহু জিয়া হেরি'
অস্ত্রের সর্ব কার্য বুঝি অনায়াসে ।
শকুনি !

পাণ্ডবেরা পক ভাই
অবশেষে পক গ্রাম চেয়েছিল শুধু,
দুর্গোদধন তা'ও দেখ নাই ।

কিন্তু আজ শত গ্রাম বিক্রয় করিলে
বড় দূলা হয়,
তা'র চেয়ে বেশী অর্থব্যয়ে

কৃষ্ণের আশ্রয়-আয়োজন !

পাঁচখানি গ্রাম দিতে

প্রাণে যা'র নিষ্কারুণ ব্যাধা,

সে যে আজ অনারাসে

শত-গ্রাম-উপসত্ত্ব কৈল বিসর্জন,

গুঢ় অর্থ এর বুঝিতে কি বাকি আছে মোর ?

ধূতচূড়ামণি ! জানিলাম আমি -

পাণ্ডবের প্রাপকূপ কৃষ্ণের ভূলা'তে

করিয়াছ কপটায়োজন !

কিন্তু মনে যেন রয়,—

হরি কভু ভুলিবার নয় ।

মনে যেন রয়,—

সরলের কাছে কৃষ্ণ বড়ই সরল,

কপটের কাছে কৃষ্ণ বড়ই কপট ।

শকুনি ।—আপনার বিপরীত বুদ্ধি ।

ভীষ্ম ।—ধিক্ থাক্ তব পাপ প্রাণে !

পাণ্ডবের দয়াল হরিরে

ভুলাইয়া ধন রত্ন-প্রলোভনে

হস্তগত করিবারে যে পাপীরা চার,

সকলি হারায়ে তা'রা ।

যা'র ধন-রত্নে ধনী জগতের জীব,

তা'রে কে ভুলা'তে পারে ধন-রত্ন-লোভে ?

যদি চাও ভুলা'তে হরিরে,

পাণ্ডবের মত তবে প্রেমভক্তিধন

উপহার দাও তাঁ'র শ্রীপদপঙ্কজে ।

অগ্রে ভুল পাপ কপটতা,

পরে তবে ভুলাও হরিরে

দেবতা-দুলভ ধন প্রেমভক্তিধানে ।

শকুনি ।—আমাদের ভক্তি নাই

কিরূপে বুঝলেন ?

ভীষ্ম ।—ভক্তি নাই বলি নাই আসি ;

কপটতা কৌরব-কুলের দেবী,

তা'রি প্রতি ভক্তি তোমাদের ।

কিন্তু, হরিভক্তি কি যে মহাধন,

পাপিষ্ঠ তোমরা তাহা কিরূপে বুঝিবে ?

তা'ই বলি বুঝিতে, শকুনি !

তা' হ'লে কি কপট-পাশার

পাঠাইতে ধর্মরাজে নিবিড় কাননে ?

নিষ্ঠুর জানিও,

যে কালে ক'রেছ তুমি ধর্ম-অপমান,

সে কালে তোমার নরকেও নাহি স্থান ।

শকুনি ।—দূর হৌক,

এখান থেকে চ'লে বাই ।

[বেগে প্রস্থান ।

ভীষ্ম ।—দূর হও, নীচাশ পিশাচ !

(নেপথ্যের অস্ত্র দিকে দেখিয়া) —

কে ও এসে ফিরে গেল ?

ও—বিদূর ।

পাপী শকুনির নিরখিয়া হেথা,

না আসিল বিদূর এ পথে ।

বাই বাই, কহি গে বিদূরে

ভণ্ডের এ ঘোর ভণ্ডতা ।

[প্রস্থান ।

শকুনির পুনঃপ্রবেশ ।

শকুনি ।—(চতুর্দিকে দেখিয়া)—কই ? গেছে ?

তাঃ—আপদ পেছে ।

ঔয়া ! ভীষ্ম বুড়োটা কি ?

পাণ্ডব পাণ্ডব ক'রেই পোন্নায় গেলো ।

এই বার ওর পক্ষ পাণ্ডবকেও

পোন্নায় দিচ্ছি—দাঁড়াও ।

হঁঃ, শকুনির কাছে আবার ভীষ্ম !

দুর্য্যোধন ও কর্ণের প্রবেশ ।

দুর্য্যোধন ।—মাতুল ! এখানে আপনি ?

শকুনি ।—দেখ, বাপু !

তোমার পিতামহ ভীষ্মের জালায়

আমার তিষ্ঠুনো ভার ।

কি বলবো,

ভীষ্ম যদি তোমার পিতামহ না হ'ত,

তবে ওকে

লোহার পিঁজরের পুরে রাখতাম ।

দুর্য্যোধন ।—কেন কোথ-তা'র প্রতি এত ?

শকুনি।—সে কথা বলবে। এর পর।

তুমি এখন কত দূর কি ক'রে এলে ?

সংবাদ পেয়েছো। কক্ষ কখন আসবে ?

দুর্যো।—কক্ষ যে এসেছে,

তাই আপনাকে অবেষণ ক'চ্ছি।

শকুনি।—এসেছে ?

চল চল, শীঘ্র চল।

কোন পথ দিয়ে এলো ?

কর্ণ।—কক্ষ এ দিকে আসে নি,

রাজসভাতেও যায় নি।

শকুনি।—তবে ?

কর্ণ।—অদ্য অপরাহ্ন ব'লে

বরাবর বিহুরের গৃহে গেলো ;

কল্যাণ প্রান্তে রাজসভায় আসবে।

শকুনি।—(দ্বিরুক্ত হইয়া)।—

তোমরা তবে কি ক'চ্ছিলে ?

বড় অত্যাচার কাজটা হ'য়েচে ;

এত স্থান থাকে বিহুরের গৃহে কক্ষ গেলো।

বিহুর যে কৌরব-কুলের ই'হুর।

কর্ণ।—ই'হুর ?

শকুনি।—ই'হুর নয় ?

যখন পাণ্ডবেরা বারবারতের জতুগৃহে ছিল,

যখন পুরোচন তাঁদের পুড়িয়ে মারবার জন্ত

সেই জতুগৃহে আগুন লাগিয়েছিলো,

তখন কে কুটুর কুটুর ক'রে

তত বড় একটা শৃঙ্খল কেটে

কুন্তীর সঙ্গে পঞ্চ পাণ্ডবকে পার ক'রেছিলো ?

কর্ণ।—বাস্তবিক বটে।

শকুনি।—এখন সেই ই'হুরটোর কাছে

কক্ষ গেলো।

দেখ, হুটোয় মিলে

এ বার আবার কি কাটে।

আমার বেশ বোধ হ'চ্ছে,

এত খরচ পত্র ক'রে

এত আয়োজন করা বুধা হ'ল।

দুর্যো।—তবে কি হ'বে, মা'তুল ?

শকুনি।—আমার মাথা আর হুণ্ড !

আমি খুব জানি,

যেখানে শকুনি নেই,

সেখানে সমস্ত পত্র।

আমি কাছে থাকলে

কক্ষ কি আর গোলোকর্ষাধা থেকে

বেরিয়ে যেতে পারতো ?

কর্ণ।—তা'র জন্য আর চিন্তা কি ?

কক্ষ বিহুরের গৃহে গেলই না ?

যে অর্জুনের ভরসায় কক্ষ সাহস করে,

সেই অর্জুনকেই আমি তৃণজ্ঞান করি।

শকুনি।—উ'হ, তা' নয়,

কক্ষের ভরসাতেই অর্জুনের সাহস।

কক্ষকে

তোমা'দের নিশ্চয় হস্তগত করা উচিত।

দুর্যো।—কাজ নাই কক্ষ আর,

দশ কোটি নারায়ণী সেনা

পাইয়াছি তাহার নিকটে ;

আপন সঙ্কটে কক্ষ আপনি প'ড়েছে।

কোথা এক মাত্র কক্ষ—

কোথা দশ কোটি মহাবীর।

হুবিজ্ঞ মা'তুল !

ছেড়ে দাও কক্ষ-লাভ-আশা।

শকুনি।—সে কি, বাপু !

শকুনি মামা জীবিত থাকে

তোমা'দের কক্ষপ্রাপ্তি হ'বে না ?

অবশ্য হ'বে—নিশ্চয় হ'বে—নির্ঘাত হ'বে।

চল, তা'র উপায় ক'চ্চি।

[সকলের প্রস্থান।]

পঞ্চম দৃশ্য ।

হস্তিনামগরী - বিছরের কূটীর ।

(এক পার্শ্বে তুলসীদেবী তুলসী বৃক্ষ)

কুন্তী তুলসী-পূজায় নিযুক্তা ।

কুন্তী।—(পূজা শেষ করিয়া গলাকলে কৃতান্ধলি-
পুটে) —

‘ব্রহ্মাট্যৈ তুলসীদেব্যৈ প্রিয়ান্বৈ কেশবস্ত চ ।

নিযুক্ত্যক্রিপ্রদে কেবিসত্যবট্য নমোনমঃ ॥’

(প্রণাম)

শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ ।

কৃষ্ণ।—পিসী মা !—পিসী মা !

(প্রণাম)

কুন্তী।—কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! বাচ্চা রে আমার ।

অনাগিনী অভাগিনী দুঃখিনী কুন্তীরে

পড়েছে কি মনে তোর ?

কৃষ্ণ রে !

আরো কত কাল ডুবের বঁধ বিবাদ-মাগরে ?

আহা, বীর পুত্র থাকিতেও

তবু আমি পুত্রহীনা !

তেরোদশ বর্ষ গোড়াইলু,

তবু না পাইলু পুত্রগণে !

না পাইলু

নবীর পুতলী পুত্রবধু দ্রৌপদীরে !

অকালে মরিল স্বামী

শিশু পঞ্চ পুত্রে রাধি’ ।

মাদ্রী গেল স্বামিসনে সর্গপুরে,

কিছু আমি অভাগিনী কাঁদি হাহাকারে ।

কৈঁধে কৈঁধে গেল চিরদিন,

আরো যে কাঁদিব কত,

তুই তা’ জানিলু, কৃষ্ণ !

বাচ্চা রে !—বাপু রে আমার !—কৃষ্ণ রে !

বলে দে রে অভাগীরে

আঁখি নীরে ভাসিব রে আরো কত দিল ?

কৃষ্ণ।—(কীৰ্ত্তনের হুরে) —

মা গো ! তুমি কেন’ না আর,

বিবাদ-মাগর শুকা’বে তোমার ।

ও মা ! ও তোর হারানিধি —

এ বার ও তোর হারানিধি

বিধি এনে দেবে,

মা মা বোলে ছেলে ডাকিবে—

তোরে মা মা বোলে ছেলে ডাকিবে !

প্রাণের বাখা মুছে যা’বে ।

কুন্তী।—কৃষ্ণ রে !

আর বিধির নাম করিস নি ;

নিষ্ঠুর দুর্ঘোষনের চেয়েও

বিধি আমাকে দুঃখ দিতে ভালবাসে ।

কৃষ্ণ।—(কীৰ্ত্তনের হুরে) —

না, মা ! বিধি নিষ্ঠুর নয়,

দয়ার সাগর বিধির স্রবস ।

দয়ার লীলা দেখা’বে বোলে

ভক্তে ভাসায় বিধি নয়ন-জলে ।

বিধি ভক্তে কাঁদা’য়ে আপনি কাঁদে,

অগ্নি ভড়িয়ে পড়ে দয়ার কাঁদে ।

কুন্তী।—কৃষ্ণ রে !

সে কথা কি সত্য ?

কৃষ্ণ।—(কীৰ্ত্তনের হুরে) —

আমার কথা মিথ্যা নয়, মা ।

আমি ভাল জানি, জননি গো,

যে কাঁদতে জানে না—

সে দয়াও জানে না ।

দয়া তো, মা, আর কিছু নয় ।

কোমল হৃদয় নয়ন-জলে

ভেসে এসে পরের চোক মুছে দেয়,

দয়া তা’ বই আর কিছু নয় ।

কুন্তী।—কৃষ্ণ রে !

আমার চক্ষের জল যে অনন্ত ।

কৃষ্ণ।—বিষাতার দয়াও যে অনন্ত ।

দেবি !

এত দিনের পর অনন্ত অক্ষর মধে,

অনন্ত দয়ার মিশ্রণ সমান হ'য়েছে।
এই বার এই অনন্ত মিশ্রণের সুকলঙ্করূপ
অনন্ত আনন্দ লাভ হ'বে,
ধর্মরাজ সুধিষ্ঠির ভাঙনগের সহিত
নিজ রাজ্য লাভ ক'রে
তোমা' হেন স্নেহময়ী জননীর
শ্রীচরণ পূজা ক'রবেন।

কুন্তী।—দুর্গোদধন যে প্রতিজ্ঞা ক'রেছে,
হুচাগ মেদিনীও বিনা যুদ্ধে
আমার পুত্রগণকে দেবে না।

কুম।—এ কথা তোমাকে কে ব'লেছে?

কুন্তী।—বিহুর।

কুম।—পিসী মা!

ধর্মরাজ বিহুর কোথা?

কুন্তী।—দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা ক'তে গিয়েছেন।

কুম।—(সবিস্ময়ে)—ভিক্ষা ক'তে গিয়েছেন?
বিহুর ভিক্ষুক!

এ কথা শুনে আমার বড় কষ্ট হ'লো।

কুন্তী।—কুম! রে!

রাজা হুতরাষ্ট্র, দুর্গোদধন, দুঃশাসন, শকুনি,
কর্ণ প্রভৃতির অত্যাচার বারহায়ে—

খোর অত্যাচারে বিহুর বড় বিরক্ত।

সেই জন্য তিনি তাঁদের অন্ন পাপ অন্ন ব'লে
আর গ্রহণ করেন না।

নগরে নগরে, দ্বারে দ্বারে

ধর্মশীল লোকদের নিকট

প্রত্যহ ভিক্ষা ক'রে

বা' কিছু তাক্সদ্রব্য প্রাপ্ত হ'ন,

তা'ই এনে আমাকে অর্জ্যংশ দেন,

আর নিজে অর্জ্যংশ ভক্ষণ করেন।

কুম।—(দগ্ধ)—ধন্য সেই মহাত্মা বিহুর!

তিনি সাক্ষ্যৎ ধর্ম,

হুতরাষ্ট্র অধর্মীদের অন্ন কেন গ্রহণ ক'রবেন?

আজ পিতৃবন্য কুন্তীদেবীর মুখে

ধর্মময় বিহুরের ভিক্ষার কথা শুনে

আমার বড় আনন্দ হ'ল।

আজ আমিও বিহুরের নিকট ভিক্ষা ক'রবো
(প্রকাশে)—পিসী মা!

তুমি বিহুরের নিকট বা' তুর্নেক, তা' সভ্য,

হুতরাষ্ট্র দুর্গোদধন অতি ধর্ম, অতি ধর্মপর,

তা'ই ধর্মরাজ সুধিষ্ঠিরকে

রাজ্যংশ দিতে চায় না।

বা'ই হোক,

অদ্য আমি শেখ সন্ধির জন্ত

হস্তিনায় এসেছি;

যদি তা'তে কৃতকার্য হ'তে না পারি,

তবে তুমি নিশ্চয় জেনো—

দুর্গোদধন জীবনের সহিত—দলবলের সহিত

সমস্ত রাজ্য হারা'বে;

ধর্মরাজ সুধিষ্ঠির একচ্ছত্র পৃথিবীর হ'বেন।

নেপথ্যে বিহুর।—

হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল!

কুম।—পিসী মা! ঐ মহাত্মা বিহুর আসছেন,

আমি এক বার একটু অন্তরালে যাই।

কুন্তী।—সে কি, বৎস?

বিহুরের সঙ্গে সাক্ষ্যৎ ক'রবে না?

বিহুর যে

তোমার দেহবীর জন্ত সর্বদা অস্থির।

কুম।—আমিও

বিহুরকে দেহবীর জন্ত সর্বদা অস্থির।

কুন্তী।—তবে আবার

অন্তরালে যেতে চাও কেন?

কুম।—পিসী মা!

সম্মুখে থেকে দেহবীর চেয়ে

অন্তরাল থেকে—দূর থেকে দেখা বড় ভাল

সে রূপ দেখার পূর্ণ দর্শন হয়।

কুন্তী।—কুম! রে! সে তো তোর পক্ষে নয়,

সে যে তোর তত্ত্ব জীবগণের পক্ষে।

তোর তত্ত্ব জীবগণ

বহিঃক্ষেপে তোকে দোকে পার না—

দেখে অন্তঃক্ষেপে।

নিকটে দোকে পার না—দেখে অন্তরে।

কৃষ্ণ।—পিসী মা !

আমিও

আমার ভক্তগণকে সর্বদা অন্তরে দেখি,

তাই এক বার অন্তরে বাই ।

নেপথ্যে বিহুর।—

হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল !

কৃষ্ণ।—ঐ বিহুর এসে প'ড়লেন ।

আমি অন্তরে বাই ।

কৃতী।—অন্তরে খেলি বিহুর বড় হুঃখ ক'রবেন ।

কৃষ্ণ।—অন্তরে গেলে

বিহুর বরং বড় সুখী হ'বেন ।

আমি চলেম, পিসী মা !

বিহুরকে আমার আগমন-বার্তা বোলো না ।

(কৃষ্ণের অন্তরালে গমন)

হরিগুণ গান করিতে করিতে-বিহুরের
প্রবেশ ।

বিহুর।—

(গীত)

রজন-রাজ-কিশোর, রাণা-প্রেম-বিতোর,

শ্রীম নটবর, বনচারণারী ।

জনগণ-রঞ্জন, ভবভগভঞ্জন,

বাণরী-ভঞ্জন, বৃষ্ণবাহারী ।

জর জর ভগজনপ্রাণ ;

চকল কুন্তল, অলমল কুন্তল,

ভঙ্গিম বক নয়ান ;—

নীলাঙ্গন-ভঙ্গ, কিতাবী রণু রণু,

কৃষ্ণ ভকত-হিতকারী ।

(কৃতীর প্রতি)—দেবি ।

কৃষ্ণ এসে কোথায় গেলেন ?

কৃতী।—(দগত)—বিহুর কি ক'রে

এখানে কৃষ্ণের আগমনবার্তা জানতে পারেন?

আমি তো একে সে কথা বলি নি,

অথচ—তাই তো—

বা' হোক, জিজ্ঞাসা করি ।

(প্রকাশে)—বিহুর !

কৃষ্ণের আগমন-সংবাদ তোমার কে ব'মে ?

বিহুর।—(ভূতলে অঙ্গুলি প্রদর্শন পূর্বক

কীর্তনের হুরে)—

দেবি ! ওই দেখ গো চেরে,

হরির রাঙা-চরণ-চিহ্ন ভূ'রে ।

ওই চরণ-চিহ্নই ধ'রে নিচ্ছে,

আমার প্রাণের প্রভু হেথা এয়েছে ।

কৃতী।—(সংবিশ্রয়, দগত)—ধন্য বিহুর !

তোমার ভক্তরূপ চক্ষুর দৃষ্টিশক্তিও ধন্য !

(প্রকাশে)—বিহুর !

বিহুর।—(কীর্তনের হুরে)—

(আজ) বড় ভাগ্য মোর, ধ'রেছি সে চোর,

যে চোর করিত নবনী চুরি,—

অজ্ঞপ্তমাঝে যে চোর করিত নবনী চুরি,

নৃপুত্র খুলে, রাখিত কক্ষে—

পাছে নৃপুত্রের রব হয়,

সে রব শুনে পাছে বশোদা ধরে তা'র ।

নৃপুত্র লুকা'য়ে, চুপি চুপি গিয়ে,

যে চোর করিত নবনী চুরি ;

আজ সে সেয়ানা চোবে, ফেলেছি ফাঁকরে,

এবার আবার ধরি লুকাচুরি ।

এই পদ-চিহ্ন দেখে, ধরিব তাহাকে,

ওই গুপ্তিকে সে চোর লুকা'য়ে আছে ;

এই পদ-চিহ্ন চিনে, এই দেখ ধরি,

হরি কি লুকা'বে আমার কাছে ?

(পদচিহ্নানুসরণ করিয়া কিয়দূর গমন)

বিহুরের সম্মুখে কৃষ্ণের সহসা

আগমন ।

কৃষ্ণ।—(কীর্তনের হুরে)—

ধরিতে হ'বে না, নিজে দিগু ধরা,

ধরাকে ধরিবে কেন ?

বিহুর।—(সানন্দে কীর্তনের হুরে)—

ধরা তো সামান্য, বাধিব তোমারে,

চোর-চূড়ামণি তুমি ।

আজ ভকতি-ডোরে বাধিব তোমারে,

ছেড়ে দিব না—ছেড়ে দিব না,

চোরে না বাধিলে পরে

ঐ রাঙা চরণ আর পা'ব না ।

কুম্ভ।—বিহুর !

তোমার স্বপ্নে এণকি ?

বিহুর।—ভিক্ষার ঝুলি ।

কুম্ভ।—মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের ডাতার

স্বপ্নে ভিক্ষার ঝুলি !

বিহুর।—মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র

এবং তাঁর পুত্রগণ কৃষ্ণবিদ্রোহী,

তাই আমি

তাঁদের অন্ন আর স্পর্শও করি না ।

হরি ! তুমি সর্ব জীবের অন্নদাতা,

কিন্তু বে কৃতঘ্ন

এ হেন অন্নদাতার নিন্দা করে,

তাঁর অন্ন আমি তো আমি

শৃগাল কুকুরেও স্পর্শ করে না ।

কুম্ভ।—বিহুর !

আজ আমার একটি ইচ্ছা হ'য়েছে—

বিহুর।—কি ইচ্ছা, ইচ্ছাময় ?

কুম্ভ।—তোমার নিকট আমার ভিক্ষা-প্রার্থনা ।

বিহুর।—দীন হীন দরিদ্র ভিক্ষুক বিহুরের নিকট

অনন্ত কোটি জীবের ভিক্ষাদাতা

জগৎপিতা হরির ভিক্ষা-প্রার্থনা !

ঠাকুর ! আজ এ কি রহস্য ?

কুম্ভ।—রহস্য নয়, বিহুর !

বিহুর।—অবশ্য রহস্য ।

প্রভো !

আমার মা জননী লক্ষ্মীর সঙ্গে কি

তোমার বিবাদ হ'য়েছে ?

কুম্ভ।—এ কথা কেন ব'লছো, বিহুর ?

বিহুর।—রহস্যের উত্তর রহস্যে ।

যা'ই হোক, হরি হে !

এত ধনকুবের রাজা মহারাজ থাকে

বিহুর ভিখারী তোমায় কি ভিক্ষা দেবে ?

কুম্ভ।—যা' তোমার আছে ।

বিহুর।—(কীৰ্ত্তনের হুরে)—

হরি ! তোমা বই আর কি আছে আমার,

ভিখারীর ধন হরি, হে তুমি !

তোমার ভিক্ষা তোমাদেরই দিব,

কিন্তু দিব না ও রাঙা পা দু'খানি ।

ওহে নিত্য সত্য সনাতন !

ও চরণ-স্বত্ব দিয়েছ মোরে ;

আমি ঐ চরণ-রেণু-ধনে ধনী,

ঐ চরণ বিনে কিছু না জানি ।

ওহে কাঙালের মাথ দয়াল হরি !

একবার দাসে দয়া কোরে—

ঐ চরণ রাখ মোর শির'পরি ।

কুম্ভ।—(কীৰ্ত্তনের হুরে)—

ধর্ম্য তুমি, ওহে বিহুর !

তোমারি শুণে কুম্ভ আমি,

তোমারি শুণে আমি হে হরি ।

যেখানে ধর্ম্য, সেখানে কুম্ভ,

যেখানে কুম্ভ, সেখানে ধর্ম্য,

ধর্ম্য কুম্ভ—কুম্ভ ধর্ম্য,

তোমাতে জ্ঞামাতে প্রভেদ কিবা ?

এক কাল শুধু রজনী দিবা ।

(কণায়)—বিহুর !

আমার বড় ক্ষুধা পেয়েছে,

আমায় কিঞ্চিৎ অন্ন-ভিক্ষা দাও ।

বিহুর।—হে ধর্ম্যপ্রাণ হরি !

পূর্বেই তো ব'লেছি, বিহুর বড় কাঙাল ;

কাঙাল তোমায় কি ভিক্ষা দেবে ?

অদ্য পুত্রগণের সহিত মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র

তোমার অভ্যর্থনার জন্য

রাজোচিত আয়োজন ক'রেছেন ।

তুমি হেমন ভোগ্য বস্ত্র পরিত্যাগ ক'রে

এমন কাঙাল বিহুরের নিকট

অতি তুচ্ছ তপ্পলকণা কেন প্রার্থনা ক'রো ?

কুম্ভ।—বিহুর ! তুমি তো জান—

কুম্ভ

কখন বাহুভক্তি অর্থাৎ কপটতার বশ নয় ;

হৃদয়ের ভক্তি—প্রাণের ভক্তি—সরল ভক্তিই—

তোমার কৃষ্ণের সর্বস্ব।

রাজা ধৃতরাষ্ট্র, দুর্য়োধন, দুঃশাসন,

শকুনি প্রভৃতি কৌরবেরা

অতি অযত্ন স্বার্থসাধনের জন্য

আজ আমার প্রতি

কপট-ভক্তি দেখা'তে উদ্যত,

বিহুর!

আমি তেমন কপট-ভক্তির

ছায়া স্পর্শও করি না।

পবিত্র ভক্তির সহিত

বদি কেউ আমাকে

সর্বপ্ৰমাণ সামগ্রী দেয়,

তা' আমার পক্ষে অনন্ত কোটি মেরুতুলা ;

কিন্তু ভগ্ন কপটী নীচাশয় ও গর্হিত হ'য়ে

যদি কেউ আমাকে

অনন্ত কোটি মেরুতুলা

দন রত্ন ভক্ষ্য ভোজ্যাদি দেয়,

তা' আমি স্পর্শও করি না,

বরঞ্চ যার-পর-নাই বিরুদ্ধই হই।

বিহুর! তোমাকে মনের কথা ব'দ্রেম।

বিহুর — প্রভো! তা আমি জানি,

নৈলে যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবেরা বনবাসী হ'য়েও

তোমার রূপায়

ত্রিভুবনের আশীর্বাদ ও প্রশংসা

ভোগ ক'রবে কেন?

আর ধৃতরাষ্ট্র, দুর্য়োধনাদি

অতুল ঐশ্বর্যের অধিপতি হ'য়েও

ত্রিভুবনের নিম্না ভোগ ক'রবে কেন?

অত্নের কথা দূরে থাক,

তোমার এই দীন হীন বিহুর

ভিক্ষা-বৃত্তি অবলম্বন ক'রেও

অনন্ত কোটি সর্গানন্দ্যাপেক্ষাও

পরম ব্রহ্মানন্দ ভোগ ক'রবে কেন?

হরি!

যা'র প্রাণে

কণিকামাত্রও পবিত্র হরিভক্তি আছে,

সে তো দেবতা;

কিন্তু যা'র প্রাণে হরিভক্তি নাই,

সে তো ঘোর নারকী।

কৃষ্ণ।—বিহুর!

অতিথিসেবাও না হরিভক্তির একটি অঙ্গ?

বিহুর।—একটি প্রধান অঙ্গ।

কৃষ্ণ —তবে অতিথিসেবা ক'জ্ঞো না কেন?

বিহুর।—(কুন্তীর প্রতি)—দেবি!

কেউ অতিথি এসেছে কি?

কৃষ্ণ।—এই যে আমি।

বিহুর।—(সহাস্যে)—তুমি অতিথি!—হাঃ হাঃ

জগদীশ্বর হরি অতিথি!

যে হরির নিকট

লক্ষা, শিব, ইন্দ্রাদি দেবগণ অতিথি,

সেই শয়ং হরি

আজ অতিথি বিহুরের কুটীরে অতিথি!

আমার বড় সৌভাগ্য,

আজ অতিথিসেবার পূর্ণ ফল লাভ ক'র্বো।

ঠাকুর!

আরও কিঞ্চিৎ কাল অপেক্ষা কর,

আমি আর একবার ভিক্ষায় যাই।

হরিভক্তদের গৃহে গৃহে বলি—

শয়ং হরি আজ আমার কুটীরে অতিথি;

তা' হ'লে

ভাল ভাল ভোজ্য বস্ত্র ভিক্ষা পা'বো।

কৃষ্ণ।—বিহুর!

আর কষ্ট কোরে যেতে হ'বে না।

যা' ভিক্ষা ক'রে এনেছ,

তা'রই কিছু আমাকে খেতে দাও।

বিহুর।—এ যে সামান্য দ্রব্য, প্রভু!

কৃষ্ণ।—কি?

বিহুর।—খুদ।

কৃষ্ণ।—বিহুরের খুদই কৃষ্ণ ভালবাসে।

ভক্তের খুদই কৃষ্ণের পরম উপাদেয়।

বিহুর।—(কুন্তীর প্রতি)—দেবি!

তুমি এক বার

শীঘ্র গিয়ে হরিভক্তদের সংবাদ দাও।

বিহুর ও নরনারীগণ।—(সীত)

[কুন্তীর প্রস্থান।

হরি! কিঞ্চিৎ কাল অপেক্ষা কর।

কুম্ব।—আমি না হয় অপেক্ষা ক'জি,

কিন্তু ক্ষুধা তো

আর আমার কথা শোনে না।

দাও না, বিহুর! ধূব।

বিহুর।—না, প্রভো! তা' দেবো না।

কুম্ব।—তবে আর আমি কিছু খাবো না।

বিহুর।—কাড়ালের প্রতি রাগ কেন, প্রভো?

(কুম্বের পদধারণ)

(ইত্যবসরে বিহুরের অজ্ঞাতসারে তৎক্ষণ-

স্থিত ঝুলি হইতে ততুলকণা গ্রহণ

করিয়া কুম্বের ভক্ষণ)

(জানিতে পারিয়া মহাসো, কীৰ্ত্তনের সুরে)—

ওহে, এ কি—এ কি কর, হরি!

এখনো ভোমার

চুরি করা ঘটাব যায় নি কি হে?

ব্রজে ননী চুরি কোরে, ওহে চোরা!

চুরি করা সাধ মেটে নি বুঝি?

তাই কাড়ালের ঘরে—হরি হে!—

কর চুরি হে?

ফল-মিষ্টান্ন লইয়া হরিভক্ত নরনারীগণের
প্রবেশ।

নরনারীগণ।—

হরিবোল!—হরিবোল!—হরিবোল!

বিহুর।—ভক্তগণ!

কর হরি আজ ভোমাদের অভিধি।

নরনারীগণ।—আজ

আমাদের হরিপূজার কল লাভ হ'ল।

(কুম্বকে সকলের প্রণাম ও

ফল-মিষ্টান্ন-প্রদান)

জয় জয় মধুবন, জননোদন, বৈশ্বানর।

ইন্দুবন, সুন্দরন, মধুজ-নন্দ-সানন।

কুম্ব, নন্দ-নন্দন,

দেববান্দ-বন্দন,

সুন্দর বেহে চন্দন,

নীতগটে কটিবন্দন,

হরে—হরে—হরে—হরে!

জয় জয় দীন-বন্ধু, দয়া-সিদ্ধ, দুঃখ-বর্জন।

জনন-ভাতি, বিদ্যাত-হাতি, দীন-দৈন্য-বর্জন।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

হস্তিনাপুরী—মন্ত্রণাগৃহ।

দুর্যোধন, দুঃশাসন, কর্ণ ও শকুনি
উপবিষ্ট।

দূরে প্রহরিগণ দণ্ডায়মান।

দুর্যোধন।—মাতুল!

প্রভাতে কুম্বের এখানে আসবার কথা,

কিন্তু কই, এখনও যে আসতে না।

শকুনি।—আর এখন তাহলে কি হ'বে?

কাল যদি গোড়া বাধতে,

আজ কি আর ডগা হেলে?

দুঃশ।—যে দূত

বিহুরের গৃহে কুম্বকে আনতে গেছে,

সেও তো প্রত্যাগমন ক'রে না।

শকুনি।—খালি হাতে তো তা'কে

ফির্মেতে বলা হয় নি,

কাজেই তা'রো দেখা দেই।

যা'ই হোক,

আর একটু অপেক্ষা কর,

আমি দ্রুত বিহুরের কুটীরে যা'বো ।

দ্রুয়ো।—সমস্ত স্নাত্তি কৃষ্ণ বিহুরের সঙ্গে যে
কি পরামর্শ ক'রেছে,
তা ই ভাব্‌চি ।

শকুনি।—বাপু! নিশ্চিত হও—নিশ্চিত হও ।

তোমার মামা থাকে আবার ভাবনা ?

কৃষ্ণ-বিহুরের সারা রাতের পরামর্শ তো তুচ্ছ,

যাবজ্জীবনের পরামর্শও

শকুনির এক মুহূর্তের পরামর্শের কাছে

কাঁড়া'তে পারে না ।

বুঝেই দেখ না কেন—

কৃষ্ণ কা'ল হাতছাড়া হ'বার পরে

তোমাকে কেমন পরামর্শ দি'য়েছি ।

কর্ণ।—পরামর্শ সমরোপযোগী হ'য়েছে-বটে,

কিন্তু কৃষ্ণ এখানে না, এলে—

শকুনি।—(বাধা দিয়া)—

আঃ, তা'র জ্ঞান চিত্তা কি ?

যদি সেই কুটবুদ্ধি কৃষ্ণ এখানে এসে

আমাদের মতে মত না দেয়—

পাণ্ডবদের ত্যাগ ক'রে

আমাদের পক্ষে না আসে,

তা' হ'লে তা'কে বন্ধন ক'রে

কারাগারে রাখ'বো—

এই তো আমার পরামর্শ ?

কর্ণ।—গত কল্যের এই পরামর্শ ই বটে ।

শকুনি।—আবার অধ্যাকার পরামর্শ প্রবণ কর ।

কর্ণ।—বলুন ।

শকুনি।—যদি কৃষ্ণ আজ এখানে না আসে,

তবে এখন আমি প্রহরীগণকে নিয়ে গিয়ে

বিহুরের গৃহেই সেটাকে বন্ধন ক'র'বো ।

কিন্তু একটা কথা এই—

দ্রুয়ো।—কি, বলুন ?

শকুনি।—

তোমরা তিন জন আমার সঙ্গে থেকো ।

জনৈক দূতের প্রবেশ ।

দূত —বহুপতি কৃষ্ণ আস'ছেন ।

শকুনি।—তবে আর আমার যেতে হোলো না ।

ভালই হোলো ।

কৃষ্ণের প্রবেশ ।

সকলে।—আহুন—আহুন ।

(সকলের পাত্রোথান)

কৃষ্ণ।—আপনারা সকলে ভাল আছেন তো ?

শকুনি —আপনি যা'দের সহায়,

তা'দের আবার মল কি ?

অমুগ্‌হ ক'রে

এই সিংহাসনে উপবেশন করুন ।

কৃষ্ণ।—মহারাজ দ্রুয়োধন থাকে

আমার কি সিংহাসনে উপবেশন করা সাজে?

শকুনি।—আপনি আগে না দ্রুয়োধন আগে ?

তা'তে আপনি আবার

মহারাজ দ্রুয়োধনের নিকট

আগমন ক'রেছেন ।

বহুপতে ।

কৃপা ক'রে সিংহাসনে বহুন ।

কৃষ্ণ।—আপনাদের অনুরোধ রক্ষা করা

আমার উচিত ।

শকুনি।—(দগত)—এর পর হয় তো

অবরোধ রক্ষা ক'তেও বাধ্য হ'তে হ'বে ।

(সিংহাসনে কৃষ্ণের উপবেশন)

কৃষ্ণ।—মহারাজ দ্রুয়োধন !

আপনি স্বজনগণের সহিত

আমর অভ্যর্থনায় আমাকে যেমন তুষ্ট করেন,

সেইরূপ আমার একটি অনুরোধ রক্ষা ক'লে

আমি এ অপেক্ষা অধিকতর তুষ্ট হ'ব ।

দ্রুয়ো।—সাধ্যাভীত না হ'লে

অবশ্য তোমার অনুরোধ রক্ষা ক'র'বো ।

শকুনি।—সাধ্যাভীত কেন,

ইচ্ছাভীত না হওয়াও চাই ।

বহুনাথ ! আপনি তো জানেন যে
সাধ্য আর ইচ্ছা একত্র না হ'লে
অমুরোধ-রক্ষার স্থলে প্রায়ই বিরোধ ঘটে ।
কুমার :—আমি যে অল্প অমুরোধ ক'রবো,
তা' আপনার
সাধ্যাতীত বা ইচ্ছাতীত নয় ।
অতি সামান্য বিষয়ের প্রার্থনা ।
শকুনি :—আপনার নিজের অল্প ?
কুমার :—না ।
শকুনি :—তবে কার জন্য ?
কুমার :—ন্যায়ের জন্য—পুণ্ড্রের জন্য ।
দুর্গো :—কার জন্য ?
ধর্ম্মরাজ সুধিষ্টির জন্য ?
কুমার :—এ আমার পক্ষে বড় আনন্দের বিষয় যে
মহারাজ দুর্গোদধন
ভ্রায়, ধর্ম্ম ও সুধিষ্টিরকে
অভৈদ্যাত্ম্য ব'লে বুঝেছেন ।
হাঁ, মহারাজ দুর্গোদধন ।
আমি ধর্ম্মরাজ সুধিষ্টিরের অল্প
আপনার নিকট
স্বকিঞ্চিৎ ভিক্ষা প্রার্থনা করি ।
আমি শুনলেম, আপনি
ধর্ম্মরাজ সুধিষ্টির এবং তাঁহার ভ্রাতৃগণকে
রাজ্যাংশ দিতে অনিচ্ছুক ।
ভাল, তা'ই হোক,
রাজ্যাংশ বা ধনাংশ দিতে কাজ নাই,
কেবল তাঁদের পক্ষ ভ্রাতার বসবাসভোগ
সুকল, বারংবারতাদি পাঁচখানি গ্রাম দিন ।
এ কথা তাঁরা
পূর্বে আপনাকে বারংবার জানিয়েছেন ;
কিন্তু আপনি কোনমতেই স্বীকৃত হন নি ।
অবশেষে আমি আপনার নিকট এসে
কেবল সেই পাঁচখানি গ্রাম প্রার্থনা ক'চ্ছি ।
আশা করি,
আপনি আমার উপরোধ রক্ষা ক'রবেন ।
শকুনি :—কুমার !

আমি পূর্বে যা' বলেছি, তাই তো হ'ল ।
এতো আপনার উপরোধ রক্ষা—বিরোধ ।
কুমার :—আজ্ঞা, আপনি একই কথা বো'লুন ;
মহারাজ দুর্গোদধন কি বসবাসভোগ চাই
দুর্গো :—কুমার !
দুর্গোদধন কি বলিবে ?
কেন কথা পণ্ড্রম করি'
আইল হস্তিনাপুরী ?
যাহা কতু হইবার নয়,
তাহে কেন কথা আশা তব ?
কুমার :—মহারাজ !
তাই তাই বিরোধ কি ভাল ?
তাই সম বন্ধু কেবা আর ?
বিপদ-সময়ে
তাঁই বই কে হয় আপন ?
শোনো নি কি, রাজা,
ত্রৈতাংগে লক্ষার সময়ে
ত্রিরাশের তরে
রাবণের শক্তিশেল ধরিল লক্ষণ
পাতিয়া কোমল বন্ধ ?
আহা, মুচ্ছিত হইল তাহে বীর !
রাজা দুর্গোদধন !
এ তো তত দূর নয়,
সামান্য পাঁচটি গ্রাম ।
দুর্গো :—কুমার !
পণ্ড্রের বন্ধ হ'তে
হচা অ ভূমিও মোর প্রিয় ।
প্রাণ যতক্ষণ,
ততক্ষণ না শুনিব কারো কথা ।
কুমার :—মহারাজ ! শান্ত হও,
ধর্ম্মসীমা না কর লক্ষণ ।
দুর্গো :—যুদ্ধ বিনা না কিব পাওবে শূলিকণা ।
কুমার :—(সরোষে)—কি, নির্কোষ !
ন্যায় সত্য ধর্ম্ম ছাড়ি'
অধর্ম্মের এত বাড়বাড়ি !
শোনো, দুর্গোদধন !

যদি নাহি, রাব যোর কথা,
নিশ্চর পাইবে প্রাণে নিদারুণ ব্যথা ।
ধর্মের অপভে অধর্মের নাহি স্থান ।
দুর্ঘো ।—(সরোবে)—ধর্ম্যধর্ম কিবা আছে ?

বার্ধই সে ধর্ম যোর কাছে ।

শোমো, কৃষ্ণ !

দূর্য্য যদি পশ্চিমমেতে ওঠে,

আকাশ বদ্যপি পড়ে ভূমে;

বরা যদি জলে ভাসে,

সপ্ন গিন্ধু শুকার বদ্যপি,

যোগ যদি ছাড়ে বোগীর শিব,

গারত্রী যদিও ভুলে ব্রাহ্মণমণ্ডলী,

তথাপি প্রতিজ্ঞা যোর না হ'বে ধণ্ডন ।

তীক্ষ্ণ হুচো-মধে উঠে যতটুকু মাটি,

বিনা যুদ্ধে না দিব পাওবে ।

বাও ভূমি, পাওবের দত্ত ।

কহ গিয়া যুধিষ্ঠিরে প্রতিজ্ঞা আমার ।

কৃষ্ণ ।—ধর্ম্য সাক্ষী,

ধর্ম্যরাজ যুধিষ্ঠির এতকণে হইলা নির্দোষী ।

আর না বলিব কিছু,

শেষ কথা এই—যথা ধর্ম্য তথা জয় ।

(সরোবে প্রস্থানোদ্যোগ)

শকুনি ।—দুর্ঘোদন ! দুর্ঘোদন !

ও কর্ণ ! ও হুশাসন !

সেই যে কি—সেই যে কি—

দুর্ঘো ।—ও !

বীরপুত্র ! ধরহ কৃষ্ণের;

বাঁধ বাঁধ লোহার শৃঙ্খলে ।

কৃষ্ণ । (সরোবে অটহাস্তে)—

আরে আরে নীচগণ ! বাঁধিবি আমারে !

সামান্য স্ততার বাঁধিবি পর্শতকার !

ধিক্ ধিক্ বড়বস্ত্রী কপুরুষগণ !

(পুনর্বার গমনোদ্যোগ)

দুর্ঘো ।—সারধান—সারধান,

অবরোধ কর দ্বার,

অবিলম্বে বাঁধ এই পাওবের চরে ।

কৃষ্ণ ।—(সরোবে) বাঁধ্ তবে হুয়ায়রা !

(সহসা মন্ত্রণাগৃহ ভেদ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের

বিরটিমূর্ত্তিধারণ)

শকুনি ।—বাপ্ !

(পতন ও মূচ্ছা)

(সকলের আত্মবিভ্রম ও মূচ্ছা)

দ্বিতীয় দৃশ্য ।

হস্তিনাপুরী—রাজপথ ।

জ্ঞানৈকা দরিদ্রা বন্ধার প্রবেশ ।

কৃষ্ণ ।—কেই এষেচে

রাজবাড়ীতে কাল যোক

কাড়ালী-বিষের হ'লে

আমার বড় কপাল পোড়া,

একে বুড়ো, তা'র খোঁড়া ।

কত লোক এসে কত কাপড় চোপড় গেলে ।

তা'দের পা আছে,—

কাছেই কাপড় চোপড় ;

আমার পা নেই

কাছেই কপালে চাপড় ।

(সংগে পীর ললাটে চপেটাঘাত)

পোড়া বম যেন আমার ভাহুর,

ছুঁতেই চার না—তা আবার মেবে !

পোড়া বম ! তুইও কি আমার মত বুড়ো,

হাড় চিবুতে পারিস্ নি ?

থা এই ক'থানা হাড় থা ।

(নেপথ্যে কোলাহল)

ঐ যে সব বিদেশ নিরে ছুটে আস্চে ।

ও মা !

কেমন করির জামা প'রেচে,

মাথায় পাগুড়ী এঁটেচে ।

আমিও বাই—ছুটে বাই—

একথানা তসরও তো পা'বো ।

(বেগে গমনোদ্যোগ)

সভয়ে কোলাহল করিতে করিতে

বেগে প্রহরিগণের প্রবেশ ।

১ম প্রহরী।—অ্যা! কি ভয়ঙ্কর মূর্তি ।

রুদ্দা।—ও বাবা! !

তোরা কি পেলি রে ?

২য় প্রহরী।—এমন তো কখনও দেখি নি, ডাই ।

রুদ্দা।—খুব দান দিচ্ছে—না, বাবা ?

১ম প্রহরী।—কোন দরজা দিয়ে পালা'বো,

তা' খুঁজে পাই নি,

যেন পোলোকধাঁধা ।

রুদ্দা।—সিংদরজার বিদেয় হ'চ্ছে ?

১ম প্রহরী।—আরে দূর বুড়ি ! পালা পালা !

ম'রবি এখন চাপনের চোটে টিপে ।

রুদ্দা।—কি ব'লচো, বাবারা !

খালি চাপকান টুপী ?

মেয়ে কাঙালী বিদেয় নয় ?

(নেপথ্যে পুনর্বার কোলাহল)

প্রহরিগণ।—ঐ রে ।

পাহাড়ে মূর্তি এই দিকে বুঝি আস'চে !

পালা—পালা—পালা !

(বেগে প্রহরিগণের পলায়ন ও তাহাদের

ধাক্কা লাগিয়া রুদ্দার ভূতলে পতন)

রুদ্দা।—(সকাতরে)—ও মা গো ! ও বাবা রে !

হাড়ের খিল তুলো খুলে গেলে! রে !

ওরে আটকুড়ীর ছা ! মর মর—গোল্লায় বা !

বেগে শকুনির প্রবেশ ।

শকুনি।—(সভরে)—বাপ্ !

একবারে আঙুল ফুলে কলা গাছ !

রুদ্দা।—হ্যা, বাবা,

আমার বুড়ো আঙুলে বড্ড লেগেচে,

একবারে মুচুড়ে গিয়ে ভেঙে গেছে !

মা গো !—আমার কি হ'বে গো !

(রোদন)

(নেপথ্যে পুনর্বার কোলাহল)

শকুনি।—ঐ এলো বুঝি রে !

যে প্রকাণ্ড দেহ,

যাড়ে প'ড়লে আটাপেশা হ'রে বা'বো ।

বাপ্ !—বাপ্ !

(পলায়নোদ্দেশ্যে)

রুদ্দা।—(বাধা দিয়া)—ও বাবা !

সবাইকে দিলে,

আমায় কিছু দিয়ে যাও ।

শকুনি।—কা'কে কি দিলেম ?

রুদ্দা।—হ্যা বাবা ! দিলে যে, বাবা !

শকুনি।—আরে মর ! কি ব'কুচিস্ বুড়ি ?

রুদ্দা।—বুড়ীকে দিলে পুণ্ডি হ'বে, বাবা !

কিছু না দিলে ছেড়ে দেবো না, বাবা !

দাও, বাবা !—একখানি কাপড় দাও, বাবা !

শকুনি।—(বিরক্ত হইরা)—আরে মর বেটি ।

মর—মর—রাস্তা ছাড়্ ।

রুদ্দা।—অ্যা—কত্কা পাড় ?

আমি বিধবা যে, বাবা ।

(গতিপথ অবরোধ)

শকুনি।—আঃ !

ও দিকে বিরাট্ !

এ দিকে বিভাট !

নেপথ্যে।—পালাও পালাও—মর্কানাশ হ'ল !

শকুনি।—(সভরে)—অ্যা—অ্যা !

সব চাপা প'ড়লো নাকি !

মর মাগি ! মর মর ।

[বেগে প্রস্থান ।

রুদ্দা।—দোবাই, বাবা !

কিছু দিয়ে যাও, বাবা !

[শকুনির পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রস্থান ।

কুমার ও কণের প্রবেশ ।

কুমার।—বীরবর !

আমাকে তোমরা বিনা দোষে

বন্দন ক'রে উদ্ব্যত হ'য়েছিলে ।

তা' বাই হোক,

আমি দুর্ঘোষন, হুঃশাসন ও শকুনির
এরূপ কুব্যবহারে তত হুঃখিত হই নি,
কারণ তাঁ'দের প্রকৃতি কুপথগামিনী ।

কিন্তু তুমিও যে

সেই কুচরিত্র লোকদের সঙ্গে মিশে
অস্ত্রায় কার্যো লিপ্ত হও,
এই আমার বড় হুঃখ ।

কর্ণ।— কেন, কৃষ্ণ !

আমি কি এমন অন্যায় কাজ করি ?

কৃষ্ণ।— দুর্ঘোষন, হুঃশাসনাদি দুরাজারা

ধর্মরাজ বৃধিষ্ঠিরের সহোদর ভ্রাতা নহে,

কিন্তু তুমি যে তাঁ'র জ্যেষ্ঠ সহোদর ।

তবে বল দেখি,

মহারাজ বৃধিষ্ঠিরের বিপক্ষে

তোমার দণ্ডারমান হওয়া কি অন্যায় নয় ?

তোমার জননী কুন্তীদেবী

তোমার এরূপ অন্যায় কার্য্য দেখে

দ্বিবাশিষি কত রোদন করেন,

তবু তুমি দুর্ঘোষনের পক্ষ !

বীরেন্দ্র ! বল বল,

এই কি তোমার ন্যায়সঙ্গত কার্য্য ?

কর্ণ।— বহুপতে !

জননী কুন্তীদেবী ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্র

আমাকে নদীতলে ভাসিয়ে দিয়ছিলেন ।

অধিরথ হৃত, আমাকে জল হ'তে

উদ্ধোলন ক'রে

তাঁ'র পত্নী রাধার নিকট অর্পণ করেন ।

আমি তাঁ'দের স্নেহে প্রতিপালিত হ'য়েছি,

এক্ষণে তাঁ'রাই আমার পিতা মাতা ।

তাঁ'র পর আমি আজ ত্রয়োদশ বৎসর কাল

মহারাজ দুর্ঘোষনের আশ্রয়ে

পরম সুখসম্পদে কাল বাপন ক'চ্ছি ।

রাজ্য দুর্ঘোষন

আমাকে অস্ত্ররাজ্য দান ক'রেছেন ।

তা' ছাড়া

আমি তাঁ'র সর্বপ্রধান সখা ও মন্ত্রী ।

কৃষ্ণ !

অসময়ে যিনি আমার একমাত্র অবলম্বন,

এখন আমি সেই হিতকারী দুর্ঘোষনকে

কোন ন্যায়যুক্তির বলে ত্যাগ ক'তে পারি ?

কৃষ্ণ।— কর্ণ । আমার কথা শোনো ।

কর্ণ।— (ভক্তির সহিত)— হরি ! হরি !

এখন আমি আর তোমার নিকট

কণ্টভাবে কোন কথা ব'লবো না ।

আমি জানি,

তুমি সাংক্ৰাৎ পরব্রহ্ম ঈশ্বর ;

তুমি কণ্টীয় কণ্টতা-কণাট উন্মোচন ক'রে

সর্পিদা তাঁ'র হৃদয় দর্শন কর ;

সুতরাং

এক্ষণে আমি সরল হৃদয়ে ব'লুচি,—

যে দুর্ঘোষন

আমার উপর সমস্ত তাঁর অর্পণ ক'রে

অটল বিশ্বাসে নিশ্চল ও নিশ্চিন্ত আছে,

আমি সেই দুর্ঘোষনকে কোন প্রাণে—

কোন ন্যায়-বিচারে—কোন ধর্ম-মতে

এই গুরুতর বিপদের সময় ত্যাগ ক'রবো ?

বল কৃষ্ণ ! বল—

তুমি সাংক্ৰাৎ ধর্ম—সাংক্ৰাৎ সত্য—

সাংক্ৰাৎ ন্যায়,

তবে বল, পরমেশ্বর ।

দুর্ঘোষনকে ত্যাগ কর'লে

আমার বাস্তবিক অধর্ম হ'বে না—

কৃতঘ্নত্বের শাস্তিভোগের জন্য

তুমি যে তরুণ নরক কষ্ট ক'রেছ,

সেই নরক-যন্ত্রণা

আমার ভোগ ক'তে হ'বে না ?

কৃষ্ণ।— (নীরব)

কর্ণ।— (করষোড়ে)— কই, প্রভু ! উত্তর দাও ।

কৃষ্ণ।— কর্ণ !

এতক্ষণে তোমার চিত্তপরীক্ষা শেষ হ'ল ।

তুমি এত দিন বিজগতে

'দাতাকর্ণ' বলে বিখ্যাত ছিলে,

আজ হ'তে তোমার

আর একটি নাম হ'ল—'কৃতজ্ঞ কর্ণ' ।

হে ধর্মলীল !

তুমি বর্ষা ন্যারবাণী,

তুমি সত্য ও ধর্ম প্রতিপালনজন্য

আজ বেরূপ লক্ষ্যত ভাব প্রকাশ ক'লে,

এ ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের অগ্রজ

ধর্মপ্রাপ কর্ণের উপস্থল বটে ।

আর আমি তোমাকে বাধা দেবো না,

যজ্ঞে হৃগ্যোধনের নিকট গমন কর ।

কর্ণ।—নারায়ণ !

তোমার

আমার একটি অসুরোধ রাখে হ'বে ।

আমার অসুরের জাতি যুধিষ্ঠির,

তীয়, অর্জুন, নকুল ও সহদেবের নিকট

এবং ভ্রাতৃনন্দ্রৌপদীর নিকট—

আমি যে কৃত্তবীরের পুত্র,

এ কথা বলো না ।

কৃষ্ণ।—হরি বলি ।

কর্ণ।—তবে তোমার কৃষ্ণলীলা পূর্ণ হ'বে না ।

তা' নাই হৌক ; তা'তে আমার ক্ষতি নাই ;

কিন্তু আমি যে যজ্ঞক্ষেত্রে বৃন্দসময়ে

অর্জুনের রথে তোমার চরণ দর্শন ক'রে

প্রাণত্যাগ ক'তে পাবো না,

তা' হ'তে আমার ক্ষতি ও দুঃখ কি ?

হরি হে !

আমার সাধের আশা ভঙ্গ ক'রে না—

আমার মুক্তির পথ রুদ্ধ ক'রে না ।

কৃষ্ণ।—কর্ণ ! ধন্য তুমি—ধন্য তুমি !

তুমি একাধারে ধর্মবীর ও যুদ্ধবীর ।

তোমার মনোবাহিনী পূর্ণ হ'বে ।

কর্ণ।—হরি !

প্রণিপাত করি রাজা পায় ।

কৃষ্ণ। বীরকীর্তি লভ, বীরবর !

[উভয়ের প্রস্থান ।

তৃতীয় দৃশ্য ।

হস্তিনাপুরী—গঙ্গাতট ।

কৃতজ্ঞতা, প্রতিজ্ঞা, ধ্যান্তি ও কীর্তি
গঙ্গাগর্ভে অবস্থিতা ।

সকলে ।—

(গীত)

মানুষ তো আর কিছুই নয়, জলের তিলক বালির বুকে

এই আছে, এই নেই কো আবার, শুকিয়ে যায় এক পলকে

মানুষ তো হামার কায়া,

মানুষ-প্রাণ হামার মায়া,

হামার মামার সোণাখিনি মায়-তরা হামার কাঁকে ॥

(গঙ্গাগর্ভে সকলের মগ্ন হও)

কর্ণের প্রবেশ ।

কর্ণ।—(কৃতজ্ঞলিপুটে হৃগ্যস্তব)—

জয় অগলোচন, জয় ভরমোচন,

জয় করলাঞ্জন তাস্তর হে । ।

জয় গ্রহকুলপতি, জয় অগতির পতি,

ভব পথে করে নতি কিঙ্কর হে ।

(প্রণা

(উদ্ভিন্নচিত্তে)—এ কি ! এ কি !

কি হেতু সহসা আজ

আকুল হইল মোর প্রাণ !

প্রতিদিন গঙ্গামানে আসি

প্রতিদিন গঙ্গাতটে

হৃগ্যদেবে স্তুতি নতি করি ।

কিন্তু হেন ভাবান্তর হয় নি তো কহু ।

কে যেন বলি'ছে মোরে—

'কর্ণ ! কর্ণ ! ভাড় হৃগ্যোধনে,

বাও যাও যুধিষ্ঠির-পাশে,

যুধিষ্ঠির ভাই যে রে তোর ।

আরে কর্ণ !

ভ্রাতৃহনয়ের স্নেহ

নাই কি কঠিন হৃদে তোর ?'

(রোমান্বিত হইয়া)—অহো !—ভ্রাতৃহন

আহা কি যশুর কথা !

নিষ্ঠুর কর্ণের কর্ণে
কে দিল এ সুধা ঢালি' আজ ?
এ পাষণ-কঠিন হৃদয়
কে কোমল করিল আমার ?
হি হি, মহাপাপী ভাতৃশত্রু আমি,
আর না—আর না—
এখনি বাইব সেথা
যেথা মোর ভাই পক জন্ম।
পক সংখ্যা বঠ হ'বে আজ ;
কিবা কাজ আর হুঁয়োধনে ?
রাজা হুঁয়োধন !
তুমি মোর মিত্র হিতকারী,
তব শত্রু না হইব আমি ;
যা'র অঙ্গে ধরি এ জীবন,
তা'র সনে না করিব রণ।
মোর পক ভাই তরে
পক গ্রাম তিকা ল'ব তোমার নিকটে।
মহারাজ হুঁয়োধন !
তুমি পূরা'বে না প্রার্থনা আমার ?
যদি নিতান্তই
না ষাও পাঁচটি গ্রাম,
তবে দিয়াজ যে অঙ্গদেশ মোরে,
তাই দিব ভাই পক জনে।
যদি তা'ও দিতে নাহি ষাও,
তবে ছয় ভাই হ'ব বনবাসী।
(অস্থির হইয়া)—যুধিষ্ঠির ! যুধিষ্ঠির !
ক্ষমা কর মোরে, ভাই !
ক্ষমাওণে ধনী তুমি।
আর আমি বিপক্ষ না হ'ব,
কটু না করিব তোমা'সবে।
যুধিষ্ঠির !
তব পাশে এই বাই—এই বাই, ভাই !

(রমনোহৃত)

দৈববাণী ।—কর্ণ ! কোথা যাও ।

কর্ণ ।—(সবিস্ময়ে)—

এ কি !—কে !—দৈববাণী ?

কৃতজ্ঞতা, প্রতিজ্ঞা, ধ্যান্তি ও কীর্তি ।—(গদ্যার্ণব
হইতে পুনর্বার উদ্ভিত হইয়া, গীত)—

হামার মায়ার মেশামিশি মায় ভরা ছায়ার কঁাকে ।
সেই ছায়ার কঁাকে হামার মানুষ ঘুরে বেড়ার কঁাকে কঁাকে ॥
ছায়া না মুছলে পরে,
মায় না মুছলে পরে,
হামার মানুষ পার না কারা, কালের ছায়ার মিশিয়ে থাকে ॥

কর্ণ ।—(সবিস্ময়ে, স্বগত)—

অদূত সঙ্গী ত !—নিগূঢ় তত্ত্ব !

কারা এরা ?—দেবী বোধ হ'চ্ছে না ?

ভাল, জিজ্ঞাসা করি

(প্রকাশে)—কারা আপনারা ?

কৃতজ্ঞতা ইত্যাদি ।—(গীত)

আমরা কারা কাজ কি ছেনে ? আগে জান আপনাকে ।
আপন-জানা মানুষ যারা, তারাই জানে আমাদি'কে ॥

কর্ণ ।—তবে আমি কি আপনহারা ?

কৃতজ্ঞতা ইত্যাদি ।—(গীত)

আপনহারা নৈলে কেন,

আনাদিগে ভুলবে কেন ?

হামার ভিতর কারা পেয়েও, মায়ার কেন প'ড়বে কঁকে ? ॥

(সকলের অভ্যর্থনা)

কর্ণ ।—(স্বগত)— কি ! কি ! মায় !—মায় !

ও—বাস্তবিক,

আজ আমি মায়ার জলনায় বিমোহিত !

এই-না আমি শ্রীকৃষ্ণকে বলেছিলাম—

যুধিষ্ঠিরকে আমার পরিচয় দিলে

তা'র কৃষ্ণলীলা পূর্ণ হ'বে না !

তবে আবার কি ভ্রম

হরিতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব এবং আত্মতত্ত্ব ভুলে গিয়ে

কৃতজ্ঞতা, প্রতিজ্ঞা, ধ্যান্তি ও কীর্তিকে

উপেক্ষা ক'ছি ?

না, আর আমি যুধিষ্ঠিরের নিকট বা'ব না।

প্রতিজ্ঞার উপর প্রতিজ্ঞা ;—

পূর্ণ হুঁয়োধনের নিকট

এবং অশ্রীকৃষ্ণের নিকট

প্রতিজ্ঞা ক'রেছি ।

প্রাণ দিতে সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ ক'রবো না।

বেগে কুন্তীর প্রবেশ ।

দেবি !

অধিরথ-হৃত-হৃত আমি,

রাধা মোর মাতা,

কর্ণ মোর নাম ।

প্রণিপাত করি গো তোমায ।

কি আশায় আনিলে হেথায় ?

আজ্ঞা কর,

কি করিতে হ'বে মোরে ?

কুন্তী।—বৎস রে !

অধিরথ পুত্র নহ তুমি,

রাধা নহে জননী তোমার ।

আমিই জননী তোরা ।

কর্ণ।—নামে তুমি জননী আমার,

কিন্তু জননীর স্নেহ যার।

নাহি তব কঠিন হৃদয়ে ।

কুন্তী।—কেন, বাছা ! বল হেন নিদারুণ ব্যাধি ?

কর্ণ।—কি, মা !

আমি কহি নিদারুণ ব্যাধি ?

নিদারুণ নিজে তুমি,

ঠেঁই ভাব অস্ত্রে নিদারুণ ।

নিদারুণে !

আর কাজ নাই,

তব কোন কথা শুনিতে না চাই ।

কুন্তী।—কর্ণ রে !

আমার কানীন পুত্র তুই ।

পিতা কুন্তিভোজের তবনে

কত্না অবস্থায় ছিনু যবে,

সেই কালে তপস্বী হুঁস্মা

তুষ্ট হ'য়ে ভক্তিতে আমার

কৃপা করি' দেবানন্দ মন্ত্র দ্বিলা ঘোরে ।

বালিকা-স্বভাব হেতু আমি

সেই মন্ত্রে হৃদ্যবেবে করিনু আস্থান ।

কল্পকা-বশায়

হৃদ্য হ'তে যোর গর্ভে জনম তোমার,

ঠেঁই তুই মোর কানীন কুমার ।

লোক-লজ্জা-ভরে

হালীমাকে স্তম্বাইয়া তোর

ভাসাইয়া দিয়াছিনু তটিনীর স্রোতে ।

নিদারুণা হ'তেম বধ্যপি,

তা' হ'লে বিনাশ তোর করিতাম আমি ।

স্নেহ যদি নাহি মোর প্রাণে,

প্রাণ তোর কেন রেখেছিনু ?

হরির কৃপায়

বাঁচিয়াছ, বাছাধন !

এ দক্ষ হৃদয়ে

আর দুঃখ দিস্ নি রে শেলসম ভাদে ।

এমু এবে যেই অভিলাষে,

পূর্ণ কর, পুত্র রে আমার !

শুনিয়াছি লোক-মুখে

পৃথিবীতে সর্কারেণা দাতা তুই ।

আজ কাঙালিনী জননীরে তোর—

দাতা কর্ণ ! দাতা হ' রে !

কর্ণ।—(দগত)—অহো, লবয়ে বাজিল ব্যথা

বাধিতা মাতার ভাবে ।

কি করি—কি বলি ?

কিবা অভিলাষ করি' আসিলা জননী ?

দ্রায়যুক্ত অভিলাষ হ'লে

অবশ্য পূরা'ব আমি ।

(প্রকাশে)—বল, মা গো ! কিবা মাগ তুমি !

কুন্তী।—ঘোষ্ঠ পুত্র কর্ণ রে আমার !

মোর গর্ভে জন্মি' তুমি

ভুলিয়া আপন ভাতৃগণে

কেন সেবা কর হৃদ্যোদনে ?

হেন কার্য্য ভাল কি তোমার ?

জানো তুমি, জানি তো সকলি,—

মাতৃভক্তি ভাতৃস্নেহ

এ ধরায় ধর্গের রতন ;

তবে কেন নিজ জনে বাম ?

পর জনে কেন কর সেবা ?
বাহা ! ভূনিম্ন বিহুর-মুখে—
দুর্গোপন-পক্ষে থাকি তুই
করিবি দারুণ যুদ্ধ,
বিনাশিবি ভাই পক্ষ জনে ।
বর্ণ রে !

কেন হেন নিদারুণ ইচ্ছা তোর ?
রাখ তোর মায়ের বচন,
শাস্ত কর এ চঞ্চল মন,
ভাতৃহিংসা ভুলে যা বে,
যুদ্ধ-আশা ছেড়ে দে রে ।

ধী—জননি !

এ যে তব ন্যায়হীন ভাষা ;
কিরূপে এ হেন আশা পুরা'ব তোমার ?
কণামাত্র হিত সাধে যেই,
বিপক্ষে তাহার উচিত না হয় সমুখান ।
কিন্তু, রাজা দুর্গোপন
কত যে সাধিলা হিত মোর,
কত যে সাধেন হিত আজো,
সীমা নাহি তার ;
সমস্ত সংসার-মার্ক
একমাত্র মিত্র মার রাজা দুর্গোপন ।
মা গো ! প্রাণ ব্যতীর্ণ
ততক্ষণ মিত্রজ্যোহী কর্ণ না হইবে ।

ধী—(সরোবসনে)—বাহা রে !

তবে কি নিশ্চয় তুই ভাতৃঘাতী হ'বি !
পুত্র হ'য়ে মারেরে কাঁদা'বি
ভাতৃহত্যা করি' নিজ করে !
আহা, বড় অভাগিনী আমি,
তুই ভূনি হেন বাণী
জ্যেষ্ঠ পুত্র কর্ণের বদনে !
বিধাতা হে ! তব কৃষ্টিমাঝে
কা'রো যেন নারী-জন্ম আর নাহি হয় ;
যদি হয়,
কিন্তু, যেন নাহি হয় পুত্রবতী ।
কর্ণ রে ! পুত্র রে !

কি কাজ এ ছার প্রাণে আর ?
ভাতৃগণে বধিবার আগে
হত্যা কর এ দুঃখিনী মায়ে তোর ।
তা'র পর যা' ইচ্ছা করিস,
চক্ষে মোরে না হ'বে দেখিতে ।

কর্ণ।—কেন বুঝা কঁাদ, মাতা ?

মিত্রজ্যোহী কর্ণ না হইব ।
মিত্রজ্যোহী জনসম পাপী নাহি আর,
মাতা হ'য়ে কোন প্রাণে
পুত্রে কর হেন পাপে লিপ্ত হটবারে ?

কুন্তী।—হা পুত্র নিদয় !

নাই কি হৃদয় তোর !
জীবন্ত পাষণ তুই !
ভাল, ভাল,
পাষণেরি পরিচয় দে,
জননীর দেহ থেকে প্রাণ কেড়ে নে ।
মাতৃপ্রাণ অগ্রে নিলে
ভাতৃপ্রাণ বিনাশিতে
কষ্ট না পাইবি পরে ও কঠিন প্রাণে ।

কর্ণ।—পাষণ বলিয়া মোরে জেনেছ যে কালে,

সে কালে কি হেতু কঁাদ আর ?
পাষণে কি কোমলতা আছে ?
তা' থাকিলে

মাতা হ'য়ে পুত্রে কেহ ফেলে কর্ণ জনে ?

কুন্তী।—কেন, পুত্র ! পুন সেই নিদারুণ বাণী !

কর্ণ।—আজ পাষণে পাষণে দেখা,

পাষণে পাষণে
নিদারুণ ঘাত-প্রতিঘাত ;

আমি কি করিব, মাতা ?

পাষণ কোমল হয় কর্ণ !

কোমল হইলে

পাষণের পাষণত্ব কোথা ?

(সহঃখে)—ওগো পাষণী জননি !

পাষণ জ্বর হ'য়ে

পাষণ-জ্বর কর্ণ পাশে

এসেহিস্ কোমলতা আশে ?

কিরে যা—কিরে যা নিজ বাসে,
এ পাষাণে কভু
অক্লুরিত না হইবে আশা-লতা তোর।
কিরে যা, পাষাণি।

(গমনোন্মোহ)

কুন্তী।—কোথা আর কিরিবে পাষাণী !
গঙ্গাগর্ভে ডুপুক এ কঠিন পাষাণ।
ঘুচুক পাষাণী নাম।

(গঙ্গাগর্ভে কল্পপ্রদানোন্মোহ)

কর্ণ।—(বাধা দিয়া)—মা! মা! শান্ত হও।
কুন্তী।—শান্তির কি আছে আর পথ ?
কর্ণ।—শোনো, মাতা !

অর্জুন ব্যতীত আমি চারি পুত্রে তব
যুদ্ধে নাহি করিব সংহার।
প্রতিদ্বন্দ্বী অর্জুনই আমার,
হয় আমি হত হ'ব অর্জুনের করে,
নয় সে অর্জুন
মরিবে আমার শরে দারুণ সমরে।
পঞ্চ-পুত্র-মাতা তুমি,
পঞ্চ পুত্র থাকিবে তোমার।
হয় পুত্র তব ভাগ্যে লিখে নি বিধাতা।
তুইই কহি, ভাড়ু মা অরণ-আশা,
শোনো মোর সত্য ভাষা,—
সাক্ষী দেবী ভাগীরথী—
পঞ্চ পুত্র অবশ্যই থাকিবে তোমার।
কোন কথা না কহিও আর,
যাও ফিরি' নিজ গৃহে।
(দগত)—মা !
শেষ প্রণিপাত করি পায়,
তোর সনে আর দেখা না হইবে মোর !
আহা, বাবজীবন
মা থাকিতেও মাতৃহীন আমি;
মাতৃহীন অবস্থায়
ভ্রমিবে এ কার রণাঙ্গনে।
(প্রকাশে)—মা আমার !
প্রণিপাত করি পায়।

দেব', মা! বা' বলিহু,
এ কথা না বলিও কাহারে।
[উভয় দিক্ দিয়া উভয়ে
প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য।

হস্তিনাপুর—ভীষ্মের কক্ষ।

ভীষ্ম ও দ্রোণ।

ভীষ্ম —আচার্য্য !

বিধাতার এ কি বিড়ম্বনা ?

বৃদ্ধ আমি,

আমারে কি সাজে হেন নিদারুণ কাজ ?

মানবসমাজে কি বলিবে মোরে ?

মহারাজ দ্রুতরাষ্ট্রে বুঝাইহু কত,

বুঝাইহু হুট হুঠোধ্যাধনে,

প্রাণপণে হিত-যুক্তি দিহু কত,

কিন্তু ভ্রম্যে ঘৃত সকলি হইল।

পঞ্চগ্রামও না দিল পাওবে।

অবশেষে দারুণ আহবে

আমারেই বলে সেনাপতি হ'তে।

ধিক্ মোরে !

ধিক্ অর্থে।

এ হেন দাসত্বে শত ধিক্ !

দ্রোণ।—পাছেহু !

তব সম আমিও অর্থের দাস,

ভুক্তভোগী উভয়ে বিশেষ;

কি বলি' বে বুঝা'ব তোমাস,

না দেখি উপায় তা'র।

বৃদ্ধ ! কি হ'বে তাবিয়া আর ?

বিধাতার লিপি কে করে খণ্ডন ?

বা' হ'বার তাই হ'বে,

দারুণ আহবে দেহ কাপ,

পরিতাপে নাহি প্রয়োজন।

দ্রুত পিঙ্গাচ হুঠোধ্যাধন

পা'হু সমুচিত প্রতিকল।

জন্ম-বাক্যে 'আহা নাহি বাঁর,
মঙ্গল কোথায় তা'র ?
ধর্মই পাণ্ডীর শান্তি দেয়,
তুমি আমি নিমিত্ত কেবল।
তুমিই তো রাজসভাতলে
গভীর নিনাদে বলিয়াছ বারংবার—
'বতঃ কৃকৃততোধর্মোবতোধর্মস্ততোজয়ঃ ।'

দুর্যোধন ও কর্ণের প্রবেশ।

দুর্যো — পিতামহ !

আবার আইনু তব পাশে।
তুমি বই গতি নাহি আর,
করহ নিস্তার দুর্যোধনে।
কুরুক্ষেত্র-মারো বীরগণ সনে
পাঠাইনু একাদশ অশ্বোচিহী সেনা।
কিন্তু, সেনাপতি বিনা
পিপীলিকা শ্রেণী-সম ছিন্ন ভিন্ন সব।
পিতামহ !
অন্য মত না করিও আর,
সৈন্যপতা-ভার করহ গ্রহণ।
জানি আমি,
শুকাচাৰ্য্যসম তুমি যম হিতকারী,
অন্যের অগাধ তুমি,
ধর্ম্য তব ভক্তি চিরদিন।
কার্ত্তিকের দেব-সেনাপতি
অগ্রবর্তী হন যথা দেবতাগণের,
সেইরূপ তুমি আজ
অগ্রবর্তী হও, বীর ! আমা'সবা'কার।

ভীষ্ম — দুর্যোধন !

না শুনিলে কথা মোর কতু,
কতু যে শুনিবে তুমি, তা'রো আশা নাই।
ডুবেছে আমার আশা,
ভাল, তব আশা করিব পূরণ,
সৈন্যপত্য করিব গ্রহণ।
কিন্তু, গুটিকত কথা এবে বলিব তোমায়।—
মহাবীর অর্জুন ব্যতীত

প্রতিদ্বন্দ্বী কেহ নাহি জগতে আমার।
তথাপি প্রকাশ্য যুদ্ধে
জিনিতে আমারে কতু নারিবে অর্জুন।
অস্ত্রবলে আমি
এ ত্রক্ষাণ্ড জীবনু করিবারে পারি,
কিন্তু পাণ্ডবের নারিব জিনিতে !
শুন, দুর্যোধন !

পাণ্ডবেরা যদি মোরে না করে বিনাশ,
তা' হইলে আমি
তোমার নিঃসঙ্গ-মতে
প্রতিদিন সমরপ্রাপ্তগণে
পাণ্ডবের দশ হাজার সেনা
করিব সংহার হুনিশ্চয়।
তা'র পর জয় পরাজয়
যে হয় সে হ'বে।

বল, তুমি সম্মত কি অসম্মত ইথে ?

দুর্যো। — (স্বগত) — প্রতিদিন ভীষ্ম পিতামহ

বধিবেন পাণ্ডবের দশ হাজার সেনা,
তা' হইলেই পাণ্ডবের হ'বে বনজয়,
যোর ভাগ্যে জয় হুনিশ্চয়।

(প্রকাশে) — পিতামহ !

তব বাক্যে হইনু সম্মত।

ভীষ্ম। — আর এক কথা,—

হৃতপুল্ল কর্ণ সদা আমার সহিত
রণস্পর্ক করে ;
এবে আমা' দৌহা-মাঝে
কে অগ্রে প্রবৃত্ত হ'বে রণে ?

কর্ণ। — রুক্মবীর !

জীবিত থাকিতে তুমি,
অগ্রে আমি না যুঝিব কতু।
তোমা হ'তে যদি হয় কৌরবের জয়,
ভালই সে কথা ;
আর যদি হয় পরাজয়,
কিংবা যদি রণে মর তুমি,
তখন ধরিয়া অস্ত্র
যুঝিব পাণ্ডবসৈন্য সনে,

একাত্তরী অশ্বের ঘাও

অর্জুনের দিব সমালয় ।

ভীষ্ম।—কি, কর্ণ ।

ভগবান কুমার বাঁর সখা,

তাঁর তুমি দিবে সমালয় ।

দেখা বাঁবে

কাঁর ভাগ্যে সমালয় লিখিলা বিধাতা ।

কর্ণ।—বুদ্ধবীর ।

মাক্য-অস্ত্রে বড় পটু তুমি,

এই বার দেখাও কর্ণেরে

লৌহ-অস্ত্র পরীক্ষা সময়ে ।

ভীষ্ম।—ভাল, ভাল,

চল, কর্ণ ! কুরুক্ষেত্র-মাঝে ।

দুর্যোধ্য।—পিতামহ !

পুরে যেন আশা মোর ।

ভীষ্ম।—(স্বগত) —

‘যথা কুমার তথা ধর্ম, যথা ধর্ম তথা জয় ।’

(প্রকাশ্যে)—দুর্যোধন !

কর্ণে ল’য়ে হও অগ্রসর ।

[দুর্যোধন ও কর্ণের প্রস্থান ।

দ্রোণাচার্য্য ।

চলিলাম সঙ্কট সময়ে,

তোমা’সনে এই দেখা শেষ দেখা ।

আর কিরিব না আমি ।

দেহ, সখে ! শেষ আলিঙ্গন,

পিঙ্গ তুমি, দেহ পদধূলি ।

সখে ! সখে ! চলিলাম চিরতরে ।

দ্রোণ।—যাও, ধর্মবীর ।

পরলোকে হ’বে পুন উত্তরে সাক্ষাৎ ।

উভয়ে।—‘যথা কুমার, তথা ধর্ম,

যথা ধর্ম, তথা জয় ।’

[উভয়ের প্রস্থান ।

চতুর্থ অঙ্ক ।

প্রথম দৃশ্য ।

কুরুক্ষেত্র —পাণ্ডব-শিবির ।

কুমার, যুধিষ্ঠির, ভীষ্ম ও সৈন্যগণ ।

যুধিষ্ঠির।—কুমার ! কুমার ! কর সে উপায়,

যাহে প্রাণ পায় তোমার পাণ্ডবগণ ।

তাই !

পাণ্ডবের হিত সাধিবারে

গিয়াছিলে হস্তিনায়,

কিছু, দুঃখিত কৌরব নিকর

কৈল তব ঘোর অপমান ।

সেই অপমান

ব্যথা দেছে আমার হৃদয়ে ।

আবার বিষম দুর্ঘটনা,—

ভুবনবিখ্যাত বীর ভীষ্ম পিতামহ

কৌরবের হৈলা সেনাপতি ।

কাঁর সাধ্য—কে আঁটিবে তাঁ’রে ?

দারুণ সময়ে যবে অর্জুনের রথে

সারথি হইবে তুমি,

সে কালে, না জানি

ভীষ্ম-গরে তব বর বণ

ছিঁম ভিন্ন হইবে হে কত !

তাই বলি, তাই !

আর কাজ নাই সঙ্কুল সময়ে ।

অতাই পাঠাই দূত অযোধন-পাশে

নিবারিতে সঙ্কট সংগ্রাম ।

কুমার।—(সহাস্ত্রে)—ধর্মরাজ ! কেন ভাব ভয়

ধর্মের অবশ্য হয় জয় ।

অধর্মের পরিণাম বড়ই ভীষণ ;

কেই কহি, দুঃত দুর্যোধন

অবশ্যই হ’বে পরাজিত ।

রাজা ! জানিও নিশ্চিন্ত—

ধর্ম যার প্রধান সহায়,

‘হেন কৃষ্ণে কা’র সাধা
বিস্মৃত করিলে রথাক্রমে ?

ভীম ।—কৃষ্ণ ! এ কি যে বচন কহ আজ ;

তুমিই সাক্ষাৎ ধর্ম,

তবে কেন কহ পুন—

ধর্ম বা’র প্রধান সহায় ?

বরং আমরা বলিতে পারি—

শ্রীহরি সহায় যে সবায়,

অমঙ্গল পরাজয় কোথা সে সবায় ?

হরি হে !

আজ মোরা সংগ্রাম-সাগরে

রাপ দিতে সমুদ্রত কা’র ভরসায় ?

তোমারি ভরসা জাগে পাণ্ডবের প্রাণে ।

জানি আমি, চক্রপাণি !

অকূল-সংগ্রাম-সিদ্ধ মাঝে

পাণ্ডব পাইবে কূল

ধরি’ তব শ্রীপদ-ভরণী ।

(দ্বিধিষ্টিরের প্রতি)—মহারাজ !

ভীষ্মের বচন ধর,

হরিপদে মন স্থির কর,

স্থানিষ্ঠ বিপদ হইবে নাশ,

পূর্ণ হ’বে জয়-অভিলাষ ।

পাণ্ডবের জন্মের সধা—

পাণ্ডবের প্রাণের দেবতা আপনি শ্রীহরি ;

কেন তবে ভাব, মহারাজ ?

বা’র জ্যোতির্ময় শ্রীপদ-কমলে

অনন্ত অনন্ত কোটি জয়শ্রী উথলে,

সে হরির পাশপাশ পেয়েছি সকলে ।

যুধি ।—ভীম রে !

ভীষ্ম যে দারুণ বীর ;

ভীষ্মগুরু আপনি পরশুরাম

হারিয়াছে ভীষ্মের নিকট ।

ভীষ্ম সাক্ষাৎ সঙ্কট !

ভীম ।—(সানন্দে কৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া)—

আর এই

সাক্ষাৎ সঙ্কটমোচন শ্রীমদুৎসব !

যুধুৎসব প্রবেশ ।

যুধুৎসব ।—(কীর্তনের সুরে)—

আমি হরিনামের ভিখারী কাঙাল,

হরিনাম বড় ভালবাসি গো—

হরিনাম মধুর নাম বড় ভালবাসি গো ।

তাই এসেছি আজ আমি হরির কাছে,

ছরি বই আমার আর কে আছে ?

(কৃষ্ণের চরণ ধারণ করিয়া)—

হরি ! পাপী ব’লে আমায়—ও দয়াময় !—

পাপী ব’লে আমায় পায়ে ঠেলো না,

বরং পাপী ব’লে আমায় পায়ে তোলো না ?

কৃষ্ণ ।—(যুধুৎসবকে উত্তোলন করিয়া)—

যুধুৎসব !

তুমি মহারাজ দ্বুতরাষ্ট্রের সর্ককনিষ্ঠ পুত্র,

রাজা দুর্যোধন তোমার সর্কজ্যোষ্ঠ ভ্রাতা ।

তুমি এই যুদ্ধসময়ে

দুর্যোধনের পক্ষ না হ’য়ে

শত্রুপক্ষে কেন উপস্থিত হ’লে ?

যুধুৎসব ।—(কীর্তনের সুরে)—

আমি শত্রু মিত্র জানি না, হরি !

আমি নিজেও যে কে, তা’ও জানি না,

আমি ত্রিভুগতে—ওহে দয়াল হরি !—

কিছু জানি না তব চরণ বিনা ।

যুধি ।—(স্নেহভরে)—বৎস যুধুৎসব !

আমি দেখছি,

মহারাজ দ্বুতরাষ্ট্রকে পিণ্ডবান কববার জন্ত

একমাত্র তুইই জীবিত থাকিবি ।

যুধুৎসব ।—মহারাজ !

আমি আপনার পক্ষে থেকে

আমার জুরমতি অধ্যাত্মচারী ভ্রাতা ।

দুর্যোধনের বিপক্ষে যুদ্ধ ক’ন্তে ইচ্ছা করি ।

যুধি ।—তাই ! তুই বালক,

তাই এমন কথা বলছিন্দু ।

এই আপৎকালে

তুই আমার পক্ষে থাকিলে

সুবোধন তোকে কি ব'লবে, বল দেখি ?
বুৎসু—তা' তিনি বাই ব'লুন,

আমি অধর্মের দিকে কখনই থাকিবো না ।

যেখানে স্বয়ং হরি,

সেখানে এই কীম হীন বুৎসু

ধর্মের সেবা ক'রবে—ধর্মবুদ্ধ ক'রবে ।

কুমার—রাজপুত্র ! তুমি যে বালক,

কিন্তু যুদ্ধ যে অতি কঠিন ।

বুৎসু—(কীর্তনের সুরে)—

হরি ! তাই তো আমি এসেছি হে—

যুদ্ধ কঠিন ব'লেই এসেছি হে !

যখন সময়ে তব কলেবরে—

হরি ! ওই শ্রামল কলেবরে

অরি এড়িবে খরতর শর,

আহা, বর বপু হ'বে জর জর ;

এ দ্বাস তখন—হরি হে !—

প্রাণপণে সেবা করিবে তোমার ।

যদি—বৎস ! ধন্য তোর হরিভক্তি !

(নেপথ্যে তুরীক্ষনি)

কুমার—(তুরীক্ষনি শুনিয়া)—ধর্মরাজ !

ঐ দেখুন,

আপনার আদেশে আপনার কনিষ্ঠ ভ্রাতা

সহস্রের বীরবর বৃষ্টিভ্রাতৃকৈ

পাণ্ডবসৈন্যপত্নী-তার প্রদান ক'লেন ।

নেপথ্যে—জয় মহারাজ যুধিষ্ঠিরের জয় !

ভীম—মহারাজ ! ঐ দেখুন—ঐ দেখুন—

আপনার সপ্ত অক্ষৌহিণী সেনা

সেনাপতি বৃষ্টিভ্রাতৃকৈ আদেশ

অপেক্ষা ক'চ্ছে ।

কিন্তু আপনি

ক্রপদরাজপুত্র বৃষ্টিভ্রাতৃকৈ যুদ্ধাজ্ঞা না দিলে

তিনি তা'দের মনোরথ পূর্ণ ক'তে পারেননা ।

অনুগ্রহ ক'রে

সেনাপতিকে যুদ্ধাজ্ঞা দেবেন চলুন ।

যুধি—কুমার !

তোমার আজ্ঞা ভিন্ন

যুধিষ্ঠির কোন কার্যই ক'তে সাহসী নয় ;

একপাশে কি ক'রবো অনুমতি কর ।

কুমার—ধর্মরাজ ! আবার অনুমতি কি ?

ধর্মবুদ্ধের ঘোষণা করুন ।

কল্মষের ধর্মবুদ্ধই প্রাণ, মন ও দেহ,

ধর্মবুদ্ধই আত্মা, সাধনা, সিদ্ধি ও মুক্তি,

ধর্মবুদ্ধই ধর্ম,

অধিক কি ব'লবো,

ধর্মবুদ্ধই স্বয়ং আমি ।

সকলে—'যথা কৃষ্ণ তথা ধর্ম,

যথা ধর্ম তথা জয় ।'

[সকলের প্রস্থান ।

—

দ্বিতীয় দৃশ্য ।

কুরুক্ষেত্র—যুদ্ধভূমি ।

কুমার ও অর্জুনের প্রবেশ ।

অর্জুন—মাধব !

মনে বড় ভয়, কি জানি কি হয়,

দারুণ সময় উপস্থিত ।

হের ওই—হের ওই

কৌরবের সেনাটাট কুরুক্ষেত্র-ভূমে,

একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা,

তা'হে পুন যুধিষ্ঠাত বীর রাজপুত্র

সৈন্যগণ-বলপতি ।

আবার

সাক্ষাৎ শমনসম ভীষ্ম পিতামহ

কৌরবের শ্রেষ্ঠ সেনাপতি ।

সখে ! সখে !

কিরূপে এ ভীষণ সংগ্রামে পাইব নিস্তার ?

অর্জুনের বল সে উপায় ।

কুমার—সখে !

কেন হে অস্থির এত ?

জগজ্জননী দুর্গা সঙ্কটনাশিনী,

সমর-রক্ষিণী শ্রামা ।

তকিভরে স্বব কর তাঁর,
এ সঙ্কটে পাইবে নিস্তার ।
অৰ্জুন ।—(কৃতাক্ষলিপুটে, স্বব)

(গীত)

দে মা দেখা দীনে ।
দুর্গমে প'ড়েছি দুর্গে ঘোর ছুরদিনে ॥
দয়াময়ী হৃৎহর্য্য,
দেব-বহাদেব-দার্য্য,
ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডারী জননি,—
দে মা জয়,
জয় জয়,

বিজয়দায়িনি ;—

তারা ! তোর কৃপা বই উপায় দেখি নে ॥

সহস্রা শূন্যে সিংহবাহিনী দুর্গার
আবির্ভাব ।

কৃষ্ণ ।—(দেখিয়া, অৰ্জুনের প্রতি)—সখে ! সখে !

হের হের মেলিয়া নয়ন,
বাঞ্ছা তব হইল পূরণ,
জগজ্জননী দুর্গা কেশরি-বাহনে
আবির্ভূতা সুনীল গগনে ।

অৰ্জুন ।—(প্রণাম করিয়া)—জননি !

দারুণ সঙ্কট উপস্থিত,
কৌরব-পাণ্ডবে ঘোর রণ,
এ বিপদে তুই বই না দেখি নিস্তার ;
দে মা শক্তি, শক্তি স্বরূপিনি !
তোমার রাজ্য অচিরে বিনে
অৰ্জুন দীনের আর কি আছে সম্ভল ?
বাঞ্ছাময়ি ! বাঞ্ছা পূর্ণ কর, মা আমার !

দুর্গা ।— (গীত)

ধনজয় ! কেন কর ভয়,
হ'বে অরিক্স, বল হরির জয়,
জয়শ্রী লাভিবে ছুসি হরির কৃপায় ।
গাতীব ধরি' রণে অবতরি',
হরিপদ অরি'-মার বড অরি,
ভব কি তোমার আর হরি যে সহায় ।

কৃষ্ণ ।—(অৰ্জুনের প্রতি)—সখে !

জগজ্জননী দুর্গা
তোমার বরভয় দান ক'লেন,
যুদ্ধজয়লাভে আর তোমার কোন চিন্তা নাই ।
এক্ষণে এস,
উভয়ে মিলে দেবীপূজা করি ।
যাও,
তুমি ঐ হিরণ্য তী নদী ত'তে
ঘট পূর্ণ ক'রে জল আনয়ন কর,
তটস্থিত অরণ্য হ'তে
পুষ্প সংগ্রহ ক'রে আন ।

[অৰ্জুনের প্রস্থান ।

দুর্গা ।—(বাগালাপে)—

বল,
ভক্তে কাঁধা'য়ে কি আনন্দ পাও, আনন্দময় ?
পাণ্ডবগণ তোমা বই আর কিছু জানে না,
তবু কেন দাঁও স্বপ্নে বেদনা ?
নিদ্রয় হ'য়ে, দুখ দিয়ে, হরি ।
কিবা তব সুখ হয় ?

কৃষ্ণ ।—(বাগালাপে)

ও মা ! তবে শোন, কেন আমি হই নিদ্রয় ;
আমি নিদ্রয় না হ'লে,
তোরে কে ডাকবে 'মা' ব'লে,
তুই ছুটে এসে কা'রে নিবি গো কোলে ?
কঠিন না হ'লে, কোমল মেশে না,—
মা মা মা !—
কোমল না হ'লে জ্বর গলে না,
আজ কঠিনে কোমলে ভক্তপ্রাণে মিলে
তোরে ডাকে 'মা' ব'লে, গলে মায়ের জ্বরয় ॥

জলপূর্ণ ঘট ও পুষ্প লইয়া অৰ্জুনের
পুনঃপ্রবেশ ।

কৃষ্ণ ।—সখে !

রাখ দেখা পূণ্যময় বারিপূর্ণ ঘট,
এই পূর্ণঘটসম
আশা পূর্ণ হইবে তোমার ।

সিদ্ধহাতী জগদ্ধাতী জননী মঙ্গলা
করিবেন রণে তব মঙ্গল সাধন ।
দাও কুপ্ত বনফুলদল,
এস দৌড়ে
ভক্তিভরে পূজি হুগাঁ-শ্রীপদ-কমল ।

(মন্ত্রপাঠপূর্বক ষটস্থাপন)।

উভয়ে —(পুষ্পহস্তে গীত) —

জয় হুগাঁর গণচণ্ডি মন্ডিত-খণ্ডিনি ।।

জয় দণ্ডে, জয় চণ্ডি, চণ্ডবৃন্দাধিনি ।।

জন্মনি বিজয়ে জয়ে,

বরদাতী বরাভয়ে,

অটহাসে অটভাষে খজাখোটকমণিনি ।।

(পুষ্পাঞ্জলি প্রদান ও প্রণাম)

হুগাঁ! —বীরেন্দ্র অর্জুন !

অন্ন কালমাঝে তুমি

বিনাশিবে সমস্ত অরাতি ।

কৃষ্ণ, তুমি ভিন্ন নহ, বীর !

তুমি নর, কৃষ্ণ নারায়ণ ;

তাহে পুন, হেন কৃষ্ণ সাহার তোমার,

জয় লাভ হইবে নিশ্চয় ।

সামান্য শত্রুর কথা কিবা ?

বজ্রধর ইন্দ্র নিজে

সমস্ত দেবতা সনে সমরপ্রাক্ষণে

কত নাহি পারিবেন জিনিতে তোমারে ।

ষাণ্ড, বীরবর !

কাঁপ দাও সংগ্রাম-সাগরে ।

(হুগাঁর শূন্যে অন্তর্ধান)

কৃষ্ণ ! —চল, মধে ! পাল হুগাঁ-বাণী ।

কৃষ্ণ ও অর্জুনের প্রস্থান ।

তৃতীয় দৃশ্য ।

কুরুক্ষেত্র — পাণ্ডবশিবির ।

যুধিষ্ঠির ও ভীমের প্রবেশ ।

ভীম ! —মহারাজ ! আজ্ঞা কর দাসে

কাঁপ দিতে সংগ্রাম-সাগরে ।

কর আশীর্বাদ

পূরে যেন লঙ্কায়ের সাধ ।

বহু দিন এই গদা

স্বক্ষে শুধু ক'রেছি বহন,

এই বার পরীক্ষা ইহার ।

যুধি ! —ভাই !

ক'র সনে যুদ্ধ-আশা তোর ?

ভীম ! —যে ক'রেছে তব সর্বনাশ ; —

দ্বাদশ বৎসর বনবাস,

এক বর্ষ অজ্ঞাতনিবাস ;

যে ক'রেছে দ্রৌপদীরে উরুপ্রদর্শন,

সেই হুগাঁর ধোঁয়াধনে

সমরপ্রাক্ষণে করিব বিনাশ গদাঘাতে ।

আর

যেই হুগাঁর আদেশে তাহার

রক্তশলা দ্রৌপদীরে কেশ-আকর্ষণে

আনিয়া কোঁরব-সভাতলে

বস্ত্রহরণের চেষ্টা কৈল নিজ হাতে,

সেই হুঃশাসন-মাথে

লৌহগদা বজ্রদম করিব নিক্ষেপ,

তবে সে আক্ষেপ যাবে মোর ।

প্রতিজ্ঞা ক'রেছি আমি

পাতকী নারকী হুগাঁধনে

নীচাচার হুঃশাসন সনে

যমের নরকে পাঠাইব ।

ধর্ম্মরাজ !

সেই প্রতিজ্ঞাপালন-কাল

এবে উপস্থিত পুণ্যক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র-মাঝে ।

বিলম্বিতে নারি আর,

অমুগত ভীমে কর অনুমতি দান ।

যুধি ! —(স্মর ভাবে) — ভীম ! ভীম !

সে প্রতিজ্ঞা ভুলে যা' রে ভাই !

কাজ নাই ভাতৃপ্রাণ-নাশে ।

কেবল দেখা'য়ে ছর,

লভব সংগ্রামে জয় ;

জীবনকে কোন লাভ নাই ।

আহা, মহারাজ ধর্মরাজ !
আমাদের অন্ধ জ্যেষ্ঠতাত ;
জ্যেষ্ঠা মাতা হুধিনী গান্ধারী
মরিবে পুত্রের শোকে কাঁদি' হাহাকারে ।
তেঁই কহি, ভাই !

সে দারুণ প্রতিজ্ঞা—

ভীম।—(বাধা দিয়া)—মহারাজ !

ভীমের প্রতিজ্ঞা কভু না হ'বে লঙ্ঘন ।
প্রতিজ্ঞা ক'রেছি আমি ধর্মের শপথে,
অধর্মের পথে এবে যাইব কিরূপে ?
পরম ধার্মিক হ'য়ে

ভীমে অধার্মিক হ'তে কেন বল আজ ?

নিজে তুমি ধর্মরাজ,

তবে কেন হেন বাণী কহ ?

হুধি।—ভীম !

তুই মোর ভাই,

হৃষোদন, দুঃশাসন তা'রাও যে ভাই ।

ভীম।—আজিকার মত

ভীমে তুমি ভাই বলি' না ভাবিও মনে,

ভাব, ভীম তব মহাঐশ্বরী ।

হুধি।—এ কি কহ, ভীমসেন ?

যাহা কভু হইবার নয়,

তা' কি কভু হয় ?

ভীম।—মহারাজ !

ভীমে শত্রু ভাবিতে কাতর যদি এত,

তবে

ভীমের প্রতিজ্ঞা আজ

শত্রু বলি' বিবেচিত কেন তব পাশে ?

নিশ্চয় জানিও, ধর্মরাজ !

যেই ভীম—সে প্রতীজ্ঞা,

যে প্রতিজ্ঞা—সেই ভীম ।

হুধি।—যা'ই বল,

মন মোর নাহি বুকে, ভাই !

ভীম।—(স্বগত)—কি বিভ্রাট !

কি করি উপায় এবে !

যটুকু যে উভয় সম্ভট,—

ভাড়া-আজ্ঞা না পারি লজ্জিতে,

প্রতিজ্ঞাও না পারি পূরা'তে ।

একবার কৃষ্ণেরে মধ্যাহ্ন মানি ।

(প্রকাশে)—ধর্মরাজ !

আমাদের বিপদকাণ্ডারী

প্রাণভয়হারী হরি

হউন মধ্যাহ্ন এ বিষয়ে ।

যাই আমি কৃষ্ণে ডাকি' আনি ।

[ভীমের প্রস্থান ।

হুধি।—(সবিবাদে)—হরি !

কিছু যে বুঝিতে নারি ;

আজ বিষম বিভ্রাট উপস্থিত ।

কৃষ্ণ ! পাণ্ডবের বল বুদ্ধি তুমি ;

এবে যাহে সব দিক রয়,

সেইরূপ কর, মহারাজ !

[প্রস্থান ।

চতুর্থ দৃশ্য ।

কুরুক্ষেত্র—পাণ্ডব-শিবিরের অপরাংশ ।

অভিমন্যু, শ্বেত, উত্তর, শঙ্খ ও ঘৃষ্ণস্র

এই পক্ষ বীরবালকের

প্রবেশ ।

সকলে।—(সংগ্রাম-সঙ্গীত)

বালক বটি মেরা ;

কিছু ধর্ম-বর্ম অ'টি', স্বর শব্দে অরি-মুণ্ড কাটি',

যুদ্ধ ভূমে বেড়া'ব ছুটি', স্বরবি' শাধক-ধারা ।

হস্তার ছাড়ি' এক মগ্নে,

চল সবে মাতি সময়-রশ্মে,

হরিনাম সিঁঝি' কপালে অঙ্গে, হ'ব না জীবনহারী ॥

[সকলের প্রস্থান ।

পঞ্চম দৃশ্য ।

কুরুক্ষেত্র—বৃক্‌ভূমি ।

অর্জুনের প্রবেশ ।

অর্জুন ।—(বিষয়চিন্তে)—

হা অদৃষ্ট !

এ নিষ্ঠুর রাক্ষসের কাজ

কেমনে করিব নিজ করে ?

কি বলিবে মোরে ত্রিসংসার ?

না না,

করিব না এ নিষ্ঠুর কাজ ।

(বিষয়চিন্তে বঞ্চারমান)

বেগে কৃকের প্রবেশ ।

কৃক !—অর্জুন !—অর্জুন !

হইয়াছে সমর-যোযা,

সংগ্রাম-উদ্যত সৈন্য সব,

ঐ ভূন, রথবান্য-রথ,

ঐ ভূন,

ভৈরব আরাবে গর্জে বীর সৈন্যচর ।

চল চল,

মহাবীর ভীষ্ম সনে করিবে সংগ্রাম ।

অর্জুন ।—সখে !

অর্জুনের নাহি আর সে নিষ্ঠুর সাধ ।

এই লও হুর্জয় পাণ্ডব ধনু,

এই লও অক্ষয় তুণীর ;

আত্মীয়-সজনঘাতী না হ'বে অর্জুন ।

(ভূতলে পাণ্ডব ও তুণীর নিক্ষেপ)

কৃক ।—কি ?—কি বলিলে ?

অর্জুন ।—আত্মীয়-সজনঘাতী না হ'বে অর্জুন ।

হের, কৃক ! হের ওই—

কুরুক্ষেত্র বিশাল প্রান্তরে

আমার আত্মীয় জন বহু ;

এ সবারে

কোন প্রাণে করিব নিহত ?

খণ্ডব, মাতুল, ভ্রাতৃ, ভ্রাতৃপুত্র, জ্ঞাতি,
বান্ধবদি হের ওই ।

বল বল,

কোন প্রাণে নাশিব এ সব ?

কাজ নাই ছার রাজ্যধনে,

পুন বা'ব বনবাসে ;

বুঝিলাম

বনবাস অর্জুনের চিরভাগ্যালিপি ।

কৃক ! কৃক !

আত্মীয় কুটুম্ব-জ্ঞাতি-বধে মহাপাপী হ'য়ে

কিবা লাভ রাজ্যভোগে মোর ?

বাও, সখে ! বাও বাও,

কহ গিয়া ধর্ম্মরাজে—

অর্জুন আবার গেল নিবিড় কাননে ।

কৃক ।—(সহাস্তে, সান্ত্বনা-বাক্যে)—

বীরবর !

আচম্বিতে এ কি ভাবান্তর ?

অস্ত্রিয় হইয়া আজ এ কি আচরণ ?

এই-না এখনি তুমি সঙ্গর্বে আইলে

শত্রুগণে সংহারিবে বলি,

সংগ্রাম যোযা কৈলে ভৈরব হুকারে,

কিন্তু পলক না যেতে যেতে

নিভিল জলন্ত অগ্নি ?

অর্জুন ।—নিভিল, তালই হ'ল,

নহে আত্মীয়-সজন-বধে

পাপাশ্রি প্রবল হ'য়ে

জালিত নরক অগ্নি দহিতে আমারে !

অহো, সে অগ্নি ভীষণ অতি !

সখে ! না ধরিব অস্ত্র আর,

না করিব আত্মীয় সংহার ।

কৃক ।—অর্জুন ! নিভাওই ভ্রাতৃ ভূমি,

নহে কেন হেন ভাব তব ?

ভেদান্তের ভাব

এখনো কি ঘোচে নি তোমার ?

কে আত্মীয় ?—কেবা পর ?

কে তোমার ?—তুমিই বা কার ?

সকলই আমি,

এক বই দুই নাই—সেই 'এক' আমি।

কে কা'রে মারিতে পারে ?

কেবা কা'র অরি ?

আমিই সংহার করি সব,

আবার আমিই গড়ি।

গড়া ভাঙা আমারই কাজ।

কর্ম-অমৃতসারে

জীবযোনি জীবাত্মা সে পাশ,

কর্মফল ভোগ করি

আমাতে আবার হয় লীন।

জীবের জীবন মৃত্যু নাই,

দেহ হ'তে দেহান্তরে গতি ;

জীর্ণ বস্ত্র ত্যজি' বধা নব বস্ত্র পরে নয়,

সেইরূপ জীব

জীর্ণ দেহ পরিহরি' নব দেহ ধরে।

তবে কেন চিন্তা কর আত্মপর ভেদভেদ ?

অর্জুন।—কৃষ্ণ। যা'ই বল,

মন মোর না মানে প্রবোধ।

কৃষ্ণ।—নিতান্ত অবোধ তুমি।

ভাল,

হেব, পার্শ্ব এই বার,

ভেদভেদ-জ্ঞান ঘুচাই তোমার।

হেব মোর অস্তিত্ত বিরটি-মূর্তি !

[কৃষ্ণের অন্তর্ধান।

অর্জুন।—(নেপথ্যের দিকে চাহিয়া, সবিম্বয়ে)—

অহো, কি আশ্চর্য !

এ কি হেরি আচম্বিতে !

কৃষ্ণমূর্তি অদ্বুত বিরটি !

পরম ঐশিক-মূর্তি আকাশ-ভেদিয়া

কোথা উঠিয়াছে,

তা'র না পাই সন্ধান।

অহো, কি প্রচণ্ড ভেজ !

অনন্ত অনন্ত-কোটি রবি

এ ভেজ-হটায় পরাজিত।

আদি অন্ত না পাই বেধিতে ;

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী দেহে

কত সূর্য্য—কত চন্দ্র—কত মহাগ্রহ

ঘুরি'ছে ভীষণ বেগে।

শৈল সিঁধু নদ নদী হ্রদ সংখ্যাভীত

ও অনন্ত দেহে শোভে অগুর প্রমাণ।

কত ব্রহ্মা—কত শিব—কত যে বাসব

ও মর্ত্তির লোমকূপে সমুদ্রুত হেরি,

না পারি করিতে সংখ্যা তা'র।

জীব জন্তু, দেব, দৈত্য দানব, মানব,

রাক্ষস, পিশাচ, গুহু, গন্ধর্ব্ব কিম্বর,

অপ্সরা কত যে গুই মহাদেহে হেরি,

না পারি করিতে সংখ্যা তা'র।

অহো। ও কি হেরি ! ও শরীরে পুন—

কৃতসৈন্তগণ মৃত-অবস্থায় পড়ি'

যা'র গড়াগড়ি !

(কৃতাজ্জলিপুটে)—হরি ! হরি !

সন্দেহ হইল মোর নাশ,

ভেদভেদ-জ্ঞান হইল নিরাশ ;

বুঝিলাম তব তত্ত্ব, তত্ত্বময় !

বুঝিলাম,

কে কা'রে মারিতে পারে তোমা বই ?

বুঝিলাম,

তুমিই সবার মূল—সবার কারণ,

কেবল নিমিত্তভাগী আমি।

(স্তবগীত)

জয় জগদীশ্বর, ব্রহ্ম পরাংপর,

শঙ্খচক্রগম শ্রীমধুদন !।

জয় নারায়ণ,

নিতা নিরঞ্জন,

শঙ্কটভঞ্জন দেব জনাৰ্দ্দন ! ॥

(প্রণাম)

(গীত)

হরি ! মোহ ঘুচেছে আমার,

পরিহর বিরটি আকার।

সখা-বেশে হেসে হেসে এস হে আবার ॥

কট তটে গীত গড়া, শিবে শিবিপাদা-চূড়া

নগর অধরে থরি' মধুর স্বরলী,
রক্তিম ঠানে হেলি' বনমালী,
এস হে সখা হে, ডাকে সখা তোমার ॥

অর্জুনের সম্মুখে শ্রীকৃষ্ণের মোহন
বেশে পুনর্বীর আবির্ভাব)

কৃষ্ণ।—অর্জুন! আরো সন্দেহ আছে?

অর্জুন।—না, পরমাত্মন!

কৃষ্ণ।—চল তবে যুক্তিতে ভীষ্মের সাথে।

[উভয়ের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

কুরুক্ষেত্র—শুদ্ধভূমির অপর পার্শ্ব।

ভীষ্ম ও দুর্যোধন।

দুর্যোধন।—পিতামহ!

এখনো নিশ্চিত কেন?

ভীষ্ম।—যুক্তি ক'হার সনে?

দুর্যোধন।—ইচ্ছা মোর,

প্রথমে যুদ্ধ, বীর! ভীমসেন সনে।

ভীষ্ম।—ভীমসেন ভীষ্মযোগ্য নহে।

ইচ্ছা মোর,

যুদ্ধের মঙ্গলাচার করি

ভীষ্মযোগ্য অর্জুনের সনে।

দুর্যোধন।—একই কথা,

ভীমার্জুন উভয়ে সমান শত্রু মোর।

পিতামহ!

যুদ্ধ ভূমি অর্জুনের সাথে,

ছিন্ন কর পাণ শির তা'র।

আমি ভীমে পাঠাইব যমালয়ে।

[বেগে দুর্যোধনের প্রস্থান।

ভীষ্ম।—দুর্যোধন!

কি বুঝিবি তুই, যুদ্ধমতি?

পার্শ্ব সনে কেন মোর যুক্তিতে বাসনা,

অব্যর্থক দুর্যোধন

কোন যুক্তি ধরে বুঝিবারে মর্ম তা'র?

দয়ং অগতঃ হরি

অর্জুনের রথের সারথি।

যুদ্ধকালে হেরিব শ্রীপথ তা'র,

ভবযুক্ত যুচিবে আমার,

পাইব পরমা যুক্তি,

তাই মোর যুদ্ধ-যুক্তি অর্জুনের সনে।

বেগে কৃষ্ণের প্রবেশ।

হরি! হরি!

প্রণিপাত করি রাঙা পাণ,

ক'রে দিও যুক্তির উপায়।

পিতৃ-বরে ইচ্ছামত্বে মোর

হইরাছে সৌভাগ্যের বলে,

যুদ্ধকালে

তব রাঙা পা হু'খানি নিরখিব বলে।

(জানুপবিষ্ট হইয়া)—

হরি!

যাঁ'র যেটি প্রিয় বস্তু,

সেটি দেয় তোমারে সে জন;

পার্শ্ব জীবন মোর প্রিয়,

তোমারে তা' করিব অর্পণ।

কৃষ্ণ।—হে গাঙ্গেয়!

সত্যই কি পার্শ্ব জীবন তব প্রিয়?

ভীষ্ম।—নহে ইচ্ছামত্বে

কবে কা'রে দিয়াছ, শ্রীহরি?

কৃষ্ণ।—তবে কেন হেন প্রাণ ত্যজিতে বাসনা

ভীষ্ম।—যাঁ'র প্রাণ, তাঁ'কে দিব,

এর চেয়ে আনন্দ কি আর?

আমি তো সামান্ত প্রাণী,

তুমি যে হে অনন্ত প্রাণীর প্রাণ।

ওহে প্রাণময়!

এ প্রাণ তো মোর নয়,

আমি শুধু প্রাণভারবাহী।

লহ মোর প্রাণের স্বাক্ষর ভার,

করহ নিস্তার তব ঘোরে।

নারায়ণ !

ভৃগুরাম অবতারে ভীষ্মে কৃপা করি'

শিষ্য করি' শিষ্যাইলে

অদ্বুত সমর-বিজয়া,

দিলে এই মহাধনুর্ধ্বজ ।

পুনঃ, গুরু হ'তে শিষ্যে বাড়াইতে

খেচ্ছার মানিলে পরাজয়

ভয়কর সমর-প্রাঙ্গণে ।

আজ্ঞা, হরি !

সে কথা জানি'ছে তব শিষ্য ভীষ্ম মনে ।

তোমার প্রসাধে

ব্রহ্মাণ্ডে অভয় আমি,

কা'র সাধ্য—কে জিনিবে মোরে তুমি বই ?

তৈঁই কহি, দয়াময় !

দয়া করি' লহ মোর প্রাণ ।

যে অমোঘ শর-শরাসন

দিয়াছিলে এই শিষ্যে তব

ভৃগুরাম অবতারে,

এবে, গুরুদেব !

কৃষ্ণ অবতারে তাহা পুন লহ কিরি' ।

না লইলে

সংসারের মহাকষ্ট না ঘুচিবে মোর,

না ঘুচিবে দাসরক্তি-পাপ,

না ঘুচিবে অধর্মের মর্ষণভেদী সেবা ।

(কৃষ্ণের পদমূলে ধনুর্ধ্বজ প্রদান)

কৃষ্ণ ।—ভীষ্ম !

জানি আমি তব সম নীর কেহ নাই ।

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড এক দিকে,

অন্ত দিকে তুমি একা,

তবু কেহ নাহি পারে জিনিতে তোমারে ।

অষ্ট-বহু-মাঝে তুমি পণনে অষ্টম,

শাপলষ্ট হ'য়ে এবে জন্মেছ ভূতলে ।

কুরাইল শাপভোগকাল

তব আয়ু্যকাল মনে ।

আমার অজ্ঞানরূপী অর্জুনের করে

মুক্ত হ'বে এনে অচিরায় ।

ভীষ্ম ।—মৃত্যুকালে পাই যেন

দেখিতে ও রাভা পা ছ'বানি ।

কৃষ্ণ ।—তথাস্তু ।

লহ পুন তুলি' ধনুর্ধ্বজ ।

[উভয়ের প্রস্থান ।

সপ্তম দৃশ্য ।

কুরুক্ষেত্র—যুদ্ধভূমির অপর পার্শ্ব ।

লক্ষ্মণ ও যুয়ুৎসুর প্রবেশ ।

লক্ষ্মণ ।—(অনজ্ঞার)—ছোট খুড়া !

তব সম নীচমতি নাই !

পিতা মোর রাজা ভূগোবদন,

তাহারি কনিষ্ঠ ভাতা তুমি,

আমি তব ভাতৃপুত্র ।

ছি ছি,

এ হেন আত্মীয়গণে ত্যজি'

মজিলে শত্রুর প্রেলোভনে !

তোমা হেন মহাপাপী জনে

'ধিক্' বই কি বলিব আর !

যুয়ুৎসু ।—লক্ষ্মণ !

ইচ্ছা যদি থাকে তব রাগিতে জীবন,

যোর সম এস তবে যুধিষ্ঠির রাজার আশ্রয়ে,

সাক্ষাৎ ধর্মের মূর্তি রাজা যুধিষ্ঠির,

তৈঁই তাঁ'র সহায় আপনি হরি ।

এস এস,

খুড়া ভাইপোয় মিলি'

হরিপুত্রা ধর্মপুত্রা করি ভক্তিভরে ।

লক্ষ্মণ ।—হা ধিক্, হা ধিক্ !

লজ্জা কি হ'ল না তব এ কথা বলিতে ?

সম্রাটের পুত্র হ'য়ে আমি

পুত্রিব প্রজারে ভক্তিভরে ?

যুয়ুৎসু ।—(সরোবে)—কি কি !—

কি বলিণি, মুকুমতি ?

পাপিষ্ঠ জনক তোর ধরার সম্রাট্—

হরি আর যুধিষ্ঠির প্রজা ?

পাপ মুখে হেন পাপ কথা—

পাপ মনে হেন পাপ আশা ?

ছিছি,

এ কথা বাজিল বড় প্রাণে,

প্রতিশোধ ল'ব এ ব্যথার।

ধর ধরু হাঁপ—আর অগ্রসরি'।

লক্ষণ—এস এস, প্রজার কিঙ্কর !

বীরপুত্র এ লক্ষণ কিঙ্করে না ভরে,

ল'ব শির ধর শরে।

(উভয়ের শরশূঙ্ক)

বেগে দুর্যোধনের প্রবেশ।

[সকাতরে লক্ষ্মণের পলয়ান।

দুর্যো—আরে আরে পাতকী যুয়ুৎসু !

এক মাত্র পুত্র মোর কুমার লক্ষণ,

তা'র প্রতি শর-বরিষণ।

ধিক তোরে, কাপুরুষ !

বীর বর্তমানে শিশু সনে রণ ?

যুয়ুৎসু—আগে তো এলেই হ'ত !

দুর্যো—কি, মোর সনে পরিহাস !

যুয়ুৎসু—এখনো অনেক বাকি ;—

স্ত্রোণ বীর !

লক্ষণ পুত্রেরে বুঝি তুমিই শিখা'লে—

তুমিই সম্রাট্

আর হরি যুধিষ্ঠির তব প্রজা !

দেখা যা'বে আজ—

কে প্রজা—কে মহারাজ।

হরির অপণ ক'রে বলি,—

হরিভক্তি তিলমাত্র থাকে যদি মোর,

জিনিব তোমাতে আজি রণে।

(উভয়ের শরশূঙ্ক)

[দুর্যোধনের পলয়ান।

বেগে ভীমের প্রবেশ।

ভীম—ভাই ! ভাই !

দূর হ'তে দেখিয়াছি কীরত্বে তোমার,

সাবাসি তোমার বীরপণা।

একা তুমি পিতাপুত্রে খেদাইলে দূরে।

মদল হউক তোর।

দেখি আমি কোথা হুঃশাসন।

[বেগে প্রস্থান।

যুয়ুৎসু—ঐ না শকুনি দুষ্ট ?—শকুনিই বটে।

ও দুষ্টেরি চক্রালালে

জ্ঞাতিবৈর কুরুক্ষেত্র-মাকে।

ও কণ্টকে আমিই বধিব।

[বেগে প্রস্থান।

অষ্টম দৃশ্য।

কুরুক্ষেত্র—বুদ্ধভূমির অপর পার্শ্ব।

বেগে ভীম, দুর্যোধন ও দুঃশাসনে র

প্রবেশ।

ভীম—(সরোষে)—বড়ই সৌভাগ্য মোর,

এক শত্রু অবেশিতে

তাই শত্রু পাইবু সম্মুখে।

দুর্যোধন—হুঃশাসন !

তাই পাপী এক ঠাঁই ছিলে,

পুন এক ঠাঁই পাঠাব দুঃশাসন।

বলিয়াছে বম মোরে—

দুর্যোধন হুঃশাসন প্রিয় ভোজ্য তাঁ'র ;

বমের সে আশা ভীম আজি মিটাইবে।

দুঃশা—বুধা স্পর্ধা কেন, পশু ?

এক খণ্ড ক্ষুদ্র গলা ল'য়ে গাবিয়াছ মনে—

ধরিয়াছ যেন বিমানর !

ধিক ধিক্, মাংসপিণ্ড !

ভীম—এই মাংসপিণ্ড

জংপিণ্ড ছিঁড়ি' তোর নখে

রক্ত পান করিয়া পূরা'বে পশু ;

এটা যেন মনে থাকে।

দুর্যো—(হুঃশাসনের প্রতি)—কেন, ভাই ;

বাক্য ব্যর্থ কর ফেল মূর্খের সহিত ?

এই পাপ মাংসপিণ্ড বণ্ড কর পরে ।

(ভীষ্মের প্রতি)—মূর্খ !

কা'র সনে ইচ্ছা কর অগ্রে যুঝিবারে ?

ভীম।—জ্ঞানী !

উভয়েরি সনে একবারে ।

দুর্য্যোধন।—কি ! উভয়েরি সনে একবারে !

ভীম।—হেন ইচ্ছা মোর

তোমাছেরি মঙ্গলের তরে ।

আণ্ড পাছু যদি কর রণ,

এক জন শোক পাবৈ অস্ত্রের কারণ ।

তৌই কহি,

ভীষ্মের এ মহাগণা যার

একসঙ্গে হুই জনে বাণ্ড বমালয় ;

জাতশোক না পাইবে কেহ ।

দুঃশা।—আরে মূর্খ !

ভীম।—হাঃ হাঃ হাঃ !

পুন বুঝা বাক্যব্যর্থ !

আয়, আয়,

শক্তিব্যয় কর হুই জনে ।

(তিন জনে ভয়ঙ্কর হৃদ্ধ)

দুর্য্যোধন ও দুঃশাসনের পলায়ন ।

ছি ছি ! এই কি হে বীরপণা,

গেল জানা কে যে মাংসপিণ্ড ।

কর্ণেরে লইয়া পুন এস হুই ভাই,

তিন জনে হৃদ্ধ কর ভীম-গণা সনে ।

নবম দৃশ্য ।

কুরুক্ষেত্র—যুদ্ধভূমির অপর পার্শ্ব ।

বেগে শকুনির প্রবেশ ।

শকুনি।—(শব্দব্যত্বে)—

বিষম বিভাট ঘটলো যে ।

দুর্য্যোধন কথা শুনলেনা,

অগ্রপশ্চাৎ না বুঝে হৃদ্ধ ক'তে উদ্যত হ'ল ।

এখন লাতে হ'তে আমি যারা বাই ।

কঃ!—ভীমটে কি ভীম !

দুর্য্যোধন ও দুঃশাসন

হু'জনকেই পরতাড়া ক'রে দিলে !

যদি আমাকেও পরতাড়া করে,

তা' হ'লে দেখ্‌চি

এ ক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্র হ'তে প্রাণ পাওয়া ভার ।

(নেপথ্যে কোলাহল)

(ভূনিয়া)—ওই বুঝি ভীম এল,

এই বার সারলে !

(নেপথ্যের দিকে দেখিয়া)—না, ভীম নয়,

কতক গুলো ছেলে দেখ্‌চি,

তা' ভাল হ'ল,

আমি যেমন বীর,

তেমি প্রতিদ্বন্দ্বী বীর পেয়েছি ।

বেগে যুয়ুৎসু, অভিমন্যু, উত্তর,

শ্বেত ও শঙ্খের প্রবেশ ।

আরে আরে পিপীলিকাগণ ! কি চান ?

অভিমন্যু।—শকুনির পাপ প্রাণ !

শকুনি।—(তাচ্ছিল্যভাবে)—হাঃ হাঃ হাঃ !

পাঁচটা পিপ্‌ড়ের পর্ত্ত তুলবে !

পালা—পালা—পালা !

বুদ্ধ করা ধুলো-খেলা নয় ।

অভিমন্যু।—(অপর চারি জনের প্রতি)—

হান এই পাপিষ্ঠের প্রতি

আণ্ডগতি খর শর;

কর জর জর ;

বধ বধ বৃত্ত শকুনিরে ।

এ পাপিষ্ঠ সর্বনাশ-মূল ।

(শকুনির সহিত সকলের চিত্তবুদ্ধ)

শকুনি।—(অস্তির হইয়া)—বাপ ! বাপ !

উহুহু !—গেলেন যে !

এগুলো নালক নয়,—বজ্রপিণ্ড !

ওরে, থামু—থামু !

অভিমন্যু।—আগে নই প্রাণ।

শুনগুরু।—(শুনগুরু)

শকুনি।—ইস্!

একটা ভীম পাঁচ টুকরো হ'য়েছে না কি!

ওঃ! পেটে পট্ পট্ ক'রে শর ফুটে।

বাপ্! অসামান হ'য়ে পড়'লেম!

[সভয়ে পলায়ন।

[তৎপশ্চাৎ সকলের বেগে প্রস্থান।

বেগে যুধিষ্ঠিরের প্রবেশ।

যুধি।—(শশব্যস্তে)—ভীম! ভীম!

কই?—কোথা ভীম?—দেখিতে না পাই।

ভীম!—ভীম!

নেপথ্যে ভীম।—মহারাজ!—মহারাজ!

বেগে ভীমের প্রবেশ।

ভীম।—কি হ'য়েছে, মহারাজ?

যুধি।—(শশব্যস্তে)—ভাই রে!

সর্বনাশ ঘটে বুঝি!

মহাবীর ভীম পিতামহ

প্রাণ পাড়িল। রণস্থলে,

মম সৈন্যদলে

পড়িয়াছে ঘোর হাহাকার!

হেন মুক্ত কণ্ঠে দেখি নাই,

সাক্ষাৎ কৃতান্ত ভীম বীর,

অর্জুন আমার বড়ই অস্থির,

সহিতে না পারে রণ।

ভীম রে!

অর্জুনে হারাই বুঝি আজ!

ভীম।—(শশব্যস্তে)—এ কি কহ, মহারাজ!

কৃষ্ণ কোথা?

সারথি কি হন নাই অর্জুনের রথে?

যুধি।—কৃষ্ণ ও কাতর ভীম-শরে;

শ্রাম কলেবরে

ফুটি'ছে ভীমের বর শর!

অবহীন কৃষ্ণ

বড় কষ্ট পেতেছে লবণে।

(নেপথ্যে শঙ্খধ্বনি)

ঐ শোন! ভীমের বিজয়-শঙ্খ-ধ্বনি।

দশ হাজার রথী বিনাশিয়া

ভীম করে শঙ্খ-নাড়।

ঘটিল প্রমাদ নিদারুণ।

চল চল দেখে,

দেখি গিয়ে কৃষ্ণ অর্জুনে।

ভীম।—চলুন চলুন ত্বর।

কি আশ্চর্য!

কৃষ্ণ ও কাতর ভীম-শরে!

[বেগে উভয়ের প্রস্থান

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

কুরুক্ষেত্র—পাণ্ডব-শিবির।

কৃষ্ণ, যুধিষ্ঠির, ভীম ও অর্জুন।

যুধি।—গোবিন্দ! কি বলিলে—কি বলিলে—

আজের রজনী পোহাইলে

পক্ষ ভাই মরিব ভীমের শরে!

কহ, চক্রপাণি!

এই পক্ষ প্রাণী কি উপায়ে পায় প্রাণ?

কৃষ্ণ।—মহারাজ! এই কতক্ষণ

দুর্যোধন দুরাশর

বিধে এলো ভীমের লবণ তীত্র ভাবে।

ভীম।—কিবা সেই তীত্র ভাব?

কৃষ্ণ।—ভীমের শিবিরে পশি'

বলিলেক দুর্যোধন,—

'পিতামহ।

মহাবীর হ'য়ে তুমি অবীরের মত

ক্রমাপত্ত আট দিন করিলে সংগ্রাম,

কিন্তু মোর মনস্থায় নারিলে পুরা'তে ।

যুধিষ্ঠির-ভীমার্জুন আদি
পাণ্ডবেরা মোর প্রতিবাদী,
তা'সবার একটারও প্রাণ
নারিলে বধিতে তুমি ।

তুই কহি আমি—
আর তব যুদ্ধে কাজ নাই,
গৃহে গিয়া লভহ বিক্রাম ।
পাণ্ডব-বিনাশে
কর্ণে আমি করি সেনাপতি ।
তুমি না ভ্যজিলে ধনুর্দ্বাণ,
কর্ণ না হইবে সেনাপতি ।

যুধি।—ভয়ানক অপমান !

হেন অপমানে
ভীষ্মদেব কি দিলা উত্তর ?

কৃষ্ণ।—বলিলেন ভীষ্মদেব—‘তুন, দুর্য়োধন !

কর্ণের কোশলচক্রে পড়ি’
আজ বড় অপমান করিলে আমার,
ফেলিতে বলিলে ধনুর্দ্বাণ,
কাপুড়ব বলিলে প্রকারে ।

ভাল,
রজনী প্রভাত হ’লে
কালি প্রাতে সমর-প্রাঙ্গণে
বধিব পাণ্ডবগণে এই পক্ষ শরে ।

তথাপি সে কর্ণ হুরাচারে
কত না হইতে দিব শ্রেষ্ঠ সেনাপতি ।
আমি ভীষ্ম থাকিতে জীবিত,
অর্দ্ধরথী কর্ণ হ’বে সেনাপতি !

যুধি।—অনাথ-পাণ্ডবনাথ হরি !

ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা নাহি নড়ে,
নিশ্চয় মরিব পক্ষ ভাই !

কি হ’বে উপায়, লক্ষ্মণ !

কৃষ্ণ।—মহারাজ ! ভয় নাই,

অর্জুনের দেহ মোর সাথে,
অবিলম্বে যাই দৌড়ে ভীষ্মের শিবিরে ।
বাঁচা’ব পাণ্ডব-প্রাণ ।

যুধি।—কৃষ্ণ ! একমাত্র তোমারি ভরসা ।

অর্জুন ! অচিরে যাও শ্রীকৃষ্ণের সনে ।

[সকলের প্রস্থান ।

দ্বিতীয় দৃশ্য ।

কুরুক্ষেত্র—দুর্য়োধনের পটমণ্ডপ ।

দুর্য়োধন ।

দুর্য়োগ্য।—এইবার পুরিবে বাসনা মোর,
ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা নাহি নড়ে ;
রজনী প্রভাত হ’লে
কালি যা’বে পাণ্ডবেরা কালের কবলে ।
নিকটক হ’ব এই বার ।

[প্রস্থান ।

অর্জুনের প্রবেশ ।

অর্জুন।—(স্বগত)—

কৃষ্ণ মোরে দিলেন কহিয়া
অদ্বুত কৌশল-কথা ।
কার্য্য করি কৃষ্ণ-মুক্তি-মতে ।
কই,—কোথা দুর্য়োধন ?

(নেপথ্যে পদশব্দ)

এই যে আসি’ছে দুর্য়োধন ।

দুর্য়োধনের পুনঃপ্রবেশ ।

দুর্য়োগ্য।—এস এস, ধনঞ্জয় !

কি আশে আসিলে তুমি আমার গোচরে ?

অর্জুন।—ববে বৈতবনে

চিত্রসেন পক্ষের কর
হ’য়েছিলে পরাজিত তুমি,

সেই কালে আমি
যুধিষ্ঠির অগ্রজের অনুমতিক্রমে
ক’রেছিলাম তোমারে উদ্ধার ।

সেই কালে তুই হ’রে তুমি
চেয়েছিলে প্রতি-উপকার করিতে আমার ।
সেই আশে আসিয়াছি আর ।

হুথ্যা।—বল, পার্থ। কিবা আশা তব ?

অর্জুন।—তোমার মুকুটখানি চাহি।

হুথ্যা।—(স্বগত)—আমার মুকুট।

বুঝিয়াছি,

পাণ্ডবের পক্ষে বাটীরাছে অর্থাভাব।

ভাল,

ভিক্ষাকেরে করি ভিক্ষা দান।

শত্রু আসি' শত্রুপাশে

দণ্ডিদের সম ভিক্ষা চায়,

এ বড় কোরুক।

এ মুকুট ভিক্ষা দিয়া অর্জুনেয়ে নীচ করি।

(প্রকাশে)—অর্জুন! এই লও,

এ মুকুট ভিক্ষা আমি দিগাম তোমায়।

অর্জুন।—ভিক্ষা কেন কহ ব্রমে পড়ি' ?

এর নাম প্রতি-উপকার।

হুথ্যা।—ভাল, তা'ই—তা'ই।

(মুকুটপ্রদান)

অর্জুন।—আসি তবে।

হুথ্যা।—বাও।

[অর্জুনের প্রশ্নান।

অর্জুন।

আজ বাও-শিবিরের মাঝে,

কালি বা'বে যমের আগারে

চারি ভাই মনে।

[প্রশ্নান।

তৃতীয় দৃশ্য।

কুরুক্ষেত্র—যুদ্ধভূমি'র বটবৃক্ষতল।

কৃষ্ণ।

কৃষ্ণ।—কই, এখনো যে দেখা নাই,

কৃতকার্য হইতে কি নারিল অর্জুন ?

(ইতস্ততঃ পরিক্রমণ)

অর্জুনের প্রবেশ।

অর্জুন।—সখে!

এই লও রতন-মুকুট।

এ মুকুট ছু'ইতেও ঘৃণা হয় মোর।

কৃষ্ণ।—ঘৃণার সময় নয়।

বিলম্ব হই'ছে বড়,

নীচ পর এ মুকুট শিরে।

বাও বাও ভীষ্মের শিবিরে।

অর্জুন।—তোমার বচন

কা'র সাধ্য করিবে লজ্জন ?

শত্রুর মুকুট এই শত্রুর মস্তকে।

(মস্তকে মুকুটধা)

কৃষ্ণ।—দাও মোরে উকীষ তোমার।

এই বেশে ভীষ্ম পাশে গিয়া

যে কথা বলিবে তুমি,

যেতে যেতে বলি সেই কথা।

[উভয়ের প্রস্থান]

চতুর্থ দৃশ্য।

কুরুক্ষেত্র—ভীষ্মের পটমণ্ডপ।

ভীষ্ম।

ভীষ্ম।—(বহুঃস্ব)—ছি ছি, কি করিম,

ধিক মোর দয়াশূন্য প্রতিজ্ঞায়!

আহা,

যে পাণ্ডবগণে প্রাণের স্বতনে

করি আমি প্রাণভরা স্নেহ,

তা'সবার প্রতি হইমু নির্দয় একশেষ।

আহা,

অকালে মরিল পাণ্ডু

অপগণ্ড পুত্র পুত্র রাধি'।

পিতৃহীন পাণ্ডুহৃৎগণ

আমার প্রাণের স্নেহে লালিত পালিত

শিশুকালে আমারেই পিতা পিতা বলি

ধাইরা আসিত কোলে।

বলিতাম আমি,—

বৎসগণ !

তো'সবার পিতা নহি আমি ।

ওরে স্নেহের জ্বালা !

আমি তো'সবার পিতামহ ।

আহা,

এ হেন স্নেহের নাতিগণে

বিনাশিতে প্রতিজ্ঞা করিমু ।

ছি ছি, কি নিষ্ঠুর আমি !

ছি ছি, কি নিষ্ঠুরা প্রতিজ্ঞা আমার !

কি করি এখন,

পলে পলে বিচলিত মন ;

স্নেহের বন্ধন

জ'রো বাঁধে পরাণের পরতে পরতে ;

রক্তনৌ প্রভাত হ'লে

ঘটবে দারুণ সর্সনাশ !

হে দেবি রজনি !

প্রভাত হ'রো না আব,

এইরূপে তিষ্ঠ দয়া করি' ;

তুমি'বই না দেখি উপায় ।

হায় হায়, কি হ'বে—কি হ'বে !

হরি ! হরি !

পাণ্ডবের সখা তুমি,

সর্স-অকুণ্ঠ্যমৌ দয়াময়,

দয়া দানে রাণ দুই দিচ্ছ ।

(অশেষখে অবস্থিতি)

যোদ্ধাদের রাজনুকূট-মস্তকে ছদ্মবেশে

অর্জুনের প্রবেশ ।

কে ও,—দুর্যোধন ?

'কি মনন করি' পুন আসিলে হেথায় ?

অর্জুন।—পিতামহ !

যেই পক্ষ বাণে তুমি পক্ষ পাণ্ডবেরে

বধিতে করিলে দৃঢ় পণ,

সেই পক্ষ বাণ মোরে করহ অর্পণ ।

আমিই সে প্রাণহারা বাণে

বধিব' সে পক্ষ জনে ।

ভীষ্ম।—(দগড়)—হৃষির হইলু এবে,

হরির কুপার

স্নেহ মোর রহিল অটুট ।

দুর্যোধন !

বড় স্থনী কৈলি মোরে আজ,

এখনি অর্পিব তোরে সেই পক্ষ বাণ ।

কিন্তু,

কিবা সাধা তোর

সে বাণে বধিবি তুই পক্ষ পাণ্ডবেরে ?

সে শত্রুর নিকপ-সন্ধান

আমি বই কেহ নাহি জানে ।

(দগড়)—বৎস দুর্যোধন !

ভাল ইচ্ছা করিয়াছ মনে,

এই লহ পক্ষ বাণ ।

(পক্ষবাণ গ্রহণ)

অর্জুন।—প্রণিপাত করি পার ।

আসি তব, পিতামহ ।

{ অর্জুনের প্রস্থান ।

কৃষ্ণের প্রবেশ ।

ভীষ্ম।—এ কি । এ কি ।

এম এম প্রাণের দেবতা ।

প্রণিপাত করি রাতা পার ।

(প্রণাম)

হরি !

শক্রগৃহে কেন এ সময় ?

কৃষ্ণ।—(সহাসে)—শক্রগৃহে মিত্র মোর তুমি,

তেঁই এম তোমা'রে দেখিতে ।

ভীষ্ম।—বড়ই মৌ ভাগ্যশালী আমি,

তেঁই লক্ষ্মীপামী !

গৃহে বসি' পাইলু তোমা'র ।

কিন্তু বড় ভয় হয়,

পাছে যদি বেগে দুর্যোধন,

গালি দিবে তোমা'রে এখনি ;

সে যে বড় অসহ্য আমার
বাও, প্রভু! পাণ্ডব-শিবিরে,
কালি প্রাতে বণাজনে
শরপুষ্পে পূজিব ও রাডাপদ।
বাও আজি,
দুর্ঘোপন বড়ই নির্দয়।

কুমার—কোথা সে নির্দয় দুর্ঘোপন ?

ভীষ্ম—এই যে এখনি গেল পঞ্চ বাণ ল'য়ে,

হয় তো আবার হুট আসিবে হেথায়।

কুমার—ভীষ্মদেব !

অর্জুনে যে দিলে পঞ্চ বাণ।

ভীষ্ম—(সবিস্ময়ে)—সে কি ! না না।

কুমার—নিশ্চয় অর্জুন।

ভীষ্ম—(সবিস্ময়ে)—নিশ্চয় অর্জুন ?

তাল, দেখাও প্রমাণ তার ?

কুমার—দেখাইব ?

(দ্বীয় অস্ত্রাচ্ছাদিত বস্ত্রমধ্য হইতে দুর্ঘোপ-
নের মুকুট বাহির করিয়া)—

এই দেখ, ভীষ্মদেব !

ভীষ্ম—(সবিস্ময়ে)—ধন্য মহাচক্রী হরি !

ভক্ত পাণ্ডবের তরে

কি যে তুমি কর, প্রভু !

কিছুই বুঝিতে নারি।

মোহহীন ভীষ্মেরেও

মোহাচ্ছন্ন করিলে হে আজ।

অথবা

তব পাশে কেবা মোহহীন এ জগতে ?

তুমি যে মোহের মোহ।

কিঙ্ক, হরি !

আমিও যে ভক্ত তব।

আমারেও কর কৃপা, কৃপাময় !

(সমস্ত) আজ পাইয়াছি হৃদয়,

ভক্ত জনে হলিলেন হরি,

ভক্তও হরিরে আজ করিবে হলনা।

চলনায় চলনার প্রতিশোধ।

(প্রকাশে)—হরি !

চলনায় অর্জুনের সাক্ষাইয়া দুর্ঘোপন,

ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়াছ আজ ;

কিন্তু জানিও নিশ্চয়,

তোমারো প্রতিজ্ঞা আমি করা'ব লজ্জন।

প্রতিজ্ঞা তোমার—

ধরিবে না নিজ অস্ত্র সমর-প্রাক্ষেপে ;

কিন্তু, কালি প্রাতে

ধরাইব অস্ত্র ওই হৃদয় শ্রীকরে।

কুমার—(সহাস্তে)—পারিবে কি ?

ভীষ্ম—(সহাস্তে)—তাল, দেখা যা'বে।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

কুরুক্ষেত্র—যুদ্ধভূমি।

যুধিষ্ঠির ও ভীষ্ম।

(নেপথ্যে রণবাক্য)

ভীষ্ম—মহারাজ !

রণবাদ্য বাজে ওই,

ওই ধার কুরুসেনাপণ,

হের ওই অস্ত্র-চক্রমুকি,

শোনো ওই অশ্ব-হেমা, মাতঙ্গ-বৃংহণ

তিষ্ঠিতে না পারি আর হেথা,

বড় ব্যথা পাইয়াছি প্রাণে

পাপমতি হুট দুর্ঘোপন

আমা'সবে বধিবার করিল কৌশল

পণবদ্ধ করি' ভীষ্মদেবে।

আজ নিশ্চয় বধিব দুর্ঘোপন।

ওই ওই সে পালিষ্ট,

বাই বাই।

(গমনোন্মোহে)

যুধি—(বাধা দিয়া)—কাজ হও, ভাই ?

দুর্ঘোপন এখনো বালক।

ভীষ্ম—এ কি কহ, মহারাজ !

যে হুটের হুট প্রাণে হুটতার বাস,

সে পালিষ্ট দুর্ঘোপন 'এখনো বালক'—

কে জানে, রাজন !

কিবা তব মন ।

যে পিশাচ পদে পদে

চেটে করে আমা'সনে ফেলিতে বিপদে,

সেই নীচাশয় পাপমতি দুৰ্য্যোধনে

এখনো বালক বল ভূমি ?

ধৰ্ম্মরাজ !

হয় হ'বে অধৰ্ম্ম আমার,

না হয় নরকে বা'ব,

কিছ আজ তব বাক্য নারিব পালিতে ।

কহু আমি বাক্য তব করি নি হেলন;

আজ তাহা করিতে প্রস্তুত ।

মহাপাপী দুৰ্য্যোধনে

পাঠাইব যমের নরকে হুনিশ্চয় ।

যুधि ।—ভীম রে !

আমি যে অগ্রজ ভ্রাতা তোর ।

ভীম ।—মহারাজ !

এ কনিষ্ঠ অনুগত ভীম

কখন তোমার কাছে

অবাধ্যতা করে নি প্রকাশ ।

আজ যদি ক'রে থাকি,

নিজ গুণে ক্ষমা কর মোরে ।

কিন্তু, আজ্ঞা দেহ যাইতে সমরে ।

হুঁচকার দুৰ্য্যোধন

তধু পাণ্ডবের নয়,—

জগতের মহাপত্রে ।

হেন শত্রু করিতে বিনাশ

বাধা নাহি দিও মোরে আর ।

ধৰ্ম্মরাজ !

ধৰ্ম্ম বই অধৰ্ম্ম না হ'বে ইথে ।

বেগে জনৈক দূতের প্রবেশ ।

দূত ।—মহারাজ !

ভীমার্জুনে বাধিয়াছে সঙ্কল সংগ্রাম,

পাণ্ডবের পক্ষে রক্ষা নাহি আর ।

তব রথী মহারথী কত

হ'তেছে নিহত ভীম-শরে;

সৈন্যগণ ছত্রভঙ্গ ;

নাহি আর রক্ষার উপায়,

একা ভীম সহস্র শমন ।

যুधि ।—(শশব্যস্তে)—দূত ! দূত !

অৰ্জুনের বল রে সংবাদ ?

দূত ।—বিশ্বজয়ী ধনঞ্জয়

ভীম-শরে আজি পরাজয় ।

মহারাজ !

কি ক'ব ভীমের চিত্ত-রগ,

ধারাসম শর-বরিষণ ;

দশ দিক্ শরে শরে ঢাকা,

নাহি কাঁকা চালাইতে রথ ।

ভীম-শরে অৰ্জুন আহত,

নিহত বা হন পাছে ।

ঠেই এমু ধাইয়া হেণার,

কর, প্রভু ! অৰ্জুনের রক্ষার উপায় ।

যুधि ।—(শশব্যস্তে)—ভীম ! ভীম !

যাও ধেরে অৰ্জুনের কাছে,

মরে পাছে ভীম-শরে ।

ভীম —(উন্নতভাবে)—মরুক্ অৰ্জুন,

ক্ষতি নাহি তা'র,

দুৰ্য্যোধনে না দিব বাঁচিতে ।

সেই হুঁচকারে অগ্রে করিয়া সংহার

পরে বা'ব অৰ্জুনের পাশে ।

(গমণোদ্দ্যোগ)

যুधि ।—(বাধা দিয়া)—অহো, ভীম !

তুইও কি রে শত্রু হ'লি মোর !

মরিবে অৰ্জুন,

অনা'সে দেখিবি তুই !

ভীম ।—(সান্দ্রনাবাহে)—

কেন হেন খেদ, মহারাজ ?

কোটি কোটি ভীমসেন

বাহার শক্তির ছায়াবাত

লুটি' পড়ে সমর-প্রান্তরে,

সেই কৃষ্ণ অৰ্জুন-সারথি ।

এক মাত্র ভীম আমি কি করিব গিয়া ?
অনন্ত ভীমের ভীম আপনি শ্রীহরি
বাঁচাবেন স্নেহের অর্জুনে।

যুধি।—হরি! হরি!

রক্ষা কর অর্জুনে আমার।

[বেগে প্রস্থান।

ভীম।—এই নাব পেয়েছি সময়,

দুর্যোধনে দিব যমালয়।

(বেগে প্রস্থানোদ্যোগ)

না - যাউতে হ'ল না মোরে,

আমার গদাও আকর্ষণে

আপনি আসি'ছে ছুটি' পাণী।

আয় আয়, কুরুকুলান্দার!

বেগে দুর্যোধনের প্রবেশ।

দুর্যো।—গোপনে লুকা'য়ে হেথা।

আয় আয়, শুঁড়াই ও পাপ মাথা!

(উভয়ের গদাধ্বজ)

(দুর্যোধনের ভূতলে পতন ও তদবস্থা-)

পরি ভীমের উপবেশন)

ভীম।—আরে নীচাশয়!

এইবার রক্ষা নাহি আর,

যুগ্মাঘাতে করিব সংহার।

নেপথ্যে যুধিষ্ঠির।—ভীম! ভীম!

এস ভাই, পবনের বেগে,

অর্জুনের হাবাই বুঝি রে।

ভীম।—(বিরক্তভাবে) —আঃ,

আবার আইলা মহারাজ!

দুর্যোধন!

পলায়িত আত্ম তোর আইল ফিরিয়া।

বেগে যুধিষ্ঠিরের পুনঃপ্রবেশ।

যুধি।—এ কি, ভীম! এ কি ভীম!

ভীম।—(দুর্যোধনকে ত্যাগ করিয়া, বিরক্তভাবে)

মহারাজ!

কি করিব বলুন আমারে!

যুধি।—(ভীমের হস্ত ধরিয়া, শল্যবৃত্তে) —

আয়, ভাই, মোর সনে,

ফিরা রে ভীমের রথ।

পালাও পালাও, হৃষোদন!

[ভীমকে লইয়া বেগে যুধিষ্ঠিরের

প্রস্থান।

দুর্যো।—(সলজ্জে)—ছি ছি!

ভীম-হস্তে পরাজিত হৈমু আজ!

লজ্জা-বাজ পড়িল মাথায়!

প্রতিশোধ ল'ব এর।

[বেগে প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

কুরুক্ষেত্র—বৃদ্ধ ভূমির অপরাংশ।

এক রথে ভীষ্ম ও সারথি এবং অপূর

রথে অর্জুন রথী ও শ্রীকৃষ্ণ সারথি।

(ভীষ্ম ও অর্জুনের বৈরথ-দৃশ্য)

ভীষ্ম।—হের, হরি!

বৃদ্ধ ভক্ত ভীষ্মের হোমার কত শক্তি গায়,

আজ তব রাড়া পায় না রাখিব স্থান,

ক্ষত্রব্রজাঙ্কুশ আদি

উনবিংশ চিহ্ন শোভা পায়

তব ঐ ভক্ত-পূজা পায়;

আজ করিয়া সন্ধান

এড়ি' শত শত ধর বাণ

শত শত চিহ্ন বাড়াইব,

ভীষ্মের বীরত্ব-চিহ্ন অগতে রাখিব।

কৃষ্ণ।—অবহীন আমি,

অর্জুনের রথের সারথি;

তবে বুধা কেন মোর প্রতি

হেন ভাব তব, ভীষ্মদেব?

ভীষ্ম।—কৃষ্ণ!

না বিধিগে তব পক্ষ ধরতর শরে

শর-শয্যা হ'বে না আমার ।
শর-শয্যা-গঠন-প্রণালী
কল্পিয়া ও রাতা পায়,
শয়ন করিব আমি শরের শয্যায় ।
পরের বিপদহারী হরি !
নিজ রাতা পদের বিপদ
হর দেখি, হেরিব নয়নে ।

(পুনঃপুনঃ শরত্যাগ)

কৃষ্ণ ।—অর্জুন ! অর্জুন !

ভীষ্মের শর-শর
সহিতে না পারি আর ;
কর ত্বর প্রতিকার ।

অর্জুনী—(ভীষ্মের প্রতি)—পিতামহ !

এ কি তা বিপরীত রণ ?
অপ্সারী অর্জুনের ছাড়ি'
হরিপদে কেন দাও বাধা ?

ভীষ্ম ।—বালক অর্জুন !

এ ব্যাধির মর্য় কি বুঝিবি, ভাই ?
বিষে যথা বিষফল হয়,
কটকে কটক উঠে যথা,
সেইরূপ
এ ব্যাধি ঘুচে যথা ।

(কৃষ্ণপদে পুনর্বার শরত্যাগ)

অর্জুন ।—পিতামহ ! পিতামহ !

এখনো রাখহ কথা,
কৃষ্ণপদে নাহি দিও বাধা ।

ভীষ্ম ।—কৃষ্ণপদে ব্যাধা দিলে

ব্যাধা যদি পাও,
হয় রথ ছাড়ি' চলি' যাও,
নয় অস্ত্র এড়ি' নিবার আমারে ।

অর্জুন ।—পিতামহ !

রথ ছাড়ি' যাইলে অর্জুন,
এ যে বড় অসঙ্গত কথা !
এস এস,
অস্ত্র-যায় নিবারি' তোমারে ।

(ভীষ্মাৰ্জুনের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ)

অহো ! অহো !

বড়ই কঠিন শরধার,
শত শত বক্ত্র যেন পড়িতেছে বৃকে !
কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ !

অদয়ে বাজিছে বড় ব্যাধা !

কৃষ্ণ —ভীষ্ম ! ভীষ্ম !

অর্জুনের দাও অবকাশ,
তা'র পর যুদ্ধ পুনরায় ।

ভীষ্ম ।—অরির কে দেয় অবকাশ ?

যুদ্ধের কি জ্ঞান তুমি, হরি ?
সাবধির কাণ্ডা কর ।

(অর্জুনের প্রতি)—ধনঞ্জয় !

আত্মরক্ষা কর শক্তিমতে,
নহে আজ
নিস্তার তোমার নাহি দেখি আর ।

(ভীষ্মাৰ্জুনের পুনর্বার ভয়ঙ্কর যুদ্ধ)

অর্জুন ।—হরি ! হরি !

ভীষ্মের ভীষণ শর
বড়ই কাতর কৈল মোরে !
সহিতে না পারি আর —অহো !

(রথ হইতে ভূতলে পতন ও মুচ্ছা)

কৃষ্ণ ।—(সরোযে)—ভীষ্ম !

এ কি হে ব্যাধির তনু ?
এই কি হে যুদ্ধরীতি ?
অবকাশ না দিয়া অর্জুনে
শর-যায় করিলে মুচ্ছিত !
কৃষ্ণ বিদ্যামনে এত অত্যাচার ?
আজ সুনিশ্চয় করিব সংহার ।

বেগে রথ হইতে ভূতলে অবরোহণ
ও ভগ্ন রথচক্র উত্তোলন করিয়া

(ভীষ্মের প্রতি ধাবমান)

ভীষ্ম —(অবিলম্বে রথ হইতে অবরোহণ
করিয়া)—

বধ মোরে, কামোদন !
প্রতিজ্ঞা আমার হ'য়েছে পূরণ ।
'অস্ত্র ধরিব না করে'

এ প্রতিজ্ঞা তব কোথায় রহিল, হরি ?

কালি নিশাকালে

ছলে পার্শ্বে সাজাইয়ে দুর্ব্যোধান

প্রতিজ্ঞা আমার ভেঙেছিলে ।

ভেঁই আমি ক'রেছিহু পণ—

তোমাতে ধরা'য়ে অন্ত

তোমাতে প্রতিজ্ঞা আমি করা'ব লজ্জন ।

সে বাসনা হইল পুরণ ।

কিবা কাজ রণে আর মোর ?

এই লহ ধমুকাণ ।

কর ত্রাণ, চক্রধারী,

রথচক্র হানি' মোর শিরে ।

(কৃতাজ্জলিপুটে)—

আহা, কিবা তব হেরি, হরি !

মধুরে কঠিন ভঙ্গি,

কোমলে বীরের লীলা !

আহা,

যে করে শোভিত চারু মোহন বাঁশরী,

এবে রথচক্র অন্ত সেই করে ।

(স্বব)

সত্য সনাতন, নিত্য নিরঞ্জন,

সঙ্গট-ভঞ্জন, কালিয়-গঞ্জন,

মুঞ্চ মুঞ্চ মম পাপ ।

ঈশ্বর মাধব, চিহ্নর রাঘব,

নরহরি জগপতি, হর, হরি ! দুর্গতি,

হর হর জীবন-তাপ ॥

(প্রণম)

অর্জুন ।—(চেতনা লাভ করিয়া)—

কোথা আমি ?—কোথা সখা ?

কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ !

(দেখিয়া)—এ কি, সখা !

(সস্তর গাত্রোখান করিয়া কৃষ্ণকে ধারণ

পূর্বক)—

কেল, হরি ! রথচক্র,

তোমাতে কি সাজে হেন কাজ ?

আমারে যে জ্ঞান দিলে,

সে তার নিজেই কেন লও ?

(কৃষ্ণের ভুতলে রথচক্র নিক্ষেপ

(ভীষ্মের প্রতি)—পিতামহ !

ধর পুন ধমুকাণ,

বত শক্তি কর রণ অর্জুনের সনে ।

ভীষ্ম ।—অর্জুন !

প্রতিজ্ঞা-পুরণ-তরে

আজ তোরে ক'রেছি রে বড়ই পীড়ন,

ব্যথা বড় পেয়েছিস্ প্রাণে ।

আজ আর করিব না রণ,

যাও কিরি' আপন শিবিরে ।

অর্জুন ।—পিতামহ !

জয় কিংবা পরাজয় পিনা

অর্জুন সময় নাহি ছাড়ে

কৃষ্ণ ।—পার্শ্ব !

আজো তব হইয়াছে পরাজয় ।

হের ওই—তব পক্ষে দশ হাজার রথী

ভীষ্মশরে হ'য়েছে নিহত ।

অর্জুন ।—(স্বগত)—কি আশ্চর্য্য !

এক পলে প্রণয় ঘটনা !

(প্রকাশে)—সখে ! বল বল,

কখন বধিলা ভীষ্ম দশ হাজার রথী ?

কৃষ্ণ ।—যখন মুচ্ছিত হ'য়ে প'ড়েছিলে রথে ।

অর্জুন ।—(স্বগত)—ভীষ্ম বধ অসাধ্য আমার

বেগে যুধিষ্ঠিরের প্রবেশ ।

যুধি ।—(অর্জুনকে দেখিয়া)—এ কি—এ বি
ভাই রে !

কলেবর শরে জর জর !

আর কাজ নাই রণে,

চল চল পঞ্চ ভাই পুন বাই বনে ।

রাজ্য ল'য়ে থাক হৃদোধান,

ভীষ্ম ।—(সহঃখে, স্বগত)—আহা !

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির

ভ্রাহ্মশোকে বড়ই কাতর ।

এ কষ্ট দেখিতে নারি,
কিছু কিবা করি সহুপার ?
সমরে আমার
জিনিবারে কেহ না পারিবে ।
স্ত্রী অথবা স্ত্রীপূৰ্ণ-পুরুষ
মোর পক্ষে অন্তত লক্ষণ ।
হেন কুলক্ষণ যদি ঘটে,
তবে আমি যুদ্ধ না করিব ।
যুধিষ্ঠিরে বলি সেই গুণতম কথা,
তা' হ'লে নিশ্চয়
লক্ষপাণ্ডবের ব্যাধা সনে
মোরে ব্যাধা ঘুটিবে এখনি ।
(প্রকাশে)—বৎস যুধিষ্ঠির !

যুধি ।—পিতামহ !
কহ গিয়া সুযোগসনে
যুধিষ্ঠির মানিয়াছে পরাজয়,
চারি ভাই সনে
পুন গেল নিবিড় কাননে ।
ভীষ্ম ।—বৎস ! ভুলে যা রে শোক তাপ,
পরিতাপে প্রয়োজন নাই ।
শুন বলি নিগূঢ় কাহিনী—
সম্মুখ-সমরে মোরে নারিবে জিনিতে,
কুলক্ষণ-আবরণে আবরিত হ'য়ে
কালি যুদ্ধে আসে যেন বীর ধনঞ্জয় ।
তা' হ'লে নিশ্চয়
যুদ্ধ ভীষ্ম সমরে মরিবে ।
শিখণ্ডীরে অগ্রে করি
অর্জুন এড়িলে মোরে বাণ
ইচ্ছামৃত্যু ভীষ্ম তবে ত্যজিবেক প্রাণ ;
অন্তথা করিলে যুদ্ধি মোর,
পাণ্ডব হইবে পরাজিত ।
মোর কথা জানিও নিশ্চিত ।
বাণ সব,
কর ভীষ্মবধ-আয়োজন ।
কালি প্রাতে রণভূমে পুন দিব দেখা ।

[ভীষ্মের প্রস্থান ।

যুধি ।—পিতামহ !—পিতামহ !
[বেগে প্রস্থান ।
অর্জুন ।—(সবিবাহে)—
হা ভাগ্য !—ধিক্ অর্জুন !
কৃষ্ণ ।—সখে ! এ কি কহ !
কেন হেন সহসা বিবাহ ?
ভুলে যাও প্রাণের বিবাহ,
শুন বলি নিগূঢ় কাহিনী,—
অষ্ট বহু-মাকে ভীষ্ম সে কনিষ্ঠ বহু ;
শাপদ্রষ্ট অষ্ট বহু
জন্মিলেন ধরাতলে মানব-আকারে ;
সপ্ত বহু মুন্ডিলাত কৈলা শাপ হ'তে,
ভীষ্ম সে অষ্টম বহু অবশিষ্ট এবে
তব শরে শাপযুক্ত হ'য়ে
নিজ হানে ঘাইবেন ইনি ।
তাই কহি,
বিবাহের নাহি প্রয়োজন,
শিখণ্ডীরে ল'য়ে ভীষ্মে করহ নিধন
কোন কথা না কহিও আর,
চল এবে ধর্ম্মরাজ-পাশে ।
শিখণ্ডীরে সঙ্গে ল'য়ে
ভীষ্মবধ-যুদ্ধি করি ।
[উভয়ের প্রস্থান ।

ষষ্ঠ অঙ্ক ।

প্রথম দৃশ্য ।

কুরুক্ষেত্র—পাণ্ডব-শিবির ।
কৃষ্ণ, যুধিষ্ঠির, ভীষ্ম ও শিখণ্ডী ।
কৃষ্ণ ।—ধর্ম্মরাজ ! কোন শঙ্কা নাই,
ভীষ্মবধে পাণ্ডব বিজয়,
আমি হ'ব সে পালের ডাগী ।

যুধি :—কুক !

যুদ্ধে আর প্রয়োজন নাই ।

কুক :—ভাল, তাই হ'বে,

কিন্তু আজ একবার যুদ্ধ হওয়া চাই ।

নয় দিন যুদ্ধ হ'য়ে গেছে,

আজ দশ দিন,

দেখা যাক একবার ।

(ভোমের প্রতি)—মধ্যম দাদা !

ব্যূহের পশ্চাৎ ভাগ রক্ষা কর তুমি,

নকুল ও সহদেব দক্ষিণ ও বাম দিক ।

আর এই শিখণ্ডীর ল'রে

অর্জুন সমুখভাগ রাখুন বতনে ।

চল, হে শিখণ্ডী !

শিখণ্ডী :—জয় রণচণ্ডি !

[কৃষ্ণ ও শিখণ্ডীর প্রস্থান ।

যুধি :—ভীম !

আজ মনে মোর কেন হেন ভাবান্তর !

কি যেন কি জেগে ওঠে প্রাণে,

কিছুই বুঝি নে ।

ভাই :—

ভীম :—ধর্মরাজ !

কোন চিন্তা নাই,

ইচ্ছামুহূ পিতামহ ।

শিবিরে আপনি এবে লভুন বিভ্রাম ;

আমি যাট বাহুর পশ্চাতে ।

[উভয়ের প্রস্থান ।

দ্বিতীয় দৃশ্য ।

কুরুক্ষেত্র—যুদ্ধভূমি ।

শরাচ্ছন্ন দেহে ভীষ্মের প্রবেশ ।

(নেপথ্য হইতে ভীষ্মের উপর রাশি

রাশি শর-পতন)

ভীষ্ম :—(শব্দবাত্তে)—কঠিন কঠিন শর !

কে হানে এ শররাশি ?—শিখণ্ডী ?

না না—শিখণ্ডী তো মর ।

শিখণ্ডীর কুহু শর

মোর পক্ষে—মোর বক্ষে কণ সম ;

কিন্তু, এ যে বজ্র নত খড়

পড়ি'ছে শরীরে মোর দারুণ আঘাতে ।

কার শর ?

ও—বৃষ্ণিণাম—অর্জুনের বজ্রসার শর ।

ওই যে স্নেহের নাতি—ওই যে অর্জুন—

ওই যে সে শিখণ্ডীর আড়ে ।

অর্জুন !—অর্জুন !

শিখণ্ডীরে হোরি' কেলিয়াছি ধনুর্ধ্বাণ,

যত পার হান বাণ ।

আজ মোর শেষ যুদ্ধ—

আজ ভীষ্ম-পরাজয় !

হান শর—হান শর—

দিশু বক পাতি'—হান শর—হান শর ।

কিন্তু না ছাড়িও শিখণ্ডীরে,

ছাড়িলেই বিপদ ঘটবে,

ভীষ্ম না মরিবে—অর্জুন মরিবে ।

ভীষ্মের প্রতি শরবর্ষণ করিতে করিতে

অগ্রে শিখণ্ডী ও তৎপশ্চাৎ অর্জু-

নের বেগে প্রবেশ ।

অর্জুন :—(সহঃবে)—শিখণ্ডী !—শিখণ্ডী !

এ কি হেরি !

পুজনীয় ভীষ্ম পিতামহ

শরাচ্ছন্ন একেবারে !

রুধিরের ধারে ভাসি'ছে বিশাল তলু !

দূরে ছিন্ন পারি নি বুঝিতে,

কাছে এসে এ কি দেখি :—

অহো—কি করিমু—কি করিমু,

বহুতে বহিমু পিতামহে !

ছি ছি—ধিক্ বাক্ মোরে !

নরায়ণ পাষণ্ড অর্জুন !

শিখণ্ডী হে !

জার কাজ নাই—

চল বাউ—চল বাই অচিরে শিবিরে ।

দ্রুপদী।—কৃষ্ণের আদেশ বিনা—

অর্জুন।—বাক ভূমি—বাই আমি ।

(প্রস্থানোদ্যোগ)

দ্রুপদী।—অর্জুন !—অর্জুন !

কৃষ্ণের শপথ ভোরে, ধর্মের শপথ ভোরে

বহি বাসু পলাইয়া না বহি' আমার ।

বৎস রে ! কহ পরিজ্ঞাপ,

কুরুপক্ষে মিশাইব প্রাণ ;

সে সাথে সেধো না বাদ ।

অর্জুন।—পিতামহ !

কমা কর মোরে—কমা কর মোরে,

বাই আমি—

ছি ছি ! কি করিহু—ধিক্ মোরে ।

[প্রস্থান ।

দ্রুপদী।—দাঁড়াও—দাঁড়াও, বীরবর !

[প্রস্থান ।

ভীষ্ম।—(সকাতরে)—হা ! অর্জুন ! অর্জুন !

হরির অর্কাসু হই,

ভীষ্মের পাতকী বনি'

ফেলি' গেলি কি রে ?

বা রে বৎস !

কিছু শেষ দিন মোর উপস্থিত;

নাহি রক্ত এ দেহে কিকিৎ,

অবশ—অবশ কার,

দৃষ্টিশক্তি জীর্ণ—জীর্ণতর,

কাপিতেছি ধরধর,

বাঁচিব না আর ;

বাসনা আমার পুরিরাছে ।

দেহবিদ্ধ শত শত শরে

আচ্ছন্ন হ'য়েছি আমি ।

শরবিদ্ধ তহু আর না পারি ধরিতে,

লুটাইব কুকনাম মরি' ।

বীরক্ষেত্রে বীরশয্যা শরণস্বাপ্না

ভীষ্মভাগ্যে আনন্দের ঠাই ।

কৃক ! কৃক ! হরি ! হরি !

অতকালে দিও করশন ।

[অলিতপদে প্রস্থান ।

বেগে কৃক, যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন ও
সৈন্যগণের প্রবেশ ।

অর্জুন।—কৃক !

সর্বনাশ ক'রেছি হে,

বহুস্তে বধেছি পিতামহে !

অহো !

কি নিষ্ঠুর পায়ও অর্জুন !

হের ওই,

পুত্রনীর ভীষ্ম পিতামহ

লুটি'ছেন শরণস্বাপ্না'পরি ।

[পটপরিবর্তন]

যুদ্ধভূমির অপরাংশ ।

শরণস্বাপ্না'পরি ভীষ্ম শয়ান ।

কৃক, যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, দুর্যোধন,

দুঃশাসন ও সৈন্যগণের প্রবেশ ।

যুধি।—(সকাতরে)—পিতামহ !—পিতামহ !

হায় হায়,

বুধা রাজ্য-লোভে

কি অজ্ঞার কার্য আজ করিষ মাধন !

পুত্রাশা পিতামহে করিহু বিনাশ !

শত ধিক্ লোকু আমারে ।

কিরূপে বেধা'ব মুখ মানব-সমাজে ?

কৃক ! কৃক !

প্রাণে বড় ব্যভিরাছে ব্যথা,

না থাকিব হেথা ;

এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিগে কাননে,

এ জীবনে লোকে না বেধা'ব মুখ ।

(প্রস্থানোদ্যোগ)

ভীষ্ম।—বৎস যুধিষ্ঠির ! শাস্ত হও,

শোক তাপে নাহি প্রয়োজন ;

বিধি-বিধি কে করে লঙ্ঘন ?

ইচ্ছানুত্থা ভীষ্মবধে

বধ-পাপে পাপী নহ তুমি ।

বৎস রে ! পাপী হ'লে তুমি,

ব্রহ্মাণ্ডের স্বামী হরি

না হ'তেন সহায় তোমার ।

ধর্মশীল যুধিষ্ঠির !

এ তো ভীষ্মবধ নয়—

ভীষ্ম অভিষাপ-বিমোচন ।

রাধ কথা,

ভুলে যাও শোক-তাপ-বাথা ।

এত দিনে ভৃগুশাপ হইল মোচন ।

বেগে দুর্ঘোষন ও দুঃশাসনের

প্রবেশ ।

দুর্ঘোষ।—কই কই পিতামহ ?

অহো ! এ কি হেরি—

শরদার শরশয্যা'পরি

লুটি'ছে বিশাল তনু !

ভীষ্ম।—কে ?—দুর্ঘোষন ?

এস বৎস ! দাঁড়াও দিকটে ।

বৎস রে !

লুটি'ছে মস্তক মোর,

পাইতেছি বড় কষ্ট তার ।

মস্তক-রক্ষার তরে কে রে উপাধান !

দুর্ঘোষ।—দুঃশাসিন !

বাও স্তরা—আন বহুশস্য উপাধান ।

ততক্ষণ করে আমি ধরি শির ।

ভীষ্ম।—দুর্ঘোষন !

বীরক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র-মাঝে

বীরশয্যা শরশয্যা'পরি

করিয়াছি বীরের শয়ন ।

এ সময়ে বীরোচিত উপাধান চাই,

ভুলগর্ভ উপাধানে কিবা কাজ ?

দুর্ঘোষ।—বীরোচিত উপাধান কিবা ?

ভীষ্ম।—অজ্ঞান !

তুমি দাও বীরোচিত উপাধান ।

অজ্ঞান।—যথা আজ্ঞা, পিতামহ !

(গাওঁবে তিনটি শর যোজনা

করিতে করিতে)—

হেয়, দুর্ঘোষন ! বীরোচিত উপাধান ।

(শরক্ষেপ দ্বারা ভীষ্মের মস্তক ভেদকরণ

ও স্তূতি মস্তক উন্নত হওন)

ভীষ্ম।—বৎস দুর্ঘোষন !

রণভ্রমে শ্রান্ত আমি অতি,

ঠেঁই তু' কাতর করি'ছে মোরে ।

নীত্র দাও পিপাসার জল ।

দুর্ঘোষ।—যথা আজ্ঞা, পিতামহ !

[প্রস্থান]

ভীষ্ম।—কর্ণ কই ?

দুঃশা।—আসে নাই ।

জলপূর্ণ সুবর্ণ ভৃঙ্গার লইয়া দুর্ঘোষ

ধনের পুনঃপ্রবেশ ।

দুর্ঘোষ।—পিতামহ !

সুবর্ণ-ভৃঙ্গার ভরি'

আনিয়াছি হৃদয়তল জল,

কর পান ।

ভীষ্ম।—কি ?—সুবর্ণ-ভৃঙ্গারে জল কই

না না,

বীরত্ব না মিটিবে ইধে ।

বীরনীতি—বীরের পদ্ধতি

এখনো অনেক বাকি আনিতে তোমার ।

অজ্ঞান !

দাও মোরে পিপাসার বারি ।

অজ্ঞান।—যথা আজ্ঞা, পিতামহ !

(শরনিক্ষেপ দ্বারা পৃথিবী ভেদ করণ ও

পাতাল হইতে ভোগবতী গঙ্গাজল

ধারাকারে উৎখত হইয়া ভীষ্মের

মুখে পতিত হওন)

ভীষ্ম ।—(জলপান করিয়া)—

তপ্ত হইলাম আমি ।

গঙ্গা মোর মাতা ;

অন্তিম সময়ে

সেই গঙ্গাখল পান করি' পবিত্র হইমু ।

বৎস অর্জুন !

এ অগতে একমাত্র বীর বটে তুই ।

দুর্য্যো ।—(বিরক্তভাবে)—পিতামহ !

অর্জুন বীরের সনে বাক্যালাপ কর তুমি,

চলিলাম আমি ।

এস, দুঃশাসন !

(উভয়ের প্রস্থানোদ্যোগ)

ভীষ্ম ।—বৎস দুর্য্যোধন !

ক্রোধের সময় নয়,

ছিন্ন হও—শুন কথা ;—

সর্গশ্রেষ্ঠ বীর-বদি না হ'বে অর্জুন,

ভীষ্ম তবে তার শরে মরে কি রে আজ ?

অর্জুনের বীরত্ব স্মরিয়া

যুদ্ধ-আশা কর পরিহার ;

শান্তিময়ী সন্ধি কর তুয়া ;

ঘুচে যাবে সমস্ত বিপদ ;

ভাই ভাই শান্তির সম্পদ কর ভোগ ।

বৎস রে ।

ভীষ্মবধে কুরুপাণ্ডবীর যুদ্ধ হোক অবসান ।

আর প্রাণহত্যা-আশা না করিও তুমি ।

ভাই ভাই বিরোধ বড়ই অমঙ্গল ।

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরে

দীতিসহ রাজ্য-অর্জ করহ প্রদান ।

বাক্য মোর না পালিলে

সবংশে মজিবে তুমি, রাজা দুর্য্যোধন ।

কেহ না বাঁচবে তব বংশে বাতি দিতে ।

দুর্য্যোধন । আনিও নিশ্চয়—

ধর্ম্মে হয় জয়,

অধর্ম্মে নিশ্চয় পরাজয় ।

শেষ কথা বলি—

বয়ং তুমি ভগবান্ হরি

পাণ্ডবের প্রাণের সহায়,

কেঁটে কহি

পাণ্ডবের সনে আর

যুদ্ধ করিও না—

যুদ্ধ করিও না—

যুদ্ধ করিও না ।

এই মোর শেষ কথা ।

দুর্য্যো ।—(বিরক্ত হইয়া)—পিতামহ !

মোরও এই শেষ কথা—

প্রতিজ্ঞা আমার নানড়িবে কভু ;

যতক্ষণ প্রাণ,

ততক্ষণ হচ্যাগ্র মেদিনী

বিনাযুদ্ধে পাণ্ডবেরে নাহি দিব কভু ।

এস, দুঃশাসন !

[দুর্য্যোধন ও দুঃশাসনের প্রস্থান ।

ভীষ্ম ।—হা !

বসিয়াছে মৃত্যু ঘা'র শিরে,

সে কি কভু হিতবাক্য ফিরে ?

নিজ দোষে মজিল অধর্ম্মী দুর্য্যোধন,

কুরুবংশ ধ্বংস হুনিশ্চয় ।

বুদি ।—পিতামহ !

সন্ধ্যা সমাগতা ;

আজ্ঞা দেহ কি করিব এবে ?

ভীষ্ম ।—কি, বৎস ! সন্ধ্যা সমাগতা ?

আজ দুই সন্ধ্যা একত্র মিলিল ।

প্রাকৃতিক সন্ধ্যা সনে

ভীষ্মের জীবন-সন্ধ্যা অপূর্ণ মিলন !

শূন্যে রাজহংসরূপী ঋষিগণের

প্রবেশ ও প্রস্থান ।

ঈশবাবী ।—ভীষ্মদেব !

তোমার জননী গঙ্গাদেবী

আজ্ঞা দিলা আমা'সবে আসিতে হেখান ।

হিমালয় পর্বত-উপর

মানস-সরসী-তটে তপ করি যোরা ;

আমরা তপসী ব্রহ্ম ।

গজার আদেশে
রাজহংসরূপ ধরি' আইমু হেথায়
কহিতে তোমার তব মাতার বচন।
তনু, গজার নন্দন!
শীত ঋতু এবে,
দক্ষিণ-অয়নে সূর্য্য আছেন একপে।
উত্তর-অয়নে সূর্য্য বা'বেন বধন,
তুমি কলেবর ত্যজিও তখন।
ধর্ম্মাত্মার হেতুত্যাগ
সেই কালে উপযুক্ত হয়।

ভীষ্ম।—অপূর্ণ এ দৈববাণী!
মম'চিরপূজ্যা গজা মাতা।
মাতার উচিত কার্য্য করিলা সাধন।
তাই হ'বে,
উত্তর-অয়নে সূর্য্য বা'বেন বধন,
দেহ আমি ত্যজিব তখন।
(দগত)—বুঝিলাম,
এ শুধু কৃষ্ণের লীলা।
বুঝিলাম,
কোনরূপ গুঢ় মর্ম্ম
অবশ্য ইহার মাঝে আছে।
(প্রকাশে)—বৎস সুধিষ্টির!
সদ্য্য সমাগতা এবে,
বাও সদ্য্যাবল্লভাদি কর সবে।

[যুধিষ্ঠির, ভীষ্ম, অর্জুন ও
সৈন্যগণের প্রস্থান।

কৃষ্ণ।—ভীষ্মদেব!

ভীষ্ম।—কে?—ব্রহ্মণ্যদেব!

মন্তকপচ্চাতে তুমি?

হরি! হরি!

দাঁড়াও সমুখে;

শেষ আশা মিটাইয়া হেরি শ্রীচরণ।

(নেত্রনিম্নগমন)

কৃষ্ণ।—ভীষ্ম! ভীষ্ম! এ কি?

নয়ন মুদিলে কেন?

ভীষ্ম।—হরি হে!

নয়ন না মুদিলে যে

দেখিতে না পাই তব রাজ্য পা হু'বানি!

কৃষ্ণ।—ধন্য ভরু তুমি যোর,

বর্ধার্থ তক্তির ডোরে বাধিয়াছ মোরে।

ভব-যোর তব করিমু মোচন।

ইহা ছাড়া আরো কিবা চাহ?

বল মোরে, করিব পূরণ।

ভীষ্ম।—দয়াময়!

জীবনের অন্তিম সময়,

সেই মূর্ত্তি করিব দর্শন।

কৃষ্ণ।—কোন মূর্ত্তি?

ভীষ্ম।—যে মূর্ত্তির ছায়া পেনে

ব্রহ্মা শিব ইন্দ্র আদি দেবগণ

মূর্ত্তিমান্ হন,

যে মূর্ত্তির নেহে

অসংখ্য অসংখ্য জীব জীয়ে,

যে মূর্ত্তি পূজি'ছে দিবানিশি

জদয়ের ভক্তি সনে জগতের জীব,

সেই মূর্ত্তি—

সেই রাধাকৃষ্ণ-মূর্ত্তি করিব দর্শন।

এ জীবনে তাহা বই অশ্রু কিছু নাহি চাই।

কৃষ্ণ।—ভরু ভীষ্মদেব!

অদ্য যোরা রজনী সময়

দেখিতে পাইবৈ তুমি

রাধাকৃষ্ণ দুগল মূর্ত্তি।

একপে আসি'ছে কর্ণ,

চলিলাম আমি।

ভীষ্ম।—মানস প্রণাম করি শ্রীপদে তোমার।

[শ্রীকৃষ্ণের প্রস্থান।

কর্ণের প্রবেশ।

কর্ণ।—প্রণিপাত করি পায়।

ভীষ্ম।—এস, বৎস কর্ণসেন!

যদি না আসিতে তুমি দেখিতে আসাম

এই অন্তিম সময়,

তা' হ'লে দুঃখিত আমি হইতাম অতি ।

বৎস রে !

চিরকাল তোরে আমি কষ্ট कहিয়াছি,

দিয়াছি ছন্দয়ে বড় ব্যথা ।

এবে ভুলে যা সে সব কথা ।

জানি আমি—কৃত্তীপুত্র তুই,

যুধিষ্ঠির কনিষ্ঠ সোদর তোর ।

অর্জুনের বানি' তোরে দি'ছি মনঃসীড়া,

দুতপুত্র নীচ বানি' দি'ছি কত গালি,

কিন্তু, বৎস ! অন্তরে তা' বানি নাই,

মুখে বাহুভাবে বলিয়াছি ।

জানি আমি—

তোর সম বীর আর নাহি ত্রিভুবনে,

অর্জুনো সমান নহে তোর—

হেন মোর বোধ হয় ।

পাছে এ কথা জানিলে

যুধিষ্ঠির ভয় পায়,

তুই তোরে অর্জুনের নীচ দুত বানি'

যুধিষ্ঠিরে দিতাম সাহস ।

এবে মোর কথা রাখ,

দুর্ধৈর্য্যধনে ত্যাগ করি'

নিজ ভাতৃগণ-পাশে যাও ।

কর্ণ।—পিতামহ !

প্রতিজ্ঞা তোমার যথা না হয় লঙ্ঘন,

কর্ণেরও সেইরূপ ।

প্রতিজ্ঞা-লঙ্ঘন আমি কছু না করিব ।

ভীষ্ম।—তবে তোর ভাতৃদের কি হ'বে উপায় ?

কর্ণ।—পিতামহ ! কেন কর ভয় ?

আমিও তোমার মত

অর্জুনের ধর শরে

পবিত্র সমরক্ষেত্রে করিব শরন ।

ভীষ্ম।—না না, বৎস ! যুদ্ধে আর কাজ নাই ।

কর্ণ।—আমি কি করিব, পিতামহ !

শ্রীহরির লীলা এই ।

হরি-ইচ্ছা কে করে লঙ্ঘন ?

তব অন্তিম সময়

কর্ণও মাপি'ছে, দেব ! অন্তিম বিহার ।

পরলোকে গিয়া পুন

ভক্তিভরে কর্ণ তব পূজিবে চরণ ।

গহ মোর অন্তিম প্রণাম ।

[কর্ণের প্রস্থান ।

দৈববাণী।—হের, ভীষ্ম ! রাধাকৃষ্ণ যুগল মুরতি ।

[পটপরিবর্তন]

বৃন্দাবনধাম—গোপীগণসহ রাধাকৃষ্ণের

মূর্তির আবির্ভাব ।

ভীষ্ম।—জয় জয় রাধাকৃষ্ণ !

আশা মোর হইল পূরণ ।

যবনিকাপতন ।

সম্পূর্ণ ।

তরণীসেনবধ

(পৌরাণিক ইতিবৃত্তমূলক দৃশ্যকাব্য)

নাট্যালিখিত ব্যক্তিগণ ।

পুরুষ ।

ব্রহ্মা । রাম । লক্ষ্মণ । মোহ । হৃদ্রীষ ।
হনুমান্ । অঙ্গদ । নীল । রাবণ । বিভীষণ ।
ইন্দ্রজিত । তরণীসেন । শুক । সারণ । হুই
জন রাক্ষস । কপি-সৈন্যগণ । রাক্ষস-সৈন্যগণ,
ইত্যাদি ।

স্ত্রী ।

সীতা । মায়ী । সরমা । শোভা । কলা ।

প্রথম অঙ্ক ।

প্রথম দৃশ্য ।

সমুদ্র—দূরে লক্ষা ।

সমুদ্রজলে ভগ্নদূত ভাসমান ।

ভগ্নদূত ।—বাপ্ !

রামের কি দাপ !

অল গিলে, পেট ফুলে লাগলো হাঁক্ ।

মুখপোড়া হনু মাতে এলো,

রাম বারণ কোয়ে,

বোলে,

ওকে মেরো না—মেরো না,

ও ভগ্নদূত,

ও রাবণকে বাস্তা দেবে গিয়ে

মকরাস্ত্র পেছে বমালয়ে ।

এই বোলে চোলে গেলো রাম,

কিন্তু অগ্নি হনুমান

এক টান মেরে ফেলে জলে ;

এখন হাবুডুবু খেয়ে প্রাণ যায় !

ও বাবা !

এখন উঠি কেমন কোরে ?

নোনা অল ঢোকে ঢোকে

পেটে ঢুকে গেছে জোরে !

ওঃ !—এখনো অনেক দূর ;

হাত পা এলিয়ে এলো,

মাথা ঘুরে গেলো,

হায় হায়, আমার এ কি হোলো !

ও বাবা !

ওরা আবার ক'রা আসে ?

এখনি চুবিয়ে, মারবে ডুবিয়ে,

ওগো তোমাধের পায়ে পড়ি,

আর এগিও না,

আধমরাকে মেরে কি হ'বে ?—মেরো :

ও বাবা ! নৌকো বে !

সালে রে !

নেপথ্যে ।—ভয় কি ?

আমরা এসেছি ।

ভগ্নদূত ।—কে ও—বিকটবুধ ?

ও কে—অবনাদ ?

নেপথ্যে ।—হাঁ—হাঁ !

ভগ্নদূত ।—আঃ—ক্লান্ত,

ধড়ে প্রাণ এলো ;

তোলো তোলো ।

একখানি নৌকা বাহিয়া তুই জন
রাক্ষসের প্রবেশ ।

১ ম রাক্ষস।—ভয়দূত ! তুই বড় বোকা,
পোড়লিই যদি জলে,
তবে কোশলে আর কলে
হ'তে পাল্লি নি জলের পোকা !

ভয়দূত।—বটে !—বা' বোলে !
কিছু টেরটা পেতে নিজে পোড়লে ।
জল তো নয়, যেন চূণগোলা নুন,
শব্দে বিন্দু লোমের গোড়ায় ঢুকে
হাড়ে ধোরচে যুগ ।
মাগর তো নয়, মূনের ডোবা ;
প্রাণ যায়, তোল, বাবা !

(ভয়দূতকে উত্তরের নৌকার উত্তোলন)

২ ম রাক্ষস।—কেমন—কাঁচলি তো ?
ভয়দূত।—না আঁচা'লে বিবেশ নেই ।
৩ ম রাক্ষস।—সে কি ?
ভয়দূত।—কাঁড়া, চাদিক দেখি ।

যতক্ষণ না ডেড়ায় যাই,
ততক্ষণ ভরসা নাই
পেঁচে আছি, কি ম'রে আছি ।

৪ ম রাক্ষস।—কেন ?
ভয়দূত।—মুখপোড়টা যদি দেখতে পার,
তা' হ'লে এবার একটা নয়—
চিনুটেই বা'বে বমালয় ।

তাই বোল্‌চি,
এখন চুপ্‌ চুপ্‌ ডেড়ায় উঠে
চাঁচা দোড় দে পালাই ছুটে ।

৫ ম রাক্ষস।—তবে তবে তাই চ।
ভয়দূত।—র র, একটু র ।
কাঁ'রে অবনাদ !

আমি যে জলে পোড়েচি,
তোরা জানুলি কেমন কোরে ?

৬ ম রাক্ষস।—আমরা কাঁড়িয়েছিলুম দূরে,
তুই এখন ঘুরতে ঘুরতে উড়ে

ডানাতাড়া হাড়গিলের মত
প'ড়লি জলে ঝপাং কোরে,
তখন আমরা দেখেছিলুম,
আর আমি নৌকো নিয়ে সটান্‌ এলুম ।
ভয়দূত।—বন্দুর কাজই তো এই,
তোদের মত বন্ধু নেই ।

আমার আশায় রাজা বোসে আছে,
ঘাই চ এখন তেনার কাছে ।

[নৌকা বাহিয়া সকলের প্রস্থান ।

দূরে রাম ও লক্ষ্মণের প্রবেশ ।

রাম।—বৎস,
না জানি রাক্ষসবংশে বীর কত ;
প্রতিদিন প্রতিবাদী বীর আসে,
দিবাসুদ্ধে নিশাবুদ্ধে অবিশ্রাম যুঝি,
তথাপি না হয় শেষ,—
লক্ষ্মণুরী হেন বীরপুরী ।

শিশু তুই, লক্ষ্মণ রে,
আমাদের করিতে তুই
কোমল শরীরে কষ্ট কত পাস্‌,
বার বার কত বার করি মানা,
তবু তুই না শুনিস্‌ কথা ;
পাস্‌ ব্যথা, বিস্‌ ব্যথা প্রাণে ।
কবে বিধি আমা' দৌহাকার
মনোবান্ধা পুরাইবে !

কবে হ'বে সীতার উদ্ধার !

লক্ষ্মণ।—আর্য্য,
দ্বাবানল দহে বধা বন,
দহি'ছে তেমন
তব তেজ এ লক্ষ্মণের পলে পলে ;
প্রায় বীরশূন্য লক্ষ্মণুরী,
অরিজুল প্রায় গো নিরুপল,
মনোবান্ধা আমা' দৌহাকার,
মনোবান্ধা জননী সীতার
অবিলম্বে হইবে সফল ।
বীরবলে বলী বশান

হৃদয়ল হ'রেছে সিজ কোষে,
তব মোহে না দেখি নিস্তার আর তার,
হার খার হইবে অচিরে।

রাম।—পুনরায় করি মানা,

আজ হ'তে নিবির-ভিতরে থাক, ভাই,
কাজ নাই যুঝি' ভোর আর;
করিব সংহার রক্ষাগণে
ধর বাণে রণাঙ্গনে নিজে।

মা স্নানিতা কি বলিবে মোরে ?—

বলিবে রে

'কি কঠিন রাম তুই,

লক্ষ্যপেয়ে এত কষ্ট দিল,

অস্ত্ররেখা এতই আঁকিল

কোমল শরীরে তার।'

লক্ষ্যণ।

সে কথা বাজিবে বড় বুকে,

মুখে না সরিবে তাহ—কি দিব উত্তর।

লক্ষ্যণ।—দাদা!

মা আমার বড়ই কুসিবে মোর প্রতি,

বহি নাহি মাতি রণে অরাতি-নিধনে।

আসিবার কালে বলিলা জননী—

'কি সম্পদে, কি বিপদে, কি দুঃখে, কি সুখে

ছারা-সম থাকিব রামের,

না ছাড়িব অণতরে তাঁ'রে।

সে কথা এখনো জাগে মনে,

তবে, বল মো কেমনে

মাটির পুতল-সম থাকিব নিশ্চল ?

কেন শঙ্কা মোর তরে ?

ও পদ-প্রসাদে

অবাধে বধিব নিশাচর।

পুষ্পপূর্ণ পাত্র লইয়া বিতীর্ণের

প্রবেশ।

রাম।—দাও, মিত্র, কলদল,

পূজিব সাগরতীরে।

বহি পাণ হ'রে থাকে

সকলক বাকিলে

গোবাহিত রথ হ'তে উড়া'য়ে গোগণে করে,

সে পাণ ঘোচন হ'বে জলবি-পূজনে।

(রামের সহজপূজা)

জাহ্নবী, যমুনা, গোদাবরী,

সিদ্ধ, সরস্বতী, মহানদী,

কাবেরী, গোমতী, কৃষ্ণা,

সরযু, কৌশিকী, তত্বা,

তুঙ্গভদ্রা, ব্রহ্মপুত্র, বেণা,

নর্মদা প্রভৃতি নব নদী

তব জলে ঢালে পুত বারি,

মহাপুণ্যদাতা তুমি, হে সরিৎপতি !

করি নতি চরণে তোমার,

মুখ মুখ পাণ মোর।

(সকলের প্রণাম)

[সকলের প্রস্থান।

শূন্যে ব্রহ্মার আবির্ভাব।

ব্রহ্মা।—আমার আদেশে

মারা মোহ কোঁহে মিল'

সিদ্ধগর্ভে আছে লুকাইয়া।

প্রয়োজন হ'লে,

কাব্যসিদ্ধিকালে ডাকিব সে কোঁহে।

কাব্যসিদ্ধি চাহি এবে,

ডাকি কোঁহে,

ব'লে দি কোমল।

অবিলম্বে সিদ্ধতল ছাড়ি'

উঠ, মারা !

উঠ, মোহ !

সিদ্ধগর্ভ হইতে মারা ও মোহের

উত্থান।

উত্তরে।—(প্রণাম করিয়া)—

জয় জয় বিধাতার জয়।

ব্রহ্মা।—জয় জয় শ্রীরামের জয়।

মায়া।—কি আদেশ পালিবে তুমি,

আদেশহ, বিবরণি বিধি?

তুচ্ছ।—রাম-শরে ককরাক ছুই নিশাচর

আজ হইল নিপাত;

কিন্তু

কালি বড় ঘটবে জ্ঞান,

আসিবে ভরগীসেন বিভীষণ-মৃত-

সমর-প্রাক্ষেপে রাম সনে যুঝিবারে।

শ্রীরামের মিত্র বিভীষণ,

তা'র পুত্র নীরেন্দ্র ভরগী।

‘বুঝে বহি রাম

ভরগী মিতার পুত্র,

কত না যুঝিবে তা'র সনে।

আর এক কথা—

এক মাত্র প্রিয় পুত্রে বহি বিভীষণ

সমর-প্রাক্ষেপে হেরি’

পুত্র-স্নেহে আকুলি বিকুলি করে,

তা' হ'লেও ঘটবে বিভ্রাট,

শত্রুঘাতী ধনুঃশর ফেলিবেন রাম।

এই হেতু কহি,

তোমা' কোহে মিলি’

স্পর্শ কর বিভীষণ-কাজ,

পুত্র-স্নেহে কাড়ি’ লহ তা'র;

ভ্রমজালে জড়াও কৌশলে।

মায়া।—দয়াময়,

এ যে বড় সুকঠিন কথা,

পিতার সম্মুখে পুত্র ত্যজিবে জীবন;

কেমনে হেরিবে পিতা!

আমিও রমণী হ'রে

কেমনে করিব হেন কাজ?

দিয়ে লাজ গজনা আমারে

বেথা সেবা কথার কথার

তোমারি জনত-জনে।

পাঁতি পাঁতি করি’

একত্রে মিলাই আমি সব;

এই মে আশার গ'ড়েছ আমার,

কেন তবে বিপরীত আঁক?

এ বিরোধ-কাজ সাজে কি আমারে?

মোহ।—বিধাতা,

বাত্তবিক কথা,

বড় ব্যথা বাজে এগনে;

মায়া বা' বলিল,

আমিও তা' বলি—

‘পিতার সম্মুখে পুত্র ত্যজিবে জীবন,

কেমনে হেরিবে পিতা!’

কাসের একটি নিবেদন—

কাজ কি ভরগীসেন-বধে?

অত্র কোন সদুপায়ে

রাম উদ্ধার করুন সীতা

বধি’ হুই দশাননে।

তুচ্ছ।—বা' বলিলে, সত্য কথা,

কিন্তু কি করিব আমি?

ভাগ্যলিপি কে করে লক্ষন?

আমিও ভাগ্যের বশ,

অত্র পরে কিবা কথা?

মোহ।—ভাগ্য আমি নাহি বুঝি,

বুঝি শুধু তোমারে, বিধাতা।

মায়া।—যেই ভাগ্য, সেই তুমি, বিধি!

যেই তুমি সেই ভাগ্য জানি।

কেন তবে এ হলনা?

তুচ্ছ।—মায়া!

ভলনা কিছুই নয়,

বা' হ'বার তা'ই হয়,

মোর বিশ্ব ঘটনা-সঙ্কুল;

পলে পলে ঘটনার স্রোতে

ভেসে যায় জীবকুল!

ঘটনাই জগতের প্রাণ,

ঘটনাই রচনা আমার,

ঘটনাই বিধাতা বিশ্বাস।

যে দিন কেধিবে

ঘটনার নাহি নাম,

সেই দিন বিশ্ববাস নামশূন্য হ'বে,

কিছু নাহি র'বে,
র'বে শুধু অন্ধকার ।
তেঁই বলি
হলনা কিছুই নয়,
ভাগ্য-লিপি অবশ্যই ফলে ।

মায়ী।—তরপীর কিবা ভাগালিপি ?

ব্রহ্মা।—পুত্র পায় পিতৃগুণ,
তেঁই বিভীষণ-সম
তরণীও রামের কিস্কর,
প্রাণ তার রামভক্তিভরা ।

মায়ী।—তবে কেন রাম-করে বধ্য কর তারে ?

কেন নাহি আন রাম-পাশে ?
পিতা শুলে মিলি'
সেবিবে রামের পদ ।

ব্রহ্মা।—কি করিব, মায়ী !

কতু ভাগ্যলেশা চাপা রাখা নাহি যায় ;
ভাগ্যের বন্ধনে বাঁধা হ'য়ে
তরণী ক'রেছে ইচ্ছা
রণে মরিবে রামের শরে ;
সে ইচ্ছা তাহার কে করে লভন ?
অবশ্যই হইবে পূরণ ।

মায়ী।—বড়ই বিচিত্র কথা !

কি দিব উত্তর আর !

মোহ।—অতুত বচন করিহু শ্রবণ,

চমৎকার ভক্তি-পরিচয় !

ব্রহ্মা।—ডুবি' রহ উত্তে পুন,

এখনি আসিবে বিভীষণ ।

বা' বলিহু,

থাকে যেন স্মরণ সে কথা ।

(ব্রহ্মার অন্তর্ধান)

মায়ী।—শিথির কঠিন আজ্ঞা লজ্জিতে না পারি,

কিন্তু, বড় দুঃখ হয়,

আহা,

পুত্রহারা হ'বে পিতা মাতা ।

বা'ই হোক,

পূর্বরূপে মায়ী-নামে কতু

কলঙ্কের রেখা না আঁকিব ।

মোহ।—না দেখি উপায় আর,

অহো,

ভাগ্যালিপি এতই জটিল ।

হের, মায়ী,

ওই আসে বিভীষণ,

সাগরে মগন হই দৌছে ।

(উভয়ের সাগরে মগ্ন হ'ওন)

ঘটহস্তে বিভীষণের পুনঃপ্রবেশ :

বিভী।—আহা, কি সৌভাগ্য মোর ;

বিশ্বপুত্রনীর হরি

ত্রৈতায়ুগে রাম-অবতারে

তারিতে আইলা মোরে,

মিত বলি' দিলা কোল ;

আহা,

শরম দয়াল রাম ।

রাজা দশানন ।

এখনো কিরাও মন,

দাও ফিরি' রামের জানকী ;

এস এস, ভাই ভাই মিলি'

সেবা করি রামের চরণ ;

কি যে সুখ এ পদ-পূজনে

এখনি সুখিবে, দাদা !

পার্থিব অতুল ধনরাশি

বা'বে ভাসি' কালের সাগরে ;

কিবা তব এক লক্ষাপুরী ?

কোটি কোটি লক্ষাপুরী

তুচ্ছ মূল্যে বিক্রয় এ পদে ;

ধরায় রামের পদ-সংগের বিজয় ।

ফিরে দিবে জানকীরে

নতশিরে করি' বোড় পাতি

যাট মানি' মাগ কমা,

রম্যপতি হ'বেন সঙ্গ,

নাহি র'বে মরণের ভয়,

নিশ্চয় বাঁচিবে বহু সুখ ;

না র'বে রমণী-চুরি-কলঙ্কের রেখা,

দিবে দেখা সৌভাগ্য তোমার ।

হা, কিবা কহি আমি ?

দর্পী দশানন

শোনে নি বচন মোর,

ভনিবে না পরেও কখন ;

মতিস্থ হ'লে

লোকে হিতকথা নাহি ভালবাসে,

ভালবাসে যমের প্রসাদ ।

বাই একে এই ষটে সিন্ধু-বারি ল'য়ে,

স্থ্যাপূজা অন্নপূজা করিবেন রাম,

মনস্কাম পূর্ণ হোক তাঁ'র ।

মুদজলে ঘট পূর্ণ করিয়া গমনোদ্যোগ,

এমন সময়ে অলঙ্কা মায়া'র উপান

ও বিভীষণের পৃষ্ঠ স্পর্শ করিয়া

পুনর্বার জলে প্রবেশ ।

(সচকিতে চতুর্দিক দেখিয়া)—

এ কি হ'ল আচম্বিতে,

কে ছুঁইল পৃষ্ঠ মোর ?

কই, কা'রেও না দেখি,

স্পর্শ-ভ্রম হইল কি মোর ?

হ'তে পারে ।

ভ্রমময় জীবের জীবন কায় ।

পুনর্বার গমনোদ্যোগ, এমন সময়ে

অলঙ্কা মোহের উপান ও বিভী-

ষণের পৃষ্ঠ স্পর্শ করিয়া পুন-

র্বার জলে প্রবেশ ।

আবার আবার এ কি,

পুনরায় পৃষ্ঠ পরশন !

ভ্রম নয়, বাস্তবিক কে ছুঁইল মোরে ।

কিন্তু কা'রেও না দেখি,

শুভ্রময় দশ দিক,

বোধ হয়, এ কোন ছলনা ।

দেখ, কি কথায় কোন কথা আসে,—

শুভ্রময় দশ দিক,

বাস্তবিক, এক ত্রুষ্ক বই,

শুভ্র—শূন্য—শূন্যময় সব ;

কেহ নয় কা'র,

নিজেও নিজের নই শূন্য বই ;

কেবা কা'র পুত্র ?

কেবা কা'র পিতা ?

কেবা কা'র পতি ?

কেবা পত্নী কা'র ?

কেবা বন্ধু, কেবা কস্তা, কেবা কা'র ভ্রাতা ?

রামরূপী ত্রুষ্ক বই

অনন্ত নগর বিশ্ব আধার আধার—

মহাশুভ্রময়—কেবল ছলনাময় !

[প্রস্থান !

দ্বিতীয় দৃশ্য ।

লক্ষাপুরী—শোভার কক্ষ ।

শোভা ও কলার প্রবেশ ।

উভয়ে।— (গীত)

মূলতানী—কলদ একতারা ।

আগ গা রে ! মন গা রে,

নিখিল ভুবন ভাষে যগন

হইয়ে ভাষে যা'রে ॥

প্রাণরাস রামনাম

গা রমনা অবিরাম,

ধরাধাম স্বর্গধাম পা'রি একাধারে ।

অমৃত মরতু-মাঝে ভিজিবি সুখধারে ॥

শোভা।—বাই, তাই, বেলা হ'ল,

দাদা তব, আমার আশায়

আছেন কুশুম্বনে ;

সুপ্রতি চন্দন নিয়ে বাই,

চন্দনে মাখা'য়ে ফুল

উদ্দেশে পূজিব ধৌহে রামের চরণ ।

কল্যাণ—আমিও অশোকবনে বাই,

মা আছেন জানকীর পাশে ;

মার সনে মিলে

ভনি গে সীতার হৃদে রামের কাহিনী ।

শোভা—এখনো বালিকা তুমি,

সাবধান,

বেলা সেবা আশ্রমেলা হ'লে

রামনাম গা'গু নাকো,

রক্ষোবাজ বড়ই কঠিন,

পালি দিবে,

তাড়না করিবে,

ভাইকী বলিয়া না করিবে কমা ।

উভয়ের প্রস্থান ।

তৃতীয় দৃশ্য ।

লক্ষ্মীপুত্রী—অশোকবন ।

সীতা ও সরমা ।

সরমা—

(গীত)

বসন্তবাহার—ত্রিতালী ।

ফুল ফুলসল দে রে উলসল !

আঁখি ফোটা ফুল দে দে লজিকা !

কুহুম খুঁটি' খুঁটি'

সৌরভ লুটি' লুটি'

না বাও ছুটি' ছুটি' পাগল বাহু,

গাঁথিব সৌরভসরী ফুল-মালিকা ।

ভঙ্করি' ভঙ্করি'

ভঙ্গর ভঙ্গরী,

ফুলফুল-মধু হরি' না বাও বাই,

না ছুঁয়ো মঞ্জুল বঞ্জল বৃক্ষিকা ।

গাঁথিব ফুল সনে কোদল কলিকা ।

হাসীর হাসীর যোগ্য নহি,

কিছু মোরে 'সখী' বলি'

কতই আদর কর, রাম-আবহাষিনি !

রাক্ষস-ধরনী আমি,

কিছু মোরে প্রাণসম ভাবি'

কতই আনন্দ পাও, আনন্দবাহিনী !

কত যে গৌরব এতে মোর,

কি ক'ব কথার কুশি' ?

কিন্তরীর গাঁথা ফুলমালা পর গলে,

নিরখিয়া জুড়াই নয়ন ।

সীতা—সখি, পতিহার্য্য নারী আমি,

রাজপুত্র পতি মোর

অভাগীর ভাগ্যদোষে বনচরী ;

কি বিচারে পরিব এ মালা, হৃদাধিনি ?

বিধি যদি দিন দেন,

পরিব তোমার মালা গলে ।

হাও এবে ফুলমালা,

অন্ধি-জল-চন্দন লেপিয়া

উদ্দেশে প্রদান করি

আমার প্রাণের প্রাণ প্রাণেশ্বর পক্ষে ।

সার্থক হইব আমি,

সার্থক হইবে তুমি,

সার্থক হইবে ফুলমালা ।

(সরমার হস্ত হইতে পুষ্পমালা লইয়া)—

প্রাণসখী সরমা লক্ষ্মী

গেথেছে সাধের ফুলমালা,

পূজুক তাহার সাধ,

লহ, বাহু, উড়া'য়ে এ হার,

হাও মোর পতির চরণে ।

যদি পতিপদে রহে মতি,

যদি পতি বই অস্ত নাহি জানি,

যদি মানি মহাশক্ত বলি'

মহাবলী ধনুধারী রামে,

এখনি উড়িয়া যাক মালা,

শূন্ত-পথে করি' খেলা

গড়ুক অচিরে নিরে শ্রীরামের পায় ।

(গীত)

সিদ্ধটেরনী—মধ্যমাল ।

উড়ে বা' উড়ে বা' ফুলমালা ।

যে চরণে যোগ-কুল বনবাসী যোগী ঢালে,

মোর সন-ফুল করে খেলা ॥

বনজগণের কালে
যে রাঙা চরণ-তলে
কোটা ফুল দিল ঢেলে,
কোন্ বনলতা-পালা ;—

সে চরণে বা' রে বা' রে ফুলমালা এই খেলা ।
বাও মালা !

[সীতার হস্ত হইতে পুষ্পমালার
শৃঙ্খল প্রস্থান ।

রমা ।—ধন্য ধন্য, সত্যি তুমি,
ধন্য পতিভক্তি তব,
ধন্য আজি কিকরী সরমা ।

বেগে কজার প্রবেশ ।

লা ।—(সরমার প্রতি)

মা—ও মা !
আশ্চর্য দেখিযু পথে,
শূভ্রপথে হেলি' ছলি' লুটিয়া লুটিয়া
যাই'ছে ছুটিয়া কোটা ফুলমালা
রামের শিবির পানে !
হাঁ মা,
কেন এ ঘটনা ?

রমা ।— বাছা,

গাঁথিযু ফুলের মালা
দোলাইতে সীতার গলার,
উদ্দেশে সে মালা
দিল। সীতা রামের চরণে,
উড়িল পবনে মালা ।
আমিও গো তোর মত হ'য়েছি বিস্মিত ।

লা ।—জ্যা !—বল কি, মা !

(সীতার প্রতি)—

মা জানকি !
আমারো হ'য়েছে বড় সাধ,
এনেছি মা সাজী তরি'
অফুটন্ত ফুটন্ত কুম্ভ ;
এ গুলিও দে না, মা, রামের পার ।

মায়ের আমার পুরাইলি সাধ,
যেহেটিরো সাধ পুরা না, মা !

সীতা ।—বাছা,

ধর তুলি' ফুলসাজী.
তোরি কর হ'তে উড়ুক কুম্ভচর ;
করামর করা করি' ধরিবেন পার !
ভক্তাবীদ রাম
নহে বাম ভক্তেরে কখনো ।
উড় উড়, ফুলফুল !

(সাজী হইতে পুষ্পরাশির উত্থান)

কলা ।—(দেখিতে দেখিতে ও নাচিতে নাচিতে)

(গীত)

শিশু—খেগটা ।

রাসের ছ'টি রাঙা পার
আমার ফুল ক'টি উড়ে দার ॥
যে গাহ বেকে তুলেছি ফুল,
সে গাহডগি ওই চার ॥
আকাশ-কোলে হেলে ছলে
অন্য দিকে বাস্ নি ভুলে,
রবির তাপে ককিয়ে বা'বি,
বা' চ'লে ফুল, মেঘের দার ॥

(পুষ্পরাশির অন্তর্ধান)

মা জানকি !

ঐ চ'লে গেল ফুল ।

আমি গিরে বাক্যকে এ কথা বলি ।

[প্রস্থান ।

সরমা ।—চল, সখি, ওই ধারে,

মালা গাঁথিবার ইচ্ছা

দ্বিগুণ জাগিল মনে,

দেখাইয়া দিবে চল মালায় গাঁথনি,

গাঁথিব নুতন মালা—রাম-নাম-লেখা ।

[উভয়ের প্রস্থান ।

দ্বিতীয় অঙ্ক ।

প্রথম দৃশ্য ।

লক্ষাপুরী—উদ্যান ।

তরণীসেন ।

তরণী —তরণী রে, বল্‌ রাম রাম,
যে রামের নামে পাণিকুল তরে,
যমদণ্ড ফেলে যম,
নিরয় ত্রিদিব হয়,
ঘুচে ভয়,
নাহি রয় শোক তাপ,
তরণী রে, বল্‌ সেই রাম-নাম ।
যে রামের নামে
উপবন শোভা করি' হাসে ফুলফুল,
মধু বরে কুলমুখে;
যে রামের নামে
ফুলের সৌরভ ল'য়ে উড়ায় পবন;
যে রামের নামে
শাখিশাখে পাখী ডাকে —“জয় জয় রাম ।”
যে রামের নামে
ব্রহ্মলোক খেলে তোর প্রাণে,
তরণী রে, বল্‌ সেই রাম-নাম ।—
জয় জয় রাম !
রাম ! স্নেহে পিতার মুখে
পূরম দয়াশ ভূমি,
বিশ্বপতি বিশ্বগতি বিশ্বরূপ হরি,
ভক্তের কারণ
সুখে সুখে হও অবতার,
রাম অবতারে আইলে ত্রেতায
ভক্তজনে তারিবারে ।
ভানি আমি
ভক্তের বাসনা ভূমি,
পূর'ও বাসনা মোর, প্রভু !
বলিব না মধু ফটে

কি বাসনা জেপে উঠে মনে;
মনোময়,
নিজেই বুঝিয়া সেই বাসনা পূরাও ।

আকাশবাণী ।—তরণী রে,
পূরিবে বাসনা তোর,
হের হের দশ অবতার ।
তরণী ।—জয় জয় রাম !

সরমা, শোভা ও কলার প্রবেশ ।

সরমা ।—এখনো কি হেতু, বাছা,
কুসুম চয়ন কর নাই ?
শোভা ।—এনেছি চন্দন,
চন্দনে ডুব'য়ে ফুল
পূজ রাম নারায়ণে ।
এস এস,
সবে মিলি' তুলি ফোটা ফুল ।
তরণী ।—এত দিনে সচন্দন ফুলদলে
সার্থক হ'য়েছে রাম-পূজা ।
প্রত্যক্ষ প্রমাণ তার
নেহারিবে এখনি নয়নে ।
দয়াময় !
ক'ও দেখা দশ অবতারে ।

(সহসা উদ্যানমধ্যে সমুদ্রগর্ভে
বিষ্ণুর মৎস্তাবতার
আবির্ভাব)

তরণী ।—শ্রীরামের মৎসারূপী প্রথমাবতার
হের এই সম্মুখে সবার ।
স, শো, ক, ।— (গীত)

গোরা—একতালি ।

জয় জয় নীল অবতার ।
আধ মীন, আধ নীল নীরব আকার ।
চতুর্দশ চতুর্ভুজে,
কদমে কৌন্তভ রাজে,
পুত্রট মৃতট সাজে উজলি' আকার ।

নীল কার্ণ-সিদ্ধ,
লীন বিধ স্থা ইন্দু,
আকাশ নিনাদি' জাগে অনাদি' ওকার ।

(সহসা সমুদ্রতটে বিষ্ণুর কৃষ্ণাবতারের
আবির্ভাব)

তরঙ্গী ।—হের হের,

শ্রীরামের কৃষ্ণরূপী দ্বিতীয়াবতার ।

স, শো, ক, ।— (গীত)

মৌরী—রাঁপতাল ।

• অতল জলধি-তলে মহাকর্ষ অবতারণে
হেবার ধরিলে পুষ্ঠে মিজ স্রষ্ট বসুধারে ।
আধ কৃষ্ণ ভীমরূপ,
আধ বিষ্ণু নীলরূপ,
আধ কঠিন, আধ কোমল,
অগাধ সিদ্ধ-জল-সাক্ষারে ॥

(সহসা নদীতটস্থ অরণ্যে বিষ্ণুর
হিরণ্যাক্ষ-বধোদ্যাত বরাহ অব-
তারের আবির্ভাব)

তরঙ্গী ।—হের হের,

শ্রীরামের তৃতীয়াবতার বরাহ-মুরতি ।

স, শো, ক, ।— (গীত)

সারঙ্গ—একতাল ।

বরাহ-বধন, ভীক দশন, বৈরি-হাসন ভীম কায় ।
আধ লরীর, নীল গভীর, কন্দম নীর নিপ্ত তার ।
সিদ্ধুতল হ'তে তুলি' ধরঙ্গী
রাখিলে তপন-আলোকে আনি',
জোর'লে কোটি কোটি আশী,
হিরণ্যাক্ষে বধি' মহাগদায় ॥

(সহসা কক্ষমধ্যে বিষ্ণুর হিরণ্যকশিপু-
বধোদ্যাত নৃসিংহ অবতারের
আবির্ভাব)

তরঙ্গী ।—হের হের,

শ্রীরামের চতুর্থাবতার নৃসিংহ মুরতি ।

স, শো, ক, ।— (গীত)

সারঙ্গ—একতাল ।

ফটিক-স্তম্ভ করি' বিদার,
আধ সিংহ, আধ নগাকার,
স্তম্ভিত করি' দানবপুরী
ভীম মুরতি সাজি'ছে ।
হরিনাসদেহী, সুরনররিপু
দানবপতি হিরণ্যকশিপু,
দম্ব নখে ভব হ'য়ে বিনীত,
কাহ্ন উপরি লুটি'ছে ॥

(সহসা যজ্ঞভূমিতে বিষ্ণুর বামন অব-
তারের আবির্ভাব)

তরঙ্গী ।—হের হের,

শ্রীরামের পঞ্চমাবতার বামন-মুরতি ।

স, শো, ক, ।— (গীত)

সারঙ্গ—একতাল ।

বলির গর্জ বর্ষকারী, সর্বপুত্র বর্ষকাই ।
ইন্দ্র-বিপদ দূর করিলে ত্রিপাশ ভূমি নিম্নে ত্রিপাশ
ক্ষুদ্রতম হ'তে বৃহত্তম দেহ
পলকে ধরিলে, ত্রিলোক হাইলে,
তৃতীয় চরণ বলি-শিরে দিলে,
দাতা বলি দাতা পারে লুটায় ॥

(সহসা তপোবনমধ্যে বিষ্ণুর পরশুরাম
অবতারের আবির্ভাব)

তরঙ্গী ।—হের এই,

শ্রীরামের ষষ্ঠ অবতার

কুঠারী পরশুরাম অলঙ্ঘ্য মুরতি ।

স, শো, ক, ।— (গীত)

মধুমধিব—রাঁপতাল ।

যোর পরশুর কত্রিয়নাথী ।
রৌপকধারিত অসম্ম লোচন,
ভীম কাল-ভুজ ত্রিলোকহাসী ।
লটপট জটজুঁজাল,
দলমল রজ-অশ্বি-দাল,
অমলিপ্ত বিশাল ভাল,
রক্তলিপ্ত ছালবাসী ।

(সহসা রাজসভাতলে বিষ্ণুর রাম অব-
তারের আবির্ভাব)

তরণী।—হের হের,

শ্রীরামের সপ্তমাবতার

প্রাণারাম রাম-মূর্তি।

এই মূর্তি প্রাণে আঁকা মোহ,

এই মূর্তি পুজি ভজি,

এই মূর্তি পূজে পিতা মাতা,

এই মূর্তি পূজনীর তোমা' দোহাকার।

ভক্তিভরে করি প্রণিপাত।

(সকলের প্রণাম)

স, শো, ক,।— (গীত)

বাহার—একতাল।

আসন'পরি কাঞ্চুক ধরি', রাজেন হরি রাম দয়াল।

বাণে শোভিতা, ধোনের সীতা, হেসের লতা বেড়ি' তমাল ॥

এক ভাগ, বৈহ, তিন ভাগ দেহ,

ভরত, শক্রবন, লক্ষ্মণ তাই;—

ভরত শক্রবন চাঙ্গরে চামর,

লক্ষ্মণ-করে শোভে ছত্র বিপাল ॥

ভক্তি আগনি, ভক্ত পাবনি,

রক্ত চরণ-তলে দুটে কপাল ॥

(সহসা যমুনাতটস্থ কদম্বমূলে বিষ্ণুর
বলরাম অবতারের আবির্ভাব)

তরণী।—হের হের,

শ্রীরামের অষ্টমাবতার

বলরাম মুরতি সুন্দর।

ভবিষ্যৎ ধাপের রূপে

এই মূর্তি ধরিবেন রাম,

ভনেছি পিতার মুখে,

তোমরাও ভনেছ সে কথা।

স, শো, ক,।— (গীত)

পাহাড়ী—একতাল।

যমুনার বারি, বহে বীরি বীরি, চাহে কিরি' কিরি' কদম্ব ধামে।

বলল হুঠাম, বলী বলরাম, জলধর ভ্রাস অশ্রু ধামে ॥

রায়ের করে হল বিরাজে,

জামের করে মুরলী সাজে,

জগু জগু মৃগুর বাজে,

গল শোভে বনফুলের দামে ॥

(সহসা পর্বতোপরি বিষ্ণুর বুদ্ধ অব-
তারের আবির্ভাব)

তরণী।—হের হের,

শ্রীরামের নবমাবতার

তপোরত বুদ্ধমূর্তি।

ভবিষ্যৎ পাণের কলিযুগে

এই মূর্তি ধরিবেন রাম।

স, শো, ক,।— (গীত)

পাহাড়ী বৎ।

"অহিংসা পরমো ধর্ম" মহামর্ম প্রচারিত

বুদ্ধ অবতারে হরি অবতীর্ণ অবনীতে।

মহাযোগী মহাধামে

বুদ্ধদয়া শৈল ধামে

মহাযোগে দয়া যোগ

করি'ছে পাণীর চিতে ॥

(সহসা যুদ্ধক্ষেত্রে বিষ্ণুর কল্কি অব-
তারের আবির্ভাব)

তরণী।—হের হের,

শ্রীরামের দশমাবতার

অশ্বারূঢ় কল্কিমূর্তি।

ভবিষ্যৎ কলিযুগে

পূর্ণরূপে হ'বে হবে পাণের সকার,

না রাহবে ধর্মালেশ,

সেই কালে এই মূর্তি ধরিয়া শ্রীরাম

নিত্যরিবে ধরধীরে লাগজোত হ'তে।

স, শো, ক,।— (গীত)

মট-নারায়ণ—কাঁপতাল।

কৃপা-মুখে চমকে বাঘিনী,

কলক-যুগে অগকে অগনি,

হুগুগ মূর্থে দমকে মেদিনী,

উদ্ধাপাতে ককি ধাম ॥

রণভূ-মাঝে মোহে গোটে,
হিন্ন কঠে রক্ত ছোটে,
লগ ভক্ত কলি পাখত,
বৎ বৎ বাঁধা-বার ।

তরঙ্গী ।—জয় জয় শ্রীরামের জয় ।

ম, শৌ, ক, ।—জয় জয় শ্রীরামের জয় ।

সরমা ।—আনকীরে দি গে এই মঙ্গল-বারতা ।

তরঙ্গী ।—মা গো,

সাবধানে থেকে তুমি ;
পুত্রবধূ, তনয়ারে সাবধান করি'
রাখিও নিরত ;

দেখো, যেন না হয় প্রকাশ

এ গুঢ় ব্যাপার লক্ষ্যপুরে ।

রামের সেবক বলি' মোরা

তরে তরে কাটি কাল এ কাল আলয়ে ;

কেহ নাহি মায়া করে আমা'সবাকারে ;

নিশাচর দয়ামায়াহীন,

রাম নামে ছলি' ওঠে রোষে ;

দিনা দোষে দোষী মোরা ;

কষ্টিন প্রহরা আশে পাশে ;

তেঁই বলি, খুব সাবধান ।

কেবল অননী আনকীরে

বলিও এ গুঢ় কথা ।

মা ।—রাম নাম বিপদের তেলা,

বিপদের বেলা

তিনই কাণ্ডারী, বাছা, আমা'সবাকার ।

শি ।—তবু, মা,

এ লক্ষ্য রামের বৈরীপুত্রী,

এই ভাবি'

শঙ্করে আগা'য়ে রেখো মনে ।

মা ।—রামের কুশার

বাসনা পূরকু ভোর ।

শে ।—জয় জয় রাম !

সরমা, শোভা ও কলার প্রস্থান ।

শি ।—অ্যেতত রাজা দশানন !

এখনো অজ্ঞান তুমি,

একবারো ভাবিলে না মনে —

তব লক্ষ্যপুরে

আইলেন ভুবন-ঈশ্বর রাম রমুণর ;

একবারো ভাবিলে না মনে

অশোক ক'ননে

অনন্তের মাতা সীতা ।

রাজপুত্রি ধর,

তবু এ চরুপুত্রি কেন, ছি ছি !

দয়াময় রাম !

চূর্মতি দাবণে দাঁও অচিরে মুমতি ।

[প্রস্থান ।

দ্বিতীয় দৃশ্য ।

লক্ষ্যপুত্রী—অরণ্য ।

ব্রজা, মোহ ও মায়া ।

মায়া ।—পিতা,

আজ্ঞা তব করে'ছি পালন ।

ব্রজা ।—এখনো অনেক বাকী ;

শুন, মায়া !

শুন, মোহ !

তরঙ্গী ভক্তির বলে

করিয়াছে রামে বশীভূত ;

কথার কথার

খেলা করে রামে ল'য়ে ;

অতুত ভক্তের প্রেম,

ওরুশিষ্য নাহি যায় চেনা,

কে যে কার অমুগত না পারি বুঝিতে,

বিচিত্র ভক্তির ভাব ।

এই এক ভক্তি হ'তে

না জানি কি ঘটে ভবিষ্যতে ।

এই সে কারণে কহি,

উভে মিলি' নব আজ্ঞা পালহ আমার,

এ লঙ্কার সর্বজীবে কর আত্মহার ।

মায়া গো !

তবু যেন, কি যেন কি জটিল ভাবনা

পলকে পলকে জাগে মনে ।
 সকলি হইতে পারে,
 কিন্তু গুরুশিষ্যে—
 তাই তো, কি করি ?
 তরুণী পরম ভক্ত বৈষ্ণবপ্রধান,
 শ্রীরাম ভক্তের প্রাণ ;
 কঠিন সমস্ত এই বার ।
 মায়া।—প্রভু ! তেঁই বলি
 গুরুশিষ্যে নাহি প্রয়োজন
 নিদারুণ রণ ।
 মোহ।—গুরুশিষ্যে বাধিবে সমর,
 অন্তর কাতর বড় মোর ।
 ব্রহ্মা।—হু' দণ্ড না যেতে বেতে
 সকলি ভুলিলে দোহে ।
 রামের চরণ-ধূলি-বলে
 বিদ্যাতার বিধি অবশ্য অটুট র'বে ।
 তরুণীর মোক্ষলাভে
 লক্ষ্য মোর জাগে অমুদিন ।
 লক্ষ্যভেদ না করিবে রাম ।
 চল এবে মোর সনে ।

[সকলের প্রস্থান ।

তৃতীয় অঙ্ক ।

প্রথম দৃশ্য ।

লক্ষাপুরী—শিবমন্দির ।

তরুণীসেন, শোভা ও কলা ।

তরুণী।—দেবদেব মহাদেব !
 দেবকূলে একমাত্র যোগী তুমি,
 কে যে রাম,
 কি যে শক্তি তাঁর,
 কি যে তাঁর অপার মহিমা দয়ী,
 তুমিই বুঝেছ, ত্রিলোচন ।

রামের অনন্ত প্রেমে
 আত্মভোলা, ভোলানোথ,
 পবিত্র করি'ছ লক্ষাপুরী ।
 তোমারি প্রসাদে
 অবিরাম রামে ভাবি'
 ডুবি' রহি ভক্তিমাধা প্রেমের সাগরে ।
 নিতি নিতি নতি করি' তব রাতা পায়
 এ দাস তরুণী পায় হৃদ্যমাধা রাম নাম
 মন্দির-দুয়ারে তব, ভব !
 আজো গা'ব সেই নাম ।
 এস, পতি !
 এস, ভগি !
 মিলি' তিনে একতানে
 তিন প্রাণ একপ্রাণ করি'
 করতালি দিয়া নাচিয়া নাচিয়া
 রাম-নাম-প্রেম-গান গাই ;
 মহাযোগী শঙ্করে শুনাই সেই গান ।
 সকলে।—(করতালি ও নৃত্যসহকারে গীত)

তৈরবী—দাদর ।

রাম নামের প্রেম বলকো কত,
 রামের প্রেমে ত্রিলোক বাঁচে ।
 যে রাম বলে বাহু তুলে,
 সেই যেতে পায় রামের কাছে ।
 (আমার) হৃদয় মাঝে রাম িয়েছে
 বীরের সাজে ধনুঃধারী,
 বীরের সাজে নগ, সেনের সাজে ও,
 প্রেমরূপে রাম ব'সে আছে ।

[শোভা ও কলার প্রস্থান

তরুণী।—মন, তুলে যা' রে,
 প্রাণ, তুলে যা' রে
 সংসারের ছলময়ী মায়া ।
 তরুণী। আপনাদ্বারা হ' রে,
 নহিলে না পা'বি দেখা
 ভক্তসখা রামে তোর হৃদয়-মন্দিরে ।
 জপ রাম, তপ রাম,
 প্রাণ তরি' ডাক রাম,

পূজ রাম, ভজ রাম,
মজ মজ শ্রীরামের প্রেমে ।
জয় জয় প্রেমময় রাম !

ইন্দ্রজিতের প্রবেশ ।

ইন্দ্র ।—খুল্লতাতপুত্র বলি—তাই বলি’

বহু অত্যাচার সহি তোর,
কিন্তু নিজ দোষে মজিলি, তরঙ্গী !
কত বার করিয়াছি মানা,
তবু না শুনিবু কথা ।

‘ছি ছি,
কোন প্রাণে—কোন জ্ঞানে
রাক্ষসের অরি রামে
প্রভু বলি’—গুরু বলি’ করিসু অর্চনা ?
ধিক তোরে, কুলান্দার !

তরঙ্গী ।—দাদা !

জ্যেষ্ঠ তুমি, পূজ্য তেঁই,
যা’ বল, সকলি সহি,
কিন্তু রামনিন্দা না পারি সহিতে ।
বীরত্বে ত্রিলোক-মাকৈ
তব পিতা রাবণেরো চেয়ে
কতু কতু শ্রেষ্ঠ তুমি,
কিন্তু, দাদা, এ বীরত্বে তিল পরিমাণে
রামভক্তি থাকিত বদ্যাপি,
তা’ হ’লে রাক্ষসকূলে সর্বশ্রেষ্ঠ হ’তে,
বরণীয় পূজনীয় হইতে সবার ।
দাদা !

দাসের মিনতি নতি,
রাম-প্রেমে মাতাও পরাণ ।
এস এস, দৌহে মিলি’
একবার ভক্তিভরে বলি রাম রাম ।

ইন্দ্র ।—ছি ছি, পুন দেখি কথা,

বড় ব্যথা লাগে প্রাণে ;
সামান্য মানুষ রাম,
ভক্তিভরে ডাকিব ডাহারে ?
শত্রুর করিব পূজা !

আমার পিতার অঙ্গে ধরিয়া জীবন
শত্রুরে ভাবিসু আপনার ?
তোর পিতা বিতীষণ
কৃত্রিম নীচাশ অতি,
তুইও রে দুর্হৃতি সেইরূপ ;
না হইবে কেন ?—
পিতৃগুণে গণী পুত্র, পিতৃদোষে দোষী,
নিম্নমূলে শরীরার জল
ঢালিলে কি মিষ্ট হয় কল ?
বিষহীন হয় কতু ভুজ্জ্বের শিশু ?

তরঙ্গী ।—বে ধার্মিক পিতা হ’তে
আইলাম এ ভবমণ্ডলে,
রাম রাম ব’লে
সার্থক জনম মোর,
ভব-মোর ঘুচি’ছে আমার,
অসার বিষয়-ভোর
ছিন্ন ভিন্ন হইতেছে, তাই,
কেন হেন পিতারে আমার
নিন্দা কর হেন কটু ভাবে ?
পিতৃসম খুল্লতাত গুরু যে তোমার ।

ইন্দ্র ।—গৃহশত্রু পিতা তব,
তারি কুট মন্ত্রণায়
এ লক্ষ্য এ ঘোর ঘটনা !
গোপনীয় সন্ধান কহিয়া রামে
নিজ কুল ক্ষয়
করে তোর কুলান্দার পিতা ।
ছি ছি,
তা’রেই আবার ধার্মিক বলিসু তুই !

তরঙ্গী ।—তোমাদের অত্যাচারে
পিতা মোর ছাড়িয়াছে পুরী ;
হিত কথা কহিলেন পিতা
সীতা কিরে দিতে,
ভিক্ত বোধে রাজা দর্শানন
সে কথা হেলিয়া
বক্ষে পদাঘাত করি’
দূর কৈল পিতারে আমার ।

ভেবেছিলে মনে সবে—

নিরাশ্রয় পিতা মোর আশ্রয় না পাবে,

কিন্তু অগতির গতি রমূপতি

দেবতারূপে পদে দিলেন আশ্রয় ।

ইন্দ্র ।—পিতৃসম তুইও অধাৰ্মিক,

ছি ছি, পিতা মোর ভোর সম অধর্মী চণ্ডালে

কেন ঘেন অন্নজলবাস ?

এই বড় দুঃখ মনে ।

তরনী ।—কেন দুঃখ ভাব, দাশা ?

তব পিতারে কহিরা

আমিও ছাড়িব লক্ষাপুরী;

প্রতিজ্ঞা আমার

আজ হ'তে তোমাদের অন্নজলবাস

না ছুঁইব আর ।

ইন্দ্র ।—অধাৰ্মিক কাপুরুষ নরধর্ম রাম,

দেবে বৃদ্ধি অন্নজলবাস ?

পিতৃসম হ'নি বৃদ্ধি বাস ? ভাল—ভাল !

তরনী ।—বার বার রামনিষ্ঠা,

ছি ছি, বড় বাজে প্রাণে;

আর না চাই থাকিতে হেথা ।

[প্রস্থান ।

ইন্দ্র —অবিরাম রাম নাম-জপি'

সর্বনাশ করি'ছে তরনী অলক্ষিত ভাবে;

কেহ নাহি ভাবে মর্শ্ব এর,

কিন্তু বৃথিরাছি আমি—

বিপদের পক্ষে বিভীষণ,

পক্ষ-পক্ষে অলক্ষ্যে তরনী

ছারধারে দ্বিভেদে লঙ্কার ।

পিতাপুত্র উভয়ে সমান;

গোপন সন্ধান

জানায় মানব রামে ।

প্রতীকার করিব ইহার,

উচিত না হয় আর

জেনে শুনে সর্পশিশু গৃহমাকে রাখা ।

[প্রস্থান ।

দ্বিতীয় দৃশ্য ।

লক্ষাপুরী—রাজসভা ।

রাষণ, শুক, সারণ ও অত্যান্য

রাক্ষসগণ ।

রাষণ ।—কি দুর্দিন আমিল লঙ্কার,

নাহি প্রাণ-পায় নিশাচর;

দিনে দিনে বীরশূন্য হৈল লক্ষাপুরী !

যে বার, সে নাহি ফিরে আসে,

রাম-শরে মরে রণাঙ্গনে,

না জানি কেমনে রক্ষা হয়

লক্ষা সহ আত্মীয় সজন ?

কত পুত্র, কত পৌত্র মোর,

কত জ্ঞাতি, কুটুম্ব বা কত

হত হ'ল নরবানরের মহারণে ।

হার হার,

লতিকায়, কৃষ্ণকর্ণ, কৃষ্ণ, অকল্মশ,

ব্রহ্মাক্ষ, প্রহস্ত, বজ্রবংশী,

নিকৃষ্ট প্রভৃতি মহাবীর

দিল শির এ কাল সমরে

শিরে মোর করি' বজ্রাঘাত ।

জলধুকে শেষে মকরাক্ষ তাজিল জীবন !

সারণ ।

ভয়দূত-মুখে তনি' এ কাল বারতা

অধীর হ'য়েছি অতি,

কি উপায় করি বা এখন !

সারণ ।—মহাবাজ !

জয় পরাজয় দুইফল,

না হও চকল,

বিপদে অধৈর্য্য ভাল নয় ।

রাষণ ।—মন্ত্রী, শোক বড় মর্শ্বভেদী !

ইন্দ্রজিতের প্রবেশ ।

বৎস মেঘনাথ !

নির্ধাত গংগা দিল দূত—

‘অক্ষরাক্ষ রাম-শরে হইল নিহত ।’

পুত্র রে !

কি করি—কি করি,

না দেখি নিস্তার আর,

• লক্ষা বুঝি গেল ছারখারে !

বুঝেছি বুঝেছি

রামরূপে কাল এসেছে রে !

আর না পাঠা’ব কা’রে রণে,

আমার কারণে

শত শত রক্তোনারী

• ফেলি’ছে অকির বারি হত্যাশ ছবয়ে

পতিপুত্রহারা হ’য়ে !

আমারো হৃদয়

না পারে সহিতে এত শোক !

নিজেই বাইব পুন রণে,

শোক-সমুদ্রত রোষে

সংহার করিব রামে,

সীতারে করিব পতিহার্য,

কৌশল্যা হইবে পুত্রহীনা ।

যাও, বৎস, কহ সারথিরে

অচিরে সাজা’তে রণ ।

ইন্দ্র —কি হেতু অধীর, পিতা ?

এত বীর থাকিতে লঙ্কার

না জুয়াই তব অঙ্গ-রণ ।

যুদ্ধনীতি ভাল জান তুমি,

ক্রমে শ্রেষ্ঠ—শ্রেষ্ঠতর—শ্রেষ্ঠতম শেবে

রণাঙ্গনে করে রণ ।

নিবেদন করি পায়,

নরবানরের রণে

পাঠাও তরশীলেনে ।

রাবণ ।—বৎস রে,

কনিষ্ঠ সোদর বিভীষণ,

একমাত্র পুত্র ত্য’র কুমার তরশী,

সরমার অকলের নিধি ;

ইচ্ছা নাহি হয়

পাঠা’তে তরশীলেনে রণে ।

মোহবলে বিভীষণে পদাঘাত করি’

লজ্জিত হৃঃখিত আমি এবে,

আবার তাহার পুত্রে পাঠাইলে রণে,

লোকে কি বলিবে মোরে ?

নিস্তার উপরে নিন্দা হইবে প্রচার,

তেঁই ইচ্ছা নাহি মোর

পাঠাইতে তরশীলে রণে ।

ইন্দ্র ।—কি আশ্চর্য্য !

এ কি কহ, পিতা !

বিপদসময় কেন নিন্দা তর ?

বুধা নিন্দা ভয় করি’

নিজ সর্বনাশ কর নিজে,

ছারখারে ষাও লক্ষাপুরী ।

যদি জানিতাম

তরশী চর্যল শিশু যুদ্ধনীতিহীন,

মানিতাম বাক্য তব ।

কিন্তু, পিতা,

বীরে কেন না পাঠা’বে রণে ?

ভুবনবিধাত বীর হ’য়ে

লক্ষটসময়ে

বীরের বীরত্ব কেন পরীক্ষা না কর ?

রাবণ ।—ইন্দ্রজিৎ !

বীরত্ব যেমন বুঝি,

পুত্রশোকো বুঝি সেইরূপ,

বিভীষণ সরমার প্রতি

বিধি যদি বাম হয়,

মোর মত নিষ্কারণ শোক

বাজিবে সরসে সে পৌঁছার ।

দ্বির হ, রে শ্রাণের কুমার !

নিজেই বাইব আমি রণে ।

ইন্দ্র ।—(হগত)—

এ কি বিপরীত ভাব,

তরশী কি ভুলা’য়েছে পিতারে আমার

সর্বনাশহুল রাম নামে ?

হ’লেও হ’তেও পারে,

মহাবড়ব্রী কূট-মন্ত্রণানিপুণ

সে চতুর পিতাপুত্র ।
 বুঝিয়াছি,
 কৌশলে রামের অস্ত্রে নাশিয়া সবারে
 পিতাপুত্রে লঙ্কারাজ্য করিবে গ্রহণ ।
 ওঃ । এক দূর আশা মনে !
 আর না—আর না,
 নিশ্চয় এখনি কণ্টক করিব দূর ।
 (প্রকাশে)—

পিতা ! থাক তবে তুমি,
 চলিলাম লঙ্কা ছাড়ি' ।
 আপনি মজ্জি'ছ,
 মজ্জাই'ছ নিজ জনগণে,
 তবু তব নাহিক চেতনা ।
 মঙ্গল না দেখি আর,
 যা' ইচ্ছা, তা' কর,
 না করিব মানা আর ;
 এই লও ধনুর্ধার ।

রাবণ ।—(স্বগত)—

যটনার অদ্বুত কৌশল
 পলে পলে কি যে ভাব ধরে,
 কি সাধ্য কে বুঝে তাহা ?
 বিধাতার ইচ্ছাই যটনা,
 নহিলে কি হেতু
 ইন্দ্রজিৎ নাহি রাখে কথা ?
 কি করি এখন ?
 কোন্ দিক্ রাখি ?
 তরণী রে, যা' বি কি রে রণে ?
 না না,
 পাঠা'ব না তোরে ।
 কিন্তু—ইন্দ্রজিৎ—
 তাই তো, কি হ'বে,
 ভাবিয়া উপায় নাহি দেখি !
 ইন্দ্রজিৎ লঙ্কা ছেড়ে গেলে,
 অর্দ্ধশক্তি ঘৃচিবে আমার,
 আমার
 তরণীও রণাঙ্গনে গেলে,

কি জানি কি হয়,
 হ'বে লোক-নিন্দা-ভয়,
 তা' ছাড়া
 শোকের উপর শোক পা'ব !
 বিধাতা, কোন্ দিকে বাই,
 উপায় না পাই,
 অস্থির হইছ অতি ;
 অগতির গতি !
 কি গতি হইবে মোর !

ইন্দ্র ।—মহারাজ !

উত্তর না পাই কেন ?
 নীরবে কি ভাব মনে ?
 ভাল,
 যাহা ভাল বুঝ, কর তা'ই,
 প্রণাম চরণে,
 চিরতরে লইব বিদায় ।

(প্রস্থানোদ্যোগ)

রাবণ ।—বৎস, স্থির হও ;

স্থির হ'য়ে বলি ।

(স্বগত)—

প্রথর প্রথর স্রোত
 বাধা নাহি মানে আর ।
 এবে এক কাজ করি,
 তরণীরে বিদায়ের কালে
 ইন্দ্রিতে কহিয়া দিব
 নাম মাত্র যুদ্ধ করি' স্ত্রীরামের সনে
 ভঙ্গ দিতে রণে ।
 জানি আমি
 সমরবিমুখে রাম বাম নহে কভু ।
 নাহি বধে—নাহি বন্দী করে,
 আমিই প্রমাণ তা'র ।
 একপ করিলে হুই দিক্ রক্ষা হ'বে ।

(প্রকাশে)—

বাও, শুক ।
 তেত্রী-বাহকের ল'য়ে করহ যোষণা
 'নিশাচর সৈন্তসনে

আজি রণে বাইবে তরঙ্গী,
রাজার আদেশ এই ।’

ক।—যথা আজ্ঞা, শাহরাজ !

[হিন্দুজিৎ বাতীত সকলের প্রস্থান ।

ক।—চেষ্টা কৈলে কি না হয় ?

হয় আজ মরিবে তরঙ্গী,
নয় জয়ী হ’বে ।

যদি জয়ী হয়—তাল,
অধীন করিব তা’রে আপন প্রতাপে,
যুচাইব রাম নাম ।

আর, যদি মরে,
‘যা শত্রু পরে পরে’,
তথাপি রামের তরঙ্গে
না চাই দেখিতে লক্ষ্মাপুরে ।

[প্রস্থান ।

—
তৃতীয় দৃশ্য ।

লক্ষ্মাপুরী—ভূর্গসমুখ ।

রাক্ষস-সৈন্যগণ ।

১ম রা-সৈ।—বানরগুলোর জালায়
সোণার লক্ষ্মার গাছ-বংশ সাঝাড হোলো ।

কিছু মুখপোড়ারা বড় লোকা,
বুঝেচে না যে,
গাছগুলোই তা’দের সম্বল,—

এই বস্মা বল—

এই ধাওয়া বল—

আর বাই বল—

ওধু সেই এক গাছ,

বাটাঁরা তাই উপড়ে তন্নন কোলে ।

২ম রা-সৈ।—ঠিক !—নিরেট বোকা !

৩ম রা-সৈ।—আর আমরা

বুঝি খুব সেয়ানা—না ?

৪ম রা-সৈ।—না তো কি ?

৫ম রা-সৈ।—তা বৈ কি !

নৈলে সেই বোকা গুলোর মুখ ঝিচুনিতে

আর ল্যাজ নাড়ুনিতে

তেড়ার পালের মত ত্যা ত্যা কোরে

এই পড়ি তো এই উঠি কোরে

পালাই কেন ?

২য় রা-সৈ।—তুইও বা’ বোন্নি, তা’ও ঠিক ।

৩য় রা-সৈ।—বা রে বিদ্যো !

এও ঠিক—ওও ঠিক !

তোকে মধ্যাহ্ন মন্ডলেই চিত্তির আর কি !

২য় রা-সৈ।—আরে না না,

আমি তা’ বোল্চি নি ।

বোল্চি—

বানরগুলোর চেয়ে ল্যাজ গুলো সেয়ানা !

এই ব্যাধ না,

যখন ব্যাটারা ল্যাজ নাড়ে,

আর আমরা পড়ি কে কা’র ষাড়ে !

১ম রা-সৈ।—ঠিক বোলেচিস, বাপা ।

ল্যাজটাই সত্যি !

এবার ম’লে,

বা’তে ল্যাজ মেলে,

সেই তপিলে কোব্বো কোব্বো কোব্বো,

বা’ থাকে কপালে ।

৩য় রা-সৈ।—এবার ম’লে

যদি তোর ল্যাজ মেলে,

আমি তোকে কোব্বো তেজী

ল্যাজ মোলে মোলে !

১ম রা-সৈ।—আর আমি

এক আছাড়ে দেবো কলে !

৩য় রা-সৈ।—কাছে তো গেলে !

১ম রা-সৈ।—হি হি হি হি—হো !

(নেপথ্যে ভেরীজনি)

২য় রা-সৈ।—ওই রে,

আজ আবার বুঝি কে একটা ষায় !

৩য় রা-সৈ।—বড়’ কে একটা’ নয়,

ঐ একটার সঙ্গে

দশ বিশ হাজার—লাখ হু’লাখ !

শুক ও ভেরীবাদকের প্রবেশ ।

শুক ।—মহারাজ লঙ্কেশ্বর
তরণীসেসেরে আজ সেনাপতি করি'
পাঠা'বেন মহারণে ।
অবিলম্বে সাজ সবে,
পদাতি, নিবাহী, সাকী, হর, হস্তী, রথ,
নানা জাতি অস্ত্র শস্ত্র,
গভীর সমর-বাণ্য
অচিরে প্রস্তুত যেন রয় ।

নেপথ্যে ।—জয় রাজাধিরাজ রাবণের জয় !

সকলে ।—জয় কুমার তরণীসেনের জয় !

[সকলের প্রস্থান ।

চতুর্থ দৃশ্য ।

লক্ষ্মণী—রাজপ্রাসাদ-সম্মুখে ।

রাবণ, তরণীসেন ও সৈন্যগণ ।

রাবণ ।—বৎস তরণী রে,
যা' কহিল, মনে যেন থাকে,
বিপাকে না পড়ি' যেন ;
সরমার প্রাণের পুতলী তুই,
বুকে যেন তা'র ব্যথা নাহি লাগে ।

তরণী ।—জ্যেষ্ঠতাত !

কেন ভাব তর ?

ইষ্টদেব মোর ভরহারা ।

(দ্বগত) —

মহারাজ লঙ্কেশ্বর
বড়ই কাতর মোর তরে ।
এ কঠিন প্রাণে
এত স্নেহ কে দিল রে চলে ?
দগ্ধ-অগোচর ভাব ছেঁরি'
বিস্মিত হ'য়েছি আমি ।
গুরুদেব রাম দুকি
ফিরাইলা রাবণের মন !

আহা, কি দরার খেলা !

রাম !

বড় সাধ জাগে মনে
গুরুনিষেধে কহি' রণ সমর-প্রাঙ্গণে
গুরু-করে ত্যজিব জীবন,
পাইব নির্বাণ-পদ ও পদপঙ্কজে ।
এত দিন সুযোগ না পেহু,
না কৈল আরতি রাজা মোরে
তব সনে বুকিবারে ।
মনেই মনের আশা ছিল মিলাইতে ।
আজ মোর শুভ দিন,
বীনবীন পাইবে মোক্ষপদ ;
ইন্দ্রজিৎ ! যত্ন তুমি,
তাগ্যে তুমি রাম-শত্রু,
ঠেই আজ রাজারে বুঝা'য়ে
সাধিলে পরম হিত মোর ;
স্তবধোর মায়া-ডোর
তোমা' হ'তে আজ ছুটিবে আমার ।
শ্রীরামের অপূর্ণ মহিমা,
মহাবৈরী ইন্দ্রজিৎ
শ্রেষ্ঠতম বদ্ধ মোর আজ !
রাম ।
ইন্দ্রজিতে রাধিও চরণোপাঙ্গে
অস্ত্রম সময়ে ।

রাবণ ।—বৎস ! কি ভাবিছ ?

যা' বলিছ, অত্যা না হয় ।

তরণী ।—মহারাজ । কর আশীর্বাদ,

মনোপ্রার্থা পূরে যেন মোর ।

রাবণ ।—গুরুদেব মহাদেব

মনের বাসনা তোর করুন পূরণ ।

তরণী রে, পুন বলি—

সাবধানে করিবি সমর,

মোর কথা অপমালা-সম

নিয়ত ভাবিবি মনে ।

(জনান্তিকে) —

অপকাল বুকি' রাম সনে

ভক্ত দিবি রণে।

যদি তুলে বাস,

এই হেতু পিয়া আমি প্রাসাদের চূড়

তুলিব লোহিত ধ্বজা নিজে ;

সমর-প্রাক্কণ হ'তে

যেমন হেরিবি ধ্বজা,

অমনি ফিরিবি,

সাবধান, বিলম্ব না হয়।

রণী।—নাহি ভয়, রেহমর ভাত।

বণ।—মঙ্গল হউক তোর।

(শিরশ্চন্দন)

লক্ষণ।—অর লক্ষণতি রাবণের অর !

রণী।—(স্বগত) —

অর বিশ্বপতি শ্রীরামের অর !

[সকলের প্রস্থান।

[রাবণ ও তরঙ্গীসেনার প্রস্থান।

সৈ।—ভাই,

রাজা কাণে কাণে কি বোলে ?

সৈ।—বোধ হয়, ফিকির কোরে

ফাঁকি দিয়ে

ওর বাবা বিভীষককে ধোরে আনতে।

সৈ।—ঠিক,

তা'কে ধোরে আনতে পালে

লড়াই লড়াই সব চুকে যায়,

আমরাও বাঁচি।

সৈ।—হাঁচ্ছে'য়া !

সৈ।—আ মোলো বা,

এমন সময়েও হাঁচি !

সৈ।—চুপ্, চুপ্ !—চ্যাচান্ নি,

ভাগ্যি ওরা চোলে গেছে,

নৈলে—হাঁচ্ছে'য়া।

সৈ।—ফের হাঁচিলি।

এটার নাক মুখ চেপে ধরতে।

সৈ।—তা' হোলে কি হ'বে ?

সৈ।—হাঁচি আটকে যাবে।

সৈ।—হাঁচি কি, ভাই ?

২য় সৈ।—হাঁচি - যমের ডাক।

১ম সৈ।—যম বুঝি ফ্যাচ্ ফ্যাচ্ কোরে ডাকে ?

২য় সৈ।—হাঁ—হাঁ,

ফ্যাচ্ ফ্যাচ্ কোরে ডাকে,

আর ফ্যাচ্ ফ্যাচ্ কোরে কাটে।

১ম সৈ।—ভাই বুঝি আজ বা যটে।

৩য় সৈ।—আড়াই পা পেড়িয়ে বাই চ,

দোষ কোষ যাবে কেটে !

২য় সৈ।—আর দোষ কোষ যাবে কেটে !

আজ হয় তে।

বানরগুলোর পাথরের চোটে

মাথার চাঁচি বা কাটে।

পঞ্চম দৃশ্য।

লক্ষাপুরী—সরমার কক্ষ।

সরমার প্রবেশ।

সরমা।—আবার বাজিল ভেরী,

কি জানি কাহাবে আজ রাজা

পাঠাইবে দারুণ সমরে।

হায় হায়,

নিদারুণ রোষে,

রখা দর্প-দোষে

মজাইল নিজে লক্ষাপুরী !

যে যায়, সে নাহি ফিরে,

ভয় তা'র না হয় চেতনা।

যুদ্ধবেশে তরঙ্গীসেনার প্রবেশ।

এ কি বেশ, তরঙ্গী রে !

তরঙ্গী।—জননি গো, প্রথমি চরণে।

সরমা।—বাবা,

এ বেশ দেখিলে ভয় হয়,

ফেলে দে রে যুদ্ধক্ষেপ !

ভরগী ।—মা !

বা'ব আজ রবে,

প্রাণি চরণে,

ছেলে তোর চাহে মা বিদায় ।

সরমা ।—এ কি কথা, বাছা রে আমার !

একমাত্র পুত্র তুই,

কোন প্রাণে দিব রে বিদায় !

না না, বাপ !

কাজ নাই গিয়ে,

শিশু তুই, অকলের ধন,

সাজে কি রে রণ তোর ?

বড়ই দুখিনী আমি,

লঙ্কার সকলে মোরে বাম ;

তাই কি রে রাজা দশানন

পুত্রহার করিতে আমাকে

সাধিল এ হেন বাধ ?

পিতারে ত্যাগিয়ে তোর

না মিটিল আশা,

শেষে তোরে বধিবারে চায় !

হায় হায়,

কি নির্দয় কঠিন রাবণ !

ভরগী ।—না, মা ! না, মা !

রাজার নাহিকো অপরাধ ;

সঙ্কট-সময়ে তাঁ'র

কোন প্রাণে নিশ্চিন্ত রহিব ?

যাঁ'র অন্নজলে ধরি প্রাণ,

তাঁ'রে ত্রাণ উচিত, জননি !

সরমা ।—ভরগী রে !

নিজ দোষে মজে রাজা,

কি দোষ কাহার ?

কাজ নাই আর অন্নজলে তাঁ'র,

তোরে, পুত্রবধুটিরে, মেয়েটিরে ল'য়ে

ছাড়ি'পাপ লঙ্কাপুরী

বাই চল সাগরের পারে ;

দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষা করি'

খাওয়াইব তোমা' তিন জনে ।

কেলে বে—কেলে বে রণসাজ,

রাণ্, আজ জননীর কথা ।

ভরগী ।—মা গো,

কেন কর ভয় ?

রাম দয়াময় ভক্তের জীবন,

পূর্ণপ্রসন্ন নারায়ণ,

কিঙ্কর বলিয়া মোরে লইবেন কোলে ।

রাম রাম ব'লে

হেরিব শ্রীপঙ্ক তাঁ'র,

আপদ বিপদ ঘুচে যা'বে ;

গবিজ হইব, মাতা !

রাক্ষস-জনম মোর হইবে সকল ।

শ্রীচরণে ধরি, মা গো,

ভাবি' বুঝা কেন পাও ব্যথা ?

আশীর্বাদ করি' পুত্রে দাও গো বিদায় ।

সরমা ।—রামের চরণ দর্শনে

আশা তোর,

কেমনে নিবারি ?

কিছু, বাপ ! রণবেশে কেন ?

ধরিয়া ভক্তের বেশ,

রাম নাম চন্দনের ছাপ

কপালে লুপ্তয়ে আঁকি',

রামনামাবলী-বাসে উজ্জীৱ বীধিয়া,

মুখে রাম নাম বলি'

রামের গোচরে যা', রে রামের কিঙ্কর !

ভরগী ।—মা,

সে বেশে কেমনে যা'ব ?

রাম-বৈরী-পুরে থাকি,

রাম-শত্রু নিশাচরণ,

তাই হেন বীরবেশে যাই ;

এই বেশে অভিলাষ হইবে পূরণ ।

সরমা ।—এ বেশে হেরিলে তোরে রাম

হ'বে বাম রিপু ভাবি' ;

তাই ভাবি ভয়,

কি জানি কি হয়,

পাছে—

তরঙ্গী ।—মা,

কেন হেন বিবাহে আত্মল ?

কে কা'রে মারিতে পাছে ?

কেবা কা'র রিপু ?

এক বিফু বিধময়,

ভিন্ন ভিন্ন বপু বাত্র হেরি ;

কালেই উৎপত্তি হয়, কালেই বিলয় ।

জানিও নিশ্চয়,

জন্ম মৃত্যু নামে কিছু নাই,

রামময় রামময় অনন্ত ভুবন ।

তৌই বলি,

কেন রাম বধিবেন মোরে ?

সরমা ।—কি বলিস, কিছুই না বুঝি ।

কাণে কাণে কে যেন কি বলে,

প্রাণে যেন কি আঘাত লাগে !

বাছা বে, বাছা বে,

এবে এক কাজ কর,—

রক্ষা-লিপি লিখে আনি,

সেই লিপি দিস তোর জনকের করে,

নহিলে, কি জানি,

যদি নাহি চেনে রাম তোরে,

কি হ'তে কি বিপদ ঘটবে ।

তরঙ্গী ।—মা,

মহাজ্ঞানবতী তুমি,

পুত্রস্নেহে কেন ভ্রান্ত আজ ?

কাজ কি মা রক্ষা-লিপি ?

সংস্কৃত দ্বারাল রাম

এ দ্বাসে জ্ঞানেন বিধিমতে ।

সরমা ।—দরাময় রত্নপতি ।

পতি মোর তোমার কিঙ্কর,

আমি তব সীতার কিঙ্করী ;

নিবেদন রাজ্য পাঠ,

পুত্র যায় তোমা' করলনে,

মনোবাঙ্খা প্রবাইও তা'র ;

কের যেন ফিরে'পাই অকলের নিধি ।

তরঙ্গী ।—মা !

বেড়ে যায় বেলা,

বিলম্বিতে নারি আর ।

এবে তুমি ভুলসীম্ব হলো

রামে পূজা কর গিয়ে ।

তব পুত্রবধু সনে

এ সময়ে না করিব দেখা,

বেলা বেড়ে যায় ।

ব'ল তা'রে, মা জননি,

এর পর দৌহে দেখা হ'বে ।

আর এক কথা,—

ভগিনী আমার শিশু কলা,

এ বেশে দেখিলে মোরে বাধা দি বে যেতে ;

তা'রে মা বুঝিয়ে রেখো ;

শিখা'য়েছি তা'রে

রাম-নাম-গুণ-গান কা'টি,

সেই গুলি গাওয়াইয়ে তা'রে

রেখো ভুলাইয়ে ।

(দ্রুপত)।—

মা !

তোর পক্ষে নিরাকুল কথা :

তৌই আমি না কহিহু খুলি,

কিন্তু, মা জননি !

সাংসারিক-মায়া-মাধা 'মা' বলা আমার :

কুরাইল এত দিনে ;

পত্নী আর ভগ্নীয়ে সে তার ধিয়ে গেহু ।

তরঙ্গী বে,

এই বার জন্মের বতন

'মা—মা' বলিয়ে ডাক !

মা !—মা !

আর না—হইল বেলা—

মা !

অন্তিম প্রণাম তোর পাশ,

স্নেহের তরঙ্গী যায়—

মা !—মা ! অন্তিম বিদায় !

(প্রস্থান ।)

স্বরমা ।—রাম !

তোমার দয়ার প্রোভে
ভাসাইল তরলী আমার,
তরলী হইয়ে তুমি
তরলীয়ে রক্ষা ক'র, হরি !
তরলী কি চ'লে গেল ?
তরলী !—তরলী !—কই ?
মনে বড় ভয় বাড়ি,
তরলী কি ফিরিবে আবার ?
কই !—কই !—
সন্দেহ—সন্দেহ—কারুণ সন্দেহ !
বাই—বাই—ক'রো হাতে দিবে
রামের নিকটে
রক্ষা-লিপি দি গে পাঠাইয়ে ।

[প্রস্থান ।]

চতুর্থ অঙ্ক ।

প্রথম দৃশ্য ।

লক্ষ্য—সমুদ্র-তটে শিবির ।

রাম, লক্ষ্মণ, বিভীষণ ও হনুমান ।

(নেপথ্যে রণবাহ্য)

রাম ।—হের, মিত্র বিভীষণ !

পুন-রক্ষারণবাহ্য বাজে,
বীর-সাজে কে আবার আসে ?

লক্ষ্মণ ।—হের, অর্থা । রাক্ষসের ছলা,
কখন কিকপে আসে,
মর্দ নাহি বুনি ;
বড়ই মায়াবী নিশাচর ।
মকরাক্ষ নিশাচর গোবাহিত রথে
আইল যুক্তিতে ;
এ আবার
তা' হ'তেও ছলা মায়া জানে,

রাম-নাম-লেখা রথে;

রাম নাম লেখা কল্যাণ পত পত উড়ে;

যুধে বলে রাম রাম ;

মহাভও এই নিশাচর ।

হনু ।—অদ্ভুত রাক্ষসী মায়া,

রণবাহ্য রাম-জর রবে বাজার রাক্ষসগণ;

হলে বা-কোশলে

আমা'সবে ভুলাইয়ে জিনিবে সমরে ;

নিশাচর বড়ই চতুর ।

আদেশ করহ বাসে,

কালক্রাসে পাঠাই রাক্ষসে,

উড়াই ভণ্ডের মুণ্ড বণ্ড বণ্ড করি' ।

রাম ।—না, মারুতি,

বিলম্ব করেক,

অগ্রে বিধিমতে পরিচয় জানি,

তা'র পর যেনো হয় হ'বে ।

কহ, মিত্র ।

কেবা ওই নিশাচর ?

দেখিতে বালক,

কিন্তু অলস্ত বীরসত্তে মহাবীর ;

লক্ষ্যপূরে যত বীর আছে,

তব কাছে সব পরিচিত ;

কহ, সখে !

কে ওই বালক বীর রণে ডাক্ষে ?

বিভী ।—দয়াময়,

ওই শিত্ত রাবণের অঙ্গে ধরে প্রাণ—

সম্বন্ধে ও ভাতৃপুত্র তা'র—

পরিচয়ে জ্ঞাতি ;

তও নহে,

বার্ষিকের চুড়ামনি ;

জানি আমি

রাম-নামে সুখী ওই শিত্ত,

রাম-প্রেমে সংসারে উদাসী ।

রাম ।—তবে না যুক্তিও গুর মনে ;

ভক্তেরে কেমনে এড়ি বাণ ?

যাও, হনুমান ।

অচিরে পশ্চিম বারে,
নিখার নিখার নীল বীরে,—
অথ্য মুক্ত নাহি হ'বে—রামের আদেশ ।

হনু।—বধা আজ্ঞা, প্রভু !

(গমনোদ্যোগ)

বিত্তী।—রহ রহ, পবনকুমার !

আমিও বাইব সাধে ।

বাইব কি, সখা ?

রাম।—যাও, মিত্র !

[এক দিক্ দিয়া রাম, লক্ষ্মণ ও

অপর দিক্ দিয়া হনুমান্ ও

বিত্তীষণের প্রস্থান ।

দ্বিতীয় দৃশ্য ।

লক্ষা—বৃদ্ধকোত্র ।

নীল, তরঙ্গীসেন ও উভয়পক্ষীয় সৈন্যগণ । তরঙ্গী।—কি বলিলে, নীল !

নীল।—আরে আরে নিশাচর !

কোথা যাব ?

নাহি ত্রাস তুচ্ছ প্রাণে তোর ?

পশ্চিম দুরারে মোর ধান,

নাহি জানা তোর ?

তরঙ্গী।—(করষোড়ে)—

বীরবর ! কেন রোষ !

ছাড় পথ,

ছেরিব রামের পা হ'ধানি,

তা' ছাড়া না জানি কিছু ;

নাহি ভয়,

শ্রীরামের অয় !

নীল।—কি দুরাশা তোর, দুরাচার !

পশ্চিম দুরার হ'বি পার

কাকি দিয়া মোরে ?

রাক্ষসের ছল্ছ মুক্তি ;

অগ্রে মুক্তি,

তা'র পর যদি পা'ল প্রাণ,

বাইবি রামের সন্নিগট,

আপে এ সন্নিগট হ'তে বাচি !

হেয় এই শালনাহ !

তরঙ্গী।—কি এক সমীক্ষা শালতরু !

পৃথিবীর কোটি কোটি অরণ্য লুটিয়া

আন বৃক্ষ, বক্ষ দিব পাতি' ;

কোমল কুম্ভমাঘাত-সম

মনোহর তপ্তির আঘাত

লাগিবে এ বৃকে,

যদি মুখে বলি রাম নাম ।

নীল।—রাক্ষসের চতুরতা

না খাটিবে আমার নিকট ।

মরণ নিকট তোর,

দেহ-ঘটে না রাখিব প্রাণ !

ভণ্ড বেটা !

মুখে রাম নাম,

মনস্কাম অস্তরূপ !

ভণ্ড আমি ?

অত্র গালি কেহ হোরে, ল'ব শির পাতি' ;

কিছু রাম নামে ভণ্ড আমি,

এ অসহ বাণী নাহি সহে প্রাণে ;

এখন উচিত দণ্ড দিব,

মুণ্ড উড়াইব তব শালতরু সনে ।

নীল।—আরে অপগণ্ড শিশু !

ক্ষণ কেহে এত শক্তি !

তুচ্ছ প্রাণে এত উচ্চ আশা, —

মহাবীর নীলে দণ্ড দিবি ?

মজিলি মজিলি নিজ ধোবে ।

জয় রাম !

(বৃক্কোস্তোলন)

তরঙ্গী।—জয় রাম !

নীল।—আরে হুট ! এ কি রীতি ?

নিপক্ষের বুলি যথেষ্ট ?

জয় রাম বলা ছাড়া বুকিয়াছি তোর,

ভুলাইবি মোরে ঝুঁকি ?

আঁরে রে রাজস্নান !

কি দুর্দশা করি তোর ব্যাধি ।

(উভয়ের মুখ ও নীলের মুচ্ছা)

রাক্ষসসৈন্যগণের তাড়নায় কপিসৈন্য-

গণের পলায়ন ।

তরনী ।—কি নীল !

বাক্য কেন নাহি সরে আর ?

ভণ্ড বল !

কি ক'ব, রায়ের দাস তুমি,

নহিলে দ্বিধা করি কাটিতাম শির ।

মুচ্ছিত দশায় রহ ।

সাবধান, সেনাগণ,

কেহ না ছুঁইও নীল বীরে,

অস্ত্রাঘাত না করিও দেহে ।

(দগত)—

তা' হ'লে কৃষিবে প্রভু রাম,

না হেরিবে মুখ মোর ।

(প্রকাশে)—

এস এস অগ্রসর হ'য়ে ।

বেগে হনুমানের প্রবেশ ।

হনু ।—স্বাস্ত হও, রাক্ষস-বালক !

রায়ের আদেশ,

মুচ্ছ নাহি হ'বে আজ !

(মুচ্ছিত নীলকে দেখিয়া)—

এ কি ! এ কি ! হুলায় লুটায় নীল !

বেগে বিভীষণের প্রবেশ ।

হের হের, প্রভু-সখা !

সর্সনাশ ঘটিল পলকে !

রাক্ষস-শিঙের বাণে

প্রাণে বুকি নাহি নীল !

বিভী ।—(দেখিয়া)—

এখনো জীবিত আছে,

মুচ্ছায় কাতর ।

তুলি' ল'য়ে নীল বীরে

শিবিরে অচিরে যাও তুমি ;

শিঙের বিবেচনা করি আমি

রায়ের আদেশমত না করিতে রণ ।

[নীলকে লইয়া হনুমানের প্রস্থান ।

বিভী ।—তরনী রে !

এ কি !—এ কি বেশ !

জননীয়ে তোর

কি ব'লে বুঝা'য়ে এলি হেথা ?

বাছা, হেথা তোর পিতা,

ভেনে ভেনে কেন দিতে ব্যথা

এলি, রে প্রাণের পুত্র !

তরনী ।—(দগত)—

সর্সনাশ !

বুকি পিতারে দিলেন রাম পাঠা'য়ে হেথায় ;

দয়াময় রাম

মোর বুকি বাম ভাগ্যানোষে মোর !

কিবা দোষ করিলু শ্রীপদে ?

বিপদে উদ্ধার হ'তে এসে

পড়ি বা বিপদে ।

না—পিতারে বুঝাই,

ফিরিয়া পাঠাই পুন ।

(সৈন্যগণের প্রতি)—

সৈন্যগণ ! যাও অন্তরালে,

ডাকিলে আসিবে পুন ;—যাও ।

১ম সৈ ।—যথা আজ্ঞা, বীরবর !

(সৈন্যগণের কিয়দূর গমন)

২য় সৈ ।—ও তাই,

বাপ্ বেটার কাপাকানি কেন ?

১ম সৈ ।—আমার মনে ঠেঁকুচে কি যেন কি যেন ।

৩য় সৈ ।—বোধ হয়, যেরে ফিরে নে যা'বে ।

১ম সৈ ।—ও বাবা ! ও কি তেমস বাবা !

ফিরে গিয়ে বুকি

আবার রাজার লাগি থা'বে ?

৩য় সৈ ।—তবে কি ?

১ম সৈ ।—আমার বোধ হয়,

তরঙ্গীও বা বাবার সঙ্গে ভেঁড়ে ।

২য় সৈ।—আঃ, তা' হ'লে তো বাঁচি ।

লড়ায়ে আজ রেহাই পাই ।

১ম সৈ।—মা দুগ্ধা করুণ তা'ই ।

তরঙ্গী।—কি হেতু বিলম্ব কর ?—বাও ।

১ম সৈ।—যে আছে ।

[সৈন্তগণের প্রস্থান ।

তরঙ্গী।—প্রণিপাত করি শ্রীচরণে,

সত্যানে আশীষ কর,

পূরে যেন মনস্কাম ।

পিতা ।—পিতা !

কোথা রাম ?

বিভী।—বৎস ! ছাড়ি' রণবেশ

আর রে আমার সাথে,

দিব তোর মাথের শ্রীরামের পদধূলি ।

তরঙ্গী।—এই বেশে হেরিব শ্রীরামে ;

রাম-নামে ঘুচে যায় ভয়,

তবে কেন ডর, পিতা !

বাহুবেশ বদলি' কি করু

মিলে সেই ত্রিলোকের প্রভু ?

চিত্রবেশ মোর হেন নয় ।

পিতা !

দয়া ক'রে বল নিয়া দয়াময় রামে

দয়ামুদ্র দেখিবে তরঙ্গী ।

ভী।—দয়ামুদ্র !

এ কি রে অদ্বিত কথ্য,

কখনো তুমি নি কাণে ;

মুকুনীতি জানি তো বিশেষ,

কিছু দয়ামুদ্র নব অভিধান !

পুত্র ! এ হুত্র পাইলি কোথা ?

গী।—পিতা !

তব আশীর্বাদে, রামের প্রসাদে

দয়ামুদ্র বুকিরাজি ।

বিলম্বে ব্যাঘাত হয়,

বল রামে দয়ামুদ্র-কথা ।

বিভী।—(স্বগত)—এ কি !—এ কি !

কৈ যেন কহিল কাণে কাণে—

দয়ামুদ্র নূতন ঘটনা ;

দয়ামুদ্র মুকুনীতিমূলে

শিরোবাক্য হ'বে আজ ;

দয়ামুদ্র না হইলে

সীতার উদ্ধার নাহি হ'বে,

তকাধীন রাম আর ভক্তের তাঁহার

বাহ্য না পূরিবে ।

অদ্বিত বিচিত্র কথা !

দয়ামুদ্র দেখিবে তরঙ্গী !

ভাল, তা'ই যেন হ'ল,

কিছু দয়ামুদ্র-শেষ-ফল কিবা ?

দয়াল রামের দয়া ।

তবে না করিব মানা ।

(প্রকাশে)—

তরঙ্গী রে ! বাই তবে,

দয়ামুদ্র-কথা বলি রামে ।

বৎস !

বহু দিন হ'তে তোরে দেখি নি নয়নে,

করি নাই কোলে,

করি নাই মস্তক চুষন ;

আর আর কোলে আর ;

রাবণের পদাঘাতে এ বক্ষ লীড়িত,

আলো ব্যথা আছে জাগি' ;

আর আর,

এ ব্যথিত বক্ষে তোরে ল'য়ে

সে ব্যথা জুড়াই ।

(তরঙ্গীসেনাকে আলিঙ্গন ও মস্তকচুষন)

বাই তবে শ্রীরামের পাশে ।

জয় জয় রাম !

তরঙ্গী।—পিতা !

শ্রীচরণে নমি পুনরায় ।

(স্বগত)—

অভিন্ন প্রণাম এই,

তব পদধূলি-বলে

মোক্ষপথ পাই বেন আজ ।

(পদগুলিগ্রহণ)

বিত্তী ।—জয় জয় রাম !

তরণী ।—জয় জয় রাম !

[বিভীষণের প্রস্থান ।

(স্বগত)—

দয়াযুক্ত নাম শুনি' কিরিলেন পিতা ;

ধন্য ধন্য দয়াময় রাম,

অনন্ত দয়ার সিদ্ধ হুঁমি,

এক বিন্দু দয়া বেন পাই।

শ্রীচরণে দিও ঠাই এ অধমে প্রভু !

(প্রকাশে)—

আইস কটিতি, সৈন্তগণ !

সৈন্তগণের পুনঃপ্রবেশ ।

সৈন্তগণ ! চলহ কটিতি,

রণবাদ্য বাজাও সযনে,

সিংহনাথে কাঁপাও আকাশ,

হত্কার ছাড় যুদ্ধস্থল,

সম্মুখে কাঁপুক কপিগণ ।

কোন চিন্তা নাই,

সাহসে নির্ভর কর,

শ্রীরাম লক্ষ্মণে আজ করিব সংহার ।

সৈন্তগণ ।—জয় কুমার তরণীসেনের জয় !

তরণী ।—(স্বগত)—জয় শ্রীরামের জয় !

সকলের প্রস্থান ।

তৃতীয় দৃশ্য ।

লক্ষা—যুদ্ধক্ষেত্রের অপর পার্শ্ব ।

হনুমানের প্রবেশ ।

হনু ।—রাক্ষসের বচনে আম'র

বিশ্বাস না হয় কভু ;

বিভীষণ আসিয়া কহিল—

সমর-প্রাঙ্গণে শ্রীরামের সনে

দয়াযুক্ত করিবেক ওই নিশাচর ।

ওঃ, দেখ কিবা ভাদ—

দয়াযুক্ত !

কি জটিল রাক্ষসী করনা ;

বিভীষণ ভক্ত ওরে কর,

কিন্তু ওই নীচাশয় তরু কভু নয় ;

ভক্তে কোথা করে রণ ?

দাক্ষণ রাক্ষসী মায়া,

জটিল মায়াবী নিশাচর !

মায়া আজ উড়াইব,

যুগে যুগে উড়াইব গদার প্রহারে,

কত না বাইতে দিব শ্রীরামের পাশে ।

আঙুলি' রহিমু পথ,

দেখি কিরূপে চালায় রথ ।

আরে মর,

মায়ার উপরে মায়া,

রথ ছাড়ি' পদভঞ্জে আসে

হাত হুটা ঝোড় করি',

বেন কত সাধু !

এই ছলে নীলে দৃষ্ট করিছে আহত,

আমারেও সেরূপ করিবে বুঝি ?

কিন্তু হনুমান ভুলিবার নয় ।

তরণীসেনের প্রবেশ ।

আয় আয়, নিশাচর !

তরণী —(ঝোড়করে)—

কেন এত রোষ, ধীরবর ?

না চাই যুঝিতে তোমা' সনে,

রণাঙ্গনে সে আশায় আসি নাই ।

ছাড় পথ,

মনোরথ পুরাইব রাম দরশনে ।

হনু ।—আরে আরে রাক্ষস মায়াবী,

কোথা যা'বি ?

বিনা যুদ্ধে হনুমান পথ নাহি ছাড়ি,

একটি আছাড়ি' তোরে দিব বশালয়ে ।

তরণী ।—দূর! বাক্যে বাড়ে বেলা,

এখনো মিনতি রাধ,
নাহি দিও বিহ্ব বাধা আর,
ছাড় পথ ।

হনু ।—যমাপন্ন-পথ দিশু ছাড়ি' ।
তরঙ্গী ।—বলে তবে করিব প্রবেশ,
দেখি,

কিরূপে নিবার তুমি হনু !
(সবেগে গমনোদ্ভোগ, হনুমৎকর্তৃক বাধা প্রদান
ও উত্তরের বৃদ্ধ)

হনু ।—সাবাসি, রাক্ষস ভোরে,
'সুখী হৈমু করি' রণ ।

তরঙ্গী ।—আগে সুখী করিব ভোমার ।
(উত্তরের পুনবৃদ্ধ)

[হনুমানের পরাস্ত হইয়া পলায়ন ও
তরঙ্গীসেনের তৎপশ্চাৎ ধাবন ।

চতুর্থ দৃশ্য ।

লক্ষা—যুদ্ধক্ষেত্রের অপর্যাংশ ।

বেগে অঙ্গদের প্রবেশ ।

অঙ্গদ ।—অদ্বুত শিত্তর নক্তি,
বীরভক্তি জাগিল অন্তরে;
ধনু ধনু রাক্ষসকুমার ।

বেগে সূগ্রীবের প্রবেশ ।

সূগ্রীব ।—অঙ্গদ-রে !
না জানি কি বিভাট বা ঘটে !
অদ্বুত শিত্তর রণ,
ছত্রভঙ্গ কপিসৈন্যগণ !
মহাবীর পতন-কুমার
হারি মানি' কৈল পলায়ন !
বিবিধ, ক্রুদ্ধ, গর, গবাক, পণস,
নল, নীল, সুবেণ বস্তুর,
বুজাক, শরভ, শর্তবলী,
নীলাক্ষ, প্রমাথি, গন্ধমাদন, কেশরী,

বিনোদ, সম্প্রতি, দ্বন্দ্ব আদি বীরগণ
পরাক্রান্ত বালকেত্তর রণে ।

লক্ষা চর মনে
কাল বুকি এলো শিক্তরূপে !
হের হের, ওই আসে
শরগ্রাসে গ্রাসি' কপিগণে !
খুব সাবধানে
প্রাণপণে কর রণ ।

অঙ্গদ ।—কেন, খুঁড়া, কর ভয় ?
পাঠাইব বমালয়
হুনিষ্টের রাক্ষস-শিক্তরে ।

বেগে তরঙ্গীসেনের প্রবেশ ।

তরঙ্গী ।—ছাড় পথ—ছাড় পথ,
বেশী দূর নাহি আর রামের শিবির ।
অঙ্গদ ।—ভুল কথা !

বেশী দূর নাহি আর যমের নরক !
তরঙ্গী ।—কি !—যমের নরক !
খুঁড়া ভাইগোয় মিলি'
ভাল গালি শিখেছ, অঙ্গদ !
প্রতিশোধ এই তা'র ।

(অঙ্গদ ও তরঙ্গীসেনের বৃদ্ধ)

সূগ্রীব ।—(অঙ্গদকে পরাস্ত প্রায় দেখিয়া)—
আরে আরো ক্ষুদ্র শিশু !
এত দস্ত কার তেজে ?
বালক অঙ্গদে জিনি'
ভেবেছিস্ পা'নি বুকি প্রাণ ?

তরঙ্গী ।—তুমিও আইস, খুঁড়া বীর !
পুত্রাই হুর্ল আশা !

(সূগ্রীব ও অঙ্গদের সহিত তরঙ্গীসেনের বৃদ্ধ)

[সূগ্রীব ও অঙ্গদের পলায়ন ।

কোথা যাও, কিল্কিলার পতি !
কোথা যাও, কুমার অঙ্গদ !
পাঠাবে না যমের নরকে—
ছি ছি—ছি !

দেখি দেখি,
আর কত বীর আছে ।

[বেগে প্রস্থান ।

পঞ্চম দৃশ্য ।

লক্ষা—রামের শিবিরসমুদয় ।

তরণীসেনের প্রবেশ ।

তরণী ।—দয়াময় রাম !

আর কেন ক্রোধ দাও ?
বীরবেশে দেখা দাও দাসে ।
হরি !

তব পদে যোকপদ আছে,
তাই তব কাছে এসেছি হে !

এ অধমে পদে দিতে ঠাই
ইচ্ছা কি হে নাই, ইচ্ছাময় ?

যদি নাহি দেখা দাও,

তবে দয়াময় নামে

কলঙ্ক হইবে, প্রভু !

কতু আর কেহ না বলিবে রাম ।

বেগে বিভীষণের প্রবেশ ।

বিভী ।—তরণী রে, ক্ষান্ত হ' রে,

কাজ নাই রণে আর ।

কোমল শরীর তোর

অর অর হ'য়েছে রে দারুণ সমরে !

ফিরে যা—ফিরে যা গৃহে,

রাখ রাখ পিতার বচন,

দেখিতে না পারি আর !

তরণী ।—আবার কি হেতু, পিতা, এলে এ সময় ?

পিতা হ'য়ে কেন সাধি বাদ,

এমাদ ঘটাকি কারণ ?

রাম-দরশনে পুস্ত্রে কেন কর মানা ?

বিভী ।—তবে কেলে দিবে পশুর্নাশ

আর রে আমার সাধে !

তরণী ।—দয়াময়-কথা

ভুলিলে কি, পিতা ?

বিভী ।—ব্যথা বড় লাগে প্রাণে ;

দয়াময় বুঝিতে নাহিনু,

কাজ নাই দয়াময়ে ।

তরণী ।—তবে না দেখিব আমি রাম,

মনস্থান হ'ল না পূরণ ;

কি কাজ এ ছার প্রাণে তবে ?

আত্মহত্যা মঙ্গল আমার ।

(আত্মহত্যা হেতু পশুকে শরযোজন)

বিভী ।—(হস্তধারণ করিয়া)—

তরণী রে, ক্ষান্ত হ' রে,

কিছু না বলিব আর ।

রামের নিকটে যাই,

বুঝা'য়ে তাঁহারে আমি আনি তোর পাশে

দয়াময় রাম দয়া করিবেন দাসে ।

তরণী ।—এই তো পিতার কাজ,

না করিও ব্যাক আর ।

হৃদয়-গলিরে মোর যে রাম বিরাজে,

দেখাও তাঁহারে, পিতা !

[বিভীষণের প্রস্থান ।

(নেপথ্যে) ।—জয় রামচন্দ্রের জয়—জয় !

ও কি ও,

রামজয় কেবা কর ?

সৈন্তগণ সহ বুঝি আসে পশুনা ?

না,

আসেন লক্ষ্মণ বীর ।

ভাল ভাল,

পাইলু কাণ্ডার ছায়া ;

ছায়া বই নাহি মিলে কায়া ।

লক্ষ্মণে যেকালে পেছ,

রামে পেতে নাহি ধেরি আর ।

বাই বাই চরণে সূটাই,

কহি পে লক্ষ্মণে

• তক্তের জীবন-প্রভু রামে দেখাইতে ।

[বেগে প্রস্থান ।

দূরে বিভীষণের পুনঃপ্রবেশ ।

বিভী ।—তরঙ্গী রে ।—তরঙ্গী রে ।

নারিকু বাইতে রাম-পাশে,

কি জানি কি আসে

আইনু ফিরিয়া ফের ।

ফের ফের লক্ষ্মাপুরে,

সরমা জননী তোর,

তোর তরে হ'য়েছে আকুল ;

গুপ্তবধু শোভা বালা

না জানি কি দুর্গতি ভুঞ্জি'ছে ;

শিশু কলা না হেরিয়া তোরে

কাঁপি'ছে ভ্রাতার শোকে ।

ফিরে বা—ফিরে বা গৃহে ।

(অগ্রসর হইয়া)—

কই,

তরঙ্গী হেথায় নাই !

এই যে এখানে ছিল,

কোথা গেল আঁধি পালটিতে ?

তরঙ্গী ! তরঙ্গী !

দেখা দে রে—দেখা দে রে !

এক বার পিতা ব'লে সাড়া দে রে !

পলে পলে ভয় বাড়ে মনে,

কি ক্লেশে এলি রণে আজ,

বাজ বুঝি পড়ে মোর শিরে ;

আঁধি-নীরে তাসি, বাছাধন !

পিতা ভিন্ন অস্ত্রে কি বুঝিবে ?

অস্তির হ'য়েছি অতি,

কোথা গেল তরঙ্গী আমার ?

তরঙ্গী ! তরঙ্গী !

(উর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া)—

ও কি !

কে ওই রমণী গেল চনি' ?

কে ওই পুরুষ গেল ?

দেখতা বলিয়া বোধ হয় !

ওঁহারা উভয়ে মিলি'

রক্ষিবেন তরঙ্গীর মোর ।

দয়াকর—দয়াকর !

দয়াবীর রাম রঘুমনি

দয়াকর করিবেন তরঙ্গীর মনে,

তবে কেন মনে জাবি ভয় ?

জয় জয় রাম দয়াময় !

প্রস্থান ।

লক্ষ্মণের সহিত তরঙ্গী সেনের

পুনঃপ্রবেশ ।

লক্ষণ ।—মায়াভাবী নিশাচর ।

মায়া-ছলা কতাকালি তোর,

ভ্রল'তে নারিবি মোরে ।

তরঙ্গী ।—মায়া-ছলা কিছুই না জানি ।

লক্ষণ ।—অস্থির বচন তোর না চাই শুনিতে,

অন্ত-মুখে কথা কথা বীরের লক্ষণ ।

তরঙ্গী ।—তাই তো, কি করি,

(দগত)—

ভেবেছিহু,

লক্ষণের বর অঙ্গে অস্ত্র না এড়িব ;

নির্দয় পিশাচ মোরে কহিবেন রাম ।

কিহু, মিনতি বিনতি বুধা,

না রাখে বচন মোর বীরেন্দ্র লক্ষণ,

পথ নাহি ছাড়ে,

কেমনে বাইব আমি রামের গোচরে !

মনোব'ত্তা পূরিবে না মোর ?

ভবষোর ঘৃচিবে না আজ ?

রাক্ষস বলিয়া মোরে

ঘৃণা কি করিল? রাম ?—না না ।

ভকে রাম ঘৃণা নাহি করে,

তা' হ'লে চণালে

মিত্র বলি' কেন হিলা কোণ ?

উচ্চনীচ ভেদাত্মক ভুক্ত জনে নাই,

দেবদেব মহাদেব হ'তে

নীচ নীচ অতি নীচ পাতকী পণ্ডিত

রাম নামে রামের কিসের ।
তবে, আমি হেন মদ্যপানী
কেন না পাইব দেখা তাঁর ?
দুখিয়াছি,
শত্রুভাবে বই নাহি মোর গতি,
শত্রুভাবে আসিয়াছি,
শত্রুভাবে পুজিব লক্ষ্মণে,
শত্রুভাবে রামশরে
হ'বে মোর মোক্ষপদ লাভ ।
এস এস, লক্ষ্মণ ধামুকী !
অন্ত যথেষ্ট কহি কথা,
মর্ম্মবাখা বুচাই তোমার ।

(উভয়ের যুদ্ধ)

লক্ষ্মণ।—বীর বট, নিশাচর !

তুই হৈনু আমি আজ মুক্তি' তোর সনে ।

তরণী।—ছাড় তবে পথ,

রামের নিকটে যাই ।

লক্ষ্মণ।—লক্ষ্মণের থাকিতে জীবন,

সে আশা হ্রাশা তোর !

সকল হ'য়েছি বলি' ভেবেছি স' মুক্তি—

কাপুরুষ অবীর লক্ষ্মণ ।

রে নির্দোষ !

লক্ষ্মণের এড়াইয়া

রাম সনে করিব সমর ?

জীবিত দশায় নর,

মৃত দেখে তুই

দেখিবি রে রাম রমুখীরে !

তরণী।—ভাল ভাল,

দেখাও দেখাও বীরপণ ।

ভুল, বীর ! রামের কোহাই,

মুচ্ছিত করিব তোমা' রণে ;

ভব অন্ধে কিয়া ব্যথা,

ব্যথা দিব গীরাণের প্রাণে ;

দুখিয়াছি এতকণে

রামেরে না দিলে ব্যথা,

ভববন্ধনের ব্যথা ঘুচিবে না মোর ।

লক্ষ্মণ।—কি, ভববন্ধনের ব্যথা ?

তরণী।—না না,

ভুলিয়া কহিহু হেন কথা,

মর্ম্ম-ব্যথা ঘুচিবে না মোর !

বিলম্ব না সহে,—

দেখাও দেখাও বীরপণ ।

লক্ষ্মণ।—অন্তরে সন্দেহ বাড়ি

কহ মোরে, কেবা তুমি ?

তরণী।—(দগত)—বিভ্রাট বা বটে !

ফুট করি লক্ষ্মণেরে,

নহিলে উপায় নাই ।

(প্রকাশে)—

কি, বীর ! তেজ বীৰ্য্য কোথা গেল ?

একেবারে ভাব-বিপর্য্যয়,

হ'য়েছে কি ভয় ?

বাও বাও, করিলাম জমা,

দুখিলাম—কাপুরুষ দুর্বল লক্ষ্মণ ।

লক্ষ্মণ।—রাক্ষস-নিশাচ !

কি বলিলি ?—কাপুরুষ দুর্বল লক্ষ্মণ ?

মরণ নিকট তোর, নাহি পরিত্রাণ,

হের মোর ভূর্ণপূর্ণ বাণ

নিতে তোর প্রাণ

আপনি বাহির তর ।

আয় আয়, নিশাচর !

(উভয়ের পুনরুৎসাহ লক্ষ্মণের মুখে)

তরণী।—আর নাই ভয়,

শেষ বাধা দুটিল আমার,

এই বীর অবশেষ পরমেশ রাম ।

ওক্ষশিবো বাধিবে সমর ;

সুরাসুর, চারণ, কিম্বর,

গ্রহ, তারা, সমাগরা ধরা,

পক্ষত, পাণ্ডপ, মেঘমালা,

পত, পক্ষী আদি, যে যেখান আছে,

এই বলা মিল আধি,

দেখ চরে ওক্ষশিব-রণ ।

(প্রস্থান)

বেগে হনুমানের প্রবেশ ।

হনু ।—কই কই সে রাক্ষস !

এই বার এক চড়ে
ধড়ে তা'র না রখিব প্রাণ ।

• কুমার লক্ষণ বুঝি শরে হটাইয়া

নিরে গেছে দূরে তা'রে ?

বাই বাই—সহায়তা করি ।

এ কি ?

হায় হায়, এ কি সর্বনাশ !

লক্ষণ লুটায় ভূমে,

• মোহ-ভূমে অচেতন !

কুমার !—কুমার !

সাড়া নাহি পাই,

কাজ নাই ডাকি' ;

এইরূপে ল'য়ে বাই রামের নিকটে ।

বীর বটে সে রাক্ষস-শিত ।

[লক্ষণকে লইয়া প্রস্থান ।

পঞ্চম অঙ্ক ।

প্রথম দৃশ্য ।

লক্ষা—রামের শিবির-সমুখ ।

রাম ।

• রাম ।—মহাবীর রক্ষ-শিত

অদ্বুত শকাত ধরে ;

মৃহুৎসময়ে

আশ্রয় করিল মোর ঠাঁট,

বড় বড় মহাবীর

নতশির শিশুর সময়ে ;

বিতীয় জীবন সম লক্ষণ আমার,

শক্তি বা'র অভুলন,

নে ভাই মুচ্ছিত হৈল বালকের শরে ।

কপোতের মুখে

রক্ষা-লিপি প্রেরিল সরমা,

সেই লিপি অগ্নিসারে

জানি আমি, কে ও শিশু,

জানি আমি, মনোভাব ওর,

জানি আমি

তপু ওর ভক্তির শৃঙ্খলে

বদ্ধ হ'য়ে হেরিলাম এ সব ঘটনা ।

অত্ৰু কেহ লক্ষণেরে করিলে মুচ্ছিত,

লম্বিত শিক্ষা আজ পেত মোর বাণ,

কিন্তু এ শিশুর প্রতি

কেমনে এড়িব বাণ ।

মন প্রাণ হইল অধীর !

মিত্রতার এ ভো নহে রীতি

মিত্র-সুতপ্রতি অমিত্র-আচার ;

অত্ৰু, কি বলিবে বিতীর্ণ !

কি বলিবে চুখিনী সরমা !

কাজ নাই কাল-রণ,

ফিরে যেতে বলি তরঙ্গীরে,

বিধিব না শরে বর বপু,

ভক্ত কহু রিপু নহে মোর ।

দৈববাণী ।—ভক্ত যদি রিপু নহে তব,

তবে কেন মনোবাগ্ম্য তা'র

না পূৰ্ণও, বাহ্যায় ?

তরঙ্গীর নিগূঢ় বাসনা

যদি নাহি পূরে আজ,

তা' হ'লে নিশ্চয়

বিধি-বিপদায় হ'বে, ওহু !

ভক্তি লোপ হ'য়ে যা'বে,

ভক্ত কেহ না হ'বে তোমার,

ভক্তির স'সীর হ'বে অনন্ত নরক ।

রাম ।—বিষম আকাশ-বাণী ;

কোন দিকে বাই,

কি উপায় পাই !

তরঙ্গী রে,

ব্রহ্মাণ্ড আমার নে রে,

নে রে নে রে সর্বত্র আমার ;

কিংবা বল,
বলিরে বুঝা'রে আমি ছাড়ি' তা'র দ্বার,
তো'র দ্বারে দ্বারী হ'য়ে রই ;
ডরনী রে !
কেন ভক্ত হইলি আমার ?
কেন কৈলি এ স্বাক্ষর সাধ
প্রমাদ পাড়িতে হেন ?
কিরা তো'র হেন অভিলাষ,
তহা ছাড়া কিবা চা'স, বল,
অকাতরে দিব তো'রে ;
ডরনী রে,
অশ্রুক্ষেপে চিরকাল ভাসি,
সেই অশ্রু বাড়ান্ নৈ আর ।

বেগে লক্ষ্মণের প্রবেশ ।

লক্ষ্মণ ।—এ কি, দাদা,
কেন ভাবাত্তর ?
কাতর কি আমা' লাগি' ?
তব আশীর্বাদে—
মুহু'র মোহ ঘুচিয়াছে মোর,
প্রণমে কিস্কর রাঙা পায় ।

রাম ।—(দগত)—
বিস্ময় বজ্রাট আজ, বিস্ময় ঘটনা,
অহো,
ডরণীর বিষম বাসনা !

লক্ষ্মণ ।—ঐচরণে পুন ভিক্ষা চাই,
আর একবার বাই রণে ।

রাম ।—‘হর হ, রে ভাই !
আর কাজ নাই গিয়ে রণে ।

(নেপথ্যে সৈন্তকোলাহল)

লক্ষ্মণ —হের, দাদা,
আসে সেই রাক্ষস-পিশাচ,
আজ্ঞা দেহ,
পাঠাই যমের গ্রাসে ।

রাম ।—কেন রে উতলা হও এত ?
আসিতেই দাও ওরে ।

ডরনী ।—(নেপথ্যে)—

ভক্তের প্রণাম লব, ভক্তপ্রাণ রাম !
রাম ।—মনোবাহু পূর্ণ হোক তো'র ।

লক্ষ্মণ ।—রঘুপতি !
এ কি তব মনোগতি !
এ তো আশীর্বাদ নয়,
নিজ অমঙ্গলময় বাণী !
যুদ্ধবেশী বৈরীরে কি কভু
হেন আশীর্বাদ কেহ করে ?
তোমার অকাটা কথা
না জানি কি ব্যথা বা ঘটায়,
কপিকুল যা'বে হারখারে,
পরাক্রম বুঝি হয় ।

রাম ।—কেন, ভাই, ভাব তর ?
রাক্ষস-ভনয়
ভক্ত বলি' দেয় পরিচয় ।

লক্ষ্মণ ।—ওই চলে ওই ছলী
দলিয়াছে তব সৈন্তগণে,
পরায়ুধ করিয়াছে
হনুমান্ আদি মহাবীরে ।
ভুল না ছলনে ওর,
দোর মায়াচারী নিশাচর ।

রাম ।—লক্ষ্মণ রে, শিঙা তুই,
ঠেই ভক্ত-মনোভাব নারিস্ বুদ্ধিত ।

সত্য বটে,
বহু বহু চন্দ্রবেশী তও দুরাচার
ভক্ত বলি' প্রচারে আপনা,
লুকা'য়ে মনের ভাব
পাপ দ্বার্থ সাধে লাগাচারে ।

কিন্তু, ভাই,
যে জন প্রকৃত ভক্ত মোর,
সে নহে কণটা ভক্ত,
দ্বার্থ ভা'র নাহি জাগে মনে ।
ভক্তের লক্ষণ এই—
বাহুভাব অস্তরে সুকার,
মনোভাব প্রকাশে বাহিরে ;

ফল কথা,
মনোময় যেই জন, সেই ভক্ত মোর ।

লক্ষণ।—দারুণ সমর-ক্ষেত্রে সঙ্কটসময়ে
তব এই ভক্ত-পরিচয়
মোর মনে নাহি পায় স্থান,
কম মোরে, রঘুমণি ।

রাম।—ভক্ত কৈন্য আশীর্বাদ—
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হোক বলি',
তুই তুই সন্দেহ-বোলায়
হুলিয়া আকুল হ'লি ।
কিছু, ভাই, জানিস্ নিশ্চয়
যে জন আমার ভক্ত,
আসক্ত সে নয় কভু মারার সংসারে,
না চায় সে পার্থিব বিষয়,
না চায় সে অনন্ত ভবন,
ইন্দ্রত, শিবত নাহি চায়,
চাহে শুধু আমারে সে জন
মোক্ষপদ পাইতে আমার পদে ।

লক্ষণ।—কি সঙ্কটে, কিবা অসঙ্কটে
সমান তোমার ভাব,
তব তত্ত্ব, তব মৃত্যুখণ্ড
কুন্তল জীব এ লক্ষণ না পারে বুঝিতে ।
কিছু এই নিবেদন
মা জানবী কাঁদিছেন অশোক কাননে,
তাঁরে যেন পড়ে মনে ।

রাম।—বাও তুমি বিভীষণ-পাশে ;
যেবা হয়, করিব আপনি ।

[উভয়ের প্রস্থান ।

দ্বিতীয় দৃশ্য ।

লক্ষা—যুদ্ধক্ষেত্র ।

রাম ও তরঙ্গীসেনের সৈন্যগণের
প্রবেশ ।

রাম।—আরে আরে হুগাচারগণ !

তো' সবার আত্ম-রেখা

নাহি ধার রেখা আর ;
যমাগার লিখিল কপালে
অকালে নিধাতা তো' সবার ।
(রামের সহিত সৈন্যগণের যুদ্ধ ও মৃত্যু)

বেগে তরঙ্গীসেনের প্রবেশ ।

তরনী।—(দয়াক্ষীণ নিক্ষেপ করিয়া, কৃতাজলিপুটে)

ভক্তপ্রাণ ভক্তিময় রাম ।
আহা, কি সুন্দর মূর্তি হেরি,
বিশুদ্ধ ও স্নান সনাতন !
দেখ রে নয়ন,
এক এক লোর কূপে
একেক ব্রহ্মাও ঘন ঘরে ;
অনন্ত অনন্ত স্বর্গ,
অনন্ত অনন্ত রসাতল,
অনন্ত অনন্ত মর্ত্য অনন্ত শরীরে ;
হের হের,
পতিত পাবনী গঙ্গা তরঙ্গ হুলিয়া
রঙ্গে ভঙ্গে খেলে শ্রীচরণে ;
অনন্ত অনন্ত কোটি গ্রহ, উপগ্রহ, তারা
দিশাধারা হ'রে যেন শ্রীঅঙ্গে লুটায় ;
অমর, কিম্বর, বৈভ্য, দানব, মানব,
সিদ্ধ, বক্ষ, পুণ্ড, পক্ষী, কীট,
অপ্সরা, চারণ, বিদ্যাধর
কোট কোটি লুটি'ছে শরীরে ;
একাধারে আধের আধার,
আলোক আধার মিশামিশ ;
দিবানিশি হ'তেছে স্বজন
সূর্য-শশি-বিবর্তনে ।

অহো, কিবা বিরাট মুরতি,
পূর্ণজ্যোতি ছুটি'ছে অম্বরে ।
প্রভো !

রামরূপে এলে তুমি
উদ্ধারিতে আমা' হেন পাপী ;
অপার মহিমা তব, অপার করুণা,
দেবের দেবতা তুমি, রাজার রাজা,

অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ডপতি, অপতির বতি,
 ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, ইন্দ্র, কুবের, বরুণ,
 চন্দ্র, সূর্য্য, যম তুমি, হরি ।
 পরমাত্মা, বিশ্বপ্রাণ, অনাদি, অনন্ত,
 অব্যয়, সচ্চিদানন্দ, পূর্ণজ্ঞানময়,
 সাধকের সাধনের ধন,
 সাধকের প্রাণের প্রাণের বীজ ।
 গুরুদেব !
 নিশাচর-শিশু আমি, মূৰ্খ দীন হীন,
 জানি না স্তনের ভাষা,
 জড় জিহ্বা জড়াইয়া যায়,
 নিজ গুণে করুণা আমার কর, নাথ ।
 বহুদুঃখগাতুরে বহু জন্ম ধরি'
 বহু তপে পাইয়াছি নিশাচর-বপু,
 তব শরে তব পদে মোক্ষপথ পেতে ।
 কি তার মিছার স্বর্ণ ? কিছু নাহি চাই,
 কাট হুণ্ড, দয়াময় ! শ্রীপদে নিশাই ।

রাম ।—(সগত)—আহা, আহা,
 হেন নিদারুণ কাজ
 কেমনে করিব আমি !
 ভক্ততবৎসল নামে
 কেমনে আঁকিব, ছি ছি, কলঙ্কের রেখা !

(প্রকাশে)—
 ফিরে বা' ফিরে বা', শিশু !
 বড় ব্যথা বাজে মোর প্রাণে ।
 হার হার, কেবা জানে
 শত্রুপূরে হেন ভক্ত মোর !
 ফেলে দিহু ধমুর্কীণ,
 কাতর হইল প্রাণ,
 যে রে মোরে পরিজ্ঞান, বাছা ।
 বল গিয়ে বশাননে,—
 যুদ্ধ না করিবে আর রাম,
 তিকা চাহে সীতারে তাহার ;
 লক্ষণ সীতার সহ তিথারী রাখব
 আবার বাইবে বনে ;
 শঙ্কাহীন বনে

শাস' লক্ষা, লক্ষাপতি !
 বা' রে, শিশু, বা' রে স্বরা, এই কথা বল ।
 কলঙ্ক-পসরা নারিব বহিতে,
 সহিতে নারিব ভক্তশোক ;
 ত্রিলোক কি ক'বে মোরে ।
 ক'বে—
 নির্দয় পিশাচ বন্য রাম !
 সীতারেও যদি নাহি দেয় লক্ষাপতি,
 তা'তেও হুণ্ডিত নহি,
 কির, তোমা' হেন ভক্তবধে
 অনন্ত অনন্ত হুণ্ড পা'ব,
 ডুবে বা'ব গভীর নরকে ।

তরুণী ।—(সগত)—এ কি ভাবান্তর !
 আজ্ঞাতোলা হ'রে রাম •
 এ কি ক'ন, বুঝিতে না পারি ।
 সাক্ষাৎ ঈশ্বর শত্ৰু
 স্বষ্টিস্থিতিপ্রলয়-বিধাতা
 ডুবিবেন গভীর নরকে !
 যে রামের মুক্তিময় নামে
 নরকের পাপী ভরে,
 সে রাম করেন আজ নরকের তর !
 বিচিত্র মানবী লীলা,
 বিচিত্র মায়া'র খেলা !
 কিন্তু,
 আমি কিসে পরিজ্ঞান পাই
 ও পদে নির্দোষ-পদ পাই বা কেমনে ?
 ভক্তের জীবন-প্রভু রাম
 বাম বুঝি মোর প্রতি,
 তবে তুই কেন বা করিছ ?
 হার হার,
 ফেলিলেন ধমুর্কীণ,
 কেমনে এ পাপপ্রাণ ডালি দিব পদে ?
 কেমনে রাক্ষস-দেহ হইবে উদ্ধার ?
 যুদ্ধ বিনা না দেখি নিভার,
 তবে তুই করি' রামে নিজে কষ্ট পাই,
 কিন্তু এই বার

শরে কষ্ট দিলে কষ্টহারী নামে,
নিজে তুই হ'ব চিরতরে।

(প্রকাশে) —

মন বুঝিবারে তব কহিনু এ কথা,

হল-ভাবে তুল হুমি, রাম !

এই কি বীরের কাজ ?

হি হি,

এ কি হে বিশ্বাস তব ?

শক্রেরে আপন ভাবে ভাব।

তুনিরাছি

• যুদ্ধ-নীতি হুনিপূর্ণ রাজপুত্র তুমি,

এই কি তাহার পরিচয় ?

কে তোমারে বীর কর ?

অবীর দুর্বল তুমি সামান্য মানব।

রাম। — শিশু তুই,

শিশু-খেলা বুঝি তোরা,

না এড়িব বর দেখে শর।

তরনী। — ভাল ভাল,

আমিই না হর অস্ত্রে দেখাই তোমায়ে

শিশুর শরের শক্তি।

(ধমুকে শরযোজন)

রাম। — কান্ড হও — শোন শোন —

তরনী। — তর নাট, রঘুমণি !

বক্ষে না এড়িব শর,

তব ওই রক্তপঙ্কে রক্ত ছুটাইব

এড়িয়া সাধের বাণ,

দেখি, রাম ! মনস্তাম মোর

পূরাও কি না পূরাও আজ।

(সংকট) —

যে পক্ষে মিশিতে আশা করি,

সে পক্ষে কেমনে বাধা দিব ?

কিন্তু, বাধা বই বাধা যে যা'বে না।

(প্রকাশে) —

হেহ, রাম ! লুপ্ত সংগ্রাম,

মত্তক না কাটি' তব কাটিব চরণ।

(শরত্যাগ)

রাম। — (বিহ্বল হইয়া) —

আর না — আর না, কান্ড হ'বে ;

অহো,

বাজিল লক্ষণ বাধা পায়।

তরনী। — বাবৎ প্রাণের বাধা না দৃষ্টিতে মোর,

ভাবৎ নিশ্চয়

বাধার উপরে বাধা দিব,

কোন কথা না শুনিব।

(পুনঃশরক্ষেপ)

রাম। — কি করি, কি করি,

অস্তির হইল অস্তি !

শিশু, কেলে দে রে ধমুর্দীণ,

পরিভ্রাণ দে আমায়।

তরনী। — পরিভ্রাণ না করিলে, নাহি পরিভ্রাণ।

প্রাণ নিলে প্রাণ পা'বে,

নহে তব প্রাণ যা'বে, রাম।

অস্তি যদি মোর থাকে ওই পায়,

দেখি

কে আজ তোমার রক্ষা করে।

রাম। — মানিলাম পরাজয় ; না করিব রণ ;

কিরিলাম নিজের শিবিরে ;

রাম নহে রাম অমুগতে।

তরনী। — যা'বে কোন পথে ?

বাম যদি নহে, তবে পালাও কি হেহ ?

পরিভ্রাণ-সেহ মোর না গড়িয়া তুমি

কিরিবার পথ কোথা পা'বে ?

সাক্ষী তব রাজা পা হু'বানি,

হের, রঘুমণি !

শরশিখা ভক্তের তোমার ;

হের এই, শরে শরে ছাটলাম পথ ;

কোন দিকে যা'বে যাও।

(ক্রতবেগে রামকে প্রদক্ষিণ করিতে

করিতে ঘন ঘন শরবর্ষণ)

রাম। — কোথা, তারা মহামায়া !

দেখা দে মা সঙ্কটসময়ে,

আকুল হইল প্রাণ ;

কেমনে এড়িব বাণ ভক্তের হৃদয়ে !

ভক্ত মোর পিতা মাতা, ভক্ত মোর প্রাণ,

ভক্ত বই কা'রো নই আমি ;

কটক কুটিলে হোর ভক্তের শরীরে

শেল-সম বাজে মোর বুকে,

কেমনে ভক্তের বুকে তবে

আপনি হানিব বাণ ।

কেমনে পাষণ হ'বে রাম !

মা গো, আমিও যে ভক্ত তোমার,

ভক্তবাণী রাখ, মা ভবানি !

ফিরা ফিরা তরণীর মন ।

দৈববাণী !—রঘুমনি !

তোমার তরণীসেন হইবে তোমার,

কা'র সাধা লজ্জা এ ঘটনা !

কর দান শ্রীপদে নির্দ্বাণ,

নহে ভক্ত শিশু বীর পাড়িবে অঙ্গাল,

স্বর্গ মর্ত্য দিবে রমাতল ;

রাম নাম-ভক্তি-মন্ত্রে

মন্ত্রপুত্র করি' যদি এড়ে মহাবাণ,

খান খান হইবে জগৎ,

ভষীভূত হ'বে জীবকুল ।

না কর বিলম্ব আর, প্রভু,

ব্রহ্ম-অস্ত্র এড় অচিরায়,

ব্রহ্ম-অস্ত্র বই—

তরণী না পাইবে নির্দ্বাণ ।

রাম !—অহো, পুন সেই ভয়ঙ্কর বাণী !

কি করি—কি করি এবে,

ভেবে নাহি পাই পথ ।

পূর্ণ হোক বিধাতার মনোপ্র,

পূর্ণ হোক মনোরণ ভক্তের আমার,

পূর্ণ হোক ভাগ্যালিপি ।

তরণী রে !—তরণী রে !

কাল পূর্ণ হ'ল তোমার,

এই বার—শেষ বার—

এক বার ভক্তিভরে

ডাকু তোমার গুরুদেব ।

তরণী !—জয় জয় রাই !

[উভয়ের যুদ্ধোদ্যোগ করিতে

করিতে প্রস্থান ।

(নেপথ্যে সৈন্ত-কোলাহল ও রণবাদ্য)

বেগে বিভীষণের প্রবেশ ।

বিভী !—হায় হায়, এ কি সর্বনাশ !

কি হ'ল—কি হ'ল,

গেল গেল প্রাণের তরণী !

রক্ষা নাহি আর—

মৃত্যু-অবতার অস্ত্র রামের ধনুক !

অহো, ব্রহ্ম-অস্ত্র !

আর যে উপায় নাই ;

গাই বাই,

দাঁড়াও দাঁড়াও, রাম,

অনুগতে মর্দ্যাত্ত ক'র না ক'র না,

দিও না দিও না পুনশোক !

এক ছেলে কেবল তরণী !

দাঁড়াও দাঁড়াও, রাম !

(বেগে গমনোদ্যোগ ও ভূতলে পতন)

নেপথ্যে !—জয় জয় রাম !—জয় জয় রাম !

বিভী !—(উপিত হইয়া)—

হায় হায় ! এ কি হ'ল,

এই ছিল—কোথা গেল তরণী আমার !

ধড় ছাড়ি' মস্তক লুতার !

হায় হায়,

কোথা গেলি তরণী রে !—

তরণী রে !—তরণী রে !—

এই কি রে ব্যাধুন্দ !

ওরে, কাকি দ্বিগুণে ভূলা'লি আমার,

কাকি দ্বিগুণে কোথায় পালা'লি !

আর বাপ, কিরে আর,

পিতা ব'লে ডাকু রে আমার,

অন্ধকার ত্রিসংসার,

হাহাকারে কালে প্রাণ ।

আহা,

প্রাণের কুমার, ভিখারীর সিঁধি,
কোথায় হারা'য়ে গেলি ।
বিধি ! এট কি হে ছিল মনে,
পুত্রধনে করিলে বকিত ।
সুকিত করিলে অশ্রুতার
নগনে আমার চিরতরে ।
কেন হে অমর বর দিলে,
বর নহে—এ যে অভিশাপ ।
পুত্রশোক !—অহো, নিদাক্ষণ পুত্রশোক—
সহিব সহিব চিরদিন !
মহাপাপী আমি,
তাই ভাগ্যে হেন বজ্রাঘাত !
উঃ ! সহ নাহি হয় আর,
তরনী !—তরনী !

(ভূতলে পুনঃপতন)

বেগে রাম ও লক্ষ্মণের প্রবেশ ।

রা.—হায় হায়, কি করিমু,
অহো, কি নিষ্ঠুর আমি !
লক্ষণ রে,
পুত্রহারা করিমু মিতায় !
ধূলায় লুটার মিতা,
নিদাক্ষণ ব্যথা দিমু প্রাণে !
ধিক্ ধিক্ শত ধিক্ মোরে,
কি ক'রে দেখাব মুখ,
কি ক'রে দেখাব বুক,
কোটি বজ্র এ বক্ষ আমার !
লক্ষণ রে,
মিত্র বিভীষণে তুই কর রে সাহুনা,
লক্ষা ছাড়ি' বাই আমি ;
উদ্ধত্যা বেজেছে বিষম,
উপশম করি তুষানলে ।
হী !—(উখিত হইয়া)—
রাম ! ভিখারীর তরনী কোথায় !
একবার দেখাও আমারে !

রাম—(বগত)—

হায় হায়, কি বলিব বিভীষণে !
কোথা, মৃত্যু, যে রে দেখা ;
রামশূন্য হোক ধরা !
মিত্রহতবাতী রাম !
ছি ছি, কি কাজ করিমু আজ !
নিদাক্ষণ অকরণ রাম !
বিভী !—সরমা ! সরমা ক'রে নিরে চল দাসে
একবার তরঙ্গীর পাশে !
শক্তি মোর নাই,
দাঁড়া'তে পারি না আর,
ওঃ, শোকের আধার !—দাক্ষণ আধার !
ধর হাত, বচুনাথ !
চল চল—
উঃ, গেল গেল !—বুক কেটে গেল !
রাম ! রাম !
ওই বুকি—ওই বুকি—
এল এল পুত্রহারা উম্মাদিনী !
সরমা !—সরমা !
চল চল, দুই জনে বাই—
তরঙ্গীর বুক ল'য়ে
যজ্ঞা জুড়াই সিদ্ধনীয়ে !
লক্ষণ !—শির হও, ধর্ম্মলীল !
তব সম মহাজ্ঞানী কি হেতু উত্তলা ?
কাল-লীলা কে হেলিলে পারের ?
বিভী !—সরমা !—সরমা ! চল চল ।
লক্ষণ !—কি হেতু বিভ্রান্ত এত,
আসে নি তো সরমা হেথায় ?
বিভী !—আসে নি !—আসে নি !
হা ! আসিবে কি ক'রে !
বুকি এতক্ষণে
পুত্রপ্রাণা গেছে পুত্র সনে !
বৈচেছে সরমা,
কিত, অভাগা অমর বিভীষণ
ভীষণ শোকাগ্নি জ্বালা—
ওঃ ! ওহো ! তরনী !—তরনী !

বেগে হুমুমানের প্রবেশ ।

হনু।—বিচিত্র ব্যাপার, শুভ্ ।

হেরি নাই কভু হেন অতুত ঘটনা !

তরণীর কাটা মুণ্ড রাম রাম বলে !

হের ওই, রঘুমণি !

[পটপরিবর্তন ।]

লক্ষ্মাপুরী—সমুদ্রতটে যুদ্ধক্ষেত্রের
প্রান্তভাগ ।

ইতস্ততঃ নিহত রাজস-সৈন্যগণ পতিত, মধ্য-
স্থলের এক পার্শ্বে তরণীসেনের ছিন্নদেহ
ও অপর পার্শ্বে ছিন্নমস্তক স্তুতিত ।

বিভী।—তরণী রে !—এ কি—এ কি !—
হা তরণী !

(ভূতলে পুনঃপতন)

রাম।—উঠ, মিত্র ! অম্মা কর যোরে ।

বিভী।—(উখিত হইয়া)—

রাম ! পুত্রহারা বিভীষণ

জীবন হারায় কিসে,

ব'লে দাও সে উপায় !

রাম।—ছি ছি, কি নিষ্ঠুর আমি !

তরণীর ছিন্নমুণ্ড।—এ কি কথা, গুরুদেব !

ভক্তের দয়াল তুমি ;

নিষ্ঠুর হইলে, আশা পূর্ণ হইত না মোর ।

নিষ্ঠুর নিষ্ঠুর বসি'

কেন নিল আপনায়ে, প্রভু ?

ব'ল না ও কথা আর,

বড় বাজে ওঠাগত প্রাণে !

মরিবার কালে ও কথা শুনিলে,

মরণেও সুখ নাহি হ'বে,

বড় খেদ র'য়ে যা'বে মনে ।

প্রেমময় রাম ! প্রেমরূপে কাঁড়াও সমুখে,

দেখিতে দেখিতে প্রেম ছবি

প্রেমধার শ্রীপদে মিশাই ।

লক্ষ্মণ।—ধস্ত ধস্ত ভক্ত বীর !

রাম-ভক্তি বৃদ্ধির নিধান

তুমিই বৃদ্ধিলে বিশ্বমাত্রে ।

আহা, হেন বীর দেখি নাই,

আত্মপ্রাণ দিয়া, রামের মহিমা বাড়াইলে,

অশ্রুর্ক ভক্তির কীর্তি ত্রিলোকে রাখিলে।

অনন্ত অনন্ত কাল তরে ।

হনু।—আহা,

না কেন এ ভক্ত বীরে কত গালি দিমু !

অজ্ঞান অধম আমি,

ঠেই সে করিমু হেন পাপ,

পরিভাণ র'য়ে গেল মনে !

আমি শ্রীরামের ভক্ত বলি' বুধা দর্প করি,

দর্প চূর্ণ করিল তরণী ;

ভক্ত-শিরোমণি শিশু বীর ;

নতশির হইমু লজ্জায় !

কহ, মহাভক্ত শিশু,

কোন তপস্তার ফলে হইলে তরণী ?

আমিও সে তপ করি'

জন্মিব তরণী হ'য়ে নিশাচর-কুলে ।

তরণীর ছিন্নমুণ্ড।—রাম-নাম মহাতপ ।

হনু।—জয় জয় রাম !

বিভী।—তরণী রে, হেন রামভক্ত হ'য়ে,

দিয়ে গেল হেন নিদারুণ পুস্ত্রশোক !

তরণীর ছিন্নমুণ্ড।—পিতা !

কেন কাদ মোর তরে ?

আমি তো মরি নি ।

মায়া-জাল ফেগে দিয়ে

দেখ চেয়ে স্থলস্থলভেদ ;

পিতা ! জন্মমৃত্যু নাই,

স্থলস্থলভেদাভেদ শুধু ;

স্থল ছিদ্র, স্থল এবে আমি ।

বিশ্বধামী রামের চরণে

দেখিতে পাইবে যোরে এবে,

কেন ভবে পুস্ত্রবিয়োগের শোক ?

মহাজ্ঞানী তুমি,

হের হের জ্ঞান-চক্ষে—

‘মিসাই রামের রাঙা পাঁর ।

ওরদেব রাম ।

দাও লিরে রাঙা পদ ;

ওই পদ বর্গীয় সম্পদ যোজনদ ।

রাম ! রাম ! রাম !

রাম।—পূর্ণ হোক ভক্তের বাসনা ।

(সহসা জ্যোতিঃপ্রকাশ ও

তরণীসেনের মৃত্যু)

বিভী।—হার হার, এ কি হ’ল—এ কি হ’ল,

গেল গেল তরণী আমার !

তরণী রে ! তরণী রে !

(ভূতলে পুনঃপতন)

রাম।—শীত হও, জ্ঞানিবর !

বিভী —(উখিত হইয়া)—

অহো, আর সহিতে পারি না ।

পুত্রশোক দারুণ বস্ত্রণা !

হা মৃত্যু ! পিতারে ভুলিয়া পুত্রে নিলি ।

আমারেও নে রে স্বরা ;

পুত্রহার প্রাণ ধরা জীবনে মরণ ।

রাম।—কেন, মিত্র ! এত বেদ ?

নাহি ভেদ তোমার আমার ;

যেই রাম, সেই বিভীষণ,

যেই বিভীষণ, সেই রাম ।

কর্মফল কে করে অভ্রাণ ?

বা’ হ’বার তা’ই হয়,

বিপর্যায় নাহি হয় তা’র । -

হে অমর ! কার্য্যে করি’ তর,

কার্য্যক্ষেত্রে রহ চিরকাল ;

যুগে যুগে ভবকার্য্যে নিজ কার্য্য বুজি’

ভুঞ্জহ অমর প্রাণ ।

বিভী।—সবি বৃষ্টি, তস্কর হরি !

কিছু, আজ পুত্রহার প্রাণে

মৃত্যু বই কিছু নাহি চাই ।

রাম।—“সামূর জীবন মৃত্যু একই সমান ।”

কেন তবে হেন আশা ?

নিজ পুত্রমুখে শুনিলে তো—

জন্মমৃত্যু নাই ;

পুত্রবাণী কর জপমালা ।

পবনকুমার !

তরণীর পুত মৃত কার

ল’য়ে চল সমুদ্রের তীরে ;

সমুদ্রে আমার করহ সৎকার শাস্ত্রমতে ।

আমি রে ভিখারী বনবাসী,

এবে, তরণীর চিতা-ভস্ম মাঝিবে শরীরে

ঘুচা’ব ভিখারী নাম,

তরণীর চিতাভস্ম রামের মুকুট ।

হনু।—ত্রেতার অদ্বুত রামলীলা !

[তরণীসেনের মৃতদেহ লইয়া

সকলের প্রস্থান ।

যবনিকাপতন ।

সম্পূর্ণ ।

খোস্গল্প ।

১ যোড়ার ডিম, ২ কুপোকাৎ, ৩ পাঁচ ঝাঁটা, ৪ ষোল-
বছুরী পেত্নী, ৫ আছরে ছেলে, ৬ রসগোল্লা,
৭ গাঁজেল গদা, ৮ এ মেয়ে পুরুষের বাবা,
৯ টাকার তোড়া, ১০ নতুন বৌ,
১১ বোকা শিবে ।

খোস গল্প ।

১—ঘোড়ার ডিম ।

নাইকো রাত্রি, নিবিয়ে বাতি, উষা সতী এল ।
 মলিন মুখে, মনের দুখে, আঁধার চ'লে গেল ॥
 ভূমিমায়া, রাঙা জামা, প'রুলো টেনে গায় ।
 রাঙা চোকে, থেকে থেকে, পাহাড় পানে চায় ॥
 এমন কালে, তমাল-ডালে, ডাকুলো কোকিল-দল ।
 পালক নেড়ে, ফেলচে ঝেড়ে, নিশির শিশির জল ॥
 মুখটি চাকা, মটর-চোকা, কুটরে-পেঁচার পাল ।
 ঠোকর-ভয়ে, মুকোয় গিয়ে, খেয়ে কাগের গাল ॥
 কুলের বধু, প্রাণের ব'ধু, ছেড়ে সকাল বেলা ।
 আলসে পা, ট'লচে পা, চ'লচে চাঁদের মেলা ॥
 বো-কথা-ক পাখী বলে,—“ও বো কথা ক ।”
 ঘোমটা খুলে, মুখটি তুলে, বো হ'চ্ছে ধ ॥
 কুলের বালা, এঁটো থালা, মাজতে চলে বাটে ।
 মুখটি হেঁটে, চাপড়ে পেটে, কেউ বা চলে মাঠে ॥
 কেউ বা চলে, হেলে হুলে, কলসী নিয়ে কঁাকে ।
 কেউ বা জলে, আন্তে ওলে, ভয়টা বড় পাকে ॥
 ডাড়া ভাড়ি, ছড়াইড়ী, গিন্নী নিয়ে করে ।
 গোবর গুলে, ফেলচে ঢেলে, বাড়ীর উঠান
 ভ'রে ॥
 আমের পাতা, সুতোয় গাঁথা, হাতখানেকের নল ।
 হ'কোয় দিয়ে, চোক বুজিয়ে, টাম্বে বুড়োর
 দল ॥
 আপিস কামাই, নতুন জামাই, সকাল হ'লো
 বেধে ।
 বা'বে কি না, ভাবচে নানা, হাতটি গালে রেখে
 লাহেব বেটা, বড় ঠেঁটা, ক'রবে জরিমানা ।
 কেমন্ ক'রে, প্রিয়ের তরে, কিন্বে তবে সোণা ॥
 বা' হয় হ'বে, হ'রে বা'বে, সাহেব ধারে কাজ ।
 তা' বলে কি, প্রাণের প্রাণে, ছাড়তে পারে
 আজ ? ॥

লাঙল কাঁধে, সরল চাষা, বলদ জোড়া তেড়ে ।
 চলচে মাঠে, চ'বতে লাঙল, গড়ুক-ধোয়া ছেড়ে ।
 রাখাল ছেলে, খেলে খেলে, তাড়িয়ে চলে গরু ।
 ধীর সমীরে, ন'ড়চে ধীরে, শিশির-মাখা তরু ॥
 এমন কালে, গ্রামের পাশে, বড় পথের ধারে ।
 নফর ব'লে, একটি ছেলে, ব'সুলো ধীরে ধীরে ॥
 যেখানে সে, ব'সুলো এসে, অশোদ-তলা সেটি ।
 ষষ্ঠীতলা, বলে তা'রা, বা'দের বেটা বেটা ॥
 ককী-ছড়ী, হুঁকুর হুঁকুর, হুঁকুচে নফর ব'সে ।
 সা-রি-গা মা, ওগো ও মা, তানু ছাড়চে ক'সে ॥
 গরিব লোকের, ছেলে নফর, নাইকো টাকা কড়ি ।
 হুপুঝবেলা, ভাতে পোড়া, সকাল বেলা মুড়ী ॥
 মোটা মুক্তি, তা'ও গো ছেঁড়া, গাম্‌ছাখানা কাঁধে ।
 ষষ্ঠীতলায়, সকাল বেলা, বাগের গরু বাঁধে ॥
 আজকে এসে, খোঁটায় ক'সে, বেঁধে ধবলী গাই ।
 ছায়ায় ব'সে, জিরেনু নিয়ে, গান গাচ্ছে তাই ॥
 ভোর-উঠুনে, মানুষ কত, সে পথ দিয়ে যায় ।
 এক্ এক্ ক'রে, কাঙাল নফর, সবার পানে চায় ॥
 ব'লদে চলে, বলদ নিয়ে, হলদে চাদর শিরে ।
 বলদ চলে, বাড়িটি নেড়ে, ঘণ্টা নড়ে ধীরে ॥
 মাথনা জেলে, হুমকে চলে, পাকুনা নাড়ে মাছ ।
 ক্লাস্ত হ'য়ে, নামায় ঝোড়া, যেখায় ষষ্ঠীগাছ ॥
 মুগেল-পোনা, কাংলা-ছেনা, পারদা, চাশা, কই ।
 খড়্কে বাটা, থলুমে, লেঠা, চুনো, পুঁটী, কই ॥
 নফর বলে, “মাথনা দাদা ! এই কইটে কত ?” ।
 মাথনা বলে, “থাক না, দাদা ! রাখ না জারী
 যত ॥”
 নফর বলে, “ধারে চলে, কত হাওলা হাতী ।
 কইটে দিতে ডরাস্ কেন ? নাই কি বুকের
 হাতী ? ॥

এই মাছটা ধারে দে না, পরমা দেবো কাল ।
মাথনা বলে, “কি দে খাবি ?—যরে আছে

চাল ? ॥

যে বা বলে—যে বা করে, সইতে সকল পারি ।
কাঙাল-পুতের ঘোড়া-রোগ, সইতে কেবল

মারি ॥”

এরূপ কথা, শুনে ব্যথা, কার না মনে হয় ? ।

ব্যথা পেয়ে, কষ্ট হ’লে, নফর তবে কয় ॥—

“কি বলিল তুই,—মাছ বেচে কি এত বড়াই
ভোর ।

টাকাটাকের মাছের ঘোড়ায় হাজার টাকার

জোর ? ॥

‘কাঙাল-পুতের ঘোড়া-রোগ ?’ আচ্ছা দেখা
যাবে ।

পারি কি না চ’ড়তে ঘোড়া, কাল দেখতে

পাবে ॥

হা দেখ, যদি তা’ না পারি, আমার খুড়ী থাকু ।

ভোরি কাছে, দশ হাত জমী, মেপে য’বে

নাক ॥”

রাগের চোটে, জলে উঠে, ককী-ছড়ী ঝুঁকে ।

গাইটে খুলে, ধোঁটা তুলে, নফর চলে রুকে ॥

পোরাল-ঘরে, গরু বেঁধে, বেরিয়ে চলে ফের ।

সেইখানেতে, সেইখানেতে ঘোড়া আছে ডের

চললো নফর, দিতে খবর, ঘোড়াগুলার কাছে ।

সস্তানবরের একটা ঘোড়া আছে কি না আছে ॥

ঘোড়াগুলো বলে তা’রে, “তিন শ’ টাকা দাম ।”

দামটা শুনে নফরচাঁদের উল্লে পড়ে যাম ॥

কি বলে যে ভবাব দেবে, ঘোড়াগুলার ভাবে ।

পথ না পেয়ে, দ্বিষ্ট হ’য়ে, ফিরে এল বাসে ॥

‘কাঙাল পুতের ঘোড়া-রোগ’, মাথনা বলে

গেছে ।

নফর ভাবে, “তা’ই সত্যি, আমার বড়াই মিছে ॥

তা’ হ’বে না—তা’ হ’বে না—চ’ড়বে আমি

ঘোড়া ।

না হয় কিছু দেরি হ’বে, ধ’রবো টেনে গোড়া ॥”

মনে মনে এরূপ ভেবে, ছেঁড়া চাটাই পেতে ।

রইলো ওয়ে নফরচাঁদ; উঠলো নাকো খেতে ॥

মা এসে তা’র, বলে তা’রে, “আছে পাড়াভাত

শুন নকা দিয়ে খা রে, কেটে কলার পাত ॥”

অনেক দূরে, ঘুরে ঘুরে, দ্বিগুণ বিদেয় চোটে ।

তিন মিনিটে পাড়াভাত নফরচাঁদের ওঠে ॥

খোরা-ভরা টুকু আমানী এক চুমুকে খায় ।

পিলে-পেটা নফরচাঁদের পেট উঠলো তা’র ॥

খাওয়া হ’ল, বিদে গেল, ঠাণ্ডা হ’ল প্রাণ ।

কোন কিকিরে চ’ড়বে ঘোড়া, আবার করে ধ্যান

ভেবে ভেবে দিনুটে গেল, রাত্রে ক্রমে এল ।

নফরচাঁদের ঘোড়া-চড়া-ভাবনা নাহি গেল ॥

ঘোর ভাবনা, ঘুম হ’ল না, এ পাশ ও পাশ করে

রাত পোছা’ল, ফরসা হ’ল, উঠলো নফর ভোরে ।

সকাল বেলা নফর উঠে,

গামছাখানায় কোমর এঁটে,

ঘরের ভিতর ধীরে ধীরে গিয়ে ।

নামিয়ে ক্রমে হাড়ীর কাঁড়ি,

বা’র ক’রে সে তাড়াতাড়ি,

একটা টাকা, শুজলোটে কে নিয়ে ॥

আবার আগের মতন ক’রে,

সাজিয়ে হাড়ী পরে পরে,

বেরিয়ে এল ঘরের ভিতর থেকে ।

মাসেক ধানেক খেটে খুটে,

বাড়ী বাড়ী বেচে ঘুটে,

সেই টাকাটি জমিরেছিল চুপে ॥

রক্ত-ওঠা প্রাণের টাকা,

পাখি লেখা রূপোর টাকা,

বাটি রূপো, খাদ-মিশ্রনো নয় ।

এখন কিত চোদ আনা,

চাঁদীর টাকা বোল আনা,

চড়া করে বিকোয় ভারতময় ॥

তখন রাজা ছিলেন যী’রা,

তা’দের ছিল আর এক ধারা,

তেমন ধারা এখন বল কই ? ।

সে দিন এখন ঘুছে গেছে,

মৃত গেছে, শুভি আছে,

টুকু পরশে ছপ হ’য়েছে দই ॥

সেই টাকটি নিয়ে নফর, হেঁটে অনেক বাট ।
 তপুর বেলা প'ড়লো গিরে, বদিবাটার হাট ॥
 মেটো পথে হেঁটে হেঁটে, টাটিয়ে গেল পা ।
 নাকে চোকে চুলে ধুলো—বুলো মাথা গা ॥
 ধুলোর কাঁড়ি ফুঁড়ে ফুঁড়ে, পায়ের রোঁয়া ফোটে ।
 জল-পিয়াসে শুকনো গলা, যুখে ফেঁকে। ওঠে ॥
 হাটের পাশে একটি পুকুর, কাকচক্ষু জল ।
 পানকৌড়ী ডুবচে জলে, ভাসচে হাঁসের দল ॥
 গলা-জলে বালি জলে, এমনি পরিকার ।
 উঁচু পাড়ে তালের গাছ, নীচে বাসের ঝাড় ॥
 চাপা, চাটিম, কনাই-বাঁশা, রামরস্তা তরু ।
 কাক কলা পাক ধরেচে, কাক কলা সফ ॥
 শেরাকুলের কাঁটা ঝাড়, পাকা শেরাকুল ।
 কোন্‌খানে বা হলধে পারা শেরাকুটার ফুল ॥
 কোন্‌খানে বা বাব্বা গাছে বেরিয়ে আছে আঠা ।
 কোন্‌খানে বা চেঁচায় পাঁটা, চিবিয়ে ফুলের কাঁটা ॥
 সেই পুকুরে ধীরে ধীরে, নফর গিয়ে ওলে ।
 হাত পা ধু'রে, পামছাখানা ভিজিয়ে নিলে জলে ॥
 উজ্জ্বা ক'রে, পেটটা ভ'রে, খেয়ে নিলে জল ।
 হুবল গায়ে আবার যেন পেলো দ্বিশপ বল ॥
 যাটে উঠে, বকুল-তলায় ব'সে খানিক ক্ষণ ।
 কি ভাবতে লাগলো নফর হ'য়ে অচল মন ॥
 এমন সময়, একটি বুড়ী,
 মাথায় ক'রে শাকের বুড়ী,
 হাতে ধ'রে ভাঙা নড়ী, এলো পুকুর-যাটে ।
 মহলা-মোটা-কাপড়-পরা,
 পাকা চুলে ইকুন জরা,
 হাড় জিলজিল, চামড়া সারা, ভাত নাইকো
 পেটে ॥

আন্তে বুড়ী নেবে জলে,
 হাত বাড়িয়ে কল্মী ভোলে,
 নফর তা'রে ডেকে বলে, "ক'র পুকুর পো
 এটা ?" ।

"অটল বাবুর" বুড়ী বলে ;
 নফর বলে, "সে কা'র ছেলে ?"
 বুড়ী বলে, "ডাকুসাইটে পটল সিঙের বেটা ॥

কত যে তা'র হাতী ঘোড়া,
 কত যে তা'র টাকার ডোড়া,
 কত যে তা'র পান্ডী, গাড়ী, তিসেব নাইকো তা'র ।
 কত যে তা'র সোণা দানা,
 বাগ-বাগিচে বালাধানা,
 চিড়িরেখানা, নবোংখানা, সেপাই, পাইক, আর ॥
 সকাল বেলা, সন্ধ্যা বেলা,
 ঘোড়দোড়ের রাজী খেলা,
 লাগায় বাবু ঐ ও দিকের মাঠে ।
 এক একটা পাগুলা ঘোড়া,
 মোয়ার কলে লাগায় তাড়া,
 নোকুনোকে বদিবাটির হাটে ॥
 পরন্ত আমি ওই দিকেতে,
 সন্ধ্যা বেলা যের বেতে,
 অটল বাবুর একটা ছানা ঘোড়া ।
 আমার দিকে ছুটে এসে,
 চাঁট মেরেচে পায়ের ক'লে,
 গাট ফুলেচে যেন পাকা ফোড়া ॥"
 বুড়ীর কথা নফর শুনে,
 ভাবলো তখন মনে মনে,
 "এ বার আমার পূর্ববে মনের আশ ।
 অটল বাবুর আন্তাবলে,
 বাচ্চা ঘোড়া যদি মেলে,
 পালবো তা'রে ধাইয়ে দানা ঘাস ॥
 ঘাস কএকে হ'বে বড়,
 মজা ক'রে ঘোড়া চড়,
 মাথনা শালা থক হ'য়ে যাব'বে ।
 সাম্নে তা'রি ঘোড়ায় উঠে,
 মাঝে চাবুক শালার পিঠে,
 যেমন ক'য় তেমি ফল সে পা'বে ॥"
 এই রকমে নফরচাঁদ,
 মনে মনে বালির বাঁধ.
 বাঁধলো ক'সে আশার সাগর-জলে ।
 "মিতিহাতা গণেশ" বলে,
 সেখান থেকে গেল চ'লে,
 অটল বাবুর সখের আন্তাবলে ॥

মস্ত ফটক, রঙের চটক, আত্মাবলের গার ।
গাড়ীখানা, ঘোড়াখানা, সারি সারি তার ॥
খাটিয়া পেতে, নেশার মেতে, সহিস কচুমান ।
কঁয়াকোর কঁয়াকোর বাজিয়ে সারঙ, ছাড়্‌চে

নাকী তান ॥

কেউ বা বলে দিচ্ছে ড'লে ডেকী ঘোড়ার পা ।
কৌকের কাছে হাতটা গেলে, ছুড়্‌চে ঘোড়া পা ॥
হুই দিকে হুই খোঁটা গাড়া, মাঝখানেতে ঘোড়া ।
খোঁটার বাঁধা মোটা দড়া, ঘোড়ার মুখে জোড়া ॥
কেউ বা জলে চেরেট বন্দী ফিটন পাড়ী ধোর ।
কেউ বা খেটে, দড়ার খাটে আশ মিটিয়ে শোর ॥
এমন কালে আত্মাবলে নফর উপস্থিত ।

জোড়া জোড়া কত ঘোড়া দেখে তুট্‌চিৎ ॥
কোচমানেদের ধীরে ধীরে নফর তখন বলে ।—
“একটি টাকা দেবো, দেবে বাচ্চা ঘোড়া খুলে ॥”
উঠ্‌লো হেসে, কেসে কেসে, সহিস, কচুমান ।
পাগুল ব'লে, তাড়িয়ে দিলে, বড় অপমান ॥
নফর তখন, লজ্জা পেয়ে, হুথিত হ'য়ে মনে ।
সেখান থেকে চ'লে গেল, শেষে হাটের পানে ॥
থেতে থেতে ভাব্‌লো চিত্তে, “দর বজ্জ চড়া ।
ছানা ঘোড়াও কেনা দায়, হার রে বড় ঘোড়া ॥
তিন শ' টাকা বড় ঘোড়া, নিদেন পক্ষে কড়ি ।
বাচ্চা ঘোড়ার সাঁচ্চা দাম, কোথায় টাকা কড়ি ॥
একটি টাকা ভরসা আমার, ঘোড়া কিনি কিসে ।
মাথ্‌না শালা জিত্‌লো বুঝি, হারহু আমি শেষে ॥
তা' হ'বে না—তা' হ'বে না—চ'ড়্‌বো আমি
ঘোড়া ।

ছাড়্‌বো নাকো কঠিন পণ, দেখ্‌বো আগা
গোড়া ॥
নাই বা হ'ল বাচ্চা ঘোড়া ?—কিসের ক্ষতি
তা'র ? ॥

আজ হ'ত,—নয়, বছর পরে, চ'ড়্‌বো ঘোড়ার
পায় ॥

তিন শ' টাকা বড় ঘোড়া, বাচ্চা ঘোড়া কড়ি ।
নিদেন পক্ষে একটা টাকা, ঘোড়ার ডিমের কড়ি ॥
হাটে গিয়ে, বেছে বেছে কিন্‌বো ঘোড়ার ডিম ।
রাখ্‌বো তা'রে, বহন'ক'রে, দেখ্‌বো প্রতিদিন ॥

হুত্বে বখন, আমার তখন, আশার সুসার হ'বে ।
বাস থেয়ে সে বড় হ'রে আমার পিঠে ব'বে ॥
সাধলে পরে, সিজি ঘটে, যিকো নয় সে কথা ।
একটি টাকার এবার আমার, হুত্বে মনের ব্যথা ॥

এরূপ ভেবে মনে মনে,
নফর চলে হাটের পানে,
গাঁটের টাকা আছে কি না, দেখে টিপে, টিপে ।
টিপে দেখে, আছে টাকা,
থাক্‌বেই ত, বাঁধন পাকা,
আহ্লাদেতে নফরচাঁদের বুকটো উঠে ফেঁপে ॥
হাটে গিয়ে ঘুরে ঘুরে,
সকল রকম হোকানদার,
জিগেস করে নফরচাঁদ, “ঘোড়ার ডিম কি আছে ?”
তা'রা বলে, “আরে ম'লো,
কোথেকে এ পাগল এলো ?
আরে গেলো, কেটা এটা ? থাকে কি এ গাছে ।
পালা পালা” ব'লে তা'রে
ধমক দিয়ে তাড়ায় দূরে,
ধমক শুনে, চমক লেগে, পালায় নফরচাঁদ ।
এক হোকানী তা'রে দেখে,
মনে মুখে তফাৎ রেখে,
উপাজনের ফিকির পেয়ে, পাতলো ফাঁকির ফাঁদে
কাছে ডেকে নফরচাঁদে,
কর সে কথা ছাঁদে দে,
“আরে বাপু ! ঘোড়ার ডিম কি মেলে যেথা
সেথা ? ॥

আমার কাছে ক'টা ছিল,
অনেক দরে বিকিয়ে গেল,
একটি আছে বাছাই করা, টাকা শুক্‌নো পাতা ॥
সত্য বল আমার কাছে,
ক'টি টাকা সঙ্গে আছে ।”
নফর বলে, “হোহাই কালী, একটি টাকা খালি
বলে তবে হোকানদার,
“বেচা দেখি হ'ল ভায়,
যৌনি বেলা মূলে হাঝ, লাফের মুখে কালি ॥

এক এতু ডিমের হ' হ' টাকা,
খাভায় আমার আছে লেখা,
এক টাকাত্তে দেবো কেমন ক'রে ?
আচ্ছা, তুমি শোনো দেবি,
পাঁচটি টাকা রৈল বাকী,
মেন ক'রে কালকে দিও মোরে ॥"
দোকানদারের কথা শুনে,
নফর ভাবে মনে মনে,
"এক টাকাত্তেই সারবো আমি কাজ ।
কালকে আমার পাবে কোথা ?
মুখে থাক ওর মুখের কথা,
পাওনা দেনা চুকে যাবে আজ ॥
এখন আমি ফাঁকি দিয়ে,
এক টাকাত্তে ডিম্‌টে নিয়ে,
মজা ক'রে বরে চ'লে যাই ।
'হাটের সীমে হ'লে পার,
কি ক'বে এ দোকানদার ?
পাওনা দেনা সবি চুলোর ছাই ॥"
এইরূপে সে নফরচাঁদ,
মনে ভাবে পাত্‌মু ফাঁদ,
কবি বলে, তারের ফাঁদে এ যে স্ত্রীর ফাঁদ ।
কালনিমের সে লক্ষা-জাগ,
নফরচাঁদের ভেঙ্গি ভাগ,
পাথর ভেবে প্রবল স্রোতে ধস্কা বালির বাঁধ ॥
নফর তখন বলে, "দেখ,
আমার কথায় আছা রেখো,
পাঁচটা টাকা কাল দে বা'ব,ফেলে হাজার কাজ ।
আমার কথা মিথ্যে নয়,
আস্‌বো আমি সুনিস্‌চর,
হোক না কেন ঝড় বৃষ্টি, পড়ে পড়ুক বাজ ॥"
দোকানদারের মনের ভাব,
দিক্ বা না দিক্, যথা লাভ
"তাল ভাল—কালকে দিও" এই কথাটি বলে ।
নফরচাঁদে বলে ক'রে,
দোকান-ঘরে বসিয়ে থরে,
ফিকির ক'রে পাশের ঘরে স্বরায় গেল চ'লে ॥

একটা পচা কুমড়ো নিয়ে,
তলে ক'রে চূপ মাধিরে,
আগুনতাত্তে শুকনো ক'রে,ঝুড়ীর ভিত্তর রাখি ।
নীচে উপর চারি পাশ,
সাজিয়ে দিবে শুকনো ঘাস,
বাছা বাছা শুকনো পাতা তা'র উপরে ঢাকি ॥
ধীরে ধীরে ঝুড়ী ধ'রে চতুর দোকানদার ।
মুখ বিচিয়ে বেরিয়ে এল, ঝুড়ী ঘেন ভার ॥
ধীরে ধীরে পাতা খুলে,
ডিম্‌টে দেখায় হাতে তুলে,
নফর দেখে মুগ্ধ বলে, "মস্ত খোড়ার ডিম্ !" ।
টাকা খুলে কাপড় হ'তে,
দিলে দোকানদারের হাতে,
দোকানদারের সবটা লাভ, বড় শুভ দিন ॥
বলে তখন দোকানদার,—
"খুলো নাকো ঝুড়ী আর,
নামিও নাকো মাটার'পরে,উপ'রে রেখো তুলে ।
তবেই এ ডিম্‌ জুইবে ভরা,
চ'ড়'বে তুমি আচ্ছা খোড়া,
গ'ড়'বে চাবুক, মারবে এরে, এরি ল্যাভের
চুলে ॥"
দোকানদারের পরামর্শে,
নফর মুখের সরে ভেসে,
ডিমের ঝুড়ী মাথায় ক'রে চ'ললো বরাবর ।
অনেক দূরের লম্বা পাড়ি,
তবে নফর পাবে বাড়ী,
পাকা ছ' কোশ হেঁটে হ'ল ক্রান্ত-কলেবর ॥
জুন্‌লো রবি, মক্কো হ'লো,
বাসায় ঢোকে পাখী গুলো,
এমন কালে একটা গায়ে নফর প্রবেশ ক'রে ।
রাখতে বারণ জু'য়ে ঝুড়ী,
বাড়ের ব্যথা বাড়াবাড়ি,
কাজে কাজে তাড়াতাড়ি ডিমের ঝুড়ী ধ'রে ॥
একটা লাউয়ের মা'চার'পরে,
রাখলো তখন ধীরে ধীরে,
ব'ল্লো জু'রে নিশেপ ছেড়ে,ঝুড়ীর পানে চেয়ে ।

লাউয়ে ভরা লাউয়ের বাঁচা,
অনেক কালের বধা-পচা,
ডিমের খুড়ী বড় ভারী, উটে পড়ে ভুঁয়ে ॥
ধপাস্ ক'রে শব্দ হ'লো,
একটা শেরাল মুকিয়েছিলো,
চমকে উঠে পালিয়ে গেলো, মাঁচার ডলা ছেড়ে ।

অমনি নকর লাফিয়ে উঠে,
"ঘোড়ার ডিম্বে যে গেল হুটে,
ঐ যে ঘোড়ার বাচ্চা ছোট্টে, ব'লে ছোট্টে তেড়ে
কবি বলে, চিত্রবাক্য যা'র পক্ষে নিম্ন।
নকরচাঁদের মতন তা'রো ভাগ্যে .
ঘোড়ার ডিম্বে ! ॥

২—কুপোকাৎ ।

সন্ধ্যা হ'ল ডুবে গেল রাতা রঙের রবি ;
পূব্ আকাশের একটি পাশে উঠলো সাতা
চাঁদ ।
শাধা-কাল-রঙ-মাথানো সন্ধ্যা রাণীর ছবি,—
শাধা টানা—কালো পোড়েন হাতের বোনা
কাঁদ ॥
ঘোমটা খুলে, মুখটি তুলে পুকুর-ভরা জলে
হেসেছিল সরোজবালা রবির পানে চেয়ে ;
অবিরত ঠাট্টা কত ঘোমটা-নাড়া-ছলে
ক'রেছিল কুমুদীয়ে সুখের সময় পেয়ে ॥
যা'র পরবে পরবিণী কমলিনী ধনী,
এখন তো তা'র নাইকো দেখা, একা হুখে
কাঁদে ।
কাজেই এখন সময় পেয়ে কচি কুমুদিনী
পদ্মিনীয়ে ঠাট্টা করে খাটামাথা ছাদে ॥
কুমুদিনীর কচি মুখে কচি হাসি খেলে ;
কমলিনীর বুকে যেন ফুটেছে বিবের শলা ।
বাতাস লেগে, রেগে রেগে, ব'লছে যেন হলে,—
"ধাক্ লো ওলো কুমুদি ছুঁ ডি ! দেখবে
সকাল বেলা ॥"
কবি বলে, মেয়েছেলের এক জায়গায় থেকে,
এমন ক'রে ঝগড়া করা সাজে কি গো ?—
ছি ছি ।
তোদের কাছে ঐ বউড়ী ঝগড়া করা শিখে,
বিবানিশি করে কেবল ঢেঁকির কচকচি ॥

এই—সন্ধ্যা বেলায় গোপালপুরের মাঝের
পাড়ার মাঝে ।
ছোট—মুন্ডির দোকান একুটি, তা'তে কাঁপ
বন্ধ আজ ॥
সেই—দোকানখানির দোকানদারের নামটি
গউর মাপ ।
তা'র—গড়ন ছোট, বেঁটেবেঁটে, গালে তিলের
দাগ ॥
ভাল—গোব্ জোড়াটা, বুকের পাটা, হাতের
গুলি মোটা ।
তা'র—চম্ হ'টি, ছোট ছোট, কিন্তু যেন
ফোটা ॥
আজ—ন' দিন ধ'রে অর হ'য়েছে, কেই বা
বা'বে হাট ? ॥
আজ—বন্ধেরকে কেই বা বেচে ?—বন্ধ
দোকান পাট ॥
ছিল—বা' কিছু তা'র দোকান-ঘরে, আগের
হাটের কেনা ।
সবি—বিকিয়ে গেছে, কেবল আছে, পাম্বলা
খালি থালা ॥
লোকটা ভাল গউর মুদি, গায়ের লোকে বলে ।
যে যেমন, তা'র মাক্ রেবে, শাধা চালে চলে ॥
ধর্মভীরু গউর মুদি ঠিক হিসেবে থাকে ।
পাকীর ওজন ব'লে কাঁচী, ঘের মা গউর কা'রে ।

এল বেঁচেছি—ক'বে মোটি—একটি কথাই দর।
কিনতে ইচ্ছে ত'লে কেনো ; নইলে চল বর ॥

অল্লাহ লাভে গউর আবে, "এতেই আমার ঢের।
কাজ কি আমার কাটা কাড়ী ?—কাজ কি কমী

সের ? ॥

কাজ কি আমার জুওকুরি—কাজ কি
ঠোঁড়া টোপা ? ॥

কাজ কি আমার পচা জিনিষ, উপর ভালর
চাপা ? ॥

দুগুণে চললে পরে কয় হবে খাতি ।
ক'সকে খাবে পাণের গেরো, ছাড়বে যমে
লাহি ॥"

এ সব গুণে গাঁয়ের লোকে ভাল তা'রে কয় ।
কাজেই গউর মুদির ভাল রোজগারটাও হয় ॥
গউর নাগের ছোট ভাটী অল্প গাঁয়ে থাকে ।
জর স্তনেও সে আস্তে নারে বেচা কেনার
পাকে ॥

গউর নাগের গড়ন যেমন, ছোটটিরো তাই ।
খোক ছোড়াটি নতুন কেবল, তিলটি গালে নাই ॥
বড়র বহেস বড়র তিরিশ, বড়র পঁচিশ ছোট ।
ছোট বেনী দিন-খাটুনে, বড় কিছু মাটো ॥
গউর বড়, নিতাই ছোট, ছাটিই মানুষ বেশ ।
দুই ভেরের শাখাশিখে চাল চলন আর বেশ ॥
নিস্তারিনী নামে নারী, গউর নাগের জায়া ।
ওপের কথা বলব কি তার ?—কাঁয়ার যেন
ছায়া ॥

বরষ হ'বে বছর কুড়ি, গোছাতরা চুল ।
রূপের কথা বলব কি তার ?—টাক্কা ফোটা
ফুল ॥
নিটোল গড়ন, হুডোল চলন, কয় সে ধীরে কলা ।
পতির সনে মুখে থাকে, নাইকো সতীন সত্য ॥
সঁরল জাঁখি, হাজুম্বা, ছলচাতুরীহীনা ।
ক'বজুড়োনো গলার আওয়াজ, সাজে যেন বীণা ॥
রূপোর তারিফ, পইচে, নোভা, পোট, হ'গাছি
মল ।
সোপার মধ্যে তারি তিনের চিক্কাটা ডায়মন্ড ॥

নিস্তারিনী তা'তেই সুখী, তা'তেই সাজে বেশ ।
স্বামীর উপর নাইকো ওজর, নাইকো বাগের
লেশ ॥

মোট। গছের কস্তাপেড়ে শাড়ী ভালবাসে ।
শান্তিপুরে পাতলা ডুরে দেখলে লাঞ্জে হাসে ॥
আকিসওলা অনেক আছে গোপালপুরের মাঝে ।
কলম-পেশা কি দুর্দশা, তাই বাবুদের কাজ । ॥
গবর্মেন্টের আকিসেতে কা'রো কলম-পেশা ।
সওদাগরী আকিসেতে কা'রো ভাতের আশা ॥
ছুটি ছাটা পেলে তা'রা আসে যখন বাড়ী ।
মাগের তরে বাগে ভরে আনে পাতলা শাড়ী ॥
চোকে যেটি নতুন পড়ে, অগ্নি কেনে সেটি ।
দেশী চালের মুখে দিয়ে গোবরগোলা মাটি ॥
হাড়ে মাসে 'অসুকরণ' বা'দের জড়াভড়ি ।
দেশের লোকে খাবে কি আর তা'দের
টাকাকড়ি ? ॥

বিলেং থেকে প্রতি দিনে কত জিনিষ আসে ।
যরের টাক্কা পরকে দিয়ে, সে সব আনে বাসে ॥
বাবু সাজেন ট্যাস-কিরিন্দী, গিন্নী কিরিন্দী ।
কচুবনের কেই নরেন, প্যারী তরঙ্গিনী । ॥
গউর নাগের নিস্তারিনী তেমনতর নয় ।
দেখলে তা'রে, মনমাঝারে অজ্ঞা ভক্তি হয় ॥
সকো এসে চ'লে গেল—এল আখার বাতি ।
যরে যরে জ'লছে খালি তেলের পিনোপ বাতি ॥
ব'লে গেছে জয় ডাকার নিস্তারিনীর কাছে ।
খাইয়ে দিতে একটা আরক, শিশির ভিতর

আছে ॥

শিশির মুখে ছিপি আঁটা, গলার ছাপা তা'য় ।
'One mark for one hour' 'Shake the
bottle' গান্দ ॥
শিশির গায়ে অল্প দিকে কাগজ কাটা ফালি ।
সেই ফালিতে কাঁচকাটা তিন মার্কী খালি ॥
শিশির মুখে আঁটা ছিপি পেরেক দিছে খুলে ।
খাইয়ে দিলে নিস্তারিনী এক মার্কী তেলের ॥
জম্বুদ খেয়ে গউর মুখ ওয়াক্ ওয়াক্ করে ।
নিস্তারিনী আক্-টিফলি দুখের কাছে ধরে ॥

নেতুর পাভা হুঁকে হুঁকে ধামলো বমির জোর ।
 ধানিক পরে গউর নাগের বাড়'লো ঘুমের খোর ॥
 পাখ ফেরে না আরি নড়ে না—চোক চায় না
 আর ॥

ধীরে ধীরে, নিশেষ পড়ে, বুকেটো ঘেন ভার ॥

এই রকমে ঘটা ধানেক সময় চলে গেল ।
 গউর যদি ক্রমে ক্রমে এলো হ'য়ে এল ॥
 হাতটি তুলে পাটি তুলে বাথ যে দিক পানে ।
 সেই দিকে তা' প'ড়ে থাকে ; কিছুই সে না
 জানে ॥

ভাই না দেখে নিস্তারিণী হ'লো আকুলপারা ।
 ফোটা ফোটা চোক হুঁটিতে ছুট'লো জলের
 ধারা ॥

কি ক'রবে যে—কি ব'লবে যে, কুল কিনারা
 নাই ॥

জ্বাংকে উঠে—চ'মকে উঠে কাঁদচে সর্কদাই ॥
 একে রাত্তি, তা'তে পতি মর মর-প্রায় ।
 নিস্তারিণীর কি যে হ'লো, ব'লবো তা' আর
 কা'য় ! ॥

কে এমন গো ব্যথার ব্যথী ভ্রমণে আছে ।
 নিস্তারিণীর হৃথের কথা ব'লবো গে তা'র
 কাছে ? ॥

বিধাতার এ কষ্টমারো রকম রকম লোক ।
 কেউ বা হুখে কালটা কাটার, কেউ বা করে
 শোক ॥

কেউ বা চড়ে গাড়ী ঘোড়া, কেউ বা পারে হাঁটে
 কেউ শোর গো ছেঁড়া কাঁথার, কেউ বা ছাপর
 বাটে ॥

কা'রো পাতে ছানা মাখন গড়াগড়ি যায় ।
 কেউ বা চোকে ফেনেভাতে দেখতে নাহি পায় ॥
 কেউ বা হাসে প্রাণটা ত'রে, কেউ বা কেবল
 কাঁদে ।

ভিক্ষা করে কেউ, কেউ বা টাকার ভোড়া বাঁধে ॥
 এমন আবার কেউ বা আছে, কীসের সে কেউ
 নয় ।

সাহেব হুবো চাইলে চাঁদা হুকুমত হয় ॥

সাহেব ঘেন চোদপুত্ব, দেখতা বাশের ঠাকুর ।
 দেশী হ'য়ে দেশের লোকে ভাবে ঘেন কুতুর ॥
 খুব গোপনে দান ক'রবে বলে শাস্ত্রকারে ।
 ডান হাতের দান বা হাত ঘেন জানুতে নাহি
 পারে ॥

তেমনতর বাড়'লা বেশে ক'জন করে দান ? ।
 তেমনতর বাড়'লা বেশে কর বাতালির প্রাণ ? ॥
 গেজেটেতে নাম উঠ'বে, প'ড়'বে লাটের চোকে ।
 'দাতা বাবু' 'রাজা' খেতাব পা'বেন হাসি মুখে ॥
 'রায় বাহাদুর' কেউ বা হ'বেন, কেউ বা
 'মহারাজ' ॥

ভূ'ই শূন্য রাজরাজড়ার ধামাধরার কাজ ! ॥
 দেখি এয়ার, যদি ভায়া : তোমার পোহাবারো ।
 বিফুতেলের চড়াও গোলা, মশলা যোগাড় কর ॥
 বাড়'লাদেশের 'রায় বাহাদুর' 'রাজা'
 'মহারাজ' ! ॥

তোমার ভেলে সাহেব প্রভুর ক'রবে জুতো
 সোজা ! ॥
 'রায় বাহাদুর' 'মহারাজা' 'রাজা' ছাড়া আর ।

খাঁ বাহাদুর 'নবাব সাহেব' তোমার ধরিদার ॥
 'K.C.S.I.' 'C.S.I.' আর 'C.I.E.' খেতাবধারী ॥
 যদি ভায়া ! বিফুতেলের এরাও গোড়া'ভারী ॥
 তা'ও বলি ফের, এমন ক'জন মেয়ে পু'ব আছে :
 যায় না তা'রা একটি বারো বিফুতেলের কাছে ॥
 কি ব'লতে কি বলছি আমি ক'জের কথা কই ।
 নিস্তারিণীর ব্যথার ব্যথী খুঁজলে মেলে কই ॥

গোপালপুরের ঘরে ঘরে কতই মানুষ ওই ।
 নিস্তারিণীর ব্যথার ব্যথী কিছ মেলে কই ॥
 আজ শনিবার ! চাকুরে ডায়ার সোণার
 সোহাগা ॥

আফিস ক'রে, এসে ঘরে, দিচ্ছে গোফে তা' ॥
 পত্নী ব'সে বস ক'রে তুষছে পতির মন ।
 আধ-ঘোমটা মুখটি তুলে ছান'ছে অমূল্য ॥
 পতির হুখে নিস্তারিণী কাঁধে ধোকানঘরে ।
 এরা কি তা'র ব্যথার ব্যথী ? কণ্ড সত্যি ক'রে ॥
 ওই দেখ গো, দশ ইয়ারে বোঠকখানার ব'সে ।
 গা হুলিয়ে তবলা বাঁচার দিচ্ছে চাটি ক'সে ॥

বোতল বোতল ছাণি বিয়ার নিজে পেটে বাসা ।
চকু চুটি মিটির মিটির, বোস গোলাপী নেসা ।
আমোদ করে রাসক-সরে পনা খেঁড় পেয়ে ।
পথের পাশে গাছের পাখী চেঁচিয়ে ওঠে ভয়ে ।
এদের মাঝে কেউ কি ছবী নিস্তারিণী হুখে ? ।
একটিও নয়—তা' হ'লে কি এত হাসি মুখে ? ।
নিস্তারিণীর চখের ছবী কেউ নাই কি তবে ? ।
আছেন—আজ্ঞেন ভগবান্ এই অসহায় ভবে ।
নিস্তারিণি । ডাক গো তাঁ'রে করুণাকর্ষে তোর ।
তাঁর করুণায় ঘুচবে, বাছা ! তোর এই বিপদ
ঘোর ।

এমন কালে জয় ডাক্তার তিন্ গাঁ হ'তে এসে ।
দেখতে রুগী, গউর মুদ্রির ছোকানঘরে পশে ।
ক'দিন হ'রে জয় ডাক্তার ক'ঙ্গে আনাগোনা ।
নেয় না ভিজিট—দেয় সে ভিজিট ওহুদ.

সাগুনা ।

আজ্ঞকে তা'রে নিস্তারিণী দেখতে পেরে হুখে ।
বোমটা টেনে কেঁদে কেঁদে বলে অধোমুখে —
“ওগো আমার এ কি হ'ল ।” ফুটলো না আর
কথা ।

চ'খের জলে বন্ধ ভাসে—উর্ধ্বে ওঠে বাধা ।
জয় ডাক্তার তখন বলে,—“নাটকো কোন ভয় ।
ভাল হ'বে, যদিও এ রোগ তেমন সরল নয় ।”

দশ বিশটে রুগী সেরে,
গাল্লো এখন পথার ক'রে,
জয় ডাক্তার বশ নিয়েছে বেশী ।
লোকটা ভাল ওহুদ পালার,
কিন্তু ভরা মনের মগার,
লম্পট হা-দোষে বড়ই দোষী ।
বয়েস বছর তিরিশ ঘোঁসে,
কর সে কথা হেঁসে হেঁসে,
অবর সবার মদ ভাঙ্টা ধার ।
কী বউড়ী দেখলে পরে,
অমুনি ঘেন নোলা সেরে,
বদ-নজরে তা'দের পানে চায় ।

তা'রি দোষে নিস্তারিণী
আজ্ঞকে এত বিবাহিনী,
তা'রি দোষে সরল গউর আজ্ঞকে বেছ'ল এত ।
কি জানি কি ইচ্ছে ক'রে,
কড়া ওহুদ শিশি ভ'রে
দিরেছিল, তা'ই খেয়ে ত গউর মড়ার মত ।
হায়, ভগবান্ ! এ কি দেখি,
বা'দের করে জীবন রাশি,
দেবতা-জ্ঞানে ভক্তি করি বা'দের উপরেতে ।
তা'দের কি এ কাণ্ডখানা ।
বড়ই কঠিন মানুষ চেনা,
মনে মুখে তকাং এত মানুষ মানুষেতে ।

নিস্তারিণী তাড়াভাড়ি চৌকী ধিলে এনে ।
জয় ডাক্তার ব'সলো তা'তে পাহার কাপড়
টেনে ।

গউর মুদ্রি বেছ'ল এত,—বেস মড়ার মত ।
আন্তে শুধু নিশেষ পড়ে, অবশ অঙ্গ বত ।
প্রাণের জায় কাঁদছে কাছে, জয় ডাক্তার ঘরে ।
অচৈতন্য গউর মুদ্রি বুঝবে কেমন ক'রে ? ।
জয় ডাক্তার হাত বুলিয়ে গউর মুদ্রির গায় ।
ভাঙাচোরা কথা ব'লে মুখ সিট কে চায় ।
তাই না দেখে নিস্তারিণী আরো ব্যাকুল হ'লো ।
মনে ভাবে,—“স্বামী বুঝি আমার ছেড়ে
পেলো ! !”

মন্দখানা মনের হিতর আগে পড়ে এসে ।
“হে হরি ! কি ক'ঙ্গে !” ব'লে চ'খের জলে
ভাসে ।

এমন কালে জয় ডাক্তার মনের কথা কর —
“নিস্তারিণি ! কেঁদ নাকো—নাইকো কোন ভয় ।
যদি আমার একটি কথা রাখতে পার তুমি ।
স্বামী তোমার সেরে বা'বে, ওহুদ দেখো আমি ।
গরিব মানুষ তোমরা বড়, চাই নে টাকাকড়ি ।
এমন ওহুদ আমি দেখো, খরচ ঢাকার কাঁড়ি ।
আগে ভেবেছিলেম আমি রোগ শক্ত নয় ।
কিন্তু এখন চ'খে দেখে সন্দ মনে হয় ।

স্বামীর তোমার পূর্ণ বিকার, রক্ষে পাওয়া ভার ।
কিন্তু যদি কলা রাখ, ক'রবো প্রতীকার ॥

“কি ক'রবো গো বল” কেঁবে নিস্তারিণী বলে ।

জয় ডাক্তার বলে,—“এস আড়াল পানে চলে ॥”

জয় ডাক্তার আগে গেল, নিস্তারিণী পাছে ।

জয় ডাক্তার ধীরে ধীরে বলে কাণের কাছে ॥—

“নিস্তারিণি ! বলবো কি আর, মনে বুকে নাও ।

তোমায় বড় ভালবাসি ;—আমার পানে চাও ॥

স্বামী তোমার ভাল হ'বে চাই নে টাকাকড়ি ।

নিস্তারিণি !—নিস্তারিণি !—তোমার পায়ে
গড়ি ॥”

এই কথা না কাণে শুনে নিস্তারিণী ভয়ে ।

কেমনতর হ'য়ে গেল পাতাসপানা হ'য়ে ॥

হায় গো, একে স্বামীর শোকে শুকিয়ে গেছে
মুখ ।

তা'তে আবার এই কপালে কলটে গেল বুক ॥

কি বলবে যে—কি ক'রবে যে—অবাক হ'য়ে
গেল ।

আকাশ কেড়ে যেন তেড়ে বজ্র সাধায় প'লো ॥

মহাপানী জয় ডাক্তার পিষাচ অবতার ।

ভাত বাড়িয়ে ধ'বতে গেল আঁচলখানি তা'র ॥

“ছু'রো না গো বাবু আমার—তোমার পায়ে
পড়ি ।

স্বামী গেল, আমিও এবার গলদে দেবো দড়ি ॥”

এমন সময় দোকানঘরের বাইরে যেন কা'রে ।

ব'ললে কে গো “আছন মশায়” চেনো চেনো
সরে ॥

নিস্তারিণী বুঝলো সে স্বর, ঠাকুর-পোতা'র এস ।

“ও ঠাকুর পো !” ব'লে সতী ভূ'য়ে প'ড়ে গেল ॥

জয় ডাক্তার চ'মকে ওঠে—ভালোচাকা লাগে ।

হাতে হাতে পাপকণ্ঠের কলটা মনে জাগে ॥

ঝেরিয়ে যা'বে মনে ভাবেন, কিন্তু উপায় নাই ।

পথ বন্ধ,—দোয়ার-গোড়ায় গড়ির মুদ্রির ভাই ॥

মনে জাবে,—“নিস্তারিণী মুচ্ছ প'ড়ে আছে ।

দেখবে নাকো—মুখিয়ে থাকি—পালিয়ে যা'ব
পাছে ॥”

তলাহেঁড়া কুপো ছিল দোকানঘরের কোণে ।

জয় ডাক্তার মুকোর গিয়ে সেইটে গায়ে টেনে ।

যেমন কুপো তেমনি হ'লো ; নাই ডাক্তার ঘরে

ঘরে বেহু'ল গড়ির—বেহু'ল নিস্তারিণী কোরে ॥

নিধিপূরের স্ত্রীম বন্ধি, সঙ্গে নিয়ে তাঁ'কে ।

এমন কালে নিতাই মুদি দোকানঘরে ঢোকে ॥

মিটির মিটির জ'লচে আলো ; নাইকো কার
কথা ।

নিতাই দেখে, দোয়ার-গোড়ায় গড়ায় কনকলতা ।

ঘরের ভিতর প্রাণের দানা বেহু'ল হ'য়ে প'ড়ে ।

তাই না দেখে ছোট ভেয়ের পরাণ গেল উড়ে ॥

আকুল হ'য়ে নিতাই ডাকে “ও বো—ও বো”
ব'লে ।

নিস্তারিণীর চেতন হ'ল—চক্ষু নাহি খোলে ।

হঠাৎ কেঁবে উঠে ব'লে,—“বাবু মহাশয় !

জীবন দেবো বাঁচাও স্বামী,—এ কাজ আমার
নয় ॥

তবু ভূমি—গরিব আমি, গরিব লোকের জায় ।

আমি তোমার মেয়ে, বাবু ! নাই কি দয়া

মায়া ॥”

ভাড়াভাষার মুখে শুনে এমনতর কথা ।

নিতাই বলে,—“গৌ কি বলে ! কে ধোনে,
কোণে ॥

কি বল'চো বো !—নিতাই আমি, বারেক দেখ
চয়ে ॥

কেন এমন ব'ল'চো ভূমি পাপল-পানী হ'য়ে ॥”

নিস্তারিণী দেখলে চেয়ে, ঠাকুর-পো তা'র দটে ।

জয় ডাক্তার যা'ব'লেছে, ব'লে তা'র মুখ ফুটে ।

তাই না শুনে নিতাই নাগের চক্ষু হ'লো লাল ।

দাঁড়প রাগে শরীর কাঁপে মূর্ত্তি যেন কাল ॥

নিতাই বলে,—“কব'রেজ মশায় ! ব'স দাদা
কাছে ।

দেপি আমি জয় ডাক্তার মুকিরে কোথায়
আছে ॥

এই না ব'লে নিতাই মুদি দোকানঘরে ধোঁকো
কুপোর ভিতর জয় ডাক্তার হয়ে যামে ভেঙে ॥

দাঁড়িয়ে শবীর কাঁপে, কুপো কাঁপে তায় ।
 নিতাই নাগের চক্ষু গিয়ে প'ড় লো কুপোর পায় ॥
 নৌড়ে গিয়ে নিতাই যদি কাঁপা কুপোর কাছে ।
 নেড়ে চেড়ে বলে, "শালা এই যে এতে আজ্ঞে ॥
 ও শালা — ও শালার ব্যাটা । এই কাজ কি
 তোরা ? ॥

স'দুগিরি ফলিয়েছিল, ওরে ছুঁচো চোর ! ॥
 যেমন ক'লি, শালা । তে'য় পা নি ফল ।
 বাইরে ফলা'ন্ ভালমানুষি, মনের ভিতর মল । ॥
 হাড় গুঁড়োবো আজ্ঞে কে রে তোর ক'রে মুগুর-
 পেটা ।

পাপ কাজ কি ছাপা থাকে, ওরে শালার
 ব্যাটা ? ॥"

এই না ব'লে নিতাই কোপে কুপো'র মারে লাথ ।
 লাথির চোটে চামড়া কেটে অগ্নি কুপোকাত ॥
 কুপোয় ঢোকা জয় ডাক্তার উটে পড়ে ভূঁয়ে ।
 লাথির উপর আবার লাথি ! চৈতায় ভূয়ে ভূয়ে ॥

জয় ডাক্তার ব'লবে কি যে খুঁজে নাহি পায় ।
 "ব্যাটা হ'য়েছে" ব'লে ধরে নিতাই মুদির পায় ॥
 নিতাই বলে, — "খং দে নাকে, বল বৌকে মা ।
 তবে শালা বাঁচনি প্রাণে, — নৈলে তুলি পা ॥
 বদমাইসি ক'রবি ব'লে ওয়ুদ দিলি কড়া ।
 তাইতে আমার দাক্তার দশা প্রাণ থাকতে মড়া ॥
 বল, দাদাকে ক'রবি ভাল, ম'রে দায়ী হ'বি ।
 খং লিখে দে তে'মি ক'রে, যদি বেঁচে র'বি ॥"
 জয় ডাক্তার প্রাণের দ্বারে নাকে দিয়ে খং ।
 'গউর মলে দায়ী আমি' লিখে দিলে খং ॥
 বদমাইসি বই তো না তার, সঙ্গে ওয়ুদ ছিল ।
 থাইয়ে দিলে হুঁতিন মোড়া, গউর ভাল হ'ল ॥

কবি বলে, পাপকর্মের ফলটা হাতেহাত ।
 লাথির চোটে ভাগ্যে ঘটে এল
 কুপোকাত ! ॥

৩—পাঁচ ঝাঁটা ।

বাই মাসের আজ্ঞে দশই, গর্ভি বাড়াবাড়ি ।
 চুপুর বেলা, স্থিতিদেবের মাথার উপর পাড়ি ॥
 কীতকালের সে স্থিতি যেন এই স্থিতি নয় ।
 তাইতো এঁরে পুরাণকারে যমের দাবা কয় ॥
 স্থিতি ঠাকুর বড়ই নিতু'র, নাইকো দয়ার লেশ ।
 আত্ম ডেনে পুড়িয়ে মলেক; কমে জীবন শেষ ॥
 গরিছাড়া কাণ্ডখানা স্থিতি ঠাকুর করে ।
 জল খেয়ে গো আত্ম চালে বিশ্ব চরাচরে ॥
 হৃদ্যাক দিয়ে বইচে বাতাস, যেন আত্মমাথা ।
 প্রাণ জ্বাই টাই—জল খাই খাই—বাই বাই—
 দে পাখা ॥
 দকিরে স্বজ্ঞারিয়ে স্ব'চে গায়ে যাম ।
 এঁটোড় কাঁটাল উঠে পেকে, পাক্চে কাঁচা
 আম ॥

রেদের স্ব'জে কাজিয়ে উঠে সুকোয় পাখী
 কোপে ।
 ফেতের মাটী উঠে ফেটে পড়ে রবির কোপে ॥
 গাছের ডাঙে চাতক ডাকে ব'লে 'ফটিক জল' ।
 একটা ফোটা জল পায় না ; স্থিতি বড় খল ॥
 সকাল বেলা গাছের পাতা কতক সরস ছিল ।
 রোদে এখন মুণ্ডে পড়ে নীরস হ'য়ে এল ॥
 সকাল বেলায় নরম বৌটার ফুটোছিল ফুল ।
 রোদে এখন প'ড়লো মুণ্ডে, ঠ'কলো অগ্নিকুল ॥
 বাতাস যেন গিলতে আসে, আকাশ যেন শুকো ।
 আত্ম-মুখে উঠে কুণ্ডে স্থিতি পোড়ারমুণ্ডে ॥
 এক আধ থানি মেঘ ভাস্চে নীলাগরের কোলে ।
 কেউ এখানে—কেউ সেখানে—কেউ থাকে
 চ'লে ॥

বায়ুর বেগে চলা মেঘে ধানিক ছায়া হয় ।
 পরকে দ্বিগুণ বৃক্কের দ্বারা রোদ পিঠেতে সর ॥
 মেঘের মতন সরল দয়াল ঐশ্বর্যকালে কে রে ।
 মেঘের কাছে, ওবে মানুষ । দয়া শিখে সে রে ॥
 জগতি মাসের রবির মতন কসাই কেউ আর নাই ।
 মেঘ হ'বি কি হুঁষি হ'বি ?—তাই জানতে চাই ॥

হেম গাভুলি নামে যুবা, চণ্ডীপুরে বাস ।
 প'ড়'চে বি, এ, গত সালে ক'রে এল, এ, পাস ॥
 কলকাতার এক কালেজেতে লেখা পড়া শেখে ।
 ধোঁগাজারে বাসা ক'রে মেসে মিশে থাকে ॥
 বাড়ী এসে আছে এখন সমাবর্তকেসনে ।
 বিশেষ তারিখ ফিরতে হ'বে ছুটির অবসানে ॥
 হেম গাভুলির বুদ্ধি সরু, লেখা পড়ায় খাসা ।
 কিছু ছুটো দোষ আছে তার—বহুখোয়ালা
 আর নেসা ॥

আগে এ দোষ ছিল নাকো বহুইয়ারের মেসে ।
 মিশে এমন হ'য়ে গেছে হেমচন্দ্র শেষে ॥
 মিশলে মেসে সবাই শেষে খারাপ কি গো হয় ।
 হয় বই কি ;—তাই এক জন খারাপ কেবল নয় ॥
 মেসে মেশা কর্তৃনাশা, শেষে নেসাখোর ।
 বাসায় থাকে তোষক বালিশ, বাইরে নিশি
 ভোর ॥

হেম গাভুলির বাসার কথা বোঝো কি আর,
 তাই ! ।
 ব'লতে গেলে পুঁবি বাড়ে দূর হোক পে
 ছাই ! ॥

চণ্ডীপুরের দ্বিগুণ ধারে
 বইচে নদী ধীরে ধীরে,
 চন্দ্রাবতী সেই তটিনীর নাম ।
 যদিও সরু আকার তার,
 বর্ষাকালে ধরদার,
 ঐশ্বর্যকালে বিধি তার নাম ॥
 পার হওয়া যায় এখন হেঁটে,
 ভীরের মাঠী উঠ'চে ফেটে,
 মাকে মাকে গলা ধানেক জল ।

কম জল, তাই রবির করে
 গরম হ'য়ে বইচে ধীরে,
 হাঁটুহলে গজিরে গেছে হল ॥
 চন্দ্রাবতীর উত্তর ধারে
 দাঁড়িয়ে তরু সারে সারে,
 ফুল ফুটেচে—ফল ধ'রেচে কত ।
 কোন গাছটা ফুলে আছে,
 আশুচে বেন জলের কাছে,
 জল-পিয়াসে খাড়াটি ক'রে নত ॥
 লতা দিয়ে হামাগুড়ি,
 ছাড়িয়ে আছে গাছের ওড়ি,
 ফোটা ফুলের গায়ে কুঁড়ি ডগায় কোণে তার ।
 এ পার থেকে ও পার থেকে
 পাখী গুলি ডেকে ডেকে,
 দেখে দেখে, থেকে থেকে হ'চ্ছে নদী পার ॥
 কোন খানে বা আমার গাছে
 আধেসরিয়া আম পেকেছে,
 অধিকারী গাছের তলায় কুঁড়ে বৈধে আছে ॥
 কেউ পাছে আম পালায় ল'য়ে,
 তাই সে আছে সজাগ হ'য়ে,
 ছেলেটি তার আম খাচ্ছে ব'সে বাপের কাছে ।
 এক এক বার বাতাস লেগে
 আম প'ড়'চে জলে ভেঙ্গে,
 অধিকারী ছোঁড়ে গিয়ে হাতড়ে ফুলে আনে ।
 মিসেস যখন নামে জাহা,
 ছেলেটি তার কুতূহলে
 নেচে নেচে টেঁচিয়ে ওঠে চেয়ে বাপের পানে ॥

হপুর বেলা বোন্ধের জালা, গায়ে আগুন
 ছোটে
 পিঠ তৈসিয়ে হেম র'য়েচে বকুল গাছের পিঠে ॥
 চন্দ্রাবতী নদীর ধারে একলা ব'সে আছে ।
 চেয়ে দেখে পাশে কত—আবার কত পাছে ॥
 চন্দ্রাবতী নদীর ধারে আছে ছ' সাত খাট ।
 কোন খাটে বা মেটো সিঁড়ি, কোন খাটে বা
 কাঠ ॥

চণ্ডীপুরে নদীর ধারে যে সব লোকের বাস ।
চন্দ্রাবতীর জলে তা'দের ব্যভার ব্যব মাস ।
টেড়িকাটা হেম গাঙুলি, পাতলা জামা পায় ।
হাতে ছড়ি, ট্যাঁকে বড়ি, চীনের জুতো পায় ।
কালা-পেড়ে ধুতি-পরা, যেন হুদের কেনা ।
গোবের রেখা দিচ্ছে দেখা, পান খেয়ে ঠোঁট
রঙা ॥

লাভেত্তারের কামালখানা ভিজিয়ে আগাগোড়া ।
নাকের কাছে থেকে থেকে ধ'রচে ইয়ার
ছোঁড়া ॥

মস্তুর স্বাদে চক্ষু হুটো রঙা আধেক বোজা ।
গোমেটমের কলপ চুলে, কাণে আভর গৌজা ॥

ঘাটের পাশে বকুল-ডলার
কাটকাটানো চপ্পর বেলার
কেন ব'সে হেম গাঙুলি আজ ? ।
জল আন্ডে মেরেছেলে
কলসী কাঁকে সেবার এলে
হেম গাঙুলির ঠাটা করা কাজ ।
হা দিক্ হা দিক্, কি বল'বো আর,
এই কি বাভার বিদ্যে শেখার,
এই কি রীতি, এই কি নীতি !—ছি ছি । ।
এর নাম কি কান-গরিমা ?—
এর নাম কি গণ-মহিমা ?
কালেজ বাওরা কেবল মিঁমিছি ॥
ছাত্র ব'লে কেবল নয়,
খুঁজলে পরে বিদ্যালয়,
শিক্ষে-গুরু এমন কত পা'বে ।
“যেমন গুরু তেমনি চেলা,
টুক্ বোল তা'র ছেঁদা মালা,”
লাগাও চাকু গুণে পাবে পাবে ॥
মল গুরু, মল চেলা,
খুঁজলে পরে মেলে মেলা,
ভাল গুরু, ভাল চেলা কম ।
খুঁজলে পরে বহুমতী,
হুধা মেলে হ' এক রতি,
কিন্তু মেলে লাখো বোতল রম ॥

চন্দ্রাবতী নদী থেকে খানিক গ্রামের ভিতর
পানে ।
বাস করে এক গরিব কৃষক পত্নী নিয়ে, মাধব
নামে ॥
বলদ লাঙল নাই কিছু তা'র, পরের বাড়ী
চাকরী করে ।
ক্ষেতের, বাড়ীর কাজের কাজী, মনিব পেয়ার
করে তা'রে ॥
মাধব ঘোষের বাড়ীপানি কাঠা চেরেক জমীর
মাঝে ॥

নেপা চোকা উঠোনখানি ষট্খটে গো, নয়
কো ডিঙ্গে ॥
উঠোনখানির পূব দখিণে মাধব ঘোষের ঘর
হু'খানি ।
দ্বোরের উপর সিঁদূর কোটা, বাতায় গৌজা
নেকড়া কানি ॥
উলুখড়ের ছাউনি চালে, কোমর-মাপা টু
দাওয়া ।
ছোট ছোট জানুলা ঘরে, ফুরুরিয়ে বইচে
হাওয়া ॥
বহুইবাসের একখানি ঘর, অপরাধনি শোবার
তরে ।
বহুই-ঘরে কলসী হাঁড়ি, বাগিশ কাঁথা শোবার
ঘরে ॥
বহুই-ঘরের একটি পাশে ককী-ছাওয়া শখার
মাচা ।
মাচার পাশে থোটা কএক কলার গাছে খুল্চে
মোচা ॥
চিড়ের বেড়ার উঠোন ঘেরা, বেড়ার পাশে
বাঁশের কাড় ।
কোন বাঁশটা মটান খাড়া, কোনটা আছে হ'রে
আড় ॥

বাওয়ার বসে ঘুরিয়ে ঢেরা কাট্চে মাধব পাট ।
থেকে থেকে থেমে আবার খুল্চে পাটের গাঁট ॥
এমন কালে চন্দ্রাবতী খানীকে তা'র কর ।
“হেম গাঙুলির ঠাটা ফুসায় আর না প্রাণে সর ॥

রাজকুমার রায়ের গ্রন্থাবলী ।

জল আনতে গেলে পরে কেবল খেঁউড় গায় ।
কত রকম হাসি হেসে, বদ-নজরে চায় ॥
থাকতে তুমি, মইবো আমি এত অপমান ।
আর না যা'ব জলকে আমি, লাজুক আমার
প্রাণ ॥”

জারার মুখে এমন কথা
শুনে মাধব পেয়ে ব্যথা,
মনের ভিতর আগুন জলে, রাগে কাঁপে কায় ।
মনে মনে তখন বলে, —
“গরিব লোকের ছার কপালে,
পরের কাছে মান খোয়ানো নিখিলে বিদ্য, হায় ! ॥
ইন্ডোজারী চাকরি মোর,
নাইকো আনার টাকার জোর,
তাইতো পরে এমন ক'রে করে অত্যাচার ।
ভাল, এবার দেখা যা'বে,
হেম গাভুলি টেরটা পা'বে,
কুটকুটনি ভাঙ'বো শালার, তবে নাম আমার ॥”

একল ভেবে মনে মনে বৌকে তখন বলে ।—
“যা'দেখি ফের কলসী নিয়ে জল আনবার ছলে ॥
যদি এবার কিছু বলে হেম গাভুলি শালা ।
বা'ল'বি তা'রে আসতে সুরে আজ মন্ড্যে বেলা ॥
আরো বলিস, আমি আমার ভিন্‌গায়েতে যা'বে ।
ন' দিন পরে আসবে ফিরে, ~~কি~~ চি'ত অনুভবে ॥
আজকে তুমি মাজের পরে দয়া ক'রে যেয়ো ।
নেমোত্তর কল্পু আমি, যেন দেখা দিও ॥”

সামীর এমন কথা শুনে চন্দ্রমুখী কয় ।—
“এমন কথা বলা তা'রে আমার ক'য় নয় ॥
বৌড়ী হ'য়ে কেমন ক'রে বা'ল'বো এমন কথা ? ।
তুমি গিরে বল, আমি আর যাবো না সেখা ॥”
মাধব বলে, —“না ব'লে যে, ভুল হ'বে না সে ।
যেমন ক'রে পারিল, তা'রে বল'গে তেনি ভাষে ॥”
চন্দ্রমুখী বলে, —“ভাল, বা'ল'হু যেন তা'রে ।
তা'র পরেতে জন্তু তা'রে ক'রবে কেমন ক'রে ॥
মাধব বলে, “আগে তা'রে আসতে বা'লে আর ।
তা'র পর তা'র বল'বো, এখন সময় বা'য়ে যার ॥”

পাঁচ সাতটা বাঘনা ক'রে,
চন্দ্রমুখী বীরে দৌরে,
চন্দ্রাবতী নদীর খাটে কলসী নিয়ে গেলো ।
হতভাগা হেম গাভুলি
ঢেলে দিয়ে রসের বুলী,
গান ধ'লে ভাঙা তানে ; “ঘোমটাবানি খোলে
চাঁদমুখি দেখ'বো বা'লে,
বা'সে আছি বকুলতলে,
নয়ন-চকোর চেয়ে আছে চেয়ে দেখ, প্রাণ ! ।
জ'ল'চে আশুন মনের বুক,
বাড়িও না আর ঘোমটা-ফুকে,
চার চক্ষু একটি হ'লে, জুড়িয়ে যা'বে প্রাণ ॥
নাওয়া পাওয়া শোয়া ভেড়ে,
কাট-কাটানো রোদে পুড়ে,
ঠিক হুপুরে বা'সে আছি কেবল তোমার তরে
দেখতে বড় ভালবাসি
ও চাঁদমুখের মুচকি-হাসি,
হুপুর রোদেও জোছনা যেন কুটেচে আলো
ক'রে ।

হেম গাভুলির সে গান শুনে,
চন্দ্রমুখী লাজুক মনে,
নদীর নীরে কলসী ত'রে তফাৎ দিয়ে যায় ।
সামী যা' তা'র বলেছিল,
বা'ল'বে মনে ক'রেছিল
গান শুনে তা' পাল্লো নাকো ~~ক'বে~~ অতিক
খায়ে

“অগ্নি এলে, অগ্নি গেলে,”
হেম গাভুলি এই না বা'লে,
বকুলতলা ছেড়ে ছোড়া ট'লে ট'লে চলে ।
চন্দ্রমুখী ঘে দিক দিয়ে
যরে যা'বে কলসী নিয়ে,
হেনা দেখার বলে গিরে ; —“নিদর কেন
হ'লে ।

যদ মাতালে হেম গাভুলি ব'লে এমন ক'র
চ'ম্কে উঠে ঘোমটা হ'তে বলে কনকলতা ॥”

“সন্ধ্যা বেলা আজকে তুমি গেলো মোদের
ঘরে।
স্বামী আমার থাকবে নাকো, বা'বে কেশবপুরে।
তিন চার দিন থাকবে লেগা, নোমোত্তর আছে।
অনেক কথা আছে,—যেহা,—ব'ল্বে তোমার
কাছে।”

চন্দ্রমুখীর চন্দ্রমুখে এমন কথা শুনে।

জ্বাতি যেন বর্গ পেলো, সুখ যে কত মনে।
“বা'ব বা'ব—মাইরি বা'ব—সন্ধ্যা হ'লে পরে।
শিশু দিলেই, ভাই! দোরটা তুমি খুলো তডাক
ক'রে।

তোমার ভালর তরেই বলি; শত্রু অনেক আছে।
হিস্যারিতে থাকা ভাল, বিপদ ঘটে পাছে।”
চন্দ্রমুখী তখন বলে,—“দাবধানেতেই র'বো।
রিক্ত তুমি যেহা, বাবু! নৈলে হতাশ হ'বো।”
এই না ব'লে চন্দ্রমুখী পাশ কাটিয়ে যায়।
হেম গাভুলি “মাইরি বা'বো” ব'লে টাড়িয়ে
চায়।

ক্রমে ক্রমে চন্দ্রমুখী চোখের আড়াল হ'ল।
হেমা ছোঁড়াও ট'লে ট'লে নিজের ঘরে গেল।
চন্দ্রমুখীর কথাগুলি হ'ল জপের মালা।
হেম গাভুলি ভাবচে কখন আসবে সন্ধ্যা বেলা।
এ দিকেতে চন্দ্রমুখী এসে আপন বাসে।
হেম গাভুলির ব্যাপারখানা ব'লে স্বামীর
পাশে।

মাধব তখন বাড়ী থেকে বেরিয়ে তরা গিয়ে।
খানিক পরে ফিরে এলো একটা ছোঁড়া নিয়ে।
বজর উনিশ বয়স হ'বে, নিমাইচরণ নাম।
যথের গড়ন দেখতে ভাল, বরণ উজ্জল শ্রাম।
মাধব তা'রে ভালবাসে, গ্রাম-স্বাধে নাতি।
চালাক ছেলে নিমাইচরণ, জেতে আশিন
স্ত্রীতি।

ও দিকেতে চন্দ্রমুখী রান্নাঘরে রাঁধে।
এ দিকেতে মাধব নিমাই কল কৌশল রাঁধে।
শোবার ঘরের মেকের পুরে মাতুরখানা পেতে।
হুই জনেতে যুক্তি করে হেমার মাথা খেতে।

যুক্তি ক'রে বেরিয়ে এল; নিমাই কেবল হাসে।
মাধব বলে, “হাসলে তখন সকল বা'বে কৈসে।”
নিমাই বলে, “ঠাকুরদাদা! আচ্ছা চতুর তুমি।
তোমার পেটে যুক্তি এত!—অবাক হ'লেম
আমি।
বা' হোক, আমি বাম্বা খালায় জন্ম ক'রবো
আজ।

চলু এখন; যোগাড় কর বাকী যে সব কাজ।”
এই না ব'লে নিমাইচরণ গেল নিজের বাড়ী।
নাওয়া থাওয়া সেরে নিলে মাধব তড়াতাড়ি।
চন্দ্রমুখী শেষে খেয়ে, এঁটো পাথর ধুলে।
কাপড় কেচে, রহুই-ঘরে আগড় টেনে দিলে।
যেই যুক্তি ক'লে মাধব নিমাই নাতি মিলে।
চন্দ্রমুখীর কাছে এখন ব'লে মাধব খুলে।
চন্দ্রমুখী হেসে বলে,—“ও মা বা'বো কোথা!।
এত ও তুমি জানো, বলি, তোমার মনের কথা।”
ক্রমে ক্রমে বেলা গেল, এল বিকেল বেলা।
নিমাইচরণ আবার এল, হাতে চাটিম কলা।
হেসে তখন মাধব বলে,—“এলি, সোণার
নাতি!।
দেখিন, দাধা! খুব হ'নিয়ার! কাঁধে ফেলিস্
হাতী।

আমি এখন চলু ত'লে, দেরি ভাল নয়।
যেমন যেনন ব'লে দি'ছি, মনে যেন রয়।”
এই না ব'লে মাধব তখন বেরিয়ে গেল কোথা।
মাধায় দ্বিগে তিন বছরে একটা ছোঁড়া ছাতা।
জরি মাসের কড়ারবি ক্রমে নরম হ'গো।
লালপাগড়ী মাধায় বেঁধে কোথায় চ'লে গেলো।
“ছেলে ঘুঘলো, পাড়া জুড়ুলো” ছেলের মায়ে
বলে।
খাডী ঘুঘলো ধরা জুড়ুলো,—হুণ্ডি অস্তাচলে।
এমন সময় নিমাইচরণ হেসে হেসে কর।—
“ঠানদ্বিগো! খাডী আনো, দেরি ভাল নয়।”
যোগাড় টোগাড় সবই হ'লো,—নিমাই সাজে
সেয়ে।
হেসে ছোঁড়া লুটপুট অস্ত্রনা পানে চেয়ে।

বিল ছোঁঝানো খোঁপের ফুলে বীধিলে নবীন
খোঁপাশ
সীঁথির গরে সিঁদুক-কোটা; বোঁশার কলক
চাঁপা ॥

চন্দ্রমুখীর গরনা গলি পম্বলে হাতে পার।
নেকড়া-চুলির চাপ কাঁচুলী, চমক লাগে তার ॥
চন্দ্রমুখী তাই না দেখে অবাধ হ'য়ে হাসে।
নিমাই বলে,—“ভূমি এখন থেকে না মোর
পাশে ॥

রহুই-বরে চূপটি ক'রে ব'লে থাক গিরে।
এস নাকো আমার কাছে, বলি শপথ দিরে ॥
কাজে কাজে চন্দ্রমুখী রহুই-বরে গেলো।
ক্রমে ক্রমে এ দিকেতে সন্ধ্যা হ'য়ে এলো ॥
পাখীগুলো মাঝে মাঝে বাসীর ঢুকে পড়ে।
পূর্নমিকের আধারশি ছড়িয়ে ভূঁয়ে পড়ে ॥
হাওয়ার যেন ঘাম দিরে জর এখন পেতে ছেড়ে।
ঠাণ্ডা-নাড়ী হ'য়ে হাওয়া চলচে পাখা নেড়ে ॥
এমন কালে হেম গাভুলি প'রে রসের সাজ।
মাধব ঘোষের ঘোড়ার-গোড়ার দাঁড়ার রসিক-

রসিক ॥

মাধব ঘোষের বাড়ীর ধারে একটি সরু গলি।
ছুই ধারে তার বন জঙ্গল, জল গড়াবার নালি ॥
দুকো শাখা অনেক রকম বাস দিরেচে দেখা।
মাঝখানে তার সরু রকম মেটো পথের রেখা ॥
হেম গাভুলি দাঁড়িয়ে খানিক এ দিক ও দিক
চায়।

ঘীরে ঘীরে খানিক স'রে আবার চ'লে যায় ॥
আবার আসে—আবার ফেরে—আবার দাঁড়িয়ে
থাকে ॥

কুকুর শেরাল দেখতে পেলো তাড়ায় ছড়ি হুকে ॥
এই রকমে মিনিট বারো সময় গেল ব'য়ে।
ক্রমে ক্রমে হেম নিশাচর উঠলো আকুল হ'য়ে ॥
দুট লোকের দুট মনে দুট কাজের বেলা।
কিসের যেন ধাক্কা লেগে কোটে ভরের লগা ॥
হেম গাভুলির তেরি হ'ল, উল্খুহ করে।
বাড়ীর ভিতর ঢুকতে নাগে মাধব ঘোষের ডরে ॥

আছে কি না আছে মাধব ঘোষের ভিতর তার।
জরুরে ব'লে হেম গাভুলি ক'রবে কিরির বার ॥
মাধব ঘোষের পাঁচাড়পানে বিড়ার পেতে কাণ।
থাকলে মাধব কথা কইবে কিংবা পা'বে গান ॥
কাণ পেতে মে হেম গাভুলি রইলো অনেকক্ষণ।
দুখলো যেন মাধব পেতে রাখেতে নিমন্ত্রণ ॥
বুকের ভিতর তরসা হ'ল, করসা হ'ল বাঁধা।
মনে মনে ভাবে,—“বাবা! উৎসে পেতে বাবা ॥”
এই না তেবে ভক্তি ক'রে কাণ-মজানো শিশে।
মাতিয়ে ছিলে ঘরের পাঁচাড় লাগিরে যেন দিশে ॥

শিশ না শুনে নিমাইচরণ অগ্নি সজাপ হ'য়ে।
মুগ্ধুলি দে চেয়ে দেখে, ঘোমটা টেনে দিয়ে ॥
প্রেমভিখারী হেম গাভুলি এদিক ওদিক করে।
নিমাই তারে কুসুমিয়ে ভাকে মেয়ের স্বরে ॥
আর কোথা বার হেম গাভুলি!—বুকের ভিতর
তার।
ছুটলো যেন প্রেম-কোয়ারা!—মিললো নদীর
পার ॥

মসুমনির চ'লে এলো, খোঁচার আঁচড় লেগে।
কাপড়খানা ফক্ষড়িয়ে ছিঁড়ে গেল বেগে ॥
কঁটার ছেড়ে ছিঁড়ে গেল পারের ডিমের ছাল।
গেল গেল—ব'য়ে গেল!—বেতাল না হয় তাল ॥
পাঁচাড় থেকে বোঁড়ে এসে বাড়ীর ভিতর ঢোকে
চান্দরখানা মাখার বাঁধা, কামালখানা বুধে ॥
কাপড় ঢাকা সর্দশরীর, চক্কু ঠিক খোলা।
দেখলে পরে কেউ না চেনে, তাই এ ডঙর
খোলা ॥

চন্দ্রমুখী ওরফে নিমাই,—“এস, বাবু!” ব'লে।
মা'হরখানা ঘরের মেয়ের স্বরার পেতে দিলে।
“আ-থাক থাক—নিচ্ছি আমি—তোমার কি ও
সাজে ॥
আমার স্বরে কষ্ট তোমার,—প্রাণে বড় বাজে ॥”
হেম গাভুলি এই না ব'লে তেজিরে দিলে ধোর।
নিমাই বলে, “খিল এ'টে দাও একটু ক'রে জোর।
“বাহবা-বা! বেশ ব'লেচো” হেম গাভুলি কর।
“মনের হুখে থাকবে হু'জব!—আর বা ক'রে
তর ॥”

এই না ব'লে হেম গাভুলি ছাড়বানার ব'লে ।
রসিকতা ব্যাপারে কিসে নানা রঙের বসে—

“তুমি লামার ছাড়বের পাখী, আমি তোমার খাঁচা ।

মধুর বুলি শুদ্ধবা তোমার, ওষুধবা তোমার
নাচা ॥”

এই না ব'লে পকেট থেকে পঁচিশ টাকা নিয়ে ।

“এই নাও, বোঁ !” ব'লে হাসে পায়ের কাছে

কিয়ে ॥

নিমাই তখন কড়িয়ে নিয়ে স্বরার পঁচিশ টাকা ।

কাপড়-খুঁটে বাঁধলে এটে তিনটে পেরা পাকা ॥

খানিক পরে হেম গাভুলি কাছে যেমে গিয়ে ।

আঁচল ধ'রে হেসে বলে,—“ঘোমুটা খোলো,

প্রিয়ে ॥”

আঁচলখানা হেঁচকা টানে ছাড়িয়ে নিমাই বলে ।

“নজ্জা করে—বসবো পরে খানিক সময় গেলে ॥

মজ নোকের ব'সতে কাছে নজ্জা করে ভারি ।

তাতে আমি নারীর মাকে অতি নাজুক নারী ॥”

এমন কালে ঘরের দ্বারের মাধব ঠেলা দিলে ।

তাই না শুনে হেম গাভুলির চমকে ওঠে পিলে ॥

বাইরের থেকে মাধব বলে,—“ও বোঁ ! দোয়ার

খোলো ॥”

তাই না শুনে হেম গাভুলি বলে, “এ কি হ'লো !

কি সকলনাশ !—কোপায় বা'সো ॥—পথ নেই

যে আরও

এসার বুঝি দফা রক্ষা !—প্রাণে বাঁচা ভার ॥

কি হ'বে, বোঁ ! রক্ষে কর, পড়ি তোমার পায় ।

এক শ' টাকা দেবো তোমায়; ঘুটাও আজ এ

দায় ॥”

গৌ-সাজুনে নিমাই বলে,—“কি ভয় তোমার,

বাবু ? ॥

পাক্তে আমি, আমার কামী ক'রবে তোমার

কাবু ? ॥”

এই খোলেটা গায়ে মুড়ে তক্তাপোষের তলে ।

ভগ্নে পড়, পাঠিয়ে দেবো পরে সময় পেলে ॥”

তাড়াতাড়ি হেম গাভুলি, তাই না গায়ে দিয়ে ।

তক্তাপোষের তলে গিয়ে রইলো ভগ্নে শুয়ে ॥

নিমাই তখন ঘোর খুলে দে, মাধব ঘোরে বলে ।

“নৈমিত্তিক বাধ্যতায় নিয়ে কেন কিয়ে এলো ? ॥”

মাধব বলে, “পেটটা কেনন ব'সলো, হেঁটে হেঁটে

কিয়ে এলুম সেই কারণে, তুে বাবু ছ' কোশ

হেঁটে ? ॥

ব'সতে আমি আর পারি নি, হাওয়ার বাকি শুয়ে ।

তনুটো এনে দাঁও না পেড়ে, শোবো কি ছাই

ভূ'য়ে ? ॥

নিমাই বলে,—“কোপায় সেটা ?—ঘরের ভিতর

নাই ॥”

মাধব বলে,—“কোপায় গেলো ?—দুখ হোক গে

ছাই ! ॥

আপনি নিজে খুঁজে দেখি” এই কথা না ব'লে ।

ঘরে ঢুকে বলে, “এই যে তক্তাপোষের তলে ॥

তাই না শুনে হেমা ভাবে, “বাঁচাও, ভগ্ন-

বানু ! ॥”

ভগবানের ব'য়ে গেছে রাগতে রে তোর প্রাণ ॥

এমন কালে মাধব ঢুকে তক্তাপোষের তলে ।

খোলেখানা টেনে খেন চমকে উঠে বলে ॥—

“এ কি এ কি,—এর ভিতর কি ? কেন বিষম

ভারি ? ॥”

হেম গাভুলি বলে, “মাধব ! জর হ'য়েছে ভারি ॥”

ছোট লাটের ছকুম জারি, শিথতে হ'বে চাষ ।

এসেছিলাম জর্জরিত চাষের নিয়ম তোমার

পাশ ॥

কুইনাইনের ষাতটা আমার, এসেই তোমার

ঘরে ।

কম্প দিয়ে অরটা এলো, শ্রাণটা কেমন করে ।

কোথাও কিছু পেলেম নাকো, খোলে গায়ে

দিয়ে ।

তক্তাপোষের তলায়, মাধব ! তাইতে ছিলেম

শুয়ে ॥

মাধব ! তুমি ভাল আছ ?—কাজ ক'র ভাল ? ।

ছাতটা আমার ধ'রে, মাধব ! বাড়ী নিয়ে চল ॥”

মাধব বলে, “তাইতো, বাবু ! কাঁপচো বড় জরে ।

খানিক থাকো, এখন বাড়ী ফা'বে কেমন করে ? ॥

আমরা, বাবু ! চাষাভূষা, টোটকা খেয়ে সারি ।
কুনিয়ানের ধার ধারি নি, ডাকারিকে ডাকি ॥
আপ্নি যদি আমার কথা শোনো, বাবু ! তবে ।
টোটকা খেলে এ জর তোমার শীঘ্রি সেরে

বা'বে ॥

হেম গাঙুলি ভাবে মনে,—“মাধব বড় বোকা ।
চালাকিতে কাজ সেরেচি লাগিয়ে দিয়ে বোকা ॥
মাধব ঘোষের কথার মত চলাই এখন চাই ।
টোটকা খেয়ে ফোকা দিয়ে বাড়ী চ'লে বাই ॥”

হেম গাঙুলি রাজী হ'লো টোটকা খাবার
তরে ।

‘যাও তরা, বো ! টোটকা আন, আছে রহুই-
বরে ॥’

নিমাইচরণ অগ্নি তখন দৌড়ে চ'লে গেলো ।

মত্ত ঝাঁটা পেছু পানে মুকিয়ে নিয়ে এসো ॥

মাধব বলে, “এনেচো কি ?” নিখাই বলে, “হাঁ” ।
“বাবুজীকে দাও না তবে ওনে পাঁচটা যা ॥”

মাধব ঘোষের হুকুম শুনে নিখাই তখন তেপে ।
এক দুই ক'রে পাঁচ যা ঝাঁটা মারলে পিঠে বেগে
ঝাঁটা খেয়ে হেম গাঙুলি গড়ায় ঘুলোয় প'ড়ে ।

মাধব বলে, “কেমন বাবু ! জর গিরেচে ছেড়ে ।
তোমার জরে এই টোটকা, তা' বই ওষুধ নাই ।
ছেড়েচে কি ? নৈলে বল আর কত যা চাই ॥

তোমার মতন রুগী বা'রা, তা'দের মুড়োমুড়ি ।
এই “টোটকা” অমোঘ ওষুধ—শতমুখী বড়ি ॥

কবি বলে, এম্নিতর যে সব বাটা

নাককাটা ।

হেম গাঙুলির মতন তা'দের পিঠে

পড়ে পাঁচ ঝাঁটা ॥

৪- ষোলবছরী শেলী ।

জমীদার ছেলার চালতাতাড়ায় অনেক লোকের
বাস ।

কেউ বাবুনা, কেউ চাকরী, কেউ বা করে চাষ ॥

বেকার বিকার রোগে কা'রো ভাত যায় না

পেটে ।

কুদে খিয়ে পেট দুটিয়ে তাস কেউ বা পেটে ॥

কেউ বা করে উমেদারী বাবুর বাড়ী হেঁটে ।

কেউ বা চোকে ঘুলো দিয়ে পরসি আনে লুটে ॥

কেউ বা ধনী, জারগা জমী দখল কোরে আছে ।

স্বরূপসী কতই করে পরীষ প্রকার কাজে ॥

উঠোন ভরা ধানের মরাই, গোয়াল ভরা গাই ।

মু'টে ভরা বাড়ীর পাঁচীর, পাঁদাড় ভরা ছাই ॥

ভাড়ার ভরা বা'বার জিনিষ, বাগুন ভরা গাছ ।

ফসল ভরা চাষের জমী, পুকুর ভরা মাছ ॥

এমনতর জমীওলা ধনী বড় লোক ।

চালতাতাড়ায় হু' জন আছে, টাকাও আছে

খোক ॥

তা'দের মাঝে একটি বাড়ীর কত্তা গেছেন মারে
কুলের বাতী ছেলে আছে ষরটি আলো ক'রে

নামটি মধুর—গোকুলমোহন, বয়েস সাতাশ

খেসে

মদের বোতল উজোড় করে, গাঁজাও টানে

কোমে ।

পাঁচপাঁচিপাঁচ গড়নখানা, ওজনখানা ভারি ।

হু'দিয়ে বেড়ায় পাড়ায় পাড়ায়, ডরায় নরনারী ।

কথায় কথায় বেগে ওঠে, চেঁচিয়ে ওঠে কড়া ।

চাকরদিগে ঠেঁঙিয়ে মারে হুষ্টু, বেড়ে ছোড়ি ॥

ভদ্রলোকের ঘরে এমন পাড়ী কোথাও নাই ।

হাড়ে নাড়ে জ'লে মরে তা'র জালায় সবাই ॥

মাকে মারে—তীকে মারে কথায় কথায় লাগি

দেয় না খেতে দিনে বেতে, এম্নি কঠিন হাতি

ভাল কাজে বন্দু করে, মল কাজে মাতে ।

বাড়ী ছেড়ে ছু'চো ছোঁড়া বাইরে থাকে

রাতে

লক্ষী সতী ভগবতী ভগবতী আরা।

তার উপরে নেক নজরে নাই বেচারার মারা।

“ভাই ফেলতে ভাড়া কুলো” এমন কুলের নারী।

সব সওয়া বার, কিন্তু আমি সহিতে এমন নারী।

এরূপ সতীর বিকপ পতি করুণ কোরে ঘটে।

কুলেতে নারি, হুংরু ভারি চক্ষে বারি ছোটে।

হার, ভগবান! এ কি বিধান তোমার বিগমার।

কেমন কোরে কুলের শিরে মারো কঠিন বাজ।

যে জন যেমন, তারে তেমন দাও না কেন

সাধী।

কমল দলে কেন দলে মদ্যমাতালে হাতী।

রাজ্য তোমার অহুৎ অপার, নাইকো সুখের

লেশ।

জীবন বাহার, তুংগু তাহার, মোলেই হুংরু শেষ।

প্রাণের বুকে হুংরু পাঁখা, কেন এমন প্রাণ।

জীবকে দিলে, জীবনদানা নিদয় ভগবান।

নারী কবা জ্ঞানন্তে নারি তোমার বিদ্যি, বিদ্যি।

নৈলে কেন বোল্লমোহন ঠৈনবে পায়ে নিধি।

নোজবাজীও বুঝতে পারি, কিন্তু তোমার বাকী।

বুঝতে নিয়ে অদুখ হোয়ে আবু একতর বুঝি।

বুঝতে দিয়েও বুঝাও নাকো তোমার অদুখ

বাকী।

বুঝি বুঝি, আমি আবার বুঝাও হিজিবিজি।

কেন তুমি সব ছেলেকে সব মেয়েকে, পিতা।

সমান কোরে গোড়লে নাকো। তুমিই না

সুখদাতা।

একটি ছেলে ছাসে তোমার, একটি মেয়ে কানে।

এক ভাইকে আর এক ভাই শিকুলি দিয়ে বাধে।

অন্য যে ভাই, তারে সহাই প্রবল ভাইটে

মারে।

এক বোনকে আদু এক বোন পোড়ায় বিয়ের

ধারে।

হুংরু আমি, ভিলে কোরে উদর পূরণ করি।

দেখিয়ে ভরাস মুখের পরাস নেয় অপরে হরি।

কেন তোমার বিগ-মাঝার এমন অবিচার।

থাকতে তুমি, হুংরু জনে করে অত্যাচার।

কেমনতর পিতা তুমি?—কেমনতর রাজা?।

শিষ্ট জনে হুংরু জনের করে কোণাও শাসা?।

কিসের তরে কোয়ে হুংরু এমন নরনারী?।

লাভ কি ছিল এমন করার?—বশ পেলে কি

ভারি?।

গোকুলমোহন কালভুজ, কমলমুখী সরল।

কমলমণী সুধামুখী, গোবু মোহন গরল।

সুধায় শিষে মেশাও কেন এমন কোরে, হরি?।

সুখ বুঝি হয়?—হুংরুও পারে। আমরা জলে

মরি।

ঐ বা, আমি কি বাংলাতে কি বোল্টি এতক্ষণ?।

কাজের কথা বোল্বেও এবার, শোনা, পাঠকগণ!।

চাল্‌তাভাড়া গ্রামটি থেকে কোশেক ধানেক

দূর।

দ্বিধা দিকে মাঠের ধারে আছে মামুদপুর।

গ্রামটি ছোট, কিন্তু বেশী ভদ্র লোকের বাস।

বৈদ্যজ্ঞানি চোন্দ্র আনা, সেন গুপ্ত দাস।

হিহ্যানীর পাল্‌পার্সন প্রায় সকলি হয়।

শক্তিমত ভক্তি করায় কেহই বিমুখ নয়।

আশিন মাসে দুর্গাপূজা, ফাগুন মাসে দোল।

বছর বছর হয় সে গ্রামে বাজিয়ে কাড়া ঢোল।

সেই গ্রামেতে রূপ নামেতে গুপ্ত উপাধধারী।

বৈদ্য জনেক নিবাস করেন, হাতবশটা ভারি।

কব্বেজিতে হয় গো তাঁহার রোজ্‌গারটা বেশ।

আসে শোকে ডাক্তারে তাঁরে হোতে দেশ-

বিশেষণ।

১০ (গণ) ১০ + (যোগ) ৫ হয় ১৫ আঁক।

রূপনারায়ণের এই অঙ্কে বরেন্দ্র বছর ডাক।

সাদানন্দে ধরনধানা, গড়নখানা ফাঁদ।

কাঁচা পাঁকা চুল মিশানো, কাণে আঁচল চিন।

টাকপড়া তার ব্রজতালু, ধারে বিবল চুল।

নামে শিখা, কাজে বাধা রয় না তাতে ফুল।

চটী জুতো পরেন পায়ে, ধরেন বেত্তের ছাতী।

জাঁকজমক নাই সাজ সজ্জার; সাদা চাদর ধুতি।

বাড়ট, চরক, নিদান আদি চিকিৎসকের পুথি।

বিশেষরূপে বোঝেন তিনি, বাৎসর্য অতি।

ফাকী দিয়ে ঢাকী নেওয়া তাঁর ব্যৱসা নয় ।
ধৰ্মপথে চলেন সখা, পাপকে বড় ভয় ।

দেখেচি গো এমন আশ্চর্য্য ভাবি কত ।
নাসে তাঁ'রা জ্ঞাত'বদ্যি—গোবন্ধির মত ।
বদ্যিকণে বমের দূত, বদ্যি কুণী মাঝে ।
ওষুধপালায় ঘোড়ার ভিম্, মুখের চোটেই

মাঝে ॥

খোর আনাড়ী, বুকতে নাড়ী সাধ্য কিছুই নাই ।
রোগ চিন্তে চিন্তে করে, পার না তবু খাট ।
এক রোগেতে আর এক রোগের ওষুধ দিয়ে

বনে ।

জাত পথি কোরে বসে নাড়ীভরা রসে ॥
কুইনাইনের বড়ী গড়ে চালের গুড়ি দিয়ে ।
“জর-কেশরী” বোলে খাওয়ার কুণীর কাছে

গিয়ে ॥

পূৰ্ণজরে “জর-কেশরী” মধুর অনুপানে ।
পেটে গিয়ে জর আটকে কুণী মরে প্রাণে ॥
মরে মরুক ব্যাটার কুণী বদ্যি ভাষার কি ?
মনের হুণে ভোলেন হুণে গরম ভাতে বি ॥

আবার এমন অনেক আছেন গুণের চিকিৎসক ।
পুকুর-ধারে মথ ধানেন যেন সাদৃশ্যক ॥
‘কি ভয় কি ভয়’ বার বার কয় ‘কোরবো আর’ম

রোগ ।

বিল টাকা দাও কোরবো তবের ‘হুমুস্টিযোগ’ ॥
পক্ষপক্ষী নামটা শুনে ভয়না প্রাণে পেয়ে ।
গরীব কুণী টাকা আনে জিনিষ বিধা দিয়ে ॥
বদ্যি ভাষা সেই টাকাত্তে গরবী খালান কোরে ।
‘মেগের কাছে পেগের বড়াই’ করেন হ’তাত

নেড়ে ॥

আনা চারেক হুদ কমিয়ে মহাজনের কাছে ।
মুষ্টিযোগের যোগাড় করেন পাঁচটা বুনা গাছে ॥
খঁতো কোরে, মাত্ গুড়েতে মাথিয়ে গড়েন

বড়ী ।

গরীব কুণীর পোয়েন পেটে, জ’লে ওঠে নাড়ী ॥
রোগের দফা হয় না রফা, প্রাণের দফা শেষ ।
এনে প্রাণে কুণীর মরণ; বদ্যি ভাষার বেশ ॥

আবার এমন অনেক আছেন, জুহোজুরী
কোরে ।

টাকা লোটেন, নোটিস্ দিয়ে “প্রাচীন দিবারক” ।
তাঁদের মাঝে কেউ বদ্যি, কেউ ডাক্তার বাবু ।
প্যাটেণ্ট্ ওষুধ তিন বেলা খাও, পথি হুদ আর

সাবু ॥

চিকিৎসা কি, নাইকো জানা, কিন্তু যেন পাকা ।
প্যাটেণ্ট্ ওষুধ ছাপিয়ে দিয়ে ক’কিয়ে লোটেন

টাকা ॥

“ছরচক্ৰ-তপুঠৈল” এক দিনে জর সাধে ।

“বাত-মুণ্ড-খণ্ড-লেখ” বাত ভেগে যায় ডরে ॥

“কোষ্ঠবন্ধনিবারিণী বিশ্ববীজের বটী” ।

আর আমি বলি,—

“প্যাটেণ্ট্ ওষুধ-প্রকাশকের হাড় ভাঙ বার
লাঠী ।” ॥

কেবল শুধু জ্ঞাত'বদ্যি ডাক্তাররা নয় ।

মহম্মদের শিষ্য হকিম কেউ বা এমন হয় ।

খ্রীষ্ট-গুরু সেয়ান চেলা ডুবকি মেয়ে রয় ॥

কেউ হগলী, কেউ বা কাশী, কেউ বমাণয়

ধেকে ।

ঢাকী নিয়ে ফাকীর ফাকী পাঠায় মড়ী রেখে ।

কাক যায় না গরব কাপজ, কলম কলম লেখা ।

লেখার চোটে আগুন ছোটে, আমল কাছে

ফাকী ॥

যরে গড়া, দায়ে পড়া, সাভাষ্য মতের কাছে ।

ম্যাট্রিকিটে যোগাড় করে; কাকী বলে পাছে ।

নোটিম দেখে হুখী গরীব আসল, মাহুল দিয়ে ।

সে সব ওষুধ আনে কিনে প’ড়ে রোগের দায়ে ।

কেউ তিন দিন, কেউ সাত দিন, কেউ বা একশ
দিন ।

ওষুধ খেয়ে সাদৃশ্য কোবা;—বিনের দিনই কীপ ॥

‘জ্যোন্তো মাছের কোল পথ্য’ নতুনতর কথা ।

পুকুর-তলায় উনোণ বোড়ো, নৈলে পা’বে

কোথা ॥

এমনতর বিদ্যা বাঁদের, তাঁরাই আবার, হায় ।

কোন সাহসে যমের মত ওষুধ নিতে চায় ? ॥

মানুষমায়া—মানুষ জন্ম, বার-বার মাই পাপ ।
জেনেওছি ছি, কেমন কোরে দেয় নরকে বাপ ॥
এদের চেয়ে দয়া ডাকাত লেঠেল ললো বেশ ।
জীবন দেখো বোলে জীবন করে নাকো শেষ ॥
হাস, ভগবান্ ! কেন ভূমি আছ নীরব হোয়ে ? ।
মরে তোমার ছেলে মরে, দেখেচো ভূমি চেয়ে ॥
রাজ্যে তোমার ঘোর পাপাচার করে এ সব

লোকে ।

এদের ছলে নয়ন-জলে বাপ, মা ভাসে শোকে ॥
জীবন পাবো বোলে জীবন কত জীবের বার ।
এদের জীবন হত, হরি ! এই নিবেদন পাষ ॥
এদের মতন সবাই কি গো ? উ'হ, তা' তো নয় ।
তা' হোলে কি এই দরতে আজো মানুষ রয় ? ॥
মস্তভূমি হোয়ে যেতো এই পৃথিবীখান ।
গাছ পাবরি থাকতো শুধু, ঘুচতো মানুষ নাম ॥
ধর্মতীর্থ সং ব্যক্তি, সং ডাকার ঘাই ।
দশ বিশ জন আছেন বোলে রুগী পাঁচো'তাই ॥
রূপনারায়ণ তাঁ'দের বলে গণা বোলে মানি ।
অনেক রুগী জীবন পেয়ে তাঁ'র চরণে ক্লী ॥
রূপনারায়ণের মতন বার, তা'রাই বৈচে থাক্ ।
চিকিৎসক মরুক মরুক ;—বালাই ঘুচে থাক্ ॥
ঐ বা, আবার কি বোলতে কি বোলচি এতক্ষণ ।
কাজের কথা বোলবো এবার, শোনা, পাঠক-

গণ । ॥

গ্রামের গরীব লোকের প্রতি,
রূপনারায়ণের দয়া অতি,
দিন দু'বেলা অগ্নি দেখেন গিয়ে ।
নেন্ না কত পয়সা কড়ি,
অগ্নিই দেন শুধু বড়ী,
কা'রেও আসেন পথ্য-খরচ দিয়ে ॥
এই কারণে গরীব লোকে,
ভক্তি বড় করে তাঁ'কে,
বাধ্য হোয়ে থাকে অনুক্ষণ ।
ফায় কমান্ সবাই খাটে,
তাঁ'র বাজীতে-সদাই খাটে,
তামাক সাজে বতই প্রয়োজন ॥

চালভাতার হুকোশ পুবে শিমুলতলা নাম
চোটি বাট মোটাট একটি আছে গ্রাম ॥
সেই গ্রামেতে রূপনারায়ণের সাধের বস্ত্রব ডী ।
বাওয়া আসার কর ভারি, ভরসা গরুর গাড়ী ॥
এই কারণে পত্নীকে তাঁ'র চান না যেতে দিতে ।
বুঝিয়ে হুঝিয়ে দেন ফিরিয়ে, আসলে বস্ত্র
নিতে ॥

দু' দশ বার এমন কোরে আর কত বার চলে ? ।
শাউডী বস্ত্র নিম্নে কোরে কত কথাই বলে ॥
যেরও আবার কথার খোটা খাটার মত লাগে ।
পত্নীও তাঁ'র দেয় স্বকার গরুরাণো রাগে ॥
“পোড়া কপাল ! হাড়হাবাতের হাতের মটোর
প'ড়ে ।
থাকে মা বাপ, অনাথ আমি, আপ'সোসে প্রাণ
পোড়ে ॥
দশ বছরে নিয়ে হোলো, আজকে বয়েস বোলো ।
উমের ভোরের পুলিপালান কপাল-দোষে
হোলো ॥

প্রথম প্রথম চার পাঁচ বার দিয়েছিলো যেতে ।
তাঁ'র পরেতে বছর তিনেক পোড়লো কঁটা
পথে ॥
এমন কোরে ক' দিন ধোরে খাচার ভিতর
থাকি ? ।

অথ সোয়াস্তি সকল গেলো, মরণ কেবল বাকি ॥
পাল্ পাকরণ কতই গেলো, একুটি দিনের তরে ।
বোয়ে নাকো মৃৎটো ফুটে যেতে বাপের ঘরে ॥
গোজগোজ ছাই দিন ভাল নয়, এগ্নি পাঁজী
ওর ।

পোড়া পাঁজী যায় না পুড়ে ?—যায় না যমের
দোর ? ।
নিজের বেলায় দিন ভাল হয়, আমার বেলাই
নেই ।
যেতে দেবার নেই ইচ্ছে, আসল কথাই এই ॥
বাপমাকে গো কেঁকে বদি পেলেম নাকো
চোখে ।
মিহিমিহি কি লাভ আমার এ ছার পরাণ রেখে

পুতুলবল্লভে ম'রবো ডুবে, গলায় বেবো ঘড়ি ।
 বাপের বাড়ী নেই ভাগ্যে, বিনে ঘরের বাড়ী ॥
 এই রকমে রূপনারায়ণের ঘরেও গোঁটার জালা ।
 শুনেও কাণে শোনেন না কো, কতই যেন কালা ॥
 আসল কথা, রূপনারায়ণের জায়ার প্রতি টান ।
 দিনেক তরে চোখের আঁড়ে রাখলে আকুল

প্রাণ ॥

এই কারণে ছাড়তে-তা'রে ইচ্ছে নাহি হয় ।
 বোল আনা ইচ্ছেখানা, সদাই কাড়ে রয় ॥
 প্রাণের সহিত বাসেন ভাল, দেখেন প্রাণের
 সনে ।

তিতুবনের ভালবাসা রূপনারায়ণের মনে ॥
 কিরু তবু কিসের তরে পত্নী এত চটা ॥
 কেনই বা গো দেয় সে এত প্রাণচটানো গোঁটা ॥
 কেমন কোরে বল্বে আমি পবের মনের কথা ।
 বিতীয় বিধি হোতেম আমি থাকলে সে ক্ষমতা ॥

এই রকমে দিনে দিনে,
 মন-চটানো ধোঁটা শুনে,
 রূপনারায়ণের মনের বুকে ফুটলো যেন কাঁটা ।
 গরুর গাড়ী ভাড়া কোরে,
 পাঠিয়ে দিলেন বাপের ঘরে,
 কাঠিকেতে ভাইকে দিতে ভাইবিত্তীদের
 কোঁটা ॥

সঙ্গে গেলো লালুর-মা কি,
 বড়ির হাঁড়ী, ভাড়াভরা কি,
 হুঁটি হাঁড়ী দুলবাসা, একটি হাঁড়ী নাড়ু ।
 রূপনারায়ণের জায়ার গায়,
 সেবার ভূষণ শোভা পায়,
 লালুর-মা কি গরীব মানুষ, হাতে রূপোর খাড়ু ॥
 গরুর গাড়ী ছব্বির ঘেরা,
 নৌকোর ছাত যেমন পারা,
 কাপড় দিয়ে-হুঁধার ঢাকা, এক একটু ফাক ।
 গাড়ীর উপর খড় বিছিয়ে,
 শব্বরঙ্গে ঢাকা দিয়ে,
 বোসলো হুঁজন চাপটালিতে, লাগলো খড়ে

জাঁক ॥

ঠিক ঠিক সব গেলো হ'রে,
 সেখো হুলে বলব ল'রে,
 গোলে মুড়ে, এক লাফেতে উঠলো গাড়ীর
 মোড়ে ।
 ছাট্ ছাট্ কোরে দিলেক তাড়া,
 সেখোর বধের পেয়ে মাড়া,
 চোললো হুঁটো শাফা বলদ লাভুল নেড়ে নেড়ে ॥
 ঢকর ঢকর নড়ে গাড়ী,
 গাড়ীর ভিতর বড়ির হাঁড়ী,
 লালুর-মা কি, রূপনারায়ণের পত্নী ধীরে নড়ে ।
 মেটো পথের জালা বড়,
 এই ওঠ তো এই পড়,
 কোথাও উঁচু, কোথাও নীচু, কাতিয়ে গাড়ী
 পড়ে ॥

আষাঢ় আষাঢ় বর্ষাকালে,
 পথ ডুবে যায় ইটু জলে,
 পাক হোয়ে যায় শকু মাটি গাড়ীর চাকার
 চোটে ।

এখন যেন সময় পেয়ে,
 পোকো মাটী শকু হ'রে,
 দাদ তুলচে ধাক্কা দিয়ে ;—গাড়ী পড়ে ওঠে ॥
 সেখো হুলে থেকে থেকে,
 বলদ তাড়ায় হেকে হেকে,
 বলদ হুঁটো গলদ যামে হামকানিয়ে চলে ।
 সেখো বলে,—“চল বাবা চল,
 খেতে বেবো খো-খোয়া জল,
 চল চোলে বাপ !—ছাট্ ছাট্ হন” বোলেই
 লাভুল মলে ॥

সেখো হুলের মলার চোটে,
 হেলে হুলে বলদ ছোটে,
 ক্রমে ক্রমে গ্রাম ছাড়িয়ে গেলো অনেক দূরে ।
 এক এক বার সেখো গায়,
 “গউর ঘামুক নিতাই যায়,
 যা রে ঘামুক জেনে আর” মিঠে পেঁও হুরে ॥
 মেটো পথের ডাইনে বায়ে,
 কেউ সোজা কেউ একাশ হ'য়ে,
 বাবলা তেঁতুল খেজুর অশখ নানা রকম তর ।

চলি গাড়ীর ছায়াপথে,
ডালটা কাঁচেরা সন্ধ্যা কোরে,
ঘোন্ডে লাগে, চোমকে ওঠে সেধো হুলের গড় ।
মেঠো পথের হালিক পানে,
কেত পুরেচে নখর ধালে,
বট দূরে চক্ষু চলে, ভক্ত দূরেই খান ।
সবুজ রঙে মাঠ একাকার,
চোক জুড়োনো কেমন বাহার,
দভাব যেন সোবছে কাপড় কোঁচে পরিধান ।
উঁচু উঁচু ধানের গাছে,
আল-পথ সব সুকিরে আঁচে,
দূর থেকে তা' যাত্র না চেনা, এগি ধানের ঝাড় ।
ভিতর দিয়ে মানুষ যায়,
আলের সীমা বুঝি তা'র
নৈলে পোকা নয়কো সোণা, এগি ঝাড়ের বাড় ।

এ পথ সে পথ দিয়ে ক্রমে সেধো হুলের গাড়ী ।
তিনটে বেলার শিমুলতলার দিলেক তবে গাড়ী ।
লালুর-মা কি গাড়ী ছেড়ে নামুলো আগে ভূঁয়ে ।
রূপনারায়ণের পত্নী নামে ঘোমটা দিয়ে মূরে ।
মৌদামিনী নামটি বৌয়ের, গড়নধানা ভালো ।
জাদার থেকে বেরিয়ে এলো ঘোমটা দেওয়া
আলো ॥

লালুর-মা কি একেক কোরে নামিয়ে নিলে
হাড়ী ।
সেধো হুলেও সরিয়ে নিলে এক পাশেতে গাড়ী ।
বলব হুঁটো ছেড়ে দিলে ; বাঁচলো যেন তা'র ।
পাকা ছ'কোশ গাড়ী টেনে ধোয়েছিলো সারা ।
যেনো ভূঁয়ে প'ড়লো শুয়ে পেটকোলা দম
ফেলে ।

একটা উঠে ধানিক পরে বাস বিচিলি খেলে ॥
মৌদামিনীর বাপের বাবা, কাজেই ভাড়া-
হাড়ী ।
অজ্ঞান আটখানা ধোয়ে চুকলো ভিতর-বাঁক ।
ভাড়াভাড়ি বা'রার সময় পারের ঠোকর লেগে ।
নাড়ুর হাড়ী উল্টে প'ড়ে টিকুরে গেলো ভেঁকে ।

মৌদামিনীর মনের মাঝে জাগছে মায়ের মূখ ।
ভাঙ লেই বা নাড়ুর হাড়ী ?—কিসের ছেঁয়ের
হুণ ? ॥
লালুর মায়ের মনের ভিতর লাগলো বড় ব্যথা ।
নাড়ুর হাড়ীর সঙ্গে যেন ভাঙলো বুড়ীর মাথা ॥
“হাই বা !—ও মা কোন্নি কি গো !—ভাঙলি
সাধের হাড়ী ।
আমরাও কি যাই নি, বাছা ! কত বাপের
বাড়ী ।”
কেই বা শোনে বুড়ীর কথা ; নিজেই বুড়ী বকে ।
মৌদামিনী মৌদামিনীর মত বাড়ী ঢোকে ॥
লালুর উপর লালুর মায়ের যেমনতর মাথা ।
নাড়ুর হাড়ীর প্রতিও তা'র তেজি মায়া করা ॥
কাজে কাজে ভাড়াভাড়ি এটা ওটা কোরে ।
নাড়ুর লো হুড়িয়ে নিলে নিজের আঁচল
ভোরে ॥

কতকগুলো ভেঙে গেলো, কতক হলো-মাথা ।
সকলগুলোই তোলে বুড়ী,—হাতে মড়ে শাখা ॥
সময় বুকে সেধো হুলে লালুর মাকে বলে ।—
“কালো মাসি ! লালুই কি তোর একলা পেটের
ছেলে ? ॥
ভাড়াগুলো একলা কি তোর লালু বাবাই বা'বে ? ॥
আজ্ঞা বেটি ! কিত্তিবেলা টেরটা হেঁটে পাবো ॥
তিলমাত্রও তিলের নাড়ু নাইকো দেবার আশা ।
কিত্তিবেলা হাটতে হবে, কাজেই ভালবাসা ॥
“সেকি, বাবা! এই নে, বাবা ! পামুছাখানা পাত ।”
এই না বোলে ভাড়া নাড়ু দিলেক পেটটা সাত ॥
তা'র পরে সে ক্রমে ক্রমে হাড়ীগুলো নিয়ে ।
বাড়ীর ভিতর চোলে গেলো গাড়ীর ভাড়া দিয়ে ॥
শিমুলতলার সেধো হুলের ক'র কুঁচুমা ছিলো ।
তিন প্রহরের ব্যাপারখানা কানেক চুকে গেলো ॥
লালুর মায়ের কাছে সেধো বিকেল বেলা এসে ।
বোম্বে—“আমি আন্থো নিতে অখান মাসের
শেখো ॥”
এই বোলে সে বলব ঘোড়া বোলে হুড়ে দিলে ।
চোলা কিরে মাঝপুরে শুভ পাড়ী নিয়ে ॥

নগর ভাড়া বুটে গেলো নিমাইপুরের পাড়ী ।
 বাদিক্ ছেড়ে ডা'ন দিকেতে চোম্বো গরুর
 পাড়ী ॥
 বাপের বাড়ী সৌদামিনী বড়ই আদর পেলে ।
 ভাই-দ্বিতীয়ের দ্বিমে কোঁটা দিলে ভেয়ের
 ভাল ॥
 বম বহুনার পূজা হোলো—হোলো বাওয়ার
 বটা ।
 সৌদামিনীর কতই যে সুখ, বোলবো আমি
 ক'টা ॥

এই রকমে ক্রমে ক্রমে,
 দিন গুলোকে ধরে বমে,
 এক ছই তিন কোরে ক্রমে খেলে উনিশ দিন ।
 দিন কটি'চে ক্রমে বত,
 সৌদামিনীর মনেও তত,
 বাপের বাড়ীর স্বাধীনতা স্বভাব হোলো হীন ॥
 উচুচু বা'রকটকা,
 লজ্জা হোলো পেট'পটকা,
 হেথায় হোথায় সেই মিতিনের বাড়ী বাওয়া
 আসা ॥

সাজ সকালে দুপুর বেলা,
 মেয়েয় মেয়েয় কেবল বেলা,
 দু'টী থেকে হটোহটী, শেষে গ্রাবু তাসা ॥
 স্বস্তরবাড়ীর বাধনখানা,
 বাপের বাড়ী যায় না জানা,
 স্বস্তরবাড়ী খাঁচা ঘেন, বাপের বাড়ী বন ।
 খাঁচার পাখী বনে এলে,
 স্বাধীনভাবে যেমন খেলে,
 তেজি খেলা এখন খেলে সৌদামিনীর মন ॥
 একে নারী, তা'র যুবতী,
 তা'তে কাছে নাইকো পতি,
 তা'তে আবার পিতামাতার আটকাবাটী নাই ।
 এমনতর মেয়ে হোলো,
 ভাল পাছেও পরল কলে,
 সময় বুঝে স্বাধীনতা কাজেই বেওয়া চাই ॥

বাপের বাড়ীর মেয়েওলো,
 মেদী হোয়েও বেন হলো,
 লজ্জা শরম পুড়িয়ে কলে পরম-মেজাজ হয়
 ছই মেয়েওলোর সাথে,
 মিশে মিশে দ্বিমে রাতে,
 সরল স্বভাব পরল কোরে আর না করে ভয় ॥
 সৌদামিনী কাজে কাজে,
 উঠলো মেজে ভেমি'সাজে,
 মনখানা তা'র গোড়া থেকেই কেমনতর ছিলে
 এবার আবার বাপের গাঁয়ে,
 বেড়ার হাওয়া লাগিয়ে গাঁয়ে,
 কেমনতর মনটা আরো কেমনতর হোলো ॥
 চালতাডাডার গোকুলমোহন বদরহাইসের বাড়ী
 শিমুলতলার সেই পাজীটের ছোটো পিসী
 বাড়ী
 যখন তখন আসে হেথা, দশ বারো দিন থাকে
 শিমুলতলার বী বউড়ী বড়ই ডরায় তা'কে ॥
 পুকুর-বাটে, বাপান মাঠে দেখলে মেয়েছেলে
 ঠাট্টা করে রজ কোরে কল ফুলটো কলে ॥
 ভাল বা'রা ডরায় তা'রা, মন্দবারা বা'রা ।
 সেই ছোঁড়াকে দেখলে পরে ডরায় নারে
 তা'রা

বা'রকটকা রঙ চটকা ছুঁড়ীওলো তা'কে ।
 দেখলে পরে যায় না স'রে, ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে
 'বেমন দেবা, তেজি দেবী', ছই কুমি আছে
 মনের মত মানুষ পেলে দাঁড়িয়ে থাকে কাছে

বিয়ের আগে বিয়ের পরে,
 গোকুলমোহন শিমুলতলার,
 সৌদামিনী সুন্দরীকে দেখেছিলো দশ কুড়িবা
 তখন থেকেই মনের ভিতর,
 ভিতর ভিতর তলার তলার,
 উন্মুখ হইলো সৌদামিনী-চাঁদ ধনি
 বার
 সৌদামিনীর মনের ভিতর
 উন্মুখ হইলো
 ছিল কি না, তা' জানি না, জানুবই বা কিসে

ক'র মনে কি চরুকী ঘোরে,
বুঝবে পরে কেমন কোরে,
মনের কথা যবে চেপে, বাইরে লাগায় দিশে ।
ইয়াগোর বা' মনে ছিলো,
জানতে পালে তা' ওথেলো,
প্রাণপ্রিয়াকে মেরে ফেলে ম'রতো কি গো
নিজে ? ।

বধু তির্যকের মনের কথা
জানতো যাকি পশুপতি,
আপনার কাঁধে আল্পনি পোড়ে পুড়ে পরাণ
তাজে ? ।

দুর্দ্যোগন আর শকুনির
মন বুঝলে সুধিষ্ঠির
পাশায় হেরে ভাই পত্নীর সঙ্গে যেতো বনে ? ।
মন্তরা আর কৈকেয়ীর
মন বুঝলে রামের পিতা
ম'রবে কেন ? রাম বা কেন যুববে বনে বনে ? ।
ক্রাইবের মন বুঝলে পরে
মীরজাফরটা ফিকির কোরে

নিমক্‌হালাম হোতো কি গো—ম'রতো হোয়ে
কুঠে ? ।

মীরজাফরের দুই হাতাব
বুঝতো যদি সিরাজ নবাব,
স' হোলে কি ম'রতো, ক্রাইব দেশ নিতো কি
লুটে ? ।

ফেরারের মন বুঝতো যদি,
মলহর রাও রাজ্য গদী
রয়ে ফেলে, বন্দী হোয়ে ম'রতো কি মাজাজে ? ।

ইংরেজের মন বুঝলে পরে,
ওরাজিদ আলী রাজ্য
রায় মচিঝোলায় রয়

মাক্‌বেথ আর জারীর
মন বুঝলে বুড়া রাজা

ডমো রাখে গিয়ে ম'রতো কি মাক্‌বেথের
হাতে ? ।

শয়তানের মন বুঝলে হাবা,
প্রবন্ধনার হোয়ে হাবা,
প্রাণের পতি আদম মনে ভাসতো কি আর
পাপের জোতে ? ।
ইংলিশম্যান সম্পাদকের,
পেলে পরে মনটা টের,
কউল্লি ত্রাসনের কি ঘুচতো কোর্টের রুটী ? ।
নরিসের মন বুঝলে পরে
মুরেশকে কারাগারে
হয় কি যেতে ?—শালপেরামের দেবতার হয়
মটি ? ।

তেমিতর দৌরানিমীর
মন বুঝতে পালে আগি,
মগজু চলে লিবি কি আর এতো ? ।
দেখে শুনে বোলচি গো তাই,
পরমনের পর পায় কড় খাই ?
পা'বার উপায় থাকলে পরে মন্দ ঘুচে যেতো ।
'কালমা কুটিলা গতিঃ' বড়ই কঠিন বোকা ।
সোজাটা যার তেউড়ে বৈকে—বাঁকাটা হয়
সোজা ।
ভাবি যেউ, হয় না সেউ, এটি কালের বাজী ।
ভাবি সে যা', তাই বোটে যায়, গব্বাজী হয়
রাজী ।

গোকুলমোহন কালের কলে তেনুরা অগ্রহাণে ।
ছোটপিসীর বাড়ী এলো শিমুলহা গ্রামে ।
ভুলে এসে ছুঁচো ছোঁড়া দৌরানিমী এসে ।
আছে এখন বাপের বাড়ী, বা'বে মাসের শেষে ।
কা'রেও কিছু বোলে নাকো, কেবল মনে মনে ।
ভাবলে কি সে লক্ষীছাড়া সেই কথাটা শুনে ।
সে দিন থেকে রোজরোজি সে মাছ খুস্বার
ছলে ।

বোম্বো গিরে দীক্ষির ধারের কবমগাছের তলে ।
জলে মাছে—বাঁধা বাটে সেই দীক্ষি বৈশ ।
গীতকালেও হয় নাকো তা'র জল বোলা বা
শেষ ।

'ঘোবাল-দীষি' নামে খ্যাত, গ্রামের ধারের আছে ।
উঁচু উঁচু চান্দকের পাড় শোভে তালের গাছে ।

চুই দিকে চুই বাঁধা ঘাট, সারি সারি সিঁড়ি ।
আর হুঁদিকে চারটে কোণের ঘাটে ভালের
ওঁড়ি ॥

দক্ষিণ দিকের রাঁধা ঘাটের কটা সিঁড়ি ভাঙা ।
উত্তর দিকের শক্ত সিঁড়ি ভাঙে নি, রঙ রাঙা ॥
চুই দিকেতে হুঁ সার রাণা আড় লম্বায় বড় ।
হাত পা খুলে পোড়বে নাকো,—সটান ভয়ে
পড় ॥

জল ঠেকা জলে ডোবা সিঁড়ি কটা খানি ।
শেওলা-পড়া, রাঙা রঙে সবুজ মাথা কালি ॥
ঘাটের উপর চওড়া চাতাল, রোয়াক হুঁটো
উঁচো ॥
খোঁজু-মেথী খেয়েচে কে, ভড়িয়ে আছে কুঁচো ॥
রোয়াক হুঁটোর চার কোণেতে চারটি বহুল
তরু ॥

পাতার ভরা, শ্রান চেহারা, শাখা মোটা সরু ॥
পাতার পাতার ছাওয়াছাটি, কাজেই নিবিড়
ছাওয়া ॥

ভবনো পাকা পাতাগুলো খোস্চে লেগে
তাওয়া ॥
রোয়াক হুঁটোর, সিঁড়ি গুলোয়, চাতাল, দীঘির
জলে ॥

ঠুঁকস্ ঠুঁকস্, টুপুক টপাক পোড়্চে পাতা খুলে ॥
রোয়াক হুঁটোর পেছোন পানে কুলের বাগান
শোভে ॥

ভনভনিয়ে ভোমরা ওড়ে কুলের মধুর লোভে ॥
নয়ন-ভোলা সোণায় গোসা ডবকা গাঁদাফুল ।
কেটা হাসে, মিঠে বাসে হৃষে দীঘির কুল ॥
হোলদে রাঙা চুড়ি পানা কককলি কুলে ।
সভাব যেন সাধের সানাই রেখে ধেচে ভুলে ॥
হৃষিহৃষী আড় নয়নে হৃষিপানে চেয়ে ।

চাল্চে হাসি, খাচ্ছে মধু ভোমরা খাঁকি দিয়ে ॥
পানটি ধোয়ে, ঠোঁট রাঙিয়ে, টাটকা-কেটা
জবা ॥

হুলে হুলে দীঘির জলে ধেঁচে হৃষের শোভা ॥
উত্তর ঘাটে যেমন শোভা, দক্ষিণ ঘাটের তাই ।
কুলে কটা ভাঙা সিঁড়ি, আর কিছু খুঁৎ নাই ॥

নানা রকম পানার চাহির ভাস্চে দীঘির তলে ।
দীঘির হাওয়ার দখিন দিকে প্রায় গিরেচে
চোলে ॥

কোন্ খানে বা ভাস্চে জলে পানায় গড়া চাকা ।
কোন্ খানে বা জাঁকা বাঁকা, কোন্ খানে জল-
কাঁকা ॥

কোন্ খানে বা ভাস্চে জলে শুকনো ভাঙা ডাল
সবুজ কোরে দিকে তারে সবুজ পানার জাল ॥
রকম নানা বাচ্চা পোনা ঝাঁকে ঝাঁকে এসে ।
ঘাটের পাশে ঘেসে ঘেসে খেল্চে ভেসে ভেসে
দশ বার সের ওজন ভারী কাংলা মারে লাক ॥
শব্দ শুনে বোপ হয় বেন, কে দেয় জলে সাঁপ ॥
দশ হুড়ি পথ বাচ্চা পোনা সেই শব্দ শুনে ।
খেলা ছেড়ে ডুবকি মারে, শকা পেয়ে মনে ॥

গোহুলমোহন হুপুর বেলায়,
সেই দীঘিটির কদমতলার,
এই রকমে চার পাঁচ দিন মাছ ধোতে যায় ।
নাম মাত্র মাছ ধরা তার,
সৌদামিনী-মাছ ধরিবার,

ইচ্ছে ভাগে মনের ভিতর, চাদিকেতে চায় ॥
ভাগা যখন দাঁড়ায় দিগে,
কাঁচে তখন জমে তীরে,
সৌদামিনী আনতে বারি সেই দীঘিতে গেলো ॥
চারগাভা মল বাজুলো যায়,
শুনেই গোহুলমো' চায়,

এক পলকে চার চোকেতে চাওয়াচারি হোলো ॥
তার পরেতে এদিক ওদিক,
চুই জনেতে চাইলে খানিক,
দেখলে চেয়ে, কেউ কোথাও নাইকো দীঘির
পাড়ো ॥

গোহুল তখন সতরু হোয়ে,
ছিপু গাছটা হাতে নিয়ে,
সৌদামিনীর পানে চেয়ে এলো ঘাটের পরে ॥
গোহুলমোহন ঠায়ে ঠোয়ে,
কি এক রকম ইঁড়িত কোরে,
হুস্হসিয়ে চুঁচু'র কথা বোমে তাড়াভাড়ি ॥

সৌদামিনী হাসলো শুধু,

হাসির ভিতর কোথলো মধু,

।।টি সেড়ে, কলনী ভোরে চোল্লো নিজের বাড়ী ।।

সৌদামিনী চল্লো যখন,

গোকুলমোহন বোলে তখন ;—

‘ভুল না, ভাই, দোছাই—দোছাই—মনে যেন থাকে।’

তা’র পর সে ছিপটে নিয়ে,

এ দিক ও দিক সে দিক চেষ্টে,

মুখের ভরে চোল্লো বীরে কেতে পিনী মাকে ।

ঐশ্বকালের বড় বেলা, শীতের বেলা খাটো ।

শীতের হাওয়ায় সখ্যা মামার তেজটা বড় মাটো ।।

হৃপূর বেলা উৎরে গেলে, বেলা মেন মরে ।

বিগুন জোরে শূন্য ঘুরে সখ্যা ডুবে পড়ে ।।

শিমুলতলায় সকো হোলো, ঢাকুলো আঁধার ছায়া ।

আলোর অভাব, কাজেই স্বভাব হোলো মলিন-
কায়া ।।

বাড়ী বাড়ী তাড়াতাড়ি উঠ লো প্রদীপ জ্বালে ।

ঠাকুরবাড়ী রকমওয়ারি পড়লো টাটি খোলে ।

ঘটা কাঁসর উঠলো বেজে, বাজলো গভীর
শোক ।

রকম রকম শাকের আগুয়াজ, তিন দুয়ে তিন
ডাক ।।

ক্রমে ক্রমে জলটা জ্বোমে বরক যেমন জ্বমে ।

তেদিতর পাতলা আঁধার জমাট হোলো ক্রমে ।।

ক্রমে ক্রমে প্রায় ছ’ঘড়ি রাত্রি হোয়ে এলো ।

নিবিড় আঁধার, তা’র কোরাসা ফাঁকে মিশে
গেলো ।।

আঁধার—আঁধার—নিবিড় আঁধার ! বিশ্ব আঁধার-
মাথা ।

পথে হাঁটা বিষম লেঠা, আঁধার-গোলা ফাঁকা ।।

ঠাতে আবার কনকনিরে বইচে উত্তোর হাওয়া ।

ফাঁকা মাঠে কেই বা হাঁটে কঠিন আসা বাওয়া ।।

শীতের ভয়ে মিট মিটিরে চাই’চে তারার দল ।

শাকাশ বোয়ে বাবের গায়ে জোমুচে শিশির-
জল ।

গাছের আড়ে আড়ে আড়ে ঝোঁকচে জোনাক
পোকা ।

কাছে গেলে কতক দেখি, যায় না দূরে দেখা ।।
জাড়ের বাড়ে হাওয়ার ভোঁড়ে স্বভাব আকুল
একে ।

তা’র কোরাসা আঁধার নিশা ফেলে তা’কে
ঢেকে ।।

স্বভাব মেন স্বভাব ছাড়া, এদ্রি শীতের তাড়া ।

দিনের বেলায় বেঁচেছিলো, রেষ্টের বেলায় মড়া ।।

গায়ের লোকে ঘরে ঢুকে, দরজা এঁটে দিয়ে ।

জড়িয়ে কাপড় বোমুচে সবাই উনোন-গোড়ার
গিয়ে ।।

কেউ কপুল, কেউ বা বনাত, কেউ পাছুড়ি গায়ে ।

কেউ বা দোলাই, কেউ বা কাঁথা শুজে গায়ে
দিয়ে ।।

কেউ শুজে লেপের ভিতর দিয়ে মড়িমুড়ি ।

জোয়ান, জেলে কতক ভাল, জক বুড়ো বুড়ী ।।

কনকনানো জলের যেন খুব-খাশানো দাঁত ।

হাত দিলে হাত যায় গো খোসে, আঁৎকে ওঠে
আঁত ।।

গর্দিকালে ঠাণ্ডা জলে ভাবটা সবার থাকে ।

এখন যেন শরুসম হয় না আমল তা’কে ।।

গর্দিকালের পরম অরি কীপু ততানন ।

এখন যেন প্রাণের নামুস, তপ্ত করে মন ।।

কালের খেলা এইকপি, ভাই, শরু বুঝে ওঠা ।

আজকে যেটা প্রাণপেষারী, কালকে সেটা লেঠা ।।

এমনতর প্রাণকাঁপানো অখাপ মাসের রাতে ।

ঐ দেখ, কে একটি সুবা থাকে যেঠো পথে ।।

পায়ে জুতো, পশমী মোজা, গায়ে শালের
কোড়া ।

কেরতা দিয়ে ডবল পাকে মাথার উপর মোড়া ।।

পশমী জামা গায়ে আঁটা, হাতে পিচের লাঠী ।

বুফু করা জুতোয় লাগে শিশির-ভেজা মাটি ।।

শিশির-ঝোরে বীরে বীরে ভিজ্জে শালের
জোড়া ।

কে ঐ সুবা !—যুঝেচি গো সেই পোকুলো
হোঁড়া ।।

৫—আদুরে ছেলে ।

টগর নগর নামে নহর গঙ্গা নদীর তটে ।
 এম্মি শোভা মনোশোভা আঁকা যেন পটে ॥
 অগ্নি গলি রাস্তা গলি কতই দোকান পাট ।
 নদীর ধারে সারের সারের শোভে না'বার ঘাট ॥
 দিবানিশি গিগি গিগি মানুষ চলে পথে ।
 কেউ বা হেঁটে, কেউ বা ছোটে যুড়ী ঘোড়া
 যুতে ॥
 দড়বড়ানি ঘোড়ার পায়ের, গড়গড়ানি গাড়ী ।
 গড়র গাড়ীর শুড়বড়ানি, চলচে আড়াআড়ি ॥
 দিনের বেলায় রবির আলো, তেলের আলো
 রেতে ।
 কোথাও আবার নাইকো আলো, বিষম লেঠা
 যেতে ॥
 গরীব ধনী সব রকমের লোকের সেবা বাস ।
 টাকার খেলা ! কেউ বা প্রভু, কেউ বা কা'রো
 দাস ॥
 সেই সহরে বসত করে অনেক ধনী লোক ।
 গাড়ী, বাড়ী অনেক আছে, টাকাও আছে
 খোক ॥
 ভারী ভারী জমিদারী, তালুক মুলুক আছে ।
 টাকার ফলে টাকা, যেন আমড়া ফলে গাছে ॥
 চাকর, নকর, কী, দরওয়ান, নায়েব, দেওয়ান
 ঢের ।
 মুহুরিরা খাতার পাতায় টানচে টাকার জের ॥
 জমিদারীর বিবেকালী কাঠাকালী বত ।
 তাঁর চেয়ে তাঁর তিন গুণ আয়, প্রজাপোড়ন
 এত ! ॥
 হাজা-শুকো বাদ যায় না, এম্মি আদায় কড়া ।
 গরিব প্রজা পায় না খেতে, বাবুর টাকার
 তোড়া ! ॥
 যেমন বাবু, তেমনি নায়ের, বরং আরো বেশী ।
 মুখের খাবার নেয় গো কেড়ে । প্রজা
 উপবাসী ॥

বলদ, গরু, লাড়ল, কোকাল সবি বেচে নেয় ।
 তা তেও যদি আদায় না হয়, শাস্তি ভার দেয় ॥
 এই রকমে দয়াল বাবু প্রজা পালন করে ।
 মরে মরুক বাটার প্রজা, টাকা আহুক ঘরে ॥
 এই রকমে দয়াল বাবুর অনেক টাকার কাঁড়ি ।
 এই রকমে গাড়া যুড়ী বাগ বাগিচে বাড়ী ॥
 এই রকমে মটকা-ছোঁয়া শটকা মুখে দেওয়া ।
 এই রকমে যুড়ী তেড়ে খেয়ে বেড়ান হাওয়া ॥
 এই রকমে বোঠোকখানায় দেয়ালগিরি ঝড়ে ।
 এই রকমে চটক ছবি, ফ্রেসে হাতীর হাড় ॥
 এই রকমে গাশুচে পাতা লম্বা মেরের'পরে ।
 এই রকমে কুলের তোড়া সাম্নে শোভা ধরে ॥
 ৮২ রকমে ডাইনে বায়া হারমনিয়ম বাজে ।
 এই রকমে গাইরে কত রান্ধরাগিনী ভাঁজে ॥
 এই রকমে যেমটা বেয়ে বোঠক ছেয়ে যায় ।
 এই রকমে খোসামুদে হুদে ভাতের খায় ॥
 এই রকমে দয়াল বাবুর হুদে বাবুগিরি ।
 প্রজার টাকা কেড়ে নিয়ে ফলানু বাহাহুরি ॥
 দয়াল বাবুর বাপ পিতানো ছিলেন ভাল
 লোক ।
 হিঁহুরানীর পাল পার্কণ পুজোর ছিল কৌক ॥
 দানধর্ম সংকর্ম তাঁদের ছিল বেশ ॥
 কাজেই তাঁদের বশ ব্যাতিতে ভোরের ছিল
 দেশ ॥
 ক্ষুধিত এলে খেতে পেতো, হতো অতিথ-
 সেবা ।
 চিরকালি খেতে পেতো কাশা গোড়া বোবা ॥
 তাঁদের সময় জমিদারীর প্রজা ছিল সুখে ।
 মনের সাথে দিন কাটাতো হাসভরা মুখে ॥
 দয়াল বাবুর আমন পড়ে উল্টো হ'লো সা ।
 ধর্ম কীদে, পাপের মুখে অস্বস্তিকার রব ॥
 দয়াল বাবুর পত্নী যেটি,
 ধনী লোকের বেটীও সেটি,

দেখতে ভাল, চাঁদের পাঁচা মুখের গড়নখানি ।

চাঁপার মতন গায়ের বরণ,

ঠমকখানা দেয়াক ধরণ,

ওমোর ভরে চলে চরণ, মলের খনকনানি ॥

গৌরবিনীর চোকে ঠোঁটে,

অহঙ্কারের কেনা ভিটে,

হেজে ভরা কথা ছোটো জিবের উগাত্ত রুখে ।

মান অভিমান আঁচল-বাঁধা,

রাইকিশোরীর মতন কাঁদা,

তাইতো সদাই কথায় কথায় আঁচল ঢেকে

মুখে ॥

মুখ দেখলে আঁচল-ঢাকা,

দয়াল বাবু অম্মি ভ্যাকা,

বিপদ বড় সাম্নে থাকে, আগুন ছুটে যায় ।

স্বর্গ চাই, কি মর্ত্য চাই,

পানু না বাবু ভেবে খাই,

পাশ কাটিয়ে পড়েন সোরে মানময়ীর মান-সার ॥

বাইরে গিয়ে ভেবে খানিক,

আবার ঢোকেন প্রাণের মাণিক,

পায়ের ধোরে মোহাগ কোরে কতই কথা বলে ।—

“কি চাই, প্রিয়ে ! রূপ না কেন ?

মেখে ঢাকা চাঁদটি যেন,

আর যে নারি বদন ভারি দেখে নয়ন জলে ॥

মন-মজানে বদন তোলা,

সম্মুখেন্দ্রে আঁচল খোলা,

বারেক হেসে দাসকে বল, কি চাও তুমি আজ ! ।

বেচবো ভিটে জমিদারী,

কিনুবো তোমার তরে, প্যারি ।

মনের মতন রতন ভূষণ সবার সেবা মাজ ॥

আমি তোমার রাখাল কালা,

তুমি আমার চাঁদের মালা,

বেচবো আমি শাল হুশালা—খড়া চুড়া মোর ।

তা'তেও যদি দাম না কুশোয়,

পরশ-ধুতী দোবো চুশোয়,

তুও আমি, ওলো ও রাই ! সাধ মিটাবো

তোর ॥”

পাঠক মহাশয় ! দেখ্‌চো কেমন ?

তোমারো কি গিন্নী এমন ?

তুমিও কি দয়াল বাবু ? যদিই এমন হয় ।

তবে তুমি অদ্য হ'তে,

দয়াল বাবুর হ'লে মিতে,

গিন্নী তোমার গৌরবিনীর মিতিন্ !—কেমন

নয় ? ॥

দয়াল বাবুর বাড়ী থেকে কোশেক ধানেক পুবে ।

“বিহার-কানন” নামে বাগান বাহার দিয়ে

শোভে ॥

দয়াল বাবুর পাঁচটা বাগান, “বিহার-কানন”

সেরা ।

এই বাগানে হাওয়া খাওয়া, পুকুরে মাছ-ধরা ॥

লোহার রেল বাগান-ঘেরা, ফটক চটকদার ।

পাক-জড়ানো নরু লতা রেলের চারি ধার ॥

ফটক থেকে সুরকি ঢালা রাস্তা ভিতর পানে ।

সুকনো পাতা হেথায় সেথায় পড়ছে হাওয়ার

টানে ॥

পথ থেকে ফের পথ বেরিয়ে হেথা সেথা গেছে ।

পথের ধারে মারে মারে জুল ছুটেছে গাছে ॥

রকম-ওগারি জুল-কেয়ারি, ইউক্লিডের জ্যামিতি ।

শাদা কালো টুকুরো পাথর দিকে চটক অতি ॥

পৌষ মানের মাঝামাঝি ; শীতকালের যে জুল ।

জুধা ঠোঁটে ছুটে উঠে ডাকছে অলিফুল ॥

সবার সেবা সেবার পাশা রূপ-পসরা গাঁদা ।

হেথায় সেথায় ডালের উগায় লাগিয়ে বেছে

বাঁধা ॥

রকম রকম রঙিন ক্রোটন, জুলের ফোটন নাই ।

কিন্তু তবু পাতার রূপে হার মেনেছি, ভাই ! ॥

ম্যাকিউলেট, এমুলেটা, ওপেলি-ফেলিয়া ।

মোরিয়ানা, গ্রাভি, রেপি, লোটস্টি-ফেলিয়া ॥

স্প্যারেল, মটি-ক্রু, ডিসুরেলি, ম্যাক্সিমা, জ্যাক্সন্ ।

আরো কত তরুণের চট্টকে ক্রোটন ॥

রেলিয়া, কেরোলাইনা আদি আরো কত তরু ।

কেউ বা টবে, কেউ বা নীচে, কেউ মোটা, কেউ

সক ॥

ধোপা ধোপা দোলন-চাপা, পাড়া-চাপা বোটা ।

গাধা গাধা রাঙা শাখা ফোটা বকের বটা ॥

মোড়ে মোড়ে লালপাতার গাছ, বাহার চমৎ-
কার ।

অগ্নিপাত্রীর সিংহি খেন জিব কোরেছে বার ॥

দামী গোলাপ—মার্সাল্ নীল্, স্যার ওয়াশ্‌ট
স্ট ॥

মট্-ক্রিষ্টো, জন্ মিণ্টন, (ফটোগ্রাফির প্লট) ॥

বাগানখানির মাঝে মাঝে পাথর-খোদা রকে ।

পাথর-খোদা সাহেব বিবি শোভে তফাৎ থেকে ॥

একটা রকে একটা বিবি আধ-ন্যাড্‌টা হ'য়ে ।

দাঁড়িয়ে আছে, গায়ের কাছে কুকুর আছে
শুয়ে ॥

বিবির মাথায় আঙুর-পাতার মটক শোভা পায় ।

আড় নয়নে তনের পানে লুচী বিবি চায় ॥

বলিহারি দয়াল বাবু ! ধন্য তোমার রুচি ! ।

লাজ থাকলে, এই বিবিটে কোত্তে কুঁচি কুঁচি ॥

এই রুচিতে কেবল তুমি একা দোষী নও ।

তোমার মতন বরলি দয়াল আছে হাজার
শও ! ॥

ধিক্ তোমাকে ! ধিক্ তা'দিকে, ঘণায় ম'রে
যাই ।

এমন রুচি বুচ্বে কবে ? এইট শুধু চাই ॥

আর বছরে খাঁতের সময় গড়ের মাঠে গিয়ে ।

এই রুচির ঢের ঢং বেবেচি পঁটের কড়ি দিয়ে ॥

কোথেকে এক জুবার্ট এসে ক'রে লোপাট
টাকা ।

বস্ কোরেছে—খুব কোরেছে—বাঙালি যে
বোকা ! ॥

“মহামেলা একজিবিশন্ !” নামে পেতে জাল ।

বাঙালিদের ঝাঁ বউড়ার ক'মে হাড়ীর হাল ॥

জুবার্ট আবার ব'লেছিল,—‘আমিই এসে ছেথা
ক'রে গেলেম সাহেব-খোঁসা নারীর স্বাধীনতা ॥

বাঙালিদের ঝাঁ বউড়ী আমার মেলায় শুণে ।

পুরুষ মনে হরিষ-মনে নিলেক বেখে শুনে ॥

ইংরেজরাজ সেই মেলাতে ভরসা দিলেন ঢেলে ।

ভারতবাসী প্রজাতুলের শুভ হ'বে ব'লে ॥

বিলাত-বিশেষবাসী রাজা এ দেশের কি জানে !

হিতে হ'ল বিপরীত !—ছাই প'ড়'লো মানে ! ॥

চাচ্চা আনা পরসা দিবে কটক হ'রে পার ।

(গাড়ীভাড়া যাক্ গে চুলোয় ! গাড়োয়ানের সে
ধার ॥

একেক ঘরে একেক দেখের জিনিষ গেল দেখা ॥

মন্দ ভাল দুই রকমি জিনিষ কাঁচা পাকা ॥

ভাল খেটি, ভাল ভা'কে কে না বলে, ভাই ! ॥

মন্দ জিনিষ বেখ'লে পরে ঘণায় ম'রে যাই ॥

কাঠে গড়া মস্ত বোতল ছিল যে দিক্ পানে ।

সাহেব বিবির জল-খাবার ঘর ছিল তা'র
দখিনে ॥

উত্তরেতে লম্বা পুকুর, ঝরণা পুষের দিকে ।

সেইখানেতে সভ্যগিরির সব বেখেচি চোকে !

রকম রকম ন্যাড্‌টা বিবি, রকম রকম ঢং ।

রকম রকম দয়াল বাবুর সেইখানেতেই রং ॥

লাজের কথা বল'বো ক'রে ?—যেহা বড় হয়

সত্যতম সাহেব জাতি ! গব্য পরিচয় ! ॥

যেমন মেলা, তেমনি মেলা, তেমনি রুচিখানা ।

ন্যাড্‌টা বিবি বিকিয়ে গেল, বৈলো সোপা দানা ।

দয়াল বাবুর মতন বাবুর অনেক টাকার বল ।

টপাটপ সব লুকে নিলে ! বেচ'নে ওয়ালার কল !

অনেক অনেক কাগজওয়াল ভুলে উ'চু তান ।

গাইলেন ফের এমন মেলায় কতই শুধু গান !

গাঁদের এত কুতূহিতে রুচি ! সব দেওয়া ।

তা'দের গায়েরও দয়াল বাবুর লাগে মূল্য-
হাওয়া ! ॥

সম্পাদকের কাজ শক্ত, ভাত-ভক্ত হ'লে ।

অন্যায়টা ন্যায়ের মত খেলে কলম-কলে ! ॥

হুশোর ভিতর হুটো লেখক সম্পাদকই বটে ।

একশো আটানকইটে কেবল ঘুষের মটে ! ॥

পাঁটা লুচি চপ্ কাট্‌লেট পোলাও খেলাও ঘু-
ডুবতে বল নদীমাতে, অগ্নি বেবে ডুব ॥

আবার এমন সম্পাদকো থেকে পা'বে চোকে ।

বুদ্ধি বিচার নাইকো নিজেয়, পরের কথা
লেখে !

এমন অনেক সম্পাদকের ন্যায়-জ্ঞানটা কাঁচা ।
ফ্রেণ্ডসিপেতে মিথ্যাটাকে ক'রে ফেলেন সাঁচা ॥
এইরূপ সব সম্পাদকের স্বার্থ-দিকে পাঁড়ে ।
মাতৃভাষা মঙ্গলশা চুলোর গিয়ে পোড়ে ।
মেসার কথা বাক্ পে চুলোর ; মেসায় কিম্বের
ঘৃষ ? ।

অন্য রকম 'আর্টিকেল' দেখবে বেশী হুঁষ-
তাই বল'চি, ভাই ।

সম্পাদকের কাজ শক্ত, ভাত-ভক্ত হ'লে ।
অভ্যাসটা জ্বায়ে মত খেলে কলম-কলে । ॥
দয়াল বাবুর বাগান মাঝে পাঁচটা পুকুর আছে ।
চুটো বড়, তিনটে ছোট, ভরা নানা মাছে ॥
বড় চুটোর একটা পুকুর সব পুকুরের সেরা ।
চার কোহারা চারটে কোণে, উঠ'ছে জলের
ধারা ॥
চারটে পরী চার কোহারার চারটে ডেকে
বোসে ।

উর্দ্ধমুখে গাল ফুলিয়ে অল কুঁকছে কোমসে ॥
উত্তোর দণি লম্বা পুকুর, উত্তোর দিকে বাটে ।
শ্বেতপাথরের পালিশ করা চিকণ সিঁড়ির পাট ॥
বাটের উপর বিশাল চাতাল, শ্বেতপাথরের স্বর ।
ঘরের ভিতর বেদির পরে বাদশা সেকেন্দর ॥
শ্বেতপাথরের মূর্তিখানি দ্বন্ধে পরিপাটী ।
কাক বাটার চুল-চেহারা কোরে গেছে মাটি ॥
পাটের পরেই বোঁঠোকখানা দ্বন্ধে মনোহর ।
গাল চে পাতা, লতাপাতা আঁকা বোবাক ঘর ॥
সেট যেথা সেট সেথা ছড়িয়ে আছে শোভা ।
বহিন্ কাঁচের জানলা-মাসি, খেল'ছে বনিব
আভা ॥

দালের গায়ে গিটিকরা ব্র্যাকেট কত আঁটা ।
তা'র উপরে বিরাজ করে পুতুল চকে কাটা ॥
তেলের ছবি, জলের ছবি দ্যা'লে কতই ঝোলে ।
গিটিকরা ফ্রেমে আঁটা, চমক ঝলমলে ॥
সাঁটিন্-আঁটা কউচ্, সোকা, খাঁট, কেদারা কত
দমেব গড়ি, ব'গ্লে যদি, প'ড়'লে হুঙে ভুঙে ॥
পিতল-চাকা পায়ার আঁটা চেয়ার বেড়ার ঘুরে ।
ইচ্ছে হ'লে চেয়ার সমেত সোরে বোসো ঘুরে ॥

মানুষ-প্রমাণ আয়না কত শোভে দালের গায় ।
জুতো থেকে চুলের ডগা সবই দেখা যায় ॥
ছোট বড় টেবিল কত মার্বেলেতে আঁটা । ॥
বেশীর ভাগে আছে ভাল, পোটা ছ'য়েক ফাটা ॥
হরিৎ লোহিত নীল লাল পীত শাদা কাঁচে
ঢালা ।

ঝাড় লটন কতই ঝোলে, হয় না আলো জ্বালা ॥
দরকার কি আলো জ্বালা ? কেই বা থাকে
রেতে ? ॥

বন্ডী ছেড়ে দয়াল বাবু চান্ না বাগান যেতে ॥
দিনে দিনে ধুলোর ধুলোর সব ধুলোময় ।
ফরাস যদি ফরসা করে, তবেই কতক হয় ॥
আজ কাল্‌কার দিন কি তেমন ? ক'জন চাকর
আছে ।
ধর্ম ভেবে কর্ম করে আপন প্রভুর কাছে ? ॥
পোন্‌রো আনা তিনু পেয়ের লোক কেবল কাঁকি
দেয় ।

মাগাট গেলে ক্রান্তি কড়া মাইনে বুঝ নেয় ॥
পৌষমাসের আজ সত্তেরই, শীতের দাপট বড় ।
মোটো কাপড় গায়ে, তবু মানুষ জড়সড় ॥
আজ বাগানের ভাগিয়া ভাল, আসবে দয়াল
বাবু ।

পুকুর-ধারে খাড়া হ'লো একটা সতের তাঁবু ॥
তাঁবু কেন ? কারণ আছে,— বড়মানুষী টং ।
ইচ্ছে হ'লে কোন বাবু ছাতে বাধেন টং ॥
কিছু দেখা একটি কথা বলা উচিত হয় ।
দয়াল বাবুর এই তাঁবুটো নিজ্ ইচ্ছেয় নয় ॥
কা'র ইচ্ছে ? বল'ছি তবে, শোনো, পাঠক-
গণ । ॥

দুই ইচ্ছেয় + এক কারণ = তাঁবুর প্রয়োজন ॥
দয়াল বাবুর খোঁকা ছেলে, মূল "ইচ্ছে" তাঁ'র ।
তা'র ইচ্ছে "ইচ্ছে" আবার হ'লো খোঁকার
মার ॥

খোঁকার মায়ের স্কুমখানা "কারণ" অলঙ্ঘন ।
তাইতে হ'লো আজ বাগানে তাঁবুর প্রয়োজন ॥
কাল নিকলে খোঁকা ছেলে হাওয়া খাবার তরে
বাবার সাথে গেছলো মাঠে মস্ত হুড়ী চ'ড়ে ॥

মাঠে ছিল সাহেব হুবার গোটাক এক তাঁবু ।
 গাড়ী থেকে দেখেছিলো সে সব খোঁকা বাবু ॥
 বাবার কাছে তাঁবুর কথা নিয়েছিলো জেনে ।
 তাঁবুর ভিতর শোবার তরে ইচ্ছা হ'লো মনে ॥
 বাড়ী এসে মায়ের কাছে তুললে তাঁবুর কথা ।
 তাঁবুর ভিতর ছেলে শোবে, তুই হ'লো মাতা ॥
 হুকুমজারি সেই দণ্ডেই, অগ্নি দয়াল বাবু ।
 ঘাড় পেতে সে হুকুম নিলেন টাঙিয়ে দ্বিভে
 তাঁবু ॥
 তাই আজকে বাগান-মাঝে পাচ্ছে তাঁবু শোভা ।
 আসবে খোঁকা, আসবে সাথে খোঁকার মা আর
 বাবা ॥
 বাপ্ মার আদর-অবতার, তিন-বছরে খোঁকা ।
 যা' বলবে, ক'ন্তে হ'বে, কার সাধ্য রোকা ? ॥
 শনি রাজা—খোঁকা, তজ্জ মন্ত্রী—খোঁকার মা ।
 দয়াল বাবু—মেঘ রাশিতে, মানুষ-চেমো গা ॥
 তিনটে বেলা ; টং টং টং তিনটে বেজে গেল ।
 ঘর ঘর ঘর ছটো মুড়ী বাগান পানে এল ॥
 এক মুড়ীতে দয়াল বাবু নীচের পোসাক পরা ।
 এক মুড়ীতে গৌরবিনী ছেসে কোলে করা ॥
 দয়াল বাবুর গাড়ীখানার চামের ঢাকন ফাঁকা ।
 গৌরবিনীর গাড়ীখানার ডবল ঢাকন ঢাকা ॥
 দয়াল বাবুর গাড়ীখানার তিনটে খোঁকাহুদে ।
 ক'ন্তে কথা, শুনেচে দয়াল চক্ষু দু'টি বুকে ॥
 গৌরবিনীর গাড়ীর ভিতর গোটা দুশেক দাসী ।
 ধোয়া খানের কাপড় পরা, দাঁতে মাজন মিশি ॥
 হেইও হেইং সহিস্ হাঁকে, পখিক পালায়
 ছুটে ।
 ঘোড়ার লালের ঠোঁকর লেগে ঠিকুরে আগুন
 ফোট ॥
 গৌরবিনীর শাদা মুড়ী আগে আগে ধায় ।
 দয়াল বাবুর কালো মুড়ী পাছু হোটে যায় ॥
 লাল বনাতের পোসাক পরা জোয়ান কচুমানি ।
 তক্কা আটা পাগড়ী মাথায়, হাতে চাবুকধান ॥
 কড়া ধোরে গাড়ীর পিছে সহিস্ দু'টো খাড়া ।
 কাঁধের উপর ঝুলছে কেমন ঝাড়ন গাড়ী-
 কাড়া ॥

নীল-ছোবানো কাপড় পরা, চামর বগল-মাঝ ।
 শাদা কালো পাকজড়ানো রাজা টুপীর সাজ ॥
 লাল বনাতের হাক-চাপকান হাঁটুর কাছে
 ঝোলা ॥
 কোচমানের পার নাগরা জুতো, সহিসের পা
 ধোলা ॥
 হেইও হেইং শব্দ শুনে ভজন চোবে ছুটে ।
 তাড়াতাড়ী ফটক খোলে, এই পড়ে এই ওঠে ॥
 মালীগুলো ছুটোছুটি ফটক পানে আসে ।
 ঝারী নিয়ে কেউ ঢালে জল কুলগাছে আর
 বাসে ॥
 সনাত কোরে হু'খান মুড়ী ঢুকলো ফটক দিয়ে ।
 ভজন চোবে হুকলো সেলাম আদেখখান
 মুখে ॥
 মালীগুলো হু'হাত মুড়ে ক'রে নমস্কার ।
 ভিতর পানে চোলে গেল হু'খান মুড়ীর মার ।
 গৌরবিনীর গাড়ী গেল পূর্ব দিকটে পানে ।
 সেই দিকটের একটা বাড়ী শোভে আম-
 বাগানে ॥
 মেঘেছেলের মতল সেটা, চার দিকেতে ঘেরা ।
 চক্ৰমিলনো বাড়ীখানা, শ্রুতি বাইশ-বরা ॥
 দুই মহলে বাড়ীখানা, উঠোন টালি-পাতা ।
 কোন খানেতে সেওলা সবুজ, কোন খানে
 ছাতা ॥
 নীচের মেঝে ম্যাজ্জমেজে চ, উপরতলা বেশ ।
 নীচে যেন পাতাল-পুন্নি, উপর সর্গদেশ ॥
 চক্ৰমিলনো উঠোন ধারে সন্ন সন্ন নালী ।
 ছাতের নলের ঠিক নীচেতে ডবল ডবল টালি
 উঠোন হাটের মাঝখানেতে সাত-তরুকে টব ।
 চার কোণেতে তিন তরুকে টবের কিবে টব ॥
 টবের উপর রকম রকম পাতা ফুলের গাছ ।
 টবের পাশে চৌবাক্সায় রাজা রাজা মাছ ॥
 গৌরবিনীর মুড়ী গিরে লাগলো সন্ন ঘোরে ।
 নামলো রানী, চাকরাণীয়ে খোঁকা কোলে কোরে ॥
 বাড়ীর ভিতর গেল তাঁরা, আস্তাবলে গাড়ী ।
 পাচক বাহন, চাকর গেল রাঁধতে রহুইবাড়ী ॥

দয়াল বাবুর পালা এবার খোঁসো, পাঠকরণ ।
বোঠোকখানার গাড়ী-বারাণ্ডায় ঘুড়ীর আগমন ।
খোঁসোদেগনের সনে নামুলো দয়াল বাবু ।
নামার সময় খাড়ি ফিরিয়ে দেখলে খোঁকার
তীব্র ॥

শ্বেতপাথরের সিঁড়িগাঁথা বোঠোকখানার দ্বার ।
দ্বারের নীচে পাপোঁস পাতা, দেখে চমৎকার ॥
পাক-ফিরাণো সেগুন কাঠের সিঁড়ি রেলিং ঘের ।
ধাপে ধাপে মাকখানটা সপে আটা ফের ॥
ঠকঠক জুতোর আওয়াজ হয় না সপের
'পরে ।

মচমচামচ্ কচ্ কচাকচ্ জুতো আওয়াজ করে ॥
আগে আগে দয়াল বাবু, শুকনি কটা পরে ।
রেলিং বারে ভরটা দিয়ে উঠলো উপর-ঘরে ॥
পাঁচ ছ'খানা ঘরে ঘেরা বাবুর বোঠোকখানা ।
মাকখানটার ঘরটা বড়, নজা করা নানা ॥
মাকখানেনেতে পালিস-পাথর-টেবিল গোলাকার ।
টেবিল ঘেরা একটা সোফা, সিঁড়েল চার চেয়ার ॥
সোফার উপর দয়াল বাবু আশ মিটিয়ে বসে ।
চেয়ারপরে ইয়ার বসে টেবিলখানা ঘেসে ॥

তিন চেয়ারে তিন ইয়ারের চাম চেহারা-শোভা ।
ধনীর ভাল হ'তো, হ'লে খোঁসোদে বোবা ॥
চেয়ার পিঠে পিঠ বা কা'রো, পায়ের উপর পা ।
টেবিলপরে হাতের তরে কারো কোঁকা গা ॥
হাত পুলিশে দয়াল বাবুর বশ-ভিখারী শিরে ।
খোঁসোদেগর গায় ভাল শাল, ঘুড়ীর চেনে হীরে ॥
পান্নাচূণির আঙটি হাতে, পাতে মাখন ছানা ।
মেগের গায়ে অনেক টাকার গয়না খাঁটি সোণা ॥
খড়-ছাওয়া চাল, মাটির দেয়াল ঘুচে গিয়ে
কোঠা ।

নগদ টাকাও ন' দশ হাজার, ভুঁড়িও কাজে
মোটা ॥
মুতুরা ফুলের কাছের আগুন আলি বোটে ।
গণগান বা গণজ্ঞানেতে * ভুলিয়ে মধু লোটে ॥

যেমন মধু ফুরিয়ে গেল, অগ্নি তফাৎ অলি ।
একটি বারো চায় না ফিরে, কয় না মধুর বুলি ॥
এমন প্রমাণ দেখেও, ছি ছি, তবুও ধনী লোক ।
আপন ভেবে টাকায় পোষে রক্তচোষা জোক ॥
টেবিলপরে মেকব' খড়ি চার দিকেতে
কাঁচ ।
ঘরের পাশে কাঁচের টবে খেলচে রাতা মাচ ॥
টেবিলপরে ফুলের তোড়া ফুলদানীতে সাজে ।
ঘরের পাশে আগ্নেতে টিং টাং টিং বাজে ॥
টেবিলপরে রূপোর পালে মাতীগড়া ফল ।
কাঁচা পাকা, লাগে খোঁকা, নোলায় সরে জল ॥
টানা পাখা চপটি কোরে ফুলে আছে ঘরে ।
গ্রীষ্মকালে খাটতে হ'বে, শীতে আগুন করে ॥
চাকর এসে দোকোর তেকোর তামাক দিয়ে
ধায় ।
দয়াল বাবু শটকা মুখে চোক বুজিয়ে ধায় ॥
পোড়ার মুখে পোড়ারমুখো খোঁসোদে কটা ।
বাধা হ'কোয় খাচ্ছে তামাক, উঠছে ধোঁয়ার
ঘটা ॥
পায়ের কাছে হ'কোর বোঠোক, হ'কোয় পাতার
নল ।
দপ্ দপ্ দপ্ গুলের আওয়াজ, গড় গড় গড়
জল ॥
ভ্যালুসা তামাক, বোধ হয়, কিছু হ'য়েছিল
কড়া ।
দয়াল বাবু উঠলো কেসে, লাগলো পেটে চাড়া
বড়মানুষের তিলটি হ'লে তালটি হ'য়ে পড়ে ।
ডাক ডাকার, চড়ায় বুঝি জাহাজ ডোবে ঝড়ে ॥
দয়াল বাবুর কাসি দেখে, তরায় রেখে হ'কো ।
'শতং জীব' চৈতন্যে বলে তিনটে লবণ-খেঁকো ॥
কেউ বা মুখে জল এনে দেয়, কেউ বা হাওয়া
করে ।
কেউ বা বাবুর গৌফ মুখে দেয়, রেশম-কমাল
ধরে ।
কেউ বা বলে, "ব্যটার কাসি, গয়ায় দেবো
তোকে ।
ফের যদি তুই এমন কোরে ঢুকিস বাবুর মুখে ॥"

কেউ বা বলে, "চাকর ব্যাটা বড় হারামজাদা ।
ভালুস। কেনার পরমা নিয়ে কিনে আনে কাশা ॥
কেবল ফাঁকি—কেবল ফাঁকি ! অগ্নি কি না
টাকা ? ॥

চাকর নামায় সব শালা চোর ! আমরা শালাই
বোকা ॥"

কেউ বা আবার হেসে হেসে রসিকভাষে বলে।—

"টানতে তামাক কষ্ট যদি হয় মশায়ের গলে ॥
তামাক ছাড়ুন, চুটকি টানুন, শক্ত হ'বে দাঁত ।
কানি ব্যাটা দাঁত-কামড়ে হ'বে কুপোকাং ॥"
খানিক পরে পুকুর ধারে এলো দয়ালচাঁদ ।

রোয়াক'পরে ব'সলো ঘীরে ঠেসান দিয়ে কাঁধ ॥

জেলের মোটা ঘুসি-বাঁধা ভাসা হাড়ীর মত ।

বাবুর সনে ধোঁয়ায়ুদে ঘোরের ক্রমাগত ॥

পুকুর-ঘাটে দয়াল বাবু ব'সলো যেমন এসে ।

ধোঁয়ায়ুদে গুলোও এসে ব'সলো আশে পাশে ॥

কেউ বা ছুটে আনলো লুটে কোটা গোলাপ
ফুল ।

কেউ বা পাড়ে পাকা পঁপে, কেউ বা টোপা
ফুল ॥

নারীকেলী ফুল কেউ বা পাড়ে, কেউ বা পাড়ে
নেবু ।

দয়াল বাবু বোসে বোসে দেখেন কেবল তাঁবু ॥

এক এক বার বলেন বাবু, "তোমরা এসে ব'সো ।

কল দে বা'বে আপ'নি মালী, পেট'টা ভোরের
ঠোসো ॥"

হেড সর্দার ধোঁয়ায়ুদে হেসে হেসে কয়।—

"মালীর ফলের চেয়ে এ ফল মিষ্টি, মহাশয় ! ॥"

এই বোলে সে ঘাড়টা নেড়ে মনে মনে বলে ।

"বোকা শালার কাছে বা'বো এমন ফল ফেলে ॥

কেবল তাকে ভোগা দিতে টাকার ভাগীদার ।

জানি না কি আমরা কেবল দ্বার্ব অবতার ? ॥

মিষ্টি কথার টোপ গিলিয়ে টানছি তোকে

বোকা ! ।

আর দেরি নেই, বছর হ'য়ে,হুয়ে নেবো টাকা ॥

হাই ভুলে সাধ কোরে কি তিন টুনকি দি ? ।

তিন টুনকি কুসুমন্তর, বার কোরে নি ঘি ॥

জলের ধারে আছিল, শালা ! কাছে গেলেই
জল ।

উঁচু নীচু বোলতে হ'বে ফেলে এমন ফল ॥"

তিন ব্যাটাতে পেট'টা ভোরের গাছ-পাকা ফল
খেয়ে ।

টোপা ফুলের টেকুর-তুলে ব'সলো কাছে গিয়ে ॥

দয়াল বাবু ডেকেছিলো, আস্তে হ'লো দেরি ।

তাইতে বাবুর মনে মনে রাগটা হলো ভারি ॥

তিন ব্যাটাকে সঙ্গে কোরে গিয়ে রাণার ধারে ।

পুকুর-জলে কেলে দিলে তিন ধাক্কা মেরে ॥

পটম মাসের হাড়ভাড়া শীত, উত্তোর-বওয়া
হাওয়া ।

পুকুর-জলের কনকনানি, শক্ত বড় নাওয়া ॥

তা'তে আবার গায়ে ময়ে পশমি জামা শাল ।

তিন ব্যাটারি জলে ভিজে হ'লো হাড়ীর হাল ॥

দয়াল বাবু হেসে হেসে ঠাট্টা কোরে বলে।—

"তিন জনেই কি যুক্তি কোরে লাফ মালে
জলে ? ॥"

এক ব্যাটা কয় ;—"না, মহাশয় ! পিছলে গেছে
পা ।

ভাল হ'লো, ধুয়ে গেলো জলে এঁটো গা ॥"

এই ব'লে সে ভাড়াভাড়ি উঠলো পুকুর-ঘাটে ।

মুখে সাপট, পুকু কিস্ত নীতের চোটে ফাটে ।

আর দু'ব্যাটাও ভাড়াভাড়ি উঠলো ছেড়ে জল ।

মনে ভানে, "তোকেও, শালা, ধোঁয়া প্রতিফল ॥

মাগীগুলো তফাৎ থেকে গাছের আড়ে হাসে ।

কেউ বা হেসে গিয়ে বলে ভজন চোবের পাশে ॥

ভজন চোবে উঁকি মেরে ফটক থেকে দেখে ।

হো হো কোরে হেসে কঠি পাটাবাধা মুখে ॥

চুপ ধোঁয়া হাতে পিপে ভজন চোবে বলে।—

"ময়না চিঁড়িয়া ও শালা লোগ', মিঠি মিঠি
বোলে ॥

মেরে বাবু রূপেরাবালা, ও সব শালা চোর ।

বাং-সিদমে বমু লাগারকে লেভা রূপেরা-বোর* ॥

* রূপেরা-বোর অর্থাৎ টাকার ঘোরা । ঘোরা অর্থে বোলের বজা । এখানে রূপেরা-বোর অর্থে টাকার ভোড়া ।

খায়সা বাবু, কায়সা ইয়াব ! ক্যা কহেছে
মালী । ।
মায় হোনেসে মাক ডাঙা, ছুটাই লহ
খালি ।
শির মুড়ায়কে, খোল ঢালকে, আধমে দেউ
বালি ॥”

কষ্ট দেখে দয়াল বাবুর দুঃখ হোলো মনে ।
হকুম দিলেন গরম কাপড় আনতে চাকরগণে ॥
কাপড় জামা ভেঙুট এলো, তিনটে এয়ার পরে ।
গোদ পোয়া’তে বোসলো চেপে খাটের
রোয়াক’পরে ॥

এমন সময় দাসীর কোলে চোড়ে খোঁকা বাবু ।
দেখে এলো রেতে শোবার কাপড় ঘেরা তাঁবু ॥
খাশ মিটিয়ে তাঁবু দেখে এলো বাবার কাছে ।
খেলে লুপে আসে ছেলে, দাসী আসে পাছে ॥
“বাবা ! বাবা !” বোলে খোঁকা উঠলো বাবার
কোলে ।

মোহাগ করে ছেলের বাবা,—“হামদে হাবা
ছেলে ॥”

বাবার কোলে নাচে ছেলে “তা খেই তা খেই”
বোলে ।

টেড়া টেড়ি টেনে টুনে কাশ হুটো দেয় মোলে ॥
তিনটে ইয়ার ঝাড়িয়ে উঠে বলে,—“খোঁকা
বাবু !

ঐ দেখেছো কেমন তোমার কাপড়-ঘেরা
তাঁবু ॥”

“এইও শুওল্ !” বোলে খোঁকা তিনটেকে
গাল দেয় ।

চোক রাড়িয়ে দৌড়ে গিয়ে কুমাল কেড়ে নেয় ॥
হাতে ছিল খেলার চাবুক চাবকে দিলে পায় ।
ছাঁচি পানের পিচের ছোব ছাবকে দিলে পায় ॥

একটা ইয়ার ত্যক্ত হ’য়ে মনে মনে বলে ।—

“বেমন বাবা, ভেয়ি ছেলে ! বাঁচি হুটোর
মোলে ॥

টাকার দায় সকল স’রে থাকে হ’লো, হার । ।
জলে ডোবা, পানের ছোঁবা, চাবুক ছাবা পায় ॥

মায়, খালারা ! যতই পারিস, জোঁকের নয়ন
নাই ।

মুখে লুপে রক্ত শুবে কর’বো বিষয় ছাই ॥
ঘুঘু ম’রে খোবামুদের জন্ম ভূমণ্ডলে ।
ডাকবো—ঘুঘু, বাস্তভিটে উঠবে ঘুঘু জলে ॥”
ষড়ির কাঁটা এক এক কোরে বাট্ কালো
দাগ ছুঁলে ।

এক দুই তিন চারটে আওয়াজ কাঁসার বাটার
গলে ॥
একটা ইয়ার বলে,—“ঐ যা চারটে গেলো
বেজে ।”

এমন সময় একটা চাকর আনলে ডাসাক সেজে ॥
একটা হাঁকো বাবু টানে, একটা ইয়ার তিন ।
কাণো গোঁকে বাধা হাঁকো, তাতে ধোঁয়ার
চিন ॥
জলখাবারের ষোগাড় হ’লো ছানা মাখন ক্ষীর ।
কল ফুলারি, মোতা মেঠাই, খোলাপ দেওয়া
নীর ॥

খাটে ব’সেই পেট ঠাণ্ডা হ’য়ে গেল বেশ ।
গান বাজনা টাঙ্গা ধেরাল কতক হ’লো শেষ ॥
সকো এসে চ’লে গেল, রেতের হ’লো ষোগ ।
তিন ইয়ারের পেটা ভোরের পাঁটা লুটির ভোগ ॥
সাঁজের পরেই খোঁকা বাবুর ঘুমটো বড় পায় ।
এই ক্ষেত্রে স্তায়না ছেলে ডেকে বলে মায় ॥—

“মা ! ঘুম ; মা ! ঘুম ; চ মা, চ মা ! তাঁবু—
তাঁবু ঘুম ।”

এই বোলে সে লাগিয়ে দিলে কাম্বাকাটির ধুন ॥
কাঁদলে খোঁকা, বড়ই বিপদ, আকাশ পাতাল
কাঁপে ।

খোঁকার চেয়ে সবাই ব্যাকুল খোঁকার মায়ের
দাপে ॥

“ও কি !—ও কি !” গিন্নী ডাকে, লাগিয়ে দ্বিগুণে
তাড়া ।

“কি মা !—কি মা ! যাই, মা ।” বলে কী হুটো
দেয় সাড়া ॥

রাগাধরে ছিলো কীরে, জিরে মরিচ শিলে ।
হাঁসের ডিমের কালিয়া হ'বে বাটনা বেটে

দিলে ॥

আর এক কী দমের আলুর ছাড়া ছিল খোলা ।
পাচক ঠাকুর দিভেছিবো চুলোয় কাঠের চেলা ॥
বাটনা ফেলে কোটনা ফেলে কীরে যেতে

নারে ।

“বাই মা !—বাই মা !” বোলেই শুধু সাড়া দিয়ে
সারে ॥

দেখি দেখে বড় রুখে গৌরবিনী ছোটো ।
কী হুটোকে লুটিয়ে দিলে দমকা লাথির চোটো ॥
“গোরবেটীরে ! কিসের জোরে আছিগ বোসে
হেথা ? ॥

কেন তোদের মা বেটীরে ধায় নি তোদের
মাথা ? ॥

ডেকে ডেকে ধ'রলো মাথা, গেলো গলা চিরে ।
হেখায় বোসে মুখপুড়ীরে বাটছে হলুদ জিরে ॥
ওই কী গগির, বা তুস্ট-বা, হাত কাছ নি দিয়ে ।
বোঠোকে থেকে ডাক বাবুকে, আয় সঙ্গে নিয়ে ॥
হু'জন দামাই ছুটে গেলো, হু'বু বড় মনে ।
পেটের দায়ে নাস্তানা, কাদে আকুল প্রাণে ॥
বোঠোকখানায় দয়াল বাবু খেলতেছিলো প্রাণ ।
এমন সময় দামী বলে, “মা ডাকুচে, বাবু !” ॥
কাদো কাদো কবা শুনে, বাবুর হ'লো ভয় ।
না জানি কি সন্দেহাষ ঘটলো হুনি'চর ॥
হাতের কাগজ ফেলে দিয়ে দয়াল বাবু ছোটো ।
চটী জুতো জড়ার পায়ে, এই পড়ে এই ওঠে ॥
তিন ইয়ারে কি আর করে, খেলে পোলান চোর ।
খোবানুদার ব্যবসা বা'দের, তা'রাও পোলান
চোর ॥

অন্যরকম দয়াল বাবু তাড়াতাড়ি গেল ।

গৌরবিনী বলে রেগে, “বা' হোক, তুমি ভাল ! ॥
ইয়ার নিয়ে আমোদ তোমার, পান বাজনা তাস ।
দিক্ তোমাকে, ছোটো নি কি কলসী দড়ীর
কাস ! ॥

খোঁকা হেথা খুঁড়ছে মাথা, লুটছে হু'য়ে প'ড়ে ।
রেগে মেগে কাগড় চোপড় চুল ফেলছে হিঁড়ে ॥
তাঁবু তাঁবু কোরে বাছা উঠলো আকুল হ'য়ে ।
চল চল ঘাই হু'জনে খোঁকার কোলে নিরে ॥”
বাপের কোলে উঠলো খোঁকা, সঙ্গে চলে মা ।
তাড়াতাড়ি হেঁটে যেতে হু'ড়ে পড়ে পা ॥
তাঁবুর ভিতর শয্যা পাতা, ভাল ছাপর খাট ।
তেপাই'পরে জলছে বাতি, লেপ র য়েছে পাট ॥
খোঁকা কোলে মা ঘুমলো, বাবা শুশুন পাশে ।
খোঁকার মনের পুরলো আশা, মুচুক মুচুক হাসে ॥
আধরমাথা খোঁকার প্রাণে আমোদ পড়েচোলে
ধুমধাম সব ফুরিয়ে গেলো, খোঁকা ঘুমোয় কোলে
আর সাড়া নাই, হাই তোলা নাই, নাইকো
নড়াচড়া ॥

খোঁকার চোকে বোললো চেপে ঘুমটো পিঁচন
আড়া ॥

আধ ঘটা খোঁকা বাবু ঘুমের ঘোরে থেকে ।
জেগে উঠে আবার কাদে কি এক স্বপন কোরে ॥
দয়াল বাবু গৌরবিনীর তন্ত্রা এসেছিল ।
কান্না শুনে চোমকে ওঠে, তন্ত্রা ছুটে গেল ॥
“কেন কেন ? ফের কি হোলো ?” বলে হু'জন
ওঠে ॥

বাটে থেকে আছাড় খেয়ে খোঁকা হু'য়ে
গেয়ে ॥

কাদার চোটে তাঁবু ফাটে, খোঁকা কাদে ॥
“কেন খোঁকা কাদিস এত ? পেয়েছে কি খিনে ॥
“না না” বোলে আবার কাদে হাত পা ছুঁড়ে
খোঁকা ॥

এমি গেরো, কার সাখি পাগলা বোড়া রোকা ॥
স্বপন ঘোরে খোঁকা বাবু বাদর দেখেছিলো ॥
স্বপন ভেঙে থেকে বাদর কঁদে আকুল হ'লো ॥

প্রাণ মাসের মেঘে যেমন জলের ধারা বয় ।

জল ঢালছে খোঁকা বাবুর তেমনি নয়নধর ॥

হুলায় প'ড়ে মাথা খোঁকে, কামড় মারে হাতে ।

বাপ'মাকে খুব কঁৎকে দিলে জোড়া পায়ে
লাখে ॥

মুখটো ভারি, নয়ন-বারি গড়িয়ে পড়ে গালে ।
হাঁ-করা মুখ, দাঁতের সারি ফুটছে ঠোঁটের

কোলে ॥

পায়জামাটা কেনে ছিঁড়ে, জামা ছ'খান হ'লো ।
পশমী টুঙ্গী টোপটা ছিঁড়ে ঝাঁটের নীচে গেলো ॥
চোয়াল ব'য়ে লালা বোরে পেটের উপর পড়ে ।
চ্যাংটা ধোঁকা ঠ্যাং ছ'টোকে কাপ্টা মেরে
ছোঁড়ে ॥

কোন মতেই বাগ মানেন না, ডুকরে ওঠে খালি ।
কেবল মুখে স্বস্তি হুরে "দেখবো বাদর" বুলি ॥

রেতের বেলা বিষম ল্যাঠা,

• দেখবে বাদর বাবুর ব্যাটা,
সয় না দেরি কোন মতে আর ।

আনতে বাদর দেরি হ'বে,
খোঁকা ভারি কষ্ট পা'বে,
স'বে না সে কষ্ট খোঁকার মার ॥

বুদ্ধিমতী গৌরবিনী,
ঝাটিয়ে নিলে ফিকিরখানি,

ধোরে ছুঁম নিমকহালাল ভক্ত সামীর প্রতি ।—

"বারেক না হয় তুমিই নিজে,
খোঁকায় থামাও বাদর সেজে,

নৈলে আমার স্নেহের' গোপাল কষ্ট পা'বে
অতি ॥"

অবাক হ'য়ে দয়াল বলে,—

"বুঝিয়ে তুমি ভুলোও ছেলে,

বাদর সাজা—তাই তো—জ্যা জ্যা—কেমনতর
জ্যা ! ॥"

কথায় কথায় হ'তে দেরি,

বাড়ছে খোঁকার রাগটা ভারি,

পক্ষমেতে সুরটো ধোরে উঠলো কোরে—পাঁ ॥

আবার খোঁকা কাঁদলো বেবে,

গৌরবিনী ভীত্র চোখে,

দুখ মুখে দয়ালটাকে দিলেন ধমক তাড়া ।

মায়ের মুখের ধমক শুনি',

খাম্বলো খোঁকা একটু খানি,

অনাধে বাগানমরে ছুটলো গলায় সাড়া ॥

দাসী ছ'টো এলো ছুটে,

গৌরবিনী বলে উঠে,

"বা শীগ্গির, আনু গে ছুটে চিটেগুড় আর তুলো

ছুটে গিয়ে দাসী ছ'টো,

শিমূল তুলো ন দশ মুঠো,

মালীর তামাকমাখা চিটেগুড়টো নিয়ে এলো ॥

গুড় আর তুলো চোখে দেখে,

গৌরবিনী বলে হেঁকে,—

"কাপড় ছাড়, গুড় মাখ গায়, তুলো বসাও ত'ায়

নৈলে আমি রাগ'বো ভারি,

চোলে যাবো বাপের বাড়ী,

আসবো না আর তোমার কাছে, ঘুচবে সকল
দায় ॥"

পৌষ মাসের রেতের বেলা,

দাক্ষণ শীতে এ কি জ্বালা,

ঐক্লম দয়াল কি আর করে ! অনাথ উপায়হীন ।

'পারবো না' আর ব'লতে নারে,

মুখ সিট'কে নিশেষ ছাড়ে,

দয়াল বাবু কারু, যেন বঁড়শী-গেলা মীন ॥

গায়ের কাপড় খুলে রাখে,

কৈপে কৈপে কোংরা মাখে,

হাতে পায়ে গায়ে মুখে পেটে পিঠে নাকে

শিমূল তুলোর ধোলায় নিয়ে,

গায়ের গুড়ে বসিয়ে দিয়ে,

সোণার শরীর কিভূতাকার কোন্নে থাকে থাকে ॥

নাকে কাণে গালে তুলো,

দয়াল বাবু "বাদর" হ'লো,

খোঁকা বাবু আধেক খুদী, পুরো খুদী নয় ।

ল্যাঙ্গ না হ'লে বাকী ঢের,

বাদর নাচা তার পরে ফের,

খোঁকা বাবুর স্বপন-দেখা তবেই সকল হয় ॥

তাই-না শুনে দয়াল বাবু,

কারুর উপর আরো কারু,

"ও গিন্নি ! আর পারি নি, থামাও না যা ছেলে ।"

গিন্নী বলে,— "রাগ ঢং,

সাজো পুরো বাদর সং,

নৈলে বল এক বড়ী জল এই দি গায়ে ঢেলে ॥"

দয়াল বলে,—“ও—ও—ও—না।
 মরুবো শীতে জল দিও না,
 এই নেও আমি ল্যাজ পব্‌চি, নাচি বানর-নাচ।”
 তাঁরু বাধা মোটা দড়া,
 তা’তেই হ’লো ল্যাজটা গড়া।
 পাছ-কোমরে ছিলেন ও’জৈ ক’রে ল্যাঙ্কের
 আঁচ ॥

খোঁকা বলে,—“ল্যাজ ধোলে মা!
 এই বাঁকলটা খুব নাচা না।”
 খোঁকার হুকুম তামিল; নাচায় গিন্নী ধোরে
 ল্যাজ।—
 “নাচ নাচ, প্রেমের বান্দর!
 কলা দিয়ে ক’র্বো আদর,
 নাচ রে বোকা! মারবো পোকা বেটে রতুন
 প্যাজ ॥”

প্রেমের বান্দর দয়ালচাঁদ,
 গলায় প’রে প্রেমের ফাঁদ,
 তা খেই খেই, ছপ্ ছপ্ ছপ্, লক্ষ মেরে নাচে
 ঠাণ্ডা হ’লো মথের তাঁরু,
 ঠাণ্ডা হ’লো খোঁকা বাবু,
 ঠাণ্ডা হ’লো গৌরবিনী, দয়াল বাবু বাচে! ॥
 কবি বলে,—স্রৈণ যার দয়ালচাঁদের
 পারা।
 প্রেমের প্রেমিক নয় সেগুলো,
 “প্রেমের বান্দর” তার ॥

৬—রসগোল্লা ।

ফাগুন মাসের দশই তারিখ, শুক্লমুনির বার।
 ছ’টা বেলা, স্বর্ঘ্যোদয়ের শোভা চমৎকার ॥
 হৃদয়দেবের জাগর কথা পক্ষিগণে বোলে।
 খানিক আগে উষা গেছে আকাশ দিয়ে চোলে ॥
 রাজা, নবাব, লাটসাহেবের যাবার আগে ধৈর্যে।
 ঘোড়ায় চোড়ে কোঁটাল ছোটে ভিড় সারিয়ে
 দিয়ে ॥

উষা দূতী তেজিতর আধার ঠেলে কেলে।
 হাওয়ায় চোড়ে তেড়ে জুড়ে আগে গেছে চোলে ॥
 নাইকো আধার, পথ পরিষ্কার নীল আকাশের
 বার ॥

রাজপোশাকে হৃদয় রাজা রত্ন পানে চায় ॥
 সুঙিরে মাথা তুল লতা রাজভক্তি-ভরে।
 হৃদয় রাজার রাজভেট দেয় শিশির-কোঁটা
 ধোরে ॥

শিশির-মাথা ঝুল ভেট দেয় রকম রকম গাছ।
 হাওয়ায় হুলে পাতাগুলি রাজার দেখায় নাচ ॥

শামা, দোয়েল, বৌ-কথা-ক’, কোকিল, শালিক,
 চিড়ে ॥
 বন্দীভাবে বন্দন গায় হুঁ হুঁ দিয়ে দিয়ে ॥
 নাইকো পাতা, নেড়া মাথা আমড়া তরুণ ॥
 বউল-আড়াল তুলে বলে ‘হৃদয় রাজার জয়’ ॥
 নেড়া, নেড়া শিমুল-ডালে শিমুল ফলের ঘটা ॥
 হৃদয় রাজার দ্বারী যেন লাল ফোড়ী আঁটা ॥
 ক্রমে ক্রমে নগর গ্রামে আলোয় আলো হোলো ॥
 প্রান্তের সাথে নর নারীর নতুন জীবন এলো ॥
 মুকুরপুরের খালের ধারে লবণকর গ্রাম ॥
 মূণের গোলা ছিল আগে, তাইতে এমন নাম ॥
 উত্তর হ’তে দখিন দিকে খালটা গেছে চোলে ॥
 ছোট বড় নৌকোগুলো যা’কে ভেসে জলে ॥
 পূর্বপারে লবণকর গ্রামটি শোভা পায় ॥
 খালের ধারে সরকারী পথ; মানুষ চোলে বার ॥
 চার পাঁচ খান ক্ষুদ্র দোকান পথের ধারে আছে
 গ্রামবাসী আর রাহীদগে বোকানীরা বেচে ॥

চলতি তরীর দাঁড়ী মাঝী উঠে লবণদর ।

শাল মশলা সুগ ডাল ঢাল তৈল কিনে লয় ॥

আরোহীরা জল জল-পান গড় মুড়কি চিড়ে ।

ধরিদ করে ইচ্ছেমত পেটের জ্বালায় পুড়ে ॥

লবণদর গ্রামটা এখন তেমনভর নয় ।

গরিব লোকের বাসই বেশী, কষ্টে লোকে রয় ॥

কাজে কাজে, ভাল ভাল বাবার জিনিষ নাই ।

মুড়কি মুড়ি কড়াইভাজা টাটকা বালি পাই ॥

মোণ্ডা মেঠাই গজা বৌদেয় ধরচ পড়ে ঢের ।

হ'এক রকম খাও বা আছে, অনেক দিনের জের ॥

ছাত-পড়া, শক্ত কড়া, বহুক ছোটে ।

চিৰুনিতে দাঁত ভেঙে যায়, জিনের গায়ে ফোটে ॥

ভাল খাবার খায় গো বা'রা কষ্ট তা'দের অতি ।

হুই একটা মুড়কি-মোয়ায় করে পেটের গতি ॥

কল কলারি হ'চার রকম ভাল পাওয়া যায় ।

ভাল-খাবার-খাওয়া লোকে তাহাই কিনে খায় ॥

লবণদর থামের মাঝে,

পূর্বদিকটে ঘেঁসে মাছে,

চলহুড় চুড়োমণি অশ্যাপকের বাটী ।

খানিক খোড়ো, খানিক কোঠা,

সাত ইকি ইটের পাটী,

দ্যালের গাধন চুণ হুড়কির বদল কাদা মাটি ॥

খড়ে ছাওয়া রহুইশালা,

আর একটা গরুর চালা,

বা'র-বাড়ীতে আর একটা বস-দাঁড়ার ঘর ।

শোবার শুধু কুঠীখানা,

ই'টের কোঠা নীচু-পানা,

সরু সরু বরগা কড়ির উপর ছাতের ভর ॥

ঘর ঢোকবার একটি দ্বার,

সটান-হোয়ে ঢোকা ভার,

খাঙুল দশেক খাড় মুড়িয়ে ঘর ঢুকতে হয় ।

নয় চৌকাঠ ঠকাস কোরে,

জোর দমকে লাগেবে শিরে,

বনমনিয়ে উঠবে ফুলে, কষ্ট অতিশয় ॥

হুই জানুলা ঘরের পাছে,

হুই জানুলা দোরের কাছে,

সব তরু চার জানুলা, গড়ন ছোট ছোট ।

ছ' কুলুঙ্গী ঘরের মাঝে,

চার কুলুঙ্গী বাইরে মাঝে,

মাথার'পরে বালিগড়া পদ্ম ফোটা ফোটা ॥

বহুগা কড়ি জানুলা ঘোর,

আলকাংরা-লেণা ঘোর,

চৌকাঠেতে গিরিমাটা, চীনের সিঁদুর-ফোঁটা ।

ঘরের ভিতর ঘোরের'পরে,

বিলেনখানা ছাতের ভরে,

এ'কে নৈকে হু'তিন চিরে হোয়ে আছে ফাটা ॥

দরজা থেকে সওয়া তিন হাত,

বেরিয়ে আছে বা'র পানে ছাত,

তা'রি নীচে ঘরের দাওয়া তিন-কুকুরে থাম ।

একটা থামের মাথার কাছে,

“শ্রীশ্রীকালী” লেখা আছে,

আর একটা থামের পেটে “শ্রীশ্রীসীতারাম” ॥

যে ঘরখানা বা'র-বাড়ীতে,

উঁচু সেখান মাটির ভিত্তে,

উঁচু দাওয়া, কাঠের খুঁটি, উলুখড়ের চাল ।

সাক্ হুংরো লেণা পোঁচা,

নাইকো কোথা খোঁচা টোঁচা,

ছাঁচের মুখে ফুলে আছে লাউসমেত লাউ-ডাল ॥

উঠতে দাওয়ায় পৈঠে গাধা,

দাওয়ার উপর মাহুর পাটা,

মাহুর'পরে গোটাছুয়েক বালিশ আছে প'ড়ে ।

দ্যালের তাকে খোলীর মাঝে,

মুড়ো লোকের খেলনা মাছে,

চুড়োমণির সখের জিনিষ পাঠি দাবাবোড়ে ॥

দাওয়ার নীচে পৈঠে-পাশে,

দাওয়ার তলার সীমা ঘেঁসে,

বাঁশের বেড়া ঘেরা খানিক সেয়ো জমি আছে ।

চুড়োমণির পূজন ভোজন,

পত্নীর তাঁ'র গোপার সাজন,

কতক কতক হয় আয়োজন সেই জমিটের
পাছে ॥

পূজন-যোগাড় তুলসী ফুল,

ভোজন-যোগাড় কলা ফুল,

পত্নীর তাঁর বোঁপার সাজন ভাল গেলাপ ফুল ।
এ ছাড়া সেই জমিটায়,
রত্নই-যোগাড় পাওয়া যায়,
পালড, বেগুন, শিমু, খামু-আলু, মিষ্টি মানের
হুল ॥

বাঁর-বাড়ীতে বসার ধরে,
পাটা বাঁধা ধরে ধরে,
চুড়োমণির নানারকম পুঁথি শোভা পায় ।
তুলোটি কাগজ হোলদে-পানা,
ঊধর যেন মুক্তোঝানা,
গাঁদ-মিশনো ভূষো-কালি, রঙটা তেজী তা'র ॥
চণ্ডী, মনু, স্মৃতি, ঋতি,
ব্রতমালায় মন্তু পুঁথি,
মহাভারত, পঞ্চদশী, উপনিষৎ, বেদ ।
ভাগবতাদি পুরাণ কত,
টিপনী টীকে নানামত,
পুঁথির সখে চুড়োমণির মিটে গেছে বেদ ॥

চন্দ্রচূড় চুড়োমণির গউরবরণ কায় ।
নেড়া মাথা, বিষংখানেক শিক্কে কোলে তায় ॥
চুড়োমণির বাদ বিসম্বাদ দাড়ি গোঁফের সাঁথে ।
খেঁটির হওয়া যখন তখন, পরস্যা হ'লে হাতে ॥
উঁচু দরের উঁচু ভূঁড়ি, লোমাবলী বৃকে ।
সাতচল্লিশ বছর বয়েস পাচো প্রকাশ যুখে ॥
লিখে লিখে প'ড়ে প'ড়ে চোখের জ্যোতি কম ।
চন্দ্রমা দিলে চুড়ি চলে, ষড়িতে যেন দম ॥
গঙ্গামাটির দীর্ঘ ফোঁটা পরেন চুড়োমণি ।
নাক বাঁকানো চটী পায়, চটাং চটাং ধনি ॥
তসর, গরদ, ধানের পুতি কএক রকম আছে ।
এসার পেয়েই ধোপায় তাঁহার কাপড় চোপড়
কাচে ॥

হুঁধান ভাল কালো বনাত, হুঁধান খেলো লাশ ।
আশী টাকার একটি জোড়া গজাঝলী শাল ॥
খেস, খোসা, লুই একেক জোড়া স্বজ্ঞমানেরা
দেছে ।
একা মানুষ পয়েন বত ! কাজেই ফেলেন বেচে ॥

পালপার্লণ পুঞ্জোর ব্রতে কাপড় অনেক পান ।
আধামূলে যা'কে তা'কে বেচে বাড়ী বান ॥
বিদ্যের আদায় নগদ টাকা, ঘড়া, থালা, গাড়ু ।
সরা-ভরা আধাহানার মোণ্ডা, ভিলের নাড়ু ॥
গিন্নী যেটি রাখতে বলেন, সেটি রেখে দিয়ে ।
বাকী জিনিষ ফেলেন বেচে পরস্যা টাকা নিয়ে ॥

চন্দ্রচূড় চুড়োমণির পত্নী গিরিবালা ।
বছর পঁচিশ বয়েস হ'বে, গড়নখানা ভাল ॥
স্বামীর মতন গউর বরণ, যুথের গড়ন বেশ ।
পাছা-ছোঁয়া গোছাভরা ভ্রমর-কালো কেশ ॥
ভরি ছএক সোণার বালা, চিকটে ভরি পাঁচ ।
চারগাছা মল, বোধ হয় হ'বে ভরি ষাটেক আঁচ ॥
চাট্টে ছোট দুটো বড় মাছুড়ি শোভে কাণে ।
নাকের ছেঁদা বেড়ে গেছে ভরি নথের টানে ॥
সোণার চুড়ী, পাঁচনর, গোট, গয়না ছিল কি কি ।
সিঁদু কেটে চোর নিয়ে গেছে রেতে দিয়ে ফাঁকি ॥
যে সব ভূষণ গায়ে ছিল, সে সব গেল র'য়ে ।
গা থেকে আর হয় না খোলা সিঁদেল চোরের
ভয়ে ॥

হাবল নামে একটি ছেলে, বয়েস বছর তেরে ।
শ্রামবর্ণ রঙখানা তার, কথা নাকী-হুরো ॥
যদিও কালো, তবুও ভাল যুথের গড়ন তার ।
রূপোর ভুঁগাছ বালা হাতে, ওজন ভরি চার ॥
দুন্দী-সনে রূপোর বিছে কোমর-বেড়া আছে ।
দুন্দী-বাধা চাবি-কাটি কুলছে পাজার কাছে ॥
যদিও তেরো, কিন্তু তবু খুব শক্তি গায় ।
তার বয়েসী ছেলেগুলো বড়ই ডরায় তার ॥
কথায় কথায় ঝগড়া হ'লে কয় না কথা বেশী ।
একবারে তেড়ে গিয়ে নাকে মারে ঘুঁসী ॥
ঝুঁটা ধোরে মাটির পরে এক আছাড়ে ফেলে ।
দৌড়ে পালায়, কোনো ছেলের বাপ মা তেড়ে
এলে ॥

হাবলার বাপ শিশু মালী হুল তুলসী বেচে ।
চাক্ষু করে হাবলধন চুড়োমণির কাছে ॥
মা ম'রেছে অরবিকের বছর তিনেক হোলো ।
চুড়োমণির কাছে শিশু ছেলে রেখে গেলো ॥

মাসে মাসে বাবা এসে ছেলে দেখে যায় ।
 দেয় পরসী ছাঁচর আনা, হাবলা খাবার খায় ॥
 পত্নীহারা শিবু মালী গাঁর থাকে না আর ।
 চুড়োমণির উপর বেছে বর আর ছেলের ভার ॥
 সহজ সহজ ফার-ফরমাস হাবল সদাই পালে ।
 চুড়োমণির গরু নিয়ে চরায় গরুর পালে ॥
 গাঁয়ের ভিতর, গাঁয়ের পাশে, কাছাকাছি গাঁয় ।
 বজ্রমানদের বাড়ী হাবল খবর নিতে যায় ॥
 চুড়োমণির সিঁদে টিদে মাথায় কোরে আনে ।
 পথে হাঁটার কষ্ট ভোলে নাকী-মূরের গানে ॥
 ভাতের মত ভালবাসে গাইতে হাবল গান ।
 কাঁকটি পেলে, মুখটি তুলে অগ্নি ধরে তান ॥
 আজ সকালে সাধের গানের সুর চড়িয়ে নিয়ে ।
 নিমের গাছে বোসে আছে পা ছড়িয়ে দিয়ে ॥
 গানের তালে নেচে দোলে ডালে দিয়ে ভর ।
 ডালটা দোলে গায়ের ভারে, খেলে গলার স্বর ॥

(গীত)

“(ওরে) হায় রে রসগোল্লা ! ।

চিনির রসে প্রেমের রসে করিস কত কলা ॥

তুই শুধু প্রেমের নাচু,

মারি তোকে তিন ঝাড়ু,

পচা পিরীত ওজন করিস সেজে দাঁড়ি পালা ॥”

চুড়োমণির খিড়কী পুকুর, তারি খানিক দূরে ।
 নিমের ডালে হাবলা হুলে পাচ্ছে নাকী মূরে ॥
 গাড়ু হাতে গাম্ভীরা কাঁধে এমন সময় সেধা ।
 চুড়োমণি এলেন ত্বরী, নিয়ে আয়ের পাতা ॥
 কাছে গিয়ে ধমক দিয়ে রাগে চেয়ে কয় ।—
 “ওওরব্যটা ! একটুও তোর নাইকো মনে
 ভয় ? ॥

নিমের দাঁতন ক'রবো বোলে পাঠিয়ে দিখু

তোকে ।

কাজটা ভুলে গান গাচ্চিস্ গাছে বোসে থেকে ? ॥

বাগি মুখে জল দিই নি, বেলা গেল বেড়ে ।

আর নেমে আর, ভেড়ের ভেড়ে ! নিমুডালটা

ছেড়ে ॥

ঠেঙিয়ে দকা ক'রবো রফা, কে আজ তোকে
 রাখে ? ।

বেলিক ব্যাটা ! ভারি ঠ্যাটা, গাড়ুগো পুকুর-
 পাঁকে ॥”

ধমক শুনে লাগলো চমক হাবলধনের প্রাণে ।
 গান বন্ধ হোলো চেয়ে চম্ভচুড়ের পানে ॥

ভয়ে হুঁয়ে নামলো নাকো, বরং উঁচু ডালে ।
 তড়তড়িয়ে উঠে গিয়ে মুকোয় পাতার কোলে ॥

তাই-না দেখে চুড়োমণি আরো ওঠেন চোটে ।
 কুমোর-বাড়ীর হাঁড়ী ঘেন পোড়ার সময় চটে ॥

বীরভদ্র মুক্তিধারা দেখে হাবলধন ।
 আংকে উঠে ডুকুরে কাঁধে, ভয়-ভড়কা মন ॥

এটা ওটা পাঁচটা ফিকির মনে মনে ভাবে ।
 কোন কিকিরে ভট্টাচার্য্যির রাগটা পড়ে বাঁধবে ॥

খানিক ভেবে হাবল বলে, “মারলে পরে মোরে ।
 বলবো নাকো সেই কথাটা, বল'চি শপথ
 কোরে ॥”

এমন ভাবে বোম্বে হাবল, এমনি মুখের ছাঁদ ।
 চুড়োমণির মন জড়ালে পেতে ফিকির-কাঁধ ॥

‘বল'বো নাকো সেই কথাটা’র ভারটা কত কি
 যে ।

চুড়োমণির রাগটা গেলো, মনটা গেলো ভিজ্জে ॥
 “কি কথা, রে ?—কি কথা, রে ?”—চুড়োমণি

বলে ।

‘আগে বল, মারবে কি না ?’ বলে হাবল ছেলে ॥
 “মারবো নাকো, বল কি কথা ?”—দ্বিব্যি আগে

কর !”

“তাই কোন্‌ময়, ভয় নেই তোর ।”—“নামুচি
 তবে—সর ॥”

এই-না বোলে চুড়োমণির মুখের পানে চেয়ে ।
 ধীরে ধীরে হাবলা নামে নিমের ওঁড়ি বেয়ে ॥

নেমে দাঁড়ায় গাছের গোড়ায়, কাছে যেতে ভয় ।
 দ্বিব্যি কোরেও মারেন যদি ঠাকুর মহাশয় ॥

হাবলা বলে, “শোনো, ঠাকুর ! সত্যি কোরে
 কই ।

রসগোল্লা থাক গোমায়, কু-এর গোড়া ওই ॥

কে জানতো, কাত্যায়নীর বস্ত্র এমন ধারা ।।

কে জানতো, ইন্দী তোমার আর্শি-লেপা পারা ।।

কে জানতো, রসগোল্লার রসে এমন রস ।।

কে জানতো, কুলের নারী পর-পুঙ্খবের বশ ॥”

হাবলধনের কথা শুনে চোমকে ওঠে মন ।

অবাক হোয়ে চন্দ্রচূড় ভাবেন খানিক জগ ॥

এক পলকে আকাশ পাতাল ওলোট পালট

হোলো ।

লজ্জা ঘৃণা রোমানলে মনটা গুড়ে গেলো ॥

শাস্ত্রপাঠে স্ত্রীচরিত্র অনেক জানা আছে ।

এক পলকে চন্দ্রচূড় বুকে নিলেন আঁচে ॥

নিমের দাঁতন, দন্ত-ধাবন সকল গেলেন ভুলে ।

হাতের গাড়ু পোড়ে গেলো, পা ভিজলো জলে ॥

বিস্ফারিত চকু দু'টি একদৃষ্টে চাওয়া ।

নাকের ডগা ফুলে ওঠে, বেরোয় রোষের হাওয়া ॥

চুপটি কোরে চন্দ্রচূড়ের পানে হাবল চায় ।

এক একবার হাতটা বুলায় নিম গাছটার গায় ॥

এই রকমে খানিক সময় চোলে গেলো কোথা ।

চন্দ্রচূড়ের শূন্য বুকে পূর্ণ হোলো ব্যথা ॥

আপন মনে চূড়োমণি রাগে জ্বলে বলে ।—

“জানি আমি, নারীজাতি নরে ভুলোর ছলে ॥

মুখে সুখা, মনে বিষ, রূপে কু-এর ফাঁদ ।

শুশ্রূষ প্রেমের স্রোতে দাঁড়ায় বেধে ফিকির-বাঁধ ॥

হাবলা ছেলের কথা শুনে মন বড় বাড়ে ॥

প্রাণের ভিতর মনটা আমার কত কঁধাই পাড়ে ॥

নিশাচরী ভুলিয়ে মোরে কোন্নে এ কি কাজ ! ।

সতীপনার এই নিশানা ?—লাজের মণ্ডায় বাজ ॥

ভ্রষ্টা নারী মিষ্ট বোলে বোলেছিলো মোরে ।

‘পতিব্রতা হ’ব কাত্যায়নীর ব্রত কোরে ॥

পতি বিনে ত্রিভুবনে সতীর কে আর আছে ? ।

তাইতো নিতি ভোগ দিতে হুই, কাত্যায়নীর

কাছে ॥’

ভোগ ব’লে ভোগ—রসগোল্লা ! মস্ত বাটী ভরা ।

মনের মতন হ’বে বোলে নিজেই তোয়ের করা ॥

শাস্ত্রছাড়া ব্রতের কথায় খটকা হোলো মনে ।

ভাবহু আবার মেয়ে-ব্রত শাস্ত্রে র’বে কেনে ? ॥

পত্নী হ’বে পতিব্রতা, এর চেয়ে কি হুথ ? ।

আজের কথা শুনে কাণে ভাঙলো আমার বুক ॥

যা’ হোক, আমায় দেক্তে হ’বে কাত্যায়নীর ব্রত ।

দেক্তে হ’বে রসগোল্লার রসটাই বা কত ॥

দেক্তে হ’বে পতিব্রতার সতীগিরির খেল ।

সত্য হোলে যুক্তি পাবে, ম’বুবে হোলে তেল ॥

মনে মনে এই-না বোলে চন্দ্রচূড়ো তবে ।

মুখ হাত পা নিলেন ধুয়ে পুকুর-জলে নেবে ॥

দীপের শিখা নিবলে পরে আঁধার যেমন হয় ।

চন্দ্রচূড়ের প্রাণের মাঝে তেজি আঁধারময় ॥

ক্রমে ক্রমে সন্ধ্যা হোলো, হোলো প্রদীপ

জালা ॥

তাড়াহাড়ি ব্রতের যোগাড় কোন্নে গিরিবালা ।

বাটী ভরা রসগোল্লা, খটীভরা জল ।

ফুলতুলসীর পাঁত একটা—পানের খিণির কল ॥

একাকিনী চ’ল্লো নিয়ে, নাটকো মনে ভয় ।

সাঁজের আঁধার গিরিবালায় যেন আলোময় ॥

গ্রাম ছাড়িয়ে পুন্স দিকে খানিক দূরে গেলো ।

কাত্যায়নী ঠাকুরাণীর মন্দিরটি মেলে ॥

বিনের বেলায় সেই স্থানটির শোভা চমৎকার ।

চান্দিকেতে তেঁতুল অশোণ বটগুফের সার ।

সামসেওড়া, কচু, ঘেঁহু, সেয়াগুলের ঝোপ ।

ঘেঁহুগাছের খটা বেলী, মাগার ফুলের থোপ ॥

মন্দিরটির সামনে পানে একটা বাঁশ আছে ।

সানবাধানো ঘাটের সিঁড়ির কতক ভেঙে গেছে ॥

মন্দিরটি অনেক কেলের, নাইকো তেমন রূপ ।

কাটামুটো দেওয়াল থেকে খোসচে বাণির স্পৃণ ॥

মোটা মোটা শিকড়-খোঁটা গেড়ে বটের গাছ ।

চূড়োর উপর দাঁড়িয়ে আছে, লম্বা হাতের পাঁচ ॥

মন্দিরেতে কাত্যায়নীর মূর্তি শোভা পায় ।

মাহুৰপ্রমাণ গড়নখানি, পংখ পাথরের কায় ॥

শর চক্র পদ্ম গদা চতুর্ভুজে পরা ।

বেদীর উপর মহাদেবী ত্রিলোচনী তারা ॥

বেদীর নীচে সাম্নে পানে সিঁদুর-মাখা খটে ।

ডাব ভকিয়ে কুনো হোয়ে বুদ্ধ দশা রটে ॥

চক্ৰচূড় চুড়োমণির পক্ষী গিরিবালা ।
 চুক্‌লো এসে মন্দিরেতে খোর সন্ধ্যা বেলা ॥
 মন্দিরেতে ঢুকে বেটী,
 নামিয়ে ভুঁয়ে খটী বাটী,
 নুড়িয়ে কপাল ছুঁয়ে মাটী ঠাকুর প্রণাম করে ।
 • আঁচলখানা জড়িয়ে গলে,
 ষোড়হাত কোরে কেঁদে বলে,—
 “মা কাতোনি ! আমার স্বামী তরায় যেন মরে ॥
 স্বামী ম’লে পূর্ববে আশা,
 বাঁধবে জমাট ভালবাসা,
 আমি যাঁকে ভালবাসি, সেই প্রেমিকের প্রতি ।
 • চাই নি আমি অমন স্বামী,
 শাম ধোবাকে চাই মা আমি,
 শ্যামাচরণ জীবন মরণ, গিরিবালায় গতি ॥”
 আঁধার-ভরা ঠাকুর-ঘরে,
 এমন সময় মিহি হুত্রে,
 আওয়াজ হোলো, “গিরিবালা ! তুষ্ট হোলেম
 আমি ।
 আজকে যদি শামকে নিয়ে,
 চোক বুজিয়ে হত্যে দিয়ে,
 আমার ঘরে থাকিস্ প’ড়ে, কাল ম’রবে স্বামী ॥”
 মনের মত বরটা পেয়ে,
 গিরিবালা তুষ্ট হোয়ে,
 ভুঁয়ে গড়ালুটি খেয়ে কতই প্রণাম করে ।
 এমন সময় চুক্‌লো শ্যামা,
 গায়ে পরের কাপড় জামা,
 পরের ধনে ধোন্‌পোশাকী ধোবার মতনকে রে ॥
 বছর কুড়ির হ’বে শাম,
 আধ-করসা গায়ের চাম,
 গিরিবালায় মনের মতন মুখের গড়ন তার ।
 গিরিবালা শ্যামের রাসা,
 শ্যামের প্রেমে জ্বলন্ত জমা,
 শ্যাম বিনে সে জিভুবনে নরকো কারো আর ॥
 শ্যামকে দেখে গিরিবালা,
 দাঁড়িয়ে উঠে জড়িয়ে গলা,
 আদর কোরে হেসে বলে,—“মা দ্বিয়েছে বর ।

তোমার আমার আজকে হেথা,
 হত্যে দিলে ঘুচবে বাঁধা,
 ম’রবে আমার পোড়ামুখো ভাতার গজলর ॥”
 গিরিবালায় বাক্য শুনে,
 শ্যামাচরণ তুষ্ট মনে,
 বোলেন তারে,—“মাইরি নাকি, বড় মজা তবে ।
 বাহবা-বা, পূর্ববে আশা,
 বাড়’বে ভারি ভালবাসা,
 তুই জনেরি ভয়ের কাঁটা মোটকে ভেঙে যা’বে ॥”
 এই-না বোলে দু’জন হুখে,
 এ ওর মুখে—ও এর মুখে,
 রসে ভরা রসগোল্লা দেওয়া-দেওয়াই করে ॥
 গোল্লা খেয়ে, খটী তুলে,
 পেটটা ভোরে জলটা খেলে,
 “জয় মা কাতোয়নি !” বোলে শুলো ভুঁয়ের
 পরে ॥
 মন্দিরটে আঁধারভরা,
 দু’জনের মুখ চুপটি করা,
 চক্ৰ বুজে হত্যে দিয়ে রৈলো উপ্ত হোয়ে ।
 এমন সময় ধীরে ধীরে,
 কাত্যায়নীর পিছন ধারে,
 কে জানে কে উঠলো নোড়ে হাতে খাঁড়া
 লোনে ॥
 ছন্ধার দে ভেড়ে এসে,
 মাগে লাধি কোসে কোসে,
 বোলেন শেষে,—“ধিক্‌ পিশাচি ! ধিক্‌ কামুকী
 নারি ।।
 এই কি ব্রত সতী হ’বার ?
 শাম ধোবাকে খাওয়া’স্ খাবার,
 মুত্থা আমার টাঁকুলি আবার, সাবান্ ডাকাচুরি ॥
 আমার মরণ টাঁকা নয়,
 নিজেই যা’বি যমালয়,
 মুখদর্শন ক’রবো না তোর, দেবো প্রতিফল ।”
 চক্ৰচূড়া এই-না বোলে,
 দেবীর খাঁড়া মাগে তুলে,
 গিরিবালা হুঁখান হোয়ে লুটোর ভূমিতল ॥

যেমো ধোবা এই-না দেখে,
 মন্দিরটের ভিতর থেকে,
 পালিয়ে বা'বার যোগাড় করে, প্রাণে স্বাক্ষর তর । কাটলো গলা খাঁড়ার চোটে; ছোট্টে কুধির-ধার ।
 জোয়ান্ হোয়ে ডরায় কেন ?
 পাপী যে জন ডরায় হেন,
 মহাপাপীর পরাজয়, নিস্পাপীর জয় ।
 নৈলে কেন চন্দ্রচূড়ো,
 হোরে এমন আধাবুড়ো,
 শামা হেন জোয়ানটাকে মাঝে ওঠে তেড়ে ? ।
 শাম ব্যাটা বা কেন ভয়ে,
 জলজীবন্ত জীবন ল'য়ে,
 পালিয়ে বা'বার চেঠা করে মন্দিরটে ছেড়ে ? ।
 পালিয়ে বা'বার পথ কি আছে ?
 খাঁড়া হাতে যম যে কাছে,
 হোরের পোড়ার চন্দ্রচূড়—কুজ অবতার ।

কবি বলে, গিরিবালা শামার মতন
 বা'রা ।

এম্বিতর চন্দ্রচূড়োর হাতে মরে তা'রা ॥
 ধর্ম্য ছেড়ে পাপ কর্ম্মে এগিও নাকে
 কেউ ।

ধর্ম্য নিজে হাবল মেজে তুল্বে মরণ-
 চেউ ॥

৭—গেঁজেল গদা ।

গুরু ।—“বাপু গদাই ।”
 গদা ।—“আজ্ঞে মশাই !”
 গুরু ।—“খুব শিবেছ গান ।
 এই বার তুমি যাও,
 মোজ'রো কোরে রোজ্‌গারেতে
 বেশ কোরে মন দাও ।”
 গুরুর মুখে এমন কথা শুনে গদাধর ।
 আস্থাদে আটখানা হোলো,
 মনটা যেন গ'লে গেলো,
 গুরুর পায়ে প্রণাম করে লুটিয়ে কলেবর ॥
 বিষ্ণুপুরের কুম্ভ নারেক গদাধরের গুরু ।
 ভাগ্যগুণে পেয়েছিলেন গদাধর মত গুরু ॥
 বুড়ো বামণ হাড়জালাতন শুনে গদাধর গান ।
 আজ্ঞে গদাধর দিলেন বিদায় পেতে পরিদ্রাণ ॥
 গদাধর মত গদাধর গলা তোলে হুরের চেউ ।
 কালা কাপেও ভাল লাগে, রয় না কাছে কেউ ।
 ছোট্ট ছেলে চোম্কে উঠে কঁদে কলে ভয়ে ।
 বড় ছেলে হেসে লোটে গদাধর পানে চেয়ে ॥

বুড়ো বা'রা তেঁত তা'রা দূরে মোরে ধার ।
 মেয়েছেলে আড়াল থেকে মুচকি হেসে চার ॥
 কুম্ভ নারেক গদাধর গুরু, নাই বিপদের সীমা ।
 নিজের কাণে আড়ল দিয়ে শেখান মা-রি-গা-মা
 গুরুর কাছে শিখা গদা রাগ রাগিণী ভাঁজে ।
 গলার হুরে তাবুরোটা আর এক হুরে বাজে ॥
 দুই বড়জে মিল খায় না, শুনুতে বড় কড়া ।
 বেগমদার হুর ভাঁজুনি, উঁচু নাচু চড়া ॥
 কুম্ভ নারেক ভাল গায়ক, ঢের সাকুরেং তাঁর ।
 গদাধর আলায় সবাই অলে, গান শিখে ভার ॥
 একে গদা হুরে গাধা, তাতে আবার ফের ।
 গাঁজার দমে বড় বাধা, ছিলিম টানে ঢের ॥
 গাইরে বলে অনেক মেলে পাকা গাঁজাধোর ।
 তা'রা বলে, ‘গাঁজা খেলে, পাকে হুরের জোর ॥
 গলার আওয়াজ বাজখাই হয় গাঁজার ধোয়ার
 ওণে ।’
 শ্রোতা বা'রা, তুটু তা'রা, তা'দের আওয়াজ
 শুনে ॥

মুণ সোহাগার সোবার যেমন রঙটা খুলে যায় ।
গাঁজার ধোঁয়ার তেয়ি গলার সুর খোলোসা হয় ।
আগিনেতে ধম না দিলে আওয়াজ কতু খোলে ? ।
তেয়ি গাঁজায় ধম না দিলে সুর খেলে কি গলে ? ।
লাজের কথা বোলবো কা'রে ?—ঘণায় ম'রে
বাই ।

পাঁজাখোরের খোরে প'ড়ে গাভবিদ্যে ছাই ! ।
গাঁজার নেশায় স্রবের আশায় শেষে নিরাশ
যটে ।

ভগুও কেন পাইয়ে দলে গাঁজার তুফান ওঠে ? ।
গাঁজাবুরে পাইয়েকেরি ঘোষে কেনল, হায় ! ।
ভেঁলেপিলেয় গান শেখা'তে বাপ খুড়ো না
চায় ।

গানের চেয়ে কি ধন আছে ? গানই ভগবান্ ।
পাঁজাখোরে কিত্ত করে গানের অপমান ।
পদার মত অনেক গাধা দেক্তে পাওয়া যায় ।
তা'দের ঘোষেই গীতবিদ্যে নষ্ট হোলো হায় ! ।
গীতবিদ্যে কঠিন বড়, বহু অনেক চাই ।
নিয়ম পালন খুব প্রয়োজন, নৈলে হ'বে নাই ।
গানের নেশায় মাত্বে যদি, ছাড় অপর নেশা ।
কিত্ত এখন সব বিপরীত, দেশের পোড়া দশা ।
কবে হ'বে সেই শুভ দিন, বল ভগবান্ ! ।
নেসাখোরের হাত এড়া'বে তোমার প্রিয় গান ।
শুধুর কাছে বিদেয় নিয়ে চোন্টো পদাধর ।

ভানুরোটা খোলে পূরে রাখলে কাঁধের'পর ।
হন্থনিয়ে গদাই চলে পল্লো জুতো পায় ।
মচ্চটানি কচ্চটানি শব্দ শোনা যায় ।
গদাধরের গলার চেয়ে পায়ের জুতো তা'র ।
বরং ভাল আওয়াজ ভাঁজে, ছোটে স্রবের ধার ।
রাঙা পেড়ে খুতি পরা, ছিটের পিরাণ পায় ।
ছিটপিরানের কাঁধটা হেঁড়া, চাদর ঢাকা তা'র ।
গাম্ছা বাঁধা হু'থান খুতি, তা'র ভিতরে ফের ।
গাঁজার হাঁকো, কোল'কে, গাঁজা নেকুড়া বাঁধা
যের ।

পিছন পালে বুচ্চি বাঁধা—গাম্ছা বাঁধা খুতি ।
ভানু বগলে বাঁধের লাঠি, হাতে বেতের ছাতি ।

সোঁদাল শাঁসের রঙটা যেমন চিকণ কালো
পারা ।
গদাধরের রঙটা তেমন, পড়ায় তেলের ধারা ।
চ্যাঙা পানা গড়ন থানা, মাথায় চুলের কাঁড়ি ।
হু'টো দাঁতে পোকা ধরা, উঁচু দাঁতের মাড়ি ।
নাকুটা খাঁধা, নাকের ছেঁদা হুই রকমের হু'টো ।
হাঁড়ীপানা যুথের গড়ন, চক্ষু হু'টো ছোটো ।
পেট্টা উঁচু, নুকটা নীচু, ঝাড়টা কিছু বেঁটে ।
ছেলেবেলায় শিলে ছিলো, ভাই পোড়া দাগ
পেটে ।

বহুর তিরিশ বয়েস হ'বে, খোসা পানা গৌক ।
ঝাড়ির ডগায় অভুল চেরেক লম্বা চুলের ধোপ ।
গাল হু'থানা তোবড়া পানা, ঠোঁট হু'থানা
মোটা ।

গালের উপর হাড় হু'থানা খানিক ওঠা ওঠা ।
কৃষ্ণ শুক্ল শিষ্ট চেলা ময়রা গদাধর ।
মোজরো তরে বেশান্তরে চোন্টো তুরাপর ।
প্রাণের মত গাঁজার ধোঁয়া গদার লাগে মিটে ।
কাগজ হোলে কেটে বেতো, এত ধোঁয়া পেটে ।

বিষ্ণুপুরের হু'কোশ ঘুরে,
পূর্বা দিকে যুগুপুপুরে,
ঝেঁজেল গদার বাস্তভিতে,
খড় ছাওয়া ঘর, দেয়াল মেটে,
মা বুড়ী তা'র একলা থাকে,
ঘায় না ছেলে দেক্তে মাকে,
মায়ে পোয়ে মনের মিল,
হয় না কতু'একটি তিল,
গৌড়ের গদা গাঁজা ধায়,
মা বুড়ী তাই রেগে যায়,
বুড়ী আবার বিনে রেতে,
কৌদল করে সবার সাথে,
এই কারণে চোটে তারি,
যার নি গদা হু'মাস বাড়ী,

মা বুড়ী তা'র মনের স্রব, সবার সাথে ।
কগড়া করে কথের কথ, কাটা হাতে ।

ন গণ্ডায় ন গণ্ডায় বসত কুহর হয় ।
ত' গণ্ডা তারার বয়েস, তা'র চেয়ে কম নয় ॥
বুড়ী মাগী বড় কালো, একটা চোকে ছানি ।
মাস থলু থলু, চামল লল, হাতে লাঠি খানি ॥
বুড়ীর মাথায় পাকা চুল যেন কেশের ফুল ।
খুঁজলে পরে দশ বিশ গাছ মেলেও কালো চুল ॥
এক এক দিন পাকা চুলে ধোঁপা বাঁধে বুড়ী ।
ছোট্টো ধোঁপা, মাথার উপর যেন শোণের

মুড়ি ॥

সেলাই করা তালি দেওয়া কাপড়খানা পরে ।
তাল কাচা কাপড়খানা তুলে রাখে ঘরে ॥
ফুলপাতা, সরিষা, মুড়কি, মোয়া বেচে ।
দিন শুক্ররোজ কোরে বুড়ী প্রাণে প্রাণে বাঁচে ॥
কিন্তু বুড়ীর কৌদল স্বভাব সন্ন্যাসের গোড়া ।
চোঁচিয়ে উঠে আকাশ ফাটার, কাঁপিয়ে তোলে

পাড়া ॥

মুগুরপুরের কোনো নারী আঁটতে নারে তা'রে ।
বুড়ী মাগী, বড় রাগী, কাঁটা তুলে মারে ॥
কড়া কড়া বড় চড়া গাল মন্দ দেখে ।
তা'তেও যদি আশ্রয় না মেটে, কেঁদে জিতে নেয় ॥
হাত পা নাড়া, গলার সাড়া, কাঁটার তাড়া ভারি ।
কৌদল-অবতার! তারা কিস্তৃতাকার নারী ॥
স্বপ্ন ভাঙলেই ঝগড়া শুরু, সপ্তমেতে ক্রমে ।
রাত হুপুরে ঘুমটো এলে, ঝগড়া তবে ধামে ॥
এদি মাগীর ঝগড়াটে রোগ, দেখলে কোন মেয়ে ।
গায়ে প'ড়ে ঝগড়া করে, গালটে আগুে দিয়ে ॥
কেবল মেয়ে কেন বলি ! বুড়ীর গালের চোটে ।
মুগুরপুরের পুরুষলোকের ব্যস্ত হোয়ে ওঠে ॥
কাপাকালি কোরে তা'রা বলে বারংবার ।—
“তারা বুড়ী মুগুরপুরের মুগুর-অবতার ॥”

লোকের সাথে দিনেরতে ঝগড়া কোরেও এত ।
তবুও বুড়ীর সাধ মেটে না, হয় না মনের মত ॥
এই কারণে রোজ হুপুরে পুকুর ধারে যায় ।
নিজে নিজেই কতই বোকে চাকিকিতে চায় ॥
খোঁটা-পেটা মন্ত কাটা হাতের মুটোর ধরা ।
আঁচল থানা কোষর বাঁধা, রাগে মাগী ভরা ॥

পুকুর পাড়ের দখিন ধারে একটা অশোখ গাছ ।
বুড়ীর চেয়েও গাছটা বৃড়ো, আশীর পিঠে
পাঁচ ॥

সেই গাছটার বাস কোতো একটা মেছো ভূত ।
অশোখ গাছে ভূতের বাসা, ভূতের মনঃপূত ॥
হুপুরবেলা চুপটি কোরে অশোখ-ডালে বোসে ।
রোজ রোজ সেই ভূতটো ঘুমোয় হাওয়ার
দিকে ঘেঁসে ॥

হাওয়ার বিশেষ হাওয়ার হলে ঘুমোয় ভূতের পো ।
কেঁকে তাহার কেউ নাহি পায়, নেই দেখবার
যো ॥
কিন্তু ভূতের বড় বিপদ মাসেক ধানেক ধোরে ।
অশোখ গাছের বাসা এ বার ছাড়তে হোলো
তা'রে ॥

ময়রা বুড়ী তাড়াতাড়ি রোজ হুপুরে গিয়ে ।
নিজে নিজে আওয়ার ভাজে গালাগালি দিয়ে ।
ঘণ্টাবানেক সপ্ সপাসপ্ হাজার তিনেক বার ।
অশোখ গাছে কাঁটা মারে, মূখে হুঙ্কার ॥
নিজের গায়ে ভিন্ন গায়ে বস মানুষ আছে ।
কিবা পুরুষ কিবা মেয়ে চেনা বুড়ীর কাছে ॥
এক এক জনের নামটা ধোরে গালাগালি দিয়ে ।
অশোখ গাছে কাঁটা মারে সপাং সপাং মুড়ে ॥
আঁচল-বাঁধন খুলে পড়ে, ধোঁপা খুলে যায় ।
বদরিয়া খামুটা করে কালোপাশ পায় ॥
আন্ত কাঁটার কাঠিগুলো মট মটামট ভাঙে ।
তবুও বুড়ীর রাগ ধামে না, ঠ্যাঙার কতই চড়ে ॥
ময়রা বুড়ীর কাণে লেখে ব্যস্ত হোলো ভূত ।
অশোখ-ডালে হলে হলে হয় না শু'তে যুৎ ॥
এক দিন নয়—দুই দিন নয়, রোজ হুপুরবেলা ।
কাঁটা পেটার চোটে ভূতের বাড় লো বিষম
জালা ॥

কাজে কাজে অশোখ গাছের সাধের বাসা
ছেড়ে ।

ভূত বেচারি পালিয়ে গেলে হাওয়ার ভোড়ে
উড়ে ॥

মেজেল নদা ।

সই যে গেলো চইং মাসের ডেইশে শনিবারে ।

মার এলো না ভূত বেচারি অশোণ বাহের

বারে ॥

গদাধরের এ বার পালা,

পাঠকপণের আবার জালা,

লাগবে ভাল গদ্য গানে কাণে ।

আঙুল হু'টোর টিপে কাণ,

শোনো, পাঠক ! গদ্য গান,

মৈলে বড় কষ্ট পাবে প্রাণে ॥

গুরু কাছে বিদেয় নিয়ে,

হেথা সেধা গদাই গিয়ে,

ভুলেছিলো গাথা-নাড়া হুর ।

গান-সৌধীন বাবু ভেয়ে,

গদ্য গানে ভেঙে হোয়ে,

ধমক দিয়ে কোরে দিলে দূর ॥

এক জায়গার এক বাবুকে,

বোলে গদ্য কতক কথো,—

“বাবু ! তুমি গানের বোকো কি ? ।

আমার গানের কারদা ধান,

কোন গাইয়ের মাঝি আনা,

কে শিখবে, যদিও বোলে কি ? ॥

শাধা সিধে টপ্পা শুনে,

ঠিক দিয়েছো মনে মনে,

বড় তুমি গান বাজনা, গীতশাস্ত্র বোকো ।

থিয়েটারের জংলা হুরে,

মনটা তোমার পেছে ঘুরে,

বাজে গানে পরমা খেলো, কাজের গানে

গোছো ॥

যাত্রাওলার শুন্বে গান,

মোর গানের কি বুঝবে ডান ?

আমার প্রপদ দুবড়ে তোমার আজো

অনেক থাকি ।

গণশূন্য ওস্তাদেয়া,

কথায় জানায় সবার সেরা,

কাজের বেলায় লবডকা, খেলো অনাই

ফাঁকি ॥

অনুক প্রসাদ, অনুক সেধ,

অনুক মিঞা, সবাই ভেঁক,

আমার মত কোকিল-গলা ক'টা লোকের

আছে ? ।

বেড়াল বেলায় গাইয়ে যা'রা,

তোমার কাছে মন্ত তা'রা,

কিন্তু নারে ভাসুরোটা বাঁধতে আমার

কাছে ॥

আর কিছু নয়, এই হুংরু,

গাইয়ে শ্রোতা সব মুগ্ধ,

গান বাজনা শিখু আমি মিছে ।

যা' হোক, নিজেই গাইবো গান,

তু'বো নিজেই নিজের প্রাণ,

পাখার পালে ঘ'দিন থাকি বেঁচে ॥”

গদাধরের কথা শুনে, কাণধানা বেধে ।

বোলেছিলেন সেই বাবুটি হাসিমাখা মুখে ॥

“ও ওস্তাদ ! গাঁজার ঘোরে কেন এত চটো ? । —

মেজেল দলে গীত-বিদ্যের তুমিই সেরা বটো ॥

তোমার মতন গাইয়ে আমি ঢের দেখেছি চোকে,

আর কাজ নাই, সোরে পড় আমার সমুখ থেকে ॥

তোমার চেয়েও আর এক কাঠি আছে হনুমান্ ।

সাকুরেংকে ফড়র করে কোরে কতই ভান ॥

এক এক গানের এক এক কলি শেখার এক এক

মাসে ।

ঢিলে রকম শিখে দেওয়া, কেবল টাকা লোমে ॥

মনটা খুলে, স্বার্থ ভুলে শেখায় যদি গান ।

তা' হোলে যে ওস্তাদজীর ঘুচে কলি খান ॥

যা'ও বা শেখায়, তা'ও আবার ফের ভাল কোরে

নয় ।

ভাল কোরে শিখে দিলে নিজের পরাজয় ॥

শোনো, গদাই । মুখের বড়াই ওস্তাদ্রা করে ।

এমন আবার অনেক আছে বুঝতে নিজে নারে ॥

রাগরাগিনীর নাম জানে না, ভালজানটা দেই

এক রাগেতে আর এক রাগের মিশোয় তাঁজের

বেই ॥

জাসল রাগে জ্ঞান নেইকো, খর্ব্ব রাগে ভরা ।
 তা'দের মাঝে গণ্য ভূমি, হৃথ বুনো বরা ॥
 বাবুর মুখে এমন শুনে গাইয়ে গলাধর ।
 পণ কোয়ে পান গাইবে নিজেই অতঃপর ॥
 এই কারণে গাইয়ে গলা ফিলো নিজের বাড়ী ।
 পায়ের জুতো হাতে কোরে চোমো ডাড়াডাড়া ॥

কোশ চারেকের পথটা হেঁটে,
 একটা বাধা ধোঁমো পেটে,
 হাঁটতে নারে রোধের চোটে, মুখে ওঠে হাই ।
 গলাধরের শক্তি প্রাণ,—
 গাঁজার ধোঁয়ার হয় নি টান,
 কাজে কাজে পা লট পট, ফুলচে পেটে বাই ॥
 চাদিকেতে চেয়ে চেয়ে,
 চোমো গলা আছুল হোয়ে,
 দেহে পেলে একটা বাজার পথের ধারে আছে ।
 সেই খানেতে গলা গিয়ে,
 গাঁজার ধোকান খুঁজে নিয়ে,
 জানা হু'য়ের গাঁজা কিনে তবে প্রাণে বাচে ॥
 গাঁজাগুলার পাশের ঘরে,
 পাঁচটা লোকে জমাট কোরে,
 গাঁজার পুজো প্রাণটা ভোরে কোঠে মিলে মিশে,
 তা'দের কাছে গলা পেলো,
 মনটা বড় খুসী হোলো,
 তা'দুরোটা নামিয়ে ভূঁয়ে, বোম্বলো কাছে
 ঘেসে ॥

নিজের হাঁকো কোলকে ছুরি,
 বাবু কোন্তে সয় না বেরি,
 তা'দের গাঁজার কাট ছুরিতে কাছে টেনে নিয়ে ।
 গাঁজার জটা ফুঁচিয়ে কাটে,
 তেঁঁটা কৌচকার কাঁটার চোটে,
 এক পাটা কেটে আবার কাটে পালাট দিয়ে ॥
 তা'র পরেতে শুভিয়ে নিয়ে,
 ফোঁটা ছয়েক জল মিশিয়ে,
 বা হাতটার ভেলোর খুয়ে কাটা গাঁজার ফুঁচি ।

ডান হাতটার বুড়াডুলে,
 ঘোম্কে টেপে ভালো তালে,
 টেপার চোটে বোলায় হোলো, খুঁচলো ধোঁচা-
 ফুঁচি ॥
 ভাসাক বা'বার কোন্তে-পোলা,
 গাঁজা বা'বার কোন্তে ওলা,
 ছোটো খাটো একরতি, কিন্তু মহা ভরা ।
 সেই কোন্তের একটা নিয়ে,
 গাঁজা ভোরে আগুন দিবে,
 গায়ে রেখে বোম্বো গলা, "বোম্ব মহাধেব হরা" ॥
 শিবের পায়ে প্রণাম কোরে,
 কোন্তে বসায় হাঁকোর শিরে,
 কোন্তে যেমন, হাঁকোও তেমন, আখ হাতেরো
 কম ॥
 হাঁকোর খোলে হুটো বিঁধ,
 ধোঁয়ার ঘরে হাওয়ার সিঁদ,
 একটা ছেঁকা টিপে গলা কোসে দিলে দম ॥
 খুব লম্বা শব্দ বোঁ,
 ধোম্ব গোলাপী নেশার ভোঁ,
 পেটের আতট ভরা ধোঁরা হুঁয়ে গলা ছাড়ে ।
 কলের গাড়ীর চিমুনি দিয়ে,
 ধোঁরা ঘেন চোমো খেয়ে,
 হর্গজ থাকে মাঝে ঢুকে নাকের ফাঁড়ে ॥
 চোক চুল চুল রাজা রঙ,
 গলা ঘেন চোড় কে লঙ,
 প্রাণের ভিতর রঙের ঢং, খপে ঘেন গলা ।
 আর এক জন হাঁকো নিয়ে,
 পয়লা ছেঁকার ফুঁটো দিয়ে,
 উড়িয়ে দিলে ধোম্বরা ছেঁদার খোলের ধোঁয়ার
 গালা ॥
 তা'র পর সে লাগায় দম,
 কিন্তু গাঁজার মালাটা কম,
 এক কমেতেই গাঁজার দম গলায় টানে গেছে ।
 সেই লোকটা তাই না দেখে,
 চাইলে গদার মুখের বিকে,
 গলা বলে, "ভয় কি, বাবা । আরো গাঁজা
 আছে ॥"

এই বোলে সে খানিক দিলে,
লোকটা তোরের কোরে নিলে,
চাত ফেটার এ বার সবাই দমে দমে টানে ।
তা'র পরে ফের নতুন গাঁজা,
আর এক ছিলিম হোলো সাজা,
জাগে ভাগে গদ্য সেটা টানে জমাই প্রাণে ॥
আনা হু'রের গাঁজা তা'র,
এইরূপে প্রায় হোলো পার,
ছিলিম হু'রেক রৈলো বাকি, পথের বোগাড়
ডরে ।

ভরাট নেশা জোম্কে এলো,
চক্ষু হু'টো বুজে গেলো,
আকাশ পাতাল চোদ্দ ভুবন প্রাণের সাকে
ঘোরে ॥

নিরেট পত্ত গেজেল ওলো,
নিজেই কাটে নিজের চুলো,
বোঝে না কি গাঁজার বিষে হর বেহটা কাঁপা ? ।
হু' বিন পরে কঠিন রোগে,
দিবানিশি রক্ত হেপে,
কষ্ট পেয়ে ভুগে ভুগে শেষে দফা একা ! ॥

ঘণ্টা হু'রেক পরে গদ্য সে
চালো বাড়ী তাড়াভাড়ি জোর কদমে হেঁটে ॥
কটি মাসের মাঝামাঝি, হুপুরবেলা তা'তে ।
পথে বেন আশুন ছোটে বিষম রোদের তাতে ॥
নীল আকাশের নীলরঙটা ঝোলসে গেছে যেন ।
পথের ধূলো তপ্ত বালি হলকা ছোটে হুনো ॥
এ বার গদ্য তাড়ের ডরে জুতো পায়ে চলে ।
গাড়াগানো শরীরখানা ভিজলো বামের জলে ॥
জামা খুলে কাঁধে খুলে, ছেঁড়া ছাতা মাথে ।
কটি মাসের তাতটা রোদের ঠাণ্ডা কি হয়
তাতে ॥

দ্রীক্ষ একে ভীষ বেন, গাঁজার গরম তা'র ।
গেজেল গদ্য জক হোয়ে ছুটলো পাছের ছায় ॥
পথটা থেকে একটু দূরে নীচু মাঠের ভূঁয়ে ।
খাল পালাতে সেই রাইটী মাটি আছে দু'য়ে ॥

মোটা মোটা পাতার বটা, কুলছে কুরি জটা ।
চালা মাথার ঝাড়িয়ে বেন সর মোটা ধোঁটা ॥
কি গাছ ওটা ? দ্রীক্ষকালের নীডলছারা বট ।
পাছের গোড়ায় বটী ঠাকুর, সিঁদুরমাথা ঘট ॥
কুলকুরিয়ে বইচে হাওয়া, ঠাণ্ডা ছায়া তা'র ।
সেখায় গিয়ে গেজেল গদ্য প্রাণটা বেন পার ॥
আধ হেলানে বোগলো হেলে, সায়ে সেলা পা ।
পিছন পানে হাতের ডরে কুঁকিয়ে দিলে পা ॥
ডান কাঁধটার কাণটা চেপে রাখলে মাথার ভর ।
চক্ষু হু'টো আধেক বোজা, জ্ঞাত কলেবর ॥
বটের ছায়ার, ঠাণ্ডা হাওয়ার আরাম ক্রমে
হোলো ।

গায়ের মুখের বদরাণে বামটা ম'রে গেলো ॥
মিনিট কুড়ি এই রকমে জিরিয়ে গদ্যধর ।
ভাল কোরে বোগলো চেপে বেসো ভূমির'পর ॥
চক্ষু হু'টো খানিক বুজে ভাবলে মনে মনে ।—
“এমন মজার হুপুরবেলা বুধার কাটি কেনে ? ॥
রাগরাগিনীর হিসেসে মত গাই না কেন গান ? ।
হুপুরবেলার সারঙ, রাগের তুলি রঙের তান ॥”
এই-না ভেবে বোলে থেকে তাম্বুরোটা ধোলে ।

কড়, কড়, কড়, কট, কট, কাঠের কাণে
ডাক ।
তবুও গদ্যর হু'র মেলে না, কাণে লাগে কাক ॥
তিন চড়নু তার ছিঁড়ে গেলো, কাণ মলাটার
টানে ।
তবুও গদ্যর তাম্বুরোটা জুহুম নাহি মানে ॥
আব খন্ডায় বা' হোক কোরে হু'রটো হোলো
বাধা ।

জুড়ী তারে মিল খেলে না, হু'রে রেখবু'ধা ॥
পকমটা ধৈবতেতে বাড়লো পেয়ে টান ।
বাঘের বড়জ্ব নিখাদ বলে, ধনি্য বরজ্ঞান ! ॥
এই রকমে গাইয়ে গদ্য তাম্বুরোটা বেঁধে ।
সারঙ ঘোরে ভৈরবী গায় চৈচিয়ে কেঁধে

কেঁধে ।

ভৈরবীও ঠিক হোলো না, কিঞ্চিৎ নিশে

গেলো ।

কিঞ্চিৎ হুরে কোথেকে কের বিভ্রাস ভেসে

এলো ।

বেশী কথা বোলবো কি আর ?—নামে সারঙ

রাগ ।

কিন্তু কানে বিশ্ব রকমের রাগরাগিনীর বাগ ।

তাল জ্ঞানটাও তেজিতর, তাইতো কাজে কাজে ।

আড়-চৌতাল, বং, পোস্তা একটা গানে বাজে ॥

তাল ফেরতা গানটা হোলো, হোতো বং তাল ।

গদাধরের সারঙ রাগে তাল-খিচুড়ী হোলো ॥

স্বরজ্ঞানে তালজ্ঞানে গদা যেমন জ্ঞানী ।

মুদ্রাদোষে তার চেয়ে ফের পঁচিশ ডবল ধনী ॥

গাওয়ার সময় হাত পা নাড়া, মাথা কাড়া খুব ।

চড়ার সময় দাঁড়ায় খাড়া, নামার সময় ডুব ॥

পাঠক মশায় ! ভাবছো গোথ হয়, গদাই শুধু

এই ।

গদার মত গাইয়ে হেন কোপাও কেউই নেই ॥

কিন্তু, পাঠক ! গদার মত গাইয়ে অনেক আছে ।

আশ্চর্য্য তাদের গুস্তাদ্জী গদার গলার ছাঁচে ॥

হাঁটু গেড়ে চাপ্টালি দে,

তাম্বুরোটা রাখলে কাঁধে,

তাম্বুরোটার লাউএর খোলে দিয়ে হাতের তাল ।

গান গাই'ছে বিকট হুরে,

বাঁড়-ডাকুনি ছুটছে দূরে,

চোমকে উঠে পালায় পাখী ছেড়ে বটের ডাল ॥

“হুম্ হুম্ হুম্ হুম্ তানানানা,

লেনলেন দ্বিম্ দ্বিম্ প্রম তানা,

তারে নারে তারে নারে—হ্যাঃ ।

হাস্ না বাঁট পানী ভরনে,

চিট্ কানাইরা ধমনী তীরনে,

গাগরী মেরী দেগা তোচি,

হুন্না নহি হু বা ॥”

এই গানটা পেয়ে গদা তাম্বুরোটা বাঁধে ।

বাড়ীর দিকে চোম্মো দূরা, তাম্বুরোটা কাঁধে ॥

পণে মাঠে হেঁটে হেঁটে সাঁকের বেলার বাড়ী ।

দেহে পেনে গাইয়ে গদা, চুকলো তাড়াতাড়ি ।

মা বুড়ী তার সেই সময়ে ছিলো নাকো ঘরে ;

গিরেছিলো কোত্তে কৌদল হু'গাছ কাঁটা

পোরে ।

নিমাই জেলের ছেলে গোরা আজকে না'কার

বেলা ।

বুড়ীর গায়ে জল দি'ছিলো খেলতে সাঁতার

খেলা ।

সেই কারণে কষ্ট মনে শোধটা নিতে তার ।

গিরেছিলো ময়রা বুড়ী, যথেষ্ট তহকার ॥

হেতা গদা একলা ঘরে গাঁজার দিয়ে টানা ।

তাম্বুরোটা বেধে আবার জুড়ে দিলে গান ॥

ভুক্ পিয়াসা নাইকো গদার গাঁজার গেছে চুকে

জমাই নেশায় গদাই চৈচায়, কৈকো উঠে

যথেষ্ট ।

ভাড়া ঘরের লাওয়ার'পরে ছেঁড়া চেটাই পেতে

গাইয়ে গদা হারিয়ে গাধা গানে গেছে মেতে ॥

এমন সময় ফিরে এলো গৌজেল গদার মা ।

কাঁটার তালে চৈচায় বুড়ী, বোলের তালে চাঃ

গদার দ্বিধে আরো ক্রোধে উঠলো বুড়ী মাণী ।

মায়ে গোয়ে কথার কথার ঘোটলো রাগরাগি

বুড়ী বলে, “জাঁটকুড়ী'ছা । মোত্তে কেন এগি

চাকুরি বোলে যাঁড়-চৈচানি শিক্তে গিরেছিলি ।

বেরো বেরো, হতচ্ছাড়া । পোড়ারবুধো ছেলে

হাড়ে বাতাস লাগে আমার, যমে তোক

নিলে ॥

মায়ের কথা শুনে গদা চোটলো অশ্রিময়

গাঁজার নেশায় ভা'তে আবার নিজেই নিভের

নয় ।

গোমকে উঠে বলে গদা, “চোপ্, কুহলে বেটি ।

কেন্ যদি তুই গাল দিবি, তোর মান্বে ট্যাঙে

লাটি ॥

আর কোথা যায়, একেবারে উঠলো বুড়ী

চোটে

তাম্বুরোটার খোলটা ভাঙে বহু চেলা কাটে ॥

প্রাণের চেয়েও গদাধরের তাম্বুরোটা বেশী।
 "তবে" রে বেটি।" গোলে গদা মাসে নাক
 বুসি।
 মায়ের হাতের কাঠের চেলা হেঁচকে কেড়ে
 নিয়ে।
 মায়ের মাথায় মাসে জোরে, রক্ত পড়ে বেয়ে।
 দাকতুকের কাঁদে বুড়ী মারীর উপর পড়ে।
 মরো মরো হোলো, যেন প্রাণটা ওড়ে ওড়ে।
 কেউ না এলো বুড়ীর কাছে, সবার বুড়ী বাদী।
 হুই হোলো গায়ের লোকে, শান্তি দিলেন বিধি।

মায়ের দশা বেখে গদা পালার প্রাণের ভয়ে।
 চৌকিদারে ধোরো তারে, ধানায় দেলো ল'য়ে।
 কবি বলে, বাপ মা যা'দের বগড়া
 ভালবাসে।
 ছেলে তা'দের গদার মত বিগড়ে ওঠে
 শেষে ॥

৮। এ মেয়ে পুরুষের বাবা।

দিল্লী নামে মস্ত শহর, ডাকসাইটে নাম।
 মহামদ শা বাদশা বীরের সেখায় ছিল ধাম।
 বত বড় বাদশা তিনি ?—ভারত-অধীশ্বর।
 বুদ্ধি কেমন ?—কাঁচাপাকা ; স্বভাব ?—কামের
 চর ॥
 দিল্লী আদি অকলেতে শীতে যেমন শীত।
 গ্রীষ্মকালে তেয়ি গরম ; বর্ষা কথকিং ॥
 রাজবাজুড়ার কাণ্ড জুড়ো, সবই টাকার খেলা।
 তরখানায়* বাস গর্শ্বিকালে, টানাপাধার দোলা।
 গ্রীষ্মকালে বাইরে চলে গরম হাওয়া লু।
 আগুন যেন হাওয়ার নিশে ওড়ায় পোড়া হুঁ ॥
 বোশেখ মাসে গ্রীষ্ম বড়, বিষম রোদের
 তাত।
 ভাজা বালি পথের গুলো, আগুন স্বরের জাত।
 ভাজা ভাজা মল তাকরা হলকা দিয়ে ঢোকে।
 কে মুখে চোকে ॥
 ; জল-পিপাসা বালি।
 । এই দেখ্‌শেম বালি ॥

গ্রীষ্মকালে কল্‌সী কুঁজো দিয়ে দয়ার ভেট।
 পেটটা নিজের খালি কোরে ভরায় পরের পেট ॥
 জল কিছু রয় না পেটে, বিষম তাতের চোটে।
 লোমকূপ দে কুটে কুটে বদরিয়ে তোটে ॥
 যে সব লোকের বাত, পিতি, বাত-পিতির ধাত।
 সে সব লোকের কষ্ট বেশী লেপে রোদের
 তাত ॥
 মহাবাতিক-খেতে খা'রা, গ্রীষ্মে খেপে ওঠে।
 রোদের তাতে খেপে শেষে রোদে রোদেই
 ছোটে ॥
 বাতপিতি, পিতি-খেতের হাত পা বড় জলে।
 লঙ্কাবাটার মতন জালা ; হয় না শীতল জলে ॥
 এমনতর বোশেখ মাসের হুপুংবেলাটায়।
 মহামদ শা আয়েস করে শুয়ে তরখানায় ॥
 পাকা সোণার পাতে মোড়া বড় ছাপর-খাট।
 লতা পাতা ফুলের ঘটা, পোটার নিটোল ঠাট ॥
 সোণার কুলের কোলে জলে পান্না হীরের বুট।
 খাটের পাড়ে মতির কালর হাওয়ার লুটিপুটি ॥

তা'র নাম তরখানা। উপরে বিলান করিয়া ইহা নির্মিত হয়। বাতাস ও আলোক
 বড় ছিদ্র থাকে। আদি লখনৌয়ের খেলিয়ারদহ তরখানার নামিয়া দেখিয়াছি, সে

ছাপর-বাটের চৌকিরেতে চৌরাজা খোজে ।
 চাঁদী রশোর পাতে বাঁধা, নরক ভোলে মোতে ।
 কার্ণা ঢালা গাজীপুরে কাট কা গোলাপ জল ।
 চৌবাচ্চার টেটু নর, কোকে ঢালোচল ।
 চৌবাচ্চার গোলাপ জলে ভাসুড়ে গোলাপ ফুল ।
 হাওয়ার সোরে এ কুল থেকে বাজে অপর
 কুল ॥

ভারতপতি মহামদ শা ছাপর-বাটে শুরে ।
 থেকে থেকে টানুচে তামাক খটকা মুখে দিবে ।
 বড় বড় মোতির বেল আলবোলাটি সাজে ।
 সোবার ধোলে গোলাপ জলের গড়নড়ানি বাজে ।
 বাটের পরে ছড়াছড়ি গোলাপ বেলা কুল ।
 ভোড়ানানে কুলের ভোড়া, নাম—“বান্ধা গুল” ॥
 চক্ষু বোঝা, বক্ষ সোজা, শাখা ইজের পরা ।
 খুঁ পাডলা শাখা জামা নরক বেহে ধরা ।
 পাডলা জামার ভিতর দিবে বেহে বেধা বার ।
 বেত বরণে সোবার বরণ বড়ই শোভা পায় ।
 মহামদ শার প্রৌঢ় বয়েস, হাড়ী বউড়বার ।
 যেমন হাড়ী, গোক তেলি, বাহার চমৎকার ।
 বাব্রি কাটা খাসা ছাঁটা মাধার কালে কুল ।
 হুই আড়লে আড়লি হুঁটি, লক্ষ টাকা মূল ॥
 বুদ্ধ উজীর শক্ত হুদীর গভীর মুখের ভাবে ।
 আলাহিছা কেন্দ্রারেতে বোসে বোসে ভাবে ॥
 শাখা হাড়ী, শাখা গোর্কি, বিরল শাখা কেশ ।
 পাগড়ী শাখা, ইজের শাখা, অছে শাখা বেশ ॥
 রাজকার্যের কামজাতি হাতের মুঠোর ধরা ।
 মহামদ শার ইচ্ছা হোলে তবে হ'বে গড়া ॥
 বাদশা নীরব, উজীর নীরব, নীরব সম্মর ধর ।
 গড় গড়িতে নরকে নীরব, গড় গড় গড় ধর ॥
 এমন সময় বাদশা শাখার উজীর পানে চেয়ে ।
 প্রশ্ন করে ধীরে ধীরে তাকিয়া পিঠে দিয়ে ।—
 “শোনো, উজীর ! আমার মনে একটি কথা

জায়ে ।

নিজে আমি নুসুড়ে নারি, সবাই বাঁধা লাগে ।
 বুদ্ধ ভূমি, অনেক বোঝা, তুমিই বল মোরে ।
 কার বুদ্ধি সবার বেশী, বল সঠিক কোরে ? ॥”

বুদ্ধ উজীর, বুদ্ধি পতীর, হুদীর আবে কর ।—
 “এই হুনিয়ার বুদ্ধি বেশী যেহেতু হুনিচর ॥”
 উজীর বুড়ার মুখে শুনে এমনতর কথা ।
 শোয়া ছেড়ে উঠে বসে বাদশা নেড়ে মাথা ।
 আলবোলার নল কেলে দিবে, মুখ সিটকে কর ।
 “কি বোলে—বুদ্ধি বেশী যেহেতু হুনিচর ? ॥
 আঃ, ছি—ছি । বুদ্ধ হোলে, বুদ্ধি বিদ্যমান হয় ।
 নৈলে কেন উজীর আমার এমন কথা কর ? ॥
 উজীর, তুমি পুরুষ হোলে কেনন কোরে আজ ।
 এমন কথা কেনে বোলে ? তুমিই চালাও রাজ ॥
 যেহেতু মানবের বুদ্ধি বেশী ! পুরুষ মানুষ বোকা ।
 পুরুষ যদি বোকা থাকে, তুমিই তবে একা ! ॥
 তোবা ! তোবা ! এমন কথা শুনুড়ে হোলে
 আজি ।
 নুসু আমি, উজীর আমার নরকে কাজের
 কাজী ॥”

মহামদ শার এমন কথা শুনে উজীর কর ।—
 “জাহাপনা ! আমার কথা মিথ্যা কতু নয় ॥”
 বাদশা বলে, “সত্য যদি, প্রমাণ দেখাও তার ।
 নৈলে তোমার বুদ্ধি ধার ভাগ্যে কারাগার ॥”
 মইজুদ্দিন বুদ্ধ উজীর এমন কথা শুনে ।
 “কারাগারে রাখবে মোরে” ভাবেন মনে মনে ॥
 ধানিক ভেবে উজীর বলে, “শোনো, হুদীর
 চিত্তে ।

এক হপ্তা সময় দিলে প্রমাণ পারি দিতে ॥”
 বাদশা বলে, “আচ্ছা, উজীর ! এক হপ্তার
 বিচে ।
 মুখের কথা দেখাও কাজে, শুনুবো না আর
 পিছে ॥”

এক হপ্তা সময় নিয়ে উজীর গেলো ঘরে ।
 পাগড়ী খুলে, রৈলো শুয়ে নিজের খাটের পরে ।
 অধীর উজীর, চিন্তা পতীর মনের ভিতর জাগে
 হপ্তা মাঝে প্রমাণ দেখাও কেনন কেনন লাগে ॥

রোশিনার নামে বালা রূপে চমৎকার ।
 সাত মাস কম বোলে বছর বয়স বানো তার ।
 চাঁদের শোভা পদ্মশোভা এক সঙ্গে মিশে ।
 রোশিনার মুখের পূর্বে আছে যে বোলে ॥

মধুর অধর, অরোশিনার, সুখীর কপোল, কান্দা ।
 কাকলপরা নয়নধরী পূর্ণা জামা ভাসা ।
 কপালখানির বাজিরে শোভা কুলেহে কুলের জুরি ।
 পিঠের পেরে কুলের গোছা খেলছে বীরি বীরি ।
 চাপা কুলের রঙ-টি ধুয়ে গারে যেন মাখা ।
 আসল কথা, রোশিনারার রূপটি যেন ছাঁকি ।
 রোশিনারার ভক্তি বড় পিতামাতার প্রতি ।
 পিতামাতাও যেন তা'র সদাই করে অতি ।
 মইজুদিন বুদ্ধ উজীর, নাইকো ছেলে তাঁ'র ।
 এক রাত্র রোশিনারা কন্যা স্নেহাধার ।
 আগ্রাবাসী কাশের হাজী ধনী সদাগর ।
 আদ্র বেকর পুত্র তাঁহার, থেকে মনোহর ।
 তাঁ'র সাপে রোশিনারার হৃদয়ভিনো বিয়ে ।
 মইজুদিন তুট বড় তেমন জানাই পেরে ।

প্রায় সকল্যে হোয়ে এলো,
 লোহিত হোলো রবির আলো,
 প্রদোষ যোগী ভস্ম মাথে গার ।
 অস্তাচলে চলে ভাসে,
 তবুও ধরার তপ্ত তপ্ত,
 ইচ্ছে করে সপ্ত সাগর খায় ।
 কিল্লীবাশী নর নারী,
 রোলে পেরে কষ্ট ভারী,
 একটু এখন ঠাণ্ডা যেন হোলো ।
 হাতের পাখা ভূঁয়ে খুয়ে,
 হাত সত্তর দড়ী নিয়ে,
 বড় বড় কোয়ার ধারে গেলো ।
 কোয়া যেন পাতালপুরে,
 জলটা আছে অনেক দূরে,
 মুখ মুড়িয়ে দেখলে কাঁপে বুক ।
 হাত সত্তর দড়ী ফেলে,
 লোটা ভোরে জলটা তুলে,
 ঠাণ্ডা হোলো ধুয়ে গা হাত মুখ ।
 কেউ বা আবার চরকী কলে,
 মসক ভোরে সলিল ডোলে,
 জোয়ালবাধা গরু হুটোর মসক তোলে টেনে ।

কল হী সিরে অনেক অনেক,
 কোয়ার ধারে বাড়িরে অনেক,
 ধরমা গিরে সে লোকটাকে কলকপলি কল
 মকো হোলো, তবুও পিতা আর কেন না

"আ'সে ?"
 এই চিন্তায় রোশিনারা গেলো মায়ের পাশে ।
 "মা মা" বোলে বাক ডেকে রোশিনারা, কল ।
 "আজ কেন, না, আসতে বাবার ঘেরি এত

মেয়ের কথা শুনে মাতা বিষাক্ততরে বলে ।
 "আজ তোর বাপ-প'ড়েছে, মা । দাকন বিষহ

শোবার ঘরে বিষাক্ততরে সেই ভাগনা ভাবে ।
 হা ভগবান ! কিসে আমার দামী জীবন

পাবে ?"
 মায়ের মুখে এমন কথা শুনে রোশিনারা ।
 চোমকে উঠে চোমো ছুটে উদ্ভারিনী গারো ।
 "বাবা ! বাবা !" বোলে মেয়ে পিতার কাছে

বোলে, "বাবা ! কেন তুমি এমন কোরে ভয়ে ?"
 অধীর হোয়ে উজীর বলে, "এক হুণ্ডা পথে ।

মা গো আমার, বুঝি তোমার বুক পিতা মরে ।
 এই বোলে সে বুদ্ধ উজীর বোলে সকল কথা ।
 অবাক হোয়ে শুনলে কানে কানে কলকপলি

"ভয় কি, বাবা ? ভয় কি, বাবা ?" বলে
 রোশিনারা

কিন্তু পিতার হুণ্ডা দেখে বোমো আঁধি-ধোঁয়া
 খানিক পরে মধুর অরে রোশিনারা কল ।
 "ঈশ্বরকে ডাকো, পিতা ! হ'বে তোমার আর ।

এই-না বোলে রোশিনারা মাকে ডেকে
 কি একটা কথা ভেবে বোলে
 মেয়ের কথা শুনে

বুদ্ধ উজীর
 ক্রমে ক্রমে
 হুঁতর হোলো পত
 বুদ্ধ উজীর দিনের দিবে আকুল হোলো তত

ও বিকেলে আর এক ব্যাপার ঘটেছিলো তিনের
দিনে ।

ক্রমে ক্রমে সন্ধ্যা হোলো ; দুবলো রাত্রি
রবি ।

সেই ঘটনার বেওয়াখানা শুনাই পাঠকগণে —
এক সুবতী রূপবতী স্বপ্নবতী অতি ।

দিল্লী-মাকে কোন্নে প্রচার নাচ গাওনার খ্যাতি ।

বিদেশিনী সেই রমণী কান্দীরেতে বাস ।

মরি মরি, যেন পরী । মোতিয়া-বেলা নাম ।

মহামদ শা বাদশা বড় গাওনা ভালবাসে ।

মোতিয়া-বেলা তাই এলো তাঁ'র গান শোনা'বার
আশে ।

মাস্তামারি একটা বাড়ী মোতিয়া নিয়ে ভাড়া ।

সকাল সাড়ে রেরে বেলায় তোলে মধুর সাড়া ।

ছুই সারঙ্গী সারঙ্ বাজায়, হুধা যেন ঝরে ।

বিশুণ হুধা হোয়ে গড়ে মিশে বেলার সুরে ।

পরনু দিয়ে ডাইনে বাঁয়া বাজায় আর এক জনা ।

আর এক জনে মন্দিরাতে দেখায় শুধপনা ।

বাধ্য সনে মধুর স্বনে মোতিয়া-বেলা গায় ।

মড়াও যেন জেগে ওঠে, এতই হুধা তাঁ'র ।

নীরব হোয়ে দাঁড়ায় পথে পথে-চলা লোক ।

বেলার সুরের খেলায় ভুলে ভোলে প্রাণের

শোক ।

এই রকমে দু দিন গেলো ; বাধ্য স্বর পায়া ।

মোতিয়া-বেলা-বাই কে এসে মিষ্টি বড় গায় ।

দিল্লীবাসী পূর্বে এমন গান শোনে নি কানে ।

সেই মোজে বায়, প্রাণ ভিজ়ে বায়, গাওনা যে
তা'র শোনে ।

মহামদ শার হুকুম হোলো, আদালিরা ধেরে ।

মোতিয়া-বেলার কাছে গেলো গান-বাংনা নিয়ে ।

হাজার টাকা বায়না দিয়ে আদালিরা বলে —

“আজকে তুমি রাজভবনে বা'বে সাজের কালে ।

গাওনা হবে, গুনা পা'বে, পা'বে অনেক টাকা

জাহাপনার হুকুমত এই বায়নাই পাকা ।”

মোতিয়া-বেলা বায়না নিয়ে যেতে রাজী

হোলো ।

আদালিরা মহামদ শার কাছে কেরে গেলো ।

রাজভবনে হাজার ঝাড়ে জোছো আগোর ছবি ।

নাচঘরটি মোহন সাজে বেতো হোলো খাসা ।

কতই ঘোলে টানা-পাখা, পানিয়ে খেল মশা ।

সারি সারি স্ক্রোলরিরি শোভে দ্বারের পার ।

কাঁচের কলম হাওয়ার ঘোলে ঠনঠন ঠন তাঁ'র ।

ঘরের মাঝে কড়ি-আঁটা মোটা লোহার শিকে ।

খাত্তা সবুজ হোল্লে রঙা ঝাড় কোলে চাদিকে ।

মাঝখানেতে হাজার-ডেলে একটা কোলে ঝাড় ।

দর্শকেরা অবাক হোয়ে দেখছে তুলে ঝাড় ।

মহামদ শা বাদশা যেন কাঁড়টা হাজার-ডেলে ।

আর বত ঝাড়, তাঁ'রা যেন সভা সভাতলে ।

মস্ত বড় গাল্চে পাতা, তাকিয়ে সারি সারি ।

সোণার খাণায় পানের খিল বিলাস কত নারী ।

কার্ণা থেকে গোলাপবারি গোলাপগাশে ঢেলে ।

ঝরঝরে ঝুটি করে রূপবতীদলে ।

কোন নারী গোলাপবারি সোণার বাটি ভোরে ।

পিচুকীতে গুধে নিরে ছাড়ে চোকের পরে ।

রকম রকম প্রাণমনোরম সোণার আভরণে ।

রকম রকম আভর ভরা, ঘর ভোরেরে ভ্রাণে ।

মোতিয়া-বেলার গান শুতে ওমরা আমীর কত ।

নাচঘরেতে বোসে আছে জ্যাস্ত ছবির মত ।

এমনতর মজলিসেতে সিংহাসনের পরে ।

মহামদ শা বাদশা বোসে সভা খাজা করে ।

হুই সুবতী হু'ধান পাখা বীণে বীরে নাড়ে ।

তা'দের পানে বাদশা চেরে দেখে চোখের

আড়ে ।

আর হু'টিতে মিঠে মিঠে চামর তুলায় গায় ।

তা'দের পানেও মহামদ শা আড়নরনে চায় ।

আচ্ছা, পাঠক ! বল দেখি, কেন এমন চাওয়া ?

মহামদ শার কোনটা মিঠে, সুবতী না হাওয়া ?

চাতলে উঠলো বাহবা ।

মোি গকিল-গলার ছুটলো মধুর

রা ।

মন-অজানে প্রাণ-ভিজানে গজল গানের তাম ।
তব্‌লা-বাঁধক হুঁরি তালে জাগায় গানের প্রাণ ।
সারঙ হুঁটো মিহি সুরে সুর-পোড়াই করে ।
তব্‌ তব্‌ তব্‌ সুরের লহর নাচে নাচের ধরে ।
মহামদ শা ওয়া আমীর সবাই অবাক হোলো ।
হা কোরে সব রৈলো বোসে, প্রাণটা গোলো-
গেলো ॥

মোতিয়া-বেলার কোকিল-গলা সুরের খেলা
করে ।
ভেগে যেন দগ্ন দেখে সবাই বেলার সুরে ।
কাণের ছেঁদার সঁধিয়ে আওয়াজ মগজ যেমন
ছোঁর ।

জার কথা নাই, অগ্নি সবাই চোক বুজিয়ে নোয় ।
যেমন বেলা, তেয়ি গলা, তেয়ি রূপের প্রভা ।
নাচের ধরে খেলচে যেন আওয়াজ-মাথা খোঁড়া ॥
মহামদ শা ভুললো গান, রূপে ততোধিক ।
মনের ভিতর কি একটা কোন্নে বোসে ঠিক ।
ঘণ্টা ধানেক মোতিয়া-বেলার নাচ পাওনা
হোলো ।

পঁচিশ হাজার টাকা নিয়ে মোতিয়া-বেলা
গেলো ॥

যাবার সময় বাদশা মশায় একটু বান্দী ডেকে
কি একটা বোন্নে কথা বোলতে মোতি-
তাড়াভাড়ি বান্দী গিয়ে বেলার কানে
বেলা বলে, “ডনী বড় বাদশা মত
কিন্তু হেথা পাকুবো নাহো, বা
রাত দুপুরে আজকে যেন য
বেলার কথা নিয়ে বান্দী
মহামদ শা রাজী হো
রাজতবনের বা

মহামদ শার ছেলে
যেমন বাবা, তেয়ি
খাবা যেন ছুঁড়ি
মহামদ শার ছে-
ঈশং ঈশং গো

রূপটি ভাল, রূপের আলো বেরোর পোশাক
হুটে ।
মুন্ডেশ হীরের অলকারের জলুখ গারে ছোটো ॥
অহংগর নাম বুঝে ছেলের, দোস্ত ইয়ার চের ।
ছেলের স্বভাব চরিত বাবা পার'নি আজো টের ॥
মোতিয়া-বেলার নকর বলে, “বাইজী ! শোনো
ভাব ।

তোমার প্রতি বাদশাজাদার বক্ত অভিলাষ ॥
পাঠিয়ে আমার দিলেন তিনি, আজ বাগানে
তী'র ।

কোন্নে হ'বে তোমার, বিবি ! নৈশ হাভিসার ॥
বেলা বলে, “তুই আমি শুনে তোমার কথা ॥
কিন্তু আমি বাড়ী ছেড়ে রই না কতু কোথা
এতই ভালবাসেন যদি বাদশাজাদা মো'
যেতে বোলো আমার ঘরে ঘণ্টা ডরে
ধবর নিয়ে নকর গেলো বাব'
রাজী হোয়ে বাদশা-
মো'নি

মোতিয়া-বেলা দামীরগণে,
কি বোলে কানে কানে,
দামী ওলো বাড়িট নেড়ে কথার বিশেষ সার।

মোতিয়া-বেলা ধানিক বাধে,
উঠলো গিয়ে বাড়ীর ছায়ে,
থেকে থেকে পথের দিকি এদিক ওদিক চায় ॥

এমন সময় নাগরবেশে বাদশা-কুমার এলো ।

স্বপ্ন-স্বাতির কোরে সঙ্গে নিয়ে গেলো ॥

সেই মতো গেলো গিয়ে দামীর কথ-মত ।

সেই নিম্নে বাতাস করে ঠাঁড়িয়ে অবিরত ॥

ভয়ে পড় খাটের পরে ঝাঁচল ডেকে মুখে ।

চিনতে তোমার পারবে না কো বাদশা যবে

ছুকে ॥

দেয়াল ঘেঁষে ভয়ে পড়, বালিশ ঠৈমান দ্বিগ্নে ।

মোট চাকর গারে মোড়ো মড়ার মতন হোয়ে ॥

বাদশা এসে বোসবে সীচে গালচেখানার পক্ষে ।

ভাববে মনে একলা শুধু বোসে আছে যবে ॥

একটু পরে আমরা ত্যাগের সরিয়ে নিয়ে যা'বো ।

ফিকির কোরে তোমায় পরে বাহির কোরে

দেবো ॥

এ মেয়ে পুরুষের বাবা ।

হরি কোরে এলেন মোটে, বাইজী আবাদের ।
 "নান কোরে ঐ তরে আছে ছাপু লেয়ে ডের ।"
 এই-না শুনে মহামদ শা ব্যস্ত হোয়ে ওঠে ।
 "সী দৌছে বিদায় দিগে বেসুলো চেপে খাটে ।
 "সী ছ'জন অগ্নি তখন তাড়াভাড়া কোরে ।
 "হরিগে গিয়ে কপাট ছ'পাট ভেঙিয়ে দিলে

বরিয়ে গিয়েই উপর নীচের শিকুল

গিয়ে দ্বিগে লোহার তালা চাবি গেছে
 ভী ছেড়ে সবাই গেলো, সেই ঘটনা ছাড়া ।
 "কর নকর দাসী টাঙ্গীর নাইকো কোন সাড়া ।
 "দুনা মাঁটি জিনিষ টিনিষ নগর টাকার কাঁড়ি ।
 "কোরে সব চালান হোলো, কেবল খালি
 বাড়ী ॥
 "পে বাখা পেয়ে হেথা মহামদ শা তুরা ।
 "খতিয়া-বেলার মান ভাঙতে হোলেন পায়ে
 ধরা ॥

"দশা বলে, "গোলাশ আমি, গোসসা কেন,
 বিবি ? ॥
 ও না কথা, ঘুচুক বাখা, প্রানের পিয়ার ছবি ।"
 "ডে চাড়ে বাদশা কত, নাইকো তবু সাড়া ।
 "জ্ঞে কাজে অস্থিরতা লাগায় মনে ভাড়া ॥
 "দুনা-আঁচল মুখে থেকে বাদশা তুরা খুলে ।
 "সে দেখে, সেই মুখটো মাখা কালি খুলে ॥
 "সিঁটকে বাদশা ভাবে, "এই কি মোতি-বেলা ।
 "যে পরী, এ যে ভারি বিস্ত্রী বিষম কালা ।"
 "ই-না ভেবে বাদশা চোটে চোঁচিয়ে উঠে
 বলে ।—

কে তুই হেথা কাপড় ঢাকা ছাপর-খাটের
 তলে ? ॥
 হলে ভাবে, "এ কি গেরো কইতে নারি কথা ।
 "কন আমি মোতে, ছি ছি, আজকে এলেম
 হেথা । ॥

"আচ্ছা খেলা খেলে কি কির
 কোরে ।

"খতিয়া ভেবে পীরিত করে
 দে রে ॥

আগে মুখে মাখু কালি, তাই রকে আজ ।
 নৈলে বারি চিত্তো মোরে, পেয়েই আরো
 লাগ ॥
 কালিমাখা মুখটো দেখে কতা পেছে চোটে ।
 "ঠ্যাড়ায় পাছে রোষের তরে চেপে ধ'রে খাটে ॥
 "তা' হৌলে যে বিশদ বড়, মাদুটা নিচ্ছে খাবো ।

দীপটে দিলে ভুঁয়ে ফেলে, নিবলো বরের
 আলো ।
 বাদশাজাদা একে কালো, বরটাও কের কালো ॥
 দোয়ার খুলে বাদশাজাদা পালিয়ে যেমন বা'বে ।
 "পথ কি আছে পালিয়ে বা'বার ? হতাশ হোয়ে
 ভাবে ॥
 কাজে কাজে আঁউ মাঁউ বাঁউ উঠলো আরো
 বেড়ে ।

অঙ্গকারে হুড়োহুড়ি, ছেলে বাবার যাড়ে ॥
 পেত্নী-সাজা ছেলের ভবে বাদশা আকুল প্রাণ ।
 "বিবি ! বিবি !" বোলে চোঁচার, কেই বা করে
 তান ? ॥

বোশেখ বাসের ঐশ্বর্য একে, বর বন্ধ তা'র ।
 মহামদ শার কষ্ট বড়, প্রাণটা বেন যায় ॥
 রাতটা গেলো এই রকমে,
 ভোরটা হোলো ক্রমে ক্রমে,
 সকালবেলা বুদ্ধ উজীর অনেক লোকের সাথে ।
 সেই বাড়ীতে এলেন তুরা,
 "সুন্দে মেয়ে গোশিনারা,

শাদাশিখে কাপড় পরা, চাবির খোলো হাতে ॥
 তাড়াভাড়া দোয়ার খুলে,
 ধোড় হাত করে আস্তে বলে,
 "জাহাপনা ! দোষ নিও না, আমার কর মা'প ।"
 মহামদ শা কর না কথা,
 বিষম লাজে মুইলো মাখা,
 খাটের ডলার মুকোয় ছেলে পেয়ে লাজের

তাপ ॥

অবশেষে উজীর কর,—
 'মেয়েলোকের হুনিচর,
 বুদ্ধি বেশী পুরুষ চেয়ে, দেখুন প্রমাণ তা'র ।
 রোশিনার আমার মেয়ে,
 মোতিয়া-বেলা-সাইজী হোয়ে,
 বাপ বেটাকে শিক্ষা দিচ্ছে, ধর্ম-অবতার ! ॥'
 'হামদ শা ভুট্টু হোলো,
 কষ্ট ননের ঘুচে গেলো,
 "তোমার কথাই, উজীর ! সঠিক" অধোগুণে
 বলে ॥

লক্ষ টাকার মুকোমালা,
 বাবশা খুলে সকালবেলা,
 পরিয়ে দিলে আদর কোরে রোশিনারার পলে ॥
 কবি বলে, লম্পটকে শিক্ষে দেবার
 হেতু ।
 রোশিনারার মতন মেয়ে ভ্তান-
 সাগরের সেতু ॥
 রূপের মোহে কামের দমে লোলুপ
 যা'রা হয় ।
 বাদশাজাদা বাদশা সম জব্দ হুনিচর ॥

৯—টাকার তোড়া ।

সাপলাহাটী গ্রামের মাঝে বদন বহুর বাড়ী । দাঁত বন্ধ, চোক বন্ধ, বন্ধ শরীর আদি ।
 উন-আশী বছর বয়েস, চিকুর শোণের ঘড়ী ॥ বুদ্ধকালে সবাই মিলে হয় গো বিষম বাড়ী ॥
 এক বুড়া, তাতে খোঁড়া, বন্ধ কেবল লাঠি । তা' ছাড়া কের আত্ম স্বজন দাক্ষণ অরি হয় ।
 বয়েস-বাড়ে গেছে প'ড়ে বুড়োর দাঁতের পাণী ॥ বন্ধ জনে ভাষা শুনে কেহই আপন নয় ॥
 কসের দিগে গোটা তিনেক দস্ত আছে বটে । তাইতো, আহা, বদন বহুর থাকে নিজের জন ।
 বুড়োর মতন কিন্তু তা'দের জোর নাইকো ঘটে ॥ কষ্ট পেয়ে মরে বুড়ো, সবাই আকুল মন ॥
 চক্ষু দু'টি মিটি মিটি, দৃষ্টি বড় কম । একটি ছেলে বদন বহুর, রাধামাধব নাম ।
 যন যন নিশেষ পড়ে, নাইকো তেমন দম ॥ রাধামাধব ! রাধামাধব রাইকিংশে মীর শ্যাম ॥
 কান দু'টি ও আগের মত শুনতে তেমন নারে । একচল্লিশ বছর বয়েস, জ্ঞানী ৩০ নয় ? ।
 কোমর কোণ্ডা, নাগা নোড়া, ছাড়ট নড়ে ধীরে ॥ জ্ঞানী হোলো কি আর হ'বে ? মেগের বশেই
 ছাড়ে মাসে জড়িয়ে গেছে, জাঁত শুকিয়ে
 গেছে ॥

বুদ্ধকালের মোটা শরীর ছাড়টি হোয়ে আছে ॥ কেনা-গোলাম ধোয়ে আছে বাগের সেবা ভুলে ॥
 বুকের পাজর এক একখানি গুণতে পারা যায় । যে বাপ হোতে এই জগতে রাধামাধব ॥
 জংপিণ্ডের ধক্কানি দিগুণ হোয়ে যায় ॥ পূজনীয় সেই পিতাকে, ছি ছি, ভুটে
 ত্রিশ চল্লিশের বদন বহুর আশী হুয়ে এসে । রাধামাধব পাখার চেয়েও গাধা ॥ অতি
 একেবারে বোদলে গেছে, বার না জানা শেষে ॥ এই গাধাটির মতন গাধা আর কেউ
 হুথের সময় বন্ধ আসে, হুথের সময় সরে । ঢেং—ঢেং—ঢেং অনেক গাধা এমন
 নইলে কেন বদন বহু আজকে এমন করে ? ॥ যা বাপকে ধের না খেতে, মাগ চোটে

মেগের প্রেমে আধাবুড়ো রাধামাধব ছেলে ।
 কেনা-গোলাম ধোয়ে আছে বাগের সেবা ভুলে ॥
 যে বাপ হোতে এই জগতে রাধামাধব ॥
 পূজনীয় সেই পিতাকে, ছি ছি, ভুটে
 রাধামাধব পাখার চেয়েও গাধা ॥ অতি
 এই গাধাটির মতন গাধা আর কেউ
 ঢেং—ঢেং—ঢেং অনেক গাধা এমন
 যা বাপকে ধের না খেতে, মাগ চোটে

দিক্ তা'দিয়ে, দিক্ শত বার। মাম্বু পত্ত তা'রা।
বাপ্ না তা'দের আটকুড়ো হোক, জুড়ুক
তাপিত ধরা।
বদন বহুর পুত্র যেমন, পুত্রবধু তাই।
মরণ হোলেনই বাচে বুড়ো, নৈলে উপায় নাই।
পুত্রবধুর বয়েনখানা বছর তিরিশ হ'বে।
রাইকিশোরী নামটি আবার, রূপটো পেছে
নেবে।

রাইকিশোরীর চোকের গরল বৃদ্ধ বদন বোস।
কথায় কথায় ক'গড়া করে দিয়ে বুড়োর ধোষ।
কোল্কাতাতে "হগ্ ত্রাধারের" হোসে টাকা
বাট।

সুইনে পেয়ে রাধামাধব চালায় পেনের বাট।
শনিবারে শনিবারে আসে কেবল বাড়ী।

"হগ্ ত্রাধারের" ভয়ে আবার সোমবারে ঘের
পাড়ী।

বাবার খবর নেয় না রাধু, মেগের খবর নেয়।
এক হপ্তার খরচ-কড়ি তপে গেথে দেয়।
রাইকিশোরীর যুক্তিমত রাধামাধব বোস।
বাড়ী এসে দেখে শেষে বুড়ো বাবার ধোষ।
মেগের কথা শুনেই রাধু বাবার উপর চটে।
মাগই বা'দের চোদপুরুষ। ঐশ্বি তা'রাই বটে।
মাগ বা' বলে, তা'ই সত্যি; বাবা ব্যাটা ফুল।।
রাধামাধব। ধস্তা ভুমি। নাইকো তোমার তুল।।
"রাধামাধব" নাম রেখেছে কেন তোমার বাপ্ ?।
"গাধা রাসভ" নাম রাখলে ঘৃহ্তো পরিতাপ।

তোমার মত অনেক রাধু চাদিকেতে হেরি।
যমে কেন ধোন্তে কোঁটে কোঁটে আজো দেরি।
ময়লা-ফেলা গাড়ীর জোলে তোমার তা'দের
সনে।

যতে দিয়ে চাবুক দিলে হুখ ভবে পাই মনে।
বদন বহুর রাধু ছেলে, রাধুর ছেলে নাই।
মাগমাত্র পুঁজি পাটা, গরুর মত গ'।
হাটিনাজারটা এটা সেটা খান।
নাগে ফেলী চাকুরি করে

বদন বহুর বাড়ীখ'।
খোর।
খোর ভিতর প'চ'।
বায় মেলা।

সেরা ঘরে রাইকিশোরী রাধামাধব থাকে।
থাকে থাকে হাঁড়ী কুঁড়ী আছে ঘরের তাকে।
ঘরের দেয়াল লেপা-পোঁছা, গোবরমাটি-মাখা।
নতুন খড়ের ছাউনি চালে, বাতার বাধন পাকা।
তালের আড়া, তালের সুদো-সুদ মোজবুৎ ঘর।
তবুও পোড়া উই-শোকাতে কোঁচে অরুজর।
বেঁচি কড়ির আঁরা ধোলে চালের আড়া
হোতে।

কস্তাপেড়ে, পাছাপেড়ে শাড়ী কোলে তা'তে।
বাক্স ভেঁয়ত' গোটা পাঁচেক, একটা সিঁদুক
বড়।
কাপড় চোপড় তা'র ভিতরে পাটে পাটে জড়।
আয়না কাঠুই সিঁদুর-কোঁটো একটা তাকে
আছে।

প্যাটেন্ট ওলার "চুল-নির্মূল" তৈল তা'হার
কাছে।

পিতলগড়া বড়া হুঁটো ক্যালের নিকে বাড়ী।
একটা বড়া টোল থেয়েছে; একটা বড়া নেড়া।
গয়েবরী কুমী খালা পাঁচ ছ'খানা ক'রে।
দেয়াল ঠেসান দিয়ে শোতে ভলচৌকীর'পরে।
খালার কাছে বটী বাতী গেলান জলুন্ দেয়।
বড্ড পালিন্, হুখ দেখলে, ছকি তুলে নেয়।
পানের ডাবর, পানের বাটা, বাটার বাটির তাঁজ।
ডাবরমাকে পানের গোছা, বাটার পানের সাজ।
এক দিকেতে শোবার পালড, চোদ টাকা দান।
চাকরখানা ময়লাপানো লেগে পায়ের খাম।
চাদিকেতে চাটে বালিশ, কিন্তু মাথার বেটা।
মাথার তেলে তিনুটে চেয়ে ময়লা বেশী সেটা।
সবুজ শালা ডুরি-কাটা দুলছে মশারিতে।
বাথার দোষে চান্দোয়া সেটার কুল্ছে কোলা
শেটে।

এই ঘরটার পূর্ক দিকে হাত তিরিশেক দূরে।
বদন বহু একলা থাকে একটা ভাড়া ঘরে।
মাটির দেয়াল কাটা কোটা নয়কো লেপা-
পোঁছা।

বড়ীর বাধন পোচে গেছে, ঝুঁকছে বাতার
খোঁচা।

বৃষ্টি-জলে পোচে গিয়ে খোস্ছে উলু খড়।

দেয়াল গারে জল গড়িয়ে বাগ্ছে জলের ছড়।

ছেঁড়া পচা মাছের পাখা ঘরের মেঝের পরে।

হাত খানেকের একটা বালিশ, ছেঁড়া হুঁড়িম

ধারে ॥

বালিশটেতে মাইকো গুয়াড়, সেকড়া বিরে

বাঁধা।

কাপড় বাঁধা পোঁটলা বোলে চক্ষে লাগে বাঁধা ॥

পরসা হুঁয়ের খেলো হুঁকো দেয়াল ঠেসান

দেওয়া।

বুদ্ধ বদন বোসের তাতেই হয় গো তামাক

খাওয়া ॥

হুঁকোর পাশে ভাড়া সরা, শুলু রোয়েছে তাতে।

কোকেরুলে কোকে আঁটা খেলো হুঁকোর

মাথে ॥

দ্বারে কাটা ছিলিম চারেক তাহুক গড়ার ভাঁড়ে।

চকুমকিটের যোগাড় আছে, কিছ কে তা'

ঝাড়ে? ॥

বদন-পড়া বদন বুড়া, জোর নাইকো গায়।

তামাক খেতে ইচ্ছে হোলে পরের কপা চায় ॥

ভাড়া-কান। ময়লা পানা একটা গাড়ু ঘরে।

একটা ছোট চুম্বকী ঘটা, দেড়-পোয়া জল ধরে ॥

গজখানেকের গমছাখানা তেলের চিটে ধরা।

হাত আষ্টেক খানের মুক্তি, তা'ও গো আবার

ছেঁড়া ॥

এই সম্বল নিয়ে বুড়া, কষ্টে কাটে দিন।

ভেবে ভেবে ফীণ দেহটা হোলে আরো ফীণ ॥

বুধের নিশি প্রভাত হোলো,

লক্ষীপারের আমল এলো,

পাখ পক্ষী অজি মিলে দিলে গলার সাড়া।

নাগ্ছে ফেলী উঠে ভোরে,

গোবর-গোলায় হাঁড়ী ধোরে,

ছড়াং ছড়াং উঠোনময়ে ছড়ায় গোবর-ছড়া ॥

জেগে-শোয়া বদন বুড়া,

ভনুতে পেয়ে ফেলীর সাড়া,

ভাড়া গলার কাঁপা কথায় বেমে বেমে ডাকে।—

"ফেলি! ফেলি! ওগো কোশ!

ভনুছে না যে,—ফেলি! এলি?"

ভনুতে পেয়ে "বাচ্চি" বোলে নাগ্ছে ফেলী

হাঁকে ॥

ছুতো হাঁড়ী কাঁটা রেখে,

চোম্বো ফেলী কুছু মুখে,

ঘোরের গোড়ায় টাঁড়িয়ে বলে, "ডাক্ছো কেন

মোকে?" ॥

বদন বলে,—"এলি যদি,

একটু তামাক দে না, দিদি,

আর একটু জল দিয়ে যা, দেবো মুখে চোকে ॥"

মুখ খিঁচিয়ে ফেলী কয়,—

"আমার ও সব কন্ড নয়,

তাহুক খেতে ইচ্ছে যদি আপ্ণি সেজে খাও।

আপ্ণি গিয়ে পোকুর খেকে,

জল এনে দাও চোকে মুখে,

আমার কেন খাটিয়ে বেগার কষ্ট এত দাও?" ॥

রোজ রোজিতে বলি আমি,

ডেকো নাকো আমার ভূমি,

রক্ত মাসের শরীর আমার খাটিতে কত পায়ে?" ॥

পরসা কড়ির নামটি নাই,

বাতের ব্যাধায় কষ্ট পাই,

আর একটা কী রাখ না পরসা পরচ কোরে?" ॥

বদন বলে,—"হায় রে কপাল!

নাইকো আমার আর তো সে কাল,

বুদ্ধকালে বাঁচার চেয়ে কালপ্রভুই ভাল।

পাপ কোরেছি আর কন্ডে,

তাই কষ্ট পাই মর্খে,

হা ভগবান! তোমার মনে এতও কি হে ছিল?" ॥

বদন বনু মনের ভুখে,

'হা ভগবান' বলে মুখে,

ফেলী বেটা বড় টেঁটা উটেটা বুকে নিলে।

মুখ-খিঁচু নো কোচুকা টোটে,

খই-ফুটনো কথার চোটে,

কতকগুলো কষ্ট বোলে ঠিকরে গেলো চোলে ॥

হায় রে কপাল! অন্যময়ে সবাই সময় পায়।

দাস দাসীতেও কড়া কথা শুনিয়া দিয়ে যায়! ॥

“ওলো ফেলী। শক কিসের?” রাইকিশোরী
বলল।
ফেলী বলে, “রাইকিশোরী আওয়াজ অমন হয়।”
“না লো, না লো কালো মানী, ও যে টাকার
কলি।”
“তাই তো বটে কোন দিকে গো? চলো দেখি
শনি!”
এই-না বোলে, দু’জন মিলে চোম্ভো ত্বরিত পায়।
বদন বুড়োর ঘরটা হোতে শক শোনা যায়।
দুই জনেতে নীরবেতে ঠেকিয়ে ধোরে কাণ।
কানকানকান শক শোনে, চমকে ওঠে প্রাণ।
রাইকিশোরী মনে ভাবে, “বস্তুর বুড়োর কাছে।
কে জানে না—তাইতো অ্যা অ্যা—এত টাকা
আছে!”
নাগে ফেলী মনে ভাবে, “আশ্চর্য্য কথা।।
কত বুড়ো যাকি না কি, টাকা পেলেক কোথা।”
দুই জনেতেই মনের কথা মনে মনেই কয়।
দুই জনের মনের ভিতর গোভের তৃকান বয়।
দুই জনেতেই মনে মনে কি একথানা ভাবে।
দুই জনেতেই ইচ্ছে করে কিসে টাকা পাবে।
টাকা গোণার কাণে দেখে মৃত্ত গেলো ঘুরে।
গল্বেতে মুখে আগুন লেগে চরকী বাজী ধোরে।
ধানিক পরে শোবার ঘরে দু’জন কিয়ে গেলো।
টাকার আওয়াজ মন মজালে, ঘুমটো নাহি
এলো।
ঘুমটো এলে কিসের স্বপন দেখে। দুটো মানী।
তা’ জানি নি, টাকার স্বপন কিসে দেখে জাপি।
রাত পোহালো, চাঁদ পালালো, ডুবলো
উজল রেখা।
পূর্বদিকে ধূসর-রাগে উষা ছিলেন দেখা।
নাগে ফেলী আজ কিসে ছড়া দেবার আগে।
বুড়োর ঘরে ঘোড়ে গেলো, বুড়ো আছে জেগে।
“দাদা মশয়! দোর খুলে দাও” নাগে ফেলী
বলে।
“ক্যান রে, ফেলী?” বোলে বদন দোরটা দিলেন
খুলে।

নাগে কি না, বুড়োনা ফেলীর খড়বেজে।
হিচকে দিগে কিসের ইকো ডামাক দিলে
সেজে।
ঘরের ভিতর ফেলী যেটা এ দিক ও দিক
ধোরে।
টাকার খবর পায় না কিছু, নাইকো টাকা ঘরে।
কাঁট পাঁট কে দেখলে সব, কোথাও কিছু নেই।
বোলে তখন, “সর দিখিন, মাহুর ঝেড়ে দেই।”
এই-না বোলে নিজেই ধীরে ধীরে বুড়োর
হাত।
এক ধারেতে সরিয়ে বসায়, বুঝতে নিজের
যাং।
মাহুর ঝাড়ে, বালিশ ঝাড়ে, কোক। সব
হোলো।
ফেলী নিজের মনকে বলে, “টোকা কোথা
গেলো।”
ত—বুঝেছি, রাখতে টাকা বাক্য হেথা নাই।
চতুর বুড়ো কোথাও টাকা মুকিয়ে রাখে তাই।
যা’ হোক, আমি টাকার কথা বোলবো নাকো
এরে।
উণ্টো হোয়ে ঘোট বেকায়াসাক, পোড়বো
বিষম করে।
মনের মতন আশি ঘটন কোরবো সদা এর।
দশটা টাকাও দেবে তো গো, তাতেই আমার
ডের।
বিনিমুখো পাকা রূপোর গোটছড়াটা আটে।
দাঁধা আছে। টাকাটাকের হুদো হ’বেক বটে।
এই তো গেলো ন’টা টাকা, একটা টাকা থাকে।
আনা মুখে সজ্জ দেবো বিলে হুলের মাকে।”
এই-না ভেবে নাগে ফেলী বুড়োর তখন বলে।
“দাদা মশয়! কোন্ডেটা বেও, ডামাক গেছে
জোলে।”
বদন বলে, “যায় নি জোলে, ডামাক অনেক
আছে।
ফেলী বলে, “না গো দাদা। ডামাক পুড়ে
গেছে।”

এই বোলে সে কোকে ঢেলে আবার ভাষাক
নায়ে ।

বহন ভাবে, “কেশব ভায়া ! ধোমে, অম্ব
কাজে ॥”

কেনীর চেয়ে রাইকিশোরীর বুড়োর টাকার
দাবী ।

বহন বহু বস্তুর বেগো । রাইকিশোরীর সবি ॥
সকালবেলায় রাইকিশোরী শয্যা থেকে উঠে ।
সব কর্ম কলে রেখে বুড়োর ঘরে ছোটে ।
কঁধিতেলের বাটা হাতে, পামুছা অবিলম্ব ।
জলে ভরা কলসী কাঁকে, চোলকে পড়ে জল ॥
সোণার বালা ছ’পাহ হাতে, পলার সোণার
হার ।

সাঁচা মতির নখটা নাকে, সোণার সুর ভার ॥
মল ছ’পাহা মোটা মোটা ছুটে পায়ের পরা ।
হাঁটার সময় ঠেকা লেগে ফুটোর ঠনক সাড়া ॥
ঘোরের গোড়ার কলসী রেখে ঘরের ভিতর
ঢোকে ।

তেলের বাটা নামিয়ে ছুঁয়ে কর ফেলিকে
ডেকে ॥—

“হা ভুই কেনী ! ছড়া বিপে, সারগে বাসী পাট ।
আনুগে দুরা ছুঁজে পেতে টাটকা বাজার হাট ॥
হা ভাণ্ডি ! বস্তুরঠাকুর কষ্ট এত পান ।
ধাক্কা আমি হয় না তবু ভাল আহার মান ॥
বস্তুর গুরু, তবুও আমি অক হোয়ে আহি ।
ধিক্ আমাকে, হার পরাণে আজিও কেন
বাঁচি ॥

কালকে রেতে বিবম বপন বেধু সুমের ঘোরে ।
বমদূত এসে ঘোরে কেশে কিন্তু মাফে মোরে ॥
বোলুচে মোর, —“তোরি ঘোবে কাঁদুছে বস্তুর
ভোর ।

কান্ধ থেকে ভুই কোয়বি সেবা হোলেই নিলি
ভোর ॥

নৈলে বস্তুর শাপ বেবে ভোর, চোখের মাথা
ধাবি ।

সাত জন কামলে কষ্ট বড় পাবি ॥

এই-না বোলে রাইকিশোরী জাঁচল বেঁধে
পলে ॥

ছল-কারা কেঁধে সূতোর বুড়োর পায়ের তলে ॥
বুধ নামিয়ে গলে বেটা, “আমার কর মাণ ।
নারী আমি, বুঝতে নারি—তুমিই আমার বাপ ॥
কন্যে আমি, নারি মোরে কোতে কি গো আছে ॥”
মাণ না তুমি কোলে মোরে, প্রাণ কি আমার
বাচে ? ॥

ছলার উপর ছলার খেলা, বহন বহু কর ।—
“বৌ-মা ! তুমি কাঁদুচো কেন ? কিসের তোমার
ভয় ? ॥

একলা তুমি বাটবে কত ? বেধবে কত কাজ ? ॥
মক কি মা ? বস্ত্রে তোমার তুটু আমি আজ ॥
প’জি ভাল, বাঁচি ভাল ; কষ্ট আদৌ নাই ।
তবে বেটা কষ্ট বেধে, বরস বরণ তা’ই ॥”
এই-না বোলে বহন বুড়া মনে মনে কর ।—
“কেশব ভায়া ! হটুক তোমার হরির কুণার
জয় ॥”

রাইকিশোরীর কথা শুনে চোব্রো কেনী হাটে ॥
আনুতে কিনে বেধে শুনে পরসা বেঁধে পাটে ॥
কোমরবাঁধা বেঁধের টাকা কয়েকই বিপদ ভারি ।
বোলে বহন, “বাত বেড়েছে, নাইতে আজি
নারি ॥”

রাইকিশোরী তখন বলে, “তোমার ঢেলে এলে
ভাল ওষুধ কোরবো বাতের, বস্ত্র টাকার মেলে ॥
হা ভাণ্ডি, চান বন্ধ গোড়া বাতের দায় ।
বা হোক, তবে আতাত্ কোরে তেলটা মাখাই
পর ॥”

এই-না বোলে বুড়োর পায়ের মাথিরে দিলে
ডেল ।

বহন ভাবে, “সাবাস্ টাকা ! বা রে টাকার
বেল ॥”

রাইকিশোরী বোলে গেলো, বোহলো
গেলো কেনী ।

বহন বহু প’ড়লো খোলে আগের চোকের
টুলি ॥

পাকা পেঁপে, পাকা আতা, পাকা চাপা কলা ।
বাঁটা ভরা সেবুর রসে বাঁসা চিনির খোলা ।
আখাছানার মোটা কুটো, বানিক মাখন কীর ।

জলখাবারের খোপাড় হোলো, বুড়োর নড়ে শির ।
সাদটা নিয়ে সাধ মিটিয়ে বদন বহু বার ।
খেতে খেতে প্রণাম করে টাকার ভোড়ার পাঁহ ।
হুপুর বেলা ভাতের খালা, মাছের কোলের

বাটি ।

গরম ভাতে পব্য হৃত, পান্নস-ভরা বাটি ।
রাইকিশোরী সাজিয়ে দিলে খন্ডর বুড়োর

কাছে ।

খাওয়া এখন বাকী আছে, খেবেই বুড়ো

বাঁচে ।

বদন বুড়া ভাবেন মনে, “এ যে ঠাকুর-সেবা ! ।
টাকার ভোড়া ! পূজ্বো তোরে দিয়ে শতক
অবা ৷”

পেটটা ভোরে বদন বুড়ো ভাত ব্যরন খায় ।
দোয়ার মোড়ার নাগে ফেলী গাড়ু হাতে চায় ৷
গামছাখানা গাড়ুর হুখে, খোড়কে কাঠী হাতে ।
পানের ভিণের পানের ছেঁচা, মশলাওঁড়ো

ভাতে ৷

আহার কোরে ঢেঁকুর তুলে উঠলো বদন বোসা
ফেলী বলে, “হাতটা পাডো” ; বদন বলে,

“বোস ৷”

দোরের মোড়ার বোসলো বুড়ো, ঢালছে ফে

কুমি করার ঘটাই কত, বেন অপের নল
ফেলী বলে, “দাঁড় খুঁটে খোড়কে

বলে, “বদন কোথা ? কা”

৷”

দাত ।

এ পেতে

হাত ৷”

কাজে কাজে তে
গামছাখানার

বদন হেসে ।

ন চিবুলে শেষে ৷

আবার ফেলী সাজলে ভাতাক পরিপাটী ক’রে ।
কোকে চেপে বেলো হাঁকোর দিলে বুড়োর

করে ৷

দূরে থেকে রাইকিশোরী ভাই থেকে পেয়ে ।
তাড়াভাড়ি ঘোঁড়ে এলো ভাল হাঁকো নিয়ে ৷
ভাল হাঁকোর গড়গড়িয়ে ভাতাক টানে বুড়ো ।
‘পিসে পিসে’ ডাক্তা পেলো, এখন বুড়ো বুড়ো ৷
রাইকিশোরী পাখা নিয়ে ব্যতান করে গায় ।
নাগে ফেলী নরম টিপে হাতটা বুলায় গায় ।
বদন বহু ভাবেন মনে, “জয় না টাকার ভোড়া ।
মানব আমার—পূজ্বো ভোমার দিয়ে পঠার

জোড়া ৷”

বানিক পরে রাইকিশোরী নাগে ফেলী মিলে ।
ভোয়োক এনে শীতলপাটী তার বিছেরে দিলে ৷
ভাল রকম নরম নরম বালিশ দিলে হুঁটো ।
রাইকিশোরী খালা তুলে মুক্ত করে এঁটো ৷

হুপুর পেলো, বিকেল এলো, কোমলো রবির
জোর ।

বদন বুড়োর মতন রবির লাগলো চোখে ঘোর ৷
রাইকিশোরী ছানা চিনি, নাগে ফেলী বারি ।
এনে দিলে বুড়োর কাছে, ভক্তিখানা ভারি ! ৷
বদন বলে, “আর খাবো না” ; ফেলী বলে,
“না না ।

ভাত খেয়েচো, পাও না চিনি ছানা ৷”

“বুড়ো পেটে দোরবে কত আর ? ৷”

বলে, “বুড়ো কি গো ? কা’র ক’রেচো

দার ? ৷”

ফেলীর ভাবে বদন হাসে, কোণ্ণা দাঁড়ের হাসি ।
উথলে পড়ে, হাতটি নড়ে, উঠলো ককের কাসি ৷
রাইকিশোরী পিক্‌খানোটে খোলো, মুখের কাছে ।
কফটা ফেলে হাঁকটা ছেড়ে বদন বুড়ো বাঁচে ৷
রাইকিশোরী তখন বলে, “কাজ নি এখন খেয়ে ।
বানিক পরে ছানা খেয়ো ; এখন থাকো গুরে ৷”
এই-না বোলে ঢেকে চুকে রাবলে চিনি ছানা ।
বদন বুড়ো পোড়লো গুরে, ভাবনা টাকা খোপা ৷

বিনটে গেলো কীৰ্ত্তে হোরে,
সকো এলো আকাশ বোরে,
সকো এসেই মাটি ছুঁয়ে, বিয়ের কালো মেয়ে ।
কালো মেয়ের নামটি মিশি,
চোখে কাজল, হাতে মিশি,
অধরভরা কালো হাসি, কালো কাপড় ধারে ॥
বিইয়ে হুতা চোম্বো মাথা,
আড়াল থেকে হুঁশি পিতা,
মস্ত বড় হুতার গেঁথে লক হীরের হার ।
পরিষে দিলে হুতার গলে,
অকৃষ্ণকিয়ে হীরে জলে,
ভাড়া ভড়োর গাথা হারে নাকা হীরের সার ॥
হীরের হারের বাহারখানা,
একটুখানি রৈলো কাণা,
ভাই-না দেখে হুঁশি পিতার কষ্ট ভারি হোলো ।
কাজেই তখন অনেক খুঁজে,
হীরের হারে দিলেন স্তম্ভে,
মস্ত বড় ধকুখীটে, কালোর খোলে আলো ॥

বেতের বেলায় রাইকিশোরী নাগে ফেলী মিলে
বধন বহুর খাবার দাবার যোগাড় কোরে দিলে ॥
রাইকিশোরী, নাগে ফেলী গেলো তা'দের
ঘরে ।

বধন বহু ভড় কো দিলে নিজের ঘরের দোরে ॥
বপ্তা দেড়েক পরে বধন গেঁজের টাকা খালে ।
কনকনাকন শব্দ করে এক দুই তিন বোলে ॥
এই রকমে রোজি গোলে, রোজি আদর পায় ।
কাজার হালে বধন বুড়োর সময় কেটে যায় ॥

ভক্ত গেলো, শনি এলো ; শনিবারের রাতে ।
রাধামাধব বহু এলো ব্যাগ ছাতিটে হাতে ॥
রাইকিশোরীর কাছে রাধু শুনেল সকল কথা ।
অবাক হোয়ে, রৈলো চেয়ে, ছবির মত কেতা ॥
“অ্যা—বল কি !” বোলে রাধু, “হাজার চেয়েক
টাকা ॥

বাবা আমার বড় চাপা, আমি নিরেট বোকা ॥

বা হোক, আমি শুন্বো কাণে আজকে টাকা
গোপা ॥
বাবার আমার এত টাকা । তবুও আমি কাণা ॥
রাত দুপুরে রাধামাধব হীরে হীরে গিয়ে ।
চুপটি কোরে রৈলো খাড়া কাণটা ঘোরে দিয়ে ॥
কনকনাকন টাকার আওয়াজ মধুর মধুর বাজে ।
রাধুর এখন সঙ্গ গেলো আওয়াজ শুনে নিজে ॥
রাত পোহালো, উঠলো রাধু, চোম্বো বাবার
কাছে ॥

বিনয় বোলে বোলে ছেলে, “বাতটা সেয়ে
গেছে ॥
চাকুরি করা জ্যাঙে মরা, প্রাণটা হোলো গারা ।
স্বপ্ন ফেলতে পাই নি সময়, এমি কাজের ধারা ॥
তাতে আবার মাকুকারমন বড় সাহেব নাই ।
রাউন সাহেব কর্তা এখন, পাই নি কাজের থাই ॥
ভোঁদড় ব্যাটা বড় স্ত্যাদোড়, খাটায় ছেলে বাতি
বোল্বো কি আর, মারে ব্যাটা জুতো সমেত
লাপি ॥

মনের ভূখে মলিন মুখে সদাই কাটি কাল ।
দেখেও আমি কেঁতে নারি তোমার এমন হাল ॥
বা হোক, বাবা ! আমার উপর রাগ কোরো না
আর ।

মোলেও আমি পার্বো নাকে। শুধুতে তোমার
ধার ॥

যাও যা'বে ছাই চাকুরি আমার, না'কো অতি
তা'র ।

বাগ্ আগে ? না চাকুরি আগে ? — ফেলী ।
হে'বায়'মায়' ॥

দৌড়ে এলো নাগে ফেলী, হুঁশিয়ে যেন ছিলো ।
রাধু বলে, “কেজো, বেটি !” ঘরটা যেন চুলো ॥
সাক্ সুন্দরো কোরিস নিকো, কাঁট দিলু নি কেন ।
কি এত তোর কান্নের লেটা ? ক্যান্ জন্মান-

কনো ॥
ফেলী বলে, “কাঁট দিইচি উঠেই ভোরের
পেলা ॥

এই দেখ না কককে স্বর না'কো খুণো মলা ॥

রাধু বলে, “হয় নি ভালো, যে তুই আমার ব্যাটা ।”
ব্যাটা নিয়ে নিজেই কোঁটার বদন বোলের ব্যাটা
রাধু বলে, “বা তুই, কেলী ! চাঁদ ভড়কে আন ।

কোরা কাপড় বড্ড কড়া, নেবো ধোয়া ধান ॥

করাসডাঙার শাধা ধুতি, চাধর শাধা হুদে ।

এক এক জোড়া আঙে বলিঙ্গ ; দামটা বাঁবে
হুদে ॥”

মুখে হুফুম, ব্যাটা দেবার ধুম কতই হাতে হয় ।

রাধুর মুখের কথা শুনে ফেলী তখন কয় ॥—

“ভড়ের কাছে ব্যাচি আমি কাপড় হোলো বেন

আর একটা জিনিস বাকী, সেইটে ভূমি এনো ॥

দাদা মশয় শাধা চাধর শাধা ধুতি নেবে ।

শাধা চুলে কিক্ত, বাবু ! খোল্ডা নাহি হ'বে ॥

এক কোঁটো কলপ্ এনো, একটা টাকা মূল ।

দাদার মাধার মাধিয়ে দেবে, কালো হ'বেক
চুল ॥

রাধু বলে, “বা বেটি যা, ছুঁচো বেটা বোকা ।”

বদন ভাবে, “বা ভেক্তী !—বা রে রূপোর ঢাকা ।

ফেলী গেলো, কাপড় এলো খাবার জোগাড়
শেষ ।

ময়লা কাপড় ঘুচে গেলো, বুড়োর নতুন বেশ ॥

মেগের তরে রাধামাধব রাবড়ী এনেছিলো ।

আজ সকালে সেই রাবড়ী বাবার পেটে গেলো
বাগ্ভক্ত রাধামাধব ভক্তি-অবতার ।

বাবার সেবার এ বার করে বোড়শোপটার ॥

রেভের বেলা রাধামাধব মেগের কাছে কয় ।—

“বুড়োটাকে যত্ন কোরো সদাই স্নিগ্ধয় ॥

চোটো নাকো, চোটিও নাকো, মাটির মানুষ
হোয়ো ।

নানার খাবার শোবার বোগাড় সদাই কোরে কিও
কষ্ট দিলে, কষ্ট পাবে, কষ্ট হ'বে মোর ।

ইচ্ছে কোরে কষ্ট ভুগি, কষ্ট হ'বে ভোর ॥

অনেক টাকা ! হাজার চারেক ! বাবান্ বুড়ো
বাবা ॥ ।

আমার হোলেই তোমার হোলে, কোরো

খাবার সেবা ॥

জল না দিলে জল আসে না, টাকার টাকা

টানে ।

ঠিক সে কথা, ঘুচবে ব্যাধা, হুথটে । পাবো

প্রাণে ॥

হ' এক বছর বাঁচবে বুড়ো, তা'র পরেভেই বস্ ।

খরচ পাতি দেবার কোরো, টাকার টাকার রস ॥

কষ্ট দিলে কষ্ট হোয়ে হয় তো বুড়ো কা'রে ।

সব টাকাটা দিবে বা'বে অক্ষ আমার কোরে ॥

নয় তো বুড়ো টাকার কথা বোলবে নাকো আর ।

গাড়া টাকা গাড়াই র'বে, হ'বে মাটিসার ॥

টাকার কথা বাবার কাছে তুলো নাকো ভূমি ।

তুললে পরে কোস্কে বা'বে, সন্দ করি আমি ॥”

লোভীর কথা শুনে লোভা হেসে হেসে কয় ।—

“তোমার চেয়ে বুদ্ধি আমার,কোচো কেন ভয় ॥

টাকার লোভে হুটোর ভোবে পচা আশার

পাঁকে ।

নাগুে ফেলী জড়িয়ে গেছে জালের মাছের

এক দিন যায়, হুই দিন যায়, যা

রাধু, ফেলী, রাইকিশোরী শুধুছে বু

কাহিল বুড়ো মোটা হোলো, ঘুচলো

আরো মোটা হোতো বুড়ো, থাকলে

কষ্ট গেলো, কষ্ট হোলো, পুষ্ট হোলো

কৃষ্ণ বোলে বদন বুড়ো উফ ওদন থ

কৃষ্ণ বুড়োর দীক্ষণ্ডর, শিঞ্জেগুর ট

যেই কৃষ্ণ সেই তো টাকা, কৃষ্ণ শাধা

হ'মাস পরে কেশব গোঁসাই বুড়োর

“কেমন, দাধা ? কেমন আছ ?” বো

বদন বলে, “গোঁসাইকী যে, পায়ের ধ

আর কাজ নি, এ বার তোমার তোড়া

তোমার কপার আল ফেলেছি বেঁধে সোতের
কাটা ।
আছাড় পিচাড় খাচে পোড়ে এক ব্যাটা, হ'
বেটা ।
সাবান, ভায়া ! কিবির তোমার, বাঁচলো বহন
বুড়ে ।

রোজ রোজি, ভাই ! দুধের বাটি, পোনা
মাছের মুড়ে । ॥

কেশব বলে, "আর ভয় নেই, টাকা নিয়ে যাই ।

শূন্য গেলের পূর্ণ র'বে পেটটা তোমার, ভাই । ॥

মাঝে মাঝে সবার কাছে বোলবে খেসে ক্ষেবে ।

কথার কথার হাজার হাজার, বাজার গরম র'বে ॥

এই-না বোলে কেশব গোসাই একশো টাকার
তোড়া ।

ফিরে নিয়ে গেলেন ঘরে, বেঁধে বুড়োর গোড়া ॥
টাকার সোতে রাহু বাহুর টাকা খরচ হয় ।

মজা কোরে রাজার হালে বহন বহু নয় ॥

কবি বলে, অসময়ের বন্ধু

টাকার তোড়া ।

নতুন নীতি বোলবো কি আর ?

পড় আগাগোড়া ॥



নতুন বো

প্রথম পাল্লা ।

কজ্জাভাঙা গ্রামের মাঝে সেনজা করেন বাস ।

পঁয়তাল্লিশ বছর বয়েস, মত্ত মোটা লাশ ॥

বার আনা চুল পেকোছে, আনা চারেক কাঁচা ।

একটা ছড়ের আঁচড় পিঠে লেপে বাঁশের বোঁচা ॥

কাঁচা পাকা চুল মিশনো কামর গোফের ঝাড় ।

এক হুগার হুঁধিন কামান, নাইকো মাড়ীর বাড়

পালা পায়া চামচেহারা, আঁচিল তাতে ক'টা ।

য়েলু কুথের গায়ে ঘেন মাছীর কোঁটা ॥

কি গড়ন খানা, কিছু ভুঁড়ির বাড়ে ।

নায়ে মাধা ; টান প'ড়েছে বাড়ে ॥

চট্টো আঁখে পিঠে, আঙুল পুলি পিঠে ।

পাকা লোম ফুটেছে হাত পা বুকে পিঠে ॥

শুক কাঁকাল হুটোর উপভুঁড়ির ঠেলা ।

হালাপানা পাঁউরুটা পেট কোলা ॥

ডাবার মত্ত, তিন পলা তেল ঘরে ।

সোরে পড়ে মত্ত ভুঁড়ির ডরে ॥

এ, লম্বা টিকি দুখ দেহের পরে ।

ভার উপর বেল ডাঙি ঠাহুর-ঘরে ॥

ঠোঁট হুঁধানা মোটা মোটা, ঠোঁটের মাঝে
কাঁক ।

সোণা দিয়ে দাঁত বাঁধানো, খেবড়া মোটা নাক ॥

চকু ছোটো ছোটো ছোটো, ভুরুকরা চুল ।

বারেক চোখে প্রেমের তুকান, বারেক বেরোর
হল ॥

কখন চোখে প্রেমের তুকান ? যখন ছোট বো ।

হঠাৎ এসে সাম্নে পড়ে, ঘেন ঘেঁটুর মো । ॥

কখন চোখে হল দেখা বার ? যখন ভুঁড়ি জায়া ।

ভক্তিতরে সেবা কোরে বেধার পের মায়া ॥

সেনজার নাম রসিকজ্বর = রসিকজ্বর সেন ।

নায়ে রূপে ঠকাঠকি, হুধে ডাঙের কেন ॥

সেন মশায়ের বড় বোয়ের নামটি কমলমণি

সেনের ঘরে সোণার ছবি, উজল রূপের ঘনি ॥

রূপটি যেমন, গুণটি সে সোণার ঘেন দীরে ।

কমলমণি সোণার ঘেন গুণের দীরে ॥

বহুর পঁচিশ বছর লের ডালি ।

রূপের ছটা অংক না কুৎস-ডালি ॥

যাবীর সেবা গাভার পতিব্রতা ।

সাধের ভ্রম কামলপ্রাণা লতা ? ॥

তবুও হেন সতীর প্রতি রসিকহৃদয় কড়।

হুই চক্রে ঘেঁজে মাগে ছোট ঘেঁগের মড়।

ছোট বোঁয়ের মড়নপেটন এক কথাতাই বসি
বটের তলার কাগজ-ছাপা কালীঘাটের কালী-।

তার কি ক্ষতি ? বয়েস থানা খেলার বেসায়েসি।

সেন মশায়ের প্রাণের পাখী কৈলো সলার কাসি ।

ঠেঁহুল দেখে টুপিয়ারসীর নোলায় সরে জল।

ছট কী দেখে রসিকহৃদয় তেয়ি টলমল ।

চোখের আড়ে রাখো গেলে বজ্র পড়ে বুকে।

দিনরাত্তির সেনজা ঘোরো চোখটি রেখে মুখে ।

ভয়বতী ছোট বোঁয়ের নামটি নয়নতারা।

নয়নতারা ঘোমটা দিলে, সেনজা নয়নহার। ।

ঘোমটা তো নয়, কালো শশী ডোবে আধার

মেঘে ।

রসিকহৃদয় হেঁদিয়ে উঠে তাকান, দুঃখ ভেগে ।

রসিকহৃদয় রসিকতার তৃফান তুলে দিয়ে ।

হলাকলা দেখান কত কাছে যেসে গিয়ে ।

মুখটাকনী নয়নতারার নয়ন দেখার আশে ।

রসিক বলে —“পূর্ণশশী ঢুকলো রাহুর গ্রাসে ।”

ছোটকীও ফের বটকালিতে ঠকায় কালাচাঁদে ।

“রাহুর গরাস বরঃ ভাল, ডরাই কেলের ফাঁদে-”

অগ্নি রসিক বাঁধা দাঁতে হেসে উঠে বশে ।—

“আর রে আমার সরল পুঁঠি ! আর রে কালো

জলে ! ”

এদিতর রসিকতা কতই চুটায় হয় ।

বরকার কি বাড়িয়ে পুঁঠি, পাঠক মহাশয় ? ।

রসিক সেনের ক্রমে ক্রমে উঠলো বয়েস বেড়ে

শাদা পুঁঠি পোকে ছোলো, ঘুটলো কালাপেড়ে ।

তবুও সেনের হয় না জেলে, পিণ্ডি ঘেঁবে কে ? ।

তাইতে ছোলো সেনের সনে নয়নতারার বে ।

রসিকহৃদয় তুনিয়া বুজে নয়নতারার নাম ।

• রেখে দিলেন “নতুন বোঁ” ; পুরলো মনস্কাম ।

বড় বোঁয়ের সঙ্গে সেনের ঘুটলো আগের টান ।

নতুন পেয়ে পুরাতনে ধার না সেনের প্রাণ ।

নয়নতারা ভরা জোয়ার, সেনজা বড়ের কুটি ।

সাঁ সাঁ কোরে চোঁললো ভেসে ডীরের মত ছুটি ।

কমলমণি পড়তা ভাটা, নাইকো তেমন শ্রোত ।

সেনজা গিরে লাগলো ডেডায়, পড়লো আলোয়
ওত ।

পিণ্ডিদাতা ছেলের লোভে এই পৃথিবীমাঝে ।

সেনের মত অনেক পুঁঠি মস্ত গহিঁত কাজে ।

পুঁঠি বিনে বা'র গতি নেই, এমন সতীর প্রতি ।

সেনের মত কঠিন এত যে সব কামুক পতি ।

তা'দের আবার পিণ্ডি খেতে ছেলের কেন সাধ ।

নিজের পিণ্ডি দিচ্ না নিজে—ঘোড়া পাখার

নাড় । ।

বাপ্ পিতোমো পিণ্ডি পালে, বকে হ'বে কুল ।

তাইতে বুঝি আবার বিয়ে ?—উ'হু, সেটা, ভুল ।

লাগ-প্রতিমা কুলের রমা, এমন সতীর প্রতি ।

নাইকো বাহার একটু কপা, সদাই কঠিন অতি ।

তা'র আবার কি কুলরকে ? কুলের মে কি

বুঝে ? ।

নিজেই ভো সে কুলের ফজা, কুল রেখেছে

ওঁজে ।

নেহাং বকি পিণ্ডি খেতে কোয়ে আবার বিয়ে ।

রও না কেন সমান ভাবে হুই বোঁকে নিয়ে ? ।

পরের যেয়ে আনলে ঘরে বের মস্ত প'ড়ে ।

সেই মস্তের মস্তখানা চুলোয় দিলে গেড়ে ।

নতুন পেয়ে পুরাতনে বা'র ঘুচে যায় টান ।

তা'র মত নাই মানুষ পিশাচ ।—নাইকো

পশুপ্রাণ । ।

নয়নতারা কাঁচা পায়া ছুটলো সেনের পায় ।

নাইকো এমন ওষুধ কোন আরাম কলে

কিবা দিনেকিবা রোতে নয়নতারা ।

মুখসোয়াতি নাইকো কি ?

বড় বোঁয়ের গয়না যত, নয়নত

আরো নতুন গয়না কত কাক্মক

নয়নতারা অকতরা গয়না যখন

হাড়ীর তলায় আশুন-বুটি বেন চু

অহ কালো—রজ কালো—কালাপেড়ে,

পানটি ধোয়ে গিরিমাটির রজ্জি দাঁতেক মাড়ী ।

আঁঠি স্থলের গালাগিতে মানান্ হবি আছে ।
নয়নতারার ছবি যদি থাকে তা'দের কাছে ॥
তা' হোলে আর ভাবনা কি মো' এমন ছবির
ছাঁদ ।
তারার মাঝে স্ব'কোষে বেল অনানিশির চাঁদ ! ॥
ছোট্ট উপর সেন মহাশয়ের প্রেমের পুরো
জাঁট ।

বড়র প্রতি কালো কালোই প্রাণচটানে গাঁট ।
সেনের কোরে নয়নতারার বড়র প্রতি চটা ।
কথার কথার ঝগড়া করে দিয়ে নানানখোঁটা ॥
তুসুও সতী বুদ্ধিমতী কমলমনি তা'রে ।
ছোট বোনের মত স্নেহ করেন বারের বারে ॥
একটি বারো রাগের রেখা দেয় না দেখা চোখে ।
একটি বারো কড়া কথা কয় না ভুলেও মুখে ॥
ধরার মত সহগুণে কমলমনি ভরা ।
স্বামী চটে, সতীন খোঁটে, তসুও ঘেন মরা ॥
দাসীর মত অষ্ট যদি কমলমনি খাটে ।
বাঁগীর মত নয়নতারার লুটোর ছাপর-খাটে ॥
পানট থেকে চুগটি যদি হঠাৎ পড়ে খোসে ।
নয়নতারার বিশ্ব গল্পা কথা শুনায় রোষে ॥
মাটির মাছুষ কমলমনি সবই স'য়ে রয় ।
ক'রং তা'রে সান্ত্বিনার নয়ম কথা কয় ॥

এক ভগবান্ ! এমন কমল প'ড়'লো ডোবার
জলে ।
এন মনি ঝুলিয়ে দিলে বাদর ব্যাটার গলে ॥

দ্বিতীয় পালি ।
চটো আ

গাঙ্গা লোম কুটেছোঁশেক দূরে,
পড়ে কাঁকাল হুটে'রে,
হাঙ্গানো প'দিন বসে হাট
ডোবার স্ব'জিনিষ আসে,
সোরে পড়ে' চাষে,
এ, লম্বা টি'আসে কাপড় গাঁটে গাঁট ॥
তার উপর রা বড়া হাড়ী,
কল ফুলুরী কাঁড়ি কাঁড়ি,

লোহার কড়া হাতা বেড়ী কোঁকাল ফুড়ুল দা' ॥
আসন পিঁড়ে বামা ঝড়ি,
খাকা গজা কড়াই মড়ি,
সিঁদুর কাঁকুই গালাগ চুড়ী, কাগজ কতই তা' ॥
বাক্স তোরঙ' সিঁহক পেঁড়া,
কোকে হকো খড়ম জোড়া,
ঈন্ঠনিয়ার পল্ল চটী, চীনের ছ'চার জোড়া ।
আতর পোলাপ কিতো'তাস,
ছুরি কাঁচি আয়না মাস,
গিন্ঠিকরা গয়না কত, মাদুর পাটী মোড়া ॥
পেতা বাকাম আনার আড়ুর,
কদমা রোলা খই খইচুর,
খাঁটি জিনিষ—ভেলের জিনিষ কতই আসে
হাটে ।

একেক কোরে বোলবো কত,
দরকার নেই আমার তত,
লেখার চেয়ে দেখাই ভাল,—বটে কি না ।—
বটে ॥

রসিকরূপ সেন মহাশয় লক্ষ্মীনারের হাটে ।
কতক জিনিষ কিন্তে এলেন তস্কা বেধে গাঁটে ॥
এ দিক ও দিক সে দিক ফিরে বস্তু মনের মত ।
সেন মহাশয় পান না খুঁজে, তাকান ইতস্তত ॥
নয়নতারার হুকুমত জিনিষ কেনা চাই ।

নৈলে সেনের হার কপালে পোড় বে'তুলোর
ছাই ॥
ঘুরে ঘুরে সেনের পোয়ের ধ'রলো পায়ে ব্যথা ।
কিন্তু কোথাও নাহি মিলে "ভিক্টোরিয়া কাঁথা" ॥
দেশ বিদেশের কাপড়ও'লা অনেক ছিল হাটে ।
সেনজা গিয়ে সবির কাছে কতই কাপড় খাঁটে ॥
সেনজা বলে,—“বশ'গুণ দাম দিচ্ছি ; বাঁচাও,
ডাই ! ॥
“ভিক্টোরিয়া কাঁথা” আমার চাই—চাই—চাই ॥
কাপড়ও'লা বোঝে তখন,—“ওগো সেনের
পো ! ॥

ছল কোরে কি ভুলিয়ে নেবো ছেলের হাতের
মো' ॥

আসার ঘরে ভেলের বোতোল পোটা ছুরেক
আছে।

আনুচি আমি—কাঁড়চো কেন?—বোসো খামীর
কাছে।

এই-না বোলে নয়নভারা নিজের ঘরে গিয়ে।
সিদ্ধকটো ফেলে খুলে চাবিকাটি ধরে।

গয়নাপাতি টাকাকড়ি যে সব ছিল তা'র।

একেক কোরে হাঁড়ীর ভিতর পুথলে অচিরায়।

পাশ কাটিয়ে খিড়কী দিয়ে গিয়ে তাড়াতাড়ি।

পুকুর-কোণে নিশেন কোরে রাখলে পেড়ে
হাড়ী।

বোতোল দু'টো পুকুর-জলে বেশটি কোরে
ধুলে।

ঘরে এসে সিদ্ধকে ফের ডালা এঁটে দিলে।

বোতোল নিয়ে বড়র ঘরে এসে নয়নভারা।

বোলে,—“দ্বিদি! এখন এঁরে দেখ চো কেমন
ধারা?।”

কমল বলে কঁঁদে কঁঁদে,—“ও বোন! এ কি
হোলো!।

এ অভাগীর সকল আশা আজকে বুঝি গেলো।”

নয়নভারা কাছে গিয়ে দেখলে মুখের পানে।

হাত পা খেঁচে প্রাণের পতি হেঁচকে শোয়াস
টানে।

এই-না দেখে নয়নভারা কঁঁদে বলে হেঁকে।—

“হায় কি হোলো!” কিস্ত বেটার জল নাইকো
চোখে।

নয়নভারার কান্না শুনে সরল কমলমণি।

হাহাকারে টেচিয়ে কঁঁদে, কর কপালে হানি।

নয়ন বলে,—“বড়দ্বিদি! আর কোরে না দেরি।

দৌড়ে গিয়ে দাও ঘো খবর, রোগটা বিষম
ভারি।”

রসিক সেনের বাড়ীর পূবে গোপাল ঘোষাল
থাকে।

সেই বাড়ীতে কমল গিয়ে কঁঁদে কঁঁদে ডাকে।

এ দিকেতে নয়নভারা চাবিকাটি ফের।

রসিক সেনের ঘুন্সী-ডোরে বাঁধলে দিয়ে ফের।

ওদিকেতে গোপাল ঘোষাল বাড়ীর ঘেয়ে নিয়ে
কমলমণির সঙ্গে এসে দেখেন দোরার ধরে।

সন্ধ্যা তখন উত্তরে গেছে, বুকছে আদার ছায়া।

সেই আদারে কমলমণির টোলছে শোকে কান্না।

গোপাল ঘোষাল দাঁড়িয়ে দোরের, কাজেই নয়ন-
ভারা।

ঘরের কোণে সোরে গেলো ঘোমটা টেনে তরা।

গোপাল ঘোষাল দেখে শুনে বোলে নিশেন
কেলে।—

“হায়, বন্ধু! হায় হায় হায়! ওহো কোথায়
গেলে!।

এই-না বোলে গোপাল ঠাকুর বাইরে ছুটে
গেলো।

রসিক সেনের স্ত্রীত কুটুমকে সঙ্গে নিয়ে এলো।

আসার সময়কাণে কাণে বোলে কি সব কথা।

সবাই মিলে দৌড়ে এলো চাপড়ে নিজের মাথা
চার পাঁচ জন মদ এসে কাটলে কাঁচা দাঁশ।

বাতায় বেঁধে ঠিক কোলে যেমন অভিলাষ।

গোপাল ঘোষাল দূরে থেকে বোলে তখন ডেকে

“শ্রাশান-ঘাটের চাই যে খরচ, দাও গো দেখে
টেকে।”

দীনহুধিনী কমলমণি বোলে তখন এই।—

“আমার কাছে টাকাকড়ি কিছুই তো গো নেই।

ও ছোট বোঁ, চাবিকাটি কোথায় আছে জানো।

সিদ্ধ খুলে ঘাটের টাকা তরায় কোরে আনো।

ছোটকী বলে,—“আমার কাছে নেইকো
চাবিকাটি।

কোথায় চাবি, তাও জানি নি, জানেন হানী
সেটি।”

গোপাল ঘোষাল তখন গিয়ে নয়নভারার ঘরে।
কুড়ুল দিয়ে কাঠের সিঁহক ভাঙলে হাতের
জোরে।

সিঁহক মাঝে নাইকো কিছু, সকল দিকেই খালি
গোপাল বলে,—“উপায় কিবা? নাই যে টাকার
খলি।”

কমলমণি তখন বলে,—“ওগো ছোট বউ!।

সাজের বেলা টাকাকড়ি ধার দেবে না কেউ।

তোমার বকি নিজের কাছে হুঁতার টাকার কাছে ।

দাও ছোট বোঁ, হুক কর এ ঘোর-বিপদ থেকে ॥

ভোটকী বলে,—“আমার কাছে একটি কড়াও
নেই ।

তা'ছাড়া বা কোথায় বাধা ? হার বা বেঁচে
কেই না”

কমলমণি তখন বলে, “কিই বা আমার আছে ।

গয়নাগাটি টাকাকড়ি সব তোমার কাছে ।

একটি কেবল তারতাতা নথ নেও নি তুমি
বোলে ।

সেইটি আছে আমার কাছে, রেখে দি'ছি তুলে ॥

অসময়ে সেইটি এখন দিচ্ছি আমি এনে ।

সেইটি আমার লাখ টাকার ধন এই বিপদের
দিনে ॥

এই-না বোলে কমলমণি নথটি এনে দিলে ।

গোপাল বলে, “ভাগ্যে তুমি নথটি রেখেছিলে ॥”

এই-না বোলে গোপাল ঘোষাল লোক সকলের
বলে ।

“দেখি কোরে আর কি হ'বে ? তোল হরি
বোলে ॥”

চার জনেতে যের ঢুকে তুমি মোটা লাশ ।

কেউ বা বলে, “এই তার কি সহিবে হুটো বাঁশ ॥”

চার জনেতে যেমন তুলে বা'র কোরবে মড়া ।

পা হুঁধানা ফাড়া হোরে রৈলো ধোরে জোড়া ॥

কোন মতেই লাশ গলে না ছোট ধোরার দিয়ে ।

চার জনেতে আকুল হোশো মস্ত মড়া নিয়ে ॥

তাই-না বেধে কমলমণি কৈশে তখন কর —

“চৌকাটেতে কেটে ফেলো, নৈলে শুনিস্তর ॥—

আমার স্বামীর পায়ে, আঁহা, লাগবে বড় ব্যথা ।

আঁহা ! কমলমণির প্রাণে সরলতা গাঁথা ॥

“চৌকাটেতে কেটে ফেলো” এই কথাটা শুনে ।

নরনতারা চৈতন্য বলে দাঁড়িয়ে যরের কোণে ॥

“সে কি কথা, কপাট কাটা ? থরটা হ'বে মাটি ।

তা'র চেয়ে ও পা হুঁধানা কর কাটাকাটি ॥

মরা মানুষ চিত্তের পুড়ে ভয় হ'বে বাঁবে ।

কাটিলে কি তা'র পা হুঁধানা কষ্ট আবার পাবে ॥

এমন সময় যে চার জনে তুলেছিলো মড়া ।

চার জনেতেই হুড়ে পড়ে লেগে মড়ার চাড়া ॥

হুড়মুড়িয়ে প'ড়লো মড়া ঠিক কপাটের ধারে ।

প'ড়ে গিয়েই উঠলো তেড়ে গভীর হতকারে ॥

লাকিয়ে উঠে মরলো ছুটে নরনতারার খাঁটা ।

এক আছাড় কেড়ে ভূঁয়ে, মায়ে হ'তিন মূর্তি ।

“বাগ রে ! বা রে ! বাই বাই রে ।” বোলে নরন
কাঁদে ।

পালিয়ে যেতে পণ নেইকো, প'ড়লো বিবম কাছে

দাঁত খিচিয়ে রসিক বলে, “আরে হাওয়ালাদি ! !

পা কাটবি ! এর নাম কি পতিসেবা, বাঁদি ? ॥”

ঘুনসী থেকে চাৰি খুলে, গিঁদুক খুলে চুরি ! !

রাখলি কোথা গয়না টাকা ? বা'র করুন মারি ॥

এই-না বোলে রসিক যেমন তুমি বিবম লাগি ।

গোপাল ঘোষাল ঘোড়ে গিয়ে ধোলে রাগী হাতী

হুঁহাত ধোরে আনলে টেনে রসিক মেনে ধোরে

আর সকলে টেনে টেনে রাখলে জোরের ধোরে ॥

ঘোল আনা ভালবাসা কোথায় উবে গেলো ।

বোল আনা রাগের নেসা প্রাণের ভিতর এলো ॥

তেড়ে তেড়ে আবার বলে, “গয়না টাকা কোথা ।

আন শীগগির, নৈলে শু'ড়ো এই করি ভোর

মাথা ॥”

ধমক শুনে নরনতারা কৈশে কৈশে গিয়ে ।

পুকুর থেকে টাকার হাড়ী আনলে প্রাণের ভয়ে ॥

তাই না বেধে সকল জনে ক' হু হোরে গেলো ।

কমল বলে, “স্বামীর মনে এতও হলো ছিলো ! ॥”

বানিক পরে ঠাণ্ডা হ'য়ে রসিকজ্বর বলে ।

“গোপাল দ্বাধা ! ভাগ্যে তুমি সূক্তি দিবেছিলে ।

নৈলে আমার ককা রকা হোতো বাঁদীর হাতে ।

বানিয়ে তেড়া রাখ'তো খাড়া আমার কিনে রেতে

দিক্ আমাকে, পুত্র হ'য়ে জন্ম নোকা আমি ।

দিক্ আমাকে, আমি অতি অধম পণ্ড কামী ! ॥”

এই-না বোলে রসিকজ্বর হুঃখতরা প্রাণে ।

জমা চেয়ে বোলে চেয়ে কমলমণির পানে ॥—

“দেবী তুমি—লক্ষী তুমি—তুমি পতিব্রতা ।

এই শিশাচী নিশাচরী, বিবম বিবের লতা ॥

কমা কর, পতিব্রত ! কোজি আমি পণ।
আর তোমাকে দিখ নাকো কষ্ট কদাচন।

গোপাল দাশার চরণ ছুয়ে বোলছি সবার ঠাই।
তুমিই শুধু পত্নী আমার, আর পত্নী নাই ॥”

তার পরেতে রসিকজগৎ দারুণ ঘণার ভরে।
নয়নভারি পরনামুলো কেড়ে নিলে জ্বারে ॥

ছেড়া কাপড় পরিয়ে দিলে, গালে কালি চূণ।
বেশ বেশটা হোলো বেটার, যেমনতর গুণ ॥

বাগদী নাকী হুটো ডেকে সেনজা তাঁদের
কর।—

“যা এটাকে নিয়ে ; এটা পত্নী আমার নয়।
এই বাঁদীটের বাপের বাড়ী চন্দ্রশেখরপুরে।

ঝাড়িয়ে কলো যা নিয়ে যা চুলের কুটী
ধোবে ॥”

নয়নভারা বিদেয় হোলো, চপে অরে জল।

গোপাল ঘোষাল ধন্য তুমি, ধন্য তোমার কল ! ॥

বোকা শিবে।

একের পালা।

বোকা শিবে বড় বোকা,

যেমন বোকা তেয়ি ন্যাকা,

কাছের বেলায় ভাবাচাচাকা, খাবার বেলার পাকা

সেটার মত কুনিয়া বড়ে,

কেউ নেইকো নিরেট কুড়ে,

হাটতে গেলে গাঁটে বাধা, শোবার বেলায় খোঁকা

বোকা শিবে স্নেহে তাঁতি,

বুনতে নারে শাড়ী দুতি,

পেট কিছু তা' বোঝে না, কেবল খোঁজে ভাত।

কাজে কাজে হেথা সেথা,

ভনিয়ে শিবে কণ্ঠের কথা,

পরমা কড়ি কর্ত্ত কোর মুখে তোলে হাত ॥

এই রকমে উনিশ টাকা,

ধার কোয়ে শিবে বোকা,

আসল হুদে সাতাশ টাকা তেরো আনা ক'ল।

স্বধুতে নারে বোকা শিবে,

আকুল হোলো ভেবে তেবে,

হুদে ধিবেয় একমা হোয়ে বোকা শিবে ম'ল ॥

কোথেকে ফের ঘোট্লে কাল,

ভাজ মাসের পাকা তাল,

বোকা শিবেয় জিব দিয়ে লাল ঝকঝরিয়ে করে।

তাল-ফুলুরি সবাই ধার,

বোকা শিবেও খেতে চার,

ভাল ভেল শুড় চালের খড়ি নাই কিছু ধরে ॥

বোকা শিবে আধ-ধুস,

ধার পায় না আধ পরমা,

তাল-ফুলুরি আটটি আনার কমে হওয়া ভার।

তবুও শিবে ধরে ধরে,

কুইলো কত ধারের তরে,

পাল্টে এলো রিক মরে ; কেউ দিলে না ধার ॥

বোকা শিবেয় পত্নী হেথা ব'সে পুকুর-ঘাটে।

কাণা-ভাড়া পাখর ঘটী মাছেতে সিঁড়ির পাটে ॥

পঁইদে, তাগিজ, এমিতর রূপোর চুঁচর খান।

গয়না ছিলো শিবেয় বোয়ের; পাশা হুঁ খান সোবা

কুড়ে শিবে ঝগড়া কোরে হুঁ এক খান কোরে।

বেচে চেঁচে সব ক'খানাই পেটে দেছে পুরে ॥

এখন শুধু শিবেয় বোয়ের ভরসা রূপোর নোড়া।

তা'তেও শিবেয় ছোঁয়ের আশা, কিছু কঠিন

ছোড়া ॥

এয়ের নিশেন হাতের নোয়া নেওয়ার হ'বে পাপ

এই জন্যে শিবেয় মনে আটকে আছে ভাপ ॥

বলি বলি কোরেও শিবে ব'লতে নাহি পারে।

আজ কিছু তাল-ফুলুরি বলিয়ে দিলে তা'রে ॥

চুলুকে মাথা, ভাড়া কথা আনুতা হুয়ে ধোরে।

বোলে এসে কাছে ঘেসে, তবুও কতক সোরে ॥

“ছাদ্যাথ্ বউ ! তাদর মাসের দিনটে বোয়ে

যায়।

তা—তা—তা—তাল-ফুলুরি প্রাণটা খেতে চায়

ধার পেহু নি একটা কড়াও, উপায় করি কি ?।
নো গাছটা—জ্যা, কি বলিস্, ভালমানুষের কি ॥

বেচবো নাকো, বাঁধা দেবো আট গণ্ডায় থালি।
আশিন মাসেই ছাড়িয়ে দেবো, দিবি্য কোরে
বলি ॥

জ্যা—কি বলিস্ ? ও বউ ! বউ ! ও তোর পারে
পড়ি।

মাইরি, আমি বেচবো নাকো পেলো হ'ওণ
কড়ি ॥

নোভার নোভা, খাখের শাখায় এরোর নিশেন
রয়।

রূপোর নোভা খুলতে তবে করিস্ কেন ভয় ? ॥
কাঁঠাল রসের আমসত্ত্ব, মোবার পাখরবাটা।
বেগ্নিতর, তেগ্নিতর রূপোর নোভার ডাটি ॥
আইতে বলি, দোষটা এতে কিছুই হবেক নাই।
দে খুলে দে, আদর আমি হাটকে চোলে বাই ॥”
যেমন শিবে তেগ্নি শিবি, তেমি চুটোর জিব।

ভাল-ফুলুরি খা'বার বেলায় সমান শিবি শিব ॥
কিন্তু রূপোর এরো-নোভা খুলে হ'বে পাপ।
কাজে কাজে আদরমণি নোয়ে কোরে কাঁপ ॥
“একটি যোড়া কাপড় যদি বুনতে পার তুমি।
ভাল-ফুলুরি যোগাড় তব কোরে পারি আমি ॥
দেখন্-হাসির একটা টাকা ধার কোরেচি কবে।
আসল হুদে এ মাস নাগাং দেড়টা টাকা হ'বে ॥
পুরোপুরি চুটে টাকা আজকে কোরে আনি।
আড়াই টাকার একটি যোড়া কাপড় বোনো তুমি
সেই যোড়াটা হাটে বেচে শোধো যদি ধার।
ভাল-ফুলুরি কোরে পারি, নৈলে হওয়া ভার ॥”

শিবকিন্ধর বোলে তখন, — “কোথায় পাবো
হুতো ? ॥”

আদরমণি বুঝলে তখন, সেটা কেবল ছুতো ॥
এই-না বুঝে বোলে আদর, — “অনেক হুতো
আছে।

বেচবে নাকো, দিবি্য কোরে বল আমার কাছে ॥
কুড়ে শিবে ভেবে ভেবে বোলে তখন তারে।
বজ্র ব্যথা হাতে, মাহু'ঠেলবো কেমন কোরে ॥

আদর বলে, — “ভাল ফুলুরি আশা তবো,
ছাড়ো।

কাজের বেলায় হাতে ব্যথা, গেলার বেলায় বাড়ে।
এই-না বোলে আদরমণি ঝামটা দিয়ে ওঠে।
শিবকিন্ধর শকা পেয়ে পেছ পায়েতে ছোটো ॥
দশ বারো পা পেছিয়ে গিয়ে, চেয়ে বোয়ের
পানে।

কুঁড়িরে বলে, “বুনবো কাপড় ভাল-ফুলুরি
টানে ॥”

এই-না শুনে তখন আদর,
মেজে ধু'য়ে ঘটা পাখর,
দেখন্-হাসির কাছে গেলে মুচকি হাসি হেসে।
কিন্তু শিবির দেখন্-হাসি,
আর নয়কো মিটিভাবী,
দেখন্ রাগী হোয়ে কড়া শুনিযে দিলে কোসে ॥
দেখন্-হাসির রাগের মত,
শিবির যদি রাগটা হোতো,
দেড়টা টাকা ধার থাকো আর কি এতক্ষণ ?।

আসল হুদে ক্রান্তি কড়ায়,
চুকিয়ে দিতো ধার শিবি তার,
রাগ-সহনী আদরমণির নয়কো তেমন মন ॥
শিবির মতন পুরুষ মেয়ে,
অনেক আছে অনেক ঠেছে,
মহাজনের লাঞ্ছিতো গাশে ওতো ময়।
রাগটা হওয়া দূর চোয়ে থাক্,
বরং হেসে মুখ করে ফাক,
মড়ার চেয়েও মড়া হোয়ে চুপটি কোরে রয় ॥
লজ্জা ঘূণা শিবিভাড়া,
শিবির চেয়েও শিবে মড়া,
এগ্নিতর লজ্জাভাড়া হাজার হাজার আছে।

ধার কণ্ঠার বেলায় মাধু,
মুখটি কোণে কাঁচ কাঁচ,
পাওনাবার কোরে বাহু কেমন দাঁড়ায় কাছে ॥
শিবের শিবি তেগ্নি হোয়ে,
মারামাথা কথা কোয়ে,
দেখন্-হাসির রাগটা শুবে আনুশে বশে শুষে।

• কথার কোরে মন ঠাণ্ডা,
হাত্ কোলে আট গণ্ডা,
ওথে গেঁথে বুকেরে দিলে শিবের কাছে এসে ॥

[একের পালা হোলো ।]

• ছুয়ের পালা ।

আট গণ্ডা পরস্য নিয়ে শিবে গেলো হাট ।
মস্ত হুঁটো তাল কিন্লে, কালো ছালে কাট ॥
ঠোঁটের দুটো কোণ কঁচুকে টেনে ঠোঁটের
পেট ॥

হিঃ হিঃ কোরে হাস্লে শিবে ঝাড়টা কোরে
হেঁট ॥

তাল-মূল্য পরস্য ছুঁটা তালবেচাকে দিয়ে ।

চোলো শিবে কলুর বাড়ী তাল দুটোকে নিয়ে ॥
কালো পারা ছোবড়া-চেরা তালের মুখের হাসি
বোকা শিবের মুখের হাসির সঙ্গে মেশামিশি ॥
দুটো হাতের দুটো চেটোর তাল দুটোকে

ধোরে ।

কাঁধের দিকে উঁচু কোরে চোলো কলুর ঘরে ॥
মধ্যখানে শিবের মাথা, দুই দিকে দুই তাল ।
তিন মুণ্ড রাবণ ঘেন, সাত মুণ্ড ঘাল ॥

তালের রঙে শিবের রঙে মিশ্ খেয়েচে বেশ ॥
তালের হাসি শিবের হাসি একই তুলির ঘেস ॥
এই রকমে কাঁধের দিকে তাল দুটোকে ধোবে ।

শিবকিন্দর দাঁড়ায় গিয়ে কালু কলুর দোরে ॥
কেলে কলুর মা বুড়ীটের বয়েস বছর আশী ।
দুটো চোখেই ঝাপসা দেখে, করে জলের রাশি
দেয়াল-গোড়ার দাঁড়িয়ে বুড়ী চাবড়া পোবোর
বেঁটে ।

ঝাবড়া দিয়ে দ্যালের গায়ে লাগাচ্ছিলো দুঁটে ॥
দুঁটের গায়ে দুঁটে পড়ে বুড়ীর চোখের দোষে ।
এক এক বার জিরোর বুড়ী দোরার-গোড়ার
বোসে ॥

এমন সময় “মাসী” বোলে শিবে দিলে সাড়া ।
ঝাড়টা তুলে দেখ্লে বুড়ী চোখে দিয়ে চাড়া ॥

৩২

উপর পানে চেয়ে বুড়ী শিবকে তখন বলে ।—

“ওই তিনটে তাল কিন্লে কর পরস্য মূলে ? ॥”
মধ্যখানে শিবের মাথা, তাল দুটো হুঁ কাঁধে ।

কলু বুড়ী পোড়ে গেলো তিনটে তালের ধাঁধে ॥
তিনটে তালের কথা শুনে শিবে বলে হেসে ।—

“আনু হুঁটো, তিনটে, মাসি ! কোথায় পেলে
শেষে ? ॥”

শিবের কথা শুনে বুড়ী ভাবলে মনে মনে ।—

“নিখো কথা বোলচে শিবে তাল তিনটে এনে ॥”
এই-না ভেবে দাঁড়ায় বুড়ী কাঁকাল ধোর মুঁকে

তালটা ভেবে হাতটা দিলে বোকা শিবের মুখে ॥
শিবের মুখে লাগ্লে যেমন গোবোরমাথা হাত ।

“উঃ—উঃ—উঃ !” বোলে শিবে ঝাড়টা করে
কাং ॥

বা হাতটার যে তালটা বোকা শিবের ছিলো ।
মুখ ক্রমত্তে ধাক্কা লেগে ভুঁয়ে পোড়ে গেলো ॥
ভলতলে তাল ধপাস্ কোরে পোড়্লে যেমন
নীচে ।

ঝাবড়া হোয়ে ভুবড়ে গেলো তিনটে ঠেঁয়ে
ছিচে ॥

“হার হার, কি কোন্সি, বেটি ! তালটা হোলো
ম টি ।

ছাড়বো নাকো, তেলটা নেবো ষোলো আন্যাই
খাঁটী ॥”

ভেঁচা তালের মতন শিবে মুখটো পেঁচা কোরে ।
তালের শোকে পরম রোকে ঝগড়া করে দোরে ॥

বাড়ীর ভিতর ঘানীগাছে কেলে কলু ছিলো ।
সোর সরাবৎ শুনে কেলে বাইরে ছুটে এলো ॥

শিবের মুখে ব্যাপার শুনে বোল্লে কেলে তবে ।—
“চুপ্ কর, ভাই !—দৈবাতির !—রাগ্লে কি
আর হ’বে ! ॥

পাঁচ পো তেলের এক ছটাকের দাম দিস্ নি,
ভাই ! ॥

গোবোরমাথা মুখ ধুঁয়ে কেল্ ; জল আনি যে
মাই ॥”

এই-না বোলে কেলে কলু এনে দিলে জল ।
টেঁচে পুঁচে ধুঁলে শিবে দামড়া পোক্তর মল ॥

বাজার বা'বার সময় শিবে একটা তেলের কেঁড়ে
কেলের কাছে গেছলো রেখে তলায় শুঁজে

বিড়ে ॥

সেই কেঁড়েতে পাঁচ পোয়া তেল যেপে দিলে

কেলে ॥

কিন্তু ঠিকে শংরো ছটাক, পাঁচ পো মুখে

বলে ॥

শিবে বলে,—“কালু দাধা ! দামটা কত দেবো ।

একছটাকের দাম কিন্তু বাদ দিয়ে তেল নেবো ॥”

কেলে বলে,—“পাঁচ ছটাকে পড়তা স-চার পাই ।

হিসেব কোরে বল না তবে সেরকে কত পাই ॥”

শিবে বলে,—“স-চার আনা সের-পড়তা হয় ।”

কেলে ভাবে,—“শিবে শালা বোকা ফুনিচর ॥

পাঁচ পোয়াতে স-চার আনা,কিন্তু বোকা শিবে ।

চার পোয়াতে স-চার আনা ঠিক কোরেচে ভেবে

ভালই হোলো,এক পো'র দাম বাড়িয়ে আমি নি

মাপে আবার ছটাক তিনেক আগেই মেরেচি ॥

সাত ছটাকের দামটা আমার অগ্নি হোলো লাভ

এই মোকটোর ফাঁকি দিয়ে কিনুবো গোরুর

জাব ॥”

এই-না ভেবে কেলে কলু শিবকে তবো কয় ।—

“পাঁচ পো তেলে স-পাঁচ আনা আর সিকি পাই

হয় ॥

পুরোপুরি পাঁচ গণ্ডা পরস্য দে যা, ভাই ! ।

এক ছটাকের দান দিনু বাদ পাক্সা সওয়া পাই ॥

খুদী হোয়ে বোকা শিবে পরস্য শুনে দিয়ে ।

ভাঁড়ের মুখে বোমিয়ে দিলে সেই তালটা নিয়ে ॥

সতাল তেলের ভাঁড়টা কালু বিড়ে সমেত তুলে ।

শিবের মাথার ত্রস্ততেলোয় গোছটি ক'রে দিলে ।

বাঁ হাতটার বুড়ো কোড়ে আঙুল হুঁটো চেপে ।

ভাঁড়ের গলা খোলে শিবে শত্রু কোরে টিপে ॥

আর তিনটে আঙুল তুলে তালে দিলে ঠেপে ।

ডান হাতটার তালটা নিলে ডান হাতটার শেষ ॥

সেখান থেকে ময়রা বাড়ী চোলে গেলো

শিবে ।

চেলের শুঁড়ি, শুড়ের কথা মনে মনে ভেবে ।

আটটি আনার বেড়টি আনা গের্ঠে আছে বাঁধা ।

শুড় শুঁড়ি কি হ'বে তা'তে লাগলো বড় ধাঁধা ॥

চাঁদ ময়রার দোকানখানায় সকল জিনিষ আছে ।

নগ্ধা বারে হুই রকমেই সে সর্ব জিনিষ বেচে ॥

শিবে গিয়ে ব'লে তা'কে, “তাল কিনেচি হুটো ।

এরি মতন শুড় শুঁড়ি চাই ; দাগু শীগির—

ওঠো ॥”

চাঁদময়রা ব্যস্ত বড় মূড়্কি-মাথা কাজে ।

চাঁদ ময়রার মেজো পিসী পাশে মূড়ী ভাজে ॥

হুটো তালের আকার দেখে মাপটা ভেবে মনে ।

মালাপো ভাজার শুঁড়ি দিলে ওজন দেখে শুনে ॥

একো-শুড়ের ভিতর যেমন চাঁদ পুরুলে হাত ।

শিবে বলে,—“সার দিনু, ভাই ! দিনু নি শুধু

মাত ॥

মাত নে বা'বার বাটি কাটি নেইকো আমার

কাছে ।

তা'তে আবার হাত হুটো,ভাই, আটকে পোড়ে

আছে ॥”

চাঁদ ময়রা সারে মাতে শুড় কোয়েলো বা'র ।

সিন্দুর মাথা সোণা যেন, রঙটা চমৎকার ॥

ওজন কোরে বোলে তখন,—“শোনু রে শিবে

ভাই !

শুঁড়ির হোলো চার পরস্য, শুড়ের বারে পাই ॥”

শিবে বলে,—“সব শুদ্ধ হোলো কত দাম ? ।”

ময়রা বলে,—“চার গণ্ডা !” শিবের ছোটো ঘান ॥

দেড় গণ্ডা পরস্য শুধু শিবের ক'ছে আছে ।

দশ পরস্য চাই যে এখন,পা বা কাহার কাছে ॥

খানিক ভেবে বোলে শিবে,—“হ্যা ক্যাখ চার

ভাই !

কালকে দেবো দশ পরস্য ; ছ'টা দিয়ে যাই ॥

তেল তালে, ভাই ! ফুরিয়ে গেছে সাড়ে ছ'টি

আনা ।

দেড়টি আনা ভরসা আমার,গাটটা খুলে নে না ॥

ময়রা বলে,—“স-মাত আনার জিনিষ নিদি

কবে

চাইতে গেলে বলিনু খালি,—“আজ নয়—কাল

হ'বে”

কোন লজ্জার আবার, শিবে ! বলিস্ ধারের
কথা ? ।

তালে তেলে নগদা কড়ি, ধারের বেলায় হেথা ॥
যা চোলে যা, হাত-ছেঁচড়া ! ধার দেবো না
তোকে ।”

গুড় গুড়ি চাঁদ সরিয়ে নিলে নানানখানা
বোকে ॥

চাঁদ ময়রার পিসীও তখন ছুটিয়ে দিলে হু ।—
“লকবীছাড়ার ইচ্ছা কেন ধারে খেতে-ও ! ॥”
শিবে বলে,—“ও হোক হু হোক, আজকে
ধারে নেবো ।

বুড়ো শিবের দিবিয়া,মাসি, কাল চুকিয়ে দেবো ॥”
চাঁদ ময়রা বোরে তখন, “বকিস্ কেন শিবে ? ।
পুড়িয়ে হাতা দিগে ছেঁকা ও তোর হুতী জিবে ॥”
শিবে ভাবে,—“মাঝগাঙটা এলুম আমি
তোরে ।

যাটে এসে ডুবলো ভরা আড়াই আনার তরে ! ॥
উ’হ—উ’হ—তা হ’বে না,তাল-ফুলুরি সাধ ।
মিটবে আমার ; কা’র সাধি সাধবে সাধে
বাক ॥”

এই-না ভেবে বোকা শিবে বোলে তখন এই ।—
“টাকা দাখা ! ধারে আমার আর দরকার নেই ॥
টাটকা বাদী তাল-ফুলুরি খেতে ভালবাসি ।
না হয় খালি টাটকা খাবো, নেই বা হোলে
বাদী ॥

দুটো তালের তাল-ফুলুরি খেতে ছিলো সাধ ।
একটা তালেই তাল রাখবো, পূর্বে সাধের
আপ ॥
দেড়টি আনায়ে তাল কিনেছি—হুটো হাতীর
মাথা ।

রসে ভরা—বড় ভারী, যেন হু’পাট জাঁতা ॥
একটা তালের তালপাটালি ক’রবো পণার পার ।
একটা তালের তাল-ফুলুরি শুধবে আশার ধার ॥
গুড় গুড়ি আর কাজ কি আমার হুটো তালের
মত ? ।

আট পয়সার গুড় গুড়ি দে ; কাজ কি ধারের
ছুতো ? ॥

এই নে নে রোক দেড় আনা,দেখে শুনে শুনে ।
তেল তুলে নে আর হু’পেয়েয়, গুড় গুড়ি দে
এনে ॥”

ময়রা বলে,—“এক পোরা তেল,নগদ ছ’টি
পাই ।

পেলে পরে আট পয়সার জিনিষ দেবো,ভাই ॥”
শিবে বলে,—“চাঁদের কাঁদে পোড়লো জোনাক
বাখা ।

তাই নিয়ে তুই চেলের গুড়ি গুড় দে মোরে,
চাঁদা ! ॥”

রোক দেড় আনা, এক পোরা তেল তেলে চাঁদা
নিলে ।

আট পয়সার—(তাও টিপনি)—গুড় গুড়ি শেষ
দিলে ॥

শিবে বলে,—“কি কোরে নি ?—হু’ হাত
জোড়া যে ।

গামছাখানার দুটো খুঁটে এঁটে বেঁধে দে ॥”
একটা খুঁটে চাঁদ ময়রা গুড়ের ঠোঁড়া বাঁধে
একটা খুঁটে গুড়ি বেঁধে দিলে শিবের কাঁধে ॥
বাজার বেসাত কোরে শিবে চোল্লো এবার ঘরে ।
কখন খাবো তাল-ফুলুরি !—জিব সগৰ্গ করে ॥

[দুয়ের পান্য হোলে।]

তিনের পান্য ।

তাল-ফুলুরির মালমসলা কিনে এনে শিবে ।
যাড়ীর ভিতর ঢুকলো গিয়ে ; জল সোদুচে
জিবে ॥

“ও নো ও নো !” বোলে শিবে যেমন সাড়া
দিলে ।

দৌড়ে এসে আদরমণি ভাঁড় নামিয়ে নিলে ॥
তাল গুড়ি গুড় নামায় শেষে ; মুখটো
হাসিভরা ।

তাল-ফুলুরির বেগাড় ভারি, তাইতে এমন ধারা ॥
তালমাড়াটা নিয়ে শিবে আপনি মাড়ে তাল ।
আদরমণি লক্ষী মেজে ঢুকলো হাঁড়িশাল ॥

গনগনাগন ধরিয়ে উনোন্ চড়িয়ে দিলে কড়া ।
তেল ঢাল্যে কড়ার খোলে ; কলকলাকল সাড়া ॥
গুড় গুড়ি আর তালের মাড়ী এক সঙ্গে গুলে ।
এলাচ-গুড়ো, কপুর-গুড়ো গোলায় গুলে

দিলে ॥

ঠিকঠাক সব যেমন হোলো, তখন আদরমণি ।
শিবকে বলে, “তঁাত্তালাতে এবার গিয়ে তুমি ॥
কাপড় বোনো, তাল-ফুলুরি নৈলে হ’বেক নাই ।
বাও না উঠে ?” শিব বলে,—“আচ্ছা, আমি
বাই ॥”

রান্নাঘরের পাশের ঘরে শিবের তাঁতের শাল ।
চুকলো শিব বুনতে শাণ্ডী, জাগচে মনে তাল ॥
রান্নাঘরে আদরমণি ছাঁক, চৌক চৌক কোরে ।
টপ্ টপিয়ে তালের গোলা দিকে কড়ার গরে ॥
রান্নাঘরে ছাঁক—চৌক—চৌক ! তাঁতের ঘরে
শিব ।
এক এক ছাঁকে এক এক বড়া গুণ্চে ভেবে
ভেবে ॥

কাপড়-বোনা নামমাত্র, কাপটা রহুই-ঘরে ।
তাঁতে আবার মনটা জাঁটা তালফুলুরির পরে ॥
কাছে কাছে ছাঁক—চৌক—চৌক কঁক বায়
না কাণে ।
এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় গোলে
এই রকমে ক্রমে ক্রমে গুলে এক এক পণ ।
মাটির পিঠে আঁচড় কাটে, পাছে যটে ভ্রম ॥
সব শুদ্ধ হ’ পণ হোলো, পাঁচ গত্তা বেশী ।
আশ্ মিটিয়ে খা’বে শিব, যথটো ভরা হাসি ॥
তাল-ফুলুরি ভেজে আদর শিবকে এসে বলে—
“বাও শীগগির নিয়ে এসো তাল-পুকুরের জলে ॥

শিব বলে,—“বেশ বেশ বেশ ! তেলটা

মেখে নি ।

না’বার আগে পাঁচ সাতটা, ইয়া বো ! খাবো
কি ? ॥”
আদর বলে,—“ও মা ! ছি ছি ! বাই লজ্জায়
ম’রে ।
যথ ধোওয়া নেই—চান করা নেই—বাবে কেমন
কোরে ? ॥”

শিব বলে,—“গিল্বে না কো, দেখ্বে কো কেমন
দাঁড় ॥”

আদর বলে,—“বাও না কেন !—জিবে হ’বে
দাঁড় ॥”

শিব বলে,—“বাগ্গে তব, আগেই নিয়ে আসি
পলা হুয়েক তেল এনে দাঁও, মাথার গায়ে ঘষি ॥”
মাথায় গায়ে তেলটা মেখে, নিমের দাঁতন নিয়ে ।
শিবকিন্দর নাইতে গেলো গাম্ছা মাথায় দিয়ে ।
কুঁচির মতন চিবিয়ে দাঁতন, শিব ঘষে দাঁত ।
চোয়াল বোয়ে লাল ঝরে, লাগচে তাঁতে হাত ॥
ভাদোর মাসের বর্ষা পচা ; আকাশ ঢাকা
মেখে ।

মেঘ সরিয়ে পূবের হাওয়া বই’ছে বিষম বেগে ॥
এই আটকা—এই চটকা—এই কটকা মেঝে ।
ঝরঝরিয়ে তড়বড়িয়ে বৃষ্টিধারা ঝরে ॥
স্থিতিহীন গেলেন ডুবে জমাট মেঘের কোলে ।
যোর যোর যোর আলোক আদার শূন্যপানে
ঝোলে ॥

আকাশধানার চোখ স্থিতি, মেঘ স্থিতির নীচে ।
পায় না আকাশ দেখে ভাল, ছানি পোড়ে গেছে ॥
সেই হুখে আকুল হোয়ে কঁদে আকাশ হুখে ।
ছানি চুয়ে জলের কোঁটা প’ড়চে মাটির বুকে ॥
এক এক বার যোর যাতনায় কঁচে হাঙ্গামার ।
কড় কড় কড়—গুড় গুড়—গম ! চমক চারি
বার ॥

সাধনপুরের তাঁতিপাড়ায় বোকা শিব খাকে
রাষ্ট্রজলে গ্রামের মাটি বোদ্ধে গেছে পাক ॥
কাঁচা মাটি দিন রাত্তির খেয়ে মেঘের জল ।
জলে কাদার একসা হোয়ে বক চলাচল ॥
অন্য সময় বোকা শিব পথে ইঁটার কালে ।
কাঁচা ইঁটার ভয়ে অনেক বুকে হুয়ে চলে ॥
দেখে দেখে একে বেকে থেমে থেমে যায় ।
আজ কিন্তু তাড়াতাড়ি তাল-পুকুরে ধায় ॥
পা হ’খানা চোল্চে শিবের, চোল্চে যেন বক ।
ফেলার সময় পিঁচ—পাঁচ—চিক্ ! তোলায়
সময় ভক্ ॥

প্রায় হাতটাক পা হ'খানা কোথাও কাঁদার বসে ।

মুখ খিঁচিয়ে শিবকিন্ধর হেঁচকে তোলে কোসে ॥

এই রকমে ক্রমে ক্রমে ভাল-পুকুরে গিয়ে ।

বাঁধা ঘাটের পৈঠে বোয়ে উঠ'লো শিবে নেয়ে ॥

গামছাখানা নিঙড়ে নিয়ে হাত পা মাথা মোছে

বাঁধা দ্বিগে গামছাখানা আবার নিলে কেচে ॥

গামছাখানা পোরে শেষে কাপড়খানা ছাড়ে ।

কাপড়খানা কেচে নিলে ইটের রাণার পাড়ে ॥

বেশটি কোরে পাকুটি দিয়ে জল নিঙড়ে ফেলে ।

ঝেড়ে ঝেড়ে ফর্দা কোরে কাপড় মাথায় দিলে ॥

যেমন কোরে গিয়েছিলো, ঠিক তেয়ি কোরে ।

ফেরার সময় এলো নাকো, একটু এলো ধীরে ॥

রোধ নাইকো একে, আবার রুষ্টি পড়ে তা'র ।

বাইরে কাপড় শুকুং দেওয়া বড় বিবম দায় ॥

কাজে কাজে ঘরের দাওয়ায় চালের বাতায়

গুঁজে ।

খুঁট দুটোকে, কাপড়খানা ঝুলিয়ে দিলে নিজে ।

আর একখান শুকুনো কাপড় গামছা ছেড়ে পরে ।

বর্ষাকালের শুকুনো কাপড়, বদ গন্ধ ওড়ে ॥

সেই কাপড়খান আদরমণির, দুরে লাল। কাল ।

জরদা রঙের আঁড়ুল চেরেক পাছা-পাড়ের মালা ॥

সেই শাড়ীখান পরলো শিবে এঁটে কাঁহার

গোছা ।

আদেকখানা গায়ে দিলে, কোলে নাকো কোঁচা ॥

মেথলা একে, আগার তা'তে মাথায় বড় চুল ।

তাতে ক'রে কেবল ঝাড়ে চালিয়ে আঁড়ুল ছল ॥

দেতচন্ন ঘষা ছিলো দিন দুয়েকের বাসী ।

গলে নিলে জল মিশিয়ে আদরমণির শশী ॥

আরনা ধোরে ধীরে ধীরে কালো কপালময় ।

দেতচন্ন ধা'ড়ে দিলে ; ঢাকুলো ভুরুদয় ॥

কাপের গোড়ায় খানিক ষ'বে কর্তে দিলে ফাঁটা

খানিক নিয়ে লেপে দিলে থা'ব ডা বুকের পাটা ॥

এই রকমে মনের মত বেশ ভূষোটা কোরে ।

তাল-ফুলুরি খেতে শিবে ঢুকলো রহুই-ঘরে ॥

[তিনের পালা হলো । -

চারের পালা ।

রাহা-ঘরের ভিতর গিয়ে

বোকা শিবে দেখে চেয়ে,

ঘুঁটের ধোয়ায় ভুঁ'ঘের ধোয়ায় পূর্ণ রহুই-ঘর ।

টাড়িয়ে থাকে সাধি' কা'র,

চোখ ক'ব ক'ব করে তা'র,

ধোয়ার কাঁখে নাক চিন্‌চিন্‌, চকু দর দর ॥

সিট'কে কপাল, চকু বুজে,

নীচু পানে ষাড়াটা গুঁজে,

থপাস কোরে ভুঁ'ঘের'পরে শিবকিন্ধর বসে ।

ধোয়ার গতি নীচে থেকে,

ক্রমেই জমে উদ্ধ দিকে,

উপর ঘোলা,তলা খোলা ; হাওয়ায় ধোয়া মেশে ॥

শিবকিন্ধর যেমন মুড়ে,

বোসলো রহুই-ঘরের ভুঁ'ঘে,

আদরমণি ভাঙা পিঁড়ে বোসতে দিলে তা'কে ।

বোলে আদর আদর কোরে,

“একটু বোসো, ফেনটা ঝেড়ে,

তাল-ফুলুরি দিচ্ছি আমি ; ভাতটা ষা'বে এঁকে ॥”

আদরমণির কথা শুনে,

শিবকিন্ধর আপন মনে,

ষাড় মুড়িয়ে তালি দিয়ে গাইলে হেঁকে হেঁকে ।

হুরে হুরে ছড়াছড়ি,

হুর ছাড়'চে ভাতের হাঁড়ী,

চোঙা-মুখে হুর ছাড়'চে আদর উনুন ফুঁকে ॥

“কা'র ভাষে নদে' এসে, কাঙালবেশে,

গউর হ'য়ে বোলচো হরি ?

রইলো রে তোর ডুজাখানা, শিকের তোলা,

কোথায় রে তোর তাল-ফুলুরী ?

(খুঁড়ি) রাইকিশোরী ? ॥”

শিবকিন্ধর এই গানটা এক পান্টা গেয়ে ।

ফের পালটায় উঠ'লো কেসে ঘুঁটের ধোয়া

খেয়ে ॥

ধক্ ধক্ ধক্ মুখে কাসে, বক্ বক্ বক্ বকে ।

কালো পানা মুখটো রাঙা, জল্ ফুট'লো চোকে ॥

চোটে উঠে বেরোর ছুটে রান্না-বরের দোরে ।
মুখটো ঘোছে, চোখটো মোছে ডুরের আঁচল
ধোরে ॥

এমন সময় আদরমণি গেলেন ভাতের মাড় ।
“তাল-ফুলুরি খাবে এসো” বোলে দিলে সাড় ॥
শিবে বলে,—“বাইরে খাবো, বড় ধোঁয়া বেরে ।”
আদরমণি তাল-ফুলুরি দিয়ে গেলো ধোঁয়ে ॥
একটা ধোরার আঁচলটা ভোরে তাল-ফুলুরি দিলে ।
শিবকিন্দর এক এক কোরে সকল গুণে নিলে ॥
চাট্টেতে হর এক গণ্ডা, বিশ গণ্ডা পণ ।
এমি কোরে গুণে শিবের চোম্কে ওঠে নন ॥
“ও বোঁ ! ও বোঁ !” বোলে শিবে ডাকলে বড়
রখে ।

আদর বলে—“জল নিয়ে বাই ; দাও না হুঁটে
মুখে ॥”
শিবে বলে,—“হাতের জল ! আয় শীগির
হেথা ।

নে আয়, মাগি ! তাল-ফুলুরি আর রেখেছিন্
কোথা ? ॥”
বেরিয়ে এসে আদরমণি বলে শিবের কাছে ।—
“তাল-ফুলুরি সব দিয়েচি ; আবার কোণায়
আছে ? ॥”
শিবে বলে মুখ খিচিয়ে,—“হঁ হঁ :—বটে
বটে ! ।

আচ্ছা, আগি দেখচি গুণে খড়ির আঁচড় কেটে ॥”
এই-না বোলে শিবকিন্দর চালের বাতা থেকে ।
টুকরো খড়ি নিয়ে ভূঁয়ে চক্র নিলে একে ॥
হিজিবিজি আঁখর কেটে বিড়্ বিড়্ বিড়্
বোকে ।

দৈবজির মতন শিবে বোলে তখন হেঁকে ॥—
“একটা জ্বলের নামটা কোরে চক্ষু হুঁটে বুজে ।
রামচন্দ্রের একটা বরে অভুল দে তো গুজে ॥”
“চাপা” বোলে চক্ষু বুজে তখন আদরমণি ।
একটা বরে হাতটা দিলে ; শিবে বলে,—“গুণি ॥”
একটুখানি বিড়্‌বিড়িয়ে শিবে তখন কর ।—
“পাঁচ গণ্ডা হুঁপণ বড়া, একটিও কম নয় ॥

আমার শুধু বিশ গণ্ডা আর দশটা দিয়ে ।
সব দিয়েচিস্ বলিস্ কেন, সিঁদেল চোরের মেয়ে
কোণার আছে, নে আয় কাছে, চুরী পেটুক
মাগি ! ।

নৈলে নোনার ছাঁকা দিয়ে কোরে দেবো দাগী ॥
শিবের মুখে এরূপ শুনে আদরমণি ভাবে ।—
“এ মিলে দৈবজির কাজ শিখলে কবে ! ॥”
সত্যিই তো পাঁচ গণ্ডা হুঁপণ তালের বড়া ।
খড়ি কেটে সটেপটে ধোলে আগাগোড়া ! ॥
ইচ্ছে ছিলো, আধেক দিয়ে, আধেক নিজে
খাবো ।

এর কাছেও ফের দশ বারোটা অনিশিখাই
পাবো ॥
কে জানে মা ! মিলে আবার দৈবজির হোয়ে ।
তাল-ফুলুরি ধোরবে গুণে খড়ির আঁচড় দিয়ে ॥
কুড়ে বোকা—ছেয়ে ঢাকা আঁচরা এমন ধরা ।
তা’ জানি নি ! আজকে আমার কোন্নে লাজে
সারো ॥

বিশ গণ্ডা হুঁপণ বড়া হাড়ীর ভিতর ভোরে ।
দুটের মাচার রেখে দিচি দুটে ঢাকা কোরে ॥
এখন যদি মিথ্যা বোলে সত্যি কথা ঢাকি ।
মিলে আবার আঁচড় কেটে ধোবনে আমার
ফাকি ॥”

এই-না ভেবে আদরমণি বোলে বীরে দীরে ।
“আনুতে আমি ভুলে গেছি, তে মার মাথার
কিরে ॥

ধাবার তরে অধীর ভুমি, তাড়াতাড়ি তাই ।
আধেক এনে সব বোলেচি, ভুলটো বোলে ছাই ।
গেতে ভুমি হুত্ব কর, আনুচি আমি বাকি ।
পন্নী হোয়ে সোয়ামীকে দিতে পারি ফাকি ? ॥”
শিবে বলে,—“আর কাজ নি সদ্যফাজি কোরে ।
আনু শীগির বাকী বড়া,খাই পেটটা ভোরে ॥
বিশ গণ্ডা দশটা বড়া আদর দিলে এনে ।
শিবকিন্দর ‘জয় জনাদন !’ কোন্নে হুত্ব গুণে ॥
আশ মিটিয়ে চব্‌চবিয়ে গব্‌গবিয়ে খায় ।
আদরমণি এক এক বার দূরে থেকে চায় ॥

গী ওবদের শিবির-বারে ঘোর রজনীকালে ।
 দ্রোণ-কুমারের অস্ত্রগুলো শিব ফেলেন গিলে ॥
 তেঙ্গি কোরে শিবকিন্ধর তালফুলুরিঙলো ।
 টপটপাটপ্ গপ্গপাগপ্ গিল্চে যেন তুলো ॥
 এই খোরটিতে—এই হাতেতে—এই মুখেতে
 • ঢোকৈ ।
 এই চব্চব্—এই কৌং কৌং—এই তলালো
 ঢোকৈ ॥

শিবকিন্ধর বোকা কুড়ে অপর কাজের কালে ।
 ঠিকৃ বিপরীত তালফুলুরির বংশ যখন গেলে ॥
 ক্রমে ক্রমে তালফুলুরি কোন্নে শিবে পার ।
 ছিটে বেড়ার পেটটা হোলো 'কিস্তৃত কিমাকার'
 চাপলে পরেও পেট নোয় না, শক্ত যেন ইট ।
 পেট নুলিয়ে বোসতে নারে, কাজেই সোজা
 পিঠ ॥
 গণ্ডা সাতেক তালফুলুরি উঠলো না আর পেটে
 গোটা কএক বোয়ের তরেও রাখতে হ'বে বটে ॥
 কাজে কাজেই শাপে বরে গণ্ডা সাতেক বড়া ।
 পোরার কোলে রৈলো পোড়ে, কতক চোঁড়া
 পোড়া ॥

এই এক টোক জলটা খেয়ে, ঢেঁকুর তুলে শিবে ।
 খটা নিয়ে বৃষ্টিটা ধু'তে নীচে গেলো নেবে ॥
 জাঁচিয়ে এসে বোন্নে শিবে,—“আজকে আমি,
 বউ । ॥

ভাত খাবো না" বোলেই ঢেঁকুর তুলে হেউক
 —হেউ ॥
 মনে চোটে মুখে মিঠে বোন্নে আদর ভেবে ।—
 “সাত গণ্ডা তাল-ফুলুরি, খেয়ে ফেলো তবে ॥”
 শিবে বলে,—“আরে ছি ছি ! অমন কেন কণ্ড ।
 ভাজলে তুমি তাল-ফুলুরি খাবারকি কেউ নও ॥
 নিস্তব্ধই সাত গণ্ডা খেতে যদি নারো ।
 দশ বারোটা আমার তরে রাখতে তবে পারো ॥
 রেতের বেলার খিদে হোলে পেটে ধোবোফেলে ।
 কিন্তু আমি তুষ্ট হবো তুমি সকল খেলে ॥”

আদরমণি খোরা নিয়ে,
 রামা-বরের ভিতর গিয়ে,

সাত গণ্ডা তাল-ফুলুরি এক এক কোরে খেলে ।
 মনের আশা রইলো মনে,
 সাত গণ্ডা পেটের কোণে,
 রইলো পোড়ে; কতক হোতো বিশ গণ্ডা পোলে ॥
 ভাত ব্যানন কাজে কাজে,
 আদরমণি পেটে গুঁজে,
 খিদেয় জ্বালার হাত এড়া'লে যেমন তেমন
 কোরে ।

শিবকিন্ধর ভুড়ু কু ভুড়ু কু,
 আচ্ছা কোরে টেনে ওড়ু কু,
 মাহুর পেতে রইলো শু'রে গিয়ে তাঁতের বরে ॥
 ক্রমে ক্রমে বোলা গেলো,
 ক্রমে ক্রমে সন্ধ্যা এলো,
 ক্রমে ক্রমে রাত্রি হোলো, আধার চারি ধার ।
 তার পরেতে ক্রমে ক্রমে,
 রাত্রিতেবী ধরার শীমে,
 ছেড়ে দিয়ে চোলে গেলো সাত সমুদ্র পার ॥
 [চারের পান্না হোলো !]

পাঁচের পান্না ।

রাহের শেষে সবার আগে ভাঙলো উষার
 ঘুম ।
 ডাকলো উষা,—“ওঠ রে পাখী !” পোড়লো
 মাড়ার ঘুম ॥
 রেতের বেলা যতক পাখী ভিজেছিলো গাছে ।
 ডানা বোড়ে ডাকলো এখন উষায় পেয়ে কাছে ॥
 সাধনপুরের গাছগুলোতে পাখীর গলার মাড়া ।
 শিবের পেটে তাল-ফুলুরির কল কল-কৌ তাদা ।
 পেটকো শিবের পেটটা ফেঁপে কুপিত বেয়ের
 ঠেলা ।
 টুক গন্ধ চোঁড়া ঢেঁকুর উঠ'চে চিরে গলা ॥
 বদ্ধজমি—গিজ্ গিজ্ গিজ্—গজ্ গজ্ গজ্
 পেটে ।
 বুক পেটে একুমা হোয়ে নিটোল হোয়ে ওঠে ॥
 “সামান্ সামান্” বোলে শিবে টিপে মলমলার ।
 খটা নিতে সদ্য না ঘেরি, গেলো বাড়ীর বা'র ॥

কাঁটা খোঁচা জল বা কাঁচা নাইকো কিছু হ'ল ।

ইংরেজকে ভেড়ে যেন আসচে ডালুক কুস ।

ইচ্ছে শিবের পথের পাশে বাছে বোসে পড়ে ।

কিন্তু যদি শব্দ ওঠে, আসবে লোকে ভেড়ে ।

আবার তাতে এক এক কোরে লোক জাগ্চে

গায়ে ।

বসি বসি কোরেও শিবে বোসতে নারে ভরে ॥

উছ—উছ কোরে শিবে সনসনিয়ে চলে ।

এমন সময় একটা লোকে “কোং বাচ্চিস্” বলে ॥

শিবের কি আর কথা কোটে, চক্ষু কি আর

ওঠে ? ।

বাড় নাড়তে সাড়া দিবে বড়ার তাড়ায় ছোটে

আরো খানিক গিয়ে শিবে একটা ঝোপে ঢোকে ।

সামুলাতে আর পাল্পে নাকো এত চেপেও রেখে

কাপড়খানা খারাপ হোলো, মুখ বিশ্রী কোরে ।

আসসেওড়ার বনে শিবে বোসলো মাটি ধোরে ॥

যেমন বসা, অগ্নি খসা ; বায়ুর তাড়ার সাড়া ।

হরেক রকম ডাক ডাকুনি খা'খ ডাকুনির ছড়া ॥

টাটকা-জাণা পাখিগুলো বোসেছিলো ডালে ।

আওয়ার্জ শুনে কাওয়ার্জ ভেবে পালায় পালে

পালে ॥

আসসেওড়ার ঘুপ্‌সি ঝোপে একটা খাড়ী ভেঁড়া

ভোরের বেলায় চুকেছিলো পেয়ে বাড়ের তাড়া ॥

ছুটোছুটির সময় সেটা লতায় জড়া হোয়ে ।

আটকে পোড়ে দাঁড়িয়েছিলো চুপটি কোরে

ভয়ে ॥

বাছে-বসা পেট কো শিবের মল দোয়ারের ডাকে

ভ্যা ভ্যা কোরে উঠলো ডেকে জড়িয়ে লতার

পাকে ॥

পেছোন্ দিকে আচম্বিতে উঠলো আওয়ার্জ

ভ্যা ভ্যা ।

বোকা শিবে চোমকে দাঁড়ায় ভয়ে বোলে “ব্যা

ব্যা !” ॥

বাড় কিরিয়ে চেয়ে দেখে—লতার বেড়া ভেঁড়া ।

রকে হোলো, চক্ষু হোলো আবার নরম ঝোড়া ॥

ধকধকানি বুকটো বেঁকে মিলিয়ে গেলো ফের ॥

আবার শিবে বোসলো ভূয়ে মিটিয়ে দিতে জের ॥

তা'র পরেতে সেখান থেকে গেলো দীঘির

জলে ।

জলশৌচটো সেরে নিয়ে কাপড় কেচে ধুলে ॥

ভিজে কাপড় পোরে শিবে ফিরে এলো বাড়ী ।

খানিক থেকেই বাছে আবার গেলো তাড়াতাড়ি ॥

যটা তিনের মধ্যে শিবে আনাগোনা কোরে ।

চার পাঁচ বার বাছে গেলো ; পেটটা ক্রমে ধরে

[পাঁচের পাল্লা হোলো]

ছয়ের পাল্লা ।

হুপুর বেলা আদরমণি পাথরবাটি নিয়ে ।

দেখন্-হাসির বাড়ী গেলো,

দেখন্ হাসি কাছে এলো,

আদর বলে, “বাঁচা, দিদি ! ঘোল একটু দিয়ে ”

দেখন্-হাসি বোলে তা'কে,

“ঘোল নিবি লো কিসের পাকে,”

আদর বলে,—“কাল মিলে তাল-ফুলুরি খেয়ে ।

সারা হোলো হেগে হেগে,

ঘোল নেবো, বোন্, তা'রি লেগে,

ভাত খাবে না, চিড়ে খাবে টাটকা ঘোলে দিয়ে

দেখন্-হাসি গয়লা জেতে,

দইটে রাখে রেতে পেতে,

সকাল বেলা মাখন তোলে নিজের হাতে মোয়ে

আদরমণির কথা শুনে,

বোলে তা'রে ঝুটমনে,

ঘোল নেইকো, বা' চোলে বা', বোন্গে তা'কে

গিয়ে ।

আপ্নি মরি নিজের জালায়,

মাগী এলো হুপুরবেলায়,

হাঁদোল বোদোল বাটি নিয়ে অগ্নি নিতে ঘোল ।

আদর বলে, “দেখন্ দিদি,

নিতাইই না দিস্ বদি,

মিষ্টিমুখে বল না কেন ; কেন কড়া বোল ? ”

দেখনু-হাসি বোলে তা'রে,
 "বকিস্ কেন বা' না ফিরে,
 তেড়া আমার কোথায় গেলো, ম'জি আমি
 ভেবে ।
 কেউ চুরি কি কোরে নিলে,
 • কিসে তা'কে খালে খেলে,
 ম'জি ভেবে, মাগী বলে খোল একটু দ্বেবে ? ॥"
 দেখনু-হাসির কথা শুনে আদর তখন কর ।—
 "সেই তেড়াটা! আহা আহা! দশ সেরের কম
 নয়! ॥"
 এই-না বোলেই আদরমণির পোড়ে গেলো
 মনে ।
 তা'র দোয়ামী খড়ি পেতে বেশ শুণতে জানে ॥
 দেখনু-হাসির পানে চেয়ে আদর বলে,—
 "দ্বিদি! ।
 মিন্দে আমার শুণতে জানে, তা'কে গণাস
 বদি ॥"
 এই না বোলে আদরমণি ভাল-কুলুরি কথা ।
 বোলে তা'কে এক এক কোরে ঘোটলো যথা ॥
 প্রথম প্রথম দেখনু-হাসির লাগলো নাকো মনে ।
 বোকা শিবে দৈবজ্ঞি! খড়ি পেতে গণে! ॥
 "হোতেও পারে—নাও বা পারে" ছোটোই ভেবে
 শেষে ।
 দেখনু-হাসি ভাবলে খানিক, লাগলো তবু
 দিশে ॥
 এমন সময় গউণ দেখে শিবকিন্ধর নিজে ।
 দেখায় এলো পেটে দিয়ে গাম্‌ছাখানা ভিজ্ঞে ॥
 কাছাকাছি এসে শিবে হেঁকে তখন কর ।—
 "দেও না বুয়ে দোয়ের হাঁড়ী, খোল বদি না
 হয় ॥"
 আদরমণি বোলে তখন, "খোলের কথা রাখো ।
 দেখনু-হাসির সেইটে কোথা খড়ি পেতে দেখো ॥
 এত খানিক বেলা হোলো, খুঁজলে কত বিহু ।
 তবুও তাঁকে পাচ্ছে নাকো; শুণে কর ঠিক ॥"
 তেড়া গোণার কথা শুনে শিবকিন্ধর ভাবে ।—
 "হুন্সু আমি, জ্যোতিষ-গোণা শিখুই বা
 কবে! ॥"

এই-না ভেবে শিবকিন্ধর পত্নীকে তা'র বলে ।—
 "খড়ি পেতে শুণতে পারি কে এর, বোলে
 দিলে ? ॥"
 আদর বলে,—"বোলু আমি ।" শিবে বলে,—
 "কেনো ? ॥"
 দেখনু-হাসি বলে, "আমি শুনু, তুমি জানো ॥
 কালকে নাকি ভাল-কুলুরি ঠিক কোরেচো
 শুণে ? ॥"
 শিবে ভাবে,—"এই বার রে সাবলে আমার
 প্রাণে! ॥
 এখন যদি মনে কথো পেকাশ কোরে বোলি ।
 গুমোর ভেরোম ভেঙে যা'বে; ফিকির কিবে
 খেলি ॥"
 এই-না ভেবে বোকা শিবে চুপটি কোরে রয় ।
 গউণ দেখে দেখনু-হাসি তখন তা'রে কর ॥—
 "খড়ি পেতে শুণে বল কোথায় তেড়া মোর ।"
 শিবে ভাবে,—"কাটলো আমার গোলোক-
 ধাঁধার ঘোর ॥
 ভোরের বেলায় বাহে গিয়ে সেওড়া-পাছের
 ঝোপে ।
 গোণার জিনিষ বেখেচি রে, শুণবো এ বার
 ঝাপে ॥"
 এই-না ভেবে শিবকিন্ধর হেসে তখন বলে ।—
 "পেটটা আগে ঠাণ্ডা কর একটি খোরা খোলে
 তা'র পরেতে বোলবো শুণে তু'য়ে পেতে খড়ি ॥"
 দেখনু-হাসি খোলটা এনে দিলে তাড়াতাড়ি ॥
 খোলে গুলে মুণ্‌খানিকটে দিয়ে চোঁচা টান ।
 পেট ঠাণ্ডা কোরে শিবে জুড়িয়ে নিলে প্রাণ ॥
 তা'র পরেতে তু'য়ে বোসে বোলে,—"খড়ি
 জানো! ॥"
 খড়ি এনে দেখনু-হাসি বোলে, "তবে গোণো ॥"
 বোকা শিবে খড়ির আঁচড় পাড়বে যেমন তু'য়ে ।
 এমন সময় আদর বলে, খড়ি কেড়ে নিয়ে ॥—
 "ছান্দ্যাণ্‌ ভাই দেখনু-হাসি! তেড়া গোণার
 আগে ।
 পরিচ্ছদের কত দিবি গণকারের লেগে ? ॥"

দেখন্ বলে, “তোদের কাছে ছুটো টাকা পা'বো
একটা মাসের হুন্টো আমি সবটা ছেড়ে

দেবো ॥”

আদর বলে,—“তা' হ'বে না, তা' হ'বে না,
ভাই !।

ছুটো টাকা ছাড়া, নৈলে একটা টাকাও চাই ॥”
দেখন্-হাসি চোম্কে বলে,—“তা'ও কি কখন
হয় ?।”

আদর বলে, “ভেড়া গোণাও অগ্নি তবে নয় ॥”
এই-না বোলে আদরমণি শিবকে তখন বলে।—
“ঘোলের কড়ি কালু দে যা'বো ; আজকে চল
চোলে ॥”

খড়ি ফেলে উঠলো শিবে পুলিশে পেটে হাত ।
দেখন্-হাসি বুঝলে তখন দেখন্-হাসির ম্ভূত ॥
কাজে কাজে বোলে তখন পরলা দেখন্-হাসি ।
“ভেড়া পেলে একটা টাকাই দেবো, ভোঁদার
মাসি ॥”

গোটা চারেক সাক্ষী মেনে আদরমণি তবে ।
শিবকে বলে, “এ বার গোণো ঠিকুটি কোরে
ভেবে ॥”

এই-না শুনে বোকা শিবে ভাবলে মনে মনে ।
“আদর আমার চালাক বড়, টাকা নিলে টেনে ॥
বুদ্ধিখানা কিন্তু আমার বা'রপরনেই বোঁচা ।
নৈলে কি আর হলুম রাজী বোলে দিয়ে চোঁচা ॥”

এই-না ভেবে শিবকিন্ধর বোলে তখন হেঁকে ।
“আন খড়ি, শুণে দেখি রাশ্চক্র এ'কে ।”
খড়ি নিয়ে বোকা শিবে দাগ ঝাঁকলে ভূ'য়ে ।

দেখন্হাসি একটা দাগে হাতটা দিলে মুড়ে ॥
শিবে বলে, “একটা ফুলের নামটা কর আগে ।”
দেখন্হাসি “গোলাপ” বলে হাতটা রেখে দাগে
বিড় বিড় বিড় কোরে শিবে বোকে ধানিক
অণ ।

তা'র পরেতে বোলে হেঁকে,—“শোনো, সকল
জন !।

এখান থেকে ঈশেন কোণে বড় দীঘির ধারে ।
আনুসঙ্গিক ঝোড়ে ভেড়া বাঁধা লতার ডোরে ॥”

শিবের মুখে এই-না শুনে দেখন্হাসি ধায় ।
আর যে সবাই সেবার ছিলো, তা'রাও ছুটে
ধায় ॥

লম্বা ঠ্যাঙে গুবোন্ ভেঙে কোপের ভিতর গিয়ে
দেখলে খুঁজে ভেড়া আছে লতার বাঁধা ছোরে ॥
দেখন্হাসি কাছে গিয়ে ডেকে ঘেহের ডাক ।
তাড়াতাড়ি খুঁজে ভেড়া ছিঁড়ে লতার পাক ॥
চাদ্ধিকেতে বোকা শিবের পসার বেড়ে গেলো ।
সাধনপুরের ঘরে ঘরে বশটা চাউর হোলো ॥
গ্রাম ছাড়িয়ে অপর গ্রামে নাম-ডাকুটা চোটে ।
সর্বশেষে বিষ্ণুপুরের রাজার কাণে ওঠে ॥
[হমের পালা হোনো ।]

সাতের পালা ।

সাত আট দিন অতীত হোলো, কোথাও
কিছুই নাই ।

ন' দিনের দিন হু'জন পাইক এলো শিবের ঠাই
সকাল বেলায় ঘোঁরা-গোড়ার বোকা শিবে
বোসে ।

শুড়ুক তামাক টানতেছিলো দম্টা দিয়ে কোমে
পাইক হু'জন সেইখানেতে এসে তাড়াতাড়ি ।
বোলে তা'কে, “ওহে শিবু! চল রাজার বাড়ী ॥”
আচম্বিতে রাজার বাড়ীর নামটা শুনে শিবে ।
অবাক হোরে রইলো ধানিক আকাশ পাতাল
ভেবে ॥

তা'র পরেতে বোলে শিবে পা'কে পানে চেয়ে ।
“রাজার বাড়ী ?—কোন্ রাজা হে ? বল, পাইক
ভেয়ে ? ॥”

রাধু মাধু হু'জন পাইক ; রাধু তখন বলে,—
“বিষ্ণুপুরের রাজার বাড়ী, চল স্তরার চোলে ॥”
শিবে বলে, “দরকার কি ?” রাধু বলে, “আছে ।”
মাধু বলে, “বোলবো কত ? শুনেবে রাজার কাছে ॥”
শিবে বলে,—“আপদ বিপদ ঘোট বে কি মোর,
তাই ? ॥”

মাধু বলে, “দুঃ পান্দা ! নয় সে তেমন ঠাই ॥”
আদরমণির কাছে গিয়ে শিবে তখন কর ।
“ডিক্কে আমার বিষ্ণুপুরের রাজা বহাশর ।

বাই কি, না বাই, তা'চি আমি, বুঝতে কিছুই
নারি ।”

আদর বলে, “বাও শীগগির, আর কোরো না
দেয়ি ।”

হয় তো কোনো চাকরি পা'বে, বরাং ফিরে বাবে
বেরিয়ে পড় হুগুণা বোলে, মোক্কা কেন ভেবে ।”

আদরমণির বৃক্তি নিয়ে “অর মা কালি !” বোলে
পা'ক সঙ্গে শিবকিন্দর হনহনিয়ে চলে ।

বথাকালে বিফুপূরে হোলো উপস্থিত ।

রাজ-দরবার দেখে শিবের চিত্ত সম্বন্ধিত ।

ষাড় মুইয়ে বোকা শিবে যুড়ে যুগল হাত ।

ভূঁয়ের উপর মাথা মুঙে কোলে প্রণিপাত ।

একটি ধারে দাঁড়িয়ে থেকে ফালফেলিয়ে চায় ।

লাগলো শিবের ভাবাচাচাকা ; কাপলো ভয়ে

কার ।

রাজমন্ত্রী বোলে তখন, “এই লোকটা কে ।”

রাধু মাধু উত্তোর দিলে, —“সেই গনিয়ে এ ।”

এই-না শুনে রাজমন্ত্রী, মহারাজের মনে ।

লাগলো বড় খটকা শিবের মূর্তি দেখে শুনে ।

খানিক ভেবে রাজমন্ত্রী শিবকে তখন বলে ।—

“বড়, ভেড়া, ওহে বাপু । তুমিই ওগেছিলে ।”

“আজ্ঞে—মশয় ।” বোলে শিবে উত্তোর দিলে

ভয়ে ।

রাজমন্ত্রী বোলে তখন শিবের পানে চেয়ে ।

“মহারাজের ছেলের গলার উজল হীরের হার ।

আজ তিন দিন চুরি গেছে, খুঁজে পাওয়া ভার ।

হার-চোরকে ধর তুমি ভূঁয়ে খড়ি পেতে ।

দোলে পরে বোন্স-বক্শিস পা'ববে তুমি পেতে ।

কিন্তু যদি ধোস্তে নারো, তবে তোমার শির ।

রাজ-হুকুমে ছ'ধান হ'বে, মনে জেনো দ্বিব ।”

এই-না শুনে বোকা শিবের চোমুকে ওঠে

প্রাণ ।

আউ মাউ কোরে আংকে ওঠে, গায়ে ছোটো

বাম ।

বোকা শিবের মূর্তি দেখে মন্ত্রী তখন কর ।—

“খড়ি পেতে গোণে, তুমি, কোকো কেন ভয় !”

শিবে বলে, “মন্ত্রী মশয় ! আজকে গোণা থাক ।

গোণার সময় উৎসব গেছে, লগন হ'ল কাঁক ।”

মন্ত্রী বলে, —“আচ্ছা, বাপু । কালকে গোণা
হ'বে ।

কিন্তু তোমায় আজকে হেঁথার থাকে হ'বে
তবে ।”

এই-না বোলে রাজমন্ত্রী হুকুম দিলেন পা'কে ।—

“আজকে একে লাগিয়ে তালো ঘরে দিগে রেখে ।

রাজমন্ত্রীর হুকুম পেয়ে রাধু মাধু গিলে ।

একটা ঘরে শিবকে পুরে তালো এঁটে দিলে ।

ধাবার দাবার দেওয়া হোলো, শোবার তোষোক
খাট ।

ষোটলো শিবের ঘোর সঙ্কট ! ধোন্ডো প্রাণে
ফাট ।

ক্রমে ক্রমে দিন ফুরলো, সন্ধ্যা এলো ধীরে ।

ঘরের ভিতর শিবকিন্দর ভাস্চে নয়ন-নীরে ।

সায়ে পোড়ে ধাবার দাবার, বতী ভরা জল ।

খাট মশারি তোষোক বালিশ, কোস্তে হ'কো নল

হতাশ হোয়ে শিবকিন্দর কিছুই ছুঁলে না ।

প্রাণ-পাখীটি উড়ে বা'বে, মুখটো ভয়ে হাঁ !

তালো আটা আধার গৃহ আরো আধারময় ।

শিবকিন্দর অঙ্গকারে দেখ্চে কেবল ভয় ।

রাজবাড়ীতে জল-ষড়ীতে দণ্ড প্রহর বাজে

হাত-লড়ীটের আওয়াজ যেন ঘম-ডঙ্কা গাজে ।

প্রহর দু'য়েক রাতটা গেলো, তিন প্রহরের
পালা ।

ক্রমে ক্রমে বোকা শিবের বাড়লো প্রাণের
জালা ।

রেতের ভোরে প্রাণের ভোরে একুনা হোয়ে
বা'বে ।

আদরমণির মুখটি শিবে দেখে কি আর পা'বে ।

আড়াই প্রহর বাজলো যখন, তখন বোকা শিবে

পাচাসপানা হোয়ে গেলো কেবল ভেবে ভেবে ।

বার-পর নাই প্রাণের ভয়ে শিবে আপন মনে ।

নিশেষ ফেলে বোল্চে কেবল বোসে ঘরের

কোণে ।—

“রাজার বাড়ীর বিষয় চুরি ! হয় হারি কি পারি
কাল সকালে মুণ্ডু যাঁবে, হোলেই জারি ॥

এমন সময় ঘরের দোরের কপাট-পাটের গয়ে ।
বাইরে থেকে যা দিলে কে ঠুকুস ঠুকুস কোরে ॥
ভিতর থেকে শিবে বলে, “হয় হারি কি পারি ! ।
কাল সকালেই মুণ্ডু যাঁবে, হোলেই হুকুম
জারি ! ॥”

দৈব লীলার কাণ্ডখানা বড়ই চমৎকার ।
এক ঘটনায় ঘোটে পড়ে এক ঘটনা আর ॥
হারি, পারি নামে চ’ বোন কোতো দাসীগিরি ।
সেই হ’জনে কোরেছিলো হীরের মালা চুরি ॥
যাট সমস্ত দাসীর ভিতর হারী পারী দুটো ।
কাজে কাজেই শরু ধরা ধাঁটা কে আর বুটো ॥
আজ কিন্তু শিবের প্রতি শিবের কপাট ভারি ।
‘হয় হারি কি পারি’ হোলো ‘হয় হারি কি পারি’ ॥
দোষী যাঁরা সদাই তাঁরা সম্বন্ধিতে বয় ।
সদাই তাঁরা মনে ভাবে কখন কি যে হয় ॥
অপর লোকে অপর কথা কোথায় যদি কয় ।
দোষী যাঁরা, ভাবে তাঁরা তাঁদের কণাই হয় ॥
এই রকমে ভ্রমের ঘূমে ধরা পড়ে দোষী ।

শিবের ‘হারি পারি’ হোলো ‘হারী পারী’ দাসী ॥
আড়াই প্রহর রেষের সময় হারী পারী এসে ।
চুপটি কোরে দাঁড়িয়েছিলো কপাটগোড়ায় যেসে
ঘরের ভিতর দৈবজ, কাজেই বড় ভয় ।
ক্যোতিষ গুণে দুই মাগীকে ধোরবে অনিশ্চয় ॥
শিবের মুখের হারি পারি ভনেই দুটোর মনে ।
ধরা পড়ার ভয়টা ভেগে উঠলো শত গুণে ॥
অমি চ’ বোন হারী পারী বাইরে থেকে বলে ।—
‘রোকে কর, নৈলে মরি তুমি গুণে দিলে ॥
হারী পারী আমরা দু বোন রাজার বাড়ীর দাসী
হীরের হারের চুরির দোষে আমরা দু জন হুয়ী ॥
যাট হোয়েচে—খং দি নাকে—এমন পাপের
কাজ ।

আর কখনো কোরবো নাকো, রোকে কর আজ ॥’
এই-না শুনে বোকা শিবে ভাবে মনে মনে ।—
“জয় ভগবান, দয়া দানে আজ বাঁচালে দীনে ॥

এই-না ভেবে বোকা শিবে, ধোমকে তখন বলে ।
“চুমী জ্যাচোড় হারি পারি, মরবি প্রভাত হ’লে ।
আন শীগগির হীরের মালা, নৈলে সকাল বেলা
দুই বেটারি কচাং কোরে কাটিয়ে দেবো গলা ॥
বাঁচতে যদি ইচ্ছে থাকে, তবে হীরের হার ।
জানুলা দিয়ে গলিয়ে দে ব’, হ’বি বিপদ পার ॥”
হারী পারী দৌড়ে গিয়ে হারজুটা এনে ।
জানুলা দিয়ে গলিয়ে দিলে শরুভরা প্রাণে ॥
তা’র পরেতে বোলে তা’রা—“শোনো, গণকায় !
তিরিশ টাকা দিচ্ছি, মোদের নাম বোলো না
আর ॥”

শিবে বলে,—“দে টাকা দে, বোলবো নাকো
নাম ।”
মনে ভাবে,—“হরির কপায় পূর্বলো মনস্কাম ॥”
হারী পারী পৌটো বেষে গলিয়ে দিলে টাকা ।
কোঁচার বুটে বেধে শিবে কাপড় দিলে ঢাকা ॥
হীরের মালা নিয়ে শিবে ভাব্চে মনে মনে ।
ভেবে ভেবে বুকি এলো হরির কপায় গুণে ॥
রাত পোহালো, ফুদুনা হোলো ডাকুলো ডালে
কাক ।

জানুলা খুলে দেখলে শিবে ঘরের পোড়ান্ড ফাঁক ॥
কচু, ঘেঁট, আসমেগড়া, সেয়াহুলের গাজে ।
পেছন দিকের অনেক জমী খুপী হোয়ে আছে ॥
শিবিক্কর পৌটো লা-বাধা হারজুটা নিয়ে ।
জানুলা দিয়ে ছুড়ে ফেলে দেখে খাবার চেয়ে
হার-পৌটো লা পোড়লো যেখা, তারি চ’হাত দূরে
পোড়েছিলো একটা ছুতোহাড়ী ভেঙে চুরে ॥
সেই জায়গা শিবিক্কর পাঁচ মাত বার দেখে ।
ঘরের ভিতর বোপলো আবার নিশেন কোরে
রেখে ॥

সকাল বেলায় রাধু মাধু ঘরের কপাট খুলে ।
চেয়ে দেখে শিবিক্কর খাচ্ছে খাবার তুলে ॥
রাধু বলে, “সকাল বেলায় কোতো, শিবু কি ? ।”
শিবে বলে, “দাঁড়াও, দাদা । আগে খেয়ে নি ॥”
এই-না বোলে শিবিক্কর আশ মিটিয়ে খেলে ।
পেটটা শেবে কেজে কোরে টাইবুয় জলে ॥

তা'র পরেতে চোম্বো শিবে রাধু মাধু'র সাথে ।
মাধু দিলে টুকুরো খড়ি বোকা শিবের হাতে ॥
রাজসভাতে গিয়ে শিবে কৃতজ্ঞালি হোয়ে ।

“জয় মহারাজ !” বোলে প্রণাম কোয়ে ভূ'য়ে
মুখে ॥

সিংহাসনে রাজা শোভেন, রাজার মাথায়
ছাতা ।

রাজসভাসদ রাজসভাতে শোভে হেথা হোথা ॥
রাজার বামে রাজমন্ত্রী দাঁড়িয়ে তখন বলে ।—
“বোন্ বক্শিস্ অনেক পা'বে চোরকে ধোরে
দিলে ॥”

শিবকিস্কর খড়ি দিয়ে রাশ-চক্র এ'কে ।
নিড়বিড়িয়ে মস্ত পড়ে রেখা দেখে দেখে ॥
খানিক পরেই হাসামুখে শিবকিস্কর বলে ।—
“পালিয়ে গেছে হারচোরটা হার-গাছটা ফেলে ॥
যেই বাড়ীতে কালকে ছিল, তা'রি পাঁজাড
ঝোপে ।

হারগাছটা পোড়ে আছে নেকড়া-বাঁধা ঝোপে ॥
একটা ভাড়া ছুতো ঠাঁড়ী হারের কাছে আছে ।
হারপু'টুলী ঢাকা আছে নধর মানের গাছে ॥
চোর কিন্তু রাজার ভয়ে প্রাণে বেঁচে নাই ।
ভয় না কালি ! ঝোপে গেলেই হীরের মালা
পাই ॥”

এই-না শুনে রাজমন্ত্রী লোকজনকে নিয়ে ।
সেই দিকেতে চোলে গেলেন কৌতূহলী হোয়ে
মন্ত্রী মনে রাধু মাধু হেথায় সেথায় খুঁজে ।
দেতে পেল হার-পু'টুলী ঝোপে আছে ভ'জে ॥
পৌটলা নিয়ে রাজমন্ত্রীর হাতে তা'রা দিলে ।
আশ্চর্য্য হোলেন তিনি পৌটলা-বাঁধন খুলে ॥
ভাড়াভাড়ি মন্ত্রী মশায় রাজার কাছে গিয়ে ।
হীরের মালা দিলেন তাঁ'কে ; রাজা দেখেন
চেয়ে ॥

‘সাবাস, গণক !’ বোলে তখন আপ'নি
মহীপাল ।

হাজার টাকা নগদ দিলেন, একটি ঘোড়া শাল ॥

বোন্ বক্শিস্ পেয়ে শিবে অবাক হোয়ে চায় ।

“জয় মহারাজ !” বোলে শিবে রাজ-মহিমা
পায় ॥

[সাতের পালা হোলো]

আটের পালা ।

এই রকমে শিবে বোকা,
এক ঘোড়া শাল, হাজার টাকা,
হাতী পারীর তিরিশ টাকা হস্তগত কোরে ।
আজ্ঞাদেতে কি-যে হোলো,
রইলো বেঁচে কিসে মোলো,
যুঝে ওঠা বিষম লেঠা ; চোললো শিবে স্বরে ॥
শাল ঘোড়াটা গায়ে দিয়ে,
টাকার তোড়া কাঁধে নিয়ে,
হাস্যমুখে মনের হুখে শিবকিস্কর যায় ।
দেড় কোশ পথ হৈটে এসে,
একটা গায়ে ঢুকলো শেষে,
গাঁয়ের লোকে শিবের পানে ফ্যালফেলিয়ে চায় ॥
শিবের কিবে নতুন হাল,
ভাদ্র মাসে গায়ে শাল,
গাঁয়ের লোকে কুতূহ হোয়ে শিবকে ডেকে
বলে ।—

“ওহে শিব ! টাকার তোড়া,
গঙ্গাজলী শালের ঘোড়া,
কোথায় পেল, বল খুলে, বাচ্চা কোথায়
চোলে ? ॥”

শিবকিস্কর বলে,—“ভাই !
বিলু'পুরের রাজার ঠাঁই,
ঘোড়া তোড়া লাভ কোরেছি গুণে হীরের হার ।'
গ্রামবাসীবে তাই না শুনে,
ভাবলে তখন মনে মনে,—

“বোকা শিবে শিখলে কবে জ্যোতিষ চমৎকার ॥
এই-না ভেবে জনকএকে,
চোলে গিয়ে সেখান থেকে,

বোকা শিবের জ্যোতিষ-গোণা পরখ করার ভয়ে

এটা গুটা সেটা ভেবে,
ঠোঁক্বে ঘা'তে বোকা শিবে,
সেই রকমের এক মুক্তি সবাই মিলে করে ॥
তা'দের মাঝে এক জনাতে,
একটা ফড়িঙ নিয়ে হাতে,
মুঠোর ভিতর বেশট কোরে রাখলে দিয়ে চাপা ।
তা'র পরেতে সবাই মিলে,
শিবের কাছে গেলো চোলে,
ক্ষুদ্র ফড়িঙ যার না মরে,* তেয়ি মুঠো ফাঁপা ॥
শিবকে হেথায় ঘেরে রেখে,
দাঁড়িয়ে আছে গ্রামের লোকে,
জ্যোতিষ গোণার তারিফখানা শুনে পেতে কাণ
এমন সময় সেই খানেতে,
এলো তা'রা ফড়িঙ হাতে,
ফড়িঙেরা লোকটা বলে, "শোনো ওহে জানু ! †
কি যে আছে আমার হাতে,
পারো যদি গুণে দিতে,
বুঝতে পারি জ্যোতিষ-গোণা সত্যি তোমার তবে
নৈলে মোরা সবাই মিলে,
শাল ষোড়টা নেবো খুলে,
টাকার তোড়া কেড়ে নেবো, শাস্তি আরো পাবে
শিবকে যদি সেই লোকটা বোলে এমন কথা ।
বোকা শিবে মনে ভাবে পেয়ে বিষম বাধা ॥—
"তাঁতের ঘরে আঁচড় পেড়ে গুনু তালের বড়া ।
বাহে বোসে ভাগ্য-দোষে গুণে দিলুম ভেড়া ॥
রাজার বাড়ীর চারটা চুরি, তা'তেও পেলুম প্রাণ
কিন্তু এ বার হ'লুম কাবার, নেইকো পরিত্রাণ ॥
মুখটো ভারি কোরে শিবে ভাবচে প্রাণের ডেরে
মনের কথা মনেই চাপা, ঠোঁট হ'খানা নড়ে ॥
গউণ দেখে ধোমকে উঠে গাঁয়েয় লোকে বলে ।—
"বল বোলচি, নৈলে ঠেঁঙাই তোকে সবাই মিলে ॥
শিবে বলে, "বাঁচাও, বাবা ! রক্ষে কর প্রাণ ।
নৈলে এবার এ ফড়িঙের নেইকো পরিত্রাণ ॥"

* যার না মরে—যাহাতে না মরে ।

† জানু—যে জানে অর্থাৎ গণনা করিতে জানে, গণক,
দৈবজ্ঞ ।

এই-না শুনে গাঁয়ের লোকে অবাক্ হোয়ে
রয় ।
শিবে বোকা গোণায় পাকা, সকল জনেই কর ॥
ফল ফুলুরি মুড়কি মুড়ি শাক সব জি মূণ ।
চাল ডাল বি তেল দিয়ে তা'র পুজলে তা'রা
গুণ ॥
দৈবলীলার কেমন খেলা কেউ বুঝতে পারে ।
বোকা শিবে বিপদ থেকে বাঁচলো বারে বারে ॥
সত্য কথা, দয়াল হরি যখন দয়ায় চান ।
আপ্না হোতে সিদ্ধি এসে হয় মুর্তিমান ॥
কে জ্যোতিষ, জ্যোতিষ বোকা বোর জ্ঞ শিবে ।
ঠকুতে গিয়ে ঠকিয়ে দিয়ে জয়-টেকা নেবে ॥

তা'র পরেতে বোকা শিবে
মজা কোরে বাড়ী এসে ।
আদরমণির কাছে গিয়ে
বোলে কালো মুখে হেসে ॥—

টাকার তোড়া, শালের ষোড়া
এনেচি, গো আদরমণি !

কিন্তু আমার দিখি লাগুক,
যদি আবার জুতিব গণি ॥"

এক এক কোরে বেওয়া খান
বোলে শিবে ঘুরে ফিরে ।

শুনে আদর আদর কোরে
উঠলো হেসে ঠোঁটটি চিরে ॥

যা'র কাছে ধার মতক ছিলো,
আসল হুদে শুধলে দব ।

সাঁজের বেলায় তুলসী গায়ে
হরিঘুটের উঠলো রব ॥

তা'র পরেতে আদরমণি আগাম দান দি
কারবারটা বাড়িয়ে দিলে ফালগু কোরে নিয়ে
ভাল ভাল চাকর নকর কাপড় বোনে ভাঁতে ।
বোকা শিবে দিন রাত্তির থাকে হাতে ভাঁতে ॥
তালফুলুরি গুণে শিবে সময় কাটায় মুখে ।
এই জনো তালফুলুরি বোকা তোলে মুখে ॥
তালনবুমীর দিনে আদর কোরে নিমজ্ঞ ।
গ্রামবাসীকে তালফুলুরি কোলে বিতরণ ॥

[আটের পালা হোয়ো]

গৃহাবলী ।

[গদ্য ও পদ্য]

চতুর্থ ভাগ ।

শ্রীরাজকৃষ্ণ রায় প্রণীত ।

কলিকাতা,

২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট, বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরী হাউসে

শ্রী গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত

ও

৩৭ নং গেছুয়াবাজার স্ট্রীট—বীণায়ন্ত্রে

শ্রীশরচ্চন্দ্র দেব কর্তৃক মুদ্রিত ।

১২৯৫

মূল্য ২১ টাকা ।

উপহার ।

পিতৃপথানুবর্তী শাস্ত্রশীল

শ্রীলশ্রীযুক্ত কুমার নরেন্দ্রলাল খান বাহাদুর

মহোদয়-করকমলে

সম্মানসহকারে

এই গ্রন্থ

অর্পণ করিলাম ।

শ্রীরাজকৃষ্ণ রায় ।

কলিকাতা ।

১লা ফাস্তুন, ১২৯৫



বিজ্ঞাপন ।

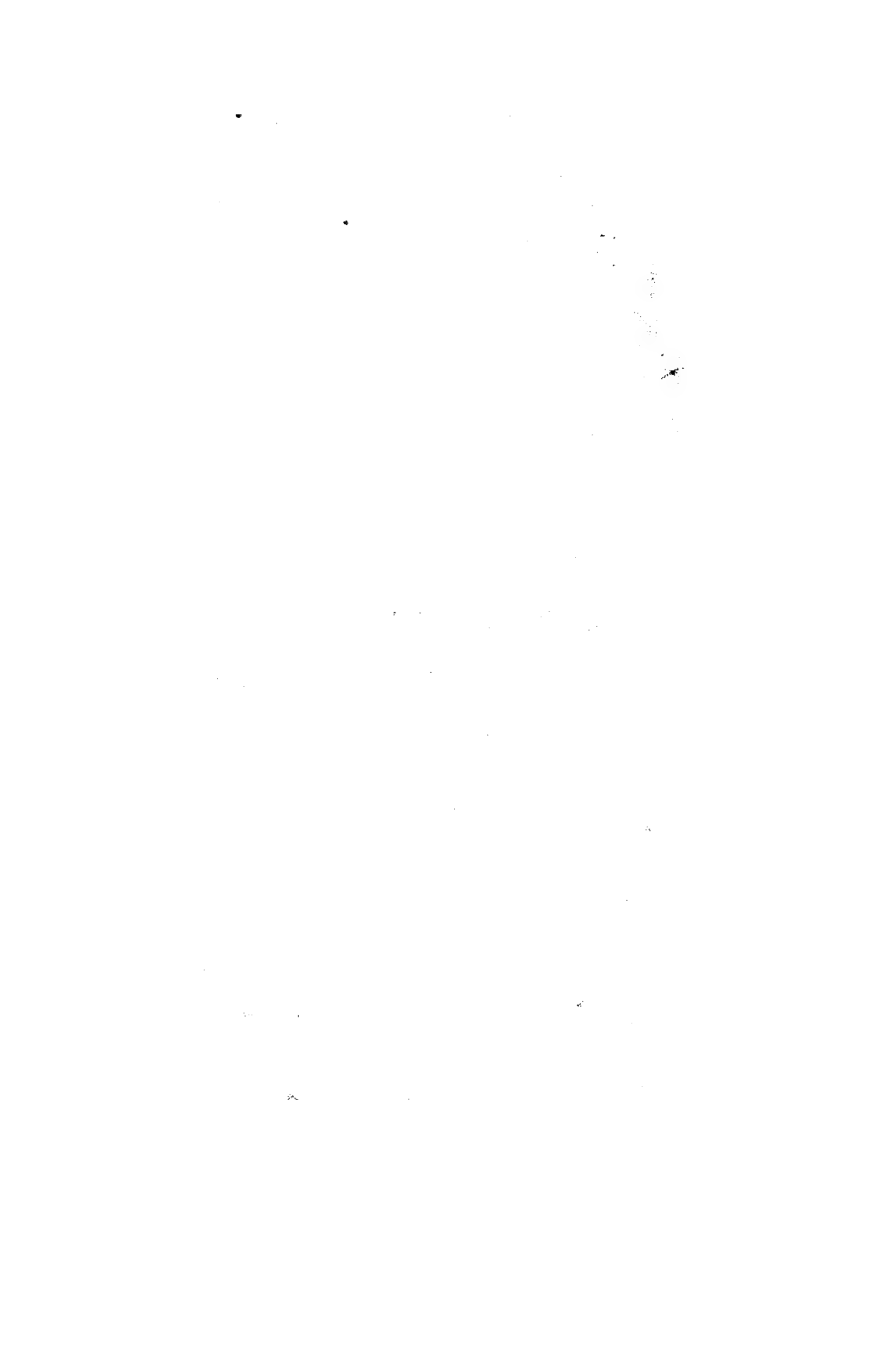
আমার গ্রন্থাবলীর প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ এবং তৃতীয় ভাগ পূর্বে প্রকাশিত হইয়াছে । এই বার শেষ ভাগ বা চতুর্থ ভাগ প্রকাশিত হইল । এই চারি ভাগ গ্রন্থাবলীতে আমার যে সকল পুস্তক আছে, ইহার পর প্রয়োজন হইলে সে সকল পুস্তক স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র আকারে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইবে । তাহা ছাড়া যে সকল পুস্তক এই চারি ভাগ গ্রন্থাবলীর কোন ভাগেই নাই, অথচ স্বতন্ত্র আকারে প্রকাশিত হইয়াছে, সে সকল পুস্তক বরাবরই স্বতন্ত্র থাকিবে । ভবিষ্যতে যে সকল নূতন পুস্তক হইবে, তৎসমস্তও স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র আকারে প্রকাশিত হইবে । এই চতুর্থ ভাগের পর আর কোন ভাগ গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হইবে না । কেহ যেন আর কোন ভাগ গ্রন্থাবলীর আশাও না করেন । এই আমার শেষ গ্রন্থাবলী ।

যাঁহাদের ধারণা আছে যে, আমার দুই এক ধানি করিয়া কএকখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হইলেই, শেষে গ্রন্থাবলী আকারে একসঙ্গে সকলগুলিই পাইব, তাঁহারা সে ধারণা অনু-গ্রহ পূর্বক পরিত্যাগ করুন । একসঙ্গে কতকগুলি পুস্তক গ্রন্থাবলী আকারে প্রকাশ করিবার আর আমার ইচ্ছা নাই ।

শ্রীরাজকৃষ্ণ রায় ।

কলিকাতা ।

১লা ফাল্গুন, ১২২৫



সূচিপত্র ।

বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।	বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।
চন্দ্রহাস ...	১—৪২	মদনমোহন তর্কালঙ্কার ...	১১৬
হরিন্দ্রদাস ঠাকুর ...	৪৩—৬৪	বাহুদেব সার্কভৌম ...	১১৭
অবসরসরোজিনী ৪র্থ ভাগ ...	৬৫—৮৫	কাশীরাম দাস ...	১১৭
হরিনাম ...	৬৫	দাশরথি রায় ...	১১৭
ছায়াচিত্রা ...	৬৬	শ্রীচৈতন্যদেব ...	১১৮
অভাগা দলীপ ...	৬৮	মুকুন্দরাম চক্রবর্তী ...	১১৮
ফুলমালা ...	৬৯	কৃষ্ণচন্দ্র রায় ...	১১৯
পলকে প্রলয় ...	৭০	রামমোহন রায় ...	১১৯
বহুবিধ ...	৭১	বিজয় রক্ষিত ...	১১৯
জাগ ...	৭২	মতিলাল শীল ...	১২০
বেহুলা ...	৭২	রামনিধি গুপ্ত ...	১২০
ভবের হাট ...	৭৩	প্রসন্নকুমার ঠাকুর ...	১২০
সেকন্দ্রা ...	৭৫	জয়নারায়ণ তর্কপকানন ...	১২১
বীণার উদ্বোধন ...	৭৬	চক্রপাণি দত্ত ...	১২১
বীণা আমার ...	৭৭	কৃষ্ণকান্ত নন্দী ...	১২১
তত্ত্বসঙ্গীত ...	৭৯	শত্ৰুনাথ পণ্ডিত ...	১২২
বীণার রোজন ...	৮১	ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ...	১২২
নিরাশ প্রেম ...	৮২	মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ ...	১২২
শ্রীপকমী ...	৮২	রাধাকান্ত দেব ...	১২৩
জুবিলী ...	৮৩	গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য ...	১২৩
জুবিলী ...	৮৪	গোপাল ভাঁড় ...	১২৩
রাধিকার মচ্ছা ...	৮৪	হরিশ্চন্দ্র মিত্র ...	১২৪
অশ্বায়নের কবিতাবলী ...	৮৬—৯৮	ভরত মল্লিক ...	১২৪
গঞ্জাবী কাহিনী ...	৯৯—১০১	গোবিন্দরাম মিত্র ...	১২৪
অদ্যুত গল্প ...	১০২—১১০	হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ...	১২৫
সাময়িক কবিতা ...	১১১—১১২	কুন্তিবাস ...	১২৫
বঙ্গভূষণ ...	১১৩—১৩৫	শ্রীনিভ্যানন্দ ...	১২৬
বিশ্বনাথ কবিরাজ ...	১১৩	জয়দেব ...	১২৬
ভারতচন্দ্র রায় ...	১১৩	শুভঙ্কর দাস ...	১২৬
মাধব কর ...	১১৪	চণ্ডীদাস ...	১২৭
মধুসূদন গুপ্ত ...	১১৪	রাণী ভবানী ...	১২৭
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ...	১১৪	প্রতাপাবিতা ...	১২৭
রামগোপাল ঘোষ ...	১১৫	বিদ্যাপতি ...	১২৮
জগন্নাথ তর্কপকানন ...	১১৫	কালীপ্রসন্ন সিংহ ...	১২৮
মাটকেল মধুসূদন দত্ত ...	১১৫	রামপ্রসাদ সেন ...	১২৮
সত্যীশচন্দ্র রায় ...	১১৬	রামকমল সেন ...	১২৯
শালাবাবু ...	১১৬	রঘুনাথ শিরোমণি ...	১২৯
		দাড়িয়া দেবী ...	১২৯
		আদিশূর ...	১৩০

বিষয়।	পৃষ্ঠা।	বিষয়।	পৃষ্ঠা।
বল্লাল সেন ...	১৩০	বিজ্ঞাপন ...	১৫৮
লক্ষণ সেন ...	১৩১	প্রথম ভূত ...	১৬০
গৌরমোহন আড়া ...	১৩১	দুই শিকারী ...	১৬৩—১৬১
তারচাঁদ চক্রবর্তী ...	১৩১	প্রথম অধ্যায় ...	১৬৩
আবু রায় ...	১৩২	দ্বিতীয় অধ্যায় ...	১৬৫
বাণেশ্বর বিদ্যা লঙ্কার ...	১৩২	তৃতীয় অধ্যায় ...	১৬৭
হারকানাথ ঠাকুর ...	১৩২	চতুর্থ অধ্যায় ...	১৭০
ভৈরবনাথ সাম্রাজ ...	১৩৩	পঞ্চম অধ্যায় ...	১৭২
কিশোরীচাঁদ মিত্র ...	১৩৩	ষষ্ঠ অধ্যায় ...	১৭৬
দীনবন্ধু মিত্র ...	১৩৩	সপ্তম অধ্যায় ...	১৭৮
কালীপ্রসাদ ঘোষ ...	১৩৪	অষ্টম অধ্যায় ...	১৮১
প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ ...	১৩৪	নবম অধ্যায় ...	১৮২
রামশঙ্কর ভট্টাচার্য্য ...	১৩৪	দশম অধ্যায় ...	১৮৫
শ্যামচাঁদ গোস্বামী ...	১৩৫	একাদশ অধ্যায় ...	১৯১
পরিশিষ্ট ...	১৩৫	চীনের কলসী ...	১৯২—১৯৯
সাঙ্কেতিক বাক্য ...	১৩৫	প্রথম অধ্যায় ...	১৯২
আগমনী ...	১৩৬—১৪৬	দ্বিতীয় অধ্যায় ...	১৯৩
মেনকার স্বপ্নবোধে ভগবতীদর্শন ...	১৩৬	তৃতীয় অধ্যায় ...	১৯৪
প্রস্তাভ ...	১৩৯	চতুর্থ অধ্যায় ...	১৯৫
রাজসভা ...	১৩৯	পঞ্চম অধ্যায় ...	১৯৬
মেনকার বিরহ ও সখীকর্তৃক সান্ত্বনা ...	১৪০	ষষ্ঠ অধ্যায় ...	১৯৯
মেনকা ও দাসীর কথোপকথন ...	১৪০	দুই সন্ন্যাসী ...	২০০—২২৩
দাসী সহ রাজার প্রবেশ ...	১৪১	প্রথম অধ্যায় ...	২০০
রানীর প্রতি রাজার উক্তি ...	১৪১	দ্বিতীয় অধ্যায় ...	২০১
গিরিরাজপ্রতি মেনকার উক্তি ...	১৪২	তৃতীয় অধ্যায় ...	২০৫
রাজার উক্তি ...	১৪২	চতুর্থ অধ্যায় ...	২০৭
গিরিরাজের কৈলাসযাত্রা ...	১৪২	পঞ্চম অধ্যায় ...	২০৭
কৈলাসবর্ণন ...	১৪৩	ষষ্ঠ অধ্যায় ...	২১১
ভগবতীর সহিত রাজার কথোপকথন ...	১৪৩	সপ্তম অধ্যায় ...	২১১
গিরিরাজের উক্তি ...	১৪৩	অষ্টম অধ্যায় ...	২১১
ভগবতীর উক্তি ...	১৪৪	নবম অধ্যায় ...	২১১
ভূতগণের আনন্দ ...	১৪৪	দশম অধ্যায় ...	২১১
গিরিরাজের পুরপ্রবেশ ...	১৪৫	একাদশ অধ্যায় ...	২১১
শিবের নিকট ভগবতীর বিদায়প্রার্থনা ...	১৪৫	দ্বাদশ অধ্যায় ...	২১১
উৎসব ...	১৪৬	ত্রয়োদশ অধ্যায় ...	২১১
সঙ্গীতস্বপ্ন ...	১৪৭—১৫৭	চতুর্দশ অধ্যায় ...	২১১
প্রথম সর্গ ...	১৪৭	হরিহরলীলা ...	২২৪—২২৫
দ্বিতীয় সর্গ ...	১৫১	অষ্টাষ্টমী ...	২৩০—২৪১
তৃতীয় সর্গ ...	১৫৫	প্রমদরা ...	২৪২—২৫০
হৈয়ালী অভিনয় ...	১৫৮—১৬২		

চন্দ্রহাস ।

[পৌরাণিক ইতিবৃত্তমূলক নাটক ।] *

UDENBEHAF

নাট্যালিখিত ব্যক্তিগণ ।

পুরুষ ।

চন্দ্রহাস... ..মৃত কেরলপতির পুত্র ।

কৌন্তলক কুন্তলপুরের রাজা ।

ধুষ্টবুদ্ধি (হুটবুদ্ধি) ...কৌন্তলকের মন্ত্রী ।

কুলিন্দ চন্দ্রনাভতীর বনবিভাগের কর্তা ।

গালব কৌন্তলকের পুরোহিত ।

মদন ধুষ্টবুদ্ধির পুত্র ।

দৈবজ্ঞ । কাঠুরিয়াগণ । চণ্ডালদ্বয় । অশ্বরক্ষক ।

দুলিগণ । ভূতাগণ । দ্বারপালগণ । হরিভক্তগণ ।

ব্রাহ্মণগণ । ইত্যাদি ।

স্ত্রী ।

রাণী... .. কৌন্তলকের স্ত্রী ।

মেধাবতী... .. কুলিন্দের স্ত্রী ।

বিষয়া ধুষ্টবুদ্ধির কন্যা ।

চন্দ্রকমালিনী কৌন্তলকের কন্যা ।

ধাত্রী । বনদেবী । বনদেবীর সহচরীগণ ।

নারীগণ । সখীগণ ।

প্রথম অঙ্ক ।

প্রথম দৃশ্য ।

কুন্তলপুর রাজবাটীস্থ ধাত্রীকক্ষ ।

ক্লম্বশয্যায় ধাত্রী উপবিষ্টা ।

ধাত্রী ।—হা অদৃষ্ট ! কি হ'তে কি হ'ল,—

রাজপুত্র আজ বনহীন পথের ভিখারী ।

শক্রহস্তে আমার প্রভু—

আমার প্রতিপালক কেরলপতি

প্রাণত্যাগ ক'ল্লেন !

প্রভুপত্নী রাজমহিষীও পতির সহিত

জলন্ত চিতায় জীবন বিসর্জন দিলেন ।

তাঁদের একমাত্র পুত্র চন্দ্রহাস

অতি শৈশব কালেই অনাথ হ'ল !

আগা, বাপ গেল—মা গেল—

রাজ্য ধন সকলই গেল !

রাজকুমার চন্দ্রহাস কাদাল হ'ল !

শিশু চন্দ্রহাসকে নিয়ে

গোপনে গোপনে আমি পালিয়ে এলেম

এই কুন্তলপুরের রাজ সংসারে এসে,

দাসীযুক্তি ক'রে বাছাকে মানুষ ক'ল্লেম,

কিন্তু কিছুই হ'ল না ।

রাজা রাণীর শোকে

আর চন্দ্রহাসের দুর্দশা দেখে,

ভেবে ভেবে আমার উৎকট রোগ হ'ল

এ রোগ হ'তে আর বাঁচবো না ।

(সরোদনে) — চন্দ্রহাসের দশা কি হ'বে

কে তা'কে খেতে দেবে,

কে নাওরাবে—কে পরা'বে ?

হরি ! হার হার, হরি !

রাজপুত্রের কপালে এ কি লিখেছিলে !

চন্দ্রহাস যে তোমার ভক্ত,

এই ছেলেবেলাতেই

দিনরাতই হরি হরি ব'লে

আপনা-আপনি নাচে—

আপনা-আপনি ভাবে—

আপনা-আপনি গান গায় ।

* মদীর বীণারসমুদ্রিতে অভিনীত ।

রাজস্বক স্নায়ের গ্রহণনা।

তবে, হরি। তুমি কেন তাঁকে বাস হ'লে ?

আমি তো আর বাঁচবো না,

তু' এক দিনের মধ্যেই প্রাণ বাঁবে !

ওঃ ! শোক বড় অসহ্য হ'য়েচে !

বড় তৃষ্ণা পেয়েচে ।

চন্দ্রহাস গেল কোথা ?

না, তাঁকে ডাক্‌শো না,

কোথায় বুঝি খেলচে—খেলুক ।

এই যে জল নিয়ে আসচে ;

বাছা জলের কথা ভোলে নি ।

জল লইয়া চন্দ্রহাসের প্রবেশ ।

চন্দ্র।—ধাইমা ! তুমি কাঁদচো কেন ?

এই যে আমি জল এনেচি ।

বেশী খেয়ো না—একটুখানি খাও ।

এখন কেমন আছ, ধাইমা ?

ধাত্রী।—(কিকিৎ জল পান করিয়া)—আ !

আছি ভাল, বাবা !

(স্বগত)—হায় হায়, বাছা রে,

তোমার দশা কি হ'বে ! (রোদন)

চন্দ্র।—ধাইমা ! কষ্ট হচ্ছে ?

গায়ে হাত বুলিয়ে দেবো ?

ধাত্রী।—না, বাবা, হাত বুলুতে হ'বে না,

বরং তুমি হরি হরি বল ।

চন্দ্র।—হরি হরি হরি ! হরি হরি হরি !

ধাত্রী।—দেখ, বাবা,

যদি আমার ভাল মন্দ হয়,

তবে তুমি এক কাজ কর,

আমার এই বিজানার নীচে

মাটি খুঁড়ে একটি কৌটো তুলে নিও ;

সেই কৌটোর ভিতর যা' আছে,

তা' মড়াপাক কৌটালকে দিও ।

চন্দ্র।—সে কৌটোর কি আছে, ধাইমা ?

ধাত্রী।—(স্বগত)—সে কৌটোর

তুমি যে ফেরলপতির পুত্র,

তাহার প্রমাণ আছে ;

কিন্তু সে কথা ভোমার এখন বলবো না ।

(প্রকাশে)—সে কৌটোর যা' আছে,

তা' এর পর জানতে পারবে ।

চন্দ্র।—এখন বুঝি দেখতে দেই ?

ধাত্রী।—না, বাবা !

চন্দ্র।—আচ্ছা ।

আবার আমি হরি হরি বলি ?

ধাত্রী।—বল

চন্দ্র।—হরি হরি হরি ! হরি হরি হরি !

ধাত্রী।—দেখ, বাবা,

এখন তোকে আর একটি কাজ কোতে হ'বে

চন্দ্র।—কি কাজ, ধাইমা ?

ধাত্রী।—শুনলেম,

আজ না এক মণ্ডী মশাহের বাড়ীতে

ভ্রাস্করণ ভোজন হ'চ্ছে,

তুই গিয়ে ভ্রাস্করণের পাদোদক আন দেখি।

আমি পান কোবে দেহ পবিত্র কর ।

চন্দ্র।—অচ্ছা, ধাইমা,

আমি এই দাঁটি ক রে বিপ্রপাদোদক আনচি।

[চন্দ্রহাসের প্রস্থান ।

রাণীর প্রবেশ ।

রাণী।—ধাত্রী ! কেমন আছ এখন ?

ধাত্রী।—দেবি ! অসুখা কড় ভাল নয় ।

আমার আর বাঁচবার আশা নেই ।

অন্তিমকালে আমার প্রার্থনা এই—

আপনি দয়া করে

আমার চন্দ্রহাসকে পুত্রের মত

সর্বদা স্নেহ কর'বেন ।

আপনার হাতেই চন্দ্রহাসকে

অর্পণ ক'রেন ।

রাণী।—ধাত্রী !

তুমি আকিও ব'ল্লে না চন্দ্রহাস কে ?

চন্দ্রহাস কি হরিরত্নের পুত্র সত্য ?

ধাত্রী।—(স্বগত)—অসুখা-গণে সব করে,

এখন চন্দ্রহাস রাজপুত্র বলে

কে বিশ্বাস কর'বে ?

দৃশ্য ।

বরং বৃথা গরিহাসই করবে।
কালের অপেক্ষা করে থাকি ভাল;
সুতরাং এখন কা'বো কাছে
চন্দ্রহাসের প্রকৃত ইতিহাস ব'ল্‌বো না।
হরিষি হিন দেন,
তখন সকলে জানতে পারবে।

রাণী।—কই, ধাত্রি, তুমি উত্তর দিচ্ছ না কেন?

ধাত্রী।—হাঁ, দেবি!

চন্দ্রহাস দরিদ্র-সন্তান।

রাণী।—দরিদ্র-সন্তান কি অমন দেখতে হয়?

ধাত্রী।—বিধাতার ইচ্ছা।

দেবি, আমার বড় কষ্ট হচ্ছে।

রাণী।—আচ্ছা, আমি হু'জন স্ত্রীলোক পাঠাচ্ছি;

তা'রা তোমার সেবা করবে।

(গমনোদ্যোগ)

ধাত্রী।—রাজি।

আবার বালি চন্দ্রহাস আপনার পুত্র,

তা'কে মার চোখে দেখবেন।

রাণী।—ধাত্রি! কোন চিন্তা নেই।

আমাদের একটি মাত্র কন্যা আছে,

পুত্র নেই;

তোমার কাছে অঙ্গীকার করি—

তোমার দেহের চন্দ্রহাস

আমার পুত্র হ'বে।

ধাত্রী।—হরি আপনার মঙ্গল করুন।

[রাণীর প্রস্থান।]

দ্বিতীয় দৃশ্য।

কুতলপুর—রাস্তাপথ।

বালকগণের প্রবেশ।

১ বা।—দেখ, ভাই,

চন্দ্রহাসের কাছে কি একটা মুড়ি আছে,

সে ব'ধন সেই মুড়িতে যথেষ্ট ভিতর মাখে,

তখন তা'র গায়ে বড় ভোর চড়;
আমি তা'র সঙ্গে ছুটিত গিয়েছি।

২ বা।—হাঁ, ভাই, আমিও দেখেছি,

সেই পাথরের মুড়িতে খুব কাল।

আচ্ছা, ভাই, সে মুড়িতে কি?

১ বা।—তা, ভাই, জানি নি,

কিন্তু তেমন মুড়ি আর কোথাও দেখি নি

চন্দ্রহাস বলে,

সেই কাল মুড়িতে তা'র হরি ঠাকুর।

সে আবার সেটাকে

ফুল জল দে পূজা করে।

নেপথ্যে চন্দ্রহাস।— (গীত)

প্রাণ! গাও রে হরিনাম,

হরিনাম মধুর নাম।

১ বা।—ঐ, ভাই, চন্দ্রহাস আসছে।

গাইতে গাইতে চন্দ্রহাসের প্রবেশ।

ডি

(গীত)

প্রাণ! গাও রে হরিনাম,

হরিনাম মধুর নাম।

বোল্ল হবি দুখে বা'বে অহকালে মোক্ষ হ'
কীব-কালে শান্তি পাবে, থাকবে সুখে অবিরাম

২ বা।—চন্দ্রহাস, কোথার থাকিস, ভাই?

তোর ভায়ে কিসের বাটি?

চন্দ্র।—আমি মন্ত্রী মশায়ের বাড়ী থাকি।

১ বা।—কেন?

চন্দ্র।—সেখানে ব্রাহ্মণভোজন হচ্ছে।

১ বা।—তুই বড় কেড'লা পেটুক।

চন্দ্র।—কেন, ভাই?

১ বা।—খাবার চাইতে থাকিস।

২ বা।—ওরে ভাই, তুই ঠিক বলেচিস।

জীর ভিক্ষে করবে ব'লে,

এই দেখ, একটা বাটি নিয়ে যাচ্ছে

চন্দ্র।—না, ভাই,

আমি অমন সামান্য খাবার

১ ব্রা।—কিন্তু, মহাশয়,

আমি এর ললাটপট্ট বর্জন করে বুকেচি—

ঐ বালক—বড় ভাগ্যবান,

সময়ে

আপনার অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারী হ'লেন।

আমার গণনা—আমার কথা মিথ্যা নয়।

ধুই।—বলেন কি ?

ওতো আমার স্মৃতি কুটুম্ব কেহই নয়,

ওকে যে আদর্শ চিনিই না।

পরপুত্র আমার ঐশ্বর্য পা'বে ?

১ ব্রা।—ভাগ্যলেখা !

আমরা তবে এলন চ'লেম।

[ব্রাহ্মগণের প্রস্থান।

ধুই।—প্রণাম।

আমার দুই পুত্র এক কল্পা বর্তমান থাকতে

অস্বাভাবিক শীল পরপুত্র

আমার ঐশ্বর্য পা'বে ?

আমি যানজীবন পরিশ্রম ক'রে

বা' উপার্জন ক'লেম।

তা' কি পরের জন্ত ?

না, তা' কখনই হ'তে দেবো না।

আমি এখন এর প্রতিকার ক'জি।

চণ্ডালগণকে বলি,

নির্জিন অরণ্যে নিয়ে গিয়ে

ঐ বালকের মস্তকচ্ছেদন করুক।

একপ ভাবে এ কার্য্য ক'রবো যে

অপর কেহ আমাকে সন্দেহ কর্তে পারবে না।

আর বিলম্ব ক'রবো না।

বিলম্বে বালক কোণাও চ'লে যেতে পারে।

অচ্ছা, আমার যেন আরণ্য হ'লে,

ঐ বালককে দু' এক বার রাজপাটতে

ভট্টনকা ধাড়ীর কাছে বেধেচি,

কিন্তু ওতো রাজবংশের কেউই নয়।

কি আশ্চর্য্য !

ধাড়ীপুত্র আমার বিষয়াদিকারী

কখনই না—কখনই না।

[বেগে প্রস্থান।

বহির্দ্বার দিয়া মদনের বাহিরে আগমন।

মদন —কই, পিতা যে এখানেও নাই।

শেলেন কোথায় ?

মহারাজের নিকট কি কি সামগ্রী পাঠা'বেন

তা'ও ব'লতে পারেন না।

বেলাও তো অনেক হ'লো ;

বাড়ীর মধ্যেই আছেন কি ?

দেখি আর একবার সন্ধান ক'রে।

[বাড়ীর মধ্যে পুনঃপ্রস্থান।

ধুইবুদ্ধির পুনঃপ্রবেশ।

ধুই।—চণ্ডালেরা আমার আদেশে

ছেলেটাকে যেন লুকে নিয়ে গেল।

যে ক'রে মখে কাপড় বেঁধেচে,

কোন মতে টেঁচা'তে পারে নি।

আমি দূরে ছিলেম,

আমাকে দেখতেও পারি নি।

তা' যা'ক,

যতক্ষণ না তা'র বধকার্য্য শেষ হ'লে,

ততক্ষণ আমার মন স্থির হ'লে না।

আজ আমার ঘর কিছু অপকীর্ত্তি না।

অ'্যা !

আমার বিষয়ের অধিকারী একটা পর ?

এইবার অধিকারী যমের অধিকারে যা'বে

[বাড়ীমধ্যে প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

নিবিড় অরণ্য।

হস্তমুখবদ্ধ চন্দ্রহাসকে লইয়া

চণ্ডালগণের প্রবেশ।

১ চা।—ওরে এর মুখের কাপড় খুলে দে।

১ চ।—দরকার ?

১ চ।—পরিচয় নি।

২ চ।—যদি চেষ্টায়, তবে মুক্তিলাভ হবে।

১ চ।—এখানে চেষ্টা করেও মুক্তি পাবে না।

(চন্দ্রহাসের মুখবন্ধন খুলিয়া)—তুমি কে ?

চন্দ্র।—ওগো,

তোমরা কেন আমাকে এখানে আনলে ?

১ চ।—তোমার বাপ মা আছে ?

চন্দ্র।—ওগো, তোমাদের হাতে অস্ত্র কেন ?

তোমাদের মুখভঙ্গি এমন কেন ?

১ চ।—তোমার নাম কি ?

চন্দ্র।—হী বুঝি,

তোমরা আমাকে হত্যা করবে।

ওগো, আমি তো কারো আশ্রয় করিনি,

কেন আমাকে হিন্দীশ করবে ?

১ চ।—তুমি কি করে জানলে যে

আমরা তোমাকে হত্যা করবো ?

চন্দ্র।—আমি জানিনি,

তোমরাই জানিয়েচ।

অস্ত্রধারী ব্যক্তি

যদি কারো মুখে কাপড় বেঁধে

এমন করে বনে আনে,

তবে আর কি বুঝায় ?

১ চ।—না, আমরা তোমায় হত্যা করবো না।

চন্দ্র।—একপ করে আনবার নাম কি স্নেহ করা ?

১ চ।—তোমার পরিচয় দাও।

চন্দ্র।—যে এখনি মুহূর্তে প'ড়বে,

তার পরিচয়ে কি লাভ ?

১ চ।—তবু।

চন্দ্র।—হা ধাইমা !

তুমি যে রোগ-শযায় প'ড়ে আছ,

আমি বিপ্রপাদোদক নিয়ে বাঁব,

তুমি সেই আশার পথপ্রানে চেরে আছ।

কিন্তু, মা,

সব নিষ্ফল হ'লো,

উভয়ের মনের আশা মনেই র'য়ে গেল !

ধাইমা !

আমার মনে এই বড় দুঃখ র'য়ে গেল...

মৃত্যুসময়ে

তোমার কোলে ব'সতে পেলো না !

হায় হায়, মা গো !

আমার শোকে তোরাও প্রাণ বাঁবে।

(গীত)

কোণা, হরি বাধাহারী, হর বাধা এ সময়।

দয়াল হ'য়ে ভীতের প্রতি ক'রো না হে নিরদয় ॥

অভয় চরণ তব, দেখাও মোরে, হে মাধব,

তা' হ'লে জীবন পাব, বুচে যা'বে মরণ-ভয়।

পাইয়ে করুণা তব, বেঁচেছে প্রহ্লাদ, জীব,

তব ভক্ত চন্দ্রহাসে দয়া কর, দয়াময় ! ॥

১ চ।—(অপর চণ্ডালের প্রতি)—ভাই,

আমার মন কেমন করে উঠলো !

দয়া স্নেহ কাঁকে বলে কখন জানিতেম না,

আজ এই ছেলেটির কান্না শুনে,

তা' জানতে পেরেচি।

এই শিশুর কান্নার সঙ্গে

আমারও প্রাণ কাঁদছে

চল, আমরা একে এখানে রেখে

কিয়ে যাই।

২ চ।—(প্রথম)

তা' হ'লে, আমাদের নিস্তেজ নেই।

যে ক্লান্তি মস্তিষ্ক,

আমাদের মাথা নেবে।

১ চ।—(২ চণ্ডালের প্রতি জনান্তিকে)—

নেয় নিক,

তবু আমি একে কাটতে পারবো না।

এই ছেলেটি হরি হরি রোলে

আমাকে কাতর করে কেলে,

চল, আমরা অস্ত্র বেধে পালাই।

২ চ।—(জনান্তিকে)—বাপ, যে মস্তিষ্ক,

টেঁড়ুরা পিটিয়ে ধ'রে আনবে,

আর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বড়ে মারবে।

রাজকুমারীর প্রস্থাবলী ।

জানিস তো

যম বা কোথায় লাগে !

যে দিষ্টবুদ্ধি ! বাপ !

১ চ।—(জনান্তিকে)—মারে মারে,

তবু আমি

এ ছেলেটিকে কাটতে পারবো না ।

(চন্দ্রহাসের প্রতি)—তুমি আর ভেবো না ।

চোক মেলে চেয়ে দেখ,—শোন ।

চন্দ্র।—(সকাতরে)—হরি হরি !

সে কুক ! হে জগন্নাথ ! হে বাহুদেব !

হে অনাথনাথ ! হে জগৎপতে !

এই দেখ, প্রভু !

চণ্ডালের আমার শাপিত খজো

হত্যা ক'তে উদ্যত হ'য়েচে !

এমন সময়ে কোথা মধুসূদন !

কোথা দীনবন্ধু ! কোথা দয়াময় !

আমায় রক্ষা কর—রক্ষা কর !

হরি ! হরি !

১ চ।—ভয় নেই—ভয় নেই !

আমরা তোমাকে হত্যা ক'রবো না ।

২ চ।—(প্রথম চণ্ডালের প্রতি)—ভাই !

আমরাও মন কেমন ক'চ্চে,

আহা,

এমন ছেলেটিকে কেমন ক'রে কাটবো ?

কিন্তু ওদিকে—

তাইতো !—কি করি !

(ভাবিয়া)—দেখ, ভাই,

এক কাজ করি আর ।

এই ছেলেটির বী পায়ে

ছ'টা আঙুল দেব'চি ।

আর,

পাণের বেশী আঙুলটা কেটে নিয়ে যাই ।

তাই দেখিয়ে

সে ব্যাটাকে বোঝাবো—কেমন ?

১ চ।—তবে তাই কর ।

(চণ্ডাল-কর্তৃক চন্দ্রহাসের বর্জ্যলিচ্ছন ও গ্রহণ)

২ চ।—বাস চিবিয়ে বৈধে দিচ্চি ।—(তথা করণ)

১ চ।—কৈদো না, কৈদো না,

কি ক'রবো বল !

এরূপ করাতে সকলেরই প্রাণ বাঁচবে ।

এখন তুমি এক কাজ কর,

বন দ্বিগুণে বন দ্বিগুণে

অস্ত্রি দেশে পালিয়ে যাও ;

কুন্তলপুরে আর যেয়ো না ।

তা' হ'লে প্রাণে বাঁচবে না ।

আমরাও প্রাণে ম'রবো ।

চন্দ্র।—ওগো, কেন তোমরা এমন বল'চো ?

১ চ।—তা' আর তোমার ভুলে কাজ নেই ।

এখন তোমার প্রাণ আমরা নিলুম,

তুমি আমাদের প্রাণ দেবে না ?

চন্দ্র।—আচ্ছ, আমি আর কুন্তলপুরে যা'ব না ।

[চণ্ডালগণের প্রস্থান ।

(পদ্য)—কিন্তু আমার বাইসার কি হ'বে ?

আমায় না দেখলে যে—

তাইতো, কি করি !

হরি ! হরি !

আমি যে উভয়-সঙ্কটে প'ড় লেম !

হরি ! তুমি আমার শাইমাকে গাভুনা ক'র ।

আমি

এর পর শাইমাকে গোপনে সন্ধান দেবো ।

(গীত)

দেবকীনন্দন, কংসনিন্দন, কৌন্তভ-ভূষণ মুরারে !

বিপন্নপাল, গোপাল, প্রজাপাল, কৃপাল হরে !

বরদ, প্রাণদ, শারদ-নীরদ,

জয়-বরদহারী, অভয়দ,

বিশ্বকামগরে, তরুণী ভব পদ,

হরি হে—হরি হে ;—

এ যোর সঙ্কটে, এস হে নিকটে,

করপুটে ডাকি তোমারে ।

[প্রস্থান ।

পঞ্চম দৃশ্য ।

অরণ্যের অপর পার্শ্ব ।

বনদেবী ও তাঁহার সহচরীগণ ।

বন ।—(হুরে)—

আন আন সহচরি, বনফুল সাজী ভরি',

১ স ।—(হুরে)—

আজি কি সাজিবে, ফেঁবি, ফুল-আভরণে ?

বন ।—(হুরে)—

নিজের না সাজিব,সই,হের ওই হের ওই ;—

হরিভক্ত চন্দ্রহাস স্মাসে মোর বনে ।

২ স ।—(হুরে)—অপরূপ রূপ কিবা,

৩ স ।—(হুরে)—জীবন্ত ফুলের বিভা,

বন ।—(হুরে)—

ও ফুলে সাজা'ব ফুলে হরিনাম গান শুনে ।

সহচরীগণ ।—(হুরে)—

চল চল ফুল ফুলে তুলে আনি বতনে ।

[নৃত্য করিতে করিতে সহচরীগণের
প্রস্থান ।

গাহিতে গাহিতে দূরে চন্দ্রহাসের
প্রবেশ ।

চন্দ্র ।—

(গীত)

নগর চেয়ে কানন ভাল,নাইকো হেথার কোলাহল ।

ভক্তিভরে মধুর সরে মন রে আমার হরি বস্ ।

প্রতিধ্বনি পড়ীর হুরে,

বল্বে হরি দূরে ঘুরে,

বনের পাখী ব'ল্বে হরি, ফুলেবে প্রেমোক্তমঙ্গল ॥

বন ।—(হুরে)—

ওরে হরিভক্ত শিশু, হরিনাম-সুধা-ধারে ।

জুড়'লি প্রবণ মোর,জুড়াইব আমি তোরে ॥

চন্দ্র ।—(হুরে)—

কে মা তুমি বনমাঝে,সাজি'ছ উদ্ভিদমাঝে ?

বন ।—(হুরে)—এ বনের অধিষ্ঠাত্রী বনদেবী আমি ।

চন্দ্র ।—(হুরে)—প্রতিপাত করি পার ।

বন ।—(হুরে)—আর বাহা, কোলে আর,

বিজয়-মালিকা বেণো, রাজা হ'বে তুমি ।

গাহিতে গাহিতে সহচরীগণের

পুনঃপ্রবেশ ।

সহচরীগণ ।—

(গীত)

ঘছে তুলে

বনের ফুলে

হার গের্বেছি মনের সাধে ।

ভোমরা এসে

কাছে বেসে

ওজরি' ফুল-সুধা সাধে ॥

মৃদল মৃদল বই'ছে বায়,

ফুলের সুবাস উড়ছে তার,

লও, গো রাগি,

ফুল-সাজনি,

সাজাও সাধের বালক চাঁদে ॥

(বনদেবীর মালা গ্রহণ ও চন্দ্রহাসের কণ্ঠে প্রকাশ)

[সকলের প্রস্থান ।

দ্বিতীয় অঙ্ক ।

প্রথম দৃশ্য ।

অরণ্যের অপর পার্শ্ব ।

কাঠুরিয়াগণ ।

কাঠুরিয়াগণ ।—

(গীত)

আর সকলে ঘুটে, কোসে কাণড় এঁটে,

মারি গাটে গাটে, এই কুড়ালের দা,

ধাঁ ধাঁ ধাঁ ॥

কোসে কুড়াল ধর, সাত হুকরো কর,

একটুখানি সর, সামলে রাখি পা,

ধাঁ ধাঁ ধাঁ ॥

তাই তাই তাই, আমার বাড়ী বাই,

(উ হ') বলরবাড়ী বাই, ঘুরে ঘুরে গা',

চুক্ চুক্ চুক্, চিক্ চিক্ চিক্,

আঃ আঃ আঃ ॥

১ কা ।—চল তাই, ওদিকে কাট কাটি ।

২ কা ।—আর আমি পারি নি,

আমার হাতে বড় ব্যথা হ'য়েছে ।

ব্যটার জবল আর সাবাড় হয় ।

এক দিক কাটি—আর দিক বাড়ি,
যেন রক্তবীজের বাড়ি !

দূরে চন্দ্রহাসের প্রবেশ ।

১ কা।—ও ভাই, এ ছেলেটি কে ?

২ কা।—আমার বোধ হয়,
এই বনের দেবতা ।
যেখুঁচিস নি, কেমন রূপ,
কেমন চাঁদপারা মুখ ।

১ কা।—দেবতা তো কাঁদবে কেন ?

দেবতাও কি মানুষের মত হুঃখু পায় ?

২ কা।—আর দেখি, তবে জিজ্ঞাসা করি ।

তুমি কে ?—কেন কাঁদচো ?

চন্দ্র।—ওগো, আমি অনাথ কান্দাল ।

২ কা।—কান্দাল ?

তবে আমাদের প্রভুর কাছে চল,

তিনি খেতে দেবেন, পরতে দেবেন ।

১ কা।—এই যে প্রভু আসছেন ।

কুলিন্দের প্রবেশ ।

কুলিন্দ।—এ বালকটি কে ?

১ কা।—চিনি নি, মশয় !

কুলিন্দ।—(চন্দ্রহাসের প্রতি)—কে তুমি, বৎস ?

চন্দ্র।—(কীৰ্ত্তনের সুরে)—

যে হরি জগন্নের রাজা,
যে হরিকে জগৎ করে পূজা,
যে হরি তব হৃদয়ে রাজে,
যে হরি আমার প্রাণের মাঝে ;
ওগো,
সেই হরি আমার পিতা,
সেই হরি আমার মাতা,
সেই হরি আমার মুক্তিদাতা ।

কুলিন্দ।—বৎস, তুমি বালক বটে,

কিন্তু তোমার জ্ঞান-ভাণ্ডার তত্ত্ব-ভাণ্ডার ।

ভাল, বৎস ।

তুমি এমন হরিভক্ত হ'বে

বলে বনে কেন ভ্রমণ ক'রে কষ্ট পাচ্ছ ?

চন্দ্র।—(কীৰ্ত্তনের সুরে)—

হরি আমার ইচ্ছাময় ;
তাঁর ইচ্ছাই মোরে সুরায় ।

এতকণে বুঝিছি আমি—
কষ্টে ভক্তি পরীক্ষা হয় ।

কুলিন্দ।—(স্বগত)—এ বালক পরম বৈকব ।

আমি আমি বিনা আয়াসে
এমন হরিভক্তের সাক্ষাৎ পেলেম ।
শিশুর হরিভক্তি প্রকৃত হরিভক্তি,
এই ভক্তি স্বতঃসিদ্ধ ।

আমি এই ভক্ত শিশুকে
আমার গৃহে ল'য়ে বাই ।

আমার গুপ্ত নাই,
একেই পুত্রজ্ঞানে পালন ক'রবো ।

আর পত্নীর সহিত দিবানিশি

এর সুধামাধা কর্তে
সুধাময় হরিনাম ভ্রবণ ক'রবো ।

(প্রকাশে)—বৎস,

আমার সঙ্গে তুমি এস ।

চন্দ্র।—কোথায় বা'ব ?

কুলিন্দ।—আমার বাটীতে ।

চন্দ্র।—না, মহাশয়,

আমি বা'বো না ;—আমায় কমা করুন ।

কুলিন্দ।—কেন বা'বে না ?

চন্দ্র।—লোকালয়ে আমার শাস্তি ৫ যে না ।

আমি বনে বনে বেশ সুখে থাকুবো ।

কুলিন্দ।—আমার গৃহে অশান্তি নাই, বৎস,

শাস্তিময় হরিমন্দির আছে ;

তুমি সেই স্থানে সর্করা থেকো,—

ভক্তিভরে হরিপূজা, হরিধ্যান করো ।

চন্দ্র।—আপনি হরিভক্ত বৈকব ?

কুলিন্দ।—হরিভক্তি বই প্রাণের শাস্তি কৈ ?

হরিভক্তি বই জীবের মুক্তি কৈ ?

চন্দ্র।—আপনি ধর্ম !

চলুন তবে আপনার সঙ্গে বাই ।

আপনি হরিভক্ত, অতএব আমার পূজনীয় ;
আপনি আজ হ'তে

আমার পিতা হ'লেন—রক্ষক হ'লেন ।

হলিল ।—হরির জয় !—হরির জয় !—হরির জয় !

জয় !—হরির জয় !—হরির জয় !—হরির জয় !

কলে ।—হরির জয় !—হরির জয় !—হরির জয় !

[সকলের প্রস্থান ।

চন্দ্রহাসে বে আনিরে দিবে,
লক্ষ্যুদ্ভা, শতগ্রাম পা'বে ।

রাজা ।—ভাল, রাণি !

অন্যই পাঠাই চর ।

এ বড় হুংখের কথা,—

মোর গৃহে স্থান পেয়ে

হারাইল শিশু চন্দ্রহাস ।

[উভয়ের প্রস্থান ।

দ্বিতীয় দৃশ্য ।

কুলপুর—রাজাস্তম্ভপুর ।

রাজা ও রাণী ।

রাণী ।—মহারাজ,

বড় হুংখ র'য়ে গেল মনে,

ধাত্রী মৈল চন্দ্রহাস-শোকে !

আহা,

হুকুমার শিশু হৈল নিরুদ্দেশ !

মৃত কি জীবিত,

কিছুই বুঝিতে নারি ।

নিষ্কারুণ পীড়ার সময়,

কহিল আমায়ে ধাত্রী ;—

“মরণ শিরের মোর, হরিব নিশ্চয় ।

এ রো' আরোপ্য নাহি হ'বে ।

ভব করে শিশু চন্দ্রহাসে করিমু অর্পণ ;

পুত্রসম সেহ ক'রো তা'রে,

মাতা তুমি তা'র ।”

আহা ! সে আশা না পুরিল আমার !

চন্দ্রহাস কি জানি কোথায় গেল !

ধাত্রী-বাণী হইলে স্মরণ,

অন্তরে বহুধা বাড়ে—

নাহি পারি নিশ্চিন্ত রহিতে ।

রাজা । রাধ এ দাসীর কথা,

বঝা তথা প্রের চর

আনিতে সত্বর হুসন্ধান ।

বোধবা করিয়া দাঁড়—

তৃতীয় দৃশ্য ।

চন্দ্রনাথতী—পথ ।

ছাত্রগণ ।

ছাত্রগণ ।—(হুরে)—

বেলা বেড়ে গেল ভাই, পাঠশালে চল বাই,

সবে মিলে হুখে ব'লে, ক, খ, গ, ঘ, ঙ ।

লেখা পড়া শিখে বেই, সধা হুখে থাকে সেই,

লোকে তা'রে ভালবাসে, চ, ছ, জ, ঝ, ঞ ।

লেখা পড়া শেখা ফেলে, খালি খেলে বেই ছেলে,

হুংখ বড় পায় সেই, ট, ঠ, ড, ঢ, ণ ।

আমরা বালক বড়, হ'ব নাকো তা'র মত,

লিখিব পুড়িব সধা, ত, থ, দ, ধ, ন ।

পিতা মাতা গুরুজনে, পূজিব বতন সনে,

পালিব তাঁ'দের কথা, প, ফ, ব, ভ, ম ।

স্বগড়া বিবাহ ভাই, কখন করিতে নাই,

সকলে রাখিব ভাব, য, র, ল, ব, শ ।

চল পাঠশালে বাই, ষ, ঝ, ঞ, ঞ ।

চন্দ্রহাসের প্রবেশ ।

১ বা—ভাই চন্দ্রহাস ।

তুমি আজ পাঠশালার বা'বে না ?

চন্দ্র ।—না, ভাই, সেখানে গিরে কি হ'বে ?

বরং আমি হরিমন্দিরে বাই ।

১ বা ।—গুরু মহাশয় বড় রাণী,

পাঠশালে না গেলে বেত মারবে ।

চন্দ্র ।—তা' মারুন, তা'তে কতি নাই ।

১ বা ।—বল কি । মার ধা'বে, তবু ধা'বে না ?

চন্দ্র ।—গুরু মহাশয় কি শেখান,

আমার তা' ভাল লাগে না ।

বাণ্যকালে যদি ধর্মশিক্ষা না হয়,

তবে আর কখনই হ'বে না ।

বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে

মনোমধ্যে নানারূপ কুপ্রবৃত্তি বৃদ্ধি হয়,

তখন ধর্মশিক্ষা বড় কঠিন ।

সুতরাং বাণ্যকালেই ধর্মশিক্ষা চাই ।

আমাদের গুরু মহাশয় তা' শেখান না,

তিনি শেখান

কেবল অর্থকরী বৈষয়িক বিদ্যা ।

এ বয়সে ও বিদ্যা শিখলে

ভবিষ্যতে আর মঙ্গল-আশা নাই ।

বা ।—আচ্ছা, তাই,

তুমি হরিমন্দিরে কি ধর্ম শিক্ষা করবে ?

চন্দ্র ।—হরিমন্দিরেই স্বার্থ পাঠশালা,

সেখানে অর্থকরী বিদ্যা নাই,

কিন্তু মোক্ষকরী বিদ্যা আছে ।

মোক্ষকরী বিদ্যাই বিদ্যা,

অন্য বিদ্যা নিষ্ফল অসার অবিদ্যা ।

বা ।—হরিমন্দিরে গুরু মহাশয় ক'ই ?

ক'র কাছে মোক্ষকরী বিদ্যা শিখবে ?

চন্দ্র ।—হরিমন্দিরের গুরু মহাশয় স্বয়ং হরি,

আমি

তা'র কাছে মোক্ষকরী বিদ্যা শিক্ষা করি ।

বা ।—কোন হরি ? কৃষ্ণ ঠাকুর ?

চন্দ্র ।—হাঁ, তাই ! তিনি গুরুর গুরু—পরমগুরু ।

বা ।—তিনি যে ঠাকুর ; কথা কনু না তো ।

চন্দ্র ।—তাই, অমন কথা বল না—

তিনি যেমন কথা কন,

তেমন আর কে কর ?

বা ।—কই,

কখন তো তাঁ'কে কথা কইতে শুনি নি ।

—আচ্ছা, গুরুদেব কৃষ্ণ

মায়ুষের মত মুখে কথা কন না ;

আমাদের বাহু কর্ণে

তা'র কথা শোনা যায় না ।

তিনি ধ্যানব্রূপ,

ধ্যানই তা'র পবিত্র কথা ।

জীবের ভক্তিরূপ কর্ণে

তা'র কথা শোনা যায় ।

২ বা ।—তোমার গুরু কৃষ্ণ কি কথা বলেন ?

চন্দ্র ।—তা'র নাম গান ক'তে বলেন,

জীবের প্রতি দয়া ক'তে বলেন,

পিতা মাতা প্রভৃতি গুরুজনকে

ভক্তি ক'তে বলেন,

শত্রু মিত্র উভয়কেই শ্রদ্ধা ক'তে বলেন,

হরিতরুণের সেবা ক'তে বলেন,

একাধশীর উপবাস ক'তে বলেন,

শালগ্রাম শিলার পূজা ক'তে বলেন,

কুপথ্যগামীকে সুপথে আসতে বলেন,

মাদক দ্রব্য ঘৃণার সহিত ত্যাগ কতে বলেন,

যা কিছু জীবের পক্ষে মঙ্গলকর,

তা'ই ক'তে বলেন ।

১ বা ।—ভাল কথা বলেন তো ।

আচ্ছা, তাই,

আমাদের তা'র কথা শোনাবে ?

চন্দ্র ।—আমার সঙ্গে হরিমন্দিরে গেলে

তা'র কথা শুনে পা'বে ।

২ বা ।—ঐ গুরু মশায় আসিচে,

এখন কি ক'রে যা'ব, তাই ?

১ বা ।—তাইতো—এখন তো যাওয়া হ'ল না ।

আচ্ছা, কা'ল যা'ব ।

এখন পাঠশালাে যাই ।

[ছাত্রগণের প্রস্থান ।

গুরু মহাশয়ের প্রবেশ ।

চন্দ্র ।—গুরুদেব ! প্রণাম ।

গুরু ।—চন্দ্রহাস,

কি হেতু বিলম্ব কর পথে ?

পাঠশালে গেল ছাত্রগণ,
তুমি কেন না কর শ্রমণ ?
আর আর বালকের
বর্ণমালা শিখিল কেমন,
কত গ্রন্থ পড়ে কত জন,
তুমি কেন কর অবহেলা ?
পড়িবার বেলা
শুধু “হরি” এই বর্ণ হু’টি
কেন কর উচ্চারণ ?

।—গুরুদেব,

“হরি” এই বর্ণ হু’টি
উচ্চারিলে সমস্ত অক্ষর উচ্চারিত হয়;
সমস্ত বর্ণের মূল “হরি” বর্ণ হু’টি,
“বিষ্ণু” বর্ণ হু’টি মধ্যভাগ,
“কৃষ্ণ” বর্ণ হু’টি অন্তভাগ।
হরি, বিষ্ণু, কৃষ্ণ এই নাম
সমগ্র শাস্ত্রের প্রাণ—
সমগ্র শাস্ত্রের বীজ।
হেন নাম উচ্চারণ ছাড়ি’
বুঝা শাস্ত্র অধ্যয়নে
কি হেতু করিব কালক্ষেপ ?

গুরু,
মানব-জীবন ছায়ার ছায়ার মত,
এই আছে, এই নাই,
পলকে প্রলয় হ’তে পারে।
বল তবে,

মোকমর হরিনাম ছাড়ি’
কিসে পা’ব পরিত্রাণ ?
যমের নরক-হুণ্ড ভয়ানক স্থান;
মরি যদি আজ,

কি— — — পা’ব ত্রাণ সে নরক হ’তে ?

হেঁ

ভা মোকমর হরিনাম।

(হ)

“হ হরেনাম, হরেনামৈষ কেবলম্।”

।—

এ কি রে বচন মুখে ভোর ?

হরিনাম হরিনাম মাজ,

শাস্ত্রশিক্ষা কিসে হয় তা’র ?

অগ্রে কন্ শাস্ত্র অধ্যয়ন;

শাস্ত্র-জ্ঞান বই

পণ্ডিত-সমাজে নাহি মান,

মূৰ্খ বলি’ ঘৃণা করে লোকে।

চক্র।—না, গুরু,

যেই শাস্ত্রে হরিনাম নাই—কৃকনাম নাই,

সে শাস্ত্র শাস্ত্রই নয়,

যে পণ্ডিত হরিনাম কৃকনামহীন,

তা’ হ’তে কে মহামূৰ্খ আছে ?

হরিতত্ত্বপুস্তক যেই পণ্ডিত-সমাজ,

সে সমাজ ভয় হ’য়ে থাক।

গুরু,

কাজ নাই মোর এ হেন পণ্ডিত হ’য়ে,

কাজ নাই হেন শাস্ত্রজ্ঞানে;

আশীৰ্ব্বাদ কর মোরে,

চিরদিন হরিতত্ত্ব হ’য়ে

হরিনাম গেয়ে হরির মন্দিরে থাকি।

হরিতত্ত্ব মূৰ্খ

পূজনীয় বেবতা আমার।

হরিতত্ত্বহীন জ্ঞানিহর

মহামূৰ্খ ধর্মের জগতে।

তেঁই বলি, গুরুদেব,

ছাত্রগণে তত্ত্বসহ

শিক্ষা দাও হরিনাম।

জানিও নিশ্চয়,

হরিতত্ত্ব বই মুক্তি নাই আর।

গুরু।—(দগড়)—কি আশ্চর্য,

এ বালক বলে কি ?

ছাত্র হ’য়ে আমাকে জ্ঞানশিক্ষা বিবেচ্য।

কুলিন্দের প্রবেশ।

(প্রকাশে)—মহাশয়!

আপনার পুত্র পাগল হ’য়েচে দেখছি।

অথবা এর শরীরে
কোন মনোভূতের সঞ্চার হ'য়েছে ।
নহিলে বিদ্যা অধ্যয়ন পরিত্যাগ ক'রে
দিনরাত কেবল "হরি হরি" বলে কেন ?
হরিনাম গেয়ে নৃত্যই বা করে কেন ?
আমি কত বন্ধ ক'রে শাস্ত্রশিক্ষা দিই,
আমোঁ মনোযোগ দের না ।
আপনি
চিকিৎসক আনিয়ে এর প্রতিকার করুন ;
তা'তেও যদি কিছু না হয়,
তবে ওঝাও আনা'তে হ'বে ।

হুলিন্দা ।—(সহাসে)—মহাশয়, তাব'বেশ্ না,
আমার পুত্র উন্নতও নয়—ভূতগ্রস্তও নয়,
বাস্তবিক হরিভক্ত !
আমি একে দৈববশে প্রাপ্ত হ'য়েছি ।
এর চরিত্র অতি বিচিত্র ।
আমার চন্দ্রহাস গুরুজনের সহিত
কখনও আহার করে না ;
একাধশীর দিনে
কদাচ অন্ন বা অসুতও গ্রহণ করে না ;
আমরাও এর সহিত একাধশী ব্রত করি ।
বিপ্রবর,
চন্দ্রহাস হরিনাম ভালবাসে,
তা'ই শিখুক ।
অনেকেই তো শাস্ত্র অধ্যয়ন করে,
কিন্তু এমন বাল্যকালে
ক'জন স্বতঃপ্রবৃত্ত হ'য়ে
হরিনাম গান করে !—
হরি ব'লে নৃত্য করে ?
আমার বড় সৌভাগ্য যে
এমন পরম বৈকব হরিভক্ত পুত্র পেয়েছি ।
পূর্বজন্মে অনেক মুক্তি ক'রেছিলেন,
তা'রই পুণ্যময় ফলে
এমন কৃপাকৃত্ত কৃপণতচিত্ত কৃকথ্যান-ব্রত
ধর্মযীর পুত্র লাভ ক'রেছি ।
মহাশয়,

এইরূপ একমাত্র পুত্রই যথেষ্ট,
এইরূপ পুত্রই পিতার নাম রক্ষা করে
কুচরিত্র বহু পুত্রে প্রয়োজন কি ?
আহা ! ধন্য আমি, ধন্য আমি,
বৎস চন্দ্রহাস আমার পুণ্যফল ।

গুরু ।—(স্বপত)—

যেমন ছেলে, তেমন বাবা !
বাপ মার নাই পেরেই তো ছেলে বয়ে
আমি তো আমি—
আমার বাবাও
এ ছেলেকে কি টিট্ ক'তে পারে ?
কথার বলে—
"বাপ মার দিলে মাই"
গুরু মশার পায় না বাই" ।
তা'তে আবার একটি ছেলে—
সাক্ষাৎ আবার অবতার !
এমন ছেলেরও লেখা পড়া হয় ?
আমি শেখা'ব এক,
ছেলে শিখ'বে আর ;
বাবাও আবার ছেলের দিকে ।
এই যদি মনে মনে,
তবে আমার পোড়ানো কেমন ?
এ ছেলের আবার বিদ্যে হ'বে ?—
হ'বে বাঁড়ের গোবর ;
না যজ্ঞে—না হোমে ।
(প্রকাশে)—মহাশয়,
তবে আমি এখন পাঠশালাে বাই,
যেখি ছেলেরা খেলুচে কি লিখ'চে ।

[প্রস্থান ।

হুলিন্দা ।—বৎস ! তুমিও পাঠশালাে বাও ;
গুরুদেব বা' শিক্ষা দেন, তা' শেখো ।
হরিনাম তো তোমার স্বতঃসিদ্ধ বিদ্যা,
পরসিদ্ধবিদ্যাও চাই ।
আর এক কথা,
পাঠশালাে না গেলে,
গুরুর মনে কষ্ট হ'বে ।

বিশেষতঃ তোমার মত উপযুক্ত ছাত্র
ওকর নৌরবরূপ।

চন্দ্র।—(কীৰ্ত্তনের হুরে)—

আবেশে তব পালিল পিতা।

বা'ব শুকুর নিকটে গেল।

কিন্তু মন মৌর আকুল সদা

হরির মন্দিরে বা'বার তরে।

হরিমর, আহা, সকলি দেখি,

রসনা শুধু আমার হরি বলে,

হরিনাম পেলে সবি বাই ভুলে।

হরিনামে মন পাগল হ'ল,

হরি বল, পিতা, হরি হরি বল।

হুরি।—হরেনাম হরেনাম হরেনামেব কেবলম।

চন্দ্র।—(কীৰ্ত্তনের হুরে)—

শোন, পিতা, নৃপূর বাজে।

ঐ দেখ, একবার চেয়ে দেখ গৌ,

আমার জন্মরম্যে হরি বিদাজে।

আহা! আমি ধন্য হ'লেম,

আমার জন্ম-মন্দিরে নাচি'ছে হরি।

আহা, হেন হরিমন্দির ছেড়ে

কোথা বা'ব?—পিতা! বা'ব না কোথা।

এই আমি বাই হরিমন্দিরে

জুড়া'তে আমার প্রাণের ব্যথা।

[চন্দ্রহাসের প্রস্থান।

কুলিন।—ধন্য তুই, চন্দ্রহাস!

তোরে কুড়াইয়ে পেয়ে,

সাক্ষাৎ হরিভক্তি-মনি

পেয়েছি কুড়া'য়ে পথে।

হরি দয়াময়।

পুত্র চন্দ্রহাসে বোর চিরজীবী কর, প্রভু!

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

কুন্তলপুর—বৃষ্টবুদ্ধির গৃহ।

বৃষ্টবুদ্ধি।

বৃষ্ট।—বুদ্ধি বা'র, শক্তি তা'র,

একমাত্র বুদ্ধিবলেই

আমি এত দূর আধিপত্য লাভ ক'রেছি।

মহারাজ কৌন্তলক নামমাত্র রাজা,

আমিই কুন্তলরাজ্যের ঈশ্বর।

রাজা কৌন্তলক বস্ত্র-পুতল,

আমি যেদ্রুপে তাঁকে চালাই,

তিনি সেইরূপেই চলেন।

আমি মনে ক'রলেই—

এখনি তাঁকে সর্বস্বান্ত ক'তে পারি,

পথের ভিখারী ক'তে পারি,

ইহলোক থেকে বিদায়ও দিতে পারি।

কিন্তু সেটা করার আর প্রয়োজন নাই।

যে মুষ্ঠ, তাঁকে মারলে কি লাভ?

রক্ত রাজার পুত্র নাই,

তিনি অপুত্রক অবস্থাতেই

প্রাণত্যাগ ক'রবেন।

সমস্ত রাজ্য ঐশ্বর্য তো আমারই হ'বে;

তবে আর কেন রাজ-হত্যা?

মহারাজের একমাত্র কন্যা চম্পকমালিনী,

সে তো আমার পুত্রবধূ হ'বে।

আমার ছোট পুত্র মদন থাকতে,

রাজার কি সাধ্য যে

চম্পকমালিনীকে

অন্যের হস্তে সম্প্রদান করেন?

সময়ের অপেক্ষা ক'রে থাকি,

সমস্তই আমার হ'বে।

হ'বেই বা কেন? হ'রেই তো আছে।

জর্নৈক দ্বারপালের প্রবেশ।

দ্বার।—জয় হোক, মহারাজ!

বৃষ্ট।—(দগত)—শাসনের এখনি ওণ,

মন্ত্রী ব'লতে কা'রই সাহস হয় না ।

'জয় হোক মহারাজ'

এ আমার ভৃত্য ব'লে নয়—

কুন্তলপুরের প্রজারাও

আমাকে মহারাজ বলে ।

(প্রকাশে)—কি সংবাদ ?

দ্বার।—ভেট নিয়ে অনেকগুলি লোক এসেচে ।

দ্বিষ্ট।—সকলকে ভেট সমেত এখানে আসতে বল ।

দ্বার।—বে আজ্ঞা, মহারাজ !

[দ্বারপালের প্রস্থান ।

দ্বিষ্ট।—কে ভেট পাঠালে ?

কিসের ভেট ?

নানাবিধ ভেট লইয়া কুলিন্দের

ভৃত্যগণের প্রবেশ ।

সকলে।—জয় হোক, মহারাজ !

দ্বিষ্ট।—কে এ সকল ভেট পাঠালে ?

১ ভূ।—চন্দ্রাবতীর কুলিন প্রভু ।

দ্বিষ্ট।—কুলিন আছেন কেমন ?

১ ভূ।—ভাল আছেন ।

দ্বিষ্ট।—তাঁর পত্নী মেধাবতী ?

১ ভূ।—তিনিও ভাল আছেন ।

দ্বিষ্ট।—চন্দ্রাবতীর বনবিভাগের অবস্থা কিরূপ ?

১ ভূ।—বনের অনেকাংশ এখন পরিকার হ'য়েচে,

ভূমি উর্বর হ'য়েচে ;

লোকজনের বসতি হ'য়েচে ।

দ্বিষ্ট।—ভাল—ভাল ।

(উঠেঃঃঃ)—দ্বারপাল !

নেপথ্যে দ্বার।—মহারাজ !

দ্বারপালের পুনঃপ্রবেশ ।

দ্বিষ্ট।—ভেট সমেত এই সকল লোককে

অস্তঃপুরে নিয়ে যাও ।

দ্বার।—বে আজ্ঞা, মহারাজ !

দ্বিষ্ট।—(ভৃত্যগণের প্রতি)—দেখ,

আমরা আজ আবার গৃহে আহার ক'রে,

জাঁর পথ

চন্দ্রাবতী নগরীতে প্রত্যাবর্তন ক'র ।

১ ভূ।—মহারাজ, কমা করুন,

আমরা আজ আহার ক'রবো না ।

দ্বিষ্ট।—(সরোবে)—কি ! এত বড় সন্দেহ !

আমার বাক্যে অবহেলা !

আরে মৃত ইত্যদগণ ।

আমার গৃহে আহার ক'তে

কত লোক প্রার্থনা করে ।

তোরা নীচ ভৃত্য হ'য়ে কিসের বর্ণ করিস

অবিলম্বে প্রতিকূল দিচ্ছি ।

বাও, দ্বারপাল,

এখনি এদের কারাগারে বদ্ধ কর ।

১ ভূ।—মহারাজ !

আপনার গৃহে আহার ক'তে

আমাদের ইচ্ছা নাই—এ কি কথা !

তবে আজ একাধনী তিথি,

এ ক্ষণে আমরা জলগ্রহণ ক'রবো না—

আজ আমাদের নিরম্ম উপবাস ।

দ্বিষ্ট।—কি ? একাধনী ? নিরম্ম উপবাস ?—

কে ভোদের এ পরামর্শ দিলে ?—

ওঃ, বুকেচি,—ভোদের ঘোষ নয়,

ঘোষ সেই পাণিষ্ঠ কুলিন্দের ।

একাধনী ত্রুতের চলনা ক'রে

হুয়াস্তা কুলিন আমার অপমান ক'রে !

এ তো তাঁর ভেট পাঠান নহ,

আমার মাথা ছেঁট করান !

কিসের একাধনী ?

হ'লেই বা একাধনী ।

আমার আদেশ অগ্রে—

না একাধনী অগ্রে ?

যা'ই হোক,

ভোদের আর কিছু ব'লবো না,

তোরা অবিলম্বে প্রস্থান কর ।

১ ভূ।—মহারাজ,

আমাদের প্রভু কোন অংশে অপরাধী ন'ন ।

তিনি আপনার অপমান ক'তে

আমাদের পাঠান্ নি ।

বাস্তবিক আজ হরিত্রত একাদশী ।

আপনি রাগ করবেন না,

কল্য আমরা আপনার গৃহে আহার করবো ।

—দূর হ, নীচগণ !

আমি এ পাপ ভেট

হস্তে স্পর্শ ক'তে চাই না ।

[পদাঘাতে ভেটাধার সকল দূরে

নিষ্ক্ষেপ ও ভয়ে ভৃত্যগণের

প্রস্থান ।

যাও, দারী,

নীচদের শীঘ্র নগর হ'তে বহিষ্কৃত কর ।

[দ্বারপালের প্রস্থান ।

এত ভেজ !—এত অহঙ্কার !—

পাপিষ্ঠ কুলিন্দ !

আমাকে পরিহাস ?—আমার অপমান ?

জানিস, মূর্খ,

তুই আমার অধীন ;

আমি মনে ক'লে

তোর সর্সনাশ ক'তে পারি ।

এ জেনেও এত স্পর্ধা !

আচ্ছা, তুই থাক,

আমি চন্দ্রাবতী গিরে

তোর সর্সনাশ ক'রবো ।

মহারাজ তোকে বড় স্নেহ করেন,

নৈলে অর্ধাঘ্রি তোকে প্রতিফল দিতেম ।

তা যা'ই হোক, নির্যোষ !

তোর একাদশী ত্রত

তোরই সর্সনাশ ত্রত হ'ল ।

[প্রস্থান ।

পঞ্চম দৃশ্য ।

চন্দ্রাবতী—হরিমন্দির ।

বৃহৎ মন্দির মধ্যে রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ ।

বহির্ভাগে এক পার্শ্বে একটি উচ্চ বেদী ।

বেদীর সম্মুখে দুইটি কাষ্ঠমন্দের এক-

টিতে তুলসী বৃক্ষ ও গরুড়মূর্তি এবং

অপরটিতে সিংহাসনোপরি শাল-

গ্রাম শিলা স্থাপিত । বেদীর

উপর চন্দ্রহাস, নিম্নে

ভক্তগণ উপবিষ্ট ।

চন্দ্র ।—(কৃতাজলিপুটে)—হে কেশব ! হে মাধব !

হে শ্যামসুন্দর ! তোমাকে নমস্কার ।

জয় জয় শ্রীরাধাকৃষ্ণের জয় !

সকলে ।—জয় জয় শ্রীরাধাকৃষ্ণের জয় !

(সকলের রাধাকৃষ্ণকে প্রণাম)

চন্দ্র ।—ভক্তগণ !

আজ আমাদের কি আনন্দের দিন,

আজ আমাদের কি প্রাণানন্দময় উৎসব ।

সম্মুখে মন্দিরমধ্যে রাধাকৃষ্ণ,

বেদীসম্মুখে বিষ্ণুমূর্তি শালগ্রাম শিলা,

তুলসী এবং বিষ্ণুবাহন পরমবৈষ্ণব গরুড় ।

বৈষ্ণবগণ !

আজ আমার কি সৌভাগ্য !

আপনাদের ভায় হরিতত্ত্বগণ মধ্যে

আমি উপবিষ্ট ।

ধন্য আমি ! ধন্য আমি !

একবার সকলে মিলে বলি—

(সুরে)—হরিবোল ! হরিবোল ! হরিবোল !

সকলে ।—হরিবোল ! হরিবোল ! হরিবোল !

চন্দ্র ।—ভক্তগণ,

মানব-জীবন অণুভব—

এই আছে—এই নাই ;

এমন জীবন হেলায় হারিও না ;

ভক্তিভরে সর্বদা হরিনাম জপ কর ।

যদি সর্বদা অবকাশ না পাও,

তবে দিনান্তে একটি বারও ভক্তিভরে বল—

(হুরে)—হরিবোল ! হরিবোল ! হরিবোল !

সকলে।—হরিবোল ! হরিবোল ! হরিবোল !

চন্দ্র।—ভক্তগণ,

জগদীশ্বর হরি

সকলের পিতা—সকলের মাতা—

সকলের প্রভু—সকলের রাজা ।

হরি ধীরের বন্ধু—হরিজের ধন—

হতাশের আশা—ভীতের ভরসা ।

হরি

জীবের প্রাণ—জীবের ত্রাণ—জীবের জ্ঞান ।

হরি সকলের সৌভাগ্য—সকলের শিবস্বরূপ ।

হরি ব্রহ্মা, হরি বিষ্ণু, হরি শিব, হরি শক্তি ।

মামুষের জিহ্বা অতি ক্ষুদ্র,

সমস্ত দেবতার নাম উচ্চারণ ক'তে পারে না ;

এই জন্য একবার ভক্তিভরে

হরিনাম উচ্চারণ ক'লে

তেত্রিশ কোটি দেবতার নাম উচ্চারিত হয় ।

তাই বলি, ভক্তগণ,

এক বার বল,

হরিবোল ! হরিবোল ! হরিবোল !

সকলে।—হরিবোল ! হরিবোল ! হরিবোল !

গুরুমহাশয় ও জৈনক দৈবজ্ঞের প্রবেশ ।

দৈবজ্ঞ।—কেমন, মহাশয়,

আমার গণনা কি মিথ্যা ?

বা' ব'লেচি, তা' সত্য কি না ?

গুরু।—দৈবজ্ঞ মহাশয়, অদ্বৈত ব্যাপার !

আমি চন্দ্রহাসকে শিশু মনে ক'রে

ত্যাগীয়া ক'রেম ।

ভাবভেদ, বালকে আবার ঈশ্বর চিন্বে ।

আজ সচকে দেখে আমার ভ্রম বুচে গেল ।

দৈবজ্ঞ।—আমি তো ব'লেছিলেম,

এই বালক অদ্বিতীয় হরিভক্ত হ'বে ।

বা'রা আশিষ্যব কাণ্ডজ্ঞানশূন্য

এবং কৃষ্ণভক্তিবিবর্জিত,

এই বালক চন্দ্রহাস

তা'দের ধর্মপথে স্থাপন ক'র্বে—

মুক্তিমূল হরিভক্তি শিক্ষা দিবে ।

এই দেখুন,

আজ চন্দ্রহাসের নিকট শত শত হরিভক্ত ।

গুরু।—বৎস, চন্দ্রহাস, ধন্য তুমি !

তোর হরিনামরূপ শাস্ত্র অধ্যয়নও ধন্য !

বৎস রে !

আজ তোর মুখে হরিনাম শ্রবণ ক'রে

আমি জ্ঞান লাভ ক'লেম—নব প্রাণ পেলে

চন্দ্রহাস ! বল, বল,

কে তোর এই হরিনামের শিক্ষাগুরু ?

আজ তোর এই মোহাক্ষ গুরু

তা'র শিষ্য হ'বে ।

বল, কে তোর সেই গুরু ?

চন্দ্র।—গুরুদেব !

ঐ যে মন্দিরমধ্যে আমার গুরু,

এই দেখুন, সিংহাসনে আমার গুরু,

ইনিই আমার হরিঠাকুর—

ইনিই আমার গুরু ।

গুরুদেব !

এই হরিঠাকুরকে আমি হস্তবেলায়

নদীর ধারে কুড়িরে পেরেছিলেম ।

এঁকে আমি সর্বদা সঙ্গে রাখি,

প্রাণ ভ'রে প্রেমভরে হরি ব'লে ডাকি ।

বহিস্কৃত মুক্তি ক'রে

ধ্যানচক্রে মনচক্রে এঁকে দেখি ।

(নেত্র নিমীলন করিয়া কীর্তনের হুরে)—

আহা, মধুর মধুর

বাজি'ছে নৃপুর

কমল চরণ হুরে ;

বক্সিমঠাম,

নব ঘন শ্যাম,

তালে তিলক আপে ।

'কটিতে বড়ি,
শিরে চারু চূড়া,
শিখিপাখা বেড়া তার ;
মন প্রাণ-ভোলা গলে বনমালা,
বাঁকা নেচে যায়, হেসে চায় ।
রাখা রাখা ব'লে কভু কেঁদে চ'লে,
কভু প্রেমে মাতুষারা ;
রাখা-প্রেম-হলে শিখায় সকলে
ভকতি-মুক্তি-ধারা ।

চন্দ্র ।—জীবগণ ! সাবধান হও—সাবধান হও ।
মৃত্যু শিরের হস্তার শব্দ ক'চে ।
যম ভীষণ হও উত্তোলন ক'রে আছে ।
এই উভয়কে তাড়া'বার আর উপায় নাই,
উপায় কেবল হরিসকীর্তন ।
হরিসকীর্তনের পবিত্র ধ্বনিতে
মৃত্যুপতি যম দূরে পলায়ন ক'রবে ।
এস, আমরা সকলে মিলে
হরিমান্ত্রে হরিসকীর্তন করি ।

সকলে ।—(মুগ্ধ করতাল শব্দবাহ্য বোপে
হরিসকীর্তন)
হরিনাম গুণগানে,
নামগান সুধাপানে
একপ্রাণে মাতি, ভাই ! ।
দয়াময় হরি বই,
মুক্তির উপায় কই,
হরি বোলে ডাকি তাই ॥
আয় আয় বাহু তুলে,
জঙ্ঘ-কপাট খুলে,
হরির দ্বারে যাই !—
প্রাণের ভকতিভরে,
নতশিরে বোড়করে,
চরণে তাঁর লুটাই ॥

[কীর্তন করিতে করিতে সকলের
প্রস্থান ।

বর্ষ দৃশ্য ।

চন্দ্রাবতী—কুলিন্দেব গৃহ ।
কুলিন্দ ও মেধাবতীর প্রবেশ ।

মেধা ।—স্বামিন্ !

আজ কেন চন্দ্রহাস এত বেলা ক'চে ?
বেলা যে হুপুর হ'য়ে গেল ।
বাছার কি খিদে তেঁট্টা নাই ?
বাও, তুমি সঙ্গে ক'রে ডেকে আন ।
বাছা এখনো মুখে জলটুকু দেয় নি ।
আমি সব আরোজন করি গিয়ে,
তুমি শীগগির ক'রে তা'কে ডেকে আন ।

কুলিন্দ ।—পত্নি !

চন্দ্রহাস এখন যদি
হরিগুণগানে মেতে থাকে,
তবে তা'কে আনা ভার ?

মেধা ।—ভুলিয়ে নিয়ে এস না ?

কুলিন্দ ।—সে ভোল'বার ছেলেই বটে !

হরিনাম পেলে সে অস্ত্র সব ভোলে,
তবে অস্ত্র প্রলোভনে ভুল বে কেন ?
যাই, তবু একবার আনবার চেষ্টা করি ।
[কুলিন্দেব প্রস্থান ।

মেধা ।—হরি !

আমার একমাত্র স্নেহের ধন চন্দ্রহাস
তোমার পরম ভক্ত ।
সে তোমার জন্ত পাগল হ'য়েচে,
সময়ে খায় না—সময়ে শোয় না ;
হরি !
এই অনিয়মে পাছে তা'র পীড়া হয় ।
না, কেন পীড়া হ'বে ?
তোমার নাম-সুধাপানে যার তৃপ্তি,
কেন তা'র পীড়া হ'বে ?

(নেপথ্যের দিকে দেখিয়া)—

এই যে আমার বাছা ।

চন্দ্রহাসের প্রবেশ ।

আয় আয়, বাপ আমার ! বাপ আমার !

আহা, যুগখানি ভুজিয়ে গেচে,
গায়ে কত ধূলো লেগেচে।

(পাত্রমার্জন করিতে করিতে) —

হ্যা বাবা! তুই কেমন ছেলে?

দ্যাখ্ দেখি, কত বেলা হ'য়েচে।

চন্দ্র। — (কীৰ্তনের সুরে) —

তাই তো, বেলা বেড়ে যে গেল,

আমার হরিভক্তন নাহি হ'ল।

হেলায় হেলায় বাড়িল বেলা,

ফুরিয়ে এল আশ্বর খেলা,

এখন কেমন ক'রে, ও মা! —

ধ'রবে হরির চরণ-ভেলা?

মেধা। — বাছা! তুই নিজেই তো ব'লেচিস্,

হরি আপনিই হরিভক্তকে

যেচে শ্রীচরণ-ভায়ায় রক্ষা করেন।

চন্দ্র। — মা, তা সত্য বটে,

কিন্তু মানুষ বড়রিপুর পীড়নে পীড়িত,—

সংসারের মোহে মোহিত।

পাছে মায়ার প্রলোভনে

হরিভক্তি চঞ্চল হয়,

তা' হ'লে তো আর

হরির শ্রীচরণ পা'ব না।

মেধা। — বাছা!

তোমার মত হরিভক্তের যদি

হরিভক্তি চঞ্চল হয়,

তবে জগৎসংসার হরিভক্তিশূন্য হ'বে,

কেউ আর হরি ব'লে ডাকবে না।

হরিভক্তিই হরির জগতের প্রাণ—

জগজীবের ত্রাণ।

হরিই তাঁ'র জগতের প্রাণ রাখতে—

জগজীবের ত্রাণ ক'ন্তে

হরিভক্তের বশ্তি করেন,

তবে তোমার কিসের ভয়, বাবা?

এখন থা'বে চল।

—পিতা কোথা, মা?

—তিনি তোমায় খুঁজতে গেছেন।

চন্দ্র। — আমার খুঁজতে গেছেন?

(কীৰ্তনের সুরে) —

পিতার কাছে তুমি তো ছিলে,

আমায় খুঁজিতে কেন পাঠা'লে?

দ্বারে যোগিবর হর, ও মা! —

বা'রে বিধি আদি দেব, ও মা! —

বা'রে মুনি ঋষিগণ খুঁজেন ধ্যানে,

এমন হরিরে না খুঁজে পিতা

আমায় খুঁজিতে গেলেন কেনে?

মেধা। — (স্বগত) — হরিভাগময় শিশু

সব কথা তত্ত্বভাবে ভাবে।

কিরূপে বুঝাই এর?

হরিনামে ভুলাইয়ে

সঙ্গে ক'রে ল'য়ে গিয়ে করাই ভোজন।

(প্রকাশে) —

হরিবোল! হরিবোল! হরিবোল!

[প্রস্থান।

চন্দ্র। — মা! দাঁড়াও—দাঁড়াও,

আমিও যা'ব।

হরিবোল! হরিবোল! হরিবোল!

[ক্রতপদে প্রস্থান।

ধৃষ্টবুদ্ধি ও তদীয় অনুচরগণের সহিত
কুলিন্দের পুনঃপ্রবেশ।

কুলিন্দ। — অদ্য আমার কি সৌভাগ্য,

আপনার আগমনে চন্দ্রনাভতী ধন্য হ'ল।

(স্বগত) — আজ ধৃষ্টবুদ্ধির মুখভাব দেখে

আমার মনে সন্দেহ হ'চ্ছে।

সে দিন একাদশী তিথিতে

আমার ভৃত্যগণ

উপহার নিয়ে গিয়েছিলো।

ইনি তা'দের আহার ক'ন্তে বলেছিলেন,

কিন্তু একাদশীর ব্রত ব'লে

কেউ কিছু খায় নি।

ভৃত্যদের যুখে শুনেচি,

তা'তে ইনি

আপনাকে অপমানিত জ্ঞান ক'রে
তা'দের উপর ক্রোধ প্রকাশ করেছিলেন;
সেই ক্রোধ কি আজো বিলীন হয় নি ?
বাহুদেব হরি এ'র ক্রোধ শান্তি করুন,
আমাদের রক্ষা করুন ।

(প্রকাশে)—মন্ত্রী মহাশয় !

আপনি কুশলে আছেন তো ?
মহারাজ কোতলক ভাল আছেন তো ?
প্রজাগণ সুখে আছে তো ?
রাজকাৰ্য্য সুশৃঙ্খলে সম্পন্ন হ'চে তো ?
শত্রুগণ

রাজদণ্ড-ভরে ভীত হ'রে আছে তো ?

৪।—কোন কোন শত্রু ভীত নয়,

তা'দের সমুচিত শাস্তি দিতে হ'বে ।

লিন্দ।—(স্বগত)—আমার অনুমান মিথ্যা নয়;

বোধ হয়, আমাকেই লক্ষ্য ক'রে

ধুষ্টবুদ্ধি এরূপ ব'লেছেন ।

তা' বলুন,

আমরা যদি পাপে থাকি,
অবশ্য কলভোগ করবো ।

হরি আমাদের সহায় ।

(প্রকাশে)—মহাশয় !

কা'রা মহারাজ কুতলপতির

এবং আপনার সহিত শত্রুতাচরণ ক'চে ?

৫।—এর পর ব'ল্‌বো ।

আজ্ঞা, কুলিন্দ ! বল দেখি

তুমি একাদশীর ভাগ কোথায় শিখলে ?

কুলিন্দ।—(স্বগত)—সেই জন্যই মন্ত্রীর আগমন ।

ধুষ্টবুদ্ধি যেরূপ ধুষ্ট,

আজ কোন বিভাট বা ঘটায় ।

হে কৃষ্ণ !

তোমার ব্রতচরণে কি

শেষে বিপদ ঘটলো !

যটে ঘটুক,

তথাপি মিথ্যা কথা ক'ব না ।

(প্রকাশে)—মহাশয় !

আমি একাদশীর ভাগ করি নাই ।

আমার হরিভক্ত পুত্র চন্দ্রাবতী নগরীতে

একাদশী ব্রত প্রচার ক'রেচে ।

আমরা তা'রই পরামর্শ মতে

সেই পবিত্র ব্রত ক'রে থাকি ।

ধুষ্ট।—(গাশ্চর্য্যে)—তোমার পুত্র !

কবে তোমার পুত্র হ'ল ?

কই, আমাকে তো সংবাদ দাও নি ?

কুলিন্দ।—সে পুত্রটি আমার ঔরসপুত্র নয়,

স্বয়ংপ্রাপ্ত পুত্র ।

একদা আমি ভূত্যগণের সহিত

অরণ্যে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করি,

এমন সময় তা'কে বনমধ্যে প্রাপ্ত হ'লেম ।

প্রথম দর্শনেই তা'র প্রতি

আমার মন প্রাণ আকৃষ্ট হ'ল ।

তৎক্ষণাৎ আমি তা'কে

স্বয়ংপ্রাপ্ত পুত্ররূপে পরিগ্রহ ক'রে

গৃহে এনে লালন পালন ক'তে লাগ'লেম ।

হরিভক্ত পুত্র গৃহে আসা অবধি

উত্তরোত্তর

আমার বিষয় সমৃদ্ধির বৃদ্ধি হ'চে ।

ধুষ্ট।—কই, তোমার সে পুত্র ?

কুলিন্দ।—(উচ্চৈঃস্বরে)—চন্দ্রহাস ! চন্দ্রহাস !

এই যে আস'চে ।

মেধাবতীর সহিত চন্দ্রহাসের

পুনঃপ্রবেশ ।

মহাশয় !

এইটি আমার পুত্র ।

চন্দ্রহাস !

মন্ত্রী মহাশয়কে নমস্কার কর ।

(ধুষ্টবুদ্ধিকে চন্দ্রহাসের নমস্কার করণ)

ধুষ্ট।—কুলিন্দ !

এই বালকই তোমার পুত্র ?

কুলিন্দ।—হাঁ, মহাশয় !

হুট।—(বগত)—এ বালক কে?

কেন একে দেখে আমার মন ঢকল হ'ল?

অম—অম! আবার সেই চুচিয়া!

কে যেন কাণে কাণে বলে গেল—

“হুইবুড়ি! এই বালক চন্দ্রহাস

তোমার সমস্ত বিষয়ের অধিকারী হবে।”

ওঃ! ভয়ঙ্কর! ভয়ঙ্কর!

আবার এ কি শুন্টি!

কে যেন বলচে—

“নিষ্ঠুর মন্ট্রিন্!

তুমি ব্রাহ্মণগণের কথা শুনে

নিভান্ত পামরের স্তার

বাঁকে বনমধ্যে বিসর্জন ক'রে

চণ্ডাল-হস্তে নিহত ক'ন্তে মনস্থ করেছিলে

এই সেই চন্দ্রহাস

তোমার উৎপাত-কেতুরূপে

কুলিন্দের গৃহে আবির্ভূত হ'য়েচে!

ওঃ! কি কুটিল রহস্য! কি ভয়ঙ্কর ঘটনা!

(চন্দ্রহাসকে বিশেষরূপে নিরীক্ষণ

করিয়া)—

এই বালকই সেই বটে,

এর মুখভাবে

আমার সমস্ত সন্দেহ দূর হ'ল।

বাই চৌক,

এই আমার মহাশত্রু,

একে নিশ্চয় বিনাশ ক'ন্তে হ'বে।

কৌশলে বিনাশ না করে

লোকে আমার নিন্দা ক'রবে।

কি ভয়ানক কথা,

আমার ঐশ্বর্যের প্রভু একজন পর!

তা' কখনই হ'বে না—কখনই হ'বে না।

(প্রকাশে)—কুলিন্দ!

আমি তোমার পুত্রকে দেখে

বার-পর-বাই সন্তুষ্ট হ'লেম।

তোমরা পতি পত্নী

এই পুত্রের সহিত সুখে কালযাপন কর,

এই আমার আভ্যন্তরিক ইচ্ছা।

কুলিন্দ।—মহাশত্রুর সন্তোষে

আমার পুত্রের অবস্থা মজল হ'বে।

হুট।—ও কুলিন্দ!

কুলিন্দ।—মহাশত্রু!

হুট।—আমি তাড়াতাড়ি আসাতে

বড় একটা ভুল ক'রে এসেছি।

মহারাজকে একটি বিশেষ কথা

ব'লে আসতে বিমুগ্ধ হ'য়েছি।

আমার দিন কয়েক বাওয়া হ'বে না।

তোমার পুত্র চন্দ্রহাসকে

কুন্তলপুরে অদ্যই পাঠাই।

আমি এর হাতে একখানি পত্র পাঠাই।

সেই পত্রেই প্রয়োজনীয় কথা লিখে দি।

কুলিন্দ।—উত্তম।

চন্দ্রহাস অদ্যই পত্র নিয়ে যা'বে।

হুট।—(বগত)—আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র মদন

আমার বড় বিশ্বাসী।

চন্দ্রহাস যেমন আমার পত্র নিয়ে

তা'র নিকট উপস্থিত হ'বে,

সে অমনি পত্রপাঠমাত্র

বিষয়ানে একে বিনাশ ক'রবে।

(প্রকাশে)—চন্দ্রহাস!

আমি

আমার পুত্র মদনের নামে পত্র লিখ'বো।

তুমি তা'কে সেই পত্র প্রদান ক'রবে।

সে আবার মহারাজের নিকট

পত্রমধ্যস্থ রাজপত্র প্রদান ক'রবে।

দেখ', বৎস!

রাজপত্র অতি গোপনীয়,

তুমি পাছে উন্মোচন ক'রে পড়?

চন্দ্র।—না, মহাশত্রু!

এরূপ অভ্যর্থনা কার্য্য ক'রে

আমার পাপ হ'বে।

হরি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হ'বেন।

হুট।—হাঁ, তুমি যেকণ হরিভক্ত,

তোমাকেই বিবাস হয় বলে
আর তা'কেও পাঠালেম না ।

হরির শপথ কর, পত্র খুলবে না ?

—হরির শপথ, পত্র খুলবে না ।

—(স্বগত)—

হরিভক্তিভেই হরিভক্ত নিপাত হ'বে ।

একপ দেবভক্তি ও বর্ষভর

আত্মনাশের মূল ;

কিন্তু, আমার পরম লাভ ।

চন্দ্রহাস প্রস্থান ক'রে,

দুরাত্মা কুলিন ও মেধাবতীকে

কারাবদ্ধ ক'রবো ।

পাপিষ্ঠ কুলিন

আমার বড় অপমান ক'রেচে ।

(প্রকাশে)—আমি পত্র লিখে আনি ।

[সকলের প্রস্থান ।

তৃতীয় অঙ্ক ।

প্রথম দৃশ্য ।

কুন্তলপুর—উদ্যানমধ্যে সরোবর ।

চন্দ্রহাসের প্রবেশ ।

—দরামর হরির দরায়

হয় যোজনের পথ অভিজ্ঞ করি'

আইলু কুন্তলপুরী ।

আহা, এই সেই শৈশবের পুরী ।

ধাত্রী মাতা পুত্রদ্বয়ে

পালন করিল হেথা মোরে ।

ভূত্যাগণ হবে ভেট ল'য়ে আইল হেথায়

দুইবুজি রাজমন্ত্রী-পাশে,

একটি বিবাসী ভৃত্যে দিয়েছিলু ক'রে

খোপনে আনিতে ধাত্রী মাতার সন্ধান ।

ভূত্যাগণ সন্ধানের ভয়ে

ধাত্রীর গোচরে

পাঠাইলু ভেট পিতারে কহিয়া ।

আহা,

হতাশ সংবাদ দিল দূত—

রাজধাত্রী ত্যজিয়াছে প্রাণ ।

হার হার,

শিশুর জীবনধাত্রী শৈশবের মাতা

চিরতরে গিয়াছে চলিয়া

আমারে কেলিয়া হেথা !

হা, প্রাণে বড় র'য়ে গেল ব্যথা !

মা গো !

বড়ই অভাগা আমি,

নারিলু করিতে তোর অন্তিম শুজবা ।

মা গো !

হরি হরি বলে—কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে

বিষ্ণুপদে করিয়াছি পিণ্ডদান ;

ভুনেছি, মা, হরিভক্ত-মুখে

ভক্তাধীন চিরদিন হরি ।

তোর দত্ত স্তনদুগ্ধপানে

পেয়েছি, মা, বড়টুকু জ্ঞান,

সেই জ্ঞানবলে পুন

বড়টুকু হরিভক্তি পেয়েছি, মা,

সেই হরিভক্তি মাখাইয়া

প্রেতপিণ্ড দিয়েছি, মা, তোর !

ভক্তপ্রাণ হরি

শ্রীচরণে দিনু তোরে স্থান ।

হরি ! হরি !

তোমারি শ্রীপদ—গয়া গঙ্গা বারাগনী,

তোমারি শ্রীপদ—

মোক মুক্তি নিরূপ কল্যাণ,

তোমারি শ্রীপদ বই

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড-মাকো কিছু নাহি জানি ।

বাই মারে মোর

ঐ পরে বাও মোকপদ ।

জনৈক অধরককের প্রবেশ।

অধরকক।—বেলা তো প্রায় তৃতীয় প্রহর হ'ল;

আজ্ঞা করেন তো

ঘোড়ার জন্তে কিছু বাস খুঁজে আনি।

এ রাজার বাগান,

এখানে তো ঘোড়া আনতে পারি নি;

বাস কিছু ঢের আছে।

চন্দ্র।—কি এখনো অধকে তৃণ দাও নি?

নিষ্ঠুর!

জীবের আহারের অভাব

আবার আমার আদেশ

প্রত্যাখ্যান করে আছে?

আহা! অধবাক্যহীন জীব,

তা'কে অগ্নে না খাইয়ে

নিজের উদরজালা নীতল ক'রেছ?

দেখ, অধরকক!

আমার বিবেচনায়—

মহুযাও যেমন,

সেইরূপ পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ

সবাই হরির স্তম্ভ,

এ পৃথিবী বা পৃথিবীর সামগ্রী

কেবল মহুযের নয়,

সমস্ত জীবের।

যে সকল লোক খবলা জীবকে—

বিশেষতঃ অধীনস্থ খবলা জীবকে

অগ্নে না আহাৰ করিয়ে

আপনারা আহাৰ করে,

তা'রা নরাকার পিশাচ,

তা'রা হরির অধমাননাকারী,

তা'রা হরিতক্তবের মহাশত্রু।

ভূমি নিষ্ঠুর কেনো—

সকল জীবকে অরঞ্জল দান করা

বৈকবে প্রদান লক্ষণ।

যাও, ভূমি আর বিলম্ব ক'র না;

পাছে তৃণ আনতে বিলম্ব হয়,

ভূমি আমার বাক্যদ্রব্য অধকে দাও।

বাও—বাও।

[অধরককের প্রস্থান।

বহুদূর পর্যটনে শরীর ক্লান্ত হ'য়েচে,

এরূপ ক্লান্ত অবস্থায়

মন্ত্রী মহাশয়ের বাটীতে যাওয়া

উচিত নয়।

এই উদ্যানে একটু বিশ্রাম করি,

তা'র পর যাব।

(বৃক্ষশূলে উপবেশন)

আহা, আজ এ কি দেখি।

চন্দ্রহাস!

তুই হরিতক্ত ব'লে

কিসের অহংকার করিস?

তোর চেয়ে

উজ্জ্বল জগতে অলৌকিক হরিতক্ত আছে।

ঐ দ্যাখ,

অতি ক্ষুদ্র তৃণটি পর্যন্তও

হরিতক্তিতে তাকে পরাজিত ক'রেচে।

ঐ দ্যাখ,

তরুলতাগণ অবনত মস্তকে

পূণ্ডার হরিপদে অর্পণ ক'চ্ছে।

ঐ দ্যাখ,

ক্ষুদ্র তৃণগুলি ভূতলে শিরস্পর্শ ক'রে

হরিকে প্রণাম ক'চ্ছে,

কিন্তু তুই এখনো উজ্জ্বলককে র'য়েছিস।

না, চন্দ্রহাস!

উজ্জ্বলিয়ে হরি-লাধন হয় না।

এদের মত হরিকে প্রণাম কর।

হরিবোল! হরিবোল! হরিবোল!

(ভূমন্তক হইয়া প্রণাম)

ধন্য এই কৃপাক্ষাদিত বুলি!

আমি রে তৃণগণ!

আমি তোদের সঙ্গে

এই বুলিতে বেহ লুটাই।

(শয়ন)

আহা, শরীর জুড়িয়ে গেল ।

(ক্রমে নিঃস্বার্থক)

কিয়ৎক্ষণ পরে অশ্রুক্ষকের

পুনঃপ্রবেশ ।

অশ্রুক্ষক ।—ইনি ঘুমিয়ে পড়লেন নাকি ?

(ঈষৎচক্রে)—প্রভুপুত্র ! প্রভুপুত্র !

কই, সাড়া নাই,

ঘুমিয়ে পড়েছেন ।

আহা, অনেক দূর এসে প্রান্ত হ'য়েছেন,

ঘুম তবে একটু,

আমি এই অবসরে নগরের উপকণ্ঠে

অথকে ভাল করে

যাগ জল খাইয়ে আনি ।

[অশ্রুক্ষকের প্রস্থান ।

বিনয়া ও সখীগণের প্রবেশ ।

সখীগণ ।— (গীত)

কি সাধে ফুটেছে ফুল প্রমোদ কাননে ?

কি সাধে জুটেছে অলি কুম ফুল সনে ?

ব'লে দে সজনি,

এ গুচ কাহিনী—

কেন ফুলে অলি,

পড়ে ঢ'লি ঢলি

কেন কোলাহলি করে হৃ'জনে ?

প্রেমের নবীন হাসি জাপে হৃ' মনে ।

বিষয়া ।—সখি !

তোমরা এই সব ফুল নিয়ে যাও,

বেশ মনোহর মালা গাঁথ গিয়ে ।

আমি আরও ফুল নিয়ে যাবি,

আজ সকল সময় হরপার্বতীকে

ফুলের সাজে সাজাবো ।

১ সখী ।—প্রিয়সখি !

তুমি তবে বেশী বিলম্ব ক'র না ।

আমরা জানি,

তুমি ফুলগোছো এলে

তেরমাকে ঘরে কিরিয়ে নিয়ে যাওয়া ভার ।

২ সখী ।—ভী সত্যি, ভাই,

ফুলে ফুলে সব মিশে যায়,

কোনটি আমাদের ফুল খুঁজে পাই না ।

১ সখী ।—এ বাগানে দিন দিন কত ফুল কোটে,

কি জানি, ভাই !

আজ তুমি আবার কোন ফুলটি দেখে

তার প্রাণে নিজের প্রাণ রেখে

আপনহারা হও !

বিষয়া ।—বদ্বিই কপালক্রমে

মনোমত্ত নতুন ফুল পাই,

সে তো বড় সুখের ।

নতুন ফুল নিয়ে যা'ব,

আপন ভুলে ফুলের হ'ব ।

সখীগণ ।—

(গীত)

হৃদয় সাজে এ প্রমোদ বন,

দেখ দেখে সেজেছে কেমন ।

কুহ কুহ রবে,

পিকবৎ সবে,

ঢালে মধু মোহিরে শ্রবণ ।

তরু-ফুল-ডালে,

ফোটা ফুলজালে,

হলে হলে খেলে লতাগণ ।

ফুলবাস ল'য়ে,

পাপল হ'য়ে,

হু'য়ে হু'য়ে উড়ায় পবন ।

[সখীগণের প্রস্থান ।

বিষয়া ।—

(গীত)

অমল মলয়ানিল হিরোণি' ধায় ।

ঋতু বসন্ত

ফুল কুহুমদলে

ভূষি'ছে কোমল কাণ ।

গীত বসন পরি',

প্রকৃতি সুন্দরী,

মধুর হৃদয় মুখে সহখে দাঁড়ায় ।

গুঞ্জি'ভমরফুল,

পক্ষমে কোকিল,

গাহি' প্রণয়-গীত ময়ূরী নাচায় ।

(ইতস্ততঃ পরিক্রমণ)

(সবিস্ময়ে)—এ কি ! ইনি কে ?

বনদেবতা কি ?

না ফুলজগতের রাজা ?

এঁকে দেখে আমার ভাবান্তর হ'ল কেন ?

আমি বড় বার এঁর মুখপানে চাচ্ছি,

তত্বে বারই যেন এঁর হ'চ্ছি ।

প্রেম !—প্রেম !—আত্মসম্প্রদান !

ইনি কে ?—বিষয়ার স্বামী ।

এঁকে আমি চিনি না,

অথচ স্বামী ব'লেম কেন ?

প্রজাপতির নিকর ।

ইনি নিদ্রিত,—

জাগরিত ক'রবো কি ?

না, তা' হ'লে প্রাণ ভ'রে দেখে পাবো না

লজ্জা প্রথম দর্শনে

চার চক্ষু উন্মীলিত রাখে না,

ইনি যেমন চক্ষু উন্মীলন ক'রবেন,

অমনি আমার চক্ষু নিমীলিত হ'বে,

আশ মিটিয়ে রূপ দেখা হ'বে না ।

আমি দেখি,—নয়ন সার্থক করি ।

এ কি ?

একখানি পত্র না ?

তাই তো, পত্রই তো বটে ।

নিজার ঘোরে হাত এলিয়ে পড়াতে

পত্রখানি মাটিতে প'ড়ে গেছে ।

পত্রখানি প'ড়ে দেখ'বো ?—না ।

না কেন ?

এঁকে যে কালে আত্মসম্প্রদান ক'রেছি,

সে কালে পত্র প'ড়তে ঘোষ কি ?

পরেই পরের জব্য

গোপনে নেয় না বা দেখে না,

কিন্তু ইনি তো আমার পর ন'ন—স্বামী ;

তবে কেন দেখ'বো না ?—দেখি ।

(পত্র লইয়া মনে মনে পাঠ)

(সবিস্ময়ে)—কি সর্বনাশ ! অ্যা—এ কি ।

আবার পড়ি—

(পুনর্বার পত্রপাঠ)

"বৎস মদন !

"তোমার কল্যাণ হউক ।

"এই পত্রবাহক চন্দ্রহাস

"আমার সমস্ত সম্পদের ভাবী প্রভু ।

"আমি বা' লিখিলাম,

"তুমি তা' নিঃসংশয়ে অবধারণ করিবে ।

"অতএব,

"জাতি, কুল, বিদ্যা, বিত্ত, পদ, বয়স,

"পরাক্রম, শৌর্য, ওপনা সৌন্দর্য

"কিছুই গণনা না করিয়া

"অবলম্বে ইহাকে বিষ দান করিবে ।

"তাহা হইলে

"আমরা উভয়ে কৃতার্থ ও নিরাপদ হইব ।

"আশীর্বাদক

"ত্রিধনুবুদ্ধি ।"

পিতা !—পিতা !

ছিছি, এ কি তব মনোভাব !

কোন্ প্রাণে, পিতা !

হৃদয়ে আমার লিখিলে এ হেন লিপি ।

পিতা !

তোমাতে তো পুত্র কন্যা মোরা,

পুত্র-স্নেহ তান তো তুমিও,

তবে পরপুত্রে বরিবে কেমনে ?

আহা, বা'র পুত্র ইনি,

তার স্নেহ স্নেহ কি খো নয় ?

(কিয়ৎকণ ভাবিয়া)—

না না, পিতা মোর এ স্নেহ মিঠুর ন'ন,

জন্ম তাহার ঘেহের ভাঙার ।

বুঝিয়াছি আমি,

এঁর করে সম্প্রদান করিতে আমার

হৃদয়ে আমার পিতা লিখিলা এ লিপি !

উপযুক্ত ভাষাতদর্শনে

আনন্দে বিহ্বল হ'য়ে পিতা

"বিষদ্বাদনের" স্থলে

লিখিলেন "বিষদান" ।

আর, তাই বহি নাহি হ'বে,

কেন তবে হেন পত্র পড়িল আমার করে ?

মন কেন বলে এঁরে স্বামী ?

গৌরীত পূর্ব মোর এবে,
জগন্নাথ! গৌরীর কপার
পাইলাম উপযুক্ত সান্নিধ্য ।

এবে এক কাজ করি—

“বিষদান” স্থলে নয়নকঙ্কলে লিখি
“বিষদান” ।

(ভজ্ঞপ করণ)

একবার প’ড়ে দেখি—

“অবিলম্বে ইহাকে বিষদান করিবে ।

“তাহা হইলে,

“আমরা উভয়ে কৃতার্থ ও নিরাপদ হইব ।”

এইবার ঠিক হৈল লিপি ।

পূর্বমত যুগ্ম মুড়ি’রেখে বাই স্বামিকরে ।

মা দুর্গে!

পূরাও বাসনা মোর ।

[প্রস্থান ।

স্ত্রী।—(ভগ্ননিজ হইয়া)—তাই তো,

সন্ধ্যা সমাগতা ।

কিছু আমি এতই নিদ্রিত ?

তুরঙ্গরুদ্ধ কই ?

শ্রান্ত হ’য়ে সেও বুঝি ঘুমায় কোথায় ?

আহা, ঘুমাক্ আরামে;

ডাকিব না তাঁ’রে ।

সরোবর-নীরে মুখ হাত ধু’য়ে

নিজে বাই মন্দির আগারে ।

(সরোবর সোপানে অবরোহণ করিয়া

মুখ হাত ধুইয়া গান করিতে

করিতে পুনরুত্থান)

(গীত)

জয় জয় বনমালী,

জয় জয় শ্যাম মুরলীধারী !

নীল-যমুনা-পুলিন-বাসী,

নীল-বতন-কিরণ-রাশি,

রসিক, রাধা-প্রেম-উদাসী,

মটবর হরি ব্রজবিহারী ।

যক্ষিম শিরে মধুর-পাখা,

বামে রাধিকা মাধুরী-মাখা,

মরকতে যেন কনক-রেখা

আঁকা বাঁকা হ’য়ে হাসে;—

সমুখে যমুনা বহে উজান,

উজানে ধাই’ছে আমাদের প্রাণ,

প্রাণ ধাই’ছে প্রেমের গান,—

জয় রাধা-প্রেম-সুখা-তিথারী !

[পত্র লইয়া প্রস্থান ।

দ্বিতীয় দৃশ্য ।

চন্দ্রাবতী—নগরোপকণ্ঠ ।

(নেপথ্যে আর্তিবাদ)

বেগে ধুটবুদ্ধির প্রবেশ ।

ধুট ।—এই যে আমার ভৃত্যপণ

আমার আদেশ পালন ক’ছে ।

চন্দ্রাবতী নিদারুণ আর্তিবাদে অস্থির ;

এই আর্তিবাদ আমার গঞ্জে পরম অজ্ঞান ।

প্রতিজ্ঞা আমার,—

চন্দ্রাবতীর স্বধাসর্বস্বলুপ্তন—

গৃহবাহন—প্রজাপীড়ন ।

দ্রাব্য কুলিন্দ !

আজ তোর অহংকার ছাড়বার ক’রে

তবে আমার অন্য কাজ ।

পালিষ্ঠ !

তুই ক্ষুদ্রাঙ্গপি ক্ষুদ্র পতঙ্গ হ’য়ে

ধুটবুদ্ধির দুর্দম্য ক্রোধরূপ অধিতে

যে কালে কাঁপ দিয়েচিস,

সে কালে চন্দ্রাবতী নগরী সমেত

তোকে আজ উৎসন্ন হ’তে হ’বে ।

(নেপথ্যে পুনরার্তিবাদ)

বেগে কুলিন্দের প্রবেশ ।

কুলিন্দ ।—মস্তিষ্ক !—মস্তিষ্ক !

পরিহর রোষ—পরিহর রোষ,
কিবা দোষ করিল আমার প্রজা ?
কেন দাও হেন নিদারুণ সাজা ?
হের হের, মহাশয় !
তব অনুচরগণ হইয়া নির্দর
সর্বনাশ করিল আমার
আদেশে তোমার !
অহো !
সাধের চন্দ্রাবতী হ'লো ছারখার !
অচিরে নিবার হবে,
নতুবা না র'বে প্রজাগণ ।
রাজমন্ত্রী ! রাজকার্য্যে এসে
মজাইলে শেষে আমা'সবে !
দেহ ভিক্ষা প্রজাগণে—
কর ত্রাণ এ যোর সন্ধটে !
ধুষ্ট ।—আরে আরে চুষ্টমতি !
মুখে কাতরতা ভাণ,
অন্তরে শঠতা তোর ।
রাজার সামান্য ভৃত্য তুই ;
একাদশী উপবাস !
ভাল ভাল,
কারানাসে করাইব চির-উপবাস ।
কুলিন্দ ।—অহো, সন্দেহ দুচল মোর,
এই হেতু হেথা তব আগমন,
এই হেতু পুরী কৈলে নাশ,
এই হেতু প্রজাগণে ত্রাস !
অহো—অহো,
এই হেতু প্রিয়পুত্র চন্দ্রহাসে মোর
পাঠাইলে কুন্তলনগরে !
অহো, সন্দেহ—সন্দেহ বাড়ি !
মন্ত্রী !
কি ছলে পাঠা'লে তা'রে ?
ধরি পায়,
বল হে আমার,—
মোর পুত্রের জীবনে
হলক্ষ্য নাহি তো তব ?

হা চন্দ্রহাস ! যৎস রে !
না বুঝিয়া করিছ বিশ্বাস,
শেষে বুঝি যোর সর্বনাশ !
হা পুত্র ! হা পুত্র !—হা চন্দ্রহাস !
কোথায় পাঠা'লে তা'রে, মন্ত্রিবর !
কোথা গেল চন্দ্রহাস !
হরি ! পুত্রে মোর দেখাইয়ে দাও !
অহো, অস্থির হ'য়েচি অতি !
চন্দ্রহাস !—চন্দ্রহাস !
ভয় নাই—এই বাই,
দেখি দেখি কত দূরে পুত্র মোর ।
(বেগে প্রস্থানোদ্যোগ)

ধুষ্ট ।—(হস্ত ধারণ করিয়া)—
আরে আরে ছরাচার !
ছলা করি কোথায় পালাবি ?
কে আছে কোথায়, আইস ত্বরায় ।
কুলিন্দ ।—ধুষ্টমুক্তি ! নামের সার্থক বটে !
ছি ছি, মন্ত্রী !
ধর্ম্মে নাহি হবে তব হেন অত্যাচার !
ধুষ্ট ।—আরে অধার্ম্মিক !
ধর্ম্মাধর্ম্ম কি দেখা'মু তুই ?
দেখি,
ধর্ম্ম তোর কিরূপে বাঁচায় তোরে ?
কে আছে, আইস ত্বরায় !

অনুচরগণের প্রবেশ ।

বীধ চুষ্টে কঠিন নিগড়ে ।

(অনুচরগণের তদ্রূপ করণ)

কুলিন্দ ।—হা কৃষ্ণ !—হা কৃষ্ণ !

তোমাতে পূজিয়া,
তব একাদশী ত্রুত করি'
এ হেন দুর্গতি হ'ল শেষে !
প্রভু ! সর্ব-অন্তর্ধামী তুমি,
তুমিই আমার সাফী ।

বেগে মেধাবতীর প্রবেশ ।

মেধা ।—এ কি, মন্ত্রী !

কি করিলে, কি করিলে,

কি হেতু বাধিলে স্বামীরে আমার ?

খুলে দাও দ্বারুণ বন্ধন,

মজীর মতন এই কি হে কাজ ?

কি বলিবে মানবসমাজ ?

কি বলিবে মহারাজ ?

—আরে চুষ্টে !

স্বামী তোর রাজদ্রোহী,

তুইও তা'ই ।

এই হেতু দৌঁছে ল'য়ে গিয়ে

দিব শূলে কুন্তলনগরে রাজার গোচরে ।

ম। —রাজদ্রোহী মোরা ?

মন্ত্রী । হেন পাপ-কথা না কহিও আর ।

হরি সাক্ষী,

চিরদিন রাজভক্ত মোরা ।

—প্রবন্ধনা !

লন্দ । —পত্নী !

যে জন না বুঝে বাথা,

তা'র সনে কেন কও কথা ?

ধৃষ্টবুদ্ধি, নামের মহিমা

দেখাইল আমা দৌঁছে ।

—আরে দুরাচার ?

বার বার সেই কথা ।

ঘা'বে মাথা,

তবু নাহি প্রাণে ডর !

ম। —মন্ত্রী, পত্নীর গোচরে

পাতিরে এ হেন বলা উচিত কি তব ?

হায় হায় !

নগর ভাঙিলে মোর,

অগ্নিদাহে পোড়াইলে গৃহ,

অত-দেহ কৈলে প্রজাগণে,

লুটিলে ভাণ্ডার,

তবু না মিটিল আশা ?

শেষে কৈলে স্বামীর দুর্দশা ?

নাহি কি হে ধর্মভয় তব ?

—ভৃত্যগণ,

ইহারেও বাধ তরা ।

কুলিন্দ । —(অতি ক্রোধে) —মন্ত্রী,

নিভান্তই কাপুরুষ তুমি !

ধৃষ্ট । —(কুলিন্দকে মুঠাঘাত করিয়া) —

শিশাচ !

মেধা । —হরি ! হরি !

রক্ষা কর স্বামীরে আমার !

হরি ! তোমা বই কেউ নাই ;

মধুসূদন !

ত্যাগ কর বিপদ-পাথারে ।

কুলিন্দ । —হরি,

প্রাণ যায়, সেও ভাল,

তবু না ভুলিব তব নাম ।

তব নামে পড়িছে বিপদে,

তব নামে মরিতেও চাই ।

হরি,

ধৃষ্টবুদ্ধি রুষ্ট তব নামে ।

তব নামে পুত্তে মোর করিল বিনাশ ।

শেষে তব নামে

আমা দৌঁছে দিল শূলে ।

দি'ক—অতি নাহি তা'র,

লোকে তো বলিবে তবু—

এক হরিনামে

চন্দ্রহাস, মেধাবতী, কুলিন্দ মরিল ।

ধৃষ্ট । —ভৃত্যগণ,

চল এ দৌঁহারে ল'য়ে কুন্তলনগরে ।

রাজদ্রোহী তরে শূল ।

[সকলের প্রস্থান ।

তৃতীয় দৃশ্য ।

কুন্তলপুর—ধর্মদ্বির বাটীসম্মুখ ।

মদন ও চন্দ্রহাসের প্রবেশ ।

মদন । —হরিভক্ত চন্দ্রহাস,

পিতার আদেশ-পিপি-মতে

তব করে মোর বিষয়া তপিনী

করি' সম্প্রদান,
হইলাম আনন্দিত প্রাণ ।
হরিপদে মতি রাখি' দৌছে
সুখে রহ চিরকাল !

চন্দ্র ।—মন্ত্রিপুত্র,
ইচ্ছ ময় হরির ইচ্ছার
হৈমু আজ মন্ত্রীর জামাতা,
এ বড় সৌভাগ্য মোর !
(স্বগত)—রাজলিপি বলি'
কি হেতু লিখিলা মন্ত্রী হেন লিপি,—
চন্দ্রহাসে বিষয়া করিবে দান ?
নিজেও এ লেখা আমি পত্রে দেখিয়াছি ।
স্পষ্টত সম্বন্ধ নাহি করি'
কৌশলে সচিব কেন প্রদানিলা সূতা ?
বোধ হয়, স্পষ্ট কথা বলিলে, বদ্যপি
বিবাহেচ্ছা না হ'ত আমার,
এই সে কারণ
মন্ত্রীর এ কৌশল লিখন ।
সটন-স্বরূপ হরি,
তাহারি সটনা এই ।

মদন ।—চল এবে দৌহে মিলি'
উৎসবাদি করি দরশন ।
[উভয়ের প্রস্থান ।

যষ্টিহস্তে ধুটবুদ্ধির প্রবেশ ।

ধুট ।—কুলিন্দরে পত্নীর সহিত
আনিলাম করিয়া বন্ধন,
আজ্ঞায় আমার
ভৃত্যগণ ল'য়ে গেল
সে দৌহারে কারাগারে ।
রাজারে বুঝা'য়ে,
শূলে দিব এখনি সে দৌহে ।
এ দিকেও আমার আদেশ-পত্র পেয়ে
চন্দ্রহাসে বিষয়ানে ব'ধেছে মদন ।
কণ্টক হইল দূর ।
চন্দ্রহাস ।

ময় বিষয়ের তুই ভাবী প্রভু—না ?
হুয়াশয়, আমার বিষয় নয়,
যমালয় ভাগ্যে তোর লেখা ।
বিপ্লবের বচন সত্য নহে কভু,
প্রবঞ্চক শঠ বিপ্রজাতি,
মিথ্যাভাবে মজার সবারে ;
আর বিপ্রগণে না করি বিশ্বাস ।

(নেপথ্যে বাদ্যধ্বনি)

এ কি ? ও কিসের বাদ্য বাজে ?
ওহো ঠিক—
মদন নন্দন মোর শত্রুনাশ করি'
আনন্দ-উৎসব বুরি করে ।
বাচনিক প্রমোদর'করিবার আগে
বাদ্যরবে বুঝাইল মোরে—
“পিতা, চন্দ্রহাসে ক'রেছি বিনাশ ।”
মদন রে, ধন্য পুত্র তুই মোর,
ঐশ্বর্য আমার নিশ্চয় অর্ধেক তোর ।
বাকী অর্ধ তুই ভাগ করি'
এক ভাগ কনিষ্ঠ নন্দনে দিব,
এক ভাগ দিব প্রিয় কন্যা বিষয়ারে ।

বাদ্য করিতে করিতে বাদ্যকরগণের
প্রবেশ ।

কহ রে বাদকগণ,
কোথা মোর কুমার মৃত ?

১ বা ।—(নমস্কার করিয়া)—
আপনকার জয় হোক ।

ধুট ।—ভাগ ভাল,
পুরস্কার দিব আশাতীত,
কহ অগ্রে, কোথায় মদন ?

১ বা ।—তিনি এখানে এই কতজন
আপনকার জামাই মশয়ের সঙ্গে ছিলো ।

ধুট ।—কি ? আমার জামাই ?

১ বা ।—আজ্ঞে, দিবি জামাই ।

যেমন আপনার মেয়েটি, তেমনি ছেলেটি,
দিবি বর-ক'নে, মশয় ।

চন্দ্রহাস।

আপনকার খুব পছন্দ বা হোক কিছ,
খুঁজে খুঁজে বেশ সমল ক'রেচো।

আজ আমাদের বাজিরেও
হাত লাখক হ'ছে।

(পুনর্কীৰ্ত্তন)

৪।—আরে ব্যাটার, থাম থাম।

বা।—কেন, মশর, থামবো কেন?

আপনকার কাণ বই

কে আমাদের ঢোলের বোল বুঝবে?

ভগমানের ইচ্ছে হ'ত যদি

আমাদের চাটে হাত,

আপনকার চাটে কাণ,

তা' হ'লে আজ,—

বাজা রে বাজা।

(সকলের পুনর্কীৰ্ত্তন)

৪।—আরে মদোদন্তগণ,

কেন না শুনিস্ কথা?

বল—কে মোর জামাতা?

বা।—সে কি, মশর!

যশুর হ'য়ে কি বলেন বা হোক।

আপনকার জামাইয়ের নাম

আমরা জানি কি না তা'ই জানতে চাও?

জামাই চন্দ্রহাস।

৪।—কি? চন্দ্রহাস?

আরে দুইগণ!

মোর সনে পরিহাস?

বাধ্যবস্ত্র সনে মস্তক করিব চুর।

পরিহাস?—পরিহাস?

(বাধ্যবস্ত্রগণের মস্তকে ও বাধ্যবস্ত্রে

পুনঃপুনঃ ষষ্ঠাঘাত)

১ বা।—দোহাই মশর!—দোহাই মশর!

চন্দ্রহাস নয়—তুই চন্দ্র।

৪।—(বটি উত্তোলন করিয়া)—চন্দ্রহাস? অ্যা!

১ বা।—দোহাই—দোহাই,

বরং মাথা কাটান, ঢোল না কাটে?

সেজন্য চন্দ্রহাস কাটলে—খাব কি?

৪।—দূর হ, রে নীচরণ!

(পুনঃপ্রহার)

[বাদ্যকরণের চীৎকার করিতে
করিতে পলায়ন।

ক্ষীরভাণ্ড, দধিভাণ্ড ও অন্যান্য
খাদ্যদ্রব্য লইয়া ব্রাহ্মণগণের
প্রবেশ।

১ বা।—মস্ত্রী মহাশয়ের মঙ্গল হোক।

অন্য আপনার জ্যেষ্ঠ পুত্র মন

আমাদের চর্য্য চোবা লেহ পের ক'রে

উত্তমরূপ আহ্বার করিয়েচেন।

(উজ্জার তোলন)

৪।—কোন কার্য্য উপলক্ষে?

১ বা।—আপনার কন্যা-বিবাহোপলক্ষে।

আপনি আসবার আগেই

তিনি আপনার অনুমতিক্রমে

এই শুভকার্য্য সম্পন্ন ক'রেচেন।

আপনার নব জামাতা চন্দ্রহাস

বড় হরিভক্ত—নড় মুন্স্রী।

৪।—কি!—চন্দ্রহাস জামাতা আমার?

আমারি খেয়ে আমারি অপমান?

[ষষ্ঠাঘাতে ভাণ্ড ভগ্ন করণ ও
বেগে প্রস্থান।

১ বা।—আহাহা, সব ক্ষীরটেই গেল!

২ বা।—আঃ! গা-ময় বই মাখামাখি!

৩ বা।—ঐ বা,

সদেখ গেলো

পিণ্ডবৎ তাল পাকিয়ে গেলো হে!

দশ দশ গণ্ডা মোণ্ডা

একবারে চটকে একটা!

১ বা।—তবু তো, ভায়া, ভোমার একটা,

আমার গোদাগুলো বে গোদার গেল।

পেট ভ'রে না খেয়ে

কি বকুমারিই ক'রেচি।

২ ব্রা।—মন্ত্রী কি হুঁরাপান ক'রে থাকেন ?

১ ব্রা।—অবশ্য,

নৈলে আজ এমন উন্নত কেন ?

নেপথ্যে ধুষ্টবুদ্ধি।—রহ, বৃত্তগণ !

এক দড়িতে সকলকে বাঁধবো।

১ ব্রা।—ও ভায়া, গতক ভাল নয়।

যঃ পলায়তি, স জীবতি।

[সকলের পলায়ন।

বেগে ধুষ্টবুদ্ধির পুনঃপ্রবেশ।

ধুষ্ট।—ধিক্! ভীত বিপ্রজাতি।

স্ত্রীলোকগণের প্রবেশ।

কহ, নারীগণ,

বাহ্যরব, মহোৎসব, ত্রাফণভোজন

কিসের কারণ ?

১ স্ত্রী।—আপনার ছোট পুত্র মদন

চন্দ্রহাসকে কোথা থেকে পেয়েচেন,

তাই এই বাধ্য।

ধুষ্ট।—মদন চন্দ্রহাসকে কি কিছু ধন দিয়েচে ?

১ স্ত্রী।—সামান্য ধন নয়,

আপনার পুত্র মদন

চন্দ্রহাসকে

আপনার কন্যা বিষয়া সম্প্রদান করেচেন।

আমরা বরবধূকে দেখতে যাচ্ছি।

ধুষ্ট।—আরে আরে নিশাচরীগণ,

আমার সম্মুখে এ কথা বলতে

তোদের লজ্জা হয় না ?

দূর হ—দূর হ!

১ স্ত্রী।—(স্বগত)—ওমা, কি ঘোরা,

মন্ত্রীকে হন্যে কুকুরে কান্ধেছে নাকি ?

ধুষ্ট।—এখনো যে টাঁড়িয়ে ?

পুরস্কার চাস ? এই নে।

(খাট উত্তোলন)

[স্ত্রীলোকগণের পলায়ন।

কি বিভ্রাট,

সকলেরি মুখে যে ঐ এক কথা !

ব্যাপার কি ! হ'ল কি ! মদন করেছে কি !

মদনের প্রবেশ।

পুত্র ! পুত্র ! কহ তুয়া কিসের উৎসব ?

আজ্ঞা মোর ক'রেছ পালন ?

মদন।—পিতঃ ! আজ্ঞা তব করেছি পালন।

পত্র পাঠ করি' তব

চন্দ্রহাসে বিষয়া করিহু সম্প্রদান।

কল্য নিশাকালে হইয়াছে মঙ্গল বিবাহ।

পিতঃ ! ধন্য তুমি,

বহু তপস্যার ফলে

পেলে হেন হৃন্দর জামাতা।

ধর্মবীর চন্দ্রহাস নব পত্নী সনে

পৌরজনগণে ল'য়ে আনন্দিত মনে

অন্তঃপুরে হরি-সঙ্কীর্তনে

উঠিয়াছে একেবারে মাতি'।

পিতঃ ! পিতঃ !

হরিনামহীন এই কুন্তলনগর

শুনে নি কখন হেন হরিসঙ্কীর্তন।

নব বরবধূ

হরিনামমধু ঢালি'ছে পিয়ারী জনে।

চল চল তুমিও শুনবে, পিতা !

ধুষ্ট।—আরে আরে পাশায়া কুমার !

ধিক্ তোরে কোটি কোটি বার।

দর্প তেজ গৌরব আমায়

একেবারে কৈল ছারখার !

ছিছি, কি লজ্জার কথা—কি ঘৃণার কথা !

প্রাণে দিল নিদারুণ ব্যথা !

দৃষ্টিপথ ছাড়ি'—গৃহ মোর ছাড়ি'

দূর হ রে দুরাচার !

আজ হ'তে ত্যাজ্য পুত্র তুই মোর।

মদন।—এ কি, পিতা, এ কি কথা ?

কি হেন অত্যাচার কার্য করিহু সাধন ?

তোমারই স্বাক্ষরিত পত্রপাঠে

চন্দ্রহাসে বিষয়া করিহু সম্প্রদান,

তবে, কিসে তব গেল গৌরব সম্মান ?

ধৃষ্ট।—ছিছি, দিচ্ মোরে,
হেন মহাদুর্ধ পুত্র জন্মিল আমার।
মুখ পুত্র হ'তে কি যে সর্বনাশ ঘটে,
আজ তা'র প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

মদন।—মুখ নহি, পিতা।
তব লিপি আকান্ত করিয়া পাঠ
চন্দ্রহাস সনে
বিষয়ায় বোধিয়াছি বিবাহ-বন্ধনে।

ধৃষ্ট।—মুখ হ'তে মুখ ভূই,
বর্ণজ্ঞানমাত্র নাহি তোর।
ভাল,
কোথা পত্র দেখা স্মরা মোরে।

মদন।—আমারি নিকটে আছে।
(বস্ত্রমধ্য হইতে পত্র লইয়া)—
এই লহ, পিতা।

ধৃষ্ট।—(পত্র পাঠ করিয়া সবিস্ময়ে, কণ্ঠে)—
কি আশ্চর্য্য! এ কি দেখি!
শিহরে পরাণ!
'বিষদান' স্থলে 'বিষদানান'।
আমারি ত হস্তাক্ষর এই,
এই তো পত্রের তলে
স্বাক্ষর ক'রেছি নিজ নাম।
না লিখিয়া 'বিষ'—লিখি 'বিষয়া'।
ওহো,
পত্র লিখিবার কালে আছিহু চকল,
বিষয়া অক্ষরচ্যুতি ঘটয়াছে তাই।
বিষয়া তনয়া মোর,
স্নেহে সধা ভাবি তা'রে,
তাই পত্র লিখিবার কালে
বজ্রাঘাত কৈহু নিজ ভালে!
বিষয়া!

কেন তোর অজ্ঞ নাম রাখি নি, অভাগি!
দিক্ দিক্, কি কাজ করিহু নিজে!
অহো, আশা ভেঙে গেল,
হিতে বিপরীত হ'ল।
মহারাজ চন্দ্রহাস

করিল আমার সর্বনাশ—
হইল জামাতা!
বিনাশিতে যা'রে কৈহু কুটিল মন্ত্রণা,
আমারেই সেই করিল বিনাশ।
বুঝিলাম,
ভাগ্যলিপি না হয় অন্যথা,
নহে কেন মোর লিপি মোরে দিবে ব্যথা?
যাই হোক; তবু না ছাড়িব,
চন্দ্রহাসে নিশ্চয় বধিব,
হয় হোক বিষয়া বিধবা,
তথাপি পরের পুত্র
কভু না হইবে মোর বিষয়াধিকারী।
(প্রকাশে)—যাও, পুত্র, অন্তঃপুরে।

মদন।—পিতা,
যদি আমি কোন অপরাধ ক'রে থাকি,
আমাকে ক্ষমা করুন।
বলুন, এ বিবাহে কি ত্রুটি ক'রেছি,
এখনি তা'র প্রতিবিধান করি।

ধৃষ্ট।—মহারাজকে নিমন্ত্রণ করা উচিত ছিল।
তিনি আমার প্রভু,
কিন্তু আমার কঙ্কার বিবাহ হওয়াটা
তাঁকে না জানিয়ে ভাল হয় নি।

মদন।—আপনার পক্ষে তা' তো লেখা ছিল না।

ধৃষ্ট।—বৎস, তা' আমারই ত্রুটি,
তোমার দোষ নয়।
যথা তোমার ভব সনা ক'লেম,
দুঃখিত হ'য়ে না।

মদন।—আচ্ছা,
আমি মহারাজকে গিয়ে এখন বলি;
ভ্রমবশতঃ একপ ব'টেচে ব'লে
তিনি মনঃক্লম হ'বেন না।
আপনি অন্তঃপুরে গিয়ে
নববরবধূকে আশীর্বাদ করুন।
আমি রাজবাটী চলেম।

[মদনের প্রস্থান।

ধৃষ্ট।—নববরবধূকে আশীর্বাদ।

এখন আমার আশীর্বাদ অন্তরূপ—

চন্দ্রহাস নিহত হোক !

বিষয়া বিধবা হোক !

অন্তঃপুরে এখন বা'ব না,

বা'ব মহাশয় চন্দ্রহাস নিহত হ'লে ।

চন্দ্রহাস আমার ঐশ্বর্যের ভাবী প্রভু ?

দেখ'বো দেখ'বো

কিরূপে সে আমার বিষয়াদিকারী হয় ।

[প্রস্থান ।

চতুর্থ অঙ্ক ।

প্রথম দৃশ্য ।

কুন্তলপুর—রাজকক্ষ ।

কুন্তলক ও গালব ।

—তপোধন,

কালের ঘটনা অতি অদ্ভুত,

চন্দ্রহাস কেবলরাজের পুত্র ।

ধাত্রীর গুপ্তপত্রে

সমস্ত রহস্য ভেদ হ'য়েছে ।

মন্ত্রিপুত্র মদনের প্রস্থান

রাজপুত্র চন্দ্রহাস ব'লে পাঠিয়েছিলেন যে

তাঁ'র ধাত্রী মাতার শয়নকক্ষে

মুক্তিকার নিয়ে তৎসম্বন্ধে কি আছে ।

আমি তা' শুনে মুক্তিকা বনন করিয়ে

একটি কোঁটা পেলেম ।

কোঁটামধ্যে একখানি পত্র দেখ'লেম ।

চন্দ্রহাস ধাত্রীপুত্র নয়,

মহারাজ কেবলপতির পুত্র ।

তপোধন, এই সেই চন্দ্রহাস ।

চন্দ্রহাস কেবল রাজপুত্র ন'ন,

এমন অল্প বয়সে পরম ধর্মশীল হরিভক্ত ।

মহারাজ মন্ত্রী ধর্মপুত্র বর্ধক মুক্তিবান,

তাই এমন সংপাতে কল্যাণান ক'রেচেন ।

আমিও চন্দ্রহাসকে

আমার একমাত্র কন্যা চন্দ্রকমালিনীকে

সম্প্রদান ক'রে পরম কৃতার্থ হ'লেম ।

এমন হরিভক্ত রাজপুত্র চন্দ্রহাসকে

কন্যাদান করা আমার সৌভাগ্যের বিষয় ।

গালব ।—মহারাজ,

ভগবান হরির অলৌকিক লীলা ।

তিনি এইরূপেই

ভক্তদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন ।

মহারাজ,

আপনার ন্যায় আমিও ধন্য হ'লেম ;

আমার রাজ-পৌরহিত্য সার্থক হ'ল ।

মদনের প্রবেশ ।

কুন্ত ।—বৎস মদন,

কুমার চন্দ্রহাস কোথা ?

মদন ।—তিনি

সুগল নবপত্নী এবং পুরবাসিগণের সহিত

অনবরত হরিপূজা ও হরিসঙ্কীর্তন ক'রেচেন ।

এক এক বার ব'ল'চেন,—

কুন্তলপুরের রাজগৃহে ও মন্ত্রিগৃহে

জীবের মুক্তিধরূপ হরিনাম প্রচারার্থে

হুইই আমাকে ধর্মপত্নীসুগল দান ক'রেচেন ।

কুন্ত ।—ধন্য হরিলীলা !

গালব ।—ধন্য হরিভক্ত প্রকৃতি পত্নী !

সকলে ।—ধন্য হরিলীলা !

কুন্ত ।—মন্ত্রিপুত্র,

তুমি চন্দ্রহাসকে আমার নিকট

একবার পাঠিয়ে দাও ।

আমরা হরিসঙ্কীর্তন শ্রবণ ক'র'বো ।

সকলে ।—ধন্য হরিলীলা !

[একদিকে মদনের প্রস্থান ।

[অন্য দিক দিয়া কুন্তলক

ও গালবের প্রস্থান ।

দ্বিতীয় দৃশ্য ।

ধুটবুদ্ধির বাটীর সম্মুখ ।

চন্দ্রহাস ও ধুটবুদ্ধির প্রবেশ ।

১।—বৎস চন্দ্রহাস,

আমার বড় সৌভাগ্য,

নৈলে

তোমার মত হরিভক্ত জামাতা কি লাভ হয় ?

আমার ন্যায় মহারাজ কোতলকণ্ড সুখী,

তিনি তাঁ'র কন্যা চম্পকমালিনীকে

তোমার হস্তে প্রদান ক'রেচেন ।

(স্বগত)—মহারাজ নিতান্ত মূর্থ,

নৈলে তোমাকেও কন্যা দান করেন ?

(প্রকাশে)—আমি আশীর্বাদ করি,

তুমি আমার প্রিয়তমা কন্যা বিষয়া

এবং রাজকন্যা চম্পকমালিনীর সহিত

চিরকাল সুখসচ্ছন্দে কালযাপন কর ।

(স্বগত)—দুরাত্মন,

তুই আমার মর্শ্বভেদ ক'রেছিস্ ।

যথাকথঞ্চিৎ

এখনো আমি জীবিত আছি বটে ;

কিন্তু তুই জীবিত থাকলে

আমার চিন্তাজরে মৃত্যু হ'বে ।

আমি বিশেষরূপে অনুধাবন করে দেখলেমু—

আমাদের উভয়ের জীবন,

ইহলোকে থাকবার নয় ।

এক জনের জীবনের জন্য নিশ্চয়

অপরকে অকালে জীবনবিসর্জনে কতে হবে ।

পাপিষ্ঠ,

আমি তো'র পিতা মাতাকে

এখন শূলে দিতেম,

কিন্তু দৈববশতঃ তুই রাজজামাতা হ'লি,

সুতরাং এখন আমাকে সে বিষয়ে

কিছু দিন নিরস্ত থাকতে হ'ল ।

অগ্রে তোকে বিনাশ ক'রবো,

তা'র পর তো'র ।

পরধনশোভী,

আমার ঐশ্বর্যের চেয়ে,

তো'র ক্ষুদ্র জীবন কখনই প্রের নয় ।

অদ্যই তো'র শেষ দিন উপস্থিত ।

অদ্যই চম্পকমালিনী ও বিষয়া বিধবা হবে ।

(প্রকাশে)—বৎস চন্দ্রহাস,

এখন তোমার একটি কার্য বাকী আছে ।

চন্দ্র।—কি কার্য, বলুন ?

ধুট।—আমাদের কৌলিক প্রথা আছে—

বিবাহান্তে বরকে একাকী গিরে

আমাদের কুলদেবতা চণ্ডিকার

পূজা ক'তে হয় ।

অদ্য তুমি সন্ধ্যার সময় পঞ্চপুষ্পাদি নিয়ে

দেবী চণ্ডিকাকে

পূজা ও নমস্কার ক'তে যা'বে ?

তা' না ক'লে বিবাহ সফল হ'বে না ।

চন্দ্র।—বে আজে,

● সন্ধ্যার সময়

মাতা চণ্ডিকার পূজা ক'তে যা'ব ।

কোথায় তাঁ'র মন্দির ?

ধুট।—এই কুস্তলনগরের বহির্ভাগস্থ অরণ্যে ।

চন্দ্র।—বে আজে—

আমি নিশ্চয় সন্ধ্যার সময় সেখানে যা'ব ।

[চন্দ্রহাসের প্রস্থান ।

ধুট।—এই বার আমার আশা পূর্ণ হ'বে ।

চণ্ডালদের গোপনে গোপনে ব'লে দিয়েছি

তা'রা আজ সন্ধ্যার পূর্বে হ'তেই

সমস্ত

বনমধ্যস্থ চণ্ডিকামন্দিরে পুকারিত থেকে,

আমার আদেশমত কার্য ক'রবে ।

আজ চণ্ডিকা দেবী

নররক্তে তৃপ্তিলাভ ক'রবেন,

অথচ আমারও পরম শত্রু বিনষ্ট হ'বে ।

মা চণ্ডিকে !

ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর, মা ।

[প্রস্থান

মদনের সহিত চন্দ্রহাসের পুনঃপ্রবেশ ।

পরকে দিয়ে নিজের বিবর,
পরের তরেই চেয়ে লও ।

[প্রস্থান ।

মদন—সন্ধ্যাও তো প্রায় হ'য়ে এল,
মহারাজ যে তোমাকে ডেকেছেন,
তাই আমি ভাড়াভাড়ি এলেম ।
তিনি, তোমার মুখে হরিগুণগান শুনবেন,
তাই উদগ্রীব হ'য়ে
তোমার অপেক্ষার আছেন ।
ভূমি অগ্রে মহারাজের নিকট যাও ;
আমি ততক্ষণ তোমার হ'য়ে,
গজপুস্পাদি নিয়ে মা চণ্ডিকার মন্দিরে যাই ;
তা'র পর ভূমি সেখানে বেও ।
উভয়ে দেবীদর্শন ও পূজাদি ক'রে
একত্রে গৃহে ফিরবো ।

চন্দ্র—দেবীপূজার পর
মহারাজের নিকট গেলে হ'বে না ?
মদন—মহারাজ যে তোমার জন্য অস্থির ।
চন্দ্র—আচ্ছা, তবে তাঁ'রই কাছে অগ্রে যাই,
ভূমি দেবী-মন্দিরে আমার জন্য
কিয়ংকাল অপেক্ষা ক'রে থাকে ।
আমিই শীঘ্রই সেখানে যা'ব ।

[মদনের প্রস্থান ।

(গীত)

পরের তরে আপন ভুলে
পরের প্রাণে প্রাণ মিশাও ।
পরম দয়াল পরমব্রহ্ম,
পরের ভূমি নিজের নও ॥
হৃষ্টি তোমার পরের তরে,
হৃষ্টি তোমার পরের পরে,
পরের তরে অগুণ হরি,
আকার ধ'রে সগুণ হও ॥
পরের তরে কার্য্য কর,
পরের তরে কেবল যেহুঁরা,
পরের চোখে চেয়ে দেখ,
পরের কথাই কথা কও :—

তৃতীয় দৃশ্য ।

অরণ্যমধ্যে চণ্ডিকার মন্দির ।

(বড়, বৃষ্টি, বিহুং ও বজ্রপাত)

মশান্ত্রে দুইজন ছদ্মবেশী চণ্ডালের
প্রবেশ ।

১ চ।—কি গেরো !

কোথেকে সন্ধ্যাবেলা ঝড় বৃষ্টি এল ।
চল চল শীগগীর মন্দিরের ভেতর ঢুকি ।
মন্ত্রী মশরের আর দিন অ্যাপ নেই,
আজি কাট'তে হ'বে ।

২ চ।—তা কি করবি বল, ভাই,

বক্সিস্টে কত টাকার জানিস্ তো ?

১ চ।—তা খুব বটে, চিরকাল ব'সে ব'সে মদ খা'ব ।

চল, এখন মন্দিরে ঢুক,
দোরের কপাট এঁটে কোণে লুকিয়ে থাকি ।

২ চ।—আচ্ছা ভাই,

বস্তুর হ'য়ে জামাইকে কি কেউ খুন করে ?

১ চ।—আরে শালা !

জামাই তো মেরে ম'লে পরের ব্যাটা,
আমরা নিজের ব্যাটাকেই
টাকার লোভে দকারফা করি ।
বুঝলি টাকা এরি জিনিষ ?

২ চ।—তা ঠিক কথা,

নৈলে

আমরাই বা এ কাজ ক'তে আসবো কেন ?
নে—লুকুই চ, ভিজ মলুম ।

(উভয়ের মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিয়া দ্বারবন্ধ করণ)

(পুনর্বার বজ্রপাত ইত্যাদি)

পুস্পাদি লইয়া মদনের প্রবেশ ।

মদন।—সহসা এ কি হৃদয় ?

বাক্য,

চন্দ্রহাস

আচ্ছা, অ

আবার রাজ

কথা অধির !

কল ?

আমি রেখে

ক আমি ।

লিখের হারোয়াটন

রাধিবার চেটা ; এ

চণ্ডালঘরের বাহি

মদনকে পুনঃপুনঃ

উহ ! প্রাণ যায় ! প্রাণ

মা চণ্ডকে,

আমি মহিষাসুর নই, শুভনিশ্চয়

মা, আমি যে তোর ভক্ত পুত্র ।

ভক্তরক্তে কেন তোর ইচ্ছা হ'ল, ম

ওহো !—বড় বদ্বন্দী ! প্রাণ গেল !

চন্দ্রহাস !—চন্দ্রহাস !

যদি এসে থাক, পালাও পালাও !

আমার প্রাণ যাক, ক্ষতি নাই,

কিন্তু তোমার প্রাণে যেন আঘাত না লাগে ।

আমার চেয়ে তোমার প্রাণের মূল্য অনেক ।

তুমি পরম হরিভক্ত ;

হরিই তোমায় রক্ষা করবেন ।

হরি ! হরি !

আর কথা কইতে পারি নি !—

বড় কষ্ট !—উঃ !

হরি !—হরি !—

(মৃত্যু)

চ।—(সত্যে)—অ'্যা, ক'ল্লেম কি ?

এ তো চন্দ্রহাস নয়—মদন যে ?

হার হার,

মন্ত্রী মশরকে পুত্রহার ক'ল্লেম !

আমরাও যে শূলে বা'ব !

কি হ'বে, ভাই !

চ।—দেশ ছেড়ে পালাই চল ।

[উভয়ের প্রস্থান ।

মৃগবুদ্ধির প্রবেশ ।

মৃগ।—কই ? কই ?

কোথায় হুটের মৃতকার ?

এই যে ভূতলে পড়ি'বার গড়াগড়ি ।

মনোবাহা পুরিল আমার,

মহাবৈরী হইল সংহার ।

আজ চণ্ডালগণের দিব আশাতীত পুরস্কার

আরে আরে হরিভক্ত চন্দ্রহাস,

কোথা তোর হরি এবে ?

এই বুঝি হরিভক্তি ?

কই হরিভক্তি-বলে নারিলি জীবিতে ?

মোর উপার্জিত অর্থে গঠিত ভূষণ

দ্বিরাছে মদন এরে বিবাহ সময়,

ইহার শরীরে

এখনো সে সব আছে ।

মন্ত খুলিরা ল'ব

ভক্ত ইহারে দিব আমার ভূষণ ?

(করিতে গিয়া)—

আহা, এ কি হ'ল, এ ।

পুত্র ম'লো শত্রু বেঁচে গেল !

হা পুত্র !—হা পুত্র !—

কি হ'ল কি হ'ল তোর,

কোথা গেলি কেলি' মোরে ?

ছি ছি, কি নিষ্ঠুর আমি,

আমা হ'তে মৈল পুত্র মোর !

দিক্ দিক্ মোরে !

কি ক'রে করিমু হেন কাজ ?

এখনো কি হেতু বাজ নাহি পড়ে শিরে ক

মা চণ্ডকে,

পুত্রহার করিলি আমার,

এই কৈ মা ছিল তোর মনে ?

না না—আদিই পাতকী,

করিসু যেমন পাপ করি,
ধর্ম তাঁর দিল প্রতিফল !
করিতে পরের মন্দ
নিজ মন্দ অঙ্কেই যটিল !
আহা,

বুঝিলাম এতক্ষণে—
বৈকবের বৈকবের হরিই জীবন ;
সে জীবন কে পারে নাশিতে ?

বুঝিলাম এতক্ষণে—
বৈকবের করি' অপমান,
হারাছিসু আপন সন্তান !
পুত্র রে ! উঠ উঠ,

পিতা বলি' ডাক একবার ;—
দক্ষ প্রাণ জুড়া রে আমার !
চন্দ্রহাস-করে দে রে বিষয়াসে,
আর তোরে কিছু বলিব না ;
পিতা-ব'লে জুড়া রে যত্না !

হায় হায়,
পুত্র নাহি কথা কয় !
বৈকব-বিদ্রোহী বলি' মোরে
পিতা বলি' নাহি ডাকো আর !

কি কাল আমার ছার প্রাণে ?

নহন যেখানে
আমিও সেখানে বা'ব ।
যে ঐশ্বর্য-লোভে মাতি' কৈনু মহাপাপ,
সে ঐশ্বর্য দিল শেষে মহা পরিতাপ ।
স্বর্গস্থ থেবেছিহু বা'য়,
এবে সে ঐশ্বর্য নরক-বরণা !
শত বিক্ সে পাপ ঐশ্বর্যে !
শত বিক্ আমা হেন ধনলোভী জনে !
পুত্র রে !

একাকী যেও না,
পথে ধনপ্রলোভন আছে,
বিপদে পড়িসু পাছে,
আমিও বাইব সাথে, দাঁড়া, বাপ !

(ববকে সতর্কবিজ্ঞপ্তি ও মৃত্যু)

বরবেশে চন্দ্রহাসের প্রবেশ ।

চন্দ্র (কীর্তনের স্বরে) —

হরিনামে পানী তবো,
হরি বল মন মধুর স্বরে ।
বনবাগী তরু লতা
পায় হরিনাম-গাথা ;
করতালরূপে বাজে পাতা
পবন বাজায় শিখা রে !
ভাব-আবেগে—ও মন !—
ভাব-আবেগে মেখে মেখে
মৃদঙ্গ-শাব উঠে ;

আহা,
জগজ্জননী শিবের ঘরনী তারা
হইয়ে আপিনহার।

নির্জন বনে অচল নয়নে
অগন হরির ধ্যানেন ।

আহা, এমন হরিরে তুলে
কেন আছ, ভোলা মন ?

মায়ায় হলন জীবন মরণ
সুখ দুখ ধন জন,

ও মন ! ছাড় হেন মায়া,
পা'বি শান্তি-ছায়া,

এক বার ভক্তিভরে মধুর স্বরে
হরি হরি বল রে !

(কথায়)—আমার বিলম্ব দেখে
ধার্মিক মদন কি রাগ ক'রেচেন ?

না, তিনি রাগ করেন না,
আমি হরিনাম ভালবাসি ব'লে

বরং তিনি আমার ভালবাসেন ।
সুটিবড়ের দুর্দোষ দেখে

তিনি একাকী দেবীমন্দিরমধ্যে আছেন ।
আমিও বাই ।

(অগ্রসর হইয়া)—এ কি ! কে এ দু'জন

(দেখিয়া)—হায় হায়, কি সর্বনাশ,
রাজমন্ত্রী ও মন্ত্রিপুত্র নিহত !

ব্রতস্বর রক্তচিহ্ন !

হায় হায়, পিতা পুত্রে প্রাণহীন।

মা চণ্ডিকে,

এ কি লোমহর্ষণ কাণ্ড, মা ?

কে এঁদের হত্যা ক'রেচে ?

কিছুই বে সুকণ্ঠে পাচ্চি নি—

মনে দারুণ সন্দেহ হ'চ্ছে।

মা,

তোমার পূজা ক'ন্তে আস্তে

আমার কিছু বিলম্ব হ'য়েচে ব'লে কি

তুমিই এঁদের হত্যা ক'রেচ ?

জননি,

লোকে তোমার রক্ত-পিপাসু বলে,

এ কি মা তা'রি দৃষ্টান্ত ?

মা, তুমি তো রক্ত-পিপাসু নও,

তুমি হরির চিৎসরূপিণী পরমা বৈষ্ণবী,

তুমি নিজে কখনই তো জীবহত্যা কর না।

কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, পাপ

ইত্যাদিই জীবের শত্রু,

এরাই দৈত্য—এরাই যজ্ঞীয় পশু,

তুমি এদের হত্যা ক'রে

এদের রক্তে আপনাকে রঞ্জিত কর।

মাঃসলোভী মনুষ্য

স্বকাণ্ড সাধনের জন্য

নিজে জীবহত্যা ক'রে

তোমাকে অন্যায়রূপে তা'র কারণ বলে ;

কিন্তু তুমি নিজে জীবহত্যা কর না।

হরির স্বষ্ট জীবের প্রতি

তোমা হেন জীবপালিনী কখন নিষ্ঠুর নয়।

বল মা, এ কাণ্ড কে ক'রে ?

হায় হায় ! আমা হেন অভাগাকে

অগম্যতা চণ্ডিকা বে কিছুই ব'য়েন না !

ওহো, এতকণে বুকেচি—

আমা হেন পাতকীর হরিসাধন হয় নি।

আমি, বোধ হয়, কোন পাপ ক'রেচি—

হয় তো আমার নামসাধনের ক্রটি ঘটেচে—

যুগে হরি হায় ব'লেচি,

মনে হয় তো সংসার-মুখে যেতেছি ;

পাপকে পুণ্য ভেবে মনে স্থান দিইচি ;

সেই পাপেই আজ এমন হ'ল !

ছি ছি, লোকে আমার কি ব'লেবে ?

ব'লেবে,—পাপিষ্ঠ চন্দ্রহাস,

তোমার পাপে ছ'টি জীবহত্যা হ'য়েচে।

হায় হায় ! এ কি হ'ল ?

হরি ! হরি ! আমি মহাপাপী,

আমি জীবিত থাকলে,

না জানি,

আমার পাপে আরো কত জীবহত্যা হ'বে।

আমার এ পাপ জীবনে প্রয়োজন নাই।

মা চণ্ডিকে,

তুমি সকল কণ্ঠের পৃথক পৃথক সাকী ;

আমি তোমার সম্মুখে

আমার পাপ জীবন বিসর্জন করি,

তুমি আমার হরিকে এ কথা ব'লো, মা !

(বন্ধে অত্যাধাতোদ্যোগ)

সহসা মূর্তিমতী চণ্ডিকার আবির্ভাব ও

চন্দ্রহাসের হস্ত ধারণ।

চণ্ডিকা।—কান্ত হও, বাছাধন,

অত্যাশ-আশা কর পরিহার।

চন্দ্র।—(প্রণাম করিয়া)—মা !

কোন মুখে ধরিব এ ছার প্রাণ ?

চণ্ডিকা।—তোমা হেন হরিভক্ত ত্যজে যদি প্রাণ,

তবে এই পাপ ধরাতলে

কে করিবে হরিনাম গান ?

তাপিপ্ৰাণে কে ঢালিবে হরিনাম-হুধা ?

কে খুলিবে পাতকীর মুক্তির দুয়ার ?

ধন্য তুই !—ধন্য হরিভক্তি তোমার !

চন্দ্র।—হরিভক্তি কই, মা, আমার ?

পাপ-ভক্তিময় প্রাণ মোর।

আহা, মোর মহাপাপে

জীবহত্যা হরির সংসারে !

চণ্ডিকা।—না রে, বৎস, তোমার পাপ বহু,

নিজ পাশে ধুইবুড়ি তাজিল জীবন।

জনকের পাশে পুত্রও তাজিল প্রাণ!

বা'ই হোক,

অনলে হুণ্ডভুজি কথা—

মরণে জীবের শুদ্ধি তথা।

ধুইবুড়ি পুত্র সনে পাশযুক্ত হৈল এতক্ষণে।

শোক দুঃখ না করিও আর,

শুন বচন আমার,

প্রাণ-সঞ্জীবন হরিনাম

ধুইবুড়ি মদনের কাণে করাও শ্রবণ

করে স্পর্শি' দেহাকার শির।

পুন প্রাণ পাইবে হু'জনে।

চন্দ্র।—মা গো! এ কি লীলা তোর, জীবনদায়িনি?

চণ্ডিকা।—বৎস চন্দ্রহাস,

এ নহে আমার লীলা।

লীলাময় হরি,

এ—হরিলীলা।

চন্দ্র।—খুশ হরিলীলা!

চণ্ডিকা।—শোন, বৎস,

হৃদবেশে এখনি বাইয়া আমি,

আনি হেথা পৌরজনগণে,

তব বাপ মায়ে,

নব পত্নীরয়ে তব,

মহারাজ কোত্তলকে,

আর আর নরনারীগণে।

সে সবার সনে

আমার মন্দিরে কর হরিসঙ্কীর্ণন।

এ নিবিড় বনে আছি বহুকাল,

কিন্তু হরিগুণগান কভু শুনি নাই।

আজ ধন্য হ'ব আমি

তোর মুখে শুনি' হরিগুণগান।

অলক্ষ্যে শুনিব হরিনাম,

তুই বই কেহ না কেঁপেবে মোরে।

জীরাও এ গোঁহে।

চলিলাম আমি।

(চণ্ডিকার আশ্রয়ান)

চন্দ্র।—(মদন ও ধুইবুড়ির শিরস্পর্শ করিয়া, হুরে)।

হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল!

মদন ও ধুইবুড়ির পুনর্জীবন লাভ।

ধুই।—(মদনের প্রতি)।

পুত্র মে,

কিরূপে জীবিত হ'লি?

যে তোরে জীবিত কৈল,

সে যা' চায়, দিব তা'রে তা'ই।

জননী চণ্ডিকা সাক্ষী।

চন্দ্র।—পুজনীয় বস্তুরঠাকুর,

শুধু তব পুত্র নয়,

তুমিও নিহত হ'য়েছিলে।

এক মাত্র হরিনাম-বলে

পিভা পুত্রে পাইলে জীবন পুন।

ধুই।—বৎস চন্দ্রহাস,

বটে বটে,

হরিনাম শুনিয়াছি কাণে।

কেবা শুনাইল অমৃতস্বরূপ হরিনাম?

চন্দ্র।—তোমার কিঙ্কর চন্দ্রহাস।

ধুই।—প্রতিজ্ঞা ক'রেছি,

কিবা চাও, করিব প্রদান।

চন্দ্র।—অন্য কিছু নাহি চাই,

এ সংসারে কেহ নহে কা'র,

ধন-জন সকলি অসার,

একমাত্র হরিনাম সার,

হরিনাম জীবের জীবন,

হরিনাম মুক্তির সম্বল,

হরিনাম স্বর্গের সোপান;

চাই শুধু এই হরিনাম।

দেব! পেয়েছ নূতন প্রাণ,

পেয়েছ হারাণ-পুত্র যে নামের শুণে,

ভক্তিতরে বল সেই হরিনাম।

(হুরে)।—হরিবোল! হরিবোল! হরিবোল!

ধুই।—হরিবোল! হরিবোল! হরিবোল!

সকলে।—হরিবোল! হরিবোল! হরিবোল!

রাজা, রাণী, কুলিন্দ, মেধাবতী, গালব, সকলে ।—(হরিসঙ্কীৰ্ত্তন)—

বিষয়া, চম্পকমালিনী, ভক্ত বালক-

গণ ও নরনারীগণের প্রবেশ ।

সকলে ।—হরিবোল ! হরিবোল ! হরিবোল !

কুন্ত ।—বৎস চন্দ্রহাস !

মম রাজ্যে অভিষেক করিষু তোমায় ;

চণ্ডীর খজের শুভসিন্দূর লইয়া

রাজটীকা দিষু তব ভালে ।

বৃদ্ধ আমি,

চলিষু অরণ্যে এবে

হরিনামে কাটাইতে অন্তিম জীবন ।

সকলে ।—হরিবোল ! হরিবোল ! হরিবোল !

চন্দ্র ।—হরিবোল ! হরিবোল ! হরিবোল !

জননী চণ্ডিকা হরিসঙ্কীৰ্ত্তন শুনবেন ;

এস এস, সকলে মিলে

ভক্তিভরে হরিসঙ্কীৰ্ত্তন করি ।

(জয়) নন্দহলাল, ব্রজগোপাল,

ভূপ-ভূপাল হরি হে—

কৃষ্ণচন্দ্র, চন্দ্রবদন,

ভব-মাগর-ভরী হে ॥

রাধিকা-হৃদি-বিহারী শ্যাম,

বংশীধারী বঙ্কিমঠাম,

হুল্ল বন্য কুমুদাম,

পাতকি-পাপ হারী হে ॥

মনোমোহন, বাকানয়ন,

গোপিনীগণ-রঞ্জন,

চাকু গীত শুড়া, বাকা শিখিচুড়া,

ভীত-চিত-ভয়-ভঞ্জন ;—

দৈত্যবিজয়ী জঘীকেশ,

চন্দনমাখা মোহন বেশ,

গোবর্দ্ধনধর পরেশ,

দুন্দা-বিপিন-চারী হে ॥

[সকলের প্রস্থান ।

যবনিকাপতন ।

হরিদাস ঠাকুর ।

[ঐতিহাসিক ধর্মমূলক নাটক ।]*

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ ।

পুরুষ ।

নারায়ণ । চৈতন্যদেব । হরিদাস ঠাকুর
(ববন হরিদাস) । অবৈত আচার্য্য । শ্রীবাস
আচার্য্য । গোড়ের নবাব । কাজী । রহিম-
দিন । আতাউল্লা । ফতেউল্লা । রামচন্দ্র খাঁ ।
গদা । হিন্দুগণ । শাইকগণ । লোকগণ ।
গ্রাম্য বালকগণ, ইত্যাদি ।

স্ত্রী ।

লক্ষ্মী । দেববালাগণ । ইহলৌকিক মান-
সিক বৃত্তিগণ । পারলৌকিক মানসিক বৃত্তিগণ ।
মোহিনী, ইত্যাদি ।

অবতারণা ।

গোলোকধাম ।

। ঐতিহাসনোপরি লক্ষ্মী নারায়ণ উপবিষ্ট ।

চতুর্দিকে দেববালাগণ

দণ্ডায়মান ।

দেববালাগণ ।— (গীত)

জয় জয় হরি গোলোকবিহারী,

কমলা ছন্দ-রঞ্জন ।

ভব বনমাণী,

কমল-ধারী,

ভকত-বিপদ-ভঞ্জন ।

জয় রমা হরি-অঙ্ক-শোভিনী,

উজল-অচল-বিজলী-বরণী,

জয় জয় জয়

প্রকৃতি পুরুষ,

করি পদযুগ বন্দন ॥

নারায়ণ ।—(স্বরে)—

রমে ! তব প্রেম-গুণে বাঁধা মম মন,

এ গুণ ভূমিতে আমি নারিব কখন ।

বুদ্ধাবনে রাখারূপে তুমি হে যেমন,

প্রেমভক্তি দেখাইলে, কে পারে তেমন ?

সেই প্রেমভক্তি এবে কলি-জীবগণে,

শিখা'তে বাসনা মোর হইয়াছে মনে ।

প্রেমভক্তিগুণ তব ভকত ভূমিতে,

একাধারে রাখাক্ষ হইব কলিতে ।

লক্ষ্মী ।—(স্বরে)—

কে জানে তোমার লীলা,

কে জানে তোমার খেলা,

ভক্তের সম্বল তুমি, ভক্তের জীবন ।

ভকতি শিক্ষার লেগে, ধর তুমি যুগে যুগে,

কত রূপ, বিধরূপ, না ছয় বর্ণন ।

মোর উপলক্ষ করি', জীবগণে তার, হরি,

কলিতে কি মূর্তি এবে করিবে ধারণ ?

নিবেদি চরণে ধরি'। কহ মোরে দয়া করি',

নব কোতূহল মোর কর হে পূরণ ॥

* বঙ্গীয় বীণা রত্নভূমিতে অভিনীত ।

নারায়ণ ।—(হুরে)—

তোমার বরণ নিয়ে, গৌরাজ হইব, প্রিয়ে,
অন্তরে থাকিব কুম্ভ, বাহিবে রাখিবা ।
কমণ্ডলু ল'ব করে, সম্রাসীর রূপ ধ'রে,
হরিনাম দিব তা'বে, পা'ব যা'র দেখা ॥
শিখা'ব কলির জীবে, যে আমারে সদা সেনে,
তা'হার অধীন আমি চিরকাল থাকি ।
নিরুপ লুকাইয়ে, সেই ভিল্লু বাড়াইয়ে,
তা'হার অস্ত্রের বর্ষ নিজ অস্ত্রে মাখি ।
তুমি লক্ষ্মী, তুমি রাধা গৌরবরণ',
কলিতে পৌরোহিত্য তেই হইতে বাসনা ।

লক্ষ্মী ।—প্রভু !

যুগে যুগে প্রতি অবতারেই
আমি তোমার চরণ সেবার জন্ত
সঙ্গিনী থাকি,
এবার কলির জীবগণকে উদ্ধার করবার জন্য
এ দাসীকে কি সঙ্গে নেবে না ?

নারা ।—কমলে !

তুমি আমি ভিন্ন নই,
তুমি আমার শক্তিশকপিণী,
সুতরাং তুমিও এই কলিতে লক্ষ্মী নামে
আমার সহধর্মিণী হ'বে ।
তা' ছাড়া ব্রহ্মাঙ্কি দেবগণও যেমন
যুগে যুগে মর্ত্যলোকে
আমার সাহায্য করবার জন্য
অবতীর্ণ হ'য়েছিলেন,
এবারেও তাঁ'দের সঙ্গে ল'ব ।

লক্ষ্মী ।—কোন কোন দেবতা কোন কোন রূপে

তোমার সঙ্গে কলিযুগে
ভুলোকে অবতীর্ণ হ'বেন ?

নারা ।—ব্রহ্মা, হরিদাস ঠাকুর হ'বেন ;

তিনি যখনকালে জয়গ্রহণ ক'রে
আমার স্বতঃসিদ্ধ ভক্ত হ'রে
পাপিত্রাণমূল হরিনাম প্রচার করবেন ।
মহাদেব আচাৰ্য্য অট্টহস্ত হ'বেন,
আমার অংশাবতার বলরাম

অবধূত নিত্যানন্দ হ'বেন ।

দেবর্ষি নারদ শ্রীবাস হ'বেন ;
এইরূপে অসংখ্য দেবগণ ও ঋষিগণ
প্রয়োজনানুসারে

ভিন্ন ভিন্ন মূর্তি ধারণ করবেন ।

তা'রা আমার সহিত

কলিযুগের পাপী জীবগণকে

ভক্তিমূল হরিনাম শিক্ষা দিয়ে

যমের নরক হ'তে পরিত্রাণ করবেন ।

লক্ষ্মী । ধন্য, নাথ ! জীবের প্রতি আপনার দয়া !

ধন্য আপনার ভক্তবৎসলতা !

ধন্য আপনার নামমাহাত্ম্য !

দেববালাগণ ।— (গীত)

প্রেমের হরি প্রেমের তরে

বা'বেন আবার মর্ত্যধামে ।

প্রেমভক্তি শিখিয়ে দেবেন,

প্রেমের মধুর হরিনামে ॥

পাপী তাপীর পাপ ঘুচিবে,

হরিনামের স্রোত বাহিবে,

মর্ত্য আবার স্বর্গ হ'বে,

সবাই ফাঁকি দিবেক যমে ॥

প্রথম অঙ্ক ।

প্রথম দৃশ্য ।

বুড়ন গ্রাম—পথ ।

রহিমুদ্দিন, ফতেউল্লা ও আতাউল্লাহ

প্রবেশ ।

রহি ।—ওরে ফতেউল্লা ! ওরে আতাউল্লা !

এ যে বড় মুন্সিল হোলো দেখ'চি ।

মুসলমানের ঘরে কখনে

নিজের ধর্ম ত্যাগ ক'রে

লোকটা হোলো কি ?—ঐ্যা ! হি হি !

ফতে ।—কত! মুশাই! বোলবো কি বল,

হেঁদুর খরেও সেডার মত কাফের নেই ।

কোরান ছাড়ি' পুরাণ পড়ে,—

আল্লা ফেলি' হরি বলে,

নিজের মোছলমানী নাম ছাড়ি'

নিজেকে হরিদাস ব'লে পন্থচয় ধের ।

রহি ।—তোবা তোণ !

আতা ।—কত! গো !

কাফেরডা সবই বদলেচে,

ক্যাবল এড্ডা চিজ্ টিক্ রাচ্চে ।

রহি ।—কোন্ চিজ্ ?

আতা ।—কাঁছা-খোলা ।

ঐডেই ক্যাবল মৌদের মোল্লাদের সজ্জ

টিক্ আছে ।

ফতে ।—ও ভাই আতা ! যোর সমঝ হয়,

কাঁছা-খোলাডাই যত নষ্টের ধাড়ী ।

মোদের ধম্ম আর কাফের বৈরিণীর ধম্ম

ক্যাবল কাঁছা-খোলাডেই একুসা হ'য়ে গেচে ।

(রহিমুদ্দিনের প্রতি) মুসী জী !

এবার থেকে এড্ডা কাম ক'লে হয় না ?

রহি ।—কি কাম ?

ফতে ।—কাঁছা-খোলার চাল তুলে দিয়ে

খুব পাক্কা কোরে কাঁছা-আটা ।

রহি ।—দূর পাগল !

বেগে একজন মুসলমানের প্রবেশ ।

কি কোরে এলি রে ?

মুস ।—এজ্জ, হজুরের হুকুমে

হরিদাস কাফেরের কুঁড়েখান

জালিয়ে দি'য়ে এলুম ।

রহি ।—আর চিজ্ উজ্ ?

মুস ।—চিজ্ উজ্ তো কিছুই দেখি নি ।

ক্যাবল এড্ডা ছেঁড়া কাঁথা,

দুডো মাদীর হাঁড়ী,

এড্ডা কলছী,

আরেড্ডা ভিখের ঝুলী ।

রহি ।—সেওলো কি হোলো ?

মুস ।—বিলু'লু ভেঙে ফেলিচি,

জালিয়ে ফেলিচি ।

রহি ।—বাক, আপদ চুক্ গেচে ।

এবার কাফেরকে বুড়োন গ্রাম থেকে

তাড়িয়ে দিতে হ'বে ।

গীত গাইতে ২ হরিদাসের প্রবেশ ।

হরি ।— (গীত)

আমার মন মজেছে হরিনামে ।

আমার হরি বিরাজে হৃদয়-স্রোতে ॥

আ-মরি কি মন-গলানো,

প্রাণ-ভুগানো নীরব বরণ,

বাজ্জে নুপুর রুণ রুণ,

নাচছে তালে রাতুল চরণ,

বোল্চে বাধা সাধা বাঁশী,

হুল্চে কালা বাক্যামে ॥

রহি ।—দেখ, যদি মজল চাও,

তো এখনো আমাদের কথা শোনো ।

তুমি বুড়ো হ'য়েচ,

তবু তোমার একটু বুদ্ধি হোলো না ?

জাতীয় ধর্ম বিসর্জন দিয়ে

পর-ধর্ম কেন উন্নত হ'য়েচ ?

তোমার জালায় যে

মুসলমান-সমাজে

আমাদের মুখ দেখানো ভার ।

ফতে ।—ঠিক্ কত! মুশাই, ঠিক্ ।

মোদের জেনানাদের মত

মোদেরকেও পদানসিন্ হতি হ'য়েচে।—

এম্মি এই বুড়ো কাফের ।

কত! মুশাই !

আপনি খুব ভাল কাম কোরেচেন,

এই বদবস্ত্রের কুঁড়ে

জালিয়ে দি'য়েচেন ।

হরি ।—(সহাস্যে)—রহিমুদ্দিন !

তুমি আমার মন ক'ত্তে দিয়ে

ভালই করেছ ।

বাস্তবিক, তুমি আমার পরমহিতৈষী ।

ভগবান হরি তোমার মঙ্গল করুন ।

রহি ।—তুমি নিভাস্ত বাতুল ।

ছি চি, তুমি কাকেরের ধর্ম গ্রহণ করাতে

আমরা তোমাকে অন্ধ কদুবার জন্ত

তোমার বাসস্থান বন্ধ ক'লেম,

অথচ তুমি ব'লচো,

তোমার ভাল ক'রেচি ।

কতে ।—কত! মুশাই !

কাকের আপনাকে তামাসা ক'রচে ।

হরি ।—হরি হরি !

এমন কথা ব'লো না, বাবা !

আমি সরল প্রাণে—

সরল বিশ্বাসে ব'ল্চি,—

উনি আমার ভালই ক'রেছেন ।

কুঁড়েখানা থাকতে

আমার মনে এক এক বার

সংসারের মায়া ছায়া দেখা দিত,

তা'তে কোরে হরি-সেবার

কখন কখন ব্যাঘাত হোতো ।

এখন হ'তে আমার মনে

আর ছার কুঁড়ের কথা জাগ্বে না,

সুতরাং হরিপুজারও

কোনরূপ বাধা ঘটবে না ।

তাই ব'ল্চি,

রহিমুদ্দিন !

তুমি আমার বখাৰ্হ হিউষী ।

রহি ।—(স্বগত)—তাইতো । বুড়ো বা ব'ল্চে

তা'র গুট মর্শ্ব অতি বিচিত্র বটে ।

(প্রকাশে)—দেখ,

তুমি যদি পথেরে থেকে

এইরূপ ভাব প্রকাশ ক'তে,

তা' হ'লে তোমার প্রতি

আমাদের এরূপ বিদ্বেষভাব হোতো না ।

হরি ।—রহিমুদ্দিন !

তুমি যেমন আমার কুটার বন্ধ ক'রেছ,

সেইরূপ

তোমারও একটি কুবন্ত বন্ধ কর,

তা' হ'লে আমাদের উত্তরেরই

বখেটে মঙ্গল হ'বে ।

রহি ।—কি কুবন্ত ?

হরি ।—এই যে তা'র নাম উচ্চারণ ক'রে ।

রহি ।—কি ?

হরি ।—বিদ্বেষভাব ।

রহি ।—না,

আমি কাকেরের কথা গ্রাহ্য করি না ।

হরি ।—হরি তোমার মঙ্গল করুন ।

রহি ।—দেখ,

তুমি যদি নিজের মঙ্গল চাও,

তবে বুড়ন গ্রাম ত্যাগ কর ।

এখানে আর কণমাত্রও থাকলে

তোমার ষোরতর বিপদ ঘটবে ।

তোমার বিপকে

সমস্ত মুসলমান কিপ্ত হ'য়েচে ।

[হরিদাস বাতীত সকলের প্রশ্নান ।

হরি ।— (গীত)

হরি হরি বোলে, কবে বা'ব চোলে,

ছাড়ি' এই ভব, তাই ভাবি মনে ।

এ ভবের আলা, করে কালা পালা,

বেড়ে গেল বেলা জীবন-দগনে ॥

ধাকিবা না আর এ ছার ভবে,

এ ভবে কে সুখী হ'য়েছে কবে,

বেধানে প্রাণের শান্তি হ'বে,

চল, মন, সেবা স্মরিত গমনে ॥

[প্রস্থান ।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

ফুলিয়া গ্রামের পার্শ্বভাগ।

গ্রাম্য বালকগণ।

গ্রাম্য বালকগণ।— (গীত)

আর রে কানু, মোহন বেণু বাজিরে, ভাই।।
চল রে ফিরে, ধীরে ধীরে ঘরকে বাই।
ডুবলো ভানু, বডেক বেহু, আর থাকে না গোটে
ধেমুর আগে অনুরাগে বাতুরগুলি ছোটে,
আর বেলা নাই—আর বেলা নাই,
চল রে ফিরে, ধীরে ধীরে ব'লুচি ভাই।।

হরিদাসের প্রবেশ।

হরি।—(সানন্দে)—ওরে বাপ সকল।

আহা, বড় মধুর গান গাইলি।

এই নে—ফল ধা।

(ঝুলি হইতে ভিড়ালক্ক ফল লইয়া
সকলকে প্রদান)

হা রে বাবারা!

তোরা কা'র কাছে এই পানটি নিবেছিস?

১ বালক।—আমাদের ফুলগায়ের

একজন বৈরিণী ঠাকুরের কাছে।

হরি।—এ মনোহর পানটি কে রচনা ক'রেচে!

২ বালক।—ভুনেচি,

শান্তিপুত্রের অটৈষতি ঠাকুর।

হরি।—(উদ্দেশে নমস্কার করিয়া)—দন্য তিনি!

ওরে বাপ সকল! ব'লুতে পারিস,

অটৈষত ঠাকুর এখন কোথায় আছেন?

৩ বালক।—কেন বাবাজী?

হরি।—আমি তাঁকে বর্ণন করবো।

৪ বালক।—গোসাজি ঠাকুর।

তা' আমরা ব'লুতে পারি নি।

আমরা এখন বাই—ফল খাই যে।

হরি।—এস বাবারা!

[গ্রাম্য বালকগণের প্রস্থান।

হরি।—

(গীত)

এক বাঁধনে বাঁধা আছি,

এলি আমার মনে লাগে।

নামটি শুনে আমার মনে

রূপটি গো তা'র কেন লাগে?

ধ'ব্বো তা'রে খুঁজে খুঁজে,

রাখ'বো সাথে প্রাণের মাঝে,

পূজ'বো তা'রে, ভজ'বো তা'রে,

মজ'বো তা'রি অনুরাগে।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

ফুলিয়া-সমিহিত বেনাপোলের অরণ্য।

হরিদাস হরিধ্যানে উপবিষ্ট।

কিয়ৎক্ষণ পরে কাজীর সহিত রহি-

মুদ্দিন ও মুসলমান পাইক-

গণের প্রবেশ।

কাজী।—কই সে কাকের?

হরি।—এই যে, হজুর!

কাজী।—এই ভণ্ড ব্যাটা

আমাদের মুসলমান জাতির কলঙ্ক?

আজ উপযুক্ত সাজা দেবো।

(নিকটে অগ্রসর হইয়া)—

আরে কাকের!

হরি।—(নিরুত্তর)

কাজী।—(হরিদাসের মস্তক সঞ্চালন করিয়া)—

এই কাকের!

হরি।—(ভয়প্রদান হইয়া)—কে, কাজী সাহেব?

কাজী।—কেন তুমি নিজধর্ম ত্যাগ কোরে

পরধর্ম গ্রহণ ক'রেচ?

হরি।—তুমি বিচারপতি হ'লে

এ কি ব'লুচো, বাবা?

আমি বড় দুঃখিত হ'লেম।

ধর্মের আবার নিজত্ব পরত্ব কি ?

যখন ঈশ্বর এক বই চুই নয়,

তখন ধর্মও এক বই চুই নয়;

ধর্মই ঈশ্বর—ঈশ্বরই ধর্ম।

কাজী।—তুমি আল্লা না বোলে হরি বল কেন ?

হরি।—যিনি আল্লা, তিনিই হরি,

যিনি হরি, তিনিই আল্লা।

কাজী।—তবে তুমি আল্লা বল না কেন ?

হরি।—বাবা !

ভগবান্ যা'র মনে যে নামে জাগেন,

সে, সে নামে তাঁ'কে ডাকে।

কল কথা,

ঈশ্বরের নাম নাই—রূপ নাই—

তিনি নিরাকার ত্রুক্ষ।

কেবল জীবগণ নিজ নিজ তৃপ্তির জন্য

নিজ নিজ অভিকৃতিমতে তাঁ'কে ডাকে।

তুমি যেমন আল্লা বোলে তৃপ্ত হও,

আমিও তেমন হরি বোলে তৃপ্ত হই।

আবার শোন, বাবা !

(গীত)

প্রাণে যে নাম আপ'নি জাগে,

সেই নামে হে'ডাক তাঁ'র

ধার করা নাম নয় হে কিছুই,

প'ড়ে থাকে ফাঁকের বায়ে ॥

বারে জিনিষ নরকো নিজের,

তাই বলি হে ভক্তিভরে ;—

নিজের ভেবে নিজের নামে

ডাক তাঁ'রে বায়ে বায়ে ॥

হরি।—কাজী সাহেব !

আপনি কাফেরের কোন কথা

শুনবেন না।

বিধর্মীর বধেই শান্তি হওয়াই উচিত।

কাজী।—অবশ্য—অবশ্য

এ যখন মুসলমান হ'লে

হিন্দুর ধর্ম গ্রহণ করলে

তখন এর চূড়ান্ত শান্তি হওয়াই উচিত।

পাইক।

তোমরা একে বন্দী ক'রে

নবাবের দরবারে নিয়ে চল।

১ পাইক।—যো হুকুম, খোদাবন্দ !

(হরিদাসকে বন্ধন)

হরি।—

(গীত)

এ ভববন্ধন কবে হ'বে মোচন,

পরম করুণাময় হরি হে ।।

পাপের মজ্জণা, দিতেছে বহুপা,

আর যে সবে না—মরি হে ॥

হরি, তব শ্রীপদ, স্মরিলে বিপদ,

জীবের নাহি রয়, জানি ;—

হে প্রভু দয়াময়, খণ্ড শমন-ভয়,

দেহ অভয়-মূল-চরণ-তরী হে ॥

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

শান্তিপুর—রাজপথ।

কএক জন হিন্দুর প্রবেশ।

১ হিন্দু।—(সহৃদে)—আহা, কি অত্যাচার !

মুসলমানের সদয়ে

কি একটুও দয়া মায়া নাই ?

অমন পরমহরিভক্ত হরির গুকে

বন্দী ক'রে নিয়ে যাচ্ছে !

আমরা গুকে গুরুর মত ভক্তি করি।

হায় হায়, আমাদের চক্ষের সমক্ষে

গুরুর অপমান—গুরুর পীড়ন !

২ হিন্দু।—ভাই, যা' থাকে কপালে,

এস আমরা হরিদাস ঠাকুরকে

কাজীর হাত থেকে কেড়ে নি।

১ হিন্দু।—ভাই, যা' বল'চো, তা' করা উচিত।

কিন্তু যদি কৃতকার্য না হই,

১ নতুন হিন্দু আমরার তো মনুষ্যই,

কিন্তু হরিদাস ঠাকুরকেও যে
আমাদের মত ম'ন্তে হ'বে ;
সে যে-বড় কষ্টের বিষয় ।
হঠাৎ শোক হুঃখ রাগের বেশে
কোন কাজ করা ভাল নয় ।
দয়াময় হরি তাঁ'র ভক্ত হরিদাসকে
এই ঘোর বিপদ থেকে উদ্ধার ক'রবেন ।
এস, আমরা সকলে মিলে
হরিদাস ঠাকুরের মূর্তির অঙ্ক হরিলুট দি ।
তোমরা একটু অপেক্ষা কর,
আমি বাতাসা, জল আনি,
আর ছেলেদের ডেকে আনি ।

[প্রস্থান ।

৩ হিন্দু ।—হে হরি দয়াময় !
যেন নির্দোষ নিষ্ঠুরের হস্তে
তোমার ভক্তের অস্ত্র
একটি আঁচড়ও না লাগে ।
কৃষ্ণ !
ভক্তের অস্ত্র ব্যথা লাগলে
তোমার দয়াময় নামে কলঙ্ক রটনা হ'বে ।

বাতাসা ও জল লইয়া বালকগণের
সহিত প্রথম হিন্দুর পুনঃপ্রবেশ ।

২ হিন্দু ।—(১ হিন্দুর প্রতি)—মুখমো !
তুমি শ্রীহরিকে এই বাতাসা নিবেদন ক'রে
হরিলুট দাও ।
১ হিন্দু ।—(তজ্রপ করিয়া)—ওরে ছেলেরা !
হরিবোল ব'লে হরিলুট কুড়ো ।

(বালকগণের তজ্রপ করণ)

২ হিন্দু ।—(বালকগণের প্রতি)—বাবায়া !
এই বার একটি হরিগুণগান গেয়ে
সকলে যবে যাও ।

বালকগণ ।— (গীত)
হরি দয়াময়, ভীত-জ্বন-জড়,
: সঙ্কট-খণ্ডন কৃষ্ণ মুরারে !

নীল-জলদ-তনু, জ্যোতি অমৃত ভানু,
কণ্ঠ শোভিত মোতিমহারে ।
বয়স্কগণ ।—(হুরে)—
হরিবোল—হরিবোল,—হরিবোল—হরিবোল ।
বালকগণ ।—
পীত বসন-ছটা, ডালে তিলক-বটা,
মোহন আসোঁ হাস্য উগারে ।
বক্সিম লোচন, কৌজল-ল'হন,
নৃপুর ঋণুসুহু বাজে সুধারে ।
সকলে ।—(হুরে)—
হরিবোল—হরিবোল,—হরিবোল—হরিবোল ।
[সকলের প্রস্থান ।

দ্বিতীয় অঙ্ক ।

প্রথম দৃশ্য ।

গৌড়নগর—নবাবের দরবার ।
সিংহাসনে নবাব আসীন । বথাস্থানে
সভাসদগণ, কাজা ও বন্দী হরি-
দাসকে ধারণ করিয়া পাইক-
গণ দণ্ডায়মান ।

নবাব ।—(হরিদাসের প্রতি)—বৃদ্ধ !
কেন তুমি নিজ ধর্ম ছাড়ি'
পরধর্ম করিলে গ্রহণ ?
হরিদাস ! বল সত্য,
পরলোকে নিস্তার পাইবে কিসে ?
আমার বচন ধর,
পরধর্ম পরিহর,
কল্মা পড়ি' প্রায়শ্চিত্ত কর ।
হরিদাস ।—(হাস্যমুখে স্বগত)—

অদুত বিশ্বর মায়া !
নহে কেন গোড়ের নবাব
হ'বে হেন মায়া-বিমোহিত ?

(প্রকাশে)—ভুল, বাবা!

ঈশ্বর একই বস্তু,

সর্ব্বদাটে বিরাজেন তিনি ।

এক বস্তু নাম-ভেদে

সকলেই মান্য করি' থাকে ।

তিনি যা'রে করান বৈরাগ্য,

সে সেরূপ করে, গোড়পতি ।

সেই নিত্য শুদ্ধ সত্য অনন্ত ঈশ্বর

সকল স্থানেই ব্যাপ্ত আছেন নিরন্তর ।

করিলে কাহার হিংসা,

তা'র প্রতি হিংসা করা হয় ।

বৈরাগ্য লগুয়ান তিনি মোরে,

সেইরূপ করি আমি ।

ইথে যদি দোষ হয় মোর,

করহ বিচার, হে বিচারপতি !

নবাব।—বুদ্ধ হরিদাস !

সকল হইলু আমি মুক্তিভে তোমার ।

গভীর তত্ত্বের সত্তা তোমার বচনে ।

কাজী।—(দগত)—তাইতো,

নবাব বাহাদুর এ কি বল'লেন !

কাকেরের প্রতি এত দয়া !

এ তো ভাল কথা নয় ।

(প্রকাশে)—খোদাবন্দ !

একে বিশেষরূপ সাজা না দিলে,

এ লোকটা

আরো অনেক মুসলমানকে ধর্ম্মভ্রষ্ট ক'রবে ।

হয় একে শাস্তি দি'ন,

নয় এ কাকের কল্মা প'ড়ে

শুদ্ধ হ'য়ে স্বধর্ম্ম পালন করুক ।

নবাব।—(চিন্তা করিয়া)—বাস্তবিক ।

হরিদাস !

নিজধর্ম্ম করহ পালন,

কোরাণের প্রত্যেক অক্ষর

তত্ত্বভরে কর পাঠ ।

এক অনে ধর্ম্মভ্রষ্ট হেরি'

অঙ্গে না করিবে ঘেরি

পরদর্শে বিশ্বাস করিতে ।

তেঁই কহি,

বাক্য মোর না কর অজ্ঞাধা !

অজ্ঞাধা করিলে

দণ্ড পা'বে বিধিমতে ।

হরিদাস।—ঈশ্বর ব্যতীত

আর কেহ নারে দণ্ড দিতে ।

কর্ম্ম-অনুসারে জীব দণ্ডভোগ করে ।

শরীর যদ্যপি মোর খণ্ড খণ্ড হ'য়ে

প্রাণ-বায়ু বহির্গত হয়,

তথাপি জানিও হুনিচ্চর—

প্রাণারাম হরিনাম কভু না ছাড়িব ।

নবাব।—বুদ্ধ তুমি,

অবশ্যই আছে তব জ্ঞান ।

কিন্তু, কেন মৃত্যু-ভয় নাই ?

হরিদাস।—বুদ্ধ আমি,

অবশ্যই আছে মোর জ্ঞান,

তেঁই আমি মৃত্যুরে না ডরি ।

নবাব।—না, হরিদাস !

এখনো সতর্ক হও ।

হের ওই,

মৃত্যু তব হৃদয়ে শিররে ।

হরিদাস।—অমিলেই অবশ্য মরণ ;

কারার যেমতি ছায়া সাথী,

দিবসের সঙ্গী যথা রাত্তি,

তেমতি জন্মের সাথী মৃত্যু হুনিচ্চর ।

কি হেতু করিব ভয় ?

যে দণ্ড ইচ্ছা দিতে,

ল'ব আমি তুট চিতে ।

কিন্তু, এ তুচ্ছ প্রাণের ভয়ে

হরিনাম কভু না ছাড়িব ।

নবাব।—ভাল !

(কাজীর প্রতি)—কহ, কাজী !

কোন শাস্তি উপযুক্ত এর ?

কাজী।—খোদাবন্দ ।

মোর মুক্তি-মতে

প্রাণদণ্ড উপযুক্ত এর ।

নবাব ।—তুন রে পাইকগণ !

বাইশবাজারে নিরে গিরে

প্রহার করিয়া এর বধহ জীবন ।

তাহে বদি নাহি মরে,

তা' হ'লে জানিবে সবে—

‘এ বা’ বলে, সভা সে সকল ।

হরিদাস ।—(স্বরে)—

“হরে মুরারে মধুকৈটভারে !

গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে !”

সিকলের প্রস্থান ।

দ্বিতীয় দৃশ্য ।

বাইশবাজার ।

কোলাহল করিতে করিতে কতকগুলি

লোকের প্রবেশ ।

১ লোক ।—(সহৃৎ)—হায় হায় !

কি অবিচার ! কি অত্যাচার !

বিনা দোষে আজ সাধুহত্যা !

ধার্মিকের প্রাণদণ্ড ।

২ লোক ।—ছি ছি !

নবাবের কি একটু বুদ্ধিভক্তি নাই ?

১ লোক ।—নবাবের চেয়ে

সেই কাজী ব্যাটাই পাজী ?

২ লোক ।—এক ভ্রম আর ছার,

দোষ গুণ ক'ব কার ।

মুসলমানের জবাব কি এতই কঠিন ?

পরমধার্মিক বুদ্ধ,

তা'রই প্রাণ-দণ্ড !

হায় হায়, কি হ'বে ?

১ লোক ।—এস, তাই সকল,

বা'তে তা'র রায়ে

:পাইকেরা আঘাত না করে,

তা'রই উপায় করি !

(নেপথ্যে কোলাহল)

২ লোক ।—এই যে পাইকেরা

বুদ্ধ সাধুকে বেধে নিয়ে আসচে ।

যষ্টিহস্ত পাইকগণের সহিত বদ্ধহস্ত

হরিদাসের প্রবেশ ।

হরিদাস ।—

(গীত)

রে জীব ! ভজ ভজ হরি ভয়হারী ।

পাইবি প্রাণ,

পাইবি আণ,

যুচিবে সঙ্কট লোচনবারি ॥

জীবনে জাগিবে সাহস-রেখা,

যমদূত ভাগিবে না দিবে দেখা,

জ্বরে নাচিবে প্রাণের সখা,

নবজলধরতরুর মুরলীধারী ॥

১ লোক ।—ও তাই পাইক সকল !

দোহাট তোমাদের—দোহাই তোমাদের ;

বুদ্ধ সাধুর পবিত্র অঙ্গে আঘাত কোরো না ।

২ লোক ।—এ'র তো কোন অপরাধ নাই ।

আমাদের মিনতি রাখ,

হরিভক্ত হরিদাসকে ছেড়ে দাও ।

১ পাইক ।—নবাবের হুকুম রদ ক'রে কি

আমাদের ম'তে বশো ?

তোমাদের এ মিনতি রাখা

আর আমাদের প্রাণ-থোরানো একই কথা ।

আমরা তা' পারব না ।

১ লোক ।—আমরা তবে তোমাদের হাত থেকে

এ'কে কেড়ে নেবো ।

১ পাইক ।—তা' হ'লে নবাবের হুকুমে

এ বুড়োর দশা তোমাদেরও হ'বে ।

১ লোক ।—তা' হয় হোক,

তা' ব'লে চোকের সাম্নে

সাধুহত্যা কখন হ'তে দেবো না ।

এখনও বল্চি,

কথা রাখ—সাধুকে ছাড় ।

১ পাইক ।—(অপর পাইকের প্রতি)—বা তো দে,

নবাব আর কাজীকে এ খবর দে তে ।

হরিদাস ।—(দগড়)—ভাইতো,

আমার জন্ম হরিভক্তগণ

নবাবের অকুমে মৃত্যুমুখে প'ড়'বে !

এক জনের জন্য

আজ শত শত লোকের সর্বনাশ ঘটবে !

এতে যে আমি হরিপদে অপরাধী হ'ব ।

না, আর বিলম্ব করা উচিত নয় ।

(প্রকাশে)—ভাই সকল !

কেন তোমরা আমার জন্ম দুঃখ ক'চ্চ ?

নবাবের বা কাজীর ইচ্ছায় কি হয় ?

হরির ইচ্ছা পূর্ণ হোক ।

পাইকগণ !

আমাকে আঘাত ক'রে বধ কর ।

(হরিদাসকে প্রহার করিবার জন্য

পাইকগণের যষ্টি উত্তোলন)

লাকগণ ।—(ব্যাকুল হইয়া পাইকগণের পদধারণ
করিয়া)—

তোমাদের পায়ে ধরি,

লাঠি ফেলে দাও, ভাই !

বরক ওঁকে ছেড়ে আমাদের বধ কর ।

পাইক ।—সর—সর,

কোন কথা অনুবোধ না ।

(হরিদাসকে প্রহারোদ্যোগ, কিন্তু হস্তগতি

নিবৃত্ত হইয়া উল্টে অবস্থিতি)

কগণ ।—(সানন্দে)—

হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল !

দাস ।—হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল !

পাইক ।—(কষ্টে)—ও ভাই খাঁহ !

হাতের কজির খিল আটকে গেল যে !

পাইক ।—আমারও যে তাই !

দাস ।—কেমন—কেমন—খুব হ'য়েচে ।

হরিভক্তকে মারবি ? মার এই বার !

হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল !

পাইক ।—ওঃ, হাত যে নড়ে না রে,

শিরে বস্ত্র টান ধ'য়েচে ।

চল চল নবাবের কাছে যাই ।

[বেগে পাইকগণের প্রস্থান ।

সকলে ।—হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল !

হরিদাস ।—ভগবান্ হরির কৃপায়

আমাদের সকলের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হ'ল ।

এস, সকলে মিলে তাঁর নাম গান করি ।

সকলে ।— (সঙ্গীত)

জয় কৃষ্ণচন্দ্র দামোদর গোবর্দ্ধনধারণ ।

বংশীবদন, কংসঘাতন, ভক্তমঙ্গলধারণ ॥

রাধামোহন নন্দলালা,

হাস্যবদন চিকণ-কালী,

হর হর হরি ভবের জালা,

পাতকিকুলভারণ ॥

নবাব ও কাজীর সহিত পাইকগণের

পুনঃপ্রবেশ ।

নবাব ।—ফের লাঠি মার ।

১ পাইক ।—খোদাবন্দ !

হাত যে নামে না ।

কাজী ।—আল্‌বৎ নামুবে ।

১ পাইক ।—না হজুর ! কিছুতেই নামে না !

কাজী ।—তোরা এর কাছে ঘুস থেয়েছিস ।

১ পাইক ।—না, হজুর ! ঘুস খাই নি

না থেয়েই এই দশা,

খেলে না জানি আরও কি হোতো !

কাজী ।—(নবাবের প্রতি)—জাঁহাপনা !

পাইক ব্যাটারা নিশ্চয় নিমকহারাম ।

হজুরের অকুমর বধ ক'রেছে ।

নবাব ।—হঁ ! আচ্ছা,

এ সব নিমকহারামকো শির লেও ।

(পাইকগণের রোদন)

হরিদাস ।—(ব্যাকুলচিত্তে নবাবের প্রতি)—

না বাপ ! না বাপ !

এ গরিব নির্দোষীদের বধ ক'র না ।

ওরা আমার নিকট ঘুস খানি,

অথবা আমিও ওদের ঘৃণা দিই নি ।
 ঘৃণা দেওয়া বা ঘৃণা নেওয়া মহাপাপ ।
 ঘৃণা সত্যের অপলাপ করা হয় ।
 প্রভুকে বকনা করা হয় ।
 সত্য এবং প্রভু ঈশ্বরস্বরূপ,
 সুতরাং ঘৃণা ঈশ্বরের প্রতিও
 অবহেলা করা হয় ।

নবাব ।—আমি তোমার মত কাফেরের
 কোন কথাই শুনতে চাই না ।
 যে স্বর্গের জলাঞ্জলি দিয়ে
 খোদার অপমান ক'রেচে,
 সে আবার ঘৃণা দিতে ভয় করে ?

হরিদাস ।—(স্বকর্ণে হস্ত দিয়া)—হরি—হরি—হরি !
 ছি ছি, আর হরিনন্দা সহ হয় না !
 শোন, বাপ ! যদি আমি ম'লে
 তোমাদের মঙ্গল হয়,
 আমি আপনা আপনি প্রাণত্যাগ ক'চ্চি ।
 কেন রুখা সন্দেহ ক'রে
 গরিব পাইকদের মাথা নেবে ?
 (কৃতাজলিপুটে)—হরি দয়াময় !
 এই সকল ভ্রান্ত জীবদের
 কোন অপরাধ নিও না ।
 হরি ! পাইকদের হস্ত পূর্ববৎ মচল হোক ।
 (স্বগত)—গভীর ধ্যানযোগে
 ভগবান হরিকে স্মরণ করি ।
 বাহু চৈতন্য নিশ্চল ও নিশ্চেষ্ট না থাকলে,
 ভ্রমাক্রম নবাব ও কাজীর ইচ্ছা পূর্ণ হ'বে না,
 এবং নিরীহ পাইকগণও প্রাণ পাবে না ।
 (প্রকাশে)—সকলে আমার মৃত্যু দর্শন কর ।

(ধ্যানযোগে ক্রমে ক্রমে নিশ্চল হইয়া
 ভূতলে পতন)

নবাব ।—(মুখ নাসিকায় হস্ত দিয়া)—কাজী !
 সত্য সত্যই কাফের ম'রেছে ।
 কাজী ।—(ভক্তপে দেখিয়া)—
 মুসলমান ধর্মের কটক দূর হোলো ।
 নবাব ।—(পাইকগণের প্রতি)—

যা, একে নিয়ে গিয়ে
 মাটিতে গোর দিবে আর ।
 কাজী ।—না, খোদাবন্দ ! তা' ক'রবেন না ।
 তা' হ'লে ওর সঙ্গতি হ'বে ।
 কাফেরের সঙ্গতি হ'লে
 আমাদের দুর্গতির সীমা থাকবে না ।
 আমার বিবেচনায়
 একে গঙ্গায় ফেলে দেওয়াই উচিত ।
 নবাব ।—আচ্ছা, তাই হোক ।
 যা, কাফেরের লাস গঙ্গার ফেলে দি গে ।
 ১ পাইক ।—যে আজ্ঞা ।

[হরিদাসের নিশ্চেষ্ট দেহ লইয়া
 পাইকগণের প্রস্থান ।
 [সকলের প্রস্থান]

তৃতীয় দৃশ্য ।

পথ ।

হিন্দুগণের প্রবেশ ।

১ হিন্দু ।—(সহঃথে)—হায় হায়,
 কি সর্বনাশ হ'ল !
 কঠিনপ্রাণ ছুরাঝা নবাব ক'য়ে কি !
 বিধু তোমাকে, নবাব, বিধু তোমাকে !
 ২ হিন্দু ।—ভগবান কি এর বিচার ক'রবেন না ?
 ১ হিন্দু ।—ক'রবেন বই কি ।
 এই তোমরা দেখো,—
 নবাব ব্যাটা আর পাজী কাজী ব্যাটা
 কুঠে হ'য়ে ম'রবে !
 জিব পোচে পোচে খোসে প'ড়বে !
 চক্ষু অন্ধ হ'বে !
 ৩ হিন্দু ।—ব্যাটারদের মাথায় বজ্রাঘাত হোক !
 আমরা মা গঙ্গার পূজো দেবো ।
 ২ হিন্দু ।—আমর যদি ক্ষমতা থাকতো,
 তবে ও হ' ব্যাটাকে

সাত হুগুনে চোদ্দ হুগুরো কোরে
নেড়ী কুকুর দ্বিগুনে খাইয়ে দিতেম।

১ হিন্দু।—ঠিক বোলেচো, *

নেড়ে কুকুরের পক্ষে নেড়ী কুকুরই ঠিক!

৩ হিন্দু।—(নেপথ্যের দিকে দেখিয়া)—চুপ কর।

পাক ব্যাটারা এ দিকে আস্চে।

২ হিন্দু।—(দেখিয়া)—ওঃ!

ব্যাটারাদের চেয়ে ঠ্যাঙাগুলো ঢ্যাঙা দেখ!

১ হিন্দু।—বারো হাত কাঁকুড়ের

ভেরো হাত বিচি!

৩ হিন্দু।—আঃ, চুপ কর।

পাইকগণের প্রবেশ ও প্রস্থান।

১ হিন্দু।—(দেখিয়া)—ওহে,

ওরা বড় ঘাটের দিকে গেলো না?

২ হিন্দু।—তাইতো বটে।

১ হিন্দু।—চল, আমরাও যাই।

[সকলের প্রস্থান:]

—

চতুর্থ দৃশ্য।

গঙ্গাতট।

নবাব, কাজী ও লোকগণের প্রবেশ।

কাজী।—খোদাবন্দ!

কাকুরের লাস্টা গঙ্গার ভাসিয়ে দিয়ে
বড় ভাল কাজই হ'য়েচে।

এবার থেকে আর কোন মুসলমানই

কাকুরের ধর্ম গ্রহণ ক'রবে না।

নবাব।—যা'তে এ ঘটনা

শত শত লোকের কর্ণগোচর হয়,

তুমি তা'র উপায় কর।

কাজী।—আজ্ঞে, তা আর বলতে?

আমি আজই শত শত তেঁড়ারা পিটিয়ে

রাজ্যময় এ ঘটনার কথা রাষ্ট্র ক'রে দেবো।

পাইকগণের প্রবেশ।

কি রে!

কাকুরের লাস্টা ডুবে গেছে,

না ভেসে গেছে?

১ পাইক।—হজুর!

এই দিকেই ভেসে আস্চে।

ঐ দেখুন।

(সকলের নদীতলে দৃষ্টিপাত)

কাজী।—এই বার শুকনি ভাড়গিলের পেটে যাবে

নবাব।—ওহে কাজী! দেখ দেখ,

এই কিনারার দিকেই আস্চে।

কাজী।—হজুর! তাই-ই বটে।

এই যে কিনারায় এসে ঠেকুলো।

হরিদাস।—(তটসংলগ্ন হইয়া)—

হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল!

লোকগণ।—(উচ্চৈঃস্বরে)—

হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল!

নবাব।—(সবিস্ময়ে)—অ্যা—অ্যা!

এ কি হ'লো!

হরিদাস ম'রে বেঁচে উঠলো যে!

কাজী।—(সবিস্ময়ে)—অ্যা—অ্যা!

তাইতো! তাইতো!

হরিদাস।—(জল হইতে উঠিতে উঠিতে)—

হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল!

লোকগণ।—হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল!

হরিদাস।—(জল হইতে উঠিয়া)—

(গীত)

(বা'র) শীতল পারের শীতল ছায়ে

শীতল-কায় গঙ্গা বয়;

আজ্ সে হরির চরণ-তরীর

কোল পেয়েছি, কিসের ভয়?

পূণ্যভরা গঙ্গা-তোয়ে

পাতকরাশি গেছে ধু'য়ে,

এ বার গোয়া মনকে নিয়ে,

গাই গে আবার হরির জয়।

লোকগণ।—হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল!

হরিদাস।—(সহাস্ত্রে ও সানন্দে)—

নবাব ! তোমার মঙ্গল হোক ।

কাজী ! তোমার মঙ্গল হোক ।

রহিমুদ্দিন প্রভৃতি অপর বে সকল মুসলমান

আমার মৃত্যুকামনা ক'রেছিল,

তা'দেরও মঙ্গল হোক ।

নবাব ।—(কাতরভাবে হরিদাসের পদধারণ করিয়া)

সাঁধুসম !

অদ্বুত ক্ষমতা তব বুঝিলাম এবে ।

সামান্য মানব নহ তুমি,

দৈবশক্তি তোমার জীবনে ।

অপরাধ না লইও মোর,

এই নিবেদন করি পথে ।

সাঁধুপতি !

মিনতি করিয়া বলি,

ক্ষমা কর মোকে, ক্ষমাশীল !

আপনার শত্রু মিত্র সকল সমান ।

সরুজীবে দয়া তব সমান বিরাজে ।

এবে যথা ইচ্ছা তব,

সেই ধানে কর অবস্থান ।

এই গঙ্গাতীরে, সাধু !

গোফামাঝে কর অবস্থিতি ।

কাজী ।—(হরিদাসের পদধারণ করিয়া কাতরভাবে)

পুণ্যবান !

না বুঝি' ক'রেছি অপরাধ,

দয়া করি' ক্ষমা কর দাসে ।

হরিদাস ।—না, বাপ্ !

কেন দুঃখ ভাব মনে ?

হরিলীলা কে পারে বুঝিতে ?

তা'র ইচ্ছামতে চলে জীবের জীবন ।

এবে আমি লিলাম ফুলিয়া গ্রামেতে ।

তোমাঙ্কের হৃদক মঙ্গল ।

হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল !

লোকগণ ।—হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল !

[সকলের প্রস্থান ।

পঞ্চম দৃশ্য ।

ফুলিয়া গ্রাম ।

রামচন্দ্র খাঁর বৈঠকখানা ।

গদার প্রবেশ ও মদিরা পানের উপকরণ

ইত্যাদি রক্ষা করিয়া প্রস্থান ।

রামচন্দ্র খাঁর প্রবেশ ।

রাম ।—(সজ্ঞোদে)—তোর বাবার কি রে ব্যাটা !

আমার খুসি,

(হরাপান)

আমি সদ খাঁ'ব, মাংস খাঁ'ব,

(মাংসভক্ষণ)

বেশ্য নিয়ে অমোদ ক'রবো ।

তোর বাবার কি রে শালা ?

আমার বাপ পিতামহ

কষ্টেবৃষ্টে আমার জনোই তো

এত জমিদারী, টাকা কড়ি, ধন দৌলত,

জিনিষপত্র রেখে গেছে ।

কেন রেখে গেছে ?

তোর হরিপূজার জন্তে,

না তোর বোঠম-সেবার জন্তে ?

এ সকল কেবল

আমার নিজের সখ মেটা'বার জন্যে ।

ব্যাটা কোথেকে এসে হুড়ে বোসে

গ্রামখানাকে তোলপাড় কোরে তুলে ।

আবার গুরুগরি কোরে

আমাকে হিতশিক্ষে দিতে চায় ।

ঐ হতভাগা বুড়ো ব্যাটা

আমার অনেকটা ক্ষতি কোরেচে ।

গ্রামের অনেক লোককে

ভোজ্য ভাজ্য দিয়ে হরিভক্ত কোরেচে ।

ভগু ব্যাটার কুপরামর্শে

গ্রামের অনেক শালাই

ধর্মের মূখোশ পোরেচে ।

পাজী শালারা

আমাকে ধর্ম্মধর্ম্মী বোলে গাল দেয় ।

ঐ বুড়ো হরিদ্বাস শালাই তো

এই সকলের মূল ।

শালার জালায়

আর ভেমন মনের মতন এয়ার পাই নি যে

অষ্টপ্রহর তোখোড় এয়ারকি দি ।

বোতল বোতল খাঁটি

পোচে পোচে মাটি হোলো,

একলা আর কত খাব, বাবা !

বুড়ো ব্যাটা

আমার সাধের সাথে থাকি দিয়েচে ।

আমিও

ওর ভগ্নামিতে থাকি দিচ্ছি—দাঁড়াও ।

(কণেক চিহ্নিয়া)—কই,

এখনও যে মোহিনী এলো না ?

সে শালীও কি

বুড়ো শালার কুসুমন্তরে মজেচে ?

(নেপথ্যে পদশব্দ)

(ভনিয়া)—কে ও ?

নেপথ্যে মোহিনী ।—আমি ।

রাম ।—এই যে মেঘ না চাইতে জল !

মোহিনী !

তুমি দেখ্‌চি আর ম'চো না ।

মোহিনীর প্রবেশ ।

মোহিনী ।—কেন ?

রাম ।—এই তোমার নাম ক'ছিলেম ।

মোহিনী ।—(সহাস্যে)—তাই হোক,

আমি ভাব'ছিলেম,

বুনি অমর বর দিচ্ছিলে ।

রাম ।—সেটা তোমার পক্ষে নয়—আমার পক্ষে ।

মোহিনী ।—সে আবার কি ?

রাম ।—এই ত্রেতাযুগে

অশোক বনে সীতা হনুমান ।

মোহিনী ।—দূর যুগপোড়া ।

রাম ।—সেও তো তোমার আশীর্বাদে ।

তা যাক্,

একলা তো, ভাই, আর মদে মজা মজে না,

কেবল গাঁজে যায় ।

কিত্ত, মোহিনি !

মনের মতন হুজুন যদি পাই,

বোতল বোতল ওজন কোরে খাই ।

(উভয়ের মধ্যপান)

মোহিনি !

এইবার একটা আনারসী গোছের গান গাও

মোহিনী ।— (গীত)

আমায় ভরম ভালবাসে,

প্রাণ দিতে চায় প্রাণে তুলে ।

নিজের ভেবে নিজের মতন

সোহাগ করে হৃদয় খুলে ॥

কাছে এসে মধুর শোভে,

বোকা ভরম মরে কোভে,

শুকুনো ওঁড়োয় পালক ছিঁড়ে

ধড়্‌ড়িয়ে পড়ে টোলে ॥

রাম ।—বাহবা—বাহবা !

এ গানে কা'র উক্তি ?

মোহিনী ।—কেতকীর উক্তি ।

রাম ।—কেতকী অর্থাৎ কেয়াফুল ।

তুমিও আমার কেয়া ।

মোহিনী ।—তা' যাক্ এখন ;

আমাকে ডাকিয়েছ কেন ?

রাম ।—তোমাকে

একটা বিশেষ কাজ ক'তে হ'বে ।

মোহিনী ।—কি কাজ ?

রাম ।—বুড়ো হরিদ্বাস ব্যাটার

ধর্ম্মনষ্ট ক'রতে হ'বে ।

মোহিনী ।—ও মা ! সে কি কথা !

তোমার ধর্ম্মিকচূড়ামণি গোসাঁঞি ঠাকুরকে

ধর্ম্মভেদে করা আমার ক'ম নয় ।

আমার যে তা' হ'লে ধর্ম্মনষ্ট হ'বে ।

রাম ।—ভুল—ভুল—ভুল !

তোমার আরও ধর্ম্মপট হ'বে ।

মোহিনী ।—না, তা' পারবে না ;
আমি চ'ল্লৈম ।

রাম ।—না না, যেও না—যেও না ।
আমার মাথা খাও—কাঁড়াও ।

(অকলধারণ)

মোহিনী ।—আঃ, ছেড়ে কাও না ।

রাম ।—(মোহিনীর পদধারণ করিয়া)—
তবে আমার গলায় ছুরী দিয়ে যাও ।

মোহিনী ।—আঃ, জাটল ছাড় না ;
আমার অনেক কাজ আছে ।

রাম ।—এটাও কি একটা কাজ নয় ?

মোহিনী ।—না ।

রাম ।—আচ্ছা,
তোমাকে আমি ৫০০ টাকা দিচ্ছি ।

মোহিনী ।—কি গেরো, ছাড় না ।

রাম ।—আচ্ছা, ১০০০ টাকা ?

মোহিনী ।—তুমি
বরং আমার কাছে ১০০০ টাকা নিয়ে,
নিজে গিয়ে তা'র ধ্বনাশ কর ।

রাম ।—আচ্ছা, ২০০০ টাকা ?

মোহিনী ।—এ পাপের পেরাচিতি ক'ন্তেই তো
আমার ৫০০০ টাকা লাগবে ।

রাম ।—ছাই, তাই বোল্লেই তো হয় ।
আচ্ছা, ৫০০০ টাকা প্রায়শ্চিত্তের জন্য
আর ৫০০০ টাকা তোমার বকুশিশের জন্য
আজই দিচ্ছি ।

মোহিনী ।—(স্বগত)—আজ কি শুভক্ষণেই
রাত পুইয়েছিলো ।

এক্কেবারে ১০,০০০ টাকা !

কেউ যদি আমাকে নাক টাকা দেয়,

তা' হ'লে আমি

হরিদাসের হরিকেও ধ্বংস্তে ক'ন্তে পারি ।

রাম ।—চল, টাকা দি গিয়ে ।

[উভয়ের প্রস্থান ।

তৃতীয় অঙ্ক ।

প্রথম দৃশ্য ।

ফুলিয়া গ্রামের নিকটবর্তী অরণ্য ।

হরিদাস ধ্যানোপবিষ্ট ।

দূরে মোহিনীর প্রবেশ ।

মোহিনী ।— (স্নীত)

মাথাটি খাও, চোক মিলে চাও,

ও রসময় ! আমার পানে ।

এসেছি তোমার কাছে

তুষ্টে তোমার প্রণয় দানে ॥

কষ্ট কেন পাচ্চ এত,

কি লাভ ক'রে হরির ব্রত,

উভয়ে প্রেমের ব্রত

ক'রবে! এস হৃথের প্রাণে ॥

হরিদাস ।—(স্বগত)—আবার আমার পরীক্ষা !

(প্রকাশে)—অগ্নি নারি !

কিছু কাল তিষ্ঠ তুমি,

তিন লক্ষ হরিনাম জপি' একমনে,

পরে শুনিব তোমার কথা ।

(মোহিনীর দূরে উপবেশন ও হরিদাসের প্রতি

নানারূপ হাবভাব ও কটাক্ষ প্রকাশ)

(হরিদাসের পুনরায় ধ্যানোপবেশন)

[পটপরিবর্তন]

দৃশ্য—সায়রব্য ।

গান গাহিতে গাহিতে ইহলৌকিক

মানসিক বৃত্তিগণের প্রবেশ ।

ইহলৌকিক মানসিক বৃত্তিগণ ।—(স্নীত)

ও মোহিনি ! মোহন যেবে

বোস্ লো গিয়ে কাছে বোসে ।

আড়নরনে ঝাড় ঝাকিয়ে
বাঁধ ফুলহার চিকণ কেশে ॥
আঁচলখানি হুলিয়ে দে না,
বিল নে চেনা—চিনে নে না,
প্রদোভনের কাঁচটি পেতে
সাধটি মেটা হেসে হেসে ॥

[ইহলৌকিক মানসিক বৃত্তিগণের
প্রস্থান।

মোহিনী।—আর আমার ভাবনা কি?
এই যে মনের ভিতর কাঁরা এসে,
আমাকে আশা দিবে গেলো।
এই বার
রক্ত হরিদাসকে
নিজের বশে আনবো।
অনেকক্ষণ বোসে আছি,
রক্তির হৃদয় হ'য়েচে।
এইবার আমার মনস্তামনা পূর্ণ ক'রে
রামচন্দ্র খাঁরও মনস্তামনা পূর্ণ করি।

[পটপরিবর্তন]

পূর্বদৃশ্য।

হুলিয়া গ্রামের নিকটবর্তী অরণ্য।

হরিদাস ধ্যানোপবিষ্ট।

মোহিনী।—(দগত)—আ—তাইতো!
এখনো যে বুড়োর জপ শেষ হয় নি।
রাত পুইয়ে যা'বে না কি।
এমন পোড়া জপও তো কখন দেখি নি।
আর মিছিমিছি বোসে থাকতে পারি নি,
একবার ডাকি।
আমার বোধ হয়,
বুড়োর এ হরিনাম জপ নয়,
আমাকেই মনে মনে ভাবচে।
তা ভাবা কেন? একবার ডাকি।
(প্রকাশে)—ও ঠাঁহুর!

রাত যে পুইয়ে যাক?
বাকী জপ না হয় কাঁল সেরে নিও।
এখন আমার সঙ্গে প্রেমালোচন কর—
ছোটো রসের কথা কও—
একটু মুচুকি হাসি হাসো।
কাছে বোসে গায়ে হাত বুলিয়ে দেবো কি?
হরিদাস।—(নীরব)

মোহিনী।—(দগত)—আ—মহ,
কই, সাড়া দেয় না যে?
কপটী কপট জপ ক'রে
আমাকে জালাতন ক'রে।
দূর হোক গে ছাই,
আর মিছিমিছি বোসে বোসে
মশার কামড় সহিতে পারি নি।
গিয়ে জড়িয়ে ধরি।

(গাত্তোপান)

[সহসা পটপরিবর্তন]

দৃশ্য—আনারণ্য।

গান গাহিতে গাহিতে পারলৌকিক
মানসিক বৃত্তিগণের প্রবেশ।

পারলৌকিক মানসিক বৃত্তিগণ।—(নীত)

ও মোহিনী! মোহের বশে
জড়া'ন্ কেন পাপের কাসে।
জন্ম হ'বি আবার যদি
শক করিস্ কাণের পাশে ॥
কেল না টেনে পাপের বামাণ,
ও পিলাচি। সামান্য সামান্য,
ভক্তি পা'বি, মুক্ত হ'বি,
ধ'ন্ গে সাধুর চরণ কোসে ॥

[পারলৌকিক মানসিক বৃত্তিগণের
প্রস্থান।

মোহিনী।—(ব্যাহুলভাবে)—আ—আ—এ কি!
কাঁরা আমার মনের ভিতর এসে

আমাকে জ্ঞান দিয়ে গেলো ?

এতক্ষণে আমার ভয়রাশি ঘুচে গেলো,

কি এক অপূর্ণ ভাবের আবেশে

আমি মোহিত হ'য়ে প'ড়'লেম !

আমার পাপ দুঃখিসন্ধির

অচ্ছন্দ্য বন্ধন ছিন্ন ভিন্ন হ'য়ে গেলো ।

(অধিকতর ব্যাকুল হইয়া)—

হায় হায়, এ আশার কি !

ওঃ ! কি ভয়ানক নরক !

যমদূতেরা আমাকে টেনে নিয়ে গিয়ে

সেই নরককূলের বিষ্ঠায় ডুবিয়ে দিলে !

আমার বন্ধে শত শত শূল বিদ্ধ করে

ক্ষত বিক্ষত করে !

উঃ, কি নিষ্ঠাকর প্রহার !

প্রাণ যায়—প্রাণ যায় !

কি হ'বে !—কি হ'বে !

কে আছ—কে আছ—রক্ষা কর !

(ইতস্ততঃ ধাবমান)

[সহসা পটপরিবর্তন]

পূর্বদৃশ্য ।

কুলিয়া গ্রামের নিকটবর্তী অরণ্য ।

হরিনাম ।—ভয় নাই—ভয় নাই ।

মোহিনী ।—(দ্রুতপদে গিয়া হরিনামের পদ প্রান্তে

পতিত হইয়া)—

প্রভু !—প্রভু !

এই মহাপাপিনী শিশাচীকে রক্ষা কর ।

হরিনাম ।—কি হ'য়েচে ?

মোহিনী ।—ঠাকুর !

ভয়ঙ্কর বস্ত্রশাস্ত্র নরককূলে ডুবেছি !

যমদূতের কঠোর পীড়নে

প্রাণ যায়—প্রাণ যায় !

(রোদন)

হরিনাম ।—ভয় নাই, বৎসে !

একবার আমার সঙ্গে

ভক্তিতরে হরিনাম উচ্চারণ কর ।

উত্তরে ।—হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল !

হরিনাম ।—বল সত্য,

কোন ভাব আগে এখন তোমার অন্তরে ?

মোহিনী ।—প্রভু !

কুটির। বলিতে নারি মনের সে ভাব,

কিন্তু এক নবানন্দে হইলু মোহিত !

নিবিড় আধার ঘুচি'

উজ্জ্বল সঙ্গীর আলো কুটিল হৃদয়ে !

নাহিক নরককূণ্ড,

যমদূত-দণ্ড আর মৃগে নাহি পড়ে !

ঘুচে গেল নিষ্ঠাকর ভয়,

শাস্তির অন্তর-চায়ে

কি এক অপূর্ণ সুখে হইলু শীতল ।

হরিনাম ।—বৎসে !

এই যে অপূর্ণ সুখ,

যাহে চিরকাল শীতল থাকিতে পার,

পছা কর তা'র ।

মোহিনী ।—অজ্ঞান অবোধ নারী আমি,

মহাপাপে কাটা'য়েছি কাল ।

সংশ্লিষ্টা নাহিক মোর,

কিসে পাব সে পথের দেখা ?

তব পক্ষে এই ভিক্ষা মাগি,

দীক্ষা-গুরু হও মোর,

শিক্ষা দাও সে পন্থার রক্ষার উপায় ।

হরিনাম ।—মন্দ অভিসন্ধি তব বুঝি'

ইচ্ছা ক'রেছিলু মনে ছাড়িতে এ স্থান ;

কিন্তু তোমা হেন পাপিনীরে

হরিনাম লওয়াইব বলি'

যাই নাই চলি' সেই ক্ষণে ।

এবে, আহা, হরির কৃপায়

হরিনাম বলিয়াছ তুমি ।

এই সুপবিত্র হরিনাম

পাতকীর মুক্তির উপায় ।

যদি এই হরিনাম

সম্বল করিতে চাহ, বাছা,

পাতকের প্রান্তিক কর বিধিতে ।

বিলাসের বেশ ভূষা কর পরিহার,

ঐহিক বাসনা-মুখ কর বিসর্জন,

ধনবৎ বস্ত্র আদি বা' আয়ে তোমার,

ব্রাহ্মণ বরিদ্রগণে কর বিতরণ ।

মতক মুগ্ধন করি' একবস্ত্রা হ'য়ে

দ্বিবান্ধি থাকি' হেথা

করহ সাধন পতিতপাবন হরিনাম ।

মোহিনী ।—হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল !

উভয়ে —হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল !

হরিদাস ।—বৎসে ! হেথা হ'তে চলিলাম আমি ।

মোহিনী ।—গুরুদেব !

প্রণিপাত করি পদযুগে ।

অদ্যই আদেশ তব করিয়া পালন,

তব এই সুপবিত্র সাধন-কাননে

ভক্তিভরে বাবৎজীবন

পতিতপাবন হরিনাম করিব সাধন ।

হরিদাস ।—হরিভক্তি অটুট হউক তোরা, বাছা !

মোহিনী ।—পিতা ! প্রণিপাত করি পুনরায় ।

উভয়ে ।—হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল !

[হরিদাসের প্রস্থান ।]

মোহিনী ।— (গীত)

আমার মত পাপী বা'রা

আর রে ত্বরার ছুটে-হেথা ।

পাপ তাপ সব যুচে বা'বে

মুছে বা'বে প্রাণের ব্যথা ॥

হরিনামের প্রেম-পারাবার

বইছে কাণে-কাণ ;

ভক্তি-লহর হেলে তুলে

গাইছে নামের গান ;

আর ভেসে যাই, নাম-গুণ গাই,

জয় শ্রীহরি মুক্তিকাতা ॥

[প্রস্থান ।]

দ্বিতীয় দৃশ্য ।

শান্তিপুর—বজ্রাট ।

এক দিক্ দিয়া হরিদাস ও অপর দিক্

দিয়া অদ্বৈতের প্রবেশ ।

অদ্বৈত ।—(সুরে)—

বহু দিন পরে সখা, পেরেছি তোমার দেখা,

এস এস প্রেমভরে করি আলিঙ্গন ।

হরিদাস ।—(সুরে)—

বড় আশা ছিল চিতে, মূর্ত্তি তব নিরখিতে

সে আশা আমার আজি হইল পূরণ ।

এস এস প্রেমভরে করি আলিঙ্গন ॥

(উভয়ের আলিঙ্গন)

অদ্বৈত ।—(সুরে)—

চল এবে দুই জনে, শ্রীচৈতন্য দরশনে,

পূণ্যধাম নবদ্বীপে বাই +

হরিদাস ।—(সুরে)—

মোহো মনে সেই সাধ জাগে সদাই ॥

অদ্বৈত ।—(সুরে)—

আজ পেয়েছি প্রাণের আলো,

আধার আমার যুচে গেলে,

পথ চিনেছি সেই আলোতে,

চল রে ও মন নিত্যধামে ।

নাইকো সেথা পাপের মেঘ,

প্রেমভক্তির উঠছে বেগ,

কাজ কি হেথা পেয়ে ব্যথা

চল মজি গে হরিনামে ॥

হরিদাস ।—(সুরে)—

থাক পুড়ে থাক ভবের বাসা,

ভবের আশা, ভবের নেখা ।

অদ্বৈত ।—(সুরে)—

যাক পুড়ে যাক, হোক পুড়ে থাক

তমোগুণের ভালবাসা ।

উভয়ে ।—(সুরে)—চল মজি গে প্রেমের বেশায়,

গউর-শ্রেমে পাগল প্রাণে ।

[উভয়ের প্রস্থান ।]

তৃতীয় দৃশ্য ।

নবদীপ—শ্রীবাস ঠাকুরের বাটী ।

শ্রীবাসের প্রবেশ ।

শ্রীবাস ।—সকীর্জন আরোজন সমস্ত করিবু ।

গঙ্গাধাস, বনমালী, নন্দন, বিজয়,
কাশীধর, বাহুদেব, রাম, গদুর্ভাই,
মুরারি, জগদানন্দ, শ্রীমান, শ্রীধর,
গোপীনাথ, জগদীশ, বুদ্ধিমত্ত খাঁ,
সদাশিব, বজ্রেশ্বর, শ্রীগর্ভ, সঞ্জয়,
ব্রহ্মানন্দ, শুক্লাস্বর, পুরুষ-উত্তম,
প্রভৃতি ভক্তেরা সবে আজি মোর গৃহে
মহাপ্রভু গোরাঙ্গের সনে
করিবেন হরিসকীর্জন ।
বাই আমি সর্বস্বত্বনে আহ্বান করিয়া
আনি ত্বর গৃহে মোর ।

[প্রস্থান ।

চৈতন্যদেবের প্রবেশ ।

চৈতন্য ।— (গীত)

দেহি দেহি মুখে দরশন !

হামু তুহঁ বিদ্রু, আকুল ভেঁইমু,

কাঁহা মেরি শ্যাম প্রাণধন !

তব বিরহানল, জ্বলত দিগুণ চিতে,

দিষ্টি মেরি শূন্য নেহারে !

গাঢ় তামস ঘন, বেড়ল চৌভিতে,

কাঁহা মেরি শ্যাম প্রাণধন !

অধির অধীর অতি, ভেইল পরাণ,

লোচন ভাসল নীরে !

কৈছন ধীরে ধরু, কো মুখে বাতায়ব,

কাঁহা মেরি শ্যাম প্রাণধন !

(ব্যাকুল ভাবে)—

হা কৃষ্ণ ! হা প্রাণনাথ !

কোথায় লুকা'লে তুমি ?

বিদ্যভের মত দেখা দিবে

কোথা গেলে প্রাণের দেবতা ?

তব শ্রীচরণ বিনা কিছুই কানিলা, হরি !

কেন তবে দেহ মোরে বিকল-বজ্রণ ?

শূন্য হৃদি পুরাত্ন আত্মলাকে

গোলোকের হৃদি সারয়েণ ?

জীবনসম্বল মোর তব শ্রীচরণ,

সে সম্বল কে নিল আমার

করিয়া আধার মনঃপ্রাণ ?

কৃষ্ণ ! কোথা গেলে ?—কৃষ্ণ ! কোথা গেলে ?—

কৃষ্ণ ! কোথা গেলে ?

অদ্বৈত ও হরিদাসের প্রবেশ ।

দেখেছ কি কৃষ্ণের আমার ?

বল বল,

কোথা মোর আরাধ্য দেবতা ?

নিরুত্তরে কেন দাঁড়ে ?

সাদা দেও—কথা কও,

বল ত্বর,

কোথা মোর প্রাণের সঁখর ?

চিনিত্তে কি পার নি তাহারে ?

(গীত)

(ও সে) শ্যামল-তনুধর, নীল-জলদর,

বিক্রম-লোচন, ভিক্রম ঠাম ।

হুচিকণ বেশ, মোহন বেশ,

রূপ অশেষ প্রাণ-আরাম ।

পীত-বসন-ছটা খেত-ফিলক-ঘুটা,

নধর অধর জমু লোহিত বিষ ;—

হুমধুর বাঁশরী, অধরহি বাক্সত,

কণ্ঠহি কোলত মোতিম-দাম ।

(সানন্দে)—

ঐ যে—ঐ যে, আহা !

ঐ যে—ঐ যে, আমার কৃষ্ণ !

ঐ যে আমার হারাণ-নিধি !

এই বার পেয়েছি,

আর ছাড়বো না—ছাড়বো না ।

যে ব্রজবিহারী হরি !

এই বার তোমাকে

জন্মের পোশনে রাখবো ।

(উদ্ভবভাবে)—ঐ—ঐ—হার—হার,

আবার, কুমার! কোথা গেলো ?

পতিতপাবন হরি ।

এই দীনহীন পতিতকে কি

স্পর্শ করবে না ?

কুমার! কোথা গেলো !—

কুমার! কোথা গেলো ! হার হার,—

কুমার কোথা গেলো !

(মুচ্ছালক্ষণ ও অষ্টমতকর্তৃক চৈতন্যকে ধারণ

এবং হরিদাস কর্তৃক বস্ত্রদ্বারা বীজন)

হরিদাস ।—আচার্য্য !

অন্তরে যা' ভেবেছিলাম,

সাক্ষাতে দেখিলাম এবে তা'ই ।

সাক্ষাৎ শ্রীহরি এবে শ্রীচৈতন্য নামে

আসিলেন পাপিকুলে করিতে নিস্তার

প্রেমভক্তিময় হরিনামে ।

অষ্টমত ও হরিদাস ।—

হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল !

চৈতন্য ।—(প্রবুদ্ধ হইয়া)—

হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল !

অষ্টমত ।—প্রভো !

আসিলেন হরিভক্ত হরিদাস

তোমার গোচরে ।

চৈতন্য ।—(সানন্দে)—

ধন্য আমি,

ধন্য মোর হরির সাধনা,

তেঁই আজ পাইলাম সাধু হরিদাসে ।

আইস দক্ষিণ বাহু মোর,

বেহ কোল চৈতন্য সুদীনে ।

হরিদাস ।—কোল দিতে যোগ্য নহি আমি ।

যখনকালেতে জন্মি

কি সাহসে করিব এ অসম্ভব কাজ ?

চৈতন্য ।—না না, সাধু !

না কহিও হেন বাণী আর ;

তুমিই প্রেমের তরু হরির জগতে ।

নহক কপট তরু তুমি ।

জানি আমি,

তোমা হ'তে পাপ কলিকালে

কোটি কোটি শাপী—কোটি কোটি তাপী

পাপতাপমুক্ত হ'বে

যা'বে চলি' বৈকুণ্ঠ-ভবনে ।

অষ্টমত ।—হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল !

সকলে ।—হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল !

হরিভক্তগণের সহিত শ্রীবাসের

পুনঃপ্রবেশ ।

অষ্টমত ।—ভ্রম ভ্রম, ভক্তগণ !

এই সেই হরিভক্ত হরিদাস প্রভু ।

ভক্তগণ ।—(সানন্দে)—

হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল !

শ্রীবাস ।—এস এস, পূজাপাশ ভক্তচূড়ামণি !

কৃপা করি' দেহ আলিঙ্গন,

এ দেহ পবিত্র করি ও দেহ-পরিশে ।

হরিদাস ।—ধন্য আমি আজ,

কলির জীবের মুক্তিদাতা

শ্রীগৌরানন্দ পতিত-পাবন

দিয়াছেন কোল এই দীনহীন জনে ।

ধন্য আমি আজ,

এই সব পূজনীয় হরিভক্তগণ

কৃপায় দিবেন কোল মোরে ।

পবিত্র হইলু আমি,

পাপরাশি মুচিল আমার ।

সকলে ।—(আলিঙ্গন করিতে করিতে)—

হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল !

চৈতন্য ।—চল এবে, ভক্তগণ !

পথে পথে ভক্তিভরে

করি গিয়া নগর-সকলভ্রম ।

সকলে ।—হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল !

[সকলের প্রস্থান ।

চতুর্থ দৃশ্য।

নবদীপ—রাজপথ।

নিত্যানন্দের প্রবেশ।

নিত্যানন্দ।—প্রাচীন মথুরা ছাড়ি'

নবীন মথুরা নবদীপে এই তো আইমু।

সেখা বড় ভক্তগণ-মুখে

ভনিয়াছি যা'র নাম,

কোথা সেই গৌরানন্দ আমার ?

প্রাণ মন চারি ধারে ধায়,

পাইব কোথায় তাঁ'রে ?

হেরি' তাঁ'র পাৎপন্ন

নয়ন সফল করি কিসে ?

কোথা, প্রভু ! দেখা দাও দীনে।

অবহৃত নিত্যানন্দ আমি,

কিন্তু আজ আনন্দবিহীন

বিনা ভব দরশনে।

ভক্ত জনে দেখা দেহ, ভক্তের দয়াল !

যেই হরিনাম-মন্ত্র-দ্বানে

তরাই'ছ পাণী জীবগণে,

যেই হরিনাম-গুণ-গানে

জাগাই'ছ মোহমুক্ত জনে,

যেই হরিনাম-ডঙ্কা বাজা'য়ে, নিমাই,

ধনিত করি'ছ বঙ্গ-নভ,

যেই হরিনাম-মুখা-স্রোতে

শীতল করি'ছ সদা তাপিতের প্রাণ,

সেই হরিনাম—

আহা, সেই হরিনাম

ভনিতে এসেছি ভব শ্রীমুখ-কমলে !

ভব গুণে শত শত জীব

হ'য়েছে তোমার শিষ্য ;

আমিও ক'রেছি বড় গাধ,

সাম্বরাজ !

হইয়া তোমার শিষ্য পুজিব তোমায়ে।

কই কই—কোথা তিনি ?

কে মোরে দেখা'য়ে দেবে তাঁ'রে ?

নেপথ্যে।—হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল !

নিত্যানন্দ।—(নেপথ্যের দিকে দেখিয়া)—

এই যে—এই যে মোর গুরু।

প্রভু ! প্রভু ! এস এস, পুজি ও চরণ।

অবহৃত নিত্যানন্দে নিত্যানন্দ কর দান।

বেগে চৈতন্য ও হরিদাস প্রভৃতি

ভক্তগণের প্রবেশ।

চৈতন্য।—(সানন্দে নিত্যানন্দকে আলিঙ্গন করিয়া)—

ধন্য আমি আজ,

সফল হইল শ্রম মোর।

স্বপ্নে যেই দিব্যমূর্তি ক'রেছি দর্শন,

প্রত্যক্ষ হেরিমু তাঁ'রে।

অবহৃত নিত্যানন্দ !

অর্ধেক শক্তি মোর তুমি।

তোমার সাহায্যে এবে

হরিনাম প্রচারিব দ্বিগুণ সাহসে।

সকলে।—হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল !

হরিদাস।—অয় শ্রীগৌরানন্দের জয় !

জয় দ্বিতীয় গৌরানন্দ

শ্রীনিত্যানন্দ অবহৃতির জয় !

(ভক্তগণকে নিত্যানন্দের আলিঙ্গন প্রদান)

সকলে।—হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল !

চৈতন্য ও নিত্যানন্দ ব্যতীত সকলে।—(গীত)

নন্দের মাঝে প্রেমভক্তির বাজার ব'সেছে !

গৌর নিভাই হুই হাটুরে ভক্তি এনেছে !

কে নিবি আয়, কে নিবি আয়—

বিনি মূলে কিনিবি আয়,

ক'লে দেরি, ঠকুবি ভারি,

আয় চোলে আয়, চোলে আয়,

এই দেখ না চেয়ে, ধেরে ধেরে

দেশ বিদেশের লোক ছুটেছে।

চৈতন্য।—(সাম্বরাকে)—

ভন ভন, ভক্ত হরিদাস !

ভন ভন, অবহৃত নিত্যানন্দ তাই !

অন্য হ'তে নবীয়ার প্রতি ঘরে ঘরে

হরিনাম করহ ঘোষণা ।

প্রত্যেক লোকেরে বল,

এই তিচ্ছা 'আমা' সবাচার—

ভক্তিভরে সবে মিলি' হরি হরি বল ।

ইহা ছাড়া অন্য কথা না আনিও যুগে,

ইহা ছাড়া অন্য কথা না শুনিও কাণে ।

প্রতিদিন দ্বিধা অবসানে

আমারে সংবাদ দিবে ।

শুন সবে,

"হরেনাম হরেনাম হরেনামৈব কেবলম্ ।

কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব পরিতরন্তথা ॥"

সকলে ।—হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল !

[পটপরিবর্তন]

দৃশ্য—বৃন্দাবন-বাস ।

কুঞ্জমধ্যে রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তি ।

দুই পার্শ্বে গোপিনীগণ দণ্ডায়মানা ।

গোপিনীগণ ।— (গীত)

যুগল রূপমধুরী হেরি' মন মোহিল ।

শ্যামল জলদ অঙ্গে সৌদামিনী শোভিল ॥

কা'কে দেখি, কা'রে রাধি,

উভয়ের পানে চেয়ে থাকি,

হুজ্জৎ রূপ এক, এক রূপ হুজ্জৎ,

প্রকৃতি-পুরুষ-মিলন ;—

নয়নাভিরাম রাধাশ্যাম, ভকতিপ্রেমে মিশিল ॥

যবনিকাপতন ।

সম্পূর্ণ ।

অবসরসরোজিনী ।

চতুর্থ ভাগ ।

হরিনাম ।

কোথা সে বৈকুণ্ঠপুরী, জগতের কোন্ দিকে,
জান কেউ সন্ধান তাহার ?
ধর্মশাস্ত্রে লেখা আছে, সপ্ত স্বরগের উর্দ্ধে,
জ্যোতির্শ্বর বৈকুণ্ঠ বিহার ।
পৃথিবীর এক কোণে দ্বিবাশি প'ড়ে আছি,
সপ্তদর্গ কেমনে বুঝিব ?
সপ্তদর্গ আগে বুকে, তবে তো বৈকুণ্ঠ বোঝা,
এ বোঝা কেমনে সরাইব ।

হা রে ভাগ্য ! হা রে আশা ! হা রে ও জ্ঞানের নেসা !

পৃথিবীর জালে বাঁধা তোরা !
আমা হেন মানুষের জদয়-অন্তরে মিশে,
আঁধারে হইলি দিশেহারা !
হা রে আমি ক্ষুদ্র জীব ! আঁধারে ডুবিয়া আছি,
ধাঁধার ভুলনে ভুলে যাই ;
কোথা সে বৈকুণ্ঠপুরী, বুঝি বুঝি—বুঝি না যে,
পাই পাই—তবু যে হারাই ।

ভয় নাই, ভয় নাই, পেয়েছি পেয়েছি, তাই,
পেয়েছি রে, পা'বার যা' নয় ;
রেখে যে শাস্ত্রের কথা, ভেঙেছে ধাঁধার বাঁধ,
বৈকুণ্ঠ তো আমার জদয় ।

যেথা হরিনাম-ছাপা পরতে পরতে চাপা,
সেই তো রে হরির আসন ;

যেথা হরিনাম-ছাপা, সেথা হরিনাম-লীলা,
খেলা করে হরিভক্তগণ ।

যেথা হরিনাম-ছাপা, সেথার পার্শ্ব ভাব
তিলমাত্র অণুমাত্র নাই ;
কি এক স্বর্গীয় ভাব উথুলে উথুলে ওঠে,
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ভূলে যাই ।

বাহির-হৃদয়ে চাই, হরিনাম-ছাপা পাই,
এই হরিনাম-ছাপা শুণে
অন্তর-হৃদয় মোর চেয়ে দেখি আঁধি মুদে,
মুগ্ধ হই হরিনাম শুনে ।

ওই দেখ, ওই দেখ, অন্তর-হৃদয়ে মোর
বৈকুণ্ঠের জ্যোতির্শ্বরী রেখা ;
তা'র অতি উজ্জ্বলানে অনন্ত জ্যোতির ষোণে
হরিষজ্জ হরিনাম লেখা ।

কোটি কোটি জ্যোতির্শ্বর হুল বরিষণ হয়
জ্যোতির্শ্বর অন্তর-হৃদয়ে ;
জ্যোতির বৈকুণ্ঠপুরী, জ্যোতির্শ্বর হরিনাম,
জ্যোতির আনন্দ যায় ব'য়ে ।

জ্যোতির প্রহ্লাদ, ঋষ, জ্যোতির চৈতন্যদেব
জ্যোতির্মুখে হরিনাম গায় ;
জ্যোতির তরঙ্গ মাঝে জ্যোতির ত্রিমূর্তি নাচে,
হরিনামে জ্যোতিরে ডালায় ।

জ্যোতির চতুহানন জ্যোতির্শ্বর চতুর্মুখে
জ্যোতির্শ্বরী শিখা বাজাইছে ;

জ্যোতিষ নারদ হুনি জ্যোতিষ্ময়ী বীণা-যুগে
 ওম্ হরিনাম বলাই'ছে।
 জ্যোতিষ্ময় ভোলা শিব জ্যোতিষ্ময় করতালে
 তাল দিয়ে বাঁকা হ'য়ে দোলে ;
 জ্যোতিষ্ময় গজানন জ্যোতিষ্ময় চারি হাতে
 জ্যোতিষ্ময় খোলে রব তোলে।

সো জন নিমগন হোই
 করে বৈকুণ্ঠ বিহারো।
 সকলে।— (শাখাভোগ)
 হরিনাম হরিনাম ওম্ হরিনাম !

হৃদয়-বৈকুণ্ঠে মোর
 কি এক ভাবের ঘোর,
 আনন্দে হইনু ভোর, ভুলে গেল প্রাণ ;
 ওই শুন, ওই শুন হরিনাম গান ;—

ছায়া-চিন্তা।

(জলপ্রপাতদর্শনে)

ধ্রুব, প্রহ্লাদ ও চৈতন্য।

[কীর্তন-গীতি]

(আত্মারী)

হরিনাম গান কর মনুয়া মেরো,
 ভবডর ভরজ্বর ঘুচ্ গেই তেরো।
 (অন্তরা)

ভুল্ যা রে মেরো মনুয়া !
 পাপ নরক কি ছুনিয়া,
 লোভ লাভ সব ফেঁক দে না,
 আপ না মায়া ছোড়ে।।

সকলে।— (শাখাস্তরা)

হরিনাম হরিনাম ওম্ হরিনাম !

ধ্রুব, প্রহ্লাদ ও চৈতন্য।

(সংকারী)

যো জন হরিনাম গাওয়ে,
 সো জন হরিপদ পাওয়ে,
 আপদ বিপদ খোয়ে,
 সুর নর পূজিহ তাকো ;—

(আভোগ)

তা' সম কঁহি নহি মিলে,
 হরিনাম-প্রেম-সলিলে

অহো !

কোথায় আঁহু আমি ! কোথায় দাঁড়া'য়ে আছি !

এ কি দেখি সম্মুখে আমার !

অনন্ত আকাশ কেটে, কে এই উপরে ওঠে,

ভীম—ভীম—মহাভীমাকার !

নির্জন গন্তীর দেশ, মানবের দুঃস্বপ্নবেশ,

প্রকৃতির গন্তীর মরতি ;

সে গন্তীর মূর্তি হ'তে পরতে পরতে স্রোতে

গান্তার্যের ছায়ার ক্ষুরতি।

যে এই সম্মুখে মোর, তমোময় তনু ঘোর,

ইহা সেই ছায়ার কণিকা ;

না আনি প্রকৃতি নিজে কি ঘোর, গন্তীর কি যে,

বিস্ময়েরো বিস্ময়দায়িকা।

হরিমায়া প্রকৃতির জ্ঞানময়ী লীলা বই

এ ব্রহ্মাণ্ড আর কিছু নয় ;

ছায়ার তপন, চাঁদ, ছায়া-দ্বিগুণনা-বাঁধ

বাঁধিয়াছে ছায়া-দিক্চর।

ছায়ার অনন্ত শূন্য, ছায়া বই নহে অন্য

গ্রহ তারা ছায়া-শূন্য-কোলে ;

মায়া-প্রকৃতির মায়া ছায়া—ছায়া—শুধু ছায়া,

ছায়ার ছায়ার ধরা দোলে।

ছায়ার ধরায় পুন ছায়া-কণা ভাগে ভাগে

অন্নিয়াছে ছায়াবাজী কত ;—

ছায়ার সাগর, ভূমি, ছায়া-কণা ভূমি, আমি,

সম্মুখে এ ছায়ার পরকত।

এই যে গিরির কায় মহাবন শোভা পায়,
ছায়া বই আর কিছু নয় ;
ছায়ার অসংখ্য শাখী, ছায়ার অসংখ্য পাখী,
ছোট বড় শিলা ছায়াময় ।
ওই যে পর্বত-জুড়ি আপন বিক্রমে ভেদি'
জলের প্রপাত বাহিরায় ;
উহাও প্রকৃতি-ছায়া, ছায়ার তরল কায়
মহাবেগে গড়াইয়া যায় ।
ছায়ার শিলায় লেগে ছায়ার ভীষণ বেগে
ছায়ার গর্জনে পড়ে জল ;
ছায়ার জ্বকার ছুটে, ছায়ার তরঙ্গ উঠে,
ছায়া-ফেনা ফুটে অবিরল ।
অহো, কি অদ্ভুত কথা, ছায়ায় সকলি গাঁথা,
এ ব্রহ্মাণ্ড প্রকৃতির ছায়া !
এ পর্বত ছায়া-কণা, এ প্রপাত ছায়া-ফেনা,
কোথা তবে প্রকৃতির কায় ?
যেথা নাই দিব্যরাতি, যেথায় জ্যোতির জ্যোতি
বিভাসিত কি এক ছটায় ;
সে জ্যোতির ছায়া নাই, 'ছায়া নাই' ছায়া তাই,
পুরুষ-প্রকৃতি এক-কায় ।
পুরুষের যেই ছায়া, প্রকৃতির সেই কায়,
প্রকৃতির কায়-ছায়া হেথা ;
পুরুষ নয়ম হরি, সৃষ্টি-ইচ্ছা তাঁর নারী
হরিপ্রাণে একসূত্রে গাঁথা ।
সে নারী প্রকৃত নামে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড-ধামে
মায়া-ছায়া করিয়া বিস্তার,
জড়াজড় করে স্রষ্টা, ছায়ার অনন্ত সৃষ্টি
তুমি—আমি—ব্রহ্মাণ্ড অপার ।

বিসর্জন ।

(গীতি)

মা গো ! কি দিয়ে তোর পূজ'বো রাঙা পা ?
আবার কেন-এলি, মা ?

ওগো সময়রূপিণি !
বখন সময় দিয়েছিলি,
তখন পূজা পেয়েছিলি,
এখন, অসময়ে কেন এলি ?
বা ফিরে যা—বা ফিরে যা ।

২

আমার স্তব্ধ-কাননে দিবানিশি
ফুল ফুটতো রাশি রাশি,
সেই ফুলে তোর চরণ ছুঁটি দিয়েম সাজিয়ে ।
এখন স্তব্ধ ধ্বংস করে,
ফুলের বাগান গেছে ম'রে,
কি দিয়ে আর পূজ'বো তোরে ?
বা ফিরে যা—বা ফিরে যা ।

৩

মা গো ! ভেঙে গেছে আশার হাট,
প্রাণ হ'য়েছে শাশান-ঘাট,
যে দিক্ পানে চেয়ে দেখি,
শূন্যে শুধু চেয়ে থাকি,
জগৎ শাশানময় ;—
জলছে চিতা ধূ ধূ ধূ,
জীবন করে হু হু হু হু,
শোণিতবিহীন হ'ল আমার গা,—
এমন সময় কেন এলি ?
বা ফিরে যা—বা ফিরে যা ।

৪

তুই নামে কেবল মা,
তুই নামে কেবল দাতার বেটী,
সিদ্ধিদাতার মা ।

বেশ বুঝেছি, কিন্তু কাজে
তোর তুলনা কেবল বাজে !
'শক্তি' নাম তোর কে দিয়েছে ?
'শেল' বসাতে ভুলে গেছে ?
শক্তি নয় তুই—শক্তিশেলের মূল,
তোর পতি ফের ঘুরেয় মহাশূল ;
তা' ভাল হ'ল—বোঝা গেল নাথের 'মর্দুটা',

নিষ্ঠুর বেটি ! কেন এলি ?

বা ফিরে যা—বা ফিরে যা।

৫

আপনি মরি নিজের জ্বালায়,

প্রাণটা পেল কালায় পালায়,

যোর যাতনায় ক'ছি হাহাকার !

পাঁচ ভুতে সব লুটে নিলে,

আমার খেয়ে ফাঁকি দিলে;

পথভিখারী হ'লেম আমি, তারা !

একটি কাণা কড়িও নাই,

বাড়া ভাতে প'ড়লো ছাই,

কুৎসিপাসায় দেখছি অন্ধকার।

মায়ের মায়ী গেছে বোকা

তুই গো বাকা, নয়কো সোজা,

বা ফিরে যা—বা ফিরে যা।

৬

কই, বেটি ! কই গেলি না যে !

দাঁড়িয়ে কেন মুখটি গুঁজে ?

এতই যদি পেটের জ্বালা,

বাবার কাছে সিঁদ্ধিগোলা

গিল্গে গিয়ে তুই ভোরে ভোরে ;

ও ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডারি !

ও ভোর হুঁটি পায়ে ধরি,

ও ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডারের

পূজা করার কণ্ডটা ঢের,

ভেমন বোগাড় নাইকো আমার ঘরে।

এ কাঠমায় আর হোলো না,

বা ফিরে যা—বা ফিরে যা।

৭

শিলার বেটা কালা বেটা কালি !

নিজেও কালা—কাপে শিলার চুলি,

নৈলে আমার মর্গব্যথা,

প্রাণবিদারী হুখের কথা

আকাশ-কাণে প'শ'লো নাকো ভোর ?

আচ্ছা, বেটি ! খানিক দাঁড়া।

আনুভো, জালা ! শক দড়া।

বানুতো বেটীর টকটকে পা ;

বাজা, ঢাকী, বাজা বাজা ;

কাঁধে যদি নিষ্ঠুর বেটী,

শুনবো না ওর কান্নাকাটি ;

ঢাক বাজিয়ে কান্না ঢাক,

বানু দুটো পা দিয়ে জাঁকু ;

আজ বেটীকে আশুত ধ'রে দিব বিসর্জন।

যেমন বাবা, তেমনি মা,

তেমনি আবার তা'দের ছা ;

যেমন মা, তেমনি ছেলে,

কেউটের পেটে হয় নি হেলে ;

আজ বেটীকে জ্যাকু ধ'রে দিব বিসর্জন।

৮

ঐ যা, অহো, এ কি হোলো !

মা আমার কি হোরে গেলো !

মাটি হোলো সোণার কার,

একদৃষ্টে শূন্যে চার !

আর যে সাড়া নাইকো মুখে,

নাইকো পলক উজল চোখে ;

মা ব'লে, মা ! ডাকছি কউ,

দে মা সাড়া একটি বার !

ব'লবো না আর তীর কথা,

ব্যথা পেয়ে দিল নে ব্যথা,

ছেলে ফেলে গেলি কোথা ?

আয় না ফিরে মা আমার !

আর আমার মা আনবে না রে,

আমায় ফেলে শোক-আধারে

মায়ের বিসর্জন !

মাকে ছেড়ে থাকবো কোথা,

মোরো বিসর্জন !

অভাগা দলীপ।

১

উখলিল হুখের বগন

প্রাণের ভিতরে ভরতরে ;

বাসনার মরীচিকা-ছায়া

আপনা আপনি এল স'রে ।
হৃৎ-সনে বাসনার দেখা
হৃৎয়ের হৃৎ আঁকে রেখা ;
দলীপের আগিল ভরসা,
চেয়ে দেখে আশা খেলা করে ।

২

আপনা আপনি আশা এসে,
সাজাইল গৃহবাত্তী-বেশে
নির্কাসিত অভাগা দলীপে !
সরাইল আশা বারম্বার
নিবিড় অটুট অন্ধকার
আবাসের অলৌকিক দীপে ।
প্রাণে মরা দলীপ তখন
চেয়ে দেখে—নূতন জীবন
দাঁড়া'য়েছে আসিরা সমীপে ;
'এস এস, নূতন জীবন !
এস, দলীপের হারাধন !
রেখোনা আমারে পর-বীপে ।'

৩

আশা গড়া নূতন জীবন
দলীপেরে তুলিয়া বসার ;
বায়ুকোণী সিন্ধুতট হ'তে
রাগজিৎ অগ্নিকোণে চায় ।
আনন্দ ধরে না আর প্রাণে,
আশা তাঁ'রে বলে কাণে কাণে—
'হৃৎনিশি হ'ল তোর তোর,
ডাকে তোরে জন্মভূমি তোর,
যোর কোলে উঠে আর,
রাখিব শাস্তির ছায়,
বেধা হ'তে এসেছিল বেধা,
হেধা হ'তে নিয়ে বা'ব সেধা ।'
এতক কহিয়া আশা তাঁ'র,
নিজ কোলে সাহরে উঠায় ।

৪

কোলে তুলে পুন কাণে কাণে
কি বলিল হৃৎতুরা আশা ;
দলীপ লেখনী-মুখে তুরা
প্রকাশিল অন্তরের ভাষা ।
দলীপের আসিবার আগে
সে ভাষা আসিল তাঁ'র দেশে ;
আশার হুরাশাময়ী ভাষা
'অভাগার কাল হ'ল শেষে !
আনন্দের উৎস ছুটাইয়ে
জলে ভেসে আসি'ছে দলীপ ;
এক দিকে প্রিয় জন্মভূমি,
অন্য দিকে পিশাচের দীপ ।
মায়ুধানে উত্তাপের দেশ,
আশা সেখা দলীপে আনিল ;
চক্ষু বাড়াইয়া নিশাচরী
অভাগার শিলায় ফেলিল !

৫

উথলিল হৃৎের নগন
প্রাণের ভিতরে তরতরে ;
বাসনার মরীচিকা-ছায়া
আপনা আপনি গেল স'রে ।
হৃৎসনে হুরাশার দেখা ;
ভরা প্রাণ একেবারে ফাঁকা ;
দলীপের ভাঙিল ভরসা,
অভাগা আবার গেল ম'রে ।

ফুলমালা ।

চুপ্ কর—চুপ্ কর, মই !
হৃৎনেই চুপ্ ক'রে রই ।
রাশি রাশি শুক পাতা
চারি ধারে আছে পাতা ;

বাড়াস্ নি পা হু'খানি,
তা' হ'লে এখনি
মড় মড় শব্দ হ'বে; শুক্ল সমীরণ
জেগে উঠে জাগা'বে লো ও ছু'টি নয়ন ।

মুকিয়ে মুকিয়ে বায়ু ঘোরে,
নিশ্বাস ফেলো না, সখি, জোরে;
নিশ্বাসের শব্দ নিয়ে
এখনি ওখানে গিয়ে
হুঁ দেবে ও ছু'টি কাণে
নিষ্ঠুর বাতাস;
নিরুন্ম ঘুমন্ত আঁধি জাগিবে তাহায়,
চেয়ে দেখা হ'বে না যে, ও যদি লো চায় ।

ওই বায়ু বহে সব সর,
আমার আঁচলখানা ধর,
নহিলে বায়ুর ঘায়
এখনি উঠিবে তা'র
কৈপে কৈপে উড়ে উড়ে
পত পত রব ।
পোড়া আঁচলের ডাকে ও ভেগে উঠিবে,
লজ্জায় আঁচলে মুখ ঢাকিতে হইবে ।

ধীরে তোর হাতখানি নেড়ে
দে তো ওই পাখীটেরে তেড়ে ।
ষাড় নেড়ে গলা ছেড়ে
শুক্লতার তার ছিঁড়ে
চিচিকুচি কিচিমিচি
মিছিমিছি করে ।
ওড়ে না যে পোড়া পাখী ! দে তো ফুল ছুড়ে ।
আমি লুফে ধরি ফুল, ভুঁয়ে পাছে পড়ে ।

আয়, সই, হু'জনে মিলিয়ে,
চুপি চুপি মুণ্ডে মুণ্ডে মুণ্ডে
একটি একটি কোরে
ধীরে ধীরে অতি ধীরে

সরাইরে এক ধারে
রাখি পাতাগুলি;
তা'র পর চুপিচুপি গুটি গুটি গিয়ে
দিয়ে আঁশি ফুলমালা গলে কোলাইয়ে ।

পলকে প্রলয় ।

(২৬এ চৈত্র, শনিবার, ১২৯৯)

স্থান—ঢাকা । সময়—রাত্রি ৭টা ।

প্রচণ্ড হৃদয়ের তাপ পশ্চিম গগন-গায়
ডুবে যায়—ডুবে যায়;—ওই ডুবে গেল ।
সরল তরল মেঘ বিশাল গগন ছায়,
বিন্দু বিন্দু পাড়ে জল,—সন্ধ্যা হ'য়ে এল ।
বাসায় বসিয়া আছি, সঙ্গীতের স্রোত বয়,
প্রাণ মন বাঁধা তা'র র'য়েছে আমার;
কি এক আনন্দে ভোর, আসে যেন ঘুম-ঘোর,
হেন কালে আচম্বিতে উঠিল হুঙ্কার ।
গৃহের জানালা খুলে, দেখিলাম অন্ধি তুলে,
পশ্চিম আকাশে ছোট জলন্ত আগুন;
মাথা মাথি অগ্নি মেঘে, কি জানি কি শক্তি লেগে
হুঙ্কার বায়ুর বল বাড়ে কোটি গুণ ।
লোহিত স্তম্ভের সম, বর্ণ্য বায়ু ধেয়ে আসে,
উৎকট গম্ভীর শব্দ তা' হ'তে কুটি'ছে;
কি এক অনন্ত শক্তি, মানবের ভয় ভক্তি
তা'র চেয়ে শত গুণে অত' উঠি'ছে ।
বুড়ীগঙ্গা পরপারে, সেই বায়ুশুক্লখান
শতযমদণ্ড সম মারে পাকসাট;
দেখিতে দেখিতে, হায়, পলক না যেতে যেতে
ভেঙ্গে গেল দুই পারে আনন্দের হাট ।
অট্টালিকা শত শত ভাঙিয়া পড়িল ভূমে,
ছাদ বাড়ী উপাড়িয়া উড়িল আকাশে;
বৃহৎ বৃহৎ তরু উপাড়ি' পড়িল ভূমে,
কেহ বা উড়িয়া চলে প্রচণ্ড শতাসে ।
পরিভ্রাহি পরিভ্রাহি, ডাক ছাড়ে নয় নাগী,
বালক বালিকা কাঁকে বারুণ ভরাসে ;

ঢাকা নগরীর বুঝি অন্তিম সময় আজ,
 স্বাবর জন্মম গেল কালের পরাসে ।
 নদীর সলিল হ'তে, তুলিয়া নৌকার সারি
 তীরের উপর বায়ু ভাঙ্গি'ছে আছাড়ি' ;
 দেখিতে দেখিতে এক ভীষণ স্থান দেখি,
 চিনিতে না পারি হেথা ছিল কিনা বাড়ী ।
 অভেদ্য ধূলায় রাশি, উড়ি'ছে দিগন্ত গ্রাসি',
 হৃৎকণ্ডারে হাহাকারে হ'ল একাকার ;
 একটি নিবাস ফেলে, এমনো সময় নাই,
 কত নর নারী মরে করিয়া চীৎকার ।
 মার কোলে শিশু মরে; মা ভাসে নদন-লোবে,
 কোথাও জননী মরে, ছেলে কাদে শোকে ;
 কোথাও মরিল পিতা, কোথাও মরিল পতি,
 কোথাও মরিল পত্নী হাত রাখি' বৃকে ।
 ইষ্টকের স্তূপ রাশি, চারি ধারে ছড়াছড়ি,
 পথ ষাট বঙ্গ হ'ল না চলে চরণ ;
 এমন ভীষণ দৃশ্য, এমন শোকের মূর্তি
 এ জীবনে দেখি নাই—অচিন্ত্য স্বপন !
 কত কি যে দেখে দেখে, আমার লেখনী লেখে
 আমার মনের ভাব অজস্র ধারায় ;
 কিন্তু আজ সে লেখনী, লিখিতে অক্ষম হ'ল,
 মনের উচ্ছ্বাস মোর মনেই মিলায় !
 লিখিতে না পারি আর, কাজ নাই লিখে আর,
 এ ঘোর ঘটনাক্রম শুধু মনে ভাবি ;
 তা' হ'লে হয় তো কালে, ক্ষুদ্র মানবের কাছে
 দেখা'তে পারিব এক নব মহা-ছবি ।
 দৈব শক্তি নার শক্তি এ দোহা ভিতর
 দেখাইব সে ছবিতে, কত যে অন্তর ।

ঢাকা । ২৭এ চৈত্র, ১২৯৪ ।

বঙ্গ-রবি ।

অনন্ত বিবাদ-সিদ্ধ, তট নাহি যায় দেখা ;
 তাহে পুন বঙ্গপার নিবিড় আধার ঢাকা ।

যত দূর দৃষ্টি যায়
 হৃদর আকাশ-গায়,
 তত দূর চেয়ে দেখি—কেবল কেবল কাঁকা,
 কোথাও না পাই খুঁজে আশার একটি রেখা ।

২

স্তরে স্তরে অন্ধকার ঢেকেছে আমার কায় ;
 উবেছে কায়র ছায়া—উবেছে ছায়ারো ছায়া !

● শূন্য প্রাণ—মরুভূমি ;

মরুভূমে কেবা তুমি

আচম্বিতে দেখা দিলে দেখাইতে দয়া মায়া ?

পা'বে কি আশার দেখা বঙ্গভূমি নিরুপায়া ?

৩

আশা যা'র বীজমন্ত্র, সেই কৃতকার্য হয়,

আশা যা'রে ছেড়ে গেছে, এ ব্রহ্মাণ্ড তা'র নয় ।

ব্রহ্মাণ্ড তো বহু দূর,

একটি সর্ষপ-চূর

সহস্র সন্ধানে খুঁজে পায় না সে নিরাশ্রয়,

নিরাশার মহাবিবে সন্ধ্যা সে যে ডুবে রয় ।

৪

কে তুমি সাহিত্যসাধী ? কিবা নাম ?—“বঙ্গ-রবি” ।

এ আধার বঙ্গাকাশে তুমি কি আশার ছবি ?

আশাহারা প্রাণে মরা,

হৃদয়ে বিবাদ ভরা,

বঙ্গের সকলি গেছে, অথচ আছে তো সন্নি,

সকলি আবার কিছু অন্ধকারে আছে ডুবি' ।

৫

বঙ্গ-রবি ! বঙ্গ-রবি ! দেখা দিলে হ'ল ভাল ;

নূতন কিরণ জ্বাল, জ্ঞানের আলোক ঢাল ।

অনন্ত অন্তরে হেথা

চাপা আছে কি যে কোথা

নিরাশার ভগ্নোদ্যমে অন্ধকারে বহুকাল,

দেখাও সে সব এবে ; আলো জ্বাল, আলো জ্বাল ।

৬

বীজমন্ত্ররূপা আশা কোথায় লুকা'য়ে আছে,

কত খুঁজি, পাই না যে ; আলো জ্বলে আন কাছে ।

আশারে মিশা'রে প্রাণে,
ভাষারে ভাগাও গানে,
কত রক্ত বিস্মৃতিবে তব নব দেহ-ছাঁচে;
তোমার আসাতে যেন সাহিত্যের আশা বাঁচে।

জাগ।

ভারতসম্মানগণ, অলসে বসিগী কেন,
দেব-সাহায্যের তরে কেন অপেক্ষিত ?
নিজ কার্যে রত হ'য়ে, উপান করহ সবে,
নিজের চেষ্ঠায় হয় জাতি সংগঠিত।

দাস কি তোমরা সবে, অথবা স্বাধীন সবে,
অন্ধকারে তোমরা কি হ'তেছ লুপ্তিত ?
তোমাদের নিজ হাতে, শেষ ফল প'ড়ে আছে,
নিজের চেষ্ঠায় হয় জাতি সংগঠিত।

সকলেই কর দাও, কিন্তু কর দেওয়া গেলে,
কিবা বল সেই কর হইলে ব্যয়িত ?
উঠ, কর দৃঢ় পণ! ন্যায় সদা লভে জয়,
নিজের চেষ্ঠায় হয় জাতি সংগঠিত।

তোমাদের স্থান, প্রাণ, সকলই পণে যায়,
তোমরা খেলিতে নাহি হও আদেশিত;
তোমরা কি বোবা সবে? কথা কও, দাবি কর,
নিজের চেষ্ঠায় হয় জাতি সংগঠিত।

তোমাদের ধনে আর বিদ্যায় কি আছে লাভ,
বৃথা ব্যবসায় আর শূন্য উপাধিতে ?
কিন্তু সত্য আশ্রয়ল, সকলের সার ফল,
নিজের চেষ্ঠায় হয় জাতি সংগঠিতে।

তোমরা কি দিশাহারা, অথবা হৃদয়ের শিশু,
কেন হামাগুড়ি, কেন জড়সড়, ভীত ?
তোমাদের শিশুতাব থাকিবে কি চিরতরে ?
নিজের চেষ্ঠায় হয় জাতি সংগঠিত।

চুপি চুপি কাণাঘোষা, অলঙ্কিত হামাগুড়ি,
জহলের কোণে যেন কীট লুক্কায়িত;
ইথে কত না হইবে অনায়েব প্রতীকার,
নিজের চেষ্ঠায় হয় জাতি সংগঠিত।

কষ্ট তো ভুঞ্জি'ছ সবে? বুঝি'ছ তো অবঃপাত ?
সম্মুখে আসিয়া তবে হও উপনীত;
ভুঞ্জি'ছ যে অভ্যাচার, কর তা'র প্রতীকার;
নিজের চেষ্ঠায় হয় জাতি সংগঠিত।

স্বর্গ বা নরক হ'তে সাহায্য না চাহ কেহ,
নিজের নিকটে হও সাহায্য-চেষ্টিত।
যে করে সাহস ইচ্ছা, সকলি তো আছে তা'র,
নিজের চেষ্ঠায় হয় জাতি সংগঠিত।

ভারতসম্মানগণ, উঠ, নিজ কার্য কর,
গতি যেন কেহ নাহি করে নিবারিত;
হের ওই পুরুদিকে হইয়াছে সুশ্রাব্যত,
নিজের চেষ্ঠায় হয় জাতি সংগঠিত।

(Union.)

বেহলা।

"ভেসেছি নদীজলে, যা'ব বে কোথা চ'লে
জানি না, জানি না গো কোথা যে এসেছি;
কেবল জানি, পতি সহিতে ভেসেছি।

হারা'য়ে ধ্রুবতারা, হ'চেছি পথহারা,
ভাসিহু সারানিশি, কাঁদিহু সারানিশি;
নদীর জলে গেল নয়ন-জল মিশি'।

বাড়িয়া নদীজল, ডাকি'ছে কল কল,
বলি'ছে মোরে যেন,—ভেসে যা, অভাগিনি!
হারা'য়ে ধ্রুবতারা, হ'লি গো পথহারা,

আবার পা'বি তা'রে, পোহালে নিশীথিনী'
আশার ছলনায়, দারুণ ভাবনায়,
রূপন একি দেখি,—ভেসে যা, অভাগিনি!
আবার পা'বি তা'রে পোহা'লে নিশীথিনী'।

হইলে নিশি ভোরা, মেলে কি প্রব তারা,
প্রভাত-আলোকে যে সে তারা ডুবে যায়;
পোহালে নিশিখিনী কেমনে পাব তায়।
না না না, তাই বটে, এ তারা দিনে ফোটে,
এ প্রব নিশাকালে নয়ন মুদে রয়;
প্রভাতে জেগে করে আশারে আলোময়।

(রাগিণী জয়জয়ন্তী)

“তবে পোহা গো রজনী।

চ’লে যা চ’লে যা, মা। ছাড়িয়ে ধরণী।

খুলে ফেল তোর হীরার হার,

ভুলে যা তোর ধরা-বিহার,

তোর আশাকে ভুলে গিয়ে,

মোর আশাকে আশা দিয়ে,

যা, গো জননি!

তোর হৃদয়-মণি চাঁদ সরিয়ে নে,

ফিরে দে মোর হৃদয়-মণি।

“কই গো বামিনীদেবি! অভাগীর এ মিনতি,

শুনিল না কাণে;

যে স্নেহে পাষাণ গলে, সে স্নেহের রেখাটিও

নাহি তোর প্রাণে।

মা মা ব’লে এত ডাকি, একদিঠে চেয়ে আছি,

মা গো, তোর পানে;

এ অভাগী মেয়েটির ফিরে চা, মা, যা না ফিরে

আপনার স্থানে।

মা আমার, মা আমার, কাদিতে পারি নে আর,

আকুল নয়নে।

মৃতপতি কোলে নিয়ে, মৃতসম হ’য়ে আছি

জীবন্ত পরাণে।

“মা গো, মোর কেহ নাই, নাহি জুড়াবার ঠাই,

পতির হারা’য়ে আমি হারা’য়েছি সব;

আনন্দ-বাসনে মোর প্রবেশিয়া কাল-চোর

চুরি ক’রে নিয়ে গেছে আনন্দের ছবি!

সেই তুই, এই তুই, সেই আমি, এই আমি,

সেই পতি এই পতি, সব সেই এই;

কিন্তু এই অভাগীর দৃষ্টি ছাড়িয়ে মাঝে
সেই-এই-এক-করা সেইটি তো নেই।

সেইটি পা’বার তরে কদলীর ভেলা’পরে
কত দিন ধ’রে ভাসি জলে;

যে দিকে নদীর গতি, সেই দিকে ভেসে বাই
সতীপ্রাণ মৃতপতি কোলে।

নিশি গো! জান তো তুমি, তোমারি অর্কলতলে
মুকুটিন লোহার বাসরে,

কুণ্ডা মনসার ভয়ে, হরিষে বিষম হ’য়ে
ছিছু আমি প্রাণে যেন ম’রে।

কি জানি কি যেন হয়, পলে পলে এই ভয়
প্রবেশিল মনে খুলি’ চিন্তার কপাট;

পতি মোর নিদ্রা যান, নব-বিবাহের গান
গাহিতে লাগিল তাঁ’র স্বপনের হাট।

হেন কালে কাল ফণী স্ত্রের সঞ্চারে পশি’
লোহার বাসরে,

অলঙ্ক্য আমার, হায়, দংশিল পতির গায়
কুদ্র ফণা ধ’রে।

মনসার আশা পূর্ণ হইল, জননি!

ভূত বিবাহের দিনে

হারাইলু প্রাণতারা—হৃদয়ের মণি!

“দাক্ষণ হতাশ শোকে, মা গো!

মান্দাসে চড়িয়া তাই, কোথায় যে ভেসে বাই,

কিছুই ঠিকানা নাই, মা গো!

মোর মত অভাগিনী, কেউ নাই ত্রিভুগতে,

মোর মত কেবা অনাধিনী!

এমন বৈধব্য-দাহ কোথা কি ভুঞ্জি’ছে কেহ,

জ্ঞান যদি, বল, নিশীথিনি?

তা’ হ’লে তাহার পাশে এখনি বাইয়া আমি
ক’ব মোর বিষাদের কথা;

যে জন ব্যথার ব্যথী, সেই জন ব্যথা বুকে,
পরে কি পরের বুকে ব্যথা?

তা’ যদি বুঝত কেউ, তা’ হ’লে কি তুই, নিশি,
পাষাণীর মত হ’য়ে এখনো থাকিস?

এখন যেতিস চ'লে, মঙ্গল-প্রভাত-প্রভা
এখন ফুটিত পূবে উজলিয়া দিশ ।
বড়ই অভাগী আমি, হয়,
তাই নিশি কুপায় না চায় ।

(রাগিণী সুরঠ)

“নদি গো ! নিশি যায় না ;
অভাগীর পানে চায় না ।
তুমি মা, ব'লে দে না, ব'লে দে না—
নহে মেয়ে তোর ক্রবতারা পায় না ।
তোরি কল-কল-কথা
বাঁচা'য়েছে মোর আশা-লতা,
কিন্তু নিশি বোঝে না ব্যথা
কঠিন পরানে ;—
বড় ভয়, কি জানি কি হয়,
ক্ষীণপ্রাণ আশা-লতা প্রাণে বুঝি রয় না ।
আমার হ'য়ে যামিনী'রে যেতে বল,
মুছে দে মা আমার নয়ন-জল,
যেন আমি ক্রবতারা হই নে হারা,
ও মা ভয়হরা তটিনি !—
আশা ঘোর হতাশ হ'লো,
ভরসা দিতে আয় না ।”

হ'য়ে বালা আকুলপরাণ,
গেয়ে হেন বিষাদের গান,
লগ্নে লগ্নে স্বামীর মৃতকায়
কোলে ল'য়ে জলে ভেসে যায় ।
নদীকূলে তরুর উপর
ঘুয়াইতেছিল পাখিকুল ;
ভনে তা'রা করুণার স্বর
চাড়ে স্বর হইয়া আকুল ।
বেতলার শোকোচ্ছ্বাস-গান,
তটিনীর জলোচ্ছ্বাস-তান,
বিহঙ্গের স্বরোচ্ছ্বাস-তান
একসঙ্গে মিলিত হইয়া,
কি-এক হৃদয়ভেদী রবে
পূরিল নীরব দশ দিশি,
দুমন্ত আকাশে জাগাইয়া ।
ধীরে ধীরে ত্রিবেণীর খাটে
বেতলার ভেলা উপনীত ;
সতীর পূর্বাতে অভিনাষ
পূরবে তপন সমুদিত ।
বেতলার ক্রবতারা জাগা'বার তরে
আকাশের ক্রবতারা ডুবিল উত্তরে ।

ভবের হাট ।

ভবের ভীষণ হাটে, বড়রিপু খেরিল আশা, ভুলাইতে চায় তারা নিজ নিজ পরিচয় দিখা, ছলনা করিয়া কত রূপ ; করি বা দিকুল আমি এবে, নাহি পাই ভেবে সঙ্গার ।
হল-কুল-ভূমি পরি ; হুল-বহু-শর ধরি কান্দ, দেবাই'ছে মায়া-তরু-তলে মায়াগমী কান্দনায়ে ; কান্দা কান্দিনী পাঁখে মালা, সন্দার-বন্ধন-ফুল তুলি, চারভাবে আগারে ভুলায় ।
বিহটে চাহি'ছে ক্রোধে ক্রোধে বহুস অসি গ'য়ে, বদীভূত করিতে আশায় ; রক্তত কাখন মগি, তোড়া, ব'ধি' কঁাখে ধরি নোভ, দেবাই'ছে অশ্রুগ্লি তুলিয়া, মিনতি বিনতি করি' কত ।
ঈশজমিকের মত, মোহ মোরে মোহিবারে চায়, প'ল'বে ভবের শিত হুর্টি ; অহং ভাবেতে মদ, উকে তুলি' আছাড়িতে চায় ; মাংসর্বা সহায় হয়ে তার, ভাঙে মোর বিনয়ের ব্রত ।
বন্দনো'র্গে বন্দ-নীতি ধরি, বৈরাগ্য শিখার সনে, পঞ্চাঙ্গা'র এন এনে মোর, ডাকি'ছেন 'আম আয় আম' ; কিন্তু ঘোর মৃত মন প্রাণ, কুন্তল-জি-অবহানে পাপরাশি কিনিবারে বাস ।
আরে আরো মৃত মন প্রাণ ! হ' রে হ' রে সাধন ! চেয়ে দেখে কুকাণ্ডের দশা, ভোগ-প্রহরীর মারি ধার, নাহি পায় শাস্তির দয়ার ; অজান আঁধার ছাতি, বাও জ্ঞান-আলোক-রেখার ।

সেকন্দ্রা

বা

সম্রাট আকবরের সমাধি-মন্দির।*

[স্থান—আগ্রা-অন্তর্গত সেকন্দ্রাবাদ। সময়—মধ্যাহ্ন]

(দৃষ্ট ২৪এ ফেব্রুয়ারি—১৮৭৯ খ্রিষ্টাব্দ)

ইতিহাস! প্রণিপাত করি আমি প্রত্যেক অক্ষরে তব; বিধাতার শীলার দর্পণ তুমি, ইতিহাস! জানি আমি, অতীতের মহামূর্তি তুমি এই বিশাল জগতে; তব অঙ্গে মানুষের উত্থান পতন পরকাশ। তুখ তুখে, আলোক আঁধার, জীবনের জয় পরাজয়, প্রত্যেক অক্ষরে তব অঙ্কিত রয়েছে চিরকাল; বিধাতারে দেখি নাই, কিন্তু তাঁর কার্য দেখি; ইতিহাস! তুমি সেই ব্যাধার ভাঙার সুবিশাল। পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় তব মানুষের অদৃষ্টের জটিল ঘটনা, অক্ষরে অক্ষরে তব মানুষের অসারতা-ছায়া; কিবা ছিল—কিবা হ'ল; কিবা হয়—কিবা রয়; কিবা হ'বে—কিবা র'বে, শুধু এই ইন্দ্রজাল-মায়া। ইতিহাস! ইতিহাস! বিদ্যালয়ে শৈশব সময়, প্রথম সাফাং হয় 'ই-তি-হাস' এই চারি অক্ষরের সনে; পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় পরে জ্ঞানযোগে মর্শ্বযোগে, চিত্তার অক্ষুট রেখা দিল দেখা, হ'ল আঁকা শৈশবের

অকুটম মনে।

অকুটম মন মোর ক্রমে ক্রমে লাগিল ফুটিকে, লাগিল উঠিতে তার কি এক নতুন চিন্তা-শ্রোত; অতীতের রাশি রাশি ছবি কে যেন খুলিয়ে দিল, বর্তমান ভুলে গিয়ে অতীতেই হৈলু গুহপোত। অতীতের অতিথি হইলু, মিশাইলু অতীতের অনন্ত ছায়ায়; অতীতের তরে প্রাণ পাগল হইল একেবারে; বর্তমান-আলোকের ঝলা বালাপালা করিল আমায়; শুধু সাধ—ডুবে থাকি অতীতের অভেদ্য-আঁধারে। সে সাধের এক অঙ্গ আজ পূর্ণ হ'ল মোর; ইতিহাস! দেখা ছবি দেখা দিল এত দিনে নয়নের পথে; ভারত-ঈশ্বর আকবর লুটি'ছেন কবরের মাঝে, মৃত্তিকার দেহ মৃত্তিকায় মিশিতেছে পরতে পরতে।

* আগ্রা (প্রাচীন অগ্রবন) নগরীর সার্কি ভিন কোশ দূরে সমাধি আকবরের সমাধি-মন্দির (কবর) অবস্থিত। এই সমাধি-মন্দির একটি ২০০ বিঘা-পরিমিত উদ্যানমধ্যে দাঁড়াইয়া আছে। সমাধি-মন্দিরটি অর্ধ ০৪ বিঘা-পরিমিত। ইহার উচ্চতা ১০০ ফুট। সম্রাট আকবর সমাধিমণ্ডপে ছিলেন, হিন্দু মুসলমানের প্রতি তাহার মনোপাত ভাব ভিন্ন ছিল না। এই জগৎ বোধ হয়, তাহার অসুস্থতাকালে এই সমাধি-মন্দিরের গঠনপ্রণালী হিন্দু ও মুসলমানী ধরণে নির্মিত হইয়াছে। অধিকন্তু বৌদ্ধধর্ম-প্রণালীও এই মন্দিরে পরিগণিত হয়। আমরা যখন এই সমাধি-মন্দির দর্শন করিবার জগ্ন সেকন্দ্রাবাদে উপনীত হইলাম, তখন তত্রত্য মুসলমানেরা কএকটি লঠন 'আনিয়া' আমাদিগকে গাইয়া একটি অন্ধকারময় সুড়ঙ্গের মধ্যে প্রবেশ করিল। আমরা কিছু দূর গিয়া সম্রাট আকবরের সমাধি-বেদি দেখিতে পাইলাম। সেই বেদিটি একটি মহুবাগ্রামে অত্যন্তুষ্টি গ্রেত-প্রস্তরে নির্মিত এবং মর্দোবুর্গে কৃষ্ণপ্রস্তর-খোদিত কোরাণ মধ্যে মণ্ডিত। বেদির নিম্নতরে অথবা ভূগর্ভে আকবরের মৃতদেহ প্রোথিত আছে। বেদির সম্মুখের দিকে একটি ক্ষুদ্র গহ্বর দৃষ্ট হইল। আমরা তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিতে, এক জন মুসলমান বলিল, 'এই গহ্বরে ঠিক নীচে বাদশাহের সমস্ত আছে, সেই জগ্ন এই স্থলে একখানি বহুদল্য বৃহৎ হীরকখণ্ড স্থাপিত ছিল। কিছু কাল পরে (কোন বাদশাহের সময় বলিল, এফনে অরব হইতেছে না) দিগের রাজা স্বীয় সৈন্যগণের সহিত আসিয়া ঐ হীরকখানি এবং সমাধি-মন্দিরহই অস্ত্রাঙ্গ অনেক রক্ত অশ্রবণ করিয়া গাইয়া গিয়াছে।' এফনে কেবল শূন্য-গহ্বরটি আছে।' সমাধি-বেদির সমস্ত অংশ একখানি উৎকৃষ্ট কিংবাগের আবরণে ঢাকা আছে। উহার মূল্য ১০,০০০ দশ হাজার টাকা। ভারতবর্ষের ভূতপূর্ব গবর্নর জেনারল আবুল নর্থকুক সরকারী খাতে সেই আশ্রয়বর নির্মাণ করাইয়া দিয়াছেন। সমাধি-বেদির উপর বিতীয় তল। সেখানেও একটি সমাধি-বেদি আছে। উহা ভূতগহ্ব বেদির সহিত সম-সুত্রপাতে নির্মিত। তাহাও সমস্ত বৃহৎ বৃহৎ সমাধি-মন্দির এইরূপ ধরণে নির্মিত; তবে বাহ্য গঠনপ্রণালী ও অঙ্গ-সৌষ্ঠবাদি কতক ভিন্ন প্রকারের। কিন্তু শুক্ল ও দিনার, সকল সমাধি-মন্দিরে (কবর বা মসজিদে) আছে।

মহেশ্বর্য্য, রাজ্য, ধন, আত্মীয়-স্বজন, প্রজাগণ, রাজদণ্ড, রাজসিংহাসন, রাজকোশীষ, রাজবেশ কই ?
কোথা সে সম্রাট আকবর ?—তা' জানি না ; কোথা তাঁ'র প্রাণ ?—তা' জানি না ; কোথা তাঁ'র দেহ ?—
তা' জানি হে, ভূমিগর্ভে ওই !

হের ওই—হের ওই,—দূরব্যাপ্ত সেকন্দ্রা-সমাধি—প্রস্তরের বিশাল মন্দির উচ্চকায় ;
নভম্পর্শী চারিটি মিনার* চারি কোণে দাঁড়াইয়া, জীবগণে জীবনের শূন্যভাব শূন্যেতে দেখায়।
রাজদণ্ড হৃ'দয়ের তরে, দেহপুণ্ড হৃ'দয়ের তরে, এ ব্রহ্মাণ্ড হৃ'দয়ের তরে, সেই চারি স্তম্ভ-দণ্ড বলে ;
শূন্য হ'তে আসে সব—শূন্য পণে ভাসে সব—হৃ'দয়ের তরে ঘুরি' পুনরায় দেহ ছাড়ি' শূন্যতায়
মিশাইয়া চলে ।

সেকন্দ্রা ! যাহারে তুমি শিল্পময় শৈল-আবরণে বিশেষ যতনে রাখিয়াছ কোলের মাঝারে,
সে বাদশাহ কোথা এবে ?—সে আকবর কোথা এবে ?—ব'লে দাও ; তাঁ'র তত্ত্ব জানিবারে আসিয়াছি
তোমার দুয়ারে ।

বীণার উদ্বোধন ।

(গীতি)

বহুদিন পরে, বীণা গো আমার !
আশার কথায় ডাকি যে আবার,
উঠ—জাগ, বীণা ! উঠ—জাগ, বীণা !
তার-হারে পুন সাজা'ব অঙ্গ,
উঠে আয়, তোর লইব সঙ্গ,
আর ঘুমায়ো না—আর ঘুমায়ো না ।

বীণা ঘুগাইলে, আমার সাধে
হতাশ আসিয়া বিবাদ সাধে ;
প্রাণের ভিতরে বাঁধুনী বাঁধে,
কাঁহুনির স্রোত ছোট্টে ।
বীণা সে জাগিলে, আমার সাধে
আশা সে আসিয়ে কতই সাধে ;
প্রাণের ভিতরে তরে তরে তরে
আনন্দ-লহরী ওঠে ।

৩
কেবল আনন্দ—নিছক আনন্দ
চাই না—চাই না আমি ;
তেঁই কহি, বীণে, হরিষ বিবাদে
পুন জেগে ওঠ তুমি ।

৪
হরিষ বিবাদ জগত-প্রাণ,
হরিষ বিবাদ প্রাণের গান,
হরিষ বিবাদ মায়ার মায়ী,
হরিষ বিবাদ হরি ।
যেই বলে হরি হরিষ শুধু,
সে জানে না কিসে জনে
সে জানে না কোথা গোলাপ ফুটে,
সে জানে না কোথা তটিনী ছুটে,
সে জানে না কি যে হরি ।

৫
তেঁই, বীণে ! আমি হরিষ চাই,
তেঁই, বীণে ! আমি বিবাদ চাই,
হরিষ বিবাদ জীবনের সাধ,
সে সাধে সেধো না বাদ ।

* মিনার অর্থে উচ্চ স্তম্ভ । মুসলমানেরা নমাজ করিবার সময় মিনারের সর্ব্বোচ্চ ভাগে আরোহণ করিয়া আজান্দ দেয়
যথার্থ চতুর্দিকস্থ মুসলমানগণকে নমাজ পড়িতে উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করে ।

হরিষে বিষাদে ডোঁলো গো তান,
হরিষে বিষাদে গাহ গো গান,
হরিষে বিষাদে খোঁলো গো প্রাণ,
চিরজীবনের সাধ ।

৬

হরিষে হাস, কাঁদ বিষাদে,
• হাসি কান্না বিনে কি আছে, বীণে ?
বিষাদ—রোদন-স্মৃতি রাত,
হরিষ—হাসি-স্মৃতি দিনে ।
দিনে হাসে রবি, কাঁদে নিশায়,
রেতে হাসে চাঁদ, কাঁদে গো দিনে ;
আধারে তারারা কতই হাসে,
চাঁদনীতে কাঁদে আধার বিনে ।
বরিষায় নদী গরবে হাসে,
সীমা ডিঙাইয়া সে হাসি ছুটে ;
সে নদী গ্রীষ্মে কাঁদে হত্যাশে,
ক্ষীণ আঁখিধারা গড়ায় লুটে ।
কোন ফুল দিনে কতই হাসে,
কোন ফুল দিনে কেঁদে আকুল ;
কোন ফুল রেতে কতই হাসে,
কোন ফুল রেতে কেঁদে আকুল ।

৭

হরিষ বিষাদ পলকে পলকে
মরত-জীবনে বাঁধা ;
কখন হরিষে, কখন বিষাদে
বিপরীতে লাগে ধাঁধা ।
হরিষের প্রাণ বিষাদ কভু,
বিষাদের প্রাণ হরিষ কভু,
তবু কেন লোক বোঝে না ?
বিষাদ না হ'লে হরিষ নেই,
হরিষ না হ'লে বিষাদ নেই,
হরিষ বিষাদ উভয়ে সেই,
দোঁহে কেন লোক খোঁজে না ?

৮

বীণে !
হরিষ বিষাদ দুই ছবি আজ

আমার জুড়য়ে ধর ;
দোঁহে দু'জ সনে মিলাইয়ে বাজ্ ,
বাতাসে উড়া'য়ে স্বর ।
নদে, বীণে ! তুই রুহিবি আধা,
হ'বে না গো তোর আলাপ সাধা,
তার জড়াইয়ে পড়িবে বাধা,
ভাঙা বীণে ! আরো ভাঙ্গিয়ে যা'বি ।
তাই বলি হাস—তাই বলি কাঁদ,
হরিষের নুকে বিষাদের বাঁধ,
প্রকৃতির হাসি—কান্নার ছাঁদ
পরতে পরতে দেখিতে পা'নি ।

৯

প্রকৃতির ছায়া তোমান অঙ্গে
পড়িবে এধনি আমার সঙ্গে ;
দু'জনে হাসিব—দু'জনে কাঁদিব,
তোমার বাজাইয়ে, নিজেও বাজিব,
হরিষ বিষাদে ধরিয়ে প্রাণে ।
আয়, বীণে ! আয় আমার কোলে,
বাজ্, বীণে ! বাজ্ নূতন বোলে,—
“জয় জয় হরি ! জয় সরস্বতী !
জয় কবিপ্রাণ ! প্রাণের প্রকৃতি !
করুণায় চাও বীণার পানে ।”

বীণা আমার ।

১

বীণা আমার বাজ্বে গো !
আয় প্রকৃতি, আয় গো ছুটে,
স্বর বেঁধে দে বীণার তারে ;
বাজ্বেতে বড় ভালবাসে
সাধের বীণা তোরি করে ।
আয়, প্রকৃতি ! আয়,
সময় বাঁয়ে যায়,
বাজা বীণা মনভুগানো প্রাণভুগানো ললিত সুরে ।

আস'চে উষা পূর্ণ-নভে,
ডাকলো পাখী মধুর রবে ;

আয়, গো উবা! আয়,
সময় ব'য়ে যায়,
রোদ উঠলেই পালিয়ে যাবি,
বাক্য বীণা ভোরে ভোরে।
আয়, রে পাখী! আয়,
সময় ব'য়ে যায়,

হুঁরে বেঁধে দে বীণায় আমার
তোদের গলার মোহন হুঁরে।
হামুগুড়ি দে আয়, রে লতা!
আয়, রে তরু, পাতার ছাতা!
আয়, রে তৃণ! আয়,
সময় ব'য়ে যায়,

বীণার কাছে সেজে দাঁড়ি কোটা ফুলের ভূষণ প'রে

আয়, রে কমল! পুঁহর ছেড়ে,
আয়, সৌরভ! হাওয়ায় ভুড়ে;
আয়, রে আলো! আকাশ যুড়ে,
অকুমকা রে বীণার তারে।
আয়, গো নদী! দীরে দীরে,
হুঁর ঢেলে দে বীণার হুঁরে,
হুঁটি হুঁরে একটি হ'য়ে যাক,
একটি হ'য়ে কাণের ভিতর থাক;
কাণের ভিতর খানিক থেকে
ঘুম্ম'ক গিয়ে প্রাণের ঘরে।
পূরো কোটা—আশা-কোটা ফুল!
আয় ছুটে আয় বীণার কাছে;
আয়, রে পাতাচাপা কুঁড়িকুল!
পাতায় চেপে বীণার কাছে;
আয়, রে ফুলের খোলা হাসি!
ফুলের সনে স'রে স'রে;
আয়, রে কুঁড়ির চাপা হাসি!
মুখটি চেপে লাজের ভরে।

৫

২

বীণা আমার বাজলো গো!
আয় গো যত সত্য-শোভা
পূর্ণহৃদা কুলবালা!

বীণার গলার পরিষে দে বা
তোদের রূপের উজল মালা।
সরল প্রেমের সরল গান
বা শুনে বা ভুলবে প্রাণ;
এই গান ফের সরল হুঁরে
শুনিয়ে দিও প্রাণেশ্বরে,

হয় বাড়'বে, নয় ছাড়'বে প্রাণের দারুণ করুণ জালা।

আয় গো স্নেহময়ী মা!
ঘুমপাড়ানো শিখে যা;
কোলে তুলে সোণার ছেলে,
বীণার গানের লহর তুলে
ফুটফুটে মুখ পানে চা;—
বীণার তালে তুলে তুলে

স্নেহের বৌকায় আস্তে দোলা।
আয়, রে নধর কচি ছেলে মেয়ে!
বাজলো বীণা, আয় রে ধেয়ে ধেয়ে,
বীণার হুঁরে মিলিয়ে দে রে
তোদের গলার হুঁরের খেলা।

যুবক যত আছে যেথা
একবারটি এস হেথা,
শুনতে পাবে সাধের কথা,
দেখে পাবে প্রাণটি খোলা।

এস, রসিক! রস যদি চাও,
কাণ দিয়ে রস প্রাণ ভোরে খাও;
ভক্ত! এস বীণার কাছে
তোমার সাধের জিনিষ আছে;
রক্ত! এস, তোমার তরে
বাজলো বীণা চরম হুঁরে;
আয়, ভণ্ড! পাপ-যণ্ড!

উঠলো বীণায় বিষের শলা।

৩

বীণা আমার বাজলো গো!

হৃদয় আশা উঠলো জেগে বীণার নতুন হুঁরে;
হরিষ বিষাদ নিয়ে আশা আবার এলো ঘুরে।
আয়, গো আশা! আয় গো কাছে,
তোরি আশায় বীণা বাঁচে;

অবসরসরোজিনী ।

সবাই যদি ছেড়ে যায়,
কিছুই ক্ষতি নাইকো তার;
কিন্তু, আশা! ভরসা তুমি বীণার তারের সুরে ।

৪

বাজ্জা বীণা একটি সুরে—
কিন্তু বাকী অনেক সুর;
চল্লে বীণা লক্ষ্য-পথে,
যেতে হ'বে অনেক দূর ।
উঠ্লে বীণার একটি তান,
গাইতে হ'বে অনেক গান;
ঘাচে দেখা একটি রেখা—
অনেক রেখা আছে বাকী;
তাই বলি, গো সাধের আশা!
দিস্ নি আমার বীণায় ফাঁকি ।
সুখের দুখের বত ছবি
বীণার তারে বাঁধিস্ সবি;
অমর সুখা, মরণ বিষ
বীণার সুরে ছড়িয়ে দিস্;
ছাঁকাছাঁকা * সোজা বাকা
লোকচরিত্র কাঁচা পাকা—
খুঁজে খুঁজে আন, গো আশা!
বীণার সুরে ছড়িয়ে ভাসা;
বাজুক বীণা চমক দিয়ে;
আমি কেবল লিখে রাখি ।

বৈরাগ্য কিসে পাওয়া যায়,
প্রভু হে! তা' বল আমার! ॥ ১ ॥
অষ্টাবক্র।—(বাগেশী—কীর্তনাক)—
তাত! মুক্তি যদি ইচ্ছা কর,
তবে বিষ-সম বিষয় পরিহর ।
সত্য, সরলতা, দয়া, ক্ষমা, তোমার
সুধাসম সেবা কর ॥ ১ ॥
তুমি পৃথিবী নহ, মলিল নহ,
অনল, অনিল, আকাশ নহ ।
সাক্ষী পরমায়া এ সবার তুমি—
চিৎস্বরূপ তুমি হে আর;
এই জ্ঞানে মুক্তিলাভ হয় ॥ ২ ॥
যদি দেহেরে পৃথক্ করি' চিন্মাত্রে বিশ্রাম লভ,
তা' হ'লে এখনি তুমি হে
সুখী শান্ত বন্ধমুক্ত হ'বে ॥ ৩ ॥
তুমি ব্রাহ্মণাদি বর্ণ নহ,
আত্মমী তো নহ তুমি,
ইন্দ্রিয়গোচর তুমি নহ হে ।
তুমি সঙ্গহীন, নিরাকার, সাক্ষী জগতের,
এই জেনে সুখী হও ॥ ৪ ॥

(কেদারা—কীর্তনাক)—

ধর্মার্থ, সুখদুঃখ এ সব মনের ধর্ম,
তোমার এ ধর্ম নহে, রাজা!

জনক উবাচ ।

কথং জ্ঞানমবাসোতি কথং মুক্তির্ভবিষ্যতি ।
বৈরাগ্যং কথং প্রাপ্যমেতৎ কং ক্রহি মে এভো! ॥ ১ ॥

অষ্টাবক্র উবাচ ।

মুক্তিগিচ্ছসি চেত্তাত । বিষয়ান্ বিষয়ত্যাজ ।
ক্ষমার্জবদয়াতোষমত্যং শীঘ্রবস্তজ ॥ ১ ॥
ন পৃথুী ন জলং নান্নিন্ন বায়ুর্দো ন বা ভবান্ ।
এবাং সাক্ষিপয়ান্নানং চিত্রণং বিক্টি যুক্তমে ॥ ২ ॥
যদি দেহং পৃথক্ কৃয়া চিতি বিশ্রাম্য তিষ্ঠসি ।
অধুনৈব সুখী শান্তো বন্ধমুক্তো ভবিষ্যসি ॥ ৩ ॥
ন তং বিশ্রাদিকো বর্ণো নাত্মমী নাকগোচরঃ ।
অসঙ্গোহসি নিরাকারো বিশ্বসাক্ষী সুখী ভব ॥ ৪ ॥

তত্ত্ব-সঙ্গীত ।

[অষ্টাবক্রসংহিতার গীতানুবাদ ।]

প্রথম প্রকরণ ।

মহর্ষি অষ্টাবক্র ও রাজর্ষি জনক ।

জনক।—(গান্ধার রাগ—কীর্তনাক)—

কিসে জ্ঞান লাভ হয়,

কিসে মুক্তি হয়,

* ছাঁকা অছাঁকা (আছাঁকা) ।

তুমি কর্তা নহ, ভোক্তা নহ,
নিয়ত বিমুক্ত তুমি হে ॥ ৫ ॥
তুমি এক—অধিতীয়,
তুমি দ্রষ্টা সবারকার,
তুমি মুক্তপ্রায় অবিরত।
এই শুধু বন্ধন তোমার—
তুমি দ্রষ্টারে না দ্রষ্টা ভাবি'
অগ্নিরূপ ভাবি'ছ হে ॥ ৬ ॥
'আমি কর্তা' এই অহঙ্কাররূপ
মহাকাল-সর্প ধংশেছে তোমায়।
'আমি কর্তা নহি' এই সে বিশ্বাস-সুখা
পান করি' তুমি সুখী হও হে ॥ ৭ ॥
'আমি একমাত্র শুদ্ধ-বোধ'
এই সে নিশ্চয়-অনল-যোগে,
অজ্ঞান-গহন ভস্মীভূত করি'
শোকহীন হ'য়ে সুখী হও হে ॥ ৮ ॥

(কল্যাণ—কীর্তনাপ্ত)—

রজ্জুতে যেমতি অহিজ্ঞান হয়,
তেমতি এ বিশ্ব বাহাতে, রাজা,
কল্লিত হইয়ে ভাতি'ছে হে,
তুমি সে আনন্দ-পরমানন্দরূপী,
তুমি সেই জ্ঞানরূপ—
ইহা জানি' সুখী হও, হে তুপ! ॥ ৯ ॥
যে মুক্তাভিমানী—মুক্ত সেই জন,
যে বদ্ধাভিমানী—বদ্ধ সেই জন।—

ধর্ম্মার্থের্থে স্বয়ং ছুৎং যানমানি তে নিভো।।
ন কর্তাসি ন ভোক্তাসি মুক্তো এশাসি সর্বদা ॥ ১০ ॥
একো দ্রষ্টাসি সর্বস্য মুক্তপ্রাগেহসি সর্বদা।
অয়মেব হি তে বন্ধো দ্রষ্টারঃ পশ্যসীতরম্ ॥ ১১ ॥
অহং কর্তেতাংহংমানসহাকারকাদিশিতঃ।
নাহং কর্তেতি বিশ্বাসামৃতং পীডা সুখী ভব ॥ ১২ ॥
একো বিশুদ্ধবোধেহিমিত্তি নিশ্চয়বন্ধিনা।
প্রজ্ঞালাজ্ঞানগহনং বীতশোকঃ সুখী ভব ॥ ১৩ ॥
যত্র বিশ্বমিদং ভাতি কল্লিতং রজ্জুসর্পবৎ।
আনন্দ-পরমানন্দঃ স বোধেহং সুখী ভব ॥ ১৪ ॥

এই বে প্রবাহ, সভ্য ইহা, রাজা,
যেমন মতি, তেমনি গতি ॥ ১০ ॥
আমি সাক্ষিরূপী, আমি সর্বব্যাপী,
পূর্ণ, এক, মুক্ত, চিৎ, ক্রিয়াহীন,
অগ্ন, নিস্পৃহ, শান্ত, পরমাত্মা;
নিজের সংসারী ভাবি' পড়ি ভ্রমে ॥ ১১ ॥
কুটম্ব, * অদ্বৈত-বোধস্বরূপ
আপনারে তুমি ভাব হে।
অস্তরের বাহু ভাব তেয়গিলে,
ভ্রম হ'তে তুমি বিমুক্ত হইলে,
নিজেতে নিজেই প্রকাশ পাবে ॥ ১২ ॥

(ধানত্রী—কীর্তনাপ্ত)—

পুত্র! তুমি দেহ-অভিমান-ডোরের
চিরকাল-তরে আছ যে বাঁধা।
অহংজ্ঞান-খজো সে ডোর কাটিয়া
বোধরূপী হ'য়ে সুখী হও হে ॥ ১৩ ॥
তুমি সঙ্গহীন, ক্রিয়াহীন,
তুমি স্বপ্রকাশ, নিরঞ্জন;
যে সমাধির তুমি কর অনুষ্ঠান,
ইহাই তব বন্ধন হে ॥ ১৪ ॥
এ জগত তুমি ব্যাপিয়া আছ,
এ জগত স্থিত তোমাতে হ'য়ে
যথার্থরূপেতে প্রত্যীত হয়।
শুদ্ধবুদ্ধরূপ তুমি, হে রাজ'

মুক্তাভিমানী মুক্তো হি বন্ধো বদ্ধাভিমানাসি।
কিং বদন্তীতি সাতোয়ং যা যতিঃ সা গতির্ভবেৎ ॥ ১০ ॥
আত্মা সাক্ষী বিভূঃ পূর্ণ একো মুক্তচিদক্রিয়ঃ।
অসঙ্গো নিস্পৃহঃ শান্তো জগৎ সংসারবান্ধিঃ ॥ ১১ ॥
কুটম্বঃ বোধমদ্বৈতমাত্মানং পরিভাবয়।
আত্মোহংহং জগৎ মুক্তা বাহুভাবগণাক্ষরম্ ॥ ১২ ॥
দেহাভিমানপাশেন চিরং বন্ধোহসি পুত্রক।।
বোধেহংহংজ্ঞানখজেন তস্মিন্ভূতা সুখী ভব ॥ ১৩ ॥
নিঃসঙ্গো নিকৃষ্ণোহসি হং স্বপ্রকাশো নিরঞ্জনঃ।
অয়মেব হি তে বন্ধঃ সমাধিসমুত্তীর্ণসি ॥ ১৪ ॥

তুই কহি—

কুম্ভচেতা নাহি হইও তুমি ॥ ১৫ ॥

নিরপেক্ষ তুমি, নির্ভিকার তুমি,

ভয়হীন, তুমি শীতলাশয়,*

অনুকূল-অগাধ-বোধময়;

এইরূপ তুমি হ'য়ে, রাজা,

চিন্মাত্রে বাসনা স্থাপন কর ॥ ১৬ ॥

ইতি উপদেশ-বোডশক ।

৩২১ বাগ্গনিদঃ বিধঃ স্মি প্রোক্তঃ স্বার্থতঃ ।

অনুকূলস্বরূপঃ যোগঃ কুম্ভচিত্ততাম্ ॥ ১৫ ॥

নিরপেক্ষো নির্ভিকারো নির্ভয়ঃ শীতলাশয়ঃ ।

অগাধবুদ্ধিরনুকূলো ভব চিন্মাত্রবাসনঃ ॥ ১৬ ॥

উপদেশবোডশকম্ ।

বীণার রোদন ।

বীণা গো আমার ! কেন তুই

কিরাইলি আনন্দের সুর ?

কি বাধা বাজিল তোর প্রাণে ?

এখনো আনন্দ তোর, বীণে !

মিটে নি মিটে নি তত দূর,

এখনো মাতে নি প্রাণ গানে ।

এই তো বাঁধিছু তার আমি,

এই তো বন্ধার দিমু তা'র,

গা'ব ব'লে আনন্দের গান ;

কিস, হায় ! আনন্দের সুর

আচম্বিতে আকাশে মিশায়,

স্থখ-তান হ'ল শোক-তান ।

কেন, বীণে ! হ'লি গো এমন,

কেন হেন করিস্ রোদন !

২

অপত জাগিয়ে ভোর বেলা,

কাহিয়ে উষার মুখ পানে,

উষা নাথ-নাথে স্মরি' মনে,

কি-এক আনন্দের তাৎ

প্রাণ মাতাই'ছে দেবগানে,

প্রেম-অশ্রু বহি'ছে নয়নে ।

সে অশ্রু এ অশ্রু-এক নয়,

স্বপ্ন পাতাল ব্যবধান,

সে অশ্রু কোথায় তোর, বীণে !

এ অশ্রু কোথায় পেলি তুই,

ব'লে দে রে নিগূঢ় সন্ধান ?

কে তোর এ অশ্রু দিল এনে ?

সেই তুই—সেই তোর তার,

কুই স্থখ ?—কেন শোক-ধার ?

৩

এ ব্রহ্মাণ্ডে ফুলের ছন্দর

মধু কীট উভয়ের স্থান,

শশিবক্ষ উজ্জ্বল মলিন ;

দিবসে প্রকৃতি রূপময়ী—

যামিনীতে মলিন-বয়ান,

এ সবার ছায়া তুই, বীণ !

তাই বুকি হাসিতে হাসিতে,

আচম্বিতে উঠিলি কাঁদিয়া

স্থখের বিরহে শোকভরে ?

ভূনিবারে আনন্দের গান,

তার দিমু পকমে বাঁধিয়া,

কোমল গাকারে এলো স'রে ।

এ নবীন আনন্দের দিনে

কি তুই হারা'লি, ওরে বীণে ?

৪

“কি তুই হারা'লি, ওরে বীণে !”

এই কথা বলিছু যেমন,

গভীর বিষাদে মোর

তারে তারে করে হাহাকার,

হাহাকারে মিশিল রোদন,

রোদনে বদন হ'ল যৌর !

সে ঘোর বহনে কোটি কোটি
ফুটে উঠে নিরাশার রেখা,
উঠাসে আকাশ পানে চাই !
সেই রেখা স্মৃতিমাকে গিয়ে
দেখাইল এই শোক-শেখা,—
“জ্ঞানসিদ্ধ রাজকুমার নাই !
কবিমণি রাজকুমার নাই !
পরহীন রাজকুমার নাই !
দৌর্যমুর্তি রাজকুমার* নাই !”

—

নিরাশ প্রেম ।

(গীতি)

[ভাবামুখ্য]

অকপট প্রেম মোর লক্ষ্যহার হ'রে, হার,
কোথা গেছে গো চলিয়ে;
সকলি বিষাদময়—সকলি হৃথের ছায়—
কোথা রহিলু ডুবিয়ে !
বোধ হয়, প্রেম মোর ধলায় লুটায়;
আমার এ শূন্য হৃদি কাঁদে যাতনায় ।

কণ্টক সূচীর মুখে কত ধার আছে ?
কতটুকু বিধে তা'রা ?
কিন্তু ছলময়ী জিহ্বা বড় বিধিরাছে,
ক'রেছে যে প্রাণহার !
অনল অন্ধারে নাই এ দারুণ জালা;
ছিঁড়িল আমার প্রেম-হেম-ফুল-মালা !

বাণ মায়ে বুঝায় বুঝা'নু কত আমি
সরমে অকুট ভাবে;
কিন্তু তাঁরা ইচ্ছিলেন মোর ধনী সামী,
জানি না কিসের আশে ।
যাই হোক, ধনী জনে ভাল না বাসিব,
হৃদয় ভাঙিল মোর ! আমিও মরিব !

একজনে ভালবাসি, অপর আবার
ভালবাসা কেন দিব দান ?
আমি বা'রে ভালবাসি, আমিই তো তা'র,
তা'রেই তো মণিরাছি প্রাণ ।
ছায়া-ভরা কুঞ্জমাকে মস্তিকার তলে
প্রাণ সহ লুকাইব ডুবি' আঁধি-জলে ।*

(The Ladies' Treasury, Vol. III.)

শ্রীপঞ্চমী ।

প্রভাতের শিশু সমীরণ
ফুলে ফুলে বুলি' বুলি', ফুল-বাস ভুলি' ভুলি',
আনন্দে হইয়া নিমগন,
অবশেষে পথ ভুলি', ভুলিয়া আপন,
মরুভূমে করে গো গমন !
গ্রীষ্মের দুপুর বেলা, প্রতপ্ত বালির খেলা,
কালানল সূর্যের কিরণ,
দিগন্ত দহিয়া যেন অগ্নি-বরিষণ !
দূর-দূর-দূরত্বের, বলা শুধু কাঁকা করে,
নয়নের দৃষ্টির মরণ !
সৃষ্টির বিনাশ যেন করে আফালন !
হেন মরুভূমির বুকোত্তে
পতিত হ'য়ে সে সমীরণ,
দগ্ধ হ'য়ে থাকে বিলম্বিতে,
কষ্টে করে ছু ছু অমুখণ;
যতই ছুটিয়া যায়, ততই বন্ধণা পায়,
নাহি মেঘ—বারি-বিলু—পাদপের ছায়,
'উহ ! ছু ছু' বলি' কেবল চেঁচায় !

আমারো রে এবে সেই দশা !
হৃথের 'শৈশব বেলা' খেলি' খেলি' ফুল-খেলা,
ছিল ধরি' প্রাণে সুখ-আশা;
ভেবেছিল ফুলে ফুলে, চিরকাল বুলে বুলে,
অনন্ত হৃথের রাজ্যে করিবে নিবাস;
সুখ যেন সুখ তা'র ব'বে বার মাস ;

পাখি গুলি শাখায় বসিয়া
 দিবে তা'রে সদাই ঢালিয়া
 স্বর্গের চরণানো স্রুধা শ্রুতিকণ্ঠে তা'র,
 শৈশবের সহচর যত
 শৈশবেই রহিবে নিঃত,
 অকুট আনন্দ-নেসা র'বে অনিবার ;
 কিস্তি সে 'শৈশব বেলা' নোখে নি এমন জালা
 যটিবে তাহার,
 খেলার পুতুল তা'র হ'নে চুরমার !
 সংসারের মহামরুভূম
 আমার শৈশব এবে লোটে ;
 যে বৃকে ঢুলা'ত ফুলমালা,
 জালার কণ্টক এবে ফোটে !
 'শৈশব বেলা'র এবে শৈশবত্ব নাই,
 শৈশব পুড়িয়া মোর হ'য়েছে গো ছাই !
 শৈশবের স্মৃতিটুকু মোর
 জেগে আছে, তবু ঘোর ঘোর ;

সেই স্মৃতি লুটে লুটে আজি গো কোথায় ছুটে,
 যেন কোন হারানিধি পেয়েছে দেখিতে,
 তাই মোরে টেনে নিয়ে দায় চারি ভিত্তে।
 কিবা হারানিধি সেই ? এই যে—এই যে—এই
 সম্মুখে আমার
 শৈশবের শ্রীপকসী সপ্নের তাণ্ডার !
 সে তাণ্ডারে কে ওই দেরতা ?
 শৈশবের সরসতী মাতা ।
 আয়, ভাই, কে কোথায়, আয় আয় ছুটে আয়,
 সে 'শৈশব বেলা' স্মৃতি দিয়াছে আনিয়া ;
 স্মৃতির করুণা-বলে, শিশু হ'য়ে ফুল তুলে,
 ছোট ছোট অঞ্জলিতে সে ফুল ভরিয়া
 মায়ের ও রাভা পার
 পুষ্পাঞ্জলি দি রে তার,
 তরুিতরে এই মস্ত সকলে বলিয়া ;—
 "সরসতী নমো নিত্যং ভক্তকালো নমো নমঃ ।
 বেদবেদান্তবেদাঙ্গবিদ্যাভ্যানেভ্য এব চ ॥"

জুবিলী ।

[ভারতেশ্বরী মহারাজী ভিক্টোরিয়ার অর্দ্ধশতাব্দিক রাজ্যভোগ-মহোৎসব উপলক্ষে]

বহুপদী দীর্ঘরেখা ছন্দ ।

জুবিলী জুবিলী শব্দ, কি হেতু চৌদিকে, উঠিতেছে অনিবার, হৃদর ছাইয়া ওই অনন্ত আকাশ ?
 বিভিন্ন সংবাদ-পত্রে জুবিলী জুবিলী ; কণ্ঠে কণ্ঠে ওই রব ; সেই রব বহে পুন চলন্ত বাহাস ।
 যমগায় মুচ্ছিত হইয়া, ছিল গো পড়িয়া, আগাদের অভাগিনী ভারতজননী এক পাশে,
 কেনা এবে নাইয়া আসিগা, দিল শুনাইয়া, কর্ণে তা'র নব রব জুবিলী জুবিলী উচ্চ ভাষে ?
 গাণ্ডাস্তিক প্রণীড়নে প্রাণে মরা হ'য়ে, জননীর কোলে আমি আছিহু পড়িয়া, সংজ্ঞাচীন হইয়া বিবোরে ;
 জুবিলী জুবিলী শব্দে জাগিল জননী, অচঞ্চল কোল মা'র হইল চঞ্চল, আচম্বিতে জাগাইয়া গোরে ।
 কেন তুই জাগিলি, জননি ? কেন তুই জাগা'লি আমার ? সম্মুখে যে চমকিছে, দিগন্ত অলিখা তীর দূরত বিজলী ।
 এগনি পলকে পুরায়, ডুবিলি, ডুবিলি স্বর্গকারে । সে আঁখার মূহুর উদয় । সেই উদয়ের মুক্তি এ ঘোর জুবিলী ।
 Jubilee=আনন্দোৎসব । আনন্দ যেখায়, সেখা সেই ; হেথা নেই আনন্দের কর্ণা, তবে কেন জুবিলী-ছলনা ?
 রাজেশ্বরী ভিক্টোরিয়ে । মানা করু ভূতাপণে তোর, আর যেন তা'রা আমা'র সবে, নাহি করে কলের খেলনা ।
 মর-মর, জর জর হ'য়ে, যে ক'দিন পড়ে থাকি ভারত-আশানে ; সে ক'দিন স্বপ্নকণ্ঠে 'মা ! মা !' ব'লে তোর—
 ডাকিল কীদিগা, মা গো । সেহে সাদা দিল । তাহা ছাড়া কিছুই না চাই । কাজ নাই জুবিলী বা বিজুলীর ঘোরে ।

জুবিলী।

রাধিকার মূচ্ছ।

৫ই ফাল্গুন, ১২৯৩। ইং ১৬ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৮৭।

নগরসঙ্কীর্্তন।*

(তেওট)

হরি হে, দয়াময়, স্নেহ-আনন্দময় !
 তোমার রূপায় আজি ভারতে আনন্দোদয়।
 প্রাণের মাঝে, আজ বিরাজে,
 অতুল আনন্দ ছবি ;—
 আনন্দের যেন, নন্দন কানন,
 আনন্দ-ভুবন যেন ভারতের মনে হয়।
 আজি, রাজরাজেশ্বরী, ভারত-ঈশ্বরী,
 পরম করুণাময়ী—
 তোমার প্রসাদে, সার্ব শতাকীর,
 সীমায় আসিয়ে রাজসিংহাসনে শোভা পায়।
 হৃদাসনে তাঁ'র, আমা সবাকার,
 নাহি অমঙ্গল ভয় ;—
 ভাই ভাই মিলে, তাঁ'রে মা ব'লে,
 তাঁ'র পদতলে ঢালি স্নেহের ভক্তিচয়।
 জগদীশ হরি ! করুণা বিতরি',
 করিলে স্বজন তুমি আমা' সবাকার ;—
 স্বজনের পরে, পালনের তরে,
 ভার দিলে দয়াময়ী ভিক্টোরিয়া মায়।
 জননী না হ'লে, স্নেহমাথা বোলে,
 কেবা কোলে তুলে লয় ?—
 আমাদের চিতে, পূর্ণ মেহ দিতে,
 মাতা ভিক্টোরিয়াক্রমে হরি হে এলে ধরায়।
 জয় জয় হরি ! ভারত-ঈশ্বরী !
 জয় রাজপরিবার !—
 যে যেথায় আছ, আনন্দেতে নাচ,
 ভক্তিভরে সপ্তহরে গাও ভারতের জয় ॥

সায়ম বেলি রক্ত বরণ রবি
 ডুবল নীল-নভ-মাঝ ;
 নীল যমুনা-জল মূহল মূহল বহে,
 কুলু কুলু মধুর আঁওয়ারাজ।
 ফুল কমলদল মদল আঁবি,
 অলিকুল আকুল ভেল ;
 ঝিল্লি ঝিঝারত তরু'পরি লুটি',
 চন্দ্রমা দরশন দেল।
 হীরক টুকুরা ভরল আকাশ,
 ঝিকিমিকি ঝিকিমিকি উজল ভাতি।
 সোহি চন্দ্রমা, হীরক টুকুরা
 চমকি' চকায়ল যমুনা-ছাতি।

২

ফুল-কুল-সৌরভ লুটাই লুটাই,
 শীতল পগুন খেলত ছুটাই
 যমুনা-জল'পরি ধীরে ;
 ঐছন মধুরিম সায়ম বেলি,
 শ্যাম-বিধুরা রাধা আওই একলি,
 পঙ্কজল যমুনা-তীরে।
 কনক-বিজলী আজু বাঘর-দেহা,
 কমল-বদন-মাঝ কালিমা-লেখা,
 ঝর ঝরু'আঁবি নীর ফুরে ;
 সঁওরি পূরব কথা উদাস পরানী,
 আঁবি-জল মুহুহি সজল নয়ানী,
 ধির দিষ্টি রহল দূরে।

৩

যমুনা-তীর'পরি কেলিকদম্ব,
 যমুনা-জল'পরি ভাসহি বিম্ব ;
 সো তরুবর-তল আয়ল রাই,
 'হরি ! হরি !' বোলি' পড়ল মুরছাই ;

কনক-লতা জম্বু তরুণের ছোড়ি'
 উলট পলট হোই পড়ল মুচড়ি' ;
 একজন সখী অব নাহি রাখা সঞ্চে,
 কোজন ইহ ঘোর মূরছা ভাঙে ?
 নিষ্ঠুর বিধি ভেল রাখাকো নাম,
 ততোধিক নিষ্ঠুর সুকঠিন শ্যাম ।
 ৪
 যো দিন চলি' গেল শ্যাম মথুরা,
 সো দিন তরু গোরী ভেইল বিধুরা ।
 শাশী-ননদী-ডর স্বরপর ভারি,
 তেই তাঁহা নাহি রহে ইহ বরনরী ।

একলি আয়ল তটিনী-তট,
 হরি হরি বোলহি পড়ল লুটি' ।
 পস্তুর মূরছা, ক্রীশ নিশাস,
 বাহির নিশল, অস্ত উছাস ।
 লটপট তমুয়া ধূলি-ধূসরা,
 উড়য়তি ধীরে ধীরে নেত আঁচরা ।
 ফুরল কবরী খোলি' পড়ই,
 ফুর ফুর আপন মনহি উড়ই ।
 কোজন আশ্রয় অব রাই পাশ ?
 কোজন করব মূরছা বিনাশ ?

অশ্বায়নের কবিতাবলী।

[THE POEMS OF OSSIAN.]

কাথ-লোদা।

(কাব্য)

প্রথম দুয়ান্।*

বিবরণিকা—(ARGUMENT.)।

পিন্সলের বাল্যাবস্থায় অক্লিষী যৌবন যাত্রা এবং লক্লিনের রাজ্য স্ত্রীর রাজত্ববনের নিকট স্বন্দনাভীর উপসাগরে প্রতিপল বায়ু কর্তৃক ভাঙিত হইয়া জলধান সমেত প্রবেশ।—পিন্সলকে স্ত্রীর ভোজন-নিমন্ত্রণ।—রাজ-নিমন্ত্রণে পিন্সলের সন্মুখ এবং স্ত্রীর পূর্ব-শঠ-আতিথ্য চিন্তা করিয়া নিমন্ত্রণ অস্বীকার।—স্ত্রীর স্বজাতীয় লোকসংগ্রহ; পিন্সলের আশ্রয়ক্ষণ-প্রতিজ্ঞা।—নিশা-গমন; পিন্সলকে শত্রুগতি লক্ষ্য করিবার জন্য দৃষ্টি-সাক্ষ্যের প্রস্তাব।—পিন্সলের তরুণ করণ।—শত্রুর দিকে গমনসময়ে তুর্ধরের গহ্বরমধ্যে সহসা পিন্সলের আগমন; উক্ত গহ্বরমধ্যে স্ত্রী কর্তৃক অবলম্বন একজন প্রতিবেশী প্রধান ব্যক্তির কন্যা কন্বান্-কারুগার বিবরণ।—মুলাংশের কতকটা বিনষ্ট হওয়াতে কন্বান্-কারুগার উপাখ্যানের অসম্পূর্ণতা।—একটি পূজা-স্থানে পিন্সলের আগমন; সেই স্থানে খ্রীষ পুত্র হুয়রণের সহিত স্ত্রী কর্তৃক লোদার অধিতাত্রী দেবতার নিকট যুদ্ধাদেশ-প্রার্থনা।—পিন্সল ও হুয়রণের যুদ্ধ।—স্বন্দনাভীর দেশের অস্থিগত ওদিন দেবতা—ক্রথ-লোদা দেবতার বারমী-সভা-বর্ণনের সহিত প্রথম দুয়ানের সমাপ্তি।

পুরাতন সময়ের একটি কাহিনী!

কেন, ওহে অদৃষ্ট ভ্রমণকারী!

লোরার কণ্টক-ভরু আত বাঁকাইয়া?

কেন, বায়ু উপত্যাকাচারী!

শ্রবণের পথ মোর দিয়াছ ছাড়িয়া?

স্রোতের হৃদয় কলরব

কি হেতু নীরব? কেন শুনিতে না পাই?

পর্কত হইতে বীণা-রব

নাহি আসে কাণে মোর; শব্দহীন ঠাঁই।

এস গো এস গো, মলভিনা!

জানি আমি, তুমি গো লুখার শিকারিণী;

ডাক ফিরে আত্মা তাঁর তুমি

কবি প্রতি আজি, ওগো উৎসাহকারিণি!

হৃদ-আবেষ্টিত লক্লিন,—

তাঁর পানে চেয়ে আজি স্থিরদৃষ্টি-বানে;

পুন আমি চাহি উ-ধরণের

নিবিড় তরঙ্গময় সাগরের পানে;

সেখায় পিন্সল নেমে আসে

সিদ্ধ আর সমীরের আওরাজ হইতে।

এ অজানা—এ অচেনা বেশমাকে, হার,

মৃত্যুভয়ের গুটিকত বীর দেখা যায়!

* যে 'সকল যুগ-যটনা-বর্ণনার আত্মসঙ্গিক উপযটনা (Episode) এবং বাক্যালঙ্কার বিশেষ (Apostrophe) বিহীন হইত, কবিগণ তদ্ব্যবচ্ছেদে দুয়ান্ (Duan) নামে অভিহিত করিতেন।

পিতৃলের আসিবারে ভোজ্য-নিমন্ত্রণে,
 স্তর্ণো পাঠাইলা লোদ্যবাসী এক জনে ।
 স্মরিল অতীত কথা পিতৃল তখন,
 জাগিল তাঁহার ক্রোধ যেন হতধন ।
 কহিলা পিতৃল সেই যোবে,—
 “গম্বালের শৈবাল-আরুত উচ্চ বাস,
 অথবা সে স্তর্ণো চুরাচার
 পিতৃলেরে বেধিবার ছাড়ুক প্রয়াস ।
 ভ্রমে মৃত্যু-জারার সমান
 স্তর্ণোর সে অত্যাচারী আশ্রয় শিররে !
 ভুলিতে কি পারি আমি সেই
 আলোর কিরণ—চারু রাজতনয়ারে ?”
 যাও তুমি, লোদ্যার কুমার !
 স্তর্ণো-বাণী বায়ুমাত্র পিতৃলের কাণে ;
 বায়ু শুধু শরভের নিবিড় গহ্বরে
 কাঁটা ছড়াইয়া কেলে এখানে ওখানে ।
 লোদ্যবাসী ! করহ শ্রবণ,—
 দখ-মারুণো—মৃত্যুর অটুট ভীম কর ।
 ক্রম্ব-গম্ব—লৌহময় ঢাল !
 ক্রম্বময় নিবসে রণ-পঙ্কের উপর !
 সমুদ্রে হাঁহার বৃহত্তরী,
 সে কর্মার, বন-ঘূর্ণ্য বনের উপরে
 উদ্ধার গতির সম ভ্রক্ষেপ না করে !
 উঠ উঠ, বীরপুত্রগণ !
 এ অজ্ঞাত দেশমাঝে চৌদিকে আমার ।
 রণপতি ত্রেম্বরের মত
 নিজ নিজ ঢাল পানে চাহ বারম্বার ।”

কহিলা ত্রেম্বর,—“আইস নামিয়া,
 বীণাষত্র মধ্যবাসী !
 জানি আমি, তুমি দিবে গড়াইয়া
 দূরে এই প্রোতরাশি,
 অথবা আমার লহিত মাটিতে
 মিশাইবে তুমি এরে !

আইস নামিয়া, আইস নামিয়া,
 না রহিও আর দূরে !”

রাজার চৌদিকে সবে দাঁড়াইল যোবে ;
 কোন কথা নাই কা'রো মুখে ;
 ধরবার বলমাত্র ধরিল সকলে,
 চাহিতে লাগিল কুণ্ডে কুণ্ডে ।
 প্রতি প্রাণ আপনাতে লাগিল গড়া'তে
 উৎসাহে মাতিয়া বারম্বার ।
 শেষে উঠে তা'সবার প্রতিবাদী ঢালে
 আচম্বিতে বিকট চীৎকার ।
 নিশাকালে পাহাড়ে চড়িল প্রতি জন,
 হেথা হোথা আধারে দাঁড়ায় ।
 আওয়ারী হাওয়ার মাঝে পানের আওয়ার
 ধীরে ধীরে চারি ধারে যায় ।

তা'সবার মাথার উপর
 উঠিল অগোল শশধর ।

পিতৃলের বাহু যুগ মাঝে
 দীর্ঘকায় দখ-মারুণো হৈলা উপনীত ;
 শৈলময় জ্রোমা হ'তে তিনি
 শূকর-শিকারী বলী বলি সুবিধিত ।
 আধিয়া নৌকায় চড়ি' তিনি
 চড়িয়াছিলেন যোর ভরম্ব উপরে,
 ক্রম্বম্বো যে কালে জ্রোমার
 অরণ্য জাগা'য়েছিল ঘুরি' চারি ধারে ।
 দখ-মারুণো মৃগয়ার কালে
 সর্পশ্রেষ্ঠ হ'য়েছিল অরিকুল-মার ।
 দখ-মারুণো ! মহাবীর তুমি,
 ভয়-লেশ প্রাণে তব কভু না বিরাজে !

দখ-মারুণো কহে,—
 “নির্ভীক কোম্বল-পুত্র পিতৃল বীমান !
 আবেহরি নিশায়

* রাজা স্তর্ণোর কথা অগম্ভীরা । ইনি পিতৃলের সহিত, পিতৃ-প্রাণ-মিনাশের বড়দয় করাতে, স্তর্ণো ইহাকে নিহত করিয়াছিলেন ।

হ'বে কি আমার পদক্ষেপ আশ্রয় ?

এই ঢাল ধরি'

দেখিব কি আমি ওই দীপ্ত অরিঠাতে ?

স্বর্ণো-হুত স্বর্ণপতি,

স্বর্ণো-মৃত স্বর্ণরূপ এসেছে নিকটে ।

লোহার পাবাণ-শক্তি-সম

ও দৌহার বাক্য কভু বুঝা মিথ্যা নয় ।

দুখ-মাক্রণে যুদ্ধে গিয়া আত্ম

ফিরিবে, কি না ফিরিবে—না জানি নিশ্চয় ।

দুখ-মাক্রণে হেথা যা'বে রণে,

গৃহে সেথা পত্নী তা'র আছে বিযাদিনী ;

ক্রোধ-ক্রৌলো ভূমি বহি' সেথা ।

একত্রে মিশেছে হু'টি নদী নিনাদিনী ।

চারি ধারে ছোট ছোট গিরি,

আওয়ারী অরণ্য হাসে গিরিদের গায় ;

ডাগর সাগর নাচে কাছে,

উত্তাল তরঙ্গগুলি বুকেতে গড়ায় ।

স্নেহের ছেলেটি মোর সেথা

চেয়ে দেখে সঙ্করিত সিদ্ধপাথী পানে ;

শিশুর পর্থাটক পুষ্ট মোর

মাঠে মাঠে ইতি উতি ধায় ক্ষুদ্র মনে ।

একটি শূকর-শির কন্দোনে'র দাঁড়,

পিতার আনন্দ তা'র তা'রে গিয়া কও ।

যে সময়ে তাহার পিতার

উত্তোলিত ধরবার ভীম বর্সা-মুখে

ই-খোর্ণের শৌকর শক্তি

গড়াইল যন্ত্রণায় ঘন ঘন ঝুঁকে ;

সে কালের আনন্দের কথা

কহ মোর কন্দোন নন্দনে সর্পস্বজন ।

কহ তা'রে রণ-কর্ম্ম মোর,

কহ তা'রে কোথা তা'র পিতার পতন !”

পিঙ্গল কহিল,—

“পূর্ববপুরুষগণ, মনে জাগে অমুকণ,

যাত্রা করিয়াছি আমি সাগর-উপরে ।

মম পূর্বপুরুষেরা আছিলেন পূর্বকালে

স্বক্টের সময়ের কোলের ভিতরে ।

যদিও কৈশোর মোর কৈশোরে প্রকাশ পায়,

তবু অরি-অগ্রে মোরে না ঢাকে আধার ।

ক্রোধ-ক্রৌলোর রীর । শুনহু কখন মোর,

যামিনী-সংগ্রাম চির-অধীন আমার ।”

ধরিয়া সমস্ত সত্ত্ব পিঙ্গল তখন

দূর-সীম তরবার প্রোভের উপরে

চলিল প্রবেশি' বলে । তরবার প্রোভ

নিশাকালে গর্ভাালের কুজ্জ্বলিকায়

উপত্যক-মাক্রে ধীরে পাঠাইতেছিল

অস্পষ্ট গভীর রব । পর্বত-উপরে

চন্দ্রের কিরণ-রেখা পড়িল উজলি' ।

একটি সরল-মূর্তি ছিল দাঁড়াইয়া

মধ্যমাগে ; ভাসা ভাসা কেশ ওজ্জ্বল তা'র

শোভা বাড়াইতেছিল, লঙ্ঘনবাসিনী

বিশদ-হৃদয়া বালামালার সমান ।

সে বাবার পদভঙ্গি প্রকার অতুল ।

সে কামিনী অবিরত চলত বাতাসে

ভাড়া ভাড়া গানগুলি দিতেছে ছড়া'রে ।

থাকিয়া থাকিয়া সেই ভুবনহন্দরী

চারু শ্বেত বাহু হু'টি উৎক্ষেপণ করে,—

কারণ, হৃদয়ে তা'র জাগে গো বসুধা ।

বলিল সে বাবা,—“বুধ হু'ল-তরণো !

লুণানের কাছে তব পদক্ষেপ কই ?

কনক-কারাগার পিতা ! পড়িয়াছ ভূমি

তোমার আধারময় প্রোভের মাঝারে !

কিছু, লুণানের রাজ্য ! আমি পুনঃ পুন

লোহার প্রাসাদ-পাশে দেখি গো তোমারে

মুগ্ধ করিতে, যবে আধার মুড়িয়া

বিভাবরী নীলাম্বর-কোলেতে গড়ায় ।

কভু কভু ঢাক ভূমি ঢালে শশধরে ।

দেখিছ চন্দ্রে'র আমি আকাশে মলিন ।

উদাসম জালি' ভূমি তব কেশপাশ

গভীর রজনীকালে শূন্যে উড়ি' ধাও ।

কেন মোরে ভুলে আছ ওহার আমার ?
লোহার প্রাসাদ হ'তে দেখ গো চাহিয়া
একমাত্র কন্যারে তোমার একবার ।”

কহিলা পিঙ্গল,—“তুমি কে রজনী-রব ?”
কাঁপি' সে রমণী কিরি' চলিল তখনি ।
“কে গো তুমি তব এই অন্ধকার-মাঝে ?”
সে কামিনী মগ হ'ল ওহার তিতরে ।

খুলিয়া দিলেন রাজা কর হ'তে তা'র
চর্খের বন্ধনী । পরে জিজ্ঞাসিলা তা'রে
তা'র পূর্বপুরুষগণের পরিচয় ।

উত্তর করিল বাল্য,—“তকুল-ভরণো
লুণানের ফেনময় চলন্ত প্রবাহে
এককালে ক'রেছিল বাস ; কিন্তু এবে
নিনাদেন শব্দ তিনি লোহার প্রাসাদে ।
লকুলিনের স্তর্ণোরে সমরে পিতা মোর
আহ্বানিলা । হুই জনে হৈল মহারণ ।
নীল-তালধারী পিতা হত হৈলা রণে
ভাসিয়া নিজের রকে ! হা পিতা ! হা পিতা !
তুলিয়া বিশাল শিলা লুণানের স্রোতে
সীমাবদ্ধ মীনডিম্ব বিক্সিলাম আমি ।
বাভাসে আমার কেশ আছিল উড়িতে,
মম খেত হস্ত তাহা নিল গুছাইয়া ।
একটা শব্দ আমি করিহু শ্রবণ ।
নয়নগুণল মোর হইল উত্তার ।
কোমল জ্বলয় মোর উচ্ছে সমুখিল ।
সম্মুখে হইল মোর চরণ বিক্ষেপ
লুণানের দিকে, পিতা ! দেখিতে তোমারে ।
লকুলিনের স্তর্ণো অতি ভয়ঙ্কর রাজা !
মোর প্রতি ঘুরে প্রেমে রক্ত চক্ষু তা'র ।
স্তর্ণোর সঙ্কিত হাসিরাশির উপরে
নিবিড় তরঙ্গায়িত লোমময় ভুরু ।
কোথায় আমার পিতা ? বলিলাম আমি,—
রণদন্ড পিতা মোর রণে কি একপে ?

ওগো তুই তকুল-ভরণের প্রাপনুতা !
প'ড়েছিল এবে একা শত্রুতুলমাঝে !
ধরিল সে কর মোর । তুলিল সে পা'ল ।
এই সে ওহার মাঝে রাখিল সে মোরে ।
সমরে সমরে সে গো আসে মোর পাশে,
আসে যেন কুজ্বটিকা-গঠিত মুরতি ।
উপনীত হ'য়ে সে গো সম্মুখে আমার
আমারি পিতার তাল উঠাইয়া ধরে ।
কিন্তু মোর ওহা হ'তে দূরে—বহু দূরে
যৌবনের প্রভা এক বারম্বার যায় ।
স্তর্ণোর কুমার পড়ে দৃষ্টিপথে মোর ।
সে যুবা জ্বলয়ে মোর নিবসে নির্জনে ।”

বলিলা পিঙ্গল,—“ওগো লুণান-ললনে,
ওগো ধ্বংসভূজ, ওগো হুংধের কুমারি !
এক ধণ্ড মহামেঘ অগ্নির রেখার
অঙ্কিত হইয়া ঘুরে জ্বলয়ে তোমার ।
না হেরিও ওই স্নান-পরিচ্ছদী চাঁদে ;
না হেরিও আকাশের ও সব উজ্জ্বলে ।
আমার প্রদীপ্ত অসি তোমার চৌদিকে ;
এ অসি শত্রুর তব সাক্ষাৎ সঙ্কট ।
হুর্কলের অসি নহে এ অসি আমার,
কিন্তু প্রাণে যে আধার, তাহারো এ নহে ।
আমাদের নারীগণ স্রোতের ওহায়
কভু নাহি বন্ধ থাকে । বিষাদে তাহারা
কভু নাহি করে খেত ভুজ উৎক্ষেপণ ।
আমাদের রমণীরা বীণাবস্ত্র যবে
বাজায় অজুলি-বায় আনত হইয়া,
তখন তা'দের শোভা চিকুরকলাপে
বড়ই সুন্দর হয় । নির্জন জঙ্গলে
তা'সবার কর্তব্য কভু নাহি উঠে ।
আমরা মোহিত হই মনোহর রবে ।”

— — —
পিঙ্গল আবার ক্রমে ক্রমে
রজনীর বিশাল অন্ধিতে
অগ্রসর হইলেন পদ বিক্ষেপিয়া ।

সে আঁধারে ঝটিকার ঝায়
লোদার যতেক শুকুগণ
কাঁপিয়া উঠিতেছিল অস্থির হইয়া ।
তিন খণ্ড মহাশিলা সেথা
র'য়েছে শৈবালে ঢাকি' মাথা ;
ছুটে স্রোতধিনী এক ফেনিল প্রবাহে ;
তরু, শিলা, নদীর চৌধারে
ঘুরিতেছে ভীষণ আকারে
লোদার বিকট মেঘ গঢ় রক্ত দেহে ।
সে মেঘের উচ্চ চূড়া হ'তে
একটা প্রেতাঙ্গী আচম্বিতে
চাহিয়া দেখিতেছিল সমুদ্রের পানে ;
ছায়াময় ধূঁয়ায় সে ভূত
অর্জাকার ধরি' অদভুত
দাঁড়াইয়াছিল ঘোর বিকট নয়নে ।
সে প্রেতাঙ্গী থাকিয়া থাকিয়া
দ্বিতেছিল গর্জন ঢালিয়া
গর্জনগমনা স্রোতধিনীর মাঝার ।
নিকটে, ঝটিকা-অবনত
তরুতলে হ'য়ে সমাগত
হু' বীর শুনিতেছিল বচন তাহার ।
সে দৌহার মাঝে এক জন
হ্রস্বপতি বীর সুবরণ,
স্তুর্গো সে অপর জন, বিদেশীর অরি ।
স্তুর্গো আর সুবরণ দৌহে
নিজ নিজ কক্ষ-ঢাল-দেহে
রেখেছিল নিজ নিজ দেহ ভর করি' ।
উভয়ের বর্সা ধরবার
ভেদ করি' নিবিড় আঁধার
অগ্রমুখ হ'য়েছিল সে ঘোর নিশায় ।
আঁধারের ঝটিকার ঝটা
স্তুর্গোর শরশ্রেণিতে লটপট
হইয়া চেঁচাতেছিল তীব্র ঘোষণায় ।

* লক্খিমবাসী লুনো এই অসি (তরবারি) নির্মাণ করিয়া পিঙ্গলকে দিয়াছিলেন। এই জন্ম ইহা এখানে

নির্মাতার নামে ব্যবহৃত হইয়াছে ।

† স্তুর্গো এবং সুবরণ ।

পিঙ্গলের পদশব্দ শুনি উভয়ে ।
অমনি দাঁড়ায় দৌহে অস্ত্র করে ল'য়ে ।
গর্জিতরে স্তুর্গো কহে,—“তনু, সুবরণ !
ওই আগন্তকে কর সমরে শাসন ।
তোমার পিতার এই ঢাল ধর করে ।
এ ঢাল সাক্ষাৎ শৈল সঙ্কট সমরে ।”

দীপ্ত বর্সা সুবরণ নিম্নেপিল বলে,
বৃক্ষেতে বিক্লি বর্সা, আর নাহি চলে ।
তখন উভয় শত্রু ধরি' তরবার,
পিঙ্গলের দিকে তুরা হৈল আগুসার ।
সম্মুখ হইল তবে যুদ্ধে তিন জনা ;
আঘাতে আঘাতে ওঠে অসির বজ্রনা ।
লুনোর অসির ফলা * হ'য়ে উৎপতিত,
ভেদিল ফলক-চর্ম্ম সুবরণ-ধৃত ।
ঘুরিতে ঘুরিতে ঢাল পড়িল ভূমিতে ;
উক্ষীষ কাটিয়া পড়ে লুটিতে লুটিতে ।
পিঙ্গল উন্নত অসি কৈলা নিবারণ ।
নিরস্ত্র হইয়া রোষে রহে সুবরণ ।
নিপ্তক নয়ন হু'টা ঘুরা'তে লাগিল ;
করধৃত তরবারি ভূমে কেলি' দিল ।
অনন্তর দীর্ঘ দীর্ঘে স্রোতের উপরে
গেল চলি' বৃথা গর্কে তুরীক্ষনি ক'রে ।

পুঙ্গুর সে দশা স্তুর্গো দেখিল নয়নে ।
ভয়ঙ্কর ক্রোধ তার উপজিল মনে ।
প্রবল রোষের ভরে স্তুর্গোর তখন
লোমশ ক্রয়ুগ কম্পে ঘোর ঘন ঘন ।
লোদার পাদপ স্তুর্গো বিধিল বর্সায়,
দর্পভরে গরজিয়া বীর গান ঝায় ।
প্রত্যেকে† নিজের পথে মহাবেগে আসে
লক্খিমের সুসজ্জিত সৈন্যগণ-পাশে ।
বরিষা-প্লাবিত ঘন উপত্যকা হ'তে
দুই স্রোত ধেয়ে আসে কেন বহি' মাথে ।

তুখোর ভূমির'পরে ফিরিলা পিঙ্গল ।
 পূর্বের কিরণ-রেখা উঠিল উজ্জ্বল ।
 সে চারু কিরণরেখা উজলিয়া দিল দেখা
 লকলিনের লুঠ করা দ্রব্যের উপরে ;
 সেই সব দ্রব্য শোভে ভূপতির করে ।
 তকুল-তর্ণোর হুতা বিথারি' রূপের লতা,
 লস-গুহা হ'তে তা'র বাহিরে আইল ।
 বাতাসে উড়িল চুল, হাতে গুছাইল ।
 সে রমণী তা'র পরে ধরিল আরণ্য-হরে
 মনের সাধের গান ছাইয়া আকাশ ।
 লুলানের সেই গান, যেথা তা'র স্নেহপ্রাণ
 পিতা এক দিন অ্থে করেছিল বাস ।
 স্তর্ণোর রক্তাক্ত ঢাল হেরিল সে বালা ;
 ভাঙিল বদনে তা'র আনন্দের খেলা ।
 অনন্তর সেই বালা করিল দর্শন
 বিদীর্ণ উষ্ণীষ, যা' পরিত সুবরণ ।
 তা' দেখি' তাহার প্রাণ আকুল হইল,
 স্নানগুথে অশ্রুচোখে কহিতে লাগিল,—
 “হায় হায়, এ কি গো ঘটনা !
 যাতনার উপরে যাতনা !
 প'ড়েছ'কি তুমি রণাঙ্গনে
 শত শত অস্ত্রের তাড়নে !
 বিষাদিনী অভাগিনী আমি,
 কেমনে ভুলিলে মোরে তুমি !”

উ-ধোণে ! দাঁড়া'য়ে আছ জলের হৃদয়ে !
 রজনীর উন্মাদালা তোমার চৌদিকে !
 গাঢ়োজ্জ্বল চন্দ্রে আমি ছেরি নামিবারে
 তোমার শব্দিত বনভূমির পশ্চাতে ।
 উ-ধোণে ! চূড়ায় তব কুজ্বটিকাময়
 লোদা করে বসবাস সৌন্দর্য্যে সাজিয়া ;
 মানব-আত্মার লোদা বাস-নিকেতন ।
 ক্রথ-লোদা খড়গধারী, সম্মুখে ঝুঁকিয়া,
 নিজেই মেঘাল সভা-শেষভাগে শোভে ।
 তরঙ্গিল কুজ্বটিকা-মাঝে মূর্ত্তি তাঁ'র
 ঘোরাল ছায়ার মত কীর্ণ দেখা যায় ।

তাহার দক্ষিণ হস্ত শোভে ঢাল'পরি ;
 অর্দ্ধদৃশ্য শব্দ শোভে বাম হস্তে তাঁ'র ।
 ক্রথ-লোদার ভয়ঙ্কর প্রাসাদের ছাদ
 নৈশ অগ্নিজ্বলে সধা বলসে ভীষণ !

ক্রথ-লোদার বংশ, বুদ্ধি লভেছে বিশেষ,
 নিরাকার ছায়ার জাঙ্ঘাল, হেন মানি ।
 যাহারা সমরে হয় বিখ্যাত বিশেষ,
 তা'সবার প্রতি তিনি আনন্দিত চিত্তে
 গস্তীর শব্দের ধ্বনি করেন বিস্তার ।
 কিন্তু, তাঁ'র আর যত দুর্ব্বলের মাঝে
 ভীম ঢাল উঠে তাঁ'র কক্ষচক্রাকারে ।
 যাহারা সমর-অশ্ত্রে বলহীন অতি,
 স্থায়ী উদ্ধাসম তিনি তা'সবার প্রতি ।

স্রোতের উপরে যথা দীপ্ত রামধনু,
 তেমতি আসিল সেই লুলানবাসিনী
 বিশদ-হৃদয়া বালা হৃদীর গমনে ।

দ্বিতীয় দৃশ্যান্ ।

বিবরণিকা ।

পরদিবস দধ-মারুণের প্রতি পিঙ্গলের যুদ্ধাদেশ ।—শত্রু-
 সৈন্তের সহিত দধ-মারুণের যুদ্ধ ও তাহাদিগকে পরা-
 জিত করিয়া তুখোর নদীপারে তাড়িত করণ ।—আত্ম-
 পক্ষীয় লোকদিগকে পুনরাব্রাহন করিয়া দধ-মারুণকে
 কৃতকার্য হওয়ার জন্য পিঙ্গলের মঙ্গলকামনা ; কিন্তু সেই
 মহাবীরকে রণকর্ণে মাজ্জাতিকরণে আহত দর্শন—দধ-
 মারুণের মৃত্যু ।—মৃত বীরের সম্মানার্থ উন্নীন নামক
 কবিকর্ত্তৃক কণ্ঠগদ্য ও গ্রিনা-দোনার উপাখ্যান-বর্ণন ;
 তদুপাখ্যানে দ্বিতীয় দৃশ্যনের সমাপ্তি ।

কৃষ্ণকেশ দধ-মারুণো বলিলা বিষয় মনে,—
 “কোথা তুমি, রাজার নন্দন ?
 সেখার নবীন রবি ! কোন্ ভয়ঙ্কর স্থানে
 চিরতরে হইলে মগন ?

কালরাজি-কোল হ'তে নাহি যে ফিরিলা তিনি!
 উ-খোঁপোতে প্রভাত হইল।
 উদয়-গিরিতে ভাষু কুজঝটিকা-ঢাকা ওই,
 বীরগণ ফলক তুলিল।
 ও রবি পড়িবে নাই আকাশের উজ্জ্বল-সম,
 ভূতলে উহার স্থান নহে তো অন্ধিত।
 ওই আসে রাজপুত্র, ঈগল পক্ষীর মত
 ঝড়ের কিনার হ'তে হইয়া ধাবিত।
 রাজকুমারের করে জয়লব্ধ দ্রব্য শোভে;
 এস এস, সেন্যার ঈশ্বর!
 তোমা বিনে আমরা কাতর।”

পিঙ্গলু আসিয়া সন্নিকটে
 কহিলেন,—“দখ্-মারুণো! হও সাবধান,
 শত্রুগণ কাছাকাছি হয় আগুয়ান।
 নীচে ধাওয়া বাষ্পের উপর
 তরঙ্গের সম ওরা ধাইয়া আসি'ছে,
 কুজঝটিক মারবে যেন তরঙ্গ ভাসি'ছে।
 গতি ছাড়ি' পালায় পথিক,
 জানে না সে কোন দিকে পলাইতে হ'বে।
 কল্পিত পথিক নহি কিন্তু মোরা সবে।
 তোলো ঢাল, বীরপুত্রগণ!
 পিঙ্গলের অগি এবে হ'বে কি উখিত?
 কিম্বা এক যোদ্ধা রণে হইবে ধাবিত?”

দখ্-মারুণো কয়,—“রাজার তনয়!
 প্রাচীন কালের প্রথা
 আমাদের চক্ষে, আমাদের পক্ষে
 মুক্ত পথ, মহারথা!
 মহাচালধারী ত্রেম্বর এখনো
 দূর সময়ের ছাত্র
 লক্ষিত হইয়া কতই উৎসাহ
 দেব আমা'সবাকার।
 আজ্ঞা সে রাজার ছিল না দুর্বল,
 ছিল। তিনি বীর-রবি।
 অস্ত্রাত করম যটে নি কিছুই,

প্রকাশো হইল সব।
 শত স্রোত হ'তে জাতি বাহিরিয়া
 কলদ্বান্ধ্রোণায় এলো।
 সে সব জাতির প্রধান বীরেরা
 তা'দের সম্মুখে ছিলো।
 সে সব বীরের প্রতি জন স্পর্ধা
 ক'রেছিল যুঝবারে।
 তা'সবার অগি অর্জযুক্ত ছিল
 সুকঠিন কোষাগারে।
 রক্তবরণে চক্ষু তা'সবার
 রোষে হ'ত ঘূর্ণমান।
 আলাদা আলাদা দাঁড়া'য়ে তা'হারা
 গাহিত ক্রোধের গান।—
 “একতা আমরা কেন তেয়াগিব?
 একতা মোদের প্রাণ;
 মো'সবার পিতৃপিতামহগণ
 রণে ছিল। বলবান।”
 আছিল। ত্রেম্বর বীর সেই ধানে
 নিজ জনগণ সনে;
 যৌবনের কেশ শিরসে ধরিয়া
 সবল মতেজ মনে।
 দেখেছিল। তিনি আপন নয়নে
 ধাবিত অরাতিকূলে।
 জাগিল তাঁহার জ্বরের জালা,
 রোষ-স্রোত গেল খুলে।
 বীরদলে তিনি দিলা অনুমতি,—
 এক-পরে একে যেতে;
 চলিল বীরেরা; কিন্তু একেবারে
 চলি' গেল কোন্ স্রোতে।
 শৈবালমণ্ডিত শৈলবর হ'তে
 ত্রেম্বর তখন নিজে
 নীল ঢাল ধরি' বড়বড় করি'
 নামিলেন বীর-তেজে।
 নিম্নতলে আসি' ধরি' ঢাল অগি
 আরন্তীলা মহারণ।
 অরিগণ তাঁ'র হৈল ছারখার,

কত কৈল পলায়ন।

চারি ধারে তাঁ'র অসিভজ্জধারী

ঘোকারা আইল ছুটি'।

তা'রা পরস্পরে ফলকে আঘাত

করিল আনন্দে লুটি'।

রাজভূমি সেয়া হইতে তখন

মনোহর বায়ু মত

বীরগণ-বাণী প্রবলে ধাইল

ক্ষণকালে ইতস্তত।

ক্রমে পালাক্রমে বলী বীরগণ

মাতিল সমর-রসে।

ক্রমে ক্রমে রণ হইল ভীষণ

বিপদ বাড়িল শেষে।

রাজার তখন হুসিবার কাল

রণভূমে উপনীত ;

জয়শ্রী লভিতে বুদ্ধমুখে তাঁ'র

নাচিয়া উঠিল চিত।

অল-কোলাহল-সম উ-ধোণীর লোক

মহাবেগে সারি সারি আসিল নামিয়া।

স্বর্ণো আর সুবর্ণ স্বকুচালাইল।

বড়ময় স্বীপপুঞ্জ প্রভু-সুবর্ণ।

দেখিতে লাগিল দৌহে লৌহঢাল দিয়া,

যেইরূপ অগ্নি-অন্ধি ক্রোধ-লোদা নিরখে

অনিবিড় শশাঙ্কের পশ্চাৎ হইতে

নিশায় ছড়ায়ে তাঁ'র ক্ষমতা-লক্ষণ।

তুর্খোর তটিনীতটে শত্রুরা মিলিল।

উন্নত তরঙ্গ সম বাড়িল তাহার।

তা'দের শক্তি অস্ত্র-আঘাত মিশিল।

সৈন্যদের শির বাহি' মৃত্যু ছায়াকারে

উড়িতে লাগিল। শত্রুগণ পরস্পরে

জয়ের জলদ যেন বজ্রা-বায়ু-মাঝে।

তা'সবার অস্ত্ররুটি একত্রে গরজে।

গভীর উন্মত্ত সিদ্ধ গর্জিয়া গড়ায়

তা'সবার পাশ্মুলে তটের তলায়।

ঢালধারী ক্রম-গ্নস্ বলিলা তখন,—

“আমাদের পূর্বপিতৃগণ সবা'কার

বীরকর্ম অবিত্রিত নহে তো কাহারো।

কিন্তু এবে কোন্ বীর আমা'সবা-মাঝে

রাজবংশদের তরে যুদ্ধ চালাইবে ?

এ চারি নিবিড় শৈলে কুজ্বটিকারানি

আপতিত হইয়াছে স্তরে স্তরে স্তরে।

এই কুজ্বটির মাঝে প্রত্যেক সমরী

সবলে নিজের ঢালে করুক আঘাত।

শক্তিদেবী স্বর্গ হৈতে অচিরে উরিয়া

রণ-চিহ্নে আমা'সবে করুন অঙ্কিত।”

কুজ্বটিকাময় শৈলে চলিল প্রত্যেকে।

কবিগণ জনে জন লৌহ-ফলকের

নিদাঘ গণনা করে হুরের খননে।

দধ-মারুণো! বসু বসু বাজাও পস্তীরে।

তুমিই অবশ্য এবে মাতিবে সংগ্রামে।

বনময় উ-ধোণীর সমর-বিবাদ !

কেমনে তোমার ক্ষত চিহ্নিত করিব !

বহু কাল ধরি' তুমি আসিতেছ চলি' ;

আমার জীবন তুমি করিতেছ ক্ষণ !

সমরে মাতিল স্বর্ণো অগ্রসর হ'য়ে,

সুবর্ণ সৈন্যগণে আনিল ঝটিতি।

দধ-মারুণো অসিহস্তে হইলা প্রস্তুত ;

সংহারক অগ্নি ছুটে অসিমুখে তা'র।

বহুসংখ্য স্রোতোমধ্যে লুকলি' গড়ায়।

রোষময় রাজগণ সমর-চিন্তায়

হইলেন আত্মহারা ; নিস্তব্ধ নয়ন

ঘরাইতে লাগিলেন স্বদেশের, পানে ;

বিপদের অন্ত্যবাসে দেশ যায় যায়।

পিঙ্গলের রণশূন্য বাজিল সন্ধনে।

অলুবিয়ন-পুত্রগণ ফিরিয়া আসিল ;

তুর্খোর নদীর তীরে কিন্তু অনেকই

নিজ নিজ রক্তে ভাসি' রহিল নীরবে।

কহিলা পিঙ্গল তবে,—“ক্রোধমোর ঈশ্বর !
 দধ-মারুণো মহাবীর শূকরশিকারী ।
 অবশ্যই তুমি মোর ঈশ্বর-পতাকা
 কদাচ ফিরাও নাহি—ফল-শূন্যতায়
 শত্রুর সম্মুখ হ’তে ; এই সে কারণে
 বিশদ-জ্ঞানী সেই লামুল হরিষে
 উজ্জ্বলিত হ’বে তাঁর স্রোতের কিনারে ।
 কন্দন আনন্দ কত লভিবে জীবনে
 দধ-মারুণো ক্রোধমো-ভূমে ফিরিবে যখন ।”

সেনাপতি দধ-মারুণো কহিলা তখন,—
 “আমার বংশের আদি কলগর্ভে আছিল
 বস্ত্র অলংকরণ মাঝে । গভীর সাগরে
 বীচি-উপত্যকা-মাঝে ধাইতেন তিনি ।
 নিমুণ্ড করিলা তিনি জাতারে তাঁহার
 ই-থোরগোতে* মহারোষে । পৈতামহ ভূমি
 পরিত্যাগ কৈলা তিনি চিরকাল তরে ।
 শৈলময় ক্রোধমো-কৌলো-সম্মিহিতে তিনি
 নির্জন স্থানেতে বাস কৈলা নির্দাচন ।
 কালে কালে বংশ তাঁর হইল বিস্তার ।
 তদ্রুত বংশীরেরা সময়ে সময়ে
 করিল সংগ্রাম, কিন্তু ত্যজিল শরীর ।
 হে পিঙ্গল দীপেশ্বর ! জানিও নিশ্চয়,—
 মম পিতামহদের আখ্যাত আমারি ।”

এতক কহিয়া বীর নিজ কুন্দি হ’তে
 উধাড়ি’ পাড়িলা এক ধরধার শর ;
 বিপক্ষ-ক্ষেপিত সেই বিষময় বাণ !
 উপাড়িবা মাত্র সেই প্রাণান্তক শর
 কাতর হইয়া বীর পড়িলা ভূতলে !
 ফোয়ারা সনান রক্ত শরস্রোত হ’তে
 বাহির হইয়া দেহ নীরক্ত হইল !
 অজ্ঞাত দেশেতে বীর ত্যজিলা জীবন !
 পূর্বপুরুষেরা তাঁর নিবসে যেখান,

আত্মা তাঁর উপনীত হইল সেখান ।
 দাঁড়াইল বীরগণ ঘেরিয়া নীরবে,
 চূড়াবলী স্থির যথা পর্বত উপরে ।
 পথিক নির্জন পথে গোবুল সময়ে
 নিরখিল সেই সব স্থির বীরগণে ।
 পথিক তা’সবে হেরি’ চিন্তিল অন্তরে
 যেন তা’রা প্রেত-আত্মা বৃদ্ধ সবাকার,
 যেন তা’রা ভবিষ্যৎ যুদ্ধের আকার ।

উরিল রজনী ক্রমে উ-থোরগো উপরে ।

তখনো বীরেরা সহি’ যত্নে অপার
 একভাবে স্থির হ’য়ে রহিল দাঁড়াইয়ে ।
 প্রত্যেক যোদ্ধার কেশ বাহিয়া মঘনে
 দমকা বাতাস শব্দ করিতে লাগিল ।
 অবশেষে অন্তরের চিন্তা-স্রোত হ’তে
 ছিন্ন ভিন্ন হইলেন বীরেন্দ্র পিঙ্গল ।
 আহ্বান করিয়া তিনি উল্লীন কবিরে
 আদেশিলা সঙ্গীতের স্বাক্ষর তুলিতে ।—
 “এই যে সম্মুখে হের, ইহা কতুনহে
 পতন-উন্মুখ অগ্নি ; এ অগ্নির রেখা
 নিস্তেজ হইয়া নাশ না পায় নিশায় ;
 যিনি আজ ভূমিতলে লুটান শরীর,
 না ছিল চলন্ত উজ্জ্বল কদাচই তিনি ।
 সর্বাস পর্বত’পরি বহুকাল স্তম্বে
 তীব্রকর রবি সম আছিল এ বীর ।
 কঠে কঠ মিলাইয়া একরবে এবে
 এ’র পূর্বপুরুষগণের পুত্র নাম
 আহ্বান করহ পূর্ব-নিবাস হইতে ।”

কহিলা উল্লীন কবি, “ই-থোরগো ! ই-থোরগো !
 উখিত হ’য়েছ তুমি সমুদ্র-মাঝারে ।
 সৈন্যব কুজবাটি-মাঝে কি হেতু তোমার
 উচ্চ শির হইয়াছে নিবিড় মলিন ?
 তব উপত্যকা হ’তে উৎপন্ন হইল

* আদিনিভীয়া-(সন্দবাভীয়া)-র অন্তর্গত একটি দ্বীপ ।

এক বীরজ্যন্তি, যেন তোমারি পালিত
নির্ভীক কঠিনপঙ্ক ঈগলের মল।
লৌহ-ঢাণী কল্গণ্ঠের তুলোভূত তা'রা,
লোহার প্রাসাদমাঝে তা'দের নিবাস।

“তুর্খণের নিনাদিত বীপের মাঝারে
লুর্থান দাঁড়া'য়ে আছে—স্রোতোময় গিরি।
লুর্থান অরণ্যময় স্তম্ভক তাহার
ঝুঁকাইয়া আছে এক উপত্যকা'পরে;
সে মহতী উপত্যকা নিস্তরু—নীরব।
সেবার তুর্খক-তটিনীর মলমলে
কুর্খর শূকরনাশী করিতেন বাস।
স্ত্রিনা-দোনা কন্ডা তাঁ'র বিশদ-ছদ্ম,
ভানু-ভাতি সম তা'র ছিল রূপরাশি।

“কত শত বীর রাজা, কত শত বীর
লৌহ-ঢালধারী, কত শত মহাকেশী
যুবা আসিতেন তাঁ'র প্রতিধ্বনিময়
বিশাল সভার মাঝে আশায় মজিয়া।
স্ত্রিনা-দোনা লভিবার আশা সে সবার।
কিন্তু ওগে: স্ত্রিনা-দোনা! উন্নত-হৃদয়ে!
তোমার চরণক্ষেপে নিরখি তোমার
জক্ষেপ না কর তুমি কাহারই প্রতি।

“যদি সেই স্ত্রিনা-দোনা গুলবিমণ্ডিত
বনমাঝে বেড়াইত, তা' হ'লে তাহার
বক্ষোদেশ শুভ্রতর হ'ত ক্যানা* চেয়ে;
যদি সে বেড়া'ত সিদ্ধ-বিষাভিত তটে,
তা' হ'লে তাহার রূপ হ'ত শুভ্রতর

তরলনর্তিত সিদ্ধ ফেনকের চেয়ে।
আলোকিত তারাতুল্য অন্ধিমুখ তা'র।
বদনমণ্ডল তা'র বর্ষা সময়ের
বর্ণের উজ্জ্বল ধনু সূর্য্যান হৃদর।
সে যুথের ইতিউত্তি ঝলিত কেমন
কৃষ্ণকেশ গুচ্ছ, প্রবাহিত মেঘ সম।
ভদ্রভূজে স্ত্রিনা-দোনা! ধন্য গো রূপসি!
মানসবাসিনী তুমি, ভুবনমোহিনি!

“নিজ জলবানে চড়ি' কল্গণ্ঠ আইলা;
আসিলেন শঙ্খপতি কর্কল-শূরণ।
তুর্খণ-অরণ্য-ভূমি-বাসিনী দোনার †
পাণি লভিবারে সেই বীর ভ্রাতৃযুগ
ই-থোপো হইতে তরা কৈলা আগমন।
স্ত্রিনা-দোনা সে দৌহারে করিল দর্শন
সে দৌহার শঙ্ককারী অগ্নির মাঝারে। ‡
নীলনেত্র কল্গণ্ঠের রূপের সাগরে
স্ত্রিনা-দোনা রূপদীর ভেসে গেল প্রাণ।
উল্লসকিন্ তারকার § নিশিভাগা আঁধি
দেখিতে পাইল স্ত্রিনা-দোনা হৃদয়ীর
বিতারিত বাহু দু'টি গর্খলের দিকে।

“ক্রোধাক্ত যুগল ভাতা বাঁধিল জুকুটী।
দৌহার জলন্ত চক্ষু চাহিল নীরবে।
ভীম অন্ত ধরি' দৌহে লাগিল ঘুরিতে।
পরস্পরে আঘাতিল ঢালের উপরে।
অসিমুষ্টিবৃত্ত ভুজ লাগিল কম্পিতে।
দীর্ঘকেশী হৃকপদী স্ত্রিনা-দোনা তরে
দুই বীর উন্নত হইল ষোর রণে।

* ক্যানা (Cana) এক জাতীয় তৃণবিশেষ। এই তৃণ যুরোপের উত্তরপ্রদেশের ক্ষুদ্র তর(ভন্ন)সর অর্জ্জুভূমিতে
ভূরি পরিমাণে উৎপন্ন হয়। বোধ হয়, আমাদের দেশের কেম ও উলু-ঘাসের খেতবর্ণ শীঘ্রের ন্যায় ক্যানা ঘাসেরও
শীঘ্র খেতবর্ণ।

† স্ত্রিনা-দোনার।

‡ অর্থাৎ স্ত্রিনা-দোনা, কল্গণ্ঠ ও কর্কল-শূরণকে তল্লাভ-জনিত গোবে যুদ্ধ করিতে দেখিল। মহাভারত আদিপর্ক-
বর্ণিত তিলোত্তমা জনক হুম ও উপহুম নামক দৈত্যজাতৃদ্বয়ের যুদ্ধ-বটনার সহিত ইহার কতকটা একা আছে।

§ উল্ল-লক্কিন্ তারকা লক্কিনের নিরম্বী।

“কর্কশ-শূরশ শূর পড়িলা সময়ে ;
নির্জীব হইল দেহ শোণিত অভাবে ।
ইহা শুনি’ ই-ধোণীতে জনক তাঁহার
জলিয়া উঠিলা রোষে ক্রোধের শোকে ।
পিতৃদেব, কলগর্শ্বেরে এই সে কারণ
ই-ধোণী হইতে দিলা বহিষ্কৃত করি’ ।
কলগর্শ্ব তখন ছাড়ি’ পিতার নিবাস
ক্রোধো-ক্রৌলোর শৈলময় ভূমিতলে
বাস কৈলা একটি অজানা নদীতটে ।
কলগর্শ্ব করে নি বাস আধারে সেবার ।
আলোকের কররাশি ছিল তাঁ’র পাশে ।
তর্কধ্ব দেশের কন্যা স্ত্রিনা-দোনা বালা
গর্শ্বলের সে আধারে ছিল চির-আলা ।”

তৃতীয় দুয়ান ।

বিবরণিকা ।

কতিপয় সাধারণ বিষয়ের আলোচনার পর অখায়ন কর্তৃক
শিল্পের অবস্থান এবং লাত্রিন্ নামক স্থানের সৈন্যগণের
অবস্থা বর্ণন ।—স্তবো-স্বরণ-সংবাদ ।—কর্কশ-জনর ৩
ফরসা-রাগলের উপাখ্যান ।—নিকটবর্তী পর্তুগেলের
প্রভাগত পিল্লনকে ভয়চমকিত করিবার জন্য আশ্চর্য্যান্ত-
যোগে স্বরণকে স্তবের অস্বরণে ।—স্তবের অস্বরণে

* নানাবর্ণী শরীরের ভাগ—গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত, বসন্ত এই ছয় ঋতু ; মাস, পক্ষ, দিন, রাতি, প্রহর, দণ্ড,
পল ইত্যাদি ।

† ভারতবর্ষের বীণার স্থায় টিক্ ইহার আকার নহে ।

‡ দেওয়াল হইতে—আমাদের বীণার স্থায় পান্ডাতা বীণা(Harp. Lyre, Gitter)ও দেওয়ালে টানান থাকে, সেই
জন্ত এই কথা বলা হইয়াছে । আমাদের ভরত বীণার সহিত ইউরোপীয় Gitterএর অনেক সৌসাদৃশ্য আছে ।

স্বরণের সনে—তিন স্বরের সহিত । ইহাতে জানা যাইতেছে যে, পূর্বে যুরোপের বাসকেরা বীণাতে তিনটি সাত্ত তন্ত্র
(ভাত) বাধিত । সেই তিন ভাতে তিন প্রকার শূর-বীণা থাকিত । এ দেশেও পূর্বকালে বীণাতে তিনটি সাত্ত তার বা ভাত
থাকিত । এই জন্ত বীণার অপর নাম ত্রিতন্ত্রী । পারস্ত ভাষায় ‘সে’ অর্থে ‘ত্রি’ বুঝায় ; এই জন্ত এক জাতীয় বীণার নাম
নেতার । এক্ষণে প্রয়োজনানুসারে এদেশেরও যুরোপের বীণাতে তার বা ভাতের সংখ্যা বেশী হইয়াছে । সচরাচর
ভারতবর্ষের বীণাতে পাঁচটি মূল তার (দুইটি লোহ বা ইস্পাত ও তিনটি পিতলের তার) দেখা যায় । তাহা ছাড়া কোন কোন
বীণার একটি, দুইটি বা তিনটি পার্শ্বতন্ত্রিকা (চিকারীর তার) থাকে । চিকারীর তারগুলি লোহনির্মিত । ভারতবর্ষে বড়-
গুলি বীণাজাতীয় বাস্যযন্ত্র আছে, তন্মধ্যে সহতী বীণা (ইহাতে অথোর্কে দুইটি অলাবু [তুন্দী] থাকে), কচ্ছপী বীণা (কছুয়া
মেতার), রঙ্গবীণা (রবা), ভরত বীণা, শারদী বীণা (শরদ), রঞ্জনী বীণা ইত্যাদিই প্রধান । দেবধি নারদের সহতী বীণা
(বীণ) এবং দেবী সরস্বতীর কচ্ছপী বীণা (কছুয়া মেতার) । শারদী, এসুয়ার প্রভৃতি কয়েকটি ভূতবসন্তও বীণাজাতীয় ।
বীণ, মেতার প্রভৃতি যন্ত্র অঙ্গুলি-অঙ্গাথে এবং শারদী, এসুয়ার প্রভৃতি যন্ত্র বহুবর্ধণে (ছড়ির টানে) বাধিত হয় ।

রক্ষায় স্বরণের অব্যবহার ।—পিল্লনকে বিপদগ্রস্ত করি-
বার জন্য স্বয়ং স্তবের গমন ।—শিল্প কর্তৃক স্তবের
পরাজিত হইয়া অপরূপ হওন ।—শীর নির্ভূরচরণের জন্য
যংগরোনাতি তিরস্কৃত হইয়া পিল্লন কর্তৃক স্তবের মজি-
লাত ।

কোথা হ’তে আসে বর্ষরাশির প্রবাহ ?

কোথায় সে বর্ষরাশি গড়াশুটি যায় ?

কোথায় লুকা’ল তা’রা কুজকাটি-মাঝারে
তা’সবার নানাবর্ণী শরীরের ভাগ ?*

প্রাচীন কালের দিকে দেখি তাকাইয়া,

কিন্তু তাহা অখায়ন-চন্দের উপর

ঘোর ঘোর বোধ হয়, যেন দূরস্থিত

হ্রদের উপরি চন্দ্র-কান্তি বিভাষিত ।

হেবার যুদ্ধের রক্ত-কিরণের ছটা ।

সেখার নিবসে এক বলকণী জাতি

নীরবে নীরবে, আহা, অস্পষ্ট আধারে !

তাহারা তা’দের কার্য্যে করে নি চিহ্নিত

সময়েরে ; ধীরে ধীরে চলি’ যায় তা’রা !

ওগো ঢালমধ্যনিবাসিনি চান্দ্র বীণে !

ওগো ও কোণার বীণে † ভাল জানি আমি,—

গতন-উন্মুখ প্রাণ তুমিই জাগাও ;

তেঁই কহি, এস উরি’ দেওয়াল হইতে

তব স্বরজয় সনে ‡ আইস অচিরে

তা'র সনে, অতীতেরে যে শেষ জাগা'য়ে ।
প্রাচীন কালের সেই বীরমূর্ত্তি বত
দেখাও তুলিয়া, বীণে! ঘোর ঘোর ভাবে
তা'র সবার হুনিবিড় কালের শরীরে ।

উ-ধোণে! ঝঞ্ঝার গিরি তুমি চিরদিন;
আমার বংশীয়গণে দেখি তব পাশে ।
গভীর নিশীথকালে ভূপাল পিঙ্গল
দখ-মারুণে বীরেন্দ্রের সমাদি উপরি
স্নানমুখ নত করি' আঁছেন বসিয়া ।
তাঁহার নিকটে তাঁ'র প্রিয় বীরগণ
নীরবে দাঁড়া'য়ে আছে অবনত মুখে ।
তুখোর তটিনীপাশে ছায়ায় মিশা'য়ে
লক্কিনের সৈন্তগণ র'য়েছে গভীরে ।
হুই শৈলে দাঁড়াইল রুঠ ভূগণ;
ঢাল ধরি' পরম্পরে লাগিল চাহিতে ।
আকাশ-পশ্চিমে রক্ত তারাদল প্রতি
চাহিতে লাগিল তা'রা অচল লোচনে ।
মেঘমাঝে নিরাকার উষ্কার সমান
ক্রেথ-লোদা পড়িল। যু'কি' উচ্চস্বল হ'তে ।
প্রেরিলা চৌদিকে তিনি দ্রুত বায়ুগণে
নিজ চিহ্নে সূচিকৃত করিয়া সে সবে ।
দেখিলেন অর্পে রাজা বিশেষ চিন্তিয়া—
মর্ভেন-ভূপতি বীর পিঙ্গল নিশ্চয়
কদাচই মুদ্রা নাহি নিরস্ত হইবে ।

এই মে কারণে তিনি অতি রুঠমনে
এক বৃক্ষে দুই বার করিলা আবাত ।
আপন পুত্রের দিকে গেলা দ্রুতবেগে ।
গাহিলা সংগ্রাম-গান উচ্চ সুর তুলি';
বুঝিলেন, কেশ তাঁ'র উড়ি'ছে সমীরে ।
পিতাপুত্রে দাঁড়াইলা কিরি' পরম্পরে,
যেন দুই ওক বৃক্ষ প্রতিকূল বাতে
পরম্পরে মুখামুখি হইল সহসা ।

হৃদেখর স্তব্ধে কহে,—“বীরেন্দ্র অমির
আছিল। সাক্ষাৎ বহি প্রাচীন সময়ে ।
যুদ্ধভূমে প্রতিযোগী শত্রুগণ'পরে
চালিতেন মৃত্যু তিনি'অন্ধি হ'তে তাঁ'র ।
আনন্দ হইত তাঁ'র মনুষ্য-পতনে ।
রক্তরাশি তাঁ'র পাশে গ্রীষ্মের তটিনী ।
সুখ-কর্ণে হৃদের তীরে এসেছিল। তিনি
কর্ষন-ক্রনার সনে সাক্ষাৎ করিতে ।
নদীময় উল্লস হইতে গতি তাঁ'র*,
সমর-পঙ্কে'র'পরি তাঁহার নিবাস ।”

গর্ভালে আসিয়াছিল। উল্লস-ভূপতি
লইয়া আধার-বক্ষ জাহাজ নিচয় ।
অমিরের কুমারীরে হেরিলেন তিনি ।
ফইনা-ব্রাগল্ বালা! অমির-কুমারী ।
সে বাংলার চক্ষু ছুটি তরঙ্গ-আরুত
উল্লরের ভূপ পানে রহিল অচল ।
ফইনা-ব্রাগল্ পরে ঘোর অন্ধকারে
দ্রুতবেগে গেল তাঁ'র জাহাজ ভিতরে,
নৈশ উপত্যকা-মাঝে যেন শশি-কর ।
অবিলম্বে অন্ধকারে ধাইল অমির;
শূন্যের সমীরণে ডাকিলেন তিনি ।
রাজা নাহি ছিল। একা । স্তব্ধে ছিল। পাশে ।
উধোণের যুব ঈগলের সম আমি
আমার পিতার পানে ফিরা'নু নয়ন ।

শক্তিত উল্লসমাঝে পশিনু আমরা ।
কর্ষন-ক্রনার এল নিজ দল ল'য়ে ।
যুঝিনু আমরা সবে; কিন্তু শত্রুচর
ছড়া'য়ে পড়িল ভয়ে রণভূ-মাঝারে ।
পিতা মোর ক্রোধ সহ ছিল। দাঁড়াইয়া ।
খজো পিতা বিজিলেন বৃক্ষ শত শত ।
ক্রোধে তাঁ'র চক্ষুঘোড় লোহিত হইল ।
রাজার অন্তর আমি পারিহু বুঝিতে,

কিরিষু আবার আমি সেই নিশাকালে ।

রণক্ষেত্র হৈতে এক ভগ্ন শিরস্ত্রাণ

আনিলাম তুলি' আমি বিশেষ যতনে ।

বর্ষাবিক্রম চাপ এক আনিষু তুলিয়া ।

আমার হাতের বর্ষা ভোঁতা হ'য়েছিল ।

গ্রন্থান করিষু আমি শত্রু-অবেষণে ।

শৈলোপরে গুহা বৃক্ষ আছিল জলিতে

কর্শন-ক্রমার বীর বসিল সেথায় ।

তাঁহার নিকটে এক ব্রাহ্মের তলার

ফইনা-প্রাণল বালা বসিল নীরবে ।

ভগ্ন চাপ নিক্ষেপিষু তাহার সম্মুখে ।

সন্ধিস্থাপনের বাক্য কহিষু তখন ।

(অসম্পূর্ণ)

পঞ্জাবী কাহিনী ।*

১।—গেঁও তাঁতি ।

এক দিনে এক গেঁও তাঁতি ভাত রাঁধবে বোলে ।
কাঠ কাটতে বনে গেলো পেটের জালায় জোলে ॥
একটা গাছে উঠে পোড়ে একটা ডালে গিয়ে ।
ডাল কাটতে কোরে হুসু ভেঁতা কুড়ুল দিয়ে ॥
যে দিক পানে দাঁড়িয়েছিলো, উটে দিকে তা'র ।
গুঁড়ি বৈসে কুড়ুলখানা কোপায় বারম্বার ॥
এমন সময় জনেক পথিক সেই দিকেতে যায় ।
বোকা তাঁতির কাণ্ডখানা দেখে চোখে পায় ॥
পথিক বলে, “ও ভাই তাঁতি ! এ কি তুমি করো ।
দাঁড়িয়ে ডালের ডগার দিকে গোড়ায় কুড়ুল
মারো ? ॥

একটুখানি পরেই তুমি এই ডালটার সনে ।
হুড়মুড়িয়ে পোড়ে যা'বে, থাকে যেন মনে ॥”
বোকা তাঁতি শুনলে নাকো সেই পথিকের কথা ।
হাতের জোরে কুড়ুল মারে, নোড়চে তা'তে
মাথা ॥

খানিক পরেই হুড়মুড়িয়ে ডালটা গেলো ভেঙে ।
ডালের সনে বোকা তাঁতি পোড়ে গেলো ভূমে ॥
“গেলুম—গেলুম !” বোলে তাঁতি চিচিয়ে তখন
ওঠে ।

সেই পথিকের পায়ের পরে পোড়লো গিয়ে লুটে ॥
ঘোড়হাত কোরে বোলে তা'রে,—“বুঝু
হুশিচয় ।

দেবতা তুমি—দেবতা তুমি, মানুষ তুমি নয় ॥

তোমার কথা ফোললো ঠাকুর ! পলক নাহি যেতে ।
দেবতা তুমি—খনি তুমি ! বুঝু আমি চিতে ॥”
পথিক বলে,—“তাঁতি ভায়া ! দেবতা আমি নয় ।”
তাঁতি বলে,—“উহু”, তুমি দেবতা হুশিচয় ॥
এই নিবেদন করি এখন তোমার পায়ে আমি ।
কবে আমার মরণ হ'বে, আমায় বল তুমি ? ॥”
বোকা তাঁতির কাণ্ড দেখে পথিক তখন কয়।—
“রক্ত যখন উঠবে মুখে, মোরবে হুশিচয় ॥”
এই-না বোলে পথিক তখন সেখান থেকে গেলো ।
গেঁও তাঁতি কাঠের বোকা নিয়ে ঘরে এলো ॥

দিন কএকের পরে তাঁতি তাঁতশালাতে ঢুকে ।
রাতা কাপড় বুনতে বসে কোসে গুড়ুক হুঁকে ॥
রাডা হুতো চিমুতে হুসু কোলে দাঁতে ধোরে ।
দাঁতের ফাঁকে একটু হুতো রইলো কেমন কোরে ॥
খানিক পরে গেঁও তাঁতি টিপ পোস্তে গিয়ে ।
মুখটি নিজের দেখলে চেয়ে আয়না হাতে নিয়ে ॥
দৈবান্তির দাঁতের গোড়ায় দেখলে চেয়ে তাঁতি ।
রক্ত-রেখা যাচে দেখা ! উঠলো কেঁপে ছাতি ! ॥
লাল হুতোটা আটকে আছে বুঝলে নাকো মনে
রক্ত উঠে মরবে তাঁতি, পথিক দেছে শুনে ॥
আকুল ব্যাকুল হ'য়ে তাঁতি দৌড়ে তখন যায় ।
বোকে ডেকে বলে,—“ও বো ! মোরবে অচিরায় ॥
সেই যে সে দিন বনের মাঝে কাঠ কাটবার কালে ।
কোথেকে এক দেবতা এসে আমায় গেছে বোলে ॥
“রক্ত যখন উঠবে মুখে, মোরবে হুশিচয় ।”
আজ রক্ত উঠলো মুখে, ঢুকলো বুকে ভয় ॥

* নোশেরার সৈনিক-পাদরী Rev. C. SWYNNERTON, M. R. A. S. সাহেবের “Folktales from the Upper Punjab” হইতে অনুবাদিত ।

আর বেশী ক্ষণ নয়, গো ও বোঁ ! মিথ্যু এলো এলো
 তুরায় কোরে শ সাজা'তে শাশান-খাটে চলো ॥
 এই-না বোলে বোকা তাঁতি বরের ভিতর ঢুকে ।
 চটাই পেতে পোড়লো ভঁ'রে বিষাক্তরায় মুখে ॥
 দেয়াল পানে পাশ ফিরিয়ে চকু দুটো বুজে ।
 অনড় হোয়ে রইলো পড়ে মুখটো ঝড়ে গুঁজে ॥”

বোকা তাঁতির ভাব ভঙ্গি যেমন চোখে দেখা ।
 অগ্নি বোকা তাঁতির বোরের লাগলো ডাবাচ্যাকা ॥
 এমন সময় হঠাৎ সেখায় এলো জনেক লোক ।
 দেখলে চেয়ে তাঁতি-জায়া কোচুে বেজায় শোক ॥
 তাঁতি-বোয়ের মুখে শুনে তাঁতির ব্যাপারখানা ।
 তাড়াতাড়ি দৌড়ে গেলো, রৈলো কাপড় কেনা ॥
 কাছে গিয়ে দেখলে চেয়ে পোড়ে আছে তাঁতি ।
 চকু বোজা, মুখটো গোঁজা, কিন্তু নড়ে ছাতি ॥
 এই-না দেখে সেই লোকটা বোলে তখন তা'রে ।—
 “ও ভাই তাঁতি ! নড়'চে ছাতি, চকু মিলে চা রে ॥”
 তাঁতি বলে,—“চাইতে নারি, হেরাহেরি প্রায় ।
 বৌকে আমার শ সাজা'তে বোল'গে অচিরায় ॥”
 লোকটা বলে,—“না হয় জেলে আমিই দেবো শ ।
 তুই একবার হাঁ কর তো ?” তাঁতি বলে,—“র ॥”
 এই-না বোলে বোকা তাঁতি মুখটো করে হাঁ ।
 লোকটা বলে হেসে হেসে,—“কচু-পোড়া খা ! ॥
 আরে বোকা ! রক্ত কোথা ? এ যে রাঙা সূতো ॥”
 এই-না বোলে উঠেয় তা'রে মেরে কনুই-গুঁতো ॥
 সন্না দিয়ে রাঙা সূতো কোলে টেনে বা'র ।
 সূতো দেখে বোকা তাঁতির লাগলো চমৎকার ॥
 “বাঁচু, দাদা !” বোলে তাঁতি হান্দুলো হি হি
 কোরে ।

সত্যিপীরের সিমি দিলে হৃৎ-বাতাসা ধোয়ে ॥

২।—তিন তাঁতি ।

তিন তাঁতিতে বাস কোতো একটা গ্রামের মাক ।
 তিন জনেতেই ভাই ভাহারা, কোতো বোনার কাজ
 এক দিন সে সবার বড় চোলে খেলো হাটে ।
 হৃৎবতী মোষ কিন্তে টাকা বেঁধে গাঁটে ॥

মোষগুলোকে টাকা দিয়ে হৃৎবতী মোষ ।

কিনে নিয়ে বরে এলো, চিন্তে পরিভোষ ॥

মেজো ভাতা মোষটা দেখে তুই হোলো অতি ।

মোটো সোঁটা শৃঙ্গ দু'টা, আর হৃৎবতী ॥

এই-না দেখে মেজো বলে, “মোষটা, দাদা ! ভাল ।

নখর পতর, নাহুস্ হুহুস্, রঙটা চিকণ কালো ॥

আমায় যদি দয়া কোরে কর ভাগীদার ।

তবে আমার ভাগ্যি ভাল, বেশী কিবে আর ? ॥”

জ্যেষ্ঠ বলে,—“মোষগুলোকে বাইশ টাকা দিয়ে ।

এই মোষটি আনু কিনে মোষের হাটে গিয়ে ॥

এই মোষটির অংশী হ'তে ইচ্ছে যদি থাকে ।

মোষগুলোকে বাইশ টাকা দাও গে গুণে থোকে ॥”

এই রকমে কয় হু'জনে ভাগাভাগির কথা ।

এমন সময় সেখায় এলো সবার ছোট ভাতা ॥

জ্যেষ্ঠকে সে বোলে, “দাদা ! আমিও করি আশা ।

এই মোষটির অংশী হ'তে ; মোষটি বড় খাসা ॥”

জ্যেষ্ঠ বলে,—“মোষগুলোকে বাইশ টাকা দিয়ে ।

এই মোষটি আনু কিনে মোষের হাটে গিয়ে ॥

এই মোষটির অংশী হ'তে ইচ্ছে যদি থাকে ।

মোষগুলোকে বাইশ টাকা দাও গে গুণে থোকে ॥”

মেজো ছোট হু'জনে তখন চোলে গেলো হাটে

প্রত্যেকেতে বাইশ টাকা এঁটে বেঁধে গাঁটে ॥

মোষগুলোকে মেজো ছোট টাকা দিলে গুণে ।

মোষ-ব্যাপারী আমোদ ভারী লাভ কোলে মনে ॥

যুচ্চি হেসে মোষ-ব্যাপারী মনে মনে কয় ।—

“লাভ কোননু তেহাই টাকা ! বুড়ো মোষের জয় ॥”

তা'র পরেতে তিন ভেয়েতে ঠিক কোলে সলা ।

এক এক দিনে এক এক ভেয়ের হৃৎ দুইবার পালা

যে যা'র নিজের কেঁড়ে এনে হৃৎটো হু'য়ে নেবে ।

পরের কেঁড়ের হৃৎ দুইতে অজ্ঞে নাহি পাবে ॥

প্রথম দিনে বড়র পালা, নিজের কেঁড়ে এনে ।

হৃৎটো হু'য়ে নিলে বড় বাঁট চারটে টেনে ॥

দ্বিতীয় দিনে মেজোর পালা, নিজের কেঁড়ে এনে ।

হৃৎটো হু'য়ে নিলে মেজো বাঁট চারটে টেনে ॥

তা'র পরেতে তৃতীয় দিনে ছোটর পালা পড়ে ।

হৃৎটো দোয়া শক্ত হোলো ; নাইকো ছোটর কেঁড়ে

জ্যেষ্ঠকে সে বোলে তখন,—“উপায় করি কিবে ।
হৃদ হৃইবার নেইকো কেঁড়ে, আকুল হোলুম

ভেবে ॥”

ছোট ভৈয়ের কথা শুনে বড় তখন কয় ।—
“তাইতো, ভায়া ! বাপারখানা শক্ত হুনিচয় ॥
কেঁড়ে ছেড়ে হৃদটো যদি হু’য়ে ফেল তুমি ।
সব হৃদটোই নষ্ট হ’বে, শুবে নেবে তুমি ॥
সেই জন্যে দিচ্ছি আমি এক যুক্তি তোরে ।
এই মোষটার হৃদ হু’য়ে নে মুখটো নিজের ভোরে ॥”
“বেশ যুক্তি বোলে, দাশা !” বোলেই ছোট ভাই ।
ধাঁটের কাছে মুখটো রেখে কোরেও নিলে তাই ॥
এই রকমে হৃদটো হু’য়ে ছোট গেলো ঘরে ।
এমন সময় ছোটর ভায়া বোলে এসে তা’রে ॥—
“অংশী হোলে মোষের তুমি বাইশ টাকা দিয়ে ।
হৃদ কিন্তু কেন তুমি আনুচো নাকো হু’য়ে ? ॥”
ছোট তখন বোলে তা’কে,—“ও বো ! ক’ব কি ।
নেইকো কেঁড়ে, কাজেই আমি মুখে হু’য়েছি ॥”
এই-না শুনে অভিমানে পত্নী তখন কয় ।—
“আমায় ছেড়ে একুলা তোমার খাওয়া উচিত নয় ॥
খুব কোরেচো, বেশ কোরেচো, খাও পে তুমি ফের ।
এক ছটাকো দিলে নাকো, নিজেই হু’ তিন সের ॥
কাজকি আমার হেথায় থাক । ? বাপের বাড়ী যাই ।”
এই বোলে সে রাগের ভরে কোলে কাজেও তাই ॥

ছোট ভৈয়ের কাণ্ড দেখে তিন ভৈয়েতে তবে
গাঁয়ের মোড়ল বেধায় ছিলো, সেখান গেলো

ভেবে ॥

বড় মেজো বোলে তা’কে—“মোড়ল মহাশয় ! ।
ছোট ভৈয়ের বৌকে ফিরে আনাও যা’তে হয় ॥”
মোড়ল বলে,—“ব্যাপারখানা আমায় বল আগে ।
তা’র পরেতে আনাই তাকে ছোট ভৈয়ের লেগে ॥”
বড় মেজো তখন তা’রে সব বোলে খুলে ।
ছোট ভৈয়ের বৌকে মোড়ল ডাকিয়ে এনে দিলে ॥
বিচার কোরে বোলে মোড়ল বৌকে তখন
ডেকে ।—

“ওগো মেয়ে ! শৌন্ গো কথা কানের কোণে
রেখে ॥

তোর স্বামীর মতন তুইও পা’বি হৃদের ভাগ ।
পত্নী হোয়ে পতির প্রতি কোত্তে আছে রাগ ? ॥
তোর স্বামীর সকাল বেলা হৃদ হুইবে মুখে ।
সন্ধ্যা বেলা তুই হুইবি নিজের মুখে হুখে ॥”

এই-না শুনে ছোটভৈয়ের বৌটো বলে
তা’রে ।

“মিলে কেন এমন কথা কয় নি তখন মোরে ? ॥
যা’ হোক, এখন গোল চুক্‌লো ; তা’ ছাড়া ফের
মোর ।

ঘুচে গেলো মাখন-তোনার পরিচ্ছন্নতার ঘোর ॥”

সম্পূর্ণ ।

অদ্ভুত গল্প ।

রাজকুমারী সরলা ।

অবন্তীপুরের রাজা মহেন্দ্রবিজয়,
সাতটি সুন্দরী কন্যা আছিল তাঁহার ।
সবার কনিষ্ঠা কন্যা, সকলের চেয়ে
রূপে ওপে মনোহর । একাধারে যেন
লক্ষ্মী সরস্বতী আসি' বিরাঞ্জন ভূমে ।
নামেও সরলা কন্যা ওপেও সরলা ।

একদা প্রভাতকালে অবন্তী-ঈশ্বর
সাতটি কন্যারে ডাকি' আপনার পাশে
কহিলেন,—“কন্যাগণ ! কহ তো আমারে
সত্য করি' একে একে, আমারে তোমরা
কি প্রকার ভালবাস ?”

অগ্রজা তনয়া

কহিল,—“তোমাতে, পিতা । চিনির সমান
সদা ভালবাসি আমি, কহি সত্য কথা ।”
এইরূপে ছয় কন্যা কহিল রাজারে ।
শুনিয়া ভূপতি হৈলা আনন্দিত অতি ।
অবশেষে কহে' রাজা সরলারে ডাকি,—
“কহ, বৎসে ! ভালবাস তুমি বা কেমন ?”

সরলা কহিল,—“পিতা ! কর গো শ্রবণ,
তোমাতে লবণ সম ভালবাসি আমি ।”
এ কথা শুনিয়া রাজা রুষ্ট হৈলা অতি,
বলিলা আরক্তনেত্রে,—“আরে লজ্জাহীনে !
সামান্য লবণ সম আমি তোর পাশে ?”
এতক কহিয়া রাজা সে স্থান হইতে
অবিলম্বে চলি' গেল । ডাকি' ভৃত্যগণে
কহিলা গোপনে,—“শুন, আমার বচন,

ডুলীতে তুলিয়া মোর কনিষ্ঠা হৃদয়ে
নিবিড় অরণ্যমাঝে আইস রাখিয়া ।”

রাজার আদেশ পেয়ে রাজভৃত্যগণ
সরলারে বস্ত্রাবৃত ডুলীতে তুলিয়া
লইয়া চলিল এক নিবিড় জঙ্গলে ।
দূর—দূর—বহু দূর করিয়া গমন
অরণ্যে পশিরা তা'রা নামাইল ডুলী ।
তা' দেখি' সরলা কহে সশক্তিত চিতে,—
“রে বাহকগণ ! মোরে কোথায় আনিলি ?
পথ নাই—লোক নাই—ভবনাশি নাই,
কেবল নিবিড় বন দেখি যে চৌদিকে !”

কহিল অনেক ক্ষণ,—“শুন, রাজহুতে !

জল-পিপাসায় মোরা কাতর হইয়া
নামাইবু ডুলী হেথা । না তাবিও মনে,—
এই ঘোর বনে তুমি র'বে একাকিনী ।
অণকাল ভিষ্ঠ হেথা ডুলীর তিতরে ।
দেখি, কোথা সরোবর । জলপান করি'
আবার আসিব হেথা । তবুও তোমাতে
লইয়া যাইব পুন নগর-মাঝারে ।”
সরলা সরল মনে করিল বিশ্বাস ।
রাজভৃত্যগণ গেল সে স্থান হইতে ;
আর না ফিরিল তা'রা সরলার পাশে ।

রাজকন্যা একাকিনী এক বৃক্ষতলে
ডুলীর তিতরে থাকি' ভাবে ভীত মনে ।
যে দিকে ভৃত্যেরা গেল, সেই দিকে চাহি'
অপেক্ষা করিয়া বালা রহিল একেলা ।
ক্রমে ক্রমে দিন গেল ; সন্ধ্যা উপনীত,
তথাপি ভৃত্যেরা নাহি আইল ফিরিয়া ।
সন্ধ্যার ঘোরাণ হুর্তি দরশন করি'

সরলা শিহরি' উঠি' লাগিল কাঁদিতে ।
কৈঁধে কৈঁধে বলে বালা,—“এখনি আমাদের
ব্যাভ্র আদি বস্ত্র পশু খাইয়া ফেলিবে ।
হার হার, কিবা করি ! কোথায় বা বাই !
এ বনে জীবন-আশা আর মোর নাই !”

এরূপে সরলা বালা আকুল অন্তরে
ডুলীর ঢাকনী ঢাকি' কৈঁধে কৈঁধে ভাবে ।
ক্রমে সন্ধ্যা পাড় হ'য়ে হইল রজনী ।

ক্রমশ আধারন্তর জমিল কাননে ।
হতাশ অন্তরে কষ্টা ভাবিতে ভাবিতে
ঘুমা'য়ে পড়িল লুটি' ডুলীর ভিতরে ।
মুহূর্ত পরেই পুনঃ আগিয়া উঠিল ;
দেখিল ডুলীর মধ্যে একখানি খালে
ভোজ্য বস্ত্র কতগুলি আছে ধরে ধরে,
একটি বটীর মধ্যে স্থলীভল জল ।
মুহুরিতে নারিল বালা এ অদ্ভুত খেলা ।
কিন্তু ভগবান্ তা'রে এই ষাণ্ড্য জল
দিয়াছিল পাঠাইয়া ঘুমন্ত সময় ।
সেই ষাণ্ড্য জলে বালা ক্রমা ভূষা নাশি'
জুড়াইল মনপ্রাণ । ভাবিল অন্তরে,—
“এমন মধুর ষাণ্ড্য এ বিজন বনে
অন্নদাতা হরিবই কেবা দিতে পারে ?”
নিদ্রা জাগরণে ক্রমে পোহা'ল রজনী,
পূর্ব দিকে জাগিলেন দেব দিনমণি ।

প্রভাত-আলোক হেরি' সরলা তখন
ডুলী ফেলি' গেল চলি' । ক্রমে ক্রমে বালা
নিবিড় অরণ্যমধ্যে করিল প্রবেশ ।
সহসা এমন কালে সেই বনমাঝে
হেরিল প্রাসাদ এক অতি মনোহর ।
সে প্রাসাদ সরলার জনকের নহে,
অল্প এক ভূপতির অধিকৃত তাহা ।
প্রাসাদের দ্বারদেশ আবদ্ধ আছিল ।
সরলা সে দ্বার খুলি' পশিল ভিতরে ;
প্রাসাদের চারি দ্বার করি' দরশন
ভাবিল সরলা মনে,—“আহা, কি সুন্দর
এই অটালিকা ! আহা, উদ্যাম, সরসী

কিবা মনোহর ! হেন হেরি নাই কভু !”

নানাবিধ দ্রব্য ছিল সে প্রাসাদমাঝে,
সমস্ত দ্রব্যই বহুমূল্য অতি চারু ।
কিন্তু কোন ভৃত্য কিছা অল্প কোন লোক
দেখিবারে না পাইল সরলা সেখায় ।
প্রাসাদভিতরে বালা প্রবেশ করিয়া
প্রত্যেক গৃহের মাঝে করিল গমন ।
ক্রমে ক্রমে কোতূহল বাড়িল তাহার ।

অনন্তর এক গৃহে গিয়া নিরখিল
মধ্যাহ্ন-ভোজন-দ্রব্য র'য়েছে সজ্জিত ;
কিন্তু খাইবার লোক নাহিকে সেখায় ।
অবশেষে অল্প এক গৃহের ভিতরে
পশিয়া দেখিল বালা স্ববর্ণের খাট ;
এক জন রাজপুত্র সে খাটে ঘুমায় ।
রাজার পুত্রের দেহ শালে আচ্ছাদিত ।
সরলা সে শালখানি উত্তোলন করি'
দেখিল, সুন্দর মূর্তি সে রাজহুতের ।
কিন্তু সেই রাজপুত্র নহেক জীবিত !
সমস্ত শরীর তাঁ'র বিদ্ধ স্থচীজ্বালে ।

তখন রাজার কন্যা সরলা সুন্দরী
বসিল সে খাটপাশে বিধাদিত মনে ।
সাত দিন দিবানিশি উপবাসে থাকি'
ভূষা নিদ্রা পরিহারি' লাগিল তুলিতে
সেই তীক্ষ্ণ স্থচীরাশি, এক এক করি'
মৃত রাজকুমারের বর বপু হ'তে ।

হেন কালে এক ব্যক্তি আইল সেখায়
একটি বালিকা ল'য়ে আপনার সনে ।
কহিল সে আগন্তক ধীরে সরলাকে,—
‘ওগো ! তুমি এ কস্তারে ক্রয় কি করিবে ?
ইহারে বেচিতে আমি করেছি বাসনা ।’
সরলা কহিল,—“টাকা নাহি মোর পাশে,
কি দিয়া কিনিব আমি তব বালিকারে ?
হু'গাছি হীরার বালা আছে মোর হাতে,
ইহা ল'য়ে বেচ যদি এই কস্তাটিরে,
তবে তো কিনিতে পারি ।

বালিকাবিক্রেতা।

কহিল তখন,—“ভাল, তাহাই হউক ।
দাঁও বালা, লণ্ড বালা, চলি' বাই আমি ।”
সরলা দু'গাছি বালা দিয়া তা'র করে
সে বালায়ে জর করি' রাখিল নিকটে ।
বালিকাবিক্রেতা পেয়ে হীরকের বালা,
সে স্থান হইতে ত্বর করিল প্রস্থান ।
সরলা ভাবিল মনে,—“হরির কপার
সঙ্গিনী পাইলু আমি এ বিজন স্থানে ।”

সারাদিন সারানিশি বসি' একাসনে
রাজার হুঁহতা তুলে তীক্ষ্ণ হুঁচী যত ।
ক্রীত কন্যা অল্প কাজে হইল ব্যাপৃত ।
রাজপুত্রী ক্রমে ক্রমে তৃতীয় সপ্তাহে
রাজপুত্র-দেহ হ'তে এক এক করি'
তুলিল সমস্ত হুঁচী সুকোমল করে ।
অবশিষ্ট রৈল শুধু সেই হুঁচী গুলি,
যে গুলি আছিল বিদ্ধ যুবার নয়নে ।

তখন রাজার কন্যা নিকটে ডাকিয়া
দাস-তনয়ারে কহে,—“তন মোর কথা,
ক্রমশ একুশ দিন স্নান করি নাই ।
স্নানের ঘোগাড় মোর করহ অচিরে ।
যতক্ষণ স্নান মোর শেষ নাহি হয়,
ততক্ষণ রাজপুত্র-পাশে রহ' তুমি ।
কিন্তু সাবধান, অঙ্গে নাহি দিও হাত,
না তুলিও হুঁচী গুলি নয়ন হইতে ।
স্নানপরে নেত্র-হুঁচী আমিই তুলিব ।”

রাজকন্যা-মুখে শুনি' এ হেন বচন,
দাসকন্যা বলে,—“দেবি ! বা' বলিলে তুমি,
অবশ্য পালিব তাহা, না তুলিব হুঁচী ।”
এতেক কহিয়া কন্যা স্নান-আয়োজন
করি' দিল স্নান-গৃহে করিয়া গমন ।

রাজকন্যা খাটে ছাড়ি' স্নান করিবারে
গমন করিল ত্বর । দাসকন্যা হেথা
বসিয়া রহিল খাটে রাজপুত্র-পাশে ।
কিন্তু সেই হুঁচী কন্যা অঙ্গীকার ভাঙি'
নেত্রবিদ্ধ হুঁচী গুলি তুলিয়া ফেলিল ।

যেমন চক্ষের হুঁচী হৈল উত্তোলিত,
অমনি রাজার পুত্র মেলিল নয়ন ।
যেমন মেলিল চক্ষু, অমনি সমুখে
দেখিতে পাইল দাসকন্যারে নয়নে ।
খট্টা'পরে রাজপুত্র উঠিয়া বসিল,
কহিল প্রকৃত মনে দাস-তনয়ারে,—
“কে মোরে করিল হুঁহ ? কেবা হুঁচীরাশি
শরীর হইতে মোর করিল বাহির ?”

দাসকন্যা বলে,—“আমি করিষু বাহির ।”
হেন শুনি' রাজপুত্র কৃতজ্ঞ অন্তরে
শত শত ধন্যবাদি অর্পিল তাহারে ।
তা' ছাড়া কহিল,—“শুন, হে হিতকারিণি !
তুমি মোর পত্নী হ'বে কৈলু অঙ্গীকার ।”

এ দিকে করিয়া স্নান রাজার কুমারী
নব বাসে অঙ্গ ঢাকি' রাজপুত্র-পাশে
পুনর্বার উপনীত হইল অচিরে ।
মনে জাগে অন্ধিহুঁচী খুলিবার আশা ।
কিন্তু, হায়, সে আশায় সাধিয়াছে বাধ
মিথ্যাবাদী দাসকন্যা প্রতিজ্ঞা ভাঙিয়া ।
গৃহের দ্বারের পশি' রাজার কুমারী
দেখিল, রাজার পুত্র দাসকন্যা সনে
বাক্যালাপ করিতেছে বসিয়া খট্টায় ।
এ দৃশ্য দেখিয়া যেন শত বজ্রপাত
হৈল রাজপুত্রী-শিরে ! অনন্ত নিশ্বাস
ঢাকিল অন্তর তা'র ! শুকাইল মুখ !
কিন্তু কোন কথা মুখে না ফুটিল তা'র ।
নীরব নিশ্চল হ'য়ে দাঁড়া'য়ে রহিল ।

পার্শ্বে উপবিষ্টা দাসকন্যারে তখন
রাজপুত্র কহে,—“কহ, কে এই বালিকা ?”
দাসকন্যা কহে হাসি,—“এ আমার দাসী ।”
অমনি তখন হ'তে রাজার কুমারী
কিকরী হইল ! এ কি বিধি-বিড়ম্বনা !
আর সেই অগ্রে সেই দাসের কুমারী
রাজার কুমারে কৈল বিবাহ হরিষে !
এও বিধি-বিড়ম্বনা নিশ্চয় নিশ্চয় !
বিবাহের দিন হ'তে প্রত্যেক দিনেতে

রাজপুত্র মনে মনে লাগিল বলিতে,—

“এমন হৃদয়ী-বালা দাসের কুমারী ?

আমার পক্ষীর চেয়ে এ যে সনোহরা !”

এক দিন রাজপুত্র ভাবিলেন মনে

অন্য দেশে বাইবেন সমীর-সেবনে ।

জাল-রাজকুমারী-যে—যেটা পক্ষী তাঁ’র—

ডাকিয়া কহিলা,—“আমি বায়ু সেবিবারে

অপর রাজ্যেতে যা’ব । বল, মোরে, প্রিয়ে !

আসিবার কালে আমি তোমার কারণ

কোন্ বস্তু আনিব হে ? কিবা চাহ তুমি ?”

সে কহিল,—“চাহি আমি বহুশূলা শাড়ী,

হেম-রৌপ্য-অলঙ্কার রতন-মণ্ডিত ।”

“ভাল ভাল, তাই হ’বে” বলি’ রাজহুত

কহিল,—“ডাকহ তুমি দাসী-রে তোমার ।

কহ তাঁ’রে, কোন্ দ্রব্য জাগে তাঁ’র আশা ?

তা’রেও তা’ আনি’ দিব,—আনিতে উচিত ।”

আসিল নিকটে তবে সত্য-রাজহুত ।

রাজা কহে,—“হের, আমি যা’ব অস্ত্র দেশে

সমীর-সেবন-তরে । ফিরিবার কালে

কিবা সে আনিব আমি তোমার কারণ ?”

বিষাদিনী রাজপুত্রী কহিল তখন,—

“মহারাজ ! যদি তুমি অস্বীকার কর

আনিবারে সেই দ্রব্য, যাহা মাগি আমি,

তা’ হ’লে বলিব, নহে বলিতে না চাই ।”

রাজা বলে,—“বল তুমি, কোন ভয় নাই,

যা’ তুমি কহিবে, তাহা অবশ্য আনিব ।”

রাজকন্যা কহে,—“রাজা ! এনো মোর তরে

ভামু-মণি পেটারিকা ; অস্ত্র নাহি চাই ।”

ভামু-মণি পেটারিকা কি যে গুণ ধরে,

রাজকন্যা একাকিনী জানিতেন তাহা ।

রাজা কিম্বা দাসকন্যা কিছুই তাহার

না জানিত, নামো তাঁ’র শুনে নি কখন ।

অনন্তর রাজা গেলা সমীর-সেবনে ।

নানা স্থানে ভ্রমিলেন নিজ-ইচ্ছামত ।

নানা অলঙ্কার শাড়ী করিলেন ক্রয় ;

ভামু-মণি পেটারিকা কিছু না মিলিল ।

কত স্থানে কত জনে করিলা জিজ্ঞাসা,

কেহই কিছুই তাঁ’র নারিল বলিতে ।

কাজে কাজে মহারাজ হইলা চিন্তিত

প্রতিজ্ঞা-লঙ্ঘন-তরে, আকুল হইয়া ।

মনে মনে বলিলেন,—“কিবা এবিধ করি,

কি ক’বে সে দাসবালা ! উভয় সঙ্কট !”

প্রবাস-নিবাসে গিয়া ভাবিতে ভাবিতে

ক্লান্তিহেতু শয্যা’পরি পড়িলা ঘুমা’য়ে ।

ঘুমঘোরে দেখিলেন অদ্বুত স্বপন ।

একটি অরণ্য তিনি হেরিলা স্বপনে ।

সে বনে সম্মাসী এক করেন নিবাস ।

যখন নিদ্রিত হ’ন সে সম্মাসী বনে,

দ্বাদশ বৎসর কাল গোড়াইয়া যায় ।

আবার জাগেন যবে, তখন তাহার

দ্বাদশ বৎসর কাল গোড়াইয়া যায় ।

এইরূপ পালাক্রমে নিদ্রা জাগরণ ।

এখন নিদ্রার পালা । জাগিবার আর

বড় দেরি নাই, শুধু চতুর্দশ দিন ।

চন্দ্রশি মহারাজ বুঝিলেন মনে

সে সম্মাসী ভামু-মণি পেটারিকা দিবে ।

তিনি ছাড়া মাধ্য নাই অপর কাহার

দিতে সে অজ্ঞাত বস্তু সংগ্রহ করিয়া ।

অনন্তর নিদ্রাভঙ্গে চন্দ্রশি রাজা

কহিলেন সৈন্ত আর কিস্তরনিকরে,—

“তিষ্ঠ সবে এই ঠাঁই, যত ক্ষণ আমি

ফিরিয়া না আসি হেথা, না বাইও কোথা ।

পুনর্বার ফিরি’ আমি তোমা’ সবাকারে

ল’য়ে যা’ব নিজ রাজ্যে হরিষ অন্তরে ।”

এতক কহিয়া রাজা অথ আরোহণে

যাত্রা কৈলা-দুর্গা বলি’ নিবিড় কাননে,

যে কানন নিরখিলা অদ্বুত স্বপনে ।

বরাবর গিয়া রাজা পশি’ বনমাঝে

স্বপ্নের প্রত্যক্ষ ফল করিলা দর্শন,

সম্মাসী নিদ্রিত আছে গভীর নিদ্রায় ।

দেহের উপরে তাঁ’র, বর্ষকাল তরে

নিদ্রাহেতু জন্মিয়াছে গুহুত্ববান্ধি ।

তবুও তবুও জমিদারীতে মুক্তিকার স্বপ্ন।

চন্দ্ররশ্মি মহারাজ বসি তাঁর পাশে
ক্রমাগত চৌদ্দ দিন বিশেষ যতনে
তৃণ ওষ্ম মাটিরশি কৈলা পরিষ্কার।
নিখিল হইল দেহ পূর্বের সমান।
চতুর্দশ দিন পরে জাগিলা সন্ন্যাসী,
দেখিলা নিজের অঙ্গ অতি পরিষ্কৃত,
কাঁদা মাটি ঘাস গাছ দেখে কিছু নাই।
অতিশয় আনন্দিত হইয়া তখন
কহিলেন সম্বোধিয়া উপনিষ্ট ভূপে,—
“নরবর! দ্বাদশ বৎসর কাল আমি
পালাক্রমে নিদ্রা ঘাই, পালাক্রমে জাগি;

একপে দ্বাদশ বর্ষ আছি নিদ্রিত,
জাগিয়া নিরখি এবে শরীর আমার
অতিশয় পরিষ্কৃত; নিদ্রা ঘাইবার
সময়ে বৈরুপ থাকে পরিষ্কৃত অতি।
যখন হৃদীর্ষ নিদ্রা হ’তে আমি জাগি,
তখন শরীর মোর পরিষ্কার করি
তৃণ ওষ্ম কাঁদা মাটি দেহ হ’তে তুলি।
কিন্তু এই বার আমি অতি পরিষ্কৃত,
মলামাটি অঙ্গ হ’তে না হ’ল তুলিতে।”

মহারাজ চন্দ্ররশ্মি ক্রমে সাত দিন
সন্ন্যাসীর সনে সেধা করিলা নিবাস।
নিয়ত শুশ্রূষা সেবা করিয়া যতনে,
নিয়ত আদেশ তাঁর করিয়া পালন
ভূষিতে লাগিলা তাঁর নিজে মহারাজ।
রাজার সেবায় যোগী তুষ্ট হ’য়ে অতি
কহিলেন সম্বোধিয়া,—“ওহে নরেশ্বর!
তুমি অতি সজ্জন হৃদীর সেবাপর।
ভাল, রাজা। কহ মোরে, কিসের কারণ
এ নিবিড় বনে তুমি কৈলে আগমন?
জানি আমি তুমি, রাজা। ধনবান্ অতি;
আমার গোচরে তব কিসের কামনা?”
কহিলেন চন্দ্ররশ্মি,—“ভন, যোগিবর।
ভানু-মণি পেটারিকা মাগি তব পাশে,
তুমি বই আশা মোর নহিবে পূরণ।”

সন্তুষ্ট হইয়া যোগী কহিলেন তাঁর,—
“মহারাজ! তব সম সচ্চরিত্র জনে
ভানু-মণি পেটারিকা অবশ্য অর্পিবে।
এখানে অপেক্ষা তুমি কর কিছু কাল,
ভানু-মণি পেটারিকা আনিতে চলিহু।”

অনন্তর যোগিবর কিছু দূর গিয়া
একটা গভীর কূপে নামিলা অচিরে।
সে কূপের তলদেশে উপস্থিত হ’য়ে
একটি সুন্দর স্থান করিলা দর্শন।
সেই স্থানে আছে এক চাকু অট্টালিকা:
এক লাল-পরী-সেধা করে বসবাস।
সে পরীর দেহবর্ণ কিন্তু লাল নহে,
সুন্দর গউরবর্ণ অলশোভা তার।
কেন তবে লাল-পরী নামে সে বিখ্যাত?
পরিচ্ছদ, অট্টালিকা, সাজ-বস্ত্র সব
লালবর্ণ তার; তেঁই সে সুন্দরী পরী
লাল-পরী নামে খ্যাত পরীকুলমাঝে।

যোগীরে হেরিয়া পরী হৈল হরষিত;
কহিল,—“কি হেতু, প্রভু! আসিলে এখানে?”
যোগী কহে, “বৎসে! আমি তোমার গোচরে
ভানু-মণি পেটারিকা মাগিতে আইহু।”
পরী বলে,—“দ্বধা আজ্ঞা, যোগিকুলপতি!
বাসনা তোমার আমি করিব পূরণ।”
এতেক কহিয়া পরী আনি’ দিল তাঁর
ভানু-মণি পেটারিকা হরিষ অজরে।
পেটারিকা-মাঝে সাজে সাতটি পুতুল,
সাতটিই ছোট ছোট, দেখিতে সুন্দর।
তা’ ছাড়া একটি ছোট বানী আছে তার।
সন্ন্যাসীর মুখে পরী শুনেছিল সব,
তেঁই সে কহিল,—“প্রভু! কর গো শ্রবণ,
যে নারী চেয়েছে এই অদ্বুত পেটারী,
সে বই অপর কেহ নারিবে খুলিতে
এই পেটারীর তালা কত কাল মতে।
রাজারে বলিয়া দিও, যেন সে রমণী
নির্জনে একাকী রেতে এ পেটারী খুলে।”
এতেক বলিয়া পরী বলে অবশেষে

সন্ন্যাসীয়ে, যা' যা' ছিল পেটারীর মাঝে ।

ধন্যবাদ করি' বোণী পরীরে তখন
ভানু-মণি পেটারিকা করিয়া গ্রহণ,
চন্দ্রশিখি ভূপ-পাশে করিলা গমন ।
বোণীয়ে হেরিয়া রাজা করিলা প্রশ্নাম ।
ভানু-মণি পেটারিকা দিলা বোণী ভূপে ।
বাসনার বস্তু পেয়ে তুষ্ট হৈলা রাজা,
কোটি কোটি ধন্যবাণী কহিলেন তাঁ'রে ।
পরে বোণী কহিলেন,—“শুন, মহারাজ !
যা'রে তুমি দিবে এই বিচিত্র পেটারী,
সে বই অপরে ইহা খুলিতে নারিবে ।”
এই মাত্র বলি' বোণী হইলা নীরব,
না বলিলা পেটারীর অস্ত্র কোন কথা ।

অনন্তর চন্দ্রশিখি পেটারিকা ল'য়ে
সৈন্ত-ভূত্যাগণ-পাশে করিলা গ্রহণ ।
তা'সম্বারে সঙ্গে নিয়া আপনার পুরে
হরষিত চিত্তে সুরা করিলা গমন ।
যথাকালে নিজ পুরে করিলা প্রবেশ ।
ডাকিলা পত্নীরে—জান-রাজপুত্রী যেই—
দিলা তা'রে বেশ ভূষা, যা' তা'র প্রার্থিত ।
তা'র পর ডাকিলেন দাসীরে নিকটে—
প্রকৃত রাজার পুত্রী সরলা সুন্দরী—
দিলা তাঁ'রে রাজা ভানু-মণি পেটারিকা ।
বাসনার বস্তু পেয়ে প্রফুল্ল অন্তরে
প্রণিপাত কৈলা ভূপে সরলা সরলা ।
অনন্তর ভানু-মণি পেটারিকা ল'য়ে
সেধা হ'তে গেলা চলি' আপনার গৃহে ।
রাজার সম্মুখে কিম্বা ক্রীড়া-বালা-পাশে
না খুলিলা পেটারিকা রাজার কুমারী ।
পেটারী-রহস্ত জানা আছিল তাহার,
তেঁই তিনি না খুলিলা অদ্ভুত পেটারী ।

অনন্তর ভূপতির রাজনী সময়ে
একেলা সরলা সেই পেটারিকা নিয়া
প্রবেশিলা বনমাঝে নির্ভীক অন্তরে ।
খুলিয়া পেটারী সেধা রাজার কুমারী,
যেই সূত্র বাঁধি ছিল তাহার ভিতরে,

সেই বাঁধী করে ধরি' নবর অধরে
আরোপিয়া বাজাইলা বীরে স্তম্ভুরে ।
যেমন বাজিল বাঁধী, অমনি তখন
পেটারীর মধ্যে হ'তে হইল বাহির
সপ্ত সূত্র পুস্তলিকা মনোহর বেশে ।
পেটারীর মধ্যে ছিল গালিচা, কেদারা,
তাম্বুর যোগাড়বস্ত্র । সপ্ত পুস্তলিকা
সে সব বাহির করি' অদ্ভুত বৌশলে
সাজাইল যথাযথ বৃহত্ত আকারে ।
তা'র পর তা'রা যত্নে রাজকুমারীরে
স্নান করাইয়া, অঙ্গে বেশ পরাইল,
নানাবিধ অলঙ্কার করিল অর্পণ,
কেশগুচ্ছ বাঁধি' তাহে ফুলগুচ্ছ দিল ।
সরলা সুন্দরী হ'ল আরো গো সুন্দরী ।
কিন্তু কি ভাবিয়া বালা, এত যতনেও
আনন্দিত না হইয়া, বরঞ্চ বিবাদে
লাগিল কাঁদিতে, চক্ষু লাগিল মুছিতে ।

অনন্তর পুস্তলীর তাম্বুর সম্মুখে
আনিয়া রাখিল এক সূচাক্ষ কেদারা ।
সেই কেদারার'পরে রাজকুমারীরে
বসাইল তা'রা অতি যতন করিয়া ।
এক পুস্তলিকা ল'য়ে একটি বাঁশরী
সুন্দর রবে কিবা বাজা'তে লাগিল ।
বাকী পুস্তলিকাগণ আনন্দিত মনে
সরলার সম্মুখেতে লাগিল নাচিতে,
গাহিতে লাগিল কত সুধাভরা গান ।
এততেও কিন্তু, হায়, তথাপি সরলা
আঁকুলি বিকুলি' করি' লাগিল কাঁদিতে ।

অবশেষ বামিনীর চতুর্থ প্রহরে
সরলারে কহিলেক এক পুস্তলিকা,—
“রাজকন্তে ! কেন তুমি করি'ছ রোদন ?”
সরলা কহিল,—“শুন, ওগো পুস্তলিকে !
চন্দ্রশিখি ভূপতির শরীর হইতে
একে একে সূচীগুলি তুলিলাম আমি,
কেবল চন্দ্রের সূচী করটি তুলিতে
বাকী ছিল মোর । কিন্তু স্নান করিবারে

নিয়াছি ববে আমি, সেই অবকাশে
আমার কিকরী তাহা তুলিয়া ফেলিল।
সেই কিকরীতে আমি হীরা-বালা দিয়া
কিনিয়াছিলাম এক লোকের নিকটে।
সে কিকরী মিথ্যা-ভাবে বলছে রাজ্যের,—
সেই তুলিয়াছে তাঁ'র দেহ নরনের
হুতীরশি, পাশে বসি' বিশেষ যতনে,
জীবন দিয়াছে তাঁ'রে এই সে উপায়।
তা' ছাড়া সে বলিয়াছে, আমি তা'র দাসী।
এরূপে সে বিপরীতে মিথ্যা কথা কহি'
আমারে ডুবা'য়ে দেছে বিবাদ-সাগরে।
মহারাজ চন্দ্রশিখি বুঝিতে না পারি'
হিঠৈষিণী ভাবি' তা'রে করিলা বিবাহ।
ভাগ্যদোষে দাসী হৈমু আমি অভাগিনী।”

রাজকন্যা সরলা'র হেন বাণী শুনি'
বলিল সে পুতলিকা,—“ওগো রাজবালা!
কৈঁদ না—কৈঁদ না তুমি। তব শুভতরে
সমস্তই ক্রমে ক্রমে হ'বে সম্ভবিত।”

ক্রমে উষা-সমাগম হইল তখন।
সরলা ত্বরিতে ধরি' অধরে সে বাঁশী
বেশন ছাড়িল শব্দ, অমনি তখনি
গালিচা, কেদারা, তাম্বু, সপ্ত পুতলিকা
কোণাকারে প্রবেশিল পেটারী-ভিতরে।
সরলা সে ক্ষুদ্র বাঁশী রাখি' তা'র মাসে
আবদ্ধ করিয়া ডালা, আঁটিল পেটারী।
তা'র পর গেল চলি' রাজ্যের প্রাসাদে।

অনন্তর পুনরায় রজনী সময়ে
সে বনে বাইয়া খুলি' সেই পেটারিকা
সে রূপে অদ্বুত খেলা লাগিল খেলিতে।
এক জন কাঠুরিয়া এ হেন সময়
বাটীতে আসিতেছিল কাঠ কাটি' বনে।
অরণ্যে অস্থত্বেতু ঘুমাইয়াছিল,
ঠেঁই তা'র দেহি আজ কিরিতে ভবনে।
দূর হ'তে বন্দনাবে হেরি' এ ঘটনা
বিস্মিত হইল অতি দীন কাঠুরিয়া।
সে অদ্বুত ঘটনাটি বিশেষ করিয়া

দেখিবারে কৌতুহল লাগিল তাহার।
এই হেতু কিছু দূরে এক বৃক্ষ'পরি
ধীরে ধীরে আরোহণ কৈল কাঠুরিয়া।
বিগত নিশায় যা' যা' ব'টেছিল বনে,
আজ্ঞেরো নিশায় ঠিক হইল সেরূপ।
বিশ্বয়ে আদ্যন্ত হেরি' কাঠুরে তখন
মনে মনে কত কি যে লাগিল ভাবিতে।

অনন্তর রাজপুত্রী সরলা হৃন্দরী
পেটারিকা আঁটি' ভোরে কিরিয়া চলিল।
কাঠুরেও অন্য পথে আপন ভবনে
প্রস্থান করিল নানা চিন্তা করি' মনে।

অনন্তর প্রাতঃকালে সেই কাঠুরিয়া
চন্দ্রশিখি কপালের নিকটে আসিয়া,
নিশার অদ্বুত কাণ্ড করিল প্রকাশ।
মহারাজ শুনি' তাহা হইলা বিস্মিত।
বলিলা তখন রাজা,—“ওরে কাঠুরিয়া!
যদি তুই সে ঘটনা পারিস দেখা'তে,
তবে তোরে দিব আমি নানা পুরস্কার।”
কাঠুরে বলিল,—“রাজা! অবশু দেখা'ব,
কুপা করি' যাও যদি আমার সহিত
আজ্ঞের নিশায় সেই নিবিড় কাননে।”
সম্মত হইলা রাজা তাহার বচনে।

অনন্তর নিশাকালে সরলা হৃন্দরী
ভানু-মনি পেটারিকা ধরি' চক্র করে
সেই বনে একাকিনী ক্রি' গমন।
পূর্বসম আরম্ভিল অদ্বুত ঘটনা।
এ দিকে ভূপতি আর কাঠুরিয়া দৌছে
গোপনে একটি বৃক্ষে আরোহণ করি'
সরলা'র সে অদ্বুত সমস্ত ঘটনা
দেখিতে লাগিল। রাজা বিশ্বয়ে মগন।
পুতলিকা পরী মনে যখন সরলা
কহিতে লাগিল কথা কাঁছিয়া কাঁছিয়া,
তখন রাজার মনে উপজিল ব্যথা,
লজ্জিত হইলা তিনি আত্মনিন্দা করি'।
বুঝিতে পারিলা রাজা,—“সরলা হৃন্দরী
যথার্থই রাজকন্যা সম হিঠৈষিণী।”

আর সেই পত্নী হোমের অনুভাবিনী
সরলার জীভনাসী, রাজকন্যা নহে ।
প্রবঞ্চনা করি' সেই অধমা রমণী
ভুল'য়ে আমাদে, মোর হইয়াছে রাণী ।
যা'ই হোক, তা'রে আমি পরিত্যাগ করি'
রাজকন্যা সরলারে বিবাহ করিব ।"
মনে বসি' হেনরূপ করিয়া বিচার
কাঠুরেকে বলি' রাজা,—“চল, কাঠুরিয়া !
এ স্থান হইতে এবে করি' রে প্রস্থান ;
গৃহে গিয়া শিব তোরে নানা পুরস্কার ।”
রাজা আর কাঠুরিয়া চলি' গেল দৌড়ে,
সরলাও ভোরে ভোরে ফিরিল ভবনে ।

অনন্তর প্রাতঃকালে চন্দ্রশিখা রায়
নিজে সরলার পাশে করিয়া গমন
কহিলেন সন্মোখিয়া,—“হে রাজকুমারি !
বুঝিতে না পারি' আমি মোহের ছলনে,
আহা, কত নিদারুণ যন্ত্রণা তোমারে
দিয়াছি হে । এবে মোরে ক্ষমা কর তুমি ।
সাক্ষী ওই নভঃচর দেব দিবাকর,
তুমিই হইবে মোর সহধর্মিণী ।”
রাজার বন্ধনে শুনি' আশ্বাসের কথা,
অন্তরে আনন্দ, চক্ষে সরসের ভার
হইল সে সরলার । পুরিল বাসনা ।

অনন্তর চন্দ্রশিখা সরলার যুগে
আদ্যোপান্ত পরিচয় লইয়া তাহার,
অবস্থানগরে দিলা দূত পাঠাইয়া
সরলার পিতামাতা দৌহার সমীপে
করে দিয়া শুভ-পরিণয়ের পত্রিকা ।
অবস্থানগরে দূত করিয়া গমন
মহেন্দ্রবিক্রম ভূপে প্রণিপাত করি'
শুভ-পরিণয়-পত্র করিল অর্পণ ।
পত্র পড়ি' মহারাজ তুষ্ট হৈলা অতি,
সরলার জননীও হৈলা পুলকিত ।
অনন্তর মহীপাল মহেন্দ্রবিক্রম
পত্নী, ছয় কন্যা আর দাসদাসীগণে
সঙ্গে করি' চলিলেন সরলার পাশে ।

বহুব্রহ্মা ল'য়ে চলে ভৃত্য শত শত ।

যথাকালে গৃহস্থিয়া মহেন্দ্রবিক্রম
চন্দ্রশিখা ভূপ-করে সরলা কন্যারে
শাস্ত্রমতে করিলেন যুগে সম্প্রদান ।
রাজপুরে পড়ি' গেল আনন্দের রোল ।
পিতা মাতা ভদ্রীগণে বহু দিন পরে
দেখিতে পাইয়া চন্দ্র সরলা সুন্দরী
কি যে আনন্দিত হ'ল, কে পারে বর্ণিতে ?
অনন্তর পরদিনে আপনি সরলা

বিবিধ ব্যঞ্জন অন্ন করিয়া রন্ধন
পিতারে খাইতে দিল । কিন্তু ব্যঞ্জনেতে
লবণের পরিবর্তে দিল চিনি ঢালি' ।
ভোজনে বসিয়া তবে মহেন্দ্রবিক্রম
একটি একটি করি' পকাশ ব্যঞ্জন
লাগিলা বদনে দিতে । কিন্তু কিছুতেই
তৃপ্তি না লাভিলা মনে ; জর-অনল
না নিভিল । তাহা দেখি' সরলা সরলা
লবণমিশ্রিত নানা ব্যঞ্জন আনিল ।
সে ব্যঞ্জন অন্ন-সনে তজ্জন করিয়া
তৃপ্ত হৈলা তবে রাজা মহেন্দ্রবিক্রম ।

সরলা তখন যুড়ি' চারু ভূজ দু'টি
কহিল পিতারে,—“পিতা ! অগ্নের ব্যঞ্জন
কেন না রুচিল তব সুধারো সময় ?
কিন্তু, পিতা ! শেষের ব্যঞ্জনে কেন তুমি
তুষ্ট হৈলে—তৃপ্ত হৈলে, কহ তা' আমারে ?”

মহেন্দ্রবিক্রম বলে,—“পূর্বের ব্যঞ্জন
চিনিতে মিশ্রিত, তেঁই ভাল না লাগিল ।
শেষের ব্যঞ্জন কিন্তু লবণ-মিশ্রিত,
এই সে কারণে অতি সুমিষ্ট হ'য়েছে ।”

সরলা তখন বলে,—“পিতা গো আমার
তেঁই সে বলিয়াছিছ, তোমারে লবণ-
সমান সত্য অতি ভালবাসি আমি ।
কিন্তু তুমি লবণেরে তুচ্ছ বস্তু ভাবি'
বিসর্জন দিলে মোরে নিবিড় কাননে ।
শুন, পিতা ! পুন বলি, আমি চিরকাল
লবণ-সমান ভালবাসিব তোমারে ।”

কনিষ্ঠা কন্যার বাক্য করিয়া শ্রবণ
 লজ্জিত হইলা রাজা মহেন্দ্রবিক্রম।
 কহিলেন,—“মা আমার! ভুলে যা সে কথা,
 বুঝিতে পারি নি, তেঁই করেছি অন্যায়।
 তুই মোর সর্কাপেণ্ডা ভক্তিময়ী হুতা
 বুঝিতে পারিষু আজ। স্বামীর সহিত
 চিরকাল সুখে থাক দীর্ঘজীবী হ’য়ে,

এই আশীর্বাদ করি অকণ্ট মনে।”

অনন্তর কন্যা আর জামাতারে রাখি
 মহেন্দ্রবিক্রম রাজা নিজ জন সনে
 কিরি’ গেলা নিজ পুরী অবজ্ঞানপরে।
 চন্দ্রবংশি মহারাজ সরলা বালারে
 পাটরাণী করিলেন। সেই ক্রীতদাসী,
 যেই ক্রীতদাসী পুন সেই ক্রীতদাসী।

সম্পূর্ণ।

সাময়িক কবিতা।

১

আবার ছাঙ্গিশে।

বাস্তালী ইংরেজী মাসে প'ড়েছে তফাত।
ছাঙ্গিশে তারিখে কিন্তু সম সূত্রপাত।
আবার ঢাকিল ঢাকা অনন্ত রাবিশে।
তাই আমি বলিভেছি 'আবার ছাঙ্গিশে'।
কুরুক্ষেত্র যোগ, ভাই! আর কিছু নয়।
ছাঙ্গিশে ছাঙ্গিশে যোগ, তুর্গডের তর।
সে ছাঙ্গিশে এ ঢাকার যে দশা ঘটিল।
এ ছাঙ্গিশে সেই দশা ফুটিয়া উঠিল।
সে ছাঙ্গিশে বেহ গেছে, এ ছাঙ্গিশে প্রাণ।
ঢাকা বুড়ী মরিণ রে! তুর্গডের টান!!!

তুর্গড হে, এই কি বিচার,
মরারে মারিলে পুনরুদার?
সে ছাঙ্গিশে নিরাকারে, ও'ড়াইলে ঢাকাটারে
উড়াইলে ঢাকাটারে সাকারে এ বার।
বুঝিতে লীলার মর্শ্ব নারিহু তোমার।
কি যে হে তোমার মর্শ্ব, কি যে হে তোমার কর্শ্ব,
কি যে হে তোমার মর্শ্ব, বুকে সাধ্য কার?
তোমার ধারের কাছে হারে সুর-ধার।
সাবাস্ তোমার জেদ, মনে মুখে তব ভেদ,
হিন্দু মুসলমানে ভেদ ঘট'লে ঢাকায়।
পিশিলে মনের মিল চাতুরী-ঢাকায়।
একে বোর দলাদলি ঢাকারে দলি'ছে।
নিরন্তর অধি-আলা অন্তরে জলি'ছে।
স্বভাবতি দিলে তার, বিগুণ জলিয়া বার,
কি গুণ করিলে তুমি, ওহে গুণমণি!
আওনে পুড়া'য়ে দিলে মিলন-বন্ধনী।

বিকৃতির প্রিয় তুমি, অপ্রিয় মরতি!

'DACCA' = ধাক্কা, নামে ঢাকা তোমার যুক্তি।

তাই কি হে 'ধাক্কা' দিবে, ঢাকার ভাঙ্গিলে দিবে,

অন্তরে বাহিরে এর করিলে দুর্গতি।

তুলসীর পত্ররূপে তুমি হে বিছুতি।

দফা দফা ঞ্গণ কোরে, তোমার সেবার তরে,

দফা দফা হ'য়ে গেল এবার ঢাকার।

দফা ঞ্গণে ফাঁপা হ'ল ঢাকার ভাঁগার।

আর না, আর না, প্রভু! দোহাই দোহাই।

যেথা হ'তে এলে তুমি, যাও সেই ঠাই।

আমিও আবার ফিরি, ঢাকা হ'তে বীরি বীরি,

যদ্যপি ঢাকায় আমি আসি হে আবার।

দেখিতে না পাই যেন ব্যাপার তোমার।

ঢাকেশ্বরী জননীরে, পূজা দিব নত শিরে,

যে দিন যাইবে তুমি সাগরের পার।

তুর্গড হে তুর্গ ফেরো, দোহাই তোমার।

ঢাকা।

২৬এ নবেম্বর, ১৮৮৮।

২

বাঘের মুখে মেঘ।

"হুখ্ চেয়ে সোয়াস্তি ভাল" বড় পাকা কথা।

এই কথা সে বুকে বে ভাল, বা'র লেগেছে ব্যথা।

লোক দেখানো রঙ, মাখানো ধবজায় কি আর হবে?

তেলের আলো জ্বাল'লে কি আর মনের আঁধার বাবে?

ভিতর ভাঙ্গা বাইরে রাজা জাকজমকে আর।

মন মজে না, বাইরে মোজে নাইকো মজার সার।

সবাই মিলে রাশি রাশি ঢালছে ঢাকার কাঁড়ি ।
 রাত পোহা'লে ফাঁকা হ'লে, প'ড়বে ঘোড়া দাঁড়ি ॥
 গোটা কয়েক মোটা-পেটা সাগর-পেরো লোকে ।
 ঘুরিয়ে মেলে কিলে কিলে লাগিয়ে তুলি চোখে ॥
 তা'দের কুহক-কলের ঢাকার প্রাণটা পিশে গেলো ।
 গরীব ধনী ঘোর ষাতনার ছটফটয়ে মোলো ॥
 জোর ক'রে হার, চাঁদা নিয়ে সাধু'ছে মনের সাধ ।
 মিষ্টি কথায় ভুট্টু কোরে বাধু'ছে বালির বাধ ॥
 যা' খুশী তা'ই কোচে তা'রা কর্তা কোরে খাড়া ।
 প্রাণ মান ধন সব যে গেলো, এলি কপাল পোড়া ॥
 বুকের মাঝে আশুন জ্বলে মন মিলুতে চায় ।
 তুলিয়ে গায়ে হাত তুলিয়ে শিকুলি বাঁধে পায় ॥
 ছুঁচটা হোয়ে ঢুকে, বেরোয় ফাল্গুটা হোয়ে শেষে ।
 কা'রা এরা কোলে সারা মুখোঙ্গুরা বেশে ? ॥
 আর সহে না আর সহে না, দোহাই ভগবান্ ।
 বাঘের মুখে আর দিও না ক্ষুদ্র মেঘের প্রাণ ॥

ঢাকা ।

২৬এ নবেম্বর, ১৮৮৮ ।

৩

বড় সুখে রেখে গেলে ।

বড় সুখে রেখে গেলে, মনে গাঁথা র'বে ।

কি জাগ্রত, কি দপনে

জেগে তুমি র'বে মনে,

জপমালা সম জিহ্বা তব নাম ল'বে ॥

ব্যঞ্জন খা'বার কালে,

মুনশূন্য কোলে ঝালে,

আলুনির স্বাদে, প্রভু ! তুমি দেখা দিবে ।

পেটোলিয়ম করে,

আলো না জ্বলিবে ঘরে ;

আধারে ভারতবাসী তোমারে ভজিবে ॥

ইনকম্ ট্যাক্সের সুখে,

তোমারে তুলিয়া নুকে,

নাচিবে ভারতবাসী দিবস রজনী ।

ভাল সুখে রেখে গেলে, ওহে গুণমণি ।

ভিকারে সিকিম শৈলে,

বড়ই বাহবা লৈলে,

কুম্ শৈলে কৈলে ভাল বীরত্ব ঘোষণা ।

ব্রহ্মের ধিবরে ধোরে

রাখিলে ভারতে পুরে,

রাজারে রাজার পূজা ! কে বলে লাহিনা ? ॥

রেওয়ার রাজার রাণী,

হইয়ে আকুল প্রাণী,

ভনিতে তোমার বাণী এলো ইষ্টেশনে ।

সান্ত্বনা করিবে তুমি, এই আশা মনে ॥

কিন্তু তুমি ঘুমাইলে,

রাণীকে না দেখা দিলে,

ধন্য তব লীলা খেলা, ওহে লীলাময় !

জগৎ ভরিয়া তব উঠিয়াছে জয় ॥

পুর বন্দরের কথা

চিরকাল র'বে গাঁথা,

তোমার শাসনপ্রথা—রহস্যের ধনি ।

বড় সুখে রেখে গেলে, ওহে গুণমণি !

কি করিতে এসেছিলে,

কি করিয়ে ফিরে গেলে,

আধার নাশিতে এসে বাড়া'লে আধার ।

ভাস্কারে বড়িতে এসে কৈলে চুরমার !

আমাদের ভাগ্যলেখা,

তাই তব সঙ্গে দেখা,

তোমার দয়ার রেখা কভু না মুছিবে ।

বাবৎ উপন শশী, তাবৎ রহিবে ॥

যত দিন র'বে প্রাণ,

গাহিব তোমার গান,

জপিব তোমার জপ দিবস রজনী ।

বড় সুখে রেখে গেলে, ওহে গুণমণি ! ॥

ঢাকা ।

২৮এ নবেম্বর, ১৮৮৮ ।

সম্পূর্ণ ।

বঙ্গভূষণ ।*

(বঙ্গদেশোদ্ভূত মৃত মহাত্মগণের সংক্ষিপ্ত গুণাবলী
চতুর্দশপদী কবিতানুসারে রচিত)

“——— I will tell you now
What never yet was heard in tale or song,
From old or modern bard, in hall or bower.”
MILTON.
“——— it pursues
Things unattemped yet in * * * rhyme.”
MILTON.

পণ্ডিতবর বিশ্বনাথ কবিরাজ অলঙ্কার-
বাগীশ । †

স্বর্ণকার মনোহর গঠিয়া ভূষণ
(শিরতীর পরিচয়) শরীর সাধারণ
যেমতি, নিরখি তাহা জুড়ায় নয়ন,
হর্ষে স্বর্ণকার-গুণ সকলেই গার;
তেমতি, গো বিশ্বনাথ ! এ বিশ্ব-মাক্ষারে
সংস্কৃত সাহিত্যের চার অলঙ্কার—
অতুলিত—গঠি’ তুমি পূজ্য সবাচার,
বুধকুল নিরবধি ঘূষি’ছে তোমারে ।
ধন্ত তুমি, ধন্ত তব বুদ্ধি অতুলন !
মূল্যহীন অলঙ্কার গোড়জন-করে
অরপিলে, মহাদাতা, মুখ্যাতি-ভাজন
নরকুল-মাকে তুমি ! মূল্যহীনিকরে

ভূপ যথা হেম-ভূষা করি’ বিতরণ,
অক্ষয় হুশ সহ সমুখে বিহরে ।

কবির ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর । ‡

হুনীল গগনে যথা পূর্ণ শশধর
হুধামাখা কর দানে ধরারে হাসার;
তেমতি, ভারতচন্দ্র ! ভারতভিতর,
বিশেষতঃ আমাদের এই বাঙ্গালার
পূর্ণিমার চন্দ্র-সম কাব্য-কর সনে
হুধা বরষিলে যত বঙ্গ-জনগণে ।
বঙ্গ-কবি-চূড়া তুমি বঙ্গের হৃদয়ে;
সর-নীর-মুশোভিত পদ্মিনী মতন,
কিন্মা দীপ-শিখা সম জ্বাধার আলয়ে
রাখি’ গেলে, কবি, কাব্য-কীর্তি হুরতন !

* এই পুস্তকখানি ১২৭৯ সালের চৈত্র মাসে লক্ষ্মী নগরে লিখিত হইয়াছিল ।

† ইনি প্রসিদ্ধ সংস্কৃত “সাহিত্য-দর্পণ” নামক অলঙ্কার শাস্ত্রের প্রণেতা ।

‡ ইনি বর্তমান প্রদেশের অন্তর্গত ভূরমুট পরগণার মধ্যস্থিত পাণ্ডুরা গ্রামে প্রসিদ্ধ ভূমাসিকারী ব্রাহ্মণ-বংশোদ্ভব নরেন্দ্রনারায়ণ রায়ের পুত্র । ইনি পারসিক, সংস্কৃত, উর্দু এবং বাঙ্গালা ভাষা বিলক্ষণ জানিতেন । ইনি অন্নদামঙ্গল, বিদ্যাসুন্দর, চোর পঞ্চাশৎ, রসমঞ্জরী প্রভৃতি কাব্য গ্রন্থ লিখিয়াছেন ইহার কবিতা কাব্যপ্রিয়গণের উৎকৃষ্ট উপাধের সামগ্রী । রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সভায় ইনি রাজকবি ছিলেন এবং তিনি ইহাকে “গুণাকর” উপাধি প্রদান করেন । জ, ব, শং ১৬৩৪ । স্ব, ব, শং, ১৬৮২ ।

শুভক্ষণে লেখনীর ধরেছিলে করে,
যে লেখনী সুধা-ধারে মানব সকলে ;
ভিজাইল চির তরে, যথা হিম-জলে
প্রকৃতি ভিজায় সদা তরু পরিকরে ।

ভিষগুর মাদব কর । *

আয়ুর্বেদ হ'তে বাচ্চি' রচিলে 'নিদান',
সংক্ষেপে শিখা'তে বত বঙ্গ-কবিরাজ
আময়-লক্ষণচর; তোমার সমান
কপূর হিতাশী এই বঙ্গ-চন্দ্র-মাক্ষে
নাহি মিলে তপাসিলে, বৈদ্য-কুল-ধন !
আর কি পাইব শুণী তোমার মতন ?
পোতারোহী দরিত্রের ভিক্ষা-উপার্জিত
রতন পড়িলে যথা তটিনী-সলিলে,
কোথায় তলিয়া যায়, আর কি তা' মিলে ?
হাহাকারে কাঁদে দীন ব্যাকুলিত চিত ;
তেমতি কালের গর্ভে তোমা হেন ধনে
হারায় বাঙ্গালা কাঁদে শোকে দিবা রাত্তি ;
আর কি তোমারে বঙ্গ হেরিবে নয়নে ?
সে আশে দিয়াছে কাঁটা শমন অরাত্তি !

ডাক্তার মধুসূদন গুপ্ত । †

কি দিয়া তোমার স্বপ্ন, হে মধুসূদন,
ভবিবে এ বঙ্গবাদী ! যে হিত করিলে

ইংরাজি চিকিৎসা শিখি', এ বঙ্গ যখন
বাঙ্গালী করিত ঘৃণা এ নাম শুনিলে ।
কিত তুমি সে ঘৃণারে ঘৃণা করি পুন,
সাহসে করিয়া তর অস্ত্র করি' করে
ছেদিলে শবের বেহ ; ঘৃণিল বিগুণ
তোমারে ইংরাজ জাতি প্রদূষ অস্তুরে ।
এই যে এখন দেখি অসংখ্য ডাক্তার,
তা' সবার তুমি আদি, তুমিই দেখা'লে
ধরম লাভের পথ, তুমিই শিখা'লে
প্রাণ-দান-বিদ্যা করি' বঙ্গ-উপকার ।
শুক্র তারা দীপ্ত যথা তারাদল-মাক্ষে,
তেমতি তুমিও খ্যাত ডাক্তার-সমাক্ষে ।

কবির সৈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত । ‡

কবিরাজ-কুল-ফুল, ওহে কবির !
হাস্ত রস কবিতায় তোমার সোমর
নাহি দেখি আর কা'রে ; তোমার মতন
কবিতা-মরন্দ দানে তুষিবে কে আর-
পিপাসিত বাঙ্গালায় ? ভিজা'বে প্রবণ
দ্বি-অর্থ কবিতা-বারি কে করি' আসার ?
গুপ্ত হ'য়ে, গুপ্ত ! তুমি আজো গুপ্ত নও,
গুণের প্রভাবে ব্যাপ্ত আছ দেশময় ;
কবিতা-সুগতি দানে অরুণোদয়ে বসে,
ফুল বাস ছড়াইয়া বায়ু যথা বয় ।

* ইনি জেলা বীরভূমের অন্তর্গত ময়ূরেশ্বর গ্রামে বাস করিতেন । ইহার পিতার নাম ইন্দ্র কর । যখন কর্তৃক বঙ্গদেশ আধিকৃত হইবার পূর্বে ইনি জাপিত ছিলেন । ইনি আয়ুর্বেদ গ্রন্থ হইতে নিদান, দস্তকচন্দ্রিকা, রসকৌমুদী, রসদীপিকা প্রভৃতি কএকখানি উৎকৃষ্ট সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন । নিদান সর্দাপেশা প্রসিদ্ধ ।

† সর্বপ্রথমে ইনিই ইংরাজি চিকিৎসা শিক্ষা করেন । তৎপূর্বে বাঙ্গালী মায়েই উক্ত চিকিৎসাকে ঘৃণা করিত । ইংরাজ ডাক্তারেরা ইঁহাকে প্রথমে ডাক্তার হইতে দেখিয়া ইংরাজি বাদ্যাদি দ্বারা ইঁহার সম্মান রক্ষা করিয়াছিলেন । মেডিক্যাল কলেজের ভিত্তিতে ইঁহার প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত আছে ।

‡ ইনি কাঁচড়াপাড়া (কাঞ্চনপল্লী) গ্রামে হরিনারায়ণ গুপ্তের গুঁরসে জন্মগ্রহণ করেন । ইনি প্রবোধপ্রভাকর, হিতপ্রভাকর, বোধেন্দুবিকাশ নাটক দুই খণ্ড, কবির তারতচন্দ্র রায়ের জীবনচরিত, কবিরায়াদিগের জীবনী ও কুন্ড কুন্ড অনেকগুলি কবিতা রচনা করেন । সংবাদপ্রভাকর ইঁহা দ্বারা প্রথমে প্রকাশিত হয় । জ, ব, বং ১২১৬ । ম, ব, বং ১২১৫, ১০ই মাঘ ।

প্রভাকরে ঈশ্বরের নৈপুণ্য যেমন
বিরাজি'ছে উজলিয়া ভূতল, আকাশ ;
হে ঈশ্বর ! তব প্রভাকরেও তেমন
তোমার চাতুরী-প্রভা হ'য়েছে প্রকাশ ।

—

বাবু রামগোপাল ঘোষ ।*

বান্ধালা রতনগর্ভা, যে গর্ভে তোমার
শুভজন্ম, তোমা হেন তনয় পাইয়া
বঙ্গভূমি বড় সুখী—আনন্দ অপার
ল'ভেছিল । সুবিশাল গগন ছাইয়া
উঠেছিল ধন্বান্ব-ধ্বনি চারি পাশে ;
সদ্বীত-লহরী যথা বায়ুযোগে ভাসে ।
অমীম সাহস সনে দেশ-হিত-হেতু
বক্তৃতা-সমর ঘোর করিলে নির্ভয়ে,
তাই ত উড়িল তব সুবশের কেতু
ধন্ব ধন্ব রবে এই বান্ধালা-নিলয়ে ।
প্রকৃত বান্ধালী তুমি প্রকৃত হিতাশী,
প্রকৃতি-প্রদত্ত তব প্রকৃত সাহস ।
জ্ঞাত ছিলে স্বদেশের যত দুঃখরাশি,
সদাই রহিতে তাই হইয়া বিরস ।

পাণ্ডিত্যের জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন ।†

শাস্ত্র-জলধির জলে নির্ভীক মানসে
ডুবিয়া লভিলে তা'র হৃৎকোষে তলে

* ইনি কলিকাতার জন্মগ্রহণ করেন । ঠাইর পিতার নাম গোবিন্দচন্দ্র ঘোষ । রামগোপাল বাবু ইংরাজি ভাষা উত্তম শিখিয়াছিলেন । স্বদেশ ও স্বজাতির হিতার্থে টাউন-হল প্রভৃতি প্রকাশ্য স্থলে অনেকগুলি বক্তৃতা করিয়াছিলেন । ইহার দানশক্তিও যথেষ্ট ছিল । জ, ব, খঃ ১৮১৫ । মৃ, ব, খঃ ১৮৬৮ ।

† ইনি ত্রিবেণীতে জন্মগ্রহণ করেন । সংস্কৃত বিদ্যায় ইনি বিশিষ্টরূপে সুশিক্ষিত হইয়াছিলেন । ইহার অরণশক্তির বিষয় অতি আশ্চর্য্য ; ইংরাজি প্রভৃতি পাশ্চাত্য ভাষা বুঝিতে না বটে, কিন্তু যেকোন ভাষাতে, অবিকল সেইরূপ শুনাইতেন ।

‡ ইনি বঙ্গভাষার অমিত্রাক্ষর ছন্দে'র আদি পিতা বলিয়া বিখ্যাত । ইনি ক্রমান্বয়ে শশ্বিষ্ঠা, পদ্মাবতী, কৃষ্ণকুমারী ও মায়াকানন নাটক ; একেই বলে সভ্যতা ? ও বুড় শালিকের খাড়ে রোয়া প্রহসন ; তিণোত্তমা-সম্ভব, ব্রজাপনা, বীরাসনা, প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড মেঘনাদবধ কাব্য ; চতুর্দশপদী কবিতাবলী এবং গদ্য হেষ্টি-বধ প্রণয়ন করেন । ইনি যশোহর—সাগরদাঁড়ী গ্রামে রাজনারায়ণ বক্তের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন । জ, ব, খঃ ১৮৩৫ । মৃ, ব, খঃ ১৮৮০, ১৬ই আষাঢ় ।

জ্ঞান-মন্ত্রাপরিকর মানসিক বলে,
তাই ত বিশদ রাগে এ বঙ্গ-সরসে
ভাগিল তোমার, সুখ, সুবশ-কমল
অমল, কোমল, পরিপূর্ণ পরিমল !
পণ্ডিত যেমন তুমি তেমতি আবার
ঐতিধর ছিলে, তাহা বঙ্গ কে না জানে ?
যদি না বঙ্গের হ'বে কপাল অসার,
তবে কি বিরহে তব বাঁচে পোড়া প্রাণে ?
অর্ক যথা ধর করে ঝলসে সকলে,
তর্কপঞ্চানন ! তুমি তর্কে গো তেমতি
সতর্ক হইয়া বত প্রতিবাদিলে
জ্বালাইতে, পালাইত পদে করি' নতি ।

—

কবির মাঠিকেল মধুসূদন দত্ত ।‡

বঙ্গ-কবি-কুল-ধন, হে মধুসূদন !
নব মধু পরমিলে এ বঙ্গ-সমাজে
প্রকাশি' অমিত্রাক্ষর ছন্দ সুরতন,
সাজা'য়ে তাহারে চাক্র নব নব সাজে ।
ছিল না বঙ্গতে বাহা, গুণেতে তোমার
এ বঙ্গ লভিয়া তাহা মাতিল হরষে ;
দীন যথা করে পেলে গজ-মতি-হার
সন্তরে বিভোর হ'য়ে আনন্দ-সরসে ।
“তব সুলেখনী মুখে বীর-রসময়
“মেঘনাদবধ কাব্য” হইল প্রসব ;

মুগ্ধরাজ-বধু বই বেশরী তৈরব
 নৃপালী হইতে কত জনম কি লয় ?
 তব গুণ-গুণে বঙ্গ আজীবন বেহু
 আবদ্ধ রহিল তুলি' তব বশ-কেতু।

— — —
 মহারাজা সতীশচন্দ্র রায় বাহাদুর।*

যে কুলে জনম তব প্রসিদ্ধ সে কুল
 এ বঙ্গে, যে নৃপমণি! মধুর আসব
 হৃদয়ে যেমতি ধরে পারিজাত কুল,
 সে রাজ-কুলেতে তথা তোমার সম্ভব।
 শশাঙ্কে যেমতি শোভে সুধা মনোহর,
 অথবা কুহুমে যথা নিশার তুধার,
 কিম্বা যথা মৃতিলক ললাট-মান্দার,
 তেমতি তোমার নাম পঞ্জিকা-উপার।
 বাঙ্গালা পঞ্জিকা, ভূপ! তোমার আদেশে
 জ্যোতিষী পণ্ডিতগণ করিয়া প্রকাশ,
 বঙ্গের পরম হিত সাধিল বিশেষে,
 উঠিল তোমার খ্যাতি ভরিয়া আকাশ।
 রাখিল তোমার নাম এ বাঙ্গালা দেশে
 বাঙ্গালা পঞ্জিকা; নাম হ'বে না বিনাশ।

— — —
 মহাত্মা লালাবাবু।†

অন্তর-প্রাসাদে, আহা, ঈশ্বর-প্রসাদ
 নিহিত যখন হয়, আর কি তখন

ভাল লাগে তোম-দুখ, নখর প্রামাৎ,
 যখন-সবান কণকালকারী ধন ?
 সকলি পড়িয়া রহে, অন্তর না চার
 পরনিতে সে সকলে; নয়ন না চার
 কিরেও তা'দের পানে। নিরঞ্জন ভূমি
 এ সকল চেয়ে হয় সুখের তখন,
 তাই, গো ধার্মিক-মণি! গৃহ, ঘন ভূমি
 পরিহারি' বৃন্দাবনে বাগিলে জীবন।
 রাখিলে মহতী কীর্তি সে সুখের ধানে,
 প্রতিদিন কত কীন করি'ছে আহার;
 রবিত হই'ছে দিক্ সন্ধ্যা তব নামে,
 বঙ্গের তিলক তুমি পুণ্যের আধার।

— — —
 কবিগর মদনমোহন তর্কালঙ্কার।‡

হৃদয় তোমার, কবি, লেখনী-নিঃসৃত
 কবিতা-সুধার এই বাঙ্গালা শ্রবনে !
 বাছা পাঠে পাঠকের কত ভাব মনে
 উদ্ভিত হইয়া করে চিত্ত পুলকিত।
 কবি-কুল-মান্নে তুমি গণনীয় হ'লে
 বুধবর ! বিরচিত্য “বাসবদত্তার”;
 তোমার অপূর্ণ লেখা ধ্যাত বাঙ্গালার;
 তোমার সুধা গায় মানব সকলে।
 তোমাতে পাইয়া বঙ্গ আনন্দ-সংগরে
 সম্বরিল মুহূর্ত্ত, যে তর্কালঙ্কার !

* ইনি মহারাজা রুক্ষচন্দ্র রায়ের প্রপৌত্র। ইনি নবহৌপের অধিপতি ছিলেন। বাঙ্গালা পঞ্জিকা ইহারই অধেশে প্রকাশিত হইয়া আজি পর্য্যন্ত ইহার নাম বহন করিতেছে। যদিও ইনি জীবনের শেষাংশ দৃষ্টিচ্যুতিতে নিঃশেষ করিয়াছেন, তথাপি ইনি বঙ্গদেশের একজন মাননীয় ব্যক্তি। মৃ, ব, বং ১২৭৭, কার্তিক।

† ইনি বিশিষ্ট হিন্দু ছিলেন। কলিকাতার নিকটবর্ত্তী পাইকপাড়ার রাজপরিবার ইহার বংশোদ্ভব। কলিকাতা—জগন্নাথ-বাটে জগন্নাথ দেবতা ও তাহার মন্দির ইহার স্থাপিত। ইনি জীবনের শেষাংশ বৃন্দাবনে অতিবাহিত করেন। তথায় একটা অশ্রম পদ্ধতিতে ইহার প্রাণবিরোগ হয়। বৃন্দাবনে ইহার প্রসিদ্ধ দেবালয় আছে। তাহার দৈনিক ব্যয় এক লাখ পাঁচ মুদ্রা।

‡ নদীয়া জেলার অন্তঃপাতী বিশ্বগ্রামে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইনি সংস্কৃত কলেজের একজন বিখ্যাত ছাত্র। ইংরাজি ভাষাও বেশ জানিতেন। বাসবদত্তা, রসতরঙ্গিনী ও বালকগণের শিক্ষাপ্রদায়ী ভিন ভাগ শিশুশিক্ষা ইহার প্রণীত। ইনি পরিশেষে বহরমপুর জেলার অন্তর্গত কান্দী মহকুমায় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হইয়া গমন করেন। জ, ব, বং ১২২২। মৃ, ব, বং ১২৬৪, ২৭এ ফাল্গুন।

চকোণী যেমতি পেলেন পূর্ণ শশধরে,
অধরে ধরে না হাসি, আনন্দ অপার।
গত তুমি কিছু ব্যাতি এ বঙ্গ-ভিতরে
গীত হইতেছে তব শেষ নাহি বা'র।

পণ্ডিতবর বামুদেব সর্বভোম।*

তাপস পরশুরাম শান্তনু-কুমারে
(জিতেন্দ্রিয়, বীর-চূড়া, যশস্বী, ধীমান্,)
প্রিয় শিষ্য-পদে বরি' করি' মন্ত্র দান
শিখাইলা রণ-বিদ্যা—বিখ্যাত সংসারে—
দেগতি ; পণ্ডিত-মণি। তুমি গো তেমন,
শচী-সত্য শ্রীচৈতন্য প্রচুর বতনে
সংস্কৃত বিদ্যা-ধন করি' বিতরণ,
বঙ্গ-গুরু-গুরু হ'লে ধরণী-ভবনে।
উর্ধ্বর ভূতানে যবে পরিমিত জল
জলক বিতরে, তবে জনমে তাহার
যথেষ্ট ফসল, তথা তুমি অবিরল,
অতুলিত জ্ঞান-ধান-সলিল-ধারায়
চৈতন্যের চিত-ক্ষেত্র—উর্ধ্বর, বিমল,—
ভিজা'লে, ফলিল ধর্ম-ফসল ইহার।

কবিবর কাশীরাম দাস।†

কথকতা তুমি' শুধু কথকের মুখে,
বিরচিলে মহাকাব্য ভারত প্রাণ
বান্দালা ভাষার গাঁথি"; পড়ি' ভাসি সুখে,
হৃদি পুলকিত হয়, নেচে উঠে প্রাণ।
সাবাসি ভোমারে, কবি! বন্ধে যে সময়
কবিতাবিহীন প্রভা আছিল নিশ্চয়,
জননী-গরভ ছাড়ি' সে সময়ে তুমি
কাব্য-রস-ভাণ্ড ল'য়ে বন্ধে সমুদিলে,
সে রস অঞ্জলি ভরি' পিরি' বঙ্গভূমি
মুহমুহঃ সন্তুরিল সুখের সলিলে।
প্রাঞ্জল, প্রসাদগুণ তব কবিতার
প্রপূরিত রহিয়াছে ; যথা অবিরল
সুৰভি, আসব সহ প্রফুল্ল কমল
অন্তর মোহিত করি' রূপে শোভা পায়।

কবিবর দাশরথি রায়।‡

সরস পাঁচালী রচি' কবি-কুল-মাবে
রাখিলে যে নাম তুমি, মৃত কবিবর !
তব কৃত গীত-ধারা বঙ্গীয় সমাজে
ঝরিতেছে, যথা ধারা ঢালে জলধর।

* ইনি নবদ্বীপনিবাসী ছিলেন। চৈতন্যদেব ও রঘুনাথ শিরোমণি (কাণ ভট্ট) ইহঁদের প্রসিদ্ধ চাত্রদ্বয়। বামুদেব মিথিলায় গমন করিয়া তথায় শাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং অবশেষে তথাকার পণ্ডিতগণকে পরাস্ত করিয়া লব্ধপ্রতিষ্ঠ হয়েন। ইনি স্থলীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর অন্তে এবং বোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে জীবিত ছিলেন।

† বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত ইন্দ্রাণী পরগণার মধ্যস্থিত কাঁটোয়ার কিকিং দক্ষিণে সিন্ধিগ্রামে কমলাকান্ত দেবের গুরুরূপে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। কাশীরাম বঙ্গদেশে দ্বাস উপাধিতে বিখ্যাত। ইনি বঙ্গভাষার বৃহৎ মহাভারত কাব্য প্রণয়ন করিয়া অক্ষয় বংশ লাভ করিয়াছেন। মূল মহাভারতের সহিত ইহঁদের মহাভারতের অনেক স্থানে মিলে না। ইনি কথকতা শুনিয়া বান্দালা ভারত রচনা করেন। ইহঁদের রচিত মহাভারত পাঠে বোধ হয়, ইনি ২০০ শত বৎসর পূর্বে জীবিত ছিলেন।

‡ জেলা বর্দ্ধমানের অন্তঃপাতী কাঁটোয়ার সম্মিহিত বাদমুড়া নামক গ্রামে ইহঁদের পৈতৃক নিবাস। ইহঁদের পিতার নাম দেবীপ্রসাদ রায়। ইহঁদেরা রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ। দাশরথি বাল্যকাল হইতে পাটুলীর নিকটবর্তী পীলা নামক গ্রামে নিজ মাতুলালয়ে বাস করিতেন। ইনি একাধিক্রমে পাঁচ খণ্ড পাঁচালী লিখিয়া গিয়াছেন। যদিও ইহঁদের কবিতার অনেক স্থলে মিল দেখা যায় এবং কোন কোন স্থলে অনুলীলতা দোষ দৃষ্ট হয়, তথাপি ইনি প্রাচীনসমীচী কবিদিগের মধ্যে এক জন গণনীয় কবি ছিলেন। ইহঁদের কবিতার অনেক স্থলে অমূল্য অলঙ্কার দেখিতে পাওয়া যায়। জ, ব, খঃ ১৮০৪। মৃ, ব, খঃ ১৮৫৭।

অনুগ্রাস আদি গুণ তব কবিতায়
শোভিতোছে, মন ভুলে, জুড়ায় প্রাণ,
হরষ-সরসী-জলে বেহ ডুবে যায়,
প্রোভাগণ শুনে হস্ত ভাবেতে মগন।
অশ্লীলতা ঘোষে বটে লেখনী তোমার
দৃষ্টি হ'য়েছে কিছু, যদিও সে দোষ
ধরে কেহ, কিন্তু লভে তখনি সন্তোষ
হেরি' তব সুকবিতা-ছটার বাহার।
দোষী হ'য়ে দোষী নও গুণের বিভাগ,
খনিজাত খাদমাধা হীরা কে ফেলায় ?

—

ধার্মিকপ্রবর ত্রৈচৈতন্যদেব।*

আধারে ধরণী-হৃদি যবে আবরিত
হইয়া নিবিড় ভাবে করে কালক্রয়,
হইলে কিরণ-মালী গগনে উড়িত,
আর কি সে তমোরাশি ধরাতলে রয় ?
তেমতি, হে দ্বিজবর, রবিরূপে তুমি
বৈষ্ণব-ধরম-করে এই বাঙ্গালার
নাশিলে কৃত্রিম ধর্ম ভীষণ আধার।
পবিত্র আলোকে পূর্ণ হ'ল বঙ্গভূমি।
জীবের শুভাশী হ'য়ে সহি' বহু ক্লেশ
স্থাপিলে মানব-চিত্তে পরম রতন,

সত্যালোক প্রচারিলে ভূমি' কত দেশ,
অবশেষে লীলাচলে ত্যজিলে জীবন।
আজিও তোমার মত চলি'ছে হেথায়,
আজিও তোমার নাম বৈষ্ণবেরা গায়।

—

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী।†

শক্তি-ভক্তি-রসাত্মক কবিতা-লহরী
ভক্ত-চিত-সরোবরে খেলাইলে তুমি,
চণ্ডী-গুণ-বিমণ্ডিত “চণ্ডী” (মরি মরি!)
তব পরিচয় দিল ব্যাপি' বঙ্গভূমি।
ভীষণ কলুষে যবে মানুষ-মানস
স্পীড়িত, তাড়িত হয়, তুলিলে তখন
তোমার চণ্ডীর গান, জ্বলয়-বেদন
দূর হয়, লভে চিত শান্তি-সুখ-রস।
ভগবতী-পরমার্থে জগতী-নিলয়ে
লভিলে পবিত্র গাথা-গুণ অতুলন,
যে গুণ বিগুণ হ'য়ে পাণীর জ্বলে
দুরিত-আশুন-জালা করে নিবারণ।
তটিনী যেমতি দেয় সুশীতল জল;
তব চণ্ডী দেয় তথা আনন্দ বিমল।

—

* ইনি নবদ্বীপনিবাসী জগন্নাথ মিশ্রের পুত্র। ইহার মাতার নাম শচীদেবী। চৈতন্যদেবের জ্যৈষ্ঠ প্রকৃত ধার্মিক প্রায় দেখা যায় না। ইনি জাতিভেদ মানিতেন না। রাধাকৃষ্ণ ইহার উপাস্ত্র দেবতা। নিত্যানন্দ, রূপ, সনাতন, মাধব, অদ্বৈত, ত্রিনিবাস, হরিদাস প্রভৃতি ভক্তগণ ইহার শিষ্য ছিলেন। ইনি বাহুবল সার্বভৌমের ছাত্র। ইনি পঁচিশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে কাঁটোয়া (কটকনগর)-নিবাসী কেশবভারতীর নিকট সরাসি ধর্ম অধ্যয়ন করেন। জ, ব, খৃ: ১৪৬৬। মৃ, ব, খৃ: ১৫২৭। ব: ৪৮ ব: ১। মুহূর্ত্তমি লীলাচল বা জগন্নাথক্ষেত্র।

† ইনি বাঙ্গালা ভাষার সর্বপ্রধান কবি। জেলা বর্দ্ধমানের অন্তঃপাতী দামুড়া গ্রামে জন্মগ্রহণের ঔরসে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইহাদের প্রকাশ্য উপাধি মিশ্র, কিন্তু এতদ্ব্যতীত চক্রবর্তী বলিয়াই বিখ্যাত। ইনি সম্রাট আকবরের সময় জীবিত ছিলেন এবং আহাঙ্গীরের রাজ্যারম্ভে প্রাপ্তবয়স্ক করেন। ইনি জীবদ্দশায় অনেক কষ্ট পাইয়াছিলেন। অবশেষে ইনি আড়্রা গ্রামের তাক্কণ জাতীয় রাজা রঘুনাথ রায়ের নিকট প্রতিপালিত হন এবং তাঁহারই আদেশে চণ্ডীকাব্য রচনা করেন। চণ্ডীকাব্যই ইহার অচলা কীর্তি।

মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় বাহাদুর।*

শক্তি-ভক্তি-অমুরক্ত তুমি, হে রাজন,
আছিলে এ বঙ্গভূমে! তব্ব অহুসারে
হিন্দু-ধর্ম-মর্ম্য তব বুঝেছিল মন,
সুবিজ্ঞ অহরী চিনে যেমতি হীরারে।
রাজ-কুল-শিরোমণি! বিদ্যা-বিভূষণে
ভূষিত যেমন ছিলে, তেমতি আবার,
বিদ্যার উন্নতি হেতু মানস তোমার
বতন সহিত রত ছিল প্রতিকর্ণে।
“পঞ্চরত্ন” সভা তব খ্যাত বাঙ্গালায়,
পঞ্চরত্ন সম দীপ্ত আছিল বিভায়।
বাঙ্গালা-কবিতা-প্রিয় তোমার মতন
এ কালে বিরল; এ যে হেরি বিপরীত,
বিদেশীয় কবিতায় বঙ্গ-সুতগণ
মোহিত এখন,— ধন্ত ইহাদের রীত!!!

রাজা রামমোহন রায়।†

রজনীসময়ে যথা বিমল গগনে
জ্যোতির্ময় তারাদল বক্‌মক্‌ করে;
অথবা ভূপতি-শির-মুকুট-ভূষণে
উজ্জ্বল হীরকরাজি যথা শোভা ধরে;
তেমতি তোমার, ভূপ, অস্তর-আকাশে
বহু ভাষা বিভাতিল! তুমি, হে রাজন!

* ইহাঁর জন্মভূমি কৃষ্ণনগর এবং রাজধানী ভারতপ্রসিদ্ধ নবদ্বীপ। ইনি বঙ্গদেশের এক জন প্রসিদ্ধ, দেশহিতৈষী, বিদ্বান, রসজ্ঞ ও গুণি-গুণগ্রাহী লোক ছিলেন। কবির ভারতচন্দ্র, সভাপণ্ডিত বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার, রসরাস গোপাল ভাঁড় প্রভৃতি ব্যক্তির ইহাঁর পারিষদ ছিলেন। কথিত আছে ইনিই দুর্গা ও জগদ্ধাত্রী প্রতিমা পূজা বঙ্গদেশে প্রচার করেন।

† হুগলী জেলার অন্তর্গতী ধানাকুল কৃষ্ণনগরের সম্মিলিত রাধানগর গ্রাম ইহাঁর জন্মস্থান। ইনি বঙ্গদেশীয়দিগের মধ্যে সর্বপ্রথমে একেশ্বরবাদী হন। ইনি সাত আট প্রকার ভাষা শিখিয়াছিলেন এবং তন্মধ্যে কএকটি ভাষাতে ব্রাহ্মধর্মের কতকগুলি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইহাঁ দ্বারাই প্রথম বাঙ্গালা গদ্য লিখনারম্ভ হয়। জ, ব, খৃ: ১৭৭৪। ম, ব, খৃ: ১৮০০। মুহূর্ত্তমি ইংলণ্ড। সমাপিচ্ছল ইংলণ্ডস্থ ডিষ্টল নগরের সমাধিমন্দির। ইহাঁ দ্বারা আদি ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন খৃ: ১৮২৮ ও ইহাঁর ইংলণ্ড-যাত্রা খৃ: ১৮৩০।

‡ ইনিও প্রথমত: ময়ূরেশ্বর গ্রামে বাস করিতেন। অবশেষে বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত চৌপা-
ড়িয়া গ্রামে আসিয়া জীবনের অবশিষ্টাংশ ক্ষেপণ করেন। নিদান শাস্ত্রকার মাধবকরের ইনি জামাতা
এবং তাঁহার নিদান শাস্ত্রের একখানি অত্যুৎকৃষ্ট সংস্কৃত টীকা রচনা করেন।

বঙ্গের অঙ্গের ভূমি, গুণী, মহাজন;
আজিও তোমার নাম সবে সুখে ভাষে।
সর্বপ্রমাণ বীজে কালেতে যেমতি
সুবিশাল বটতরু জনয়ে ভূতলে;
তব উপ ব্রাহ্মধর্ম-বীজেতে তেমতি
ব্রাহ্মধর্ম-তরুণর জন্মিল সফলে।
বঙ্গ-হিত সাধিবারে বাইয়া বিলাতে
তাজিলে শরীর, হায়, বঙ্গেরে কাঁদা'তে।

ভিষকর বিজয় রক্ষিত।‡

বিধি-বলে পেলে যথা চিরাক্ষ নয়ন,
সকলি নূতন যাহা প্রথমে নেহারে,
অনাক হইয়া রহে, বুঝে না কারণ,
বুঝাইয়া দিলে ভাসে আনন্দ-পাথারে।
তেমতি নিদান শাস্ত্র মাধব-রচিত—
আমর-লক্ষণ যাহে নিহিত বহুল—
দেখিল এ বঙ্গবাসী কবিরাজ-কুল
অতি গুঢ়; বুঝাইলে তুমি যথোচিত
সম্যাখ্যা লিখিয়া টীকা। তাই গো তোমার,
সুপণ্ডিত! গোঁড়জন সকৃতজ্ঞ চিতে
ভিজাই'ছে সূর্যশের অজস্র ধারায়।
তব গুণ-গান শুনি বৈদ্য-মণ্ডলীতে।
কেন না না গা'বে গুণ, বল গো আমার?
গুণ-গ্রাহী গুণ গায় জানি অবনীতে।

বাবু মতিলাল শীল ।*

অবিদিত ধনি-গর্ভে রতন যেমন
সামান্য বশায় থাকি' শেষে শোভা পায়
ভূপতির শিরে হ'য়ে 'মুকুট-ভূষণ,
দেখিলে তখন তা'রে আঁধি ভুলে যায় ।
তেমতি, সুবুদ্ধি, তুমি স্বীয় গুণ-বলে
বঙ্গদেশে পরিচিত হইলে বিশেষ ।
ভাল কাজ করি' যশ রাখিলে অশেষ,
ধন্যবাদ দেয় তোমা' মিলিয়া সকলে ।
হিন্দুচিত ধর্মে তব রত ছিল মন
বিদ্যালয় আদি কীর্তি গিয়াছে রাখিয়া ;
সাথে কি তোমার যশ গায় বঙ্গজন ?
সাথে কি তোমা'রে ঘোষে লেখনী লিখিয়া ?
অধ্যবসায়েতে হয় উন্নতি যেমন ;
প্রমাণ তাহার তুমি জ্ঞাত সর্বক্ষণ ।

গানবিৎ রামনিধি গুপ্ত ।†

বসন্তে কোকিল যবে নিকুঞ্জ-মাঝারে
ঝঙ্কারে, সে রব তা'র শুনিলে তখন
কা'র না অস্তর ডোবে হৃৎ-পারাবারে ?
কা'র না শীতল হয় বিরক্ত প্রবণ ?
জগদীশ-দত্ত কণ্ঠে, হে গায়কবর,
কি যে মধুমাখা গীত গেয়েছিলে বসি'
এ বঙ্গ-কাননে ! তাহা নর-কাণে পশি'

চালিত হুখার ধার—জুড়া'ত অন্তর ।

সরস রসাল তরু (তরুণ-সার !)
মধুর রসাল ফল মানবনিকরে
দান করি' লভে যথা সুখ-সুখার ;
তেমতি, গায়ক-নিধি ! ভারত-ভিতরে
মধুমাখা গীতাবলী করিয়া প্রচার
জুড়াইলে মানবের তৃষিত অন্তরে ।

অনুরেবন্ স্যার প্রসন্নকুমার ঠাকুর,

সি, এস, আই । ‡

প্রসন্ন ! প্রসন্ন তুমি ছিলে অভিশয়
বান্দ্যলার প্রতি, তব অন্তর স্ফাট
সাধিয়াছে হিত এর ; তাই দেশময়
তোমার যশের গান শুনিবারে পাই ।
“ভারত-নন্দন” খ্যাতি স্বীয় গুণ-বলে
লাভেছিলে বঙ্গ-হিত করি' হুসাদন ;
তপন-তাপিত ম্লান কুঙ্গ কুঙ্গলে
স্নিগ্ধ করি' বায়ু লভে হৃৎক যেমন ।
দেশের হিতাশী তুমি যেমতি আছিলে,
বিদ্যার উন্নতি হেতু নিরশি তেমন,
তিন লক্ষ যজ্ঞ দান উইলে লিখিলে,
প্রেসিডেন্সি কলেজের হইল সে ধন ।
ধন্য ধন্য ধন্য তুমি ! ধন্য তব দান !
যথা যাই, শুনি তথা এ ধানের গান ।

* ইনি কলিকাতা—কলুটোলানিবাসী চৈতন্যচরণ শীলের পুত্র । স্বীয় অধ্যবসায় ও বক্তৃতাশ্রমের যত দূর উন্নতি হইতে পারে, মতিলাল বাবু তাহার অস্তুর নিদর্শন । ইনি বেলগাছিয়ায় একটি অতিথিশালা এবং কলিকাতায় ‘সীল ফ্রী কলেজ’ (Seal's Free College) স্থাপন করিয়া বিশিষ্টরূপে প্রশংসাজনন হইয়াছেন । জ, ব, খৃঃ ১৭৯২ । ম, ব, খৃঃ ১৮৫৪ ।

† ইনিই নিধুবাবু বলিয়া বিখ্যাত । কলিকাতা—কুমারটুলিতে ইনি বাস করিতেন । কিন্তু পাতুয়ার নিকটবর্তী চাঁপা নামক গ্রামেই ইহার প্রকৃত বাসস্থান । ইনি জীবিতকাল মধ্যে অনেকগুলি আধিরম্যচিহ্নিত গীত রচনা করেন । গীতগুলি অতি মধুর ভাবপূর্ণ ও উৎকৃষ্ট । এবং ঐ গীতগুলি “সঙ্গীত-রত্নাকর” গীতগ্রন্থ নামে প্রকাশিত হইয়াছে । জ, ব, খৃঃ ১১৪৮ । ম, ব, খৃঃ ১২৪৫ । বঃ ৯৭ বঃ ।

‡ ইনি কলিকাতা—পাথুরিয়াঘাটানিবাসী বাবু গোপীমোহন ঠাকুরের কনিষ্ঠ পুত্র । ইনি আ-জীবন স্বদেশের উন্নতি সাধনে যেরূপ নিরত ছিলেন, সেইরূপ দানশক্তিও ইহার বশেষ ছিল । মৃত্যুর প্রাক্কালে উইলে অনেকগুলি দান, সাধিবরের অল্প খোকার করিয়া গিয়াছেন । মৃত্যোত্তর প্রকৃতি দানে ইহার বিদ্যালয় প্রতি অনেকগুলি কীর্তি আছে । ইনি ইংরাজ ভাষায় বিশিষ্টরূপে নিপুণ ছিলেন ।

পশ্চিমবঙ্গ জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন ।*

শাস্ত্রবিৎ, দর্শনেতে এ বঙ্গ-ভবনে
প্রতিষ্ঠা লভিলে ভাল ! তোমারে সবাই
এ কারণে মুখিতেছে হরষিত মনে,
তব গুণ-গান শুনি যেই বানে বাই ।
দরপবিত্রীন ছিলে, কখন কাহার
না দেখা'তে বিদগ্ধতা অভিমান তুমি ;
এ গুণে তোমার, দ্বিজ, এই বঙ্গভূমি
বিতরি'ছে বশোরামি মধুর ধারায় ।
অপরূপ ভাব তব ছিল, দ্বিজবর,
সকলের সমভাবে ছেরিতে নয়নে !
সকলের জ্ঞানদানে তোমার অন্তর
অবিরত রত ছিল ; মধুর মনে
জগতের জগতের জীবন যেমন
নিয়ন্ত বহিয়া করে তৃপ্তি বিতরণ ।

বিষম্বর চক্রপাণি দত্ত ।†

বৈদ্য-কুল-ধন, তুমি বঙ্গের হিতাশী
আছিলে অতীত ; তব কৃত উপকার
এ বঙ্গে চিকিৎসা-বাবসায়ীর মাঝার
কে না বল, লভিতেছে, হে রোগবিনাশী !

শার্দ্দূল, কেশরী আদি ভীম পত্তনুলে
বধিবারে ব্যাধ যথা নানাবিধ বাণ
বাণাধারে সমতনে সচা রাখে তুলে,
সময় পাইলে মারি'কাড়ি' লয় প্রাণ ;
তেমতি, গো চক্রপাণে, ব্যাধিপরিকরে
নাশিতে রেখেছ তুমি "চক্রদত্ত" মাঝে
ভেষজ ভীষণ অস্ত্র লিখি' ধরে ধরে,
মরে রোগ এ আয়ুধ যবে শিরে বাজে ।
"চক্রদত্ত" নাম তব বঙ্গের ভিতরে
রাখিবে, স্তুতিতে যথা যুক্তা বিরাজে ।

দেওয়ান কৃষ্ণকান্ত নন্দী ।‡

বিধাতা স্বজিলা যথা প্রকল্প কমল
কমলারে বসাইতে তাহার উপর,
যে কমলে বিষ্ণুপ্রিয়া (কপ নিরমল)
ধন-পাত্র ল'রে বসে, প্রকল্প অন্তর ;
তেমতি, দেওয়ান, তুমি সুভাগ্যের বলে
স্বজি' গলে রাজবংশ-কমল লুকম,
সুভতি যাহার ছুটে ভারতমণ্ডলে,
যে কমল-মশোমু অতি নিরুপম ;
কমলাকুপিণী কৃষ্ণ ঙ্গে প্রিয়া মহারানী
স্বর্গময়ী সে কমলে ধনাধার ল'রে

* ইনি সংস্কৃত কলেজের দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন । ইনি "সর্গদর্শনসংগ্রহ" নামধেয় প্রভৃতি কএকখানি গ্রন্থ সংস্কৃত হইতে অনুবাদ করিয়া সংস্কৃতানভিষ লোকদিগের যথেষ্ট উপকার করিয়াছেন । ইহার সত্যাব, বুদ্ধি, বিদ্যা প্রভৃতি সঙ্গুণ ইহাকে বিশেষরূপে যশোভাগী করিয়াছে । ইনি কাশীধামে বাস করিয়া তথায় কলেবর পরিত্যাগ করেন । মৃ, ব, বং, ১২৭৯, কার্তিক ।

† ইনিও ময়ূরেশ্বর গ্রামে মাধবকরের সমবস্তী কালে বাস করিতেন । তদনন্তর বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্ভুক্ত চৌপাড়িয়া গ্রামে জীবনের শেষাংশ অতিবাহিত করেন । ইনি মাধ, কাদম্বরী ও ছায় শাস্ত্রের টীকা-রচয়িতা । কিছু ইহার প্রণীত "চক্রদত্ত" নামক ঔষধগ্রন্থখানি বিশেষ প্রসিদ্ধ । এ দেশীয় কবিরাজদিগের পক্ষে এই গ্রন্থখানি সাতিশয় উপযোগী ।

‡ ইনিই এতদ্দেশে কান্ত বাবু বলিয়া প্রসিদ্ধ । ইনি মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত কাশীমবাজারে বাস করিতেন । ইহার পিতার নাম রাধাকৃষ্ণ নন্দী । ষংকালে দুরাশ্রা নবাব সিরাজুদ্দৌলা ভারতবর্ষের পূর্বতন গবর্নর জেনেরল হেষ্টিংস সাহেবের প্রাণ বধ করিবার ভয় চতুর্দিকে লোক প্রেরণ করেন তৎকালে কান্ত বাবু উক্ত গবর্নরকে সত্বনে লুকাইয় রাখিয়া তাঁহার জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন । তজ্জন্ত উক্ত গবর্নর কৃতজ্ঞতা স্বীকার স্বরূপ কান্ত বাবুকে বিস্তর ধন ও বাহিরবন্দ প্রদত্তি অনেকগুলি আমদারী প্রদান করেন । ইনিই কাশীমবাজার রাজবংশের আদি পুরুষ । মৃ, ব, বং, ১১৯৫, পৌষ ।

§ মৃত রাজা কৃষ্ণনাথ রায় বাহাদুর । ইনি কান্ত বাবুর প্রপৌত্র ।

বিরাডেন ; দীন, দেশ-হিতে ধাঁ'র পানি
বিতরি'ছে ধন-ধারা ভারত-আলয়ে ।
কান্ত বাবু, এই হেতু তোমারে বাধানি,
রহিল তোমার নাম ক্ষয়হীন হ'য়ে ।

—

অনয়েবলু শান্তুনাথ পণ্ডিত । *

দিনে দিনে কলা কলা লভিয়া কিরণ
কলাধর পূর্ণ বধা পূর্ণিমা নিশায়,
সেইরূপ বিদ্যা-কলা লভি' অনুক্ষণ
তব জ্ঞানশশী চারু উজ্জ্বল বিভায়
বিভাতিয়াছিল এই বাঙ্গালা-গগনে ।
সুদক্ষ নিরখি' তোমা' অতীব সাধরে
বসাইল সকলেতে বিচার-আসনে,
উজ্জ্বল হীরক ধেন মুকুট উপরে ।
সুবিচার-গুণে খ্যাতি বাড়িল তোমার—
অসীম—বাঙ্গালা-মান্যে ; বধা বিকশিত
সুন্দর কুমুদ চারু মরুদপুরিত—
তুমি' অলিকূলে শোনে মধুর বক্তার ।
তব গুণে বঙ্গ বাধা নিয়ত রহিল,
তব বশ-সমীরণ চৌদিকে বহিল ।

—

বাবু ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ।†

চন্দ্রমা-চন্দ্রিকা বধা নিশারে বতনে
বিশ্ব বিভার, মরি, সাদরে সাজায় ;
তেমতি "চন্দ্রিকা" তব আজো বাঙ্গালার
সাজাই'ছে রাজ-নীতি-বিভা বিতরণে ।
দেশ-হিতে ব্রতী হ'য়ে যুঝিলে বিস্তর
বিপক্ষ পত্রের সহ, শুধু অস্ত্র-বল
আছিল "চন্দ্রিকা" রব ; গদ্যতে সম্বল
করি' বধা ভীম বলে অরুণনিকর ।
যা' কিছু সম্বাদ পত্র—নিরখি এখন—
বঙ্গভাষা-প্রকাশিত বঙ্গের ভিতরে,
তোমার "চন্দ্রিকা", দ্বিজ, অতি পুরাতন,
নির্কিয়ে আজিও বঙ্গ নিয়ত বিহরে ।
এ বঙ্গ বিরল লোক তোমার মতন,
তাই ত আক্ষেপে সবে বিমর্ষ অন্তরে ।

—

পণ্ডিতবর মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ । ‡

হে পণ্ডিতবর, তব বশের নির্বোধে
চারি ধার আরাবিত হই'ছে নিয়ত !
বিবিধ পুস্তক-রত্ন রচি' বঙ্গ-কোষে
নিহিত করিলে, দ্বিজ ! রাখয়ে যেমত

* ইনি গৌরমোহন আচ্যের স্কুলে বিদ্যাধ্যয়ন করেন। ইহার পূর্বে কোন াঙ্গালী কলিকাতা প্রধানতম বিচারালয়ের জজ হইতে পারেন নাই। ইনিই দেশীয়দিগের মধ্যে সর্বপ্রথমে কলিকাতা হাইকোর্টের (প্রধানতম বিচারালয়ের) জজ হইলেন। ইনি জীবদ্দশাতে অনেকগুলি সংকার্য সাধন করিয়াছিলেন। মৃ, ব, শং ১৭৮৮।

† ইনি "সমাচার-চন্দ্রিকা" পত্রের আদি সম্পাদক ছিলেন। উক্ত পত্রিকা আজি পর্যন্ত কলিকাতায় প্রকাশিত হইতেছে। এক্ষণে বড় বাঙ্গালা সমাচার পত্র বোধা যায়, তন্মধ্যে "সমাচার-চন্দ্রিকা" প্রাচীনতম। ভবানীচরণ বাবুর সময়ে চন্দ্রিকা গুরুত্বের বিপক্ষে এবং সভ্যতাহের সপক্ষে অনেক যুদ্ধ করিয়াছিল। ইহার বন্ধে "চন্দ্রিকা" বঙ্গদেশের অনেক হিতসাধন করিয়াছিল এবং এখনো বখানিয়মে বহির্গত হইয়া পঙ্গদেশের হিতসাধন করিতেছে। বর্তমান বৎসরে (বং ১২৯৫) "সমাচার চন্দ্রিকার" বয়ঃক্রম ৭৭ বৎসর।

‡ ইনি অনেকগুলি ভিন্ন ভাষায় পুস্তক বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন। "সর্বার্থ-পূর্ণচন্দ্রে" প্রকাশিত পুরাণদির অনুবাদ এবং আরব্য উপহাস প্রভৃতি পুস্তক ইহার নাম চিরস্মরণীয় করিয়াছে। ইনি রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের বন্ধে "শকাব্দুধি" অভিধান প্রণয়ন করেন। ইনি পংক্ত ভাষায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন।

মানাবিধ ধন ধনী ধনাগার-মাকৈ,
যে ধনের বলে তিহি গণিত ভূতলে ;
ভূমিও পুস্তক রূপ রতনের বলে
গণনীয় হইয়াছে বঙ্গীয় সমাজে ।
সংস্কৃত পুরাণাদি বাঙ্গালা ভাষায়
অনুবাদি* করিলে গো বঙ্গ-উপকার
'প্রাণ-পণে ! এই গুণে সাবাসে তোমার
দেশবাসী তন খ্যাতি করিয়া লভার ।
হ'য়েও নিগত জীব-জীৱিত দশার
র'য়েছে কীর্ত্তির গুণে ভুবন-মাঝার ।

অনরেরলু স্মারু রাজা রাধাকান্ত দেব
বাহাদুর কে, সি, এস, আই ।*

ধাৰ্ম্মিক-ভিলক ভূমি, ভুবন-বিদিত
তব নাম, হে রাজন, ধন জনমিলে
বঙ্গের মাঝারে ! কত সাধিলে সুহিত
স্বদেশের, তব সম স্তানী নাহি মিলে ।
হে বিদ্যান-কুল-ধন, বতন প্রচুর
করিলে উন্নতি হেতু বাঙ্গালা ভাষার !
প্রকাশিলে অজ্ঞানতা করিবারে দূর
"শব্দ-কল্প-ক্রম" নাম অভিধান সার ;
অপূৰ্ব্ব এ অভিধান ; - মূৰ্ত্তা বিষম
উপশম হয় এর পাইলে আভাস ;

এ বঙ্গ-মাঝারে তব বঙ্গ অনুগম
এ হেতু হ'তেছে রবি-সম সুপ্রকাশ ।
আর কি পাইবে বঙ্গ গুণী তব সম ?
বিধাতা সে আশা, হার, করেছে বিনাশ !

পণ্ডিতবর গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য ।†

গগনে ভাস্কর যথা উজ্জ্বল কিরণে
ভ্রমিতে ভ্রমিতে নাশে অবনী-জাধার ;
তেমতি "ভাস্কর" তব এ বঙ্গ গগনে
তোমারি লেখনী-বলে চলি' চারি ধার
নেশেছিল সমাজের অনুন্নতি-তমঃ
তোমার সময়ে, দ্বিজ ! ওগো বুধোত্তম,
গদ্য লিখনেতে তুমি আছিলে চতুর
এ বঙ্গ-ভবন-মাকৈ ! তাই গো তোমার
সুবিজ্ঞ লেখক বলি' ঘৃষি'ছে প্রচুর
এখনো বাঙ্গালাবাসী ! বশের বিতার
তব নাম বিন্মিতেছে ব্যাপি' বহু দূর
এ বঙ্গ-জ্বলেয়ে আজো ; যথা আয়নার
পড়িলে তপন-কর বিন্ম-বিভা তা'র
অকৃমকে অবিরত অতি চমৎকার ।

রসিকরাজ গোপাল ভাঁড় ।‡

রসিক-চতুর তুমি রসের ভাষায়
ভাবিতে, ভাসিত সবে স্তনিয়া হরব-

* এই মহাত্মা বঙ্গদেশের সর্ববিষয়ে হিতৈষী ছিলেন । ইহাঁর হিন্দু-ধর্ম-চর্চ্চা বিশিষ্টরূপ ছিল । ইনি শব্দ-সুধি নামক অভিধান প্রভৃতি কতকগুলি বাঙ্গালা পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন এবং অতি বৃহৎ ও অত্যাংকষ্ট শব্দকল্পক্রম নামক সংস্কৃত অভিধান ইহাঁ দ্বারা প্রচারিত হইয়াছে । ইনি বুদ্ধাবসে বাস করিয়া জীবনের অবশিষ্টাংশ অতিবাহিত করেন । জ, ব, খৃঃ, ১৭৮৩ । ম, ব, খৃঃ, ১৮৬৭, —২১এ এপ্রিল ।

† ইনি ধর্ম্মাচার ছিলেন, একজ্ঞ ইহাঁকে সকলে "গুড়গুড়ে ভট্টাচার্য্য" বলিয়া ডাকিত । ইনি সুলেখক ছিলেন ; ইহাঁর গদ্য পদ্য উভয়বিধ রচনা করিবার ক্ষমতা ছিল । ইহাঁ দ্বারা অনেকগুলি বিশুদ্ধ পুস্তক আবিষ্কৃত ও অনুবাদিত হইয়াছে । ইহাঁ দ্বারাই ১২৪২ সালে "সংবাদ ভাস্কর" পত্র প্রথম উদয় হয় । ইনি বিশেষ দক্ষতার সহিত উক্ত পত্রখানি চালাইতেন । এক্ষণে ভাস্কর অন্তিমিত হইয়াছে ।

‡ কথিত আছে যে, গোপাল ভাঁড় মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের অগ্রতর পারিষদ ছিলেন এবং প্রত্যাং-পন্নমতিজ্ঞাত হাস্যরসগর্ভ প্রমোদর দ্বারা মহারাজকে এত দূর সজ্জ করিয়াছিলেন যে, মহারাজ ইহাঁকে বধেই আদির এবং বিশেষরূপে পূরস্কৃত করিতেন । আমাধিগের দেশের আবাল বৃদ্ধ বনিতা প্রায় সকলেই গোপালের বাচ্চচতুরতার বিষয় জ্ঞাত আছে ।

সাগরে। সলাই মিষ্ট কথার কথার
হাস্য'তে বিরস মুখ হইত সরস।
ধর্জুর পাদপ হ'তে যথা'মধুমর
বসরাশি করে, বাহা ছিলে রসনার,
রসনা রসিত হয়; বাকা-রসচয়
তোমার রসা'ত সদা মানস-জিহ্বায়।
মনোহর সজ্জর প্রদানি' সকলে
যেমন ভূষেছ তুমি, তেমনি তোমায়
ভূষিল মানবগণ যশের ধারায়;
কুহুম-কেশর সিক্ত যথা পরিমলে।
হে গোপাল ভাঁড়! তুমি রস-ভাঁড় ছিলে,
রস বিনিময়ে বস্ত্র সুবশ কিনিলে।

কবির হরিশচন্দ্র মিত্র।*

কবিতা-কুহুম-বনে ভ্রমি' নিরন্তর
কবিতা-প্রসূনরাজি তুলিয়া যতনে
ছন্দোভারে গাধিলে হে হার মনোহর,
পরিণ বাঙ্গালা তাহা হরষিত মনে!
অতি সুমধুর ভাব তব কবিতায়
পড়িয়া ভাবুক হয় ভাবেতে মগন,
স্বর্ণধার ধারা সম নিয়ত করণ
হইয়া কবিতা তব শ্রবণ জুড়ায়।
যেমতি আছিলে কবি, তেমতি আবার
সম্পাদকীয়তা করি' সাধি' দেশ-হিত

রাধিলে অক্ষয় নাম; যথা হিম-ধার
হিমালয়-গিরি-শিখরে চির আবরিত।
অকালে কালের প্রাণে যদি না পাশিতে,
তা হ'লে দেশের হিত আরো হে সাধিতে!

পণ্ডিতবর ভারত মল্লিক।†

দুর্গম উন্নত গিরি ভূও কলেবরে
যতন-রচিত সিঁড়ি-রচনের মত
রচিলে, পণ্ডিতবর, টীকা-সিঁড়ি কত
সুকঠিন সংস্কৃত সাহিত্য উপরে।
অতীব ধীমান তুমি ছিলে, টীকাকার!
বুদ্ধির সাগর ছিল মস্তিষ্ক ভিতরে
তোমার, যেমতি সুবিশাল পারাবার
মুক্তা প্রভৃতি ধনে ধরায় বিহরে।
দুর্ভেদ্য প্রাচীর যথা তোপের গোলায়
বিন্ধ হয়, সেইরূপ তব জ্ঞান-বল
দুর্জেয় সাহিত্য-শ্লোক করেছে সরল,
বিদ্যার্থী অনা'সে পশে ঘুরিয়া তোমায়।
টীকা-রবি ঘুচাইলে বচনের ভার,
তাই ত সকলে গায় প্রশংসা তোমার।

বাবু গোবিন্দরাম মিত্র।‡

হিন্দু-কূলে জনমিয়া হিন্দু-চিত্ত কাজ,
হে হিন্দু-ভিলক, তুমি সাধিলে যতনে;

* ইহঁদ্বারা অনেকগুলি প্রাচীন বাঙ্গালা কাব্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। গদ্য পদ্য উভয়বিধ রচনায় ইহঁদের বিশেষ ক্ষমতা ছিল। ইনি বিধবা বঙ্গাঙ্গনা, কৌচকবধ কাব্য, রামায়ণ—আদিকাণ্ড, বীরবাক্যাবলী, সীতা-নির্বাসন কাব্য, কবিরহস্য, জ্ঞানকী নাটক, জয়দ্রথ নাটক, কবিকলাপ ইত্যাদি পুস্তক সমূহের রচয়িতা। পত্রিকা সম্পাদন বিষয়ে ইনি বঙ্গদেশের পূর্বাঞ্চলে একজন প্রসিদ্ধ লেখক ছিলেন। হিন্দু-হিতৈষী, ঢাকাদর্পণ, হিন্দুপ্রজ্ঞা প্রভৃতি সংবাদপত্র ইহঁদ্বারা সম্পাদিত হইত।

† ইনি বর্তমান জেলার অন্তর্গত পাতিলপাড়া গ্রামে বাস করিতেন। ইনি বৈদ্যবংশোদ্ভব গৌরাজ মল্লিকের পুত্র। ইনি কালিদাস-প্রণীত মেঘদূতের "সুশোভা" নাম্নী টীকা লিখিয়াছেন এবং অমরকোষ, ভট্টিকাব্য প্রভৃতি অপরাপর অনেকগুলি সংস্কৃত গ্রন্থের টীকা প্রণয়ন করেন। সংস্কৃত গ্রন্থাধ্যাপকদিগের পক্ষে ইহঁদের টীকা বিশেষ উপযোগী।

‡ ইনি কলিকাতা-কুমারটুলির মিত্রবংশের আদি পুরুষ। কলিকাতা নগরী স্থাপনকর্তা জব চার্লস সাহেব ইহঁদের বীজ বৃদ্ধি দেখিয়া ইহঁাকে ইংরাজ সরকারের কতগুলি কার্যের ভার দিয়াছিলেন, ইনি সেই সকল কার্যে যথেষ্ট অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন। কুমারটুলির নিকটস্থ "যোড় বাঙ্গালা" ও "নবরত্ন" প্রভৃতি দেবালয় ইহঁদেরই স্থাপিত। ইনি দুর্গা ও কালাপুজা উপলক্ষে প্রচুর অর্থব্যয়ে দ্বীন দুঃখীদিগকে পরিভূষ্ট করিতেন।

সে হেতু তোমার ঘোষে হিন্দুর সমাজ
সকলরে, সাদরেতে, মানদিত্ত মনে।
ভগবতী-পদ পূজি' বরষে বরষে,
বহু ধন ব্যয় তুমি অন্য'সে করিলে;
তোমার সে পূজা, মিত্র, বারেক স্মরিলে,
অন্তর সন্তরে সধা আনন্দ-সরসে।
“নবরত্ন”, “শিবালয়” কীর্তি হে তোমার
কলিকাতা নগরীতে আজো মূর্তিমতী।
তা' হেরি' তোমারে মনে হয় হে সবার,
চন্দ্রিকা হেরিলে মনে চন্দ্রমা যেমতি।
ধন্য জনমিলে তুমি বঙ্গের মাঝার,
বঙ্গের হৃদয়-রত্ন, হে মিত্র হুমতি।

বাবু হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়।*

পর্কিত-শিখর হ'তে বরষা সময়ে
গভীর গর্জনে নদী ভাসাইয়া কূল
বহে যথা, সেইরূপ বেগবান হ'য়ে
লেখনী-প্রবাহ তব বহিল তুমি,
ঘোর রবে বিজাতীয় অত্যাচার-তীর
আক্রমণ করি'; যথা কাটি' শত্রু শির
অসিপত্র বাক্যমকে। বাঙ্গালা মাঝারে
শুভক্ষণে জন্মেছিলে, নরোচিত কাজ
করিয়া ভিজিলে তুমি প্রশংসা-সুধারে।

আনন্দিত তব শুনে বঙ্গীয় সমাজ।
তোমারে পাইয়া বঙ্গ ভেবেছিল চিতে,—
তোমা হ'তে হ'বে আরো মঙ্গল সাধন;
কিন্তু নিরদয় কাল (ভীম দরশন!)
হরিল তোমারে আশা পূর্ণ না হইতে।

কবির কুন্তিবাস।†

কবি-গুরু বাম্বীকির লেখনী-সমুত্ত
রামায়ণ মহাকাব্য বিদিত ধরায়,
তুমি, কবি, তা'রে সহ যতন প্রভুত
অমুগাদ করিলে হে বাঙ্গালা ভাষায়।
যদিও করেছ তুমি ছন্দের পতন
হীন মনোযোগ হ'য়ে, তথাপি তোমায়
কে না করিবে হে বল কবিত্ব বরণ?
কে বা না ভিজা'বে তোমা' বঙ্গের ধারায়?
সংস্কৃত-অনভিজ্ঞ যে সকল নর,
অথচ পড়িতে চাহে রাম-গুণ গান,
তব রামায়ণ পড়ি' পুলকিত প্রাণ
হইয়া কৃতজ্ঞ হয় তোমার গোচার।
সরোবর-নীরে শোভে কমল যেমন,
কুন্তিবাস, কীর্তি তব রহিল তেমন।

* ইনি ভবানীপুরে জন্মপরিগ্রহ করেন। নিজের তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও পরিশ্রম সহকারে ইংরাজি বিদ্যায় বিশেষ বিদ্বান হন। বর্তমান “হিন্দু পেটিয়ট” নামক ইংরাজি সংবাদপত্রের ইনিই স্থাপনকর্তা। ইনি এই পত্রে বাঙ্গালিদের পক্ষে ও অত্যাচারী ইংরাজদের বিপক্ষে অনেক বিষয় লিখিয়াছিলেন।

† বঙ্গদেশীয় কবি বলিয়া বাঁহাদিগের পরিচয় প্রদান করিতে পারা যায়, তাঁহাদিগের মধ্যে ইনি সর্বাগ্রে প্রাক্তভূত হইয়াছিলেন। ইঁহার পূর্বে বিদ্যাপতি প্রভৃতি যে সকল কবি ছিলেন, তাঁহারা কেবল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদাবলী রচনা করিয়াছিলেন, সুবিস্তীর্ণ কাব্য কেহই রচনা করিতে পারেন নাই। নদীয়া জেলার অন্তঃপাতী শান্তিপুরের অদূরবর্তী ফুলিয়া গ্রামে ভাস্করকুলে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। যদিও ইনি ছন্দোবাদের প্রতি তাদৃশ মনোযোগী ছিলেন না, তথাচ ইঁহার ভাষা রামায়ণ সংস্কৃতানভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের পক্ষে একটি উপাদেয় গ্রন্থ। প্রায় তিন শত বৎসর হইল কুন্তিবাসী রামায়ণ হুটু হইয়াছে।

ধার্মিকবর নিত্যানন্দ ।*

তাহারে প্রকৃত নর সকলেই কর,
অস্তর বাহার সধা জ্ঞান-বিভূষণে
ভূষিত হইয়া গায় ধরমের জয়,
ভক্ত হর চিত্ত তাহা স্তনিলে প্রবেশে ।
তুমি, গো ধার্মিক-মনি, চৈতন্ত হ'তে
পরমেশ-ভক্ত-ধন বতনে লভিয়া,
হরষ অন্তরে তাহা কীৰ্ত্তন করিয়া,
রাখিলে পবিত্র বশ বিশাল ভারতে ।
ঈশের প্রসাদে তুমি ঈশ-পরিচিত
হইয়াছ ধর্মরূপ কুসুম-কাননে,
হইলে ধরম-গুণে ভুবন-বিদিত,
শশী পরিচিত বধা সুধার কারণে ।
তবু বই কিছু আর না ছিল তোমার,
প্রকৃত ধার্মিক তুমি বাঙ্গালা-মাঝার ।

কবির জয়দেব ।†

সুধাপানে আশা বা'র, আহুত সে জন
আমার সমীপে, তা'রে দিব দেবাইয়া
তব "গীতগোবিন্দে", বাছে অতুলন

* ইনি চৈতন্তদেবের জ্যেষ্ঠ সহোদর । চৈতন্তনোর ঈশ-ভক্তি দেখিয়া, ইনি তাহার শিষ্য হইয়া ছিলেন এবং অজ্ঞান শিষ্যগণ অপেক্ষা ইহার ঈশ্বর-চিত্তা যথেষ্ট ছিল, এজন্য সকলে ইহাকে চৈতন্তদেবের প্রধান শিষ্য করিয়াছিলেন । ইনি বিভূ-নাম-সম্বর্জনে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন । ষড়দেহের গোস্বামীরা ইহার বংশোদ্ভব ।

† ইনি বীরভূম জেলার অন্তর্গত কেন্দুবিল (কৈতুলি) গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন । বঙ্গদেশে যে সকল সংস্কৃত কবি প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন, ইনি তাহাবিগের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য । ইহার "গীতগোবিন্দ" ইহাকে অত্যুচ্চ কীর্ত্তি-শৈলে উঠাইয়াছে । ইহার জীবনী বিষয়ে কতগুলি অদ্বুত ঘটনা প্রকট হওয়া যায় । ইহার স্ত্রীর নাম গন্ধাবতী । কথিত আছে যে, ইনি রাজা লক্ষ্মণসেনের সভাস্থ পঞ্চরত্নের অন্যতর রত্ন ছিলেন ।

"গোবর্জুনশ শরণোজয়দেব উমাপতিঃ ।

কবিরাজশচ রত্নানি সমিতৌ লক্ষণস্য চ ॥"

‡ ইনি কোন সময়ে বঙ্গদেশে জীবিত ছিলেন, তাহার নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া দুঃসাধ্য । কিন্তু ইনি যে বঙ্গদেশের লোক, তাহাতে সন্দেহ নাই ; কারণ বাঙ্গালা ভাষা-বিষয়িত কবিতায় ইনি অনেকগুলি অক্ষরান্তের নিয়ম লিখিয়া গিয়াছেন । ইহার অক্ষরসংস্কার আখ্যানগুলি অতি সুন্দর এবং কবিতায় ঐ সকল লিখিত হওয়াতে সকলের বিশেষরূপে কণ্ঠস্থ হইয়া থাকে । ইনি বঙ্গদেশের প্রাচীন কালের একজন বিশিষ্ট অকবি ছিলেন । ইহার রচিত আখ্যানগুলি দেখিয়া বোধ হয় যে, যবনদিগের দ্বারা বঙ্গদেশ আক্রান্ত হইলে পর ইনি প্রাদুর্ভূত হন । বোধ হয়, ইনি জাতিতে কায়স্থ ছিলেন ।

সুধা-ধারা বরিভেছে সলি ঐছলিয়া ;
সুখে সে করুক পান ; ঘুচেও পিপাসা—
ঘুচিবে না, পুন পানে বাড়িবেক আশা ।
মালাকার গাঁধি' বধা সুগন্ধ কুসুমে
হুচাকু মালিকা বেশ গুণ-পরিচয় ;
তেমতি তোমার গুণপনা বঙ্গভূমে
তোমার ললিত হৃদয় সুধারামিময় ।
ইংরাজাধি জাতিগণ জাতীয় ভাষার
তব "গীতগোবিন্দে" অমুবাণ করি'
গাই'ছে সুবশ তব দিব বিভাবরী,
ধন্য, কবি, জনমিলে তুমি বাঙ্গালার !

গণিত-শাস্ত্রবিৎ শুভকর দাস ।‡

শুভকর ! শুভকর ছিলে বাঙ্গালার,
শুভকরী অক্ষ বিদ্যা আয়ত্ত করিয়া,
সুন্দর সুনিয়মগুলি বুদ্ধিতে সাধিয়া,
শিখা'লে তা' বঙ্গ-জনে । সাধাসে তোমার
এ হেতু এ বঙ্গবাসী । বড় উপকার
করেছ যেমন তুমি, লভিলে তেমন
বঙ্গ-মুখ-বিনিঃসৃত প্রশংসা অপার,

তব বশে প্রপূরিত এ বঙ্গ-ভবন।
 তব নিয়মামুসারে প্রতি পার্শ্বশালে
 পার্শ্বার্থী কিশোরমতি বালকনিচর
 শিখি'ছে গণিত বিদ্যা, ব্যবসায়কালে
 বাহাতে লভিবে তা'র সুফল নিচর।
 দীন ধন পেলে যথা প্রশংসে দাতারে,
 তথা বঙ্গ-ব্যবসারী ঘোষে গো তোমারে।

কবির চণ্ডীদাস।*

হে কবি! কবিতা-রসে বঙ্গ-জনগণে
 ভিজাইলে ভালমতে, তোমার সুবশ
 সে হেতু ঘুষি'ছে সবে সানন্দিত মনে,
 সে রবে পূরিত সধা বঙ্গ-দিগ্‌বশ।
 রাধাকৃষ্ণ-ভক্ত তুমি, রচিলে হে তাই
 রাধাকৃষ্ণ-শুণ-গান কবিতা-ছটার।
 হৃদয় আনন্দ লভে যত পড়ি তা'র
 ভকতি-রসেতে পূর্ণ—কপটতা নাই।
 “শ্রীরাধাগোবিন্দ-কেলি-বিলাস” রচিয়া
 কবিকুলে পরিচিত হইলে বিশেষ;
 বৈষ্ণব ভকতবৃন্দ সে গ্রন্থ পড়িয়া
 অমেয় আনন্দ লভে—নাহি তা'র শেষ।
 সাথে ফুলকুল রহে যেমতি শোভিয়া,
 তথা তব বশ শোভা করে বঙ্গদেশ।

রাণী ভবানী।†

অতল সাগর-জল তখন যেমন
 নির্জল করিতে নায়ে ভবিয়া স্বকরে;
 তেমতি করাল কাল পারে না কখন
 ভবিবারে মানবের কীৰ্ত্তি-সরোবরে।
 দয়াবতী রাণি, তুমি এ বঙ্গ-ভবনে
 ধান-কীৰ্ত্তি-বলে নাম অক্ষয় করিয়া,
 অলোকসাম্যস্ত-লোকে হরষিত মনে
 গিয়াছ ধরমরূপ মুকুট পরিয়া।
 তোমার বিরহে বঙ্গ সধাই হুঃখিত;
 কাদস্থিনী বিনা যথা চাতকীর চিত।
 বঙ্গের কুদিন, হায়! যদি না ঘটবে,—
 তবে কি গো তোমা ধনে কভু হারাইত?
 যদি না নিয়তি তোমা ল'য়ে পালাইবে,
 তবে কি বঙ্গের আধি শোকেতে কীৰ্ত্তিত?

মহারাজ প্রতাপাদিত্য।‡

বঙ্গদেশ-চূড়া-মণি তুমি, হে ভূপাল,
 আছিলে বিভবে, মানে, বীরত্ব-ভূষণে।
 তব বশে পরিপূর্ণ এ বঙ্গ বিশাল
 হ'য়েছিল, আশো যশ ঘোষে গোড়জনে।
 প্রতাপ-আদিত্য তব প্রতাপ ভীষণ
 উৎকণ্ঠিত করেছিল অকল্লনিকরে।

* ইনি জেলা বীরভূমের অধঃপাতি সাকুল্লিপূর থানার অধীন নান্দুর (নান্দুর) গ্রামে বারেন্দ্র শ্রেণীস্থ ব্রাহ্মণ বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। নান্দুর গ্রাম প্রসিদ্ধ নবদ্বীপ হইতে ২০ ক্রোশ উত্তর-পশ্চিম কোণে স্থিত। ইহার “বড়ু” উপাধি ছিল। ইনি প্রথমে বিশালাক্ষী দেবীর উপাসক ছিলেন; পরে কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত হইলেন। ইতি কৃষ্ণলীলাবিষয়িণী অনেক পঞ্চাবলী ও “শ্রীরাধাগোবিন্দ-কেলি-বিলাস” নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। বিদ্যাপতির সময়ে ইনি জীবিত ছিলেন। জ, ব, খৃঃ, ১৪১৭।

† ইনি বেলা রাজসাহীস্থ নাটোরের ব্রাহ্মণ বংশোদ্ভব রাজা রামকান্ত রায়ের সহধাত্রী। স্বদেশস্থ ব্রাহ্মণ, দরিদ্র ও অধীন প্রজাদিগের প্রতি ইনি সাত্ত্বশয় মুক্তহস্তা ছিলেন। হিন্দুধর্মের প্রতি ইহার বখেট ভক্তি ছিল। বর্তমান সময়ের কোন কোন অতি প্রাচীন ব্যক্তি ইহাকে শ্রেষ্ঠাচারিণী ছিলেন। কালীধামে ইনি বিশেষ কীৰ্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। ইহার অসীম দান-শক্তি ইহাকে প্রাতঃস্মরণীয়া করিয়াছে।

‡ ইনি বঙ্গদেশের সর্বপ্রথম ভূপতি ছিলেন। ইহার সময়ে বঙ্গদেশের সীমা সুন্দরবনের কতক দূর পর্য্যন্ত ছিল। ইহার রাজধানীর নাম বশোহর নগর। ইনি আকবর সম্রাটের সময়ে জীবিত ছিলেন এবং তৎপুত্র জাহাঙ্গীর বাহাদুরের রাজ্যকালে তাঁহার সেনাপতি রাজা মানসিংহ কর্তৃক হৃত হইয়া বারানসীধামে প্রাণত্যাগ করেন। ইহার অসীম বিত্তব ও সৈন্য ছিল। ইহার পিতার নাম শ্রীহরি (উপাধি মহারাজ বিক্রমাদিত্য)। ইহার বঙ্গজ কায়স্থ বংশোদ্ভব ছিলেন।

প্রচণ্ড নিদ্রা-জাত অধিষ্ঠিত করে
আকুলিত যথা ধরাধামী জীবনধর্ম ।
হায়, এবে বঙ্গবাসী তোমার বিহনে
আনন্দ-রতন-শুভ্র, কে বীর-রতন !
চকোরনিকর যথা শশি-অধর্শনে
বিষাদিত হ'য়ে করে সমগ্র বাপন ।
আজিও তোমার নাম এ বঙ্গ-ভবনে
প্রগীত হই'ছে শুনে জুড়ায় শ্রবণ ।

—

কবিবর বিদ্যাপতি ।*

সংস্কৃত কবিতার আদি-গুরু বলি',
বাআকি তাপস খ্যাত ভারত-ভবনে
যেমতি, যাহার কাব্য-বিজলী উজলি'
খেলিতেছে মানবের যুগল নয়নে ;
ডেমতি এ বঙ্গদেশে, গুণো বিদ্যাপতি !
বঙ্গ-কবিতার তুমি আদি-গুরু হ'য়ে
প্রসিদ্ধ হইলে, তব বকে যশোজ্যোতি
আমাদের মাতৃ-ভূমি এ বঙ্গ-আলয়ে ।
তোমার প্রসাদে, বিজ, বত গোড়জন
গৌড়ীয়-কবিতা-রস-আবাদ পাইল !
ধন্য তুমি জনমিলে, কোবিল রতন !
এ বঙ্গ ব্যাপিয়া তব সুবন্দ্য রহিল ।

* দেশীয় জনরবে শুনা যায় যে, ইনি যশোহরনিবাসী ব্রাহ্মণকুলোদ্ভব ভবানন্দ রায়ের পুত্র । বিদ্যাপতির প্রকৃত নাম বসন্ত রায় । ইনি বঙ্গদেশের আদি কবি বলিয়া বিখ্যাত । ইহার সময়ে বাঙ্গালা ভাষা বহু পরিমাণে হিন্দি ভাষার সহিত মিশ্রিত থাকতে ইহার কবিতাগুলিও হিন্দি ভাষার সহিত অধিকাংশ মিশ্রিত । ইনি রাধাকৃষ্ণবিষয়িনী অনেকগুলি সুন্দর পদাবলী রচনা করিয়াছেন । জ, ব, খৃঃ ১৪৩০ । ম, ব, খৃঃ ১৪৮১ ।

† ইনি কলিকাতা নগরতে জন্মগ্রহণ করেন । ইনি সপ্তদশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে সংস্কৃত "বিক্রমো-কর্শনী নাটক" বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ করেন এবং "হতোম পাঁচাচার নক্সা" রচনা করিয়া বঙ্গভাষায় এক প্রকার নূতন রচনাপ্রণালী উদ্ভাবন করিয়া গিয়াছেন । জইলক টাকা ব্যয় করিয়া সংস্কৃত মূল মহাভারত উৎকৃষ্ট গৌড়ীয় সাধুভাষায় অনুবাদ করাইয়াছিলেন এবং বিনা মূল্যে উহা বিতরণ করিয়া বিশেষ প্রসিদ্ধ হইয়াছেন । মহাভারতই ইহার দৃঢ়তর কীর্তিস্তম্ভ ।

‡ হালিসহরের অন্তঃপাতী কুমারহাট গ্রামে বৈদ্যকুলে ইহার জন্ম হয় । ইহার পিতার নাম রাম-রাম সেন । রাম প্রসাদ সংস্কৃত, বাঙ্গালা ও হিন্দি ভাষায় কৃতবিদ্যা ছিলেন । রাজাকৃষ্ণচন্দ্র রায় ইহাকে "কবিরঞ্জন" উপাধি দান করেন । ইনি বিদ্যাসুন্দর, কালীসংকীর্তন এবং অশরাপর অনেকগুলি শক্তি-বিষয়িনী পদাবলী রচনা করেন । ইহার কালীসংকীর্তন গ্রন্থখানি অধিকতর উৎকৃষ্ট । ইহার বৃষ্ট মৃতন স্তব্র অতি সহজ অথচ স্তম্ভতিমধুর ও ভক্তিরসাক্তক । আনুমানিক জ, ব, খৃঃ ১৭২২ বা ২৩ এবং ম, ব, খৃঃ ১৭৫৮ বা ৬২ ।

যহার তথ্যর ভব-সুকীর্তি যৌবন
তিনি বঙ্গবাসি-বন-মুগ্ধ হইলেন ।

—

বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ ।†

বাস-নিরতিত মহাভারত পুরাণ,
এ ভারতে কে না জানে ভারতী তাহার ?
অলবি-পরত-সম পরভ বাহার
রতননিকরে ভরা, বাহার সমান
পৌরাণিক ইতিহাস তুলত ভুবনে ;
অনুবাদ করাইয়া তুমি সে ভারতে
বাঙ্গালা ভাষায়, দিলে বঙ্গ-জনগণে
বিনা মূল্যে, তব নাম রহিল ভারতে ।
যদিও তোমাতে কিছু দোষ দেখা যায়,
এ হেন মহানু গুণে সে দোষ কি আর
ধরে কেহ ? দোষাকরে যেমতি সুধায়
কলক ঢাকিয়া করে গুণের প্রচার ।
রহিল তোমার নাম সমুজ্জ্বল হ'য়ে
বার্শাকি বিভার সম এ বঙ্গ-নিলয়ে ।

—

কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন ।‡

চকোরেরে সুখা দানে যথা সুধাকর
সুখা নাশে, তেমতি গো বাঙ্গালা-বাসীর ।

জুড়া'লে অন্তরতানি' কালী-নাম-নীর
গীত-ছলে । মরি মরি, কিবা মনোহর
তোমার গানের ভাব ! শুনি যত বার,
ততই মানস লভে আনন্দ-বিমল,
ভগবতী-ভকতির সুশীতল ধার
ফুটায় নীরস, শুক জ্বল-কমল ।
এরূপ প্রবাদ বঙ্গ-আছে প্রচলিত,—
পার্বতী দিতেন দেখা সদাই তোমাতে ;
বেরূপ তোমার গীত অমিয়-পূরিত,
সে কথা অলোক নহে—হইতেও পারে ।
তব কৃত সুধামাখ্য হর প্রতিহর
জানাই'ছে তব নাম বালালা-ভিতর ।

—

বাবু রামকমল সেন ।*

হে হিতাশী ! বাঙ্গালীয়ে ব্রিটনীয় ভাষা
শিখা'বার তরে তুমি বিপুল যতনে,
দ্বিভাষিক অভিধান—জ্ঞানগর্ভ, বাশা—
বিরচিতলে ; চির হেতু এ বঙ্গ-ভবনে
পরিচিত হ'লে তুমি ; গোড়-জন-চিত
সাদরে তোমার নাম ঘোষে যথোচিত ।
বঙ্গের সুভাগ্য তাই তোমা হেন ধনে
পেয়েছিল, বৈদ্য-কুল-কুহুম-রতন !
যে গ্রন্থ রাখিলে তুমি, এ বঙ্গ-ভেমন
ব্রিটন-বঙ্গীয় কোষ না হেরি নয়নে ।
যে হিত সাধিলে, বল, কি দিয়া তাহার
প্রতি-উপকার বঙ্গ করিবে এখন ?

কি আছে এ ধরা-মাকে জিনিষ-এমন ?
শ্রদ্ধাবাদ বই, বেধি, কিছু নাহি আর ।

—

পণ্ডিতবর রঘুনাথ শিরোমণি ।†

অগাধ-সাগর-হৃদে অসংখ্য লহরী
দ্বিবানিশি খেলে যথা সফেন আননে ;
তেমতি গো, দুধ, তব অন্তর-ভিতরি
বুদ্ধির বিচিত্র বীচি পেলিল সঘনে !
পণ্ডিতমণ্ডলী-মারো এ বঙ্গ-আগারে
অসামান্য ছিলে তুমি তুলনাবিহীন,
কল্পনা-নিপুণ, সূক্ষ্ম জ্ঞানেতে প্রাণ
তব সম মেলা ভার ভূভাগ-মাকারে ।
তপন-লপন-প্রভা প্রভাত সদয়
লোহিত বরণে ঝকে উজ্জলি' আকাশ ;
“দীপ্তি” দীপ্তি তব এ বঙ্গ-আলয়
উজ্জলিল পূর্ণরূপে হইয়া প্রকাশ ।
বঙ্গ-বুধ-সমাজেতে তব গুণচয়
কখন হ'বে না লয়—র'বে বার মাস ।

—

দেশ-হিতৈষিণী দাড়িম্বা দেবী ।‡

সাধক জীবন তাঁ'র, পরহিত তরে
মরত ভুবনে যিনি রত চিরকাল ;
তাঁহার সুযশ ঘোষে নরপরিকরে,
যাঁহার শুণেতে দেশ লভে সুখজাল ।

* ইনি বেঙ্গল ব্যাঙ্কের দেওয়ান ছিলেন । ইনি যে একখানি ইংরাজি-বাঙ্গালা অভিধান প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন, তাহাটাই ইহার নাম চিরোজ্জ্বল করিয়া রাখিবে, তাহার কোন সন্দেহ নাই ।

† ইনি চৈতন্যদেবের সময় নবদ্বীপে জীবিত ছিলেন । ৩৭৭ বঙ্গসর অতীত হইল, ইনি সংস্কৃত “চিন্তামণি” নামক গ্রন্থের “দীপ্তি” নামক একখানি টীকা করেন । বোধ হয়, দীপ্তির তুল্য গ্রন্থ পূর্বে হয় নাই এবং পঠের হইবে এমত সম্ভাবনাও নাই । ফলতঃ ইহার দ্বারা কল্পনানিপুণ, অসামান্য নীশঙ্কি-সম্পন্ন, সংশ্লিষ্ট-লেখক গ্রন্থকর্তা আর দ্বিতীয় অনুভূত হয় না । কিন্তু উক্ত টীকা অতিশয় কাঠন ।

‡ ইনি প্রসিদ্ধ অনুরেবন্ শত্ৰুনাথ পণ্ডিতের রাণীগঞ্জনিবাসী ভাতা মৃত জমীদার বাবু গোবিন্দ রাম পণ্ডিতের সহধর্মিণী । ইনি দেশহিতকর কার্য্যে এবং দীনদুঃখীদের প্রতি বিশেষ যত্নহস্তা ছিলেন বিদ্যালয়, চিকিৎসালয় প্রভৃতি সন্ধিষয়ে ইনি অনেক দান করিয়া গিয়াছেন ।

তুমি, সয়াগতি দেবি, এ বঙ্গ-মাঝারে
 স্মরণীয়া হইলে গো দেশ-হিত-গুণে,
 তব কৃত উপকার ক্রতিযুগে শুনে
 তপ্ত হ'য়ে চিত যশ বরষে তোমাতে ।
 রমণীকুলের মুখ উজ্জ্বল করিলে,
 রাখিলে অক্ষয় নাম এ বঙ্গ-ভবনে,
 দয়াশীলা হ'য়ে বহু ধন বিতরিলে,
 যাপিলে জীবন দেশ-উন্নতি সাধনে ।
 আলোক নিভিলে গৃহ জ্বাধার যেমতি
 তোমাতে হারা'য়ে বঙ্গ হ'য়েছে তেমতি ।

মহারাজ আদিশূর ।*

বঙ্গের প্রধান রাজা তুমি, হে ভূপাল !
 হিন্দুধর্মে চিত তব ছিল অনুরত ;
 যাগ যজ্ঞ, ধর্ম্য কর্মে যাপিলে নিয়ত-
 সময় পবিত্র চিতে আজীবন কাল ।
 তুমিই আনা'লে হেথা কনৌজ ব্রাহ্মণ
 করিতে পুত্রোষ্টি যাগ শাস্ত্র-অবিহিত ;
 তোমা হ'তে বঙ্গদেশ পাইল দর্শন
 বিপ্লব চরিত বিজ বৈদ-পরিচিত ।
 কামিনী-হৃদয়-শোভা সাতনর-মাঝে
 মধ্যমণি বকে যথা উজ্জ্বল করণে ;

শোভেছিলে সেইরূপ এ বঙ্গ-সমাজে
 তুমি, ভূপ, অতুলিত বিদ্যা, জ্ঞান সনে ।
 আজিও তোমার যশ-পতাকা বিরাজে
 এ বঙ্গ ব্যাপিয়া নভ বিশদ্ব বরণে ।

মহারাজ বল্লাল সেন ।†

হে রাজন, তব সম সুবুদ্ধি, চতুর
 মিলে না এ বঙ্গ-ভূমে ! কি দিয়া তোমার
 ভবিষ্যৎ বাক্যলা গুণ,—কি আছে প্রচুর
 জিনিস এমন এই বঙ্গের মাঝার ?
 কুলীনগণের কুল-মান রাখিবারে
 যে নব লক্ষণ, ভূপ, ব্যবস্থা করিলে !
 সে নব লক্ষণ সম এ বঙ্গ-আগারে
 কুল-মান রাখিবার কিছু নাহি মিলে ।
 কিন্তু, হায়, কালে এবে কুলীনমণ্ডলী
 যে ব্যবস্থা নাহি পালি' রখা করে জাঁক !
 তোমাতে আরোপে দোষ কত কটু বলি'
 রখা লোক—কা'র দোষে কাটে কা'র নাক ।
 ইদানীর কুলীনেরা যেন কুল-কালি !
 বিষ নাই চক্র আছে !—বিদ্যা, গুণে ফাঁক !!!

* ইনি ১১৯৯ শকে পুত্রোষ্টি যাগ করিবার জন্য কান্যকুব্জরাজ বীরসিংহের নিকট হইতে বাণভট্ট, চান্দড়, শ্রীহর্ষ, বেদগর্ভ ও দক্ষনামা বেদজ্ঞ পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনাইয়াছিলেন। উক্ত পাঁচ জন ব্রাহ্মণের ঔরস হইতে বঙ্গদেশের কুলীন ব্রাহ্মণেরা উদ্ভব হইয়াছেন। পঞ্চ কায়স্থ ঐ পঞ্চ ব্রাহ্মণের সেবা করিবার জন্য তাহাদিগের সহিত আগমন করেন। বঙ্গদেশের ঘোষ, বহু ও মিত্র উপাধিধারী কুলীন কায়স্থেরা ইহাদের বংশোদ্ভব ।

† মহারাজ আদিশূরের বংশ ধ্বংস হইলে সেনবংশীয় রাজারা গোঁড়ের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইনি সেই বংশোদ্ভব বিজয় সেনের পুত্র। ইহার সময়ে ক্রমে ক্রমে কান্যকুব্জগত ব্রাহ্মণ-বিশেষ সম্ভানেরা বিদ্যাহীন ও আচারভ্রষ্ট হইতে লাগিলেন; তন্নিবারণ জন্য ইনি কৌলীন্য-মর্যাদা প্রাপন করেন; যথা—“আচারোবিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনম্। নিষ্ঠারতিশূণ্যো দানং নবধা কুল-লক্ষণং॥” কিন্তু এক্ষণকার কুলীনেরা তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত আচরণ করিয়া থাকে, অথচ কুলীন-ভিমান বোল আনা আছে!!

মহারাজ লক্ষ্মণ সেন।*

উষায় আকাশ পানে চাহিলে যেমন
সুক্র তারা বিনা আর অন্ধ উড়ুগণে
নাহি হেরি; পরক্ষণে সে তারা মগন
গগন-সাগরে হয় প্রভাত লোকনে;
এ বঙ্গ-গগন-শোভা ভূপতিমণ্ডলে
তুমি গো তেমতি শেষে আছিলে দ্বাদীন।
ভ্রমস্ত স্বনরূপ আসিয়া কুদিন
আচ্ছাদিল তোমা', হায়, নিন্দনীয় বলে।
তোমার সহিত বঙ্গ-স্বাধীনতা ধন
চলিয়া গিয়াছে, হায়, চিরদিন তরে।
আর কি বাঙ্গালা তা'র পা'বে দরশন?
সে ধন কালের চক্রে হরিয়াছে পরে।
ব্যাধ-ভাল-দৃত মৃগী আকুল যেমন,
এ বঙ্গ তেমতি এবে অধীনতা-ভরে।

—

বাবু গৌরমোহন আচা।†

এ বঙ্গে তোমার বশ আজো বিরাজি'ছে
বিভাতিয়া চারি পাশ; এ কলিকাতায়
তোমার স্থাপিত বিদ্যা-আলয় সাজি'ছে,
যাহে বালকেরা শোভে বিদ্যার বিভাগ।
অতীব যতনে তুমি এ বিদ্যা-ভবনে
পর-হিত-কামনায় করিলে স্থাপন,

যাহা হ'তে তব খ্যাতি হ'তেছে ক্ষয়ণ,
নির্ভর যেমতি ঝরে মুহুর বরষণে।
যথার্থ হিতাশী তুমি সজ্জাতির-ছিলে,
এ বঙ্গে তা' কে না জানে?—সবে অবগত;
মানবজনম তুমি সার্থক করিলে,
সফল করিলে সুখে জীবনের ত্রত।
চিরকাল তরে নাম এ বঙ্গে রাখিলে,
গাই'ছে তোমার গুণ বঙ্গবাসী যত।

—

বাবু তারাচাঁদ চক্রবর্তী।‡

শাণ-তশানিত যথা সুধার কৃপণ
সমূলে বিপক্ষকূলে ক্ষয় করে কাটি';
তব জ্ঞান-অনিশিত চিত্ত—পরিপাটা—
অনুমতি অরুহরে করি' খান খান
সাধিল বঙ্গের হিত। বঙ্গের ভিতরে
ভুরিল তোমার খ্যাতি; সুরতি যেমতি
নিমেঘে ছড়া'য়ে পড়ে বিমল অম্বরে।
দেশের হিতাশী তুমি, সুবিক্র, স্মৃতি!
ধন্য তুমি, ধন্য তব ছিল অভিলাষ!
মানব-উচিত কাজে রত অমূল্য
আছিল মানস তব; তাই গো সাবাস
দিইল তোমারে সবে। উন্নতি সাধন,
জ্ঞান, বিদ্যা দান করি' হ'লে পূর্ব-আশ
এ বঙ্গে; সার্থক তব অমূল্য জীবন।

* ইনিই বঙ্গদেশের শেষ স্বাধীন রাজা। ইহার রাজসভায় কবির জয়দেব প্রভৃতি পঞ্চ পণ্ডিতরজ ছিলেন। হিন্দুধর্মের প্রতি ইহার বিশেষ আস্থা ছিল। ১২০৩ খৃষ্টাব্দে কৃতবুদ্দিন বাদশাহ প্রেরিত বখতিয়ার খিলজি আসিয়া বঙ্গদেশ আক্রমণ করে; ইনি তৎকালে বাক্সবদিগের পরামর্শে তাহার সহিত যুদ্ধ না করিয়া ভগ্নপ্রাণেই প্রস্থান করেন। বঙ্গদেশ সেই দিন হইতে বিজাতীয় শাসনে আজি পর্যন্ত শাসিত হইয়া আসিতেছে। কবির হলায়ুধ ইহার মণী ছিলেন।

† ইনি প্রণয়নশায়ী অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন। ক্রমশঃ স্বকীয় বুদ্ধিবলে জীবনের উন্নতি সাধন করেন। ইনি ইং ১৮২৯ সালে কলিকাতা নগরীতে “ওরিএন্টাল সেমিনারী” নামে একটি ইংরাজি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। কলিকাতা হাইকোর্টের মৃত জজ শঙ্কুনাথ পণ্ডিত এই বিদ্যালয়ের অন্ততর ছাত্র।

‡ ইনি হিন্দু কলেজে বিদ্যাধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ইংরাজি শিক্ষার মৌক্যার্থে ইনি একখানি উৎকৃষ্ট ইংরাজি-বাঙ্গালা অভিধান প্রণয়ন করেন। বর্ধমানের রাজ-সংসারে ইনি অনেক দিন উচ্চ-পদের কাব্য করিয়াছিলেন। মহাত্মাচাঁদ ইহার যথেষ্ট সমাদর করিতেন।

বর্দ্ধমান-রাজবংশাদিপুরুষ আবু রায়।*

প্রতিপদে শশী যথা কলামাত্র করে
বিশদ বরণ ধরে, ক্রমে তিগিচয়
অতিক্রমি পূর্ণিমায় পূর্ণরূপ ধরে,
উজ্জ্বল আলোকে ব্যাপ্ত ধরনী-নিলয়।
তেমতি, গো আবু রায়! তোমার দ্বারায়
বর্দ্ধমান রাজবংশ স্থাপিত হইয়া
ভুবন-প্রসিদ্ধ এবে এই বাঙ্গালায়,
পূর্ণরূপে যশ ব্যাপ্ত গগন ছাইয়া।
এ রাজকুলের ভূমি আদিম পুরুষ,
ভুমিই স্থাপিয়া এট রাজ হুবিশাল
চিরখ্যাত হ'লে—তব রহিল পৌরুষ।
এ গোড়ে গোড়ীয়গণ গা'বে চিরকাল
তব যশ; গাহিলেন যথা লব, কুশ
জনক-তনয়া-পতি-রাম-গুণজাল।

পণ্ডিতবর বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার।†

ধরা-দেহ-রঙ্গ-লভি' যথা তরুণ
কালেতে ফুল দেখ, তেমতি, বাণেশ্বর
সংস্কৃত বিদ্যা লভি' ভূমি গো বিশেষ
জ্ঞান-ফল জন্মাইলে বাঙ্গালা-ভিতরে।
উপযুক্ত জ্ঞানিকর গুরুর সকাশে
শিখিলে প্রচুর বিদ্যা; বুদ্ধি সুশাণিত
হইল তোমার। বৃদ্ধ, এ বঙ্গ-আবাসে
সুবিগণ-সমাজেতে ভূমি পরিচিত।

নানা গ্রন্থ বুদ্ধি-ডোরে আয়ত্ত করিয়া
শাস্ত্রবিৎ হইলে গো, প্রশংসে তোমায়
নিঃসংশয়ে দেশবাসী; সমাজ ভরিয়া
বহি'ছে তোমার খ্যাতি নির্মল ধারায়।
রহে যথা ফুল ফুল উদ্যান শোভিয়া,
তেমতি তোমার নাম এই বাঙ্গালায়।

বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর।‡

স্বদেশের বহু হিত সাধিলে, স্মৃতি!
সে হেতু তোমার খ্যাতি-পতাকা উড়ি'ছে
এ বঙ্গ-গগন-গর্ভে; বাঙ্গালার প্রতি
অতিশয় স্নেহী ছিলে। হৃদয় পীড়ি'ছে
সকলের, তোমা হেন গুণীরে হারা'য়ে।
নির্দয় আচার, সত্য-দাহ উঠাইলে
যুক্তি দান করি', তাই ঘোষে সবে মিলে
আজো গো তোমা'রে, দ্বিজ, হরষিত কায়ে!
দেশের উন্নতি তরে স্থাপিলে সমাজ;
সজ্ঞাতীর ভৃত ইচ্ছা করিয়া অন্তরে
চুট বার গিয়াছিলে বৃটনের মাঝ,
শেষ বহর'কাল-তব প্রাণ তথা করে!
নহিলে এ বঙ্গ সুখী হ'ত কত আজ।
মরিয়া অমর তুমি স্নগত-ভিতরে।

* ইনি জাতিতে ক্ষত্রিয়। আপনার জন্মভূমি পঞ্জাব পরিত্যাগ করিয়া বর্দ্ধমান নগরে বাস করেন।
এবং যাবনিক ১০৬৮ সালে উক্ত নগরে বাদশাহের “পিক-আবি” নামক উদ্যানে চৌবুরী ও কোতওয়া-
লের পক্ষে, বর্দ্ধমান চক্কার ফৌজদার কর্তৃক নিহত হন। ইহার পুত্রের নাম বাবু রায়।

† ইনি ভগলী জেলা'র অন্তর্গত গুপ্তিগাড়া নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল হইতে ইহার
বুদ্ধি প্রখর হইয়াছিল। ইনি সংস্কৃত শাস্ত্রে বিশিষ্টরূপ পারদর্শী হইয়াছিলেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র
রায় ইহার বিশেষ বিশ্বাসবদ্ধ দেখিয়া ইহাকে আপনার রাজসভার সভাপণ্ডিত করিয়াছিলেন।

‡ ইনি কলিকাতা নগরে জন্মগ্রহণ করেন। ইহা দ্বারা কলিকাতায় “ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক” স্থাপন
খৃঃ ১৮২৯; “কার ঠাকুর কোম্পানি” নামে কলিকাতায় বাণিজ্যের কুঠী স্থাপন খৃঃ ১৮৩৫; “লাণ্ড-
ডেপোজারি এসোসিয়েশন” (বর্তমান ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন) নামক সভা স্থাপন খৃঃ ১৮৩৮।
ইহার প্রথম বার বিলাত যাত্রা খৃঃ ১৮৪২; দ্বিতীয় বার বিলাত যাত্রা খৃঃ ১৮৪৫ এবং বেলফাষ্ট নগরে
মৃত্যু খৃঃ ১৮৪৬। বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ইহার পুত্র।

বাবু ভৈরবনাথ সান্যাল ।*

স্বর্ধ্যপালক, দেশ-হিত-পরায়ণ
 ছিলে তুমি বঙ্গমাঝে ; তোমার যতনে ।
 বঙ্গের মঙ্গল বহু । কত দীনজন
 পালিত হইল, সাধো, তোমার সত্নে !
 'তোমার এ গুণ হেরি' সানন্দ অস্তরে
 বঙ্গবাসী ঘোষে তব বশ নিরন্তর,
 ব্যাপ্ত তাহা দেশময় ; তরঙ্গনিকর
 উদি' মীর-গর্ভে যথা তীর স্পর্শ করে ।
 সরল, সুজন আর হিত-অভিলাষী
 যে জন, সে জন যদি ধনরাশি পান,
 স্বর্ধ্য, স্বদেশ-হিতে নিয়ত বিলান,
 ধর্ম্মাক্ত কৃপণ সম সঙ্গা রাশি রাশি
 না করে সঞ্চয় । জল পেলে জলধর
 রাখে কি গোপনে কতু হইয়া কাতর ?

বাবু কিশোরীচাঁদ মিত্র ।†

হে বিজ্ঞ, বিদ্বান, তুমি এ বঙ্গমাঝারে
 ধন জনমিলে ! তব যশে বঙ্গদেশ

প্রসূরিত । বঙ্গবাসী প্রশংসার ধারে
 ভিজাইল তোমা ধনে । আনন্দ অশেষ
 লভেছিল সকলেতে তুমি যত দিন
 জীবিত থাকিয়া সাধিলে তে দেশহিত !
 বিদ্যা-পরিচয়, শুণী, দিলে যথোচিত !
 এবং বঙ্গ তোমা বিনা বারিহীন মীন ।
 রহিলে তোমার নাম উজ্জ্বল চইয়া
 এ গৌড়-ভাগুর-মাঝে, যথা আভাষ
 মণিখণ্ড রাজ্যলয়ে থাকয়ে শোভিয়া ।
 ইংরাজি বিদ্যার গুণে বঙ্গদেশময়
 রহিল তোমার বশ সদা উজলিয়া,
 মতিমান, কতু তাহা হ'বে না বিলয় !

রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুর ।‡

নাটকের আদিগুরু ভারত তাপস
 শুভকর্মে জনমিলা ভারত-ভবনে ;
 জন্ম-শীতল-কর মধুসর রস
 নাট্যছলে বরষিলা মানব-শ্রবণে ।
 সে ঋষির বরে (আমি অনুমান করি)
 বঙ্গ-জন-মিত্র হ'য়ে, মিত্র বাহাদুর !

* ইনি জেলা রাজসাহীর অন্তঃপাতী পুটীয়া নামক স্থানে বাস করিতেন । ইহার জীবদ্দশা হিন্দু-শাস্ত্রানুসারে ধর্ম্মকর্মেই অতিবাহিত হইয়াছিল । দীন করিষ বাক্তিনিগের প্রতি ইনি অত্যন্ত সন্মত ছিলেন । ইনি মৃত্যুকালে উইলে স্মৃতি বিষয়ের অর্দ্ধাংশ দেবসেবার জন্ত লিখিয়া যান । পুটীয়া-নিবাসিনী দেশবিখ্যাতা দানপরায়ণা ৮ রানী শরৎসুন্দরী দেবী ইহার কন্যা ।

† কলিকাতা.—নিমন্তলা ষ্ট্রীটে ইহার জন্ম হয় । বাল্যকালে পারসী ও সংস্কৃত কিছু শিক্ষা করিয়া ডেনিড্ হেয়ার সাহেবের স্থলে পরে পুর্নতন হিন্দু কলেজে অধ্যয়ন করেন এবং ইংরাজিতে বিশিষ্ট কৃতবিদ্য হইলেন । টাউনহল প্রভৃতি সভাতে ইনি দেশের তিথার্থ অনেকগুলি ইংরাজি বক্তৃতা করিয়াছিলেন । "ইণ্ডিয়ান কিল্ড," "কলিকাতা রিবিউ" প্রভৃতি সংবাদপত্রে ইনি উত্তমোত্তম বিষয় লিখিতেন । বাঙ্গালী জাতির মধ্যে কেবল ইনিই মেট্রোপলিটান মার্জিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইয়াছিলেন । জ, ব, গুঃ ১৮২২,—২৬এ মে । ম, ব, গুঃ ১৮৭৩,—৬ই আগষ্ট ।

‡ জেলা কলকাতার অন্তঃপাতী চৌবেড়া নামক গ্রামবাসী কালাচাঁদ মিত্রের ঔরসে ইনি জন্মগ্রহণ করেন । প্রথমে গুণগৌ কলেজে পরে হিন্দু কলেজে বিদ্যা অধ্যয়ন করিয়া হিন্দু কলেজে কিছু দিন শিক্ষকতার কার্য্য করেন । পরে পোষ্ট অফিস সম্পাদক কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন । ইনি নীলদর্পণ, লীলাবতী, সদবার একাদশী, বিয়ে পাগলা বুড়ো, নবীন তপস্বিনী, সুধুনী কাব্য, দ্বাদশ কবিতা, জামাই বারিক ও কমলে কামিনী নামক গ্রন্থগুলি প্রণয়ন করেন । জ, ব, শং ১৭৫১ । ম, ব, শং ১৭৯৫,—১৭ই ফাল্গুন । বঃ ৪৪ বঃ ।

বাঙ্গালা নাটক তুমি—আহা, মরি মরি!—

রচিলে ঘৃণিত রীতি করিবারে দূর।

মত পড়ি বাড়ে তত বাসনা পড়িতে,

মিটে না মনের সাধ; গাইলে যেমতি

সুধারস রসনার না হয় বিবতি,

কিন্তু জর-বিকারীর ধেরূপ বারিতে।

এমনি নাটক তুমি করিলে রচন,

পড়ি' কহু হামি—করি কখন রোদন।

মস্তুরে পাঠক সদা; সুধার ধারায়

তব বশ পায় সবে। সুকীৰ্ত্তি রাখিলে।

কবির প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ ।*

আনন্দিত চিত্তে নন্দী আনন্দ-বাগিকা

দক্ষের নন্দিনী সতী-চরণ যুগলে

রক্তরাগসুসজ্জিত জবার মালিকা

গাঁথিয়া যেমতি দিল; (পূর্ণ পরিমলে!)

তেমতি, কবীশ! তুমি অতীত যতনে—

সংস্কৃত ভাষা কুলে (অতুলিত কুল!)

গাঁথিয়া কবিতা-হার পরা'লে চরণে

জননী বঙ্গের;—শোভা ভাঙিল অতুল!

কে আর এমন, হায়, হার মনোহার

গাঁথি' জন্ম ভূমি পদ করিবে শোভিত!

এস এস, কিরে এস, কাব্য-মালাধর,

গাথ মালা, দাও পদে! কাতর অন্তর

তিনি যে বিবনে তব। সবে বিবাদিত

না তেরি' তোমায়,—কোথা গেলে, কবির

সঙ্গীতকেশরী রামনাথর ভট্টাচার্য্য ।†

গভীর জলধি-জলে ডুবাবী ডুবিয়া

মুক্তা যেমতি কুলে বহু স্নান সনে,

বাবু কাশীপ্রসাদ ঘোষ ।*

ব্রিটনীয় ভাষা শিখি' পরিচয় তা'র

দিলে তুমি ভালরূপে, বোষণে সৃজন!

গাঁথিয়া অপূর্ণ, চারু কবিতার হার

ইংরাজি ভাষায়। স্ফূর্তি-পথ-নিমোহন

কবিতার ছটা তব। দূর-বন-জাত

ফুল ফুলকুলে যথা গাঁথে মালাকার

কমণীয় দাম (দাম প্রচুর তাহার)

ভুল'তে নয়ন, মন;—হারে পারিজাত।

তেমতি সাগর পার বিদেশী ভাষায়

কবিতা মালিকা তুমি সজ্জণে গাঁথিলে

বহুবাসী হ'য়ে। পরি' অতর-গলায়

এ তব গুণিত হার, আনন্দ-মলিলে

* ইনি কলিকাতায় সম্ভ্রান্ত ও ধনবান কায়স্থবংশে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথমে পারস্য এবং সংস্কৃত ভাষায় শিক্ষিত হন। পরে হিন্দু কলেজে ইংরাজি বিদ্যা অধ্যয়ন করেন। যৌবন সময়ে কবির মিলটনের যুগ্মশ্রী ত্রায় ইট্যার মূগ্ধা ছিল। ইনি ইংরাজি ভাষায় গদ্য ও পদ্য উভয়ই লিখিতেন। ইংরাজি কবিতা লিখিবার জন্ম সকলে ইট্যাকে “ইন্ডিয়ান বার্ড” কহিত। ডাক্তার উইলসন, হেনরি, র্যাটারি প্রভৃতি কলিকাতায় ইংরাজ কবিগণের সখিত ইট্যার বিশেষ আস্থাভাজ ছিল। ইনি “হিন্দু টেলেগ্ৰাফার” নামক একখানি ইংরাজি সংবাদপত্র প্রচার করিয়াছিলেন। জ, ব, বং ১১১০। ম, ব, বং ১২৮০, অগ্রহায়ণ। বং ৭০ বং।

† ইনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক শাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। ইট্যার সময়ে ইনি সংস্কৃত ভাষায় অনিষ্টীয় কবি ছিলেন। ইনি নৈসর্গচরিত, রায়ব পাণ্ডবীয় প্রভৃতি কাব্যের উৎকৃষ্ট টীকা রচনা করিয়াছেন। ইনি শেষাবস্থায় কাশীবাস করিয়া পরলোকগত হন। ম, ব, বং ১৭৮৮।

‡ ইনি জেলা বাকুড়ার অধর্গত বিষ্ণুপুরনিবাসী গদাপর ভট্টাচার্য্যের পুত্র। ইনি সংস্কৃত, বাঙ্গালা, হিন্দি প্রভৃতি ভাষায় বিশিষ্টরূপে পণ্ডিত ছিলেন এবং ঐ সকল ভাষায় নানা প্রকার রাগরাগিনীসংযুক্ত গীত ও কবিতা রচনা করেন। ইনি সংস্কৃত বিদ্যায় একদা প্রাচ্যপন্ন ছিলেন যে, ইট্যার সময়ে বিষ্ণুপুরের

সে মতি উজ্জ্বল জ্যোতিজ্বালেতে জলিয়া
কণ্ঠেরে শোভিত করে বিশদ বরণে ;
সঙ্গীত-মাগর নীরে তুমি, দ্বিজবর !
ডুনিয়া সঙ্গীত বিদ্যা অতুল রতনে
তুলিলে তেমতি । বঙ্গ-জদয়-উপর
ছিলে তুমি বিভূষিত সঙ্গীত-ভূষণে ।
‘কুহুম-কাননে যথা ফুলে ফুলে বসি’
যু ড় করে অগি গুন গুন রবে ;
সঙ্গীত-আরামে তুমি স্বাদার বরণি,
তেমতি করিলে লাভ সঙ্গীত-আগবে ।
হে সঙ্গীত প্রিয়-পূজা ! এসাদে তোমার
যে লাভ লভিল বঙ্গ, তুল্য নাহি তার ।

বাদ্য-বিশারদ শ্যামচাঁদ গোস্বামী ।*

জন্মকালে তুমি, বাদ্য-বাধন-কুশল !

এ উর্দুর বঙ্গভূষণ-জন্মের উপর

জন্ম লভিয়াছিলে । তোমার সোঁসর

সর্গ-চর্য যন্ত্রবিশিষ্ট অতীব বিরল ।

শেখরীন্দ্র চর্য যন্ত্র যে যা' গো তোমার

বাজাইতে দিত, তুমি নির্ভীক স্বতরে

বাজাইতে, মজাইতে সে যন্ত্রের স্তরে

শোভাগর শক্তি ;—শোনি চমৎকৃত তার ।

গাজন-তলায় ঢাক—রাস-মঞ্চে খেল—

ডাগর নাগারা উচ্চ নবাব-তোরণে—

সঙ্গীত-সমাজে চারু মৃদঙ্গের বোল—

জগদাশ, কাড়া, ডমরু বিবাহ-ভরনে —

ঢোলক যাত্রার দলে—পূজা-গৃহে ঢোল

বেজেছিল তব করে, ধন্য সে কারণে !

—

পরিশিষ্ট ।

মৃত কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাশয়ের
বঙ্গভাষায় প্রথম সৃষ্ট চতুর্দশপদী কবিতার অনুকরণ
করিয়া বঙ্গভূষণ রচনা করিলাম । সেই জন্ত মৃত
কবিবরকে শত শত ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি ।

এই পুস্তকের কতকগুলি টীকাতে নিম্নলিখিত
পুস্তক কএকখানি হইতে বিস্তর সাহায্য পাই-
য়াছি :—

কবিচরিত ; বঙ্গভাষার ইতিহাস ; সঙ্গীতমার ;
Indian Antiquary ; Calcutta Review ;
বঙ্গ বিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না—প্রথম
খণ্ড ; সন্ন্যাসদর্শনসংগ্রহ ; বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা
সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব ; ইত্যাদি ।

মাকৈতিক বাক্য ।

জ, ব, বং ...	জন্ম	বৎসর	বঙ্গাব্দ
জ, ব, ষঃ ...	”	”	খৃষ্টাব্দ
জ, ব, শং ...	”	”	শকাব্দ
ম, ব, বং ...	মৃত্যু	”	বঙ্গাব্দ
ম, ব, ষঃ ...	”	”	খৃষ্টাব্দ
ম, ব, শং ...	”	”	শকাব্দ
বঃ () বঃ ...	বয়ঃক্রম	()	বৎসর

কোন সংগীতজ্ঞ ব্যক্তি ই হাঁর সমকক্ষ হইতে পারেন নাই । বিষ্ণুপুরনিবাসী প্রসিদ্ধ তবলাবাদক
বেচারাম চট্টোপাধ্যায় ই হাঁর মিষ্ট এবং সঙ্গরকার ছিলেন । সঙ্গীতমার, গীতগোবিন্দ-স্বরলিপি,
ঐকতানিক স্বরলিপি-প্রণেতা বঙ্গসঙ্গীতচর্চায় ৩ শ্রেণীমোহন গোস্বামী ই হাঁর বিখ্যাত ছাত্র এবং
তিনি বঙ্গসঙ্গীত বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধায়কের পদে নিযুক্ত ছিলেন । ম, ব, বং ১২৬৭ । বঃ ৭৭ বৎসর ।

* ইনি জেলা বাকড়ার অন্তঃপাতী বিষ্ণুপুরনিবাসী শ্রীচৈতন্যদেবের শিষ্য শ্রীনিবাস আচাৰ্য্যের
পৌত্র । ইনি সকল প্রকার চর্যযন্ত্র বাজাইতে পারিতেন । কথিত আছে, ইনি একটা বৃহৎ কুপের
মুখভাগ চর্য দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া তাহাতে নানা প্রকার বোল বাজাইয়াছিলেন । ১৩৫ বৎসর অতীত
হইল ইনি জীবিত ছিলেন ।

বঙ্গভূষণ বর্তমান ১২৯৫ সালে ৪র্থ ভাগ গ্রন্থাবলীর মধ্যে দ্বিতীয় বার প্রকাশিত হইল । অতএব
কোন কোন স্থলে সাময়িক বৎসর সংখ্যা ১২ বৎসর হিসাবে বাড়াইয় লওয়া হইল ।

সম্পূর্ণ ।

আগমনী ।*

হিমালয় পর্বত ।

শয়নাগার ।

সেনকার স্বপ্নযোগে ভগবতী দর্শন ।

বিমল গগনতল সুনীল বরণ ।
নেহারি' মানস মোহে জুড়ায় নয়ন ॥
শাশ্বদীয় পূর্ণ শশী মাঝে শোভা পায় ।
কবিত রজত সম, হীন তুলনায় ॥
রমেশ-উরসে যথা কৌন্তভ রতন ।
অকমকে উজলিয়া গোলোক ভুবন ॥
অথবা সরস-সরে কমল সরস ।
শোভা পায় সিত রাগে মোহি' দিগদশ ॥
কিছা রৌপ্য ফুগ যথা কামিনী-কুন্তলে ।
শোভা করি' কেশপাশে সদা ঝলমলে ॥
কিছা গজমতি যথা নিখ্রো-কর-মাঝে ।
নধর বিশদ রাগে নিয়ত বিরাজে ॥
হীরাখণ্ড সম চাক্র তারকানিচয় ।
বিশাল আকাশে শোভে, অতি শোভাময় ॥
যেন মণি-সুখতি নীলাম্বর পরি' ।
স্মিতমুখে বিহরেন প্রকৃতি সুন্দরী ॥
শীতল সমীর বহে মৃদু সঞ্চরণে ।
জুড়ায় তাপিত দেহ তার' পরশনে ॥
তরুণ কুলে কলে হিমাদ্রি-শিখরে ।
নদীন হরিত রাগে কম শোভা ধরে ॥
তাহে পুন শশি-কর পরশি' হরষে ।
হাসিত আননে যেন ভাসে প্রেমরসে ॥

গগনে নিরখি' টাঁদে কোকিলকলাপ ।
দিবাপোষে কুহরবে করি'ছে আলাপ ॥
উন্নত তমাল-ডালে চকোরী চকোর ।
সুধাকর-সুধাপানে হই'ছে বিভোর ॥
ধরামধ্যে গিরিকূলে হিমাদ্রি প্রধান ।
কোন্ দেশে কোন্ গিরি এ নগ-সমান ? ॥
ভারতের শির-ভূষা অতুল শোভন ।
হেরিলে মোহিত হয় ভাবুকের মন ॥
প্রকাণ্ড উপলপুঞ্জ ভীষণ আকার ।
বেড়ি' অঙ্গি-দেহ, আছা, শোভে অনিবার ॥
নানাবিধ শিলাখণ্ড বিচিত্র বরণ ।
নিমেষে মনের ভাব করয়ে হরণ ॥
নিয়ত হিমানীরাশি পবন আকর্ষণ ।
ভুঙ্গ-শৃঙ্গ-শিরোপরে হই'ছে আসার ॥
সিত রাগে নগপতি শোভে মনোহর ।
যেন যোগাসনে বসি' ধ্যানে মগ্ন হর ॥
সুন্দর পিটপি-রাজি রাজে সারি সারি ।
নন্দন কানন ষায় তুলনায় হারি' ॥
যেন গিরি মরকত-খচিত ভূষণ ।
পরিয়া বিগাজে, আছা, ভুলে যায় মন ! ॥
অচল-নিতম্ব হ'তে ঝরি'ছে নিঝরি' ।
জুড়ায় ভ্রাবণ কিবা স্তম্ভের স্বর ॥

হেন বোধ হয় যেন গন্ধর্ব্বনিকর ।
 হরিয়ে বাজায় বীণা ত্রুটিমোহর ॥
 কোন থানে অন্ধকার গহ্বর ভীষণ ।
 মৃত্যুমুখ সম রূপ হেরে ভীত মন ॥
 অবিরল জলরাশি তাহার মাঝারে ।
 ভীমনাদে গরজি'ছে অনিরাম ধারে ॥
 পবিত্রা তটিনী গঙ্গা সলিল বিমল ।
 পবিত্র পাতকিকুল স্পর্শি' য়ার জল ॥
 যমুনা গণ্ডকী সিদ্ধ ব্রহ্মপুত্র আদি ।
 পূজ্য নদীপুঞ্জ বহে মূঢ়ল নিনাদি' ॥
 হিন্দু-পূজনীয় গিরি পবিত্র আলয় ।
 স্বর্গ সম বা'র শোভা চির সুখময় ॥
 এ হেন পার্বতদেশে চন্দ্রিকা-বিভায় ।
 সাজিয়া বামিনী সতী চারু শোভা পায় ॥
 গিরিবাসী জীবকুল সুখে নিভা যায় ।
 নিশাচর পশুগণ ভ্রমিয়া বেড়ায় ॥
 হেন কালে গিরিপুরে গিরীধ-বসিতা ।
 বিচিত্র শয়ন'পরি আছিল শয়িতা ॥
 সহসা স্বপনে বাণী হেরিলা উমায় ।
 দাঁড়ায়ে পদ্যঙ্গ-পাশে চেনা নাহি যায় ॥
 বিকচ-চম্পকনিভ গউর বরণ ।
 হ'য়েছে মলিন যথা নলিন আনন ॥
 পরশি' শিশির ঋতু বিরসে শুকায় ।
 মানস কাঁদিয়া উঠে নিরখিলে তা'য় ॥
 হাসিলে যে বিধুমুখে বরষিত সুধা ।
 নিরখি' ঘুচিয়া যেত নয়নের ক্ষুধা ॥
 বিরস সে মুখখানি বিষাদে এখন ।
 সজল জলক যথা ছাইয়া গগন ॥
 কাঁপে পূর্ণশশী সদা চক্রে বহে ধার ।
 আশা, সে সলিলে বক্ষ ভিজে অনিবার ॥
 যে হেমসন্নিভ দেহে চারু আভরণ ।
 অহরহ সুশোভিত, ভূণিত নয়ন ॥
 বৈদূর্য্য মুকুতা চুণি মরক্ত হীরক ।
 করিত যে দেহে, মরি, সদা ঋক্মক ॥
 বোধ হ'ত যেন ছাড়ি' সুনীল আকাশ ।
 বিকাজি'ছে তারাবলী সৌদামিনী-পাশ ॥

সে শরীরে সাজে এবে রত্নাঙ্কের ফল ।
 নেহারিয়ে হেন ভূষা চক্রে আসে জল ॥
 যেন রে শৈবালদল সোণার অচলে ।
 অসিত বরণে শোভে' হেরে হিয়া গলে ॥
 যে দেহ দুকূলবাসে সাজিত সুন্দর ।
 নেহারি' ভূণিত আঁখি, জুড়িত অন্তর ॥
 এবে সে হুবর্ণ দেহে শোভে বাঘছাল ।
 হেমলতা ঢাকিয়াছে জলধরজাল ॥
 আগলকল্লিত চারু কেশপাশ-পাশে ।
 শোভিত রতন ফুল সুন্দর বিকাশে ॥
 নগর কমল'ফুল ভ্রমেতে ভ্রমর ।
 ভ্রমিত সে ফুল-পাশে করি' গুনন্দর ॥
 এবে সে রচির কেশে নাহি স্বর্ণফুল ।
 নাহি' আর রবকারী মধুকর কুল ॥
 কটা রঙে জটাজুট শিরেতে এখন ।
 বিকট আকারে শোভে লোটাঘ কখন ॥
 বিশীর্ণ হয়েছে কায়, কি কহিব কা'য় ।
 উমা ব'লে ভবানীরে চেনা নাহি যায় ॥
 হেরি' শিবানীর হেন রূপ বিপরীত ।
 মেনকার চিত্র হ'ল বিষাদে পূরিত ॥
 না মরে বদনে বাণী, জানহীন প্রায় ।
 গালে হাত গিরিজায় নিরখে উমায় ॥
 কতক্ষণ পরে ভব-উর-বিলাসিনী ।
 কহিলা করুণহরে যথা ভিখারিণী ॥
 গৃহত জনের নিজ দুখ-পরিচয় ।
 জ্ঞানমুখে অর্দ্ধক্ষুট মুহূর্ত্তাষে কয় ॥—
 “ওঠ, না মেনকে ! তোর অভাগিনী মেয়ে ।
 আগিয়া ডাকি'ছে হের দুখিনীরে চেয়ে ॥
 ক্ষুধায় জঠর জলে, আকুল জীবন ।
 অমহ দুঃখের দাপে খুঁটি'ছে নয়ন ॥
 মেয়ে ব'লে মনে কি গো আছে, গিরিজায় ! ।
 বুঝেছি আগার প্রতি তোর যত মায়া ॥
 জনক পাষণ-কায়া, কাতরে না গলে ।
 কঠিন হৃদয় তাঁ'র যথা আঁখিভলে ॥
 গলে কি নিদ্রয়-প্রাণ ? অথবা যেমন ।
 দীন-দুঃখে নাহি ত্রবে কৃপণের মন ॥

শুনেছি স্তম্ভের চেয়ে স্তম্ভ অতিশয় ।
 স্নেহপাত্র জনকের, কিন্তু খেদ হয় ॥
 নেহারি' পিতার গম ভাব বিপরীত ।
 মৈনাক তনয় ইহ ভুবন বিদিত ॥
 বাসবের ভয়ে ভাই সাগর-মাঝারে ।
 ডুবি' আছে চিরকাল, দুখ ক'ব কা'রে ॥
 আমার যে দুখ তাহে! জনক তাহার ।
 ছেলে ব'লে একবার ভ্রমও না চায় ॥
 আমি এক অভাগিনী তনয়া তাঁহার ।
 ম'লেও পড়ে না মনে কি কহিব আর ॥
 পাছে ভাল বাস পরি, পাছে ভাল থাই ।
 পাছে কিছু জনকের দন কড়ি চাই ॥
 তাই মোরে তাড়াতাড়ি পাগলের করে ।
 সুঁপিয়া মনের সুখে র'য়েছেন যত্নে ॥
 মনে ভেবেছেন পিতা শিব সর্বক্ষণ ।
 ছাই মাখে, করে ভাঙ ধূতুরা ভক্ষণ ॥
 উমারেও শিখাইবে সিদ্ধি খাওয়াইতে ।
 উন্মাদিনী হ'বে উমা নারিবে চিনিতে ॥
 ভাল মন্দ দ্রব্যগুণ সব একাকার ।
 ভাবিবে, নারিবে মোরে চিনিবারে আর ॥
 সে যা' হোক, জননি গো, আশা নাহি মনে ।
 যে পতি পেয়েছি শিবে সেবে একমনে ॥
 সুগল চরণে তাঁ'র কত স্মৃতি পাই ।
 তুচ্ছ মনে মেয়ে তোর ইচ্ছা করে নাই ॥
 পতিই সত্যের প্রাণ সুখের আকর ।
 পতি বিনা রমণীর সকলি অপার ॥
 কি দরিদ্র দুঃখী পতি কিনা মনবান্ ।
 পতিরতা কামিনীর সকলি সমান ॥
 যে নারী সরল মনে সেবে পতিপদ ।
 পরাধামে পূজ্য সেউ, পায় মোক্ষপদ ॥
 কিনা শোভা পরে শশী শরতসময় ।
 কমলে কমল কিনা হয় শোভাময় ॥
 কি ছার নন্দন বনে পারিজাত ফুল ।
 সর্গটাপা কিনা শোভা করে নারী-চুল ॥
 ভূপতি-মুকুটে মণি কিনা শোভা পায় ।
 সকলি পতির কাছে হীন তুলনায় ॥

একমাত্র রমণীর পতিই সকল ।
 পতির না সেবে যেউ, সে নারী বিফল ॥
 তাই বলি, জননি গো, শিব বিনা আর ।
 কিছুই না লাগে ভাল সকলি অসার ॥
 শঙ্কর মাথেন ছাই আমিও তা' মাখি ।
 যুগলে মিলিয়া সদা প্রেতভূমে থাকি ॥
 কদালগ্রথিত মালা পরেশ-গলায় ।
 দেবাদেখি আমিও, মা, গলে পরি তা'র ॥
 শাদ্দীল-অজিন যাহা কটিদেশে তাঁ'র ।
 শোভা পায় নীলকণ্ঠে রুজাফের হার ॥
 অহরহ সুবিরাজে শিরে জটাজাল ।
 চরণ পর্যন্ত লক্ষ দোলে চিরকাল ॥
 আমিও, জননি, সদাশিবের মতন ।
 ও সব শরীরে পরি করিয়ে যতন ॥
 পতির রূপায় মম সকলি প্রতুল ।
 কেবল হৃদয়ে এক বিষাদের স্থল ॥
 কুটিতেছে, সে জালায় ছটফটে প্রাণ ।
 কি ক'ব কহিতে গেলে যত্নে গো নয়ান ॥
 একমাত্র আমি তোর দুখিনী কুমারী ।
 বিবাহ দিয়াছ পুন দেখিয়া ভিখারী ॥
 কিরূপে র'য়েছি তা'র তত্ত্ব নাহি লও ।
 পিতারও মোর কথা ভুলেও না কও ॥
 যা' হোক, জেনেছি ভালবাসা তোমাদের ।
 তা'ই বা কি ক'রে বলি, মোর সংসারের ॥
 শত্রু-ভবন হ'তে আনি' আঁতায় ।
 সমাধির পিতা মাতা ভালবাসে তা'র ॥
 কোলে ক'রে মাতা তা'রে আনন্দ-সাগরে ।
 ডুবে যায়, যন চুসে নখর অধরে ॥
 কিন্তু নোর পোড়া ভাগ্যে যাউ না সে সব
 যে জালায় অলে মরি কা'রে আর ক'ব ॥
 জনক জননী মম থাকিতেও নাই ।
 ইচ্ছা হয় ডুবে মরি কিনা বিষ খাই ॥
 বৎসরেও নাহি গোজ কি তোর পরাণ ।
 পাষণের নারী তুই পাষণ-সমান ॥
 যদি গো তোমার ইহা ছিল মনে মনে ।
 নির্বাসিতা করিবারে এ দুখিনী জনে ॥

ভবে গো ভূমিষ্ঠকালে খাওয়াইয়া খুন ।
 কেন কেন অভাগীরে কর নাই খুন ? ॥
 নিশ্চিত হইতে দৌছে, ঘৃচিত যাতনা ।
 আমারেও এত দুখ সহিতে হ'ত না ॥
 কিন্তু এবে মোর প্রাণ তোমাদের চেয়ে ।
 আকুল হ'য়েছে সধা আসে হেথা ধেয়ে ॥
 তোদের যত না মায়া আমার উপর ।
 তা' হ'তেও শত গুণে আমার অন্তর ॥
 ভালবাসে তোমাদের কি ক'ব সে কথা ।
 পিতা মাতা প্রতি মোর যতেক মমতা ॥
 কিছু, মা গো, তোমাদের মেহলেশ নাই ।
 বিশীর্ণা মলিনা ভেবে হইয়াছি তাই ॥
 মা হ'য়ে মায়ের মত নাহি কর কাজ ।
 ভনিলে কি ক'বে লোক ? দিবে তোরে লাজ ॥
 যা' হোক, জননি, তোর কি দূঢ় পরাণ ।
 পাষণের নারী ব'লে এত কি পাষণ ? ॥
 এইরূপে মহামায়া স্বপ্নে মেনকায় ।
 মূর্ত্তিমতী হ'য়ে সতী করুণ ভাষায় ॥
 সন্তাষি' সহসা পুন হৈল অন্তর্ধান ।
 রাণীরো ভাঙ্গিল ঘুম আকুল পরাণ ॥—
 "হা উমে ! কোথায় উমে ! আয় পুনরায় ।
 বিরহ-অনলে প্রাণপাষী পুড়ে যায় ! ॥
 স্বপ্ননেতে দেখা দিবে লুকালি কোথায় ।
 কাতরা জননী তোর ডাকে রে হেথায় ॥
 কে বলে তোমারে আসি মনে করি নাই ।
 অশনে বসনে শু'য়ে ভাবি, মা, সবাই ॥"
 এইরূপে গিরিরাণী করেন বিলাপ ।
 ক্ষণে ক্ষণে ঘন ঘন ছাড়ি'ছেন হাঁপ ॥
 নিকটে শুইয়া গিরি স্থখে নিদ্রা যান ।
 রাণীর কি দশা কিছু টের নাহি পান ॥

প্রভাত ।

দিবাপতি-দূতী উষা মনোহর বেশে ।
 পশিলেন হাসি' হাসি' আসি' নগদেশে ॥

জাগিল বিহগকুল মধুর কুজনে ।
 কুজি' আমোদিল যত বন উপবনে ॥
 গহ্বরে গম্ভীরভাবে হিংস্র পশুগণ ।
 একে একে পশিতেছে ধাবিত গমন ॥
 বহি'ছে শীতলানিল বহি' ফুলবাস ।
 আ-মরি, কি নব ভাবে শোভিল আকাশ ! ॥
 নিশ্চিন্ত রজনীপতি মলিন আননে ।
 পশিলা বিষাদে, আহা, গগন-ভবনে ! ॥
 ক্রমে নগ-পূর্ণাদিক অরুণ বরণে ।
 লোহিত করিয়া রবি উজ্জল করণে ॥
 একচক্র রূপে চড়ি' উদ্ভিগা আকাশে ।
 বিভাতিল চারি দিক বিমল বিভাসে ॥
 মানস-সরস-সরে সরসে কমল ।
 ফুটিল বিশদ-রাগ বরে পরিমল ॥
 নরুগকে অন্ধ হ'য়ে অলি তাহে বসে ।
 যেন রে কলঙ্ক-রেখা শশাঙ্ক-উরসে ॥
 ভানু-ভাতে বিভাতিয়া ঝরণার জল ।
 কলমলে, আহা, যেন হীরকের দল ! ॥
 নিশির শিশিরে যত তরু শোভা পায় ।
 যেন রাম-কণ্ঠ শোভে মুকুতা-মালায় ॥
 একুপে প্রকৃতি সতী সাজি' চারু বেশে ।
 শোভিলেন হাসি' হাসি' আসি' নগ-বেশে ॥
 শ্রীদুর্গা অরিয়া যত মানবনিচয় ।
 উঠিতেছে একে একে মানদ জয় ॥

রাজসভা ।

হেথা হিমাশয়-রাজ, সাধিব্যারে রাজকাজ,
 চলিলেন সভাপুরে দ্বিরদগমনে ।
 মেনকার ভাব যত, না হইল অবগত,
 হরষে বসিলা ভূপ রাজসিংহাসনে ॥
 স্বর্গছাতা শির'পরে, আ-মরি, কি শোভা ধরে,
 সুচারু চামর ধীরে চাকরে ঢুলায় ।
 রেশম-রচিত চাকর, মনোহর কত কারু,
 পাখাঘর শোভা পায় সোণার শলায় ॥

শিখিপালকের দণ্ড, হেরিলেও দশ দণ্ড
নাহি মিটে মানবের নয়নের আশ ।
আ-মরি, কি সুধাময়, রাজসভা শোভাময়,
ঝুলি'ছে ঝালররাশি বিকাশি' বিভাস ॥
বিচিত্র আসন পাতা, কৃত্রিম কুহুমে গাঁথ',
নানা রঙে শোভা পায় তাহার উপর ।
অষ্ট-কোণ-নিরমিত, সিংহাসন সুশোভিত,
ঝলমলে মনি চুনি হীরকনিকর ॥
তরুণি বসি' রায়, ইন্দ্র-সম শোভা পায়,
অপরূপ রূপ নারী-মানস-মোহন ।
রতন মুকুট মাণে, পদ্মরাগ মনি ত্যাগে,
শোভা পায় উজলিয়া রাজনিকেতন ॥
গলে দোলে মতি-হার, কি ক'ব বাহার তার,
দেখি নাই দেখিব না কখন তেমন ।
আ-মরি, কি রাজ-বেশ, সুসমার একশেষ,
অঙ্গে শোভে রত্নময় কত বিভূষণ ॥
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত কত, শাস্ত্রালাপ নানা মত,
করি'ছেন চারি পাশে বসি' সভাসনে ।
নেহারি' সে সভালয়, মনে হেন বোধ হয়
যেন বাসবের সভা অমর-ভুবনে ॥
ভীমকায় দ্বারপাল, উরসে শোভি'ছে ঢাল,
হাতে তরবার শোভে ভীষণ আকার ।
সদা কড়া দৃষ্টিপাত, হৃদয়ে করি'ছে মোহ,
পাচারি করিয়া সদা রাখি'ছে হেয়ার ॥

শয়নাগার ।

যেনকার বিরহ ও সখী কর্তৃক সান্ত্বনা ।

হায় রে, কি জালা আর সহনে না যায় রে ! ।
কেন হেন হেরিলাম সোণার উমায় রে ! ॥

মলিন হ'য়েছে কায়,
জটা শিরে শোভা পায়,
মরি রে, বিদরে বুক মনে হ'লে তার রে ! ।
কেন বাছা দিলি দেখা এ বেশে আমায় রে ? ॥

যে মুখে দিতাম ক্ষীর মাখন ছানায় রে ! ।
যে মুখে বলিয়ে মা মা ডাকিত আমায় রে ! ॥
আহা, সেই চাঁদ-মুখে,
বাণী না নিঃসরে তুখে !
দেখে যদি কেটে যায়, কি ক'ব কাহায় রে ! ।
কেন বাছা দিলি দেখা এ বেশে আমায় রে ? ॥

সাজা'তেম যেই দেহ রতন-ভূষায় রে ! ।
যে গলা শোভিত চাকু মুকুতা-মালায় রে ! ॥
এবে রুদ্রাক্ষের হার,
দোলে গলে অনিবার !
কটিদেশে বাগছাল দেখে ভয় পায় রে ! ।
কেন বাছা দিলি দেখা এ বেশে আমায় রে ? ॥

যে উমা ভুইত সদা চাকু বিছানায় রে ! ।
এবে সেই স্বর্ণ দেহ লুঠি'ছে ধুলায় রে ! ॥
যে উমা প্রাসাদ'পরি,
নিবাসিত শোভা করি',
এবে কি না রহে বাছা তরুর তলায় রে ! ।
কেন বাছা দিলি দেখা এ বেশে আমায় রে ? ॥

এরূপে মেনকা বিলাপে কত ।
কি ক'ব আমি সে যাতনা যত ॥
কতু ভূমে পড়ি' গড়ায়ে যায় ।
কতু করাঘাত করে মাথায় ॥
কতু বসে, কতু সবেগে ধায় ।
কতু আঁখি মুদে, কখন চায় ॥
কতু হুবে ছিঁড়ে কবরী-পাশ ।
কতু যন ফেলে অনল খাস ॥
কতু বলে মুখে 'হা উমে !' বানী ।
এইরূপে কত বিলাপে রানী ॥

মেনকা ও দাসীর কথোপকথন ।

হেন কালে দাসী, নিকটেতে আসি'
নিরাধি' রাণীর হৃৎ ।

গাশে হাত দিয়া, রহিল চাহিয়া,
বলে,—হেরে ফাটে বুক ॥
রাজার কামিনী, কেন বিবাদিনী,
এ কি চোখে দেখা যায় ।
কি হেতু ভুতলে, পাতিয়া জাচলে,
শুয়ে কর হায় হায় ॥”
বসনে তখন, মুছিয়ে বদন,
ধুইয়া নীতল জলে ।
পাখা নাড়ি' দীরে জুড়ায় শরীরে,
শেষে মূঢ় ভাষে বলে —
“ওগো রাজরাণি ! আকুলিত প্রাণী
কি হেতু তোমার হ'ল ।
কেন হেন বেশ, বল সবিশেষ,
সুখাই আমারে বল ॥
ভূপ কি তোমায়, কঠোর কথায়,
দিয়াছেন মনোজালা ? ।
অথবা কি তরে, পড়ি' ধরা'পরে,
কহ মোরে, রাজবালা ? ॥”
মেনকা তখন, মুছিয়া নয়ন,
কহিলেন ধীর ভাষে —
“ভদ্র, ওরে দাসি ! উমা কালি আসি',
অপনে আমার পাশে ॥
কহিল কাঁদিয়া, বিষরে রে হিয়া,
তা'র কথা মনে হ'লে ।
নাহি সেই রূপ, হ'য়েছে বিরূপ,
সদা ভাসে আঁধি-জলে ॥
'হায়, গো জননি ! পাষণ-রসণী,
কি কঠিন প্রাণী তোর ।
ভুলেও কখন নাহি দরশন,
যতেক বাতনা মোর ॥
বারো মাস প্রায়, যায় যায় যায়,
তবু না করহ খোঁজ ।
দেখে তোর ভাব সন্ডানে অভাব
হইতেছে ভাব রোজ ॥’
এইরূপ কত দেখিয়াছি যত
শয়নে স্বপনে কা'ল ।

এক এক ক'রে কহিতে বিদরে,
বুকে বেঁধে শোক-শাল ॥
প্রিয় অহুচরি ! যা রে স্তব্রা করি',
যথা ব'সে মহারাজ ।
বলু গিয়ে তাঁ'রে, মেনকা তোমারে,
ডাকি'ছে ক'র না ব্যাজ ॥”
রাণী এত বলি', পড়িলেন ঢলি',
ধাইয়া চলিল দাসী ।
রাজ-সভালয়, যথা হিমালয়,
উপনীত তথা আসি' ॥
কহিল রাজায়,— “ডাকেন তোমায়,
স্তব্রা করি' মহারাণী ।
করিলে গউণ, হইবেন খুন,
তাজিবেন শোকে প্রাণী ॥”

—

অন্তঃপুর—প্রাঙ্গন ।

দাসী সহ রাজার প্রবেশ ।

এত শুনি' দাসীমুখে ধেয়ে হিমালয় ।
সভা ভাঙ্গি' চলিলেন রাণীর আশ্রয় ॥
কি ক'ব গতির কথা গায়ের বসন ।
স্বক্লান্তম উড়িতেছে যেন রে পবন ॥
নিরখি' রাজার গতি সরমে হারিয়া ।
টানিয়া রাখি'ছে ভূপে বসন ধরিয়া ॥
দেখিলা আকুলা রাণী, হাহাকার মুখে ।
যন যন শ্বাস-পাত, করাঘাত বুকে ॥
অপে উঠে, অগ্নে বসে, অগ্নে রড়ে ধায় ।
কভু ধরা-ধূলি মাখি' ভুতলে গড়ায় ॥

—

রাণীর প্রতি রাজার উক্তি ।

বাও যাও, মহারাজ ! লাজ কি হে পায় না ।
নামের মতন কাজ এখনো কি যায় না ॥
চিরকাল রাজকাজ বিনা মন রয় না ।
আছে কি মেয়েটা ম'লো, খোঁজ তা'র হয় না ॥

দিয়েছ শিবের করে, ভাঙ বই ধায় না ।
 চিরকাল ছাই মাখে, চুয়া পানে চায় না ॥
 সাপুড়ে ডমরু বিনা বাজনা বাজায় না ।
 ববম্ ববম্ বম্ ব্যতীত চৈচায় না ॥
 পরনে বাষের ছাল সাত দিনে নায় না ।
 হা হা করি' হেসে উঠে যদি হেরে আয়না ॥
 দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা মাগে, ভাল খেতে পায় না ।
 ভ্রমেও শ্রাশান ত্যজি' ভাল পথে ধায় না ॥

গিরিরাজপ্রতি মেনকার উক্তি ।

দেখে হেন বর, দিগন্তর হর,
 তবু দিলে মেয়ে ত'য় হে ত'য় ।
 সোণার উমারে, ভাসা'লে পাথারে,
 হেরে বুক ফেটে যায় হে যায় ! ॥
 বিরূপাক্ষ কাছে, কিরূপে না আছে,
 হেরিবারে মন চায় হে চায় ।
 আনিয়ে উমার, বাঁচাও আমার,
 নতুবা জীবন যায় হে যায় ! ॥
 গত নিশাঘোষে, স্বপনের ভোগে,
 দেখিয়াছি আমি তা'য় হে তা'য় ।
 হ'য়েছে মলিন, হেম-দেহ ক্ষীণ,
 কি ক'ব সে কথা, হায় হে হায় ! ॥
 নাহিকো সে রূপ, হ'য়েছে যে রূপ,
 সেরূপ কহিব কা'য় হে কা'য় ।
 অশনের আশে, আসি' মোর পাশে,
 হাত পেতে ভিক্ চায় হে চায় ॥
 আহা, মহারাজ, উমার এ কাজ,
 নেহারি' কাঁদিবু, হায় হে হায় ! ॥
 সবে এক মেয়ে, নাহি দেখে চেয়ে,
 মম প্রাণ কেটে যায় হে যায় ! ॥
 তুমি ত পাষাণ, নাহি গায়ে সান,
 কি কঠিন প্রাণ, হায় হে হায় ! ॥
 আমি জেতে নারী, তাই যেতে নারি,
 নৈলে আনিতাম তা'য় হে তা'য় ॥

যদি চাও মোরে, আন তুরা ক'রে,
 নহে পড়ি' তব পায় হে পায় ।
 বিহনে সে তারা, হ'ব প্রাণহারী,
 ছাড়িব এ পোড়া কায় হে কায় ॥

রাজার উক্তি ।

ভনিয়া রানীর বাণী খেদে হিমালয় ।
 দুহিতা বিরহে হ'ল বিষাদ হৃদয় ॥
 কে বলে পাষাণ গিরি দয়া নাহি হয় ? ।
 বাহিক পাষাণ বটে অন্তরে তা' নয় ॥
 কাঁদিলো, তুষার-ছলে নয়ন-আসার ।
 ঝর ঝর স্বরে করি' পড়ে চারি দার ॥
 কতক্ষণে মেনকারে কহিলা রাজনু —
 “উঠ প্রিয়ে ! ধরা ত্যজি' ধরহ বচন ॥
 আনিব প্রাণের উমা ভাবনা কি তা'র ।
 উঠ ধরাধর-প্রিয়ে, মুছ বারিধার ॥
 যা'র তরে এত দুখ, আনিয়া তাহার ।
 এখনি করিব হুণী, প্রেয়সি ! তোমা'য় ॥”
 এত কহি' নগপতি করিয়া উদ্যোগ ।
 সাজিলা স্বর্ণন সহ দেখি' শুভযোগ ॥

গিরিরাজের কৈলাস-যাত্রা ।

মহীধর মহীপাল মলিচা' দলে ।
 চলিলেন সহরিনে কৈলাস অচলে ॥
 যত দাস দাসী চলে সোণার থালায় ।
 সাজা'য়ে মিষ্টান্ন নানা বিবিধ খোভায় ॥
 কেহ বা মধুর ফলে পূরি' ফলাধার ।
 দুর্গা ব'লে স্মিতমুখে হ'ল আগুসার ॥
 দধি ক্ষীরে ভরি' কেহ রজত কলস ।
 চলিল ঈশান মুখে ত্যজিয়া অলস ॥
 কত নারী সারি সারি কুলসাজি করে ।
 চলিল হরিষচিত্তে মহাস অধরে ॥
 পান গুয়া জায়ফল কেহ ল'য়ে চলে ।
 কেহ খেলা ল'য়ে চলে রজত অচলে ॥

ভারবাহী চলে বহি' বসনের ভার ।
 এইরূপ কত ঘট। কি কহিব আর ॥
 শুভদায়িনীয়ে গিরি আনিবারে যান ।
 চারি ধারে শুভদৃশ্য দেখিবারে পান ॥
 শব শিবা বাম পাশে রমণীনিকর ।
 পূর্ণকুন্ত কক্ষে করি' শোভে নিরন্তর ॥
 'তা' সবার পাশে আসি' শিবাপরিকরে ।
 শিবা আসিবেন বলি' শিব রব করে ॥
 তুলিয়া দক্ষিণ কর দক্ষিণ বিভাগে ।
 দ্বিজকুল স্বস্তি বাণী কহে অমুরাগে ॥
 ভূপের মঞ্চল তরে সরে যৌনদল ।
 শির তুলি' সন্তরি'ছে বিলোকিয়া জল ॥
 এইরূপ কত শুভ দেখিলা রাজন ।
 পলকে পুরিল বপু, সানন্দিত মন ॥
 ক্রমে ক্রমে চলি' পরে দেখিলা কৈলাস ।
 অন্তরে বাড়িল আরো বিমল উল্লাস ॥

কৈলাস বর্ণন ।

আহা, সে অচল কিবা, শিরে ধরি' শিব শিবা
 রাজি'ছে রজনী দ্বিবা, চারু সুধাময় রে ।
 নহু মন্দ সমীরণ, প্রবাহি'ছে অমৃৎগণ,
 পরশি' জুড়ায় মন, কায় অস্বী হয় রে ॥
 নানাবিধ ফুল ফল, শোভা করে গিরিতল,
 বায়ুভরে টলমল, অবিরল করি'ছে ।
 ঋগকুল বসি' তা'য়, শিবদুর্গা নাম গায়,
 কহে বা চারু শোভায়, প্রাণ মন হরি'ছে ॥
 গিরির কি গুণ, মরি, অরি সনে খেলে অরি,
 হেয়লেশ নাহি করি', সুখে সবে বিচরে ।
 কবীর ফণার তলে, ভেক বসি' কুতূহলে,
 শিব শিবা নাম বলে, নিরন্তর অন্তরে ॥
 ময়ূর ভূজগগণে, খেলে হরযত মনে,
 নিরাকুল করিগণে, ভ্রমে সহ কেশরী ।
 এইরূপ কত শত, জীবকুল অবিরত,
 মিত্রভাবে সদা রত, বরণিব কি করি' ॥

বিজ় বট তরুগুলি, নভোভাগে শাখা তুলি',
 শোভা পায় কতু তুলি' অনিলের বহনে ।
 দেখায় রূপের ঘট, অপরূপ চারু ছটা,
 একাকী কহিব ক'টা, শেষ নারে কহনে ॥
 তা' সবার তল-মাঝে, সুপবিত্র বেদি মাজে,
 তহুপরি যুখে রাজে, হর বামে ভবানী ।
 নন্দী আদি ভূত প্রেত, হ'য়ে সবে সমবেত,
 বলিতেছে রূপ হেরি, জুড়াই'ছে পরাণী ॥
 দূর হতে এইরূপ, হেরি' মোহিলেন ভূপ,
 উখলিল ভাব-কূপ, আনন্দিত মানসে ।
 মনে শিব শিবা অরি', দাস দাসী সন্তে করি',
 উঠিলা অচল'পরি, উমা যথা নিবসে ॥

ভগবতীর সহিত রাজার কথোপকথন ।

জনকে সম্মুখে হেরি' গাত্ৰোত্থান করি' ।
 বিজলী-লপন সম আইলা শঙ্করী ॥
 বহু দিন পরে হ'ল পিতৃদরশন ।
 মেই হেতু অভিমানে অরিল নয়ন ॥
 কহিলেন মহামায়া বাহার মায়ায় ।
 দ্বিজগত স্রষ্টা ঋতি পুন লয় পায় ॥—
 "মায়া কি শরীরে নাট, পিতা গো তোনার ? ।
 ভুলেও পড়ে না মনে কি দশা আমার ॥
 জননীও নিদারুণা দয়ালেশ নাই ।
 অভাগীরে ভুলে তিনি আছেন সদাই ॥
 ধিক্ সে বিধিরে, যেই বিধি বিধাতার ।
 নিরবধি বাদী উহা কপালে আমার ॥"
 এত বলি' জগদম্বা আনত আননে ।
 রহিলা দাঁড়ায়ে বারি অরি'ছে নয়নে ॥

গিরিরাজের উক্তি ।

কেন, বাছা, করি'ছ রোদন ? ।
 পিতা বল তুলিয়া বদন ॥
 আমি কি মা তুলিবারে পারি ।
 কার্য্য-হেতু আসিবারে নারি ॥

কিন্তু সশা তোরে মনে মনে ।
কি শয়ন অশন ভ্রমণে ॥
মনে মনে চিন্তি গো তোমায় ।
কি তা' ক'ব, কহনে না যায় ॥
তুই মোর একমাত্র মেয়ে ।
কত সুখী তোরে কোলে পেয়ে ॥
অন্ধ যথা পাইলে নয়ন ।
কালা যথা পাইলে শ্রবণ ॥
কত সুখ ভাবে মনে মনে ।
আমিও সেরূপ তোমা ধনে ॥
বিশেষ মনকা তোর প্রতি ।
ও মা উমে! ভালবাসে অতি ॥
কা'ল তোরে দেখিয়ে স্বপনে ।
ব্যাকুলতা হইয়াছে মনে ॥
তাই হেথা পাঠাইল মোরে ।
স্বরা করি' নিয়ে যেতে তোরে ।
গউণ হইলে বাঁচা ভার ।
বধিবে জীবন আপনার ॥

ভগবতীর উক্তি ।

রাজার বচন শুনি' রাজরাজেশ্বরী ।
কহিলা নধুর স্বরে যথা মধুকরী ॥—
“আহা, পিতা! বাঁচিলাম, জুড়াইল মন ।
এত দিনে মোরে কি গো হইল স্মরণ ? ॥
তোমাদের হেরিবারে মনে আশা ছিল ।
এত দিন পরে তাহা পূরণ হইল ॥
যাও তুমি, জননীরে বল গো স্বরায় ।
আসিবে দুখিনী উমা হেরিতে তোমায় ॥
পাছে মাতা ত্যজে প্রাণ, স্বরা করি' যাও ।
আমাদের শুভ বার্তা তাহারে জানাও ॥”
এতক কহিয়া দেবী মহেশ্বরের পাশে ।
আলো করি' রত্নবেদি চলিলা সহাসে ॥
নিরখি' সুগলরূপ প্রেমে হিমালয় ।
গদগদ হইলেন সানন্দ হৃদয় ॥

চলিলেন অদ্ভিনাথ ভাবি' মনে মনে ।
গৃহে বসি' এ যুগলে হেরিব নয়নে ॥

—
কৈলাস পর্বত—বিন্ধ্যবন ।

ভূতগণের আনন্দ ।

পিতৃগৃহে ত্রিলোচনী করিবে গমন ।
শুনি' যক্ষ ভূত দানী সানন্দিত মন ॥
কেহ বলে, “আমি ভাই আমি আগে যা'ব ।”
কেহ বলে, “আমি গিয়ে পেট ভ'রে খা'ব ॥”
আর এক ভূত বলে, “তোর এক মুখ ।
কতই বা খা বি তুই কিবা পা'বি সুখ ॥
দেখ্ কত মুখ মোর গিজিগিজ করে ।
পেটে পিঠে হাতে পায়ে নাকের উপরে ॥
কোসে কোসে লুচি মোণ্ডা হাসিয়া লুঘিব ।
টোকো দই গালে ঢেলে পরাণ তুঘিব ॥”
তা'র কথা শুনে এক সেকালের ভূত ।
দাঁত-ভাঙা ডোঙা-পেট খেতে মজপুত ॥
বলে, “ভাই, আর কিছু খাইতে নারিব ।
যত পা'ব পাকা কলা কেবল খাইব ॥”
আর ভূত বলে, “তোরা বড়ই পেটুক ।
পর-গৃহে যা'বি লাজ নাহি একটুক ॥
কেবল করিস্ তোরা খাই খাই খাই ।
এত যদি খিদে, তবে খানা কেন ছাই ? ॥
আমি ত তোদের মত খা'ব সেখানে ।
কেবল বেড়া'ব ঘরে এখানে ওখানে ॥
কত এক ডুবে ডুবি' নান-সরোবরে ।
ছিঁড়িয়া কমল ফুল গাঁথিয়া স্বকরে ॥
পরিব গলায়, কতু ধবল-শিখরে ।
দাঁড়াইব হাত তুলে এক পা'র ভরে ॥”
এইকপে ভূতদল সানন্দিত প্রাণ ।
কেহ নাচে, কেহ গায়, কেহ দেয় তান ॥
কেহ বাজী করে, কেহ অপরেরে ধরি' ।
ফেলে দেয় প্রাণপণে পাবাণ-উপরি ॥
কি ক'ব একাকী আমি তাহাদের থেলা ।
এক ভূতে রক্ষা নাই পাঁচ ভূতে মেলা ॥

‘হিমালয় পর্বত—রাজভবন ।

গিরিরাজার পুরপ্রবেশ ।

এখানে নগেন্দ্রনাথ, মিনি’ দাস দাসী সাথ,
উপনীত হ’লেন আলয়ে ।

পুঠৈ প্রবেশিল পতি, হেরি’ রানী আভ্যুগতি,
কহিলেন বিষাদ ছন্দে —

“কেন, নাথ, একা এলে, উমারে কি এলে ফেলে,
এই বার প্রাণ বুঝি গেল ।

না দেখি উপায় আর, মরণই হ’ল সার,
হায়, উমা কেন নাহি এল ?”

কাতরা হেরি’ রানীরে, কহে শিখি ধীরে ধীরে,
“কেন, প্রিয়ে, করি’ছ রোদন ? ।

আগিবে হুহিতা তব, পরিহর শোক সব,
শাস্ত কর বিষাদিত মন ॥

যাহা যাহা প্রয়োজন, কর তার আয়োজন,
আর কেন মিছে কাল হর ।

উমা সহ উমাগতি করিবেন শুভগতি,
উঠ উঠ, শোক পরিহর ॥”

এইরূপে পর্বতেশ, কহিলেন সবিশেষ,
পরে দৌছে প্রজুলিত মনে ।

দাস দাসী সহ শিখি, রহিলেন দিবানিশি,
উমা মা’র শুভ আয়োজনে ॥

কৈলাস পর্বত—বটরক্ষতল ।

শিবের নিকট ভগবতীর বিদায়প্রার্থনা ।

“আন্ততঃ ! আন্ত মোরে দাও হে বিদায় ।

দেখিলা স্বেচ্ছা গিতা বলিলা আমায় ॥

যাইব যাইব আমি জনক-ভবন ।

তরা আজ্ঞা দেহ, নাথ ! করি নিবেদন ॥

উড়ু উড়ু করিতেছে পরাণ আমার ।

হেরিবারে স্নেহময় চন্দ্রমুখ মা’র ॥

সহে না বিলম্ব আর যাইব তরায় ।

বাসনা হ’য়েছে বড় হেরিবারে মায় ॥”

শিবানীর বাণী শুনি শশাঙ্কশেখর ।

তুষিয়া কহিলা,—“নতি, ক্ষণেক সম্বর ॥

একা কোথা যা’বে তুমি কিরূপে ভোমায় ।

পাঠাইয়া ভোলানাথ রহিবে কোথায় ॥

মনে নাই দক্ষায়ণে গিয়ে একাকিনী ।

কি দশা ঘটিল তব বল, হে তারিনি ! ॥

পাছে পুন তাই ঘটে মনে ভয় হয় ।

যেও না একেলা, সতি, হইয়ে নিদ্রয় ॥

সঙ্গে যা’ব আমি মুখে বাক্য’য়ে বিবাণ ।

রূষ’পরে বসি’ দৌছে করি’ প্রস্থান ॥”

হর-ভাব শুনি’ সতী হাসিলা হরয়ে ।

উলিল বিজলী যেন আনন্দ সরসে ॥

কহিলেন মহামায়া,—“শুন, পশুপতি ।

বিলম্ব সহে না, নাথ ! চল আশুগতি ॥”

এতক কহিয়া দেবী বসি’ শিব সনে ।

চলিলেন হিমাচলে রুমত বাহনে ॥

বিমল কমল করে কমলবাসিনী ।

চলিলেন দেবী সহ মধুরহাসিনী ॥

শ্রেষ্ঠ-রাগে সরসতী শ্রেষ্ঠ-বীণা করে ।

চলিলা কোন্দি-মাতা সানন্দ অন্তরে ॥

মুখিক বাহনে অগ্রে চলে গভনন ।

শিখিপূজ্যে কার্তিকের করে শরাসন ॥

এইরূপ চাকুরূপে সাজিয়া সকলে ।

আলো করি’ দিগ দশ চলে হিমাচলে ॥

হরপরে হরকুল হরষ মানসে ।

শিব দুর্গা নাম বসি’ ভাসে ভক্তিরসে ॥

আগে আগে ভূত প্রেত চলে পাগে পাগে ।

কেহ জ্বলে অগ্নিজ্বল ইঁ করিয়া গলে ॥

কুড়াইয়া হুলি কেহ আকাশে উড়ায় ।

কুমুড়ার মত কেহ ভূতলে গড়ায় ॥

কাকু গাথে অট্টহাস, কেহ উবে যায় ।

উল্লসকে হেঁটবুণ্ডে কেহ বেগে ধায় ॥

এইরূপে ভূতগণ আগে আগে চলে ।

কতক্ষণে উপনীত হিমালয়চলে ॥

হিমালয় পর্বত—রাজতবন ।

উৎসব ।

চলিলা আনন্দময়ী চিদানন্দ মনে ।
জনকতবনে হাসি' সানন্দিত মনে ॥
দ্বিজগণ মিলি' তথা অগ্রসর হ'য়ে ।
উমাসহ উমানাথে লইলা আলয়ে ॥
সহাসে গণেশে কোলে করিয়া রাজন ।
কুমারের করযুগ করিলা ধারণ ॥
লক্ষ্মী সরস্বতী মুখে সহাস বধনে ।
চলিলা ভূপের সহ অন্তর-সদনে ॥
বাজিল মঙ্গলবাদ্য, পুরিল ভূধর ।
শিব শিবা হেরি' সবে সানন্দ অন্তর ॥

দ্বিজগণ রক্তজবা তুলিয়া হরষে ।
গভীর সোণার অঙ্গে সঘনে বরষে ॥
এইরূপে মহামায়া পশিলা তবনে ।
ধাইয়া আইলা রাণী আনন্দিত মনে ॥
“উমে! কি আইলি বাছা, আয় আয় আয় ।
জুড়া, মা, তাপিত প্রাণ মা ব'লে আমার ॥
তোমা বিনে বহু দুঃখ পেশু এত দিন ।
জল ত্যজি' স্থলে যথা ছটকটে মীন ॥
এবে, মা গো! চাঁদ্রযুগ নিরখি' তোমার ।
তিরোহিত হ'ল যত যাতনা আমার ॥
আয় বাছা, কোলে আয়, জুড়া'ক হৃদয় ।
তোরে পেয়ে আজি মম কত সুখোদয় ॥”
এইরূপে গিরিরাণী গিরিজা পাইয়া ॥
অতুল আনন্দ-নীরে গেলেন ভাসিয়া ॥

সম্পূর্ণ ।

সঙ্গীত-স্বপ্ন ।*

প্রথম সর্গ ।

ভারতসমুদ্র কবিকুলের জননী,
আদিকবি বাম্বীকির রসনাবাসিনী ।
ভারতে ব্যাসের কৃত ভারত-ভারতী,
তোমারি কুণায় তাহা, অগ্নি মা ভারতি !
তোমার কুণায় হয় মূৰ্ত্তি জ্ঞানবান্,
মহাকবি কালিদাস তাহার প্রমাণ ।
মুক-মুখে সরে বাণী, বাণি গো, তোমার
করণী হইলে, ঘুচে জড়তার ভার !
তুমি বা'র রসনায় হও আবির্ভাব,
সার্থক সে জন, তা'র কিসের অভাব ?
সেই হেতু তব কুণা বাচি, খেতকায়ে !
পূরাও বাসনা, মাত, নতি রাজা পায়ে ।

করনে! বাণীর তুমি প্রিয় সহচরী,
তোমারেও ডাকিতেছি, এস দয়া করি' ।
জন্ম-আসনে 'আসি' উপনীত হও,
বর্গিবারে চিত্তরূপ লেখনীরে লও ।
ভেলা চড়ি' ইচ্ছি যেতে সাগরের কূল,
সে হেতু তোমায় ডাকি, হও অনুকূল ।

একদা নিশীথকালে ফাল্গুনের মাসে
শয়নে শয়ান আছি শয়ন-আবাসে ।
নিখুল আকাশ, তা'র চন্দ্র প্রকাশি'ছে,
সরোনিধি-সরে যেন সরোজ ভাসি'ছে ।
বাতায়ন-ছিদ্র দ্বিগে চাঁদের কিরণ
ধীরে ধীরে আসিতেছে ধবল বরণ ।
দক্ষিণ সমীর কিবা বহি' ভুব ভুব,
শীতল করি'ছে দেহ, শ্রান্তি হয় দূর ;
কামিনীকুলের চারু চিত্রর-গৌরব
গোলাপ-চন্দ্রক আদি কুসুম-সৌরভ
মিশি' সে বায়ুর সহ গলিল নাসার,
কড়ই আনন্দ তা'র হ'ল সে নিশায় ।

হই নাই তখনও ঘুমে অচেতন,
দেখিতেছিলাম চেয়ে বাহির-গগন ।—
চলি'ছে জলদজাল অনিল-প্রবাহে,
প্রতিক্ষেপে কতরূপ হইতেছে তাহে ।
কখন শশীরে ঢাকি' আধারি'ছে ধরা,
পুন হয় অন্য রূপ নানা চিত্র করা ।
কভু হয় হয় হস্তী রথ মনোহর,
নিসর্গ চলি'ছে যেন করিতে সমর ।
এইরূপ দেখিতেছি, কতক্ষণ পরে
নিজা 'আসি' বিরাজিল —

ধানিক

উপনীত ৭

বিচিত্র

মমুষ্যে

অমর

নিরখি

অপরূপ

পলকবিহীন ২

নগরের চারি

সীমাবদ্ধ হ'য়ে ৩

মর্মর পাষাণে বাঁধ

বিরাজি'ছে; তত্পরি ৫

সুবর্ণ কলস কক্ষে বারি আনিবারে

মরালগমনে চলে, হীরকের হারে

সাজায়ে কোমল কর্ণ; সে কর্ণে সত্য

বীণা-বিনিমিত্ত ধ্বনি হ'তেছে সঙ্গত ।

ভালে হেমসংগীত হংস-পদিক তাহার

রতনে গচিত হ'য়ে চারু শোভা পায় ।

কমলিনী-ভমে ভামু ভাসুর কিরণ
করিতেছে তাহাদের মুখে ঝিকরণ।
কর্ণ-অলঙ্কার রবি-কিরণে উজ্জ্বল
হইয়ে বিম্বিত করে বন্দনমণ্ডল;
মনোরম নাসিকায় ঢুলি'ছে নোলক
নিরধিয়ে তা'র নেত্রে পড়ে না পলক।
কে জানে কি শিখি দিগে সুগল কপোল
গ'ড়েছেন বিধি, আঁহা, নিখুঁত নিটোল।
প্রকৃতি দিয়াছে তা'র অলঙ্ক-বরণ;
নানী কালের নানীকায় কায়-বরণ।

প্রাণ বাণে কায়-বিনয় উল্লাস-বরণ,
নামিতেছে ধীরে ধীরে সলিল সকাশ।
যত উলে, তত ঢলে তাবিরের পুঁটে
কলসে লাগি'ছে—রব বাহিরি'ছে ফুটে।

আহা, কি মধুর ধনি ঠন্ ঠন্ ঠন্ !
প্রবণ জুড়ায় শুনে—ভুলে যায় মন।
এইরূপে দেব-কুল চিত-বিমোহিনী
অনুপমা মনোরমা শূকমা কামিনী
শোভা করি' চারি দিক নামিতেছে জলে,
পাড়িতেছে প্রতিবিন্দু জলনিরমলে।

দেবদাক্ষ তরুরাজি খাটের উপর
শ্রেণীবদ্ধ হ'য়ে শোভে; নীড়জনিকর
বসিয়া তা'দের শাখে ধনি করে হুখে,
আদরে আদার কেহ দেয় শিক্তমুখে।
কেহ বা প্রফুল্ল মনে ছাড়িতেছে তান,
শুনে প্রাণি দূর হয়, শান্ত হয় প্রাণ।
নবীন হরিত রাগে পাতা চোট বড়,
আবরণ করিয়াছে তরু-কলেবর;
এমনি নিবিড়, তা'র প্রথর দিনেশ
পারে নাই পীয কর কর'তে প্রবেশ।

কাল উপলের যত বিরাজে সরণি,
দেখী বিনাইয়ে যেন হাসি'ছে ধরণী।
পথের দু'পাশে শোভে বকুলের বন,
গায়ে গায়ে ঠেঁকাঠেঁকি নয়নরঞ্জন।
সভাবের সেনাপল যেন দাঁড়াইয়ে,
শাখারূপ বস। তাঁর উচ্চে বাড়াইয়ে।
যে সব গাছের ছায়া পড়েছে রাস্তায়,
যে জন দেশে নি তাহা, শুনিলে সস্তায়।
মাঝে মাঝে ভানুভাতি, মাঝে মাঝে ভায়,
পথিকের বড় সুখ, স্নিগ্ধ করে কায়।
প্রতি কিসলয়-শরে ফুটেছে বজল
হরতি-কবিকা-মাখা বকুলের ফুল;
নাসাছিছে প্রবেশিলে নেচে উঠে প্রাণ,
আ-মরি, বকুল, তোর কি অতুল ভ্রাণ।
ধীরে ধীরে গন্ধহর সেই খানে এসে
চুপি চুপি গন্ধ হরে তঙ্করের বেশে;
দসকা বাতাসে ফের পালাইয়া যায়,
শাখাবানী পাখীগুলি উড়িয়া চোঁচায়;
যেন একতানে তা'রা করে এই গুণ,—
“পালায় পবন চোর, ধর ধর ধর।”

আমাদের দেশে যত ঘেঁসাঘেঁসি হয়,
সে দেশে তেমন নয় দেখি অন্যত্র ।
প্রতি উদ্যানের মাঝে প্রত্যেক ভবন,
মহিষ-অহর-বক্ষে যেন রে চন্দন ।
দ্বিরদ-রদনে গড়া সন্দের দ্বার,
রতনখচিত তা'র, দেখিতে বাহার !
রতন-রচিত কত ছবি সমুজ্জ্বল
ঝকে তা'র, গঙ্গাজলে যেন শতদল ।
প্রতি ভবনের চূড়া মন্দিরের তুল্য,
সোণার চাপরে মোড়া হ'বে বহুশ্রী ।
উড়ি'ছে চূড়ার অগ্রে নেতের নিশান,
জাঁকা আছে তা'র চারু শিবের বিষণ ।
দেখে তাহা ভাবিলাম শৃঙ্গ-চিহ্ন-কেতু,
প্রতি নিকেতন-চূড়ে উড়ি'ছে কি হেতু ?
বোধ হয় ত্রিশূলীর হ'বে এ নগর,
নতুবা বিষণে কেন শোভে প্রতি ষর ?
ফলে তাহা হ'ল বটে, পেছু পরিচয়,
শুন, হে পাঠক, বলি, শুন সে বিষয় !
মন্দিরের চূড়া হ'তে অতীব সুন্দর,
খুলিয়া প'ড়েছে এক তুফান অহর ।
চূড়টির জটা যেন ক্রুরূপে খুলিয়া,
পড়েছে লম্বিত হ'য়ে নিম্নেতে খুলিয়া ।
সোণার জরিতে বড় সূচাক্ষর অক্ষরে,
লেখা আছে এই কথা তাহার উপরে ।—
“শব্দরের পুরী এই আনন্দ-আকর,
সঙ্গীতচর্চার হেতু 'সঙ্গীত নগর'
এই আখ্যা দিরাছেন এরে ত্রিলোচন,
প্রতি গৃহে হয় রোজ সঙ্গীত সাধন ।”

দেখিলাম তা'র পর গৃহ-চারিপাশে,
মনোহর কলেশর উদ্যান প্রকাশে ।
সকল সঙ্গ পঞ্চগুলি পাথরেতে মোড়া,
সেখানে রজতে মোড়া যেখানেতে ঘোড়া ।
পথের দু'পাশে হেম-নিরসিত খুঁটি,
বিরাঞ্জি'ছে, আভ্যুপগুণ বাতিবা'ছে ছুটি ।
তাহাদের শিরে ছলি' সোণার শিকল,
কণ্ঠমালা সম শোভে অতীব উজ্জল ।

প্রতি মোড়ে দুটি ক'রে মার্বেল পাথর-
বিরচিত ধাম শোভে উজ্জ্বলবর ।
লতা যথা ঘুরে ঘুরে উঠে তরুকার,
হেমাঙ্করে এইরূপ লেখা আছে তা'র ;—
“পুত্র-শোক নিবারিতে দয়াগু বিধাতা
বজ্রিলেন মহারত্ন সঙ্গীতের পাথা ।
শোক-আকর্ষণী শক্তি সঙ্গীতে যেমন,
ত্রিভুবনে আর কিমে আছে রে তেমন ?
শক্ত শোহা গ'লে বায় বেরূপ অনলে,
সুতশোক লয় তথা সঙ্গীতের বলে ।
অতএব এস সব করিয়ে যতন,
জয়যাত্রা গারে রাখি সঙ্গীত-রতন ।
যদি কহু পুত্র-শোক মনে পেতে হয়,
সঙ্গীতে সহায় ক'রে করিব হে জয় ।”
ঘুরে ঘুরে পড়ি নাম আলেক্ষার হারে,
ভক্ত যথা প্রদক্ষিণ করে দেবতারে ।

দেখিলাম অবিন্দুরে বিচিত্র গঠন,
কোহার হু'টিতে হয় সলিল-আবণ ;
তলায় দুইটি কুণ্ড অতি মনোহর,
কোহারার বারি তা'র পড়ে বর বর ।
প্রকৃতি পাইয়ে যেন নিরতিত স্থান,
বাজায় সুরবী বীণা করি'ছে গান ।
হীরাখণ্ডসম পয় পড়ি'ছে অরিয়ে,
রবি-করে ক্ষুদ্র কার উজ্জ্বল করিয়ে ।
অনন্ত বিস্তৃত বৃষ্টি ধরণীর ভারে
হইয়ে সধোনে দীর্ঘ মুহূর্ত্তার হারে
ফেলি'ছে ছুড়িয়ে উঠে পৃথিবী বিদারি,
পড়ি'ছে কুণ্ডের জলে বর বর করি' ।
কোহার হু'টির মাঝে পাষাণনির্মিত,
গোলাকার বেদি এক আছে হুশোভিত ।
কৃষ্ণাঙ্করে লেখা আছে এই কথা তা'র,
(ভ্রমরনিকর যেন কমলের গায় ;)
“কোহারার বরি' জল ছাড়িতেছে তান,
এস, ব'সে এই খানে করি' বিভূ-গান ।”
সহসা এমন কালে করি' গরজন,
বাজিল বিষণ এক ভেদিয়ে গগন ।

তেমন আবার কভু শুনি নে কোথায়,
কাঁপিল ছব্বর তাহে, কি ক'ব কথায় !
নীরবে বসিয়ে শাখে ছিল পঙ্কিকুল,
শুনি' সে নিনাদ সব হইল আকুল ;
একত্রে মিলিয়ে সবে চকিত-কজন
করিতে লাগিল, তাহে পুরিল গগন ।
হইল তুহল শব্দ দুই রবে মিশে,
শুনে লাগে কাণে তাল, চোকে লাগে দিশে ।
হইল বিবাণ ক্ষান্ত ; যেন শরৎের
জলধর পরজিয়ে মৌনী হয় কের ।

যেমন ধামিল উহা,—অমনি আবার
বাজিল বাদিত্ররাজি, যেন জলধার
জলধর হ'তে করে মধুর নিকণে,
শুনিয়ে তখনি নিদ্রা প্রবেশে নয়নে ।
শুনিলাম প্রতি গৃহে একতানে সবে,
ধ্বনিত করি'ছে ধাম তুর্গাকের রবে ।
কোথাও শুনি নে পূর্বে তেমন বাদন,
দূরে থাক্ নর, মোহে পালাগেরো মন ।
এ দেশের রামুকের মত তা'রা নয়,
কাল, কটা, বেটে, কঁজো, দীর্ঘ অতিশয় ;
এ দেশের মত ভুঁড়ি তাহাদের নাই,
তোলোপারাম্ব নর, হাসি'ছে সদাই ;
সরল, প্রসন্ন আঁধি, হাসি হাসি মুখ,
দেখে বোধ হয়, সদা সন্তোষি'ছে হৃৎ ;
সবল, মঞ্জুল, দীপ্ত সকলের কায়া,
মানুষের মত ভূমে নাহি পড়ে ছায়া ।
আমাদের দেশে বা'রা রূপের পরবে
মাতিয়ে তুর্গের তুল্য জ্ঞান করে সবে ;
যদি তা'রা তাহাদের করে বিলোকন,
লজ্জায় গরল ভণি' ত্যজিবে জীবন ।

পুনরায় শুনিলাম বাদ্যনাদ-সনে
বামাকর্ষ-বিনির্গত সঙ্গীত-সননে ।
যেন মুদ্রবকারী অনিলে মিশিয়ে,
বিহ্বল ধ্বনি যায় আকাশে ভাসিয়ে ।
এমনি গাহি'ছে তা'রা চিন্তাবিনোদন
নীতাবলী, শুনে হয় শোকাপনোদন ।

মাঝে মাঝে কোন নারী ছাড়িতেছে তান,
নিমেবেতে শ্রোতাধের কাড়িতেছে প্রাণ ।
শুনে সে সঙ্গীতধ্বনি চলিত পবন,
নীরবে অচল হ'য়ে জুড়ায় শ্রবণ ;
হৃদপ্রিয় মৃগকুল শিশু সঙ্গে করি',
নির্ভয়ে শুনিতে যায় সঙ্গীত-লহরী ;
শাখাখণ্ড সম শৃঙ্গ উঁচুতে তুলিয়ে,
রহে তথা ; পাখীকুল সঙ্গীতে তুলিয়ে
শাখা বোধে বসে তা'র ; যেন মৃগগণ
মুকুটমালায় করি' শৃঙ্গ স্তম্ভোভন,
নাচিতে বাসনা করে, হেন বোধ হয় ;
সাধাস্ সঙ্গীত তুই হৃৎ-হৃদাময় !

পুন শুনিলাম, আহা, অতি হুমধুর
বাজি'ছে কামিনী-পদে কনক ঘুংঘুর ;
বাজনার তালে-তালে ধ্বনি'ছে চরণ,
সলিলে লোহিত পদ্ম ধ্বলি'ছে যেমন ।
কম্ কম্ কুম্ কুম্ কমক্ কমক্ ;
শুনে রসিকের মনে লাগে রে চমক !
বাঁহ, নৃত্য, গীতনাচ একত্রে জুটিল,
গৃহে যেন মধুরবী তরঙ্গ উঠিল ;
সংযোগীর হৃৎকুল জ্বরে ফুটিল ;
মৃতপ্রায় বিয়োগীর জীবন টুটিল ;
বায়ুসনে সঙ্গীতের নিনাদ ছুটিল ;
মোহিয়ে সবার মন নিমেষে লুপ্তি ।
সঙ্গীতে যা'দের মন সবাই কাতিল,
শুনে তা'রা জ্ঞানহারা, বলে 'কি ঘটিল ?'
সঙ্গীত-বিয়োগী যেই, কি হৃৎ তাহার ?
ধিক্ তা'রে, দ্বাও কোরে পৃথিবীর পার ।

আবার বাজিল সেই পঙ্কীর বিবাণ,
অমনি ধামিল সব সঙ্গীত-বিধান ;
হরি-গরজন শুনি' বধা মৃগগণ
আপন আপন স্বর করয় গোপন ।
নীরব হইল বত সঙ্গীত-ভবন,
কেবল গাছের ডালে-ডাকে পাখীপণ ।

চলিলাম সেই দিকে দূরিত গমন,
করিল বিবাণ যেই দিকে গরজন,

দেখিলাম দূর হ'তে খেঁজ অলম্বর-
 সন্দেশ শোভি'ছে এক উচ্চ গিরিবর ।
 বাড়িয়া উঠিল মনে নব কোহুহল,—
 দেখিবারে দৃষ্টি-পথ-শোভিত অচল ;
 ক্ষুণ্ণপথে চলিতেছি, এমন সময়
 জনেক পুরুষ যেন তপ্তহেমময়
 আসিয়ে সম্মুখে মম মধুর বচনে
 কহিলেন,—“কোথা যাও ধাবিত গমনে ?
 আশা বুঝি সঙ্গীতাত্তি'পরে চড়িবারে ?
 কি সাধা যে মর্ত্যবাসী নরে উহা পারে ?
 জ্বাড়া, পান্ড, এ বাসনা কৃষ্ণে যাও ফিরে !
 সাধু সঙ্গ লভ যদি উঠিবে অচিরে
 পবিত্র গিরির ওই মনোহর কার,
 নতুবা বিফল, সত্য কহিমু তোমায় ।”
 হৃদয়ভেদিনী বানী শুনিয়া তঁাহার,
 ফিরিলাম মনে বহি' নিরানন্দ-ভার ।

দ্বিতীয় সর্গ ।

আ-মরি, স্বপন, তব বিচিত্র প্রভাব !
 ঐশ্বর্যালিকের মত ধর কত ভাব ।
 কখন দেখি নি বাহা, দেখাও তাহার,
 কতু বাই নাই যেথা, পাঠাও সেখায় ।
 এ জগতে তুমি, স্বপ্ন, সুখের আধার,
 সধা কর নব নব সুখের সঞ্চার ।
 নিমেষে প্রদান কর আনন্দ অতুল,
 ভাই বলি কেউ নাই তব সমতুল ।
 এক স্থানে নাহি রাখ কাহারে কখন,
 পথিকের মত সবে করিও ভ্রমণ ।
 এই ত ছিলাম আমি 'সঙ্গীত-নগরে',
 বাইতেছিলাম পুন মহীধর'পরে ;
 কেন্ কি না তড়িতের মতন আমার
 হেথায় আনিলে, স্বপ্ন, সাবাসু তোমায় !
 'দেখিলাম, হে পাঠক, করহ প্রবণ,
 'দেখ'প বিচিত্র কাণ্ড দেখা'লে স্বপন !

সচ্ছন্দা নদী এক মধুরনাদিনী
 বহি'ছে মহুল স্রোতে গজু প্রবাহিনী ;
 সুধার সমান বারি অতীব সুতার,
 রমনায় দিলে হয় সুখের সঞ্চার ।
 কখন কমলাবলী ফুটরাছে জলে,—
 অথরে ধরিয়া তৃপ্তিকর পরিমলে ;
 প্রকৃতি হাসি'ছে যেন ঝরিতেছে সুধা,
 হেরে ভাবুকের ঘোচে নয়নের সুধা ।
 মধুরবী মধুকর করি' ওন ওন✓
 বাসি' তার মধু খায় রসিক নিপুণ ;
 লোলুপ সমীর পুন আসব-আশায়
 ঝড় বহি' ভ্রমরেরে দূরেতে ভাড়ায় ;
 অনিলের তেজে যত নলিনীনিকর
 একে একে ডুবে যায় সলিল ভিতর ;
 হ্রস্ব বায়ুর ভয়ে যেন রে সকলে
 লুকাইতে ভাড়াভাড়ি ভুবিতেছে জলে ।
 মধুপানে সমীরণ হইয়া হতাল,
 চলি' যায় বহু দূর ছাড়িয়া নিখাস ।

সমীর হইলে জ্ঞাত তখনি আবার,
 হেসে হেসে ভেসে উঠে কমলের হার ।

পুনরায় দিবাকর প্রথর কিরণ
 কমল কোমল মুখে করি' বরিষণ,
 শোবে মধু সারাদিন হইয়ে নিবন,
 ইন্দু কি রবির, ছি ছি, পাষণ ছবন !
 হুবলার প্রতি দয়া হয় না উদয়,
 অবলার নাহি কেউ, তাই এত সয় ।

তটিনীর এক পারে শোভি'ছে পুলিন
 রক্ত-সিকতাময় ; বিষদ তলিন
 পেতেছে প্রকৃতি যেন শয়নের আশে,
 দেখি' তাহা ভাবুকের কত ভার আসে ।
 অন্য পারে অদ উঁচু পাড় শোভা পায়,
 সমীরজনিত চেউ লাগি'ছে তাহার ;
 নদী যেন নিজ দেহ বাড়ি'বার তরে,
 ঠেলিয়া দিতেছে পাড় তরঙ্গের করে ।
 লহরী-আবাত, তার সলিলের টান,
 ভাতি'ছে পাড়ের ধনু হ'য়ে শতধান ;

ব্যপিত হইয়ে যেন নদীর জালায়
ঢেলা মেরে পাড় ফের পেছুতে পালায় ।

পাড়ের উপরে নানা পাখলের কল
বিরাজে শাখায় ধরি' চারু ফুল, কল ;
হেলিয়ে-প'ড়েছে ডাল জলের উপর,
বিচিত্র সে দৃশ্য ভাবগ্রাহী মনোহর !
শাখাচ্যুত বিকসিত কুহুমনিচয়
টুপ্ টাপ্ পড়ে জলে মুহূঁরব হয় ;
দেখে তাহা বোধ হয়, নদী অবিরল
তীরবাসী তরুণে সেচে শীত জল,
তা'রি কৃতজ্ঞতা বুঝি দেখা'বার তরে,
তরুণ কৌটুহল দেয় নদী-করে ।
অথবা নিদাশে যবে প্রচণ্ড তপন
পোড়াইয়ে তরুণে করে জালাতন,
সাগর তরুর ক্রেশ করি' বিলোকন,
স্বদেহজ্বলিত মেঘে করয়ে প্রেরণ,
ক্ষটিকসমান বর্ণ শীত জলধার
দগ্ধ তরুণের শিরে করিতে আসার ।
আসিয়ে বরষাকালে সাগরপ্রেমিত
ঘনদল গাছে জল ঢালে যথোচিত ।
তাই বুঝি তরুরাজি কৃতজ্ঞতা তা'র
দেখা'বার তরে জলে কেলে ফুলহার ।
সাগরের পাশে নদী করি'ছে গমন
তরুণ ফুল-ভেট করিয়ে বহন ।
উপনীত যবে নদীকূহইবে সাগরে,
'লহ, নাথ, তরুভেট !' বলি দিবে করে ।
তরুণের ধন্য কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন !
শিক্ষা কর, হে মানব, করি' বিলোকন !

এইরূপে নদী-শোভা দেখিতে দেখিতে,
তীরবাসী হ'য়ে আমি লাগিছু চলিতে ।
কত দূরে গিয়ে দেখি অতি মনোহর
সুশোভি'ছে ঘাট এক নদীকূল'পর ;
সুবর্ণ সোপান সারি সাজি'ছে স্তম্ভাশ,
কতু দেখি নাই হেন নয়নাভিরাম ।
হেমবিনির্মিত এক বিচিত্র আসন
জাটের উপরে শোভে উজ্জ্বল বরষ ;

মরকত, হীরা, মণি, চুপি নানাজাতি
চারি পাশে শোভে তা'র প্রকাশিয়ে ভাতি ;
দেখে তাহা বোধ হয়, যেন রে রাধার
সমীচীন গলে দোলে মুকুতার হার ।

গেলাম হরিষ চিতে আসনের কাছে,
দেখিলাম তত্পরি এই লেখা আছে ;—
“পবিত্রসলিলা এই নদী মন্দাকিনী,
প্রবাহি'ছে অবিরত মূলনাদিনী ;
ইহার তটেতে এই ঘাট মনোহর
ব্রহ্মার স্থাপিত ইহা জাত পূর্ণাপর ;
জগত স্বজন কালে যবে পকানন,
শীয় পঞ্চমুখ হ'তে করিলা স্বজন
পকরাগ—চিন্তামোদী অতি অমূল্য
শ্রীরাগ ভৈরব, মেঘ, বসন্ত, পঞ্চম ।
পার্বতী স্বজিলা রাগ নটনারায়ণ ;
বীররসে প্রপূরিত জয়কম্পন ।
পিতামহ ব্রহ্মা পরে উক্ত রাগ ছয়
শিখিলেন হেথা বসি' সানন্দ জয় ;
গান্ধর্ববেশেরে পুন স্বজিলেন পরে,
তপের সঙ্গীত-অঙ্গ রাধি' অভ্যন্তরে ।
নারদ, ভরত ঋষি, গান্ধর্ব তুঙ্গুর,
হুহু, রত্না, এ পাঁচের বিধি হ'য়ে গুরু,—
গান্ধর্ববেশের শিক্ষা লাগিলেন দ্বিতে ;
পঞ্চজনে শিখিলেন সমাহিত ত্রিতে ।
ঋষিহর করিলেন সঙ্গীতশাস্ত্রের
অধ্যাপনা—ছাত্রগণে শিক্ষা দিতে ফের ;
তুঙ্গুর সহিত হুহু হ'য়ে জটমন,
গজেন্দ্র, কণ্ঠে করিলেন সঙ্গীত সাধন ;
নৃত্য শিখিলেন রত্না অতি গমদরে,
অপর অঙ্গরাগণে শিখা'বার তরে ।
এইরূপে পঞ্চজন বিধির সহিত
কৃতবিদ্যা হইলেন সাধিতে সঙ্গীত ।
তা'র পর বেলা যবে নিজ নিজ ধাম,
বিরিক্তসঙ্গীত-তীর্থ রাধি' এর নাম ।
প্রত্যহ প্রাতোষকালে ঋষির প্রধান
নারদ আসিয়ে হেথা করে বিতুগান ।”

পড়ি' তাহা ভাবিলাম, ভাল হ'ল আজ,
সাক্ষাৎ হইবে হেথা এলে ধর্মিরাজ ।
মজ্জার অপেক্ষা হেতু রহিলাম তথা,
চিন্তা-সখীসহ একা কহি' নানা কথা ।
দেখিষু ঘাটের ধারে সপ্ত দেবালয়
রবিকরে বিভাতি'ছে, দেহ স্বর্গময় ।

প্রথম মন্দিরদ্বারে দেখিলাম গিয়ে
সিংহাসনে অধিদেব আছেন বসিয়ে,
লোহিত পাষণে মূর্তি র'য়েছে খোদিত,
প্রভাতে বালার্ক যেন হ'তেছে উদিত ।
মন্দিরের চূড়া শোভে লাল পতাকায,
'ষড়্জ্ঞ অগ্নির কৃত' লেখা আছে তা'র ।

দ্বিতীয় মন্দিরদ্বারে করি'নু বর্জন,
বিরাজি'ছে চতুর্দুগ্ধ ময়ালবাহন ;
ইহা'রো শরীর দীপ্তরক্তশিলাময়,
হংসদেহ সিতশিলা, সর্বচকুদয় ।
মন্দিরের চূড়া শোভে রক্তপতাকায,
'ঋত ব্রহ্মার কৃত' লেখা আছে তা'র ।

দেখিলাম তা'র পর তৃতীয় ভবনে
মনিময় শতদল উজ্জ্বল কিরণে
ফুটিয়ে র'য়েছে ; তা'র দেবী সরস্বতী
বিরাজেন বীণা করে ; করি'নু প্রণতি ।
ধবলপ্রস্তরময় শরীর তাঁহার,
পরিহিত শ্বেতবাস, গলে মুকুতহার ।
মন্দিরের চূড়া শোভে শ্বেতপতাকায,
'গাক্ষার বাণীর কৃত' লেখা আছে তা'র ।

চতুর্থ মন্দিরদ্বারে গিয়ে তা'র পর,
দেখিলাম মহাদেব ধবল ভূধর-
সমান আছেন বসি' রজত মুরতি ;
শ্বেতশিলাময় পাশে আছে বৃষপতি ।
মন্দিরের চূড়া শোভে শ্বেত পতাকায,
'মধ্যম শিবের কৃত' লেখা আছে তা'র ।

পরেতে পঞ্চম গৃহে দেখি'নু লক্ষ্মীরে
পদ্মাসনে বিরাজেন সুবর্ণ শরীরে ;
পল্লিহিত বীজবাস, মুকুট মাথায়,
ভূবনমোহন রূপ অপরূপ তা'র ।

মন্দিরের চূড়া শোভে পীত পতাকায,
'পঞ্চম লক্ষ্মীর কৃত' লেখা আছে তা'র ।
হরহৃত গণপতি ষষ্ঠ নিকেতনে,
চতুর্ভুজে বিরাজেন মুষিক বাহনে ;
রক্তশিলাময় দেহ, বিশদ বদন,
বক্ষিম কুঞ্জরভণ্ড, রজত রদন ।
মন্দিরের চূড়া শোভে চিত্রপতাকায,
'ঐশ্বর্য গণেশকৃত' লেখা আছে তা'র ।

অবশেষে দেখিলাম সপ্তম ভবনে
মণিময় একচক্র রথ আরোহণে
বসিয়া আছেন সূর্য্য, রত্নময় কায়,
অচলা বিজলী যেন খেলি'ছে তাহার ।
শিরে ঋকে রত্নময় কিরীট ভূষণ,
তাহার কিরণে দীপ্ত হ'য়েছে ভবন,
মন্দিরের চূড়া শোভে শ্বেতপতাকায,
'নিষাদ সূর্য্যের কৃত' লেখা আছে তা'র ।

এইরূপে দেখিলাম সপ্ত দেবতার,
সপ্ত গ্রাম জন্মি'য়াছে যাঁদের দ্বারায় ।
পুন্নিদৃষ্ট আসনের কাছে পুনরায়
বসিলাম আমি' এক গাছের তলায় ;
অপরূপ জ্বল তা'র কাঞ্চনের মত,
বাতিরি'ছে তা'র মিষ্ট স্ফুর্ভি নিয়ত ।
অতীব উন্নত তরু সুহরিত কায়া,
বহু দূর ব্যাপি' ভূমে পড়িয়াছে ছায়া ।
শাখায় শাখায় পাতা করি'ছে কুঞ্জন,
অতি মূললিত স্রব প্রবণরঞ্জন !
বসিলাম তলে তা'র বিশ্রামের তরে ;
কাণ জুড়াইল সেই পাতা'দের স্বরে ।
ফুল-পরিমল-মাখা মলয় সমীর
প্রবাহি' করিল মম শীতল শরীর ।
দিনের বিলয় আর প্রদোষ-আশায়,
রহিলাম একা আমি বসিয়ে তথায় ।

কতকণে তেজোময় দীপ্ত দিবাকর
পরিধান করি' বেহে লোহিত অম্বর,
পশ্চিম সাগরে স্নান করিবার তরে,
ক্রমশঃ নামিল তেজোহীন কলেবরে ।

বাঁচিল পদ্মিনী মণ্ডী জুড়াল হৃদয়,
ভানুর পীড়ন এবে হইল বিলয় ;
সুস্থির হইয়ে আর যদিগে নয়ন,
সলিল-শয্যায সুখে করিল শয়ন ।
পশ্চিম আকাশ এবে অলঙ্ক বরণে
রঞ্জিত হইল, যেন লোহিত বসনে
সাজাইল নভস্তল প্রকৃতি সুন্দরী,
আসিয়া বদবে বলি' সন্ধ্যা সহচরী ।

গগনের লাল রঙ মন্দাকিনী-নীরে
এপার ওপার যুড়ে পড়িল অচিরে ;
মনে অনুমান হয় হেরি' সেই নীর,
গোপীরা গুলেছে যেন মণিলে আবীর ;
কিন্তু হেন বোধ হয় স্তম্ভ বুঝি কের
কালীয় এখানে আছে মনে পেয়ে টের,
ডুব দিয়ে নদীগর্ভে চড়ি' তার মাগে,
দমি'ছেন ভুজঙ্গেরে ভীম পদাঘাতে ;
পীড়নে বিচূর্ণ হ'য়ে সাপের শরীর,
বিপুল শোণিতে লাল করিয়াছে নীর ।

স্বজনে মিলিত হ'য়ে বিহঙ্গমদল
ফিরিল নৌড়ের দিকে করি' কল কল ;
যেন রে নীরদ-খণ্ড অনিল হিরোলে,
কোথা হ'তে আসিতেছে, কোথা যায় চোলে ;
অথবা আকাশে যেন কুহুমের হার
সহসা পড়েছে ঝুলে—আহা কি বাহার !
ক্রমে ক্রমে বিবিধ বিহঙ্গ পালে পালে,
পশিল ঘাপিতে নিশি তরুর-ডালে ।

অস্তহিত হ'ল ভানু, সূর্য নাহি হয়,
জগতের এক ভাব হইল বিলয় ;
এখনো সম্পূর্ণ বিশ্ব হয় নাই কালো,
মন্দ মন্দ অন্ধকার, মন্দ মন্দ আলো ।
উজ্জ্বল তারকা এক উদ্ভিল আকাশে,
গোপুলির ডালে যেন হীরক বিকাশে ।
হেরি তা'রে বোধ হয় ছাড়ি' পূর্ব দীপ,
প্রদোষ আসি'ছে যেন হাতে ক'রে দীপ ।
দেখিতে দেখিতে বিশ্ব হইল আধার,
দূরের জিনিষ নাহি দেখা যায় আর ।

শুনিলাম এ হেন সময়ে বহুদূর
হইতে বাজিল এক বীণা সুমধুর ।
চৌদিক নীরব, শুধু বীণার নিকণ
ছাইল পগন-গর্ভ সহ সমীরণ ;
সুধার সুধারা সম শ্রবণ-কুহরে
আসিতে লাগিল উহা প্রাচুর্ভন-ভরে ।
ক্রমে ক্রমে নিকটে আইল বীণানাদ,
মিলিত তাহার হরিনাম গুণবাছ ।
দেখিলাম স্বয়ং এক গীতবিশারদ
আমি' উপনীত তথা, তিনিই নারদ ।
সুপক কদম্ব সম দেহের বরণ,
যজ্ঞসূত্র বাম ঋক্কে অতীব শোভন ;
ভুলসীমালার কণ্ঠ জড়িত হ'য়েছে,
হরিনামাঙ্কিত ছাপা হৃদয়ে র'য়েছে ;
চন্দন-তিলক ভালে, যেন বিরিকির
স্বর্ণকমণ্ডলু মাঝে সুরধুনী-নীর ।
তাত্রবর্ষ জটাজাল—অতীব দীঘল—
লম্বিত হ'য়েছে শির হ'তে ভূমিতল ;
যেন স্বর্ণ সূমেরুর চূড়া-বিনিমিত
নদীকুল প্রবাহি'ছে গৈরিক-মিশ্রিত ।
পাকিয়ে হ'য়েছে শাদা দীর্ঘ ধৌক, শাশ্রু,
তহুপরি আঁধি হ'তে করে প্রেম অশ্রু,
শরতের কাশে যথা শিশিরের হার,
সেইরূপ ঠিক সেই দাড়ির বাহা ।
পরিহৃত পটবাস গৈরিক-রঞ্জিত,
দেহে শোভে নামাবলি হরিনামাঙ্কিত ।
লোলিত হ'য়েছে চক্ষু, ত্রিভাণী উত্তরে
নাভি বিরাজিত লোম সহিত বিহরে ।
ভুনেছিহু ইতিপূর্বে যে বীণার স্বর,
সেই বীণা বাজিতেছে শোভি' স্বধি-কর ।

অগ্রগর হ'য়ে আমি, নারদ-চরণে
প্রবিপাত করিলাম ভক্তির সনে ।
আনন্ধ্য করিল স্বধি 'জয়োন্ত' বলিয়ে,
সুবর্ণ আসনে পয়ে বসিলেন থিয়ে ।
বীণাতত্ত্ব বাধি' সুর যনি-চূড়ামণি,
সারসিঙ্গী, চিত্রাঘোষী, শ্রীরাগ, ত্রিভাণী

প্রভৃতি রাগিণী, রাগে হরিগুণগান
পাহিতে লাগিল মুদি' যুগল নয়ান ।

একে ত নারদ ঋষি সঙ্গীতকুশল,
তাহে পুন বীণা বাজে শোভি' করতল ।
উভয়ে মিলিয়ে শুদ্ধ বিভূগুণগান
করিতে লাগিল, শুনে জুড়াল পরাগ ।
পাখীরাও সে সময় নয়ন মুদিয়ে
নীরব হইল ঈশগানে মন দিয়ে ।
কতক্ষণ পরে ঋষি বীণার সহিত
বিরান-বাসনা করি', নিবারিল গীত ।
'বিরিকি-সঙ্গীত-বাট' নীরব তখন
হইল, চলিল ফিরে ঋষি কুল-ধন ।
জগদীশ-প্রেমভরে অধীর হইয়ে,
বাইতে লাগিল ঋষি চলিয়ে চলিয়ে ;
বাইতে বাইতে মনি বলিল স্বগতে,—
“বাই আজি দেখে আসি মহর্ষি ভরতে ;
নাটক সঙ্গীত রমে তিনি বিচক্ষণ,
দাঁহার কুপায় মর্ত্যবাসী নরগণ
লভেছে নাটক আর সঙ্গীত-রতন,
বাই আজি করে আসি তাঁ'রে দরশন ।”

তৃতীয় সর্গ ।

মন্দাকিনী-তীর হ'তে স্বপন আমার
নিশাকালে ল'য়ে খেল ভরত যথায় ।

দেখিলাম তপোবন শ্রবন-সম
লোচন-আনন্দ কর অতি অনুপম ।
বিশাল পাদপজাল শোভে চারি ধারে
জড়িত করিয়ে অজ গতিকার হারে ;
যেন তরুবরাজি প্রিয়তমা সনে
রজনী বিহার করে আনন্দিত মনে ।
ভামুভাতি-অভিলাষী মহীকুহকুল
আমলকী, বক আর জয়ন্তী, তেঁতুল,
পত্ররূপ ঐশ্বরি সবে মুদেছে এখন,
— ‘রজনী এদের নহে স্থপদরশন ।

পবিত্র অশ্বখ, বট প্রভৃতি পাদপ
শশীর শীতল করে করে ধপ্ ধপ্ ।
শঙ্করের জটাসম কটা জটাজল
ঝুলিয়ে পড়েছে ভূমে বিশাল বিশাল ।
শিমূল লোহিত কুলে শাখা সাজাইয়ে
অপত্র হইয়ে কোথা আছে দাঁড়াইয়ে ।
আরো কত তরু শোভে কলকুলময়,
চিনি নে, আবার তা'র ঘামিনী সময় ।

দেখিলাম মানো নাকো শোভে সরোবর,
শীতল সলিল পূর্ণ, যৌবনের ভর ।
কোন সরোবরে শুধু নিরমল জল
অধীর সমীর-তোড়ে করে ঢল ঢল ;
শশাঙ্কের প্রতিবিম্ব নীল নভ সহ
ভাসিছে সরসী-জলে অতি সুখাবহ ; -
যেন রে দ্বিতীয় শশী, দ্বিতীয় আকাশ
ভাবুকে ভুলা'তে জলে হ'য়েছে প্রকাশ ।

কোন সরে সারি সারি কুমুদিনীকুল
নিশাকর-ভাতি পেয়ে হ'য়েছে প্রফুল ;
যেন অলি-জালাতনে সলিল-শয়নে
আছিল দ্বিধায় সবে মুদিত নয়নে,
নিশায় দুরন্ত অলি নাহি আসে আর,
নিরভয়ে এবে তাই কুমুদিনীহার
হাসি'ছে বিশদ মুখে শোভি' সরোবর ;
সুশীল গগনে যথা তারকানিকর ।

কোন সরে কমলিনী কমল-আসনে,
ঢাকিয়া কোমল অঙ্গ বিশদ বসনে,
নয়ন মুদিয়ে আছে, - যেন দেহ, মন
ভক্তিসহ পিতৃ-পদে করেছে অর্পণ ।

এইরূপ প্রতি সরে শোভা অনুপম
হ'য়েছে কতই, একা বলিতে অক্ষম ।

অবিদূরে দেখিলাম গিয়ে তা'র পর,
'সঙ্গীত-মণ্ডপ' নামে অতি মনোহর
শোভি'ছে কুটির এক তরুণ্ডমাঝে,
দৈত্যদলমাঝে যেন প্রজ্ঞাবিরাজে ।
বিবিধ-সুভিত-রস-অভিষিক্ত জল
শাখারূপ করে করি' শোভে তরুজল ;

মুহূৰ্দ্ধন বহিতেছে শীত সমীরণ,
 আখাতে কুহুমরাজি করে অমুক্ষণ;
 বিচ্যুত কুহুম পুন উটল উপরে
 দলে দলে বহু হ'য়ে অবিরত ধরে;
 পবিত্র কুটীর'গরি ঘেন সুরধন
 স্বর্গজ গ্রন্থাবলী করে বরিষণ ।

বিশাল শালের পাতে কুটীরের ঢাল
 আচ্ছাদিত রহিয়াছে হ'তে বহুকাল;
 তরুভগ্ন পত্র সহ সুরু সুরু ডাল
 মণ্ডপের তিন দিকে হ'য়েছে দেয়াল;
 সুর-নদী-মুক্তিকায় কুটীরের তল
 পরিকৃত রহিয়াছে, অতীত শীতল ।
 কোথা কোথা কুমৌ পড়ি', কোথা কুশাসন;
 কোথাও র'য়েছে পড়ি' কৌণীন বসন;
 কোথাও খুলি'ছে পুত তুলসীর মালা;
 কোথাও পড়িয়ে আছে কুহুমের ডালা;
 কমণ্ডলু কোন খানে র'য়েছে খুলিয়ে
 বিমল সুরমীজল উদরে ধরিয়ে ।
 জলি'ছে ঘূতের এক প্রদীপ উজ্জ্বল,
 হ'য়েছে তাহার দীপ্ত কুটীরের তল ।

কুটীরের দ্বারদেশে করিয়ে গমন,
 দেখিযু ভরত বসি' স্বর্ষকুলধন;
 নারদের মত তাঁ'র সর্প অগ্নয়ব,
 বর্ণ বিভিন্নতা, কিছু বয়স লাঘব;
 তা' বই কিছুরি আর রূপান্তর নাই,
 নারদ, ভরতে ঘেন যমজ দু' ভাই ।
 আলীকাদ লভিবারে ভরত স্বর্ষক,
 করিলাম প্রণিপাত নত করি' শির ।
 সুধীর বচনে আর বিষর বদনে
 আশীষ করিলা মোরে নিরানন্দ মনে ।
 অবাক হ'লেম আমি দেখি তাঁ'র ভাব,
 স্বর্ষক আবার ফের কিসের অভাব ?
 বুঝিতে কারণ তা'র নাহি পারিলাম,
 নীরবে দাঁড়া'য়ে দ্বারে একা রহিলাম ।
 দেখিযু স্বর্ষক কাছে সদীত-পুস্তক,
 নবরসপরিপূর্ণ বিবিধ নাটক

র'য়েছে অনেক, পুন সুবী বাজনা
 বহল রয়েছে সেই কুটীরে সাজনা ।
 নীরব সকল বাধ্য,—কাজে কাজে হ'বে,
 বাধ্যকার বিনি, তিনি বসিয়ে নীরবে ।
 দেখে সে কালের তাব বয় অমৃতব,
 কনি-হৃৎ বাদ্যযন্ত্র বুঝিও নীরব ।

দেখিলাম ভরতের ধানিক অন্তরে
 ভদ্র নামে ছাত্র তাঁ'র 'গীতবহু' করে
 করিয়ে র'য়েছে বসি', নটের প্রদান,
 নাটকনিপুণ আর গীতে জ্ঞানবান ।

দাঁড়াইয়ে আছি তথা—এমন সময়,
 আইলা নারদ মনি প্রফুল্ল হৃদয়;
 সেইরূপ করে বীণা বাজে অবিরাম,
 অন্য কথা নাই মুখে, শুধু হরিনাম ।
 উপনীত হইলেন ভরত-সকাশে;
 ভরত তুমিলা তাঁ'রে সুধার সম্ভাষে ।
 স্বাগত কুশল আদি দীর্ঘে দীর্ঘে ক'য়ে,
 মহর্ষি ভরত রহিলেন মৌনী হ'য়ে ।

ভদ্র নট অকপট ভদ্র আচরণে
 প্রণিপাত করিলেন নারদ চরণে ।
 কহিলেন দেনস্বর্ষি নারদ তাহার,—
 “কহ, বৎস ভদ্র! আমি জিজ্ঞাসি তোমার;—
 কেন আজি ভরতের দেখি হেন বেশ ?
 তুমি আমায় তাহা কহ সবিধে ।”

কহিলেন ভদ্র শুনি' নারদ-বচন;—
 “জিজ্ঞাস গুরুরে নিজে, স্বর্ষকুলধন!
 কি হেতু বিমর্ষ উনি ক'বেন তোমার ।”
 এত কহি' নীরবিলা ভদ্র পুনরাগ ।

ভদ্র-মুখ-বিনির্গত এই ক'টি বাণী
 শুনিযে ভরতপানে চাহি' বীণাপাণি
 হাসি' হাসি' মিষ্টভাবে লাগিলা কহিতে;—
 “মহর্ষি ভরত, কহ, কি ভাবি'ছ চিতে
 মৌনী হ'য়ে ? বল বল ইহার কারণ,
 শুনিতে বাসনা মম করিতেছে মন ।
 আর আর দিনে সুখী নিরধি তোমার,
 আজি কেন বিপরীত, জানাও আমার ?”

নিরানন্দ মনে আর বিষয় বহনে
কহিলা ভরত তবে চাহি' তপোধনে ;—
“দেবর্ষে ! কি ক'ব, সখে, যে হৃৎথে অস্তর
বিষম ঘটনা সহ জলে নিরস্তর !
সকলি তুমি তো জ্ঞান আমার বিবর,
নখদর্পণের মত, মুনি মহাশয় !
‘ব্রহ্মা হ’তে শিখিলাম আমরা ক’জন,
মধুর গান্ধার্ববেদ সঙ্গীতরতন ;
গন্ধর্ব তুমুহ, হত, তুমি, বস্ত্রাপসরী,
চারি জনে গেলে চলি’ অধ্যয়ন সারি’ ।

“এক রথিলাম আমি ইহ নরলোকে,
প্রদীপ্ত করিতে নরে সঙ্গীত-আলোকে ;
প্রাণপণে যত করি’ নাটকাদি কত
রচিলাম, সজ্জিলাম রাগ নানামত ;
এই যে দেখি’ছা স্বধি, বসি’ ভদ্র নট,
প্রথমে নাটক, গীত আমার নিকট
শিখিলেক, তা’র পর আরো কত জন
শিখিল আমার কাছে হ’য়ে স্তম্ভমন ।
প্রভাতের ভানু-ভাতি পৃথিবী উপর,
যেকপে বিস্তৃত হয় ব্যাপি’ দিগন্তর ।
আমাবো সঙ্গীত-রবি-চ্যুত করচয়
সেকপে করিল দীপ্ত ভারত-হৃদয় ।

“বহুকাল পরে, হায়, কাল দূরায়
ভারতে কুদিনরূপ জলদ উদয়
করিয়ে ঢাকিল মম সঙ্গীত-তপন,
বিলয় হইল ক্রমে সঙ্গীত-সাধন ।
দূরচার সেকেন্দর বাদশা ভারতে,
এসেছিল, হায়, সখে, কাঁদা’তে ভরতে ।
তা’ হ’তে হইল মম পশু-পরিভ্রম,
তা’ হ’তে ঘুচিল মম আদর, সম্ভ্রম ।

সেই গীতঘাতী আসি পূজ্য হিন্দুগণে
ছারখার করিলেক অসদাচরণে ;
তাহারি সময় হ’তে বৃত আখ্যাপন,
(সঙ্গীত, নাটক ছিল-বা’দের জীবন)
ক্রমে হীনবল হ’ল, হ’ল পরাধীন,
নাটক সঙ্গীত কাজে হইল বিলীন ।
অতীত প্রেমের ধন সঙ্গীত আমার,
দুরন্ত কালের বশে হ’ল ছারখার !
এখন ভারতে আর নাহিকো তেমন,
পূর্বে হিন্দুদের কালে আছিল যেমন ।
এখন ভারতে কিবা দরিদ্র, কি ভূপ,
সকলেই হইয়াছে বিভব-লোলুপ ;
বেধে শুনে ঘুচে গেল সকল ভরসা,
হায়, কি হইল এই সঙ্গীতের দশা !”
এতেক নারদে কহি’ ভারত ত্যাপস,
নীরব হইলা মুখ করিয়ে বিরল ।

ভরত বিলাপ-বাক্য শুনিয়ে নারদ,
পাইলেন অতিশয় হৃদয়ে দরদ ।
কহিতে লাগিলা মুনি করি’ সম্বোধন ;—
“পরির হৃৎপ, অহে তাপসভূষণ !
আছে সহপায় এক তনু সনিশেষ,
শুনিলে সে কথা তব শোক হ’বে শেষ ;
কিছু দিন গত হ’ল ‘সঙ্গীত নগরে’
গিয়াছিলা দেখিবারে দেব দিগম্বরে ;”
‘সঙ্গীতাত্ত্রি’ শিখরেতে শিবানীর মনে
বিশাল বিষাগ ধুয়ে হসিত আননে
বাজা’তেছিলেন, আমি এমন সময়
গেলাম তথায় হ’য়ে প্রফুল্ল হৃদয় ।
প্রণিপাত করিলাম দোহার চরণে
করুণ ঘোড় করি’ ভক্তিরূক্ত মনে ।

(অসম্পূর্ণ)

হেঁয়ালি অভিনয় ।

বিজ্ঞাপন ।

গত ১২২৯ সালের ৮ই মাঘ তারিখে আমার বীণা রঙ্গভূমিতে এই হেঁয়ালি অভিনয় হইয়াছিল । আমি উল্লিখিত ছয়টি হেঁয়ালি রচনা করিয়া এই অভিনয় করাইয়াছিলাম । দর্শকগণের মধ্যে যাহারা উত্তর দিতে পারিয়াছিলেন, তাহারা উপহার পাইয়াছিলেন । নিম্নলিখিত উক্তরদ্বারা অভিনয়ের পূর্বে নির্দিষ্ট অর্ধ ঘণ্টা সময় মধ্যে নিম্নলিখিত হেঁয়ালির উত্তর দিয়া, অভিনয়াস্তে নিম্নলিখিত উপহার পাইয়াছিলেন ।

দর্শকের টিকিট নম্বর, নাম ও ঠিকানা ।

হেঁয়ালির নম্বর ।

উপহার ।

৮৭ নং । শ্রীযুক্ত বাবু বাবুরাম মাসী,

শিবঠাকুরের গলী—কলিকাতা তৃতীয় ছবি ও কফটার ।

৯০ নং । শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,

শিক্ষক, নিম্নতা স্কুল (২৪ পরগণা) ... প্রথম ও তৃতীয় ছবি ও কফটার ।

১০১ নং । শ্রীযুক্ত বাবু হেমচন্দ্র সরকার,

২০ নং গোপীমোহন বসুর লেন,

বহুবাজার—কলিকাতা দ্বিতীয় ১ম ভাগ গ্রন্থাবলী ।

১১০ নং । শ্রীযুক্ত বাবু রামচন্দ্র সেন,

পটলডাঙ্গা—কলিকাতা দ্বিতীয় ১ম ভাগ গ্রন্থাবলী ।

১১১ নং । শ্রীযুক্ত বাবু গোবিন্দবন্ধু রায়,

৩৯ নং পকাননতলা লেন—কলিকাতা বই প্রণয়পরিণাম ।

১২০ নং । শ্রীযুক্ত মহম্মদ ইমদাদ আলী,

১০৮ নং ওল্ড বৈঠকখানা—কলিকাতা দ্বিতীয় ১ম ভাগ গ্রন্থাবলী ।

৪৩৯ নং । শ্রীযুক্ত বাবু নটরাম মণ্ডল,

ঢাকাপটী—কলিকাতা তৃতীয় ছবি ও কফটার ।

এই রজনীতে “হরধর্মুর্ভঙ্গ” নাটকের অভিনয়াস্তে উল্লিখিত হেঁয়ালির অভিনয় হইয়াছিল । এই সঙ্গকের ছাত্তবিলে (Handbill) যে প্রতিজ্ঞা প্রচারিত হইয়াছিল, তাহা এ স্থলে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল ।

To-day's entertainment will conclude with a grand novelty
never before produced in any Stage !

THEATRICAL REPRESENTATIONS OF RIDDLES.

অদ্য রজনীর কেবল ইহাই যথেষ্ট নহে । আরো সন্ধ্যাংশে নূতন রকমের অভিনয় আছে ;
যাহা এপর্যন্ত কোন রঙ্গভূমিতে প্রদর্শিত হয় নাই ।

হেঁয়ালি অভিনয় ।

এই অভিনয় বাক্যে ও চক্ষুে হইবে ।

FURTHER ATTRACTIONS ! FURTHER ATTRACTIONS ! !

Among the audience those who can solve the
riddles will get prizes varying from

RUPEES ONE HUNDRED IN CASH.

আরো নূতন ! আরো নূতন !

নূতন রকমের উপহার ! নূতন রকমের উপহার ! !

অদ্য রজনীর হেঁয়ালি কয়েকটির উত্তর টিকিটক্রোতা দর্শকমণ্ডলীর মধ্য হইতে যে কেহ দিতে
পারিবেন, তিনিই নিম্নলিখিত উপহার পাইবেন ।

হেঁয়ালির নম্বর ।					উপহারের নাম ।
ছয়টি হেঁয়ালির উত্তরদাতা	১০০ এক শত টাকা নগদ ।
১ম হেঁয়ালি	ঘড়ী ।
২য়	প্রজ্ঞাবলী ১ম ভাগ ।
৩য়	ছবি ও কল্‌কটার ।
৪র্থ	ভূগোলশিক্ষিনী উপগ্রাস ।
৫ম	৫০০ পৃষ্ঠার পকেট কবিতা ।
৬ষ্ঠ	প্রথমপরিণাম উপগ্রাস ।

যদি এক জনের বেশী দর্শকে ৬টি হেঁয়ালির উত্তর দেন, তবে ঐ ১০০ টাকা সমান ভাগে বিভক্ত
করিয়া তাহাদিগকে দেওয়া হইবে ।

হেঁয়ালির উত্তর লিখিবার ক্ষমতা সকলে একটি করিয়া উড়েন পেন্সিল সঙ্গে করিয়া আনিবেন ।
৫ মিনিটের হিসাবে প্রত্যেক হেঁয়ালির উত্তর দিবার সময় দেওয়া যাইবে । রাত্রি ৯টার সময়
সকলকে হেঁয়ালির ছাপা কাগজ দেওয়া যাইবে ; ৯।০ টার সময় উত্তর পত্র ফেরৎ লওয়া হইবে ।
সম্প্রশেষে হেঁয়ালির অভিনয় হইয়া উত্তরদাতাগণকে উপহার দেওয়া যাইবে ।

হেঁয়ালি অভিনয় ।

প্রথম দৃশ্য ।

উদ্যান ।

হেঁয়ালিকার ও উত্তরদাতার প্রবেশ ।

হেঁয়ালিকার । হেঁয়ালিকে ইংরেজিতে কি বলে ?

উত্তরদাতা । আমি ইংরেজি জানি না ।

হেঁ । রিডল্ (Riddle) বলে । আচ্ছা, হেঁয়ালিকে সংস্কৃত ভাষায় কি বলে বল দেখি, তাই ?

উ । প্রহেলিকা ।

হেঁ । আর কি বলে ?

উ । জানি না ।

হেঁ । প্রবল্লী বা প্রবল্লী ও প্রবল্লিকা । তা থাক, তোমার নিকট আশ্চর্য ছয়টি হেঁয়ালি বোলবো । তুমি যদি উত্তর দিতে পার, তোমাকে খুব বাতাসের বোলবো । উত্তর দিতে পারবে ?

উ । পারবো ।

হেঁ । যদি না পার ।

উ । হারবো ।

হেঁ । হারলে পরে ?

উ । কি ?

হেঁ । (সহাস্তে) মারবো ।

উ । আচ্ছা, আগে হেঁয়ালি বল তো ?

হেঁ । বেশ কথা প্রথম হেঁয়ালি এই,—

“দুই অক্ষরের সে বস্তুটি কি ?
সোজা দিকে অতি কোমল, মস্তকে ধারণ
করিলে বড় আনন্দ হয় এবং তিন চক্ষের
উচা অতিশয় প্রিয় ? কিন্তু বিপরীত

দিকে অতি কঠিন, মস্তকে ধারণ করিতে
বড় ভয় হয় এবং দুই চক্ষের অতিশয়
অপ্রিয় ?”

উ । (কিয়ৎক্ষণ ভাবিয়া) তাই তো, কি ফেসাদে
হেঁয়ালি আওড়ালে ? কিছুই যে খুঁজে পাচ্ছি নি ।

হেঁ । খোঁজো খোঁজো ।

উ । পেয়েছি ।

হেঁ । কি ?

উ । ধান ।

হেঁ । (উচ্চহাস্যের সহিত সপরিহাসে) দুব
বোকা !

উ । তবে কি ? তুমিই এর উত্তর বল ।

হেঁ । আমি উত্তর বোলবো না ; উত্তর
দেখাবো ।

উ । উত্তর আবার দেখাবে কি ? উত্তর তো
মুখের কথা ।

হেঁ । আমার হেঁয়ালির উত্তর চোখের দেখা ।

উ । আচ্ছা, তাই দেখাও ।

হেঁ । (ভূতলের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া)
উত্তর দেখাও ।

(সহসা ভূগর্ভ হইতে একটি “জবা” (ফুল)

উদ্ভিত হইল)

উ । (সহাস্তে) এই “জবা” উত্তর,

হেঁ । সত্য মিথ্যা প্রথম হেঁয়ালির সঙ্গে ওলট—
পালট কোরে মিলিয়ে দেখ ।

উ। সোজা দিকে “জবা” এবং উঁচো দিকে
“মজা” । (মানদে) তাই তো, তাই, বড় মজা
তা। খামা হেয়ালি। আর একটা বল।

হে। আচ্ছা, এই বার দ্বিতীয় হেয়ালির
স্বর দাও।

তিনাক্ষরে নাম তার, কক্ষে বাস করে।

ছ পুত্র দেখি তার গর্ভের ভিতরে ॥

সই গর্ভ কাড়ি যদি পুত্রগুলি খাও।

ভোর মধুর সাদ রসনায় পাও ॥

পাক্ষর কৈলে দিলে কলমে অফল।

মোঙ্গুল-মলাঙ্গুল-প্রিয় অবিরল ॥

প্রথম অক্ষর যদি কাড়ি লয় তার।

নি হ'লে সে বস্ত্র হয় অপ্রিয় সবার ॥”

উ। বেদনাম।

হে। আরে ছা!

উ। তবে কি?

হে। উত্তর দেখা দাও।

সহসা ভূগর্ভ হইতে একটি “কমলা” লেবুর
(আবির্ভাব)

উ। এই “কমলা” উত্তর?

হে। হেয়ালির শ্লোকের সঙ্গে মিলিয়ে দেখ।

উ। (তজ্ঞপ করিয়া, সহাসে) আরে বাহবা,
যে!

হে। এই বার তৃতীয় হেয়ালির উত্তর দাও।

তিনাক্ষরে নাম তার, কক্ষে করে বাস।

বস রজনী ছাড়ে নিখাম প্রণাম ॥

থম অক্ষর তার ছেড়ে দাও যদি।

ভকায় জলাশয়, কিন্তু নহে নদী ॥

পার অক্ষর যদি ছাড়, মহাশয়!।

ভকায় জলাশয় তথাপি ও হয় ॥

মৈর অক্ষর তার কৈলে বিসর্জন।

তির সদ্বী তাহে হয় সংবটন ॥”

উ। বড় শক্ত। অন্ধি সন্ধি পাচ্ছি নি।

হে। আচ্ছা, আমিই এর উত্তর দেখাচ্ছি।
উত্তর দেখা দাও।

(সহসা ভূগর্ভ হইতে একটি “জানালা”র
আবির্ভাব)

উ। এই “জানালা” উত্তর?

হে। মিলিয়ে দেখ না।

উ। (তজ্ঞপ করিয়া) সাগন, ভায়া! আচ্ছা
কায়দা! ঠিক সে হে!

হে। এই বার চতুর্থ হেয়ালির উত্তর কর।

“বি অক্ষরে নাম তার, কিন্তু তিন ধার।

উলটি বাড়িলে ঢেকে বহে জলধার ॥”

উ। আমার কণ্ঠ নয়।

হে। আচ্ছা, আমি উত্তর দেখাচ্ছি। উত্তর
দেখা দাও।

(সহসা পটপরিবর্তন শু একটি “নদী” বহমান।)

উ। “নদী” উত্তর?

হে। মোশাও।

উ। তুমি মেলাও।

হে। “নদী”র এ পার এক ধার, ও পার এক
ধার এবং মধ্যে জলধার, এই তিন ধার। আর
উঁচোইয়া দেখিলে “দীন” হয়। দীন অর্থাৎ দরিদ্র।
দরিদ্রের চক্ষে জলধার নই কি পাইবে?

উ। বাহবা! ঠিক ঠিক।

হে। এই বার পঞ্চম হেয়ালির উত্তর দাও।

“চারি বর্ণে নাম তার, খাদো পরিচয়।

প্রথম চতুর্থ গেলে অর্দ্ধ পদ হয় ॥

প্রথম দ্বিতীয় গেলে খায় সকলেনেতে।”

দ্বিতীয় তৃতীয় গেলে খায় যবনেনেতে ॥

উ। আনন্দস।

হে। দূর হাঁকা!

উ। তবে কি?

হে। উত্তর দেখা দাও।

(সহসা ভূগর্ভ হইতে একখানি “পাঁউকটি”র
আবির্ভাব)

উ। (স্বহাস্যে) “পাঁউকটি”?

হেঁ। হুঁহুঁ। মিলিয়ে না পাও তো, আমার
নাক মোলে দিও।

উ। (মিলাইয়া) তাই তো, এটাও ঠিক
হোলো যে।

হেঁ। এই বার শেষ হৈয়ালির উত্তর দাও।
এ হৈয়ালিটাকে দৈত হৈয়ালি বলে।

উ। দৈত কি? দৈত্য?

হেঁ। (সহাত্তে) দূর রাজস! দৈত্য নয়।
দৈত অর্থাৎ দুইটার যোগে যেটা নিষ্পন্ন হয়।

উ। আচ্ছা, কিরূপ তোমার দৈত হৈয়ালি
দেখি?

হেঁ। দেখ।

(সহস্রা পটপরিবর্তন এবং একটি নদী দৃশ্যমান।)

সেই নদীতে একজন রাজক কাপড় কাচি-

তেছে এবং একজন ব্রাহ্মণ মাতীর

কলদী লইয়া জল তুলিতেছেন।

এখন হঠাৎ রাজক ব্রাহ্মণের

কলসী ছুঁইয়া ফেলিল)

“ব্রাহ্মণ। (সরোদে) আরে নীচ!

তুই আমার কুস্ত স্পর্শ করি কেন? দে

কুস্তের মূল্য দে।

রাজক। কেন দেবো?

ব্রাহ্মণ। (সক্রোধে রাজকের ক
ধারণ করিয়া) তবে রে বেলিক ব্যাটা!

রাজক। (যন্ত্রণায় অধীর হইয়া)
ওগো, আমায় মেরে ফেলে গো! কে
আছে গো, এসে আমায় রক্ষা কর।”

উ। ও বাবা! এ আবার তোমার কি দৈত
হৈয়ালি! এ যে গোলোকধার চোদ্দপুরুষ!

হেঁ। উত্তর দেখা দাও।

(সহসা “কুস্তকর্ণের” আবির্ভাব)

উ। (সভয়ে) ও বাবা! এ যে রাবণে;
ভাই “কুস্তকর্ণ”। এই বুঝি তোমার উত্তর?

হেঁ। বুঝতে পার নি?

উ। না।

হেঁ। আচ্ছা, আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি। ব্রাহ্মণে
“কুস্ত” ও রাজকের “কর্ণ”। তা হোলোই হোলো
কুস্ত+কর্ণ=কুস্তকর্ণ।

উ। বা ভাই, বা! বাহবা তোমার দৈত
হৈয়ালি।

[উভয়ের প্রস্থান।

যবনিকাপতন।

দুই শিকারী।

প্রথম অধ্যায়।

এক দেশে দুই ভাই ছিলো। তাঁদের মধ্যে একজন খুব বড় মানুষ আর একজন খুব গরিব। যে ভাই বড় মানুষ, সে সোণারূপোর কারবার কোরো, কিন্তু তাঁর মন বড় কু। আর যে ভাই গরিব, সে কুড়ী বুন, তাই বিক্রী করে কাল কাটা'তো, কিন্তু তাঁর মন বড় সু। গরিব ভাই-টির দু'টি যমজ পুত্র হোয়েছিলো। দু'কোঁটা জল যেমন-সেতে ঠিক এক সমান, তাঁর যমজ ছেলে দু'কোঁটা ঠিক সেইরূপ। যমজ ভাই দু'টি বখন তখন তাঁদের বড় মানুষ-জ্যেষ্ঠার বাড়ীতে যাওয়া আসা কোরো আর এঁটো পাতে শেষ যা'কিছু থাকো, তাই কুড়িয়ে খেয়ে কতই খুসী হোতো। কিন্তু জ্যেষ্ঠা বেটা এমনি ইতর যে, একটি দিনও ছোট ছোট ভাই-পো দু'টিকে ভাল কোরে খেতে দিতো না।

ছেলে দু'টির দরিদ্র পিতা, রোজ রোজ বনের ভিতর গিয়ে কাঠ ভেঙে আনতো। সেই কাঠে তাঁর দী, মোটোয়টি গোছের রহইবাগ কোরে তা'দিলে খাওয়াতো। এক দিন সেই গরিব লোকটি বনের ভিতর কাঠ ভাঙ'চে, এমন সময় গাছের ডালে হঠাৎ একটি পাখী দেখতে পেল। সেই পাখীটি একে তো সোণার, তা'তে আবার দেকের সকল পাখীর চেয়ে সুন্দর। সেই গরিব লোকটি, সেই পাখীটিকে দেখে, ধরবার জন্যে অত্যন্ত ইচ্ছুক হোলো। একটা মাটির ঢেলা তুলে পাখীটিকে ছুঁড়ে মারলো; কিন্তু পাখীটি উড়ে পাল'লো। কেবল ঢেলা লেগে তাঁর একটা সোণার পালক খোসে পোড়'লো। সে সেই পালকটা কুড়িয়ে নিয়ে, মনে মনে ভাবতে লাগলো;—“আমি দাবার কাছে এটা নিয়ে গেলে,

তিনি অক্লিষ্ট টাকা দিয়ে কিনে নেবেন।” এই ভেবে সে বরাবর তাঁর দাবার বাড়ী গেলো। তাঁর দাবা সেই পালকটা নিয়ে, অনেক দূর উল্টে পাল্টে দেখলে;—তাঁর পর কষ্ট পাথরে ঘোষে পত্র খ'কোলে। পরে ঠিক হোলো, পালকটা খুব ভাল সোণার। সে তখন তাঁর ভাইকে বোলে,—“তুমি এই সোণার পালক কোথায় পেলে?” সে বোলে,—“বনে কাট ভাঙতে গিয়ে, একটা ডালে একটি সোণার পাখী দেখতে পাই; খুঁড়ে তা'কে ঢিল ছুঁড়ে মারি; কিন্তু সে উড়ে গেলো; কেবল এই পালকটা তাঁর লাভ পেয়ে খোসে পোড়'লো। এটা সোণার পালক, তাই তোমার কাছে আন'লুম। তুমি এর যথার্থ দাম দিয়ে কিনে নিতে পার।”

বড় মানুষ ভাই গরিব ভাইয়ের কথা শুনে, তাঁকে একশ' টাকা দিলে আর বোলে দিলে, “হ্যাঁ দেখ, ভাই, তুমি আমার এখনি সেই বনে যাও। যদি সেই সোণার পাখীটি মেরে আমাকে এনে দিতে পারো, তা' হোলো তোমাকে আমি এক হাজার টাকা দেবো।” গরিব ভাই, তাঁর সেই কথা শুনে আর পালকের একশ' টাকা নিয়ে বাড়ী গেলো। তাঁর স্বীর হাতে সেই টাকা দিয়ে, তখনি আবার বনে চোলে গেলো। গিয়ে এ দিক ও দিক—এ গাছ সে গাছ খুঁজে পেতে, আবার সেই পাখীটিকে একটা মাঝামাঝি গোছের সেগুন গাছের ডালে ব'সে থাকতে দেখতে পেল। পেয়েই আস্তে আস্তে একটা ঢিল তুলে, তাগ কোরে ছুঁড়ে মারলো। এ বার আর তাগ ফসকালো না; পাখীটি ঢিলের ঘায়ে মাটিতে পোড়ে ছট'ছট' কোরে মোরে গেলো। সে তখন সেই পাখী নিয়ে

আবার তাঁর দাঁড় কান্না গেলো। তাঁর দাদা তাঁকে এক হাজার টাকা দিয়ে পাখীটি কিনে নিলে। গরিব ভাই দু'বারে এক হাজার একশ' টাকা পেয়ে বড় খুসী হোলো, আর মনে মনে ভাবতে লাগলো,—“এত দিনে ভগবান আমার প্রতি মুখ তুলে চাইলেন। আমার ও আমার স্ত্রীপুত্রের কষ্ট দূর হ'বার পথ হোলো। আর আমাকে বুড়ী বুন চুখু পেতে হ'বে না।” সে এই ভাবতে ভাবতে নিজের ঘরে চোলে গেলো।

বড় মানুষ ভাইটে বড় হুঁতু আর চতুর। সে পূর্বের ভনেছিলো যে, সোণার পাখী রেখে গেলে রোজ রোজ অনায়াসে সোণা পাওয়া যায়। ভাই সে তখন সেই মারা পাখীটি নিয়ে বাড়ীর ভিতর গিয়ে তাঁর স্ত্রীকে গোপনে গোপনে বোললে,—“দেখ, তুমি আজ নিজের হাতে পাখীটির মাংস আমাকে রেখে দাও। আমি এর মাংস খেলে, রোজ রোজ সকালে সোণা পাবো।” এই কথা বোলে সে বার-বাড়িতে চোলে গেলো।

তাঁর পর তাঁর স্ত্রী বেস কোরে সেই পাখীর মাংস ছাড়িয়ে ছুড়িয়ে, নিজেই অন্নায়সে তাঁর হাতে আরম্ভ কোরলো। তাতে ভাল ভাল মশা চোলে দিলে। মশার অগ্নকে রান্নাঘর একেবারে ভর হয়ে উঠলো। রাগুনী রাগুনী রাগতে, খানিক পরে কি কাজের জন্তে আর একটা ঘরে গেলো। এমন সময়ে তাঁর দেহের পোষা ছাটি—সেই ঘনজ ভাই ছাটি—বটনা ক্রমে সেই রান্নাঘরে ঢুকলো। রাগুনী তাঁর কিছুই জানতে পারলো না। ডেলে ছাটি রান্নাঘরে ঢুকতেই দেখলে উনোনের উপর মশাগুলির মাংস রান্না হোজো, কিন্তু সেখানে কেউই নাই। তখন ছাটনে পরামর্শ কোরে মাংসের হাঁড়িতে গিয়ে চুপ চুপ খিড়কী খোল দিয়ে পালিয়ে গেলো। খিড়কীর বাইরে একটা ছোট জল ছিলো। তাঁরা দু'জনে তাঁর ভিতর গিয়ে, জেঠার বড় সাধের সোণার পাখীর মাংস ভাগ কোরে খেয়ে ফেললো। খেয়ে পুকের হাতমুখ বুখে, খানিক খানিক জুজুখুখে, নিজেদের বাড়ী

চোলে গেলো। জেঠার বাড়ীর জনমানুষ তা'দিশে দৌড়ে গেলো না।

এ দিকে খানিকক্ষণ পরে তা'দের জেঠাই-মা আবার রান্নাঘরে এলো। এসেই অবাক! খালি উনোন পুখু কোরে জোলচে, মাংসের হাঁড়ি নেই। তখন সে আর কি করে, স্বামীর ভয়ে তাড়াতাড়ি একটা হাঁস মেয়ে, আবার একটা হাঁড়ি কোরে উনোনে চোড়িয়ে দিলে। আর রান্নাঘর থেকে বাইরে গেলো না। যথা সময়ে মাংস তোহিরি হোলো। তাঁর পর ক্রমে ক্রমে সন্ধ্যা হোয়ে এলো। সন্ধ্যা উত্তরে গেলে পর, তাঁর স্বামী আবার বাড়ীর ভিতর গিয়ে তাঁকে বোলে,—“মাংস হোয়েচে কি?” সে বোলে,—“অনেক ক্ষণ।” স্ত্রীর সেই কথা শুনে স্বামীর বড় আনন্দ হোলো। তাঁর পর তাঁর স্ত্রী একখানি ভাল আসন পেতে, রূপোর পেলামে কোরে জল আর কপোর বড় বাটিতে কোরে সোণার পাখীর বদলে হাঁসের মাংস সাজিয়ে দিলে। স্বামী মনের স্বপ্নে পেট নোরে সেই মাংস খেলে, একটু খানি টুকরোও ফেলে না। তাঁর পর হাত মুখ ধুয়ে, পান ডানাক পেতে পেতে, কেবল ভাবতে লাগলো,—“এই বার আমার আর পায় কে? আমি ভর দিনের মধ্যেই কুবের হ'বো। এখন যা'রা আমার চেয়ে বড় মানুষ, কেউ দৌড়ে আমি তা'দের ডিড়িয়ে উঠবো।” এই কথা বোলে, সে শোবার ঘরে গিয়ে গেলো। শুয়েও ঐ সব কথা কেবল ভাবতে লাগলো। ভাবতে ভাবতে ক্রমে তাঁর নিদ্রা এলো। সে ঘুমন্ত অবস্থাতেও ঐ সব কথা কপে ভেবেছিলো কিনা, তা' আমি বোলতে পারি না। বোধ হয় ভেবেছিলো।

ক্রমে ক্রমে রাত পুইয়ে গেলো। পাখীগুলো কিচির মিচির কোরে চার দিকে ডেকে উঠলো। কাজে কাজে তখন সেই আশা-মোহিত লোক-টারও ঘুম ভেঙে গেলো। সে তখন জেগে উঠে, তাড়াতাড়ি মাথার বালিশের নীচে হাত ঢেকে সোণা খুঁজতে লাগলো, কিন্তু সমস্তই ভৌঁতা।

গাই না দেখে, তা'র মনে মনে কেমন এক রকম
বন্দেহ হোলো । বিছানা ওলেট পালোট কোরলে,
ঘরের সমস্ত জিনিষ খেঁটে ঘুঁটে দেখলে, তবুও
কোথাও এক সরষে-ভোর সোণা পেলো না ।
ফাজেট মনটা বড় খারাপ হোয়ে উঠলো, যা'র
পর নাই দুঃখু'ও হোলো । কিন্তু কি আর কোরবে ?
উপায় তো কিছুই নেই । স্ত্রীকে কাছে ডেকে,
সোণা না পা'বার কথা ভেঙে চুরে বোলে । স্ত্রী
উত্তর দিলে,—“তাই তো, কেন এমন হোলো ?
আমি তো তোমার সেই সোণার পাখীই রে'পে,
তোমায় খেতে দিয়েছিলাম । তা' বোধ হয়,
হুমি বা' ভেবেছিগে, তা' সত্যি নয়—গল্পগুজোব ।

“যা' হোক, যা' হ'বার, তা' হোলো, এসব
কথা আর কারো কাছে তুলে না । তা' হোলো,
উঁটে লোকে তোমাকে আর আমাকে পাগল
বোলবে ।” লোকটা কেমন এক রকম; সে স্ত্রীর
কথা শুনেও মনে মনে কত কি ভাবতে লাগলো ।
এই রূপে তিন চার দিন চোলে গেলো, কিন্তু
তা'র ভাবনা আর গেলো না ; বরং এক এক দিনে
এক এক জন বেড়ে উঠতে লাগলো ।

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

এ দিকে যমজ ভাই দু'টির যে কপাল ফিরেচে,
তা' তা'রা বা অল্প কেউই জানতে পারেন না ।
তা'রা দু'জনে বাড়ীতে এসে, খেয়ে দেয়ে বিছা-
নায় গিয়ে ঘুমলো । সকাল বেলা উঠে দেখে,
ঘরের মেজেতে দু'খানা সোণার টুকরো পোড়ে
আছে । তা'রা সেই দু'খানা টুকরো কুড়িয়ে
নিয়ে পরস্পরে বলাবলি কোত্তে লাগলো, “এ
দু'খানা কি, ভাই ? কোথেকে এলো ? কেমন
ঝক্‌ঝক্‌ কোচে দেখো ।” এই রকম আরো কত
কি বোলতে বোলতে তা'দের পিতার কাছে
গেলো । সে তখন ছেলে দু'টির হাত থেকে সেই
দু'খানা টুকরো নিয়ে বেগু কোরে দেখে বুঝতে
পারিল—সোণা । জিজ্ঞাসা কোলে,—“তোরা এ

দু'খানা কোথা পেলি ?” তা'রা বোলে,—“এই
সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে দেখি, এই দু'খানা
ঘরের মেজেতে পোড়ে আছে । আমরা তাড়াতাড়ি
কুড়িয়ে নিয়ে তোমার কছে এলাম । হ্যাঁ, বাবা,
এ দু'খানা কি গা ?” সোণা যে কা'কে বলে, তা'
তা'রা তখনো ভাল কোরে জানতো না । তা'দের
পিতা বোলে,—“এ যে সোণা রে !” তা'রা বোলে,
—“বাবা ! হুমি এই দু'খানা নেও, কিন্তু খাবার না
দিলে দেবো'না ।” তা'দের পিতা এই কথা শুনে
হাসতে লাগলো । তা'র পর তা'দিগে পেট ভোরে
খাবার দিলে । তা'রা খাবার পেয়ে মনের আনন্দে
পিতাকে সোণা দিয়ে, খেতে খেতে খেলা কোত্তে
গেলো । এইরূপে তিন চার দিন গত হোয়ে গেলো ।
প্রত্যহই যমজ ভাই দু'টি সকালবেলা পুরস্কৃত মত
সোণা পেতে লাগলো । রোজ রোজ ছেলেদের
শোণার ঘরের মেজেতে সোণা পাওয়া যায় দেখে,
পিতার মনে হঠাৎ কেমন একটা সন্দেহ হোলো ।
সে চার দিনের দিন মনে মনে ভাবতে লাগলো,—
“কে রোজ রোজ ছেলেদের শোণার ঘরে রাজে
এমনতর সোণার টুকরো ফেলে যায় ? এর কারণ
কি ? কার কাছেই বা এর তদন্ত করি ? যা'
হোক, দাদা সোণার কারবার করেন, তিনি সোণার
দিশে অনেক জানেন, সুতরাং আজ এই টুকরো-
গুলো নিয়ে তা'রই কাছে যাই ; তা' হ'লেই
হয় তো-সমস্ত সন্দেহ মিটে যাবে ।” এইরূপ
ভেবে, সে তা'র কোঠা সহোদরের বাড়ী গেলো ।
দিয়ে, তা'র হাতে সোণার টুকরোগুলো দিবে,
সমস্ত ঘটনা বুঝে বোলে । তা'র দাদা তাই
শুনে, মনে মনে ভাবতে লাগলো,—“আমার ভাই-
পো দু'টোই যে দিন সোণার পাখীর মাংস খেয়ে
গেছে, আর আমার স্ত্রী আমাকে অল্প পাখীর
মাংস খাটিয়েছে । যা' হ'বার তা' হোয়েছে, এখন
তো তা'র আর কোনো উপায় নেই । উপায়
নেই বটে, কিন্তু আমি সহজে ছাড়্‌ছি নে ।
আমি আশা আমি এর শেষ তুলবো । একে তো
আমার এক হাজার একশ' টাকা মিছিমিছি বর-

বাদ হোয়েছে, তা'তে আবার বড় সাধের আশায় ছাই পোড়েছে। আমার প্রাণ্য সোণা আমার ছোট ভেয়ের ছেলে দু'টোর কপালে পোড়লো! এখন দেখি, অল্প দিনের মধ্যেই আমার ছোট ভাই আমার চেয়েও বড় মানুষ হ'বে। তা' আমি সহিতে পারবো না। যা'তে কোরে হোক, ছেলে দু'টোকে এর হাত-ছাড়া কোরে মেরে ফেলতে যাচ্ছি।" সেই দু'রাশা খল এইরূপ ভাবে চিন্তে, তার ছোট ভাইকে বোললে—কুহিন ভয় ও সন্দেহ প্রকাশ কোরে বোললে,—“ভাই তো, এ যে বড় বিষম সমিষো! এ লক্ষণ তো ভাল নয়! আমি শুনেচি, ভূত প্রেতের কুদৃষ্টি হোলেই এই রকম সোণা পাওয়া যায়। তোমার ছেলে দু'টিকে ভূতে পেয়েছে, সুতরাং ওরূপ ছেলে যেরে থাকলে তোমাদের বড় বিপদ ঘটবে—এমন কি, প্রাণ পর্যন্ত হারাতে হ'বে। তুমি নিশ্চয় জেনো, তোমার ছেলে দু'টি এখন মানুষ নয়, ভূত। আজই এদিনে বনে রেখে এসো।”

অগ্রজের এইরূপ ভয়ঙ্কর কথা শুনে, কনিষ্ঠের মনে বড় ভয় ও সন্দেহ হোলো। একে সে লোকটা শাসানিবে, তা'তে আবার কতকটা হানাগোণা, কাজেই ভয় আর সন্দেহ না হোয়ে হয় কি? তখনই সে তাড়াতাড়ি বাড়ীতে এসে স্ত্রীকে কিছু না বোলে, ছেলে দু'টিকে সঙ্গে নিয়ে বনে গেলো। মায়ের প্রাণ, পাছে ছেলে দু'টিকে না ছাড়ি, এই গুরুত্ব সে স্ত্রীকে কিছুই বোলে না। যখন সে পুত্র দু'টিকে সঙ্গে কোরে বনে চোলে গেলো, তখন তার স্ত্রীও তাঁকে কিছু বোলে না, কেন না, সে জানতো যে, পুত্রের তার স্বামী মধ্যে মধ্যে সেই দু'টিকে সঙ্গে নিয়ে বনে কাট ভেঙে আনতে যেতো।

এ দিকে তা'রা তিন জন বাগ বেটায়, গুল একটা বড় বনের ভিতর প্রবেশ কোলো। তখন সেই লোকটি ছেলে দু'টিকে কতক কতক খাবার দিয়ে, একটি গাছতলায় বসিয়ে রেখে বোলে,—“তোরা দু'জনে এইখানে বোসে খাবার খা

আর খেলা কর বা কাট কুড়ো, আমি আরও ভিতর বনে গিয়ে ভাল ভাল শুকনো কাট খুঁজে আনি। দেখি, আর কোথাও বাস নি।” পিতার কথায় তা'রা সম্মত হোলো। পিতা, পুত্র দু'টির মুখচুষন কোরে, সেখান থেকে নিবিড় বনের মধ্যে গিয়ে, অল্প দিক দিয়ে বেরিয়ে চোলে গেলো; কিন্তু তা'র মনের ভিতর কত যে কষ্ট হোতে লাগলো, তা' আর কি বোলবো!—হাজার হোক, পিতা কি না?

এ দিকে ছেলে দু'টি খাবার খেয়ে, কত রকম খেলা বুলো কোতে লাগলো—এখান থেকে, সেখান থেকে ছোট ছোট ডালপালা কুড়িয়ে কুড়িয়ে এক জায়গায় জড় কোরে রাখতে লাগলো। ক্রমে ক্রমে বেলা বোয়ে গেলো, আবার খিদে পেলো। তখন তা'রা পিতাকে খুঁজতে আরম্ভ কোলো। কিন্তু সমস্তই বৃথা আর পণ্ডশ্রম হোয়ে গেলো। দেকে দেকে প্রায় সন্ধ্যা হোয়ে এলো; কাজেই তখন তা'দের মনে বড় ভয় হোতে লাগলো। একে কুপিত, তা'তে আবার বনজন্মদের ভয়ে ভীত, কাজেই আকুল হোয়ে দু'জনে কাঁদতে লাগলো। এমন সময়ে সেই দিক দিয়ে একজন বৃদ্ধ শিকারী, বনে বনে পক্ষিশিকার কোরে, বাড়ী ফিরে যাচ্ছিলো। সে, ছেলে দু'টিকে রোদন কোন্তে দেখ, তাড়াতাড়ি তা'দের কাছে গেলো। তা'রা দেখে তার মনে বড় দয়া হোলো। সে তখন তা'দিগে বোললে,—“আঁহা, কেন তোমরা কাঁদচো? আর কি জন্মেই বা এই ভয়ঙ্কর বনের ভিতর এসেচো?” তা'রা তখন কাঁদতে কাঁদতে বোললে,—“আমরা বাবার সঙ্গে কাঠ ভাঙতে এসেছিলাম। বাবা আমাদের এখানে রেখে ঐ ও দিক পানে কাঠ ভাঙতে গেলো, কিন্তু এখনো আর ফিরে এলো না। আমরা দু'জনে অনেকক্ষণ খুঁজলেম, কিন্তু দেখা পেলেম না।” তখন শিকারী নিজেও এ দিক ওদিক করে খুঁজে দেখলে, কিন্তু কোথাও তা'দের পিতাকে

দেখতে পেলেন না। তখন সে মনে মনে ঠিক কোন্‌দিকে যে, নিশ্চয় কোন হিংস্র জন্তু তা'কে মেরে খেয়েছে। এইরূপ ভেবে, সে, ছেলে হু'টিকে বোললে,—“তোমরা আর কেঁদো না। আমি তোমাদের হু'টি ভাইকে নিজের ছেলের মত লালন পালন করবো। তোমাদের আর কোন ভয় নেই।” এই বোলে সেই শিকারী, যমজ ভাই হু'টিকে নিয়ে বরাবর আপনার বাড়ী গেলো। যখন তা'রা সকলে বাড়ী পৌঁছুলো, তখন সকলো হোয়ে এসেছে।

তৃতীয় অধ্যায় ।

শিকারীর ডেলে মেয়ে কিছুই ছিলো না, সুতরাং সে সেই হু'টিকে পেয়ে বড় খুসী হোলো। তা'র স্ত্রীকে তা'দের বিষয় বিবেচনা করে বুঝিয়ে বলাতে, সেও অতিশয় আশ্চর্যিত হোলো। তা'র পর দ্বীপমাতে মিলে খুব যত্ন তোয়াজ করে যমজ ভাই হু'টিকে অন্ন ব্যঞ্জন ও মাংসের ঝোল খাওয়ালে। খাওয়া দাওয়ার পর সকলে ঘুমুলো। তা'র পর সকাল বেলা শিকারী বিছানা থেকে উঠে দেখে, ঘরের মেজতে হু'টুকরো সোণা পোড়ে আছে। সে সেই হু'খানা কুড়িয়ে নিয়ে পালিত-পুত্র হু'টিকে বোলে,—“এই হু'খানা সোণার টুকরো কি তোমাদের কাপড় চোপড় থেকে খুলে পোড়ে গেছে?” তা'রা বোলে,—“না গো, তা' নয়। আজ নিয়ে পাঁচ দিন হোলো, আমরা যেখানে রাতে শুই, সকালবেলা সেখানে এই রকম হু'খানা টুকরো দেখে পাই, কে যে দেখ বা কোথেকে যে এই টুকরো হু'খানা আসে, তা' আমরা জানি না।” তা'দের মুখে এই রকম কথা শুনে, শিকারী ভাবলে যে, “হয় তো দেই যমজ ছেলে হু'টি খুব মৌভাগ্যবান, পুরুষদের হু'তা'দের ভবিষ্যৎ ভাল কববার জন্তে রোজ রোজ এই হু'খানা সোণার টুকরো দিতে

আরম্ভ করেছেন। তা' ভালই হোলো, আমি এখন থেকে রোজ রোজ সোণা কুড়িয়ে মাটির নীচে নুকিয়ে রেখে দেবো; তা'র পর এরা বড় হোলে, হু'জনে ভাগ করে নেবে।”

অনন্তর শিকারী প্রত্যহই সে দৈবদত্ত সোণা নিয়ে মাটির ভিতর নুকিয়ে রাখতে লাগলো। যমজ ভাই হু'টি প্রথম অবস্থায়, পালক পিতা শিকারীর যত্নে, কিছু কিছু লেখা পড়া শিখে নিলে। তা'র পর তা'রা প্রত্যহ শিকারীর সঙ্গে বনে বনে বেড়িয়ে পশুপক্ষী শিকার করা শিখতে লাগলো। ক্রমে ক্রমে অনেক দিন গত হোলো। এখন তা'দের হু'জনের বয়স কুড়ি বৎসর। তা'রা শিকারীর বাড়ীতে দশ বৎসর বয়সের সময় গিয়েছিলো। সুতরাং এই দশ বৎসর কাল তা'দের আপনার পিতা মাতা তা'দিগে আর দেখেনা পেলে, তা'দের মূহূই যে ঠিক কোন্‌দিকে, তা'ব ব্যার আশ্চর্য কি?

তা'দের কুড়ি বৎসর বয়সের সময় এক দিন শিকারী বোলে,—“বাপু! তোমরা অনেক দিন ধরে আমার কাছে শিকার করা শিখে কোচো, আজ তা'র পরীক্ষা দিতে হ'বে।” তা'রা স্বীকৃত হোলো। অনন্তর সকাল সকাল তিন জনে আহা-রাদি করে শিকার কোন্‌দে বেরুলো। এমন সময় পথে যেতে যেতে শিকারী দেক্তে পেল, আকাশ দিয়ে তিন কোণ আকারে এক দল বক উড়ে যাচ্ছে। সে তখন বড় ছেলেটিকে বোলে,—“ঐ পাখীর দলের তিন কোণ থেকে তিনটে বক মারো দেখি।” বড় ছেলেটি তৎক্ষণাৎ তিন বার তিন তীরে তিন কোণ থেকে তিনটে বক ধিঁখে ফেলে। বক তিনটে মাটিতে পোড়ে গেলো। তা'র পর আবার খানিক দূর যেতে যেতে শিকারী দেক্তে পেল, আকাশের উপর হু'টো চিল জড়া জড়ি করে লড়াই কোচে। সে তখন ছোট ছেলেটিকে বোলে,—“তুমি এক তীরে ঐ হু'টে চিলকে ধিঁখে ফেলো দেখি।” সে ভাই কোলে তখন শিকারী খুব খুসী হোয়ে বোলে,—“এত

দিনে তোমাদের হু'জনের শিকার-শিক্ষে ভরপুর হোয়েছে। এই বার তোমরা আপনা আপনি কোরে খেতে পারবে। এখন চল, আমরা বাড়ী ফিরে বাই। আজ আর আমি শিকার কোতে যাবো না। আজ তোমাদের হু'জনকে ভাল কোরে পাঁচ রকম জিনিষ খাওয়াবো। কাল তোমরা হু'জনে অত্র দেশে যেও, আর এখানে থাকবার দরকার নেই। দেশ বিদেশে না দূরলে, লোকে চালাক আর রোজগারী হয় না।" এই শোলে সে ছেলে ছুটিকে নিয়ে বাড়ী ফিরে গেলো। স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ কোরে নানা রকম খাবার তৈরী কোরে। ক্রমে ক্রমে সকল হোয়ে এলো। সকলের পর তিন জনে মিলে আছাদি আমাদি কোরে আহা'র কোতে লাগলো। শিকারীরাও খুব যত্ন কোরে পরিবেশন কোতে লাগলো। অনন্তর আহা'রাদির পর সকলে শয়ন কালো। ক্রমে ক্রমে রাত্রি প্রভাত হোয়ে গেলো।

সকালবেলা শিকারী পালিত পুত্র ছুটিকে ডেকে বোলে,—“বাপু! তোমরা হু'জনে এই টো শিকারী কুকুর নেও—এই দু'খানা ধনুক আর এই সকল তীর নেও—আর এত কাল ধোরে আমি তোমাদের যে সকল সোণার টুকরো কুড়িয়ে যথেষ্টলম, তাও হু'জনে সমান ভাগে ভাগ করে নেও।” তখন তাঁরা শিকারীর আদেশে, মান অংশে কুকুর, তীর, ধনুক ও সর্পখণ্ড সকল গ কোরে নিলে। তাঁর পর, হু'জনে পরামর্শ ধারে শিকারী ও তাঁর স্ত্রীকে বোলে,—“তোমা আমাদের হু'জনকে মহাবিপদ থেকে উদ্ধার করে আজ দশ বছর কাল পিতা মাতার মত স্নেহ করা কোরে আগুচো—আপনারা না খেয়ে, না পেরে, আমাদের খাওয়াচো, পরাচো; আমরা আমাদের এই গুণে চিরকাল বাধ্য রোইলম। আমরা কোন রকমে তোমাদের ধার শুধতে পারব না; তবে নিত্যন্ত অমুরোধ, এই সকল ধার টুকরো তোমরা হু'জনে নেও, না নিলে

বড় দুঃখিত হবো।” তখন শিকারী বোলে,—“বাবা! তোমাদের জিনিষ তোমরা নিয়ে যাও, নৈলে পথে ষাটে কষ্ট হবে। আমরা বুড়ো বুড়ী, ভগবান তোমাদের কল্যাণে এক রকমে দিন চালিয়ে দিবেন।” তাঁরা বোলে,—“আমরা ত প্রত্যহই সোণা পাবো, তা'তেই আমাদের কষ্ট দূর হবে; তবে বোলাচো তুমি, আচ্ছা, আমরা মিকি অংশ হু'জনে ভাগ কোরে নিচ্ছি।” এই বোলে সমস্ত সর্পখণ্ড চার ভাগে সমান ভাগ কোরে বৃদ্ধ শিকারীকে তিন অংশ দিলে আর মিকি অংশ আবার সমান দু'ভাগ কোরে হু'জনে নিলে। শিকারী তাঁদের অমুরোধ এড়াতে না পেরে, সেই সকল সর্পখণ্ড মাটির ভিতরে আবার গুতে রাখলে। তাঁর পর তাঁদের শুভযাত্রার উদ্দেশ্যে হোলো। তাঁরা বাবার সময় শিকারী ও শিকারীর স্ত্রীকে প্রণাম কোলে। তাঁরাও তাঁদের মাথার হাত দিয়ে আশীর্বাদ কোলে। তখন শিকারী একখানা বড় ছোরা নিয়ে, বড় ছেলেটির হাতে দিয়ে বোলে,—“দেখ, তোমরা দুই চেয়েই সন্দেহ এক সঙ্গে থাকবে। তবে কখন যদি স্তত্ব হোতে ইচ্ছা কর, তা'হলে যে স্থানে স্তত্ব চাবে, সেই স্থানে কোন একটা বড়গাছের গুঁড়িতে এই ছোরাখানা খুঁড়ে রেখে দেও। এই ছোরার গুণ এই, এর যে দিকে মোর্চে পোড়বে, সেই দিকে যে ভাই যাবে, তাঁর পশ্চিম কোন ভয়ঙ্কর বিপদ ঘোটেচে, বুঝে নিতে হবে। সুতরাং তোমরা যে যখন সুবিধে পাবে, মাসে মাসে এসে এই ছোরাখানা দেখে যেও।” তাঁরাও তাই কোতে সম্মত হোলো। তাঁর পর তাঁরা আবার পালক পিতা মাতাকে প্রণাম কোরে সেখান থেকে প্রস্থান কোলে। অনেক কাল এক সঙ্গে থাকাতে চার জনেরই মায়ী সমস্তা অতিশয় দৃঢ় হোয়েছিলো, সুতরাং সকলেই রোদন কোতে লাগলো। শিকারী গ্রামের শেষ সীমা পর্যন্ত গিয়ে, পার্লিত পুত্র ছুটিকে অগ্রসর কোরে রেখে এলো। আশু-

বার সময় কাঁদতে কাঁদতে বোললে,—“বাবা ! অনেক মেরেচি, অনেক ধোম্কেচি, অনেক বোকেচি, কিছু মনে কোরো না। আবার কিছু দিন পরে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ কোত্তে এসো। মা কালী তোমাদের মঙ্গল করুন।” এই বোলে বৃদ্ধ শিকারী বাড়ী ফিরে গেলো। তা’রাও ওদিকে চুটো শিকারী কুকুর সঙ্গে নিয়ে, বনের পথ দিয়ে দক্ষিণ দেশে যেতে লাগলো।

কিছু দূর গেতে যেতে বড় ভাই একটি খরগোস দেখে পেলো। তা’কে মারবার জন্যে ধনুকে তীর বুড়লে। খরগোস তাই দেখে, প্রাণের ভয়ে তা’কে বোলতে লাগলো,—

“শিকারী ভাই, শিকারী ভাই !

আমায় মেরো নাকো।

হু’টি ছানা দেবো তোমায়,

আমায় প্রাণে রাখো ॥”

বড় ভাই খরগোসের কাতর বাক্য শুনে, আর তীর নাগো না। তখন খরগোস তা’কে নিজের হু’টি বাচ্চা সওগাদ দিলে। তা’রা সেই শাবক হু’টি নিয়ে চোলে। তা’র পর তা’রা একটা শেয়াল দেখে পেয়ে, তা’কেও যেমন তীর মাতে বাধে, সেও অগ্নি তখন প্রাণের ভয়ে বোললে,—

“শিকারী ভাই, শিকারী ভাই !

আমায় মেরো নাকো।

হু’টি ছানা দেবো তোমায়,

আমায় প্রাণে রাখো ॥”

শেয়ালও খরগোসের মত তা’দিকে হু’টি বাচ্চা দিয়ে প্রাণ পেলো। তা’র পর তা’রা একটা নেকড়ে বাঘ দেখে পেয়ে, বেঁধবার যোগাড় কোলে। সেও প্রাণের ভয়ে বোললে,—

“শিকারী ভাই, শিকারী ভাই !

আমায় মেরো নাকো।

হু’টি ছানা দেবো তোমায়,

আমায় প্রাণে রাখো ॥”

নেকড়ে বাঘও হু’টি ছানা দিয়ে প্রাণে বাচ্চলো। তা’র পর তা’রা একটা বড় ভালুক দেখে পেলো।

দেখে পেরেই তাড়াতাড়ি ধনুকে তীর বুড়ে, তা’কে শিকার করবার জন্যে উদ্যত হোলো। তাই দেখে ভালুক ভীত হোয়ে বোললে,—

“শিকারী ভাই, শিকারী ভাই !

আমায় মেরো নাকো।

হু’টি ছানা দেবো তোমায়,

আমায় প্রাণে রাখো ॥”

আর তা’রা তা’কে মাল্লে না; তা’র কাছ থেকে হু’টি বাচ্চা নিয়ে বরাবর যেতে লাগলো। খানিক দূর গিয়ে একটা সিংহ দেখে পেলো। অগ্নি হু’জনে তাড়াতাড়ি একসঙ্গে ধনুকে তীর বুড়লে। তীর ছোড়ে ছোড়ে, এমন সময়ে সিংহ অত্যন্ত ভয় পেয়ে বোললে,—

“শিকারী ভাই, শিকারী ভাই !

আমায় মেরো নাকো।

হু’টি ছানা দেবো তোমায়,

আমায় প্রাণে রাখো ॥”

সিংহকে ভীত দেখে আর তা’রা তা’কে বধ কোলে না। সে তখন আদর কোরে হু’টি শাবক দিলে। এইরূপে হুই ভাই, খরগোস, শেয়াল, নেকড়ে বাঘ, ভালুক এবং সিংহ এই পাঁচ প্রকার পশুর হুই হুই শাবক আর শিকারীর দেওয়া হু’টো কুকুর সর্বসমেত বারটা জুড় সঙ্গে নিয়ে গমন কোত্তে লাগলো। অনন্তর তা’রা এ বন সে বন, এ মাঠ সে মাঠ, এ জায়গা সে জায়গা ঘুরে ঘুরে অনেক দিনের পথে গিয়ে পোড়লো। বিবের সময় পাখী প্রভৃতি শিকার কোরে রেঁপে খায় আর সহচর সিংহ কুকুরদিগেও খেতে দেয়। ঘুমের সময় কোন গাছতলায় বা পাহাড়ের গর্তে শুয়ে থাকে। কুকুর, সিংহ, শেয়াল, নেকড়ে বাঘ, ভালুক আর খরগোস প্রভৃতি জন্তুগণ সে সময়ে তা’দের চৌকী দেয়। এইরূপে ক্রমে ক্রমে পাঁচ সাত মাস গত হোয়ে গেলো। কিন্তু এত দিনেও তা’দের কোন রূপ সুবিধে হোলো না। তখন কাজেই এক দিন হু’জনে মিলে বলাবলি কোল্লে,—“দেখ, ভাই ! এত দিনেও কই আমাদের ভাগ্য ফিরলো না

তো। এখন দেখ্‌চি, হু'জনের আলাদা হোয়ে ভিন্ন ভিন্ন দেশে যাওয়াই ভাল।" তা'র পর হু'জনে আলাদা হোতে রাজী হোলো। বড় ও ছোটতে মিলে সমস্ত জিনিষ ও পশু সমান ভাগে ভাগ কোরে নিলে। তা'র পর হু'জনে একটা বড় রাস্তার ধারে গিয়ে একটা বড় বটগাছের গুঁড়িতে শিকারীর দেওয়া ছোরাখানা হুঁড়ে রেখে, বড় ভাই পূর্বদিকে আর ছোট ভাই পশ্চিমদিকে চোলে গেলো। বড়র সঙ্গে ছ'টি আর ছোটর সঙ্গে ছ'টি পশুও চোললো।

চতুর্থ অধ্যায় ।

বড় ভাইটি যে কোথায় গেলো, তা' বোলতে পারি না, কিন্তু ছোট ভাইটি দিন হু'য়ের পর একটা খুব বড় শহরে গিয়ে উপস্থিত হোলো। সে সেখানে পৌঁছেই দেখলে যে, সমস্ত শহরটা কেমন এক নিজস্ব হোয়ে রোয়েচে। শহরের লোক-গুলোর মনে একুই ও সুখ বা সোয়াস্তি নেই। দেখে বোধ হয়, যেন কি এক ভয়ানক বিপদ ঘোটেচে। ছোট ভাইটি শহরের এই রকম ভাব দেখে, মনে মনে কত কি ভাবতে লাগলো, কিন্তু কিছুই বুঝতে পারলো না। তা'র পর সে থাকবার আয়গা খুঁজতে খুঁজতে ক্রমে শহরের তিতরে যেতে লাগলো। এমন সময়ে একটা রাস্তার মোড়ে একটা সরাই দেখে পেলো। সরাইয়ের ভিতর প্রবেশ কোরে সরাইওয়ালাকে বোললে,—“ভাই সরাইওয়াল! আমি কিছু দিন তোমার সরাইয়ে থাকুবো। আমার এই সকল সঙ্গী পশুরাও আমার কাছে থাকবে। অতএব তুমি আমার থাকবার বন্দোবস্ত কোরে দাও।” তখন সরাইওয়ালো একটা ঘরে তা'র, আর অন্য একটা ঘরে তা'র পশুদের থাকবার বন্দোবস্ত কোরে দিলে। ছোট ভাইটি তখন সরাইওয়ালাকে আগাম ঘরের ভাড়া আর খাওয়া দাওয়ার জন্ম কিছু বরচ দিলে। সরাইওয়ালো তা'কে এবং তা'র পশুদের যথাযোগ্য

খাবার যোগালে। সকলের খাওয়া হোলো। তা'র পর শিকারী যুবা, সরাইওয়ালাকে কাছে বসিয়ে বোললে,—“হাঁ! হে ভাই! আজ আমি তোমাদের শহরে এসে সকলকে এত ভাবিত ও হুংখিত দেখ্‌চি কেন? আর সমস্ত শহরটাই বা এত নিজস্ব হোয়ে আছে কেন?” সরাইওয়ালো তা'র কথা শুনে, হুংখিত-মনে বোললে,—“আর, ভাই! সে হুংখের কথা কও কেন! কাল আমাদের রাজার কন্ডেটির মৃত্যু হ'বে, তাই আমরা সকলে বড়ই বিমর্ষ হোয়ে আছি। বিশেষতঃ মহারাজের হুংখ শোকের আর শেষ নেই।” তা'র কথা শুনে, শিকারী যুবা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হোয়ে বোললে,—“তবে বোধ করি, রাজকন্ডের কোন রূপ সাংঘাতিক রোগ হোয়েচে,—কেমন, না?” সরাইওয়ালো বোললে,—“না ভাই! তা'র কোন ব্যয়রাম হয় নি, কিন্তু হুশ শরীরেই তাঁকে কাল মোতে হবে।” শিকারী যুবা এ কথা শুনে বোললে,—“সে কি! আমি তোমার কথার কোন অর্থ বুঝতে পারি নে—খুলে বল।” তখন সে বোললে,—“ভাই! এই শহরের তিন ক্রোশ দক্ষিণে একটা মস্ত পাহাড় আছে। প্রতি বছর, বছরের প্রথম দিনে একটা সাতমুঠু রাজসেখানে আসে। তা'র লক্ষ্য আছে যে, সেই সময় এই শহর থেকে একটি খুব সুন্দরী কুমারী তা'কে দিয়ে আসতে হ'বে। যদি কেউ না দিতে পারে, তা' হোলে সে সমস্ত শহর ও শহরের লোককে নষ্ট কোরে ফেলবে। কাজে কাজে বছর বছর নগরবাসীরা একটি কোরে সুন্দরী মেয়ে দিয়ে প্রাণে বাঁচে। এ বার আবার সে লক্ষ্য পাঠিয়েচে যে, রাজার কন্ডেটিকে তা'কে দিতে হ'বে; কাল সেই কাল দিন। তাইতে এ বার সকলের অন্য অন্য বছরের চেয়ে বেশী হুংখ হোয়েচে; কিন্তু আর কোন উপায় নেই। কাল সকালেই রাজকুমারীকে সেই রাজসের হাতে পোড়তে হ'বে।” সরাইওয়ালার এই-রূপ ভয়ঙ্কর কথা শুনে কনিষ্ঠ শিকারী যুবা অত্যন্ত হুংখিত হোয়ে বোললে,—“আচ্ছা, সেই নির্দক-

রাক্ষসটাকে কি কেউ মেরে ফেলতে পারে না ?” সরাইওয়াল বোলে,—“কত কত বীর তা’কে বধ কোত্তে গিয়েছিলো, কিন্তু তা’কে বধ করা দূরে থাক্, বরঞ্চ তা’রই হাতে উণ্টে নিহত হোয়েচে ।” শিকারী যুবা তা’র সেই কথা শুনে তা’কে আর কিছুই বোললে না, মনে মনে বোললে,—“ভাল, আমিই কাল সেই পাহাড়ে গিয়ে তা’কে বধ কোরবো ; দেখি, তা’কে কে রক্ষা করে ।” এই বোলে সে সরাইওয়ালাকে বোললে,—“ভাই ! আমার ঘুম পাচ্ছে, রাতও অনেক হোয়েচে, এই বার আমি একটু সুস্থি ।” সরাইওয়াল আপনাবার ঘরে চোলে গেলো ।

শিকারী যুবা সরাইওয়ালাকে বিদায় দিয়ে শয়ন কোললে, কিন্তু নিদ্রা হোলো না । সারারাত্রি কেবল ঐ এক মহাভাবনাতাই কেটে গেলো । ক্রমে ক্রমে আকাশের পূর্বদিকে উষাদেবী দেখা দিলেন । গাছে গাছে পাবীর উষাদেবীর স্তব পাঠ কোত্তে লাগলো । তা’দের সেই নমুমাধা স্তবপাঠের শব্দে শিকারী যুবা জান্তে পাললে, ভোর হোয়েচে । তখনই সে বিছানা ছেড়ে উঠে, মুখ হাতে জল দিয়ে, বেরুবাব বেশ পোরলে,—হাতে তীর ধনুক ও ধৰ্ম্মশূলটির তোড়া নিলে । তা’র পর একটি শিশু দিলে, আর অমনি তা’র ছয় জন পণ্ড সঙ্গী কাছে এসে, কেউ তা’র গা চাটতে লাগলো—কেউ আল্লাদে লাজ নাড়তে লাগলো—কেউ প্রভুর মুখপানে ফাল ফ্যাল কোরে তাকিয়ে রইলো—কেউ বা কঁকী কোরে মনের ভাব প্রকাশ কোত্তে লাগলো । অনন্তর শিকারী যুবা সমস্ত ঠিক ঠাক্ কোরে, ‘জয় মা কালী’ বোলে পাহাড়ের দিকে বেগে যেতে লাগলো । পণ্ড ছয়টিও অগ্র পশ্চাৎ হোয়ে সঙ্গে সঙ্গে চোললো । সরাইওয়াল এ ঘটনার কিছুই জানে না । কারণ, সে লোকটা চীনে অপরিখোর, রাত্রে তা’র পোড়া চোখে ঘুম আসে না—উষা এসেই সে কুস্তকৰ্ণ হয় ।

এ দিকে ভরপুর উৎসাহ ও তেজে শিকারী

যুবা এক ঘণ্টা সময়ের মধ্যে সেই শত্রুপূরী পর্বতের কাছে উপস্থিত হোলো । তখন সূর্য্যোদয় হোয়েচে, কিন্তু আলোর তত তেজ হয় নি । অনন্তর সেই ছোট শিকারী, সিংহ প্রভৃতি সঙ্গে নিয়ে, খুব সতর্ক হোয়ে, চার দিকে চেয়ে চেরে পর্বতের উপর উঠতে লাগলো । দশ বায়ো মিনিটের মধ্যে উপরে উঠে পোড়লো, কিন্তু কোথাও সেই সাত-মুখ রাক্ষসটাকে দেখে পেলো না । তা’র পর সে পর্বতের এ দিকে ও দিকে তা’কে খুঁজতে খুঁজতে একটা গহ্বরে ঢুকলো, কিন্তু গহ্বরের ভিতর অত্যন্ত অন্ধকার দেখে, একটু গিয়েই আবার বাইরে ফিরে এলো । এসে দু’টো বড় বড় পাথরে ঠোকাঠুকি কোরে, আগুন বার কোরে কতকগুলো শুকুনো লতা পাতা ঘাস হেঁচকে আবার ভিতরে গেলো । এবার বেশ আলো হোলো । সে সেই আলোতে ক্রমে ক্রমে অনেকটা ভিতরপানে গেলো । সেখানে গিয়ে দেখলে, একটি ছোট মন্দির হোয়েচে । মন্দিরের ভিতর একটা সোণার খুব বড় প্রদীপে ঘিয়ের বাতী জ্বলচে । সম্মুখে একখানি পাষাণময়ী কালী-মূর্তি । কালী ঠাকুরাণীর হাতে একখানা মস্ত ধারালো খাঁড়া হোয়েচে । শিকারী যুবা ভক্তিতরে কালীদেবীকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম কোললে । তা’র পর দাঁড়িয়ে উঠে, পাশপানে চেয়ে দেখে, একটা শাদা পাথরের বেদীর উপর তিনটি ছোট ছোট সোণার ঘট হোয়েচে । ঘটের ভিতর জল । আর সেই বেদীর পাশে লেখা আছে, “যে এই তিন ঘট জল পান করিবে, সে পৃথিবীর মধ্যে সকলের অপেক্ষা বলবান হইবে এবং এই পাষাণময়ী কালীদেবীর হস্ত হইতে অসি খুলিয়া লইতে পারিবে । কেহই তাহাকে যুদ্ধে জয় করিতে পারিবে না ; কিন্তু সে যাহাকে ইচ্ছা, পরাজয় করিতে পারিবে ।”

শিকারী যুবা সেই লেখাটি দেখে অতিশয় বিম্মিত হোলো, কিন্তু সেই তিন ঘট জল পান না কোরেই কালীদেবীর হাত থেকে খাঁড়াখানা খুলে

রাজকুমারীর গ্রন্থাবলী ।

নিতে চেঁচা কোললে,—প্রাণপণে চেঁচা কোললে, কিন্তু কৃতকার্য হোলো না। কাজেই তখন তাড়া-তাড়ি সেই তিন ঘট জল পান কোললে। গায়ে বল হোলো কি না; পরীক্ষা করবার জন্তে আবার কালীর খাঁড়া খুলতে উদ্যত হোলো। এ বার অনায়াসে কৃতকার্য হোলো। তাই দেখে, তা'র মনে যে কত দূর আনন্দ হোলো, তা'র আর বর্ণনা করা যায় না। তখন সে আবার কালীকে প্রণাম কোরে বোললে,—“মা! তোমার প্রসাদে যেন আজ আমি দুরাচার সাতমুখ রাক্ষস ব্যাটাকে বধ কোতে পারি। দেখো, মা! তোমার এই দৈব অসি যেন লজ্জা পেয়ে তোমাকে লজ্জিত করে না।” এই বোলে সে খাঁড়া নিয়ে তৎক্ষণাৎ সেখানে থেকে আবার বাইরে বেরিয়ে এলো। পুত্র তা'র সঙ্গ ছাড়ে নি। তা'রা যেন তা'র বহিঃপ্রাণ। তা'র পর শিকারী বুবা কালীর খাঁড়া হাতে কোরে পর্বতের চূড়ার উঠে দাঁড়ালো।

পঞ্চম অধ্যায় ।

অনন্তর এ দিকে প্রভাত হোতে দেখে সেই শহরের রাজা তাঁ'র কন্ডাকে কালসঙ্গর রাক্ষসের গ্রাসে অর্পণ করবার জন্তে দুঃখিত চিন্তে অনেক লোকজন সঙ্গে কোরে পর্বতের কিছু দূরে এসে উপস্থিত হোলেন। তাঁ'র সঙ্গে তাঁ'র প্রাণের কন্ডা, সেনাপতি, মন্ত্রী, অমাত্যগণ এবং সমস্ত প্রজাও দুঃখ কোতে কোতে উপস্থিত হোলো। সকলে সেখানে উপনীত হোয়ে পর্বতের চূড়ার দিকে চেয়ে দেকে পেলেন, কে এক জন দাঁড়িয়ে আছে। সকলেই তাঁ'কে দেখে মনে কোল্লেন, ঐ বুঝি সেই রাক্ষস। সকলে কাঁদতে লাগলো, বিশেষতঃ রাজা ও রাজকুমারীর রোদনে সেই পায়ণময় পর্বত ও যেন গোলো গেলো। রাজকুমারী পিতার গলা জড়িয়ে, মুখপানে চেয়ে, যখন অশ্রু-চালতে লাগলেন, তখন সকলের বুক যেন ফেটে যেতে লাগলো। কেউ আর সে শোকের দৃশ্য

চোক তুলে চেয়ে দেকে পালেন না। রাজাও আর অশ্রুস্রব চক্ষু দু'টি মেপতে বা কোন উত্তর কোন্তে পালেন না। চার দিকেই হাহাকার রোদন ধ্বনি আর দীর্ঘ নিশ্বাস। এইরূপে অজ্ঞান গত হোয়ে গেলো। পর্বতের চূড়ার উপরে যে, শিকারী বুবা দাঁড়িয়ে আছে, তা' আর তাঁ'রা কেমন কোরে বুঝবেন?

অনন্তর রাজকুমারী পিতাকে প্রণাম কোরে বোলেন, “বাবা! জন্মের মত বিদায় হই; তোমার এই একমাত্র অভাগিনী মেয়েকে মনে রেখো। মা আনতে চেয়েছিলেন, তা' তুমি যে, তাঁ'কে আনতে দেও নি, তা' ভালই হোয়েচে। তিনি এখানে এলে এই দৃশ্য দেখে হয় তো প্রাণত্যাগ কোতেন। কিন্তু আমি তাঁ'কে মরবার সময়ে এক বার দেকে পেলেম না, এই বড় দুঃখ রইলো। বাবা! ঐ সেই দুরাচার নির্দয় রাক্ষস দাঁড়িয়ে আছে। এখনি ও আমাকে খেতে খেতে শূন্য উড়ে যাবে। বাবা! আর কেন! তোমরা যবে ফিরে যাও, আমি জন্মের মত চোলেম। আর তোমাদের অগ্রসর হ'বার প্রয়োজন নাই; আমি একাকিনী ওর কণাল গ্রাসে পড়ি গে।”

এই বোলে রাজকুমারী অধোমুখে রোদন কোতে কোতে পর্বতের উপর উঠতে লাগলেন। তাঁ'র পদ-চক্ষু বোয়ে অশ্রুবিন্দু পৃথিবীর উপর পোড়তে লাগলো। রাজা কহিল শোকে হাহাকার কোরে মুচ্ছিত হোয়ে পোড়লেন। মন্ত্রী ও অমাত্যগণ তৎক্ষণাৎ তাঁ'কে বোড়ার গাড়ীতে তুলে, সেখানে থেকে তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরে গেলেন। প্রজারাও পশ্চাৎ পশ্চাৎ কাঁদতে কাঁদতে চোল্লো। কেবল সেনাপতি সেই স্থানে দাঁড়িয়ে রইলেন। তিনি বীর কি না! লোকে কণায় বলে,—

“ভীতু পালায় আগে যবে।

বীরের গতি সবার পরে॥”

এ দিকে রাজকুমারী দীরে দীরে পর্বতের উপর উঠে, যেখানে শিকারী বুবা দাঁড়িয়েছিলো, তা'রই

কিছু দূরে অধোমুখে দাঁড়িয়ে রোদন কোতে নাগলেন। তখন সেই মহাসাহসী পরোপকারী দয়ালু শিকারী যুবা আস্তে আস্তে রাজকুমার সম্মুখে দাঁড়া'লো। রাজকুমারী তা'কে দেখেই মুচ্ছিত হোয়ে শিলার উপরে পোড়ে গেলেন। শিকারী যুবা তৎক্ষণাৎ শব্দবাস্তে ঝুপা থেকে জল নিয়ে তাঁ'র মুখে চোকে দিয়ে, বাতাস কোতে লাগলো। ঝানিক পরে রাজকুমারীর চৈতন্য হোলো। তখন তিনি বিশেষ কোরে যুবার মুখপানে চেয়ে দেখে চিন্তে পাল্লেন, সাতমুতু রাক্ষস নয়, একজন যুবা পুরুষ। তাঁ'র মন আশস্ত হ'লো। তিনি ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা কোল্লেন,— “তুমি কে?” যুবা হাসতে হাসতে উত্তর দিলে,— “আমি একজন দরিদ্র শিকারী। আজ তোমার মহাবিপদের দিন দেকে তোমায় উদ্ধার ক'বার জন্তে এই পর্বতে আরোহণ কোরেচি। আজ এই খেজো তোমার জীবন-সংহারী নির্দয় রাক্ষসকে সংহার কোব্বো। এখন বেশী কথা ক'বার সময় নয়, তুমি আমার সঙ্গে এসো। তোমায় নির্জন স্থানে রেখে, তাঁ'র পর পাপীকে পাপের প্রতিফল দেবো।” এই বোলে সে, রাজকুমারীকে কানীর মন্দিরে গোপনে রেখে এলো। এসে পশুদের সঙ্গে আবার সেই স্থানে রাক্ষসের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইলো।

এমন সময়ে হঠাৎ পর্বতের দক্ষিণ দিকে একটা ভয়ানক শব্দ হোতে লাগলো। দেকে দেকে একটা খুব বড় ছায়া পর্বতের উপর পোড়লো। শিকারী যুবা তৎক্ষণাৎ উপর পানে চেয়ে দেখলে, সেই সাতমুতু রাক্ষস। দেকে দেকে সেই রাক্ষসটা একটু দূরে নামলো। শিকারী যুবা অগ্নি তখনি তর্জ্জন গর্জ্জন কোরে তাঁ'র দিকে দৌড়ে গেলো। পর্বতের নীচে রাজার সেনাপতি দাঁড়িয়েছিলেন, তিনি প্রথমে শিকারী যুবাকেই সেই রাক্ষস বোলে ঠিক কোরেছিলেন। সে যখন রাজকুমারীকে সঙ্গে কোরে নিয়ে চোলে গিয়েছিলো, তা'ও তিনি দেখেছিলেন। এখন

তাঁ'র ভয় ঘুচে গেলো। এখন জানতে পাল্লেন, সে সাতমুতু রাক্ষস নয়—একজন মানুষ। এই বার তিনি যথার্থ সাতমুতু রাক্ষসকে এবং তাঁ'র কাছে সেই মানুষটিকে দৌড়ে যেতে দেখলেন; কিন্তু রাজকুমারীর কোন চিহ্ন পেলেন না। এই সকল কারণে তাঁ'র মন ভয়ে, সঙ্কেহে এবং চিন্তায় তোলপাড় হোয়ে উঠলো। কিন্তু হঠাৎ পর্বতের দিকে এগুতে সাহস হোলো না। কেন হোলো না?—বাবা'র, রাক্ষস!

এ দিকে সাতমুতু রাক্ষসটা সম্মুখের একজন পুরুষকে দৌড়ে তেড়ে আসতে দেখে, রেগে উঠে বোল্লে,—“নির্বোধ! তোর এত বড় আশ্পর্ক! তুচ্ছ একটা সামান্য মানুষ হোয়ে, কি সাহসে এখানে এলি? যা, তেকে কিছু বোল্বে না। ভাল, বল দেখি, রাজকুমারীকে তুইই কি এখানে এনেচি? কই সে? শীঘ্র দেখা। আজ তাঁ'র নরম মাংস খেয়ে তৃপ্তি লাভ করি।” দুরাচার রাক্ষসের এরূপ কথা শুনে, শিকারী যুবার আপাদ-মস্তক একবারে ঘেন জোলে উঠলো। সে সগর্বে তুচ্ছাচ্ছিয়া কোরে রাক্ষসকে বোল্লে,— “গুরে পামর! আর তাকে নরমাংস খেতে হ'বে না। তুই অনেক দিন হোতে অনেক অবলা স্ত্রীলোকের মাংস খেয়ে তোর পাপ উদ্বন পূর্ণ কোরেচিস, কিন্তু আজ আমার এই সঙ্গী পশুগুলি আর এই পর্বতের সমস্ত জন্তু তোর মাংস খেয়ে সুখী হ'বে।” শিকারী যুবার এই-রূপ অহঙ্কারপূর্ণ কথা শুনে সাতমুতু রাক্ষস আরও রেগে উঠে, হুঃ শব্দে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলতে লাগলো। সেই নিশ্বাসের সঙ্গে আগুনের বালুকা বেরলো, পাহাড়ের ঘাসগুলো জোলে উঠলো। রাক্ষসের ইচ্ছা যে, বেড়া আগুনে শিকারীকে পুড়িয়ে মারবে। কিন্তু কাজে তা' হোলো না। যেমন ঘাসগুলো জোলে উঠলো, শিকারী অগ্নি সঙ্গী পশুদের ইচ্ছিত করবামাত্রই, তাঁ'রা সেই জলন্ত ঘাসগুলোর উপর দিয়ে দৌড়ো-দৌড়ি কোতে আরম্ভ কোলে। তাঁ'দের পারের

বাঁবার চাপনে সমস্ত আঙন নিবে গেলো। তা' দেখে, রাজসটা রাগে সাতটা হুঁ হুঁ কোরে শিকারীকে গিলতে এলো। শিকারী অগ্নি কালীর বাঁড়ার ব্যয়ে একেবারে এক কোপে তা'র তিনটে হুঁ কটে ফেলো। রাজসটা যাতনায় আরও ক্রোধে বিগুণ জ্বরে ডেড়ে এলো। শিকারীও আগর এক কোপে তা'র হুঁটো মাথা উড়িয়ে দিলে। এ বার হুঁরায়া রাজস বড় ক্রান্ত হোয়ে পোড়লো। বাকী কেবল হুঁটো হুঁটু। সে আর যাতনায় দাঁড়াতে পারলো না, ভুঁয়ে থড়াস কোরে চিত্ত হোয়ে পোড়ে গেলো। শিকারী বুঝা আবার তেড়ে গিয়ে, সে হুঁটো মাথাও হুঁথানা কোরে ফেলো। তখন রাজসটার মস্ত শরীরটে এক দিকে আর সাতটা হুঁ সাত দিকে রক্তে লুই-পুঁ হোতে লাগলো। কত ষেরক্ষ, তা' আর কি বোলবো? যেন কোয়ারার মত কল্কল কোরে পা-হাড় ভাসিয়ে দিলে। শিকারীর সঙ্গীরা তা'র সেই শরীরটে দাঁতে আর নখে ছিন্ন ভিন্ন কোরে ফেলো।

অনন্তর বুঝা ক্রতবেগে মন্দিরের ভিতরে রাজ-কুমারীর কাছে গেলো। কি সর্বনাশ! রাজ-কুমারী আবার অচেতন হোয়ে মন্দিরের এক কোপে পোড়ে আছেন। বুঝা তাঁকে সরুপ অস্থায় পোড়ে থাকতে দেখে, আবার যোগাড় বস্ত্র কোরে তাঁর মুচ্ছা ভাঙলে। তখন রাজ-নন্দিনী আস্তে আস্তে উঠে বোললেন। বুঝা জিজ্ঞাসা কোলে,—“রাজকুমারী! আবার কেন মুচ্ছিত হোয়েছিলে?” তিনি বোললেন, “রাক্ষসের ভয়ঙ্কর তর্জন গর্জন আর আকালন শুনে। এখনো আমার বড় ভয় হোচ্ছে! সে কি এ দিকে আসবে?” সরলা রাজকুমারীকে এরূপ ভীত দেখে, বুঝা হেসে বোললো,—“সে কি আর আছে? এই তীক্ষ্ণ অসিতে তা'র সাতটা মাথা কেটে ফেলেচি। এখন তুমি অনায়াসে আমার সঙ্গে গিয়ে তাঁর হৃদয়টা একবার দেখবে চল,—কোন ভয় নেই।” এই বোলে, সে রাজকুমারীকে সঙ্গে কোরে বাইরে বেরিয়ে এলো।

রাজকুমারী এসেই দেখলেন, বাস্তবিক তাঁর সম বমালয়ে গিয়েচে। তাঁর আর আনন্দে সীমা পরিসীমা রইলো না। তিনি যেন পুনর্জন্ম লাভ কোলেন। শিকারী বুঝাকে সঙ্গের সহিত—প্রাণের সহিত অসংখ্য বস্ত্রবান্ধ দিলেন। আশ্র-প্রশংসা শুনে বুঝা গর্জিত না হোয়ে বরং লজ্জিত হোলো। তা'র পর রাজকুমারী নিজের গলা থেকে মহামুলা মুক্তোর মালা ছড়াটি খুলে, হাতে কোরে প্রাণদাতা বুঝাকে বোললেন,—“আজ থেকে তুমি আমার স্বামী হোলে। আমার পিতার এরূপ আদেশ আছে যে, যিনি আমাকে এই সাতহুঁ রাক্ষসের হাত থেকে বাঁচাতে পারবেন, তাঁর গলায় এই মুক্তোর মালা দেবো, তিনি আমার স্বামী হ'বেন। অতএব তুমি আমার স্বামী।” এই কথা বোলে তিনি নিহত রাক্ষসের সাতটা মাথা গাছট পরিষে দিলেন। কালীদেবীকে সাক্ষী রাখলেন। বুঝা রাজকুমারীকে পত্নীরূপে লাভ কোরে যা'র-পর-নাই সুখী হোলো। অন-ন্তর রাজকুমারী শুড়নার জরির পাড় খুলে সাক্ষি-সহচর সিংহের গলায় বেঁধে দিলেন। স্বামীকে একখানি রুমাল দিলেন। সেই রুমালখানিতে জরির অক্ষরে রাজকুমারীর নাম লেখা। বুঝা সেই রুমালখানি নিয়ে নিহত রাক্ষসের সাতটা মাথা থেকে চোদ্দটা চোক আর কোরে, কোসে বেঁধে রাখলে। অনন্তর সে রাজকুমারীকে বোললো,—“আমরা দু'জনেই অত্যন্ত ক্রান্ত হোয়েচি, অতএব এই হুঁথানা পাথরের উপর দু'জনে ধানিকরণ দুমিয়ে, তা'র পর এখান হোতে তোমার পিতার নিকট যাবো।” রাজকুমারী সম্মত হোলেন। দু'জনে হুঁথানি বড় বড় পাথরের উপর দুমিয়ে পোড়-লেন। বুঝা নিজা যা'বার পূর্বের সিংহকে জেগে থেকে চোঁকী দিতে বোলেছিলো। যদি আবার কোন বিপদ হয়, তা' হোলে সে তা'কে তৎক্ষণাৎ জাগিয়ে দিবে। সিংহও প্রভুর আদেশ-মণন কোতে লাগলো; কিন্তু পশুরাও অত্যন্ত ক্রান্ত

হারে পোড়েছিলো; হুতরাং সিংহ খানিকক্ষণ
দগে থেকে আর পাল্লে না; ভালুককে ভার
দয়ে, ঘুমিয়ে পোড়লো। ভালুক আবার নেকড়ে
যকে, নেকড়ে বাঘ কুকুরকে, কুকুর শেয়ালকে,
শয়াল খরগোসকে, পরে পরে এই রকম ভার
দয়ে ঘুমিয়ে পোড়লো। কেবল ছোট খরগোস
বচারীই দ্বারে পোড়লো, কেন না তাঁর পরে
বার কেউ নেই যে, সে ভার দেবে। যা' হোক,
সে আর বেশীক্ষণ থাকতে পারল না; চক্ষু দু'টি
জ্বলে একটি দ্বারে ঘুমিয়ে পোড়লো। কি বুঝা,
কি রাজকুমারী, কি সিংহ, কি ভালুক, সকলেই
ঘুম বেছ'স। দেক্তে দেক্তে অনেকক্ষণ চোলে
গেলো।

এ দিকে রাজার সেনাপতি, এতক্ষণ পর্যন্ত
পক্ষতের নীচে খানিক দূরে দাঁড়িয়েছিলেন। অল্প
দূর বৎসর সাতমুণ্ড রাক্ষসটা পক্ষতের উপর
এসেই শিকার নিয়ে চোলে যেতো; এ বার এলো,
কিন্তু গেলো না। তাই দেখে সেনাপতির মনে
বড় সন্দেহের গোলযোগ বেধে গেলো। তিনি
আরও খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে, “যা' থাকে
কপালে, এক বার দেক্তে হোলো” বোলে, খাপ
থেকে তলোয়ারখানা খুলে, পক্ষতের উপর উঠতে
লাগলেন। তাঁর মনের ভিতর ভরসা, ভয় ছড়-
নুড় কোত্তে লাগলো। তিনি উপরে উঠে, আস্তে
আস্তে এ দিকে ও দিকে খুঁজতে লাগলেন। এমন
সময়ে এক জায়গায় দেক্তে পেলেন, হুত কোরে
রক্তের স্রোত গড়িয়ে আসছে। তাই দেখে, প্রথমে
ভাবলেন, এ রক্ত রাজকুমারীর। কিন্তু তা'তে তাঁর
তত বিশ্বাস হোলো না; কেন না চোদ্দ পোনের
বৎসরের মেয়ের শরীরে অত রক্ত থাকতে পারে না।
তবে এ রক্ত কার? তা'র পর তিনি আর একটু
উপরে উঠে দেক্তে পেলেন, সাতমুণ্ড রাক্ষস খণ্ড-
বিখণ্ড হোয়ে পোড়ে আছে—এ দিকে ও দিকে
ঘাতটা মাথা গড়াগড়ি যাচ্ছে। এই বার আর সেনা-
পতিতে প্রাণ হ'ল? ভরসাই বা কত! আর তাঁকে
পা টিপে টিপে চোলে হোলো না,—হু'খানা পা

যেন হু'খানা হোয়ে সোঁ না কোরক চোলে
লাগলো। সেনাপতি আর একটু উপরে গিয়ে
দেক্তে পেলেন, রাজকুমারী ঘুম অচেতন হোয়ে
পোড়ে আছেন। তাঁর খানিক দূরে একজন
শিকারী বুঝা এবং সিংহ প্রভৃতি ছ'টা গভুও
ঘুমিয়ে বোয়েচে। এই বার সেনাপতির বীরত্ব ও
বাহাদুরী দেখা'বার সময় হোলো। তিনি তৎ-
ক্ষণে আর কালবিলম্ব না কোরে, নিজের তলো-
য়ারখানায় ঘুমন্ত শিকারী বুঝার মাথা কেটে ফেলে,
ঘুমন্ত রাজকুমারীকে কোলে তুলে, তাড়াতাড়ি
নেমে যেতে লাগলেন। খানিক দূর নামতেই
সেনাপতির গায়ের ধোলা পেয়ে রাজকুমারীর ঘুম
ভেঙে গেলো। তিনি চক্ষু চেয়ে দেখেন, তাঁর
পিতার সেনাপতি তাঁকে কোলে কোরে নেমে
যাচ্ছেন। তিনি তাই দেখে, অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ও
দুঃখিত হোলেন। বোলেন,—“সেনাপতি! তুমি
কেন আমাকে এমন কোরে নিয়ে যাচ্চো? আমার
শিকারী স্বামী কই? ফেরো ফেরো, তাঁর কাছে
চল। তিনি কি আমার ত্যাগ কোলেন? আর
নেমো না, দাঁড়াও।” তখন দুইমতি সেনাপতি
রাজকুমারীকে ভয় দেখিয়ে বোলেন,—“আমিই
তোমার স্বামী; আবার কে?” রাজকুমারী অবাক।
খানিকক্ষণ পরে কঁদে কঁদে বোলেন,—“সে কি,
সেনাপতি? তুমি বীর হোয়ে কাপুরুষের মত এ কি
বোল্চো? আমার স্বামী তুমি নও। যিনি সেই
সাতমুণ্ড রাক্ষসকে বধ কোরেচেন, তিনিই আমার
পতি,—তিনি তুমি নও,—তিনি সেই বুঝা শিকারী।”
রাজকুমারীর এরূপ কথা শুনে, হুতচোর সেনাপতি
রেগে উঠে বোলেন,—“আমি তোমার কোন কথাই
শুনতে চাই না। এখন আমি যা' বলি, শোন;
তোমার পিতার কাছে গিয়ে তোমায় বোলতে
হবে, ‘এই সেনাপতিই সেই সাতমুণ্ড রাক্ষসটাকে
মেরে ফেলে, আমায় উদ্ধার কোরেচেন।’ রাজ-
কুমারী দুঃখিত হোয়ে বোলেন,—“তা' আমি কথ-
নই পাবো না।” সেনাপতি আরও রেগে উঠে
বোললেন,—“তা' না বোললে, এই দণ্ডেই এই

তলোয়ারে তোমাকে হুঁ হুঁ করে কোরে ফেলবো।” রাজকুমারী তখন দেখলেন, সেনাপতি তাঁর মিত্র নয়,—পরম শত্রু। সে যে এক জন হুঁ অভিসন্ধির লোক, তা’র আর তাঁর বুঝতে বাকী রইলো না। তিনি তখন বুদ্ধি খাটিয়ে বোললেন,—“আচ্ছা, সেনাপতি! আমি তাই বোল্‌বো, আমার বধ কোরো না।”

অনন্তর সেনাপতি রাজেন্দ্রিনীকে নিয়ে মহারাজের নিকট উপস্থিত হোলো। রাজা প্রাণের কন্ডাকে জীবিত ফিরে আসতে দেখে, অতিশয় বিস্মিত ও আনন্দিত হোলেন। সেনাপতির নিকট সমস্ত ব্যাপার শুনে, তাঁকে অসংখ্য ধন্যবাদ দিলেন। সেনাপতিই যে সাতহুতু রাজসমহারী এবং তাঁর কন্ডার একমাত্র প্রাণদাতা, এটি তাঁর অন্তঃকরণে ঠিক হোলো। তখন তিনি কন্ডাকে বোললেন,—“বাবা! আমার প্রতিজ্ঞা ছিলো যে, যিনি সেই সাতহুতু রাজসকে মেরে তোমার উদ্ধার কোতে পারবেন, তিনি যিনিই হোন না, তোমার স্বামী হ’বেন। অতএব অদ্য আমার এই পরমোপকারী সেনাপতির সঙ্গে তোমার শুভ বিবাহ হ’বে।” তখন বুদ্ধিমতী রাজকুমারী পিতাকে বোললেন,—“বাবা! তোমার আদেশ কখনই অন্যথা হ’বার নয়, তুমি যা’ বোল্‌চো, তাই হ’বে; তবে আমার নিবেদন এই, আজ থেকে এক বৎসর এক দিন পরে দ্বিতীয় দিনে আমি সেনাপতিকে বিবাহ কোরবো।” রাজা তা’তেই সম্মত হোলেন। সেনাপতির মনটা কিছু চকল হোলো, কিন্তু এক বৎসর এক দিন পরে রাজকুমারীর সঙ্গে তাঁর নিশ্চয় বিবাহ হ’বে জেনে হতাশ হোলো না। অনন্তর রাজকুমারীর পুনরাগমন শুনে শহরস্থ আনন্দ-কোলাহল হোতে লাগলো। প্রাণদাতা শিকারী যুবার কি হোলো, তাই জানবার জন্তে কৌশল কোরে রাজকুমারী এই এক বৎসর এক দিন সময় নিলেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

এ দিকে পর্বতের উপর আর এক নতুন ঘটনা উপস্থিত। শিকারীর অনুচর সিংহ প্রভৃতি পশুরা এখনো গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন। তা’দের প্রভুর যে কি ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটেচে, তা’রা তা’র কিছুই জানতে পাচ্ছে না। এমন সময়ে কোথেকে হঠাৎ একটা বড় মৌমাছি উড়ে এসে ঘুমন্ত খরগোসের নাকের উপর বোসলো। খরগোস ঘুমের ঘোরেই মাথা নেড়ে সেটাকে উড়িয়ে দিলে। আবার সে তা’র নাকের উপর বোসলো। খরগোস আবার তা’কে তেমনি কোরে উড়িয়ে দিলে, তবু লাগলো না। তখন মৌমাছি অমন কোরে বোসে তা’কে আগাতে পাগলো না দেখে, তৃতীয় বার বোসে নাকে হল ফুটিয়ে দিলে। নাক ছোলে উঠলো—জালায় ঘুম ভেঙে পেলো—খরগোস ধড়কড় কোরে উঠে পোড়লো। মৌমাছিটে ভেঁ কোরে উড়ে পালালো। খরগোস উঠে চেয়ে দেখে, পশুরা সকলেই ভেঁস্ ভেঁস্ কোরে ঘুমচ্ছে; কিন্তু শিকারী ছিন্নমস্তক হোয়ে পোড়ে আছে। খরগোস তাই দেখে ভয়ে আঁৎকে উঠলো; তাড়া-তাড়ি সকলকে জাগিয়ে দিলে। তা’রা সকলে তখন ধড়কড় কোরে উঠে পোড়লো। উঠেই দেখে সর্বনাশ হোয়েচে! “কে এমন কাজ কোরে,—কে এমন সর্বনাশ বোল্‌লে” বোলে সকলে কোলাহল কোরে লাগলো। সিংহ একে তো বড় রাগী, তা’তে আবার তা’র চক্কর কাছে তা’র প্রতিপালক নিহত হোয়েচে, সুতরাং সে যেন একে-বারে ক্রোধে খেঁচে কেমন তর হোয়ে উঠলো। কখনো ভালুককে ধম্কাতে লাগলো—কখনো নেকড়ে বাঘকে পালঙ্ঘিতে লাগলো—কখনো কুকুর, শেয়াল আর খরগোসকে মাতে উদ্ভ্যত হোলো। তখন ভালুক প্রভৃতি পশুরা খরগোস বেচারীর খাড়ে প্রভু-হত্যার সমস্ত দোষ চাপিয়ে দিলে কেন না সে সকলের শেষে জেগেছিলো, সুতরাং তা’রই এই কাজ। তখন পশুরাজ সিংহ যথার্থ

পশুর মত ব্যবহার কোরে, নিরীহ খরগোসকে মেরে ফেলতে ভকুম দিলে। খরগোস সহাসঙ্কটে পাড়লো—কাঁদতে লাগলো—নিজে দোষী নয় প্রমাণ কোতে লাগলো। অবশেষে সিংহ কিছু শাস্তমূর্তি ধরে বোললে,—“এ কাজ তবের কার ?” খরগোস কাতর হোয়ে বোললে,—“ভগবান জাণেন। তা’ যা’ হবার হোয়েচে, এখন এক কাজ কর। এখন থেকে পশ্চিম দিকে প্রায় পঁচিশ ক্রোশ দূরে একটা কালো পর্বত আছে, তাতে এক বকম লতা জন্মায়। তা’র দুগ শাদা, একটি বোঁটার তিনটি পাতা। এখন কেউ অবি-লম্বে গিয়ে সেই লতার শিকড় আনতে পারে, আমি আমাদের প্রতিপালক শিকারীকে বাঁচাতে পারি।” তা’র কথা শুনে সকলে খুসী হোলো, কিন্তু অল্পে গেলে, পাছে সে লতা চিত্তে না পারে, এই জন্তে সিংহ খরগোসকেই চক্ষিখ খটার মধ্যে সেই লতার শিকড় আনতে বোললে। খরগোস তৎক্ষণাৎ সেখান থেকে দ্রুতবেগে চোলে গেলো। তা’র পর যথাসময়ে সেই লতার শিকড় টাতে কানুড়ে নিয়ে এলো। অনন্তর সিংহ শিকারী যুবর ধড়ের সঙ্গে কটা মাথাটি ঠিক কোরে যুড়ে ধরে ধইলো এবং খরগোস তা’র গলার কাটা দাগে সেই মহোৎসব তিন বার দূররে দূররে দুলিয়ে, আবার তিন বার নাকের ডগায় ছুঁয়ে দিলে। সেই মৃতসঞ্জীবনী লতার শিকড়ের গন্ধে শিকারী যুবা তৎক্ষণাৎ পুনর্বার বেঁচে উঠলো। পশুরা অতুল আনন্দে হৈ হৈ কোরে টেঁচিয়ে উঠলো।

নিজের যে কি সন্দেহনাশ হোয়েছিলো, তা’ শিকারী কিছুই জানতে পারে নি, হুতরাং কেউ তা’কে এতক্ষণ ঘুম ভাঙিয়ে তুলে দেয় নি বোলে, পশুদের উপর রাগ প্রকাশ কোতে লাগলো। বিশেষতঃ ঘুমন্ত রাজকন্যাকে পাশে ধেকে না পেয়ে রাগের সঙ্গে অতিশয় বিষর হোলো। তা’র মনের ভিতর যেন কি হোতে লাগলো। সিংহ প্রভৃতি পশু-বুঝি তা’কে মেরে খেয়ে ফেলেচে ভেবে, সে তা’দিকে মাতে উদ্যত হোলো।

কিন্তু তা’দের যুগে সমস্ত ব্যাপার শ্রবণ কোরে রোদন কোতে লাগলো। খরগোসটিকে কোলে কোরে বোলতে লাগলো,—“বাবা! “ভূমি আমার মৃতদেহে প্রাণ-দান কোরে আমাকে চিরকালের জন্তে কিনে রাখলে, কিন্তু আমাকে না বাঁচালেই ভাল হোতো। আহা, রাজকুমারীকে বাঁচিয়েও বাঁচাতে পারলেম না! বোধ হয়, মাতমুখ রাজপুত্র কোন সঙ্গী এসে এখন থেকে তাঁকে নিয়ে গিয়ে মেরে ফেলেচে। আমি কেন নিদ্রা গিয়েছিলাম! হায় হায়, এ কি সর্বনাশ হোলো!” এই বোলে শিকারী যুবা কঁদে কঁদে কহই যে শোক পরিতাপ কোতে লাগলো, তা’র আর বর্ণন করা যায় না। পশুরাও তা’র সঙ্গে আপন আপন স্বরে রোদন কোতে লাগলো। কিয়ৎ কালের জন্তে সেই পর্বত যেন শোকের মূর্তি হোয়ে উঠলো।

অনন্তর শিকারী যুবা পশুদিকে সঙ্গে নিয়ে কালীমন্দির, এবং পর্বতের সকল স্থান তন্ন তন্ন কোরে খুঁজে বেড়ালে, কিন্তু রাজকুমারীকে কোথাও পাওয়া গেলো না। অবশেষে সে তাদের সঙ্গে মগনিমুখে পর্বত থেকে নেমে এসে, রাজকুমারীর অনুসন্ধানের জন্তে দক্ষিণ দিকে চোলে গেলো। তা’র মনের দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, দক্ষিণ দিকে গেলেই হয় তো রাজকন্যার কোন তত্ত্ব পাওয়া যেতে পারে, কেন না মাতমুখ রাজপুত্র সেই দিক দিয়ে পর্বতে এসেছিলো। আহা, বেচারী যদি শহরে যেতো, তা’ হোলে আর কোন গোপনাগ্নিই থাকতো না। তা’ আর কি হ’বে;—বিধির নিরাক্ষর খণ্ডন করে কে? অনন্তর ক্রমে ক্রমে সেই শিকারী যুবা এ বন সে বন, এ পর্বত সে পর্বত, এ দেশ সে দেশ কোরে কত জায়গাতেই ঘুরে বেড়ালে, কিন্তু তবুও রাজকন্যার কোন সন্ধান পেলো না। এক এক কোরে যত দিন যেতে লাগলো, এক এক কোরে তা’র আশা, ভরসাও যেন লোপ হোয়ে গেলো। এইরূপে প্রায় এক বৎসর গত হোয়ে এলো। অবশেষে সে

দুর্ভাগ্যে দুর্ভাগ্যে ঘটনাক্রমে সেই রাজকুমার পিতার শহরে এসে উপস্থিত হোলো। যে দিন সে শহরে এলো, সেই দিনে ঠিক এক বৎসর পূর্ণ হোয়েচে।

সপ্তম অধ্যায়।

কনিষ্ঠ শিকারী পশুগুলির সঙ্গে শহরে প্রবেশ কোরেই দেখিলে যে, এ শহর যেন সে শহর নয়। কেন না, সে গত বৎসর যখন এখানে আসে, তখন সকলেই বিমর্ষ ছিলো, এখন সমস্ত লোকই যার-পর-নাই আনন্দিত হোয়েচে। একপ পরিবর্তনের কারণ কি জানবার জন্তে সে তাড়াতাড়ি তাঁর পূর্ব-পরিচিত সরাইওয়ালার কাছে গেলো। অনেক দিন পরে পরস্পরে সাক্ষাৎ হওয়াতে নানাকপ কথাবার্তা হোতে লাগলো। অন্তর শিকারী বুঝা সেই সরাইয়ে বাসা নিলে। সরাইওয়ালার পূর্ববৎ তাঁর আহাতিদির যোগাড় কোরে দিলে। বথাসময়ে আহাতিদি চুকে গেলো। তাঁর পর সন্ধ্যার পরে শিকারী বুঝা সরাইওয়ালাকে আগ-নার কাছে বসিয়ে জিজ্ঞাসা কোললে,—“ভাল, ভাই! একটি কথা জিজ্ঞাসা করি, বেশ দেখি, আজ তোমাদের শহরে এত সুখধাম কিসের? আর বৎসরও তো আমি সচক্ষে এমন দিনে এই শহর দেখেছি, আর আজও দেখছি, কিন্তু তাতে আর এতে যেন অন্ধকার আর আলো বোলে তফাৎ বোধ হোজে; তখন দিবাৎ আর এখন আছাদ, এর কারণ কি?”

বুদ্ধ সরাইওয়ালার শিকারী বুঝার কথা শুনে হেসে হেসে বোললে, “সে কি, তুমি কি আমাদের এখনকার এই আছাদের কারণ জান না? পরন্তু যে আমাদের রাজার মেয়ের বিবাহ হ’বে। সেনাপতি মশায় গত বৎসর পরিতের উপর সেই সাতমুহুরাক্ষমটাকে যেরে ফেলে, রাজকুমারীকে উদ্ধার কোরেছিলেন, তাই মহারাজ তাঁর সঙ্গে নিজের মেয়ের বিবাহ দেবেন। এ বিবাহ কোন্ কালে

হোয়ে যেতো, কেবল রাজকন্যা এক বছর এক দিন সময় নিয়েছিলেন বোলে হয় নি। কাল তাঁর মেয়াদ ফুরিয়ে যা’বে, পরন্তু শুভ বিবাহ হ’বে। ভাই হে, তাই আজ আমাদের এত আনন্দ।” সরাইওয়ালার একপ কথা শুনে ছোট শিকারী যার-পর-নাই বিস্মিত হোলো; দুর্ভাগ্যে পাললে যে, পাশাপাশি সেনাপতিই তাঁকে কেটে ফেলে, রাজকুমারের রাজকুমারীকে উদ্ধার কোরেছি বোলে মিথ্যা বীরত্ব প্রকাশ কোরেচে। সে তখন সেনাপতির সমস্ত ছুরভিসন্ধি এবং চতুরতা বুঝতে পাললে। পেরে মনে মনে বোললে, “কি ঘণার কথা! কত দূর কাপুরুষের কাজ! ছিছি, সে এক জন না বীর! দিক্ তাঁর বীরকে! দিক্ তাঁর জীবনে! বীরপুরুষ যে, একপ বীরত্ব বলিয়ে বিবাহ কোত্তে হচ্ছে করে, আমি এই প্রথম তাঁর পতিচর্য গেলেম। ভাল, দেখা যাক্, কার ধন কে ভোগ করে।” সে মনে মনে এইকপ ভেবে আবার শিকারীকে বোললে,—“আচ্ছা, এই এক বৎসর কাল রাজকুমারীও তোমাদের চেয়ে বোধ হয়, বেশী আনন্দ ভোগ কোরে আসচেন, কেননা না?” বুদ্ধ বাড় নেড়ে বোললে,—“উঃ! রাজকুমারীর মনে একেবারেই আনন্দ নেই বোললেই হয়। দিন বত ফুরিয়ে এসেচে, তিনিও তত যেন বেশী অস্থির হোয়েচেন। কেন যে এমন হোয়েচেন, তাঁর কারণ কেউই জানে না। আমাদের কথা দূরে থাক্, তাঁর পিতা পণ্ডিতও জান্তে পারেন না।” এত কণে শিকারী বুঝা দুর্ভাগ্যে পাললে যে, রাজকুমারী বড় বুদ্ধিমতী, কেবল তাঁরই সন্ধান জানবার জন্যে এক বৎসর এক দিন সময় নিয়েছিলেন। সে মনে মনে রাজকুমারীকে কতই প্রশংসা কোত্তে লাগলো। অন্তর সরাইওয়ালাকে বিদায় দিয়ে, শয়ন কোললে, কিন্তু নিদ্রা হোলো না। মনের ভিতর চিন্তার সাগর হুটি হোলো। ক্রমে ক্রমে রাত্রি প্রভাত হোয়ে গেলো।

অনন্তর প্রাতঃকালে শিকারী বুঝা, সরাইওয়ালার কাছে কাগজ, কলম, কালি চেয়ে নিয়ে

রাজাকে একখানা পত্র লিখিলে । সে পত্রের মর্ম এই ;—“মহারাজ ! আমিই গত বৎসর পর্ব্বতের উপর সেই সাতমুণ্ড রাজস্বকে বধ কোরে আপনার কন্ঠাকে উদ্ধার কোরেছিলেম । তিনি বিপদমুক্ত হোয়ে আপনার আদেশমত তদন্তেই আমাকে বিবাহ কোরেছিলেন । অনন্তর আমরা উভয়ে পরিশ্রান্ত হোয়েছিলেম বোলে, শিলাতলে নিদ্রিত হোয়ে পোড়েছিলেম । সেই অবস্থায় আপনার সেনাপতি পর্ব্বতে উঠে, আমাকে নিহত কোরে, আপনার কন্ঠাকে আপনার নিকট নিয়ে এসেচেন । আমার সহচর খরগোস্ আমাকে দৈব ঔষধে চিকিৎসে । আমি বেঁচে উঠে, সেখানে আপনার কন্ঠাকে না দেখে, নিতান্ত দুঃখিত হোয়ে, নানা স্থানে অনুসন্ধান কোরে বেড়াচ্ছিলেম । গত কল্যা যটনাক্রমে আপনার রাজধানীতে ফিরে এসে আপনার সেনাপতির ছুরতিসন্ধির বিষয় জানতে পার্লাম । এক্ষণে মহারাজের শ্রীচরণে এই জটিল ব্যাপারের বিচার-ভার অর্পণ কোরেন ।” এই পর্য্যন্ত লিখে তা’র নীচে নিজের নাম সহী কোলে । অনন্তর একটি শোকের মারকং সেই পত্রখানি পাঠিয়ে দিলে ।

পত্র-বাহক পদ নিয়ে রাজার নিকট অর্পণ কোলে । রাজা সেই পত্রখানি নিজে পোড়ে দেখে একবারে অবাক হোয়ে গেলেন ! কা’কেও কিছু না বোলে তা’র উত্তর লিখে, সেই লোক মারকংই পাঠালেন । পত্র-বাহক শিকারীর নিকট ফিরে গেলো । শিকারী তা’র হাত থেকে রাজার পত্র-খানি নিয়ে পাঠ কোরে জানতে পার্লে, মহারাজ তা’কে অবিলম্বে রাজসভায় আহ্বান কোরেচেন । তখন সে তড়াতাড়ি বাজারে গিয়ে অনেকগুলো সোণার টুকরো বেচে ভাল ভাল পোশাক কিনলে । তা’র পর বাসায় ফিরে এসে, স্নানাদি কোরে, সেই বহুমূল্য নতুন পোশাকে শরীর সাজালে । ভাল ভাল ছ’খানা মুড়ী খোড়ার গাড়ী ভাড়া কোলে । তা’র মধ্যে যেখানা সকলের চেয়ে ভাল, সেখানায় সে খরগোস্কে কোলে কোরে বোম্বলো ।

বাকী পাঁচখানা গাড়ীর একখানায় সিংহ, একখানায় ভালুক, একখানায় নেকড়ে বাঘ, একখানায় কুকুর, এবং আর একখানায় খেয়াল চোড়ে বোম্বলো । অনন্তর শিকারীর হুকুম পেয়ে গাড়িয়ানেরা গাড়ী হাঁকিয়ে দিলে । শিকারীর গাড়ী সকলের আগে আগে চোলো । অতি অল্পক্ষণের মধ্যে ছ’খানা গাড়ী রাজবাড়ীর ফটকের ভিতর ঢুকে, গাড়ী-বারাণ্ডার নীচে দাঁড়ালো ।

এ দিকে রাজা, পত্র-বাহকের মারকং উত্তর পাঠিয়ে, রাজসভায় সকলকে উপস্থিত হোতে আদেশ কোলেন । তাঁ’র আদেশে রাজকুমারী, সেনাপতি, মন্ত্রী এবং অল্প অল্প সভ্যগণ সভাতলে যথাযোগ্য আসনে উপবেশন কোলেন । আর একখানি ভাল আসন রাজার পাশে রাখা হোলো । কা’র ভ্রাত্তে তা’ রাখা হোলো, সভ্যগণ দু’হাতে না পেরে, পরস্পর কাণাকাপি কোরে লাগলো । সভার সর্ব্বোচ্চ সিংহাসনে নিজে মহারাজ বোসে বোইলেন । আজ রাজকন্ঠার বিবাহের দিন, রাত্রে মহানন্দবোধে সেনাপতির সঙ্গে রাজকুমারীর বিবাহ হবে—সকলের এই বিশ্বাস । সেনাপতির আজ পোয়াবারো—সোণার দোহাবা ! কিন্তু রাজকুমারীর সর্ব্বনাশ ! মস্তকে বজ্রপাত ! চার দিক অন্ধকার ! সেনাপতি ভাবতে লাগলো,—“কত ক্ষণে স্থবীভ হইয়া ।” রাজকুমারী ভাবতে লাগলেন,—“স্থবীভুস্তর পূর্বেই যেন আমার মৃত্যু হয় ।” সভ্যগণ ভাবতে লাগলেন,—“আজকের দিন রাত, দুইই আমাদের পক্ষে কত সুখেরই না জানি !” আর রাজা ভাবতে লাগলেন,—“হে জগদীশ্বর ! যে যথার্থ আমার কন্ঠার প্রাণ-দাতা, তা’কেই তা’র সান্নিধ্য কর ।”

অনন্তর রাজা, গাড়ী-বারাণ্ডার নীচে অনেকগুলো গাড়ী পৌঁছবার শব্দ শুনতে পেয়ে, চার জন চরওয়ানকে নীচে পাঠিয়ে দিলেন । তা’রা তৎক্ষণাৎ সেখানে এসে, বিশেষ সন্ধান দেখিয়ে শিকারী দু’বাকে রাজসভায় নিয়ে গেলো । পশু-রাও প্রভুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ চোললো । তা’র পর

রাজা আপনি স্নেহ ও সমাদর কোরে শিকারীকে সেই খালি আসনের উপর বোসতে বোললেন। শিকারী মহারাজকে ভক্তি পূর্বক প্রণাম কোরে নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন কোল্লে, পশুরা তাঁর আসনের নীচের চার দিকে ঘেরে ঘুরে পশুসভা সাজিয়ে বোগলো। দুশুটি দেহে বড় নতুন রকমের হোলো। সেখানে পশুদের সেরূপ কোরে বোসতে দেখে রাজা শিকারীকে জিজ্ঞাসা কোল্লেন,—“তোমার এই সিংহ প্রভৃতি পশু স্বাভাবিক বড় হিংস্রক, এরা তো কা'কেও কিছু বোলবে না?” শিকারী বোল্লে,—“মহারাজ! বরঞ্চ আপনার এই সভা-গৃহের কোন মানুষ অপর মানুষের সর্ব-নাশ কোতে পারে, কিন্তু আমার অনুচর এই পশুরা বিনা দোষে একটি পিঁপড়ে'কেও কিছু বলে না।” তাঁর এই কথা শুনে রাজা বড় খুসী হোলেন। রাজকুমারী তাঁর মুখের দিকে এক-দৃষ্টে চেয়ে কি ভাবতে লাগলেন। সভাসদে'রাও হাঁ কোরে তাঁর মুখপানে চেয়ে, মনে মনে তাঁর সেই কথার মীমাংসা কোতে বোল্লে। কিন্তু সেনাপতি তীর দৃষ্টিতে তাঁর মুখের সকল স্থান তন্ন তন্ন কোরে দেখে চিন্তে পারে, কাজে কাজে তাঁর কথারও মর্ম্ম বুঝে বাকী রোইলো না। তৎক্ষণাৎ সেনাপতির মুখের চেহারা বোদলে গেলো, মনে বড় ভয় হোলো, আসন ছেড়ে উঠে বা'বার জন্তে ব্যস্ত হোয়ে দাঁড়ালো, কিন্তু রাজার আদেশ হোলো,—“ঘেও না, বোসো।” কাজেই সেনাপতিকে আবার বোসতে হোলো। রাজ-কুমারী এতক্ষণ শিকারীর মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলেন, কিন্তু আর পাল্লেন না, মুখ নীচু কোরে কাঁদতে লাগলেন। রাজা কন্ঠাকে সেরূপ অব-স্থায় দেখেও তখন কিছু বোল্লেন না। সভাগণ কি কাণাকাপি কোতে লাগলো।

অনন্তর রাজা শিকারী সুবার প্রেরিত পরধানি আপনিই টেঁচিয়ে টেঁচিয়ে পোড়তে লাগলেন। পড়া শেষ হোলো। সকলেই অবাক! তাঁর পর তিনি সেনাপতিকে জিজ্ঞাসা কোল্লেন,—

“কেমন, সেনাপতি! এ পত্রের লেখা সত্য কি না, ঈশ্বর সাক্ষী কোরে সত্য কোরে শপথ কোরে বল।” হুরাচার সেনাপতি সম্পূর্ণ অপরাধী হোয়েও, অন্য-রাসে মিথ্যা কথা কোয়ে বোল্লে,—“মহারাজ! যে ব্যক্তি আপনাকে গুরুপ পত্র লিখেচে, সে আপ-নার এবং আমার পরম শত্রু, সে মিথ্যাবাদী।” সেনাপতির এই কথা শুনে রাজা শিকারী সুবাকে বোল্লেন,—“কেমন, শিকারী! সেনাপতি যা' বোল্লেন, তা' সত্য কি না, ঈশ্বর সাক্ষী কোরে—সত্য কোরে—শপথ কোরে বল।” শিকারী সুবা স্বাধীনচিত্তে সাহস কোরে বোল্লে,—“ধর্ম্মাবতার! জগদীশ্বর তো সর্বসাক্ষী, তা' ছাড়া আপনার কন্ঠাও আমার পার্থিব প্রধান সাক্ষী, সুতরাং উনিই যথার্থ বস্তুন, কে সত্যমুখ রাক্ষস নিহত কোরে ও'কে উদ্ধার কোরেচে। আমি মিথ্যাবাদী সেনাপতির কথায় উত্তর দিতে ইচ্ছা করি না।” তখন রাজা নিজ তনয়াকে জিজ্ঞাসা কোল্লেন,—“বাজা! তুমিও ঈশ্বর সাক্ষী কোরে—সত্য কোরে—শপথ কোরে বল, কে তোমার যথার্থ উদ্ধারকর্ত্তা?” পিতার কথা শুনে রাজকন্ঠা বোল্লেন,—“বাবা! আমি স্বর্ণপানে চেয়ে যথার্থ বোল্ছি, এই শিকারী সুবা বীর আমার উদ্ধারকর্ত্তা। ইনিই সেই হুরা-চার রাক্ষসকে বধ কোরেচেন। আপনার সেনা-পতি জোর কোরে অস্ত্রতর বশিয়ে আমাকে তোমার কাছে মিথ্যা কথা বোলিয়েচেন।” রাজা কন্ঠার কথা শুনে বোল্লেন,—“আচ্ছা, হোমার উদ্ধারকর্ত্তা শিকারীর নিকট এ বিষয়ের কোন-রূপ প্রমাণ পাওয়া যেতে পারে?” রাজকন্ঠা রাজার এ কথার উত্তর দিতে না দিতে শিকারী বোলে উঠ্লে,—“মহারাজ! অবশু পাওয়া যেতে পারে।”

এই বোলেই রাজকুমারীর দেওয়া মুক্তার মালা, এবং রাক্ষসের চোদ্দটা চোক বাঁধা ও রাজ-কুমারীর নামলেখা কুমালখানি বা'র কোরে রাজার নিকট রাখ্লে। রাজা ভাল কোরে দেখে সমস্ত চিন্তে এবং বুঝতে পারলেন। তাঁর পর তিনি বিচার শেষ কোরে, এই রায় প্রকাশ কোল্লেন,—

“বর্ষাৰ্থ সাক্ষী ও প্রমাণ-মতে আমার বিচারে বাদী শিকারী যুবা নির্দোষী এবং প্রতিবাদী আমার সেনাপতি দোষী। অতএব আমার একমাত্র এই কল্পা পরীকপে এই শিকারীরই প্রাপ্য আর এই সেনাপতি এই মহাপরাধের জন্ত বধদণ্ড-যোগ্য। অতএব অদাই এই পাপাত্মা মৃত হস্তীর পদতলে দলিত হোয়ে স্কৃত পাপের প্রতিফল ভোগ করুক।” এই বোলে রাজা তৎক্ষণাৎ জ্ঞান-গণকে তাই কোত্তে হুকুম দিলেন। তা’রা অবিলম্বে সেনাপতিকে মশানে নিয়ে গেলো। বিদ্যাতার নির্দয়কে লজ্জন করে? কোথায় সেনাপতি আজ রাজকন্যা লাভ কোববে, তা’ না হোয়ে কোথায় মহাদণ্ড লাভ কোত্তে হোলো! পাদীর কিছুতেই নিস্তার নাই। বোধ হয়, চর্যাপনের ‘হরিষে বিষাদে’ চেয়েও আজ রাজ-সেনাপতির ‘হরিষে বিষাদ’ শত গুণ বেশী। জ্ঞানদেৱা সেনাপতিকে মৃত হস্তীর পদতলে নিক্ষেপ কোলো। চর্যাপা দেক্তে দেক্তে হস্তিপরে দলিত হোয়ে ঝালয়ে গেলো। ধর্মের জয় হোলো—অধর্মের পরাজয় হোলো।

অনন্তর রাজা আনন্দিতমনে সেই দিন রাতে শুভ লগ্নে ছোট শিকারী যুবা নীরের সঙ্গে আপনার প্রাণতুল্য কন্যার স্তব বিবাহ দিলেন। চার দিকে বাদ্যরব ও ভল্লমনি হোতে লাগলো। শহরের সমুদায় লোক ভরপুর আনন্দে মেতে উঠলো। রাজবাড়ীতে শহরভক্ত লোক মনের সাথে ভাল ভাল ধাবার জিনিষ খেয়ে সুখী হোলো। এইরূপে বিবাহের রাত্রি প্রভাত হোয়ে গেলো। পরদিন রাজা, নতুন জামাইকে রাজ্যের সর্বাধিকার শাসনকর্ত্তা কোললেন।

অনন্তর রাজভামাতা এবং রাজকুমারী সুখ-সচ্ছন্দে কালযাপন কোত্তে লাগলেন। ক্রমে ক্রমে এক দিন ছ’ দিন, এক মাস ছ’ মাস গত হোয়ে গেলো। সেই সঙ্গে সঙ্গে নবদম্পতীর প্রণয়-প্রণয়মিলন পাচ হোতে লাগলো।

অষ্টম অধ্যায় ।

এমন সময়ে আর একটা ঘটনা উপস্থিত। রাজবাড়ীর প্রায় ছ’ ক্রোশ দূরে একটি মায়া-কানন ছিলো। সেই বনে একটা ডাকিনী (ডাইনী) বাস কোত্তো। যে কেউ সেই বনের ভিতর ঢুকতো, আর বেরুতে পাষ্টো না, গোলোক-ধাঁধায় পোড়ে প্রাণ হারাতে। এই রকমে সে বনটার ভিতর যে কত লোক মারা গিয়েছিলো, তা’র আর সংখ্যা হয় না। এক দিন ছোট শিকারী যুবা, সেই বনের ভিতর শিকার কোত্তে যাবার জন্তে নিতান্ত ইচ্ছুক হোলো। কিন্তু তা’র স্বপ্তর এবং পরী তা’কে পুনঃ পুনঃ নিষেধ কোত্তে লাগলো। তবু শিকারী ক্ষান্ত হোলো না। বরঞ্চ বোলো,—“কোন ভয় নেই, আমি যেমন যাবো, তেমনি ফিরে আসবো। মায়াকাননের ভিতর কি আছে, আমাকে একবার দেক্তে হবে।” তখল রাজা এবং রাজকুমারী অনিচ্ছায় সম্মত হোলেন। অনন্তর শিকারী আপনার পশু সজ্জাগ এবং অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে, একটা তেলী কালো ঘোড়ায় চোড়ে প্রস্থান কোলে। ধানিক পরে সেই বনের ধারে উপস্থিত হোলো। সে সেখানে গিয়েই দেক্তে পেলে, বনের ধারে অথচ ভিতরে একটি বড় জুল্লর রূপোর হরিণ খেলা কোরে বেড়াচ্ছে। তা’কে দেখে শিকারী মোহিত হোয়ে, মারবার জন্তে ধনুকে বাণ হুড়লে।

হরিণ তা’ দেখে, যেন ভয় পেয়ে, বনের ভিতর দৌড়লো। শিকারীও অগ্রগম্ভাব না ভেবে বনের ভিতর ঘোড়া হাঁকিয়ে দিলে। হরিণ আগে আগে আর শিকারী পাছে পাছে দৌড়তে লাগলো। শিকারী লক্ষ্য কোরে কত বাণ ছাড়লে, কিন্তু সেই মায়াধূগকে কোন মতে বিধ্বস্ত পাষ্টে না। এক জন খুব ভাল শিকারী হোয়ে, কৃতকার্য হোতে পাষ্টে না বোলে যুনে মনে বড় লজ্জা হোলো, কিন্তু তবুও হরিণের পেছনে দৌড়তে ক্ষান্ত হোলো না। এমন সময়ে হঠাৎ হরিণটে কোথায়

যে চোলে গেলো, আর সে দেকে পেলো না। কি আর করে, মনের দুঃখে, লজ্জার বাড়ীর দিকে ঘোড়া হাঁকিয়ে দিলে ; কিন্তু বনটা এত বড় বোধ হোলো যে, সারাদিন ঘুরে ঘুরেও বেরবার পথ পেলো না। সমস্ত বেন অচেনা বোধ হোলো। এইরূপে ঘোড়ার চোড়ে সে কত ক্রোশ পথ ঘুরে বেড়ালে, তবুও বনের শেষ নেই—বেরবার পথ নেই। ক্রমে সন্ধ্যা হোয়ে এলো। দেকে দেকে চার দিক ঘোর অন্ধকারে ডুবে গেলো। আর ঘোড়া হাঁকা'বার উপায় নেই। তখন সে নিরুপায় হোয়ে ঘোড়া থেকে নামলো। তা'র পর একটা বড় গাছের গুঁড়িতে ঘোড়াটাকে বেঁধে, আর একটা গাছতলার নিজে গিয়ে বোসলো। সকলেই অতিশয় ক্লান্ত। সিংহ প্রভৃতি পশুগণ, শিকারীর কাছে শুয়ে পড়ে, হাঁকাতে লাগলো। একে পৌষ মাস, তা'তে আবার ভাগ্যক্রমে সে দিন বড় শীত। কাজেই শিকারী কতকগুলো শুকনো ডাল পালা ছড় করে আগুন পোয়াতে লাগলো।

এমন সময়ে একটু দূরে একটা বড় চিবির উপর কে যেন কেঁপে কেঁপে বোলতে লাগলো,—“উহ, বড় শীত! উহ, বড় শীত!” শিকারী চেয়ে দেখলে, একটা বৃদ্ধা স্ত্রীলোক শীতে কাঁপছে। তা'র গায়ে গরম কাপড় চোপড় নেই। তা' দেখে তা'র মনে বড় দয়া হোলো। সে তৎক্ষণাৎ তা'কে বোললে,—“আহা, তোমার বড় কষ্ট হোছে, তুমি এই খেনে এসে আগুন পোয়াও। কাল সকালে তোমাকে বনের বাইরে নিয়ে যাবো।” বুড়ী বোললে, “বাছা! আমি তোমার পশুগুলোকে দেখে বড় ভয় পাচ্ছি, তাই তোমার কাছে যেতে পাচ্ছি নি। তুমি যদি ওগুলোকে ঘেরে, দূরে তাড়িয়ে দেও, তা' হোলে যেতে পারি, নৈলে পারি নি, অথচ শীতেও বাঁচি নি।” শিকারী বোললে,—“ওগো, আমার পশুরা কা'কেও কিছু বলে না। তোমার ভয় নেই, নেমে এসো।” সে বোললে,—“না, বাবা! বনের পশু, বিখাস কি?

তুমি এই গাছের ডালটা নিয়ে ওদের মেরে মেরে সরিয়ে দেও।” এই বোলে সে, শিকারীকে একটা গাছের ডাল তেঙে দিলে। যদিও শিকারী জানতো যে, তা'র পশুরা কা'কেও কামড়ায় না তথাপি বুড়ীর বিশ্বাসের জন্তে, তা'র কাছ থেকে গাছের ডালটা নিয়ে সিংহ প্রভৃতি পশুগুলোকে যেমন ঠেলে তাড়িয়ে দেবে, আর আমি সেই ডালের ছোঁয়া লেগে তা'রা সকলেই পাথর হোয়ে গেলো। তা' দেখে শিকারীর মনে অত্যন্ত ভয় ও সন্দেহ হোলো। তৎক্ষণাৎ সে বুড়ীকে ডাইনী বোলে বুঝতে পেরে, তাড়াতাড়ি যেমন ঘোড়ায় চোড়ে সেখান থেকে পালাবে, আর আমি বুড়ী চিবি থেকে দৌড়ে নেমে এসে, আর একটা ডাল ছুঁইয়ে শিকারীকে ঘোড়া শুদ্ধ পাথর কোরে ফেললে। তা'র পর সে সেই পাথরগুলো নিয়ে একটা বড় গর্তের ভিতর ফেলে দিলে। সেই গর্তে যে, এই রকম কত পাথর আছে, তা'র আর সংখ্যা নাই।

নবম অধ্যায়।

এ দিকে এক দিন দু' দিন কোরে সাত আট দিন চোলে গেলো। কিন্তু শিকারীর আর দেখা নাই। রাজা এবং রাজকুমারী, তাই দেখে অত্যন্ত দুঃখিত হোলেন। তাঁরা যা' ভেবেছিলেন, তাই ঘটিলো। শহরশুদ্ধ সমস্ত লোকেই রাজ-জামাতার মায়াবাননে মত্ত হোয়েচে, নিশ্চয় কোরে দুঃখিত হোলো। রাজকুমারী পতিশোকে আহার নিদ্রা পর্যন্ত পরিত্যাগ কোরে কেবল কাঁদতে লাগলেন। এই রকমে আরো ক'দিন গত হোয়ে গেলো।

ও দিকে বড় শিকারী, ছোট ভেয়ের কাছ থেকে স্বতন্ত্র হোয়ে এত দিন যে কোথায় ছিলো, তা' জানা যায় নি। কিন্তু এই বার তা'র সন্ধান পাওয়া গেলো। কে না জানে যে, আত্মীয়-স্বজন নের কোন কিছু ভাল মন্দ হোলে, মনটা উড়

উড়ু করে ? বড় শিকারীরও তাই হোলো । এক দিন হঠাৎ তাঁর মনের ভিতর যেন 'কি হারিয়েচি, কি হারিয়েচি' বোধ হোতে লাগলো ; মন বড় চঞ্চল হোয়ে উঠলো । বুদ্ধি ছোট ভেয়ের কোন বিপদ ঘোটেচে, এই ভেবে সে সকল কাজ ফেলে, সেই ছোরাগোঁড়া গাছের কাছে ফিরে এলো । এসে দেখে, বাস্তবিক তাঁর মনের ভাবনা ঠিক হোয়েচে । সে দেখলে, তাঁর ছোট ভাই স্বতন্ত্র ছ'বার দিন পশ্চিম দিকে গিয়েছিলো, ছোৱার সেই দিকের আধখানায় মোড়ে পোড়েচে—আধখানা খুব চক্চকে আছে । তখন সে বুঝতে পারলে, ছোট ভাই বিপদে পোড়েচে বটে, কিন্তু বিপদ উদ্ধারের পথ আছে ; কেন না ছোৱার পশ্চিম দিকের সমস্ত ধারে মোড়ে পড়ে নি । সে তখন আর কালবিলম্ব না কোরে, অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে পশ্চিম দিকে চোলে গেলো । তাঁরো ভাগে ছ'টা পল পোড়েছিলো ; তারো তাঁর সঙ্গে সঙ্গে চোললো । নানা স্থানে ছোট ভেয়ের পোজ কোড়ে কোড়ে কিছু দিন পরে, সে ঘটনাক্রমে সেই শহরে গিয়ে উপস্থিত হোলো ।

বড় শিকারী বুঝা শহরে প্রবেশ করবারাত্রই শহরবাসীর "এই যে রাজার জামাই, এই যে রাজার জামাই" বোলে আনন্দে কোলাহল কোড়ে লাগলো । কেউ বা রাজার নিকট পুরস্কার পাইবে বোলে, রাজবাটীতে আগৈ দৌড়ে গেলো । কেউ বা বড় শিকারীর কাছে এসে ঘোড়হাতে বোলতে লাগলো,—“মহাশয়, আপনি এত দিন পরে মায়া-কানন থেকে ফিরে এলেন, আপনার সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও নতুন জীবন আর আনন্দও ফিরে এলো । সে বনটা বড় ভয়ানক, তাঁর ভিতর ঢুকলে, কাঁকেও আর ফিরতে হয় না । আমরা ভাগ্যে ভাগ্যে আপনাকে ফিরে পেলাম ।” বড় শিকারী তাঁদের এরূপ কথার মর্ম্ম প্রথমে বুঝতে পারলে না, কিন্তু পরক্ষণেই মনে মনে ঠিক কোললে যে, “আমার ছোট ভাই আর আমি যমজ-সন্তান, সুতরাং দেক্তে ঠিক এক রকম ।

এরা আমাকে বেরূপ সম্বোধন কোরে, তাতে বোঝা যাচ্ছে, আমার ছোট ভেয়ের সঙ্গে এখানকার রাজকুমারীর বিবাহ হোয়েচে, কিছু ভাইটি আমার মায়াকাননের মধ্যেই বিপদে পোড়েচে, আজও ফেরে নি । মায়াকানন কোথা ? এখানকার রাজাই বা কে ? রাজকুমারীই বা কে ? বা' হোক, ভাল কোরে দেক্তে হোলো ।” এই ভেবে সে বুদ্ধি খাটিয়ে তাঁদিকে বোললে,—“প্রজাগণ ! কেন ফিরে আসবো না ? আমার আবার মায়াকাননে ভয় কি ? যে আগম নিগম জানে, তাঁর কোন কাননেই কোন বিপদ হয় না । তা' বা' হোক, তোমরা আমার সঙ্গে রাজবাটী পর্যন্ত এসো । আমি তোমাদিগে দেক্তে পেয়ে বড় সুখী হোয়েচি । চল, তোমাদিগে দেক্তে দেক্তে রাজার কাছে যাই ।” বড় শিকারী বড় বুদ্ধিমান, তাই কৌশল কোরে প্রজাদের দ্বারা রাজার নিকট যা'বার যোগাড় কোরে নিলে । প্রজারা তখন প্রত্নচিত্তে চতুর শিকারীকে সঙ্গে কোরে রাজসমীপে উপস্থিত হোলো । রাজা কোনরূপে তাঁকে অল্প লোক বোলে চিন্তে পাল্লেন না ; কাজেই বড় শিকারীর রাজার কাছে জামাই-আদরের সীমা পরিসীমা রোইলো না । তাঁর পর দাসীরা এসে তাঁকে অস্ত্রপুরে নিয়ে গেলো । সেখানে রাজকুমারী তাঁকে দেখে যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেলেন । তাঁর আনন্দ-সাগর যেন উথলে উঠলো । বড় শিকারী ক্রমে ক্রমে মনে মনে সব বুঝে নিলে । কিন্তু অন্তরে কিছু মায় আনন্দ নাই, মুখেই কেবল আনন্দপ্রকাশ । কারণ একে ভ্রাতৃশোক, তাতে আবার রাজকুমারী কনিষ্ঠ ভ্রাতারই পত্নী—শাস্ত্রমতে সম্বন্ধে কল্যা ।

অনন্তর রাত্রিকালে বড় শিকারী রাজকুমারীর নিকট ছদ্মসমিভাবে কনিষ্ঠ সহোদরের সমস্ত ঘটনা জেনে নিয়ে, বোললে,—“দেখ, আজ আমি মায়াপ্রতি শিবপূজা কোরবো । দাসীরা পূজার আয়োজন কোরে দি'ক । তুমি আমাকে আজ স্পর্শ কোরো না, কিছু দূরে বোসে তোমার স্বামীর

ও তোমার মঙ্গল কামনা কর।" রাজকুমারী বড় ধর্মশীল, সুতরাং তৎক্ষণাৎ তাই স্বীকার কোলেনেন। ক্রমে পূজার আয়োজন হোলো। ছোষ্ঠ শিকারী ভাস্করমঙ্গলের জন্ত ভক্তিপূর্ণ মনে সমস্ত ত্রিত্রি শিবপূজা কোলিলে। ক্রমে ত্রিত্রি প্রভাত হোলো।

অনন্তর প্রাতঃকালে ছোষ্ঠ শিকারী সুবা, রাজা এবং রাজকুমারীকে বোলেন,—“আমি আজ আমার মায়াবাননে শিকার কোন্ডে যা'বো।” তাঁরা তাঁর সে কথা শুনে আবার অত্যন্ত চিন্তিত হোয়ে বোলেন,—“না না, আর ও বনে গিয়ে কাজ নেই। এক বার গিয়ে আমাদিগে মহাবিপদে ফেলেছিলে, আজ আর যেও না।” ছোষ্ঠ শিকারী বোলেন,—“আমি যে কালে ফিরে এসি, সে কালে ভয়ের কোন কারণই নেই।” এই রূপে আরো কত রকম ওজর আপত্তি কোন্ডে লাগিলো। কাজেই তখন রাজা ও রাজকুমারী আর কিছু বোলেন না, অসন্তোষের সহিত বিদায় দিলেন। তখন বড় শিকারী বোড়নোয়ার হোয়ে, পশুদিগে সঙ্গে নিয়ে মায়াবাননের দিকে প্রস্থান কোলেন। কিঞ্চিৎ কাল পরে তথায় উপনীত হোয়ে, ছোট শিকারী যেমন দেখেছিলো, সেও সেইরূপ একটা রূপের হরিণ দেখে পেল। দেখে মনে বড় সন্দেহ হোলো। ভাবলে,—“আমার ভাই বুঝি এইরূপ হরিণ শিকার কোন্ডে গিয়ে, এই বনের ভিতর বিপদে পোড়োচে। যা' হোক, এক বার আমাকেও দেখে হোলো। হয় আজ তাঁকে উদ্ধার কোরবো, নয় তো তাঁরও যে দশা—আমারও সেই দশা।” এই বোলে সে সেই হরিণটার প্রতি বাণ লক্ষ্য কোরে বনের ভিতর দৌড়ুলো। তাঁর পর বনের ভিতর ঢুকলে, তাঁর ছোট ভেয়ের যা' যা' ঘোটেছিলো, তাঁরও তাই তাই ঘোটলো। সন্ধ্যার পর সেও আলো জেলে, পশুদের সঙ্গে কোরে একটি গাছতলার রাগিষাপন কোন্ডে লাগলো।

এমন সময়ে সেই মাটির ঢিবি উপর থেকে শব্দ

এলো,—“উহ, বড় শীত!—উহ, বড় শীত!” এই রূপ শব্দ শুনে বড় শিকারী ঢিবি দিকে চেয়ে দেখলে, একটি বৃদ্ধা ক্রীলোক শীতে কাঁপচে। দুই ভেয়ে-রই সমান লক্ষ্য। সুতরাং সে তাঁকে নিজের কাছে আগুন পোয়াতে ডাকলে। তখন সেই বুড়ী, ছোট শিকারীকে যা' বোলেছিলো, তাঁকেও তাই বোলেন। তাঁর সেই সব কথা শুনে মনে বড় শিকারীর বড় সন্দেহ হোলো। সে মনে মনে ভাবতে লাগলো,—“তাই তো, এ বুড়ী কে? কেন আমার পশুগুলিকে মেরে ডাড়িয়ে দিতে বোলচে? আমার ও এদিকে মাংসের জন্তে গাছের ডাল ভেঙে দিতে চাচ্ছে। এর কারণ কি? আমার বোধ হয়, এ বুড়ী মাগী ডাইনী, তা' নৈলে এমন কথা বলে কেন? আমি শুনেচি, ডাইনীরা ভাস্করের লোম ছুলে কাণা হয়; তাই এ মাগী কাছে আসচে না। যা' হোক, এক বার পরীক্ষা কোরে দেখে হোলো।” এই রূপ ভেবে, সে চুপচুপ ভাস্করের গা থেকে গোটা কএক বড় বড় গোয়ালি ছিঁড়ে, একটা ভোঁতা ডীরের মাথায় বেঁধে, বুড়ীর বুকে ছুঁড়ে মারলে। বুকের উপর আচমকা বাণ পোড়তে দেখে, বুড়ী চীৎকার কোরে উঠলো, যেই চীৎকার আর অমনি দুটো চোকের মাথা খাওয়া। চক্ষু দু'টি গেলো দেখে, বুড়ী বুঝতে পারলো, শিকারী ভাস্করের লোম-জড়ানো বাণ মেরেচে, কাজেই রাগে একে পর জোলে উঠলো। সে শিকারীকে মেরে ফেলার জন্তে হাঁ হাঁ কোরে তেড়ে এলো; কিন্তু শিকারীর কুকুর তৎক্ষণাৎ তেড়ে গিয়ে তাঁর পায়ে কামড়ে দিলে। ডাইনী বুড়ী ধড়াস্ কোরে পোড়ে গেলো।

ছোষ্ঠ শিকারী তৎক্ষণাৎ দৌড়ে গিয়ে কতকগুলো শব্দ লতা ছিঁড়ে, বুড়ীর হাত পা বেঁধে ফেলেন; পরে সে তাঁকে ভয় দেখিয়ে বোলতে লাগলো,—“বন্ধি তুই প্রাণে বাঁচতে চাস, তবে আমার ছোট ভাইকে ফিরিয়ে দে, নৈলে এই জলন্ত আগুন তোকে পুড়িয়ে মারবে।” পাগিনী ডাকিনী তবুও ছব্ব হোলো না। সে বোলে,—

‘কে তোর ভাই? আমি জানি না তা’কে। আমাকে খুলে দে, নৈলে তোকে এখনি মেরে ফেলবো।’ তাঁর এরূপ কথা শুনে বড় শিকারী অত্যন্ত রেগে উঠে, তাঁর বৃকের উপর জোরে নাখি মারতে লাগলো এবং তাঁর পর তা’কে আশ্রমে পুড়িয়ে মারবার জন্তে পা ধোরে টেনে আনতে আরম্ভ কোল্লে। তখন ডাইনী বুড়ী মরণ-ভয়ে ভীত হোয়ে চীৎকার কোরে বোলতে লাগলো,—“মেরো না—আমায় মেরো না; আমি তোমার ভাইকে বাঁচিয়ে দিচ্ছি। তুমি এক কাজ কর,—এইখান থেকে এক রসি যাপ দূরে ঈশান কোণে একটা বড় পাথকে আছে। তা’র মুখে খাসের চাপুড়া চাপা আছে, তা’কে উজান না। তুমি যাও; যেতে যেতে সেখানে একটা তাল গাছের গুড়িতে ছোট ছোট তিনটে আশুদ গাছ বেঁকে পাবে, ঠিক তাঁর নৈকান্ত কোণ পুড়লেই সেই চাপা কোয়া বেঁকে পাবে। তুমি তাঁর ভিতর থেকে জল তুলে এনে, আমার বাঁদিকে যে গল্টি বেঁকে পাবে, তা’তে ছড়িয়ে দাও। তা’হলেই তোমার ছোট ভাইকে পা’বে।’ ডাকিনীর এরূপ কথা শুনে, বড় শিকারী তৎক্ষণাৎ সেই পাথকের জল এনে পাথর-ভরা গর্ভে ছড়িয়ে নিলে। দেবামার তাঁর ভিতর থেকে কনিষ্ঠ শিকারী, তাঁর অশ্ব, সিংহ প্রভৃতি সাতটা পশু এবং আরও শত শত লোক ভীষিত হোয়ে বেরিয়ে এলো। তা’দেখে বড় শিকারী নিতান্ত বিস্মিত হোলো। অনন্তর সে অতিশয় আফ্লাদিত হোয়ে স্নেহভরে ছোট ভাইটিকে পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গন কোরে লাগলো। এ দিকে নবজীবনপ্রাপ্ত শোকেরা, বড় শিকারীকে মনের মাধে আশীর্বাদ কোরে লাগলো। আহা, তখনকার সেই দৃশ্যটি দেখলে সর্বের দৃষ্টি তুচ্ছ বোধ হয়। অনন্তর সমস্ত লোক ভেড়ে গিয়ে ডাকিনীকে আক্রমণ কোরে মেরে ফেললে। মায়াকাননের কটক দূর হোলো। তাঁর-পর শিকারী ভাই দু’টি, পশুদ্বিগে সঙ্গে কোরে বনের ভিতর থেকে বেহুতে লাগলো—

পরস্পরে মনের কত কথাই কইতে লাগলো।
তখন রাত্রি দ্বিপ্রহর।

দশম অধ্যায়।

এই বার আর এক ঘটনা উপস্থিত। রাজ-কন্ডার প্রথম-শোভা দুরায়্য রাজসেনাপতি রাজ-জায় কস্তিপদশলে নিহত হোলে-পর, তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতার মনে অতিশয় রাগ, দেব ও প্রতিহিংসা জেগে উঠেছিলো। সে ভ্রাতৃনিধনের দিন হোতে সন্দেহ রাজা, রাজকুমারী ও কনিষ্ঠ শিকারীর অনিষ্ট সাধনের জন্তে উৎসুক ছিলো; কিন্তু এত দিন কোনকালে বৃতকার্য হোতে পারে নি। আজ তাঁর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হ’বার পন্থা হোলো। সে ভ্রাতৃশোক রাবে নিজা যেতো না, কেবল সারা-রাত্রি সেখানে সেখানে ঘুরে ঘুরে বেড়াশে। সে দিন যখন সে মায়াকাননে রাজ-জামাতার মৃত্যু-সংবাদ শুনেছিলো, তখন তাঁর আর আনন্দের সীমা ছিলো না। কিন্তু তাঁর পর যখন আবার তাঁর সেখান থেকে ফিরে আসবার সংবাদ পেয়ে-ছিলো, তখন আবার দুঃখেরও অন্ত ছিলো না। সে জানতো যে, মায়াকাননে প্রবেশ কোল্লে, মানুষ হো অতি সামান্য, দেবতারও আর ফিরে আসবার বো নেই; কিন্তু রাজার জামাই কি কোরে ফিরে এলো, আবার গেলো, এর কারণ কি, তাই জানু-বার জন্তে মায়াকাননের সীমার বাইরে এসে সারা-দিন অপেক্ষা করছিলো। কিন্তু ভিতরে প্রবেশ করবার সাহস হয় নি। সে সেখানে সারাদিন অপেক্ষা কোরে অবশেষে হিংস্র জন্তদের ভয়ে একটা বড় তমাল গাছের উপর উঠে বোসেছিলো। এমন সময়ে দু’জন শিকারী বনের ভিতরে থেকে বেরিয়ে এসে, সেই তমাল-তলায় খানিকক্ষণ দাঁড়ালো।

বড় ভাই ছোট ভাইকে বোলে,—‘ভাই! এই বার তুমি খন্তর-বাড়ী যাও। আমি আর ওখানে

যাবো না। আমার বিশেষ প্রয়োজন আছে, সেই জন্তে আমি এখনই আমার পূর্বস্থানে যাত্রা করবো। কিছু দিন পরে আবার তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ কোত্তে চেষ্টা করবো। এখন তুমি যাও, আর বিলম্ব করো না।” অগ্রজের এইরূপ কথা শুনে, অনুজ অগ্রজের সহিত বোললেন,—“সে কি, দাদা! এক বার তোমাকে দেখতে চাই, নৈলে আমি নিতান্ত দুঃখিত হবো। তুমি আমাকে পুনর্জীবন দান কোন্লে, অতএব তোমাকে একবার মহারাজের নিকট যেতেই হবে।” বড় শিকারী মনে মনে ভাবতে লাগলো,—“আমি যে, কোথায় কোরে আমার ভাইকে উদ্ধার কোরেছি, তা’ এ কিছুই জানতে পারি নি। এখন যদি আমি রাজবাড়ী যাই, তা’ হোলে রাজা, রাজকুমারী এবং এই বা কি মনে কোরবে? আমি নিজেদেখি, কিছু ঘটনা-চক্রে পোড়ে এরা সকলেই লজ্জিত হবে। সুতরাং আমার যাওয়া কখনই উচিত নয়। কিন্তু তা’ও বলি, শিবপূজা প্রভৃতি নিদর্শনে আমি সেখানে প্রকাশ পাবো। তা’ যা’ হোক, এর পর আমি রাজবাড়ীতে গিয়ে সমস্ত সন্দেহ দূর করবো। আজ তো কোন মতেই যাবো না।” সে এইরূপ ভেবে অনুজকে বোলে,—“ভাই! তুমি ছেলেমানুষ, কিছুই বোঝো না। আমার নিতান্ত প্রয়োজন আছে, না গেলেই নয়। আবার আমি আসবো।” তখন কোন মতে সীতাত কোত্তে না পেরে কাজে কাজে ছোট শিকারী আর কিছুই বোলিল না; অগ্রজকে প্রণাম কোরে, অদারোহণে রাজগৃহে প্রস্থান কোরে। তা’র পতঙ্গও সঙ্গে সঙ্গে চোললো। এ দিকে ছোট শিকারীও অদারোহণে, আপনার পতঙ্গকে সঙ্গে কোরে অন্য দিকে চোলে গেলো।

তা’রা প্রস্থান কোনলে পর, সেনাপতির কনিষ্ঠ ভ্রাতা বৃদ্ধ হোতে অবতরণ কোরে নীচে দাঁড়ালো। সে এতদূর তমলে-শাখে প্রচ্ছন্নভাবে থেকে, উভয় শিকারীর অবয়ব দেখেছিলো—সমস্ত কথা শুনেছিলো। এখন সে একাকী সেখানে দাঁড়িয়ে

আপনা আপনি বোলতে লাগলো,—“ঈ্যা, কি আশ্চর্য্য, হ’জনেট ঠিক এক রকম। বোধ হয়, এরা যমজ ভাই। তা’ যা’ হোক, এই বার আমি দাদা তোলাবার পথ পেয়েছি। আমার ভ্রাতৃত্বভী কনিষ্ঠ শিকারীর ছোট গত্ত কলা ওর দ্বীর গৃহে ছিলো। আমি কনিষ্ঠ শিকারীকে এ বিষয়ে একথানা পত্র লিখি। তা’ হোলে সে, দ্বীর উপর সন্দেহ কোরে তা’কে মেরে ফেলবে। তখন রাজা অবশু ক্রুদ্ধ হোয়ে ওর মস্তক ছেদন কোত্তে লক্ষ্য দেবে,—আমার পরম শত্রু যমালয়ে যাবে। তা’র পর রাজাও কন্যাশোক কোরে যাবে। এই রকমে আমার তিন শত্রুই নিপাত হবে। ভাগ্যে আমি এখানে এসেছিলেম, নৈলে এক বাণে তিন শত্রু মোত্তো না।” এই বোলে সে, ছোট শিকারী যে পথ দিয়ে গিয়েছিলো, সেই পথ দিয়ে ভ্রাতৃত্বভী যেতে লাগলো। এমন সময়ে খানিক দূরে একটা আলো দেকে পেলো। সেটা কিসের আলো জানবার জন্তে, সেনাপতির ভাই সেই দিকে চোললো। গিয়ে দেখে একটা ছোট বাড়ী। সে সেই বাড়ীর জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখলে, হুঁপানা চৌকীর উপর হ’জন পুরুষ মানুষ বোসে কি কথা বলাগলি কোত্তে। তা’র পর সে ভাল কোরে দেখলে, তা’দের মধ্যে এক জন সেই ছোট শিকারী আর এক জন অপরিচিত সুদা। তা’র পর সে সেই জানালায় কান পেতে দাঁড়িয়ে গেলো। এমন সময়ে শিকারী সেই সুদাকে বোললেন,—“বন্ধু! আমার দাদা আমাকে মায়া কানন থেকে পুনর্জীবন দান কোরে চোলে গেলেন। আমি তাঁকে ডাকলেম, কিছু তিনি এলেন না। যা’ হোক, আজ আমি রাজবাড়ী যাচ্ছি না, এইখানে ভয়ে থাকবো, কাল সকালে যাবো।” গৃহস্থানী সুদা বোললে,—“বন্ধু! তাই ভালো—আমারও তাই ইচ্ছে।” এই বোলে শিকারীর শয্যায়া আরোহণের জন্তে অজ্ঞ যেরে চোলে গেলো। সেনাপতির ভাই আর সেখানে অপেক্ষা কোন্লে না, যরাযর নিজের বাড়ী গেলো। সেখানে গিয়ে

। কথানা উড়ে চিঠি লিখে, আবার সেই বাড়ীর পানালার কাছে এসে দাঁড়ালো। তখন রাত তনটে বেজেচে। সে এ বার এসে দেখলে, পানালার বন্ধ, কিন্তু একটু একটু ফাঁক দিয়ে আলো দেখা যাচ্ছে অথচ কারো আর কথা শোনা যাচ্ছে না। তখন সে, পরখানা জানালা গলিয়ে ঘরের ভিতর কেশে দিলে। আর দাঁড়ালো না, চোলে গেলো।

এ দিকে রাত্রি প্রভাত হোয়ে গেলো। অনন্তর কনিষ্ঠ শিকারী শয্যা হোতে গায়ে খান কোরে যখন ঘর থেকে বেরিয়ে আসবে, আর জম্বিনী সেই পরখানি দেড়ে পেলো। কিসের পর খান-বার জন্যে তাড়াহাড়ি কুড়িয়ে নিলো। দেখলে, ঘরের শিরোনামে তারই নাম লেখা আছে। তাড়াহাড়ি খুলে ফেলে পোড়তে লাগলো,—

“তুমি যাকে পতিব্রতা পরী বোলে বিশ্বাস কর, সেই বাকুমারী গত কল্যা আর এক জন দুবা পুরুষের সঙ্গে এক গৃহে রাত্রি যাপন কোরেচে। তুমি মনে কর যে, তুমিই রাজার একমাত্র জামাই; কিন্তু তা’ নয়, রাজকুমারীর জন্যে রাজা এখন জাগার একটি নতুন জামাই পেয়েছেন। আমরা হোলে জম্বিনী বিশ্বাসঘাতিনী স্বীকৃত শত খণ্ড কোরে ফেলবোম। জানি না তুমি কি কোববে। এই বার জানা যাবে, রাজার মেয়ে তোমার, কি নতুন জামাইয়ের।”

এই পরখানা পোড়ে, কনিষ্ঠ শিকারী যেন কি হোয়ে গেলো। কোণে সমস্ত শরী হোলে উঠলো। এক এক বার ভাবতে লাগলো,—“আমার স্বামী কি একপুষ্প—না।” আবার ভাবলো,—“না, এর আশঙ্কাই না কি। স্বীচিবির দেশত্যাগেও অত্যাচার।” আচ্ছা, আচ্ছা এই প্রতীকার কোববে। এই বোলে সে, পরখানা পোসাকোয় ভিতর মুকিয়ে বেধে, বজুর নিকট বিষায় নিয়ে, অগাধোহনে তৎক্ষণাৎ প্রস্থান কোলে।

অন্যদিকে সৈন্যপতির কনিষ্ঠ ভাতা, পরখানা ঘরের ভিতর ফেলে দিয়ে, বাড়ী গিয়ে কতকগুলো

কাগজের টুকরায় “রাজার নতুন জামাই!” এই কথা কয়টি লিখে, রাত না পোহাতে পোহাতে, রাস্তা ও গলিগুলোর মোড়ের বাড়ীর দেওয়ালে লোটকে দিয়েছিলো। ‘সে এত সতর্ক ও গুপ্তভাবে ঐ কাগজ কোরেছিলো যে, কেউ তা’ জানতে পারে নি। রাত্রি প্রভাতে শহরবাসীরা সেই লেখা দেখে অশঙ্ক হোলো, কিন্তু রাজভরে কেউ আর প্রকাশ্যে সে কথা’র আন্দোলন কোরে সাহস পেলো না, গোপনে গোপনে কান-বোঁধা কোরে লাগলো। অবিলম্বে কি রকমে আবার সেই কথা রাজারও কর্ণগেচর হোলো। তা’তে তিনি অত্যন্ত চিন্তিত, লজ্জিত ও বিচলিতচিত্ত হোলেন। কোন রাজ-বিদ্রোহী শত্রু প্রজা যে তাঁর অকলঙ্ক নামে কলঙ্কারোপের চেষ্টা কোরেচে, তা’ তাঁর আর বুঝতে পারি’ থাকলো না; কিন্তু কিসে যে, তাঁর প্রতীকার হবে, তা’ও হঠাৎ ঠিক কোতে পাল্লেন না।

এমন সময়ে, কনিষ্ঠ শিকারী বজুর গৃহ পরি-ভাগ কোরে, জুড়চিত্তে শহরে প্রবেশ কোলে। একে ত মনের মধ্যে স্ত্রীমন্ডলে দারুণ মন্দেহ ও অজ্ঞেহ, তা’তে আবার শহরে প্রতিষ্ঠি হোয়ে মোড়ে মোড়ে লেখাগুলো দেখে বিগল রুষ্ট হোলো। তখন তাঁর চেহারা দেখলে, তাঁকে যেন উদয় বৈরাগের মত বোধ হয়। সে কারো সঙ্গে কোন রূপ বাক্যব্যাপ না কোরে, বরাবর রাজাসপ্তরে ভ্রমির হোলো। মেথানে গিয়ে একবারে শয়নগৃহে প্রবেশ কোল্লে। সে যখন মেথানে যায়, তখন বাকুমারী শয্যা হোতে গায়ে খান কোরে, তারই বিষয় চিন্তা কোচ্ছিলেন। নিকটে কেউই ছিলো না। তিনি চিন্তার দন কানিকে সমুখে রেখে কামান্ধে বোল্লেন,—“নাথ! তুমিও কিরে এসে, তোমার সঙ্গে সঙ্গে আমার আশা, ভরসা, প্রাণ সমস্তই কিরে এসে। আমি কেবল তোমাদুইই ভাবছিলাম।” এমন পতিপ্রাণ পত্নীর এমন অনুরোধে কথা শুনে কোন্ কামীর হৃদয় না অপরূপ আনন্দে দৃঢ় বয়ে।

কিন্তু ছলয়ুগ কনিষ্ঠ শিকারী বরং একরূপ কপা শুনে অগ্রিবৎ জোলে উঠলো। সে রোষ-কর্কশ বাক্যে বোলে—“কি, পাপীয়াসি! তুই আমাকে ভাবছিলি? আমি কি এত নির্দোষ যে, ভোর ছলনা বুঝতে পারি নি? তুই ছুচাখিণী। স্বামীকে বন্ধন কোরে পরপুরুষের সঙ্গে রাত্রি যাপন করিস।”

এই কথা শোনাযাত্রা সরল-জন্ম রাজকুমারী একবারে নিকাক্ হয়ে গেলেন। মুখে বাক্যানিঃসরণ হোলো না, কেবল চক্ষের জলে বন্ধ ভেসে যেতে লাগলো। তখন কনিষ্ঠ শিকারী পুন্সের মত রোষভরে বোললে,—“আর মায়াকারী কাঁদলে কি হবে? আজ ভোর মস্তকচ্ছেদন কোরে আমার কলক ঘোচাবো।” রাজকুমারী কাঁদতে কাঁদতে বোলেন,—“নাথ! আমি তোমার স্ত্রী, মারতে হয় মারো—রাখতে হয় রাখো, কিন্তু অগ্রে আমার দোষ সাব্যস্ত কর।” শিকারী বোলে,—“দোষ সাব্যস্তের আর বাকী কি? তুই পবিত্র রাত্রিকালে আমার অবিদ্যামানে এক জন পরপুরুষের সঙ্গে এক গৃহে ছিলি। আমি সে সময়ে একখানা পত্র পেয়েছি আর রাস্তার মোড়ে মোড়ে তার প্রমাণও পেয়েছি।” এই কথা শুনে রাজকুমারী অত্যন্ত বিচিৎ হোয়ে বোলেন,—“সে কি! তুমিই যে ক’ দিন পরে সে দিন মায়াকানন থেকে ক্ষেপে এসে, রাত্রিকালে এই ঘরের ঐখানে বোসে সকাল পর্যন্ত শিবপূজা কোরেছিলে। আজ আবার এ কি গোলচো? নাথ! আমি কি আমার পরমদেবতা পমিকে চিনি নি? আমি তোমার ভিন্ন আর কা’কেও জানি নি। তুমি ভিন্ন পরপুরুষ আমার স্বামী মত—পিতা।” রাজকুমারীর এরূপ অস্বাভাবিক, বিনয় ও শরণপেও কনিষ্ঠ শিকারীর মনে বিরাগ হোলো না—কোপের উপশমন হোলো না। সে স্বীহত্যার দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হোলো।

এ দিকে জ্যেষ্ঠ শিকারী গভীরে মায়াকাননের সীমায় কনিষ্ঠের নিকট বিদায় নিয়ে অত

দিকে অনেক দূর চোলে গিয়েছিলো বটে, কিন্তু অবিলম্বে তার মনে নানারূপ সন্দেহ উপস্থিত হওয়াতে আর বেশী দূর যেতে পারিলে না। সে তখন যা’ মনে ভেবেছিলো, এখন তা’ আর তেবে নিশ্চিত থাকতে পারিলে না। সে এখন ভাবতে লাগলো,—“আমার ছোট ভাই বরসের গুণে এখনও সমস্ত তলিয়ে বুঝতে পারে না। যদি শস্তরের গৃহে গিয়ে রাজকুমারীর সহকে আমাকে নিয়ে তা’র অতঃকরণে কোন রূপ সন্দেহ উপস্থিত হয়, তা’ হোলেই তো সফল।” হয় তো নিরপরাধে রাজকুমারী প্রাণ নিয়েও টানাটানি যেটতে পারে। সুতরাং আমাকেও রাজবাড়ী যেতে হোলো। দোহাই ঈশ্বর! রাজকুমারীকে বন্ধন কর। দোহাই ঈশ্বর! আমার কনিষ্ঠ ভাতাকে নিঃসন্দেহে প্রকৃতিস্থ কোরে রাখো।” সে এই রূপ ভাবতে ভাবতে তৎক্ষণাত্ বোড়া ফিরিয়ে দিলে। অনেক ক্রোশ গথ চোলে যাওয়াতে, কাজেই তার এ দিকে রাজধানীতে দ্বিগুণে ভোর হোয়ে গেলো। সে সুযোগ-দয়ের পুন্সে রাজধানীতে প্রবেশ কোরে রাস্তার মোড়ে মোড়ে দেখলে,—“রাজার নতুন জামাট।” বেবেই চোমকে উঠলো। মনে মনে ভাবলে,—“কি সফল! যা’ ভেবেছি তা’ই। আর বিশদ করা ভাল নয়। এখন অতঃপাৎ প্রবেশ করি।” এই বোলে সে বোড়া থেকে নেমে তৎক্ষণাত্ রাজাস্তম্ভের প্রবেশ কোললে। কেউ তা’কে কোন বাধা বাগড়া দিলে না। কারণ, ভূম সঙ্কলন চোক চেপে রাখলে। জ্যেষ্ঠ শিকারী ভাতাকৃষ্টি রাজকুমারীর শবন-গৃহে প্রতিষ্ট হোয়ে দেখলে, ভাতকৃষ্ণ ভাতপট্টর মতাকাল উপস্থিত। সে তৎক্ষণাত্ শশবাস্ত্র চাঁৎকার কোরে বোলে উঠলো,—“জাহ হও, ভাই!—জাহ হও, ভাই!” বোলেই কনিষ্ঠ ভাতার হাত ধোললে। তৎক্ষণাত্ ছোট শিকারীর হাত থেকে তাঁক তরবারি বেগে পোড়ে গেলো। সে অগ্রজের মুখের দিকে ত্রুটিয়ে অশ্রু হয়ে চেয়ে থেকে লাগলো। রাজকুমারী

পূর্ণপৎ দু'টি অভিন্ন মূর্তি দেখে, কি যে হোয়ে গেলেন—কি যে ভাবতে লাগলেন, তা' বর্ণন করা আমার সাধ্য নয়। আমি কেবল এই বোলতে পারি যে, তিনি এক পাশে সোরে গিয়ে বেশী কোরে ষোয়াটা টেনে দিলেন।

অনন্তর জ্যেষ্ঠ শিকারী কনিষ্ঠকে বোললে,—
'ভাই! আমি যা' ভেবে এসেছি, এখন তা'ই হোতো। বিনা দোষে সরলা রাজকুমারী তোমার এই আশাতে প্রাণত্যাগ কোরেন। ঈশ্বর আমাকে এ সময়ে এখানে এনে তাঁর বহুর প্রাণ রক্ষা কোললেন। ভাই! তোমার পত্নী চুচাটিনী নন, উনি পরম সতী। তোমাকে উদ্ধার করবার জুতে—তোমার সকল জানবার জন্যে আমি পবিত্র রাতে এই গৃহে তোমার পত্নীর সহিত অনেক কথা কোয়েছিলেম—তোমার সমস্ত রক্তান্ত ভেলে নিয়েছিলেম। তা'র পর আমি সমস্ত রাত্রি এই খানে বোসে শিবপূজা কোরেছিলেম। কথায় যদি তোমার বিশ্বাস না হয়, তবে দাসীরান সাক্ষী। তা'তেও যদি সন্দেহ হয়, তবে এই দেখ।' জ্যেষ্ঠ শিকারী এই কথা বোলেই তৎক্ষণাতঃ কনিষ্ঠের হস্ত ধারণ কোরে, সেই গহস্থিত একটা লোহার সিঁড়কের নিকট গিয়ে, তা'র পশ্চাত্ দিকে চেয়ে দেখে বোললেন। কনিষ্ঠ শিকারী সেখানে চেয়ে, নাকশিক বহুতল বিজপত্র, আকল তুল ও হাটমটি শিবমূর্তি দেখে গেল। তা'র পর জ্যেষ্ঠ শিকারী তা'কে বোললে,—“কেমন, ভাই! এতেও কি বিশ্বাস হয় না? বৎস! তুমি কি জানে না যে, আমি তোমার জ্যেষ্ঠ, যতরাং তোমার পত্নী আমার মাতা বা কন্যা সম্বন্ধে? তোমার পত্নী সে দিন রাতে আমাকে চিনতে পারেন নি। উনি আমাকে ভেবেছিলেন যে, আমিই—তুমি। সেই জন্যেই তো আমি কৌশল কোরে শিবপূজা কোরে সমস্ত রাত্রি এত খানে বোসেছিলেম। ওঁকে আমাকে স্পর্শ কোরতে নিষেধ কোরেছিলেম। উনিও তাই কোরেছিলেন। এখন আমার কথা রাখো,

তোমার পত্নীর প্রতি আর কোন সন্দেহ কোরো না—রাগ কোরো না।” জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার এই সমস্ত কথা শুনে, কনিষ্ঠ ভ্রাতা অনেকটা প্রকৃতিস্থ হোলো বটে, কিন্তু একবারে সন্দেহ ত্যাগ কোতে পারলেন না। জ্যেষ্ঠ শিকারী তা' বুঝতে পারলেন।

এমন সময়ে সেই গৃহে রাজা, রাজমন্ত্রী ও অমাত্যগণ উপস্থিত হোলেন। তাঁরা দু'জন শিকারী বুঝকে এক রকম দেখে অবাক হোয়ে গেলেন। অনন্তর সমস্ত গোলযোগের মীমাংসা হোতে লাগলো। সে সকল আর এখানে বলবার আবশ্যক নাই। তার পর কনিষ্ঠ শিকারী তা'র জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে বোললে,—“আচ্ছা, আমি আমার পত্নীকে এবং তোমাকে নির্দোষী বোলে স্বীকার কোরবো, কিন্তু আমার পত্নীকে একটি কাজ কোতে হ'বে।” জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বোললে,—“কি কাজ, ভাই?” কনিষ্ঠ বোললে,—“এখন থেকে প্রায় তিন ক্রোশ দূরে একটি পর্বত আছে। তা' থেকে ঋণার জল কোরে ঘোরে একটি বড় জলাশয় হোয়েছে। সেই জলাশয়ের নাম 'সতীকুণ্ড'। সে খিলোক সতী, সে অন্যায়সে তা'তে অগ্ন্যহন হ'লে কোরে তা'রে উঠে আসতে পারে, কিন্তু যে অসতী, সে জলে নাম্বামাত্রই পাবান হোয়ে যায়। আমার পত্নীকে সেই কুণ্ডের জলে নেমে নাটতে হ'বে।” তা'র এই কথা শুনে, তখন রাজকুমারী সকলের অগ্রে নিজে বোঝেন,—“আমি এখনি প্রস্তুত।” অনন্তর সকলে সেখানে গমন কোয়ে। পরে রাজকুমারী নিঃশঙ্কমনে সেই সতীকুণ্ডের জলে নেমে, তিন বার ডুব দিয়ে, তা'রে উঠে এসে, স্বামীকে প্রণাম কোরেন। তখন সকলেই অজ্ঞানতঃই ধস্তাধস্ত বোলতে লাগলো। কনিষ্ঠ শিকারী আপনার ইচ্ছানুসারে পত্নীর সতীত্ব পরীক্ষা কোরে, সম্পূর্ণরূপে নিঃসন্দেহ হোলো। কিন্তু অগ্রজের উপর অজ্ঞায় সন্দেহ কোরেছিলো বোলে, তা'র পা দু'টি ধোরে, পুনঃ পুনঃ জমা চাইতে লাগলো। তখন জ্যেষ্ঠ শিকারী কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে তুলে সান্দ্রচিত্তে কোলাকুলি কোয়ে।

অনন্তর রাজা প্রভৃতি সকলে জোঁঠ শিকারী
বুদ্ধি-কৌশল, সম্ভবিত্ব ও ভাতৃস্নেহের অনেক
প্রশংসা কোত্তে লাগলেন। তাঁ'র পর সকলে রাজ-
ধানীতে ফিরে এলেন।

একাদশ অধ্যায় ।

অনন্তর রাজা রাজসভাতে উপবিষ্ট হোয়ে
সকলকে বোললেন,—“সভাসঙ্গন! এখন তোমা-
দিগে একটি গুরুতর কার্য সাধন কোত্তে হ'বে।
কেন্ পাপাত্মা নীচাশয় রাজসেনারী জাল-পত্র
লিখে আমার জামাতাকে আমার কন্যার উপর,
তাঁ'র জোঁঠ ভাতার উপর একপ মন্দির কোরি-
য়েচে—আমার পরমমতী কন্যাকে কলঙ্কিনী কর-
বার চেষ্টা এবং আমার উপর দাক্ষণ কলঙ্কতার
চাপার কৌশল কোরেচে, তোমরা বিশেষরূপে
তাঁ'র অনুসন্ধান কর। যে ব্যক্তি সেই দু'রাষ্ট্রকে
ধোরে এনে দিতে পারবে, আমি তাঁকে পাঁচ লক্ষ
টাকা পুরস্কার দেবো।”

রাজার এই আদেশ পেয়ে, সমস্তই অনেক
অনুসন্ধান কোত্তে লাগলো। ক্রমে ক্রমে প্রায়
এক মাস গত হোয়ে গেলে, কিন্তু কেহই কৃতকার্য
হোত্তে পারেন না। অনন্তর একদিন জোঁঠ শিকারী
রাজাকে বোলে,—“মহাশয়! সকলেই সাধনমত
চেষ্টা কোরুন, কিন্তু আমি এত দিন চুপ কোরে
আছি। কিন্তু এই বার আমি এক বার চেষ্টা
কোবো। আমার চেষ্টা পত্র। আপনি এক
কাজ করুন; আপনার সমস্ত প্রজা ও অস্ত্র-গণকে
ডাকিয়ে এমন এক কামগায় জড় করুন। তাঁ'র পর
আপনি তাঁ'দিগে নিয়ে আমার সঙ্গে এক স্থানে
চলুন। কোথায় সকলকে দেখতে হ'বে—কি কোয়ে
হ'বে, তা' আমি এখন ভেঙে বোলাবো না।”
জোঁঠ শিকারীর এইরূপ কথা শুনে, রাজা টেঁড়রা
পিটিয়ে দিলেন। রাজধানীর পাশে একটা খুব
সব মার্গ প্রজা প্রভৃতি সমস্ত লোক একত্র

হোলো। রাজার হুকুম ছিলো যে, যে না আসে,
সেই দোষী, তাঁকে শুলে দেবেন। সুতরাং
সকলকেই আসতে হোলো।

অনন্তর জোঁঠ শিকারী সকলকে সঙ্গে কোরে,
প্রায় পাঁচ ক্রোশ দূরে একটা নিবিড় বনের ভিতর
প্রবেশ কোলে। সেই বনের ভিতর একটা শিব-
মন্দির। বড় শিকারী পুর্বে শুনেছিলো যে, সেই
শিবমন্দিরের একটা অতি চমৎকার গুপ আছে।
কেউ কারো কিছু চুরি কোলে,—কেউ কোন
বিষয়ে অপরাধী হোলে, সেই মন্দিরের কপাট
কোন মতে ঠেলে খুলতে পারে না, কিন্তু অত
লোকে পারে। মন্দিরের কপাট সমস্তই বন্ধ
পাকে। অনন্তর জোঁঠ শিকারী মন্দিরের
কপাটের কাছে দাঁড়িয়ে বোলে,—“একে একে
সকলে হাতে কোরে এই মন্দিরের কপাট ঠেলে।
যাঁ'র হাতের দাক্ষণ কপাট খুলবে, সে নিদোষী,
কিন্তু যে খুলতে পারবে না, সে দোষী—সে এই
মিথ্যা অপরাধের মূল। সুতরাং সে যথাস্থানে
বিচারে অতি কঠোর দণ্ড ভোগ কোরবে। যে
এই কপাট খুলতে চাবে না, সে অপরাধী না
হোলেও অপরাধী।” অনন্তর সকলে কপাট ঠেলে
ঠেলে খুলতে লাগলো।

যেমন এক এক জন খোলে, আবার তখন
কপাট বন্ধ হোয়ে যায়। এই রূপে, সমস্ত লোক
নিদোষী বোলে প্রমাণিত হোলো। কিন্তু যেন-
দতির কনিষ্ঠ ভাতা যেমন কপাট ঠেলে, আবার
তখন ঠিকরে পোড়ে গেলো। আবার উঠে
ঠেলে, কেব পোড়ে গেলো; কিন্তু কিছুতেই খুলতে
পারেন না। তখন সকলেই তাঁকে দোষী ধোলে
কোলাহল কোত্তে লাগলো। তাঁ'র মুখ ভরিয়ে
গেলো—বৃক ধডাস ধডাস কোরে লাগলো।
তখন রাজা তাঁকে বীধতে হুকুম দিলেন। হাতে
হাতকড়ি—পায়ে পাকড়ি দিবে বীধা হোলো।
অনন্তর সকলে সেই দু'রাষ্ট্রা সেনাপতির কনিষ্ঠ
ভাতাকে নিয়ে রাজধানীতে ফিরে এলো।

অনন্তর রাজা হুকুম দিলেন,—“এই পাপাত্মা

জঙ্গলগীকে অবিলম্বে শূলে দাও ।” তৎক্ষণাৎ
 সেনাপতির কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে নিয়ে গিয়ে,
 হরের মধ্যস্থলে একটা সর্বোচ্চ শূলে চোড়িয়ে
 গেল । দৈর্ঘ্যে দৈর্ঘ্যে দু'রায়া প্রাণত্যাগ কোরে ।
 ম মদ্যার সনয় এই কথা বোলেছিলে,—“ঈশ্বরের
 রাজ্যে পাপ কাজ কখন ঢাকা থাকে না । এক
 দিন না এক দিন পাপীকে পাপের প্রতিফল পেতে
 হয় ।”

অনন্তর রাজা, এক জন আত্মীয়ের পরমহৃদয়ী
 কন্যার সহিত ছোট্ট শিকারীর শুভবিবাহ দিলেন ।

এইরূপে ছোট্ট শিকারী ও কনিষ্ঠ শিকারী স্ব স্ব
 পক্ষের সহিত রাজবাড়ীতে পরমসুখে কালযাপন
 কোরে লাগলো । ছোট্ট শিকারী রাজার আর
 এক জন প্রধান মন্ত্রী হোলো । নব মন্ত্রীর সুপরামর্শে
 রাজ্যের অনেক রকম উন্নতি হোতে লাগলো ।
 প্রজারা সুখ সুখী হোলো । অনন্তর ছোট্ট শিকারী
 ও কনিষ্ঠ শিকারী, পিতা মাতা ও পালক পিতা
 মাতাকে রাজধানীতে আনিয়া একসঙ্গে সুখে
 অবস্থান কোরে লাগলো ।

চীনের কলসী !

প্রথম অধ্যায় ।

বহুকালের কথা বোলচি—যখন এই বাঙ্গালা দেশে পালরাজারা রাজত্ব কোতেন—সেই সময় এ দেশের এক শ্রী ছিলো। সে শ্রী আর এখন নেই। কখন যে হ'বে কি না, তা'ই বা কে বোলতে পারে? সেই পালরাজাদের মধ্যে এক জন যে খুব বীর ছিলেন—তিনি যে অনেক দেশ বিদেশ লড়াইয়ে জিতেছিলেন, তা' বোধ হয়, যিনি বাঙ্গালার ইতিহাস গোড়েচেন, তিনিই জানেন।

সেই রাজা এক সময় আনানের ভিতর দিয়ে তিরত পর্য়াস্ত যুদ্ধ করতে যান। আসবার সময় ঐ দেশ থেকে কতকগুলি কারীকরকে কয়েদ করে আনেন। সেই কারীকরেরা চীনের বাসন ভোইরি কোন্তো। রাজার ইচ্ছা ছিলো যে, বাঙ্গালা দেশেও চীনের বাসন ভোইরি হয়।

সেই কয়েদীদের মধ্যে একটি ১৩১৪ বছরের মেয়ে ছিলো। ঐ মেয়েটি চীনের বাসনের উপর খুব সরেস কাজ কোন্তে পান্তো। রাজা তা'র কাজ দেখে তা'কেও এনেছিলেন। কিন্তু ঐ মেয়েটি এ দেশে এসে আর তেমন সরেস কাজ কোন্তে পান্তো না।—সে সন্দেহাই বিষয় পাঙ্তো—আর কি ভাব্তো। কেন যে ভাব্তো, তা' কেমন কোরে জান্বো—কিন্তু তা'রা যে কারণ বলে, রাজা কোন রকম কষ্ট দিতেন তা' নয়—বরং তা'দের সুখে পাঙ্বার সুবন্দোবস্ত কোরে দিয়েছিলেন। যে কারখানা ঘরে তা'রা কাজ কোন্তো, সেইখানে রাজা তা'দের এক জন ওপোর ওয়ালো রেখেছিলেন। সে, কে কেমন কাজ করে তাই দেখ্তো। এক দিন সে সেই য়ে-টিকে বোললে,—“দেখ, বাছা! তোমার কারীকরী এখন আর সাবেকের মত হয় না কেন? ঐ দেখ

কেমন সুন্দোর চিত্তির করা! এখানে এসে পর্য়াস্ত ত তুমি একটি দিনও অমন কাজ কোল্লে না। রাজাকে কি জবাব দেবে বল দেখি?”

কিন্তু মেয়েটি তা'র কথার কোন উত্তরই দিলে না, কেবল কান্দতে লাগলো; সেও আর কোন কথা না বোলে চোলে গেলো। ঐ সময় এক দল সুবা সেই কারখানায় বেড়া'তে এলো। তা'দের মধ্যে এক জন রাজসংসারে থাক্তেন। রাজা তাঁকে বড়ই ভালবাস্তেন। তাঁর নাম বিজয়চন্দ। তা'রা এসে দেখলে যে, ঐ মেয়েটি কান্দচে।

বিজয় গিয়ে তা'কে জিজ্ঞেস কোলেন, “হ্যাঁপা বাছা! তুমি কান্দচো কেন? কেনই বা মন দিয়ে কাজ কোবচো না? তুমি যখন বেশ ছিলে, তখন ত বেশ কাজ কোন্তে?—ঐ যা'টি ত তোমার চিত্তির করা?”

মেয়েটি কান্দতে কান্দতে বোলে, “হ্যাঁ মশাই! আমিই ওটি চিত্তির কোবছিলাম—হায়! মহাভাজ যদি ওটি না দেখ্তেন—এই কথা বোলতে বোলতে আর বোলতে পাল্লে না—খুব টেঁচিরে কান্দতে লাগলো।

বিজয় বোললেন,—“রাজা না দেখলে তুমি দেশে থাক্তে—কিন্তু তা' ভেবে আর কোবনে কি বল? এখন বা'তে এই দেশেই সুখে থাক্তে পার, তা'র চেষ্টা কর। রাজাও আর তোমায় জেলে কয়েদ কোরে রাখেন না।”

মেয়েটি কান্দতে কান্দতে বোললে—“মশাই! দেশের কথা ভুলবো কেমন কোরে?—দেশে যে এই পোড়াকপালীর বুড়ো বাপ মা আছেন—তাঁরা যে না খেতে পেয়ে কত কষ্ট পা'বেন, সেই সব কথা মনে হোলে আর আমার কাজ কোন্তে ইচ্ছে করে না। আমি মনে মনে ঠিক কোরেচি, আর

‘মেরে কেলেন, ভাসুই—আমার জালা বহুখা
ব একবারে ঘুচে যা’বে।’

আর একটি কারীকর সেখানে ছিলো। সে
দরৈটিকে বোলে,—‘দিদি, কি কস্বি বল ?—রাজা,
‘ইচ্ছে তা’ই’কোন্সে পারেন। তা’ বোলে আপ-
নার প্রাণ ধোয়াচানো কেন ?’

এই কথা শুনে বিজয়ীবোলে,—“রাজার যা’
‘ইচ্ছে তিনি তাই কোরবেন, তিনি কি এই অনাথা
বালিকাটিকে মেরে কেলবেন ? তা’ যদি করেন,
তিনি যোর অত্যাচারী।”

এই কথা ক’টি শুনে বালিকাটির ভরসা তোলা,
সে বিজয়ের পাশ ধোরে বোলে,—“মশাই ! আপনি
আমার বাঁচান।—অথবা আমার এখান থেকে
উদ্ধার করুন। আপনি মনে কোন্সে পারেন।”

বিজয় বোলে,—“দেবো ! প্রাণ পর্যন্ত পণ,
তুমি তোমার উদ্ধার কোরে, তোমার বাপ মার কাছে
পাঠাব।”

ঐ সময় আর একটি যুবক বোললে,—“ভাই !
এমন ভাল কাজে চেষ্টা কোরবে যুব ভাল। কিন্তু,
ভাই ! এমন উগ্রমতিতে এ কাজে হাত দিলে কি
ফল হ’বে বলা ? রাজার কাছে যদি এমন অবস্থার
কোন কথা বলা, তা’তে হিতে বিপরীত হ’বে।”

বিজয় পুরুষত জেনেই বোললেন,—“তুমি কি
কোন্সে বলা হবোদ ? এই বালিকাটি এমনি কোরে
কষ্ট সহিবেন—দেখে, কে নিশ্চিত থাকতে পারে ?”

হুবোধ বোললেন,—“নিশ্চিত থাকতে বলি
নে। কৌশলে কার্যসাধনের চেষ্টা দেখো।”

বিজয় বোললেন,—“কৌশল !—কৌশল তোমার
জায় ব্যবহার্য্যজনীর সদল। আমার জায় লোকের
সাহসই বল।”

হুবোধ একটু হেসে বোললেন,—“যুদ্ধেও কি
কৌশলের প্রয়োজন হয় না ?”

বিজয় বোললেন,—“যাও, ভাই ! তোমার সঙ্গে
আমি তর্কে, পারবো না।” কিন্তু এই বার তাঁর
ভাব কিছু দরম বোধ হোলো।

হুবোধ হেসে বোললেন,—“ভাই ! তর্কই
আমার ব্যবসা—তর্কই আমার বল।”

বিজয় “কিন্তু আমার অন্য বল আছে”
বোলে, কটিস্থ অসিতে হাত দিলেন।

হুবোধ।—কিন্তু, এ ক্ষেত্রে ওতে কোন্
কাজ হ’বে ? বরং আমার কণা শোনো—আমার
তর্ক-বল আগ্রহ কোরে একবার দেখো, তা’তে যদি
কোন কল হয়। আমার দ্বারা তোমার বধন যে
কোন কাজ হোতে পারবে, আমি তা’তে অনায়াসে
প্রস্তুত আছি।

তাঁর পর চু’ছেন মিলে বাড়ীতে গিয়ে মন্ত্রণা
কোরে মেয়েটির হোরে রাজার কাছে এক দরখাস্ত
কোরে।

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

সেই দিন বিকেল বেলা বিজয় সেই দরখাস্ত-
খানি হাতে কোরে রাজার কাছে গেলেন। রাজা
দরখাস্তখানি হাতে কোরে হাসতে হাসতে বোল-
লেন,—“বিজয় ! আমি তোমায় পূজাপেজা ভাল-
বাসি। তুমি কি আমাকে অত্যাচারী হির কোচ্চো ?”

বিজয় ত্রুটিত হোয়ে বোললেন,—“মহারাজ !
আপনাকে এমন কথা কে বোললে ?”

রাজা বোললেন,—“বলবার লোকের অপ্রতুল
কি ? তুমিও আর লুকিয়ে বল নি।”

বিজয় বোললেন,—“মহারাজ ! এমন কথা আপ-
নাকে যে শুনিয়েচে, সে মিথ্যা শুনিয়েচে। আমি
তা’ বলি নি। আমি একটি মেয়ের কষ্ট দেখে বোলে
ছিলেম—তিনি যদি এই অনাথ বালিকাটিকে
মেরে কেলেন ত্তো তিনি যোর অত্যাচারী। মহা-
রাজ ! এই সেই মেয়েটির পক্ষে দরখাস্ত।”

রাজা সেই দরখাস্তখানি পাঠ কোরে বোললেন—
—“বিজয় ! এই দরখাস্তখানি কে লিখেচে ?”

বিজয়।—আমার বন্ধু হুবোধ।

রাজা।—হুবোধ ! সে তো বিচারশায়ে বেশ
দক্ষ হোয়েচে। যা’ই হোক, এ দরখাস্তর যা’ উত্তর

ধেবে, তা' ভোমায় বলি শোনো। কাল এই আবেশ বেরোবে যে, যে এক মাসের মধ্যে একটি সুন্দর চীনের কলসী প্রস্তুত কোত্তে পারবে, তাকে হয় দেশে যেতে দেওয়া বা'বে, নয় ২০০ শত সুন্দর পারিতোষিক দেওয়া হ'বে। এ ছু'রের বা' ইচ্ছা, সে নিতে পারবে; আর ঐ কলসীতে তা'র নাম খোদা থাকবে।"

বিজয় তাই শুনে তখন সেই কারখানায় গিয়ে মেয়েটিকে এই খবর দিলেন।

মেয়েটি শুনে তখন কলসী প্রস্তুত কোত্তে আরম্ভ কোলিলে।

তা'র পরদিন রাজার হুকুম বেরলো। ততুয় পেয়ে সকলেই কলসী প্রস্তুত কোত্তে আরম্ভ কোলিলে। কিন্তু, কোলিতে কি, মেয়েটির মত একাগ্র হ'য়ে কেউ কাজে এগুতে পারলেন না। কেন না, আর সকলের লোভ টাকার উপর, কিন্তু, মেয়েটির মা বাপকে দেখবার ইচ্ছা।

ক্রমে সকলের কলসী প্রস্তুত হোলো। বিজয় সেই মেয়েটির কলসীর নীচে লিখে দিলেন—

"যোষে তব নাম ওহে মহারাজ।

এ পৃথিবী নাক্ষে সবে।

চারি দিকে স্তব্ধ যত অংগন

তব জ্যানিদোষ-রবে।"

তৃতীয় অধ্যায়।

ক্রমে মাসের শেষ দিন হোয়ে এলো—শেষ দিনে রাজা কলসীগুলি দেখবেন।

কলসীগুলি একটি পরে সাজানো হোয়েচে। কারখানাকর্তা উপস্থিত আছেন। কারীকরেরা কার কপাল প্রসন্ন হয় দেখবার জন্তে সবাই ছাড়ির।

এমন সময় মহারাজ মন্দিরের সঙ্গে সেখানে এলেন। বলা বাহুল্য, সঙ্গে বিজয় ও সুবোধ ছিলেন।

কর্তা'রা সকলে খয়ের ভিত্তর গেলেন।

রাজা একে একে কলসীগুলো অনেকক্ষণ ধোয়ে দেখতে লাগলেন। তা'র পর বোললেন,—

"বিজয়! ধেবে তৌ ও কলসীটা কার'র?"

বিজয় গিয়ে একটি সুন্দর কলসী হাতে নিয়ে জিজ্ঞাসা কোললেন,—“এইটে?”

রাজা।—হাঁ।

বিজয়।—এইটি সেই মেয়েটির।

রাজা।—বাও দিকি দেখি?

রাজা কলসীটি নিলেন—অনেকক্ষণ ধোয়ে দেখলেন। তা'র পর একে একে সকলে কলসী দেখতে লাগলো।

সকলের দেখা হোলে রাজা সেই কারখানার কর্তাকে কোললেন,—“তুমি এই কলসীটে কোড়ে রাজসভায় নিয়ে এলো। আমরা চোললেম। এটা চীনদেশের রাজার কাছে পাঠাতে হ'বে। চীন-রাজা দেখুন, আমার দেশেও চীনের বাসন হয়।” এই কথা বোলে রাজা চোলে গেলেন।

কারখানার কর্তা একজন লোককে সেটা মাজতে বোললেন।

সে জন দিয়ে দু'তে দু'তে এক বার সেই কলসীটে এনে কর্তাকে দেখালে; বল লে,—“কর্তা মশাই! এই জায়গার রং উঠে যাচ্ছে।”

কর্তা।—কৈ দেখি?

সে লোকটা কলসীটা এনে লিলে। কর্তাটি তাপনার চাবর দিয়ে একটা জায়গা খানিকক্ষণ মুছে বোললেন,—“ছোয়েচে, আর যায় কোথা? এই বার ব্যাটার মাথা খেয়েচি।”

এই কথা বোলে কলসীটা নিয়ে চোলে গেলো।

চতুর্থ অধ্যায়।

এ দিকে বিজয় ও সুবোধ রাজার কাছ থেকে ছাড়চিটি নিয়ে সেই মেয়েটিকে বোলোসা কোরে বাড়ীতে নিয়ে গেলো। মেয়েটিকে ঘে-আজ্ঞাদ হোয়েছিলো তা' আর কি বোলবো। সে

নগর হুবোথের মার কাছে বিজয় হুবোথের কত প্রহরসাই কোত্তে লাগলো।

হঠাৎ এমন সময় রাজবাড়ী থেকে লোক এসে বিজয়কে বোললে,—“রাজার হুকুম,—আপনি আর এই যেহেটি কয়েদ হোলেন।”

তুনে বিজয় হেগে বোল্লে,—“কেন—কি হুত্বে ? কারণ না তুনিহে আমার কয়েদ করে কে ?”

লোকটি বোল্লে,—“কারণটি যে কি, তা’ আমি কেমন কোরে জানবো। রাজা হুকুম কোরেচেন, আমি এয়েচি; ক্ষমতা হুত্বে, আপনাদের কয়েদ কোরে নিয়ে যাবো, না পারি, ফিরে গিয়ে বোলবো পাচেম না।”

এই সময় একটি চ’টি কোরে প্রায় সাত অটটি পাইক এসে উপস্থিত হোলো।

এ কালে সময়ের পেয়াদা মানুষের বাড়ীতে ঢুকতে পারে না, সে কালে রাজার হুকুম হোলো, দরজা ভেঙে দুমুস্ত মানুষকে বেঁধে নিয়ে যেতো, তা’তে দার কৈরেক ছিলো না।

হুবোধ বোল্লে,—“বাই বিজয়! এ ক্ষেত্রেও অস্ত্র বল দেখানার দরকার নেই। আমার তরু-বলে তোমাদের উদ্ধার কোববো।”

বিজয় বন্ধুর কথাগুলি স্বার্থ ভেবে, কাজে-কাজেই কয়েদ হোলেন। মেয়েটিও কীদতে কীদতে হোলো। রাজার হুকুম ছিলো না, তাই তা’রা বেঁধে নিয়ে গেলো না।

এ দিকে হুবোধ অ্যুর দেরি না কোরে রাজসর-বারে গেলেন এবং বিজয় কেন কয়েদ হোয়ে-চেন, তা’র কারণ জানবার জন্তে দরখাস্ত কোললেন।

দরখাস্তে উত্তর এলো,—“বিজয় ঐ গালিকাটির কথামত সেই কগদীর পায়ে—

“খোর অত্যাচারী তুমি,

যোষে তন নাম, ওহে মহারাজ।

এ পৃথিবী মাঝে সব।

“চারি দিকে স্তম্ভ বস্ত খরিগণ

তব জ্যানিখোষ-রবে।”

এই কবিতাটি গিবেছিলেন, তাই তা’দের কয়েদ করা হোয়েচে।”

হুবোধ পোড়ে কি ভাবলেন। তা’র পর তাড়াতাড়ি সেই কারখানার গিয়ে একে তা’কে কত কি জিজ্ঞাসা কোললেন। তা’র পর আবার রাজসভায় এসে বোললেন,—“মহারাজ! আমি আমার বন্ধুর পক্ষে বিচার প্রার্থনা করি।”

রাজা বোললেন,—“বখন দেখা যাচে যে, বিজয় আনাকে অপরাধ বদ্বার জন্তে এই কাজ কোবেচে, তখন তা’র আর বিচার কি ? তবে যদি এই ভাবে দরখাস্ত কর যে, যদি তা’কে নির্দোষ প্রমাণ না কোত্তে পার, তা’ হোলো তুমিও কয়েদ হ’বে। তা’ হোলো আমি বিচারপতিদের অনর্থক কষ্ট দিতে পারি।”

হুবোধ তা’ই কোললেন।

দ্বির হোলো পরদিন বিচার হ’বে।

পঞ্চম অধ্যায়।

পরদিন বিচারস্থল লোকে লোকারণ্য। রাত বিচারকদের নিয়ে বোসে রেয়েচেন। এক দার বিজয় টেটহবে দাঁড়িয়ে আছেন।

এমন সময় রাজা প্রধান মন্ত্রীকে হুবোধে দরখাস্তখানি দিবে বোললেন,—“মন্ত্রী! তু এখানি সকলের হুমখে পাঠি কর।”

মন্ত্রী পোড়তে আরম্ভ কোললেন—

“মহারাজ! আমি আমার বন্ধুকে নির্দে-
জেনে আপনার কাছে বিচার প্রার্থনা কো-
রি। তা’কে নির্দোষী বোলে প্রমাণ কোত্তে না পা-
তা’ হোলো বিচারকদিগকে অনর্থক কষ্ট দেও
অপরাধে বন্ধুর সহিত কারাবাস কোব্বো।”

তা’র পর মন্ত্রী বোললেন,—“রাজার আ-
জ্ঞা বিচার হ’বে। বিজয়ের অপরাধ এই
মহারাজকে অত্যাচারী বোলেচে। বোধ
সকলেই জান, মহারাজ চীনের সীমান্তবাদী ব-
তলি লোককে কয়েদ কোরে আনেন। স-

মহারাজ হুকুম দিয়েছিলেন যে, তা'দের মধ্যে
যে কেউ একটি হুন্দর কলসী প্রস্তুত কোরে
রাজারে তুষ্ট কোতে পাববে, রাজা তা'কে
খোলোয়া কোরে দেবেন, আর যদি সে এ দেশে
থাকতে চায়, তা'কে ৫০০ শত সুবর্ণ পারিতোষিক
দেবেন। ঐ কলসীটি একটি কলসী প্রস্তুত
করে। রাজার সেইটি মনোনীত হয়। কিন্তু
মেয়েটির অদৃষ্ট দেখ;—সে এই বিজয়কে দিয়ে
তা'র উপর এই কয় ছত্র লিখিয়েচে—

(কলসীটি তুলিয়া পাঠ)

“যেহ অত্যাচারী তুমি,
বোম্বে তব নাম, ওহে মহারাজ।

এ পৃথিবী মাঝে সবে।

চারি দিকে স্তব্ধ যত অরিপণ

তব জ্যানিরখোষ-রবে ॥”

এই কয়টি কথা পাঠ হ'বা মাত্র বিজয় বোল-
লেন,—“মিথ্যা কথা, প্রথমেই কয়টি কথা আমি
ধনই লিখি নাই।”

মন্ত্রী—লিখি কি না, তা'রি বিচার হ'বে।
কিন্তু এই সমস্তটিরই হস্তাক্ষর একরূপ, বিশেষত
সব প্রমাণ পাওয়া গেছে, তা'তে বিজয় যে
স্বর্ণ দোষী, তা'র তো আর কোন সন্দেহই হয়
; এখন ঈশ্বর করুন, যেন সে নির্দোষীই হয়।”

এই কথা বোলে মন্ত্রী বোললেন। তা'র পর
জন উঠে বোললেন,—“আপনারা সকলে
নে, বিজয় দোষী কি না?”

এই কথা বোলে তিনি কারখানার কর্তাকে
দা'লেন।

কারখানার কর্তা উপস্থিত হইল।

তিনি জিজ্ঞাসা কোললেন,—

“আপনি এই কলসীটি আর কখন দেখে-
লেন?”

উত্তর।—অবশ্য দেখিছি। ওটি ঐ মেয়েটি
দ্বারা হস্তে কারখানায় বোম্বে তোহ'রি কোরে-
লা।

প্রশ্ন।—এতে যখন দেখা হয়, তখন তুমি
উপস্থিত ছিলে?

উত্তর।—হাঁ, ছিলাম।

প্রশ্ন।—কে লেখে?

উত্তর।—ঐ বিজয়।

প্রশ্ন।—কি লেখেন, তা' তুমি জান?

উত্তর।—তা' আমি জানি না।

প্রশ্ন।—মহারাজকে এই কবিতাটি দেখায়
কে?

উত্তর।—আমি।

প্রশ্ন।—কবে তুমি কবিতাটি পোড়েছিলে?

উত্তর।—যে দিন মহারাজ এই কলসীটি
দেখেছিলেন।

প্রশ্ন।—মহারাজ তো উপরের ছত্র দেখতে
পান নাই?

উত্তর।—তখন ওটি নীল রঙে ঢাকা ছিলো।

প্রশ্ন।—তুমি দেখতে গেলে কি কোরে?

উত্তর।—মহারাজ আমাকে এটি মেয়ে দুয়ে
রাজসভায় আনতে বোল্লেন। আমি আমার ঐ
চাকরকে এটি মাজতে বলি। সে মাজতে মাজতে
বোল্লে,—“মশাই! এই আরগার রংটা উঠে যাচ্ছে।
আমি গিয়ে এই চাকর দিয়ে দ্রুত দ্রুত ঐ কথা
ক'টি দেখতে গেলুম। তাই রাজাকে দেখালেমু।”

অগোপন জিজ্ঞাসা কোললেন,—

“চাঁনের বাসনের রং কখন উঠে যায়?”

উত্তর।—পোড়া'বার পর যে রং দেওয়া যায়,
তা' উঠে যায়।

প্রশ্ন।—তুমি জান, পোড়া'বার পর কে এই
রং দিয়েছিলো?

উত্তর।—তা' আমি জানি না।

প্রশ্ন।—তাল, পোড়া'বার পর তুমি এই কলসী
দেখেছিলে?

উত্তর।—হাঁ। আমি ওট অল্প অল্প কলসীর
সঙ্গে সে ঘরে সাজানো ছিলো, সেই ঘরে পাঠাই।

প্রশ্ন।—তখন তুমি দেখেছিলে ওঁতে কি
লেখা আছে?

উত্তর।—অত লক্ষ্য করি নি।

হুবোথ বোললেন,—“ভাল, আর তোমাকে আমার জিজ্ঞাস্য নেই।”

দ্বিতীয় সাক্ষী, কঠোর চাকর।

রাজপক্ষীর ব্যবহারাক্ষীর জিজ্ঞাসা কোল্লেন,—

“তুমি এ কলসীটি এর পূর্বে দেখেছিলে?”

উত্তর।—হ্যাঁ।

প্রশ্ন।—কবে?

উত্তর।—কাল।

প্রশ্ন।—কোথায়?

উত্তর।—যে ঘরে এটি অনেকগুলি কলসীর সঙ্গে সাজানো ছিলো।

প্রশ্ন।—এতে কি লেখা ছিলো জানি?

উত্তর।—আমি পোড়তে জানি নি।

হুবোথ জিজ্ঞাসা কোল্লেন,—

“তুমি কলসীটি কত দূর হোতে দেখেছিলে?”

উত্তর।—নিজ হাতে কোরে দেখেছি।

প্রশ্ন।—তোমার হাতে এ কলসী গেলো কেমন কোরে?

উত্তর।—কঠোর আমাকে মাজতে দিয়েছিলেন।

প্রশ্ন।—মাজতে মাজতে তুমি কি দেখেছিলে?

উত্তর।—দেখ্লেমু—নীল রং উঠে যাচ্ছে।

প্রশ্ন।—দেখে তুমি কি কোল্লেন?

উত্তর।—কঠোরকে বিশেষ।

প্রশ্ন।—কঠোর দেখে কি বোল্লেন?

উত্তর নাই।

প্রশ্ন।—বোল্লেন না কেন? তোমাকে সাজা পেতে হবে।

উত্তর।—(স্বগত) হোয়েছে আর কি!—এই বার বাটার মাথা খেয়েছি।

হুবোথ।—বোসো তুমি বোসো।

তা’র পর হুবোথ আর দু’টি লোককে ডাকলেন।

••তা’র একটিকে জিজ্ঞাসা কোল্লেন,—

“তুমি কারখানায় কাজ কর?”

উত্তর।—আমি বাসন তোহঁরি হোলে পোড়া-বার ঘরে নিয়ে বাই।

প্রশ্ন।—তুমি এই কলসীটি কখনো পোড়া-বার ঘরে নিয়ে গিয়েছিলে?

উত্তর।—হ্যাঁ।

প্রশ্ন।—কেমন কোরে তোমার স্বপ্ন হোলে যে, এটি তুমি নিয়ে গিয়েছিলে?

উত্তর।—আমি খুড়িতে কোরে এটির সঙ্গে আরো অনেকগুলি কলসী নিয়ে গিয়েছিলেম বটে, কিন্তু ঘরের ভিতর নিয়ে গেলে এটা পোড়া-পোড়া হোয়েছিলো। আমি এটাকে ভাল কোরে বসাবার সময় এই ছবিটে দেখ্লেমু, দেখে বড় সুন্দর বোধ হোলো; তাই অনেকক্ষণ দোরে দেখ্লেমু, তাই ভো চিনতে পারছি।

প্রশ্ন।—ছবির নীচে কি রং ছিলো মনে হয়?

উত্তর।—নীল রংই ছিলো।

প্রশ্ন।—এ লেখা গুলো দেখেছিলে?

উত্তর।—হ্যাঁ।

প্রশ্ন।—এ কি লেখা জান?

উত্তর।—আমি পোড়তে জানি নি।

প্রশ্ন।—ক’সার লেখা ছিলো?

উত্তর।—তা’ আমি জানি নি।

হুবোথ।—ভাল, তুমি বোসো।

তা’র পর তিনি অপর লোকটিকে জিজ্ঞাসা কোল্লেন,—

“তুমি কারখানায় কি কাজ কর?”

উত্তর।—আমি বাসন তোহঁরি হোলে ডাই।

প্রশ্ন।—তুমি এ কলসী পুড়িয়েছিলে?

উত্তর।—হ্যাঁ।

প্রশ্ন।—কেমন কোরে চিনলে?

উত্তর।—ঐ লোকটি (বাহককে দেখাইয়) আমার এই ছবিটি দেখায়, তাইতে চিন্চি।

প্রশ্ন।—ভাল, ও লোকটি এ কলসী কোথায় রেখেছিলো?

উত্তর।—একটা খুড়ির উপর।

দুই সন্ন্যাসী ।

প্রথম অধ্যায় ।

চাঁদপুর গ্রামে জনার্দন নামে একটি লোক বাস কোতো । তা'র বয়স প্রায় ৬২ বৎসর । দুর্ভাগ্যক্রমে তা'র একটি পুত্র বই আর কেউই ছিলো না । পুত্রটির নাম ভাগ্যধর । জনার্দন সেই ছেলেটিকে নিয়েই কাল কাটাতো । ভাগ্যধরও পিতাকে বিশেষরূপে ভক্তি শ্রদ্ধা কোতো । জনার্দনের আর্থিক অবস্থা বড় ভাল না হওয়াতে ছেলেটিকে বেশ কোরে লেখা পড়া শেখাতে পারে নি । কিন্তু উত্তমরূপে লেখা পড়া শেখে নি বোলে যে, ছেলেটির স্বভাব চরিত্র মন্দ, একথা গ্রামের কেউই বোলেতে পারতো না ।

ভাগ্যধরের বয়স যখন ১৮ বৎসর, তখন তা'র পিতা জনার্দনের জরবিকারে মৃত্যু হয় । পিতার মৃত্যুতে ভাগ্যধরের ভাগ্য একবারে ঘোর অন্ধকারে ডুবে গেলো । এই প্রকাণ্ড বিশ্বক্সাণ্ডের মধ্যে অন্ধকারে আলোক, রোদ্রে বৃক্ষের ছায়া, ভয়ে সাহস এবং জীবনে জীবন স্বরূপ পিতা মৃত্যুমুখে পতিত হওয়াতে বালক ভাগ্যধর হতাশ হোয়ে পোড়লো । বাবা বাবা বোলে যে কতই কাঁদতে লাগলো, তা' তা'র মত অবস্থার লোক বই আর কে বুঝবে ? পিতার মৃত্যুর দিন থেকে সে দিন দিন কেমন এক রকম হতাশ ও উদ্বাস হোতে লাগলো । আহা! নিদ্রায় ইচ্ছা নাই—গৃহ মন নাই—শরীরে বল নাই । সন্ন্যাসী চন্দের জলে ভগবানের কাছে মনের দুঃখ জানা'তে লাগলো । গ্রামের লোকেরা তা'কে অনেক কোরে সান্ত্বনা কোতে লাগলো বটে, কিন্তু তা'র অস্থির অন্তঃকরণের মধ্যে সে সান্ত্বনা কোন মতে আর স্থান পেলে না ।

যথাসময়ে ভাগ্যধর পিতার আদিদি বার্গা শেষ কোললে ।

লোকে বলে এক দৈতেও পাওয়া যায় যে, শোক চিরকাল সমানভাবে মানুষকে অস্থির কোতে পারে না । শোকের প্রথম উচ্ছ্বাস বৈরূপ অসহ, কিন্তু পরে আর তেমন থাকে না,—গ্রীষ্ম কালীন নদীর স্রোতের মত ক্রমে ক্রমে কোমে যায় । কিন্তু ভাগ্যধরের শোক দিন দিন বেড়ে উঠতে লাগলো । তা' বাড়বারই কথা যে,—আপনার বলবার আর যে তা'র কেউই নাই । কা'র মুখ দেখে সে আর পি তৃশোক বিষ্মিত হ'বে ? যেখানে জল নাই, সেখানকার আশ্রিত নোনো বড় শক্ত ; ভাগ্যধরের আপনার আর কেউ নাই, সুতরাং তা'র শোকও বা'বার নয় ।

এইরূপে কিছু দিন যায় । এমন সময়ে এক দিন ভাগ্যধর ভাবতে ভাবতে হঠাৎ ঘুমিয়ে পোড়লো । তা'র যে ঘুমোবার ইচ্ছা ছিলো, তা' নয় ; তবে কেবল একটানা ঘুমানোতেই সে তা'র অজ্ঞাতসারে ঘুমিয়ে পোড়লো । এমন সময়ে হঠাৎ সে এইরূপ স্বপ্ন দেখলো,—যেন তা'র মৃত পিতা আকাশের কোলে একখানি খুব বড় মেঘের উপর বোসে বোলে,—“ভাগ্যধর ! কেন বাবা, তুমি আর আমার জন্মে এমন কোরে শোক দুঃখ ভোগ কোচ্ছো ? আমি আর যাবো না ; আমাকে তুমি আর ও পাপ পৃথিবীতে দৈতে পা'বে না, কিন্তু আমি এক সময়ে তোমাকে আমার কাছে দৈতে পা'বো । তুমি এক কাজ কর,—যাবজীবন ধর্ম কর্ম কর—জগতের উপকার কর, কিন্তু অপকারের ভাবনাও ভেবো না । তা'

হোলেই তোমাতে আঁমাতে আবার একসঙ্গে হুখে থাকে পারবো; আর দেখ, বাবা! আমি তোমার বিবাহ দিয়ে আসতে পারি নি বোলে বড় দুঃখিত আছি; কিন্তু এখন আমি এই আশীর্বাদ করি, তুমি একটি রাজকন্যা লাভ কর।" এমন সময়ে সহসা ভাগ্যধরের নিদ্রাভঙ্গ হোলো। সে উৎকণ্ঠা আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখলে, চু' একখানা মেঘ ভেসে যাচ্ছে বটে, কিন্তু মেঘের উপর তা'র পিতা নাই। সে উপর দিকে অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে কি ভাবতে লাগলো। ভাগ্যধর প্রায় বেলী ১টার সময় তত্ত্বাবশেষে এই স্বপ্ন দেখেছিলো।

অনন্তর সে ঘরের ভিতর ঢুকে মেজের মাটি খুঁড়ে একটি বটী বা'র কোলে। সেই বটীতে তা'র পিতার ২০০ টাকা ছিলো। এই টাকার কণা ও ঠিকানা সে পূর্বে তা'র পিতার নিকট শুনেছিলো। ভাগ্যধর সেই ২০০ টাকা নিয়ে, ঘরে তালা দিয়ে, কোথায় বেরিয়ে চোলে গেলো, গ্রামের কোন লোক তা' জানতে পারেন না।

সপ্নে তা'র পিতা তা'কে বোলেছিলো,—“ধর্ম কর্ম কর—ভগবতের উপকার কর, কিন্তু অপকারের ভাবনাও ভেবো না। তা' হোলেই তোমাতে আঁমাতে আবার একসঙ্গে হুখে থাকে পারবো।” এই পুণশ্রুত কথাগুলি ভাগ্যধরের জীবনের মূল-মন্ত্র হোলো। ধর্ম কর্ম ও পরোপকারের দিকে তা'র মনের গতি একটানা হোলো। ভাগ্যধর এই নব গতির বেগেই গৃহত্যাগী হোয়ে চোলে গেলো।

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

চাঁদপুর থেকে প্রায় ৫ ক্রোশ পশ্চিম দিকে ভূভেশ্বর নামে একটি তীর্থ আছে। প্রতিদিন এই তীর্থে অনেক যাত্রীর সমাগম হয়। তীর্থ-পর্যটক সন্ন্যাসীরা এখানে ভূভেশ্বর মহাদেবকে

দর্শন কোন্তে আসে। তীর্থগুলি কাঙালীর আড্ডা, হুতরাং এখানেও কাঙালীর অভাব নাই।

প্রায় সন্ধ্যা হয় হয়, এমন সময়ে পিতৃহীন ভাগ্যধর এই ভূভেশ্বর তীর্থে এসে উপস্থিত হোলো। ভক্তিভাবে মহাদেবকে পূজা ও প্রণাম কোরে, সন্ধ্যার আরতি দেখবার জন্যে অপেক্ষা কোরে রইলো। দেক্তে দেক্তে সন্ধ্যা হোলো। তখন ভূভেশ্বরের পাণ্ডারা ভূভেশ্বরের আরতি কোলেন। ভক্তগণ চারদিকে দাঁড়িয়ে ঘোড়হাত কোরে আরতি দেক্তে লাগলো। তা'দের মধ্যে ভাগ্যধরও ঘোড়হাত কোরে দাঁড়িয়েছিলো। শিবের আরতি শেষ হোয়ে গেলো। অনন্তর ভাগ্যধর ভূভেশ্বরের নাটমন্দিরের মধ্যে এক স্থানে শুয়ে রাত্রি যাপন কোলে।

প্রভাত হোলো। কাঙালীর পাল দেখা দিলে। নতুন নতুন যাত্রীদের কাছে তা'রা পয়সা কড়ি খাবার কাপড় ভিক্ষা করে। না দিলে না ছোড়-বাঁদা। কাঙালীগুলো যত্নে যত্নে ভাগ্যধরের কাছে গিয়ে “জয় হোক, বাবা! জয় হোক, বাবা!” বোলে গোলমাল লাগিয়ে দিলে। ভাগ্যধর নতুন যাত্রী, হুতরাং কাঙালীদের পোয়াবারো!

তখন ভাগ্যধর টাকার পুঁটলীটি খুলে, ২০০ টাকার মধ্যে থেকে ৫০ টি টাকা সেই সকল কাঙালীকে দান কোরে সকলকে সমান ভাগ কোরে নিতে বোলে। সে দিন বৈশাখী পূর্ণিমা; হুতরাং কাঙালীর সংখ্যা এত বেশী হোয়েছিলো যে, সেই ৫০ টাকার অংশ প্রত্যেকের ভাগে ১০ আনার হিসেবে পোড়লো। কাঙালীরা হাত তুলে ভাগ্যধরকে আশীর্বাদ কোন্তে কোন্তে অন্য দিকে চোলে গেলো। ভাগ্যধরও ভূভেশ্বরের প্রাতঃপূজা কোরে অন্য তীর্থের উদ্দেশে গ্রন্থান কোললে।

৫৬ দিন গত হোয়ে গেলো। ভাগ্যধর আর এক তীর্থে উপস্থিত। ভূভেশ্বর তীর্থ থেকে সেই তীর্থটি ৩০ ক্রোশ উত্তর-পশ্চিম দিকে। সেই তীর্থের নাম সপ্তর্ষি-আশ্রম। সাতটি মন্দিরে

অঙ্গিরা, পুলস্ত্য প্রভৃতি সাত জন ঋষির প্রতিমূর্তি আছে। এই তীর্থে অনেকে সন্ন্যাসবেশ ধারণ করে। এই জন্তে ভাগ্যধরও সন্ন্যাসবেশ ধারণ কোলে। বিজয়মল্ল নামে এক জন সন্ন্যাসিভক্ত রাজার খরচে এখানে নবসন্ন্যাসীরা সন্ন্যাসবেশের উপযুক্ত ত্রিশূল, চিমুটে, তুষী, কশল, কোপিন, জটা, কুদ্রাঙ্কের মালা, তামার বালা, বিভূতি, তিলকমাটি, মিল্কি, গাঁজা, কোন্ধে, ভিঙ্কের খুণী, খড়ম, শাঁক, মৃগচর্ম্ম প্রভৃতি সমস্ত সামগ্রী অঙ্গি পাঠ। ভাগ্যধর এই সকল দ্রব্য সন্ন্যাসবেশ ধারণ কোলে। বোল্‌বো কি, সেই নতুন সন্ন্যাসী দেখ্তে বড় হুল্লর হোলো। বাস্তবিক বালক সন্ন্যাসীরূপ অতি অপকৃপ দেখায়। নবসন্ন্যাসী ভাগ্যধর গাঁজা, মিল্কি, কোন্ধে ছাড়া অত্যন্ত সমস্ত দ্রব্য গ্রহণ কোরে সপ্তর্ষিকে পূজা ও শ্রবণ কোরে বৈদ্যনাথ তীর্থে প্রস্থান কোলে। তা'র সঙ্গে সেখান থেকে ৪০।৫০ জন পুরোনো ও নতুন সন্ন্যাসীও চোলো। তা'দের মুখ থেকে বন বন “হর হর বোম্ মহাদেব!—হর হর বোম্ মহাদেব!” শব্দ নির্গত হোয়ে আকাশ পূরিয়ে দিতে লাগলো।

ভাগ্যধর আর তা'র সহচর সন্ন্যাসীরা ক্রমে ক্রমে ৭।৮ দিন এ বন সে বন—এ পাহাড় সে পাহাড়—এ গ্রাম সে গ্রাম দিয়ে যেতে লাগলো। অবশেষে তা'রা সাঁওতাল পরগণা বা জঙ্গল-মহলের তিতর প্রবেশ কোলে। তখন বেলা ১২টা বেজেচে। একে বৈশাখ মাস, তাতে ঠিক দুপুর বেলা। পথশ্রান্ত সন্ন্যাসীদের পিপাসায় গলা শুকিয়ে উঠলো। যা'র যা'র তুষীতে বতটুকু বতটুকু জল ছিলো, তা' অনেককণ আগে ফুরিয়ে গিয়েছিলো। এখন বৈশাখ তুষীই খালি, কিন্তু পিপাসা দ্বিগুণ। সকলেই জল জল কোরে চারদিকে খোঁজাখুঁজি কোতে লাগলো, কিন্তু হুর্ভাগ্যক্রমে কোথাও জল পাওয়া গেলো না। যা'রা যুব ও বলিষ্ঠ গোচের সন্ন্যাসী, তা'রা তৃষ্ণায় কাতর হ'য়েও কতকটা সামলে থাক্তে লাগলো বটে, কিন্তু বৃদ্ধ ও দুর্বল

সন্ন্যাসীরা “প্রাণ যায়, প্রাণ যায়” বোলে গাছতলায় বোসে পোড়লো—কেউ বা শুয়ে পোড়লো।

পিতৃশোকাভিভূত কোমলহৃদয় ভাগ্যধর সঙ্গী সন্ন্যাসীদের এইরূপ কাতরতা ও দুঃখবস্থা দেখে, নিজের পিপাসায় অনুরক্ত হ'লেও, তা'দের জন্যে অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত ও উৎকণ্ঠিত হোয়ে উঠলো। সেই স্থানটা এরূপ নিবিড় জঙ্গল ও ছোট ছোট পাহাড়ে পরিপূর্ণ যে, তা'র মাঝ ক্রোশের মধ্যে কোন গ্রাম বা লোকালয় নাই। গ্রীষ্মকালে ছোট ছোট পাহাড়ে জল পাওয়া যায় না—অরুণা কৰুণা সব শুকিয়ে যায়। পাহাড়ের নীচের মাটি ঢালু বোলে জল দাঁড়া'তে পারে না, গড়িয়ে চোলে যায়, কাজেই সফ সফ নাগাগুলোও শুকিয়ে খট খট করে। গ্রীষ্মকালে ছোট ছোট পাহাড়গুলোর ভেত্রে এই শূণ্য, তা'তে আবার তেতে উঠে সূর্য্যের চেয়েও ঘন আগুন ঢালতে থাকে।

সন্ন্যাসীরা নিরাশার নিরাশ হোয়ে “হা ঈশ্বর, হা ঈশ্বর” বোলে ডাক্তে লাগলো। ভাগ্যধরও জ্বলাহুর সঙ্গী সন্ন্যাসীদের এক পাশে দাঁড়িয়ে হাত দু'টি ষোড় কোরে উর্দ্ধমুখে পুনঃ পুনঃ বোলতে লাগলো—“পরমেশ্বর! তোমার এই সকল বিপন্ন সম্ভানকে বাঁচাও।” এইরূপে প্রায় ১৫।১৬ মিনিট গত হোয়ে গেলো। এমন সময়ে ৮।১০ জন সাঁওতাল ভৌর, ধনুক, কোদাল, মাঝল, দড়ী বাকে কোরে সেই দিকে অগ্রসর লাগলো। ভাগ্যধর তা'দিগে দেখ্তে পেচ, তাড়াতাড়ি তা'দের কাছে দৌড়ে গিয়ে বোল্লে,—“ওগো, তোমরা কি এখানকার লোক? বল বল, জল পাই কোথা? পিপাসায় আমরা বড় কাতর হোয়েছি।”

সাঁওতালেরা বোল্লে,—“বড় মুন্সিলের কথা; মাঝ কোশের ভিতর জল নাই। এ বছর এ অবকলে বড় অনাবিষ্টি। ভাল, তোমরা পথ থাক্তে কি জন্যে এমন কুপথে এসেচো?”

ভাগ্যধর বোল্লে,—“আমরা অপরিচিত লোক, কখনো এ দেশে আসি নি; বৈদ্যনাথ তীর্থে যা'ব ইচ্ছে ছিলো, কিন্তু এখন দেখ্‌চি, আমাদের

কপালে বাবার চরণদর্শন আর ঘোটলো না। এই এতগুলি লোককে তুমার ছাতি কেটে মোতে হোলো।” এই কথা বোলে ভাগ্যধর পুনর্বার ঈশ্বরের প্রতি মনঃসংযোগ কোল্লে। সঙ্গী সন্ন্যাসীরা পিপাসার যন্ত্রণায় হাহাকার কোন্তে লাগলো। কিয়ৎক্ষণ পরে ভাগ্যধর সাঁওতালগণকে বোল্লে,— “আচ্ছা, ভাই সকল ! তোমরা যদি দয়া কোরে এই স্থানে একটা কোয়া কেটে দিতে পার, তা’ হোলে আমরা প্রাণে বাঁচি। এই বই আর অল্প উপায় নাই।” সাঁওতালেরা বোল্লে,—“তা’ পারি, কিন্তু আমরা গরিব মানুষ, হু’ পয়সা পা’বার জন্তে অমুক জায়গায় কাজ কোন্তে যাচ্ছি ; সুতরাং তোমাদের কোয়া কাটে গেলে আমরা খাব কি ? যদি খাবার যোগাড় কোরে দিতে পার, তবে আমরাও কোয়া কেটে জলের যোগাড় কোরে দিতে পারি।” তৎক্ষণাৎ ভাগ্যধর বোল্লে,—“তোমরা কত মজুরী চাও ?” তখন সাঁওতালদের মধ্যে একজন বোল্লে, “আমরা দশ জন লোক, ৩ টাকার হিসেবে ৩০ টাকা নেবো। এক জনে ২ টাকা কোরে পেলে তিন গুণ খাটুনি পেটে এমন শক্ত পাথুরে জায়গা থেকেও এক ঘটীর মধ্যে জল তুলে দেবো।” ভাগ্যধর তাদের এই আশ্বাসকর বাক্য শুনে তৎক্ষণাৎ সম্মত হোলো। পাছে তা’রা সন্ন্যাসী দেখে টাকার বিষয়ে কোনরূপ সন্দেহ করে, এই জন্তু অগ্রে তাদের হাতে ৩০টি টাকা দেওয়া হোলো। তা’রা ভাগ্যধরের কাছে থেকে এতগুলি টাকা একবারে পেয়ে মনে মনে বোল্তে লাগলো, “এই ছেলে সন্ন্যাসীটির যোগসন্ধি এখনো ভরপুর হয় নি, এখন এ যোগবলে টাকা তেইরি কোন্তে শিখেচে, কিন্তু জল আনতে শেখে নি। তা’ যা’ হোক, আজ আমাদের কপালে এতগুলি টাকা আর এদের কপালে কোয়ার জল ছিলো।” তা’রা এইরূপ ভাবতে ভাবতে এ দিক সে দিক দেখে, মনের মত একটা জায়গা বেছে নিয়ে, কোয়া খুঁড়তে আরম্ভ কোলে। এক ঘটীরও কম সময়ে ৪০টি তুষার লোকের জীবনহুও

প্রস্তুত হোয়ে গেলো। সন্ন্যাসীদের আর আনন্দের সীমা রইলো না। যে ব্যক্তি উঠে বোসতে পাচ্ছিলো না, সেও জলের নাম শুনে, দড়ী আর ঘটী নিয়ে, গড়িয়ে গড়িয়েও কোয়ার কাছে গিয়ে, জল তুলে আশ মিটিয়ে পান কোলে। সকলের জল পান করা চুকে গেলো। সকলে মিলে ভাগ্যধরকে প্রাণ খুলে আশীর্বাদ কোন্তে লাগলো। তা’র পর সন্ন্যাসীরা আপন আপন ঘটী, তুষী প্রভৃতি জলপাত্রগুলিতে জল পূরে নিলে। জল যে কি বস্তু, এই বার সন্ন্যাসী ঠাকুরেরা বুঝতে পারেন, তাই তোমরা তুষী টেটুসুর কোরে ভোরে নিলেন। অভিধানকর্তা পণ্ডিতেরা সাধ কোরে কি জলের নাম রেখেচেন “জীবন” ? জীবন=জল আর জল=জীবন।

অনন্তর ভাগ্যধর সঙ্গী সন্ন্যাসীদের সঙ্গে নিয়ে বৈদ্যনাথ তীর্থে যাত্রা কোলে। সাঁওতালেরাও খুশী হোয়ে সেখান থেকে চোলে গেলো।

তৃতীয় অধ্যায়।

দিন ক এক পরে ভাগ্যধর বৈদ্যনাথ মহাদেবের পাদপদ্ম দর্শন কোরে আশ্বিনকে চরিতার্থ কোলে। তা’র অনেক দিনের আশা আজ পরিপূর্ণ হোলো। তা’র সঙ্গী সন্ন্যাসীরা তা’র কাছে বিদায় নিয়ে জগন্নাথকেন্দ্রে চোলে গেলো। তাকেও যা’বার জন্তে তা’রা অনেক অনুরোধ কোরেছিলো, কিন্তু সে গেলো না। সে কামরূপে গিয়ে কামাখ্যা দেবীর চরণ দর্শন করবার ইচ্ছে কোল্লে।

যে দিন ভাগ্যধর কামরূপ যা’বে, সে দিন সে বেলা ৮টার সময় একটি সুবতী বিধবাকে তা’র কাজ দিয়ে কঁদে কঁদে যেতে দেখলে। পূর্বেই বোল্ছি, ভাগ্যধরের হৃদয় বড় কোমল। সে পরের হুঃখ দেখলে নিজের হুঃখ ভুলে যায়। ভাগ্যধর বিধবটিকে কাছে ডেকে বোল্লে,—“মা!

আমি তোমার ছেলে; আমাকে দেখে লজ্জা কোরো না। খুলে বলো, কেন তুমি কাঁদচো?”

বিধবা স্ত্রীলোকটি বোল্লে,—“বাবা! আমি আমার শোয়ায়ীর সঙ্গে এখানে তীর্থি কোত্তে এসেছিলুম; কিন্তু আজ চার দিন হোলো, তাঁ’কে সাপে খেয়ে আমাকে বিধবা কোরেচে। যা’ কিছু সঙ্গে ছিলো, তাঁ’র গতি কোত্তে খরচ হোয়ে গেচে। আর একটুও পরস্যা নেই যে, বাড়ী ফিরে যাই। আমি মেয়ে নোক, নজ্জার কারো কাচে কিছু চাইতে পাচ্চি নি; কেবল কঁদে কঁদেই আকুল হোচ্চি। বাবা, আমার কি হ’বে, বাবা!”

ভাগ্যধর তৎক্ষণাৎ ২০টি টাকা তাঁ’র হাতে দিয়ে বোল্লে,—“তুমি এই টাকা পথখরচ কোরে বাড়ী যাও।” বিধবা ভাগ্যধরকে ধৃত্য ধৃত্য কোত্তে লাগলো; আর বোল্লে,—“বাবা বন্ধিনাথ তোমার মঙ্গল করুন।”

ভাগ্যধর আর বড় বিলম্ব কোল্লে না; “জগ শিব শঙ্কু” বোলে কামরূপ যাত্রা কোল্লে। সঙ্গে আর কেহই নাই—একাকী। পথে ৫৬ দিন গত হোয়ে গেলো। এমন সময়ে এক দিন বেলা ১২টার সময় ভাগ্যধর একটা নির্জন স্থানে গিয়ে উপস্থিত। স্থানের ধারে একটা সরু নদী ধীরে ধীরে গোয়ে যাচ্চে। এখানে সেখানে পোড়া কাঠ, কয়লা, ছেঁড়া কাপড়, মাটির কলসী, ভাঙা খাট, ছেঁড়া লেপ, কাঁথা, বালিশ, মড়ার হাড়, মড়ার মাথা পোড়ে রোয়েচে। ভাগ্যধর এই সকল দেক্তে দেক্তে একটা বটগাছের তলায় গিয়ে বোসলো। খানিকক্ষণ কি ভাবতে লাগলো। তাঁ’র পর আপনা আপনি বোল্তে লাগলো, “হায়, এইরূপ স্থানে আমি আমার জীবনের শেষ অবলম্বন জীবনদাতা পিতাকে বিসর্জন দিয়েচি! যে স্থান হোতে আমি উদ্যমীন সন্ন্যাসী, সেই স্থানেরই কোলে আজ আবার বোসে আছি। স্থান! আমার বাবা কোথা? তুমিই তো তাঁ’কে মুকিয়ে রেখেচো, এক বার দেখাও না?” এমন সময় পেছোন দিকে

মানুষের কথা শোনা গেলো। ভাগ্যধর মুখ ফিরিয়ে চেয়ে দেখ্লে, দু’জন লোক একটা মড়া কাঁধে কোরে স্থানে আস্চে। দেক্তে দেক্তে সেই দু’জন লোক কাঁধ থেকে মড়াটাকে নামিয়ে মাটির উপরে ধড়ান্ কোরে কোল্লে। ফেলৈ লাথি মাতে লাগলো আর বোল্তে লাগলো,—“এ ব্যাটার মড়াকে আবার পোড়াবে! ব্যাটা আমাদের টাকা ধেরে মোরে গেলো, এখন আমরা টাকা পাই কোথা? হাঁ রে হতভাগা ব্যাটা! ধারের টাকা না শুধে যদি তোর মরবার ইচ্ছে ছিলো, তবে আমাদের কাছে টাকা ধার কোল্দি কেন? দে শালাকে লাথি মেরে নদীতে ফেলে দে। ধেরো শালার আবার গতি কোরবে?—বাশালা, অগত্যের মড়া হোয়ে নরকে যা!” এই বোলে আবার তাঁ’রা সেই মড়াটার উপর জোরে জোরে লাথি মাতে লাগলো।

ভাগ্যধর তাঁ’দের এইরূপ গতি কাঁদা দেখে নিতান্ত দুঃখিত হোলো। সে তাড়াতাড়ি সেই লোক দুটোর কাছে এসে বোলে,—“ওহে ভাই! তোমরা মানুষ হোয়ে মরা মানুষের উপর কেন এমন অত্যাচার কোচ্চো? হি ছি, এ কাজ কি কোত্তে আছে? তোমরা ওর গতি কোরে শুকে আরো ঞ্জী কর; সেরূপ কোলে পর্যা আছে। একজন মানুষ মোরে গেলো, তাঁ’র জন্তে তোমাদের দুঃখ হোলো না, কি না সাতটা টাকার জন্তে দুঃখ হোলো, তাই ওকে এমন কোচ্চো। গতি কর—গতি কর।”

ভাগ্যধরের কথা শুনে তাঁ’রা বোল্লে,—“যাও যাও, সন্ন্যাসী ঠাকুর, তোমায় তত্ত্বকথা বোল্তে হ’বে না। তোমার যদি অত দয়া, তবে ওর ধার শুধে ওর গতি কর না কেন? টাকা যে কি বস্তু, যা’র যাহ্ সেই জানে। তোমার গেলে তুমিও বৃক্তে মানুষের চেয়ে টাকা কত বড়।” তাঁ’দের এই কথা শুনে ভাগ্যধর বোল্লে,—“এই লোকটি তোমাদের কত টাকা ধারতো?” তাঁ’রা বোল্লে,—“১০০ টাকা।” ভাগ্যধর বোল্লে,—“আচ্ছা,

তোমরা ১০০ টাকা পেলে এর গতি কোরবে, বল ?” তা’রা বোল্লে,—“তৎক্ষণাৎ ।”

তখন ভাগ্যধর ১০০ টাকা গুণে তা’দের হাতে অর্পণ কোল্লে । তা’রা ভাগ্যধরের এরূপ অপরূপ পরোপকার দেখে একেবারে অবাক্ হয়ে গেলো । আক্লান্দে আটখানা হোয়ে বোল্লে,—“এমনতর পরের উপকারী না হোলে কি আর সন্ন্যাসী হয় ।” এই বোলে, অবিলম্বে তা’রা চিতে সাজিয়ে সেই নৃত লোকটির সংকার কোল্লে । ভাগ্যধর কার্যের শেষ পর্য্যন্ত সেখানে দাঁড়িয়ে রইলো । অনন্তর ভাগ্যধর এক দিকে ও তারা অস্ত্র দিকে চোলে গেলো ।

চতুর্থ অধ্যায় ।

তা’র পর ভাগ্যধর আরো দিন দু’য়ের পথে গিয়ে সকালবেলা একটা বনের ভিতর ঢুকলো । সেই বনটা খুব নিবিড় । বড় বড় শাল গাছ, শিশু গাছ, দেবদারু গাছ, বট গাছ, অশোদ গাছ কত যে সে বনটার ভিতর জন্মেচে, তা’র ঠিকানা নাই । শ্যামা, দোয়েল, পাপিয়া, টিয়া, শালিক, কাক এ গাছে সে গাছে উড়েউড়ি কোচ্ছে আর আপনার মনে ডাক্চে । সেই বনটির গভীর মূর্ত্তি ও অসূক্ষ্ম শোভা দেখলে ভগবান্কে প্রণাম কোত্তে আপনা আপনি মাথা নুড়ে পড়ে । ভাগ্যধর বড় ঈশ্বরভক্ত, তাই সে সেই বনের ভিতর প্রবেশ কোরে একটা খুব বড় গোছের শিশু গাছের তলায় বোসে পোড়ে একমনে ঈশ্বরকে চিন্তা কোত্তে লাগ্লে । প্রায় আশ বটা সময় উৎরে গেলো, তবু সে আর সেখান থেকে উঠলো না । এমন সময়ে সে সহসা বনের পশ্চিম দিকে এই গানটি শুনে পেলো—

যোগিঞা-ভৈরব—চৌতাল ।

গাও রে বনবিহঙ্গ রঙ্গ সে রঙ্গনাথে ।

যা’র রক্তরঙ্গ রবি-ছবি সমুদিল প্রভাতে ॥

যা’র প্রভাবে স্বভাব শোভিল

নৃতন উজ্জল আলোকে,—

আধার ভাগে, ভুবন জাগে

ঈশ-ভকতি-ভরা চিতে ॥

ভাগ্যধর এই গানটি শুনেই তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়ালো । সে এতক্ষণ যা’কে জঙ্ঘরের মধ্যে পূজা কোচ্ছিলো, সেই বিশ্বরচয়িতা পরমেশ্বরের গুণগান শুনে একবারে মোহিত হোয়ে গেলো । কোন ঈশ্বরভক্ত প্রাতঃকালে এমন কণ্ঠসুধা বর্ষণ কোচ্ছে, জানবার জন্যে সে পশ্চিম দিকে গানের শব্দ লক্ষ্য কোরে যেতে লাগ্লে । ধানিক দু’ গিয়েই দেখে যে, আর একজন সন্ন্যাসী ভক্তি গঙ্গাদচিত্তে এই গানটি গেয়ে পূর্ব দিকে আসচে । সেই সন্ন্যাসীটির বয়স আন্দাজ ৩০।৩১ বৎসর, নতুন সন্ন্যাসী ভাগ্যধরের ধ্যে রূপ বেশ, সেই সন্ন্যাসীটিরও তাই ; তবে বেশীর ভাগে দাড়ি গোঁফ বেরিয়েচে আর হাতে একটা কিসের পুঁটুখি আছে ।

ভাগ্যধর সেই বনচারী সন্ন্যাসীকে দেখে প্রণাম কোল্লে । সে ব্যক্তি ভাগ্যধরকে বয়সে ছোট দেখে হাত তুলে আশীর্ব্বাদ কোল্লে । তা’র পর ভাগ্যধর সেই সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞাসা কোলে,—“প্রভু, আপনি কে ?—কোথেকে আসছেন ?—নাম কি ?”

বনচারী সন্ন্যাসী ভাগ্যধরের প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে উল্টে প্রশ্ন কোল্লে, “তুমি কে ?—কোথেকে আসচো ?—নাম কি ?”

ভাগ্যধর উত্তর কোল্লে,—“আমি অনাগ, পিতার মৃত্যুতে গৃহত্যাগী হোয়ে সন্ন্যাসী হোয়েচি । বৈদ্যনাথ তীর্থ থেকে আস্চি ; আমার নাম ভাগ্যধর ।”

ভাগ্যধরের এই কথা শুনে সেই সন্ন্যাসীটি বোল্লে,—“ভাই ! আমিও তোমার মত অনাগ । আমার আর কেউই নাই । তা’ বেশ হোলো আজ থেকে ঈশ্বর সাক্ষী কোরে, এস আমার দু’জনে বন্ধুত্ব স্থাপন করি । আমরা দু’জনে

সর্বদা একসঙ্গে থাকবে। আমি তোমাকে ছোট ভাইটির মত স্নেহ কোরবো।”

তা’র এই কথা শুনে ভাগ্যধর অতিশয় আশ্চর্য হইল। অনন্তর পরস্পরে বন্ধুত্ব স্থাপন করে ত্রিশূলবিনিময় কোল্লে। তা’র পর বড় সন্ন্যাসী ছোট সন্ন্যাসীকে বোল্লে,—“ভাই ভাগ্যধর! আজ আমি তোমার সন্ন্যাসীর উপযুক্ত একটি নাম প্রদান করি;—আগ থেকে তুমি ‘সখানন্দ’ নামে পরিচিত হোলো। আমার নাম ‘বান্ধবানন্দ’।”

অনন্তর বান্ধবানন্দ ও সখানন্দ উভয়ে মিলে সেই বনের শেষভাগে এসে উপস্থিত হোলো। সেখানে একটি শিবের মন্দির ও একটি বৃহৎ জলাশয় ছিলো। হু’জনে সেই জলাশয়ে স্নান কোরে, শিবের পূজা কোরে, ফলমূল, ভক্ষণ কোল্লে। তা’র পর হু’জনে সেখান থেকে পূর্বোক্ত দিকে যেতে লাগলো। বান্ধবানন্দ সখানন্দের যুগে কামরূপ যাবার কথা আগেই শুনেছিলো।

এখন ভাগ্যধর বা সখানন্দ আর একাকী নয়, সঙ্গে পরমবন্ধু বান্ধবানন্দ। ক্রমে ক্রমে হু’জনে বড় ভাব হোলো। হু’জনেই হু’জনের স্তখে স্থানী ও স্থানে স্থানী। সর্বদা হু’জনের যুগে ঈশ্বরের নাম ও ধর্মের আলোচনা। এইরূপে ৩২ দিন কেটে গেলো। অনন্তর উভয়ে আর একটা বনের ভিতর প্রবেশ কোল্লে। তখন বেলা দুপুর ছোয়েচে। সখানন্দ হাজার হোক এখনো ছেলেমানুষ, একবারে না জিরিয়ে মটান বেশী দূর হাঁটতে পারে না। কাজেই সে ক্রান্ত হোয়ে বান্ধবানন্দকে বোল্লে,—“ভাই! একবার একটু বোসে জিরলে ভাল হয় না? আমার পা কোমর হুঁ বাথা কোচ্ছে।” বান্ধবানন্দ তৎক্ষণাৎ সম্মত হোলো। উভয়ে একটা আমলকী গাছের ছায়ায় বোসলো। সখানন্দ বান্ধবানন্দের গায়ে ঠেস দিয়ে পা হুঁটি ছড়িয়ে আরাম নিতে লাগলো। বান্ধবানন্দ সখানন্দকে অতিশয় ক্রান্ত দেখে তা’র গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো। অত্যন্ত পরিশ্রমের

পর বিশ্রাম আর অত্যন্ত জাগরণের পর নিদ্রা হু’য়েই সমান। দেকে দেকে সখানন্দ ঘুমিয়ে পোড়লো। বান্ধবানন্দের কাঁধের উপর সখানন্দের মাথাটি ছিলো, ঘুমের ঘোরে নটয়ে পোড়লো। তখন বান্ধবানন্দ বন্ধুকে ঘুমন্ত দেখে মৃগচর্যখানি পেতে তা’র উপর আস্তে আস্তে শুইয়ে দিলে। সখানন্দ মনের আনন্দে নিজানন্দ ভোগ কোতে লাগলো। পাশে জাগ্রত বান্ধবানন্দ আমলকী গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে বোসে রোইলো।

এমন সময়ে বান্ধবানন্দের সম্মুখে অথচ খানিকটে দূরে একটি বুড়ী দেখা দিলে। তা’র মাথায় কাঠের বোঝা, হাতে লাঠি। সে সেই বনের ভিতর কাঠ ভাঙতে এসেছিলো। বুড়ী সেই কাঠের বোঝাটা মাথায় কোরে আসতে আসতে হঠাৎ হৌচোট খেয়ে বোঝা-শুদ্ধ ডাঙা কোরে পোড়ে গেলো। এমি পড়ুন পোড়লো যে, তা’র হৌচোট-বাওয়া পারের একখানা হাড় সোরে গেলো; বড় কনু কনু বানু বানু কোতে লাগলো। বুড়ী আর উঠতে পারেনা, কাবু হোয়ে যন্ত্রণার টেঁচাতে লাগলো; চো-কের জলে বুক ভেসে গেলো। সে তখন বান্ধবানন্দের দিকে চেয়ে চেঁচিয়ে বোলতে লাগলো,—“বাবা ঠাকুর, আমার প্রাণ যায়, একবার এসে দয়া কোরে আমাকে ধোর তোলে।”

বান্ধবানন্দ তখন জানতে পার্লে, বুড়ী অত্যন্ত জখম হোয়েচে। অমি তৎক্ষণাৎ বুড়ীর কাছে দৌড়ে গেলো। আস্তে আস্তে তাকে তুলে বসালে, কিন্তু বুড়ী উঠে দাঁড়াতে পার্লে না। তখন বান্ধবানন্দ তা’র ভাঙা পারের হাড়খানায় হাত দিয়ে দেখে যে, সেখানা সোরে পোড়ে অনেকটা উঁচু হোয়ে উঠেচে। তখন বান্ধবানন্দ একবার বুড়ীর কাঠের বোঝার দিকে কি তাকিয়ে দেকে লাগলো। আবার একবার নিম্ন দিকের দিকেও দৃষ্টিপাত কোল্লে। সখানন্দ তখনো নিদ্রিত।

আমি তোমার ভাড়া হাড় ঘোড়া দিয়ে দেবো, কিন্তু তোমাকে একটি কাজ কোত্তে হ'বে।" বুড়ী যাতনায় কান্দতে কান্দতে বোললে, "কি কোত্তেবো, গোঁসাই?" বান্ধবানন্দ বোললে,—“তোমার কাঠের বোঝার ভিতর এই যে ছ'টো পাছের ডাল আছে, তা' যদি আমাকে দিতে পারো, তবে আমি এখনি তোমায় আরাম কোরে দিতে পারি।” বুড়ী বোললে,—বাবা ঠাকুর! শুধু ঐ ছটো ডাল কেন, বোঝা শুদ্ধ তুমি নেও, বাবা! আমার পা ভালো কোরে দাও, আমি আরো ডাল ভেঙে এনে দেবো।” বান্ধবানন্দ বুড়ীর কথায় একুই হেসে উঠে মনে মনে বোললে,—“বোঝা তো বোঝা, যে প্রাণের যত্নায় মানুষ কাতর হয়, সেই প্রাণ পর্যন্তও দিতে চায়। যত্নগার চেয়ে আর শত্রু নাই।” তা'র পর বুড়ীকে বোললে,—“বাছা, তোমার বোঝার আমার দরকার নাই, শুধু এই ছ'টি পাছের ডাল চাই।” বুড়ী বোললে,—“তাই নেও, ঠাকুর! উঃ, পা গেলো গো! বাবা, শীগগির ভাল কোরে দেও।” বুড়ী প্রার্থনায় সম্মত হোলো, বান্ধবানন্দ তাড়াতাড়ি আমলকী পাছের তলায় গিয়ে, যে পুটুলীটির কথা আগে বোলেচি, সেইটি নিয়ে আবার বুড়ীর কাছে এলো। তা'র পুটুলী খুলে তা'র ভিতর থেকে কি এক রকম গুয়ের গুড়ো বা'র কোরে বুড়ীর পায়ে ঘোষে দিলে; তৎক্ষণাত্ যেমন পা তেয়ি পা; কনকনানি ঝনঝনানি কোথায় চোলে গেলো, যেখানকার হাড় সেখানে বুড়ে গেলো। তখন বুড়ী আহ্লাদে বান্ধবানন্দকে কত বার মাথা ঠুকে ঠুকে প্রণাম কোলে এবং সেই পাছের ডাল ছটো বা'র কোরে দিলে। সেই ছটো যে কি পাছের ডাল, তা' বুড়ীও জানে না, আমিও জানি না, জানে কেবল বান্ধবানন্দ সন্ন্যাসী। তা'র পর বুড়ী আবার কাঠের বোঝা নিয়ে বাড়ী চোলে গেলো। বান্ধবানন্দও সেই ছ'টি ডাল নিয়ে সখানন্দের কাছে এলো। সখানন্দ খঞ্জকবান্ধবা-

নন্দসংবাদ কিছুই জানতে পারে নি, কারণ সে এখনো নিদ্রিত, কিন্তু পাশ ফিরে শুয়েচে।

অনন্তর বান্ধবানন্দ সখানন্দকে জাগিয়ে বোলে, “ভাই! বেলা কত হোয়েচে, দেখেচো? আর না, চল এখন থেকে প্রস্থান করি।” এই বোলে ছ'জনে বনের ভিতর থেকে বেরুলো। খানিক দূর যেতে যেতে সখানন্দ বান্ধবানন্দকে বোলে,—“বন্ধু! এ আবার কি? এ ছ'টো পাছের ডাল নিয়ে কি হ'বে? মিছিমিছি এ হাড়নোকের বোকা কেন?” বান্ধবানন্দ উত্তর দিলে,—“ভাই! যা'কে রাখ, সেই রাখে।” সখানন্দ আর কিছু বোলে না। অতঃপর পেড়ে ছ'জনে পথ চোলে লাগলো। আগে খানিক পথ গিয়ে বান্ধবানন্দ একটা মরা পাখী দেকে পেলো। পাখীটে খুব মস্ত, তা'র ডানা ছ'খানা বড় বড় কুলোর মত দেখলে বোধ হয়, পাখীটে, যেন গরুড় পক্ষীর বংশোদ্ভূত। বান্ধবানন্দ ভেবে তৎক্ষণাত্ সেই মরা পাখীটির ডানা ছ'খানা গোড়া সাপটে হুচড়ে ভেঙে নিলে। তা' দেখে সখানন্দ বোলে,—“বন্ধু! আমরা সন্ন্যাসী, পাখীর ডানায় আমাদের কি হ'বে? এ ছ'খানা কেলে দাও।” বান্ধবানন্দ বোলে,—“না, ভাই! ফেলা হ'বে না। এই তো তোমাকে খানিকক্ষণ আগে বোলেচি যে, যা'কে রাখ, সেই রাখে।” সখানন্দ হেসে বোলে,—“তবে রাখ, ভাই।”

তা'র পর তা'রা বন থেকে বেরিয়ে একটা বড় পথ ধরে চোলে লাগলো। সে দিনের সন্ধ্যার সময় একটা গগগ্রামে প্রবেশ করে একটি অতিথি-শালায় আশ্রয় নিয়ে রাত্রি যাপন কোত্তে লাগলো।

পঞ্চম অধ্যায় ।

অনন্তর কিছু দিন পরে বান্ধবানন্দ ও সখানন্দ কামরূপ তীর্থে উপস্থিত হোলো। সেখানে ৬ কামাখ্যা দেবীর পীঠ অতি বিখ্যাত। এই পী-

একর পীঠের অঙ্গুষ্ঠ একটি। তা'রা হু'জনে ভক্তিপূর্বক ৮কামাখ্যাদেবীর পূজাদি কোরে একটি ঠাকুরবাড়ীতে আশ্রয় নিলে। সখানন্দেই ইচ্ছা এই যে, কামাখ্যা তীর্থে এক মাস কাশ অবস্থিতি করে। কাজেই বান্ধবানন্দকেও তা'র মতে মত দিতে হোলো। উভয়ে একসঙ্গে সেই ঠাকুরবাড়ীতে অবস্থান কোতে লাগলো। সেই ঠাকুরবাড়ীতে আরো ১৫১৬ জন গন্যমান্য ছিলো; কিন্তু তা'রা হু'জনে তা'দের সঙ্গে না মিশে একটী আলাদা জায়গা ঠিক কোরে নিলে। তা'রা যে ঘরটিতে বাস কোতে লাগলো, সেটি বেশ পরিষ্কার ও নির্জন।

একদিন সকালবেলা বান্ধবানন্দ ও সখানন্দ ঠাকুরবাড়ীর দরজায় দাঁড়িয়ে আছে, এমন সময় দেখিলে, কামাখ্য শহরের লোকগুলো আহ্লাদে উদ্ভূত হোয়েচে। সকলেই নতুন ও রঙচঙে কাপড় পোরে রাস্তার এ দিক ও দিক বাজে আসচে। শহরময় আনন্দের কোলাহল। রাস্তার ধারের ছোট বড় সমস্ত দোকান ও বাড়ীগুলি ভাল ভাল রঙ্গিন কাপড়ে, রঙ্গিন কাগজে ও ফুলের মালায় বেশ সাজানো হোয়েচে। ছাত্তগুলোর উপরে লাল নিশান উড়চে। শহরটি দেখে বড় হৃন্দর দেখে বড় হৃন্দর হোয়েচে। সখানন্দ অচমকা শহরের এমন ভাবপরিবর্তন দেখে অবাক হোয়ে গেলো। ব্যাপারটা কি, জানবার জেতে সে বান্ধবানন্দকে বোলো,—“ভাই বান্ধবানন্দ! এর মানে কি?—আজ এখানে কিসের উৎসব?” বান্ধবানন্দ ব'লে,—“ভাই! তুমিও যেখানে, আমিও সেখানে, তুমিও যা' ভাবচো, আমিও তা'ই ভাবচি। আচ্ছা, দাঁড়াও, এই শহরের একজন বাসেন্দাকে জিজ্ঞাসা করি।”

এমন সময়ে একজন বুড়োকে দেখে বান্ধবানন্দ জিজ্ঞাসা কোলে,—“মশায়, আজ এই শহরে কিসের উৎসব?” বুড়ো লোকটি বোলো,—“আজ আমাদের রাজকুমার ৮কামাখ্যাদেবীর পূজা কোতে যা'বেন। তিনি প্রতি অমাবস্তাতে নগর

ভ্রমণ কোরে দেবী দর্শন কোতে যান। তাঁ'র একরূপ হুকুম আছে যে, প্রতি অমাবস্তাতে শহরের সমস্ত লোক আপন আপন অবস্থানসারে বেশ ভূষা কোরবে, বাড়ী ঘর ঘোর দোকানপাট সাজা'বে। আজ অমাবস্তে তিথি, রাজকুমার কালীপূজার দিন, তা'ই আজ এই উৎসব।” তখন বান্ধবানন্দ বোলো,—“তিনি কখন রাজবাড়ী থেকে বেরবেন?” বুড়ো লোকটি উত্তর দিলে,—“তিনি এতক্ষণ বেরিয়েচেন; বোধ হয়, আর আধ ঘণ্টার মধ্যেই এই পথ দিয়ে কালীমন্দিরে যা'বেন। এই পথ দিয়েই তিনি বরাবর গিয়ে থাকেন।” বুড়ে টি এই কথা বোলে সেখান থেকে চোলে গেলো।

বান্ধবানন্দ ও সখানন্দ রাজকুমারকে দেখবার জন্যে সেইখানে দাঁড়িয়ে রোইলো। দেখে দেখে লোকের ভিড় হোয়ে উঠলো। এমন সময়ে “ঐ রাজকুমার আসচেন—ঐ রাজকুমার আসচেন” বোলে ভয়ানক গোল উঠলো। লোকগুলো মাক রাস্তা ছেড়ে হু'ধারে সোরে দাঁড়াতে লাগলো। ধাক্কার উপর ধাক্কা—গুঁতোর উপর গুঁতো। কা'রো কাপড় ছিঁড়ে গেলো—কা'রো হুঁপী পোড়ে গেলো—কা'রো বা পাগড়ী এলিয়ে গেলো। কেবল হুড়োহুড়ি আর ঠেলাঠেলি। ভিড়ের মাঝে পোড়ে ছোট ছোট ছেলেগুলি চৌচিরে কেঁদে উঠে লাগলো। দোকানদারেরা তাড়াতাড়ি দোকানপাট সামলাতে লাগলো। রাস্তার দু'ধারী ছাত ও বারান্দার উপর পেঠাপিঠি কোরে লোক দাঁড়িয়ে গেলো।

এমন সময়ে রাজনার শব্দ উঠলো। দেখে দেখে নানা রঙের নিশান দেখা দিলে। মেয়ে-মানুষে নিশান ধোরেচে—মেয়েমানুষে কাড়া, নাগারা, জগবল্লভ, ডফ, ঢোল, কান্দী, বাঁশী, সানাই, তুরী, ভেরী, শাঁখ বাজাচ্ছে—মেয়ে-মানুষে নাচে—মেয়েমানুষে গাচ্ছে—আবার মেয়েমানুষেই বেত হাতে কোরে ভিড় সরাসে। সকলেই মেয়ে। যেন চাঁদের হাট! তা'র পর

৪০টি খুব শাদা ধপধপে ঘোড়ার একবয়েসী সুন্দরী যুবতী থোলা তলোয়ার হাতে কোরে আস্তে আস্তে আস্তে লাগলো। আহা, তা'দের রূপই বা কি! যেন ৪০টি জীবন্ত পদ্মকুল! তা'রা সকলেই বাছাই করা রঙ্গিনী!—যেন এক ছাঁচে ঢালা!—বয়েস ১৬ বছর। তা'র পরেই

রাজকন্যে !

একখানি সোণার রথের উপর যেন অকলঙ্ক চাঁদের ছবি! এমন রূপ কখনো দেখি নি—দেখি নি—দেখি নি! কি বোলে যে এই অপরূপ রূপের বর্ণনা কোরবো, তা' আর ঠিক কোরে পাচ্ছি নি। কেউ কি কখনো রূপের গোলোক-দীপা দেখেচো? যদি না দেখে থাকো, তবে একবার দু'টি চক্ষু চেয়ে রাজকন্তোর দিকে তাকিয়ে দেখো। রাজকুমারীর যেমন রূপ, তেমনি তা'র উপযুক্ত বেশ-ভূষা। বেশ হয়, ১০ লক্ষ টাকার জুড়োয়া গহনা রাজকন্যার দেবুল্লভ সুন্দর সুন্দর অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি জড়িয়ে ধরে আছে! রাজকুমারীর বয়েস ১৪ বৎসর; নাম জগন্মোহিনী।—জগন্মোহিনীই বটে। রাজকন্যার দু'পাশে দু'টি ১০ বৎসরের সুন্দরী বালিকা দ্বৈত চামরের বাতাস দিচ্ছে, আর একটি ২০ বৎসরের যুবতী ১০০ শিকের সোণার ছাতা তাঁ'র মাথার উপর ধরে আছে। ৪ ঘোড়া গুণ কুচকুচে কালো তেজীমান ঘোড়া রাজকুমারীর সোণার রথ টেনে নিয়ে আস্তে আস্তে যাচ্ছে। একটি ১৮ বৎসরের যুবতীর হাতে সেই ৮টা ঘোড়ার লাগাম ধরা রেখেছে। তা'র পর রাজকন্তোর রথের পেছোনে আবার ৪০টি শাদা ঘোড়ার উপর ৪০টি যোড়নী যুবতী। এই ৪০টি যুবতী আর রথের সামনের ৪০টি যুবতীর মধ্যে ইতরবিশেষ করা আমার সাধ্য নয়। বোলবো কি, এই ৪০টি অপরা-নিদ্রিত যোড়শীর কাণ্ডারখানা এদ্রি, যেন এ বলে আমাকে দ্যাখ্—ও বলে আমাকে দ্যাখ্। দর্শক-দের হাজার চক্ষু, এই চাঁদের হাটের—এই

রূপের বাজারের ভিতর ঢুকে যেন ভেঙী দেক্তে লাগলো।

দর্শকদের মধ্যে বান্ধবানন্দ ও সখানন্দ সম্রাসী দু'জনও অবাক হোয়ে দেক্তে লাগলো। রাজকুমারীকে দেখে বান্ধবানন্দের মনে কিরূপ ভাবের উদয় হোলো, তা' আমি বোলতে পারি না; কিন্তু সখানন্দের মন বিমোহিত, বিচলিত ও ভাবান্তরিত হোয়ে গেলো। স্বপ্নে তা'র পিতার আশীর্বাদে কথা মনে জেগে উঠলো। দেক্তে দেক্তে যুবতীর মেলা—রূপের গোলোকদীপা সেখান থেকে সোরে গেলো। তখন সখানন্দ মনে মনে ভাবতে লাগলো,—“আমি কি আমার স্বপ্ন দেখেলাম?”

বেলা প্রায় ৯টা বেজে গেলো। বান্ধবানন্দ সখানন্দকে নিয়ে ঠাকুরবাড়ীর ভিতরে প্রবেশ কোল্লে। ভিতরে প্রবেশ করবার সময় সখানন্দ কত বাব যে পেছুপানে ফিরে চেয়ে দেখলে, তা' জগতে পারি না। অনন্তর বান্ধবানন্দ ও সখানন্দ পূজাহ্নিক সেরে ঠাকুরের প্রসাদ ভোজন কোল্লে। তা'র পর দু'জনে দু'খানি দুগ্ধচর্খ বিড়িয়ে পিস্তাম কোরে লাগলো। মধ্যে বান্ধবানন্দ একবার বোললে,—“সখানন্দ! তুমি আজ এত উত্থুহ কোরো কেন? অত্থুহ হোয়েচে কি?” সখানন্দ অন্তমনস্কতায় বান্ধবানন্দের প্রশ্নের উত্তর দিলে,—“রাজকন্তোর বিবাহ হোয়েচে কি?” বান্ধবানন্দ বোললে,—“তোমার মনের ভিতর রাজকুমারী কি এখনো থেলা কোচ্ছেন?” সখানন্দ একই লজ্জিত হোলো; কিন্তু এ লজ্জা আর কতক্ষণ থাকতে পারে?

সখানন্দ বোললে,—“ভাই! আমি যে দিন গৃহত্যাগী হই, সে দিন স্বপ্নযোগে আমার স্বর্গীয় পিতা আমাকে বোলেছিলেন,—“আমি আশীর্বাদ করি, তুমি একটি রাজকন্তো লাভ কর।” সেই স্বপ্নের কথা আজ আমার মনকে অত্যন্ত চকল কোরে তুলচে। এই রাজকুমারীকে দেখে অবশি আমি কি যেন কি হোয়ে উঠেচি।” এই কথা শুনে বান্ধবানন্দ একই হেসে বোললে,—

“যদি কুপ্তের কথা সব সত্য্য হোতো, তা’ হোলে এই পৃথিবীতে প্রতিদিন কত ভিখারী রাজা আর কত রাজা ভিখারী হোতো—কত পাপী ধার্মিক আর কত ধার্মিক পাপী হোতো—কত পুরুষ স্ত্রী আর কত স্ত্রী পুরুষ হোতো। তুমিও যেমন, ভাই! ও সব কথা আর ভেবো না। চল, এখন আমরা দু’জনে মিলে ব্রহ্মপুত্র নদের ধারে একটু সন্ধ্যাবের শোভা দেখে ঈশ্বরের গুণগান করি গে।” সে সখানন্দকে অগ্রমনস্ত করবার জন্যে এই কথা বোললে। তখন সখানন্দ আবার কি ভেবে বোললে,—“আচ্ছা, চল।” তা’র পর দু’জনে ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে গমন কোললে। এখন বেলা প্রায় ১টা বেজেচে।

অনন্তর উল্লসে ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে উপনীত হোয়ে চার দিকের শোভা দ্রেক্ষে লাগলো। বান্ধবানদের নয়ন মন উভয়ই সন্ধ্যাবের শোভায় আকৃষ্ট হোলো। কিন্তু সখানন্দের নয়ন বাহ্য শোভার উপর যত্ন লাগলো বটে, কিন্তু সেই অমূল্য রাজকন্যার রূপমাদুরীর সুখ-সমুদ্রে ভাসতে লাগলো। বান্ধবানন্দ তা’ বুঝতে পারিলে।

এমন সময়ে সেখানে একটি বুড়ী এসে উপস্থিত। সখানন্দ সেই বুড়ীকে জিজ্ঞাসা কোলে,—“ভীষ্মা বাচ্চা! তুমি কি কামকণের লোক?” বুড়ী বোলে,—“আমরা চার পুরুষ এই কামকণে বাস কোচি।” তখন সখানন্দ বোলে,—“আচ্ছা, তুমি বোলতে পারো, তোমাদের রাজ্যের ক’টি ছেলে আর ক’টি মেয়ে?” বুড়ী বোলে,—“আমাদের রাজ্যের আদমপে ছেলে হয় নি, কেবল একটি মেয়ে।” সখানন্দ বোললে,—“মেয়েটির বিবাহ হোয়েচে কি?” তখন বুড়ী একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ কোরে বোললে,—“আর, বাবা! সে দুঃখের কথা বল কেন? রাজকন্তের কপালে বিপদা বিয়ে নেখেন নি। কে জানে, এমন রূপসী মেয়ে রাক্ষসী হ’বে!”

বুড়ীর এই কথা শুনে যুগল সম্মাসীই একটু

কি, এমন রূপসী রাক্ষসী? আমি এর মানে বুঝতে পাচ্চি নি। যদি বলবার কোনো বাধা না থাকে, তবে তুমি খুলে বোলে আমাদের কৌতুহল নিবারণ কর।” তখন বুড়ী বোললে,—“ওগো, খুলে আর বোলবো কি, মেয়েটা ডাইনী—ডাইনী। ও যে কত রাজপুত্রকে মেরে ফেলেচে, তা’ আর বলবার নয়। রাক্ষা ওর বিয়ে দিতে চান, কিন্তু ঐ ডাইনীর সঙ্গনেশে পণ এমি যে, বাপের কথায় বিয়ে কোতে চায় না।” সখানন্দ শব্দব্যস্তে বোললে,—“কেন—কেন?” বুড়ী উত্তর দিলে,—“ওর তিনটে পুত্র আছে, যে সেই তিনটির উত্তর দিতে পারবে, ও তা’কে বিয়ে কোরবে।” সখানন্দ বোললে,—“সে পুত্র তিনটে কি?” বুড়ী বোললে,—“ও তা’ কি আর খুলে বলে? কি জানি, কি তিনটে কথা মনে মনে ভেবে পান্তরকে বলে, ‘বল, আমি কি মনে ভেবেচি?’ বাবা! মানুষের মনের কথা কি কেউ বোলতে পারে? কাছের কেউ উত্তর দিতে পারে না। আর আমি তা’কে গাছে নোতিকে মেরে ফেলে। কত শত রাজপুত্র—কত শত অগ্নি নোক ঐ ডাইনীর চক্রে পোড়ে মোরে গেচে। আমাদের রাজকন্তে রূপের মাকড়সার জাল আর পাথরের মাচি;—পোড়লে আর রক্ষে নেই। আমাদের রাজ্য দেবীর সিংহি ঐ মেয়ের কলিায় জালাতন হোয়েচেন।” বুড়ী এই কথা বোলে ব্রহ্মপুত্র নদের জলে স্নান কোরে আপনার বাড়ী চোলে গেলো।

বুড়ীর সঙ্গে সখানন্দের বতগুলি কথা হোলো, বান্ধবানন্দ এতক্ষণ নীরব হোয়ে তা’ শুনছিলো। এই বার সে সখানন্দকে বোলে,—“কেমন, ভাই! রূপসী রাজকন্যার কাণ্ডকারখানাটা শুনলে তো? আর তোমার সে রূপের ভাবনা ভেবে কাজ নি। আমরা সম্মাসী মানুষ, আমাদের স্ত্রীলোকের রূপচিন্তার চেয়ে ঈশ্বরের মহিমা চিন্তা করাই উচিত।” এই বোলে বান্ধবানন্দ বাটো চাঁদনীতে বোসলো। সখানন্দ তা’র সামনে উপবি

হোলো। খানিকক্ষণ পরে সখানন্দ বোললে,—
“ভাই বান্ধবানন্দ! আমি তো তোমারই মতে
চোল্টি, ঈশ্বরের মহিমা চিন্তা কোত্তে গেলে
জীলোকের রূপচিন্তা যে আপনা আপনি এসে
পড়ে। আমার বিবেচনায় হৃদয়ী রমণীর রূপ-
মধুরী ঈশ্বরের মহিমার সর্গপ্রধান উদাহরণ।”
বান্ধবানন্দ নিরুত্তরে একটু হেসে কি ভাবতে
লাগলো। খানিক পরে আবার সখানন্দ বোললে,—
“ভাই! তুমি যদি রাগ না কর, তবে আমি
তোমাকে একটি কথা বলি।” বান্ধবানন্দ বোলে,—
“বল, ভাই।” তখন সখানন্দ বোললে,—“আমি
রাজকন্তের তিনটি মনোগত প্রশ্নের উত্তর দিতে
ইচ্ছা করি।” এই কথা শোনারামার বান্ধবানন্দ
বিসম্ব হোয়ে বোললে,—“ভাই সখানন্দ! আমি
তোমার এই কথায় রাগ কোল্লেম না বটে,
কিন্তু বড় দুঃখিত হোলেম। যে রাজকন্তে এই
অজ বয়সেই শত শত লোকের প্রাণধন কোরেচে,
তুমি ছেনে শুনে কোন সাহসে তা’র সারস্বক
প্রশ্নের উত্তর দিতে ইচ্ছে কোল্লে? ভাই!
আমার কথা শোনো, সেই পুরুষবাতিনী মায়াবিনী
ডাকিনীর আশা ত্যাগ কর। তুমি জান না, তাই
রাজকুমারী লাভের বাসনার সহসা উৎকণ্ঠিত
হোয়েচো; কিন্তু আমি খুব জানি, কামরূপ
কামিখো বড় ভয়ানক স্থান, এখানকার রমণীরা
মন্ত্রময়ী মায়াবিনী, পুরুষের রক্তে তা’রা তত্ত মত্ত
সাধন করে। তুমি সেই বাহুকরীকে ভুলে
বাও।”

বান্ধবানন্দের এইরূপ বিভীষিকাখুঁঁ বাক্য শুনেও
সখানন্দের মন টোল্লো না। বরং সে বোলে,—
“ভাই! যত্ন কোল্লে কি না হয়? আর দেখ, এক
দিন তো মোত্তে হ’বেই। যদি রাজকন্তের হাতে
আমার মৃত্যু লেখা থাকে, তা’ কিছুতেই এড়ানো
যাবে না। আর যদি এই উপলক্ষে আমার
কপালে রাজকন্তে-লাভ থাকে, তা’ও কেউ ঝগা’তে
পারবে না।” রাজকন্তেকে দেখে অবধিই আমার
বিস্ময় পিতার স্বপ্নের কথা পলকে পলকে মনে

জেগে উঠে। ভাই! তুমি আমার এই কাহিনী
সম্মত হও।”

বান্ধবানন্দ সখানন্দের নির্দ্বন্দ্বাভিষয় দেখে
মনে মনে খানিকক্ষণ কি ভাবলে। তা’র পর
বোললে,—“আচ্ছা, ভাই! তবে তুমি তোমার ইচ্ছা
মত কাজ কর, আমি আর বাধা ধেবো না, কিন্তু
আমি বড় দুঃখিত হোলেম। যা’ হোক, তুমি
প্রথমে এক কাজ কর। কাল সকালে রাজকুমারীর
পিতার সঙ্গে এক বার সাক্ষাৎ কোরে তা’র
মনের কথা জেনে এসো। সাবধান, কালই যেন
হঠাৎ রাজকুমারীর প্রার্থের উত্তর দিতে ইচ্ছুক
হোয়ো না। আমার আদেশ ব্যতীত যদি তুমি
রাজকন্তের প্রশ্নের উত্তর দাও, তবে তোমাকে
আমার মাথার দিবা।”

সখানন্দ বান্ধবানন্দের কথায় সম্মত হোলো।
কিন্তু বোললে,—“ভাই! আমাকে রাজকুমারীর
প্রার্থের উত্তর দিতে পরে তোমাকে আদেশ কো-
রেই হ’বে।” অনন্তর উভয়ে ব্রহ্মপুত্র নদের
তীর থেকে বাসাখাড়া ঠাকুরবাড়ীতে ফিরে এলো।
হৃৎজনেই অকূল চিন্তাসাগরে মগ্ন।

বিনা নিদ্রায় উভয়ের রাত্রি প্রভাত হোলো।
সকাল বেলা হৃৎজনেই উঠে প্রাতঃকৃত্য শেষ
কোললে। তা’র পর সখানন্দ বান্ধবানন্দের আদেশ
নিযে রাজসভায় প্রস্থান কোললে।

মহারাজ দেবীঘর নিঃস্ব রাজসভায় বার দিযে
বোসে আছেন। সভাগণ যথাস্থানে বোসেচেন।
রাজকাহ্নের আলোচনা চোল্চে। রাজসভাটি
দেতে বড় হুন্দর। একটি একটি কোরে রাজ-
সভার বিষয় বোল্তে গেলে পুঁথি বেড়ে যায়
বোলে, তা’তে নিরস্ত হোলেম।

কিয়ৎকাল পরে সুবসন্ন্যাসী সখানন্দ রাজসভায়
উপস্থিত হোলো। রাজা সন্ন্যাসীর উপস্থিত সমা-
দর কোল্লেন। তা’র পর জিজ্ঞাসা কোল্লেন, সখা-
নন্দ সন্ন্যাসী কি মনে কোরে রাজসভায় সমাগত।
সখানন্দ রাজপ্রশ্নের এইরূপ উত্তর দিলে,—“মহা-
রাজ! যদিও আমি সন্ন্যাসী, তথাপি আমার ইচ্ছা

যে, আপনার অবিবাহিতা কন্যার তিনটি প্রেমের উত্তর করি।”

মহারাজ দেবীর সখানন্দের একপ কণা শুনে বড় হুঃখিত হোলেন। একজন সম্মানী রাজ-কন্যার প্রেমের উত্তর দিতে উদ্যত হোয়েচে বোলে কি রাজার কুৎস হোলো?—না, তা’ নয়। এমন সুন্দর যুবসম্মানী তাঁ’র কন্যাপ্রাণী ডাকিনীর হস্তে মারা যা’বে বোলেই তিনি হুঃখিত হোলেন। অনন্তর তিনি সখানন্দকে অনেক বুঝলেন, কিন্তু সখানন্দ কিছুতেই মত ফিরলেন না। সভাসদগণও নানা রকমে তা’কে বুঝতে লাগলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হোলো না। তখন রাজা সখানন্দের মুখপানে অনেকক্ষণ চেয়ে দেখে একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ কোলেন। সখানন্দ অধোমুখে রইলো।

অনন্তর মহারাজ দেবীর সিংহ বানিকজন কি ভেবে, সখানন্দকে বোলেন,—“তুমি আমার সঙ্গে এসো।” এই বোলে সভাসদ কোরে, নভাগণকে বিদায় দিয়ে, তিনি সখানন্দকে নিয়ে কোথায় চোলে গেলেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

মহারাজ দেবীর সিংহের রাজভবনের দিশ-দিশে নাই—এত বড়। কুড়ি মহল রাজবাড়ী। তারই ভিতরের এক মহলে একটি সুবিস্তৃত উপবন। সেই উপবনে রাজকুমারী সখীদের সঙ্গে সর্দারের সন্ধান করেন। উপবনটি যেন ইঞ্জের নন্দন-কানন; কিন্তু তেমনি হোলে কি হ’বে? উপবনের একটা বড় দোষ। সেটাকে দোষও বলা যায়—বিভীষিকাও বলা যায়। এখানে সেখানে বড় বড় গাছে শত শত ককাল (হাড়ের মানুষ) বুলেচে। রাজকন্যে যেমন সুন্দরী, তাঁ’র বাগানটিও তেমনি সুন্দর, কিন্তু এমন সৌন্দর্যের মধ্যে কেন এমন বিভীষিকা? তা’ বোলবো কেমন কোরে?

রাজকুমারী সখীদের সঙ্গে মিলিত হোয়ে একটি কুহুমকুঞ্জে গান বাজা কোচ্ছিলেন। কুহুম-কুঞ্জ থেকে যেন অমৃতের স্রোত বোচ্ছিলো।

এমন সময়ে মহারাজ দেবীর সিংহ সখানন্দের হাত ধরে সেই উপবনে প্রবেশ কোলেন। রাজা সখানন্দকে জিজ্ঞাসা কোলেন,—“এ বাগানটি দেখে কেমন?” সখানন্দ বোললে,—“এমন বাগান আমি আর কখন দেখি নি। এখানে হর্ষবিষাদ দুইই আছে। বাগানের অপূর্ণ শোভা আমার হর্ষের কারণ, আর এই সকল ককাল আমার বিষাদের হেতু। মহারাজ! আমি অত্যন্ত বিষাক্ত হোলেম। কেন এ গাছে সে গাছে এত মড়া মানুষ বুলেচে?” রাজা বোললেন,—“তুমি এই যে সব ককাল দেখেচো, এ সব আমার কন্যার দুর্ভাগ্য। যা’রা বিবাহার্থী হোয়ে এসে আমার রাজকুমারী কন্যার কাছে প্রেমের উত্তর দানে পরাস্ত হোয়েচে, তা’রাই মৃত্যুদণ্ড ভোগ কোরে, এই দেখ, বুলেচে। তুমি আমার কন্যাকে বিবাহ কোরবে বোলে অত্যন্ত উৎসুক হোয়েচো, সেই জন্য আমি তোমাকে এই গানে আনুলেম।—এখন বল, আরো কি বিবাহের ইচ্ছা আছে?”

সখানন্দ রাজমুখে এইরূপ শুনে কিরংক্ষণ স্তম্ভিত হোয়ে পোইলো। এক এক বার ককাল-গুলোর দিকে, এক এক বার অন্য দিকে চেয়ে কি ভাবতে লাগলো। রাজা দেবীর একদৃষ্টে সখানন্দের মুখের ভাব দেখতে লাগলেন। এ দিকে উভয়ের কর্ণকূহরে কুহুমকুঞ্জের সঙ্গীতধ্বনি প্রবেশ কোতে লাগলো, কিন্তু তা’তে উভয়ের মন ছিল কি না, তা’ আমি বোলতে পারি না। অনন্তর, রাজা সখানন্দকে বোললেন,—“কেন রথী প্রাণ হারা’বে? চল, এই বার আমার ফিরে যা’। আমি বোধ করি, এতক্ষণে তোমার মনের উৎকর্ষা দূর হোয়েচে। রাজকুমারী পাণিগ্রহণে আর তোমার ইচ্ছা নাই,—কেমন?”

সখানন্দ হস্তাঙ্গ হ’বার পাত্র নয়; কারণ, তা’র মূলমন্ত্র “মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পত্তন।”

মোটে হয় সেও ভাল, তবু রাজকুমারী লাভের প্রতিজ্ঞা ত্যাগ কোলেন না। তখন সে রাজাকে বোললে,—“মহারাজ! ভাগ্যো যা'র যা' আছে, তা' অবশ্যই ঘটবে। আমি এক বার আপনার কন্ঠার সঙ্গে সাক্ষাৎ কোরবো।” রাজা বোললেন,—“এত-তেও তোমার উন্নত মন স্থির হোলো না? কেন সে পিশাচীকে দেকে ইচ্ছা কোচ্চো? আর কাজ নাই, চল ফিরে যাই।” তবু সখানন্দ রাজী হোলো না। তখন রাজা আর কি করেন, সখানন্দকে নিয়ে কুহুমকুঞ্জের মধ্যে প্রবেশ কোললেন।

রাজকুমারী সহসা পিতাকে দেখে সখীদের সঙ্গে উঠে দাঁড়াইলেন। সম্মত বন্ধ হোলো। রাজকুমারী পিতাকে প্রণাম কোললেন; সখীরাও তদনুসারিণী হোলো। অনন্তর রাজকুমারী মহা-রাজকে একজন সম্রাসীর সঙ্গে উপবনে আনবার কারণ জিজ্ঞাসা কোললেন। রাজা আদ্যোপান্ত সমস্ত বোলতে লাগলেন। এই সময়ে সখানন্দ রাজার গশাটে দাঁড়িয়ে রাজকুমারীর অনৌকিক রূপরাশি ও মুখশোভা দেখতে লাগলো। বাধুনির উপর বাধুনি পোড়লো।

পিতার প্রথমে সমস্ত কথা শুনে রাজকুমারী এক বার সখানন্দের দিকে তাকিয়ে দেখলেন। যেন চুপকৈর আকর্ষণে সখানন্দের প্রাণ মন আকর্ষিত হোয়ে রাজকুমারীর নয়নের কোণে লেগে খেলো। অনন্তর রাজকুমারী সখানন্দকে বোললেন,—“আমার প্রেমের উত্তর দিতে পালাগে তুমি অবশ্যই কৃতকাৰ্য্য হ'বে, নতুবা অজ্ঞ সকলের যে দশা, তোমারও সেই দশা।” সখানন্দ বোললে,—“রাজকুমারি! হয় আমি হ'তে মনুষ্যগণের প্রাণ রক্ষা পাবে, নয় আমারও বাতাসের প্রাণ বাতাসে মিশাবে—এই আমার পণ। চির দিন সমান বায় না বোলেই আমি আপনার প্রেমের উত্তর দিতে প্রস্তুত হোয়েছি, নতুবা দিতাম না।”

সখানন্দের এইরূপ কথা শুনে, রাজা কি ভাবলেন, রাজকুমারী কি ভাবলেন, আর সখীরাও কি ভাবলেন। অনন্তর রাজকুমারী সখানন্দকে বোলে,—

“তিন দিনে আমার তিনটি প্রেমের উত্তর দিতে হ'বে। কাল প্রাতে প্রেমের প্রথম দিন। তুমি রাজসভায় এসে উত্তর দিও। কেমন, সম্মত আছ?” সখানন্দ বোললে,—“সম্মত আছি।” রাজকুমারী বোললেন,—“তবে এই কাগজে প্রতিজ্ঞাপত্র লিখে নিজের নাম স্বাক্ষর কর।” রাজকুমারীর এই কথা শুনে, রাজা সখানন্দকে আবার অনেক কোরে বুঝতে লাগলেন; কিন্তু সখানন্দ নিজের পণ ভুললেন না। প্রতিজ্ঞাপত্রে নাম স্বাক্ষর কোরে দিলে।

অনন্তর রাজার সঙ্গে সেখান থেকে বেরিয়ে চোলে গেলো।

সপ্তম অধ্যায়।

এ দিকে ঠাকুরবাড়ীতে বান্ধবানন্দ, সখানন্দের আস্তে বিলম্ব দেখে নানা প্রকার চিন্তায় অস্থির হোয়ে উঠলো। প্রেমের উত্তর দিতে গিয়ে কি সন্ন্যাস হটিয়েচে না কি হোয়েচে, এইরূপ সাত পাঁচ ভেবে বান্ধবানন্দের মন অত্যন্ত চকল হোয়ে উঠলো। এমন সময়ে সখানন্দ উপস্থিত। তা'কে দেখে বান্ধবানন্দ তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়ে উঠে, হাত ধোর কাছে বসিয়ে জিজ্ঞাসা কোলে,—সখা! তুমি এমন নিরোধ, এত দেরি কোতে হয় কি? আমি একবারে অস্থির হোয়ে উঠেছিলাম। ভাবছিলাম, না জানি কি সন্ন্যাস হই হটিয়েচে। যা' হোক, এখন বল দেখি, ব্যাপারটা কি?”

সখানন্দ বোললে,—“ভাই! আমি কাল সকালে রাজকুমারীর প্রেমের উত্তর দেবো বোলে এসেছি, তিন দিনে তিনটি প্রেমের উত্তর দিতে হ'বে।” এই বোলে আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা একে একে বোলতে লাগলো। বান্ধবানন্দ একমনে সমস্ত শুনতে লাগলো। সমস্ত কথা শেষ হোলো।

তা'র পর বান্ধবানন্দ বোললে,—“ভাই! কল্ল দাও কি তোমার চৈতন্য হোলো না? কাজ নাই আর, রাজকুমারীর আশা ত্যাগ কর,—

এখনো ত্যাগ কর। রাজকুমারী ছাড়া আর কি হুন্দরী নাই ?” সখানন্দ বোললে,—“জানি, একটি বাগানে জাতী, যুথী, মল্লিকা, চাপা, বেল প্রভৃতি অনেক হুন্দর ফুল আছে বটে, কিন্তু গোলাপ সকলের চেয়ে মনোহর।” বান্ধবানন্দ বোললে,—“মনোহর হোলে হবে কি।—কীটায় সর্পনাশ করে যে।” সখানন্দ বোললে,—“ভাই বান্ধবানন্দ! তুমি যাই বলো, কিন্তু আমি রাজকুমারী বই আর কা’কেও হুন্দরী দেখি না—আমি তাঁ’র প্রেমের উত্তর দেবো।” এই বার বান্ধবানন্দ বিরক্তির সহিত বোললে,—“না, তা, কখনই হবে না। আমি জীবিত থাক্তে, জেনে শুনে তোমায় মোত্তে দেবো না। তুমি কি ছেলেমানুষ!” সখানন্দ বোললে,—“ভাই! আমি প্রতিজ্ঞাপত্রে নাম স্বাক্ষর কোরে দিচ্ছে এসেচি।” বান্ধবানন্দ বোললে,—“কিসের প্রতিজ্ঞাপত্র?” সখানন্দ বোললে,—“রাজকুমারীর প্রেমের উত্তর দেবার।”

এই কথা শুনেই বান্ধবানন্দ যেন একবারে বজ্রাহত হোয়ে পোড়লো। বিষাদে অহঃশব্দ প্রবাহিত হোয়ে উঠলো। সমস্ত প্রাণের সঙ্গে একটি দীর্ঘনিশ্বাস পোড়লো। বান্ধবানন্দ অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ হোয়ে কি ভাবতে লাগলো। সখানন্দ দ্রবোধবদনে বোসে রোইলো। এইরূপে নীরবে উভয়ের অনেকক্ষণ কেটে গেলো।

তা’র পর বান্ধবানন্দ বোললে,—“ভাই সখানন্দ! বাস্তবিক তুমি ছেলেমানুষ, বড় অন্যায় কাজ কোরেচো। যা’ হোক, চল, এখন আমরা এখান থেকে অন্য ভীর্থে প্রস্থান করি। আমি জেনে শুনে তোমাকে মৃত্যুমুখে পাঠাতে পারবো না।” সখানন্দ বোললে,—“ভাই বান্ধবানন্দ! আমি যে কালে প্রতিজ্ঞাপত্রে নাম স্বাক্ষর কোরেচি, স কালে আর প্রেমের উত্তর না দিয়ে এখান থেকে যেতে পারবো না। কেন তুমি ভয় দুঃখ কোতো? ১ কামাখ্যাদেবীর আশীর্বাদে, আর তোমার আশীর্বাদে আমি কেন কৃতকার্য হবো না? ভাই! আমি তোমার পায়ে ধোরে বোল্চি, তুমি

আমার উপর রাগ কোরো না। দয়া কোরে সম্মত হও।”

তখন বান্ধবানন্দ সখানন্দের নির্নির্দাতিশয় দ্বন্দ্বের আর কিছু বোললে না—কেবল মনে মনে ক্রিড়াতে লাগলো। অনন্তর অনেকক্ষণের পর বোললে,—“ভাই সখানন্দ! আর কি বোলবো, যা’ ভাল বোঝো, তা’ই কর। মা কামাখ্যাদেবী তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন।” এই বোলে সে আবার বোললে,—“চল, এখন হু’জনে মিলে মা কামাখ্যাদেবীর পূজা করি গে।” সখানন্দ সম্মত হোলো। তৎক্ষণাৎ উভয়ে মিলে কামাখ্যার মন্দিরে প্রস্থান কোললে। সেখানে গিয়ে হু’জনে অনেকক্ষণ দেবীর পূজা কোরে আবার ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে গেলো। উভয়ে ব্রহ্মপুত্রের পূজা কোললে। পূজা হোয়ে গেলে বান্ধবানন্দ কৃত-জ্ঞাপুটে ব্রহ্মপুত্রকে প্রণাম কোরে বোললে,—“হে দেব! তোমার পবিত্র স্রোত যেমন সমস্ত বিদ্ববাধা অতিক্রম কোরে বরাবর চোলে যাচ্ছে, তেমি আমার প্রাণের সখা সখানন্দও যেন কাল রাজকুমারীর মনোগত প্রেমের সমস্ত বিদ্ববাধা ভেঙে কৃতকার্য হয়।” এই বোলে আবার প্রণাম কোললে। সখানন্দও প্রণাম কোললে।

অনন্তর উভয়ে কামাখ্যা তীর্থের অন্তর্গত সমস্ত দেবদেবীর নিকট গিয়ে ভক্তিভরে পূজা কোরে লাগলো। এইরূপে তা’দের সমস্ত দ্বন্দ্ব অতি-বাহিত হোয়ে গেলো। সখানন্দ এখানে সেখানে বান্ধবানন্দের সঙ্গে হেঁটে হেঁটে বড় প্রাস্ত হোয়ে পোড়লো। তা’র পর সন্ধ্যার সময় আবার উভয়ে কামাখ্যাদেবীর আরতি দর্শন কোরে বাসায় ফিরে এলো। আসবার সময় বান্ধবানন্দ সখানন্দকে অগ্রে বাসায় পাঠিয়ে দিয়ে, নিজে খানিকক্ষণ পরে এলো। এই সময়ের মধ্যে সে একটা জঙ্গলের ভিতর এক বার গিয়েছিলো। বোধ হয়, কোন বিশেষ দরকার ছিলো।

অগ্রে সখানন্দ বাসায় এসে একখানি কঞ্চল পেড়ে ভয়ে পোড়লো। হেঁটে হেঁটে আর ভবি-

বাং ভাবনা ভেবে তা'র শরীর মন বড় কাতর হোয়েছিলো। সে এইরূপে খানিকক্ষণ শুয়ে আছে, এমন সময়ে বান্ধবানন্দ বাসার উপস্থিত হোলো।

এখন সকলো উৎরে গিয়ে খানিক রাত্রি টহা-য়েচে। বান্ধবানন্দ সখানন্দকে বোললে,—“সখা! উঠে কিছু খাও।” সখানন্দ বোললে,—“আমার ক্ষুধা নাই, গা হাত পা বড় কামড়াচে—নিজা আসচে না—শরীর বড় গরম হোয়েচে।” তা'র এই কথা শুনে বান্ধবানন্দ বোলে,—“আজ বড় হেঁটেচো, তাই এত কষ্ট—তাই শরীর এত গরম—তাই ঘুম হোচে না। আচ্ছা, এক কাজ কর, একটু মিছরি সরবৎ খাও, তা' হোলে শরীর বেশ ঠাণ্ডা হ'বে,—খুব ঘুমও হ'বে। সরবৎ তোয়ের কোরে আনবো কি?” সখানন্দ বোলে,—“আনো।”

তা'র পর বান্ধবানন্দ তুসী কোরে জল আর একটা পিতলের ছোট ঘটী নিয়ে ঘরের দাওয়ার গেলো। বা'বার সময় একটা বুদী থেকে খানিকটে মিছরি বা'র কোরে নিলে। মিছরি শীগগির গোলো যা'বে বোলে, খুব ছোট ছোট টুকরো কোরে নিলে। তা'র পর পিতলের ঘটীতে খানিকটে জল ঢেলে মিছরি টুকরোগুলো ফেলে দিলে। যথাসময়ে মিছরি টুকরোগুলো বেশ গোলো গেলো। তা'র পর বান্ধবানন্দ মিছরি সরবৎ তুসী আর ঘটীতে ঢাল-উপুড় কোরে কোরে এক খানি কাপড়ের টুকরো দিয়ে ছেকে নিলে। বেশ পরিষ্কার সরবৎ তোয়ের হোলো। তা'র পর সখানন্দ টা'য়াক থেকে গোটাকতক কিসের পাতা বা'র কোরে, তা'তে একটু জলের ছিটে দিয়ে, হাতে হাতে রোগড়ে, খানিক রস বা'র কোল লে। সেই রস কোটাকতক মিছরি সরবতে মিশিয়ে দিয়ে আবার ঢাল-উপুড় কোন্তে লাগলো। তা'র পর সেই পাতার ছিড়েগুলো সেখানে থেকে একটা লুকোনো জায়গায় ফেলে দিলে। সখানন্দ ঘরের ভিতর শুয়েছিলো, সে বান্ধবানন্দের

এই কাণ্ডকারখানা কিছুই জানতে পাল্লে না। আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি, বান্ধবানন্দ মিছরি সরবতে কি গাছের পাতার রস মিশিয়ে দিলে? সখানন্দ বান্ধবানন্দের কথা রক্ষ করে নি বোলে কি বান্ধবানন্দের মনে শাস্ত্রবানন্দের ভাব উপস্থিত হোলো? বান্ধবানন্দের মুখে মধু পেটে বিষ কি? কাজেও মিছরি মধু সরবতে বিষপাতার রস মিশিলে কি?—ঐশ্বর জানেন।

অনন্তর বান্ধবানন্দ মিছরি সরবৎ সখানন্দকে খেতে দিলে। সখানন্দ সমস্তটা খেয়ে ফেললে। খানিকক্ষণ পরে সখানন্দ বান্ধবানন্দকে বোললে,—“তাই বান্ধবানন্দ! বাস্তবিক মিছরি সরবতের বেশ ঠাণ্ডা ওণ—আমার ঘুম আসচে।” বান্ধবানন্দ বোললে,—“তবে ঘুমাও।” সখানন্দ আ'র কক্ষের উপর শুয়ে পোড়লো। দেরে দেরে সখানন্দ গাঢ়তর নিদ্রায় অভিভূত হোয়ে পোড়লো। আর নড়া চড়া বা শব্দ সাড়া কিছুই নাই। গভীর নিদ্রা।

এইরূপে রাত্রি প্রায় দুপুর হোয়ে গেলো। সখানন্দ নিদ্রার অচেতন, কিন্তু বান্ধবানন্দের চক্ষে নিদ্রার নামটিও নাই। সে বরাবর জেগে জেগে কি ভাবছিলো, আর এক এক বার সখানন্দের দিকে চেয়ে দেখছিলো।

অনন্তর বান্ধবানন্দ জাগা'বার জন্তে সখানন্দকে ডাক্তে লাগলো, কিন্তু সাড়া নাই। শেষে সে তা'র গায়ে হাত দিয়ে ঠেলতে লাগলো, তবুও সাড়া নাই। তখন বান্ধবানন্দ আপনা আপনি বোললে,—“পাতার তণ আছে বটে।”

কি সর্দশ!—এ কি কথা! ও বান্ধবানন্দ! তুমি কি কোললে! সখানন্দ যে তোমার বড় অন্ত-গত! আহা, ছেলেমানুষ! তোমা বই যে তা'র সহায় সম্পত্তি নাই! তুমি ওকে ও কি থাওয়ালে! কি সর্দশ!—চেতনা নাই যে!

অনন্তর বান্ধবানন্দ যখন দেখলে যে, সখানন্দের কিছুমাত্র চেতনা নাই, তখন সে সেই পাখীর ডানা দু'খানো নিজের পিঠে খুব কোঁসে

বৈধে ফেলেন। বৈধে, বুড়ীর কাছ থেকে যে পাছের ডাল নিয়েছিলো, তাই হাতে কোরে নিয়ে, বাইরে বেরিয়ে এলো। ঠাকুরবাড়ী নিযুক্তি—রাজি কাঁ বাঁ কোচ্ছে। বান্ধবানন্দ ঠাকুরবাড়ীর উঠোনে দাঁড়িয়ে পিঠ-বাঁবা পাখার উপর ভর দিয়ে আকাশে উড়ে পোড়লো। দেকে দেকে রাজকুমারীর বাগানের দিকে উড়ে গেলো। খানিকক্ষণ পরে বাগানে উপস্থিত হোয়ে রাজকুমারীর নিদ্রামন্দিরের ছাদে নামলো।

অষ্টম অধ্যায় ।

রাজকুমারী তেহালার উপর একখানি সুন্দর ঘরের ভিতর সোণার খাটে নিদ্রা যাচ্ছিলেন। খাটখানি যেন সরোবর—রাজকুমারী যেন নলিনী। রেভের বেলায় পদ্মকুল পাপড়ী বুজে থাকে, রাজকুমারীও চক্ষু দুটি বুজে যুযুচ্ছিলেন। রাজকুমারীর সখীরা ফুলের পাখার বাতাস কোচ্ছিলো, কেউ বীণা বাজাচ্ছিলো; কিন্তু রাজকুমারী ঘুমিয়ে পড়াতে তা'রাও, যে যেখানে ছিলো, সেই সেখানে ঘুমিয়ে পোড়েছিলো। রাজকুমারীর ঘুম-ঘরের চাদিকেই সুবিস্তীর্ণ ছাদ। সেই ছাদের উপর নানা রকম সুগন্ধ ফুলের সারি সারি টব। মুহূর্ত সমীর সেই সব ফুলের সুবাস লুটে রাজকুমারীর ঘরে ঢুকে ঘর তন্ন কোরে দিচ্ছিলো।

বান্ধবানন্দ অবাক হোয়ে, বাইরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, জানালার ভিতর দিয়ে সেই মনোমোহিনী ছবি দেখতে লাগলো। এক এক বার বান্ধবানন্দের মুখ চোকের ভাব যেন বোদলে যেতে লাগলো—এক এক বার সে যেন উড়ু, উড়ু কোরে উড়ে যেতে চায়, আবার অগ্নি ধোমকে দাঁড়ায়—এক এক বার সে কি বোলবো বোলবো কোরে, আবার তৎক্ষণাৎ চুপ্ মেয়ে যায়। এইরূপে সে খানিকক্ষণ ইতস্ততঃ কোরে, একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে, আপনা আপনি আন্তে আন্তে বোলে,—“উঃ, এমন

ফুটন্ত ফুলেও প্রাণাত্মক বিষমুখ কীট রে! ভাল, দেখি, ভগবানের ইচ্ছায় এ কীট নষ্ট হয় কি না। কিন্তু বড় বিষম কাণ্ড!” এই বোলে আবার একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে।

● এমন সময়ে রাজকুমারী হঠাৎ জেগে উঠে খাটের উপর বোসলেন। বোসে পদ্মহস্তে আন্তে আন্তে ইন্দীবরবিনিমিত চোক দু'টি রগড়াতে লাগলেন। যে সুবতীটি ঘরময় গোলাপজল ছিটুচ্ছিলো, সে তৎক্ষণাৎ একটি কুলকাটা সোণার বাটিতে খানিকুটে গোলাপজল ঢেলে এক হাতে ধোরে এবং একখানি সুগন্ধময় একখানি ভাল রেশমী কুমাল আর এক হাতে নিয়ে রাজকুমারীর সামনে দাঁড়ালো। রাজকুমারী গোলাপজলে চোক মুখ ধুয়ে কমাণে বেশ কোরে মুছে ফেলেন। তার পর সহচরী সুবতীদের বোললেন—“তোমরা এতক্ষণ আমাকে না জাগিয়ে ভাল কাজ কর নাই। যা' হোক, এখন রাত্রি কত হোয়েচে?” একটি সুবতী বোললে,—“তুপুর হোয়ে গেচে।”

রাজ।—হ্যাঁ সে কি, রাত দুপুর হোয়ে গেচে! কি সন্দেহ! শীগগির নাও—শীগগির নাও!

রাজকুমারীর হঠাৎ এরূপ অন্তর্যাব দেখে সেই সুবতীটি আবার বোললে,—“কি কোরবো আজ্ঞে করুন।”

রাজ।—শীগগির আমার কাদো পোশাক আনো।

তৎক্ষণাৎ এক সেট অপূর্ণ কালো পোশাক আনা হোলো। সুবতীরা সকলে মিলে রাজকুমারীকে বেশ কোরে সেই পোশাক পোড়িয়ে দিলে। কেবল মুখখানি আর হ'হাতের আঙুল ক'টি দেখা যেতে লাগলো। যেন কালো মেয়ের ভিতর থেকে পূর্ণিমার চাঁদ আর দশটি ছোট তারা রূপ দেখাতে লাগলো। বাস্তবিক বড় চমৎকার শোভা হোলো।

বান্ধবানন্দ নির্ঝাঁক হোয়ে গোপনে গোপনে এই সমস্ত ব্যাপার দেখতে লাগলো।

পোশাক পরা হোলে পর, রাজকুমারী নিজের

হাতে একটি শাতির দাঁতের বাক্স খুলে একটি বড় সোণার চাবি বাঁর কোলেন। আবার সেই চাবিতে আর একটা খুব বড় সোণার সিন্ধুক খুলেন। চারটি যুবতী কস্তাকস্তি কোরে সেই সিন্ধুকের ডালাখানা তুলে ধোলেন। ডালাখানা তোলবার সময় ঘোঁ-অ্যাং-কোঁ-অ্যাং-কোঁ শব্দ উঠে যব্টা যেন চোমকে দিলে। রাজকুমারী সোণার সিন্ধুকের ভিতর থেকে এক ছোড়া খুব কালো রঙের পানীয় ডানা বাঁর কোললেন। তাঁর পর রাজকুমারীর তরুণ পেয়ে ডালাধারিণী যুবতীরা আস্তে আস্তে ডালা নামিয়ে দিলে। আবার সেই কাণ-চমকানো শব্দ। তাঁর মধ্যে এ বার এক বার ক্র্যাওং—ক্র্যাওং—জীং ডাকটা বেশীর ভাগ শোনা গেলো।

রাজকুমারী সেই কালো ডানা হুঁখানা পিঠে বৈধে, যরের দরোজার বাইরে এসে সখীদের পোললেন,—“তোমরা কিছু কাল অপেক্ষা কর, আমি একবার সেখান থেকে হোয়ে আসি। সাব-দান, পিতা যেন এ কথা জ্ঞাত না পায়েন।” এই বোলে সাঁ কোরে উড়ে চোললেন।

বান্ধবানন্দ এতদূর বাইরে দাঁড়িয়ে সমস্ত ব্যাপার দেখছিলেন। তিনিও অমনি রাজকুমারীর পিছু পিছু উড়ে যেতে লাগলেন। রাজকুমারী যে দিকে যান, জেলের পাচাবাধা হাড়ীর মত বান্ধবানন্দও যে দিকে যান।

নবম অধ্যায়।

অনন্তর রাজকুমারী একটা বহুং পর্যন্তের উপর নাথলেন। বান্ধবানন্দও তাঁর পশ্চাদ্ধিক নেমে, একটা দূরে মোরে দাঁড়ালেন। ডালের গুণে রাজকুমারী তাঁকে দেকে পেলেন না।

তাঁর পর রাজকুমারী সেই ঘোর অন্ধকার রাত্রিতে সন সন কোরে পক্ষতের গা বোয়ে নীচে নামতে লাগলেন। খানিক দূর নেমে একটা গহ্বরের মধ্যে ঢুকে পোড়লেন। ক্রমে সেই গহ্ব-

রের ভিতর দিঘে বরাবর কোথায় যেতে লাগলেন। এ দিকে বান্ধবানন্দ তাঁর সঙ্গ ছাড়েন নি। যে দিকে রাজকুমারী, সেই দিকেই সখানদের সখা বান্ধবানন্দ।

কিছু দূর যাঁবার পর মস্ত একটা ফটক দেখা গেলো। ফটকে কত রকম নক্সা বাহার দিচ্ছে। ভাল ভাল বাড়ে মোমগতি জোলচে। বান্ধবানন্দ দেখিয়া অবাক হোলেন! ভাবলেন,—“পক্ষতের গহ্বরে এ কুঁর বাড়ী?”

দেকে দেকে রাজকুমারী ফটকের মধ্যে প্রবেশ কোললেন। কিবা হৃদয় পথ! কিবা হৃদয় কুলগাছের সারি পথের হুঁধারে নানা রকম কুল কুটুয়ে হাসচে! কিবা সোণার রেলিং! কিবা কত কি!

এ সকল রাজকুমারীর দেখা জিনিষ, হুতরাং তত ভাল বোধ হোলো না বোধ হয়। কিন্তু বান্ধবানন্দ পূর্বে কখন চক্ষে দেখা দূরে থাক, স্বপ্নেও দেখেন নি। হুতরাং তিনি অত্যন্ত মোহিত হোলেন।

তাঁর পর একটা বড় বাড়ীর মধ্যে রাজকুমারী প্রবেশ কোললেন। সেখানে একটা সুবিশাল সভা (হল) শোভা পাচ্ছিলো। সভার মধ্যস্থলে একটা মনিমুক্তামণ্ডিত সুবর্ণ-সিংহাসনে একটা কদাকার কৃষ্ণবর্ণ অর্দ্ধেক পুরুষ বসিয়া আনন্দ সন্তোষে কোচ্ছিলো। হৃদয়ী যুবতী নর্তকীরা নানা হাব-ভাবে নৃত্যগীত কোরে, সে লোকটার মনোরঞ্জন কোচ্ছিলো। সভার মধ্যে এক শত সুবর্ণস্তম্ভ ঘাঁর-পর-নাই শোভা বিস্তার কোচ্ছিলো। এই ভ্রম সেই সভার নাম “শতস্তম্ভা”। রাজকুমারী ও অপর সকলের অলঙ্কিত আগন্তুক বান্ধবানন্দ “শতস্তম্ভা” দেখে, হতভম্ব হোয়ে পেলেন।

অনন্তর সেই কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ রাজকুমারীকে দেখে, আদর অভ্যর্থনা কোরে, অপর একখানি স্বর্ণ সিংহাসনে বোন্তে বোললে। কিন্তু রাজকুমারী বোললেন না, কাদো কাদো হোয়ে দাঁড়িয়ে রোইলেন। তাঁদেখে, কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ তাঁকে জিজ্ঞাসা

কেল্লে,—“রাজনন্দিনি! কেন তুমি আজ এত নিমিষ? কেন তোমার কমলনিদিত নয়নযুগল ছল্ ছল্ কোচ্ছে? তুমি আমার প্রধানা শিষ্যা। তোমার মঙ্গলে আমার মঙ্গল। তোমা দ্বারা আমার ব্রতপূর্ণ হ’বে, এই আশায় আমি কত বৎসর এই গিরিগহ্বরে অবস্থান কোচ্ছি। রাজনন্দিনি! আমার গুরুদেব মৃত্যুকালে বোলে গিয়েচেন ‘যদি তুমি কোন রাজকন্তার দ্বারা দশ হাজার দশ জন প্রেমলোভীর প্রাণনাশ কোতে পারো, তবে সসাগরা পৃথিবীর সম্রাট হ’বে এবং সেই রাজকন্তা অমর হোয়ে চার যুগ জীবিত থাকবে।’

“রাজকন্তা! তোমা হ’তে আমি দশ হাজার নয় জন প্রেমিককে যমালয়ে দিয়েছি। আর একজন বাকি। তা হোলেই আমি সম্রাট, তুমি অমরী। আজ ব্রত উদ্ঘাপনের কি যোগাড় কোরে এসেচো? স্তম্ভের সংবাদে স্তম্ভী কর। কিন্তু তোমার চক্ষের ভাব ও মুখের মালিঙ্গ দেখে আজ আমার বড় অস্থির হোচ্ছে।”

রাজকুমারী বোললেন,—“গুরুদেব! আজ আপনার ব্রত উদ্ঘাপনের শেষ বলি পাওয়া গেছে। এই বার আপনি পৃথিবীর সম্রাট হ’বেন, আমিও অমরী হবো। কিন্তু আপনি সম্রাট হোলে আমার পিতার দশা কি হ’বে! তাই ভেবে আজ আকুল হোয়েছি।”

কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ হাঃ হাঃ কোরে হেসে উঠলো। তাঁর পর অট্টহাস্য ধামিয়ে বোললেন,—“কেন, রাজনন্দিনি! তাঁর জন্য ক’খু কোচ্চো? তোমার পিতা কামিধোর রাজা। আমি সম্রাট হোলে তিনি আমার সর্কপ্রধান মন্ত্রী হ’বেন। তা, ছাড়া তাঁকে সমস্ত পূর্বরাজ্য জায়গীরস্বরূপ দান কোরবো।”

রাজকুমারী আনন্দিত হোলেন। তাঁর পর সখানন্দঘটিত সমস্ত কথা বোললেন। কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ সমস্ত একমনে শুনলো। তাঁর পর বোললেন,—“রাজভনয়ে! আমি এখন পৃথিবীর মধ্যে সর্কশ্রেষ্ঠ ষাটকর। বাহুবিন্দ্যের পেউ আমার সমকক্ষ নেই। সেই এক বিন্দ্যের বলেই তোমাকে দিয়ে, আমি

বরাবর কৃতকার্য হোয়ে আসছি। আজও তাই হবে। তাঁকে তিন দিনের তিনটে প্রশ্নপূর্বণের কথা বোলেচো?”

“বোলেছি।”

“আচ্ছা। প্রথম প্রশ্ন শোনো।”

“বলুন।”

“খোঁটুলা।”

“যে আচ্ছা।”

“তোমার প্রেমাকাজক্ষী যুবসন্ন্যাসী উত্তর দিতে পারে কি না, কাল রাত্রে আবার এসে আমাকে জানাবে।”

বাক্যবানন্দ অলক্ষ্যে দাঁড়িয়ে থেকে সমস্ত ব্যাপার দেখলেন ও সমস্ত কথা শুনলেন। তাঁর পর মনে মনে ঘৃণা ও ক্রোধ সহকারে বোললেন,—“দিক পাশে! তুই সম্রাট হ’বার আশায় এবং রাজকুমারীকে অমরী করবার ছলনায় শত শত নিতীহ ব্যক্তির প্রাণনাশ কোরেচিস। এই বার তোর ব্রত উদ্ঘাপন হ’বে। কিন্তু আমি তোর ব্রতভঙ্গ কোরবো। তুই অনেক পাপ কোরেচিস, এই বার তাঁর প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্য তগবান আমাকে এখানে পাঠিয়েচেন। থাক দুঃখী।”

অনন্তর রাজকুমারী ষাটকরকে প্রণাম কোরে পূর্ববৎ উড়ে চোললেন। বাক্যবানন্দও তাঁর পাছু নিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে রাজকুমারী আপন গৃহে এবং বাক্যবানন্দ ঠাকুরবাড়ীতে উদ্ভূত হোলেন। রাত্রি তখন তৃতীয় প্রহর।

দশম অধ্যায়।

বাক্যবানন্দ ঠাকুরবাড়ীতে এসে দেখলেন, সখানন্দ তখনও ঘুমে কাতর। ক্রমে ক্রমে ভোর হোলো—পাথপক্ষী ডাকতে লাগলো—ঠাকুরবাড়ীর লোকেরা জাগলো—তাঁর পর বেশ ফসি হোলো—সূর্য্যদেব পূর্ব দিকে মাথা তুললেন।

তাঁর পর বাক্যবানন্দ নিদ্রিত সখানন্দের নাকের কাছে কি একটা জিনিষ ধোললেন। সখানন্দের

চেতনা হোলো—যুম ভাঙলো—ধড়কড়িয়ে উঠে পোড়লেন। প্রমোত্তরের কণা মনে জেগে উঠলো। তাঁর ভাব ধেপে বান্ধবানন্দ বোললেন,—“কেন, সখা, তুমি অমন কোচো?”

“আজ যে প্রমোত্তরের প্রথম দিন। অনেক বেলা হয়েছে, কিছুই জান্তে পারি নি। না জানি, রাজসভায় এতক্ষণ কত শোক জোমেচে—মহারাজ বিরক্ত হোকেন। আমি তাড়াতাড়ি যথ হাত ধুয়ে যাই। প্রতিজ্ঞা পালন করা উচিত।”

সখানন্দের ব্যগ্রতা দেখে বান্ধবানন্দ বোললেন, “ভাই! যদি নিতান্তই রাজকুমারীর প্রেমের উত্তর দিতে যা'লে, তবে আমার একটা অনুরোধ রক্ষা করা।”

“কি অনুরোধ?”

“যখন রাজকুমারী তোমাকে বোললেন,—

“আমি কি মনে কোরেচি। তখন তুমি বোলো,—
“খেঁটফুল।”

সখানন্দ হাসলেন। বোললেন,—“তুমি আমিই যেই চিনি। রাজরাজড়ার মেয়েবা ও সব তুচ্ছ ফুণের নামও জানে না। তারা গোলাপ, চামেণী, চাঁপা, বেলা, পদ্ম, পারিজাত প্রভৃতি ভাল ভাল ফুলের নাম জানে।”

“সে আনাড়ী রাজকুমারীরা বটে, কিন্তু ও চতুৰা রাজকুমারী নয়। ও না জানে, এমন জিনিষ জগতে নেই। বিশেষতঃ কাল রাত্রে আমি স্বপ্ন দেখেচি যে, রাজকুমারী তোমাকে প্রম কোরে,—
‘আমি কি মনে কোরেচি?’ তুমি অগ্নি বোলে,—
“খেঁটফুল।” তৎক্ষণাৎ তোমার জয় হোলো। রাজকুমারী হেরে গেলেন।”

“বাস্তবিক!”

“কামাখ্যা মাতার শপথ কোরে বোল্চি।”

“আচ্ছা ভাই, তা'ই বোল্বে। আমার মনেও তা'ই নিজে।”

“মা কালী তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন।”

“জয় মা কালী!” বোলে সখানন্দ রাজসভায় উপস্থিত হোলেন।

রাজসভা যথাবিধানে সুসজ্জিত। বর্ষ-সিংহাসনে মহারাজ দেবীঘর উপবিষ্ট। যথাস্থানে মন্ত্রিগণ বসায়মান। রাজসভা নানাবিধ দর্শকে পরিপূর্ণ।

রাজসিংহাসনের দুই পার্শ্বে দুইখানি ক্ষুদ্র ত্রৌণ্যমক সংস্থাপিত। বামপার্শ্বের মঞ্চখানিতে রাজকুমারী দাঁড়িয়ে যুবসম্মানীর আগমনপ্রতীক। কোচেন।

এমন সময়ে সখানন্দ সম্মানী রাজসভায় উপস্থিত হোলেন। মহারাজকে প্রণাম কোলেন। মহারাজ “মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হোক্” বোলে আশীর্বাদ কোলেন। একা রাজকুমারী ব্যতীত সভাস্থ সকল লোক দুঃখ শোকে ত্রিয়মান হোলো। পূর্বের সর্দনাশকরী ঘটনাগুলো দেখে আজ কা'র মন স্থির হোতে পারে?

অনন্তর রাজকুমারী সখানন্দকে জিজ্ঞাসা কোলেন,—“আপনি আমার মনের কথা উত্তর দিতে প্রস্তুত আছেন?”

“আছি।”

“আচ্ছা, বলুন, আমি কি মনে কোরেচি।”

সখানন্দ তখন মনে মনে কামাখ্যাদেবীকে স্মরণ ও প্রণাম কোরে বোল্লেন, “আমার উত্তর যদি ঠিক হয়, তবে আপনি ছলনা কোরেন না?”

রাজকুমারী বোল্লেন,—“পিতার পদস্পর্শ কোরে বোল্চি, আমি কখনো ছলনা করি নি, কোন্দোও না।”

“তবে বলি?”

“বলুন।”

“খেঁটফুল।”

উত্তর পাইয়া রাজকুমারীর প্রকৃত মঞ্চখানি যেন নীহারজর্জরিত বিশার্ণ কমলের, ন্যায় হোয়ে গেলো। উন্নত স্কন্ধ অবনত হোলো। রাজকুমারী মুগ্ধী পুতলিকার ন্যায় নীরবে স্থির হোয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

রাজকুমারীর তীৎকালিক ভাব দেখে, মহারাজ জিজ্ঞাসা বোল্লেন,—“হুহিতে! উত্তর

কারীর উত্তর ঠিক হোয়েচে কি না, আমার পদ-
স্পর্শ কোরে বল ।”

রাজকুমারী পিছুচরণ স্পর্শ কোরে বোললেন,
—“পিতা ! সম্যাসীর উত্তর ঠিক হোয়েচে ।”

এই কথা শুনিবামাত্র সভাস্থলে একটা তুমুল
আনন্দ-কোলাহল উখিত হোলো । সভাগৃহ
যেন সেই অপূর্ণ শব্দে চকল ও উদ্ভত হোয়ে
উঠলো ।

মহারাজ দেবীর সিংহ ও অন্যান্য সভ্যরা
সখানন্দকে ধন্য ধন্য বোলে প্রশংসা কোতে লাগ-
লেন । কোন কোন হুসিক লোক আচ্ছাদে
বোলে উঠলো,—“দশ দিন চোরের, এক দিন
সাদের !” এইরূপ নানাবিধ বচনতরঙ্গে রঙ্গভঙ্গ
কোতে লাগলো ।

অনন্তর মহারাজ সভাভঙ্গ কোল্লেন । রাজ-
কুমারীকে সঙ্গে নিয়ে মহারাজীকে এই সুমংবাদ
দিতে গেলেন । সখানন্দ ও অন্যান্য সভ্যরা
সভা ছেড়ে স্ব স্ব স্থানে চোলে গেলেন ।

এ দিকে বাকুবানন্দ উৎকণ্ঠিত হোয়ে পথে
দাঁড়িয়েছিলেন । সখানন্দকে প্রফুল্লচিত্তে ও হাস-
মুখে আসতে দেখে, তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা কোল-
লেন,—“ভাই—ভাই ! সংবাদ কি ?”

“তুমি কি কোন দেবতা ?” এই বলিয়া, সখা-
নন্দ বাকুবানন্দকে আলিঙ্গন কোরেন ।

“আমি দেবতা নই, দেবতার দাসানুদাস ।
আমার স্বপ্ন যে সকল হোয়েচে, তজ্জন্য ও কামাখ্যা
মাতাকে চল হুঁজনে পূজো দিয়ে আসি ।” এই
বোলে সখানন্দের হস্ত ধারণ পূর্ণক দেবীমন্দিরে
চোলে গেলেন ।

একাদশ অধ্যায় ।

অনন্তর বিত্তীয় দিনের রাত্রে রাজকুমারী সেই
পর্কতগন্ধবরে বাহুকরের গোচরে গেলেন । বাকুবা-
নন্দ ও পূর্ণবৎ সখানন্দকে অচেতন কোরে রাজ-
কুমারীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন কোল্লেন ।

বাহুকর প্রেমের উত্তর প্রকাশ হোলো কি ন
জানবার জন্মে আজ বড় উৎকণ্ঠিত হোয়ে আছে ।
নর্তকীদের নাচ গাওনা আজ তা’র ভাল লাগে
না । না লাগবাই কথা । এই তিন দিন তিনটে
প্রেমের উত্তর যদি উত্তরদাতা না দিতে পারে, তবে
“মার দিয়া কেল্লা” নয়, “মার দিয়া চুনিয়া” হ’বে ।

কিছু সময় পরে রাজকুমারী তা’র কাছে এসে
দাঁড়ালো । এ রাজকুমারী যেন সে রাজকুমারী
নয়—যেন টাটকা ফুল বাসি হোয়ে গেছে । তাই
না দেখে বাহুকর অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হোলো । তাড়-
তাড়ি বোলে,—“রাজকন্ডে ! আজ প্রাতে কা’র জয়-
লাভ হোয়েচে ?”

রাজকুমারী বিষমমনে বোলেন,—“সুবসম্যাসীর ।”
বাহুকর মিনে চোমকে উঠলো । মাথা ঘুরে
গেলো । চোকে অন্ধকার দেখে লাগলো । ঋণিক-
দম্ব কি ভেবে শেষে বোলে,—“সুবসম্যাসী ‘যেই-
ফুল’ বোলেচে ?”

“হাঁ প্রভু, বোলেচে ।”

“সুবসম্যাসী কি বাহুবিন্দো জানে ?”

“না জানলে কি মনের কথা টেনে বোলেতে
পারে ?”

এ দিকে এক পারে অলক্ষ্যে বাকুবানন্দ দাঁড়িয়ে-
ছিলেন । তিনি হেসে মনে মনে বোলেন,—“ও
বাহুকর ! বাবার বাবা আছে জান না ? আমিও
বাহুবিন্দো জানি । আমি তোমা’র বাবা ।”

অনন্তর বাহুকর রাজকুমারীকে কোললে,—
“কালকের প্রহ্ন শোনো ।”

“বলুন ।”

“তোমার পিতার বা পায়ের বুড়ো আঙুল
মনে দ্বেবে সুবসম্যাসীকে প্রহ্ন কোরো ।”

“যে আছে ।”

অনন্তর বাহুকরকে অমরতাপ্রদায়িনী রাজ-
কুমারী প্রণাম কোরে শূক্ৰপথে উড়ে উড়ে প্রস্থান
কোল্লেন । বাকুবানন্দও প্রেমের উত্তর জেনে
নিয়ে উড়ে গেলেন ।

এভাবে রাজসভায় শুভক্ষণে সখানন্দের আবির্ভাব

জয় ও অন্ততক্ষেপে রাজকুমারীর আবার পরাক্রম হোলো।

দ্বাদশ অধ্যায়।

দ্বিতীয় দিনের গভীর রজনীতে উঠয়ে পূর্ববৎ যাহ্নকের নিকট উপস্থিত হোলেন।

যাহ্নকর আজো সকালে খুব সন্ধ্যামীর জয় হোয়েচে, রাজকুমারীর যথেষ্ট শুনে, যেন আকাশ থেকে আছাড় খেয়ে পড়ে গেলো! যেন অষ্টবজ্র একসঙ্গে তার মাথায় পোড়লো! যাহ্নকরকে কে যেন দিম্বা যাহ্নময়ে অচেতন কোরে ফেললে! দাক্ষণ দিপামায় গলা শুকিয়ে উঠলো। তৎক্ষণাৎ জলপান্নবাহিনী সুন্দরী কিস্করীরা হৈমপাত্রে কপূর-বাসিত গোলাবরনিত স্মৃতিভল জল এনে দিলে।

যাহ্নকর চোঁ চোঁ কোরে শুয়ে টেনে নিলে। তার উৎকট ভুফার নিদ্রা হোলো না। “কুঁজো শুক জল আন—মৌগণির আন” বোলে যাহ্নকর লক্ষ্ম কোকে লাগলো।

তাঁই হোলো। যাহ্নকর কুঁজোকে কুঁজো ঢুক ঢুক কোরে গলায় ঢালতে লাগলো। ওঃ, যেন শুক মরুভূমিতে বর্ষা! জল যত পড়ে, ততই শুকোয়।

অনন্তর কিয়ৎ কাল কি ভেবে যাহ্নকর বোললে, —“দখ, রাজপুত্রি! কালকের ভয় আজ যে প্রশ্ন বোলে দেবো, বিধাতাও তাঁর উত্তর দিতে পারবেন না, মানুষ তো কোন্ ছার। কালই প্রশ্নোত্তরের শেষ দিন—আমার ব্রতেরও শেষ দিন। নিশ্চয় বোল্চি, কাল আমি হুনিয়ার কৈসর, তুমি অমরী।”

রাজকুমারী বোললেন,—“প্রভু, তবে সেই বিচিত্র প্রশ্নটি বোলে দি'ন।”

যাহ্নকর বোল্লে,—“কালকের প্রশ্ন আমার যস্তক।”

রাজকুমারী বোললেন,—“খুব কঠিন প্রশ্ন।”

যাহ্নকর বোল্লে,—“রাজকুমারি! আজ আমার

মনটা কতকটা ধারণ হোয়েচে। অতএব ঋণিক-ঋণ নৃত্যগীতের আনন্দ ভোগ করি। তুমিও ঋণিকটে থেকে নৃত্যগীতে তৃপ্তিলাভ কর।”

“যে আজ্ঞে, শুধু!” বোলে রাজকুমারী সম্মত হোলেন।

অনন্তর যাহ্নকরের আদেশে অপ্সারার মত সুন্দরী নর্তকীরা নানাবিধ রঙ্গভঞ্জে হাবভাবে তাল-মানে নৃত্যগীত আরম্ভ কোল্লে। অনেকটা সময় কেটে গেলো। বাক্সবানন্দও এই নৃত্যগীতের আনন্দ ফাঁকতালে ভোগ কোরে নিলেন।

বেত্রে বেত্রে রাত্রি তৃতীয় প্রহর উত্তরে গেলো। তখন রাজকুমারীর চমক হোলো। বোললেন,—“আর বিলম্ব কোরবো না, যাই।”

যাহ্নকর বোল্লে,—“তাঁই তো বটে, অনেক রাত হোয়েচে যে। তুমি এখন একলা কি কোরে যাবে? চল, আমি তোমাকে তোমার ছানের উপর রেখে আসি।”

“যে আজ্ঞে” বোলে রাজকুমারী সম্মত হোলেন।

তখন যাহ্নকর দু'খানা বড় বড় ডানা বেঁধে, রাজকুমারীর সঙ্গে উড়ে যাবার যে গাড়ি কোল্লে। বাক্সবানন্দ বরাবর দাঁড়িয়ে বোসে শুয়ে এই সব কাণ্ড দেখছিলেন। তাঁর পর যখন যাহ্নকর ও রাজকুমারী সভা থেকে বেরিয়ে আসবে, বাক্সবানন্দ তখন দেওয়াল থেকে একখানা বোলানো তলওয়াব খুলে নিলেন। তাঁর পর তাঁদের পাছু পাছু যেতে লাগলেন।

অনন্তর পাহাড়ের বাইরে এসে যাহ্নকর ও রাজকুমারী আকাশে উড়ে পোড়লো। বাক্সবানন্দও উড়লেন। বাক্সবানন্দের হাতে সেই গাছের ডাল ছিলো, তাঁই দিয়ে যাহ্নকরকে মাঝে মাঝে দু' দশ বা বেশ কোরে কোসিয়ে দিলেন। যাহ্নকর চার দিকে চায়, অগচ কিছুই দেখে পায় না। পিঠের উপর ধাঁধা ডালের খা, টাটিরে উঠলো ব্যাটার গা। কিস্ত মনে ভাবলে,—“অনেক দিন উড়ি নি, তাঁই বুঝি গায়ের খেতাব হোচ্ছে।”

অনন্তর যাহ্নকর রাজকুমারীকে তাঁর তেতবার

ছাড়ের উপর খুঁষ, বিদেয় নিষে, আবার উড়ে উড়ে পাহাড়ে ফিরে চোললো। বান্ধবানন্দও তা'র সঙ্গে সঙ্গে পাহাড়ের দিকে পুনর্বার চোললেন।

ক্রমে ক্রমে শতর ছাড়িয়ে যখন অনেক দূরে একটা মাঠের উদ্ধদেশে দু'জনে উপস্থিত, সেই সময় বান্ধবানন্দ বেগে কাছে এসে নী' হাতে বাহু-করের চুলের খুঁটা ধরে ডান হাতের তলওয়ারের চোটে মাথাটা কেটে নিলেন। আকাশ থেকে ধড়াস কোরে ধড়টা ভূঁয়ে পোড়ে গেলো। ছ' কোরে রক্ত বেরতে লাগলো। বলা বাহুল্য যে, লোভী বাহুর পৃথিবীর সম্রাট হোলো!

অনন্তর বান্ধবানন্দ অতিশয় আনন্দভরে পাপিষ্ঠ বাহুরের কাটা মূণ্ড নিজের গেরুয়া চাদরে বৈক কোরে বেঁধে নিয়ে ঠাকুরবাড়ীতে উপস্থিত হোলেন।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

প্রভাত হোলো।

বান্ধবানন্দ সখানন্দকে জাগিয়ে বোললেন—

“ভাই! হু'দিন অপের ফল ঠিক ফোলেচে। আজ শেষ রাত্রেও আবার অগ্নি দেখেচি। তুমি এই বোচকাটা নিয়ে রাজসভায় যাও। এতে কি আছে, এখন খুলে দেখো না। এই বোচকা অগ্নি পেয়েচি। আমি চিং হোয়ে ঘুমিয়ে অগ্নি দেখেছিলেম, যেন আমার বৃকের উপর মা কামাখ্যা-দেবী এই বোচকাটি দিয়ে বোললেন,—“তো'র বন্ধু সখানন্দকে এই বোচকা নিয়ে আজ রাজ-সভায় যেতে বল। রাজকুমারী যেমন বোলবে, “আমি কি মনে কোরেচি”, অগ্নি সখানন্দ এই বোচকাটা তা'র সম্মুখে রেখে যেন বলে, ‘এর মদ্যো যা' আছে, তাই মনে কোরেচো।’ কিন্তু সখানন্দ যদি আগে এ বোচকা খুলে দেখে, তা' হলে তাকে আজ রাজকুমারীর হুকুমে গাছে খুলে মোড়তে হবে।”

এই কথা শুনে সখানন্দ বোললেন,—“ভাই বান্ধবানন্দ! আমি তোমার অগ্নি স্মরণে দু'দিন জয় লাভ কোরেচি। আজো সেই অগ্নি ঘটনা। আমি কামাখ্যা মাতার শপথ কোরে বোল্ছি, বোচকা খুলে দেখবো না।”

অনন্তর বোচকা নিয়ে সখানন্দ রাজসভায় উপস্থিত হোলো। আজ শেষ পরীক্ষা।

বাম মঞ্চে রাজকুমারী দাঁড়িয়েছিলেন। দক্ষিণ মঞ্চে বোচকাহস্তে সখানন্দ দাঁড়া'লেন।

তা'র পর রাজকুমারী প্রশ্ন কোললেন,—“আমি কি মনে কোরেচি?”

“এই বোচকার মদ্যো যা' আছে।” এই বোলে মহারাজের সম্মুখে বোচকাটা রেখে দিলেন।

সকলে কৌতুহলাক্রান্ত হোয়ে “ব্যাপার কি ব্যাপার কি!” বোলতে লাগলেন।

মহারাজ সখানন্দকে বোচকা খুলতে আদেশ কোললেন। সখানন্দ বোচকা খুলে ফেলে, অপ-রের কথা দূরে থাক, নিজেই চে'মুকে উঠলেন। চমকবারই তো কথা। সখানন্দও তো জানতেন না যে, বোচকার ভিতর একটা কালো মানুষের বিশ্রী কাটা মাথা জড়ানো আছে।

কাটা মূণ্ড দেখে মহারাজ ও অন্যান্য সভ্যরা সবিস্ময়ে উঠে দাঁড়া'লেন। কিন্তু “আমি অমরী হোতে পাল্লেম না” বোলে রাজকুমারী আত্মাভ-খেয়ে সভাতলে পোড়ে গেলেন।

তৎক্ষণাৎ মহারাজের আদেশে দাসীরা জল পাখা এনে রাজকুমারীকে হুহু কোললে। তা'র পর মহারাজ শেখীর সিংহ কন্যাকে জিজ্ঞাসা কোললেন,—“বৎস! তোমার অদ্যকার প্রশ্নের উত্তর যে এই, তা' তোমার ভূপতন দেখেই সকলে বুঝেচে। এই তো?”

“হাঁ, পিতা! এই আমার আজকের প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর। এই ছিন্ন মস্তকটি আমার গুরুর। এই মস্তককেই আজ মনে কোরে প্রশ্ন কোরেছি-লেম।”

গুরুর মস্তক! মহারাজ বিম্বিত হোয়ে রাজ—

কুমারীর নিকট সমস্ত ব্যাপার জানবার জন্যে আগ্রহ প্রকাশ কোললেন। রাজকুমারী আদ্যো-পান্ত সমস্ত বোললেন। সভাসক্ত লোক অবাক্ ! সখানন্দও অবাক্ !

অনন্তর মহারাজ দেবীঘর বহুকে বোল-লেন,—“বৎসে! তুই নিতান্তই অযোগ্য, নৈলে তামার হোতে চা'বি কেন? মাগুষ যদি অমর হয়, তবে দেবতা মা'ঘুষে তফাৎ কি?”

রাজকুমারীর ভ্রম ঘুচলো।

তা'র পর মহারাজ সকলের সম্মুখে বোললেন,—“তোমরা সবলেই অবগত আছ যে, যে ব্যক্তি আমার কন্ডার তিনটি প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে, সেই এর স্বামী হ'বে। আজ এই যুবা সখানন্দ সম্মানী যে বিষয়ে কৃতকার্য হোয়েছেন। অতএব এর হস্তে আমার কন্যা সম্প্রদান করি।” এই বোলে সখানন্দের হস্তে রাজকুমারীকে ধর্ম্মতঃ সম্প্রদান বোললেন, সমস্ত রাজ্য দান কোললেন।

সখানন্দ সম্মানী গুরুকে ভাগ্যধর পিতার মৃত্যুর দিন যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, আজ তা'পূর্ণ হোলো—রাজকন্ডে লাভ হোলো।

চতুর্দশ অধ্যায় ।

অনন্তর সখানন্দ সম্মানিবেশ ত্যাগ কোরে, স্বস্তর মহারাজ দেবীঘরের আদেশে রাজবেশে রাজসিংহাসনে উপবেশন কোললেন। মহারাজ দেবীঘর সিংহ বাহাদুর নব জামাতাকে কন্যা ও রাজ্য সম্প্রদান কোরে বনগমন কোললেন।

তা'র পর নবভূপতি পরমহিতৈষী বহু বান্ধবা-নন্দকে বোললেন,—“সখে! তোমার কুপায় আমি রাজকন্যে পেলেম—রাজ্য হোলেম। তোমার এ স্বণ আমি কখনও ভুলতে পারবো না। এক্ষণে আমার নিতান্ত অনুরোধ এই, তুমি অর্জেক রাজ্য গ্রহণ কর।”

বান্ধবানন্দ হাসতে হাসতে বোললেন,—“রাজন! আপনি আমার কাছে স্বণী, এক কথা কেন

বোলছেন? আপনি আমাকেই স্বণী কোরে-ছিলেন।”

সখানন্দ কিছুই বুঝতে পারলেন না। বোল-লেন,—“হুজুতম! আপনি কি বোলছেন, বুঝতে পাচ্ছি নি।”

তখন বান্ধবানন্দ বোললেন,—“মহারাজ! আপনি এক দিন ছুটো গোকর্কে একটা মড়কে লাধি মাতে দেখেছিলেন?”

“দেখেছিলাম।”

“সেই ছ'জন লোককে আপনি ১০০ টাকা দিয়েছিলেন?”

“দিয়েছিলাম।”

“কেন দিয়েছিলেন?”

“তা'রা সেই মৃতের নিকট ১০০ টাকা পেতো। না শুধে মোরে বাওয়াতে তা'রা ক্রোধে স্বর্ণীর মাথায় পদাঘাত কোচ্ছিলো।”

“আপনি তা'র সেই স্বণ খোঁপ কোরেছেন।”

“তা'তে আপনার কি লাভালাভ?”

“আমিই সেই মৃত। আগনিই আমার স্বণ পরিশোধ কোরে আমার মঙ্গলিতি কোরেছেন। আমার স্বণ খোঁপ কোরে আমাকে চিরস্বণী কোরে-ছেন। আমি আপনার সেই অপূর্ণ স্বণ সংকলিত পরিশোধ করবার জন্যে সম্মানিস্বরূপে সেই জঙ্গলে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। সেই দিন হোতে আজ পর্যন্ত আপনার হিতের জন্যে এত কাও-কারখানা কোললেম। আজ আমি আপনাকে রাজধানীকে বামে রেখে রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট দেখে স্বা'র-পর-নাই আনন্দিত হোলেম। সখে!—আমার মঙ্গলিতর মূল্যধার ভাগ্যধর!—আমার স্নেহের সখানন্দ! তুমি যুখে রাজমহিষীর সহিত রাজ্য শাসন কর। তোমার জয় হোক! আমি স্বর্ণে চোললেম।” এই কথা বোলতে বোলতে বান্ধবা-নন্দ কোথায় উড়ে গেলেন আর দেখা গেলো না। কেবল এক পাক বাতাস ঘুরে উঠলো। সখানন্দ শূন্যপানে অবাক্ হোয়ে চেয়ে রোইলেন।

হরিহরলীলা ।

[দৃশ্যকাব্য]

প্রথম অঙ্ক ।

১ম দৃশ্য ।—হিমালয় পর্বত—বিষ্ণুমন্দির ।

সিংহাসনে বিষ্ণুবিগ্রহ স্থাপিত ।

সমুখে ঘট ও পুষ্পাদি পুষ্পোপকরণ সজ্জিত ।

পূজকপেশে গিরিরাজের প্রবেশ ।

গিরি ।—(বিষ্ণুপূজা সমাপন করিয়া কৃতাজ্ঞলিপুটে),

নারায়ণ ! তোনার কৃপায়

পর্বতরাজ্যের রাজা আমি ।

অতুল ঐশ্বর্য মোর এ রাজ্যে বিরাজে ।

বিচুরি অভাব নাহি মোর

একটি অভাব ছাড়া ।

সে অভাবে ভেবে ভেবে দাক্ষণ বিষাদ

বাড়িছে অন্তরে মোর, হরি !

একটি নন্দিনী মোর উমা,

প্রাণসমা ভাবি তারে সদা ।

হায় হায়,

ফেলিছি সে রহে আমি হৃৎখের সাগরে !

রাজা আমি,

উমা রাজহুতা,—

বলিতে এ কথা এবে বড় লজ্জা হয় ।

ভিখারী শিবের করে দিইয়েছি উমারে !

ছি ছি—ছি ছি,

রাজার কুমারী, হায়, চিরভিখারিনী !

দীনবন্ধু হরি !

এই সে দাক্ষণ কষ্ট—দাক্ষণ বিষাদ

অস্থির করি'ছে মোরে পলকে পলকে ।

বহু স্থখে স্থখী করি' এ ভৃত্যে তোমার

কেন এ অস্থখ ভাগ্যে লিপিলে আমার !

নারদের প্রবেশ ।

নারদ ।—

(গীত)

গাহ রে চিত ! হরি-চরিত—

গাহ রে চিত ! হর-চরিত—

পবিত পবিত অতি পবিত ।

আরে মড় মন ! ধর দেখান

হরিহরে না কর ভেদ কান,

হরিহর এক—এত সমান,

শ্রামল-দলল গীলা ;—

শ্রামল মোহি—দলল মোহি,

শ্রামল দললে নিতি পিষ্টীত ॥

(বিষ্ণু গ্রহণে প্রণাম)

গিরি ।—নারদ !

মানা কোলে মানা শোন না কেন ?

নারদ ।—বৃত্তান্তে পাল্লেন না ।

গিরি ।—তোমাকে যে এখানে আবৃত্তে মানা

কোরোছি ।

নারদ ।—আজ্ঞে, তাই তো আমি এসেছি ।

গিরি ।—পাগলের মত কি বস্‌চো ?

নারদ ।—মহারাজ ! আমি পাগল নই ।

আপনার জামাই বাবাকী পাগল ।

গিরি ।—আরে, তাই তো আমিও বোচ্চি,

তোমার মত পাগলের খটকালির ভোলে ভুলে

আমার ননীর পুতুলী উমাকে

সেই পাগলটার হাতে সোঁপে ধিয়েছি ।

হা রে ভাগ্য !

পাগলের পাগলায় পোড়ে প্রাণটা গেল !

নারদ ।—“পাগলের পাগলায় পোড়ে প্রাণটা গেল”

এ কথা বলাটা ঠিক হ'ল না ।

গিরি ।—তো কি বোলতে হ'বে ?

নারদ ।—পাগলের পাগলায় প'ড়ে

পাগলের প্রাণটা গেল, বলুন ।

গিরি ।—কেন ও কথা ব'লতে যা'ব ?

আমি পাগল কিসে ?

নারদ ।—হাঃ হাঃ হাঃ ! রাগেন কেন ?

আপনি আবার এক কাটি সরেন—বন্ধপাগল !

গিরি ।—বলি, নারদ ! তুমি বুড়ো হ'য়েছ, তবু—

নারদ ।—(বাধা দিয়া)—

তবু কি আপনার চেয়ে বুড়ো ?

গিরি ।—বটে !

নারদ ।—বটে কি ?

আপনি যে আমার মাথের বাবা ।

আমার মা জগদম্বা যে আপনার মেয়ে ।

আমি যে আপনার নাতি ।

গিরি ।—কে কার নাতি,

তা' পাক। চুলেই চেনা যাক্কে ।

নারদ ।—(সহাত্বে)—তা' ব'লতে পারেন,

কিন্তু আমার চুলের বেশী পাকধরাটা

আপনার জুই ।

গিরি ।—আমার জুই কিসে ?

নারদ ।—এই আপনি

সর্পিদা উমা উমা ক'রে ভাবেন,

আপনার সেই ভাবনা ভেবে ভেবে ।

গিরি ।—দেখ, নারদ ! তুমি পরিহাস রাখ ।

যদি এখানে আনতে চাও,

তবে কৈলাস থেকে আমার উমাকে আন ।

নারদ ।—আর আপনার জামাতকে ?

গিরি ।—নারায়ণ, নারায়ণ, সেটার নাম ক'র না ।

সে পতিত হ'য়েছে—জাতিচ্যুত হ'য়েছে ।

তা'কে আমি চাই না ।

নারদ ।—তবে

জাতিচ্যুতের পত্নীকে কি সাহসে আনবেন ?

আপনিও যে একঘ'রে হ'বেন ।

গিরি ।—আমি আমার কণ্ঠাকে প্রায়শ্চিত্ত করিয়ে

নেব ।

নারদ ।—তিনি তেমন মেয়ে ন'ন যে

স্বামীকে ছেড়ে আনবেন ।

গিরি ।—তবে তোমারও আসা হল ।

সর, আমি গিয়ে তা'র উপায় ক'জি ।

(প্রস্থানোদ্যোগ)

নারদ ।—(বাধা দিয়া)—শুনুন—শুনুন ।

গিরি ।—কি আর শুনবো ?

নারদ ।—বলি, দাদা মহাশয় !

আপনার জামাতা

কিসে পতিত এবং জাতিচ্যুত হ'য়েছেন ?

গিরি ।—কিসে ?

তুমি ত্রিভুবনের সংবাদ রাখ

অথচ এটা জান না ?

নারদ ।—আমি তো বিশেষরূপে জানি,

আপনার জামাতা বরং পতিতকে, জাতিচ্যুতকে

নিজগুণে উদ্ধার করেন ।

গিরি ।—এই তোমার মত ঘটককেই

সে উদ্ধার করে ।

কি আশ্চর্য গা !

যে ব্যক্তি দিনরাত শ্রুশানে বাস করে—

মড়ার হাড় গোঁথে গলায় পরে—

মড়ার মাথায় ভিক্ষে কোরে খায়—

সিক্তি পঁজার জঙ্গল উজোড় করে—

উলঙ্গ থাকে—জুই পঁশ মাখে,

সে আবার পতিত নয়—জাতিচ্যুত নয় !

নারদ ।—(ব্যঙ্গভাবে)—আহা,

আপনার জামাই বাবাজী

একেবারেই অধঃপাতে গেছেন !

গিরি ।—আবার পরিহাস ! আচ্ছ, দাঁড়াও ।

[বঁগে প্রস্থান ।

(সহসা বিগ্রহ ভেদ করিয়া বিষ্ণুর
আবির্ভাব)

নারদ ।—জয় জয় নারায়ণ ! (প্রণাম)

বিষ্ণু ।—নারদ ! গিরিরাজ চ'লে গেলেন,

ভালই হ'ল ।

তুমি এই অবসরে আমার পরামর্শ শোন ।

নারদ ।—আদেশ করুন ।

বিষ্ণু ।—গিরিরাজ নিত্য ভাস্ত হ'য়েছেন,
আজিও ভগবান্ শিবকে চিন্তে পাচ্ছেন না ।

উনি আমাকে বড় ভাবেন

এবং মহাদেবকে ক্ষুদ্র মনে করেন ।

শীঘ্র ও'র এই ভ্রম বিনাশ করা উচিত ।

যে হরি, সেই হর—যে হর, সেই হরি,

গিরিরাজকে সেইটি বুঝিয়ে দিতে হবে ।

তা' ছাড়া,

আমি ভগবান্ হরকে আমাপেক্ষা বড় ক'ব্বো ।

নৈলে গিরিরাজের ভ্রম মুচবে না ।

নারদ ।—কিরূপে এ কার্য সিদ্ধ হ'বে ?

বিষ্ণু ।—হরিহরলীলায় ।

নারদ ।—সে কিরূপ ?

বিষ্ণু ।—তা' পরে জানিতে পারবে ।

তুমি এখন এক কাজ কর ।

এই পত্রখানি এই খানে

ফেলে রেখে প্রস্থান কর ।

নারদ ।—(নেপথ্যের দিকে দেখিয়া)—

প্রভু ! হ'লো না ।

গিরিরাজ প্রহরিগণকে নিয়ে এ দিকে আসছেন ।

আমাকে শাসন করাই ও'র উদ্দেশ্য ।

আপনি প্রচুর হউন ।

বিষ্ণু ।—কোন চিন্তা নাই ।

(সহসা বিষ্ণুর বালকমূর্তিতে আবির্ভাব ও

সিংহাসন হইতে ভূতলে অবতরণ এবং

সিংহাসনোপরি বিষ্ণুবিগ্রহের

পূর্ববৎ অবস্থিতি)

বেগে প্রহরিগণের সহিত গিরিরাজের
পুনঃপ্রবেশ ।

নারদ ।—মহারাজ ! প্রহরিগণকে কেন আনুলেন ?

গিরি ।—কেন আনুলে, তা' এখনি দেখতে পা'বে ।

আচ্ছা, নারদ, তুমি কা'র সঙ্গে কথা ক'চ্ছিলে ?

নারদ ।—এই ছেলেটির সঙ্গে ।

গিরি ।—এ ছেলেটি কে ?

নারদ ।— (গীত)

যাবত-জীবন, কোরে প্রাপণ,

চিন্তিতে পারি নি এ ছেলেকে ।

কিন্তু এই ছেলে চিনয়ে সকলে,

অচেনা ইহার আছয়ে কে ? ॥

জগত মাঝে, তোমারে আমারে,

আরো কত কা'রে এ ছেলে চেনে ।

তোমার আমার, মনের মাঝার

যা' আছে, এ ছেলে তাও যে চেনে ॥

গিরি ।—বল কি ! বড় অপূর্ব ছেলে তো !

(বালকের প্রতি)—ও বাপু !

তুমি কে ? কোথা হ'তে আসচো ?

বালক ।—আমি ভগবান শিবের শিষ্য ।

কাশীধাম হ'তে আস্চি ।

গিরি ।—কোন শিব ?

বালক ।—আপনার ভ্রাতা ।

গিরি ।—(নারদের প্রতি সরোহে,—বলি, নারদ ।

এ তোমার কিরূপ বিশেষণ ?

একলা আমাকে জালাতন ক'রে

তোমার মনোবাক্তা পূর্ণ হ'ল না ?

শেষে কোথেকে একটা ছেলে ধ'রে এনে

আমাকে পাগল করবার কিরকি থেললে ?

নারদ ।—কি গিলাট ! আমি এর কিছুই জানি নি ।

গিরি ।—তবে এ ছেলেটাও শিব শিব কহে কেন ?

নারদ ।—তা' শিব জানে আর ছেলে জানে ।

গিরি ।—আমি নিশ্চয় জানি, তুমিই এর গোড়া ।

প্রহরিগণ !

নারদকে আমার রাজ্যের বাইরে রেখে এস ।

বালক ।—মহারাজ ! দেবর্ষির কোন দোষ নাই ।

বাস্তবিক আমি শিবের শিষ্য,

কাশীক্ষেত্র হ'তে আপনার কাছে এসেছি ।

গিরি ।—কি প্রয়োজনে ?

বালক ।—এই পত্রখানি গ্রহণ ক'রে পাঠ করুন ।

গিরি ।—এ পত্র কে লিখেছে ?

বালক ।—আপনার জামাতা স্বয়ম্ভু শত্ৰু স্বয়ং ।

গিরি ।—হরি হরি ! আমি ও পত্র স্পর্শ ক'রবো না ।

নারদ ।—আচ্ছা, আমি না হয় কমণ্ডলু থেকে

একটু গঙ্গাজল পত্রখানায় ছিটিয়ে দি ।

গিরি ।—তা'তেও ও পত্র পবিত্র হ'বে না ।

নারদ ।—কেন হ'বে না ?

গিরি ।—গঙ্গা শিবের জটায় থাকে ।

নারদ ।—(স্বগত)—ইনি যে দক্ষ মুনির চেয়েও

আর এক কাটি উ'চিয়ে চলেন ।

(প্রকাশে)—আচ্ছা, আমি পত্র পড়ি,

আপনি শুনুন । (পত্রগ্রহণ)

গিরি ।—অতঃপর আমি দাঁড়া'তে পার্কো না ।

পত্রের উদ্দেশ্যটা কি ?

নারদ ।—উদ্দেশ্য এই—শিবের সমন্বয় ।

গিরি ।—বল কি, নারদ ! মিথ্যা কথা ।

নারদ ।—আমি পত্রখানা পড়ি,

আপনি আগগোছা পড়ুন ।

গিরি ।—আচ্ছা, ধরতো ।

(নারদের তথা করণ ও গিরিরাজের

দূর হইতে পত্রপাঠ)

নারদ ।—কেমন ?

গিরি ।—তা'ই তো, সত্যই তো !

তা ভালই হ'য়েছে ।

শিব যদি সমন্বয় ক'রে জেতে ওঠে,

তা' হ'লে তা'র সঙ্গে আমার চলতে দোষ কি ?

(বালকের প্রতি)—ও বাপু !

কবে শিবের সমন্বয় ?

বালক ।—আগামী চৈত্র মাসের শুক্লাষ্টমীতে ।

গিরি ।—তবে তো আর বেশী দিন নাই ।

আচ্ছা, নিমন্ত্রণটা কিরূপ হ'বে ?

বালক ।—স্বর্গ মর্ত্য পাতালে ।

কেউ কোথাও ফাঁক প'ড়বে না ।

আপনাকে সকলের অগ্রে যেতে হবে ।

আপনার দ্বারাই শিব-সমন্বয় হ'বে ।

গিরি ।—তা' বটেই তো,

আমিই তো সেটাকে একঘ'রে ক'রেছি ।

আমি না তুল'লে তুল'বে কে ?

নারদ ।—(স্বগত)—কে কা'কে তোলে দেখা যাবে ।

বালক ।—আমি তবে এখন আসি ।

গিরি ।—আচ্ছা, বাপু !

বালক ।—দেবর্ষি ! আপনি আমার সঙ্গে আসুন না ?

গিরি ।—ওটাকে কেন ?

বালক ।—ওঁরো সমন্বয় হ'বে ।

গিরি ।—অবশ্য, হওয়া উচিত ।

ওটা সেটার ঘটক ।

বর ঘটকের এক সঙ্গে প্রায়শ্চিত্ত করা চাই ।

নারদ ।—(স্বগত)—আমি বুঝছি,

চতুর্ভুজামনি প্রভু চতুরতা ক'রে

আমায় সঙ্গে নিয়ে যা'বেন ।

কিছু না কিছু ব্যাপার আছে ।

(গিরিরাজের প্রতি) তবে বিদায় হই, মহারাজ !

গিরি ।—সম্মুখে ।

[সকলের প্রস্থান ।

২য় দৃশ্য ।—কাশী—রাজপথ ।

ক্রমে ক্রমে দেব, ঋষি, গন্ধর্ব্ব, কিনর,

ও মানবগণের প্রবেশ ও প্রস্থান ।

ত্রক্ষা ও ইন্দ্রের প্রবেশ ।

ত্রক্ষা ।—দেবরাজ !

অকৃত ঘটনা আজ ঘটিবে কাশীতে ।

অলৌকিক হরিশ্চন্দ্রলীলা !

শিবসমন্বয়ে আজ শিবের মহিমা

প্রচারিত হ'বে স্বর্গ মর্ত্য রসাতলে ।

ভববানু নারায়ণ

করিল। কৌশল-খেলা।

চল চল এই বেলা।

দেখি গে নয়ন ভরি' আশা মিটাইয়া

অন্নপূর্ণা নবমূর্তি মহেশভবনে।

ইন্দ্র।—বিরিকি! সৌভাগ্যবান মোরা,

তেঁই আজ নিমন্ত্রিত হৈছ কাশীধামে,

কৃতার্থ হইব সবে শিবশিবা হেরি।

[উভয়ের প্রস্থান।

গিরিরাজের প্রবেশ।

গিরি।—তাই তো, এ কোথায় এলেম?

এমন সুন্দর পুরী তো কখন দেখি নি।

কে এ পুরীর অধিপতি?

কা'কেই বা জিজ্ঞাসা করি?

দুই জন ব্রাহ্মণের প্রবেশ।

১ ব্রাহ্মণ।—শীঘ্র চল, শীঘ্র চল;

নৈলে আর স্থান পাওয়া যাবে না।

২ ব্রাহ্মণ।—ইন্ তাই তো, কি ভয়ানক জনতা!

আজ কি ত্রিভুবন খালি হ'য়ে কাশীতে এসেছে?

১ ব্রাহ্মণ।—এখনো কত লোক আসতে দেখেছ?

২ ব্রাহ্মণ।—চল চল, দ্রুতবেগে চল।

(প্রস্থানোদ্যোগ)

গিরি।—প্রণাম।

১ ব্রাহ্মণ।—(বাইতে বাইতে)—জয়োহর!

গিরি।—আমার একটা জিজ্ঞাসা আছে।

১ ব্রাহ্মণ।—এসে শুনো।

[ব্রাহ্মণদ্বয়ের প্রস্থান।

গিরি।—তাই তো,

কেউ আমার কথা শোনে না যে।

নারদের প্রবেশ।

নারদ।—আপনি কত কণ?

এখনো এখানে দাঁড়িয়ে কেন?

গিরি।—কোথায় যাব?

নারদ।—আপনার আশ্রিত্য কাছে।

গিরি।—সে কি এখানে আছে?

নারদ।—আজ্ঞে হাঁ। এই কাশীধাম।

গিরি।—আমি ভেবেছিলেম, কাশী একটা স্থান।

নারদ।—এরূপ ভাববার কারণ?

গিরি।—শিবটে যে চিরকাল স্থানানবাসী।

নারদ।—এখন আর তিনি স্থানানবাসী ন'ন,

এই কাশীর ঐশ্বর্য ও শোভা তাঁর সাক্ষী।

গিরি।—এ অতুল ঐশ্বর্য শিবটে কোথা পেলেন?

যেটা চিরভিখারী,

তাঁর এত বিভব কি রূপে হ'ল?

মেটা এখন ডাকাতি করে না কি?

নারদ।—ডাকাতি নয় ডাকাডাকি।

গিরি।—সে আবার কি?

নারদ।—আপনাকে ডাকছেন তিনি।

সমস্ত প্রস্তুত। সকলেই এসেছেন।

এখন আপনি গেলেই সময় হয়।

গিরি।—চল তবে।

[উভয়ের প্রস্থান।

৩য় দৃশ্য।—কাশী—অন্নপূর্ণার মন্দির।

সিংহাসনে অন্নপূর্ণা মূর্তি ও উমা

উপবিষ্টা এবং তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে

ভিক্ষুকবেশে শিব দণ্ডায়মান।

গিরিরাজ ও নারদের প্রবেশ।

গিরি।—নারদ! এ কি মূর্তি?

নারদ।—অন্নপূর্ণা মূর্তি, মহারাজ!

হের হের কন্ঠা তব দক্ষীতে করিয়া

দিত্তেছেন অন্ন তব জামাতার করে।

হের ওই, মহাদেব অঞ্জলি ভরিয়া

ভক্ষণ করিছে অন্ন হরিষ অন্তরে।

ব্রহ্মা, গিফু, ইন্দ্র, যম, কুবের বরুণ, চন্দ্র,
সূর্য্য প্রভৃতি দেবগণ, মুনিগণ, গন্ধর্ব্ব-
গণ ইত্যাদির প্রবেশ ।

গিরিরাজ ব্যতীত সকলে ।—জয় জগৎপিতা মহা-
দেবের জয় !

জয় জগজ্জননী অম্পূর্ণার জয় !

গিফু ।—এস এস দেবগণ ! এস এস মুনিগণ !

এস এস অবিলম্বে যে যথায় আছ ।

আজ বড় শুভ দিন,

সকলে মিলিয়া আজ কাশীধাম মানে

শিবের প্রসাদ খাই শিবসমন্বয়ে ।

(শিবের অঞ্জলিঅলিত ভূপতিত উচ্ছিষ্ট অন্ন
লইয়া গিরিরাজ ব্যতীত সকলের ভক্ষণ
ও মন্তকে হস্তমুদ্রন)

গিরি ।—(সবিস্ময়ে)—আরে মবু !

একি বিপতীত কাণ্ড !

নারদ ! নারদ ! একি সময়ের

কোথায় দেবতা ঋষিদের উচ্ছিষ্ট খেয়ে

নিজের গাপের প্রায়শ্চিত্ত করবে শিব,

না দেবতা ঋষি প্রভৃতিরাই

উচ্ছিষ্ট খাচ্ছে শিবের !

নারদ ।—মহারাজ ! শিবের সময় এইরূপ ।

দেবগণ ও ঋষিগণ ।— (গীত)

কি আনন্দ আজ, কাশীধাম দাব,

অম্পূর্ণা বিরাজে কেমন ।

অন্নদানকারী, নিজে ত্রিপুরারি,

ভিক্ষা মাগিছেন হের নয়ন ॥

অপরূপ রূপ শোভিল রে—

জদি প্রাণমন মোছিল রে—

হইয়ে প্রসন্ন, দিতেছেন অন্ন,

প্রসন্নময়েরে প্রসন্নময়ী ;—

জয় জয় জয়, নাহি আর ভয়,

অতুল প্রসাদ করি ভোজন ॥

(সহসা মোহ ও ভ্রমের আবির্ভাব

ও বন্ধ হওয়া ধ্বংসপ্রাপ্তি)

গিরি ।—ধ্বংস হ'ল মোহ ভ্রম মোর ।

এত কণে বুঝিলাম,

সামান্য নহেন শিব; দেবের দেবতা ।

এত দিন ভ্রমের ছলনে, মোহের বন্ধনে •

চিনিতে পারি নি শিবে ।

এই বার বুঝিলাম,

সাক্ষাৎ ঈশ্বর শিব জামাতা আমার ।

(কৃতাজ্জলিপুটে ধ্যান)—

“ধ্যায়েরিত্যং মহেশং

রজতগিরিনিভং চাক্রচন্দ্রাবতংসং ।

রত্নাকজ্জোজ্জ্বলাক্ষং

পরমমুগধরাতীতিহস্তং প্রসন্নং ॥

পদ্মাসীনং সমস্তাং

স্তবমমরগণৈর্পর্য্যায়কৃতিং বসানং ।

বিখ্যান্যং বিশ্ববীজং

নিখিলভয়হরং পঞ্চবক্রং ত্রিনেত্রং ॥”

সকলে ।—জয় জয় ভগবান মহাদেবের জয় ।

গিরি ।—(কৃতাজ্জলিপুটে)—

“ও নমঃ শিবায শাস্ত্রায় কারণক্লয়হতবে ।

নিবেদয়ামি চাত্মানং ত্বং গতিঃ পরমেশ্বর ॥”

(প্রণাম)

সকলে ।— (গীত)

জয় ভূতভাবন, বিশ্বপাবন,

সাপুসজ্জনরঞ্জন ।

জয় অগ্নিভালক, জীবপালক,

অচিমালকশোভন ॥

জয় শৃঙ্গবালক, ভালপাবক,

দুষ্টবন্ধকশাসন ।

জয় আদিকারণ, ভীতিবারণ,

পাপভীষণনাশন ॥

জয় প্রেতনাশক, তত্ত্বগায়ক,

শূলসায়কধারণ ।

জয় ভরুবংশল, সত্যনিশ্চল,

নিতামঙ্গলধারণ ॥

জয় বণুবাহন, ভগুশাসন,

বিদ্বকাননধারণ ।

জয় সর্পখেলন, দর্পহারণ,

মীনকেতনধারণ ॥

যবনিকাপুতন ।

জন্মাষ্টমী ।

[চিত্র রঙ্গ ও পঞ্চরঙ্গ]

JANMASTAMI.

[TABLEAUX VIVANTS & PANTOMIMES.]

প্রথম চিত্ররঙ্গ ।

মথুরা—কংসের কারাগার ।

[কারাগার মধ্যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভূমিষ্ঠ ; বহুদেব
ও দেবকী বিষমভাবে উপবিষ্ট ; বহির্ভাগে
প্রহরীগণ মায়াবিদ্রায়
অভিভূত ।]

চিত্রকর ও চিত্রকরীর প্রবেশ ।

চিত্রকর—পত্নি ! তোমার অনুরোধে অদ্য
আমি জন্মাষ্টমী অর্থাৎ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের জন্ম-
লীলা সম্বন্ধে যে কয়খানি চিত্র প্রস্তুত করেছি,
তন্মধ্যে এইখানি প্রথম । ঐ দেখ, মথুরা নগরে
কংসের কারাগার । কারাগার মধ্যে অপূর্ণ ঘটনা ।
রাজ ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষীয় অষ্টমী তিথি ;
ত্রি দ্বিপ্রহর ; ঘোর অন্ধকার । ঐ দেখ, কারা-
গার মধ্যে পূর্ণব্রজ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দেবকীর গর্ভ
তে ভূমিষ্ঠ হ'য়েছেন । এখনি দুরাশ্রয় কংস
গনতে পারলে ভূমিষ্ঠ শিশুকে শিলাতলে নিক্ষেপ
ক'রে বধ ক'রবে । সেই ভয়ে শ্রীকৃষ্ণের পিতা
হুদেব এবং মাতা দেবকী অত্যন্ত বিষমভাবে
স্নেহে আছেন । আবার ঐ দেখ, শ্রীকৃষ্ণের মায়ায়
কংসের প্রহরীগণ কারাগারের দ্বারবহির্ভাগে
নন্দাধিভূত হ'য়ে পড়ে আছেন ।

চিত্রকরী । স্বামিন্ ! বড় সুন্দর চিত্রই হ'য়েছে ।

আমি দেখে নিতান্ত আনন্দিত হ'লেম ।

চিত্রকর ।—চল, এই বার তোমাকে দ্বিতীয়
চিত্ররঙ্গ দেখাই ।

[উভয়ের প্রস্থান ।]

প্রথম পঞ্চরঙ্গ ।

বঠীতলা গ্রাম—যশোব্রজ পুরোহিতের
বাটীসন্মুখ ।

যতু ও মথুর প্রবেশ ।

মথু ।—বল কি, ভাই ! এই তো কলির মন্ডো ।
এখনি লোকে ধর্ম্মের নামে এত দূর ভণ্ডামি আরম্ভ
ক'রেছে ।

যতু ।—ভণ্ড লোকের সংখ্যাই পৌনে ষোল
আনা ।

মথু ।—না না । তোমার বখায় আমার বিশ্বাস
হয় না ।

যতু ।—আমার কথায় বিশ্বাস ক'রে কাজ কি ?
হাতে হাতেই সত্য মিথ্যার প্রমাণ কর না কেন ?
আজ তো জন্মাষ্টমী । আজই তোমাকে কয়েক
ব্রজ ভণ্ডামি দেখিয়ে দিচ্ছি ।

মথু ।—কোথায় গেলে দেখে পাব ?

যহ।—বংশী দূর যেতে হ'বে না। আপাততঃ এই থানেই একটা দেখ। এই বাড়ীতে যোগেশ্বর পুরোহিতের।

মধু।—তঁারই এই বাড়ী? তিনি যে খুব একজন ভাল ব্রাহ্মণ। সর্পদেবপূজাপদ্ধতি, ব্রত-মালা, প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব, মনু আদি সমস্ত সংহিতা এবং আরও কত ধর্মশাস্ত্র তাঁর কর্তৃত্ব। মহামহো-পাধ্যায় যোগেশ্বর বিদ্যালঙ্কার যে একজন সুপ্রসিদ্ধ মহাপুরুষ।

যহ।—আজ সেই মহাপুরুষ যোগেশ্বরের ভণ্ডা-মিটে এক বার দেখে নেও।

মধু।—ভণ্ডামি! বল কি, ভ্রাতা!

যহ।—চল, তাঁর এই ঘরখানার পাঁদাড়ে মুকিয়ে থেকে, তোমাকে যোগেশ্বর পুরোহিতের হিতাহিত জ্ঞানটা দেখাই।

মধু।—কেন মিছে ঝোপের দিকে গিয়ে মশার কামড় খাব?

যহ।—মিছে যদি হয়, তবে দশ টাকা বাজী।

মধু।—তবে চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

যোগেশ্বর বিদ্যালঙ্কারের প্রবেশ।

যগে।—একা যোগেশ্বর, যজ্ঞমান বিস্তর, সাম-লাই কি ক'রে? যজ্ঞমান বলে যজ্ঞমান, তিন শ' তেষট্টি ঘর। তিন শ' বাঘট্টে ঠিকে বাঘুণ দিয়ে তিন শ' বাঘটি জন যজ্ঞমানের আজ জন্মষ্টমীর ব্রতটা চালিয়ে নি। আর নিজে বংশধর ঘোষের বাড়ীতে ব্রতী হই। বংশী ঘোষের বাড়ী পাওনা থোওনাটা যথেষ্ট, সুতরাং এটে নিজেরই হাতে রাজত্ব হ'বে। তা' যা' হোক, এক দমে এত ঠিকে বাঘুণ পাই কোথা? হাজার চেষ্টা কলেও বড় জোর শ' দুই বাঘুণ পাওয়া যেতে পারে। তা'র মধ্যে আবার ফলাহে, রেও ভাত, আচাখি বাঘুণ, মুড়িপোড়া বাঘুণই অধিকাংশ। তা' চুলোয় ষাকু, আমার দশ টাকা পাওনা নিয়েই কথা। হু'শ' বাঘুণ তো হ'ল, কিন্তু এখনও এক শ' তেষট্টিতে

বাকি। তা'ও যোগেশ্বর শর্মা চালিয়ে নেবেন। কেবল এক শ' তেষট্টিতে পইতের ওয়াস্তা। তা আমার ঘরে দশ পনের সের পইতে আছে। এক এক জনে দশ পনের গাছা কোরে পর না কেন?

মদনভঞ্জিকার প্রবেশ।

মদনভঞ্জিকা।—এখানে কি বিড় বিড় ক'রে ব'ক্চো?

যগে।—ভ্রাস্কনি! শীত্র এক শ' তেষট্টিতে পইতে বার ক'রে আন তো।

ম-ভ।—খদ্দেরের ঘোগাড় হয়েচে না কি?

যগে।—খদ্দের নয়, খাদ্যের ঘোগাড়।

ম-ভ।—সে কি রকম?

যগে।—আজ যে জন্মষ্টমীর ব্রত।

ম-ভ।—তা পইতে কি হ'বে?

যগে।—সব বাঘুণ জুটে উঠেচে না। এক শ' তেষট্টি জন শূদ্রকে পইতে পরিয়ে যজ্ঞমানের বাড়ী পাঠাব।

ম-ভ।—তোমার কি পাপের ভয় নেই?

যগে।—তোমার যদি বস্ত্রালঙ্কারের লোভ না থাকে, তা' হ'লে আমার একপ পাপ কববার প্রয়োজন কি? বস্ত্রালঙ্কারের লোভ ছাড়, ভ্রাস্কনি।

ম-ভ।—আমার ক'ন্স নয়। শূদ্রুর তো শূদ্রুর, ভূমি মুছুনমান ফিরিঙ্গীকেও পইতে পরিয়ে যজ্ঞমানদের যজ্ঞও, সেও ভাল; তবু মদনভঞ্জিক বসন ভূষণ ভুলতে পারে না।

যগে।—ভ্রাস্কনি! সে কালে ছিল "নারীণাং ভূষণং পতিঃ" আর এক কালে হ'চ্ছে "নারীণাং ভূষণ মতিঃ" অর্থাৎ বড় বড় গজমুন্ডা

ম-ভ।—আমি এফুণি সব পইতে আনুচি।

যগে।—আর এক কাজ কর। আমি তো সারা দিন সারা রাত নিরসু উপবাস ক'রে থাকতে পারি না। তুমি শীত্র অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত ক'রে দাও। বড় বড় কইমাছ জিওনো আছে—আলু পটল, বড়ি আছে—টাপানোটো শাক আছে—

কচি কচি চালতা আছে। অতএব আলু পটল বাড়ি দিয়ে কইমাছের ঝোল, নোটে শাক ভাজা এবং চালতার অম্বল রেঁধে দাও।

ম-ভ।—চালতার অম্বল নিরিম্বিষ্যি ক'রবে কি?

যণ্ডে।—কাজে কাজে। আজ জন্মাষ্টমীর দিন তো আর বাজারে গিয়ে চিঙ্গড়ী মাছ আনতে পারিনি। আচ্ছা, এক কাজ ক'র, আমার জন্তে না হয় একটা কই মাছ অবলে দমল দিও।

ম-ভ।—আজ এক বেলাই খা'বে তো?

যণ্ডে।—রাধে মাধব! হু' বেলা—হু' বেলা।

ম-ভ।—ও বেলা তো সন্ধ্যার সময় থেকেই যজ্ঞমানের বাড়ীতে জন্মাষ্টমীর বসন্তে নিপু থাকবে; কি কোরে খেতে আনবে?

যণ্ডে।—বেলা চাট্টের সময় আবার আহার ক'রবে।

ম-ভ।—ও মা, সে কি গো! বামুন হ'য়ে এক হুঁঘিতে হু'বার ভাত খা'বে।

যণ্ডে।—আরে রেখে দাও তোমার এক হুঁঘিতে হু'বার ভাত খাওয়া! তোমার যণ্ডেশ্বর এক হুঁঘিতে ছ'বার ভাত চৌসেন!

ম-ভ।—তা বিকেলবেলা কি তরকারি রাধ'বো?

যণ্ডে।—কাল আমি মুকিয়ে যে ছ'টা হাঁসের ডিম আর হু' পয়সার পোঁয়াজ এনেছিলেম, গরম সলা দিয়ে তা'রি বেশ কালিয়া তোয়ের কোরো। পাটা চেরেক বড় বড় গোল আলুও দিও।

ম-ভ।—আচ্ছা! তবে তুমি নেড়ে এসে খেলে আচ্ছিক সাহো।

যণ্ডে।—আজ আর নাইব না। গামছার গা ভাত মুখ মুছে চন্দনের কোঁটা টোঁটাগুলো পারেনি। ঠিকে বামুন খুঁজতে যাই, হুতরাং বাচ্ছিক কাচ্ছিকও হ'বে না। তুমি পইতে বা'র গ'রে রেখে শীত্ৰ রন্ধন আরম্ভ কর। আর একটা কথা, আজ আর পান ফান মেজো না।

ম-ভ।—কেন?

যণ্ডে।—আরে পাগলি! হাজার হুঁচ'কির্কী

ঠেসে চক্ষ্য চোষ্য লেহ পেয় ক'রে দিব্য আহার কর, কিন্তু মুখে পান দিও না, তা' হ'লেই বসু—নিরঙ্ক উপবাস।

ম-ভ।—ও মা, বা'ব কোথা! হাঁগা, তুমি এমনতর যজ্ঞমান-ঠকানো কল কৌশল কা'র কাছে শিখেছ?

যণ্ডে।—আমার কর্তব্যবুদ্ধির কাছে।

ম-ভ।—অবাক তোমার কর্তব্য বুদ্ধি!

[প্রস্থান।

যণ্ডে।—আমিও যাই, ব্রাহ্মণ শূদ্রকে এক হুত্রে ময়পুত করি।

[প্রস্থান।

যতু ও মধুর পুনঃপ্রবেশ।

যতু।—কি ভাই মধু, যণ্ডেশ্বর পুরোহিতের কাণ্ডকারখানাটা দেখলে তো?

মধু।—তাই তো ভাই যতু, আমি যে অবাক হলেম! এরি নাম কি পুরোহিত আর এরি নাম কি পৌরহিত্য?

যতু।—যণ্ডেশ্বর ভট্টাচার্য্যর মত এখন ঢের ঢের পুরুত ঠাকুর গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে সরল-বিশ্বাসী যজ্ঞমানদের সর্পনাশ ক'চ্ছে।

মধু।—ছি ছি, ষিক্ ষিক্!

যতু।—চল, জন্মাষ্টমীর বাজারে আরও রকম রকম ভণ্ডামি-কাণ্ড দেখাই গে।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় চিত্ররঙ্গ।

মথুরা ও গোকুলের মধ্যবর্তিনী যমুনানদী।

[যমুনা নদীর জলমগ্নে অগ্রে শৃগালীরূপে যোগ-মায়া; মগ্নে শ্রীকৃষ্ণকে ক্রোড়ে লইয়া বহুদেব গমনোদ্ভাত; পশ্চাতে শ্রীকৃষ্ণের মস্তকে বাহুকিনাং কণা বিস্তার করিয়া অবস্থিত।]

চিত্রকর ও চিত্রকরীর প্রবেশ।

চিত্রকর।—প্রিয়ে! জন্মাষ্টমীর এইখানি দ্বিতীয়

চির। ঐ দেখ মথুরা ও গোকুলের মধ্যবর্তিনী
যমুনা নদী প্রবাহিত হ'ছেন। কৃষ্ণপক্ষের ঘোর
অন্ধকার রাত্রি। আকাশে নিশিড় মেঘঘটা।
মুঘলদ্বারে রুষ্টি হ'চ্ছে—বিদ্যুতখি চক্ৰম্ব ক'চ্ছে—
খন খন বজ্রসংঘ গভীর গর্জন ক'চ্ছে। ঐ দেখ,
মহাশয়! বহুদেব, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শে,
তাহাকে কোড়ে গ্রহণ ক'রে, মথুরাস্থ কংসের
কারাগার হ'তে, গোকুলে গোপরাজ নন্দ্রের গৃহে
যা'বার জন্ম, যদনানদী পার হ'ছেন। কিন্তু সন্দো-
ভাত শিশুকে কোড়ে গ্রহণ ক'রে গভীর যমুনা নদী
কিকপে হেঁটে পার হ'বেন, সেই ভয়ে অত্যন্ত
আকুল হ'য়েছেন। প্রিয়ে, ঐ দেখ, বহুদেবকে
ভীত ও সন্দ্বিষ্ট দেখে, অস্বস্ত ভগবতী যোগমায়া
শূণ্যগীরূপে হেঁটে যমুনা পার হ'ছেন। বহুদেবও
তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধীরে ধীরে গমন ক'ছেন।
আবার ঐ দেখ, পাছে বহুদেবের ক্রোড়স্থ
ভগবান শ্রীকৃষ্ণের গায়ে রুষ্টিবার পতিত হয়,
সেই জন্য অস্বস্ত মর্পবাক্য নাকৃষ্ণীয় সহস্র কণা
বিস্তার ক'রে, ছদ্মকারে বহুদেবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ
গমন ক'ছেন।

চিরকবি।—নাথ! এখানিও অতি অপূর্ণ
চিত্র। পূর্বে আমি এমন মনোহর ছবি কখন
দেখি নি।

চিরকবি। চল, এই বার তোমায় তৃতীয় চিত্র-
রঙ্গপানি দেখাই য়ে।

[উভয়ের প্রস্থান।]

দ্বিতীয় পঞ্চরঙ্গ ।

কলিকাতা—চিৎপুর রোড—চমৎকারের
বাটীসম্মুখ।

যত্ন ও মধুর প্রবেশ।

মধু।—ওহে যত্ন! চমৎকার বেশার বাড়ীর
সায়ে কি জন্মে এশে? এখানেও কি কোন ব্যাপার
আছে?

যত্ন।—দিনা ব্যাপারে কি তোমায় আর আন-
লেম? চল, আমরা ঐ মালীর ফুলের দোকানে
ব'সে ব'সে তামাসা দেখি।

মধু।—ও কে আস'চে হে?

যত্ন।—এক ব্যাটা ভদ্রগোচর যাতাল দেখ'চি।

কৃষ্ণদাস গোস্বামীর প্রবেশ।

মধু।—ও যত্ন! এ লোকটা পরম বৈয়াক্ষণ্য য়ে।

যত্ন।—যে দে নয়, ভায়া! কেট্টদাস গোঁসাই।

গোঁসাইজী, দণ্ডবৎ।

মধু।—দণ্ডবৎ।

কৃষ্ণ।—কে তোমরা, বাবা?

যত্ন।—আমি যত্ন, ইনি মধু।

কৃষ্ণ।—আর আমি চমৎকার সুন্দরীর মধু।

যত্ন।—মে কি, মশায়, বলেন কি? আপনি
হ'ছেন খড়দার এক জন প্রসিদ্ধ গোঁসামী। আপ-
নার যথেষ্ট এমন কথা কি শোভা পায়?

কৃষ্ণ।—তবে কি শোভা পায়?

যত্ন।—হরিনাম।

কৃষ্ণ।—কে বাবা তোমরা? কবি, প্রজ্ঞাদি?
ওরে শালারা! এ সময়ে আমার যথেষ্ট কি হরিনাম
শোভা পায়? সুগপান শোভা পায়।

যত্ন।—রাধামাধব! রাধামাধব।

মধু।—চল যত্ন, এখান থেকে।

কৃষ্ণ।—বাবা, মদ না দিলে যেতে দিচ্ছি নি।

মধু।—আমরা কি মদ খাই?

কৃষ্ণ।—হ'শালা হুই মদের পিপে!

মধু।—গোবিন্দ! গোবিন্দ!

কৃষ্ণ।—চাঁদর পিরিহান তোল তো বাবা!

মধু।—কেন তুলবো?

কৃষ্ণ।—বগলে মদের বোতল তুলুনো
আছে।

মধু।—মশায়, সাবধান হ'য়ে কথা কন।

কৃষ্ণ।—চোপ্ রও শালা!

যত্ন।—ও মধু! ওয়ে চিল ফেলা আর যাতালকে
দেউনো সমান।

কৃষ্ণ।—কি রে রাগ'কেন্! আমি ও? আমি হু?

তো ব্যাটারের এখনও বস্ত্রপরিচয় হয় নি। আমি
ও নয় বাবা, আমি বমি। এই দ্যাখ্।

(নাক্কার তোলন)

যহু ও মধু—রাম! রাম! গাময় বমি ক'রে
দিলে হে!

কুম্ভ।—এখনও বাবা, যুধময় বাকি।

যহু।—পালিয়ে এস মধু, পালিয়ে এস।

মধু।—এমন জায়গায় আমাকে আনা তোমার
ভাল হয় নি। একে চিৎপুৰ রোড, তা'তে সন্ধ্যা-
বেলা,—তা'তে আমার বেষ্টার বাড়ীর উপরে
বারাণ্ডা, নীচে দরজা। এ স্থান অতি কুস্থান—
সামান্য নরককুণ্ড।

বারাণ্ডার উপর চমৎকারের প্রবেশ।

কুম্ভ।—ওহে স্বর্গের দেবদূতদয়! তবে দয়া
ক'রে এ দাস গোসাঁইকে নরককুণ্ড হ'তে উদ্ধার
কর, বাবা!

মধু।—আমাদের কস্য নয়। যে তোমাকে
উদ্ধার ক'রবে, সে ওই বারাণ্ডায় দাঁড়িয়ে
হাসুচে।

কুম্ভ।—(বারাণ্ডার দিকে দেখিয়া) বাহবা—
বাহবা! ঐ যে স্বর্গের বারাণ্ডায় আমার পতিত-
পাবনী দেবদূতী!

মধু।—ও যহু! আগর এক ব্যাটা কে ছুটে
আসুচে। পালান্ চল।

[যহু ও মধুর প্রস্থান।

একজন ভদ্রবেশধারী জুরাচীরের প্রবেশ
ও কুম্ভদাস গোস্বামীকে ফেলিয়া দিয়া
অপরা দিক্ দিয়া বেগে প্রস্থান।

কুম্ভ।—(ভূতলে পড়িয়া)—বলি, ওহে দেব-
তি! এই রকম ক'রে কি পতিতকে উদ্ধার ক'রে
দেয়, বাবা? একবারে এক হস্তর পাথর মেরে রাস্তার
গাদায় লুটিয়ে দিলে, হুন্দরি!

বেগে একজন গাড়েয়ানের প্রবেশ।

গাড়েয়া। গাড়ীভাড়া ইগারা আনা দেকে তব

ভাগো। (কুম্ভদাস গোস্বামীকে গাড়েয়ানের
আপ্তাইয়া ধরা)

কুম্ভ।—কে হুসি, বাবা?

গাড়েয়া।—করিম্-জু গাটীওয়ান্।

কুম্ভ।—আমার অপরাধ?

গাড়েয়া।—যেরা গাটীসে কুদ্কে কাঁহা ভাগো
গে বাবু? ভাড়া দেও, তব্ যাঁহা খুদী বাও।

কুম্ভ।—আমি তোর গাড়ী চড়ি নি। আমি
বাবা গোসাঁই গোবিন্দ মানুষ। এগার আনা
পাৎলে আজ জগাঠমীর বাজারে দু'শ' রগড়
ক'হেম।

গাড়েয়া।—গোসা গফো মানুষ ম্যায় নেহি
জাতা হ'। জম্দি কেয়া দেও।

কুম্ভ।—যে শালা তোর গাড়ী চ'ড়েচে, সে
শালা যেন জম্ম জন্ম চড়ে।

গাড়েয়া।—আরে তুম্ চড়া থা।

কুম্ভ।—কভি নেহি। ও শালা হামকো
রাস্তামে গটক্ বেকে উধর ভাগ্ গিয়া হ্যায়।

গাড়েয়া।—মেরা ঈদু নেহি হ্যায়?

কুম্ভ।—তা' হ'লে কি বাবা চোর ছেড়ে সাধ
ধর।

গাড়েয়া।—কাহে বুট্ হুট্ বক্ বক্ করতা
হ্যায়? কেয়া দেও তো দেও, নেহি হাম্ পাহার-
ওয়ানাকো বোলাউঙ্গা।

কুম্ভ।—বারাণ্ডার দিকে তাকাহু—ও চমৎ-
কার বিবি! নেমে এসে মদব দরজাটা খুলে দাও,
ভাই! নৈলে বড় মুকিল।

চমৎকার।—(বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া)—কে হুই
রে? কেন তোকে দরজা খুলে দেবো?

কুম্ভ।—তোমারি গোলাম কেইদাস গোসাঁই।

চমৎ।—আমি তোকে চিনি নি।

কুম্ভ।—সে কি, বাবা! কাল রাত্রে যে তোমাকে
পঁচিশটে টাকা দর্শনী দিয়ে গেছি।

চমৎ।—কালকের কথা কাল গেছে। আজকে
তা'র কি?

কুম্ভ।—তা থেকে দয়া ক'রে এগার আনা

পরসা ধার দাঁও । এই কালকের কথার আজকে
জের । আবার কাল আমি এগার আনাগ এগার
টাকা পুষিয়ে দেবো । মাইরি বল্চি ।

চমৎ ।—আমি মাতালের কথা বিশ্বাস করিনি ।

কৃষ্ণ ।—বটেই শালী বটে ! মাতাল বই
তো বেটীদের গতিশক্তি কই ? মাতাল শালারাই
গোদের চোদ পুষ আর তো শালীরাই মাতালের
চোদ পুরুষো !

চমৎ ।—আমি মর পাঞ্জী ছুঁচো বাটা !
আমাকে রাস্তায় দাঁড়িয়ে গাড়োয়ানের সায়ে গাল
দিতিস । গাড়োয়ান গুলে ঢেলে দিচ্ছি দাঁড়া ।
(উচ্চৈঃস্বরে) —খবী !

নেপথ্যে নী —খাই গো দিদিবাসু !

চমৎ ।—শীগির এক ঘণ্টা চুপ গুলে আনি
তো । আজ গোঁই ঠাকুরকে চুপকাম ক'রে দি ।

কৃষ্ণ ।—ও বাবা গাড়োয়ান ! ছাড় ছাড়,
নৈলে চুপগোলাঘুগিয়ে যাব ।

গাড়ো ।—কউ নেহি ছেড়েছে । পাহার-
ওয়াল ! পাহারওয়াল !

এক ঘণ্টা চুপগোলা লইয়া বারাণস

যীর প্রবেশ ।

নী ।—এই নেও দিদিবাসু, চুপগোলা ।

কৃষ্ণ ।—ও কচুয়ান, জলদি ছোড়ো ।

গাড়ো ।—অউর কোবসে পকুডেছে ।

কৃষ্ণ ।—তোমারও দক রফা হ'বে ।

গাড়ো ।—কউ পরওনা নেহি । দেখ তো
ভালা ! হাদিয়া তালো সে মোবাগাচী—সোবা-
গাচীসে নকুনবজারকা শুড়ীকা দোকান—ফেব
জ'আসে ইআ মেচুয়াবজারকা মোড় । ইহা
আরকে বেকেরয়া গাচী ছোড়কে ভাগতা হয় ।
এইস ভোদোর মনুষ তোম !

কৃষ্ণ ।—হাম তোমারা গাড়ীসে নেহি চড়া
হায় ।

গাড়ো ।—তোমারা বাবা চড়া হায় ।

কৃষ্ণ ।—গোপ, রও, শাগার !

চমৎ ।—হা রে ড্যাকুরা গোঁসাই, এখানে
মুখখিস্তি । এই যেমন কয় তেগি ফল । (বারাণ্ডা
হইতে চুপগোলা ঢালিয়া দেওন)

কৃষ্ণ ।—এ কি বাবা ! এই কি তোমার মনে
ছিল ? আমাকে রাবণেও মাল্লে—রায়েও মাল্লে !

চমৎ ।—দূর বাটা দূর !

কৃষ্ণ ।—ওহো ঠিক—রাবণেও মাল্লে, মন্দো-
বরীতেও মাল্লে !

চমৎ ।—ফের যদি টেচাবি,তো মড়ো গ্যাংবো
ছুড়ে মারবো !

কৃষ্ণ ।—তা' মারো, কিং তুমি বড় বেরমিক ।
আজ জন্মাস্থি, কাল নন্দোছোব । কাল সকালে
না ক'রে আজি রাত্তিরে দধিকাদা কোললে !

গাড়ো ।—তোবা তোবা ! মেরা ভি সারে বদন
মে বিলকুল চুনা লপট গিয়া রে । মেয়া সহবৎ
তেমা নাকা ।

কৃষ্ণ ।—আর কেন ? এখনো ছাড়, বাপা !

এক জন পাহারওয়ালির প্রবেশ ।

পাহা ।—আরে ! কোনো শস্ত্রা দাক পিকে
শড়ক পর ক্যা পোলমান লাগয়া হায় ?

(উভয়কে প্রহার)

গাড়ো ।—পাহারওয়াল জী ! হাম গাচিও-
রান হায় ।

পাহা ।—চাপ, রও, শাগা !

কৃষ্ণ ।—হাম কিয়নাস ওসাই । ওসাই
আদমি দাক নেহি পিতা, বাবা !

পাহা ।—হাতেরি মাতোয়ারা ! মেরা লাল
পাগড়ী দেখকে শাগা ওসাই জায়া হায় ।

কৃষ্ণ ।—আমাকে ছেড়ে দাঁও, পাহারওয়াল
বাবা ! আমার বাড়ীতে আজ জন্মাস্থির উত ।

পাহা ।—লাগবাজার পুনিবকা হাজংমে জনম-
টিমিকা পরং হোগা । চল শাগা গোগ, চল
জলদি । (প্রহার) •

[সকলের প্রস্থান ।]

তৃতীয় চিত্ররঙ্গ ।

গোকুল—নন্দের গৃহ । রাত্রিকাল ।

[নন্দ ও যশোদা নিদ্রিত । বহুদেবের যশোদার পার্শ্বে কৃষ্ণকে রাখিয়া, তাঁহার সদাঃপ্রস্তুত কন্যাক্রিপণী যোগমায়াকে গ্রহণ ।]

চিত্রকর ও চিত্রকরীর প্রবেশ ।

চিত্রকর—পত্নি ! ঐ দেখ, যমুনা নদীর পর-
পারস্থ গোকুল গ্রাম । গভীর রাত্রিকালে গোপরাজ
নন্দ ও তৎপত্নী যশোদা নিদ্রিত । স্নয়ং যোগমায়া
কন্যাক্রপে যশোদার গর্ভ হ'তে ভূমিষ্ঠ হ'য়েছেন ।
ঐ দেখ, বহুদেব দীর্ঘে দীর্ঘে গৃহমধ্যে প্রবেশ
ক'রে এক হস্তে শ্রীকৃষ্ণকে রাখছেন, আর এক
হস্তে কন্যাক্রিপণী যোগমায়াকে তুলে নিচ্ছেন ।

চিত্রকরী—আমিন ! এখানিও চমৎকার চিত্র ।

চিত্রকর—এই বার শেষ চিত্ররঙ্গখানি
দেখবে চল ।

[উভয়ের প্রস্থান ।

তৃতীয় পঙ্করঙ্গ ।

কলিকাতা—ঠনঠনের মোড় ।

যত্ন ও মধুর প্রবেশ ।

যত্ন—কেমন, ভায়া ! চমৎকারের বারিভার
নীচে কৃষ্ণদাস গোসাইজীর কৃষ্ণভক্তিটে কেমন
টনটনে দেখলে ?

মধু—ছি ছি, আর সেটার নাম ক'র না ।

ঐ সব গুরুগুলো গুরু ব'লে পরিচয় দিয়ে, সরল
লোকদের শিষ্য করে—কাণে গুপ্তমন্ত্র দেয় । এমন
গুরুর কাছে মন্ত্র নেওয়ার চেয়ে নরকে ডুবে মরা
ভাল ।

যত্ন—এই বার এই ঠনঠনের মোড়ে দাঁড়িয়ে
অপরাপর কাণ্ডকারখানা দেখি এস । চল, আমরা
ঐ দিকের কুতপাথে দাঁড়াই ।

[উভয়ের প্রস্থান ।

গোপাল ও নেপালের প্রবেশ ।

গোপাল—ওরে ন্যাপালে ! সন্ধ্যা হ'য়েচে,
চল, গুলির আড্ডায় যাই । আজ সন্ধ্যামীর পরব—
বড় মজাটা হ'বে । আড্ডাধারী যত্ন পাঁচ পাঁচটা
ছিটে খয়রাৎ ক'রবে ।

নেপাল—কেন আড্ডায় ?

গোপাল—এই যে শশব্দর ঠকুর যে বাড়ীতে
[বাসা নিয়েছেন, তারি উত্তর গায়ে আড্ডায় ।

নেপাল—এই ঠনঠনেতেই ?

গোপাল—হাঁ হ্যাঁ । চল, চল, হু'জনে গিয়ে
খয়রাতি মাঠে ছিটে টানি ।

নেপাল—আড্ডাধারী চাটক'দেবে ?

গোপাল—সেটি দিচ্ছে না, বাবা !

নেপাল—তবে আমার যাওয়া হ'ল না ।
চাটের পয়সা নেই ।

গোপাল—নেই বা থাকুলো মনে মনে চাট
খাবি চল ।

নেপাল—মনে মনে চাট খেলেই যদি আশ
মেটে, তবে তোর চাটের পয়সা আনায় দিয়ে
তুই মনে মনে থা ।

গোপাল—মাইরি না কি !

[গোপালের প্রস্থান ।

নেপাল—তাই তো, খয়রাতি চাট না জুটলে
তো খয়রাতি ছিটে পাঁচটা ফোপা যায় । তা'
ভাবনা কি ? যখন ঠনঠনের মেড়ে ডাঁড়িয়েচি,
তখন খয়রাতি চাটের যোগাড় তো হাতে । ঐ
যে বাবা খয়রাতের আদমি আশু হায়া । এই
সময় পইতে গাভটা গলায় প'রে নি । মাইরি,
বাবা ! এক পয়সার পইত্তের হুতোয় অনেক পয়সা
রোজগার ক'রেছি—ক'ছি—ক'রো ।

এক দিক দিয়া বেড়াইবার পোষাকে

গবেশ বাবু ও অপার দিক দিয়া

আফিসের পোষাকে রমেশ

বাবুর প্রবেশ ।

গবেশ—(রমেশ বাবুর সখিত সেক্ষ্যাত্ত)

করিয়া) — Haly Romesh ! আজ বুধবার জন্ম-
ষ্টমীর ছুটি, তুমি এ বেশে কেন ?

রমেশ ।—মিরা, ভাই, গবর্ণমেন্টের চাকর,
তা'তে আবাছাইকোটেরে রাণিগিরি কর ।
তোমাদের বামাসে তের পারসন ! জন্মষ্টমী
তো জন্মষ্টমী, তুা অষ্টমীতেও তোমাদের ছুটি ।
আজ তো মৌ শ্রীকৃষ্ণকে প্রসব ক'রেছেন,
ছুটী তো পা'বে; টিকটিকীতে ডিম পাড়লেও
তোমাদের ললস্না হপা হপা ছুটী ।

গবেশ ।—তুমিও একটা গবর্ণমেন্ট আফিসে
টুকে পড় না ?

রমেশ ।—ছ তো বটে, কিন্তু যোগাড়
কই ? মুকুন্দি ? সুপারিস কই ? তোমার ভগ্নী-
পতির মত মার ভগ্নীপতি থাকলে ভাবনা
কি ছিল ?

নেপাল ।—গো বাবু মশয়রা ! আমি বড়
গরিব ব্রাহ্মণ আজ সারা দিন উপবাসী । দয়া
ক'রে দু'টি বা দেন, বাবা !

গবেশ ।—মি বাবুণ হ'য়ে জন্মষ্টমীর দিনে
থেতে চাও তুমি কেমন বাবুণ হে বাবু ?

নেপাল নৈকম্বি কুশৌন, বিধু ঠাকুরের
সন্তান । কবেয়ারামী বগী । মধুপাত ডাক-
রের এলোপ পথি ক'চ্চি, তাই এ বার জন্মষ্টমী
ক'ন্তে পারি ।

গবেশ ।—যাও, পালাও ।

নেপাল ।—দোহাই বাবু মশয়, নিদেন একটা
পরসাদ দে ।

গবেশ ।—আহারওয়াল ডাকুনো ?

রমেশ ।—আঃ, কেন ওর সঙ্গে মিছে বকাবকি
কর । ও ঠিক, এই নেও একটা পরসাদ ।

নেপাল ।—(পরসাদ লইয়া) আজ্ঞে, আমি দু'টি
পরসাদ চেয়েছ ।

রমেশ ।—টে ! একটাই পাচ্ছিলে না যে ।

গবেশ ।—পালা এখন থেকে, ব্যাটা গুলি-
খোর !

নেপাল ।—(দগত)—আর না, বাবা, ইহ বার
পিটটান দি ।

[প্রস্থান ।

রমেশ ।—আমি বাই, ভাই ! মোকড়া মুকড়ী
ছাড়ি গে ।

গবেশ ।—আচ্ছা । Good bye.

রমেশ ।—Good bye.

[প্রস্থান ।

একটা কাঠের বাক্স গাড়ী করিয়া এক জন
খঞ্জ ভিক্ষুককে টানিয়া লইয়া তাহার
এক জন আত্মীয়ের প্রবেশ ।

খঞ্জ ভিক্ষুক ।—সেলাম বাবু সাহেব ! লেড ডা-
কো একটো পরসাদ ভিখু দিজিয়ে, বাবা ! খোদা-
আপ'কা পবনস্তি করেগা, বাবা !

গবেশ ।—তুমরা জায়গা যাও ।

খঞ্জ ভিক্ষুক ।—দোহাই বাবা ! আপ'বড়ে
আদমি হায়, দাতা !

গবেশ ।—যাও যাও । পরসাদ নেহি হায় ।

খঞ্জ ভিক্ষুক ।—একটো আবেলা দিজিয়ে ।

গবেশ ।—এক কোড়ী নেহি হায় ।

এক জন মালীর প্রবেশ ।

মালী ।—চাই ভাল খুঁয়ের গোড়ে । বৌটা-
কাটা খোয়ে খোকুরো গোড়ে । চাই খাসা গোলাপ
ফুলের তোড়া । চাই মল্লিকে মালা পাতাছোড়া ।

গবেশ ।—ওরে ফুলওলা ! কই দেখি, কেমন
খুঁয়ের গোড়ে ।

মালী ।—এই দেখুন, বাবু !

গবেশ ।—ঠিক দর কত ?

মালী ।—এক ছড়া, না জোড়া ?

গবেশ ।—এক ছড়ায় যে পাঁটাছেড়া হ'ব,
বাবা ! জোড়া চাই ।

মালী ।—এজ্ঞে, তা'রি তরেই আমরা জোড়ায়
পাত জোড়া-করি । আমরা মৌকিন নোক চিনি

গবেশ ।—কি ক'রে চিন্দি ?

মালী।—এ রকম ছাঁচেটা চেহারায় আর
টেলায় সপের পোয়াকে। গোড়ের জোড়ার এক
ছড়া আপনার, আর এক ছড়া হ' হ'—তেনার।

গবেশ।—(সহাস্তে)—দূর বাটা!

মালী।—আপনি আপনার বাবুণীর ঠিকানা
ব'লে দিন। আমি রোজ রোজ ফুল যুগিয়ে
আমবো। পথে কেনার চেয়ে রথে কিনলে দামেও
সস্তা হ'বে।

গবেশ।—তুই তো বড় রসিক মলৌ রে!

মালী।—(নমস্কার করিয়া)—আপনারি হাওয়া
লেগে। তা' যাক্, বলুন, আপনার কেউপক্ষের
তেনার ঠিকানাটা।

গবেশ।—তা' হ'লে খুব সস্তা হবে দিবি?

মালী।—সস্তা ব'লে সস্তা—হ'ছড়ায় চার
ছড়া কাও।

গবেশ।—হ', বলিস্ কি রে! আচ্ছা, চিংপুর
রোড ২৩৪৫ নং বাড়ী।

মালী।—নামটি?

গবেশ।—চমৎকার বিবি।

মালী।—ওহে—সে তো আমার—

গবেশ।—আমার কি রে?

মালী।—আমার পুরুষো যব।

গবেশ।—তা' যাক্। এ জোড়াটা কত দিবি?

মালী।—চার তানা।

গবেশ।—তবেই তুই সস্তা দিয়েচিস্।

মালী।—আচ্ছা, তিন আনা।

খঞ্জ ভিক্ষুক।—বাবা, এই তিন তিন আনা
পরস্য খরচ কিয় হয়। হুক্কো একঠো আবেশা
তি নেহি মিলা—হা হা!

গবেশ।—তোম্ চমৎকার বিবি হোতা তো
এক আবেশা কাছে, বহুৎ বহুৎ রূপেরা মোহর
মিলুতা থা।

খঞ্জ ভিক্ষুক।—তোবা তোবা! চল্ বে মেহেদি,
ইহাঁসে।

[খঞ্জ ভিক্ষুকের প্রস্থান।

এক জন ডাবওয়ালার বৈশ।

ডাবওয়াল।।—(বস্কাছাদিত কটা। সুড়ী
মাথায় করিয়া)—চাই কাঁচের ডাব—বড় কাঁচের
ডাব।

গবেশ।—ওরে কাঁচের ডাব।

ডাবওয়াল।।—এই যে গবেশবু এখানে?
ক'টা দেবো?

গবেশ।—আজ আর বেশী না একটা দে।

ডাবওয়াল।।—সে কি বাবু! কত অমনীর
বাজার।

গবেশ।—দুটো সেখানে আছে।

ডাবওয়াল।।—যা' হয় নিন্। আজ দর
বেশী।

গবেশ।—কারণ?

ডাবওয়াল।।—আজ দিনটে কিনেন তো?

গবেশ।—আজ আঁড়ুথরে যে ঠাকুরকে
নাওয়াবার জন্তে তোর কাঁচের ডাবেল লাগবে
না কি? তাই কি আজ দর বেশী? যাক্, কত
দেবো?

ডাবওয়াল।।—অনি্য দিন একাকা চোদ
আনা। আজ আড়াই টাকা।

গবেশ।—ইস, বড় চড়া।

ডাবওয়াল।।—না, বাবু, বড় পো।

গবেশ।—এক টাকা চোদ আরেই আড়াই
টাকা পোড়া?

ডাবওয়াল।।—আপনি হ'লেই এন আমীর
ওমরা—রাজা বিশেষ নোক। আপনার কাছে
আড়াই টাকা তো আড়াইটে খেমকুঁতি।
আপনকার হাত এয়ি পরাজ যে, দেখ একটি
পরস্যও রাখেন না। আপনকার গনপোত
ধমুজয় বাবু আপনকাকে মস্ত চাকরি দিয়ে
চেন। ম সে মাসে আড়াই শো টামাইনে।
তা'র মধ্যে চমৎকার বিবিকে মাসোমাসে তিন
শো থানিক টাকা খরচ দেন। দেখুনথি, বাবু,
দাতাকর চেয়েও আপুনি দাতা কিনা।

গবেশ ।—হরে ময়শা ! হাত দরাজে দেৱাজ
খালি—দেনাআলায় হাড় কালি !

ডাবওয়া ।—তা' হোক তা' হোক, নৈলে
আগাধের চ'ব কিমে ? এ কাঁচের ডাবের জল
আপনকারা খায় কে ?

গবেশ ।—তুই ব্যাটা বড় মিষ্টিমুখো জোক !
আমার রক্ত খেয়ে ছাড়'বি নি দেখ'চি ।

ডাবওয়া ।—(দগত)—চমৎকার হেন ছুঁ'ড়ী
আর ময়শা'ন শু'ড়ী, তোমার রক্ত তোর রক্ত,
তোমার হাসাবো, মাস খাবো, চামড়া নিয়ে
ডুগ'ডুগী বাজা ।

গবেশ ।—হরে ময়শা ! পাহারওয়ালার সঙ্গে
ইন্স্পেক্টর হবে আসচে রে ।

ডাবওয়া ।—আমুক শালাৱা । আমিও
তা'র পথ রেচ । চাই ভাল কচি ডাব—কচি
ডাব—বড় কড়াব ।

পাহারালার সহিত ইন্স্পেক্টর
হেবের প্রবেশ ।

ইন ।—এটুকু কা পেচটা'হ্যায় ?

ডাবওয়া ।—(সেলাম করিয়া)—কচি ডাব ।

ইন ।—মে কচি ডাব ?

ডাবওয়া ।—আজ যে জন্মগামী, সাহেব !

ইন ।—হা কচি ডাব ডেকলাও ।

ডাবওয়া ।—যে এগ্রে, দশ অবতায় ! এই
দেখুন । (বু নামাইয়া উপর থাকে সজ্জিত
ক এককটি ডাবাওন)

ইন ।—গুট সিং !

পাহা ।—দ্বাদন্দ !

ইন ।—ঠা ডাব উঠায় লেও ।

ডাবওয়া ।—আমি বড় গরিব । একটা
নেও, সাহেব

ইন ।—ও রও, শালা শূ'আরকা বাজা !
হুমু'মট সিং নুঠো উঠায় লেও ।

[তিনডাব লইয়া পাহারওয়ালার
কত ইন্স্পেক্টরের প্রস্থান ।

গবেশ ।—তিন তিনটে ডাব অগ্নি অগ্নি নিয়ে
গেলো রে ?

ডাবওয়ালা ।—খানা পুলিষের সব ব্যাটাই
ডাকাত—সব ব্যাটাই চোর ।

গবেশ ।—মহেশ ! তুই ভারি চালাক । পুলি-
ষের লোক দেখেই কচি ডাব হাঁকুলি—আবার
বা'র ক'রে দেখা'লি ।

ডাবওয়ালা ।—এই বার পুলিষের নোকের
কাছে কাঁচের ডাব বা'র করি । আমার বেতের
ঝুড়ীর দোতালায় কচি ডাব, একতলায় কাঁচী
ডাব । এই নিন, বাবু, একটা বেরাণ্ডর
বোতোল । শীগ্গির দামটা দিন ।

গবেশ ।—(বোতল লইয়া)—বেশ্ টাটকা
তো ?

সহসা দুই জন ছদ্মবেশী গোয়েন্দার
প্রবেশ ও গবেশ বাবু ও ডাবওয়া-
লাকে গ্রেপ্তার করণ ।

গবেশ ।—আমায় কেন ? ওকে ধর ।

ডাবওয়ালা ।—আমায় কেন ? ওকে ধর ।

১ গোয়েন্দা ।—দোনো শালাকো থানেনে লে
যায়ছে । রাস্তেনে ছিপ্‌কায়কে দাঙ্গ বেচনা ঠুর
মোলনা একি হয় ।

গবেশ ।—হামু নেহি বাগা ।

১ গোয়েন্দা ।—হামু লোককো পতাজা নেহি ?
এই দেখো । (উভয় গোয়েন্দার ছদ্মবেশ ত্যাগ)

ডাবওয়ালা ।—(সভয়ে, দগত)—ও বাবা ! সেই
উনিশপোক্ত সাহেব !—সেই হুমুমান সিং !
(প্রকাশে)—সাহেব ! আমায় আর কেন ? এই
পাঁচকটি খেতে দুটো টাকা নিন ।

ইন ।—ডেও ।

(টাকা গ্রহণ)

গবেশ ।—এখান দশ টাকার নোট দিচ্ছি,
সাহেব !

ইন ।—What ? a piece of ten rupees'
currency note only a TH... ..

গবেশ।—Very well, one piece more.

এই নেও, সাহেব, কুড়ি টাকা।

ইন্।—(নোট লইয়া)—হুমুন্ট সিং, লে
চলো ডোনো শালাকো ঠানেনে।

গবেশ —স কি, সাহেব! ঘুষ দিলেম যে!

ইন্।—কেবু ঘুষ ঘুষ করো টো ঘুষা ডেক্কে।

ডাঃওয়াল।—সাহেব! আমাকেও কি থানায়
যেতে হবে?

ইন্।—টোমারা বাবাকোভি যেটে হবে।
চলো শালা!

[সকলের প্রস্থান।]

যতু ও মধুর পুনঃপ্রবেশ।

যতু।—কেমন ভায়াকেমন গবেশ বাবু দেখলে?
কেমন ডাঃওয়াল। দেখলে? কেমন ইন্স্পেক্টর,
পাহারওয়াল। দেখলে?

মধু।—এ সকল পাপিষ্ঠদের এ জন্মে আর যেন
কখন দেখে না হয়।

যতু।—অচ্ছা চল। আরো রকম রকম ব্যাপার
দেখাই।

মধু।—ব্যাপার নিয়ে তুমিই ব্যাপার কর।
আমি এ রাত্রে আর কোথাও যাচ্ছি নি।

যতু।—অচ্ছা আজ তবে বার্মীয় চল। কাল
সকালে বাবু বংশিধর ঘোষের ঠাকুরবাড়ী নন্দোং-
সব দেখে যাব।

[উভয়ের প্রস্থান।]

চতুর্থ চিত্ররঙ্গ।

মধুরা—বধাভূমি।

[ভূতলে বহু শিলাপট স্থাপিত। কংসের হস্ত
হইতে যোগমায়ায় শূন্যে উখিত হইয়া
অষ্টভুজা বিক্রায়াসিনী মূর্তিতে অবস্থিত।

বিস্মিত ও নিরীক হইয়া কংস ও
তদীয় অহুচরণের নানাবিধ
ভাবে অবস্থিত।]

চিত্রকর ও চিত্রকরীর প্রবেশ।

চিত্রকর।—প্রিয়তমে! এইখানি জমাষ্টমীর
শেষ চিত্ররঙ্গ। ঐ দেখ, বহুদেব যোগদ্যঃপ্রসূত।
যোগমায়াকে এনেছিলেন। কঠিনপ্রাপ্তস তাঁকে
বিনাশ করবার জন্ত, যেমন শিলাপট নিক্ষেপ
ক'বে, অমনি তিনি কংসের হুষ্টি হ'তে
বিচ্যুত হ'য়ে আকাশে উখিত হ'য়ে। দেখ
দেখ, যোগমায়া অষ্টভুজারিণী নীল মূর্তিতে
কেমন অপূর্ণ শোভা পাচ্ছেন। আর ঐ দেখ,
অষ্টভুজা বিক্রায়াসিনীমূর্তি দর্শন ক'রুয়া
কংস ও তাহার অহুচরণের ভয়বানিত চিত্রে
নিরীক হ'য়ে নানা ভাবে দাঁড়িয়ে ছ।

চিত্রকরী।—সামিন্! তোমার চিত্ররঙ্গ-
খানি দেখে আমি যাব'পর নাই অন্ত হ'লেম।
আমার বড় সাধ, তুমি দয়া ক'রে। পূজারও
এইরূপ চিত্ররঙ্গ তোমার কোরে আমার এই
দাসীকে নতুন স্থখে স্থখী ক'রো।

চিত্রকর।—অচ্ছা; আমি বিশেষে চেষ্টা
ক'রো।

[উভয়ের প্রস্থান।]

চতুর্থ পঞ্চরঙ্গ।

কলিকাতা—বংশিধর ঘোষ
ঠাকুরবাড়ী।

(নন্দোংসব উপলক্ষে লোকদের দর্শন থেলা)

যতু ও মধুর প্রবেশ

মধু।—ও ভাই যতু! ঐ দেখ ঠাকুরবাড়ী-
রূপের সিংহাসনে সোবার দোলায় ঐ কেমন
দুলছেন। এস, ভগবানকে প্রণাম ক'রো।

(উভ প্রণাম)

কীর্তন করিতে করিতে বৈষ্ণবগণের
প্রবেশ ।

বৈষ্ণবগণ —(নন্দোৎসবসকীর্তন [ঝুমর])

স্বর্গ ছন্দুভি বাজে নাচে দেবগণ ।
হরিহরি হরিশ্রবণি ভরিল ভুবন ॥
ওঙ্গ নাচে শিব নাচে আর নাচে ইন্দ্র ।
গেহলে গোয়াল নাচে পাইয়া গোবিন্দ ॥
নগর মন্দিরে গোয়াল আইল ধাত্রা ।
হাট লাঠি কাঁধে ভার নাচে থৈয়া থৈয়া ॥
দক্ষিণ দূত ঘোল অঙ্গনে ঢালিয়া ।
নাচর নাচ রে নন্দ গোবিন্দ পাইয়া ॥
অন হইল বড় আনন্দ হইল ।
এ দা শিবাইর মন ভুলিয়া রহিল ॥”

বংশধরদ্বারের পুত্র দণ্ডধর দ্বারের
লাঠিহয় টলিতে টলিতে প্রবেশ ।

দণ্ড ।—বংশধরদের প্রতি—এইও, তোম-
লোক কোন্‌দায় ?

১ম বৈ বাবুজী ! বৈষ্ণব আমরা ।

দণ্ড ।—কেন, বাবাজী ?

২য় বৈ আপনি যে বাবুজী ।

দণ্ড ।—র তোমরা বাবুজীর নেস্‌ড বাবাজী ?

২য় বৈ বাবুজী নৈলে বাবাজীর সেবা
চলে কই !

দণ্ড ।—রাধে—কি ! যত বড় মুখ, তত বড়
কথা ? আমি তবে তোদের সেবাদাসী ? ব্যাটার
খোল ভেঙেছি, দাঁড়া ।

২য় বৈ (নভয়ে) বাবুজী ! এ মাটির খোলে
আপনার লাভ ?

দণ্ড ।—তবুনি আমার জন্যে সর্বের খোলের

বন্দোবস্ত ক’ত্তে চাও ? আমি কি গরুরে
টিকিওয়াল !

২য় বৈ ।—রাধে রাধে ! আপনি অমন কথা
মুখে আনিবেন না । আপনার পিতা বংশধর
বাবু পরম কৃষ্ণভক্ত ।

দণ্ড ।—আমার বাবা পরম কেষ্টভক্ত, কিন্তু
আমি গরম কাঠভক্ত । আজ কাঠের লাঠি মেয়ে
তোর খোণকে খোল খাওয়াচ্ছি ।—(লাঠি উত্তোলন
ও বৈষ্ণবগণের গোলযোগ করিতে করিতে
পলায়ন ; কিন্তু দণ্ডধরের হস্তে এক জন বৈষ্ণবের
ঘত হওন)—তুই কে ? তোরা মাথায় হলুদে গামছার
পাগড়ী কেন ? কানে আমডাল গোঁজা কেন ?
কাঁধে বাক কেন ?

৩য় বৈ ।—আমি বাবা নন্দঘোষ ।

দণ্ড ।—(বিকটহাস্তে) O, you nasty beg-
gar ! তুইই কেষ্ট ঠাকুরের বাবা । তা ঠিক,
কেষ্টা ব্যাটা যেমন কালো ভূত, তার বাবা ব্যাটাও
ভেগ্নি জঙ্ঘা দূত ! আর আমার বাবা ব্যাটাও
ততোহিকি কিছুত ! নৈলে এ ব্যাটার কো-
ছেগেটাকে সোণার দোলায় দোলায় আন
আমাকে ভোলায় । (প্রহার)

৩য় বৈ ।—বাবা রে ! খুন ক’জ্ঞে রে !

[পলায়ন ।

দণ্ড ।—ব্যাটা, দণ্ড ঘোষের কাছে নন্দ ঘোষ !
আজ ঘোষে ঘোষে ঘুঁমোঘুঁমি । (লক্ষ প্রদান ও
ভূতলে পতন)

যহু ।—মধু ! মধুপানের মজা দেখ’চো ?

মধু ।—বঁহু ! মধু মধু কোরো না । নাম শুনে
কান কামড়া’বে । স’রে পড়ি এস । ভালা জন্মাস্তমী
দেখা’লে, ভায়া !

[উভয়ের প্রস্থান ।

যবনিকাপতন ।

SHAHJAH'S LIBRARY

প্রমদরা ।

পৌরাণিকী গীতিনাটিকা ।

নাট্যোক্ত ব্যক্তিবর্গ ।

পুরুষ ।

ধর্মরাজ স্বয়ং ও মৃত্যু ।

প্রমতি কবি ।

সুলকেশ ঋষি ।

ব্রহ্ম প্রমতির গুরু ।

উদালক ব্রহ্মের সখা ।

কঠ প্রমতির শিষ্য ।

মৃত প্রমতির শিষ্য ।

স্ত্রী ।

মেনকা অঙ্গরা ও প্রমদরার জননী ।

প্রমদরা সুলকেশের গালিতা বহ্না ও ককর পত্নী ।

মালতী প্রমদরার সখী ।

মাদবী প্রমদরার সখী ।

মায়াবদগীপণ । প্রমদরার অত্যন্ত সখীগণ । বৃদ্ধ

সুবতী ও পুষ্কিকা ব্রাহ্মণী ।

মায়াবদগীপণ,

মায়াবদগীপণ,

মায়াবদগীপণে ভাসাই ভেঙে।

মায়াবদগীপণে মায়াবদগীপণে মায়াবদগীপণে

মায়াবদগীপণে মায়াবদগীপণে মায়াবদগীপণে

হের ওগো মই, মা ভূমি ওই,

মেয়ে ভাসাইল মেনকা বা ।

আয় ডুব পাকি, ডুব ডুবেছি,

কাজের নদীতে মনোমোহন ।

(জগদগো মায়া মনোমোহন হও)

একটি বৃদ্ধ মনোমোহন মনোমোহন সংপ্রসূত

কথা রক্ষা করিয়া মেনকা অবার

প্রবেশ ।

মেনকা । (ভূতলে মনোমোহন রক্ষা ইত্যাদি, গীত)

করা যেন পনি মনোমোহন

কি যেন কহিল আমার কাণে

ভেব না অরহে, নব কুমারি

আধাবে ভরিয়া ভাণে। জলে

জগতে ঘটিবে নবীন ঘটনা

কোটি কোটি লোকে করিষ্টনা ;

প্রকৃত প্রেমের প্রকৃত মহি

গীত হবে নবীর গণে

(মহাখে নদীজলে কতাসহ মনোমোহনভাসাইতে

ভাসাইতে গীত)

নাট্যসূচনা ।

নদীতট ।

নদীজলে প্রস্ফুটিত শতদলোপরি মায়া-

রমণীগণ দণ্ডায়মানা ।

মায়াবদগীপণ । (গীত)

মায়াবদগীপণ,

মায়াবদগীপণ,

মায়াবদগীপণ

ভাসাইতে,

আয় লো খেলি মায়াবদগীপণ ।

ভাসাইতে শেষে বাছা বেগে!

ভাসাইতে অবস্থিতি ।

